পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পর-সাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৩২ ভাদ্র হইতে মাঘ ১৩৩২)

সমগ্র সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৯।

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধসূচি

চতুর্থ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৫শ সংখ্যা।

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পর-সাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্থবর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩২ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৩)

সসঙ্ঘ-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ বি, এ

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীঅনন্তবাসুদেবব্রহ্মচারী পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ !

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩২, ১৫ই আগষ্ট ১৯২৫ | ১ম সংখ্যা

স্বাগত !

স্বাগত বৎসর, কর আগমন
শ্রীগৌড়ীয়-পাদমূলে, হইতে সার্থক ;
সে আশ্রয়ে, সদা-গৌর গুণামৃতপর
আতুর-জামর-হর ভেষজ-মন্দির,—
সুখবাস অরোগীর **গৌরজনাশ্রিত,**
অবস্থিত হরি-সেবা-সাধনে নির্ম্মল
সুবিরল ! এস দেব, উদ্যমে নূতন,
উৎসাহে দ্বিগুণ পুনঃ, প্রভুর সেবায়
কর শক্ত, মুক্ত গ্রন্থী গৌর-দাস-গণে
গউড়-গৌরব-ধন ! অভাজনে আর
অসার-বিষয়-মুগ্ধ, দাও হে সুযোগ
অনন্য-ভকতি-যোগ-আশ্রয়ে অতুল
সেবিতে রাতুল পদ,—সম্পদ অব্যয়
নির্ভয় অভয় নিত্য যাহা সকলের,
অখিল লোকের এক একান্ত সাধন
অনুত্তম ; অনুপম প্রেম-মধু-রসে ;
পদ-তামরসে সেই, রসিক সুজন,
সদানন্দ, পিয়া পূর্ণ মকরন্দ-সুধা !
নাশি বিঘ্ন-বাধা শত **শ্রীগোবিন্দ নামে,**
শ্রীগুরু-প্রসাদে, যেন সকলে আবার
সাধিতে সবার মহামঙ্গল অক্ষয়
ঢালি দেহ প্রাণ মনঃ ; প্রয়োজনে মূল
এস তুমি নববর্ষ, হও অনুকূল ।
'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণ, 'গৌড়ীয়'-পাঠক
হে পূজ্য পরম, প্রিয় ভাগবত-গণ,
লহ সবে নব বর্ষে হর্ষে প্রীতি-দান—
সভক্তি প্রণাম শত, প্রেম-আলিঙ্গন ;
প্রতিদান আশীর্ব্বাদ দাও কৃপাবশে !
তোমাদেরি তরে **সেই অমৃত-ভাণ্ডার,**
আচণ্ডালে বিতরিত সেই প্রেম ভার
সঞ্চিত যতনে যাহা শুদ্ধ ভক্তগণ
মহা-ভাগবত-জন ভুবন-মঙ্গল
রেখেছেন সংগোপনে, করিতে সুগম
সুলভ সতত তাহা, কত আয়োজনে,
পরিশ্রমে প্রাণপাত, ভিক্ষা-ভরসায়
সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢালিয়া কেবল,
সাধি সেবা-মহাব্রত ; বল তোমরাই,
গুরু-বলে-বলীয়ান্, হে ভক্ত-মণ্ডলি !
তোমরা রাখিলে কৃপা, সম্ভব সকলি ।

শ্রীভাগবত পদ কাঙ্গাল

গৌড়ীয়সেবকগণ

কাঙ্গালী ভোজন কবে হ'বে?

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নানাদেশ হইতে অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক, স্বয়মাদর্শ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সকলেই সগণ প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রসন্তান ও ভদ্রমহিলাগণও ভগবদ্ভক্তি-রস-পিপাসা লইয়া আশ্রমে আগমন করিতেছেন। নিঃস্বার্থ, সেবাপরায়ণ সেবকমণ্ডলী, সকলেই অনাবিল আনন্দে, অকপট সেবাবৃত্তিতে, অবিরাম পরিশ্রমে,—আহূত, অনাহূত, ভক্ত, অভক্ত, বিষয়ী ও বিরক্ত সেবোন্মুখ, সকলকেই হরিকীর্ত্তনধারা সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-কথায়, কৃষ্ণগুণ-গাথায় ও নাম-সংকীর্ত্তনে সকল হৃদয়ের আনন্দ-উৎস উচ্ছলিয়া উঠিতেছে! বিষয়াবিষ্ট পথিকও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, গন্তব্য ভুলিয়া স্তব্ধ হইতেছেন।

এমন সময় সহসা কে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, হাঁ গা, **মঠে কাঙ্গালী ভোজন কবে হ'বে?**" উত্তর দিব কি! অহো, এই প্রশ্নেই, আমি অপর ভাবে আপনাকে যে হারাইয়া ফেলিলাম! আপনার মনের দিকেই চাহিলাম। তাহারই সঙ্গে ইহার একটু বুঝা-পড়া আরম্ভ হইল।

বলি হাঁ রে অবোধ মন, সত্য বল্ দেখি,—তুই কিসের কাঙ্গাল; কি তোর অভাব; কি চা'স্? হায়, হায়,—তুই যে তোর এই জড় ইন্দ্রিয়গুলিকেই কেবল পরিতৃপ্ত কর্ত্তে চাস্; তাদের দুষ্ট ক্ষুধায় ইচ্ছামত ভোগ-সুখেরই অভাব অনুভব করিস্; আর, তাহা যথেষ্টরূপ যোগাইতে না পারিয়া তাহারই তরে আপনাকে কাঙ্গাল ভাবিস্! সত্য নয় কি? কবে কাঙ্গালী ভোজন হইবে; কবে বিবিধ উপচারে, বিবিধ উপাদেয় উপাদানে রসনার সুখ-সাধন করিতে পারিব,—অন্বেষণ কেবল তাহারই! সুপক্ব-সুফল-শোভিত সুন্দর রসাল-তরুমূলে আসিয়া, তোর অনুসন্ধান পড়িয়াছে পক্ব আমড়ার! তুই তাহাই জানিস্; তাহারই রসে তোর রসনা মজিয়া আছে। তুই মনে করিতেছিস্, তাহাতেই তোর তৃপ্তিলাভ হইবে; রোগ-জনিত অরুচিটা কাটিবে; খাইয়া মাখিয়া সুস্থ হইবি। কিন্তু, ভুল তোর এ'টা; মহাভুল! তুই ভাবিস্ না,—ঐ অপথ্য অম্লরসে তোর দাঁত আম্লাইয়া যাইবে; রোগ বাড়িবে; আর কোনও উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ লইতে পারিবি না, মরিবি! ভোগ-বাসনার বশে মহাপ্রসাদকে সামান্য রসনা-সুখ ভোজ্য-জ্ঞানে ভোজনের ফলও তাহাই! অবোধ মন, এখানে তোর কাঙ্গালী-বিদায়ের সন্ধান লওয়া বৃথা! তুই যার কাঙাল, তাহা ত পথে ঘাটেও মিলে; পশুতেও উপভোগ করে; তার জন্য মঠে আসিতে হইবে কেন? হাঁ রে,—কৃষ্ণৈক-শরণ মহাজন-সেবিত, মহাতীর্থ ঐ মঠের যে আহ্বান, ঐ মঠের যে নিমন্ত্রণ, তাহা কি তোর জড়ীয় রসে জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্য? শিশুকে রোগনাশন ঔষধ সেবন করাইতে পুত্রবৎসলা কর্ম্মকুশলা মাতা লড্ডুকের লোভ দেখান; তথায় কি সেই লড্ডুকই লক্ষ্য? তা' নয় রে, তা' নয়! মূল লক্ষ্য তাহার অন্তরালে অবস্থিত! এখানেও, ঐ বিষ্ণুক্ষেত্রে, ঐ মহাতীর্থে, শ্রীগৌর-মুখামৃত-মধু মহাপ্রসাদ ভোজনের অভ্যন্তরেও, **মহাপ্রভুর ভজনই সর্ব্বময়** হইয়া বিরাজমান! তাহাই অখিল জগতের মূল লক্ষ্য, মূল প্রয়োজন! তাই বলি, আয় মন, আয়, যদি শ্রেয়ঃ লাভ করিবি,—আয়, —ভোজনের কাঙ্গাল হইয়া নয়, ভজনের কাঙ্গাল হইয়া আয়, আর পরমপাবন ভাগবত-জনের চরণে লুণ্ঠিয়া মাথায় তুলিয়া নে,—

> "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
> ভক্তভুক্ত শেষ তিন সাধনের বল॥"

———:০:———

নববর্ষে

গৌড়ীয়-মহামহোৎসবে ভক্ত-বৃন্দাবাহনম্

(১)

নব-জলধর-কান্তং সন্ততং সেবমানং
নব-সুমধুর-ভাবং ভক্তবৃন্দে দদানম্।
নব নট-বর-পাদ-দ্বন্দ্ব-নিত্য-প্রসাদাৎ
নবমিহ শুভবর্ষং সঙ্গতং গৌড়-পত্রম্॥

(২)

কালেঽস্মিন্ বিলসৎ-কদম্ব-কলিকা-মোদৈঃ সদাবাসিতা
গুঞ্জন্মঞ্জু-নিকুঞ্জ-পুষ্পিত-চলদ্-ভৃঙ্গালিভির্ভূষিতা।
স্নাতা বর্ষজলৈরলং সুবিমলা ধাত্রী বিচিত্রাম্বরা
ক্ষেত্রে-সঙ্গতমত্র চিত্র-চরিতং ক্ষেত্রজ্ঞমাকাঙ্ক্ষতে॥

(৩)

লীলানন্ত-পদ-স্থিতে জল-ধরানীলাঙ্গকে প্রোজ্জ্বলা
লোলাকেলি-পরায়ণা কনকজামালেব লীলাক্ষণাৎ।
গঙ্গা রঙ্গময়ী তরঙ্গ-পতিতং সিন্ধুং নয়ত্যাকুলা
ভক্তির্গৌড়-জনান্ যথা গুণনিধেঃ পাদাম্বুজে নিশ্চলা।

(৪)

উদ্গচ্ছৎ কোটি-সূর্য্যোজ্জ্বলকরনিকরৈর্নিপ্রভোভাস্বরোঽয়ং
মন্দং মন্দং সুগন্ধং প্রবহতি পবনঃ শীলয়ন্নঙ্গ-সঙ্গম্।
নীরাধারাঃ সুপূর্ণা যুগ লয়-শয়নং তন্যতে ধন্যনাঞ্চ
বিশ্বগ্বিশ্বেশ-পূত-প্রণয়-প্রকটনৈরাজিতং বিশ্বমিত্থম্॥

(৫)

ভো ভো ভক্তি-মধু-ব্রতা! হরিকথা-নিত্য-গ্রহে সাগ্রহাঃ!
বর্ষাগ্রে-ত্র নিবেদ্যতেঽপি ভবতাং বার্ত্তা মনোগ্রাহিণী।
শ্রীগৌরানুগতান্ প্রিয়ৈঃ সুচরিতৈঃ সত্যৈঃ সদানন্দনঃ
গৌড়ীয়েঽপি সমাগতঃ প্রণয়িণাং পুণ্যো মহানুৎসবঃ॥

(৬)

অরুণ-কিরণ-লেখা লোকবাহ্যাঙ্কভাবং
নয়তি ন পরমার্গং সর্ব্বথা যাবদেব।
মধুর-মুরজ-নাদৈঃ কীর্ত্তনং তাবদস্মি-
ন্নপহরতি সমস্তং প্রাক্তমধ্যাগতং সং॥

(৭)

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতং বিতরিতং মর্ত্ত্যান্ মৃতং জীবয়েৎ
প্রাতর্নিত্যমনশ্বরং হরিকথা সঞ্চারয়েৎ স্পন্দনম্।
পূর্ব্বাহ্নে নগরে নরান্ রসভরং সংপ্রাপয়েৎ কীর্ত্তনং
মধ্যাহ্নে চ মহা-প্রসাদ-সুবিধেঃ সম্মাননং সম্ভবেৎ॥

(৮)

শেষার্দ্ধে পুনরপ্যসৌ হরিকথা-শিক্ষা-সদাচারকে
সায়ং শ্রীচরিতামৃতস্য ললিতা ব্যাখ্যা সমক্ষং সতাম্।
দোষায়াঃ প্রথমে কলেরতিবলান্ দোষান্ হরেৎ কীর্ত্তনং
এবং প্রাত্যহিকং নৃণাং সুখকরং কৃত্যং ভবেৎ সাত্ত্বিকম্॥

(৯)

মাস-ব্যাপি-মহোৎসবঃ পরিণতিং যাস্যত্যয়ং পাঠকাঃ!
ভাদ্রে ভদ্রবরাঃ! হরেঃ করুণয়া চাষ্টাদশে বাসরে।
শ্রীমন্তঃ সফলামিমাং পরিষদং কর্ত্তুং ত্বিহ স্বাগতৈঃ
যাচন্তে সততং বুধাংশ্চ বিনয়াদস্যাঃ সদস্যাঃ স্বয়ম্॥

(১০)

ভবতু পরম-পূতা পাদপদ্মৈর্নিবিষ্টা
প্রতিগমিহ বিজ্ঞৈর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পুণ্যা।
দহতু হৃদয়-বাচো পাঠকাঃ [illegible]
বিপুল-পুলক-ভারং ভারতে গৌড়-পত্রম্

মহোৎসব

"চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ প্রসাদ-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

যিনি হরিভক্তসঙ্ঘকে নিরন্তর সুস্বাদু অন্ন-সমন্বিত চর্ব্ব্য, নির্মুক্ত হরিভক্তসঙ্ঘকে তাঁহাদের স্ব স্ব স্বরূপসিদ্ধ সেবা-চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ-রসযুক্ত মহাপ্রসাদ অথবা অনর্থ- ভাবানুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্বিধ

ভগবদ্রস পরিতৃপ্তরূপে আস্বাদন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি।

আমরা আজ এবম্বিধ শ্রীগুরুদেবের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া তাঁহারই অনুকম্পায় গৌড়ীয়ের নিত্য-মহোৎসবের নানাবিধ বিচিত্রতাযুক্ত মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

এ গুরু ভার কতদূর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারিব, তাহা আমরা জানি না। তবে হৃদয়ে প্রবলা আশা, অন্তরে একটী সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সদ্‌গুরুর কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, মূকও কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনে শতজিহ্ব হইতে পারে।

এ মহাপ্রসাদবিতরণরূপ কার্য্য বড়ই গুরুতর। কেন না, শ্রীমহাপ্রসাদ—চিন্ময় বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় না। বৈষ্ণবস্মৃতিপ্রবন্ধরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবাদিকে মহাপ্রসাদরূপ অমূল্য বস্তু দিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত দ্রবিণাদি দ্বারা বঞ্চনা করিতেই আদেশ করিয়াছেন। কারণ, নর-সদৃশ জন কখনও গজ-মুক্তার আদর জানে না। **"গৌড়ীয়"**—বৈষ্ণব। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদ তাঁহারই নিকট পাওয়া যায়—এই সকল অপ্রাকৃত বস্তু একমাত্রই তাঁহারই ভাণ্ডারের ধন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমরা কেবল পরিবেশক মাত্র। এই পরিবেশন-কার্য্যই আমাদের শ্রীগুরুদেবনির্দ্দিষ্ট সেবা।

শ্রীমহাপ্রসাদে দেশকালপাত্রের বিচার না থাকিলেও শাস্ত্র অশ্রদ্দধান ব্যক্তিগণকে তাহা প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্যে আমরা কেবল পরিবেশক মাত্র, ইহাতে আমাদের কোনও কৃতিত্বই নাই, যাহা কিছু কৃতিত্ব—ভোগরন্ধনকারীর, ভোগপ্রদানকারীর, স্বয়ং ভোক্তার ও ভোক্তার কৃপাবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদের

এই শ্রীগৌরাঙ্গগিরিধারীর ভোগরন্ধনকারিণী সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী ও প্রিয়াজী এবং শ্রীমতীরাধাঠাকুরাণী। শ্রীকৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তির মূর্ত্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার পক্ব সামগ্রীই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীরাধার পরম প্রিয় বস্তু। শ্রীরাধার সহচরী শ্রীললিতাদি ও শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি সখীগণই শ্রীরাধার অবশেষের অধিকারিণী। রূপানুগগণ সর্ব্বদাই সেই বিচিত্রতা-যুক্ত মহা-মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিতেছেন। রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব জীবের অধিকার অনুসারে সেই সেই বিচিত্র প্রসাদ হরিভক্তসঙ্ঘকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল।
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

মহাপ্রসাদ আবার মহা-মহাপ্রসাদ হইলে অসীম ক্ষমতা ধারণ করেন। নিগমকল্পবৃক্ষের ত্বক, অষ্টি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত পরমানন্দরসময় অমৃত ফল শুক-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া আম্নায়পরম্পরায় শ্রীরূপানুগগুরুবর্গের মুখসংলগ্ন হওয়াতে আরও মধুর হইতে মধুরতর স্বাদযুক্ত হইয়াছে। আমরা তাহারই পরিবেশন-সেবা করিয়া ধন্য হইবার অভিলাষ করিয়াছি। সুতরাং এ মহাপ্রসাদ নবনবায়মান বিচিত্রতায় প্রকাশিত হইলেও ইহা সনাতন বস্তু; কোন মর্ত্ত্যালোকের রচিত বস্তু নহেন।

গ্রাহকগণ এ মহোৎসবে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহা-প্রসাদ আস্বাদন করিতে পারিবেন। শুক্তা, গৌরপ্রিয় শাক, ভাজি, কুষ্মাণ্ড, ডালি, ডাল্‌না, পুষ্পান্ন, পেচরান্ন, নবান্ন, ঘৃতান্ন, মোচাখণ্ড, রসালা, অম্ল, অমৃতকেলী, ক্ষীরসার, দধি, পায়সান্ন, লাড্ডু, রসাবলী বহু প্রকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ পরিবেশিত হইবে।

কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি সকলেই কেবল ঘৃতান্ন ও পায়সান্নের জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে মহাপ্রসাদসম্মান ও মহাপ্রসাদসেবার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া পড়িবে। ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেব্যবস্তুকে সর্ব্বদা সেবাই করিতে হইবে। কোনও কোনও অধিকারীর জন্য শুকতা, তিক্তও সময় সময় পরিবেশন করা হইবে। রোগীর নিকট তিক্ত অরুচিকর বোধ হইলেও পরিণামে উহাই তাহার পক্ষে হিতকর।

প্রচলিত পদ্ধতি ও জাগতিক চিন্তাস্রোত-অনুসারে অনেকে আজকাল কলিপ্রিয় মাদক দ্রব্য ও অমেধ্য প্রভৃতিকে 'প্রসাদ' মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। সাত্বতগণ কখনও ঐ সব অমেধ্য বস্তুকে আদর করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা উহাদিগকে অধোক্ষজসেবার অযোগ্য বস্তু বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাত্বতাচার্য্যগণের অনুবর্ত্তন করিলে যদি কেহ অক্ষজ-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে অনুদার বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিব।

অন্যাভিলাষ জড়কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞানাদি কৃষ্ণজ্ঞান-বিরোধ; সুতরাং আস্বাদনের অনুপযোগী; অমেধ্যবস্তু-তুল্য। ঐ সকল বস্তু কৃষ্ণসেবাবিমুখপর ইন্দ্রিয়তর্পণের সহচর, উহাতে ভোগের পূতিগন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং অধোক্ষজ কৃষ্ণসেবার অযোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণসেবাভিলাষ, কৃষ্ণকর্ম্ম, কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান প্রভৃতি অমেধ্য বস্তু নহে; তাঁহারা পরম পবিত্র কৃষ্ণসেবার সামগ্রী।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

* * * *

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত ন কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিকক্ষয়া॥

* * * *

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

* * * *

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

* * * *

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

আমরা নববর্ষের পরিবেশন-সেবার মঙ্গলাচরণে, গললগ্নীকৃতবাসে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি; হে ভাগবতবৃন্দ! কৃপা বিতরণ করুন, যেন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর কৃপায় নববর্ষের মহোৎসবে আপনাদিগকে গৌরকৃষ্ণাবশেষ নানা বৈচিত্র্যযুক্ত শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশনের সম্পাদকত্ব-কার্য্যে যোগ্যতালাভ করিতে পারে।

যাঁহারা সশরীরে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেও আহ্বান করিয়া বলিতেছি—হে বিবুধগণ! আপনারা শ্রীমঠের মহামহোৎসবে যোগদান করুন। বহু গৌরকৃষ্ণপ্রণয়িজন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ প্রসাদ নিরন্তর বিতরণ করিতেছেন। আগমনপূর্ব্বক ঐ সকল প্রসাদ আস্বাদন করুন, সম্মান করুন, সেবা করুন, মানব-জীবন ধন্য হইবে, সার্থক হইবে, কৃতকৃতার্থ হইবে।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসালঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

বৈষ্ণব-প্রকাশ

[১]

গৌর-নিজ জন গোলোকের ধন
ও'গো মহাজন-বর।
ভকতি-বিনোদ ভকত-প্রমোদ
প্রমদ-প্রবোধ-কর॥
অমিত-বৈভব, পরম-বৈষ্ণব,
কৈতব-কলুষ-হর।
বিজ্ঞান-আলয়, অনাদি অব্যয়,
অজিত শকতি-ধর॥
পরমার্থ-পথ- বিঘ্ন-নাশ-ব্রত
মহাসত্ত্ব মহাশয়।
মোহ-দৈত্য-বল- বিজয়-কুশল,
কেশব-চরণাশ্রয়॥
ভোগ-বাঞ্ছা-বেগ, মায়াবাদ মেঘ,
মায়াজাল অবিস্তার।
কা সম সত্যে আবরণ,
ঘন-ঘোর অন্ধকার॥

করিতে বিনাশ, গৌড়-মহাকাশ
সুপ্রকাশ দিনমণি।
হে ভব-বান্ধব, অ-ভব-সম্ভব,
অনন্ত গুণের খনি॥

[২]

কি ধন পরম, খুলি' আবরণ,
আসিয়া আবার তুমি।
বিলাইলে ভবে; কি ভাব-বৈভবে
ভরিলে ভারত-ভূমি॥
কে তুমি দয়াল, কি দুর্দ্দিনে কাল,
কিবা শুভ সমাচার।
মৃত-সঞ্জীবন, করি আনয়ন,
ঘোষিলে সবার দ্বার॥
কি সুধা বিলালে, মরণে বাঁচালে
গরলে গতাসু জনে।
কি রত্ন-আকর, অমৃত-নির্ঝর,
খুলিলে গো শুভক্ষণে॥
আবরণে দৃঢ় দুর্গম সুচির
ছিল যে আনন্দ-রস।
তোমারি কৃপায় আজি সবে পায়,
পান করে অনলস॥
নহে শোধিবার তব-ঋণ-ভার,
বাধা চির-ঋণ-পাশে।
চরণে তোমার আছি অনিবার,
মোরা তব সেবা-আশে॥
যোগ্য নহি তার; কৃপাই তোমার
ভরসা কেবল তাহে।
পূরাও বাসনা, দাও কৃপা-কণা,
কিঙ্কর কাতরে চাহে॥
তব গুণ-গান মহিমা মহান্
সমুদ্র সমান জানি।
তথাপি প্রয়াস, গাহিতে উল্লাস,
দুরাশ পতঙ্গ আমি॥
ভরসা কেবল তব পদ-বল
সম্বল করিয়া তাই।

তরিতে সাগর, সাধনা দুস্তর ;
চরণে আদেশ চাই ॥
কবি 'কৃষ্ণামৃত' অবোধ অকৃত
সরস্বতী-পদতলে।
মহা-মহাজন চরিত্র পরম
প্রকাশয়ে কুতূহলে ॥

[৩]

জয় জয় জয় **ভকতি-বিনোদ**
জয় জয় জয় ভকতবর।
জয় জয় জয় গৌর নিজ-জন
জয় জয় নিত্য-লীলা-পরিকর ॥
জয় জয় জয় প্রেম-ধন-দাতা
জয় জয় পূর্ণ-আনন্দধাম।
জয় জয় জয় গোরা-প্রেমপূর
জয় জয় সেবাময় জিতকাম ॥
জয় জয় জয় কৃষ্ণগত-প্রাণ
জয় জয় কৃষ্ণনাম-অনুরত।
জয় জয় কৃষ্ণ- বিরহ-সন্তপ্ত
জয় জয় জয় রূপ-অনুগত ॥

অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার

গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন কিনা জানি না, কিছুকাল পূর্ব্বে একটী অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার হইয়াছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কর্ত্তা ক্যাপটেন এমানসন, কোলাম্বাসের ন্যায় শত শত মনীষি, স্যার জগদীশ বসুর ন্যায় গবেষণানিপুণ বৈজ্ঞানিকগণ যাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সমগ্র দেবসমাজ, ঋষিকুল যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই—সম্প্রতি এইরূপ একটী অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। জগতের খুব কম লোকেই ইহার খবর রাখেন।

জগৎ যখন অন্ধতমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া বিপুল তরঙ্গসঙ্কুল অতল জলধির গর্ভে বিলীন হইতেছিল, এমন সময় পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া শত শত সূর্য্যের প্রভাকে তিরস্কারপূর্ব্বক এক অদ্ভুত সূর্য্যের উদয় হইল।

"কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।"—ভাঃ ১।৩।৪৫

কলিকালের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যালোক প্রদান করিবার জন্য সম্প্রতি একটী সনাতন-পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

এই সূর্য্য অধুনা লোকলোচনের নিকট নবীন রূপ লইয়া উদিত হইলেও ইহা 'পুরাণ' অর্থাৎ পুরাতন, খণ্ড-কালাতীত—সনাতন। সর্ব্বপ্রথমে এই বালার্ক অষ্টনয়ন চতুর্মুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তৎপরে দ্বিনয়ন দেবর্ষি নারদের লোচনপ্রান্তে এই পুরাণার্কের নবীন ছবি প্রতিফলিত হয়। দেবর্ষি নারদের পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই অদ্ভুত সূর্য্যের প্রভায় নয়নদ্বারা জড়ভোগ ও জড়ত্যাগ-স্বরূপদ্বয় দর্শন করিয়া তাঁহার জড়তা ও বিষাদকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। বেদব্যাসের পরে ব্রহ্মানন্দরসপানে মত্ত গর্ভস্থযোগিপুরুষ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই সূর্য্যকে দর্শন করেন। শ্রীশুকদেবের পর মহাভাগবত-প্রবর শ্রীসূত গোস্বামিপাদ এই পুরাণ-সূর্য্যের প্রোজ্জ্বলপ্রভায় উদ্ভাসিত হইলে তাঁহার তপ্তশূদ্রত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং তিনি গুরুর আসনে অধ্যাসীন হইয়া শৌনকাদি ব্রাহ্মণ ঋষিকে ঐ পুরাণ-সূর্য্যের বিষয় উপদেশ করেন।

পরীক্ষিতাদি ভাগবতগণও ঐ সূর্য্য দর্শন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়াছিলেন। এই সূর্য্যালোকের প্রভাবেই এই ভীষণ তমসাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকাময় ভবজলধিমধ্যে একটী অমূল্য রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কৃত বিষয়টীই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং **নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং**
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥
—ভাঃ ১২।১৩।১৮

এই **নৈষ্কর্ম্ম্যাবিষ্কার** দার্শনিক জগতে একটী মহা-যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই আবিষ্কাররূপ তিগ্মাংশু দ্বারা জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মনীষিবৃন্দের

ক্ষীণালোকের আবিষ্কার অতি নগণ্য, ক্ষুদ্র ও তেজোহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই পুরাণার্কের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"অর্কতারূপকেণ তদ্বিনা নান্যেষাং সম্যগ্বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপদ্যতে।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতকে সূর্য্যের সহিত রূপক করায় অন্যান্য ক্ষীণালোকময় খদ্যোতপ্রতিমশাস্ত্রের যে সম্যক্‌রূপে বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

এই পুরাণার্ক সুপুরাতন সনাতন বস্তু। কারণ, ইহা অনাদি আদি সনাতনপুরুষ শ্রীঅচ্যুতের শ্রীমুখনিঃসৃত। ইহা বেদান্তভাস্করেরও প্রকাশক বলিয়া পুরাণ। ইহা "পূরণাৎ পুরাণম্" এই ন্যায়ানুসারে অল্পজ্ঞানীর বেদের অভাবের পূরক বলিয়া 'পুরাণ'; সুতরাং ইহাও বেদ।

"ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহনং সম্ভবতি ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে।"—

অর্থাৎ যাহা বেদ নয় তাহার দ্বারা বেদের পূরণ অসম্ভব। সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশ পূরণের প্রয়োজন হইলে সীসকের দ্বারা কখনই তাহা পূরণ হইতে পারে না।

"গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ" এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ভর্গদেবের যথার্থ স্বরূপও এই পুরাণার্কের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" এই বাক্যের দ্বারা এই পুরাণার্ক বেদান্তভাস্কর ও ভারতসূর্য্য হইতেও কোটীগুণ সমুজ্জ্বল ও তাঁহাদের যথার্থ-স্বরূপ-প্রকাশক। বহু বহু ক্ষুদ্র সূর্য্য এই মহদ্দিব্য-সূর্য্যের আভায় প্রকাশিত হইয়াছেন। এই ভাগবত-মরীচি-মালী হইতে আবার জগতে বহু বহু কিরণমালা বিচ্ছুরিত হইয়া দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিতেছে। শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনা-ভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংস-প্রিয়া, ভাগবততাৎপর্য্য, পদরত্নাবলী, সিদ্ধান্তপ্রদীপ, ভাগবতচন্দ্রিকা, বৈষ্ণবতোষণী, ক্রমসন্দর্ভ, সারার্থদর্শিনী প্রভৃতি বহু বহু কিরণ এই ভাগবতার্ক হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের চিত্তগুহা আলোকিত করিয়াছে।

এই ভাগবতার্ক "নৈষ্কর্ম্ম্য" মহারত্নটী জগতে আবিষ্কার করিলেও দুই এক জন অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই ইহার সন্ধান পান নাই। এই অদ্ভুত ভাগবত ভাস্কর কৃপাবঞ্চিত উলুকসদৃশ জীবকুল যখন নাস্তিকতারূপ পশুত্বকে বরণ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, জগৎ যখন মায়াবাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল, মুক্তিব্যাঘ্রীর করাল কবলে পতিত হইবার জন্য ঋষি ও দেবসমাজের হৃদয়ে পর্য্যন্ত যখন বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, 'অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যার' চিত্ত-বিনোদনকারী নৃত্যে ও কপট-হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া জীব যখন অন্ধ-তামিস্রে পতিত হইতেছিল; এমন সময় আর একটী প্রোজ্জ্বল সূর্য্যের আবির্ভাব হইল—

"ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটী সূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি করে বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান॥
* * * *
সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের তমো সে বিনাশে।
বহির্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত, ভক্তিরস-পাত্র॥"
—চৈঃ চঃ আদি প্রথম।

গৌড়োদয়াচলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপে গৌরনিত্যানন্দ সূর্য্যচন্দ্র যুগপৎ কোটী কোটী বাহ্য জগতের সূর্য্যচন্দ্রের প্রভা তিরস্কার করিয়া উদিত হইলেন। এই সূর্য্যচন্দ্রের একটী অচিন্ত্যশক্তি এই যে, ইঁহারা স্বয়ং-প্রকাশ ভাগবতার্ককেও প্রকাশিত করিলেন। কেবল ইঁহারা যে ভাগবতসূর্য্যকেই প্রকাশ করিলেন তাহা নহে, যাঁহারা ভাগবতমরীচিমালীর কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছেন, সেই ভক্তভাগবতগণকেও লোকলোচনের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। জীবকুল এই গৌরনিত্যানন্দ

সূর্য্যচন্দ্রদ্বয়ের কৃপায় যুগপৎ ভাগবতার্ক ও তদ্ভাসিত পুরুষগণের চরণ-শোভা দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। সুকৃতিমান্ জীব তখন ভাগবতার্কাবিষ্কৃত নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নটী ভাগবতার্কোদ্ভাসিত ভাগবতগণের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত দেখিতে পাইলেন। এই নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নের আবিষ্কারই জগতের ভাগ্যে **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার**। এই আবিষ্কার অকল্পিতচর, অনাবিষ্কৃতচর, অনর্পিতচর মহান্ আবিষ্কার।

বর্ত্তমান যুগে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, সুকর্ম্ম-প্রমত্ত সমাজ এই নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নের সন্ধান পাইলে কৃতকৃতার্থ হইয়া তাঁহাদিগের যাবতীয় অভিলাষের পরিপূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে না যে জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া অলস জীবন যাপন করিবে। এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ কেবল জগতের বহির্ম্মুখ কর্ম্মপ্রমত্ততা ও কর্ম্ম-প্রবণতাকেই নিষেধ এবং কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছে। **কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাই "নৈষ্কর্ম্ম্য"**। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-প্রচারের প্রধান দিক্‌পাল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে" ॥

যিনি কায় দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা নিখিল অবস্থায় শ্রীহরিতোষণার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষই নৈষ্কর্ম্ম্যপদে অধিষ্ঠিত। কর্ম্মিগণের ভোগপর কাম্য কর্ম্ম, জ্ঞানিগণের ত্যাগপর কৃষ্ণসেবা-বিমুখ অক্ষজজ্ঞানোত্থ কর্ম্ম এবং যোগিগণের হরিতোষণ-বিমুখ অবিরোহচেষ্টার সহিত এই ভাগবতাবিষ্কৃত এবং শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদর্শিত নৈষ্কর্ম্ম্য সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। যাহারা এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদকে ঐ সকল অক্ষজচেষ্টার সহিত সমান জ্ঞান করিতে চাহেন অথবা যাহারা এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদকে অলসতা, ব্যভিচার, লাম্পট্য, শূকরাবিষ্ঠা-সদৃশ জড় প্রতিষ্ঠা, কুটী নাটী প্রভৃতি অনর্থের জনকরূপে বিকৃত (?) করিতে সচেষ্ট তাহারা কেহই পুরাণার্কাবিষ্কৃত ও গৌর নিত্যানন্দ-চন্দ্রসূর্য্য কর্ত্তৃক জগতে প্রদর্শিত নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নের সন্ধান পান নাই। উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণী অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, নির্ব্বেদজ্ঞানী, যোগী নামে অভিহিত এবং দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাকৃত সহজিয়া বলিয়া শুদ্ধ ভাগবতগণকর্ত্তৃক বিচারিত।

বর্ত্তমান সমাজের এই দুর্দ্দিনে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর আবার সুকৃতিমান জীবগণকে এই নৈষ্কর্ম্ম্য মহামণির সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিজজনদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ সূর্য্যচন্দ্র যেরূপ কিছুদিন পূর্ব্বে এই অনর্পিতচর নৈষ্কর্ম্ম্যরত্নটী জগজ্জীবের দ্বারে দ্বারে আচণ্ডালে অযাচকে বিতরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে—

"মর্কট কখনও যদি গজমুক্তা পায়,
দর্শনে চিবায় তারে ভাবিয়া বদরী;
কিম্বা, লোষ্ট্র ভাবি দূরে নিক্ষেপে তাহায়
চোর কভু দর্শনন রাখে কি আদরি ?"

—এই ন্যায় অনুসারে আমাদের মত মর্কটকুল ঐ মহামণির মূল্য বুঝিতে না পারিয়া, কেহ বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বদরী-জ্ঞানে চর্ব্বণ করিতে বৃথা চেষ্টান্বিত হইয়াছিলাম কেহ বা উহাকে সামান্য লোষ্ট্র মাত্র ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছিলাম তখন **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর** ভাগবতার্কমরীচিমালার কিরণে আমাদিগকে পুনরায় সেই নৈষ্কর্ম্ম্য মহারত্নের সন্ধান দেখাইবার প্রয়াস করেন এবং সেই রূপানুগ-গৌরজনের চেষ্টাকেই আরও বিপুলীকৃত করিয়া পরাবিদ্যাবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর** ঐ মহামণি আপনি স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা জগজ্জীবের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধামূল্যে প্রদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই নৈষ্কর্ম্ম্যরত্নই জীবের পরম প্রয়োজন। এই নৈষ্কর্ম্ম্যরত্নের প্রভাবেই নিখিল 'শ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত' শ্রীনাম ও শ্রীনামীর অতুল মাধুর্য্য-বৈভব পরিদৃষ্ট হয়।

কেন ভজন হয় না ?

অনেক সময়ে ভাবি, আমার হরিভজন হইতেছে না। কিন্তু কেন হ'লো না, কেন হইতেছে না, তাহার কারণ কিছুই অনুসন্ধান করি না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জপুঞ্জ সুকৃতি-ফলে ভগবান্ সদ্‌গুরু মিলাইয়াছেন—দেবের দুর্লভ, ভুবনৈকবন্দ্য গুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, কিন্তু তবুও

কেন হরিভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি? এটা ঠিক যে, বাস্তব বস্তু সদ্গুরুর পদাশ্রয় বিনা কোনদিন কেহ হরি-ভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন **গৌরশক্তি-স্বরূপ—রূপানুগবর।** তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। চিদচিদ্ রাজ্যে যত জীব আছে, **শ্রীরূপের** আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—রাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। কেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর এত মর্য্যাদা? কারণ, তিনি, অভিধেয় বা ভক্তিরসের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগে এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই ঐরূপ সেবা-সৌন্দর্য্যে ভূষিত আছেন বলিয়াই—এইরূপ সেবা-মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এত রূপের সেই হ্লাদ-রূপের ছটা প্রাকৃত নহে, কেননা উহা অপ্রাকৃত নবীনমদনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার নাম শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর রাখিয়াছেন সম্পূর্ণ তদভিন্ন। তাঁহার সেবার মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। তিনি এত কৃষ্ণ-সেবায় অনুক্ষণ রত—সেবা সৌন্দর্য্যে ভূষিত, তাই তিনি **সুদর্শন।** আর আমি তাঁহার সেবক পরিচয় দিয়া এত কুদর্শন বা কুরূপ কেন? হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই ত' আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন!

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞায় উহার স্বরূপ-লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—"সা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ" অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। তাহা হইলেই দেখা গেল, ভক্তি হ্লাদিনীর সারবৃত্তি-বিশেষ। কেননা, হ্লাদিনীশক্তিই "গোবিন্দানন্দিনী," "গোবিন্দ-মোহিনী", উহা গোবিন্দ বা পুষ্পবাণের আনন্দদায়িনী। ইন্দ্রিয় বা হৃষীকের—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বা প্রাকৃত মদনের বৃত্তি নহে। উহা মদন-মোহন-মোহিনী, উহা ভুবনমোহিনী নহে- ভুবন-মোহন-মোহিনী। আনন্দ সকলসত্ত্বার মধ্যেই নিহিত আছে। ঐ আনন্দ যখন অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণচন্দ্র ভোগ করেন, তখন যে জীবের সেই আনন্দের উদ্দেশে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহাকে 'ভক্তি' বলে। তাহাতে জীবেরও আনন্দ। একের আনন্দে অন্যের আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই। উহাতে কৃষ্ণের সম্বিৎ বলিয়া একটী শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির কার্য্যই—যে কৃষ্ণকে আনন্দ জানায়—সুখভোগ করায়, আর কৃষ্ণের আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতাকেও জীবের নিকট প্রকটিত করায় এবং জীবও কৃষ্ণের আনন্দ হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। তাই কৃষ্ণকে আনন্দ দিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানুভূতিও যুগপৎ এবং অচ্ছেদ্যভাবে প্রবল। কিন্তু আমি যে সব জড়ের ক্রিয়ায় বা ক্রিয়া-রাহিত্যে মত্ত বা মগ্ন, তাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে সুখ হইতেছে সেই অনুভূতি কোথায়? উহা জানিতে পারিতেছি না কেন? এই বুদ্ধি বা উপলব্ধির অভাব বা শুদ্ধজ্ঞানের অভাবের মূলে সম্বিৎশক্তির প্রভাবরাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাধনরাজ্যে সদ্গুরুর পদতলে আসিয়া সদ্গুরুর শিষ্য-পরিচয়ে পরিচিত দুইপ্রকার ভক্তকে আমরা লক্ষ্য করি। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সদ্গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণে সর্ব্বদা উন্মুখতা দেখান, কিন্তু হরিসেবাকার্য্যে—গুরু-দেবের প্রিয়কার্য্যে—যাহাতে দেহকে বা কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন অর্থাৎ একটু আলস্য-প্রধান ধাতু বা একটু ক্রিয়া-চেষ্টাহীন ভাব। ইঁহারা কর্ম্মঠ বা পরিশ্রমী নহেন বা একটু শ্রমজনক-সেবা-কার্য্যে কুণ্ঠাপ্রবণ। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা হরি-কথা-শ্রবণ হউক্ বা না হউক্, হরিকথাশ্রবণে দৃঢ়চেষ্টা, দৃঢ়ব্রত থাকুক্ বা না থাকুক্, খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী এবং দৈহিক চেষ্টা-ময় কার্য্যে সদাই উন্মুখ। আমি উভয়দলভুক্ত। আলস্য-প্রধান-ধাতু হইয়া ভাবি যে, হরিকথা বসিয়া বসিয়া শ্রবণ করিলেই, তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে একটি 'পণ্ডিত' বলিয়া খ্যাতিলাভ হইবে এবং বিবাদিজগতের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা জয়ী হইয়া একটা মহা প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। যথা-সময়ে অবশ্য বৈষ্ণবের পরিশ্রমলব্ধ ভিক্ষান্নে প্রিয় উদর পূরণ করিতে কোন ত্রুটী হইবে না। তখন ভুলিয়া যাই যে "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ", "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন** **সেবয়া**" এইবাক্যদ্বয়ের 'সেবোন্মুখে' এবং 'সেবয়া' কথাটী চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। তাও কি কখনও হয়! কৃষ্ণোপলব্ধি বা পরেশানুভবই ত' সম্বন্ধ। জগতে "টান" বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই "টানই" সম্বন্ধের মূল। যদি তত্ত্বকথাশ্রবণেই অত উন্মুখতা—অত ব্যগ্রতা, তাহা হইলে তাঁর কার্য্যকে আমার ইহ ও পরকালের

একমাত্র কার্য্য বলিয়া সেই "টান" কৈ ? তত্ত্বকথাশ্রবণের ফলে ত' কৃষ্ণের প্রতি আমার এই "আপনার" বলিয়া "টান" বাড়িবে ! তাহাই যখন নাই, তখন তত্ত্বকথা-শ্রবণ হইতেছে না, বুঝিতে হইবে ! চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা জীব-হৃদয়ের কল্মষ বা অভদ্র অর্থাৎ যাবতীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া নিজের বিহার-ক্ষেত্র করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীর এতই অদ্ভুত প্রভাব ! শেষোক্তদলের মধ্যেও আমি একজন। প্রত্যেক কার্য্য, বা প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভিন্ন জ্ঞানে বিভুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা চেতনময়রূপে জ্ঞান করি কই ?

প্রথম প্রথম যখন গুরুদেবের নিকট আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শ্রীমুখে প্রায়ই শুনিতাম—(আজও তাঁহার বিরাম নাই, কখনও বিরাম হইতে পারে না, কেননা, তাঁহার নিত্য ধর্ম্মই তাই !) তিনি পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন,—সেই জিনিষটী (প্রাচীর) যখন আমাকে দেখা'বে, তখনই আমি তাঁহার রূপ দেখিতে পাইব'—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" কথাটা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। এও কি হয় ? আমিই ত' প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত' কখনই আমার দ্রষ্টা নহে, ইহা ত' সহজ বুদ্ধিতেও বুঝি। কিন্তু তিনি এইরূপ অর্থ কখনই উদ্দেশ্য করেন নাই। যে কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দৃক্ সাহায্যে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের দ্রষ্টা বা ভোক্তা—সেইকাল পর্য্যন্ত আমি জড়ের সঙ্গী 'ভবানী-ভর্ত্তা', আমি শাক্তেয়-বাদী ; কেননা অচিৎ বা কাল-প্রেরিত দ্রব্যসাহায্যে অচিৎক্রিয়ার কার্য্যরূপে অচিদ্ দৃশ্য-বস্তুকেই অচিদ্বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে দর্শন করি। অর্থাৎ অচিৎ-কেই বস্তুর কারণরূপে স্থাপন করি—ইহাই ত' হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আসুর ধর্ম্ম। যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগেই বা বলি কেন,প্রতি জীবের হৃদয়েই অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এইরূপ চেষ্টা নিহিত আছে। দৃশ্য বস্তুকে আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি তৃপ্ত হই, মনে প্রভূত আনন্দ লাভ করি, কিন্তু দৃশ্যবস্তু ত' কিছু আনন্দ পায় না—আমার আনন্দেত' তাহার নিরানন্দাভাব ! এখানে আমি অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা, অণুচৈতন্যের ধর্ম্ম 'শ্রদ্ধা বা প্রণিপাত' বিসর্জ্জন দিয়া দ্রষ্টা বলিয়া অভিমানী !—গুরুদেব বলিয়াছিলেন', দেওয়াল যখন আমাকে দেখাবে তখন আমি দেখিব—তাহা হইলে দেওয়ালই আমার দর্শনের পরিচালক। পরিচালক বস্তুকে ত' আমার ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্বেচ্ছামত গঠন করিতে পারি না। পরিচালক—বিভু—বিষ্ণু-বস্তুর ধর্ম্ম উহা নহে, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়সাহায্যে গঠিত বা পরিচালিত হনন।—তাঁহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। দেওয়াল যদি পরিচালকই হন, তাহা হইলে তিনি কখনও দেওয়াল-শব্দ বাচ্য নহেন। কথাটি জড়ের ভাষায় বলিতে গিয়া "প্রাচীররূপী" বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ হরিবিমুখগণ জগতে ভোগবুদ্ধি চালিত হইয়া বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে যে সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, ব্যাপক বা বিভু বা বিষ্ণুর সেবকগণ বস্তুকে বিভুরই তদভিন্ন বৈভবজ্ঞানে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরিবিমুখের ন্যায় ভোগ্য জ্ঞান করেন না। প্রহ্লাদের হরিভজন ছিল তাই ; তিনি স্ফটিকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পরিমেয় বস্তুরূপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া তাহাকে বিভু বা বিষ্ণুবস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন। এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, জগতে বস্তুর যে সব সংজ্ঞা বর্ত্তমান, হরিবিমুখগণ নিজের প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া তাহা সৃষ্টি করিয়াছে ; হরি-সেবোন্মুখগণ ঐ বস্তুকে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও ঐরূপ উদ্দেশ্যে সংজ্ঞার অর্থ ব্যবহার করেন না। হরিবিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রকৃতি-জাত ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্দ্দেশ করেন—"ইদম্ বা ইহা" ; হরি-সেবোন্মুখগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে উহাদিগকে নির্দ্দেশ করেন "ঈশাবাস্য", অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক বিভু ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব। ব্রহ্মদর্শন বা সুদর্শন এবং অচিৎ বা কুদর্শনের মূলে এই পার্থক্যের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য হয় না বা হইতে পারে না—পরস্পরের গতি বিভিন্নমুখী। যতদিন জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এইরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা চেতন-ময় সদ্গুরুর চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীতে দূর হইলে জীব-হৃদয়ের একমুখী চেষ্টা বা সুদর্শন দেখা যাইবে।

পূর্ব্বে গুরুদেবের শিষ্য-পরিচয়ে যে দলের অন্তর্ভুক্ত

বলিয়া পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে অত পরিশ্রম করিলে কি হয়, প্রতি বস্তুকে বা কার্য্যকে নিজের সেব্য বা বিভু-জ্ঞান বা 'সেব্যের প্রিয়'জ্ঞান, সুতরাং আমারও ইহকাল ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি হয় কই? এই সেবা-বুদ্ধি নাই বলিয়াই ত' আমি কুৎসিত—কুরূপ! কুৎসিত বা কুরূপ কুদর্শনকে সুদর্শন-চালক বিষ্ণু ত' কখনই প্রিয় বোধ করিবেন না! যতদিন পর্য্যন্ত সাধন-রাজ্যে জীব বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। অনুক্ষণ প্রতিবস্তুকে হরিসম্বন্ধি বা চিদ্বৈভবজ্ঞানে শ্রদ্ধানত-হৃদয়ে কায়মনোবাক্য তাঁহার সেবা-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু-সেবা-লাভ এবং তাহা হইলেই সিদ্ধির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবায় সুষ্ঠুতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠুতা লাভ হয়। সাধন-রাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত সাধকের এই বিষ্ণুমুখী চেষ্টা। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই সুষ্ঠুশুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। হ্লাদিনীকৃপায় রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। তখন জীবস্বরূপের যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যবলে সকলসুন্দরসেবক-শিরোমণি শ্রীরূপের আনুগত্যে জীব শ্রীরাধগোবিন্দচরণ-কল্পবৃক্ষে উপনীত হন। তখনই শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হরিভজনের পরিচয় ও সার্থকতা।

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভারত-মহাসাগর-কূলে নিবিড় অরণ্যে, দিগন্তনিনাদী অট্টহাস্যে ভূতল-গগন পূর্ণ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে মহাদস্যু মায়াবাদের আবির্ভাব। হস্তে প্রকাণ্ড পরিঘ। পশ্চাতে শূলপাণি ভৈরবমূর্ত্তি অধর্ম্ম। অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া, অধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া, মায়াবাদ বলিতেছে।]

মায়াবাদ। অধর্ম্ম,—অখণ্ড রাজত্ব মোর দেখ এইবার!
কেহ নাহি আর বিস্তার করিতে শক্তি
মোর অধিকারে! করিয়াছি করগত
আসমুদ্র হিমাচল! পরাভূত বৈরীদল
লুকায়েছে ত্রাসে! কোথা ভক্তি, ভাব, প্রেম,
গীতা, ভাগবত? করিয়াছি একাকার
অনর্থ-প্লাবনে, কোরাণ, পুরাণ, বেদ,
বেদান্ত, দর্শন! কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, শিব,
ষষ্ঠী, বিষহরি, বিসর্জ্জন করি সব অব্যক্তসাগরে,
জীব-ব্রহ্মে ঐক্য মত করেছি প্রচার;
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে মজায়েছি সবে—
সমগ্র জগতে। ঐ শুন,—ঐ শুন,—ঘনঘোর
সোঽহং!—সোঽহং!-ধ্বনি উঠে চরাচরে!!

[নেপথ্যে সমবেতকণ্ঠে 'সোঽহং! সোঽহং!' শব্দ উত্থিত হইল। উল্লাসে অধীর হইয়া তখন অধর্ম্ম বলিতেছে।]

অধর্ম্ম। চমৎকার! চমৎকার!
বন্ধুবর, বুঝিয়াছি প্রভাব তোমার।
দীর্ঘজীবি করুন্ তোমারে মহাকাল!
ঘুচিয়াছে এতদিনে ভাগবত ভয়;
জঞ্জাল দুর্জ্জয় সেই জীবনান্ত-কর,
চিরবাধা ভয়ঙ্কর আমাদের পথে!
শঙ্কিত সতত সখা মোর, শূরশ্রেষ্ঠ
কলিরাজ, কালসম নিরখি তাহারে!
চল যাই,—সুসংবাদ সবারে জানাই।
ও কে আসে?

[উভয়েই চাহিয়া দেখিল, মন্থর গমনে ম্রিয়মাণ মহারাজ কলিই তথায় আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই মায়াবাদ বলিল।]

মায়াবাদ। এই যে,—
উপস্থিত মহারাজ আসিয়া আপনি!
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

অধর্ম্ম ও বলিল—"সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!"

[পরে মায়াবাদ মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিতেছে।]

মায়াবাদ। কিন্তু এ কি! একি দেখি ভাবান্তর আজ?
অখণ্ডপ্রতাপ রাজ-অধিরাজ যিনি

একচ্ছত্র আধিপত্য সর্ব্বত্র যাঁহার,
পালিতে আদেশ যাঁর আমরা সতত
অজেয় জগতে, পারি জিনিতে ভুবন ;—
কি অভাবে হেরি তাঁর বিষণ্ণ বদন ?

অধর্ম্ম। বুঝিতে না পারি সখে, কারণ ইহার !
হ'লো কি আবার কোন অশুভ ঘটনা ?—
আসুন,—আসুন, —মহারাজ !

মায়াবাদ—আসুন,—আসুন,—মহারাজ !

[উভয়েই মহারাজ কলিকে অভিবাদন করিল। মহারাজ "জয়ী হও সবে!" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কলির রাজবেশ ; করে দণ্ড। অধর্ম্ম বলিল।]

অধর্ম্ম। মহারাজ,—একি দেখি আজ ?
গভীর চিন্তায় যেন হইয়া মগন,
আছ অন্য মন ! ম্রিয়মাণ বদনমণ্ডল !
কি শোকে বিহ্বল চিত্ত, করহ প্রকাশ ;
শারদ-আকাশ শুভ্র সুধাংশু-কিরণে,
সহসা নিবিড় ঘনে কেন সমাবৃত, -
কি চিন্তা চঞ্চল চিত্ত ;---কহ কৃপা করি।
আবার কি কোন বৈরী বিদ্রোহ সৃজন
করিয়াছে নিরাপদ্ রাজ্যখণ্ডে তব ?
কে সে মূঢ়, বজ্রবল করিতে বারণ
মস্তক পেতেছে মোহে, মরিবার তরে ?
কহ, কহ, সখে,—কহ শীঘ্র সমাচার !

[ভ্রকুটিনয়নে শূন্যদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া, বাহু তুলিয়া মহাভয়ে ও বিস্ময়ে কলি বলিতেছেন।]

কলি। সমাচার কি কহিব আর ?
নহে তাহা কহিবার !—ঐ শুন,-- -ঐ শুন,—
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া উঠে গভীর হুঙ্কার !
জাহ্নবীর কূলে শান্ত শান্তিপুর-ধামে,
তেজঃপুঞ্জ-কলেবর কে এক ব্রাহ্মণ
সুদৃঢ় আসনে স্থির হিম-শৃঙ্গ সম
অটল অচল, ব্রহ্মতেজঃ মূর্ত্তিমান,
করিছে আহ্বান নিত্য বারিদ-নিঃস্বনে
পরম-কারণে পূর্ণ, তূর্ণ আগমনে
আসিতে ভুবনে, চূর্ণ করিতে সত্বর
ধর্ম্ম-গ্লানি ভয়ঙ্কর কলির প্রভাব !
অন্য দিকে—অসম্ভব,—যবন-সন্তান
মহাপ্রাণ একজন বৈষ্ণব-সত্তম
বেনাপোল-মহাবনে নির্জ্জনে একাকী,
নাম-ব্রহ্ম-সাধনায় হইয়া তূর্জ্জয়,
গাহে উচ্চকণ্ঠে ওই, সেই ব্রহ্মনাম !
অধর্ম্ম রে, আমাদের ওই মৃত্যুবাণ !!

(ক্রমশঃ)

চরম শ্রেয়োলাভ

পথিক

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২

ঘোর অমানিশা, অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, সূচাগ্র-পরিমিত স্থানেও আলোকপ্রবেশ-পথ নাই। তাহাতে আবার শ্রাবণের বারিধারা, ঘোর ঘনঘটা মেঘ-গর্জ্জন ! বিশালপ্রান্তর প্রদেশ। কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথ।

একটী পথিক পথভ্রান্ত হইয়াই, বোধ হয়, সেই পথে চলিতেছিলেন—অবিশ্রান্ত চলিতেছিলেন—কেহ জানে না কোথায় ! তবে তাঁহার গতি দেখিয়া অনুমিত হইতে পারে যে, পথিক-প্রবর কোনও আশ্রয়ের আশায়ই ধাবিত হইতেছিলেন। কোথায়ও একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই, যাহার আশ্রয়ে পথিক মুহূর্ত্তকাল পথ-শ্রান্তি দূর করিতে পারেন। বৃক্ষাদি থাকিলেও সূচ্যগ্রভেদী অন্ধকারে দেখিবার উপায় নাই। কেবল সময় সময় দামিনীদেবী ক্ষণেকের জন্য পথিকের বন্ধুর কার্য্য করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইতেছেন। তাঁহারই কৃপায় পথিক কোনও প্রকারে চলিতেছেন। কিন্তু কৃপার পর মুহূর্ত্তেই আবার সগর্জ্জন বর্ষণ ! পথিক ভয়ে ও শীতে কম্পিতকলেবর। এইরূপ কত কত অফুরন্ত দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পথিক বড় ভাগ্য-ফলে একটী জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। তখনও ইন্দ্রদেব পূর্ণমাত্রায় তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন।

জনপদ

"বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

পথিক জনপদ পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছেন, মনে করিলেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব ! ঐ জনপদের কোথায়ও

বা পরস্পর শোণিতপাত, কোথায়ও বা অবলা-নির্য্যাতন, কোথায়ও বা নিরীহ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ,—এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল!

পথিকের আশাকমল শুকাইল। বরং পথিক ইতঃপূর্ব্বে আশার কুহকে ভাবী সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার নিয়তিতে সেই সুখটুকুও তিরোহিত হইল। অধুনা পথিক কেবল প্রতিমুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

দৈব-বাণী

এমন সময় অকস্মাৎ কে যেন একজন তাহার পরম শুভানুধ্যায়ী তাহার কাণে কাণে একটী উপদেশ বলিয়া দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন "ওহে পথিক! মঙ্গল চাও ত' এখনই এ স্থান হইতে যে কোনও উপায়ে পলায়ন কর, নতুবা অচিরাৎ তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।"

এই কথা শুনিয়াই পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার মৃতপ্রায় শরীরেও যেন শতাশ্বের বল সঞ্চারিত হইল। এত দ্রুতবেগে পলায়নকালেও যে সকল বীভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা তাহার নয়নগোচর হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

মায়াবি-দেশ

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥"

চৈঃ চঃ আদি ৩য়

'কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

দেখিতে দেখিতে পথিক একটী সুরম্য কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। পথিক এরূপ শোভারাশি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। কাননটীতে বিবিধ পুষ্পের বৃক্ষ; পুষ্পগুলি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। গন্ধবহ পুষ্প-সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। মকরন্দ-লোভী মধুপকুল গুণ্ গুণ্ রবে গান করিতে করিতে মধুপান করিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। নানাবিধ ফলতরু ফলভার-নত হইয়া শোভা পাইতেছে।

পথিক কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, বহু সুরম্য প্রাসাদ ও সৌধরাজি শিরোদেশে পতাকা ধারণ করিয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কত কবিত্বকলাকুশল, সঙ্গীতকলানিপুণ, সাহিত্যামোদিগণ প্রাণের উচ্ছ্বাসে, ভাবের লহরীতে হাসিয়া মাতিয়া, নাচিয়া গাহিয়া, কত রঙ্গে ভঙ্গে, সুচ্ছন্দে সকলকে মাতাইতেছে। কোথায়ও বা অপ্সরাবিনিন্দিতা কলকণ্ঠী সুন্দরীগণ নানাবিধ তানলয়-সহযোগে সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় সুন্দর নায়কগণকে উৎকর্ণ করিয়া তাহাদের চিত্তবিত্ত হরণ করিতেছে। বহু বাষ্পীয় যান, পুষ্পকরথতুল্য মনোহর বিমান, হস্তী, রথ, বাজী প্রভৃতি বহুবিধভাবে স্ব স্ব স্বামীর সেবা করিতেছে।

পথিক কোথায়ও দেখিলেন, ত্রিপুণ্ড্রধৃক্ রুদ্রাক্ষকণ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ষোড়শোপচারে নানাদেব-পূজারত, কোথায়ও বা পুরোহিতগণ যজমানগণকে নবগৃহ-প্রবেশ, জলাশয়োৎসর্গ, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ-শুদ্ধি ও শ্রাদ্ধাদি কাম্যকর্ম্মের-অনুষ্ঠান করাইতেছেন। কোথায় বা কেহ সমাজনেতা, সমাজপতি হইয়া গর্ব্বিতভাবে সমাজসম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ ও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও দেশহিতৈষী ও দেশ-মাতৃকার বর-পুত্র-গণ 'স্বর্গাদপি-গরীয়সী' মাতার চরণাম্বিকে পুষ্প-ডালিসহ উপস্থিত হইয়া দেশবাসীকে সেই পূজায় অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কোথায়ও বা শতশত মহাপ্রাণ কর্ম্মবীরগণ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। পথিক আরও অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি কুটীর-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—"সেবা-মন্দির।" পথিক কৌতূহলবশতঃ উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, সেস্থানে পীড়িতগণকে ঔষধ-প্রদান, নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র-প্রদান করিয়া উহাদের দেহের শান্তি বিধান করা হয়। আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—যুবকগণকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোথায়ও দেখিলেন,—"গোরক্ষণী সভা"; "মাদক-দ্রব্য-নিবারণী সভা"।

পথিক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকটা বিগতশ্রম হইলেন। তাঁহার ক্লান্তি ও অবসাদ যেন খানিকটা কাটিয়া গেল। মনে হইল তিনি আর তাঁহার গন্তব্যস্থানে গমন না করিয়া ঐ সকল মহদ্ব্যক্তিগণের সহিতই জীবনটা কাটাইয়া দিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার

দেহে তন্দ্রাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। পথিক তন্দ্রার কোলে গা' ঢালিয় দিলেন। তন্দ্রাদেবী পথিককে পাইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত বিচিত্র আলাপন আরম্ভ করিলেন—অন্তর্হিতা হইবার সময় বলিয়া গেলেন—"ওহে অবোধ পথিক, এ যে মায়াবীর দেশ, ইহাদের কুহকে পড়িলে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইবে। অধিকন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে বারংবার বহু বিভীষিকা দর্শন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। মঙ্গল চাও ত' শীঘ্রই এই স্থান হইতে অন্যত্র গমন কর।"

পর্ব্বত পতন

মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি ?
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

তন্দ্রাদেবীর কৃপায় পথিক দেহে একটু শ্রান্তিহীনতা অনুভব করিলেও তাঁহার আলাপ শ্রবণ করিয়া পথিকের মন আরও উদাস হইয়া পড়িল। পথিক আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পথিক একটী পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিরাজ মস্তক উন্নত করিয়া শোভা পাইতেছেন। বড়ই সুন্দর শোভা, বালার্কের অরুণ কিরণ তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হইয়াছে। তাহাতে বোধ হইল যেন ভূধররাজ হিরকখচিত রত্নময় কিরীট ধারণ করিয়া আছেন। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষরাজি মলয়পবনদ্বারা ইতস্ততঃ চলিত হইয়া সেই স্থানে জীববৃন্দকে আমন্ত্রণ করিতেছে। বিহঙ্গগণ বিচিত্র গান করিতেছে, মকরন্দমত্ত মধুকরকুল 'গুণ্ গুণ্' রবে তান ধরিয়াছে।

পথিক সেই আহ্বান শুনিয়া শান্তির আশায় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ভূধরশোভা ও প্রকৃতি দেবীর গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে পর্ব্বতারোহণ-শ্রম একটুও অনুভব করিতে দিল না। তিনি পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, কতশত মুনিঋষি গিরিকন্দরে ধ্যানস্থ। তাঁহাদের ললাট উজ্জ্বল, বদন প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও গম্ভীর। তাঁহারা স্পন্দহীন। পথিক মনে করিলেন, এতদিনে সব 'মনের মানুষ' পাইয়াছেন। ইঁহারাই প্রকৃত শান্তির পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পথিক চতুর্দ্দিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ কি! হঠাৎ 'মড়' 'মড়' শব্দে কতকগুলি বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শিবা ও শার্দ্দূলাদি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। মহীধর তাঁহার আশ্রিতগণকে গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াও আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আশ্রিতগণ আশ্রয়ের সহিত সমাহিত হইলেন। রহিল কেবল স্তূপাকার চিরপ্রসুপ্ত বিশাল প্রস্তররাশি। পথিকের ভাগ্য নিতান্ত ভাল; ভগবান্ তাঁহার প্রতি কি জানি কেন এত প্রসন্ন, তাই পথিক যেন কোন অচিন্ত্য দৈবশক্তিপ্রভাবে কোনও প্রকারে রক্ষা পাইলেন।

আশার আলোক

পথিক এবার বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন। আবার পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনব্যাপী এত পরিবর্ত্তন, বিভীষিকা ও বিপদের হস্ত হইতে অত্যাশ্চর্য্যভাবে পরিত্রাণ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। মনে ভাবিলেন, বোধ হয় এখনও তাঁহার জীবনপথের কোনও অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে। এখনও বোধ হয় তাঁহার কুজ্ঝটিকাময় ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল হইতে পারে, এখনও হয়ত ধ্রুবতারার উদয় হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া পথিক কোনও প্রকারে মনকে আশ্বস্ত করিলেন।

অমানিশার দৈব দুর্ব্বিপাক কাটিয়া গিয়াছে। প্রতিপদের কুজ্ঝটিকা রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; আজ দ্বিতীয়া। প্রকৃতি সুন্দরী আজ প্রফুল্লিতা। তাঁহার অশ্রুপতনের দিন চলিয়া গিয়াছে। তাই আজ আর তাঁহার বিষন্নবদন নাই সুন্দর বদনটীতে শারদশুভ্রহাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীলবসনা বরাঙ্গনার ন্যায় শত শত মণি-মাণিক্য-খচিত বসন ও প্রশান্ত ললাটে প্রশস্ত সুন্দরোজ্জ্বল চন্দ্রভূষণ ধারণ করিয়াছে। আকাশে, ভূতলে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজ করিতেছে। পথিকের হৃদয়েও যেন আজ নবীন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। তাই প্রবল উৎসাহে পথিক—সেই পথভ্রান্ত পথিক—আবার আপন মনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সৌম্য মূর্ত্তি

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ;
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায় ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

কিছুদূর চলিতে না চলিতেই পথিক একটী সৌম্য মূর্ত্তি

পুরুষের দর্শন পাইলেন। পুরুষটী যেন ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই পথিকটীকে কৃপা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। পথভ্রান্ত পথিক ঐ পুরুষটীকে দেখিয়া সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন ধ্রুবতারা দেখিতে পাইলেন। পুরুষটীও পথশ্রান্ত পথিকের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি কোথায় যাইবে?"

পথিকের কর্ণে এমন সমবেদনামাখা মধুর স্বর কখনও প্রবেশ করে নাই। পথিক ভাবিলেন, 'একি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?' কই, এতদিন কেহ ত' আমাকে এরূপ সুমধুর স্বরে আহ্বান করে নাই।" পথিকের কর্ণে আবার ঐ সুমধুর কণ্ঠধ্বনি পৌঁছিল।

"বৎস! তোমার গন্তব্য পথ কোথায়?"

পথিক আবার আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "দেব, আপনি কে? কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আপনার পরিচয় প্রদান করুন।"

পুরুষ—"ওহে পথভ্রান্ত! তুমি কে?—ইহা জানিতে পারিয়াছ কি? পূর্ব্বে তোমার নিজ পরিচয় অবগত হও।"

পথিক—কেন দেব, আমি একজন মানুষ; দৈব-দুর্ব্বিপাকবশে পথভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

পুরুষ—তুমি পথভ্রান্ত পান্থ—একথা ঠিকই বটে। কিন্তু তোমাকে সম্পূর্ণ মানুষ বলিতে পারি না। মানুষ হইলে তুমি বেহুঁসের মত এরূপ পথ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন?

পথিক—দেব! আমি অত্যন্ত শ্রান্ত; ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। আমার উপরে যে বিধাতার কত নিয়তি ঝটিকার মত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার নিকট আর বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া আমাকে নিপীড়ন করিবেন না।"

পুরুষ—পথিক! তুমি যে পথ আশ্রয় করিয়াছ, সেই পথে চলিতে থাকিলে তোমাকে অনন্তকালে এইরূপ পথভ্রান্ত হইতে হইবে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তপ্ত, রোগশোকে প্রপীড়িত, অভাব অসুবিধায় নিষ্পেষিত, বঞ্চিত, পরিত্যক্ত, জর্জ্জরিত হইতে হইবে। তুমি আজ যাহাকে বাক্যজাল মনে করিতেছ; একমাত্র উহাই তোমার মঙ্গলের উপায়। তুমি আত্মপরিচয় পাও নাই বলিয়াই পথভ্রান্ত ও পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছ।"

পথিক—দেব! আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছেন?

পুরুষ—হাঁ, আমি মানুষের ভাষাতেই কথা বলিতেছি। তবে বেহুঁস পুরুষেরা আমার কথা ধরিতে পারে না। তুমি যদি হুঁস লাভ করিতে চাও, তবে আমার অনুগমন কর।"

পথিক অনন্যোপায় হইয়া ঐ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পথিকের মানসপটে কত কি আকাশপাতাল চিত্রিত হইতে থাকিল। ভাবিলেন, "কোথায় চলিতেছি! আমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ, গাভী, উদ্যান, ক্ষেত্র কত কি রহিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোথায়? এ ব্যক্তি যদি একজন ঐন্দ্রজালিক হয়! তবে আমার কি উপায় হইবে?"

ভব-জলধি

পথিক এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ভাবনাসহচরী তন্দ্রাদেবী পথিকের নয়নাভিমুখিনী হইলেন। পথিক স্বপ্নযোগেও আবার সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, বিপুলতরঙ্গসঙ্কুল অকূল জলধি; তাহাতে কতকগুলি অণ্ডাকার পদার্থ অবিরত উঠিতেছে, ভাসিতেছে, আবার পড়িতেছে।

বিরজা

ঐ জলধি অতিক্রম করিয়া একটী স্রোতস্বিনী শোভা পাইতেছে। সেখানে কোনও তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাস নাই। তাহার সলিল সম্পূর্ণ প্রশান্ত, স্বচ্ছ ও বিরজ।

জ্যোতি-র্ধাম

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥"

—চৈঃ চঃ আদি ২য়।

সেই বিরজা নদীর পর পারে একটী জ্যোতির্ম্ময় ধাম। যুগপৎ কোটী কোটী চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভা ঐ জ্যোতির দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। জীবনেত্র ঐ প্রভার সামান্য একটু প্রভাব দর্শন করিয়াই বিমোহিত হইয়া যায়। ঐ প্রভা ভেদ করিবার শক্তি থাকে না।

পথিক দেখিলেন, "ঐ জ্যোতির্ম্ময় আভা দর্শন করিয়া তিনি নীরব, নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছেন, আর তাঁহার দর্শনশক্তি নাই।" ঐ সময় তাঁহার সঙ্গী পুরুষটী যেন কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "বৎস! আরও দর্শনীয় আছে। তোমার এরূপ নিস্পন্দভাব পরিত্যাগ কর। যদি আরও রমণীয় বস্তু দেখিতে চাও তাহা হইলে তোমার ঐ জড়তাকে এখনই দূরে নিক্ষেপ কর।

পরব্যোম।

"বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

"অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতি মনিদৌ তং ভজ মনঃ।"

—শ্রীদাসগোস্বামী

পথিক দেখিতে পাইলেন, ঐ পুরুষের কৃপায় তাঁহার জড়তা দূর হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু ঐ জ্যোতির্ম্ময়ধাম ভেদ করিয়া 'পরব্যোম' নামক একটী স্থান দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে 'বৈকুণ্ঠ' নামে একটী বিচিত্র প্রদেশ আছে। সেই স্থানে 'কুণ্ঠা' অর্থাৎ মায়িক ধর্ম্ম নাই—বলিয়া তাহার নাম 'বৈকুণ্ঠ' হইয়াছে। কমলাসেবিত শ্রীনারায়ণ সেই স্থানে বাস করিতেছেন। সেই ধাম যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের আকরস্বরূপ, কতশত নারায়ণপার্ষদ শ্রীনারায়ণের ন্যায়ই শোভাশালী হইয়া কমলাপতির সেবায় নিযুক্ত। স্বপ্নযোগে পথিক ঐ স্থানের শোভাসম্পদ্ দর্শন করিয়া প্রাণে বড়ই শান্তি পাইলেন এবং এই শান্তিই জীবের একমাত্র চরম আশ্রয়ণীয় মনে করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।"

ইত্যবসরে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত পুরুষ আবার পথিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পথিক! এ উত্তম স্থানই বটে! এখানে দাসগণ প্রভুর কিরূপ আদর্শ-সেবা করেন দেখিতে পাইলে? তোমাকে এস্থান হইতে আরও রমণীয় শান্তি-নিকেতন দেখাইতেছি। আমার অনুসরণ কর

মাধুর্য্য-ধাম

পথিক যেন ঐ সৌম্যমূর্ত্তি পরম কারুণিক পুরুষের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিলেন। যতই চলিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার সর্ব্বাত্মা শান্তশীতলস্নিগ্ধধারায় স্নাত হইতে লাগিল। ঐরূপ স্নিগ্ধসুষমা কল্পনার তুলিকায় আঁকা যায় না। যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ঐ ধাম কেবল আনন্দময়। ঐ স্থানে ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই। সমস্তই স্নিগ্ধমাধুর্য্যময়—নিত্যানন্দস্বরূপ। ফলফুল কিসলয়ই তথাকার সম্পত্তি। গোধনগণই—প্রজা; রাখালগণই—সঙ্গী; গোপবধূগণ সঙ্গিনী; নবনীত, দধি, দুগ্ধই—খাদ্যদ্রব্য; তরুলতা সকলেই অনুরাগ-রাগে রঞ্জিতা; প্রকৃতি—প্রেমবিভাবিতা। তথাকার কান্তাগণ—লক্ষ্মীরূপা; বৃক্ষ—কল্পতরু; ভূমি—চিন্তামণি, জল—অমৃত; কথা—গান; গমন—নৃত্য; বংশী—দূতি, সুরভি হইতে বিপুল ক্ষীর-সাগর নিঃসৃত, তথাকার—চন্দ্র, ভানু—সবই চিদানন্দময়।

সেই নিত্যানন্দধামের এই সকল মাধুর্য্য-সম্পদের একজন মাত্র বিষয়; নিখিল কান্তাগণের একজন মাত্র কান্ত। তিনিই গোপীকুমুদবন্ধু, সুধাদীধিতি বৃন্দাবন-সুধাকর। তিনিই গোপীকা-পিক-বিনোদ নব-পুষ্পাকর—শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ পশুপেন্দ্রনন্দন। তিনিই মুরলীর কাকলীরবে শরণাগতচিত্তবিত্তহারী, মন্মথমন্মথ—অপ্রাকৃত নবীন মদন। সেই কামদেব ঐশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়া-মাধুরী, বেণু-মাধুরী ও শ্রীমূর্ত্তি-মাধুরী লইয়া সেই অপ্রাকৃতধামে নিত্যলীলাতৎপর। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ নিরন্তর তাঁহার স্তব করিতেছেন, কিন্তু তাহে তাঁহার দৃক্পাত নাই। সেই রাসরসাভিনর্ত্তক, নবকিশোরনটবর, গোপীকুল-পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদ বিরাজিত। সদা শিবাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রবণাঞ্জলি পেয় মুরলী-লহরীর মোহনমন্ত্রে মোহগ্রস্ত। তিনি অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যতরঙ্গামৃত-বারিধি। তাঁহার পাদপদ্ম-নখাঞ্চল কোটী কোটী কন্দর্পরূপশোভাদ্বারা নিরন্তর নীরাজিত।

ঔদার্য্যধাম

পথিক তাঁহার বর্ত্ম-প্রদর্শক সৌম্যমূর্ত্তি-পুরুষের কৃপায় ঐ সকল ধাম দর্শন করিয়া যেন সর্ব্বাত্মস্নপনতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনুভব করিলেন। তখন সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুনরায় পথিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কলিন্দ-তনয়াতট সুন্দর কানন
পরিহরি' প্রিয়তম পুর বৃন্দাবন,

লবণ জলধি-তীরে পুষ্প-বাটিকায়
সন্ন্যাস লইয়া যিনি রহিলেন হায়।
রাখি পীতবাস ব্রজ-জন-মনোরম,
অরুণ-বসন পুনঃ ধরিলা যে জন।
ইন্দ্রনীলমণি জিনি শ্যামকান্তি যা'র,
লুকায়ে, লইলা গৌরকান্তি-শ্রীরাধার।
গৌরাঙ্গ আমার সেই সর্ব্বপ্রাণ-পতি,
একমাত্র গতি, ওগো একমাত্র গতি।"

* * * *

"কোটি মদন সুন্দর যে জন
কোটি শশি-সুখময়;
কোটি জননী সম স্নেহে জিনি,
অমৃত-মধু-হৃদয়।
কোটি কলপ পাদপ সযূপ
দাতা যিনি দীনগতি;
কোটি সাগর সমান অন্তর
গম্ভীর স্বভাব অতি।
কোটি সুখদ প্রেম-রস-প্রদ
পূর্ণানন্দ যেবা আর,
গৌর সে গতি জয়তি! জয়তি!
জয় সর্ব্বোপরি তাঁর॥"

——— [ক্রমশঃ]

অবিচার প্রবোধিনী।

[১]

ভক্ত ও ভজনীয়।

(এই প্রবন্ধগুলি শ্রীযুক্ত রাধারমণ সরকার মহাশয়-প্রমুখ দুর্বিচারপর লেখকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অপর পাঠকগণের দৃঢ়তার জন্যই লিখিত।)

প্রাকৃত লোকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে আমরা 'ভক্ত' বলিতে বড় হীন পদবী জ্ঞান করি। প্রভু হইতে ভক্তকে অনেক অপদস্থ ও হীন দেখি। প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত দাস ও প্রভুর পার্থক্য এইরূপই বটে। কিন্তু ত্রিগুণাতীত, অপ্রাকৃত প্রেমরাজ্যে ভক্ত ও প্রভু এরূপ নহেন। তথায় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ কেমন, কি ভাবে নিত্যলীলাপর, তাহাই আজ বলিব।

প্রথম কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণদাসগণ কি তত্ত্ব তাহা বলি। একমাত্র পূর্ণতম তত্ত্ব, সকলের মূল কারণ, সকলের অদ্বিতীয় আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ। যে অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য, বদ্ধজীবের কল্পিত ধারণার ব্রহ্ম, বা অক্ষরাভিধেয় কূটস্থ চৈতন্য, যাহা অপর সকলেরই উদয় ও বিলয় স্থান, সেই মুক্তাভিমানী বদ্ধ জীবের অমিত ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্যেরও প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ চৈতন্যবস্তু, চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণই সকলের অদ্বিতীয় প্রভু, স্বয়ং ভগবান্। অন্য সকলেই, অর্থাৎ কি স্বাংশ কি বিভিন্নাংশ সমস্ত সত্ত্বই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী, সেবক বা সেবিকা। ইহা নিখিল বেদাদি-শাস্ত্র-সম্মত অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। সকল শাস্ত্রেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

সুতরাং, তাঁহারই একাংশে অনন্ত চিদ্‌বিস্তারবৈভব, বিভিন্ন উচ্চাবচ সত্ত্ব—সকলেই যে তাঁহার সেবক বা স্বজন, তাহাও স্বতঃই সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সারতত্ত্ব। সেশ্বর সিদ্ধান্ত-শিরোমণি শ্রীগ্রন্থ ইহা তারস্বরে ঘোষণাও করিতেছেন;—

"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥" (আদি, ৬ষ্ঠ, ৮১)

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগত কিম্বা একান্ত সেবারত সকলেই তদ্‌ভাব-প্রাপ্ত সেবাধর্ম্মযুক্ত। তাঁহারা সকলেই তৎকল্প। তিনি তাঁহাদিগকে আত্মা হইতেও প্রিয়তর দেখেন এবং আপনা হইতেও অধিক সম্মানের আসন দান করেন; বলেন,— (শ্রীভাঃ ১১। ১৯)

"আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥"

এই অমূল্য বাক্যে তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত ও সখা উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব, সম্যক্‌রূপে আমার পরিচর্য্যায় রত জন অপেক্ষা যিনি আমার ভক্তের পূজা, ভক্তের পরিচর্য্যা করেন; যিনি সর্ব্বভূতে আত্মরূপী আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সকলকেই যথাযোগ্য সম্মানাদি প্রদান করেন; আমি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান করি।"

তবেই দেখ,—এই কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্ত কত মহিমান্বিত মহদ্‌বস্তু! ভগবদ্দাস্যপ্রেমে আত্মহারা দাস, সকলের উর্দ্ধে

সর্ব্ববিধ সম্মানের সহিত সর্ব্বলোকে সদা পূজিত হন। কৃষ্ণদাস বলিতে সকলের সর্ব্বথা পদগৌরববৃদ্ধিই হয়; তাহাতে কেহ খর্ব্ব বা হীন হন না। কৃষ্ণদাস্যই সকলের সর্ব্বোত্তম পদ; চরম উন্নতি; পরম খ্যাতি।

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮। ২৪৬)।

তাই, অখিল লোকে সমগ্র জগতে সাধুবুদ্ধি জনসমূহে সকলেই এই খ্যাতি, এই কীর্ত্তি, এই অনুত্তমা গতি লাভের জন্যই জন্মজন্ম জীবন চালিয়া ধন্য করেন। বিভিন্নাংশ জীবের কথা কি, স্বাংশ চিদ্বৈভব-বিস্তার বৈকুণ্ঠ-জনসমূহও সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে লালায়িত। তাঁহারাও এক কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্ত অভিমানেই কৃতার্থ। যাঁহারা দাস্যরস হইতে উন্নত সখ্যাদি-রসের অধিকারী, তাঁহারাও দাস্যভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াই ধন্য হন। নিভৃতপুরে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা অভেদাত্মা গোপীগণ মধুররসের নিত্যাধিকারিণী হইয়াও, দীনভাবে প্রার্থনা করেন;—

"ব্রজ-জনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজ-জন স্মষ-ধ্বংসন-স্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥" (শ্রীভাঃ ১০। ৩১। ৬)।

"হে সখে,—হে ব্রজ-জন-বিরহ-ক্লেশ-বিনাশন,—হে ভক্ত-হৃদয়-গ্লানি-মোচন, স্মিত-সুন্দরানন,—হে ব্রজ-যোষিজ্জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন,—আমরা তোমার কিঙ্করী; তুমি আমাদের সেবা গ্রহণ কর;—এস, তোমার ভুবন-মোহন কমলানন দর্শন করাও।"

অধিক কি, যিনি "সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা" যিনি অখিল শক্তির একাশ্রয়, সেই কান্তা-শিরোমণি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাও দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন; দীনবাক্যে বলেন;—

"হা নাথ রমণ-প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সান্নিধিম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০। ৩০। ৩৯)।

"হা নাথ,—হা রমণ,—হা প্রিয়তম,—হে মহাবাহো!—আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে সেবা-সৌভাগ্য দান কর—সমীপে গ্রহণ কর।"

হায়,—এই পরমদুর্ল্লভ পরমার্থ কৃষ্ণসেবাসুযোগলাভের জন্য, অনন্ত জগতে, সদা সোৎকণ্ঠ অপেক্ষায় অবস্থিত এবং তাহা লাভ করিয়া তাহাতেই একান্ত রত কে নয়? প্রেমাঞ্জন-নির্ম্মল ভক্তিলোচনে যিনি সেই সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরমভাব প্রত্যক্ষ করেন নাই; যিনি মোহের ছলনায় মোহাশায় মরীচিকা-মোহিত মৃগের মত, ভ্রান্ত লক্ষ্যেই ধাবিত; তিনিই—কেবল তিনিই, অন্যাসক্তির বশে অন্যরূপ। নতুবা, অপর আর কে এমন অবস্তুর আশায়, অবিধের সাধনায়, পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনর্থে আত্ম-নাশ করিবে?

এইস্থলে শ্রেয়স্কামী সুশীলজনকে আমরা শ্রীগ্রন্থের আদি-লীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তথায় সহজ ভাবে কি সুন্দর উক্ত হইয়াছে;—

"আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তিহোঁ আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্রবদনে যেহোঁ শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশদেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণ অবতার তেহোঁ সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তিহোঁ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ॥
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
পিতামাতা গুরু সখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব যে করায়॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥"
(আদি ৬ষ্ঠ ৮৩)।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা, সকলের প্রভু ;—যাহারা সাধুমুখে শাস্ত্রবাক্যে এ-কথা শুনিয়াও ইহা মানে না ; ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিয়া, অসুরমোহনপর তামস-শাস্ত্রের বচনে অন্য-আশ্রয় অবলম্বন করে ; অপরকে অসমোর্দ্ধ অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণসহ সমজ্ঞান করিয়া, কিম্বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, সে বিনষ্ট হয় ; আসুর যোনিতেই পুনঃ পুনঃ পতিত হয়। এ-কথা, শ্রীগীতায়, শ্রীমুখবাক্যেও পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—(৯।২৪)।

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

সপ্তমে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ ; অষ্টমে ষোড়শ ; নবমে তৃতীয়, একবিংশতি ; দ্বাদশে পঞ্চম ; ষোড়শে ঊনবিংশতি, বিংশতি ; এবং অষ্টাদশে—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"

এইবাক্যে, সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণে দোষদর্শী, অবজ্ঞাকারী তাঁহার সর্ব্বোত্তমত্বে অবিশ্বাসী আসুরজনের অধোগতির কথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন;—(১০।২।২৬)।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥"

"হে অরবিন্দনয়ন শ্রীগোবিন্দ, তুমিই সর্ব্বাত্মা—সকলের প্রাণপতি, পরম প্রভু ; তোমার তত্ত্ব, তোমার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া যাহারা অপর সাধনায় 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি' বলিয়া বৃথা অভিমান পোষণ করে, তাহারা অবিশুদ্ধমতি আসুর-প্রকৃতি। তাহারা তোমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ, সর্ব্বসম্পন্ন, পরমার্থ-প্রেম-মকরন্দের অব্যয় আশ্রয়, শ্রীপাদপদ্ম অবহেলা করিয়া কদাচ কোনও পথে কোনও উপায়ে পরাগতি লাভ করিতে পারে না ; কোন পথে কদাচিৎ মোক্ষপদের সন্নিহিত ব্রহ্মলোক অথবা পরব্যোমের সন্নিহিত সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেও, কালবশে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আসুর-যোনিতেই নিপতিত হয়। তোমাকে হীন জ্ঞান করিয়া, তোমার সর্ব্বজন-প্রভুত্বে, তোমার সর্ব্বোত্তমত্বে সন্দিহান বা বীতশ্রদ্ধ হইয়া, কোথাও কোনও জন, কোনও পথে, কোনও অবলম্বনে কখনও কালাতীত হইতে পারে না।"

সর্ব্বশাস্ত্র এই মহাবাক্যই একতানে শত শত কণ্ঠে কল্প-কল্প-কাল কীর্ত্তন করিতেছেন। কে তুমি অবোধ, কাহার কথায়, আজ তাহাতে সন্দিহান হইয়া সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ যে শিবব্রহ্মাদি সকলের প্রভু, আর তাঁহারা যে সকলেই কৃষ্ণদাস,—এ-কথা তোমার অসহ্য হইয়াছে! হায়, অবোধ শিশু,—জান না তুমি, সহস্র সাধু-শাস্ত্র-বাক্যেও বোধ হয় নাই তোমার,—কৃষ্ণদাস্য কি বস্তু! কৃষ্ণ হওয়া (অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করা), কিম্বা বিফল মহত্ত্বে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা কৃষ্ণদাস্য কি আনন্দদায়ক, কত ঊর্দ্ধে, কালশক্তির কত দূরে, কি অভয় অবস্থিতি!

"অতএব, অংশী কৃষ্ণ, অংশ সব আর।
অংশী অংশ দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার॥
জ্যেষ্ঠ ভাবে অংশীতে হয় প্রভু জ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥
কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
আত্ম হইতে কৃষ্ণের হয় ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে।
ইহার বহুত শাস্ত্রবচনপ্রমাণে॥

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য ;—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥"
(১১।১৪।১৩)।

আরও সুস্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল অমরভাষায় শ্রীগ্রন্থ আরও বলিতেছেন ;—

"কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে হয় তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥
* * *
"অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হইতে অধিক সুখ নাহি আর॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

অন্যত্র,—

"তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ-সার॥

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥"

(মধ্য ১৮শ)।

তাই,—

'চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমলুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম ল'য়ে নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥"

(অন্ত্য ৩য় পঃ)।

শতসহস্র শাস্ত্রবাক্যেও মায়াধিকৃত মোহনিকৃতমতি সত্যে, সকলশাস্ত্রসার সাধুসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না, মায়িক দ্বন্দ্বমোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরমার্থে দৃঢ়ব্রত হইতে পারে না। সময় না হইলে, কিছুই হয় না। তথায় বাক্যব্যয়, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল। তাহাতে আমরা বিফলপ্রয়াস হই নাই। শ্রেয়স্কামী সুশীল জনের হিতার্থেই আমরা এ-সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

কৃষ্ণদাস্যের অমিত প্রভাব ও অতুল আশ্রয়-অধিকারের কথা আমরা বলিয়াছি। কৃষ্ণদাস্যই যে সকলের পূর্ণানন্দময় পরম পদ, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে, অন্যান্য সাধু-জন-সেবিত, সাত্ত্বিক শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে, এই বিষয়েই দুই চারিটি প্রমাণবাক্য প্রদর্শন করিব।

প্রথমে দেখ বেদ বা শ্রুতি। ত্রিপাদবিভূতি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"অণ্ড ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্ত-কোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। চতুর্মুখপঞ্চমুখষণ্মুখ সপ্তমুখাষ্টমুখাদি সংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তৈ নারায়ণাংশৈ রজোগুণ প্রধানৈ রেকৈক সৃষ্টি কর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুম-হেশ্বরাখ্যৈ নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতি সংহারকর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবদ্বুদ্বুদানন্ত সংঘবৎ ভ্রমন্তি।"

ইহার অর্থ আর আমরা নূতন করিয়া করিব কি, সে প্রয়াসে প্রয়োজনই বা কি ?—বিশ্বহিতরত সর্ব্ববিদ্ মহাজনগণ আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিয়া, অতি সরল ভাবে শ্রীগ্রন্থে, বহুদিন পূর্ব্বে, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যানুশীলন করিয়া গিয়াছেন। সুশীল পাঠক, পাঠ কর ভাই, সেই সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সার, নিখিল-শাস্ত্রসিন্ধুমথিতামৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা একবিংশতি পরিচ্ছেদ! দেখ তথায় সর্ব্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণের কমলচরণে—

*　*　*

"অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইল লক্ষ কোটি নয়ন॥
ইন্দ্রগণ আইল লক্ষ কোটি নয়ন॥

*　*　*

আসি সব ব্রহ্মা, কৃষ্ণ-পাদ-পীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে॥

*　*　*

পাদ-পীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদ-পীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড় হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥"

(মধ্য ২১ শ পঃ)।

দেখ, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিতেছেন,—শ্রীহরিই সর্ব্বমূলাধার। অনাদি অনন্ত এক তিনিই একাংশে বহু হইয়াছেন। তাঁহারই অংশে শিব ব্রহ্মাদির উদ্ভব। তাঁহারা সকলেই সেবকরূপে সতত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন। তাঁহারই অংশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন।

"অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্তত্রিগুণোচ্ছ্রয়ে।
তৎকলা কোটিকোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥"

(পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৩৮।১১৩)।

"ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় সংহর্ত্তে তুভ্যং ত্রেধাত্মনে নমঃ॥"

(বিষ্ণু-পুরাণ)।

"যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজাজগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮)।

"যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।৮৫।৩১)।

এমন কি তন্ত্রেও শিববাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)।

তাঁহারাই আবার তাঁহার নিত্যধামেও নিত্যপার্ষদরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া নানাভাবে তাঁহারি পরিচর্য্যায় রত আছেন। শিব তথায় সদাশিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গভূত বিলাসরূপ; তিনি তমোগন্ধবিবর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্বময়।

যথা,—

"সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতা সাবঙ্গভূতা স্বয়ং প্রভোঃ ॥"

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)।

স্বয়ং প্রভুর অঙ্গভূত শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত এই সদাশিবকে লক্ষ্য করিয়াই, কোনও কোনও শ্রুতি ও পুরাণ তাঁহাকেও "শিবমচ্যুতং নারায়ণং" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠজনগণ সকলেই নারায়ণের রূপৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। তৎসম্বন্ধেই তাঁহাদের এই পদ-গৌরব। কিন্তু, প্রাকৃত-জন, শিবাদি দেবগণকে তৎসম্বন্ধচ্যুত করিয়া ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্ব দিয়া, তাঁহাদিগের ব্রহ্মাণ্ডগত, উদয়বিলয়ের অধীন, দেবতারূপেরই ভাব প্রাপ্ত হয়; এবং তাঁহাদেরই বিধিবৎ উপাসনায় স্বর্গাদি অনিত্য লোকে তাঁহাদেরই সান্নিধ্য লাভ করে। কিন্তু, সাধুসঙ্গে, সৌভাগ্য ক্রমে, যাঁহারা তাঁহাদের পরমভাব প্রাপ্ত হন; যাঁহারা তাঁহাদিগকে চিদানন্দতনু কৃষ্ণদাসরূপে প্রত্যক্ষ বা অনুভব করেন; তাঁহারা স্বয়ংপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাতেই, তদীয় সেবক-সেবিকারূপ তাঁহাদেরও সেবা করিয়া, সকলেরই পরমপ্রীতি সাধন করেন। ইহাই তাঁহাদের বিধিপূর্ব্বক সেবা। অন্যথা, তাহা অবিধি। এই অবিধির কথাই শ্রীগীতায়, নবমে, ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ অবৈধ ভজনের ফলও যে অন্তবৎ অর্থাৎ অচিরস্থায়ী, তাহাও সপ্তমে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই অবিধি মার্গে, অথবা এমনি অবৈধ অন্য পথে, কদাচিৎ লব্ধ যে মোক্ষ (সাযুজ্য), তাহাও অন্তবৎ—'কালবিপ্লুত'। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"মৎ সেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ **কালবিপ্লুতম্** ॥"

(৯।৪।৬৭)

এই বাক্যে সুস্পষ্ট।

তজ্জন্যই কৃষ্ণগতমতি মহাত্মারা লোকবাঞ্ছিত সমস্ত লভ্য বস্তুকেই তৃণতুচ্ছ দর্শন করিয়া সতত কৃষ্ণদাস্যই প্রার্থনা করেন। তাঁহারা ঐ বিফল মোক্ষকে নরক হইতেও ভীষণ দেখেন। তাঁহারা জানেন,—

"যৎ সাক্ষাৎ সেবনং তস্য
প্রেম্না ভগবতো ভবেৎ।
স মোক্ষঃ প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ-
র্বেদবেদাঙ্গবেদিভিঃ ॥"

(পদ্মপুরাণ, পাতাল, ১০।৫১)।

শ্রীকৃষ্ণের সপ্রেম সাক্ষাৎ সেবাই মোক্ষ; বেদবেদাঙ্গ-বিৎ বুধগণ তাহাকেই মোক্ষ বলেন। তাহাই সম্পূর্ণ মায়াতীত, কালাতীত অভয় পদ। কি দেব—কি নর, কি স্বাংশ—কি বিভিন্নাংশ, সকলেই এই পদে, এই অধিকারে কৃতকৃত্য। ইহাই সকলের সদাবাঞ্ছিত শ্রেয়ঃ। অজ-অব্যয়, অদ্বয় মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই সকলের সদাপ্রভু। উচ্চাবচ,—শিব জীব—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দাস—দাসানুদাস। সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও সন্তোষেই সকলের তুষ্টি ও পুষ্টি। তাঁহারই সেবা ও সন্তোষে তদীয় জনের সেবা ও সন্তোষ। তদীয় জন, তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গগণ, আপনাদের পৃথক্ সেবাসুখ কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহাতে তাঁহারা সুখী হন না। তাহা তাঁহাদের অসুখেরই হেতু হয়। তাঁহারা সকলেই প্রাণকৃষ্ণের সেবাবশেষ প্রসাদ-প্রার্থী। তাহাই সকলের পরমানন্দহেতু। কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনই তাঁহাদিগকে সে সুখ, সে আনন্দ দান করেন। এই সজ্জনানুমোদিত পন্থায়, সজ্জনের আনুগত্যে, যে জন তাঁহাদের সেবা করেন, কেবল তাঁহার সেবাই তাঁহারা সানন্দে স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে, সকলের প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম পরম-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সেব্য বা সাধ্য

আর কেহই নহে। কেবল তাঁহারি সেবায় সেবকমাত্রেরই সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিল-তত্ত্ববিৎ নারদমুখে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ;—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"
(৪।৩১।১২)।

"তরুর মূলদেশে সলিল সেচন করিলে, যেমন তাহার স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখা-পত্র সকলই পরিতুষ্ট হয়; তজ্জন্য তাহাদিগকে আর পৃথক্ পৃথক্ সিক্ত করিতে হয় না ;—অথবা, প্রাণকে ভোজ্যোপহার প্রদান করিলে অর্থাৎ অন্নাদি ভগবন্নিবেদিত আহার্য্য বস্তু ভোজন করিলে যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় নিচয়ও তুষ্ট ও পুষ্ট হয়; তজ্জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে অন্নব্যঞ্জনাদির অনুলেপন দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি বা পুষ্টিসাধন করিতে হয় না ;—তেমনি, সর্ব্বমূলাধার শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেই, তদংশ—তাঁহারই সেবক-সেবিকা—সমস্ত দেব-দেবী, সমস্ত ভূতচরাচরের সেবা হয়; আর কাহারও স্বতন্ত্রভাবে আরাধনা আবশ্যক হয় না।

গীতাতেও শ্রীমুখবাক্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ;—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"আমাকেই যে জন অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনি মায়িক গুণবন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মভূত হন, অর্থাৎ আমার নিত্য সেবার যোগ্যতা লাভ করেন।"

এই বাক্যে "মাং চ"—ইহাতে "চ" টি বিশেষ লক্ষ্য-স্থল; ইহা 'অবধারণ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অর্থ হইতেছে—"আমাকেই,—আর কাহাকেও নহে কেবল আমাকেই।" দ্বাদশেও তিনি তাঁহার এই অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভজনকারী, পরমশ্রদ্ধাশীল সেবককেই 'যুক্ততম' বলিয়া সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন। অতএব ইহা সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র সেব্য, অদ্বয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণই; আর সকলেই তাঁহার সেবকানুচর—দাস—দাসানুদাস। আর এই দাসই তাঁহার সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্ত তাঁহার নিজ-জন, তাঁহার নিত্যধামের নিত্য লীলাপরিকর, তাঁহারা সকলেই তৎকল্প।

তবে, কোন কোন তামস শাস্ত্রে যে দেখা যায়, অন্যান্য দেবদেবীকেও স্বতন্ত্রভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া তাঁহাদের উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা কেবল অসুর-মোহনের জন্য; উচ্ছৃঙ্খল আসুরপ্রকৃতি জনসমূহের তাৎকালিক অমঙ্গলজনক উত্তেজনাকে নিয়মিত রাখিয়া লোকমঙ্গল সাধনের জন্য। তাহা জীবের পরম-মঙ্গল-সাধক নহে।

মহাভাগবত যমরাজ কি বলিতেছেন শুন ;—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত
স্তে তে পুরাণাগমা
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"
(পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৫৯।২৭)।

বলিলেন,—"সেই সেই পুরাণ আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে, চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য, প্রধান বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুক। কিন্তু, নিখিল শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখিলে, সিদ্ধান্তে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকেন।"

এই সারসিদ্ধান্ত বাক্যই ভাগবতোত্তম মহারাজ অম্বরীষকে পরম-বৈষ্ণব দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন। ঐ শুন, তাঁহার সেই শ্রীমুখবাণী অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনি তুলিয়া অদ্যাপি নিনাদিত হইতেছে ;—

"জানতা পরমং ধর্ম্মমেকং মাধবসেবনম্॥
যস্মিন্নারাধিতে বিষ্ণৌ বিশ্বমারাধিতং ভবেৎ।
তুষ্টঞ্চ সকলং তুষ্টে সর্ব্বদেবময়ে হরৌ॥"
(পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৫৩।২৭—২৮)।

ধর্ম্ম সে পরম
এক অনুপম
শ্রীগোবিন্দ-পদ-সেবা।

তাহারি সেবায়
সবে সুখ পায়
দেবতা যথায় যেবা ॥
সর্ব্বদেবময়
শ্রীহরি নিশ্চয়,
অঙ্গোপাঙ্গ সবে তাঁর
প্রভু সে একক,
সকলে সেবক
সেই পদে মূলাধার ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

শ্রীগৌর গোবিন্দ-পদ-অরবিন্দ-অলি
বন্দি পদ তোমাদের বৈষ্ণব-মণ্ডলি ;
শ্রীগুরু শ্রীপদ-যুগ কোকনদ আর
সর্ব্বাপদ-হর সদা বন্দি বার বার ;
অভিন্ন তাঁহাতে নিত্য সেই প্রাণধন
মদন মোহন কৃষ্ণ মুরলীবদন,
বন্দিয়া তাঁহার পদ প্রেমদ পরম
প্রেমদা গণের সহ কৃষ্ণ-প্রিয়তম ;
বন্দি পুনঃ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
লেখনী যাঁহার এই অমৃত-প্রসূতি ;
"শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী"-কৃপাদেশে
"শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত" লিখি সেবাবশে !
স্বগণ সহিত সাধু-সত্তম শ্রীপাদ,
দাও মোরে পদবল, পূর্ণ কর সাধ !
কাঙাল এ 'কৃষ্ণামৃত' দীন অভাজন ;
পাদপদ্ম তোমাদেরি সম্বল পরম !!

প্রথম স্তুতি পাঠ।

স্বমন্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদ পরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুং।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মাদ-মধুর-পীযুষ-লহরী
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পর পদ নবদ্বীপ প্রকটং ॥১॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন- স্বরূপ যে-জন
রাধিকা-রমণ শ্যাম,
উন্মদ মধুর পীযূষ প্রচুর—
স্ব-প্রেম করিতে পান,
বিতরিতে আর সেই সুধা সার
কি ভাবে উদার মরি,
পর-পদ ধাম, 'নবদ্বীপ' নাম,
আসিলেন অবতরি ;
চৈতন্যমূরতি সেই ব্রজপতি-
কুমার-মহিম-গাথা,
করি সবে গান, ঢালি মনঃ প্রাণ
বিকাইয়ে পদে মাথা ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্য ধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপি নো সন্
যদ্দত্ত শ্রীহরি-রস-সুধাস্বাদ-মত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং ॥২ ॥

কে গো সে পরম-তত্ত্ব,
কি বিত্ত সে আনিল !
কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা সেই,—
কে না তাহে মজিল ?
পাষণ্ড পরম যেবা
মহাপাপী মরতে,
ধর্ম্মের পরশও কভু
পায় নাই জগতে ;
কুভাব-আবেশে সদা
বিভোর যে জীবনে,
কৃষ্ণ ভুলি কষ্ট পায়
কাম-দস্যু-কাননে ;
সাধু-জন-সম্মিলনে
যায় নাই কদাপি ;
শোচনীয় শত দোষে
বর্জ্জনীয় যে পাপী ;—
হায়, হায়, হরি, হরি,
সেও যাঁর শ্রীপদে

লভি প্রেমামৃত সেই
　　মত্ত হয় কি মদে ;
নৃত্য, গীত করে, ক্ষণে
　　পড়ে' লুটে ভূতলে ;
হা গৌর, হা কৃষ্ণ ব'লে
　　মুগ্ধ করে সকলে ;—
পতিত পাবন-বর
　　সেই পর মহেশ
গাহি আমি তাঁহারি গো
　　গুণ-গাথা অশেষ ॥ ২ ॥

(ক্রমশঃ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীজগন্নাথ।

(চিত্র বাহিরে তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ড-গ্রামে ন্যূনাধিক দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত কুলে আবির্ভূত হন্। পরে পারমহংস্য-বেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল ও **শ্রীগৌড়মণ্ডলের** বিভিন্নস্থানের শোভাবর্দ্ধন করেন। তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠাপরায়ণ বৈষ্ণব-সমাজ-শিরোভূষণ ছিলেন। ইনি সুদীর্ঘকাল এই প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন ও অপরকে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে শ্রীরাধা-কুণ্ডতটাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ ভজন-পদ্ধতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন। কখনও বা **শ্রীগৌড়-মণ্ডলকে** অভিন্ন-ব্রজমণ্ডলজ্ঞানে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর হরিভজন করিতেন। তিনি এবং তাঁহার সহযোগী ঐকান্তিক ভজনপরায়ণ পরমহংসকুল যখন শ্রীবৃন্দাবনে ভজনানন্দে বাস করেন, তখন গৌড়ের কণ্টক নগর হইতে সংস্কৃতভাষাকুশল এক প্রসিদ্ধনামা ভৃতক পাঠক বিপ্র তীর্থবাসের ব্যপদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা করিয়া কনক ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ তথা উদরভরণাদি কার্য্যে রত হন। উক্ত কথক মহাশয় এই সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণকে তাঁহার নিকট সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের পরমার্থপ্রদা ব্যাখ্যা শুনিতে উদাসীন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলেন যে, যাঁহারা ভাগবত-ব্যবসায় করেন, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তিত হন না। এরূপ ভাগবতাদি কীর্ত্তন-ব্যবসায় শরীর-জিহ্বা-নর্ত্তনাদিরূপা বেশ্যার বৃত্তি মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না। পরন্তু ঐরূপ ব্যক্তির মুখে নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীব অধঃপতিত হয়। কৃষ্ণনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তাহাদের বিষয়নিষ্ঠা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপট মিছা-ভক্তি উদিত হইয়া জীবের দুর্গতি আনয়ন করে।

সুকৃতিমান্ কথকমহোদয় বৈষ্ণবের ঐরূপ দণ্ডকে অপ্রিয় দণ্ড বলিয়া জ্ঞান না করিয়া 'কৃপা' বলিয়া উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার অচিরেই ভাগবত ব্যবসায়বৃত্তিকে গর্হণপূর্ব্বক উহা ত্যাগ করেন। বৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিয়া ঐ মহাত্মা উত্তরকালে একজন পরমভাগবত হইয়াছিলেন তিনি বৃন্দাবনে অবস্থানকালে আবর্জ্জনাবাহী ভুঁইমালী ও আশ্ব-গোখরচণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিরক্ত ভক্তগণের কৃপায় তাঁহার জাতিবর্ণ-পাণ্ডিত্যাদি অভিমান দূর হইয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ নিরন্তর কায়মনোবাক্যে হরিভজনই উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার কোন২ শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহাদিগকে আর গৃহস্থদিগের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা হরিভজন করিতে হইবে না, কেন না তাঁহারা ভেকধারী সুতরাং কেবল অনবহিত হইয়া মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই দৈনিককৃত্য শেষ হইল, মনে করিতেন। কিন্তু সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া ঐ সকল নামাপরাধি-গণকে সর্ব্বক্ষণ **'ভজন কুটীরের'** পার্শ্ববর্ত্তী শাক সজীর ক্ষেত্র পরিষ্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজ রোপণাদি করাইয়া তাহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন—উদ্দেশ্য ঐ অসিদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে শ্রমরত থাকিয়া নরকপথে অগ্রসর না হইয়া কায়দ্বারাও হরিভজন করুক, তাহা হইলেই তাহাদের চিত্তবৃত্তিও প্রসন্ন থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবনধাম

দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, তখন তথায় শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে দেখিয়াই তিনি পরমভজনানন্দী মহাপুরুষ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। ১২৯২ সাল হইতে অনেক সময়েই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এই মহাত্মার উপদেশ ও সঙ্গসুখ লাভ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে যখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনরায় শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন তিনি পথে বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া নামক স্থানে হরিনাম প্রচারার্থ অবতরণ করেন। তথায় পুনরায় শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই স্থানেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত তিনি হরিবাসর দিবস অহোরাত্র গৌরকৃষ্ণকথা আলোচনা, কীর্ত্তন ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীবাবাজী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় এইরূপ সুশিক্ষিত ও শাস্ত্রে পারঙ্গত ব্যক্তির হরিনাম প্রচারে উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত করেন এবং যাহাতে শ্রীগৌর-নাম ও গৌরধাম জগতে প্রচারিত হয়—তজ্জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশেষভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সময় হইতে তিনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ভাবে নাম প্রচার ও বক্তৃতা করিতে থাকেন। ১৮৯৩ সালের মাঘমাসে পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীজগন্নাথ স্বীয় পরিকর সহ কুলিয়া নবদ্বীপ হইতে শ্রীগোদ্রুমের সুরভি-কুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। সেই সময় শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ সুরভি-কুঞ্জেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। সমস্ত ধামটী কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত ও আনন্দোদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহোদয় সপরিকরে শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থ সমাগত হইয়া শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীমায়াপুরের বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দ্দেশ করেন এবং এইটীই যে **প্রাচীন শ্রীমায়াপুর** শ্রীগৌর-জন্মস্থলী তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করেন এবং ভগবদ্ভাবে পরিপ্লুত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় অনেক সময়ে কুলিয়া নবদ্বীপে ভজন-কুটী নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। তিনি একদা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে ভজনকুটীতে তাঁহার বসিবার স্থানটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার জন্য বলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে সেই স্থানটীতে একটী বারান্দা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ভজনকুটীর-প্রাঙ্গণে এখন বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান। প্রত্যেক বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধভক্তমণ্ডলী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগমনে সেই স্থান দর্শন ও তথাকার রজো গ্রহণ করিয়া ধন্য হন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে এই ভজন কুটীতে আগমন করিয়া অনেকবার দর্শন করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংসঠাকুর যখন দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বালক মাত্র তখনই তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট বালকের এত অল্প বয়সে এইরূপ অদ্ভুত প্রতিভার কথা অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্মত পঞ্জিকা শ্রীচৈতন্যাব্দ, মাস, বার ও পর্ব্বতিথ্যাদির প্রচলন করান্। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সংশোধিত ও অনুমোদিত বৈষ্ণবপর্ব্বাদির দিন অনুসারেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীজগন্নাথ দাসবাবাজী মহোদয়ই শ্রীপঞ্চমী দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ও অপরাপরপার্ষদজন্মদিবসাদির পূর্ব্বপারম্পর্য্যলিপি যত্নের সহিত সংগ্রহ করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশনানুসারে আজও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার আবির্ভাব দিবসে প্রতি বর্ষে শ্রীমায়াপুরে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তনোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীমহারাজের কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি সুদীর্ঘকাল ধরাধামে প্রকট ছিলেন। প্রাচীনতানিবন্ধন তিনি তাঁহার প্রকট-কালের শেষ অবস্থায় অনেকটা খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিলেও তিনি যখন কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহাকে আজানুলম্বিত ভুজ, ন্যগ্রোধ-

পরিমণ্ডল-তনু, চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

ও "বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে বিষয়ীর অসৎসঙ্গে উদাসীন হইয়া পরমহংসকুলপুরন্দর শ্রীজগন্নাথদাস মহাপুরুষকেই স্বীয় আশ্রয়রূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের বৈষ্ণব-নিষ্ঠা তাঁহার একটি গীতিতে পরিস্ফুট হইয়াছে—

"বৈষ্ণব-চরিত্র　　সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি-বিনোদ　　না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মুখে সর্ব্বদাই এই মহাপুরুষের মহিমময় ভজনবলের কীর্ত্তন শুনা যাইত। তিনি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের গুণ ও ভজনচেষ্টাবর্ণনে শতজিহ্ব ছিলেন। সেই শ্রুত বিষয়ের কিয়দংশই আমরা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস বা মতান্তরে শ্রীউদ্ধরদাস। তাঁহার শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীশ্রীমধুসূদন দাস। শ্রীশ্রীমধুসূদনের শিষ্যই শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস। শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদঠাকুর আবার শ্রীজগন্নাথ দাসের আনুগত্যে পরিচিতছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস—ইনিই পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজের বেষগুরু।

নিম্নে ভাগবতপরম্পরা বা আম্নায় প্রকাশিত হইল—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য　　রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর,　　শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপসনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন,　　জীব রঘুনাথ হ'ন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর,　　নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ,　　বলদেব জগন্নাথ
তাঁর প্রিয় **শ্রীভক্তিবিনোদ**।
মহাভাগবতবর,　　**শ্রীগৌরকিশোরবর,**
হরিভজনেতে যাঁর মোদ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা　　সদাসেব্য সেবাপরা
তাঁহার **দয়িতদাস** নাম।
এই সব হরিজন,　　গৌরাঙ্গের নিজ জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম॥"

"গৌড়ীয়"

হে গৌড়ীয়! নমি দেব চরণে তোমার।
অমৃতের বাণী বহি' এমর মরতে,
ঢালিছ অমিয়ধারা শ্রুতি-রসায়ন;
চিদানন্দ-বাহক তুমি! আমাদের
পুঞ্জপুণ্যে চারিবর্ষ তুমি প্রকটিয়া
স্ববিক্রমে করিছ বিহার। মায়াবাদ-
তাপে তপ্ত ধরণী যখন;—তখনই
তোমার প্রভু প্রকটের কাল। অরুণ-
সমান তুমি উদিলে জগতে, সুদূরে
সরিয়া যায় মায়া-সসম্ভ্রমে! তাপন-
তপন তীব্র তেজে মনোপরে উদি'
অস্তিত্ব যথা নাশে ধ্বান্তরাশি,—ভাগবত-
অর্ক তথা নাশে মায়াবাদ;—সর্ব্বনাশ
যাহে জীব লভে চিরতরে। সুদর্শন
তুমি—দেব নানারূপে তব অবতার,
ধর্ম্মেরে স্থাপিয়া কর অধর্ম্ম সংহার।
সৃষ্টির আদিতে প্রভু ব্রহ্মার অন্তরে
আদ্য অবতার তব বেদবাণীরূপে!
তার পর কতরূপে হয়েছ প্রকট!
অক্ষজজ্ঞানেতে দৃপ্ত ভোগিকুল যবে
কুদর্শন-কোলাহলে ঢাকিল ধরণী
(সিংহহীন বন যেন শৃগালের রবে)
তবে তুমি ব্যাসমুখে হইলে উদয়
বেদান্তদর্শনরূপে; ভাগবতঅর্ক পরে
স্থাপিল ধরম। প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বৌদ্ধ
আর মায়াবাদে ঢাকিল সদর্থ-কান্তি

(মেঘ যথা—লোকচক্ষু ঢাকে সূর্য্য হৈতে)
তবে তুমি ভাষ্যরূপে আত্ম প্রকাশিলে
যথার্থ "তাৎপর্য্য ভাষ্যে" উড়ে মায়া-মেঘ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সূর্য্য উদি' গৌড়াচলে
প্রচারিয়া প্রেমভক্তি সুতীব্র কিরণে
পাঠাইল ধ্বান্তদ্বয়ে গূঢ় গুহামাঝে,
লুকাইয়া রক্ষিল জীবন। 'সন্দর্ভাদি'
'সারার্থ-দর্শিনী' 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য' আর
কতরূপে প্রকটি' ধরায় বিনাশিলে
তমোধর্ম্ম প্রচণ্ড বিক্রমে। বহ্বীশ্বর,
চিজ্জড়াদি-সমন্বয়বাদ-রূপে পুনঃ
ব্যাপিল ভুবন, কাঁদিল সজ্জন-হৃদয়
দারুণ বেদনে—হে করুণ! তবে তুমি
তোষিলে সজ্জনে বিচিত্র বিক্রমে। এবে
মায়াবাদ, দেব, হইল চতুর—ক্রূর
অতি সজ্জন-সজ্জায় লজ্জাহীন হৈয়া
পূরাইছে আপন বাসনা। নিষ্ঠুরের
করাল কবলে পড়ি' কত শত জন
হারায় জীবন হায়, দাবানলে যথা
অসহায় পশুকুল কান্তার মাঝারে।
হে করুণ! হেনকালে প্রকট তোমার;
সিঁঞ্চি স্বীয় সুধাবাণী রক্ষিলে জীবন
সাধুগণ হৈল বিঘ্নহীন। মনোধর্ম্ম-
তমোহন্তা—হে বৈকুণ্ঠ-দূত! কুণ্ঠাধর্ম্ম
নাশি' সুদর্শনে—প্রচারিছ চিদানন্দ-
বাণী; করুণ কোমল তুমি সজ্জনের
কাণে,—মনোধর্ম্মী বজ্র হেন মানে। তুমি
দিব্য আম্নায়-বচন গুরুপরম্পরা
পাও সৃষ্টিকাল হৈতে; তব বাণী বিনা
আমি অন্য নাহি মানি। ভগীরথানীত
যথা গাঙ্গোত্রি হইতে সাগর-সঙ্গম,—
জগৎ পবিত্র করে যার এক কণা—
উপনদী-শাখানদী-জল নহে কভু
গঙ্গাবারি সম। দীন, হীন, ধনী, মানী,
সকলের দ্বারে, না যাচিতে আসি তুমি
আপন স্বভাবে,—ভক্তির সুকৃতি করি'
দান; শ্রদ্ধালু করিয়া দাও "শ্রবণাধিকার"!
মৎস্যণ্ডিকা নাশে যেন পিত্ত সুপ্রবল
সুসেবন কৈলে ক্রমে ক্রমে; হে গৌড়ীয়!
সেইরূপ তুমি, বুভুক্ষা মুমুক্ষা নাশি'
পিশাচিনীদ্বয়—করাল কবলে যার
পিষ্ট জীবকুল; প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা আর
শ্বপচ রমণী—(যাহার নাচনে মূঢ়
নাচে লজ্জাহীন;)—তার সঙ্গ ছাড়াইয়া
দাও তুমি "কীর্ত্তনাধিকার"! নিরন্তর
শ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্ত শোধি' শুদ্ধসত্ত্ব
হৈলে দাও তুমি "স্মরণাধিকার" পরে
জীবন্মুক্তজনে। হে গৌড়ীয়! মুগ্ধ
আমি নিত্য তব গুণে; তব আসা আশে
চাতকের মত থাকি চাহি' তব পথ,
অম্বুদের অম্বু বিনা না মানে চাতক।
হে গৌড়ীয়! আম্নায়-বচন! সাধুশাস্ত্র-
গুরুবাক্য পাই এক ঠাঁই তব পাঠে,
তোমা বিনা মহাজন কাহারে মানিব?
ভূয়ো ভূয়ঃ ভূলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম
করি, দেব, চরণে তোমার; আর তব
কীর্ত্তনীয়া পাঠকারি-শ্রোতৃগণপদে।
রতি মতি রহুক্ আমার, শুদ্ধ বুদ্ধি
করহ প্রদান—জন্ম মোর হউক্ সফল।

শ্রীকবিভূষণ দেবশর্ম্মা।

দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন।

প্রকট ও অপ্রকটভেদে শ্রীভগবানের দ্বিবিধ লীলা। শ্রীভগবান্ স্বরূপভূত-অনন্ত-প্রকাশ ও লীলাদ্বারা সর্ব্বদাই নিত্যধামে ক্রীড়া করিতেছেন। কখনও কখনও তিনি সেই অনন্ত-প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত প্রপঞ্চমধ্যে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদি-লীলার বিস্তার করিয়া থাকেন।

লীলা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা অনুসারে তৎপরিকরগণের অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব বিস্তার করেন। প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইলে সেই

লীলাকে **প্রকটলীলা** কহে। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই **অপ্রকটলীলা**। সেই অপ্রকটলীলাসমূহ প্রপঞ্চের আগোচরীভূত। উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে।

কংসাদি দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে ধরণী আক্রান্তা হইলে ধরিত্রীদেবী লোকপতি-ব্রহ্মার শরণাপন্না হন। ব্রহ্মা গাভীরূপ-ধারিণী রোরুদ্যমানা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেব, অন্যান্য দেবতা ও পৃথিবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে ক্ষীরোদশায়িবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন। ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিবার পর আকাশবাণী শুনিতে পান যে, "শীঘ্রই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কালাখ্য শক্তিদ্বারা ভূভার-হরণ করিবেন। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ং বসুদেবগৃহে প্রকটিত হইবেন, অতএব দেবপত্নীগণ পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন জন্য এবং তৎপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের দাসীত্ব করিতে জন্মগ্রহণ করুন্। বলদেব ভগবানের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইবেন।"

ব্রহ্মার এই আদেশে দেবাদির অংশ-পরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্গস্থিত বাসুদেবাংশ কশ্যপাদি বসু-দেবাদি অংশীর সহিত ঐক্য লাভ করিয়া শূর (বসুদেবের পিতা) প্রভৃতি হইতে মথুরাতে প্রাদুর্ভূত হন্।

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাব-লীলার অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ ব্যূহের আবির্ভাব করেন, তৎপরে স্বীয় অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক দুইটী ব্যূহকে যথাসময়ে আবিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন্। বিশুদ্ধচিত্ত অথবা সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বসুদেব'।

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণজন্য বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণ রূপের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন্। সুতরাং বাসুদেব প্রাকৃত জন্মকর্ম্মশীল বস্তু নহেন, তিনি অধোক্ষজ বস্তু। বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত আত্মাতেই তাঁহার নিত্য প্রাদুর্ভাব, তিনি সেবোন্মুখ ভক্তের হৃদয়ে নিত্যকাল প্রকটিত।

বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে বাসুদেবের নিত্য প্রাকট্য। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির মহানিশায় কৃষ্ণ দেবকীর হৃদয় হইতে কংস-কারাগারের সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমের স্বভাবানুসারে দেবকী ও বসুদেব মনে করিলেন যে, লৌকিক রীতিতেই এই শিশু অতি সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। এই চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তমেরই বৈভবপ্রকাশ। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ অথবা দ্বিভুজ যে কোনও রূপেই প্রকাশিত হউন্, তিনি কখনই 'কৃষ্ণত্ব' পরিত্যাগ করেন না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপই স্বয়ংরূপের রূপ বলিয়া প্রধানরূপে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্ব অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন ভাগবতের সপ্তম-স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন—"হে রাজন্, নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে তোমাদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

দেবকীনন্দন কংসকারাগারে দেবকীর শয্যায় প্রকটিত হইলে বসুদেব গোকুল মহাবনস্থ যশোদার গৃহে প্রবেশ করেন এবং তথায় স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া যশোদার যোগমায়ানাম্নী কন্যাকে লইয়া আসেন। এই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। যোগমায়া স্বরূপশক্তি; যোগমায়ারই ছায়াশক্তি বিমুখ-জীব-মোহিনী জড়মায়া। যশোদাদির বাৎসল্যরসের মধুরতা ও বৈচিত্র্য উৎপাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় এই যোগমায়া যশোদার নিকট প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং যখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া গেলেন, তখন আর যশোমতী সে কথা জানিতে পারিলেন না। যশোমতীর এরূপ অজ্ঞতা প্রাকৃত জীবের ন্যায় অজ্ঞানতা বা মোহাদি নহে; পরন্তু লীলারসবিচিত্রতা বিস্তারের হেতুরূপা। উহা শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাসম্ভূত। এই-রূপে অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে বিরাজিত থাকায়, প্রকটলীলায় দেবকীর ন্যায় যশোদাকেও

দ্বারভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দের উৎসবে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে ক্রমে বাল্যাদি লীলা প্রকাশ করেন। নন্দ যশোমতীর অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য-বশে শ্রীকৃষ্ণ নিতাই আপনাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়া জানেন।

আবার কোনও কোনও ভাগবত বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণ—বসুদেব ও নন্দ উভয়েরই আত্মজ অর্থাৎ কেবল বসুদেবের আত্মজ এবং নন্দের পালিত পুত্র মাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, মথুরায় বসুদেব গৃহে আন্তর্ব্যূহ বাসুদেব এবং গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে আগমন পূর্ব্বক যখন যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যাটীকে লইয়াই তিনি মথুরায় আগমন করেন। এদিকে বসুদেবও লীলাপুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলেন। এই বিষয় অতি গূঢ় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি ভাগবতগণ যথাক্রমে না বলিলেও প্রসঙ্গক্রমে কোন কোনও স্থলে উহার সূচনা করিয়াছেন। যেমন ভাগবতে—

"**নন্দস্ত্বাত্মজ** উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥"

—১০।৫।১

নবাম্ব্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে **পশুপাঙ্গজায়**॥

১০।১৪।১

ইত্যাদি।

তাঁহারা যামলবচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক্, যিনি পূর্ণতত্ত্ব এবং অনাদিরাদি মূলপুরুষ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও গমন করেন না। তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি গোপীকুল-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যকাল তাঁহাদেরই সহিত বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

প্রচার প্রসঙ্গ।

গত ১১ই শ্রাবণ তারিখের জলপাইগুড়ির সুপ্রসিদ্ধ "জনমত" নামক পত্রে "গৌড়ীয় মঠের স্বামী ভক্তি-বিনোদ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিছুদিন পূর্ব্বে জলপাইগুড়িতে শ্রীমন্মহা-প্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি কথা কীর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদাই স্বপ্রতিষ্ঠা গোপন করিয়া গুরুবর্গেরই কথাই বলেন। সেজন্যই বোধ হয় "জনমত" পত্রের সম্পাদক মহোদয় গৌড়ীয় মঠের স্বামী ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পরিবর্ত্তে মূল প্রচারকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা ধর্ম্মপ্রাণ সম্পাদকপ্রবরের লেখনীর দ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী দেবী কিছু অসঙ্গত কথা প্রকাশিত করেননাই কারণ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ। সেই রূপানুগবরের মনোভীষ্টই শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন। যদিও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই অলক্ষ্যে শ্রীভারতী মহারাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তথাপি লোক-লোচনের নিকট তিনি প্রকট নহেন বলিয়া বর্ত্তমান প্রকৃত প্রচারকের নামই প্রদত্ত হইল—

"গৌড়ীয় মঠের স্বামী ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত সপ্তাহ খানিক ধরিয়া স্থানীয় আর্য্য নাট্যসমাজ-মন্দিরে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার আগমনে জলপাইগুড়ি সহরের অধিবাসিগণ কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছেন। সচরাচর এমন সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ধর্ম্ম বক্তৃতা শোনা যায় না। স্বামীজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত যুবক; গৌড়ীয় মঠ-সঙ্ঘও এইরূপ শিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ-যুবকগণ কর্ত্তৃক সংগঠিত হইয়াছে। গৌড়বন যাঁহার জন্মে ধন্য হইয়াছে, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থল-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে মঠ-প্রতিষ্ঠা, বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও মহিমা প্রচার এই গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য। আপন চিনিতে না পারিলে আত্ম-গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, কোনও জাতি জগতে বড় হয় না। গৌড়ীয়

মঠ আজ * * বৎসর ধরিয়া এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধন করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বাচার্য্য প্রণীত জৈবধর্ম্ম, চৈতন্য-চরিতামৃত,চৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, এবং হরিদাস ঠাকুরের জীবনী, তাঁহাদের বিশেষ গবেষণা ও ধর্ম্ম সাধনার পরিচয় দিতেছে। অমন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান খুব কমই দেখা যায়। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থীর পক্ষে তাঁহাদের ভাগবত-শিক্ষাকোষ বিশেষ আদরণীয় গ্রন্থ। বৈষ্ণব বলিতেই আমাদের নাক সিটকাইয়া আসে, কিন্তু স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠেই বলিতেছিলেন, কেহ যেন তাঁহাদের সন্ন্যাসের গেরুয়া বসনটাকে ভুল না বোঝেন। তাঁহারা গৃহী, দেশের সকল গৃহের দ্বারে তাঁহাদের স্থান আছে গৃহেরই মঙ্গলার্থে। গৃহস্থধর্ম্মের প্রকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহারা আপনাপন গৃহত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনায় ও ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গৃহের জঞ্জালে মানুষ আপন হারাইয়া ফেলে, তাই তাঁহারা মহাপ্রভুর নাম—পরম মধুর হরির নাম, গৃহীর দ্বারে দ্বারে করিয়া যান, মানুষ তাহার আপনার সন্ধান যেন পায়, তাহার আত্মার স্বভাব যেন সে লক্ষ্য করে, তাহার সনাতন ধর্ম্ম সে যেন স্বপ্রতিষ্ঠ,—সর্ব্বজয়ী ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মার স্বভাবই সনাতন ধর্ম্ম ; ইহা হিন্দুধর্ম্ম বা মুসলমান-ধর্ম্ম বা ঈশায়ীধর্ম্ম ইত্যাদিরূপ ভাগ ভাগ ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক মানুষের আত্মার ধর্ম্মই তাহার সনাতন ধর্ম্ম। পিতৃ-পিতামহ হইতে শ্রুতিতে স্মৃতিতে শিক্ষায় দীক্ষায় পরশে হরষে মানুষের আত্মা যে ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, পরমাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মানুষ তাহাকেই তাহার 'সনাতন' ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে। ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম। গৌড়ীয় মঠ গৌড়জনকে নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসেন নাই। সেই সনাতন ধর্ম্মেরই সন্ধানে মহাপ্রভুর অমল-উজ্জ্বল-মধুর আলোক বর্ত্তিকা ঘরে ঘরে জ্বালাইয়া তুলিবে বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, গৌড় জন কি এই গৌড়-গৌরব-কাহিনী একবার শুনিবেন না ?"

গত ১৩ই শ্রাবণ বুধবার দিনাজপুর "ধর্ম্ম-সভায়" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় উপস্থিত দিনাজপুর মহারাজ বাহাদুরের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজপণ্ডিত স্মৃতিরত্ন মহাশয় বক্তৃতা শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পরদিবস রাজপ্রাসাদে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য পুরী মহারাজকে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৪ই তারিখে প্রথমে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ও নন্দসূনু ব্রহ্মচারিদ্বয় বক্তৃতা করিলে শ্রীল পুরী মহারাজ "শ্রীরূপশিক্ষা" পাঠ করেন। রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ গোস্বামীর বৈরাগ্য-কথা শুনিয়া ম্যানেজার বাহাদুর স্বীয় অবস্থা উপলব্ধি করেন।

গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার দিবস কান্তনগর হইতে দিনাজপুর মহারাজ বাহাদুরের "শ্রীকান্ত জিউ" দিনাজপুরে শুভাগমন করেন। ম্যানেজার বাহাদুরের অনুরোধে পুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কান্ত জিউর অগ্রে অগ্রে নগর কীর্ত্তন করিয়া রাজবাড়ী পর্য্যন্ত গমন করেন। ভক্তগণ রাধাকান্ত দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন। প্রতিবৎসর এই সময় কান্তজিউর সেবা মহারাজ ও ম্যানেজার বাহাদুরের ঐকান্তিকতায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই শুভাগমন-উৎসব অদ্বিতীয়। শ্রীকান্তজিউর শ্রীবিগ্রহ ও কান্তনগরের প্রাচীন ও কারুকার্য্য-সমন্বিত শ্রীমন্দির বাঙ্গলাদেশে সুপ্রাচীন দিনাজপুর-বৈষ্ণব মহারাজের সেবাকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন। প্রচারকগণ বর্ত্তমান ম্যানেজার বাহাদুরের সেবাপরাধ বর্জ্জন করিয়া সুষ্ঠু সেবা প্রচলনের ব্যবস্থায়—যথা ভেজাল মহিষ-ঘৃতের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধগব্যঘৃত ও চরিত্রহীন পূজারীর পরিবর্ত্তে চরিত্রবানের দ্বারা পূজা করান—অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা স্বধর্ম্ম-প্রাণ ম্যানেজার বাবুর শ্রীভগবৎ-সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

পুরী মহারাজ, পরমভাগবত গঙ্গাজল পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচরিতামৃতপাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভায়, বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। প্রচারকগণ বর্ত্তমানে গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছেন। কলিকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বন্মণ্ডলী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্, ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সুললিত গৌর-

বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আগামী রবিবার ৩১শে শ্রাবণ শ্রীভগবজ্জন্মতিথির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের গ্রাহক মহোদয়গণ উৎসবের মধ্যেই সমগ্র আদি লীলা প্রকাশিত দেখিতে পাইবেন।

প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রচারের সুবিধাকল্পে একটী যানাকর্ষক অশ্ব ভিক্ষা দিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। যাঁহারা জগতের যাবতীয় উত্তম দ্রব্য কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া আনন্দ বোধ করেন, তাঁহারাই পরম ভাগ্যবান্। কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তির বা অক্ষজবাদি-ফল্গুত্যাগীর এইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হয় না। তাহারা 'ঈশাবাস্য' জগৎকে নিজেরাই ভোগ করিতে ধাবিত হইয়া নরকের পথে গমন করে অথবা ফল্গুত্যাগী সাজিয়া কৃষ্ণের আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে। সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥

এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি ধন্যার্হ।

গত নন্দোৎসবের দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের মুখে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ কেবল বলিতে লাগিলেন যে, "আমি কাহারও নিকট এইরূপ সুন্দর গবেষণাপূর্ণ কথা শ্রবণ করি নাই। এই কথাগুলি সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা, যেন কেহ একটী বস্তু সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া তাহার অবিকল চিত্রটী আমার সম্মুখে আঁকিয়া দিতেছেন। এইরূপ সুন্দরভাবে নিজের উপলব্ধির কথা অপরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতা ঐশ-শক্তিসম্পন্ন-পুরুষ ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে। আচার্য্য মহোদয়ের অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা যুগপৎ উপলব্ধির সহিত মিলিত হইয়া আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছে।" বিচারপতি মহোদয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে কথাগুলি শুনিতে শুনিতে এতদূর আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই আনন্দের ছবি প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিচারপূর্ণ ভক্তিকথা শ্রবণ করিয়া মাননীয় বিচারপতি মহোদয়ের এরূপ উল্লাস তদুপযোগীই বটে। তাঁহার অমায়িক ও নিষ্কপট মধুর ব্যবহার এবং শুদ্ধভক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ মঠস্থ ব্যক্তিগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে।

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, এম্ এল্, সি মহোদয় এবং বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুত বিহারী লাল মল্লিক মহাশয় প্রমুখ অনেকেই শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

যশোহর হরিণাকুণ্ডনিবাসী এসরাজ ও বেহালাবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী শ্রীবামনদাস অধিকারী মহোদয় প্রত্যহ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বাদ্যসংযোগে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতেছেন।

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইতেছে। কর্ম্মকোলাহলমত্ত মহানগরী এই শুদ্ধকীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের দিনে শুদ্ধভক্তগণের মুখনিঃসৃত হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইবে। পিপাসু জনমণ্ডলীর যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা সাদরে সকলকে আহ্বান করিতেছি।

সার কথা

"লোহাতে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়মূলে আশ্রয়ের প্রীতি ॥"

কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল ।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড — শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৬ই ভাদ্র ১৩৩২, ২২শে আগষ্ট ১৯২৫ — ২য় সংখ্যা

মহোৎসব

মহাসংকীর্ত্তন

('গৌরপ্রিয়' শাক)

এ কিরে সহসা ! সমগ্র নগরী
নবীন প্রাণের পরশে হেন
জাগিল কেন রে, বরষায় নব
নবীন জীবনে তটিনী যেন ?

কর্ম্ম-কোলাহল- মুখর মরতে
মায়িক জগতে এ কিরে শুনি,
মহা-সঙ্কীর্ত্তনে সহস্র বদনে
মায়াতীত মহানামের ধ্বনি !

মেঘ গরজনে মধুর গম্ভীর
মৃদঙ্গে শৃঙ্গায় শত করতালে,
সমবেত কণ্ঠে কত, মরি, মরি,
কি শুভ সঙ্গীত, কি সুধা ঢালে !

আসিল কি মোর প্রাণের **নিতাই**
অসুর-তাপিত লোকে আবার,
চির-অনর্পিত সেই মহামৃত
বহা'তে অপূর্ব্ব প্রবাহে তা'র ?

মরি, মরি, মরি, সহস্র শ্রবণ
থাকিত, হায় রে আজিকে যদি,
শোষিতাম ওই আনন্দ-মদিরা
অমর-দুর্ল্লভ অমৃত নদী !

ধন্য মহাপ্রাণ ! কে তুমি মহান্,
নিকর্ম্মে বিহ্বল মানবগণে,
দুর্দ্দিনে এমন, দিলে নব প্রাণ
করি' দান গুপ্ত গোলোকের ধনে !

গাহ গাহ সবে, গাহ রে সঘনে
'গৌড়ীয়' জনের মিলনে আজ,
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ !! জয় নিত্যানন্দ !!
রাখ একবার মায়ার কায় ।

সাধারণ প্রসঙ্গ

(গোবিন্দভোগ)

গত শনিবার দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ ও শুদ্ধভক্তগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত মহানগরসঙ্কীর্ত্তনে কর্ম্মকোলাহলমত্ত মহানগরী পরিক্রমা করিবার অবসর হইয়াছিল। বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমনেই কীর্ত্তন বিধেয়, নতুবা স্বতন্ত্রভাবে কীর্ত্তনে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন হয় না। গৌরপ্রদত্ত শিক্ষাষ্টক তাহার প্রমাণ।

নানা বর্ণের পতাকা হস্তে মৃদঙ্গ, করতাল, শিঙ্গা প্রভৃতির সংযোগে শুদ্ধভক্তগণের "গৌর-বিহিত-কীর্ত্তন," হৃৎকর্ণস্পর্শী মহামন্ত্রের মহাকাশস্পর্শী রোল, পাণ্ডিত্যাদির গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলের অদ্ভুত নৃত্য লোকলোচনের নিকট বড়ই অপূর্ব্ব দৃশ্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। শুদ্ধভক্তের নগর কীর্ত্তনের এরূপ সাজ সজ্জা কাহারও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরবিহিতকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য—বহু সেবক মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি উৎপাদন করা—তাঁহার শুভকৃপাদৃষ্টি লাভ করা।

কর্ম্মপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বালকগণ খেলাধুলা ছাড়িয়া দিয়া, গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া, ব্যবসায়িগণ কিছু ক্ষণের জন্য ব্যবসায়ের কথা ভুলিয়া গিয়া, অন্যাভিলাষিগণ কিছুক্ষণের জন্য স্ব স্ব অভিলাষচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন ও শুদ্ধভক্ত-মুখনিঃসৃত শ্রীনামধ্বনি শ্রবণ করিয়া অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি অর্জ্জন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। বহু পথিক গন্তব্য ভুলিয়া গিয়া বা কিছুকালের জন্য গমন স্থগিত রাখিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী মহানগরীর ভিন্ন ভিন্ন বিষ্ণুমন্দিরসমূহ পরিদর্শন করিয়া ভগবদগ্রে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়েও এইরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, শ্রীল প্রবোধানন্দ তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

গত রবিবার দিবস শ্রীমঠে ভগবদাবির্ভাবমহামহোৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। মহানগরীর প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত বিদ্বন্মণ্ডলী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের মুখে প্রয়োজনতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ও বিভিন্ন সঙ্গীতাচার্য্যের সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত কীর্ত্তন শ্রবণ এবং বৈচিত্র্যযুক্ত চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের নিবেদিত ও পরিবেশিত মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া সম্মানকারী সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ কোনও না কোন দিন অবশ্যই কৃষ্ণভজন লাভ করিবেন।

প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন গৌরপ্রণয়িজন পিপাসু জনমণ্ডলীকে নানাভাবে নানারসযুক্ত হরিকথামৃত পান করাইতেছেন। যাহারা শ্রবণাঞ্জলিপেয় এই হরিকথাপানে উৎসুক এবং যাঁহারা চিন্ময়মহাপ্রসাদসম্মানলোলুপ তাঁহারা এই মহোৎসবে যোগদান করুন্। বিশ্ববাসিজীবমাত্রেরই হরিকথামৃতপানে অধিকার আছে। যাঁহাদের পিপাসা পায় নাই বা ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, তাঁহারাও সঙ্গপ্রভাবে কথামৃতপিপাসু হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

'গৌড়ীয়ে'র কথা।

নিবেদক

লোকে বলে, আমি চারি বৎসরে পড়িলাম। আমার অঙ্গেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। তিন বৎসর ধরিয়া আমাকে যাহারা ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট কত আদর পাইলাম। আবার কত লোক আমার অকালে অপ্রকট হওয়ার জন্য কত দেবতার নিকট মাথা কুটিতেছে। আমি যদি মাত্র চারি বৎসরে পড়িয়াছি, তবে চারি বৎসরের শিশুর উপর লোকের এত আক্রোশ কেন? শিশুর আদর পাওয়া ত' স্বাভাবিক, তাহা পাইয়াছি বলিয়া বিশেষ বিস্ময়ের কি কারণ আছে? কিন্তু তিন বৎসর পূর্ণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট ও বর্দ্ধমান কলেবরে কতকগুলি সুগ্রথিত অলঙ্কার সহ চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করায় কতকগুলি লোক আমাকে চক্ষুঃশূল ভাবিতেছে কেন? এত অল্পবয়স্ক শিশু কাহার কি ক্ষতি করিল? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্বেষিগণের মধ্যে কেহ হয় ত' উত্তর দিবেন, "বাবা! ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা! ছেলের কথা যে

ট্যাকটেকে, ও ছেলেকে আবার আদর করব, হাতে পেলে গলা টিপে মেরে ফেল্‌লেও রাগ যায় না। মশাই, কেমন দিনটা ছিল? আহা সে সব মনে হ'লে, আজকার কথা ভেবে কান্না আসে। শিষ্য বেটাগুল'কে যখন যা' বল্‌তাম, বিচার না করে' তা'রা তাই শুন্‌ত। ঘরের কলঙ্ক, অর্থনাশ— এ সবের দিকে আদৌ তা'দের নজর ছিল না। গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করলে নরক হবে, এই ভয়ে সব অত্যাচার আমার অবাধে স'য়ে আসছিল। এক তান শিখিয়ে দিয়েছিলাম "গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" আর আজ ঐ শিশুটার চীৎকারে সকলের নেশা কাটতে আরম্ভ ক'রেছে। শিষ্যকে কিছু বলতে গেলেই সে আগেই জিজ্ঞাসা করতে ভরসা করে—প্রভু, এ কার্য্য কি শাস্ত্র-বিহিত—প্রভু, শিষ্যের অর্থ কি গুরু ভোগ করিতে পারেন? এই এঁচোড়ে পাকা শিশুটার পাল্লায় পোড়ে লোকগু'ল বিগ্‌ড়ে যেতে আরম্ভ করেছে। আমাদের সময়টা একরকম কেটে গেল, কিন্তু, ছেলে নাতিদের সময়েও যদি এই শিশুটা বেঁচে থাকে তা'হ'লে তা'দের ব্যবসাত' চল্‌বেই না, আর দুর্দ্দশার একশেষ হবে। তাই বলি শিশুটা ম'লেই বাঁচি।"

আবার কেহ হয়ত' উত্তরে বলিবেন, "হায়, হায়, এই সমন্বয়ের যুগে শিশু কি করিয়া বসিতেছে দেখিতেছ না? শিশু সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া, অনেকের ঘরে গিয়া কি মন্ত্র দিয়া আসিতেছে দেখ। সকলকে শিখাইতেছে— ভগবান্ নারায়ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, আর সকল তত্ত্বই তদীয়, আর স্বতন্ত্র দেব দেবী নাই, শিব শক্তি প্রভৃতি বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন—এ আবার কি শিক্ষা, বাবা? ঘেঁটু, শীতলা, ওলাইচণ্ডীর পূজাদি বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল কৃষ্ণের পূজাই চালাতে চায়। এ ভাব আগে থাক্‌লেও কারও কাছে আদর ছিল না! এর মাও আগে ঐ কথা গাহিয়া আসিয়াছেন বটে! কিন্তু এই বালক কথা কইতে শিখে, তিনি এখন চুপ ক'রে আছেন। আর এই ছেলে দেশের সব জায়গায় ছুটে ছুটে গিয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ছেলে ছোট হ'লে কি হ'বে, ছেলে দলে অনেক লোক পেয়েছে! ছেলের মা এত লোকের সঙ্গে মিশ্‌তেন না, কাজেই তখন এত গোলযোগ হয়নি। কিন্তু একটা কথা শুনচি, সেটা সত্যি হ'লে আর রক্ষা থাকবে না। ছেলে এখন বাঙ্গালীর কাছেই আদর পাচ্ছে, মা নাকি কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছে বলে ভারতের সব লোকের কাছে যাবেন, ইংরাজীতে তা'দের এই ভয়ানক কথা বোঝাবেন। তা হ'লেই ত' মুস্কিল পড়ে' যাবে। হায়, হায়, যার যে ভাব সেই ভাল—একথা বুঝি আর চলে না। এমন ছেলেকে বিষ দিয়ে মারা ভাল, তা হ'লে মাও শোকে অধীরা হ'য়ে ভগ্নোৎসাহা হ'য়ে পড়্‌বে।"

আর কোন মূর্ত্তি বলে উঠ্‌বে "মার্, মার্, ছেলেটাকে মার্। আহা গোরাচাঁদের নাগরালি প্রচার করে' কি মজাটাই লোটা যাচ্ছিল। এদের ম-ছেলের চীৎকারে লোকে আর আমাদের আমলেই আনে না। গৌরাঙ্গকে গৃহী খাড়া করে' আমাদের গৃহস্থসম্ভোগকেই 'ভক্তি' ব'লে, প্রচার করছিলাম। এর অনুকূলে কত নূতন রচিত গানকে মহাজন-পদাবলীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে লোকের মন হরণ করছিলাম। এ ছেলে আমাদের সব জুয়াচুরি ধরে লোকের চোখ্ ফুটিয়ে দিয়ে আমাদের ভারিভুরি লোপ পাইয়ে দিয়ে দিলে. তাই এ ছেলের মৃত্যু আমরা কামনা করি।"

আবার একদল বলে উঠ্‌বে, "আহা রে, ছেলেটা রসিক হ'তে না পেরে রসের কথা শুনতে চায় না, আর লোকের কাছে আমাদের নিন্দা করে, কাণ ভাঙ্গায়। লোকগুল'ও পরকীয়ার রসকে ব্যভিচার বলে' চিরকালই আমাদের ঘৃণা করত, এমন কি, আমাদের জন্য গোরার নামে পর্য্যন্ত চটে উঠ্‌ত। এ ছেলেটা খুব বাচাল হয়ে উঠেছে, অনেকে এ'র কথা শুনছে! অনেকে এর কথায় গোরার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছে বটে, কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সকলের চোখে আমরা ভীষণ জন্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছি, কেন না পূতনার মত আমাদের গোরাকে মারবার চেষ্টাটা লোকে এখন বুঝে ফেলেছে। এ ছেলে থাকতে আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই।"

আর এক পক্ষ বল্‌বে, "আঃ, একি হ'লরে? কেমন দিব্বি কুটিনাটি কোরে ধার্ম্মিকের যোগ্য আদর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম; আতপ না হ'লে খাই না, তুলসী সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, হাতে মালা ঘোরাতে ঘোরাতে বিষয় কর্ম্ম কোরে স্ত্রীপুত্র পালনে রত হোয়ে লোকের কাছে বাহবা নিই। কিন্তু এ ছেলে বড় জাঁহাবাজ ছেলে। আমাদের

ধোরে ফেলে আমাদের যোগ্য নাম 'মিছা ভক্ত' লোককে জানিয়ে দিচ্ছে। দেখ দেখি, এ জঞ্জাল আবার কোথা হোতে এল ?"

এই রকম অনেকের মুখে অনেক কথা। আমার অকাল মৃত্যু সকলেই চায়। কিন্তু আমি বলি, আমি তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। তোমাদের ভিতরের গলদগুল' বা'রকোরে তোমাদেরও দেখাচ্ছি, লোককেও দেখাচ্ছি, যে তারা তোমাদের কাছে না ঠকে। কেন, তোমরা সরল হও না ? ধর্ম্মের ভাণে ভণ্ডামি না কোরে সত্য সত্য ভক্তিপথে চল না। ষোলআনা না পার যতদূর পার চল, আর সাধুদের কথা শোন। এরূপ না করলে তোমাদের মঙ্গল হ'বে না। কপটতা না ছাড়লে তোমাদের মঙ্গলের উপায় নাই। আর আমি 'শিশু' ব'লে তোমাদের আক্ষেপ কেন ? আমি চিরকালই আছি, চিরকালই থাকবো। তোমাদের চোখের আড়ালে ছিলাম, এখন দেখা দিয়াছি, তাই তোমরা শিশু বলিতেছ কেন ? শিশুর বয়স কি তোমার বয়স চেয়ে কম ? শিশু আর তুমি বয়স্ক উভয়েই অনাদি কাল থেকে আছ। কেন জান না কি—'বয়সেতে বিজ্ঞ,নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে'। সুতরাং 'শিশু' বলিয়া ভয় পাইও না। আমার কথা যখন সত্য, তখন তাহা মানিবে না কেন ? আমার নাম "গৌড়ীয়" আমার জননীর নাম "শ্রীসজ্জনতোষণী"। আমরা সজ্জনের প্রিয়, অসজ্জনের নিকট অনাদরের ! তোমরা সজ্জন হইয়া দেখ, তোমাদেরও প্রিয় হইব।

আত্মবঞ্চনা

(পল্লীর গুরু)

ধর্ম্মপথে আত্মবঞ্চনা বা প্রতিষ্ঠালিপ্সা একটী মহৎ কণ্টক। মনোধর্ম্মিজীবের স্বভাবতঃই আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে প্রবলা রুচি। আত্মবঞ্চনা বিবিধ সজ্জায়, বহু চিত্তবিনোদিনী মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবের ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ-কুহকীর কুহকে পড়িয়া আমরা অনেক সময় নিজহিংসা ও জীবহিংসা করিতে ধাবিত হই।

আত্মবঞ্চনা অগুরুকে বা গুরুব্রুবকে 'গুরু', অধার্ম্মিককে 'ধার্ম্মিক', মর্কটবেশধারীকে 'সাধু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চক ব্যক্তি সাধুর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া নিরন্তর বঞ্চকগণের পরামর্শকেই বহুমানন করে। অনেক সময় আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া মনে করি, 'আমার সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ হইয়াছে'। অথবা কখনও নামাপরাধ করিয়া ভাবিয়া থাকি—'আমি সত্য সত্যই নামাশ্রয় করিয়াছি।

আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি জড় প্রতিষ্ঠাকে বহুমানন করেন। আমরা সাধুর নিকট আগমন করি, অনেক সময় কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে বা জনসমাজে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে। অনেক সময় সাধুর 'দণ্ড'কে 'কৃপা' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, তিনি যখন আমাকে প্রতিষ্ঠা দেন, তখনই আমার হৃদয়খানা আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুর চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ (?) করিয়া যে কোনও উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হই। সাধুও আমার আত্মবঞ্চিত হইবার অধ্যবসায় দেখিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়াই বিদায় দিয়া থাকেন—আমি সাধুর অকপট কৃপা,—ভগবদ্ভক্তি-লাভ হইতে বঞ্চিত হই।

অনেক সময় আমরা শুদ্ধভক্তসমাজে যাই, মহোৎসবাদিতে যোগদান করিয়া থাকি, কিছু চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়া রসনার তর্পণের জন্য। সাধু আহ্বান করিয়াছিলেন, আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ; কিন্তু আমার ভাগ্যে সে বিষয়টী বাদে আর সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। আমি হরিকথাবিমুখ ; পিত্তদ্বারা আমার জিহ্বা এত স্বাদহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, শুদ্ধহরিনামরূপ সিতাখণ্ডকেও আমি তিক্ত বস্তু মনে করিতেছি। তাই সাধু—সুচতুর, কৃষ্ণভজননিপুণ, পরম কারুণিক, পর-দুঃখদুঃখী পুরুষ চর্ব্ব্য চূষ্যের লোভ দেখাইয়া আমাকে হরিকথামৃত পান করাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, আর আমি সাধুর চতুরতার উপর আরও চতুরতা করিবার জন্য হরিকথা শুনিবার ছল করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে আসিয়াছি, কৃষ্ণ বস্তুতে ভোগবুদ্ধি

করিতেছি, সাধুর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্য চূষ্যাদি সংগ্রহের আশায় 'সাধু' সাজিয়াছি। ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ শত শত আত্মবঞ্চনা প্রতিনিয়তই হইতেছে।

আমি অনধিকারী ব্যক্তি, কতশত অনর্থের দাস ; আমি অধিকারী অনর্থনির্ম্মুক্ত পুরুষের প্রতিষ্ঠাটী আত্মসাৎ করিবার জন্য 'রাসপঞ্চাধ্যায়' শ্রবণ করিতেছি। অথবা ইন্দ্রিয়পরায়ণ আমি, জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সদা লালায়িত, আমার পক্ষে যেটী হিতকর ঔষধ, সেটী গ্রহণ না করিয়া কাব্য, অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য, স্ত্রীপুরুষের কামকথাশ্রবণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি।

ভাগবত-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা নামাপরাধজ ভুক্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি, আমারই ন্যায় কতিপয় লোকের নিকট হইতে সম্মান, অর্থাদি লাভ করিয়াই ভুলিয়া যাইতেছি—বঞ্চিত হইতেছি। আবার পাছে আমার অনুগত কোনও ব্যক্তি শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাকেও শুদ্ধভক্তগণের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেছি। আমি একাধারে আত্মঘাতী ও পরঘাতী হইয়া পড়িয়াছি—একাধারে নিজ হিংসা ও অপর জীবহিংসা করিতেছি।

আমি নিজে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হইয়া হরিভজন ত্যাগ করিয়াছি, অপর ব্যক্তি নিরন্তর হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। আমি অসুরমোহনপর বঞ্চনাকারক শাস্ত্র হইতে আমার মনোধর্ম্মের অনুকূল বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, আর সময় সময় বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহাবা' লাভ করিয়া আরও অধিকতর বঞ্চিত হইতেছি।

আমি সাধুর কাছে গমন করিয়া আমার ভাগ্যগণনা, কখনও বা আমার ব্যবসায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা, কখনও স্ত্রীর সেবা-সৌকর্য্য ও গুণবর্ণন করিতেছি, সাধুও আমার ভাব দেখিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য খুব প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিতেছেন—বঞ্চিত আমি সাধুর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া লোকসমাজে গিয়া আবার প্রচার করিয়া বলিতেছি—"অমুক সাধু আমাকে কত সম্মান করেন।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আচরণে অনেকে এরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোনও অভিমানী ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট আসিলে তাহারা ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদি দিয়া বিদায় দিতেন—ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিও উহাকেই বড় আদরের বস্তু মনে করিয়া আসল জিনিসের কোনও সন্ধান পাইতেন না, কল্পতরুর কাছে আসিয়া মাকাল ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। যেদিন আমরা নিষ্কপট হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করিতে পারিব, যেদিন আমরা সাধুর 'দণ্ডকে' কৃপা বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারিব, যেদিন আমরা নিষ্কপট ভাবে সাধুর চরণে উপনীত হইয়া বলিতে পারিব—

> "বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
> গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
> নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
> স্তদপি কিল পয়োদ স্তূয়তে চাতকেন॥"

সেই দিন হইতে 'আত্মবঞ্চনা'রূপ পিশাচীটী আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

একটু সুখ্‌ত।

শ্রীপ্রসাদ সম্মান করতে ব'সেছেন ভাগবত-প্রসাদ-প্রাপ্ত ভক্তগণ। প্রসাদবাহী পরিবেষ্টা- প্রভুসেবাব্রত বৈষ্ণবগণ। তাঁহাদেরই আনুগত্যে, আজ্ঞাবহ আমিও এসেছি সেই সেবায় সার্থক হ'তে। সকলে উৎকণ্ঠ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন,—"কি তোমার হাতে?" উত্তর,—"একটু সুখ্‌ত!" আমি এবার একটু 'সুখ্‌ত' পরিবেশন করবো।

মায়ার জগতে ত' জীবই ভোক্তা হ'য়েছেন ; চাইছেন ভোজন, ভোগ বা আত্ম-তৃপ্তি। "আত্মতৃপ্তি"র অর্থ এখানে আত্মরূপ পরমাত্মপ্রভুর পরিতৃপ্তি নহে ; আপনার তৃপ্তি,—এই জড় দেহ ও মনের তৃপ্তি, পুষ্টি বা তুষ্টি। কেন জান? কেন তাহার এমন আত্মতৃপ্তির প্রবৃত্তি?—

সে যে তাহার প্রভুকেই,—যাহাকে লইয়া তাহার এই অস্তিত্ব, যাহার কৃপাতেই সে এই পদস্থ,—তাঁহাকেই মানে না, সেব্য ব'লে গণে না! কৃতঘ্ন সে, আপনিই প্রভুর স্থান অধিকার করতে চাহে। আহা, অবিদ্যা মেয়ের মোহন মন্ত্রে ভুলেছে সে,—সেই নিত্য সত্য, অনন্ত-শব্দ-প্রবাহে অনাদি-অন্তকাল অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনিত সেই শ্রীমুখবাক্য,—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

তাই, ঐ অবিদ্যামেয়ের ঘরে মোহবদ্ধ মাদৃশ জীবই ভোক্তা হ'য়ে, ভোজনে ব'সেছেন। লালসার পাতা পে'ড়ে, প্রবৃত্তির ক্ষুধায় চাইছেন বিবিধ ভোজ্য। অভাবও কিছু নাই; প্রভুর ভাণ্ডার পূর্ণ। আর এই ঘরের কর্ত্রী ঐ মেয়েটিও বড় কর্ম্মকুশলা; রাঁধুনীও চমৎকার। সে নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত ক'রে, শতদিক্ হ'তে শত শত হাত দিয়ে ঐ সকল ভোগপর জীবগণকে পরিবেশন করছেন।

সাহিত্যের দিক্ দিয়াই দেখ; সে কত রং বেরঙ্গের পুস্তক ও পত্রিকায়, কামিজনমোহকর কাম-কামিনী চিত্র ও বিচিত্র গল্পগাথায়, কত ভোগ তাহাদি'কে যোগাচ্ছে! হাটে, ঘাটে, বাটে ঐ সকল রোগবৃদ্ধিকর লোভময় ভোগসমূহের বৈচিত্র্য কত! রোগে যাহাদের রুচিবিকার ঘটেছে; মিশ্রি যা'দের তিক্ত লাগ্‌চে; তাহারা, কেবল তাহারা, কত অর্থব্যয়ে অবাধে ঐ অনর্থকেই বরণ করচে। হাতে তুলে হাস্‌তে হাস্‌তে ঐ আপাত মধুর মহাবিষই পান করচে! হরি! হরি! হরি! —জ্ঞান নাই তা'দের,—তা'রা কি সর্ব্বনাশই করচে! আপনার পায়ে আপনি কি ভীষণ কুঠার হানচে! তবু কি যে মোহ, কি যে রোগ,—তাহারা তা'তেই একটা ক্ষণিক তৃপ্তি, একটা মনঃকল্পিত অসত্য সুখ অনুভব করচে। কিন্তু, তত্ত্ববিৎ বিবুধগণ দেখ্‌চেন,—বড় দুঃখে সদাই লক্ষ্য করচেন,—তাদের সেই ষোড়শোপচার, বিবিধ-বিষয়-সমাহার ভোগ দ্রব্যে সুখ্‌ত নাই! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এমন কি মোক্ষেও সেই সুখ্‌ত নাই! যদি বল, কে বলিল? কে বলিল, তাহা নাই? একি তোমার মনগড়া কথা? মনগড়া কথা কেন বলিব ভাই? ঐ শুন, বিশ্বহিত বেদাদি শাস্ত্রই তাহা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন;—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্।"
"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"
(ছান্দোগ্য ৭।২৪।১)।

"পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখং অসুখঞ্চ যৎ।"
(মহাভারত, বন, ১৮০।২২)।

তারপর, শ্রীমুখে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে;—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে **কামকারতঃ**।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"
(শ্রীগীতা ১৬।২৩)।

স্মরণ থাকে যেন—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।" সুতরাং দেখ, তাহাতে সুখ্‌ত নাই! কিন্তু আমরা তাহাই পরিবেশন করিতে আসিয়াছি; অধিকারীর জন্যই সে সুখ্‌ত প্রস্তুত রহিয়াছে! সেই ভূমা পুরুষ, সেই পর ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অকপট সেবাতেই সেই সুখ্‌ত সম্পূর্ণ! তিনি, কেবল তিনিই ত তাহার পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা!—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য **সুখস্যৈকান্তিকস্য** চ॥"
(শ্রীগীতা ১৪।২৭)।

"একান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।"
(শ্রীভাঃ ১০।৪৪।১৩)।

এস এস, ভাই,—হে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবারত, কৃষ্ণকথামৃতরস-লোলুপ সুবোধ জন,—এস, এখন আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া সুখ্‌ত সেবা কর!

বিনা কৃষ্ণ-সেবা ভাই, সুখ্‌ত কোথাও নাই
অসুখ সকল ঠাঁই, নানারূপে দেখ রে!
কহে 'কৃষ্ণামৃত' কাঁদি, রে মন, চরণে সাধি,
থাকিস্ না আর বাদী, সব ত্যজি আয় রে!!

সার করি কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ-সেবা অবিরাম,
কর দিয়া দেহ প্রাণ, দুর্ল্লভ জীবনে রে!
পাইবে **সুন্দরানন্দ** শ্রীগোবিন্দ-প্রেমকন্দ,
পরাহত দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মুক্তবন্ধ অন্তরে!!

কেন ভজন হয় না ?

(হিঃ শাঃ)

পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা "কেন ভজন হয় না" শীর্ষক প্রবন্ধে ভজনের পরিপন্থী কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবারও আমাদের হরিভজন পথের-কণ্টকস্বরূপ বা প্রতিকূল কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। আমরা সদ্গুরু লাভ করিয়াও অনেক সময় ভজনে অগ্রসর হইতে পারি না ; ভজন দূরের কথা, এমন কি, আমাদের অনর্থ-নির্ম্মুক্তি পর্য্যন্ত হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অনর্থনির্ম্মুক্ত হইলে পরে শুদ্ধ ভজন আরম্ভ হয় ; সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই, তাঁহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব ?

আমরা হরিগুরুবৈষ্ণবে বড়ই ভোগবুদ্ধিপরায়ণ। আমরা মনে করি, শ্রীহরি, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব যদি আমার কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তবেই তিনি 'হরি', 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব'। এই স্থানে "আমি" নিরূপণে ভুল হইয়া গিয়াছে। যদি আমার "আমি" নিরূপণ ঠিক্ হইত, তাহা হইলে "আমার সুবিধা" বলিতে হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ থাকিত না। এই অন্যাভিলাষই ভজনের পরিপন্থী।

হরিগুরুবৈষ্ণবে আমাদের ভোগবুদ্ধি এত প্রবল যে, আমরা তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেই উদ্‌গ্রীব ! আমরা প্রবন্ধ লিখি, কবিতা লিখি, বক্তৃতা করি, কিছু কার্য্য করি, চাই তা'র পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা—আমার নাম। কবিতার নীচে, প্রবন্ধের পাদ-দেশে, আমার নামটী না থাকিলে আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি। আমার দ্বিতীয় বার আর লেখনী সরে না, বক্তৃতাকে বৃথা গলাবাজী ও পরিশ্রম মাত্র মনে করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হই। তখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ভুলিয়া যাই ----

"কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্র পুরী, ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু সদাই জানব॥
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, (মন) তুমি জড় রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥"

মনে করি, আসিয়াছিলাম সব ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠা টুকুর জন্য, সেইটী হইতেও যদি বঞ্চিত হইলাম তবে নির্জ্জন-ভজনই ভাল। মনোধর্ম্মের তাড়নায় এইরূপ ভাবিয়া নির্জ্জন-ভজন-প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর পশ্চাতে আমার মন ধাবিত হয়, "ধৃষ্টা শ্বপচরমণীর" সঙ্গে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, অনেক সময় গীতার সংসার পাতাইয়া বসি, অনেক সময়ে বান্তাশী হইয়া পড়ি, অনেক সময় বা গুরুদাস্য পরিত্যাগ করিয়া নিজেই 'গুরু' সাজিয়া বসি।

আবার কেহ কেহ মনে করি, আমি উত্তম বাদক, সঙ্গীতনিপুণ, নানাবিধ কলাকুশল ; সুতরাং বৈষ্ণব-সমাজ হইতে যদি একটা সুপারিশ-পত্র যোগাড় করিয়া লইয়া আমার সংসারের ও প্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ত' উভয় কুলই রক্ষা হইল। একাধারে হরি-সেবা ও সংসারসেবা উভয়ই হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলো-অন্ধকার, কাম-প্রেম একাধারে অবস্থান করিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান, সেই স্থানে 'সেবা' নাই। সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে মায়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে। ভক্ত-রাজ প্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায় বলিতে গেলে----

"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় আমরা এই সব কথা মুখে "কপচাইয়া"ও নিজে কাযের বেলা সে সব ভুলিয়া যাই। প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর কি এইরূপ বিমোহিনী শক্তি ?

শ্রীগৌরসুন্দর ত' আমাদের শিক্ষার জন্য অন্য প্রকার আচরণ দেখাইয়াছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

কিন্তু আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, কবিতা ও প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক এইরূপ

প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করি। ইহাই কি সেবা? শ্রীগৌরসুন্দর ত' ইহাকে "সেবা" বলেন নাই? শ্রীরূপপাদ ত' ইহাকে 'সেবা' বলিবার পরিবর্ত্তে "অন্যাভিলাষ" বা "কর্ম্ম" মাত্র বলিয়াছেন। যেখানে ফলভোক্তা 'আমি' অর্থাৎ আমার বিরূপ, সেই স্থানে কর্ম্মের আবাহন ব্যতীত সেবার সন্ধান নাই। সেবা সতী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রভুর সন্তোষবিধানে নিযুক্তা, আর কর্ম্মস্পৃহা ব্যভিচারিণী বারবনিতার ন্যায় স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য লালায়িতা।

হরিভজনের আর একটী প্রতিকূল বিষয় এই যে, বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সাম্যদর্শন। আমরা অনেক সময় মনে করি, 'অমুক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন আর যত দোষ কেবল আমার বেলা?' এইরূপ মায়িকবুদ্ধি—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবে সাম্যদর্শন হইতে উত্থিত। ইহা হরিভজনের পরমবিরোধী। বহু ব্যক্তি হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াও এইরূপ চিন্তাস্রোতে পরিচালিত হওয়ার দরুণ পতিত হইয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি। আমরা এতই দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন যে ভুলিয়া যাই—

"হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥"

বৈষ্ণবই প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সেবা করিবার জন্য লালায়িতা হইয়া সর্ব্বদা পরিচারিকার ন্যায় অনুগামিনী। কিন্তু আমার ন্যায় অবৈষ্ণব, মূঢ়, কামক্রোধাদিতে আসক্ত জীব যদি বৈষ্ণবের পদটী, রাজরাজেশ্বরের যোগ্য আসনটী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে মায়াদেবী আমার দাম্ভিকতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ় ভাবে মায়া-নিগড়ে বদ্ধ করিবেন।

তাই, যদি আমরা প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমার একমাত্র প্রভু অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যদাস। দাসের প্রভুসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত সেখানেই জড়প্রতিষ্ঠা। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার ভেদবিচারে আমরা দেখিতে পাই—

"প্রতিষ্ঠাশাতরু জড়-মায়া-মরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

রাবণ জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর একজন আদর্শ; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিষ্ঠা-প্রমত্ত-হৃদয় রাবণ সাক্ষাৎ চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে পর্য্যন্ত স্বীয় বিলাসিনীরূপে পরিণত করিবার দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল! অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল! ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু ফলে প্রতিষ্ঠা ত' লাভ হইলই না, লাভ হইল শুধু আত্মবিনাশ। রাবণের আদর্শ দেখিয়াও কি আমরা কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি হইতে বিরত হইতে পারি না? যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের যত্ন করা উচিত।

যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকেই নিজের সুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই—এইরূপ দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে, যিনি—

"বৃক্ষকে সিঞ্চিলে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়"

এই ন্যায়ানুসারে নিজকে হরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত ভিন্ন না করিয়া প্রভুর সুখেই নিজকে সুখী মনে করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত হরিভজন লাভ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া প্রতিষ্ঠাদি কামনা করা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

আমার প্রভুর কথা

("মুক্তাদালি হ্প")

আমার প্রভুর কথা সকলের পক্ষে রুচিকর হইবে কি না জানি না। কেহ হয় ত' ভাবিবেন—"তোমার প্রভুর কথা আমার শুনিয়া লাভ কি? আমি কি অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া তোমার প্রভুর কথা শুনিতে বসিয়াছি? তোমার প্রভুর কথায় আমার কি স্বার্থ আছে? তোমার প্রভুর কথায় আমার কৌতূহলই বা জন্মিবে কেন?"

দ্বিতীয় অভিনিবেশের রাজ্যে এইরূপ নানা প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে। কারণ, এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মায়ার ব্যবধান রহিয়াছে। এই স্থানে "তুমি" ও "আমি," "তোমার" ও "আমার" এইরূপ ভেদ দর্শন; একের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সামঞ্জস্য হয় না। একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল উদিত হয় না। এই ভেদ-জগতে মাতার স্বার্থের সহিত পুত্রের স্বার্থ, স্বামীর স্বার্থের সহিত স্ত্রীর স্বার্থ, প্রভুর স্বার্থের সহিত ভৃত্যের স্বার্থ, শিক্ষকের স্বার্থের সহিত শিক্ষিতের স্বার্থে পরস্পর ভেদ। সুতরাং এই ভেদময় দ্বৈত-জগতে "আমার প্রভুর কথা" এইরূপ বাক্য বলিতে গেলে সেই ভেদময় চিন্তাস্রোতই হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

কিন্তু চিজ্জগতে এইরূপ ভেদ নাই। সেই স্থানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন এক মাত্র বিষয়। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সুখোৎপাদন করাই যাবতীয় আশ্রিতের একমাত্র স্বার্থ। সুতরাং **যেখানে স্বার্থ এক এবং সেই স্বার্থের ভোক্তা মাত্র এক জন, সেই স্থানে দ্বন্দ্ব আসিতে পারে না।** সেই স্থানে "তোমার প্রভু" ও "আমার প্রভুতে" কোন ভেদ নাই। সেই স্থানে "আমার প্রভুর" কথা বলিলে, "তোমার প্রভুর" কথা বলা হইয়া যায়। আবার "তোমার প্রভুর" কথা বলিলে "আমার প্রভুর" কথাই শ্রুত হয়।

অদ্বয়জ্ঞান-বিষয়-বৈচিত্র্য-তত্ত্বই শ্রীভগবানের অসংখ্য নিত্য-পারিষদ। তাঁহাদের স্বার্থ একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ। সুতরাং যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের সুখ সাধনে ব্যস্ত, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থগত কোন ভেদ নাই।

সুতরাং ভেদময় জগতে "আমার প্রভুর কথার" আদ[র] হউক বা না হউক, প্রভুর উচ্ছিষ্টভোজী একজন নির্ঘৃ[ণ] কুক্কুরসূত্রে তাঁহার কথা কীর্ত্তন করাই আমার ধর্ম্ম।

"প্রভু" শব্দের দ্বারা আমি এই বুঝি যে, যিনি আমা[র] উপর সর্ব্বতোভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন যিনি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বক্ষণ আমার সমগ্র হৃদয়খানা অধিকা[র] করিতে পারেন, যিনি প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে, জীবনের প্রতি গতিতে আমা[র] একমাত্র আদর্শ, লক্ষ্য ও ধ্রুবতারা তিনিই আমার প্রভু যিনি কিছু সময়ের জন্য আমার হৃদয় অধিকার করেন, প[র] মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া যান, যি[নি] কিছুক্ষণের জন্য আমার আদর্শ হন, আবার কিছুকাল প[রে] আর আমার আদর্শ থাকেন না, তিনি আমার 'প্রভু'প[দ] বাচ্য নহেন। আমার মনে হয়, ঐরূপ বস্তু "মায়া" ব[া] "মনোধর্ম্ম"।

আমি বড়ই ছিদ্রান্বেষী। আমার চিত্ত দেহ ও গেহে এত আসক্ত যে ভাগবতগণ আমাকে "গৃহব্রত" বলিয়া থাকেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের চরিত্রালোচনা কালে একটী বাক্য পড়িয়াছিলাম—

> "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
> মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
> অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্
> পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

প্রহ্লাদ মহারাজের এই কথা শুনিয়া আমি বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা দেহ ও গেহে আসক্ত—অর্থাৎ দেহ ও গৃহ-ধর্ম্ম যাজন করাই যাহাদের একমাত্র ব্রত বা সঙ্কল্প, এইরূপ অশান্তেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মতি, ঐরূপ সমধর্ম্ম-বিশিষ্ট গুরুর উপদেশে, নিজে নিজে অথবা পরস্পর কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয় না। তাহারা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-কারীর ন্যায় কষ্টই লাভ করিয়া থাকে।

আমি বহু স্থানে, বহু ধর্ম্মমণ্ডলীতে, বহু ধর্ম্মসভায় গমন করিয়াছি। কিন্তু যিনি পূর্ণমাত্রায় আমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, আমার ভাগ্যে এরূপ মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি নিরন্তর প্রতি পদে পদে আমার

আদর্শ-স্বরূপ তিনিই আমার প্রভু। কোন কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে আমার সহিত সমমতবিশিষ্ট না হইতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, উহা **আত্মবঞ্চনা** ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ছিদ্রান্বেষী। যদি কখনও দেখিতে পাই কোনও ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধেক সময় হরিভজন চেষ্টায় রত আছেন এবং অর্দ্ধেক সময় অন্যান্য বিষয়চেষ্টায় নিযুক্ত, আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীব তাঁহাকে "আমার প্রভু" বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়; কারণ যখনই ছিদ্রান্বেষী আমার হৃদয়ে ঐরূপ ব্যক্তির হরিভজনের চেষ্টার সময়টা বাদ দিয়া বাকী বিষয়চেষ্টার কথা উদিত হয়, তন্মুহূর্ত্তেই আমাকে আরও বিষয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। আমি মনে করি, আমি যাঁহাকে আদর্শ করিয়াছি তিনিও ত' কিছুকাল বিষয় সেবায় সময় নিয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমি তাঁহার শিষ্যসূত্রে গুরুর আচরণ অনুবর্ত্তন না করিব কেন"? এইরূপ চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার করিয়া—"বিষয়ীকেই" আমার গুরুরূপে বরণ করিয়া থাকে। আমি তখন দেখিতে পাই, 'কৃষ্ণবস্তু' আমার 'গুরু' হইবার পরিবর্ত্তে 'মায়া' আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার-পূর্ব্বক কপট 'গুরু' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমি ঐরূপ মায়াকে শাস্ত্রবাক্যানুসারে ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

ঐরূপ মায়ারূপী গুরুই অবৈষ্ণব। তাহার মন্ত্রণা বা পরামর্শ আমাকে নরকে পাতিত করিবে ভাবিয়া আমি শাস্ত্রের আদেশানুসারে বৈষ্ণবগুরুর শরণাপন্ন হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে আমি 'বৈষ্ণব' বলিতে এইরূপ বুঝিয়া থাকি—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে হরিনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

বৈষ্ণব নিরন্তর হরিনামপরায়ণ। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য "অব্যর্থকালত্ব" পরিত্যাগ করিয়া অপর বিষয়ে নিযুক্ত হন না। সুতরাং এইরূপ পুরুষের দর্শনে অপর ব্যক্তির হৃদয়ে হরিনাম অর্থাৎ হরিভজনস্পৃহা উদিত হয়। আমার প্রভুও এইরূপ ভাবেই আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি দিবসের মধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্যও হরিভজন বা হরিনাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যস্ত দেখিতে পাই নাই। তিনি চব্বিশঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট ও উনষাট সেকেণ্ড হরিভজন করিয়া বাকী একসেকেণ্ড মাত্র অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন— এইরূপ দেখিলে তিনি আমার ন্যায় গৃহব্রতের হৃদয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন না।

আমি জীবনে কখনও তাঁহার মুখে হরিভজন ব্যতীত অপর কার্য্য করিবার পরামর্শ শুনি নাই। তাঁহার একমাত্র উপদেশ—

"জীবের নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, থাকিতে পারে না বা হইতে পারে না। 'হরিভজন ব্যতীত অপর কোন কর্ত্তব্য আছে' এইরূপ জ্ঞান বা কল্পনাই মায়া।"

আমার এই প্রভুর কথাটী কর্ম্মপ্রমত্ত, অক্ষজ-জ্ঞান-বিমূঢ় সমাজে কতদূর সমাদর লাভ করিবে জানি না, তবে আমার মনে হয় ইহাই জীবের চরম মঙ্গলের একমাত্র কথা। ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত কথা শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে—

"আর যত উপালম্ভ বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা"

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের স্বমুখোদ্গীর্ণ একমাত্র উপদেশও ইহাই—

"কীর্ত্তনীয়ঃ **সদা** হরিঃ।"

'সদা' শব্দের দ্বারা ব্যবধানরাহিত্য সূচিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের উপদেশও তাহাই—

"সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্"

শ্রীলরূপ-পাদের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোক এবং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-ধৃত কপিলদেবোক্ত ভাগবতীয়—

"অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে"

—শ্লোকও ব্যবধানরহিত হরিভজনই জীবের চরম মঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমার প্রভুর মূর্ত্তিমান আচরণ ও কীর্ত্তন তাহাই নিরন্তর প্রতিপাদন করিতেছে। এই জন্যই আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপক এবং শ্রীরূপানুগবর। আমার প্রভুর সেবাসৌন্দর্য্য শ্রীমদনমোহনকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে, আমার প্রভু কুরূপকেও সুরূপ

করিতে পারেন, আমার কুদর্শন ঘুচাইয়া আমাকে সুদর্শন বা সুন্দর করিতে পারেন। আমি যেন জন্মে জন্মে এরূপ প্রভুর সেবাভিলাষী, এরূপ প্রভুর দাসানুদাসগণের উচ্ছিষ্ট-কামী হইতে পারি, ইহাই আমার একমাত্র কামনা

সাধ্য ও সাধন

("ভ্রষ্ট মাধরূপ")

শ্রীগৌরসুন্দর আপ্ত শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশ ধন্য করিবার জন্য ভাগ্যবতী পদ্মাবতী তীরে গমন করিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল যে, মূর্ত্তিমন্ত বৃহস্পতির অবতার অধ্যাপকশিরোমণি নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন। ভাগ্যবান্, ব্রাহ্মণ, সজ্জনগণ নানাবিধ অর্থ, বৃত্তি ও উপায়ন সহিত আগমন করিলেন এবং নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আপনার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আপনাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া বোধ হয়, আমাদিগকে শিষ্য করিয়া কিছু বিদ্যা দান করুন"।

যাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধন ক্ষয় হয়, বিপথ ছাড়িয়া যে প্রভুর অভয় পাদপদ্মে শরণ লইলে সর্ব্বানর্থ দূর হয় সকল ভুবন যাঁহার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি তথায় সহস্র সহস্র শিষ্য লইয়া বিদ্যা বিলাসে রঙ্গ করিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যে প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে শত শত জন বিদ্বান্ হইয়া পদবী লাভ করিলেন।

এই সময়ে সেই স্থানে তপনমিশ্র নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু সুকৃতির ফলে অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও 'উপাস্য বস্তু কি?'—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু সাধনার বস্তু কি এবং কি প্রকারেই বা সাধন করিতে হইবে এইরূপ সাধ্যসাধননির্ণয়ে অক্ষম হইয়া বড়ই চিন্তিত ছিলেন। তৎকালে তথায় এমন লোক ছিল না যিনি তাঁহার সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ রাত্রদিনে নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করেন কিন্তু সাধনাঙ্গ না জানা হেতু চিত্তে আদৌ সোয়াস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে একরাত্র শেষে স্বপ্ন দেখিলেন এক দেবমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন 'ওহে দ্বিজ! শুন শুন! আর চিন্তা করিও না, নিমাই পণ্ডিতের স্থানে গমন কর, তিনি তোমার সাধ্যসাধন নির্ণয় করিয়া দিবেন।' তিনি মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ নররূপে লীলা করিতে আসিয়াছেন; এ সকল বেদগোপ্য কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ এই সুস্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিলেন এবং সৌভাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতে শিষ্যগণপরিবৃত শ্রীগৌরসুন্দরের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। পরে সকলের সাক্ষাতেই যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইলেন-

"বিপ্র বলে, আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপা দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥"

ব্রাহ্মণ ধন সম্পত্তি কিছুই চাহিলেন না, সন্তান সন্ততি, কিসে সুখে থাকে সেরূপ কিছুই প্রার্থনা করিলেন না, উপাধি বা যশঃ কিসে লাভ হয়, নিজের দেহ কিরূপে নীরোগ থাকে এমন কিছুই না চাহিয়া বলিলেন,—আমি অতি দীনহীন, আমার যাহাতে সংসার বন্ধন মোচন হয়—এইরূপ কৃপাদৃষ্টি করুন্ এবং সাধনায় কি সাধ্য বস্তু মিলিবে এবং কিরূপেই বা সাধনা করিলে আর বিষয়ের সুখে চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি নিযুক্ত হইবে—আপনি দয়াময় দয়া করিয়া সেই তত্ত্ব উপদেশ করুন্।

মহাপ্রভু বলিলেন—হে বিপ্র! তুমি বড় ভাগ্যবান্। লোকের সুকৃতির উদয় না হইলে মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় না ও কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ঈশ্বর-ভজন অতি গূঢ়ব্যাপার। চারি যুগে চারি প্রকার ঈশ্বরভজন প্রচারিত রহিয়াছে। ভগবান্ প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া, দুষ্কৃতের বিনাশ, সাধুগণেরই পরিত্রাণ, ও যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময় বিবদমান কলিযুগ। লোকের আয়ু অল্প, উহারা মন্দমতি, পরমার্থ বিষয়ে অলস—এই মন্দভাগ্য লোকসকলের জন্য পরম

কারুণিক ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্য যুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ কার্য্য করিয়া এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয় এই কলিযুগে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব এই কলিযুগে নামযজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা জীবের মঙ্গলের উপায় নাই; যিনি খাইতে শুইতে রাত্র দিনে সর্ব্বদা নাম গ্রহণ করেন, বেদও তাঁহার মহিমা নির্ণয় করিতে পারেন না।

"শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপো যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁ'র মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, প্রেমরসপ্রদাতা—মহাপ্রভু শ্রীমুখে আজ্ঞা করিলেন, কলিকালে যোগতপোযজ্ঞাদি না করিয়া কুটিনাটি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যশরণ হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন প্রেমাঙ্কুর উদিত হইবে তখন সাধ্যতত্ত্ব আপনিই জানিতে পারিবে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিতে হরিনাম বৈ—আর গতি নাই, হরিনামই একমাত্র গতি; এই শ্লোকে তিনবার হরের্নাম ও তিনবার নাস্ত্যেব উক্ত হইয়াছে—সত্যযুগে ধ্যানরূপা গতি কিন্তু কলিতে তাহা নয় কেবল মাত্র হরিনামই গতি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরযজনরূপা গতি, কলিতে কেবল হরের্নাম, দ্বাপরে অর্চ্চনরূপা গতি, কলিতে কেবল হরের্নাম, বিশেষতঃ কলিযুগে অন্য আরাধনা নিরর্থক,—জগৎ নিস্তারের জন্য কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরিনামই যে একমাত্র গতি তাহা জড়লোককে বুঝাইবার জন্য ও দৃঢ়তা প্রতিপাদনার্থ তিনবার উক্ত হইয়াছে, 'নিশ্চয়' অর্থে কেবল এবং জ্ঞান, যোগ, তপ কিছুই নহে, কেবল হরিনামই পরমগতি ইহা জানাইবার জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব'—উল্লেখ করিয়াছেন। কলিজীবের পরিত্রাণের জন্য মহামন্ত্র এই তারকব্রহ্ম নাম :—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবে সে তবে॥

মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণকে শীঘ্র বারাণসী যাইতে আদেশ করিলেন, সেইখানে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বলিব বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণ পরানন্দ সুখে মত্ত হইয়া প্রভুর চরণে বারবার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

সাধ্য তত্ত্ব ও সাধন তত্ত্ব একমাত্র হরিনাম। বহু বহু শাস্ত্রে ইহার অসংখ্য প্রমাণ দৃষ্ট হয় এবং নানামতবাদিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ শুক, ব্যাস, সনকাদি ঋষিগণ প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব প্রভৃতি মহাত্ম-ভক্তগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনামাপরাধী কখনও শুদ্ধ-নাম-ভজনকারীর প্রাপ্য প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না। নামভজনবিচারে যে অপরাধ ঘটে, তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ বর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণকালে নিরপরাধ—এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধকালে নামগ্রহণ-সেবার বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই 'নামসাধন' বলা যাইতে পারে না। অপরাধবলে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু 'নাম' নহে। অপরাধবিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ

থাকা কালে অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

—ভাঃ ১।৫।৩৩

অর্থাৎ যে দ্রব্য ভোজনে যে রোগের উৎপত্তি হয়, কেবল সেই রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও—সেই রোগের উপশম হয় না। কিন্তু ঐ সব ঘৃতাদি রোগজনক দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসনাযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে নামাপরাধ দূর হয়, কালে নামাভাস ও নাম উদিত হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী, মেদিনীপুর।

বৈষ্ণব-প্রকাশ

(গোলোক)
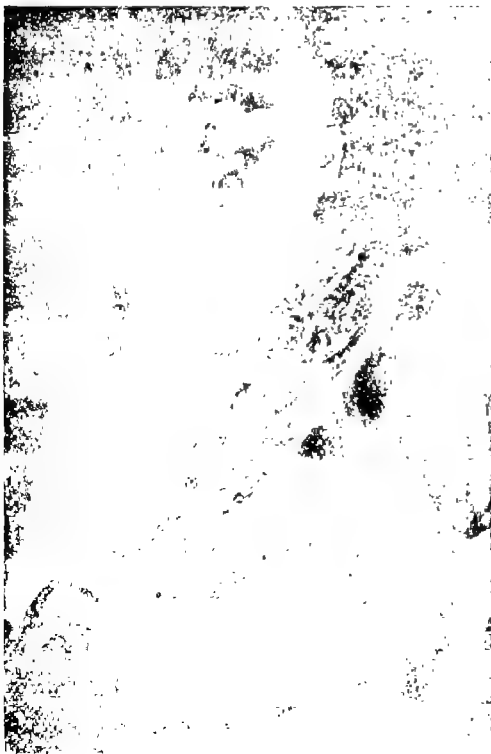
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট, গৌরনিজ-জন ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের সুমহান্ চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিবার পূর্ব্বে, প্রারম্ভে আমরা, স্বয়ংরূপ শ্রীভগবানের লীলাপরিকরগণ যে নিত্য-ধাম ও নিত্যলীলা হইতে তদিচ্ছায় এই মায়া-প্রপঞ্চে জীব-হিতে, অবতরণ করেন; সেই পরমধাম ও ধাম-গত চিদ্ বৈচিত্র্য, এবং তন্নিম্নস্থিত দেবীধাম ও দেবীধাম-গত অচিদ্ বৈচিত্র্য মায়া-বৈভবাদি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বোপরিস্থিত, নিত্যানন্দ-লীলাপুর, পরমধাম—গোলোক। এই স্বধাম গোলোকে তিনি স্বয়ংরূপে, স্বয়ংপ্রকাশ ও পরিকরগণ সহ, সতত বিবিধ প্রেমলীলায় মগ্ন হইয়া, পরমানন্দে বিরাজ করিতেছেন।

প্রথম গোলোকের কথা বলিব। এই সর্ব্বলোক-শিরোমণি শ্রীধাম গোলোক এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ক্রম নিম্ন লোক-সমূহ সম্যক্ বোধে আনিবার জন্য, আমরা এই স্থলে একটি চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব।
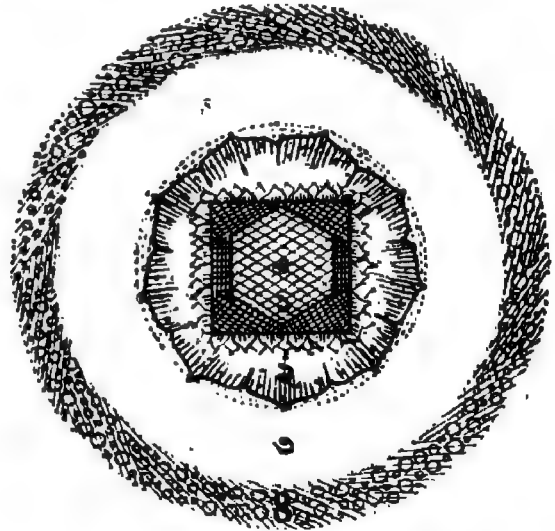
[১—গোলোক, ২—বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম, ৩—সিদ্ধলোক, ৪—কারণার্ণব বা বিরজা।]

এই পরিদৃশ্যমানচিত্রে সর্ব্বোপরি (১) চিহ্নিত স্থানটিই গোলোক বা কৃষ্ণলোক। তাহার বাহিরে (২) চিহ্নিত স্থানটি পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। গোলোক বৈকুণ্ঠেরই উন্নত একটি নিভৃত পুর। যেমন একটি প্রস্ফুটিত শতদলের মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থল—কর্ণিকার, তেমনি বৈকুণ্ঠ-কেন্দ্রগত গোলোক; আর ঐ কর্ণিকার-চারিদিকে যেমন অসংখ্য দলশ্রেণী, তেমনি গোলোকের বাহিরে নানা বিভাগে বিভক্ত বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি॥"

(মধ্য ২১।৭)।

এই গোলোকের অপর নাম,—শ্বেতদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোকুল ও ব্রজধাম।

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥

(ঐ আদি ৫।১৭)।

ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥"

(৫ম।২)।

গোলোকে ও গোকুলে কোনও ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিতে গোলোক যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, তখন তাহাই ভৌম-গোকুলাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইলেও, গোকুল চিন্ময়ধামরূপেই বর্ত্তমান হন। কোনপ্রকারে জড়-দেশ-কালাদি-ক্রমে কুণ্ঠিত হইয়া, স্বীয় বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব-রূপ অবিকুণ্ঠ অবস্থা হইতে চ্যুত হন না। কিন্তু, মায়িক জীব জড়েন্দ্রিয়ে তাঁহার সেই অবিকুণ্ঠ স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না; তাঁহাকেও সদোষ প্রপঞ্চের মতই দেখে। সুতরাং প্রপঞ্চাগত গোকুল-নায়ক শ্রীকৃষ্ণকেও মানুষ দেখে। কিন্তু, বিজ্ঞান-বিবুদ্ধ মহাত্মারা উভয়কে তুল্যরূপেই প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তচ্চ গোকুল-বৈভবম্।"

(ভাগবতামৃত)।

গোলোক, গোকুলেরই বৈভব! কিন্তু, তাহা হইলেও, আমাদের পক্ষে ভৌম-গোকুলের উপযোগিতাই অধিক; তাঁহারই প্রভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মত জীবের উপর অধিক কার্য্যকরী। সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহার মূল্যই অধিক। ভূলোকাবতরিত গোকুল-বৃন্দাবনই আমাদের পরম আশাস্থল।

অতঃপর, পরমব্যোমান্তর্গত পরমধাম শ্রীগোলোক কিরূপ, এবং তাহার কোন্ অংশে কাহার কিরূপ অবস্থিতি, আপ্তবাক্য হইতে, তাহাই বর্ণনা করিব। পদ্মকর্ণিকার-রূপ গোলোক ষট্‌কোণাকৃতি। তাহারই অভ্যন্তরে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসে মগ্ন হইয়া, অখিল জীব জগতের অদ্বয় ও অব্যয় বীজস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা স্বকীয় অংশ-সম্ভূত শত শত সখী ও সখাগণ দ্বারা সতত সহস্র-রূপে সেবিত ও প্রমোদিত হইতেছেন। তথায়, ঐ পদ্মকর্ণিকার পরিবেষ্টনরূপ শত সহস্র পদ্মকেশর ও সূক্ষ্ম পত্র সদৃশ, বিভিন্ন অংশে, আরও অসংখ্য স্বাধর্ম্ম্য-সমন্বিত পরম-প্রেম-ভক্ত গোপ ও গোপী সকল, সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইয়া, শত শত কামধেনু ও বৎস সহ স্ব স্ব স্থানে, সদানন্দে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-প্রকাশ নিজ অংশ-রূপ নিজ-জন। অর্থাৎ পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নিজ অংশই তদীয়া স্বরূপ শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতে এই সমস্ত স্বধাম-লীলা-সহায় স্বজন রূপে-প্রকটিত।

চিচ্ছক্তিজাত শ্রীকৃষ্ণলোক বিবিধ আনন্দময় বৈচিত্র্য-বিকাশে বিভিন্ন তরু, লতা, পত্র, পুষ্প, কানন, সরোবর, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি শোভা-সম্পদে সদা-সুসজ্জিত হইয়া, কৃষ্ণ-সুখ-সাধন করিতেছেন কিন্তু, আমাদের এই অক্ষজ-জ্ঞান গোচর মায়িক জগতের অনিত্য শোভা সৌন্দর্য্যের মত সে-সকল চিদ্‌বৈচিত্র্য পরিণামী নহেন; অপরিণামী ও নিত্য-নব-সুখ-প্রদ। তথায় সকল বস্তুই চিন্ময়, চিদ্ধর্ম্ম-সমন্বিত; তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সেবা-রত। তাঁহার একাত্ম-রূপ স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবই নিজাংশে সেই সকল কৃষ্ণসুখসাধন শোভা-সম্পৎ-সমৃদ্ধ শ্রীধাম-স্বরূপে সহস্ররূপ-রস-গন্ধাদিতে রূপান্তরিত হইয়া, তাঁহার সেবা করিতেছেন। সে-স্থলে কালের প্রবেশ নাই। অনাদি-অনন্ত আনন্দ-মুহূর্ত্ত চিরস্থির-ভাবে কৃষ্ণ-সেবায় তন্ময় হইয়া আছেন। তাঁহাতে কখনও ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-রূপ ব্যবচ্ছেদ-রেখা সম্পাত হয় না। কিন্তু, শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে ঐ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের যে আনন্দ-উপযোগিতা, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-সাধন-সহায়া সেবিকারূপে সদা বর্ত্তমান আছেন। কুসুম আছে, কুসুমে কীট নাই। তথায় চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক আলোক বিতরণ করেন না। সেই চিদানন্দময় ব্রহ্মধাম স্বপ্রকাশ; অর্থাৎ স্বকীয় চিদানন্দ জ্যোতিতেই সদা উদ্ভাসিত। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্যক্ত হইয়াছে,—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী-প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ॥
(৫ম। ৫৬)।

তথায় চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তারূপা; পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণকান্ত; তথায় তরুমাত্রেই চিন্ময়—কল্পতরু; ভূমি চিন্তামণিময়, জল—অমৃত; কথা—সুর-লয়-সম্বলিত সঙ্গীত; গমন—মনোহর নৃত্যকলা-ললিত নাট্য; সখীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ-মারুত-মুখরিত মুরলীনাদে প্রমোদিতা; তথায় আলোক চিদানন্দজ্যোতিঃ, তাহাতে কখনও ছায়া-পাত হয় না; তথায় আনন্দ-চিন্ময়-রস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেম-রসই একমাত্র আস্বাদ্য; অপর কোনও রসই কেহ কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না; তথায়, কৃষ্ণপ্রেমময়ী কোটি কোটি কামধেনু অতি মধুর অজস্র ক্ষীর-ধারায় সতত সুমহান্ ক্ষীর-সমুদ্র প্রবাহিত করিতেছেন; আর তথায় নিমেষার্দ্ধ নামক কালও প্রবেশ করিতে পারে না; অর্থাৎ তথায় অখণ্ড-আনন্দময় সময়ই সমভাবে সদা-বর্ত্তমান। কোন অসুখ-পরিবর্ত্তন ঐ অখণ্ড আনন্দকে অবচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সেই অচিন্ত্য অপ্রাকৃত আনন্দধাম প্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধির একান্ত অগোচর; প্রাকৃত ভাষায় তাহার সম্যক্ বর্ণনা কখনও হয় না।

এই ষট্‌কোণ শ্রীধামের বহির্ভাগে আবরণরূপে আর একটি চতুষ্কোণ স্থান আছে। তাহা যেন দুর্গের দুর্ভেদ্য রক্ষা, প্রাকারের মত মূল ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছে। সেই চতুষ্কোণ আবরণ ভূমি চারিখণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত। তাহার চারি অংশে অদ্বয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস আদি-চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। চারিখণ্ডে তাঁহাদের চারিটি সুন্দর ধাম আছে। সেই ধামচতুষ্টয়ে চিন্ময়-বিগ্রহে চারি পুরুষার্থ ও চারি বেদ কৃষ্ণ-সেবায় সার্থক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার দশদিকে দশটি শূল; এবং অষ্টদিকে মহাপদ্ম-পদ্ম-শঙ্খাদি অষ্ট রত্ন শোভা পাইতেছে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও অষ্টদিকে বিরাজমান্। তাঁহারাও তথায় চিন্ময়দেহে সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই আবরণ-ভূমির দশদিকে দশদিক্‌পালও আছেন। আর শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদ সকল, এবং বিচিত্র-রূপ-গুণ-যুতা শক্তি সকলও সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া পরম যত্নে পুরী রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁরা কৃষ্ণৈকশরণ শুদ্ধ প্রেমভক্ত ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই অমৃতময় আনন্দধামে প্রবেশ করিতে দেন না। গোলোকনাথ শ্রীগোবিন্দের অতীব প্রিয় নিজ জন ভিন্ন অন্য কাহারও এখানে প্রবেশাধিকার নাই।

"চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুঃ কৃতম্॥
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্।
শূলৈর্দ্দশভিরানদ্ধ মূর্দ্ধাবোদিগ্বিদিক্ষ্বপি॥
অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।
মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিকপালৈঃ পরিতোবৃতম্॥
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ।
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমং ততঃ॥
(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৫)।

উপলব্ধি।

উড়ন্ত আগুন

("কালমন্দি আচার")

(১)

কলিকাতার উত্তরে কয়েক মাইলের মধ্যে নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ডাক-নাম 'হাবুবাবু'। হাবুবাবু কলিকাতায় কেরাণীগিরি করেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেন।

হাবুবাবুর বাড়ীটি পূর্ব্বপুরুষের—অনেক দিনের জীর্ণ-শীর্ণ—কোনপ্রকারে দেহ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণে একটি পচা পুকুর। সেই জলে কেহ মুখও ধোয় না।

আজ দীপালী। হাবুবাবু বৃদ্ধকালের একমাত্র কন্যা 'মেণ্টু'র জন্য এক বাক্স জাপানি 'তার-বাজি' বা 'তারা-

বাজি', কতকগুলি মাটীর পুতুল ও কিছু মিষ্টি লইয়া যেমন বাড়ী ঢুকিয়াছেন, অমনি মেণ্টু আসিয়া বাবার চাপকান ধরিয়া টান মারিল এবং হাতের বাঁধা রুমাল কাড়িয়া লইয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করিল। মেণ্টুর আর তর সহিল না। সে উঠানেই তাহার খেলনা, বাজি ও মিষ্টিগুলি খুলিয়া দেখিতে লাগিল এবং খেলনা ও মিষ্টি ফেলিয়া তারা-বাজিগুলি লইয়া ছুটিয়া উপরে মা'র কাছে হাজির হইল।

হাবুবাবুর গৃহিণীর নাম আমরা জানি না। তবে সকলে তাঁহাকে বড়-গিন্নী বলেন। মেণ্টু হাবুবাবু ও বড়-গিন্নীর চোখের মণি—তাঁহাদের ভগ্নগৃহের প্রাণ—সন্ধ্যার প্রদীপ, প্রাতঃকালের স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক। মেণ্টুর হাতে তারাবাজি দেখিয়া বড়গিন্নী বলিলেন "মেণ্টু, ও কি রে?

মেণ্টু—ব'লব না! আজ তোমায় পুড়িয়ে মারবো!

গিন্নী—বাপ রে! আমায় পুড়িয়ে মারবি?

মেণ্টু—হাঁ, মা! আমার হাতে যে জিনিষ, তার একটি ফুলকি লাগলে, আর রক্ষা নেই। দেখবে?

গিন্নী—(ঈষৎ হাসিয়া) ওরে মেণ্টু, দেখি তোর কারচুপি। এই নে দে'শালাই। ধরা তোর অস্ত্র।

সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে লইয়া বড়গিন্নী মেণ্টুর কথায় আর মনোযোগ দিতে পারিলেন না। "দাঁড়া, আমি ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিয়ে আসছি। আহ্নিকও বাকী। সব সেরে আসছি, দেখবো তোর আগুনের জোর!" এই বলিয়া গিন্নী ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন।

গিন্নী ঠাকুরের নিকট প্রদীপ রাখিয়া গলবস্ত্রে দণ্ডবৎ হইলেন। পরে একখানি আসনে বসিয়া আহ্নিক আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ। গিন্নী চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন। হাতে নামের মালা লইলেন। ধ্যানে বলছেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া"

আর মনে মনে ভাবছেন, "তাইত মেণ্টুর চোখের কাজল-নাটাখানা কোথায়? রাত্তিরে শোবার আগে ত মেণ্টুকে কাজল পরিয়ে দিতে হ'বে! ওঃ মনে পড়েছে—ঐ লোহার শলাগুলোর উপরে রেখেছি—ছিঃ ছিঃ দূর ছাই!! এ কি হচ্ছে! আমি ঠাকুরঘরে ব'সে কাজলের কথা ভাবছি। ছিঃ!

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য—

আবার আরম্ভ করিতে না করিতে ভাবিতে লাগিলেন, "মেণ্টুকে আমি 'অন্ধকারে' রেখে এসেছি! হায়! বাছা আমার 'অন্ধের' ন্যায়, ব'সে কত কি চিন্তা করছে! বাছা আমার 'অজ্ঞান'! কোন বোধসোধ নেই। যাই, ওকে ঠাকুরঘরে ডেকে আনি। ছিঃ আবার কি মাথা মুণ্ডু মনে পড়ছে! না, মন, স্থির হও, অমন চপলতা করো না।" এই বলিয়া গিন্নী আবার ধ্যানে বসিলেন—

"......জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া......"

অমনি ধ্যানে দেখিলেন, মেণ্টুর চোখে কাজল না দিলে সকাল বেলা চোখ বুজে থাকবে। সুরমার শলাগুলিও বা কোথায় রেখেছি! না হয়, তাই দিয়ে সুরমা দিলেও ঝঞ্ঝাট যেতো। 'জ্ঞানা' ঝির কাছে দেখেছিলেম বটে। ও 'জ্ঞানে'—একবার দেখে যা—ছিঃ, কি বকছি! না ঠাকুরঘরে এসে এ যে বড় জঞ্জাল হ'লো!" এই বলিয়া খুব শক্ত হইয়া হাত পা কটমট করিয়া আসনে বসিলেন। আর মনকে ধমক দিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন

"চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"—

ভাল কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা আজ না হয় মেণ্টুর চোখে কাজল না-ই দিলুম। ও যখন ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলবে, তখন—ছিঃ ছিঃ আবার ঐ সকল কথা! না আজ আর আহ্নিক হ'লো না। যাক এক ফের মালা ঘুরিয়ে চটপট্ কাজ সেরে যাই। বাছা আমার অনেকক্ষণ ব'সে আছে। এই বলে গিন্নী জপ আরম্ভ করলেন।—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—(তাইত বাবু যে আফিস-ফেরতা খাবার না খেয়ে বসে আছেন! আজ আর হালুয়া করতেও অবসর পাই নি! কি-ই বা বলবেন!!) কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে—(আচ্ছা, বাবুকে যে ঝুনো নারকেল দুটো আনতে বলেছিলেম তা কই আনেন নাই ত! বেশ মজার লোক বটে! সেই পয়সা দিয়ে মেণ্টুর তারাবাজি কিনে এনেছেন! বেশ)—হরে (ও মা! আজ না দীপালী! আমি জপ নিয়ে ব্যস্ত। হায়, হায়, কি হবে?) না আজ এই পর্য্যন্ত। আগে কাজ সেরে আসা যাক। পরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে জপ করা যাবে।

(৩)

হাবুবাবু হাত পা ধু'য়ে তাঁহার ঘরে মাটীতে একখানি

আসনে বসেছেন। 'সম্মুখে একটী জল-চৌকীতে কার্পেটের উপর একখানি তুলসী-চন্দনে-চর্চ্চিত-গ্রন্থ। পার্শ্বে প্রদীপ হইতে আলো ও ধূপাধার হইতে সৌগন্ধ নির্গত হইতেছে। সেপায়ার উপরে শ্রীতুলসী বিরাজমানা। হাবু বাবু পড়িতেছিলেন—

লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
—প্রেমবিবর্ত্ত'

বড়গিন্নী কর্ত্তার পাঠ শুনলেন। কিন্তু তিনি ভারি ব্যস্ত—অন্য কার্য্য—মেণ্টুর জন্য। ও কথা উঁর কাণে গেল না! তিনি সেই ঘরের এক কোণে জানালার কাছে মেণ্টুকে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং তারাবাজির কথা পাড়লেন! মেণ্টু অনেকক্ষণ অন্ধকার ঘরে একাকী থাকিয়া একটু চটিয়াছিল। কিন্তু তারাবাজির কথায় সব ফোঁসফোঁসানি ভুলিয়া গেল।

গিন্নী—মেণ্টু, কই তোর তারাবাজিতে না আমায় পোড়াবি! নে দেশোলাই নে।

মেণ্টু—মা, ঠাট্টা করছিলুম। তোমায় পোড়ালে আমায় দেখবে কে? আচ্ছা মা, বাবা বলছিলেন, তারাবাজিতে কাপড় পোড়ে না। কোন ভয় নাই। অথচ আগুন—সে কি কথা মা!

গিন্নী—দূর! সেও কি কখনো হয় রে বোকা মেয়ে! বাবু তোকে ঠাট্টা করেছেন।

মেণ্টু—না মা, বাবা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন কেন? আচ্ছা, দেখিই না কেন। নাও দেখি ঐ ছেঁড়া কাপড়খানা। এই বলিয়া মেণ্টু তারাবাজি ধরাইবা মাত্র ফুলঝুরির মত স্ফুলিঙ্গগুলি চারিদিকে ফুর্ ফুর্ করিয়া ঐ কাপড়ের উপরে পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাপড় পোড়া দূরে থাকুক, উহাতে একটু দাগও লাগিল না।

মা ও মেয়ে দেখিয়া অবাক্! আগুন—অথচ কাপড় পোড়ে না! বিস্ময়ে তৃপ্ত না হইয়া মা ও মেয়ে সবগুলি তারাবাজি জ্বালাইয়া কাগজ, বাক্স, কাপড়, অবশেষে নিজেদের পরিহিত বস্ত্রে তারাবাজির পরীক্ষা করিলেন। আগুনের ফুলকী ও আলো পাইলেন—দহন-কার্য্যের কোন পরিচয়ই পাইলেন না। ক্রমে ঘরের কোণে মা ও মেয়ে আকাশপাতাল ভাবিয়া বাহিরের পচা পুকুরের দিকে চাহিলেন—ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল জলে কাল অন্ধকার বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময়ে মেণ্টু বলিল "মা! ও কি! পুকুর থেকে আগুন উড়ছে—একটি, দুইটি, তিনটি—ও মা—অনেক! বালিকা বিস্মিতা—মা সহাস্যবদনা। কিন্তু অন্ধকারে কন্যা তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

(২)

হাবুবাবু ঘরের অপর কোণে বসিয়া শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থখানি পাঠ করিতেছিলেন। ঘরের মধ্যে অদূরে ঐ প্রকার তারাবাজির ছড়াছড়ি ও মা ও মেয়ের কথার বাড়াবাড়ি না দেখিয়া এবং না শুনিয়াও পারিলেন না। সাধারণ বিচারহীন লোকে হয় ত মা ও মেণ্টুর তারাবাজির উপাখ্যান উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু হাবুবাবুর ন্যায় বিচারপরায়ণ নিষ্কপট ভজনপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তাহা উপেক্ষার ব্যাপার না হইয়া বরং বিচারের বিষয় হইয়া উঠিল। তখন তিনি বলিলেন "ও গিন্নি, মেণ্টু কি বলছে?

গিন্নী—বলবে আর কি? আমার মাথার চুল পেকে গেল, আগুনে কাপড় পোড়ায় না, এমনধারা কথা কখনো শুনিনি, বা এমন ব্যাপার কখনো দেখি নি!

গিন্নীর আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতে জানালা দিয়া একটি একটি করিয়া কয়েকটী 'উড়ন্ত আগুন' ঢুকিতে লাগিল। এ ত সশিখ অগ্নি নয়—একবার নিবে, একবার জ্বলে—আর ইচ্ছামত শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়।

মেণ্টু ত 'উড়ন্ত আগুন' দেখিয়াই অবাক্—ভয়ে জড়সড়। কিন্তু কাদা মাখলে কি যমে ছাড়ে! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হইল। মেণ্টুর গায়ে একটি 'উড়ন্ত-আগুন' আসিয়া বসিল, আর মেণ্টু 'মাগো!' বলিয়া চীৎকার দিয়া লাফাইয়া উঠিল।

পিতা কন্যার অমূলক ভীতি দর্শনে একটু রহস্য করিয়া বলিলেন "মেণ্টু, ও রে, ও যে উড়ন্ত-আগুন, উহা এক্ষণেই উড়ে যাবে। উহা কাউকে কামড়ায় না—পোড়ায় না—ও আগুন ঠাণ্ডা! দেখবি?' এই বলিয়া উঠিয়া কন্যার হাত ধরিলেন। মেণ্টু বাবার পা জড়াইয়া ধরিল।

পিতা—মেণ্টু, ভয় কি মা? ও আগুন নয়। ও

জোনাকীপোকা। ছিঃ তুমি না এইমাত্র তারাবাজি জালিয়ে দেখলে আগুনের আকার, রূপ বা সাম্য থাকলেই তাহা যে আগুনের ন্যায় অপর জিনিষ পোড়াবে, তা নয়। এই তারাবাজির ফুলকী বা জোনাকী পোকার আলো আগুনের কাজ করে না। যাহা, তোমায় এই কথাটী বুঝিয়ে বলছি।

মেণ্টু ত বালিকা। বালিকাকে হাবুবাবু আর কি বলিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য গৃহিণীকে বলেন। কেন না, তিনি গৃহিণীকে সহধর্ম্মিণী করিতে পারেন নাই। মেকী ও আসলের পার্থক্য বুঝাইবার অতটা সুযোগ তাঁহার জীবনে যুগপৎ ঘটে নাই। তাই আজ তিনি এই সামান্য ঘটনা উপেক্ষা না করিয়া চিরবাঞ্ছিত সম্বন্ধ সংস্থাপনের প্রয়াসী হইলেন।

বাবু—বলি ও গিন্নী, মেণ্ট কি বলছে? তুমি না ঠাকুরঘরে গিয়েছিলে? আহ্নিক, জপ, ধ্যান করছিলে? টপ্‌ ক'রে চলে এলে যে?

গিন্নী—হাঁ, জপে বসেছিলুম বটে, কিন্তু নাম জপ কর্ত্তে গিয়ে, মেণ্টুর কাজল নাটা, জ্ঞানা ঝি, নারকেলের পয়সা—এই সব জপ হ'তে লাগলো। ধ্যান কর্ত্তে গিয়ে মেণ্টুর চোখ, আপনার অনাহারে শুকনো মুখ ধ্যান কর্ত্তে লাগলুম। আজ ব'লে নয়, প্রায় ত্রিশবছর হ'লো যে দিন থেকে গুরুদেব (?) মন্ত্র ও নাম দিয়ে গ্যাছেন, গুরুদেবের ঠিক কথামত ধ্যান ও জপ করতে গিয়ে বরাবর আমার এই প্রকার ধ্যান ও জপ হচ্ছে। কাউকে মনের কথা খু'লে বলি নি। আপনি আমার স্বামী, আপনাকেও এ কথা বলি নি। কিন্তু আজ যে বড় সমস্যায় পড়লুম।

গোড়ায় গলদ

(১)

হাবুবাবু তাঁহার গৃহিণীকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে গৃহিণীর নানা সন্দেহের উদয় হইলেও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার 'আহ্নিকে'র গোড়ায়ই গলদ। সুতরাং তিনি স্বামীর কথায় তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। অনর্থক গুরু (?)-প্রদত্ত মন্ত্রের প্রতি অনাদর বা অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় স্বামিসেবার ভাণ করিয়া স্বামীর ঈপ্সিত বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া, তাঁহার আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

(২)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। দীপালী করিয়া বালক-বালিকারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অনেকেই নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। হাবুবাবু আহার সমাপন করিয়া শয্যায় শুইয়া গৃহিণীর ভ্রমের কথা বিশেষ করিয়া ভাবিতেছেন। পার্শ্বের শয্যায় মেণ্টু তারাবাজির বাক্স ও মাটীর বিড়ালটাকে বুকের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে। এমন সময়ে বড়গিন্নী হাবুবাবুর নিকটে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল কি আপনার আফিস আছে?" হাবুবাবু একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন 'না'। এবং সঙ্গে সঙ্গেই গিন্নীকে বলিলেন—দেখ গিন্নি, তোমার সঙ্গে অনেক দিন একত্র বাস করছি—তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক ভেবেছি এবং তুমিও আমার সুখশান্তির জন্য আজীবন পরিশ্রম করছ। কিন্তু আজ বোধ হচ্ছে তোমায় জন্য আমি আদৌ কোন চিন্তা করি নি। তোমাকে সহধর্ম্মিণী ব'লে গ্রহণ ক'রে রমণীর ন্যায় ব্যবহার করেছি। দাসদাসী যেমন কিছু সেবা ক'রে খালাস এবং প্রভু তাহার সেবা গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত, আমিও তোমাকে সেইভাবেই দেখে আসছি। তুমিও তোমার সেবার বিনিময়ে গোপনে অনেক বস্তু আদায় করেছ। দুঃখ করো না। একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, স্বামিসেবারূপে যা' কিছু করেছ, তা' শুধু স্বার্থপরতা, কামপরায়ণতা বই আর কিছুই নয়। থাক্‌, সে সকল কথায় কাজ নাই, তুমি আজ জোনাকীর আগুন ও তারাবাজির আগুন দেখে কি মনে করেছ?

গিন্নী—কৈ না, আমি বিশেষ কিছু মনে করি নি! তবে এক একবার বোধ হচ্ছিল, আগুনের আকার, আগুনের মত আলো, ফুলকী সবই আছে, তবে আগুনের যে ধর্ম্ম পোড়ান, তা কৈ! তা হ'লে কি শুধু বাইরের চেহারা বা আকারে সমান হ'লে, সকল বস্তুর সমান গুণ বা ধর্ম্ম থাকে না?

বাবু—(উৎসাহিত হইয়া) গিন্নি! ঠিক ধরেছ। তোমার যদি উনুন ধরাবার দরকার হয়, তবে কি কাঠে তারাবাজি বা কতকগুলি জোনাকী ধরায়ে ...

গিন্নী—না, তা ধরাব কেন ?

বাবু—কেন ? ঐ গুলোও ত আগুনই বটে।

গিন্নী—না, হাতে কলমে দেখা গেল, আগুনের যে কাজ কাঠ পোড়ান, তা যখন এগুলো পারে না, তখন আকারে প্রকারে আগুনের মত দেখা'লেও, ঐ গুলো আগুন নয়! যখন আগুনের দরকার হবে, তখন ওগুলো চাইব না। তামাসা কর্‌বার কালে, জুজুর ভয় দেখাতে হ'লে, ঐ গুলোর দরকার। যেমন মেণ্টুর আজ হয়েছিল!

বাবু—গিন্নি! তা' হ'লে কি বুঝ্‌লে? তুমি যে ঠাকুর-ঘরে ব'সে ধ্যান, জপ, আহ্নিক কর, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা-মুণ্ড ধ্যান জপ কর, ঐ ধ্যান জপ কি—'তা' কি একবার ভেবে দেখেছ ?

গিন্নী—না! ভাব্‌বার কোন কারণ দেখিনি। গুরুদেব(?) আমার সাক্ষাৎ মুক্ত পুরুষ। তিনি আজীবন হরিনাম করছেন, প্রত্যহ কত লোককে হরিনাম দান (?) করছেন, সেই হরিনাম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আস্‌বে কেন? হরিনাম ত সর্ব্বদাই হরিনাম। শ্রদ্ধায় হেলায় নাম করলেও যখন ফল হয়, তখন ঠাকুরঘরে ব'সে শুদ্ধভাবে শ্রদ্ধার সহিত নাম করলে কেন ফল হ'বে না? আর এক কথা, গুরু যা-ই হউন না কেন, তাঁহার দেওয়া নামের মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? গুরুর দোষ গুণ বিচার ক'রে কি কাজ, তিনি যে বস্তু দিয়েছেন, তাই নিয়ে কাজ কর্‌লেই হ'লো। ঐ সকল বিচারে যাওয়ার কি দরকার?

বাবু—বেশ গিন্নি! তোমার বুদ্ধির বলিহারি যাই। আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, হরিনাম ও মন্ত্র 'গুরুর' নিকট হ'তে নিয়েছ কেন ?

গিন্নী—অত সব বুঝি না। মন্ত্র না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না—নরকে যেতে হয়—পরকালে স্বর্গাদি লাভ হয় না, এ জীবনে নানা অসুবিধা হয়, সব দিকে অশান্তি চলা ফেরা করে।

বাবু—তোমার গুরুদেব কি তোমাকে এই সব কথা শিখিয়েছেন? যদি বিবাহের পরে দীক্ষা নিতে তা' হ'লে একবার বুঝে দেখ্‌তুম। বাপের বাড়ীতে বাল্যকালে কখন কি করেছ, তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আর কি হবে? শোন! হরিনামের ফল বা মাহাত্ম্য তুমি কিছুই জান না।

গিন্নী—আচ্ছা, আমায় বলুন। আমি স্ত্রীলোক, বুদ্ধি-শুদ্ধি আমার কম। আপনি আমার স্বামী, পূজ্য। আপনি যা বল্‌বেন, আমি মন দিয়ে শুন্‌বো।

বাবু—যাঁকে গুরুদেব বল্‌ছো, তাঁহার আচরণ, ক্রিয়া-কলাপ, আর যারা আদৌ হরিনামাদি করে না, তা'দের আচরণ—এই দুইয়ে পার্থক্য কি? তোমাকে তিনি যে বস্তু দিয়েছেন, সেই বস্তুর কিছু না কিছু ক্রিয়া আছে। তা হ'লে তিনি তোমাকে যে বস্তু দিয়েছেন, সে বস্তু তিনি নিজে পেয়েছেন এবং তাঁহার কাছে আছে। সুতরাং তোমাকে সেই বস্তু দিবার পূর্ব্বেই, সেই বস্তুর গুণে তাঁহার নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তুমি যে ঔষধ খাচ্ছ, সেই ঔষধ তিনি জীবন ভ'রে খাচ্ছেন। সুতরাং তাঁতে ক্রিয়া ক'রছে। আচ্ছা, গিন্নি, এই ক্রিয়ার কোন পরিচয় পেয়েছ কি? তোমার, কিংবা যাঁকে তুমি গুরু বল্‌ছ ?

গিন্নী—না, কৈ, তেমন কিছুত লক্ষ্য করি না। তবে তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেন, গরদের কাপড় পরেন, সকালে সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি করেন, ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া কিছু পান না—এই সব বিশেষত্ব দেখ্‌তে পাই—নতুবা অন্যান্য বিষয়ে সাধারণলোক হ'তে তা'কে কোন রকমে বিশেষ দেখ্‌তে পাই না। তাঁর বিষয়বুদ্ধি, সংসারে আসক্তি, অর্থ চিন্তা—এবং শুনতে পাই—পাপ-প্রবৃত্তি আছে।

বাবু—গিন্নি! রাগ ক'রো না। আমি কা'কেও বিদ্বেষ ক'রে কিছু বল্‌ছিনে। তোমার গোড়াতেই গলদ। তুমি গুরুকে একটা মানুষ, আর হরিনামকে অক্ষর জেনে রেখেছ। আর যাহারা দেহটাকে গুরুরূপে সাজিয়ে শ্রীহরিনামকে পাঠশালার 'ক, খ', র ন্যায় দক্ষিণার বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে শাস্ত্রে 'অপরাধী' বলেছেন। এই সকল অপরাধীর দল সংসার ছেয়ে ফেলেছে। তোমাদের ন্যায় কুলবালাকে নিত্যকালের জন্য প্রতারণা করছে। জোনাকী ও তারাবাজি দিয়ে বলে—'কাঠ জ্বালাও—এই আগুন'। সাবধান আর বঞ্চিত হ'য়ো না। আজ অনেক রাত্রি হয়েছে। কাল তোমাকে শ্রীহরিনাম, দীক্ষা, মন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা প'ড়ে শোনাব। তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, তোমার জপের গলদ কোথায় ?

চরম শ্রেয়োলাভ

[বেসর লাক্‌রা]

নূতন আলোক

পথিক আজ যেন আর একটী নূতন কথা শুনিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! তবে কি এই মধুর ধাম হইতেও আরও অধিকতর রসপূর্ণ ধাম আছে? এখানেত' সবই পরিপূর্ণ ও নিত্য নবনবায়মান শোভাশালী দেখিতেছি।

পুরুষ—বৎস! এই ধাম পরিপূর্ণ পরমানন্দের আকর। কিন্তু কলির জীব বড়ই দুর্ব্বল। তাহারা জড়চক্ষে এই ধাম দর্শন করিতে পারিবে না। শ্রীগোলোকের শোভা-সম্পৎ, শ্রীগোলোকবিহারি-রসরাজের মহামাধুর্য্য গ্রহণ করিতে পারে এমন সামর্থ্য তাহাদের নাই। গোকুলচন্দ্র দ্বাপরযুগে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইলেও তাহারা তাঁহার উন্নতোজ্জ্বলরসমাধুরী গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই, সেই গোকুলনাথই আবার কলিযুগের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া নিজেই নিজের ভজনমুদ্রা প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছেন। এবার তাঁহার বেশ ভগবানের বেশ নয়—ভক্তের বেশ—ভগবান্ হইয়া ভক্তিমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। কলির জীবের প্রতি দ্বারে দ্বারে অঙ্গোপাঙ্গ সহিত প্রেমকল্প-তরুর ফল বিতরণ করিয়াছেন। সকল জীবকে নিত্যকাল ধরিয়া এই অমৃতফল বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন—

> "অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
> যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে॥"

বৎস! এখন দেখ এমন মহাবদান্য আর কি কেহ আছেন? তিনি সর্ব্ববিধ পূর্ণ মাধুর্য্যের আকর হইয়াও ঔদার্য্য-গুণের দ্বারা মাধুর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন। চল, তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার ধাম দর্শন করিতে যাই। আমার—অনুসরণ কর।

নবদ্বীপ

বৎস! ঐ দেখ—

> সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া।
> বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া॥
> নবদ্বীপ বৃন্দাবন—দুই এক হয়।
> গৌর-শ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয়॥
> গৌর কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করে যেই ছার।
> নবদ্বীপবৃন্দাবনে ভেদবুদ্ধি তা'র॥
> গৌরকৃষ্ণে যাঁহার জীবন প্রাণধন।
> তাহার সর্ব্বস্ব নবদ্বীপ-বৃন্দাবন॥
> যে সুখবিলাস নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে।
> ভক্তকৃপা হৈলে সে সব মর্ম্ম জানে॥"

শুদ্ধভক্তের কৃপা না হইলে ধামের স্বরূপ দর্শন হয় না। ভোগচক্ষে জীব শ্রীধামকে সাধারণ স্থানের ন্যায়ই দেখিয়া থাকে। বৎস! আরও শুন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা লীলা করিয়াছেন সেইরূপ গৌরহরিও গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও মাথুরমণ্ডলে নিত্যকাল লীলা করিয়া থাকেন। এই গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপ। অহো! এই নবদ্বীপের মহিমা আর কি কহিব? কবিকুল সমস্বরে এই নবদ্বীপের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

> "রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
> যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
> সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-
> র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥"

পথিক—প্রভো! আপনার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় পরমানন্দে পরিপ্লুত হইতেছে।

পুরুষ—বৎস! আরও শ্রবণ কর! নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ। ঐ এক একটী দ্বীপ এক একটী সাধন-ভক্তিস্বরূপ।

> "নবদ্বীপ ঐছে বিখ্যাত জগতে।
> শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যা'তে॥"

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—সাধনভক্তি এই নববিধ। তন্মধ্যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতিই সকলের কেন্দ্র বা মূলস্বরূপ। ভিত্তিহীন সৌধ দেখিতে সুরম্য হইলেও প্রতিক্ষণেই যেমন ধ্বংসোন্মুখ, আত্মনিবেদনরহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গগুলিও তদ্রূপ।

পথিক—প্রভো! আপনার কৃপায় আমি অনেক তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিতেছি। কৃপা করুন্ যেন এইরূপ নিত্যকাল আমি আপনার অনুসরণ করিতে পারি।

পুরুষ—বৎস! গৌরকৃপায় তোমার হৃদয়ে আরও অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে।

উজ্জ্বলরসের প্রেমসিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী॥
রাধা-প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে তব হউন্ প্রকাশ॥

পথিক—দেব! এ অধমের প্রতি আপনার কৃপা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে।

পুরুষ—বৎস! আরও শ্রবণ কর।

"অষ্ট দ্বীপ অষ্ট দল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তা'র অতীব সুন্দর॥
তার মধ্যভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়ে আনন্দ লাভ করিবে প্রচুর॥
"ব্রহ্মপুর" বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে তাহা মায়াপুর ভায়॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥
জগন্নাথ-মিশ্র-গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"

আটটী দ্বীপ আটটী পাপড়ীর মত কেন্দ্রস্থলস্থ কর্ণিকার-তুল্য অন্তর্দ্বীপকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এই অন্তর্দ্বীপই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ।

"গঙ্গা যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ নাম তা'র সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ-মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর॥
গোলোকের অন্তর্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জানে ভক্তগণ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক-বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী আর।
অবন্তী, দ্বারকা যেই পুরী খণ্ড-সার॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে॥
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর॥
সেই মায়াপুরে যেই যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড় মায়াপার॥
মায়াপুর ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায় জন্ম কভু নহে আরবার॥"

পথিক—প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে সেই স্থান দর্শন করান্। আমি এখন সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনিই আমার ন্যায় ভ্রান্ত পথিকের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও মঙ্গলবিধাতা। আমি পূর্ব্বে আপনার প্রতি কত প্রকার সন্দেহ করিয়া কতই না অপরাধ করিয়াছি। আপনি কৃপাময়, তাই কৃপা করিয়া বালকের অপরাধ প্রতি পদে পদে ক্ষমা করিতেছেন।

স্বপ্ন না জাগরণ?

ভ্রান্ত পথিক স্বপ্নে এই সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। পথিক জন্মজন্মান্তরে না জানি কত সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন তাই তাঁহার ভাগ্যে এই সকল দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। হঠাৎ নিদ্রাদেবী পথিকের নয়ন হইতে অপসারিত হইলেন। পথিকের মনে হইল, তিনি যেন আকাশ হইতে পতিত হইলেন। পরক্ষণেই চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পার্শ্বে সেই পূর্ব্ব পরিচিত সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ দণ্ডায়মান। পথিক সাষ্টাঙ্গে সেই পুরুষের চরণে পতিত হইলেন এবং নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া গৌর-জন্মস্থলী দর্শন করিবার জন্য মহতী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন।

সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ পথিককে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার ভাগ্যে শুভোদয় হইয়াছে! তুমি বহু সুকৃতিমান্। তোমার স্বপ্ন অলীক নহে। কারণ, জীব—সেবায় উন্মুখ হইলে—

"কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টিযোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে॥"

তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সেই শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাইতেছি।

সগোষ্ঠী পরমহংসঠাকুর।

[শ্রীধরের মোচাখণ্ড]

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যাকুলধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম।

"গোষ্ঠী" শব্দের দ্বারা সমূহ, পরিবার, অনুগ, পাল্য প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি পরিবারের প্রধান বা মালিক অর্থাৎ পরিবার যাঁহার বৈভবপ্রকাশস্বরূপ, তিনিই গোষ্ঠীপতি।

প্রাকৃত জগতে যে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীপতির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলন মাত্র। বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ স্বগোষ্ঠীসহ বিরাজিত থাকিয়া নিত্যকাল সেব্যবিগ্রহরূপে শোভা পাইতেছেন। সেই স্থানে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীপতির মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। গোষ্ঠী গোষ্ঠীপতি হইতে অভিন্ন। সেবকগণ সকলেই শ্রীনারায়ণের সহিত সমজাতীয় ও সমরূপবিশিষ্ট। মাধুর্য্যময় ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনেও নিত্যকাল অন্বয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন পরম ভোক্তৃস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্য চতুর্বিধ রসিক-ভক্তগণদ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কায়ব্যূহদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যসেব্যবিগ্রহ-রূপে তথায় তাঁহার নিত্য সেবকবৃন্দকে নবনবায়মান সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া নানাভাবে কৃপা করিতেছেন।

চিজ্জগতে সেব্য একজন, সেবক অনন্ত। গোষ্ঠীপতি একজন, তাঁহারই একমাত্র গোষ্ঠী। কিন্তু চিজ্জগতের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড় জগতে বহু সেব্য, বহু সেবক। সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই। আজ যিনি সেব্য, কাল তিনি সেবক হইতে পারেন। কাল যিনি সেবক ছিলেন, আজ তিনি সেব্য হইতে পারেন। সেব্যের স্বার্থ ও সেবকের স্বার্থে পরস্পর ভেদ। কিন্তু চিজ্জগতে সেইরূপ হেয় ব্যাপার নাই। একমাত্র সেব্যের সুখবিধানই যাবতীয় সেবকের স্বার্থ। একমাত্র সেব্য বা ভোক্তৃতত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণেই সেবকের পরিতৃপ্তি।

"নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
সেই হেতু গোপী-প্রেমে নহে কামদোষে॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

বিধিমার্গেও দেখিতে পাওয়া যায় সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে সেবা সম্পাদিত হইতে পারে না। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই ন্যায়ানুসারে 'অদেব' কখনও দেবতার অর্চ্চনার যোগ্য হয় না। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ। অনন্ত জীবকে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি নিজে দেবতা থাকিয়া তাঁহার আশ্রিতবর্গকে 'অদেব' রাখেন না। কারণ অদেবের কখনও দেবতা, অর্থাৎ বাসুদেবের সেবা-যোগ্যতা নাই। তাই তিনি সকলকে সেবাধিকার প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব অনুভূতি উদিত করাইয়া থাকেন—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

রাগমার্গেও দাসগণ সমজাতীয় স্বরূপানুভূতিতে ভগবানের নিত্য আশ্রিত উপলব্ধিতে নিত্য-ভগবৎসেবা-পরায়ণ। বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে সমজাতীয়ত্ব এত ঘনীভূতাকার ধারণ করে যে, নিত্য আশ্রিত ও সেবকতত্ত্ব হইয়াও তত্তদ্রসিকগণ অপূর্ব্ব বিশ্রম্ভ-প্রেম-সেবায় শুদ্ধসখ্যে পরম-সেব্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট-প্রদান; শুদ্ধ-বাৎসল্যে পরম-আশ্রয়-তত্ত্বকেও আশ্রিত-জ্ঞানে লালন তাড়ন প্রভৃতি এবং শুদ্ধ মাধুর্য্য-রসের পরমচমৎকারিতাপূর্ণ রাগময়ী সেবা করিয়া থাকেন।

চিদ্রাজ্যে সকলেই কোন না কোন বিশিষ্ট নিত্যসেবকের অনুগত হইয়া সেবাপরায়ণ; প্রত্যেক সেবক অপর সেবকের অনুগত। যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সেই স্থানে

সেবার স্বচ্ছতা থাকিতে পারে না। মায়িকজগতে ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে আনুগত্য-ধর্ম্মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু চিদ্ধামে সেইরূপ ব্যাপার নাই।

সদ্‌গুরুর নিষ্কপটচরণাশ্রয়ী অনুগতবর্গের মধ্যেও এইরূপই নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহারা কখনও "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া"র প্রণালী গ্রহণ করেন না। প্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ সেবকগণের আনুগত্যেই গুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, সেই স্থানে প্রতিষ্ঠাশা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিরাজিত।

শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; শ্রীগুরুদেব—রূপানুগবর; শ্রীগুরুদেব—ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-প্রচারক; শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দিব্যজ্ঞানদাতা; শ্রীগুরুদেব—অভিধেয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাপক ও প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশক; শ্রীগুরুদেব—যুগপৎ আচার ও প্রচারবান্; শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণ-সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ; শ্রীগুরুদেব তাঁহার আশ্রিতবর্গকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবার চমৎকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ সেবায়ই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শিষ্যের চিত্তবিত্ত, সর্ব্বস্ব পরমবিষয়তত্ত্ব কৃষ্ণসেবায়ই নিয়োগ করেন।

আমার মত কৃষ্ণসেবাবিমুখ নিতান্ত বহির্মুখ নির্ঘৃণ জীব এইরূপ নিরন্তর নিখিল অবস্থাতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবারত ও সর্ব্বজীবকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগকারী শ্রীগুরু-দেবের কতিপয় নিষ্কপট সেবকের পাদমূলে উপবেশন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। নিম্নে শ্রীগুরুদেবের সহিত সেই সকল মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।
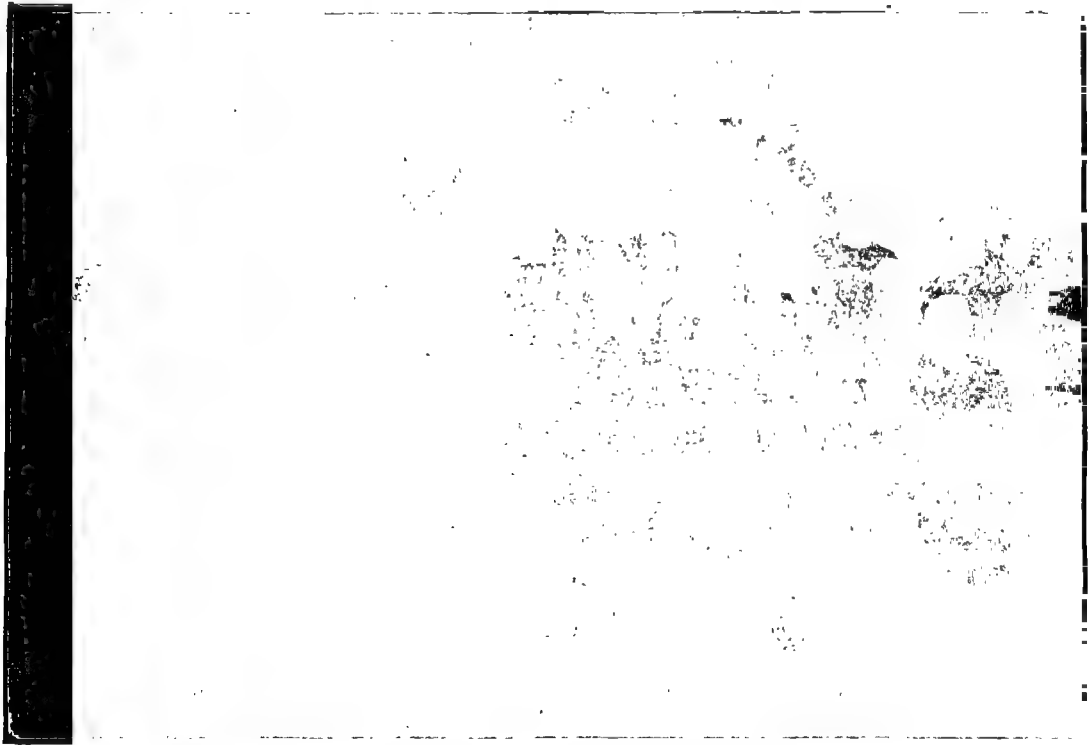
[শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩৩০ সাল, ২১শে মাঘ তারিখে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে]

১। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ২। কুঞ্জবিহারী, ৩। সতীশবাবু, ৪। জানকী, ৫। রাসবিহারী, ৬। পরমানন্দ, ৭। দেবকীনন্দন, ৮। নরহরি, ৯। শ্রীশচন্দ্র, ১০। রবি, ১১। শ্রীধর, ১২। সিদ্ধস্বরূপ, ১৩। মাধবেন্দ্র, ১৪। মুকুন্দবিনোদ, ১৫। কামদেব, ১৬। কিরীটিভূষণ, ১৭। বিদ্যারত্ন, ১৮। বিবেক ভারতী, ১৯। চৈতন্যদাস, ২০। মঙ্গল, ২১। সুন্দরানন্দ, ২২। নরোত্তম, ২৩। অবিদ্যাহরণ, ২৪। অকিঞ্চন, ২৫। হরিবিনোদ, ২৬। কীর্ত্তনানন্দ, ২৭। ভুজঙ্গভূষণ, ২৮। অতীন্দ্রিয়, ২৯। হৃদয়চৈতন্য, ৩০। রামবিনোদ, ৩১। সজ্জনানন্দ, ৩২। ভক্তিবিজয় ও মদনমোহন ৩৩। প্রকাশ অরণ্য, ৩৪। পিয়ারীমোহন, ৩৫। স্বরূপপুরী, ৩৬। হংদীপতীর্থ, ৩৭। নিত্যপ্রকাশ, ৩৮। বাসুদেব, ৪০। বিলাস পর্ব্বত ৪১। কলিবৈরী, ৪২। গৌরদাস, ৪৩। সচ্চিদানন্দ, ৪৪। বঙ্কবিহারী, ৪৫। ধন্বাতিধন্য, ৪৭। অপ্রাকৃত।

তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় মধ্যদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল পরমহংসঠাকুর** ও তাঁহার দুই পার্শ্বে হরিকথাকীর্ত্তনপ্রচারের সেনাপতিস্বরূপ দুইজন ত্রিদণ্ডিপাদ এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পাদদেশের সন্নিকটে তাঁহারই অভিন্ন অঙ্গস্বরূপ অন্তরঙ্গ সেবকদ্বয় বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ও ইচ্ছা হইলে সময়ান্তরে যথাসাধ্য এই সকল মহাত্মার অপূর্ব্ব চরিত্র, আদর্শ-গুরুসেবা, গুরুপাদমূলে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ প্রকৃষ্ট ও জলন্ত উদাহরণ সহ প্রকাশ করিব। তবে আজ আমি যাঁহার আদর্শ-সেবা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, যাঁহার আদর্শ সেবা আমার ন্যায় নিতান্ত সেবাবিমুখ জীবকেও হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ক্ষণিকের জন্য হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর প্রদান করিয়াছে, আমি আজ তাঁহারই একটু যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই মহাত্মার নাম—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ **কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,** ভাগবতরত্ন।

"শরীরং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্মগুণান্ অসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি শরীর, ধন, জ্ঞান, যাবতীয় বস্তু কর্ম্ম, গুণ, ও প্রাণ স্বীয় গুরুর জন্যই ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, অন্যে নহে। আমি এই মহাত্মাকে একদিন নয়, দুই দিন নয়, নিরন্তর কায়মনোবাক্যে এইরূপ আদর্শ প্রতিপালন করিতে দেখিয়াছি। "গুরুদেবতাত্মা" কথাটী ভাগবত-গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, "যথা দেবে তথা গুরৌ" কথাটী শ্রুতিমন্ত্রে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পাঠ বা শ্রবণকালে কোনও অনুভূতি হয় নাই বা ইহা সম্ভবপর কথা বলিয়া কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। কিন্তু এই ভাগবতরত্নের প্রাত্যহিক জীবনপত্রে জলন্ত অক্ষরে ঐ আদর্শ নিত্য অঙ্কিত দেখিয়া ঐ কথাটীর সার্থকতা আমার ন্যায় বিমুখ ব্যক্তিরও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। এই মহাত্মা যেন সেবার আদর্শ দেখাইয়া সেবা শিক্ষা দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। যিনি বহুভাগ্যের ফলে নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর চিত্তে এই মহাত্মার চরিত্র দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি ইঁহাতে অশেষ গুণরাজি দেখিয়া মুগ্ধ ও সেবায় অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে অসমর্থ হইয়া এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলাম।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, ১৩২৩ সালে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে
দক্ষিণে—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। বামে—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বামদেশে উপবিষ্ট মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

জগতে অনেকেই সাধুর সজ্জায় সজ্জিত হয়, প্রতিষ্ঠা ও নাম করিবার জন্য ধর্ম্মমণ্ডলীতে যোগদান করে, আত্ম-বঞ্চিত হইবার জন্য ও বিপ্রলিপ্সা প্রচারের জন্য ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকে, নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের আবাহন করে, এবং একটী বৃহৎ মনোধর্ম্মীর সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া কৃষ্ণবিমুখতারূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করে। এইজন্য অনেক সময় জগতের লোক কপট ও নিষ্কপট, মৎসর ও নির্ম্মৎসর, হরিসেবক ও হরিবিমুখ, নাস্তিক ও আস্তিক, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাকে জড়-প্রতিষ্ঠার সহিত সমান জ্ঞান করে। যুক্তবৈরাগ্যকে ফল্গু-বৈরাগ্যের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত বিবেচনা করিয়া সৎসিদ্ধান্ত হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়ে এবং তজ্জন্য বহুভাবে বৈষ্ণবাপরাধ করিতে বাধ্য হয়। আবার একটী বৈষ্ণবাপরাধ ক্রমশঃ বহু বৈষ্ণবাপরাধের জনকস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে অনন্ত নরকের পথে ধাবিত করে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি যাহাতে আমাদের এরূপ দুর্বুদ্ধি কল্পনায়ও উদিত না হয়, তজ্জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক; জানি না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর এতগুলি শুদ্ধ, নিষ্কপট, চরিত্রবান্ যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক নিরন্তর হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তির একত্র সমাবেশ আর কোথায়ও হইয়াছে কিনা। আমরা মনোধর্ম্মিরাজ্যে অবস্থিত ধার্ম্মিকাভিমানীর কথা বলিতেছি না। মনোধর্ম্মি-সমাজে মনোধর্ম্মীর প্রতিষ্ঠা, সৎ হইতে অসতের সংখ্যাধিক্য চিরকালই অধিক—ইহা শাস্ত্রীয় সত্য।

এই মহাত্মগণের মধ্যে আমার ন্যায় একজন কপট ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় ছলে কৌশলে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আমার প্রতিকৃতিটীও উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ, দর্শকগণ আমাকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইয়া আপনারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপর অন্য-প্রকার ধারণা না করিয়া বসেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ বরণ করিতে হইবে। এই মহাত্মগণ সকলেই সেবাব্রত; কেবল আমিই সেবা-উদাসীন গৃহব্রত। সেবাই—সৌন্দর্য্য। সেবাই—শ্রীরূপ, শ্রীরূপানুগত্যই আমাদিগকে গোষ্ঠপতি বা গোষ্ঠীপতির স্বগোষ্ঠীমধ্যে গণিত ও চিহ্নিত হইবার যোগ্যতা প্রদান করে, সুতরাং যাহার সেবা নাই, সে ব্যক্তি কপটতাপূর্ব্বক মধুপূর্ণ কাচ ভাণ্ডের বহির্দ্দেশে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় "গোষ্ঠীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি" মনে করিয়াও মায়িক ব্যবধানবশতঃ বহু দূরে অবস্থান করে।

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

[আমসত্ব]

(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মহারাজ কলির হতাশ বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার নর্ম্মসখা ও সহচর অধর্ম্ম বলিতেছে।]

অধর্ম্ম। মৃত্যুবাণ!

মৃত্যুবাণ আমাদের?—মৃত্যু?
অলীক স্বপন মহারাজ!
পাই লাজ তব বাক্যে;—বীরকুলমণি,
এই কি বচন যোগ্য তোমার বদনে?
দীপ্ত হুতাশনে তীব্র বিস্ফুলিঙ্গরাশি
না হ'য়ে বিকাশ বিশ্ব করিতে বিনাশ,
হয় কি তুষার-পাত?
একি হেরি অকস্মাৎ ভাবান্তর তব?
কাতর কিহেতু তুমি? ভীত কি কারণ?
কে ব্রাহ্মণ, কে বৈষ্ণব বৈরী আমাদের,
কোন্ মন্ত্রে, কোন্ অস্ত্রে, দুর্জ্জয় জগতে
জিনিবে এ-কাল-শক্তি, করিবে নিষ্ফল
ঘোর মায়াজাল এই? দেখ একবার,—
মদ্যপান, প্রাণিহত্যা, কামস্ত্রী, * কৈতব;
পঞ্চস্থান পুনঃ আর,—মিথ্যা, অহঙ্কার,
হিংসা, কাম, বৈর কাল; অনর্থ আকর
আশ্রয় অপর আরও সেই জাতরূপ,
বিষয়-বাসনা-কূপ;—কোথা নাই আজ?

* "স্ত্রিয়ঃ কামস্ত্রিয়ঃ ন তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ।" (শ্রীজীবঃ)।

মহাবনে ভয়ঙ্কর দাবানল সম
বাড়িছে বিদ্যুদ্ বেগে ব্যাপিয়া ভূতল
জলস্থল চরাচর, তব অধিকার!
অখণ্ড প্রভাব তব হের সর্ব্বস্থলে?
তার পর, ঐ দেখ, সাক্ষাতে তোমার
ভীষণ সংহারমন্ত্র শঙ্কর-সম্ভূত
মূর্ত্তিমান্, মহাদম্ভে তুলিয়া মস্তক
জ্বলন্ত পাবকসম পরশে গগন!

[তারপর মায়াবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল]

বল,—বল,—মায়াবাদ,
অবসাদ-হিম-মগ্ন মহারাজ্যে তব
দিয়া নব-শক্তি পুনঃ,—বল নিজমুখে,
করেছ কি অসম্ভব সম্ভব জগতে?

[তখন মহাদম্ভে মায়াবাদ মস্তক তুলিয়া, দীপ্ত-নয়নে দৃঢ়স্বরে কহিল।]

মায়াবাদ। মহারাজ!—
করিয়াছি অঘটন-ঘটন জগতে,
ঢাকিয়াছি মায়ামেঘে বিজ্ঞান ভাস্কর;
সেই মেঘে ভয়ঙ্কর, মিথ্যা সৌদামিনী
মোহিনী, মোহের জ্যোতিঃ করিয়া বিকাশ,
করিছে বিনাশ পান্থে, বিপথে লইয়া
বিস্ময়! মুহুর্মুহুঃ কাল-দণ্ড-পাত
করিছে নিপাত শত;—উচ্চ পদ হ'তে
পড়িছে পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী কত,
মৃৎপিণ্ড মত মগ্ন ভব-সিন্ধু-জলে
হইতেছে প্রতিক্ষণ! অন্যমনঃ তবু,
আত্মহারা, হাবুডুবু খাইতেছে সবে,
ভুলিয়া কেশবে সদা কাল-ভয়-হর।
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূচীর সঞ্চারে
শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের আশ্রয়ে,
প্রতিসূত্র ব্রহ্মসূত্রে ঢাকিয়াছি আমি
গৌণার্থ কল্পনা করি; শব্দের লক্ষণা
হইয়াছে বলবতী, অভিধা সতিনী
নির্ব্বাসিতা। গরীয়সী গীতা,—
জ্বালি দুষ্ট-জ্ঞান-চিতা তাহারও ব্যাখ্যায়,
ধূমজালে মোহময় করেছি আবৃত

রত্নবিতা নিত্য শোভা শ্রীঅঙ্গের তাঁর;
নাই সে সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য পরম
প্রেম-ভক্তি-ভাব-রূপ, ভক্তমনোলোভা!
মূলে ভুল করি সবে, পাইতে তণ্ডুল
স্থূল তুষাঘাতে হইতেছে ব্যর্থ-শ্রম!
"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ"
দীপ্যমান সর্ব্বস্থলে শত-সূর্য্যতেজে,
অন্ধ তাহাতেও সবে, তৃষ্ণার পীড়নে
ছুটে বারি-অন্বেষণে মৃগ-তৃষ্ণিকায়!
অব্যক্ত-সাগর-জলে উপান্তে আপন
দিয়া বিসর্জ্জন ভ্রান্ত দেবযাজিগণ,
আকাশ-কুসুম মোক্ষ-সুখের সন্ধানে
ধায় মত্ত মহাশূন্যে মরিতে নিষ্ফল!
নানারূপে নাস্তিকতা নাচিছে কেবল!!

[অমনি অদূরে সেই ভীষণা নাস্তিকতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যস্ত ভাবে অধর্ম্ম বলিয়া উঠিল।]

অধর্ম্ম। ঐ,—ঐ সেই বিকটা রাক্ষসী,
তুলি মুক্ত অসি মত্তা মদিরা সেবনে
আসিছে গগনপথে নাচিতে নাচিতে!

[প্রমত্তা নাস্তিকতা তথায় উপস্থিত হইল। সে অসি-হস্তে উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচিতে ও গাহিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে ভোগবাসনা ও বিষয়চিন্তা।]

গীত।

আমরা রক্ত খাবো সবার বুকে
ভক্ত কোথাও রাখ্‌বো না।
মর্‌বে ভয়ে ভক্তিযোগ,
থাক্‌বে ভোগ-বাসনা॥
হিংসা,দ্বেষ, ক্রোধ, কাম,
কর্ম্মকাণ্ড অবিরাম,
পাত্‌বে লোকে সুখধাম,
মিথ্যা, মোহ, বঞ্চনা॥
শাস্ত্র হ'বে ভোগের পথ,
গড়্‌বো তা'রে মনের মত,
কর্‌বে সবাই দণ্ডবৎ,
লুঠ্‌বো মজা একতানা॥

[সঙ্গীত শেষে তিনজনে কলিরাজকে দণ্ডবৎ করিয়া

একপার্শ্বে দাঁড়াইল। এইবার তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল। ভয় গেল ; ভরসা আসিল। তিনি তখন আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হইয়া কহিলেন।]

কলি। ধন্য, ধন্য, মায়াবাদ!
ধন্য রে অধর্ম্ম—মোর চির সহচর!
ধন্যা কাল-সহচরী দেবী নাস্তিকতা!
দেখি, কা'র শক্তি কত ; কে আসি সাহসে
মোর অধিকার-মাঝে করে অত্যাচার!
বিশ্বজয় করিব এবার !!

কলিরাজ অগ্রসর হইলেন। "সকলে জয় মহারাজ কলির জয়" বলিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে তৎ-পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[ঘৃতসিক্ত পরমান্ন]

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং
যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন য-
ত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং
যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে
যত্র তং নৌমি গৌরম্ ॥ ৩ ॥

রহস্য গভীরতম,
অতি গুহ্য অনুপম,
কি প্রেম পরম-ধন
ছিল ঢাকা এত দিন!
কর্ম্মে কর্ম্ম-পর জন,
ধ্যানে যোগে যোগিগণ,
হয়েছে বিফল-শ্রম
কৃচ্ছ্র-ব্রতে তনু-ক্ষীণ?

বৈরাগী বিষয় ত্যজি
নিষ্কাম সাধনে ভজি,
পণ্ডিত বিচারে মজি,
তর্কে জয় করি দেশ ;
পূজা পাঠে ভক্তিমান্,
শ্রীবিগ্রহ, শালগ্রাম,
সেবিয়া অথবা, ঘ্রাণ
পায় নাই তার লেশ!

অধিক কি, শ্রীগোবিন্দ-
পদ-যুগ-অরবিন্দ
ভজিয়া ভকতবৃন্দ,
যে অমিয় অনুত্তম
পাই নাই কত কাল!
আজি তুমি কে দয়াল
মুক্ত করি মায়াজাল,
দিলে সবে সে রতন!

কত যত্নে মিলে নাই
যাহা কভু কোন ঠাঁই,
শুধু কৃষ্ণ-নামে তাই
সম্ভব যে দেখি আজ ;
হরি! হরি! হায়! হায়!
তাপ-দগ্ধ এ-ধরায়
কি সুধার সুধারায়
জুড়ালে হে রস-রাজ!

ভূতলে লুঠায়ে পড়ি,
প্রেমদাতা গৌরহরি,
বারবার নতি করি
আমরা তোমার পা'য় ;
তুমি পরাৎপর-তর,
পূর্ণ-প্রেম-সুধাকর,
তৃষিতে শীতল কর,
চাহে যে বা নাহি চায় !! ৩॥

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।

প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥ ৪ ॥

কহিব কেমনে অহো,
কত দয়া জীবে তাঁর!
এমন দয়াল প্রভু
কে আছে রে কোথা আর?
দেখেছে যে একবার,
পেয়েছে পরশ লেশ,
গাহিয়াছে—হা গৌরাঙ্গ!
হা গউর গোলোকেশ!

হৃদয়ে অথবা ওরে,
ভাবময় সেইরূপ
ভাবিয়াছে একবার
অসমোর্দ্ধ অপরূপ;
থাকিয়াও দূরে, কভু
শুনি তাঁর যশোনাম,
চরণ উদ্দেশে সেই
করিয়াছে যে প্রণাম,

আদর করিয়া কিম্বা,
তাঁহারে, তদীয় জনে
দেখায়েছে প্রীতি-কণা
কখনো যে কোন ক্রমে;—
দিয়াছেন প্রেম-সার
তাহারও হৃদয় ভরি,
দয়াল পরম সেই
আমার গউর হরি!
মরি, মরি,—এত দয়া
অতি ক্ষুদ্র জীবে যাঁর,
অনন্ত প্রণতি মম
চরণ কমলে তাঁর!! ৪ ॥

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥ ৫ ॥

কারুণ্য-কটাক্ষে যাঁর,—
কি বৈভব ভবসার!—
চরণ-শরণে যাঁর ভবে,
যোগি-ঋষি-অকিঞ্চন
মোক্ষ ও নরক-সম
জানি হেয়, ত্যাগ করে সবে;

দেখিয়া অনিত্য শোভা
স্বর্গ-সুখ মনোলোভা,
লভ্য বলি কভু নাহি গণে;
মোহন মন্দার-বন
সুর-নারী, সিংহাসন,
খ-পুষ্প সে দেখে সর্ব্বক্ষণে।

কৃপা-বলে সেই যাঁর
জীব-দেহে দুর্নিবার—
কাল-সর্প ইন্দ্রিয়-পটল,
হয় বিষদন্তহীন
হরিদাস্তে আজ্ঞাধীন,
মন্ত্রমুগ্ধ যথা অহিদল।

(ওরে) বিন্দু-কৃপা-কণে যাঁর
করে চিত্ত নির্ব্বিকার,
পূর্ণ সুখ সর্ব্বত্র প্রকটে,
প্রপঞ্চ-প্রচ্ছদে ঢাকা
মুরলী-বদন বাঁকা
দরশন হয় প্রতি ঘটে।
তৃণ-কীট হ'তে পর
ব্রহ্মা আদি মহেশ্বর,
একে সাম্য সবার পরম,
প্রত্যক্ষ কৃপায় যাঁর,
সেই সর্ব্বমূলাধার,
বন্দি সেই শ্রীগৌরচরণ ॥ ৫ ॥

প্রচার প্রসঙ্গ

[গৌড়ীয় মঠ-সন্দেশ]

গত রবিবার দিবস ভগবদাবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, বিদ্বন্মণ্ডলী এবং ভারতের বহু স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের অনুজ্ঞায় শ্রীপাদ নন্দসূনুব্রহ্মচারী মহোদয় সম্বন্ধ-জ্ঞান-তত্ত্ব ও শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে শ্রীল পরমহংসঠাকুর প্রয়োজনতত্ত্বের গভীরতম, সারগর্ভ ও মৌলিক উপলব্ধ বিষয়সমূহ এবং জগতের যাবতীয় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অক্ষজ বা অপরোক্ষ দার্শনিক গবেষণার সহিত অধোক্ষজ-কৃষ্ণপ্রেমের তারতম্য ও পরম চমৎকারিতা হৃদয়গ্রাহিণী ও আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ দিব্যসূরি অধিকারী ও শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তনে ও শ্রীমহাপ্রসাদবিতরণে সেই দিনের মহোৎসব সম্পন্ন হয়।

আগামী রবিবার দিবস শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বহির্গত হইবে। শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে এরূপ নগরে নগরে, ঘরে ঘরে অকাতরে, অযাচকে নাম-বিতরণ দুর্ভিক্ষের ক্লেশানুভবকারিজনগণের নিকট বড়ই আশাপ্রদ। শুদ্ধহরিনামকীর্ত্তন বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত—ত্রিবিধ পুরুষেরই পরমোপাস্য; সুতরাং আমরা বিশ্ববাসী সকলকেই এই মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনে আহ্বান করিতেছি।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিংওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের রসিকরঞ্জন অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইতেছেন। অনেক গ্রাহকই এই সংস্করণটীর জন্য বহুদিন হইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন এবং আমরা এই গ্রন্থটী পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীগীতাপাঠক গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ বহু পত্রাদি পাইতেছি, শীঘ্রই রসিকেন্দ্র-চূড়ামণিচক্রবর্ত্তিঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জনানুবাদ তাঁহাদের পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিবেন।

আর একটী বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, শীঘ্রই উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, রঙ্গরামানুজ ও আরও কয়েকটী দুর্লভ-টীকা, অন্বয়, অনুবাদ, বিবৃতি, তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা 'বেদান্ত,' বা 'বৈদান্তিক' শব্দে মায়াবাদ বা মায়াবাদিগণকেই বুঝিয়া রাখিয়াছেন অথবা যাঁহারা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নাই' অক্ষজ জ্ঞানী মায়াবাদিগণের ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের দুঃসঙ্গফলে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিচার করিয়া থাকেন অথবা যে সকল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর "মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্ত অধিকার" এবং "শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ" এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া উপনিষদ্‌ বা শ্রুতি বলিলেই মায়াবাদীর গ্রন্থ মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে।

[শ্রীভাগবত-আসন-সন্দেশ]

শ্রীভাগবত আসনস্থ শ্রীভাগবত প্রেস হইতে **"সাধন-পথ"** তৃতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ শিক্ষাষ্টকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত সংস্কৃত-ভাষায় 'সম্মোদনভাষ্য' ও গৌড়ীয়-ভাষায় রচিত-সঙ্গীতানুবাদ, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর পয়ারানুবাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যা ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পরম প্রয়োজনীয় ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট বিবৃতি এবং শ্রীরূপ-গোস্বামী-প্রভুর-উপদেশামৃত অন্বয়, উপদেশ-প্রকাশিকা-সংস্কৃত-টীকা, পীযূষ-বর্ষিণী-বৃত্তি ও অনুবৃত্তি ও উপদেশামৃত-ভাষা এবং প্রাকৃত-রস-শত দূষণী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ গোস্বামিপাদবচন প্রভৃতি সমন্বিত সাধকের সর্ব্বক্ষণ সহচরস্বরূপ 'সাধনপথ' নামক গ্রন্থখানি গ্রাহকগণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

১৯শে আগষ্ট ১৯২৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা গত রবিবারের উৎসববিবরণ যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

THE GAUDIYA MATH CELEBRATIONS.

The annual celebrations of the Calcutta Gaudiya Math (1, Ultadingi Junction Road) have been going on with full vigour since the 4th August last. We had an opportunity of visiting the Math on Sunday night where Sripad Nandasunu Brahmachari, Sundarananda Vidyabinode and His Holiness Paramahansa Paribrajakacharyya Sri Srimat Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur delivered interesting lectures before a large and representative gathering of all sections on some important and abstruse problems relating to the Vaishnava religion. The very sweet and melodious devotional songs of Sripad AnantaVasudeb Vidyabhusan, Dibyasuri Adhicari and Haripada Vidyaratna of the Math kept the audience spell-bound. Then a rich variety and plenty of Shree Mahaprasad were distributed amongst the gentelmen present. The devotees of the Math were all attention to the visitors.

We understand the 'Utsab' will go on for three weeks more. It is to be hoped the Calcutta public will not miss this opportunity of hearing some of the most inspiring religious discourses. Paramahansa Thakur and the Tridandi Maharajas of the Math meet the public individually in the afternoon.

"বজ্র হ'তে কঠিন"

['রসালা-মথিত দধি']

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ আচার্য্য নামে একান্ত-শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত এক পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার সদাচরণে তাঁহাকে সকলে সুপণ্ডিত ও 'আর্য্য' বলিতেন। এই পণ্ডিত আচার্য্য

মধ্যে মধ্যে (মহা) প্রভুর করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।

'ছোট হরিদাস' নামে এক ভক্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন বলিয়া

'ছোট হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।

গৃহে ব্যঞ্জনাদির বিবিধ দ্রব্যসম্ভার আছে। কিন্তু প্রভুর সেবার জন্য উত্তম তণ্ডুল সংগ্রহের চেষ্টা হওয়ায় একদিবস শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছোট হরিদাসকে আপনি ডাকিয়া বলিলেন

"মোর নামে শিখি মাহাতির ভগিনীর স্থানে গিয়া।
শুক্ল চাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥"

এই শিখি

মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥

শুধু তাহাই নহে

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন॥

এই সাড়ে তিন জন কে?—

(১) স্বরূপ গোসাঞি আর (২) রায় রামানন্দ।
(৩) শিখি মাহাতি তিন, তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥

আচার্য্যের ইচ্ছাক্রমে ছোট হরিদাস শ্রীমাধবী দেবীর নিকট হইতে তণ্ডুল মাগিয়া আনিলেন। হরিদাস-আনীত

"উত্তম তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস।"

প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জনাদি প্রীতির সহিত রন্ধন করিলে পর,

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।

তখন শাল্যন্ন অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট শাদা ও সরু চাউলের অন্ন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা?"

উত্তরে

আচার্য্য কহে 'মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা।'

ইহা শুনিয়া

প্রভু কহে 'কোন্ যাই মাগিয়া আনিল?'

আচার্য্য বলিলেন, ছোট হরিদাস দ্বারা এই তণ্ডুল আনাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন কিছু না বলিয়া অন্নের প্রশংসা করিয়া ভোজন করিলেন; কিন্তু

নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা।
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা॥—
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

যিনি শ্রীপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া, যাঁহায় কীর্ত্তন শ্রবণে প্রভুর উল্লাস হয়, তাঁহার প্রতি হঠাৎ এইজাতীয় কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কারণ জানিতে না পারিয়া নানাকথা ভাবিয়া চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। এইভাবে দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় হরিদাস তিন দিবস উপবাসে কাটাইলেন, তবুও তাঁহার প্রতি দ্বিতীয় আদেশ হইল না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীদামোদরস্বরূপ প্রভু প্রভৃতি কতিপয় পার্ষদ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোন্ অপবাধ প্রভু কৈল হরিদাস ?

এবং তাঁহার নিকট

কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস ?

শ্রীদামোদরস্বরূপ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ও 'বন্ধু'। তাঁহার সম্বন্ধে প্রভু বলিতেন—

"দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।"

"দামোদর সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।"

সকলে ভাবিলেন প্রিয়বন্ধুর অনুরোধ প্রভু নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। কিন্তু

প্রভু কহে "বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারেঁা আমি তাহার বদন॥

যেহেতু

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

বৈষ্ণব হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রীসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপ-বাসনায় না হইলেও অথবা কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিয়াও সেই কার্য্যটা বৈরাগীর কর্ত্তব্য হয় না। অতএব বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, তাহাকে ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না। সরলতা বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ। কপটতা ভক্তির বিরোধী উপশাখা-বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তি ক্রমে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন, কিন্তু লোকদৃষ্টিতে সেইরূপ আসক্ত প্রতিপন্ন হইয়া দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ পাইলে তাঁহার ব্যবহারে লোকে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে না। প্রাণযুক্ত স্ত্রীদেহ ত অপর পুরুষাকৃতিকে আকর্ষণ করিবেই, এমন কি—

দারু-প্রকৃতি হরে মুনরপি মন।

দারু (কাষ্ঠ)-নির্ম্মিতা নারীমূর্ত্তিও সাধারণ লোকের ত মন হরণ করেই, মুনিরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। কারণ

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

ইন্দ্রিয়ের স্বভাব বিষয় গ্রহণ, কেহ ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্ম্মুখতাক্রমে তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয়। বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারী দর্শনে ক্ষুব্ধ হন। এই হেতু শাস্ত্র বলিতেছেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

মাতা, ভগিনী এবং দুহিতার সহিতও নির্জ্জন স্থানে একাসনে বসিবে না। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

যে পুরুষের সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা হইবার পূর্ব্বে যাহারা ভেক গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নাম মর্কট-বৈরাগ্য। অনধিকারী জীবসকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য দ্বারা প্রকৃতি, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্ম কলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে। শ্রীদামোদরস্বরূপ প্রভুকে

এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।

গোসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ প্রমুখ সকল ভক্তবৃন্দ নীরব হইলেন। এই ভাবে কিছু দিন যায়, সকলে ভাবিলেন, শ্রীপ্রভুর কঠোরতা কোমলতায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার হঠ কামনা গিয়াছে। এই মনে করিয়া—

আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।

হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥

প্রভো! ছোট হরিদাসের মাধবী দেবীর নিকট অন্নভিক্ষা করার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল আপনার সেবার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ—আপনার সেবাসুখই তাহার অভিপ্রায় ছিল। তথাপি সেই কার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ, তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহাপরাধ বটে, কিন্তু প্রভুসেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে সামান্য বলিলেও বলা যায়। সুতরাং হরিদাসের সেই—

"অল্প" অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।

আপনি যে শাস্তি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে—

এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ॥

ভক্তবৃন্দের এই নিবেদন শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহা-

প্রভু কহে "মোর বশ নহে মোর মন।

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥

নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।

কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার উত্তর শ্রবণে ভক্তগণ কর্ণে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বীয় স্বীয় স্থানে বিষণ্ণবদনে গমন করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ !

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৩ই ভাদ্র ১৩৩২, ২৯শে আগষ্ট ১৯২৫ | ৩য় সংখ্যা

গৌরজন—শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কীর্ত্তন-মহোৎসব

মহামহোৎসব !

রাঘবের ঝালি

['মৃদু কেশিকা']

(১)

শ্রীভক্তি-বিনোদ তিথি !
অমিয়-আনন্দ-গীতি
গৌর-জন-মুখে মধু-গীতায়ন-রবে,
মধুর মধুর-তর,
উদারায় উঠে স্বর,
করে নৃত্য ভক্তগণ মত্ত মহোৎসবে !

(২)

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—
হরিধ্বনি অবিরাম,
প্রতি শব্দে ঢালি প্রাণ উন্মুখ-উচ্ছ্বাসে,
ঘোষে সবে প্রেম-মগ্ন
পূতাত্মা-প্রকট-লগ্ন,
ভক্ত্যঙ্গ পরম হরি-ভজন-উল্লাসে !

(৩)

কি প্রবল আকর্ষণ !
কি মদ সে সম্মোহন !
উচাটন সর্ব্বজন 'শত কর্ম্মে বাঁধা,
তুলি 'হরি' 'হরি' রব,
আস্বাদনে অভিনব,
ছুটে আসে দলি পদে শত বিঘ্ন বাধা !

(৪)

ভজনে, ভোজনে কেহ
প্রসাদিতে জড় দেহ,
কেহ বা দেখিতে রঙ্গ করে আগমন ;
ধন্য সাধু-সম্মিলনে
সকলেই শুভক্ষণে
ভক্ত্যঙ্গ-সাধনে শুদ্ধ অনর্থ-বারণ !

(৫)

হরি ! হরি !—কি সুযোগ !
ল'য়ে মাত্র জড়-ভোগ
ভুলেছে যাহারা লক্ষ্য জীবনের হায়,
মজিয়া মায়া-স্বপনে
ত্যজি নিত্য-নিজ জনে,
বিপন্ন বিপথে, কু-আদর্শে কু-শিক্ষায় !

(৬)

দেখ রে তা'দের তরে,
গৌরহরি কৃপা ক'রে,
মিলায়েছে কি দুর্ল্লভ দেবতা-বাঞ্ছিত
সর্ব্বাঙ্গ-সাধনোপায় !
উচ্চাবচ সবে যা'য়
পায় পদ সর্ব্বোত্তম মহেন্দ্র-বন্দিত !

এস সবে, মহোৎসবে হও সম্মিলিত !
গাহ শুদ্ধ সমস্বরে বাঁধিয়া হৃদয়,—
গৌর-নিজ-জন ভক্তিবিনোদের জয়!

———:*:———

ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের প্রতি

["নারিকেল খণ্ড"]

কে গো তুমি মহাজন দাতাশিরোমণি! কে গো তুমি করুণহৃদয় পরদুঃখদুঃখি! কে গো তুমি নির্হেতুক-করুণাসিন্ধো অতিমর্ত্ত্য-পুরুষ! এই শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে, এই মায়ামরুতে, নাস্তিকতাতপ্ত ধরিত্রীবক্ষে, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মের মায়ামরীচিকামধ্যে শুদ্ধগৌরবিহিত কীর্ত্তনের বন্যা আনয়ন করিলে!

কে গো তুমি, 'সর্ব্বোপকারক'! অসংখ্য অকল্যাণের ক্ষেত্রে কল্যাণকল্পতরুর বীজ রোপণ করিলে! কে গো তুমি অপ্রাকৃত কবে! কাকতীর্থসম কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সাহিত্যকণ্টক-কাননে পরমহংসকুলপ্রিয় অপ্রাকৃত সাহিত্যকুঞ্জ রচনা করিয়া গৌর-গুণ-গাথা-মুখর ভাবী পিককুলের আশ্রয়স্থল রাখিয়া গেলে!

তোমার 'কল্যাণকল্পতরু' এখন পল্লবিত ও পুষ্পিত হইতেছে! তোমার অপ্রাকৃত সাহিত্যকুঞ্জ এখন গৌর-গুণ-কীর্ত্তনে মুখরিত! হে চৈতন্যমনোভীষ্টপ্রচারকবর! আজ তোমার অভীষ্টবিটপী ফলপ্রসূ।

তোমার প্রকটবাসরে অধম আমরা, দীন হীন অযোগ্য আমরা, তোমাকে কি অর্ঘ্য প্রদান করিব? তুমি অদোষ-দর্শী, পতিতপাবন! তাই ভরসায় বুক বাঁধিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তোমারই দেওয়া যথাসর্ব্বস্বে তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া জিহ্বা সার্থক করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

হে কৃষ্ণৈকশরণ মহাপুরুষ! আমাদের আর কোন নিজস্ব পূজোপকরণ নাই। তোমার পদনখশোভাভাস দর্শন করিবার পূর্ব্বে বহু জিনিষ নিজস্ব মনে করিয়া দাবী করিতেছিলাম! ওগো রূপানুগবর! তাহাও তোমার "শরণাগতির" শিক্ষায় ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে।

হে আচার্য্যবর! তোমার 'শিক্ষামৃত' আমাদের যাবতীয় প্রাক্তনশিক্ষাকে অসৎশিক্ষা বলিয়া ধারণা করাইয়া আমাদের হৃদয়মরুতে গৌরলীলাসুধাসরিৎ প্রবাহিত করাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। তোমার 'উপদেশ-পীযূষবর্ষিণী বাণী' আমাদিগকে 'সাধনপথে'র কণ্টকগুলি উৎপাটন করিবার প্রণালী এবং সাধন-ক্রমোন্নতিতে, অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত ব্রজে, অপ্রাকৃত দেহে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, গুরুরূপ-হরিজনকুঞ্জে, তাঁহার পাল্যদাসী হইয়া বাহে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসেবায় বার্ষভানবীর পরিচর্য্যারূপ ভজনচাতুরী প্রদর্শন করিয়াছে। হে গৌরজন! তোমার "জৈবধর্ম্ম", শ্রীসনাতন-শিক্ষার তাৎপর্য্য ও নিখিল-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত সনাতনধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য এবং প্রয়োজনতত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে।

হে নামাচার্য্য! তোমার 'হরিনামচিন্তামণি' আমাদিগকে নাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া নামতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক সৎসঙ্গে শুদ্ধ-হরিনাম-সেবায় প্রোৎসাহিত করিয়াছে। তোমার "ভাগবতার্ক-মরীচিমালা" আমাদের জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত কল্মষ ও কৈতবরাশি চিত্তগুহা হইতে বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে মহাভাগবতবর রূপানুগ-প্রবর শ্রীগুরুদেব ও ভাগবতবৈষ্ণব-গণের পাদপদ্মনখশোভাদর্শন করিবার যোগ্যতা প্রদান করিতেছে।

হে চৈতন্যচরণমধুপ! তোমার শ্রীচরিতামৃতের 'অমৃত-

প্রবাহ' শ্রীবার্ষভানবীদয়িতের আনুগত্যে পান করিলে জীব নিশ্চয়ই অমর হইতে পারে। তোমার "সজ্জনতোষণী" সজ্জনকুলাপালক শ্রীল রূপপাদ ও তাঁহার পাল্যবর্গের সন্তোষ-বিধান করিয়াছে। হরিতোষণবিমুখ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর অসজ্জন 'সজ্জন-তোষণী'র শোভাসম্পদ্ দর্শনে অসমর্থ।

হে গৌরনিজজন! গৌরনাম ও গৌরধাম প্রচারই তোমার প্রপঞ্চলীলায় জীবনব্রত ছিল; কিন্তু, তাই বলিয়া তুমি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিপর 'গৌরনাগরী' বা 'গৌরবাদী' হও নাই। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আনুগত্যে রূপানুগপদ্ধতিতে রাধাগোবিন্দভজনই তোমার প্রচারিত ও প্রদর্শিত পথ।

শ্রীগৌরসুন্দর যেমন শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনীয়া লুপ্তা রসকেলি-বার্ত্তা এবং ব্রজরাজনন্দনের বিবিধ বিহারস্থলী দ্বারা পুনরায় জগতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগেও তিনি তোমার দ্বারা অভিন্ন-ব্রজধাম লুপ্ত স্বীয় জন্মস্থলী ও রসলীলাবার্ত্তা পুনরায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

হে বিষ্ণুপাদ! আপনি পরমহংসধর্ম্মাশ্রিত হইলেও সাধনরাজ্যে অবস্থিত জীবগণের জন্য দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমহংস-বৈষ্ণব যে সর্ব্ব-বর্ণাশ্রমীর পরিপালক ও গুরু তাহা আপনি আপনার গ্রন্থমধ্যে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর যেমন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরে প্রেরণ পূর্ব্বক গল্‌তার গাদী রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করাইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় ও যাবতীয় পূর্ব্বপক্ষ নিরসনে অদ্বিতীয়, বলদেবসদৃশ শক্তিধর, লক্ষ্মণ দেশিকের ন্যায় মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ-নিরসনে 'দক্ষ' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে বালিঘাই উদ্ধবপুরের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-নিরসনী-সভায় প্রেরণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও দৈব বর্ণাশ্রমীর তদধীনত্ব প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতে একটি চিরস্মরণীয় অতুল কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

আপনার অসংখ্য গুণগাথা আমরা কোটি কোটি জিহ্বা দ্বারা বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না। আপনাকে যাহারা অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে যাইবে তাহারা বঞ্চিত হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যেমন শ্রীজীবপাদকে উপেক্ষা করিয়া রূপানুগত্যের ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক রূপানুগ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তদ্রূপ যাহারা আপনার যাথার্থ্য-বেত্তা, আপনারই মনোভীষ্টের বিকাশসাধনকারী ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্য পরিহার করিয়া আপনার আচরণ ও ভজনপ্রণালী অক্ষজজ্ঞানে বুঝিবার চেষ্টা করিবে, তাহারাও ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।

হে প্রভো! হে রূপানুগবর! আমরা যেন নিরন্তর আপনার মনোভীষ্টসেতুবন্ধনকার্য্যে একটী সামান্য ও নগণ্য কাষ্ঠবিড়ালীর ন্যায়ও সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

জন্মোৎসব-সঙ্গীত

[অমৃত কর্পূর]

[১]

কার কথা আজি, কোন্ ভাষা দিয়া
কে ভাষিবে ওগো,—শকতি কা'র ?
প্রাকৃত জগতে, প্রাকৃত ভাষায়
প্রকৃতি-জন কি রে যোগ্য তা'র ?

অমর-কন্যার অমিয়-রাগিণী,
তা'ও জানি যে রে আবিলতাময়,
নহে যোগ্য তাহা, করিতে কীর্ত্তন
কীর্ত্তি-গাথা তাঁর নিত্য নিরাময়!

কথা যথা গান, বংশী-প্রিয় সখী,
চিদানন্দ জ্যোতিঃ, আস্বাদ্য পরম—
শ্রীগোবিন্দ প্রেম- রস-সুধা-সার,
নাহি যথা আর অন্য আকিঞ্চন;

বৈভব তাহার— ভাষা-ভাব-প্রেম
পূর্ণানন্দময়, পূর্ণ শক্তিমান্
সেই রে কেবল, করিতে প্রকাশ
মহা-মহাত্মার সেই গুণগ্রাম!
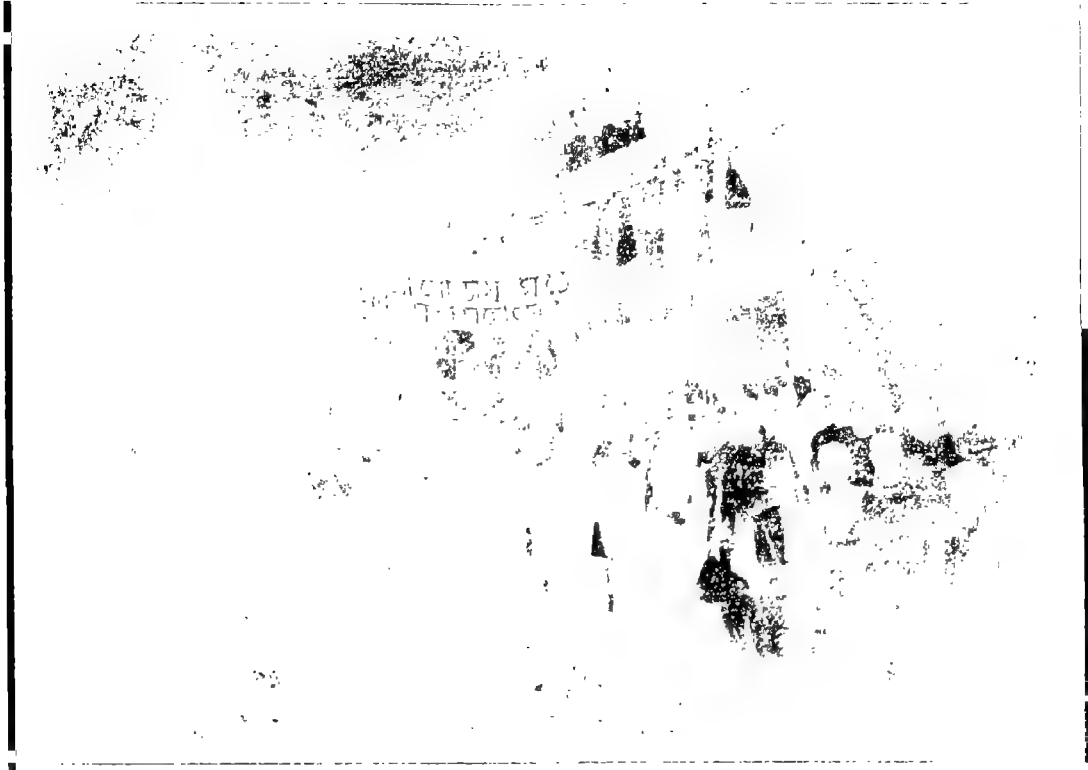
[মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন]

দাও শক্তি সেই　　ভক্তি ভাব ভাষা
পূর্ণ করি আশা তৃষা আজি সবে,
শুভ লগ্নে এই,　　সর্ব্বস্ব ঢালিয়া
গাহি গুণ তাঁর সুগভীর রবে!

[২]

হে গউর-জন,　　হে ভারতবাসি,
আসমুদ্র হিমাচলে যে যথায়,—
জান কি তোমরা　　কোন্ মহাপ্রাণ
আসিলেন আজি এ মরতে হায়?

হেরি অপ্রকট　　অমিত-প্রভাব
আত্মজন সহ গোলোকের ধনে,
কালক্রমে যবে,　　বিক্রমে অপার,
আবার সে কাল কলির তাড়নে,

পিশাচী মায়ার　　প্রিয় সঙ্গিগণ
তাণ্ডবে ভীষণ ভারতের বুকে,
করিল সৃজন　　অনর্থ বিষম
কাঁদিল সজ্জন নিদারুণ দুখে,

মহা-সত্ত্ব সেই　　কে সত্য-স্বরূপ
আসিয়া তখন তাপিত এ ভবে,
কি অমৃতে পুনঃ　　করিলা শীতল,
জিনি দুষ্টবল প্রবলাহবে?

আছে কি রে কেহ,　　আর্য্যভূমে আজো
বিভোর বিষম বিষয়-মদে,
পুণ্যশ্লোক সেই　　সাধু মহাত্মার
শুনে নাই নাম, লুঠে নাই পদে?

ওই-ওই শুন　　সাগর-কল্লোলে,
গগনের কোলে অনিল-প্রবাহে,
মুক্ত-কণ্ঠে "ভক্তি　　বিনোদের জয়!"
জীব জড় সবে শত-মুখে গাহে!

কেন গো?—কি গুণে　　কিনিল সবারে,
জিনিল সবা'র হৃদয় সে জন?

দিল কি আনিয়া অমূল্য সে নিধি
অতল জলধি করিয়া মন্থন ?

কি বলিব অহো,— হারানিধি কোন্
মূল প্রয়োজন কি দেব নরে,
মথিয়া বিস্মৃতি- সাগর বিপুল,
দিল সেই পুনঃ মোদের করে !

আবর্জ্জনা-স্তূপে, অনুত্তম লোকে
শ্রীগ্রন্থ-সম্পদ কৌস্তভ-সমান,
ছিল যে আবৃত, অনাদৃত, তাহা
করিল উদ্ধার সেই মহাপ্রাণ !

বিষ পান করি বসিল মরিতে
কালবশে মহাভারত যখন
আত্মহারা পুনঃ, লক্ষ্যহারা; তবে
দিল সে-ই সবে অমৃত পরম !

[৪]

উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত সে-ই, থাকি অধিষ্ঠিত
ব্রিটিশ-শাসিত বিচার-আসনে,
বিপুল সংসারে শত বিষয় ব্যাপারে,
আত্মসংস্থ সদা অনাসক্ত-মনে ;

প্রাণপাত পরিশ্রমে জীবন সঁপিয়া
মথিয়া বিশাল বিজ্ঞান-সাগর,
শাশ্বত সাত্বত শত-গ্রন্থে অনাবিল
গাঁথিলা রতন-মালিকা সুন্দর।

বিদ্যা-মহোদধি কত, জ্ঞান-মহীধর,
জনমিল এই জগত-মাঝারে ;
কে দিল মোদেরে হেন মহানিধি আর,
অপ্রকট প্রভু হইলে সংসারে ?

ঘোর অত্যাচারে মহাদস্যু মায়াবাদ
মিথ্যা-দানবীর সহিত মিলিয়া,
স্মৃতির সহায়ে পুনঃ ছদ্মবেশে কত
ভ্রমিল ভুবন সবারে মোহিয়া !

অবশে ছুটিয়া শত সাধক পণ্ডিত
যোগাইল ভোগ তাহাদেরি মুখে ;
শুদ্ধ-ভক্তি-পথ রুদ্ধ হইল আবার,
বসিল কুব্যাখ্যা সাধু-শাস্ত্র-বুকে !

বৃত্র-বধে বজ্রপাণি দেবেন্দ্রের মত,
সজ্জন-তোষিণী অশনি সমান
লইয়া তখনি তিনি 'হরিধ্বনি' দিয়া
সম্মুখে সবা'র লইলেন স্থান !

মহাশক্তি **জৈবধর্ম্ম** সে অশনি মুখে
হইল প্রকাশ অবিনাশ বলে,
মুহূর্ত্তে করিল ভস্ম দস্যুর প্রভাব ;
পলাইল দূরে দুর্জ্জন সকলে !

তারপর এক একে, শ্রীগৌরসুন্দর
করি ভর সেই নিজ-জনে তাঁর,
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত আদি গ্রন্থরাজ
ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপে করিলা বিস্তার ;

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা,—সদা সাক্ষাৎ আমরি
কৃষ্ণকৃপা যাহে মোহ-মৃত্যুবাণ,
অজেয় অমোঘ বল শত মুখে উঠি
শত দিকে তথা হ'লো বহমান !

গণিয়া প্রমাদ মহা মায়াবাদ-বল
লুকাইল তাহে নরকে গভীর ;
অকৈতব ভাগবত ধর্ম্ম সনাতন
হইল প্রকাশ নির্ম্মল-শরীর !

কুব্যাখ্যা-কলুষ-মুক্ত বৈষ্ণব-বিজ্ঞান—
মেঘমুক্ত অনন্ত ভাস্কর,
হইল বিকাশ স্বপ্রভাবে পুনর্ব্বার,
অপগত ভীত অনর্থ নিকর !

বিশ্বনাথ-বলদেব-ভাষ্যে সুশোভিত,
রসিক রঞ্জন তাহে চমৎকার
বিদ্বদ্রঞ্জন অন্ত বঙ্গার্থে উর্জ্জিত,
হইল প্রকট গীতা তত্ত্বসার !

নিখিল-বেদাদি-শাস্ত্র-মথিত অমৃত
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-হরি
হলেন উদয় পূর্ণতম পরন্তপ
দুষ্কৃত-বিনাশে যথা মধু-অরি !!

[৫]

হরি ! হরি ! হরি ! কি মহেন্দ্র যোগ !
ধন্য, ধন্য, **ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**
মহালগ্নে কোন্ আসিলে ভারতে,
সাধিলে কি হিত জগতে আতুর !

রাজরাজেশ্বর হইতে ভিখারী
ঋণী সকলেই তোমার চরণে ;
তোমারি কৃপায় কৃষ্ণকথামৃত
মিলে অনিরুক্ত পিপাসিত জনে !

তোমারি কৃপায় কাম-কর্ম্মময়
মোহ-কোলাহল-মুখর নগরে,
শুনি আজি পুনঃ প্রাণভরা-তান
'হরে কৃষ্ণ' নাম ভবনে প্রান্তরে !

পূর্ণ কৃপাময় তোমারি বৈভব
সুযোগ্য তোমারি অমর আসনে
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ওই
শুদ্ধ-ভক্তি-সুধা দেন সর্ব্বজনে !

তোমারি কৃপায় তোমারি কৃপায়
দগ্ধ মরুভূমে স্নিগ্ধ গঙ্গা বারি
বহে আজি অহো, অজস্র ধারায় !
কি মহিমা তব কহিতে না পারি !

স্বপনেও কেহ ভে'বেছিল কি রে
ঘোর কলিযুগে এমন অপার,
দেখিবে প্রত্যক্ষ সম্মুখে সাক্ষাৎ
গোলোক-বৈভব ভূলোকে আবার ?

ক'রেছিল আশা ভরসা কেহ কি,—
বিজাতীয় ভাবে মত্ত এ-ভারত
ভরিবে আবার শুদ্ধ সাধুভাবে,
বুঝিবে আপন অতুল সম্পদ ?

(অহো,) এখনো অন্তরে ডুবি মোহ ঘোরে
কে আছরে ভাই আমার মতন,—
কহে 'কৃষ্ণামৃত' দণ্ডবৎ ভূমে,—
এস ছুটে, লুঠে লহ সার ধন !

দিও এক কণ,— সাধি শেষে সবে
দীনহীন আমি সবার চরণে,—
পানকরি সুধা, দিও পাত্র-শেষ
কৃপা করি মোর তৃষিত বদনে।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৬ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা)

"কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈল পরম সুবাস॥"
—দময়ন্তী-রচিত রাঘবের ঝালি

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়—"আত্মার নিত্যাবৃত্তি।" কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞানলাভ দুই প্রকারে সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ ব্যক্তিগত ধারণায় বা সমষ্টিগত ধারণায় আরোহপন্থাক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে বস্তুর কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা দ্বারা বস্তুর বাস্তব সত্য নির্ণীত হয় না। বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্যসত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন-জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয় তখন তাহার দ্বারা যে সূর্য্য দর্শন করা যায়, তাহাই সূর্য্য-সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বাস্তবজ্ঞানই বেদ্য।

[কাশীধামে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারকালে শ্রীপাদঅধোক্ষজদাস অধিকারী মহোদয়ের ভবনে গৃহীত আলোক চিত্র হইতে। শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের দক্ষিণে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও আচার্য্যত্রিক শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ এবং বামে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ও শ্রীঅধোক্ষজদাস অধিকারী ও তৎসন্নিকটে শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী।]

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নহে। যেমন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কোন কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্কবুদ্ধি বালকের হস্তে পতিত হয় তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোনই মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণতবয়স্ক, পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারিব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্য যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, কালক্ষোভ্য। উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান, অশীতি-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক। আবার শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তি সহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব জ্ঞান ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ, নানাপ্রকার দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তবজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নাম অধিরোহ বা অক্ষজ জ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ, বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদংততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতোযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অধিরোহ-বাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয়বস্তু লাভ হইলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে, এমন কি উপায় এতদূর অনিত্যক্রিয়াবিশেষ যে উপায়ের হাত হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই "রক্ষা পাইয়াছি" বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয় তখন ইহাতে কোন বাধা নাই। ইহা নির্বাধজ্ঞান। বহুদূরে অবস্থিত সূর্য্য, যেখানে সূর্য্য আছে সেইস্থান হইতেই যখন আলোক নির্গত হইয়াছে তখন সত্যের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকটে অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তববস্তু দর্শন করাইতেছে, ইহারই নাম অবরোহবাদ।

নীচ হইতে উপরে উঠা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম আরোহবাদ, উহার দ্বারা বস্তুর বাস্তব জ্ঞান হয় না। বস্তু অনেক সময়ে কল্পনার ছাঁচে কাল্পনিক বস্তু গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

উপর হইতে নীচে অবতরণ করা অর্থাৎ বাস্তববস্তু স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু যখন নিজে তাঁহার নিজের স্বরূপ অবিকৃত নির্বাধরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান লাভ হয়, ইহারই নাম অবরোহবাদ বা অধোক্ষজজ্ঞান।

"আত্মার নিত্য। বৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে "আত্মা" কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। "আত্মা" শব্দের অর্থ "আমি"। এই 'আত্মা' বা 'আমি' বিচার করিতে গিয়া প্রথমমুখে বহির্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই "আমি"। 'স্থূলদেহ-ই আমি' ইহা অনুভূতিতে আসিলে আমরা স্থূলশরীরকে নানাপ্রকারে সাজাইয়া থাকি; ভাল খাওয়া দাওয়া থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্" ইহাই তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই "আমি" মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের "আত্মা" বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্মশরীরকেই "আমি" বলিয়া বিচার করি এবং নানাপ্রকার বাহ্যক্রিয়া কলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিবিধানকল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়, কেবল নিজ স্থূলশরীরেই "আমিত্ব" আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ "আমিত্ব"-কে কিছু বিস্তার করা যাউক্। তখন আমরা ভাবি, হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত, জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্যচিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজসংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা-লাভ দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে—খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি-বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরি-পুষ্টি এবং তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক—এইরূপ নানা-প্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই "আত্মা" বলিয়া মনে করি তখন ঐ সকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্যা বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে "আত্মা" বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দুইটী উপাধি বা "অনাত্মবস্তু।" আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তন-শীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থ-সিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ এবং মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতিমুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চমবর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় "আমি" বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে

ধান্তের সহিত সমবর্দ্ধিত খ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্তক্ষেত্র' বলি া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর নিরূপণ হইল না। ধান্তক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্য-ক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতনভাবকে আমরা অনেক সময় "আমি" বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই "আমি" হইত তাহা হইলে, মন—'আমি যাহা নই' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন-বস্তু-দর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন—কেবল চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,—অচেতন ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবলচেতনধর্ম্মযুক্তবস্তুদর্শনে অসমর্থ। "আত্মা" কখনও 'অনাত্মার' অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি এক সময়ে মূর্খ, একসময়ে পণ্ডিত, একসময়ে নিদ্রিত, একসময়ে জাগরিতই বা কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্ম-বৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ডবস্তুতে মমতানিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ'কথাও ঠিক নয়। কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার, যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে এই মাত্র। যেমন, 'আমরা যদি কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেসনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল; কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথে পৌছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত করার দরুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন, স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর বৃথাবিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। "আমি" বা "আত্মার" অনুশীলনীয় একমাত্র "পরম" + "আত্মা" অর্থাৎ "পরম-আমি"; কিন্তু বর্ত্তমানে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, রূপ অরূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের শ্রীরূপদর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে "আমার সুখ" ও "আমি—"এই উভয়ের মধ্যে যে ভিন্নতা তাহা কাল্পনিক মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, আমাকে সুখাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? সুন্দর-দন্ত, প্রখরদৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু সব নষ্ট হইয়া যায়। বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সুখ হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করে? আসব অর্থাৎ মদ্য আমাকে ক্ষণিকের জন্ম আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্যা বৃত্তির অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কেহ কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়াদেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৮।

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্মধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

তবে আত্মার বৃত্তি কি?—এই অনুসন্ধান আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, কেবল চেতনভাব বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড় নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা চেতনধর্ম্মযুক্ত; চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, শব্দশ্রবণাদির জন্য আনন্দের উদয় হয়। যেখানে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেখানে আস্বাদ্য আস্বাদক ও আস্বাদন ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেই স্থানে আনন্দের উপলব্ধিই বা কোথায়? "ত্রিগুণাত্মক আমি" দোষযুক্ত বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত "আমি'' পরম প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্যবিচারে যদি উপাদেয় বস্তুও পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত'—প্রস্তরাদি অচেতন বস্তুতেও রহিয়াছে! জড়দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। আমার একটী ফোড়া হইয়াছে, আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমার ফোড়া নিরাময়ের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলে ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।" ফোড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আমার আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনা.. করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্যও নষ্ট করিতে হইবে—এইরূপ বুদ্ধি মূর্খতা মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। "আমি''র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নষ্ট করা বিহিত হইতে পারে না। "আমি" নয় যে বস্তু তাহার বিনাশ হউক্। চেতনের বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যা বৃত্তি।

আরোহবাদ দ্বারা লব্ধ নির্ব্বিশিষ্টভাব নাস্তিকতা মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম' শব্দ বাচ্য নহে। উহা ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া-কথা মাত্র। আমি আর যাইতে পারি না, যাইতে যাইতে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া নির্ব্বিশেষভাবকে বরণ করা একটা জাগতিক অনুমিতি হইতে কষ্টকল্পনামাত্র।

অনাত্মবস্তুর দোষ আত্মবস্তু মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা চিদ্বিলাসমধ্যেও কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন "নিত্যা বৃত্তি" শব্দবাচ্য নহে। "আমি'' জিনিষটী "আমার'' অনুসন্ধান করে। "আত্মা" "পরমাত্মার'' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

জগতের বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাবা খেলিতে পারি কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথা দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের "কেন কং বিজানীয়াৎ" মন্ত্রে অনাত্মনিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্মাতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অজ্ঞজ্ঞানোত্থ বিচার নিরসন করিবার জন্য শ্রুতির এই মন্ত্র। কারণ বৃহদারণ্যক—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারা আত্মার অনুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বাসুপর্ণা'', শ্বেতাশ্বতরের "অপাণিপাদঃ" মন্ত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটী মাটীর জিনিষ অপর একটী মাটীর জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না। দুইটী মাটীর জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা—প্রয়োজক কর্ত্তা, জীবের তাৎকালিকবদ্ধ অভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করান্। তখন বদ্ধজীবের অভিমানে জগৎরূপ ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে। "ঈশাবাস্য" শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে, জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, 'কুক্কুর-দন্ত' হইয়াছে মৎস্য মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থের জন্য। অনাত্মবৃত্তিতে

"আমি" বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহু স্থানের মালিক। এইরূপ বুদ্ধিতে জীব নিজকে কর্ম্মফলের ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়।

এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সমগ্র জগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্ম-প্রচারক, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা,সকলেই চান তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্ম-বৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। "আমার ভোগ" "আমার ভোগ" 'দেহি' 'দেহি' রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা একবারও কীর্ত্তন করে না। যে দিন হৃষীকেশের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র কৃত্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' শ্রুতি মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই গীতোপনিষদ্‌বাক্যে "পরম সমতা" উপদিষ্ট হইয়াছে।

"মুক্তাঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

—এই বাক্যে শ্রীধর মুক্তকুলেরও নিত্য সেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে যেখানে অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেখান হইতেই পরমপুরুষের সেবা হওয়া উচিত। আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে মানুষ, দেব, পশুপক্ষী যেখানে যতপ্রকার অস্তিত্ব তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য কিছু "বৃত্তি" শব্দ বাচ্য নহে। অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যেদিন আমরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যে দিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। প্রাজাপত্য আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না। লোক ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ, দুস্তর আর্য্য-পথ, নিজ-পরিজন, স্বজনাদির তাড়ন ভৎর্সন কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। ভগবানের নাম-মধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে। চেতন-চক্ষুদ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়নপথের পথিক হইবে। সেই পরমাশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব। ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব। বাহ্যজগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্ম্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা নিত্যা বৃত্তি লাভ করিয়া স্থায়ীভাব রতিতে আলম্বন, উদ্দীপনরূপ বিভাব এবং অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণ করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরম পীঠ লাভ হয় তাহাই—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

আত্মবৃত্তি পঞ্চবিধ রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্ত রসটী প্রতিকূলভাব পরিত্যক্ত একটী নিরপেক্ষ অবস্থান মাত্র। দাস্য রস দ্বিতীয় রস। দাস্য রস কিয়ৎপরিমাণে মমতাযুক্ত; সুতরাং তারতম্যবিচারে দাস্যরস শান্তরসের গুণ ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত, ইহাতে দাস্য রসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই। উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজিত। বাৎসল্য রস দাস্য রস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে পরম বিষয়-বস্তুকেও পাল্য ও আশ্রিত জ্ঞান হয়। মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারি রসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। জীবের স্বরূপবিচারে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে—

"কৃষ্ণের স্বরূপ হয় জীবের নিত্যপ্রভু।"

শ্রুতিমন্ত্রে যে "আত্মরতিঃ," "আত্মক্রীড়ঃ" প্রভৃতি শব্দ

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্যা বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। 'রনজ্' ধাতু হইতে 'রতি' শব্দ নিষ্পন্ন। 'রনজ্' ধাতুর অর্থ 'অনুরাগ' বা 'টান'। "আত্মা" শব্দে "আমি"; "পরমাত্মা" শব্দে "পরম—আমি।" অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভবশক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃসত্তাধিষ্ঠান সমগ্র আমি বা পরমাত্মাও "আমি-ই"; বিষয়বিচারে 'পরম আমি, আশ্রয় বিচারে অনুশক্তিক প্রভু-বাধ্য বিভুর অধীন 'ক্ষুদ্র-আমি'। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তু একটী তাহাই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব অর্থাৎ চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যযুক্ত অদ্বয় তত্ত্ব। "পরম—আমি" বা বিষয়তত্ত্ব-"আমির" স্বার্থ পূরণ করাই আশ্রয়াম্বিতার নিত্যা বৃত্তি। কিন্তু এই স্থানে মধুসূদন সরস্বতী পাদ সাযুজ্যমুক্তিকে নিত্য ভক্ত্যন্তর্গত বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'পরম আমি' হইয়া যাওয়াই অর্থাৎ সাযুজ্যলাভ করাই "আমির" সালোক্যাদির ন্যায় অন্যতম স্বার্থ ইহাতে নিত্য বিলাস-বৈচিত্র্য বাধা পাইতেছে। সুতরাং এইরূপ বিচারের মূলে হৈতুক ভোগবাদ নিহিত। শুদ্ধাদ্বৈতবাদিশ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং তদনুগত শ্রীধরের শুদ্ধ বিচারের সহিত মায়াবাদীর বিচারের ইহাই ভেদ। শ্রীধরের এই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া অক্ষজজ্ঞানিগণ 'ভক্ত্যেক রক্ষক' শ্রীধরকে মায়াবাদীর অন্যতম মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তদীয়সর্ব্বস্বভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিশিষ্ট-ব্রহ্মবাদ লোকে বুঝিতে ভুল করিয়াছিল বলিয়াই সুদার্শনিকের ক্ষেত্রে শুদ্ধদ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

সত্য বাস্তব সত্য, পরম সত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যে আবদ্ধ। রসময় রসিকশেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্তজনগণের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই সেবার অধিকার পাইব। সেদিন আমাদের কবে হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা মানব জীবনের কর্ত্তব্য জানিতে পারি। তিনি জাগতিক অভ্যুদয়ের কোন ব্যবস্থা পত্র দেন নাই, তিনি জগতের মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, যাহার মহত্ত্ব নাই তাহাকে মহত্ত্ব প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অপরে আক্রমণ করিলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আক্রান্ত হইতে বলিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন কর—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

'চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন' শব্দ দ্বারা চিত্তদর্পণে কুদার্শনিকের মতবাদ ও কৈতব-রাশি এবং প্রাক্তন অনর্থ ও অভদ্ররাশির অপসারণ সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে যাবতীয় অন্যাভিলাষ ও কুদার্শনিকের মতবাদ বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে কর্ম্মপ্রমত্ততারূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌কীর্ত্তন চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অখিল কল্যাণের কোমল কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। কৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তন বিদ্যাপতি, প্রতি পদে পদে আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধনকারী, অপ্রাকৃত পীযূষাস্বাদপ্রদাতা, প্রেমবিধাতা ও সুপর্ণবিশিষ্ট আত্মবিহঙ্গমের চিদাকাশে চিদ্বিলাস-সেবা-স্বাধীনতা-প্রদাতা।

কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই। অনাত্ম-প্রতীতিতে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানাকর্ম্মাদিরই বহুমানন হইয়া থাকে। জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে, মায়ার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণনাম ব্যতীত জগতে আর কোন ঔষধ নাই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। বর্ত্তমান সময়ে হরিনামের মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণ-দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলে ব্যস্ত। হরিনাম ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। অষ্টপ্রহরের পর আবার খাওয়া দাওয়া থাকার কথা, আবার বাদবিসম্বাদের

কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে অষ্টপ্রহর বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধ-গ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। বর্ত্তমানের বিকৃত অষ্টপ্রহরে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তিত হয় না। মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির-উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে মায়ার সংকীর্ত্তনকে 'কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বলিয়া জগতে জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমল শ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

ভগবান্ ত্রিশক্তিধৃক্ ; বেদ বলেন,—"ত্রেধা নিদধে পদম্"। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থ শক্তিত্রয় তিনটী পদ। আমরা ভগবানের এই তিনটী শক্তি ভুলিয়া ভগবানের বিক্রম বুঝিতে পারিতেছি না। 'কৃষ্ণ'কে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গম্য মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি, তাহাতে আমাদের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণ-নামে কৃষ্ণের তোষণ হয়, অমুক বড়লোক, অমুক অর্থদাতা, অমুক দেবতা সন্তুষ্ট হইবে—এরূপ নহে। কৃষ্ণবস্তুকে জড় ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ অগ্রসর করিয়া দেওয়া মাত্র।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত—

'ভগবানের হাত পা, চক্ষু, নাক, মুখ, শরীর সব কাটিয়া দেও (!); ভগবানের সমস্ত ভোগ কাড়িয়া লও (!) যত ভোগের যন্ত্র ও ভোগের উপাদান মানুষ, পশু, পিশাচাদির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' বিষ্ঠার তাজা ও শুক্‌না অবস্থাদ্বয়—উভয়ই পরি-ত্যাগের বস্তু।

'কৃষ্ণ' একজন ইতিহাসের মানুষ, 'কৃষ্ণ' একজন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু—এইরূপ বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজন হয় না, মায়ার ভজন হইয়া থাকে। 'অহং মম বুদ্ধি' লইয়া কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিলেও শ্রীনামের কৃপা লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না।

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

—:*:—

[শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ।]

এ কেমন দয়া ?

[তিলে খাজা]

(১)

ইতিহাসে একটি গল্প পড়ি। গজনির সুলতান মামুদ সমস্ত দেশ-বিদেশ, নগর গ্রাম আক্রমণ করিতেন এবং লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া যাইতেন। ফলে তাঁহার সময়ে তাঁহার অধিকারে এমন একখানি গ্রাম ছিল না, যেখানে তাঁহার অত্যাচারের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল না।

এক দিন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় বসিয়া দুইটি পেচক কীচির মিচির করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। মন্ত্রী পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতেন। সুলতান কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রীর কৃতিত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্ত্রি! ঐ পেচক দুইটি কি বলিতেছে ?"

মন্ত্রী—হুজুর! একটি পেচকের পুত্রের বিবাহ অপর পেচকের কন্যার সহিত হইতে পারে কিনা এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

সুলতান—কি কথা হইতেছে ?

মন্ত্রী—পুত্রের পিতা একশত বিজন গ্রাম যৌতুক চাহিতেছেন। উত্তরে কন্যার পিতা বলিতেছেন, "আমাদের সুলতান জীবিত থাকিতে বিজন গ্রামের অভাব কি ? একশত কেন, পাঁচশত বিজন গ্রাম যৌতুক দিব।" সুলতান মন্ত্রীর মুখে পেচকের উক্তি শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং জীবনে আর অত্যাচার করিবেন না, স্থির করিলেন।

বাল্যকালে এই অদ্ভুত কথা পড়া অবধি আমার ঝোঁক চাপিয়াছিল, পশুপক্ষীর ভাষা শিখিতে হইবে। যখন একটু বড় হইলাম, তখন একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলাম। বহুদূর চলিয়া গেলাম। হিমালয়ের এক তুষারাবৃত নিবিড় অরণ্যে এক সন্ন্যাসীর (?) সাক্ষাৎ পাইলাম। অনেক দিন তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমি বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

(২)

আজ ভাদ্র পূর্ণিমা। বর্ষার ধারায় প্লাবিত শ্রীধরপুরের বক্ষে জ্যোৎস্নারাশি চিকমিক করিতেছিল। কর্ম্মক্লান্ত গ্রামবাসী পর্ণকুটীরে নীরবতা ও শান্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া মনোরথে চড়িয়া কোলাহল ও অশান্তির দেশে চলাফেরা করিতেছিল। সমস্ত জগৎ যেন নিদ্রিত। গাছের পাখী, বাথানের গাভী—সব নীরব। মধ্যরাত্রিতে শ্রীগোপালজীউর মন্দিরের পুকুরের বাঁধান ঘাটে একাকী বসিয়া প্রকৃতির অনেক বিচিত্রতা লক্ষ্য করিতেছিলাম। বর্ষার প্লাবনে পুকুরের কানায় কানায় জল। পার্শ্বে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুকুর। দুই পুকুরে একটী ছোটপথে জল যাতায়াত করে; কিন্তু বাঁশের বেড়া থাকায় পুকুরের অধিবাসী মাছগুলি যাতায়াত করিতে পারে না।

দুপ্রহরে বাড়ীর কর্ত্তা কর্ম্মক্ষেত্রে গেলে যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর গৃহিণীগণ জানালার গরাদের অন্তরাল হইতে গ্রাম্যকথায় বিশ্রাম লাভ করে, নিশার নীরবতায় বৈরী মানবের সাড়া শব্দ না পাইয়া ঠাকুর বাড়ীর পুকুর ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুকুরের দুইটি মাছ ঐ জলপথে বেড়ায় এ পাশে ও পাশে থাকিয়া পরস্পর দুঃখের কাহিনী বলিতেছিল। আমার কাণ অমনি চতুর্দ্দিকের নীরবতা ভেদ করিয়া মৎস্যের কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিল।

ঠাকুর বাড়ীর পুকুরের মাছটি কাত্‌লা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুকুরেরটি রুই।

কাতলা—দেখ ভাই রুই! শুনেছ কি মোহন্ত মহারাজ ট্যানা জেলের কাছে আমাদিগকে বিক্রী করেছেন! ভাই কালই হয়ত আর তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হ'বে না।

রুই—আর ভাই বল কেন? তবু ত তুমি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ত্তে পাবে! আমার বোধ হয় আর একঘণ্টাও বাকী নেই—এল ব'লে। ঐ দেখ, সব তোড়জোড় ক'রে রেখে গেছে। গাবুর ব্যাটা কেলু জেলে আজই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে! আচ্ছা ভাই, ভট্টাচার্য্যি ম'শায় না হয় বিষয়ী লোক, টাকার লোভে আমাদিগকে বিক্রী করেছেন। তোমাদের মোহন্ত ত বিষয়ী নন। পরম বৈষ্ণব। তিনি কেন আমাদিগকে বিক্রী করলেন? তিনি কেন প্রাণি-হিংসা করলেন? নিজে মাছ খান না, অথচ তোমরা

তাঁহার আশ্রয়ে আছ, আশ্রিত মাছগুলোকে এমন ভাবে নিষ্ঠুরের ন্যায় অর্থের লোভে বিক্রী ক'রে ফেল্‌লেন! কৈ তাঁহার ত অর্থের প্রতি লোভও দেখি না! যে যা দেয় সব শ্রীভগবানের সেবায় লাগান। নিজে কিছু ভোগ করেন না। তাঁহার ন্যায় এমন দয়ালু পরোপকারী মানুষ ত দ্বিতীয় দেখা যায় না। অথচ তিনি কেন এমন অন্যায় কাজ কর্‌লেন!

কাতলা—হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ, তা ঠিক বটে, কিন্তু একটি কথা। আমি অনেক দিন এই পুকুরে বাস কর্‌ছি। মোহান্ত মহারাজ ঘাটলায় ব'সে অনেক দিন অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে দুটো কথা শুনেছি—"**অমন্দোদয়-দয়া**" "**মন্দোদয়-দয়া**"। কথাটা তোমাদের কাছে একেবারে নূতন বোধ হ'বে। কেন না, দয়া আবার মন্দ বা অহিত করে কি ক'রে? দয়া মাত্রেই আমরা জানি হিত বা উপকার করে। দয়া হ'তে যে অহিত বা মন্দের উদয় হয় একথা কি কখনো শুনেছ? শুনা দূরে থাকুক, কল্পনাও করা যায় না।

রুই—সে কি ভাই! তোমায় বেচে দুপয়সা মার্‌বে, তোমার প্রাণ যাবে, আর দয়া ক'রে তোমার হিত কর্‌লে! আচ্ছা দয়া বটে ত! তার চাইতে আমাদের ভট্টাচায্যি ম'শায়ই ভাল। সোজাসুজি আমাদিগকে বিক্রী ক'রে দু'পয়সা কামান, আর সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। অমনধারা ধর্ম্মের ঢোল পিটিয়ে ভণ্ডামি করার কি দরকার? সোজাসুজি কাজ করাই ভাল। আমরা যখন তাঁর পুকুরে এলুম, তখনই জানি ইনি একদিন আমাদিগকে বিক্রী ক'রে শেষ কর্‌বেন; আর তোমরা ভেবেছিলে "আহা! ঠাকুর বাড়ীর পুকুরে আশ্রয় পেয়েছি—আর ভয় কি? যত দিন বাঁচ্‌ব আর জালে বদ্ধ হ'য়ে ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে হবে না। পরমায়ু শেষ হ'লে আপনা হইতে এই পুকুরেই দেহ রাখ্‌ব। না?"

কাতলা—এ তো সোজা কথা বল্‌লে। সকলেই বলে নিরামিষ খেলে জীবে দয়া করা হ'ল। মাছ মাংস খায় না, সুতরাং প্রাণিহিংসা করে না—বড় দয়ার পরিচয়! আচ্ছা ভাই, মানুষ ত শুধু আমাদের কেন, গাছপালারও জীবন আছে বলিয়া স্বীকার করে! তবে গাছপালা কাটিলে কি প্রাণিহিংসা হ'লো না? আমাদিগকে বধ কর্‌লে যে অপরাধ, গাছপালা কাট্‌লেও সেই অপরাধ। সুতরাং শুধু গাছপালা খেয়ে জীবন ধারণ ক'রে মাছ ও পশুর প্রাণ নাশ না করেও অত্যন্ত হিংসার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দে'য়া হচ্ছে। তুমি কি এইসব বুঝ্‌তে পার?

রুই—অদ্ভুত কথা! তোমার মাথা খারাপ। আজ বাদে কাল জেলের হাতে প্রাণ দিবে—অত বয়স হ'ল অথচ এমন একটা ভুল ক'রে ব'সে আছ! প্রাণ নাশ কর্‌বে, অথচ দয়া হ'য়ে যাবে! ঐ দেখ, দাসেদের পুকুরের মাছ কক্‌খনো বিক্রী হয় না। প্রাণ গেলেও বেচ্‌বে না। দাসেরা কেমন দয়ালু!

কাতলা—হাঁ, এ ত সহজ কথা। আচ্ছা! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমরা ত এমন একটা উপাদানে তৈয়েরী দেহ পেয়েছি, যাতে মানুষ আমাদিগকে ধ'রে খাবেই। যদি নেহাৎ জালে ধরা না পড়ি, তবে একদিন ম'রে ফু'লে পুকুরের জলে ভে'সে বেড়াব। তা' হ'লে যা'রা জালে ধরা পড়্‌লো, আর পুকুরে মর্‌লো—এই দু'য়ের মৎস্যদেহ বা মৎস্যজন্ম পেয়ে কি হ'লো? শুধু পুকুরের মাটী, ছোট মাছ বা মানুষের কফ্‌ বা পচা মাংস খে'য়ে জলে লাফালাফি ছুটোছুটি করা বই ত নয়। বল দেখি ভাই, আমাদের এই জন্মটি একবারে বৃথা গেল কি না! এই দেহটি মানুষে খায়—খেয়ে জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করে—দেহের পুষ্টি করে—আর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হয়। সুতরাং আমরা জন্মেছি কেবল মানুষের বাসনার তৃপ্তি আর ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায় হ'য়ে। কিন্তু একবার কি চিন্তা ক'রে দেখেছ, এই প্রকার জন্মদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করা যায় কি না। মানুষের দেহে এমন যোগ্যতা আছে, যা'দ্বারা তাঁ'রা শ্রেষ্ঠবস্তু লাভ কর্‌তে পারেন। আমরা যেমন পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কর্‌ছি, মানুষও তেমনি পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কর্‌ছে। এ জন্মে যে আমাদিগকে বধ ক'রে আমাদের মাংস খাবে, আমরা আবার মানুষ হ'য়ে তা'দিগকে মৎস্যরূপে পেয়ে বধ কর্‌বো এবং তা'দের মাংস খাব। এইভাবে হিংসার স্রোতে চলা ফেরা কর্‌ছে।

রুই—তাই ত এ আবার এক খট্‌কা বাধালে যে! তাই ত তুমি ও মর্‌বে, আমিও মর্‌বো। মৃত্যুর হাত হ'তে ত ছুটি নাই। আচ্ছা ভাই, এমন একটা বিশ্রী জন্মের

এমন কি কাজ হ'তে পারে, যা দ্বারা আমাদের পরজন্মে কিছু সুবিধা হয় ?

কাতলা—দেখ, আমাদের এই দেহের ওজনের অনুসারে একটা মূল্য হয়। সেই অর্থ দিয়ে মানুষ খায় দায়, ভোগ দখল করে। যদি এমন কেহ দয়ালু থাকেন যে, আমাদের এই দেহটার মূল্য মানুষের ভোগে—ইন্দ্রিয়তর্পণে না লাগিয়ে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দেন, তবে ত আমাদের সুকৃতি হয়ে থাক্‌লো।

রুই—যা বলেছ ভাই। এ ত বড় ভাল কথা! মর্‌তে যখন হবেই, তখন দেহটার বিনিময়ে কিছু পাওয়া গেলে, তা' দিয়ে যখন সুকৃতি অর্জ্জন করা যায়, তখন তা'ই ত খুব ভাল।

(৩)

খট্‌—খট্‌—খট্‌ নীরব রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া হঠাৎ খড়মের শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—মোহন্ত মহারাজ। অমনি গড় হইয়া দণ্ডবৎ করিলাম।

মোহন্ত—কি হে, শান্তিরাম, এত রাত্রি ঘাটলায় একা বসে? পুকুরের মাছের সঙ্গে কথা কইছ নাকি?

আমি—যা বলেছেন, মহারাজ! আপনি অন্তর্যামী। তা-ই বটে। তবে মাছদের কথা শুন্‌ছিলুম বটে।

মোহন্ত—কি শুন্‌ছিলে?

আমি মোহন্ত মহারাজকে সব কথা বলিলাম। তিনি সব শুনিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "শান্তি! তুমি অনেক পাহাড় পর্ব্বত ঘু'রে নানা ক্লেশ স্বীকার ক'রে একটা অদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষা করেছ। কিন্তু এই তুচ্ছ কাতলা মাছটা যা বলেছে, তা কি বুঝ্‌তে পেরেছ—আমার ত বোধ হয়—না! মাছের ভাষাই বোঝ, আর গাছের ভাষাই বোঝ, উহাতে কোন লাভ নাই। নিজের ভাষা নিজে বুঝ্‌তে শিখেছ কি? তুচ্ছ মাছ যে কথা বল্‌ছিলো, তুমি কি সেই কথা শুন্‌বার কাণ পেয়েছ? পাওনি! ঐ মাছ অনেক সুকৃতির ফলে শ্রীগোপালজীউর পুকুরে জন্ম লাভ করেছে—চিরজীবন গোপালজীউর সেবার জল পরিষ্কার রেখেছে—বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট লাভ করেছে—অবশেষে নিজের দেহ দ্বারা শ্রীভগবানের সেবার আনুকূল্য করিবার অধিকার লাভ করেছে। আর ঐ পাশের পুকুরে মাছগুলির পরিণতি চিন্তা কর"।

আমি—মহারাজ! আমি ধাঁধাঁয় পড়েছি। আমায় কৃপা করুন। আমি এ রহস্যময় কথায় প্রবেশ কর্ত্তে পাচ্ছি নি। হিংসার আকারে অহিংসা—অপকারের আকারে উপকার—আবার অহিংসার আকারে হিংসা—উপকারের আকারে অপকার চল্‌ছে—! এ যে ভীষণ কথা! তা হ'লে জগৎ কি এতই ভ্রান্ত! বৈষ্ণব ঠাকুর! আমায় দয়া করুন। আপনার কথাগুলো কেমন কেমন বোধ হচ্ছে।

মোহন্ত—শান্তি! স্থির হও। এ বাস্তবিকই রহস্যময় কথা। মানুষ জড়বিদ্যার সাহায্যে—জড় চক্ষুর দ্বারা—জড় বস্তুর বিচারে এই অদ্ভুত উপকারের কথা ধারণা কর্‌তে পারে না। যাঁরা নিত্যকাল এই পর-উপকার-কার্য্যে রত, যাঁ'রা জীবের প্রতিজন্মের এই প্রকার দুর্দ্দশার কথা চিন্তা ক'রে তাদের নিত্য-মঙ্গলের পথ ক'রে দেন—তাঁ'দিগের দয়ায় কোন মন্দের উদয় হয় না—তাঁ'দিগের দয়ায় সমস্ত মন্দ নষ্ট হইয়া যায়—তাঁদের দয়াকে জড়বুদ্ধি মানুষ হিংসা—কঠোরতা—নিন্দা—ইত্যাদি ব'লে নরকের পথে চ'লে যায়। শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা হ'লে এই সকল তত্ত্বে প্রবেশলাভ কর্‌তে পারা যায়। নিজে ভোগ কর্‌ব বা নিজের কোন প্রিয়জন ভোগ কর্‌বে—এই প্রকার বিচারে শাকপাতা খাওয়া, আর মাছ খাওয়া—দুই-ই জীবহিংসা—পুত্রকন্যাদিগকে ভোগ-বুদ্ধিতে দর্শন ক'রে—তা'দিগে ভোগের পথ দেখিয়ে দিয়ে যদি বাইরের দৃষ্টিতে খুব যত্নে লালনপালনাদি কর্ত্তব্য করা হয়, তবে সেই সমস্ত কর্ত্তব্যকে জীবহিংসার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বই আর কি বলা যায়? যদি এই কথা শু'নে সংশয় হয়ে থাকে, তবে সেই সংশয় দূর কর্‌বার জন্য বৈষ্ণবের অনুগত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর। সকল কথা অতি সহজ ও সরল ব'লে প্রতিভাত হ'বে।

হরিভজন হ'ল না !!

[গুণ্ডীখণ্ড নাড়ুয়া আর আমপিত্তহর]

আমার হরিভজন হ'ল না। হৃদয়ের কপটতা গেল না, আমার দেহ, ইন্দ্রিয় সকলই হরিভজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবোন্মুখ হইল না, তাই আমি সদ্‌গুরু ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের অযাচিত সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে পারিলাম না। ভোগোন্মুখ কর্ণে

তাঁহাদের শুদ্ধকীর্ত্তন প্রবেশ করিল না ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত নাম আমার রসনাগ্রে উদিত হইল না। আমার হরিভজনে উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে আমার নিত্যধর্ম্ম তাহাতে নিশ্চয়তা নাই, সেবাকার্য্যে ধৈর্য্য নাই গুরু-বৈষ্ণবের মহান্ আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিবার রুচি নাই, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নাই, সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ নাই; তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই, আমি কুকুর হইতেও ঘৃণ্য—কুকুর অমেধ্যভোজী আর আমি মানুষ নামে পরিচয় দিয়া, ভক্তের পোষাক পরিয়া গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবাবুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণবস্তুতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ, আমার লালসার পরিতৃপ্তিকর বস্তুগুলি পাইলে আমি গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার প্রভুপাদ মহাপ্রসাদের চিন্ময়ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসবে সকলের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কুকুর ভক্ষণ করিয়া গেলে তদবশেষ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতেছি। মহাপ্রসাদে "যথা-বিষ্ণুস্তথৈব তৎ" এই বুদ্ধি আমার উদিত হইতেছে না। আমার প্রাকৃত বুদ্ধি গেল না, আমি কনিষ্ঠাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিয়তই প্রাকৃতবুদ্ধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবে আমি সততই মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি। আমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করি, আমার 'কাঠের ঠাকুর' 'মাটীর ঠাকুর' বুদ্ধি লইয়া আমি বৈষ্ণব সাজিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গিয়া শক্তি-পূজা করিয়া ফেলি এবং প্রাকৃত শাক্ত হইয়া পড়ি। আমার ঘণ্টাবাদনই সার হয়, অধোক্ষজ-বিষ্ণু আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন—আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

আমি তুলসীকে পত্র মাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের অর্থাৎ আমার পাদপ্রক্ষালনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তুমাত্র জ্ঞান করি। আমি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি, লোকে আমাকে 'ভক্ত' বলিবে—এইজন্য, আমি কপটতাপূর্ব্বক ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনতাশ্রয় করিয়া থাকি, লোককে জানাই আমি নির্জ্জনভজনানন্দী কিন্তু আমি মনোধর্ম্মের অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি 'আমার হরিভজন হইল না'।

যদি আমার হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া" ও সৎসিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই প্রস্ফুটিত হইয়া আমার জীবনটাকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া তুলিত। আমার কুরূপ ঘুচাইয়া আমাকে স্বরূপ করিত, আমার হৃদয়ের পূতিগন্ধময় অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া সেই স্থানে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইত, রূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাকে কুরূপ বা কুদর্শন দেখিয়া আমার প্রতি আর উদাসীন থাকিতেন না, আমার সেবাসৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাকে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের অনুগত পাল্য ও আশ্রিত-বর্গের মধ্যে স্থান প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমার বড়ই দুর্দ্দৈব, আমার হরিভজন হইল না। আমি কোন সময় কর্ম্মবুদ্ধি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—আমি বড়ই সেবা করিতেছি দেখাইয়া থাকি, কখনও ভাবি আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয় তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি, বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্যচূষ্যাদি প্রদান করিবেন এইরূপ ভাবে বৈষ্ণব-গণের ভিক্ষান্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমার জীবনটী কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইঁহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরিগুরুবৈষ্ণবের আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্তগুলি কতটুকু পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায় রাত্র আসে, আবার রাত্র চলিয়া যায় পুনরায় দিন আগমন করে, কিন্তু আমার হরিভজনে একচুলও উন্নতি দেখা যায় না। হায়! আমি এমন হরিভজনের দুর্লভ জন্ম, হরিভজনের উপযোগিদেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্য প্রবাহিত ভগবৎকৃপারূপ-অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরিভজনের প্রতিকূল করিয়া ফেলিলাম! দেহ আমার হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি গুরুপাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক

কামক্রোধাদি-রিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম ; কিন্তু বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্নিদেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না, আমি এতই নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ যে তথাপি আমি উহাদিগেরই দাস্য করিবার জন্যই লালায়িত ! আমার লোক—দেখান গোরা-ভজা, দু'নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না ! দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয় পরিজন বুদ্ধি, সৎসঙ্গে পর বুদ্ধি ! যে দিন আমার দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌর-বিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি ও সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপন বুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক "টান" হইবে সেই দিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥"—
—বিষ্ণুপুরাণ ১০।২০।২০

বিচার-ভেদ

(দর্শন বা ধারণা বিষয়ক)

[ক্ষীরপুলি]

জগতে দুই প্রকার লোক—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব। (সামান্য) বা সাধারণ ও সৎসাম্প্রদায়িক, বিদ্ধ ও শুদ্ধ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, ফল্গু ও যুক্ত, কপট ও অকপট, অধীর ও ধীর প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দে তাঁহারা উদ্দিষ্ট। উভয়ের প্রমাণ বিভিন্ন, দর্শন বিভিন্ন, প্রাপ্যবস্তুর ধারণা বিভিন্ন, বস্তুপ্রাপ্তির উপায় বিভিন্ন, পরস্পর ব্যবহার বিভিন্ন এবং নিজেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে নিজেদের ধারণাও বিভিন্ন।

অবৈষ্ণব—অদৃশ্য বস্তু হইতে দৃশ্যবস্তুতে যাত্রা করেন। সম্বল—তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান বা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, প্রমাণ তাঁহার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা কল্পনা। এইজন্য বস্তু-বিষয়ক ধারণা এবং বস্তুপ্রাপ্তির জন্য উপায়কেও তিনি অসম্পূর্ণ জ্ঞান করেন। প্রতিপদে নূতন নূতন কল্পিত উপায়ে তিনি বস্তুর নিকট পৌঁছিতে যত্নবান্।

অবৈষ্ণবের প্রাপ্যবস্তু জড়ের অদৃশ্য বা অজ্ঞেয়, বৈষ্ণবের বস্তু চিৎএর দৃষ্ট বা জ্ঞাত।

অবৈষ্ণবের দর্শনের মূলে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, বৈষ্ণবের দর্শনের মূলে শ্রুতিপ্রমাণ।

অবৈষ্ণব অসত্য ও অনিত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন, বৈষ্ণব সত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যেই সত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন ও পৌঁছেন।

অবৈষ্ণবের বস্তুপ্রাপ্তির উপায় পরিবর্ত্তনশীল এবং উপেয় বা প্রাপ্যবস্তু পাইয়াছেন মনে করিয়া উপায়গুলি পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ উপায় ও উপেয় তাঁহার নিকট বিভিন্ন জাতীয়, বৈষ্ণবের নিকট উপায় ও উপেয়—একই জাতীয়। তিনি উপায় ও উপেয়কে পৃথগ্‌জাতীয় মনে করেন না।

অবৈষ্ণব—মনোধর্ম্মী, বৈষ্ণব—আত্মধর্ম্মী।

অবৈষ্ণব নিজেকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্যবস্তুকে দৃশ্য বলিয়া মনে করেন।

বৈষ্ণব প্রাপ্যবস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন।

অবৈষ্ণবের সম্বল—তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ এবং মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান, বৈষ্ণবের সম্বল—শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বা শরণাগতিবিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা।

অবৈষ্ণব দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে আরোহণ করেন, বৈষ্ণব দ্রষ্টার কৃপা বা অবতার এবং অবাধে সাক্ষাৎকার অনুভব করেন।

অবৈষ্ণব নিজের উপায়কে অনিত্য ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান করায় উহাতে তাঁহার বিবাদ ও সন্দেহের অবসর হয়, বৈষ্ণব উপায়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করায় বাস্তব উপেয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশ নাই।

অবৈষ্ণব যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ অভিজ্ঞান-সম্বলটুকু সংগ্রহ করেন, তাহা কতক দিন পরে আর থাকে না বা একই অবস্থায় চিরদিন থাকে না অর্থাৎ অশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল, বৈষ্ণব ইন্দ্রিয়সমর্পণ করায় তাহা শুদ্ধ ও নির্ম্মল।

অবৈষ্ণবের অশুদ্ধ ও নশ্বর ইন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু পাওয়া যায় না, বৈষ্ণবের শুদ্ধ ও নির্ম্মল ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু প্রতিফলিত হন্।

অবৈষ্ণব আরোহ-বাদে বিশ্বাস করেন, বৈষ্ণব নিত্যসত্যের অবতার বাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

অবৈষ্ণবের প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান তাঁহাকে দর্শন-কার্য্যে প্রবঞ্চনা করে, বৈষ্ণব মহৎ বা বিদ্বদনুভব ও শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার করায় তাঁহার প্রাপ্যবস্তু শ্রুত সুতরাং পরিজ্ঞাত বিষয় বলিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করে না।

অবৈষ্ণবের সম্বল প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলিয়া তাঁহার মনোধর্ম্মে একবস্তুকে অপরবস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাঁহার মন কোন দৃশ্যবস্তুতে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধন বা বস্তুর সুষ্ঠুদর্শনে ব্যাঘাত করায়, নশ্বরতা-নিবন্ধন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ের সামর্থ্য স্বল্প বলিয়া অদৃশ্যবস্তুর নিকট তাঁহাকে পৌছিতে দেয় না এবং তাঁহার যাবতীয় চেষ্টার মূলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্ত্তমান থাকায় অন্যকে প্রবঞ্চনা এবং নিজেও বঞ্চিত হওয়াই তাঁহার নিসর্গ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে পরিজ্ঞাত ও বাস্তববস্তুই প্রাপ্য এবং উহা শ্রুতি-পরম্পরায় আগত হওয়ায় তাহাতে উপরি উক্ত চারিটী দোষের অবকাশ নাই।

বৈষ্ণব-প্রকাশ।

(গোলোক)

[চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার—রাধবের ঝালি]

এক্ষণে, এই সাবরণ শ্রীগোলোকের নায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অভেদাত্মিকা স্বয়ংরূপাশক্তি শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি শক্তি কায়ব্যূহ, স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীরাম ও উদ্ধবাদি সহচর, নন্দ-যশোদাদি গোপগোপী, এবং বাসুদেবাদি স্বয়ংরূপ কায়ব্যূহের কথা বলিব।

প্রথমে দেখ, 'স্বয়ংরূপ' কাহাকে বলে। "অনন্যাপেক্ষি-যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।" (শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্)। "অনন্যাপেক্ষি ন প্রতীয়তে, কিন্তু স্বমাত্রাপেক্ষ্যেব, স্বেনৈব সিদ্ধমিত্যর্থঃ। তথা চ যস্য স্বরূপং স্বতঃসিদ্ধং, ন তু অনতো ব্যক্তং, সঃ স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ—অন্যকে অপেক্ষা করিয়া বা আশ্রয় করিয়া যাঁহার রূপ (শ্রীবিগ্রহ) প্রকটিত হয় নাই; যাঁহার রূপ স্বতঃসিদ্ধ তাঁহাকেই স্বয়ংরূপ বলে। শ্রীমদ্‌ভাগবত এইরূপকেই অনন্যসিদ্ধ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যথা, (১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধ মনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥"

এইরূপ (শ্রীবিগ্রহ) অনন্যসিদ্ধ, সুতরাং অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ যাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই। ইহা সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একান্তধাম। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণই এই স্বয়ংরূপ বা স্বয়ংসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ। এখানে বিষয় ও আশ্রয়, অর্থাৎ রূপ ও রূপী, অভিন্ন। উভয় চির-অবিচ্ছেদ ভাবে বর্ত্তমান। প্রাকৃত লোকে রূপ, রূপীকে, বা দেহ, দেহীকে ত্যাগ করিতে পারে; তথায় দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু; কিন্তু এখানে তাহা নহে; এখানে দেহ-দেহী, নাম নামী অভিন্ন।

স্বয়ংরূপ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। তাঁহা হইতেই সকলের উদ্ভব। তিনিই সকলের অন্বয় আশ্রয়। তিনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। তিনিই স্বয়ং ভগবান্।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"
(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সর্ব্বাংশী সর্ব্বরূপী চ সর্ব্বাবতারবীজকঃ।
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষান্ন তস্মাৎ পর এব হি॥
(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৩।৩)।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"
(শ্রীভাঃ ১।৩।২৮)।

"অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥"
(চৈঃ চঃ আদি)।

"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।
(শ্রীশ্রীধরস্বামী)।

"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।"
(শ্রীগীতা ১৪।২৭)

তিনি কেমন? তাহা ধ্যানের ধন; তাহা কেবল

তৎকৃপালব্ধ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য, অধোক্ষজ জ্ঞানেরই বিষয়; তাহায় প্রাকৃত জ্ঞানে প্রকাশ বা প্রাকৃত বিদ্যায় বর্ণনা হয় না। তবে কেমনে তাহা বলিব? কোন্ ভাষায় কোন্ অভিজ্ঞায় তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইব? কেন—ভাবনা কি? যাঁহারা, যে পরম ভাগধেয়, পরম কৃপাপাত্র মহাত্মারা, সেই আনন্দ-চিন্ময়-বিগ্রহকে, সেই ভক্তের ধন ভক্তিপ্রিয় শ্রীভগবানকে, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে, অধোক্ষজ জ্ঞানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে তাঁহার রূপ অপ্রাকৃত অমরভাষায় বর্ণনা করিয়া বহুস্থলে রক্ষা করিয়াছেন! তাহা হইতে পারে; কিন্তু, তাঁহার কোন নির্দিষ্ট রূপ বা মূর্ত্তি যে আছে, আর তাহা যে কাহারও প্রত্যক্ষ হয়,—তাহার প্রমাণ কি? হায়, হায়,—তাহার প্রমাণ এখনও দিতে হইবে! সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া, প্রশ্ন হইল,—সীতা কা'র ভার্য্যা? কি দুর্ভাগ্য! বেশ,—এস তবে,—অগ্রে তাহারই প্রমাণ দিতেছি।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে (কঠ ২য়া বল্লী ২৩):—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

অর্থাৎ—সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানকে শাস্ত্র-ব্যাখ্যান দ্বারা, স্বীয় প্রজ্ঞাবলে, কিম্বা বহু জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ সাহায্যে, কেহ লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু, যাঁহার প্রতি তিনি স্বগুণে সুপ্রসন্ন হন, যাঁহাকে তিনি নিজ-জন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই লভ্য হন। তাঁহাকেই তিনি কৃপা করিয়া স্বকীয় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান—মস্তু তে মদনুগ্রহাৎ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও,

"স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। (১১।৫০) ভক্তির দ্বারা ভক্তই কেবল তাঁহার এই রূপ দর্শন করেন। অন্যের এ সৌভাগ্য কখনও ঘটে না। এ-কথা শ্রীমুখবাক্যেই ব্যক্ত হইয়াছে;—শ্রীগীতা ৭।২৫, ১৮।৫৫

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥

এখন এই ভক্তমনোমদ, অখিলনয়নানন্দ, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীরূপ কেমন, তাহা শুন;—

"যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং বয়সাদ্ভুতবিগ্রহম্।
পরধাম পরং রূপং দ্বিভুজং গোকুলেশ্বরম্।
সুশ্রীমন্তং নবং স্বচ্ছং শ্যামধামমনোহরং।
নীলেন্দীবরসুস্নিগ্ধং সুদীর্ঘদললোচনম্।
লোলালকবৃতং রাজৎ কোটীন্দুসদৃশাননং।
বামাঙ্গে নমিতং ভালে শিখিপিচ্ছচূড়াবরম্॥
কস্তুরীতিলকং ভ্রাজন্ মঞ্জুগোরাচনান্বিতং।
নাসাগ্রগজমুক্তাংশুমুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম॥
আনৃত্যদ্ ভ্রূলতা-প্রেম-স্মিতং সাচি-নিরীক্ষণং।
সিন্দুরারুণ-সুস্নিগ্ধাধরোষ্ঠ-সুমনোহরম্॥
কর্পূরাগরুকস্তুরীবিলসচ্চন্দনাদিকং।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং পুষ্পহারস্ফুরদ্‌গলম্॥
স্নিগ্ধপীতধটীরাজৎপ্রপদান্দোলিতাঞ্জনং।
গভীরনাভিকমলং রোমরাজীনত স্রজম্॥
করকঙ্কণকেয়ূর কিঙ্কিনী কটশোভিতং
মঞ্জুমঞ্জীর সৌন্দর্য্যশ্রীমদঙ্‌ঘ্রিবিরাজিতম্॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজকরাঙ্‌ঘ্রিতলশোভিতং।
নখেন্দুকিরণশ্রেণীপূর্ণংব্রহ্মৈক-কারণম্॥
ত্রিভঙ্গং ললিতাশেষসৌন্দর্য্য-সার-সুন্দরং।
সাপাঙ্গে ক্ষণ-সস্মেরকোটি-মন্মথ-মন্মথম্॥
কুঞ্চিতাধরবিন্যস্তবংশীমঞ্জুকলস্বনৈঃ।
জগত্রয়ং মোহয়ন্তং মগ্নং প্রেমসুধার্ণবে॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় প্রিয়তম ভক্ত শ্রীসনাতনকে এইরূপের কথা এইরূপে বলিয়াছেন; শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে:—

"কৃষ্ণের মধুররূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ　　ডুবায় যে ত্রিভুবন
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
*　*　*　*
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ　　তাহে ললিত-ত্রিভঙ্গ
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ,　　তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন।
*　*　*　*
চড়ি গোপী-মনোরথে　　মন্মথের মনোমথে
নাম ধরে মদনমোহন।

জিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব-কন্দর্প,
রাস করে ল'য়ে গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গোধন চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর জগত শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তাসার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥

* * * *

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেহোঁ সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেইত মাধুর্য্যসার অন্য সিদ্ধি নাহি তার
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, যার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥
গোপীভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ॥

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা
কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥

সর্ব্বাশ্রয় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কখন দ্বিভুজ; কখন চতুর্ভুজ। তাঁহার প্রধানতঃ তিন শক্তি—স্বরূপশক্তি, তটস্থা শক্তি ও মায়া শক্তি। এক স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিই আবার তিনরূপে তাঁহার সেবারতা। প্রথমা,—হ্লাদিনী; দ্বিতীয়া,—সন্ধিনী; তৃতীয়া সম্বিৎ। স্বরূপাহ্লাদিনীই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকারস্বরূপা রাধিকা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান্। শ্রীকৃষ্ণ এই পরানন্দদায়িনী হ্লাদিনী দ্বারাই ভক্তগণকে পোষণ করেন। আনন্দাংশে হ্লাদিনী; সদংশে সন্ধিনী; আর চিদংশে সম্বিৎ; ইহাঁকেই জ্ঞান বলা হয়। সন্ধিনীর সার-অংশ—শুদ্ধ সত্ব; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁহার নিজজন-সমূহ ও শয্যাসনভবন-কানন আদি সমস্তই এই শুদ্ধসত্বময়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞানই সম্বিতের সার। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাদি অপর জ্ঞান তাহার অসারাংশ বা অসম্পূর্ণ প্রকাশ। হ্লাদিনীর সার প্রেম; প্রেম-সার ভাব; এবং ভাবের পরমোৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা মহাভাব। শ্রীরাধাঠাকুরাণীই নিত্য-মহাভাব-স্বরূপা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধন সর্ব্বগুণের সম্পূর্ণ ও সদাপূর্ণ আকর, এবং শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি ও সতত লীলার সহায়; তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয় ও দেহ সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমভাবিত। এই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকা হইতে তদংশে আরও বহু কান্তা-গণের বিস্তার হইয়াছে।

"অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিনগণের বিস্তার ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪।৭৬)।

শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকারে বিস্তার লাভ করিয়া বিভিন্নপুরে প্রাণপতির বিভিন্ন ভাব-সেবায় সদারত আছেন। গোকুলে গোপীগণ; দ্বারকায় মহিষীগণ; আর বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ। গোপীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ-রূপ; মহিষীগণ প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ; আর লক্ষ্মীগণ বৈভব-বিলাসাংশরূপ। কান্তাগণ সকলেই কান্তাশিরোমণি

শ্রীরাধার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে লীলারসবৈচিত্র্য জন্য বিভিন্ন-রূপে ও ভাবে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ ৪।৮০

পরম-কারণ, পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তিই শ্রীরাধা। পূর্ণচন্দ্র-কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণীই শ্রীরাধা।

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ॥"

(ঐ ৪।৯৬)

এই সশক্তিক স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত অখিল জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহারই অচিন্ত্য-প্রভাবে একাংশে অনন্তরূপে অখিল জগৎ পূর্ণ করিয়া আছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[মোতিচূর]

ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই "তিনি কি ছিলেন," "তিনি কি করিলেন" "তাঁহার বৈশিষ্ট্য কি"?—এই তিনটী কথাই সাধারণতঃ মনে আসে। কেহ হয় ত' বলিবেন, তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন; কেহ বা বলিবেন, তিনি জ্ঞানবীর ছিলেন; কেহ বা বলিবেন, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক ছিলেন; কেহ বা বলিবেন, তিনি বহুভাষাবিৎ সাহিত্যিক ছিলেন। জাগতিক লোকের পক্ষে এইরূপ বলাই স্বাভাবিক, কেন না, জগতের নিকট ঐ সকল গুণই আদরের ও কামনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার, জ্ঞাত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে তাঁহারা জানেন, ঐ সকল গুণ তিনি স্বয়ং কোন দিনই কামনা না করিলেও ঐগুলি তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে অনন্ত সদ্গুণাবলীর ছায়াভাস মাত্র। যাঁহারা তাঁহার পরিপূর্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং অনুক্ষণ ঈশ্বরসেবা একটু লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, নিখিল সদ্গুণ-রাশি তাঁহার হরিসেবার অনুকূল হইয়া সার্থকনামা—ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিল। পরিপূর্ণ ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বর-সেবার মধ্যে যে সর্ব্বসদ্গুণরাশি নিত্যধাম, তাহা তোমার আমার ন্যায় ভ্রমপ্রমাদযুক্ত ব্যক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার না করিতে পারে, কিন্তু ছলনাহীন বাস্তব সত্যের একমাত্র একনিষ্ঠ প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" অর্থাৎ যাহার ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি আছে তিনি সকল সদ্গুণে বিভূষিত। প্রকৃতপক্ষে এই পরিপূর্ণ-ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বরপ্রীতিই ছিল তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। "কীর্ত্তিগণ মধ্যে কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।" আবার, "প্রতিষ্ঠা-স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে ত'ার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" তাই তিনি বাহ্য জগতের নিন্দাস্তুতি সজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া নিজের আরাধ্য শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। দিনাজপুরে তাঁহার ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতাই বল, নীলাচলে সিন্ধুতটে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাই বল, মায়াবাদী বিশ্বক্-সেনের 'বাউলিয়া মতে'র তীব্র গর্হণই বল, শ্রীসজ্জন-তোষণীর প্রবর্তনই বল, কেবলজড়যুক্তিবাদী সাহিত্যিক

ও ঐতিহাসিকগণের কৃষ্ণালোচনায় আন্তরিক অনাদরই বল, শ্রীনামহট্টপ্রচারই বল বা শ্রীগৌরধাম আবিষ্কারের সঙ্গে ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা-সংগ্রহই বল, তাঁহার সর্ব্ববিধ চেষ্টার মূলে ঐ আন্তরিক প্রগাঢ় ভগবৎপ্রীতিই লক্ষিত হয়।

তিনি বৈধীভক্তির প্রচারক এবং রাগানুগভক্তির আচার্য্য ছিলেন। মানব অনর্থযুক্ত অবস্থায় পাছে রাগের নামে জগজ্জঞ্জাল বা দৌরাত্ম্য উপস্থিত করে, এই জন্য তিনি অনর্থযুক্ত অযুক্ত অবস্থায় শ্রদ্ধাবান্ মানবকে দৈব-বর্ণাশ্রমবিধি অনুসারে প্রকৃত বেদবিৎ আচার্য্যের দ্বারা শাস্ত্রীয় দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠাপিত হইবার জন্য উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বৃত্ত লক্ষণ ও স্বভাবমূলক দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং দীক্ষাঙ্গসূত্রসংস্কার-প্রচারে নিরপেক্ষ ও উদাসীন বলিয়া জানেন ও আমরা দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনে ঠাকুরের অকৃত্রিম চেষ্টার বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহার পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালব্ধ শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ, কুমুদ কান্ত, ভক্ত্যাশ্রম, ভক্তিপ্রকাশ প্রভৃতি অনুগ্রহভাজনগণের দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-জন্মোচিত সংস্কারের বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে বলি। তাঁহার স্বলিখিত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে, কৃষ্ণসংহিতার উপসংহারে, জৈবধর্ম্মের বহু স্থানে তাঁহার দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রবল চেষ্টা ও আন্তরিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুগণ সেই সেই স্থল পাঠ করিয়া দেখিবেন।

আজ যে শত শত উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত নিরতিশয় বুদ্ধিমান যুবক তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত চির-সনাতন, শাশ্বত ভাগবত-ধর্ম্মকে নিখিল জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম-জ্ঞানে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক-দাস্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র ভারতে নানাভাবে সাবরণ-গৌরসুন্দরের মহিমা প্রচার করিতেছেন, তাহা তাঁহার চেতনময় জীবন্ত প্রচারের তাঁহার জীবের প্রতি নির্হেতুক-দয়ার জলন্ত সাক্ষ্য—উহা শবের নিকট শবের প্রচার নহে—নিতান্ত প্রত্যক্ষবাদী তার্কিকেরও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা দৃঢ়রূপে জানিয়াছে, বুঝিয়াছে যে দুর্নীতি বা পাপ ও বণিগ্বৃত্তি এবং মূর্খতা কখনই বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে বা হইতে পারে না!

একটী বিষয় আমরা তাঁহার আদর্শ পূতচরিত্রে লক্ষ্য করিবার অবসর পাই। সেটী এই—"কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥" তাঁহার শরণাগতির "ভকতিবিনোদ বলে শুন কান। হে—"রাধানাথ, তুঁহু হামার পরাণ॥" এই পংক্তিটী আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইয়া আমাদিগকে নিরন্তর শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। একমাত্র বিষয় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি আশ্রয়জাতীয়গণের যে স্বাভাবিক রাগ, তাহা তাঁহার সহজাত ছিল—তিনি সেবাধর্ম্মের— আত্মার নিত্যধর্ম্মের বিপরীত ভোগ ও ত্যাগ, নির্ব্বেদ ও আসক্তিকে কোন দিন আদর করেন নাই। পাছে কেহ কৃত্রিম ত্যাগকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, এইজন্য যুক্ত বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবগার্হস্থ্যের উৎকর্ষের চিরদিনই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিশেষভাবে প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। "যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"—তাহার এই নিজের লেখাটীই ছিল তাঁহার ভজনের প্রকৃষ্ট পরিচয়! আজ যে শ্রীনামভজনের ব্যপদেশে নামাপরাধ, নিষ্কাম উপাসনার নামে কামনামূলক ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তুষ্টি, সত্যের ছলনায় অসত্যের দৌরাত্ম্য, বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দুর্নীতি ও মূর্খতা—যাহা এতদিন সরল ও কোমলশ্রদ্ধ মানবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল,—সুখের বিষয় যাহার কদর্য্যতা এক্ষণে শিক্ষিত নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহার সহিত সত্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই ঠাকুর অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি বা মূর্খতা ও পাপের তিনি এত বিরোধী ছিলেন যে, কোন দিনই কাহাকেও ঐ বিষয়ে প্রশ্রয় ত' দিতেনই না, বরং কঠোর শাসন করিতেন। প্রকটকালের শেষলীলায় নাতিশিক্ষিত শ্রীযুত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য ও ষট্সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, প্রাকৃত সাহজিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, 'বেদান্ত' বলিতে যে 'মায়াবাদ' এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদান্তিক বা অবৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া যে কুসংস্কার তাহার মূলোৎপাটন। স্বধামগত শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয়ের সম্পাদিত অধিকাংশ গ্রন্থপ্রচারের মূলে তাঁহার ঠাকুরের সহিত সঙ্গ এবং ঠাকুরের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ ও ঠাকুরের নিকট হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপ্রাপ্তি!

য় হরিনাম-গ্রহণ কলিজীবের একমাত্র গতি—"অন্যথা ানে তাহার নাহিক নিস্তার"—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর াগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ গাহিয়াছেন, সেই মগ্রহণ-সম্বন্ধে বিচারের সুষ্ঠুতা ও বিশ্লেষণ প্রদর্শন া গিয়াছেন আমাদের এই ঠাকুর মহোদয়। জানি না, অন্য কোন আচার্য্য তাঁহার এতটা সহজ ও বোধ-ভাষায়, এত বিস্তৃতভাবে শ্রীহরিনাম, নামাভাস ও পরাধের স্বরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোকের চক্ষে এত স্পষ্ট া নির্দেশ করিয়াছেন কিনা। ইহাতে যাঁহার সন্দেহ, াঁকে আমরা তৎকৃত শ্রীহরিনামচিন্তামণি, জৈবধর্ম্ম, ্মশিক্ষামৃত, ভজন-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার এই শ্রীনামমহিমা-রচেষ্টা দেখিয়া পদ্মপুরাণের নামাপরাধ-বর্ণনপ্রসঙ্গে সাধুর যে লক্ষণটী উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই ার পরিচয় পাই—"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং ্তে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উৎসহতে তদ্বিগর্হাম্" ৎ যাহা হইতে জগতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ সেই সাধুর নিন্দা পরম অপরাধ, তাঁহার নিন্দা শ্রীনাম পে সহ্য করিবেন?" এই সাত্বতপুরাণ ব্যতীত মহা-াণও গাহিয়াছেন, "অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরি-ং হরিনাম সংশ্রয়ামি;" "মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত মানি। কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্তশিরোমণি॥"—ছিলেন নিত্য-মুক্ত আদর্শ-সেবা-বিগ্রহ, তাই তাঁহার ের একমাত্র উপাস্য ধন ছিল—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-প্রীতি।

তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ যেন সেশ্বর-সাহিত্যকাননের একটি পারিজাতপুষ্প, সেশ্বরসাহিত্য-মণিমালার মধ্যে কৌস্তুভমণি। ঐগুলি যে কত শত উচ্চযুবকের বিষয়--মরুতপ্তজীবনে কৃষ্ণভক্তিমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত জগতের নিত্য মঙ্গল ও মহৎ উপকার সাধন করাই-লে, তাহা তাঁহার তাঁহাদের হৃদয়সিংহাসনে একচ্ছত্র ্য আচার্য্য দেবতারূপে নিরন্তর পূজা পাইবার দৃষ্টান্ত জানা যায়। একদিকে যেমন অপূর্ব্ব জীবে দয়ায় চিত্ত আর্দ্র ছিল, অপরদিকে প্রকটলীলার শেষাংশে মলিন দশা ও দুর্দ্দৈব স্মরণ করিয়া কলির প্রাবল্য জীবের স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যবহার দেখিয়া, ভাগবতোক্ত "কুশলো জড়বচ্চরেৎ" কথার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া নিরন্তর অশ্রু মোচন করিতেন এবং আমাদের শ্রীল পরমহংস ঠাকুরে সমগ্রশক্তি অর্পণ পূর্ব্বক নির্ম্মল শ্রৌতপন্থায় আম্নায়-ধারা সংরক্ষণপূর্ব্বক আরও স্পষ্টভাবে, আরও বিস্তৃত ও বিশ্লিষ্টভাবে চিজ্জড়বিচারমূলে ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী ভারতভূমিতে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাবান্ জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার পূর্ব্বক জীবের নিত্য স্বদেশ বৈকুণ্ঠপথের যাত্রিসংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া যান।

আজ তাঁহার অভিন্নতনু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাকাশের মাধ্যন্দিন ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমৎ পরমহংস ঠাকুরের কৃপালোকে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-মুকুটমণি" ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্ম্মল কিরণের এক কণায় স্বয়ং আলোকিত ও কৃতার্থ হইবার ক্ষুদ্র চেষ্টা করিলাম। ভক্তের ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা—১।৫।২২ ;৩।১৩।৪।

"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥
"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥"

অর্থাৎ "উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণানুবর্ণনকেই মহাজনগণ মানবের যাবতীয় বেদ বেদান্তের সুষ্ঠু আলোচনার, যাবতীয় সুষ্ঠু যজ্ঞানুষ্ঠানের, যাবতীয় জ্ঞান ও দানাদি পুণ্যক্রিয়ার একমাত্র নিত্য ফল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দ ও তাঁহার ভক্তের পাদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুবাদের পুনঃ পুনঃ শ্রবণকেই অভ্রান্ত দিব্যসূরিগণ মানবের বহু আয়াস-সাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

এই ভাগবত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য যেন আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুক্ষণ বিরাজিত থাকিয়া, অনুক্ষণ আমাদিগকে ঠাকুরের পূতপদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্ররোচিত করে, তবেই ত' আমাদের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের সার্থকতা—জীবনের সফলতা হইবে। গাও ভাই সুধী পাঠক, গাও, শ্রদ্ধাপূত ভক্ত্যানত হৃদয়ে গাও ভাই,—"জয় জয় জয় জয় ভকতিবিনোদ। হরিনাম-ভজনপ্রচারে যাঁর মোদ॥"
"ওঁ হরিঃ। হরিঃ ওঁ॥"

চরম শ্রেয়োলাভ

[চিরস্থায়ী ক্ষীরসর]

ধামপ্রভাব

পথিকের আর এখন সে দিন নাই। পথিক আর এখন ভ্রান্ত পথিক নহেন। পথিক এখন বৈকুণ্ঠপথের পথিক হইয়াছেন। পথিক সেই বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেবের আদেশে চলিতে লাগিলেন—এবার তাঁহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্মপ্রদর্শক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেছেন—পথিকও গুরুদেবের অনুসরণপূর্ব্বক শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীনামকীর্ত্তনপাথেয় লইয়া তাঁহারা উভয়েই শ্রীধামের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধাম স্পর্শ করিবা মাত্রই তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল যেন বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় তাঁহাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা সজীব হইয়া সম্মুখে দীপ্তি পাইতে লাগিল।

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলী—শ্রীমায়াপুরযোগপীঠের দৃশ্য]
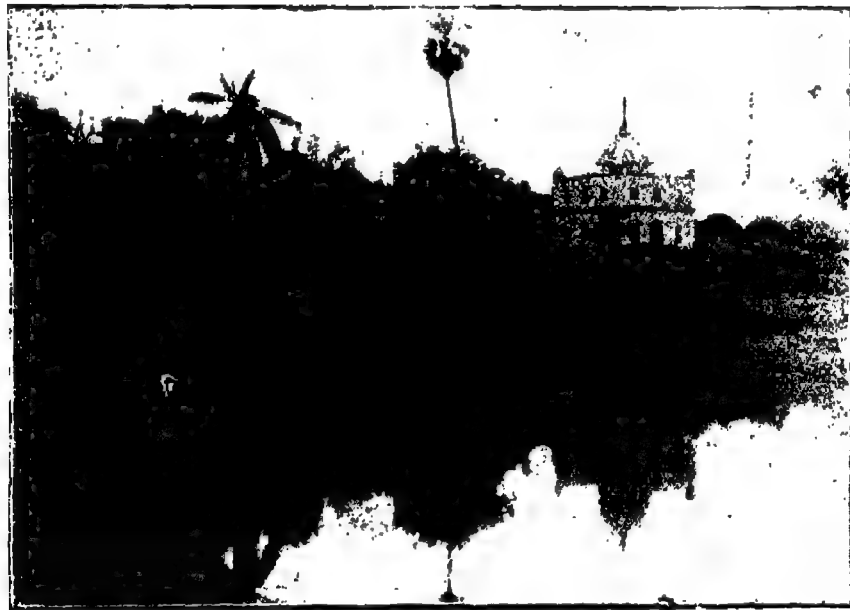
শ্রীমায়াপুর

পথপ্রদর্শক পথিককে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের প্রাচীন চূড়াভূমি দেখাইয়া বলিলেন—বৎস, ঐ দেখ, ঐ যে উচ্চ ভূমিটী দেখা যাইতেছে, উহাই শ্রীশচীদুলালের জন্মভূমি। ঐ চিন্ময় স্থান বহু-কালাবধি লুপ্ত ছিল। আজ চত্রিশ বৎসর কাল পূর্ব্বে উহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

পথিক—প্রভো! শুনিয়াছি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পকাল মধ্যেই গঙ্গাদেবী তাৎকালিক নদীয়া-নগরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। তবে কি প্রকারে সেই গৌর-জন্মভিটা এরূপ ভাবে অটুট রাখিয়াছে ?

বর্ত্মপ্রদর্শক—শ্রীগৌর-জন্মভূমি অক্ষয়। তাহা কখনই গঙ্গাকর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারে না। যাঁহার পদতল হইতে সহস্র সহস্র গঙ্গাধারা উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিতা হইতে থাকে, সেই গঙ্গা তাঁহার জন্মভূমিকে আত্মসাৎ করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের মধ্যে এখনও কয়েকটী পুরাতন ভূমির অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লালদীঘির দক্ষিণাংশে এই যোগপীঠের ভূমি একটি পুরাতন ভূমির অংশ। বল্লাল সেনের ঢিপির নিকটে গেলে একটী পুরাতন ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, কাজীর সমাধির নিকটেও আর একটি পুরাতন ভূমি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পথিক—প্রভো! বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এ সম্বন্ধে আরও বলুন।

বঃ প্রঃ—বৎস। এই যে উচ্চ স্থানটী দেখিতে পাইতেছ, এই স্থানে অমর তুলসী কানন ছিল। কালক্রমে এই স্থান যবনাধিবাসিগণ অধিকারপূর্ব্বক ঐ স্থান চাষ করিবার যত্ন করে। কিন্তু তাহারা যাহাই রোপণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে যে তুলসীকানন ছিল তাহারই চারা উঠিতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের বহুব্যয়ের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসীবৃক্ষগুলি উৎপাটিত করে। কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসী বৃক্ষ—আবার উৎপাটন—পুনর্ব্বার তুলসীবৃক্ষের আবির্ভাব; তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া গেল। ভাবিল যে, ঐ স্থানকে কদাপি পতিতাবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া সেই স্থানটীকে গোরস্থানে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু গৌরচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব মহিমা! যতবার গোর দিবার জন্য মৃত্তিকা খুঁড়িতে গেল ততবারই উপর হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়া গর্ত্ত ভরিয়া যাইতে লাগিল। প্রাচীনগণের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ঐ স্থানে কেহ কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে তাহাদের রক্তবমন হইয়াছিল। কেহ কেহ বা ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল, "ওখানে কিছু করা ভাল নহে। বৃদ্ধগন বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন। ওস্থান আমাদেরও আদরের স্থান।" কেহ কেহ ঐ স্থানে কীর্ত্তনের রোলও শুনিতে পাইতেন। সেই স্থানে একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুঁড়ি ছিল। ঐ গুঁড়িটিও অমর। অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি উহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপিও তাহা তেমনই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পথিক—প্রভো! অত্যাশ্চর্য্য কথা!

বঃ প্রঃ—বৎস! এই মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের মূলভূমি।

পথিক—প্রভো! তাহা হইলে লোকে এখন যে স্থানটীকে নবদ্বীপ সহরবলে সেই স্থানটী কি? উহার নাম কিরূপে নবদ্বীপ হইল?

বঃ প্রঃ—বৎস। ঐ স্থানটীর নাম কোলদ্বীপ। উহা নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের একটী দ্বীপ বিশেষ। সুতরাং উহাকে নবদ্বীপ সহর বলা কোন অন্যায় নহে। তবে প্রাচীনগণ উহাকে কুলিয়া বা কোলদ্বীপই বলিয়া থাকেন। কালস্রোতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গা হঠাৎ বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখিনী হইলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সেই সময় হইতে গঙ্গাধারার পরিবর্ত্তন চারিদিকে দেখা যায়। তাহার অল্পদিনের মধ্যে গঙ্গা গৌড়নগর পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কয়েকবৎসর মধ্যেই পুরাতন নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য শ্লথ হইয়া পড়ে। নবদ্বীপবাসিগনকে গঙ্গাতীর ব্যতীত অপর স্থানে বাস করেন না। তাই তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বিপদাপন্ন হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে রুদ্রপাড়া, নিদয়া; সপ্তদশ শতাব্দীতে মালঞ্চপাড়া, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে ও পরে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণমুখিনী ধারার পূর্ব্বতীরে গমন পূর্ব্বক কুলিয়া চরের পল্লীগুলিতে বাসস্থান পাতিলেন এবং সেইখানে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তখন 'নবদ্বীপ' বা 'নদীয়া-নগর' নাম দিয়া তাহাই প্রচার করিতে লাগিলেন।

পথিক—প্রভো! আপনি বলিয়াছেন, ধামের স্বরূপ অচিন্ত্য। দিব্যসূরিগণ কি এই স্থানকে শ্রীগৌরজন্মভিটা বলিয়া অনুমোদন করিতেছেন?

বঃ প্রঃ—বৎস! ভজনানন্দী ভক্ত-সুর-গণ সকলেই এই স্থানকে শ্রীগৌরজন্মস্থলী বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক এই স্থান দর্শন ও এই স্থানে ভজন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সমাজ-মুকুটমণি বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতের মূলপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম কি তুমি শুনিয়াছ?

পথিক—দেব! আমি নিতান্ত অজ্ঞ। আমি কোন্ সৌভাগ্য বলে ঐরূপ বৈষ্ণব মহাত্মার নাম শ্রবণ করিতে পাইব?

বঃ প্রঃ—আমি পরে তোমাকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব। সেই ভক্তরাজ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং সমস্ত নবদ্বীপ-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া, প্রত্যেক প্রাচীন লোকের সহিত আলাপ করিয়া, গ্রামে গ্রামে গিয়া মৌলিক তথ্যানুসন্ধানে দৃঢ়রূপে প্রবৃত্ত হন। যেমন সীতা-অন্বেষণে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র—

"প্রতিবন, প্রতিস্থান, প্রতিতরুমূল।
সর্ব্বত্র দেখেন রাম হইয়া ব্যাকুল॥"

—সেইরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লুপ্ত

লীলাভূমি উদ্ধারার্থ ব্যাকুল হইয়া এমন গ্রাম নাই, এমন মাঠ নাই, এমন নদীর ছাড় নাই—এক কথায় এমন স্থান, নাই যেখানে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি

ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ

গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড ও মানচিত্র মিলাইয়া লন। প্রাচীন গ্রন্থগুলির বর্ণিত কথাগুলি মিলাইয়া দেখেন। সিদ্ধ-মহাজনগণের বাক্য শ্রবণ করেন এবং পরিশেষে ভগবৎ-কৃপানুভূতি লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা দিব্যচক্ষুর উপর রাখিয়া কার্য্য করেন। বৎস, কেবল তাহাই নহে, মহানুভবগণ সকলেই ঐ স্থানকে যোগপীঠ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী, গৌড়মণ্ডলে ও ব্রজমণ্ডলে যাঁহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ, সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী, পরমহংস কুলাগ্রগণ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রভৃতি সকলেই ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক উহাকেই শ্রীগৌর-জন্মস্থলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিরস্মরণীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ঐ স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির করিয়া প্রাচীনতম শ্রীবাস অঙ্গনে বহু বৈষ্ণবের বাসস্থান বসাইবার সাহায্য করাইয়াছিলেন।

তন্নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহের ভূম্যধিকারী থাকা কা[ল] উহা গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় তিনি রামচন্দ্রপুরের দি[কে] বাস্তব্য উঠাইয়া লইয়া যান। বৎস! শ্রীজাহ্নবী ও ফাড়ি[...] নাম্নী প্রসিদ্ধা বাগ্দেবী শ্রীমায়াপুরকে মূঢ় লোকের নিক[ট] যোগমায়াসমাবৃত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে য[তই] লণ্ডভণ্ড করুন্ না কেন, শ্রীযোগপীঠ পূর্ব্বাবস্থাতেই আছেন। এইরূপই ভগবদ্গৃহের অবস্থা হইয়া থাকে। দ্বারকা[য়] শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটের সপ্তমদিনে সমুদ্র সমস্ত স্থান প্লাবি[ত] করিলেও 'বিনা তদ্ভগবদ্গৃহম্'— এই বাক্যের সম্মান রক্ষার্থ ভগবানের শ্রীমন্দির যথাস্থানে ছাড়িয়াছিলেন। অযোধ্যা ও মথুরার ভগবজ্জন্মস্থলেও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুর কিছুদিন গুপ্ত হইয়া প্রকাশ হইবেন— ইহা ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও ইঙ্গিতে লিপিব[দ্ধ করিয়া] জানাইয়াছেন—

> 'শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপধাম
> বেদে প্রকাশিবে পাছে।'

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিলে দেখিতে পাই[বে] চিন্ময়-শ্বেত-দ্বীপ-ধামই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাভূমি

অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর

সেই শ্বেত-দ্বীপই জগতে শ্রীমায়াপুররূপে উদিত হইয়াছেন। কলিকালে ছন্ন অবতার হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌরাঙ্গ-লীলা প্রকাশ করিবেন, এইজন্যই শ্রীমায়াপুর এ যাবৎ কাল গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয় যে প্রকার লুপ্ত ব্রজধাম উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরপ্রেরিত নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই গূঢ় গৌরধাম প্রকাশিত করিয়াছেন।

পথিক—দেব! শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইঙ্গিত বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন।

বঃ প্রঃ—বৎস! ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য অভক্তগণের অগম্য। কেন না, যে সময় চৈতন্যলীলার ব্যাস ঐ কথা লিখিতেছেন তখন নবদ্বীপের গৌরব ষোলকলায় পরিপূর্ণ ছিল। বেদশাস্ত্রে 'পাছে প্রকাশিব' এ'কথার কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে? কেননা, বেদ নিত্যশাস্ত্র; বেদে "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং", "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ," "ব্রহ্মপুরং" ইত্যাদি মন্ত্রে মায়াপুরে মহাপ্রভুর কথার প্রকাশ ছিল। অতএব বেদশব্দে বেদশাস্ত্র বুঝাইবে না। বেদ শব্দে চারি অঙ্ক বুঝিতে হইবে। কিছুদিনের মধ্যে গৌরজন্মস্থলী প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব গুপ্ত হইবে এবং (৪) অঙ্ক লক্ষিত সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইবে—ইহাই তাহার তাৎপর্য্য প্রভুর জন্ম হইতে ৪ শতাব্দির পর—৪০৪, অব্দেই মায়াপুর ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হইলে "শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য"-গ্রন্থ-প্রচার হইয়াছে। ৪০৮ অব্দে শ্রীমহাপ্রভু পুনরায় শচীগৃহে প্রকটিত হইয়াছেন। তাই 'বেদে প্রকাশিবে পাছে' এই বাক্য দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসাবতার ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যাদেশ-আজ্ঞা ও দেশে বিদেশে যুগপৎ হৃদয়প্রেরণা যাহা যাহা হইয়াছে তাহা শুনিলে তুমি চমৎকৃত হইবে। প্রাকৃত উরুদামের ওতপ্রোত-সন্নিবেশে যাহাদের অস্মিতা ও জীবন আবদ্ধ, তাহারা অক্ষজপাশবদ্ধ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রকৃত কথা বুঝিতে না পারিয়া বাগ্জালবিস্তার পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়ে। ঐ সকল অক্ষজজ্ঞানমূঢ় মায়ামোহিত জীব ভারবাহিসূত্রে জীবগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিবার উদ্দেশে মহতের নিন্দা করিয়া নিজ নিরয়পথ আবিষ্কার করে। ভগবৎকৃপা না হইলে উহাদের অপরাধ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি উহাদিগের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। 'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্' —শ্লোক আলোচনা করিবে।

পথিক—প্রভো! আপনার যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে, বর্ত্তমান কুলিয়া-নবদ্বীপের অপর পারে উচ্চ পুরাতন ভূমি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি ইহা আমার দৃঢ়-প্রতীতি হইল। কৃপা পূর্ব্বক আমাকে অন্যান্য স্থান দর্শন করান্।

বঃ প্রঃ—বৎস! শ্রীযোগপীঠের সম্বন্ধে তুমি আর কত প্রমাণ শুনিতে চাও? আরও প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণাঘাটে, নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর॥
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক-নগর।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগর॥
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে।

* * * *

যোগপীঠ হইতে তখন গঙ্গাতীরে-তীরে গঙ্গানগর পর্য্যন্ত বাঁধস্বরূপ পথ ছিল। সেই বাঁধের গায় গায় প্রথমে মাধায়ের ঘাট, পরে বারকোণাঘাট প্রভৃতি ছিল। ঐ বাঁধটী ভাঙ্গিয়া গঙ্গাদেবী বল্লালদীঘির একপার্শ্ব অর্থাৎ শ্রীবাসাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। গঙ্গানগর গ্রামের ভগ্নাবশেষচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। গঙ্গানগর হইতে লক্ষ্মণসেন ভূপতির দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত একটী ঘেরা পথ দেখা যাইতেছে। তাহারই শেষভাগে "নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া" ছিল। সিমুলিয়ার অনেক অংশ গঙ্গাগত। তাহার এক অংশ মাত্র আছে। এখনও সেই স্থানে সিমলী অর্থাৎ সীমন্তিনী দেবীর পূজা হয়। সেই স্থান হইতে চাঁদকাজীর

বাটী পর্য্যন্ত একটী পথ বর্ত্তমান সেই পথে মহাপ্রভু কাজীর বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কাজীর বাটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় কাজীর সমাধি। সমাধির উপর চারিশত বৎসরের পুরাতন অপূর্ব্ব 'গোলক চাঁপা' বৃক্ষ গৌরভক্ত কাজীকে নিরন্তর পুষ্পার্ঘ প্রদান করিতেছে। এখনও কাজীর বংশধরগণ বর্ত্তমান। আমরা এখনই সেই স্থান দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিব। ঐ সমাধির দক্ষিণপূর্ব্ব-অংশে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দুইখণ্ড পতিত ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একখণ্ড শঙ্খবণিগ্‌দিগের ও আর একখণ্ড তন্তুবায়দিগের পরিত্যক্ত ভূমি। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ইহা ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই দুইখণ্ড ভূমি ছাড়িলেই একটী একান্ত স্থান পাওয়া যায়। তাহাকে স্থানীয় অধিবাসিগণ কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থান বলিয়া থাকেন। এই স্থানটীতে 'থোড়কলাবেচা' ভক্তরাজ শ্রীধরের কুটীর ছিল। এই স্থানেই ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি কীর্ত্তন পরিশ্রমান্তে লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন। বৎস! আরও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে ঘনশ্যাম-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর যে, ঠাকুর ঈশান, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতেও শ্রীমায়াপুরের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাহাতে এরূপ লেখাও আছে যে, শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে শ্রীসুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। এখনও মায়াপুরের উত্তর পূর্ব্বভাগ হইতে ঐ সুবর্ণবিহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

[আমসত্ব]

(প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য।)

যশোহর জেলায়, ঠাকুর শ্রীহরিদাসের আশ্রম—বেনাপোল অরণ্যের অনতিদূরবর্ত্তী একটি নদীতটলগ্ন বনপথে, দ্রুতপদে যাইতেছে জনৈক যুবক—নাম, "প্রেমাহ্লাদ"। তাহার পশ্চাতে অপর দুইটী ব্যক্তি আসিতেছে। একটি প্রাচীন, একটি নবীন। প্রথমের নাম "মুক্ত্যানন্দ"; দ্বিতীয়ের নাম "ভুক্ত্যানন্দ"। প্রথমটির বেশ পণ্ডিতের মত; দ্বিতীয়টির বেশ সাধারণ। আর প্রেমাহ্লাদের দীনবেশ; হস্তে একখানি শ্রীগ্রন্থ।

পশ্চাৎ হইতে একটু উচ্চকণ্ঠে, প্রেমাহ্লাদকে লক্ষ্য করিয়া, ভুক্ত্যানন্দ ও মুক্ত্যানন্দ বলিতেছে।

ভু। আরে, ও—প্রেমাহ্লাদ,—ওহে—ও প্রেম,—দাঁড়াও, দাঁড়াও; একটু দাঁড়াও! বলি, এমন ঝড়ের মত ছুটচো কোথা হে?

মু। স্থিরোভব! স্থিরোভব!

[তাহাদের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে প্রেমা দাঁড়াইল। তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল]

প্রে। কেন ভাই, তোমরা আবার আমাকে ডাকাডাকি কচ্ছ? কেন আমাকে বাধা দিচ্ছ? আমার সঙ্গে তোমরা কেন আস্‌চো ভাই?

[উভয়ে প্রেমাহ্লাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহ বলিতে লাগিল।]

ভু। আস্‌চি তোমারি জন্য। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়; তোমারি মঙ্গল।

মু। সম্মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌চে; অদূরে ঐ সব বাঘ ভালুকের গর্জ্জন শুনতে পাওয়া যাচ্চে; তার উপর ঐ দেখ, একখানা কালো মেঘ উত্তর দিকে জমাট বেঁধে বস্‌চে;—এমন সময় তুমি লোকালয় ছে'ড়ে, এমন পাগলের মত ঐ অরণ্যের অভিমুখে চলেছ কেন?

[এই প্রশ্নে উর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া উচ্ছ্বাসভরে প্রেমাহ্লাদ বলিতেছে।]

প্রেম। কেন?

অহো, কেন চলিয়াছি আমি, কোথা,
কি উদ্দেশে, হেন বেশে উধাও হইয়া,—
বলিব কাহারে? ওরে, কোন্ আকর্ষণে,
কি বন্ধনে বাঁধা পড়ি পাগল হৃদয়,
পায়ে ঠেলি প্রাণভয়, চলেছে ছুটিয়া
বনপথে ভয়ঙ্কর,—কহিব কেমনে?
কে বুঝিবে?—শুনিয়া সে কি-অভয়-বাণী,
ভবের ভাবনা, ভয়, ভরসা বিফল,

ত্যজিয়া সকল ক্ষণে তৃণ তুচ্ছ জানি,
চলেছে ধাইয়া কোন্ মহাসিন্ধু-কূলে
কল্প-তরু-মূলে আজি, কহিব কাহারে ?
সাজিয়া সুহৃদ্, মোরে কি দেখাও ভয় ?
ভীষণ কাননে ওই ভল্লুক, শার্দ্দূল,
ওই ঘন অন্ধকার, ওই মেঘ-জাল
ভয়াল-অশনি-গর্ভ কি ভয়ের হেতু ?
অন্তরের মোহমেঘ, মায়া-অন্ধকার,
কামাদি দুর্জ্জয় আর,—অধিক ভীষণ
নহে কি তাহারা সবে, শত্রু ঘোরতর ?
ক্ষান্ত হও ! ক্ষমা কর !—রোধিও না আর ;
দাও পথ, যাই আমি ! যাও নিজ স্থানে।

[পণ্ডিত মুক্ত্যানন্দ তখন বড় বিরক্তির সহিত সন্তপ্ত-ভাবে বলিতেছে।]

মু। সর্ব্বনাশ ! পেমা,—একবারে পাগল হ'য়ে গেলি তুই ? হায়, হায়,—হ'লো কি রে ! মাথাটা এমন হঠাৎ বিগড়ে গেল তোর ! তোকে এত যত্ন ক'রে বেদান্ত পড়ালাম্ ; শঙ্কর-ভাষ্যটা তন্ন তন্ন ক'রে বুঝালাম্ ; উপনিষদ্‌গুলো উল্টে পাল্টে সব দেখালাম্ ; তবুও কিছুতেই কিছু হ'লো না ! আমার এতদিনের এই প্রাণপাত পরিশ্রম সব পণ্ড হ'য়ে গেল ! শেষে তুই কি, না, একটা বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত বষ্টোম সন্নিসীর মুখে ছটো কেষ্টবুলি শুনে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলি ! আরে ছ্যাে, ছ্যাে,—বামুনের ছেলে তুই ; বেদপাঠ করেছিস্ ; পেটে অগাধ বিদ্যে ;—কোথা তুই সমাজের মাথার উপর বসে সব্বাইকে পায়ের তলে রাখ্‌বি, না, নিজেই একটা বষ্টোমের পা'য়ে মাথা বিকাতে চ'লেছিস্ ! ধিক্, ধিক্ তোর জীবনে ! জান্‌তে কি আর আমাদের কিছু বাকী আছে রে?

[পণ্ডিতের সুরে সুর মিশাইয়া অমনি ভুক্ত্যানন্দ বলিয়া উঠিল।]

ভু। হাট্ ঃদ স—ব জানি আমরা !—বলি হাঁরে পেমা, তোর এমন দুর্ব্বুদ্ধি কোত্থেকে এলো ? সব মাটি কর্‌লি ? এত ক'রে আমরা যুক্তি কর্‌লাম,—শিব্ পুকুরের পাড়ে একটা ভবানী-ভবন প্রতিষ্ঠে ক'রে, একটা বেশ সুন্দর মূর্ত্তি খাড়া ক'রে, সেবা প্রচার করা যাবে ; রোগীদিকে ওষুধ্‌টা ফস্কুদ্‌টাও দেওয়া হ'বে ; এমনই ইত্যাদি রকমে, বেশ একটা কারবার চল্‌বে ; মায়ের প্রসাদে রসনাদির ষোড়শোপচারে সেবা সুচারু সম্পন্ন হ'তে থাক্‌বে !—

[বাধাদিয়া, প্রেমাহ্লাদ অত্যন্ত কাতরভাবে আবার বলিতেছেন]

প্রেম। ক্ষান্ত হও ; ক্ষান্ত হও ; ভুক্ত্যানন্দ, ভাই,—
পা'য়ে ধরি তোর ;—পথ দে রে, পথ দে রে,—
চলে যাই আমি ! জ্ব'লে গেল সর্ব্ব অঙ্গ
বহির্ম্মুখ-জন সঙ্গ-অনল-উত্তাপে !
অসহ্য রে ! অন্তঃসার-শূন্য ওই স্তব
বাক্যজালে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর বৃথা
তীব্র কালকূট সদা করে উদ্‌গীরণ !
ইন্দ্রিয়-তর্পণ আর ভোগ-বুদ্ধি-বশে
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বেশে কত, রাজপুর হ'তে
ভিক্ষুকের পর্ণবাস অবধি অবাধে
করিয়াছে অধিকার ; করেছে বিস্তার
একচ্ছত্র আধিপত্য পবিত্র ভারতে !
ভুলিয়াছে হায়, সবে মূল প্রয়োজন ;
ভুলিয়াছে অকৈতব ধর্ম্ম সনাতন ;
ভুলিয়াছে মুগ্ধ জীব স্বরূপ আপন !
আসুর ভাবের ঘোর অমা-অন্ধকারে
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-পিশাচী যুগল
নাচিতেছে ভুক্তি মুক্তি তাণ্ডবে কেবল !
ওকি কোলাহল ?—
ওই শুন,—ওই শুন,—
সমবেত-কণ্ঠে শুভ হরিনামধ্বনি !
বিগত রজনী ঘোর, দীর্ঘকাল পরে
ভাগ্যাকাশে ভারতের ভাস্কর নবীন
হইয়াছে সমুদিত ! অমিত বৈভবে
কর্ম্ম-জড় জগতের মর্ম্মভেদ করি
মহামন্ত্র হরিনাম হ'তেছে ধ্বনিত !
নব জাগরণে ওই !—যাই—যাই—যাই—
নিদ্রিত সম্বিৎ তাহে উঠিছে জাগিয়া।

[উন্মত্তের ন্যায় প্রেমানন্দ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আর সেই দিক হইতে হরিধ্বনি করিতে করিতে জনসমূহ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রতি শ্লেষবাক্যে ভুক্ত্যানন্দ বলিতেছে।]

ভু। এ কি বাবা—এমন দল বেঁধে তোমরা আবার কোথায় গেছ্‌লে সব ? হুস্ ক'রে হাঁসের পালের মত এসে পড়্‌লে ! কোথাও লুট কর্‌তে গিয়েছিলে না কি ?

[তাহার কথায় তাঁহাদের একজন অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন।]

একজন। হাঁ ভাই, লুঠ্ই বটে! তুমি কি জান না বেনাপোলে হরিলুট হচ্চে? মহাপুরুষ পরম ভক্ত হরিদাস, আচণ্ডালে অমূল্য ধন বিতরণ কচ্ছেন। মহাবন হরিনামধ্বনিতে দিবারাত্র পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে! কত জন কত দিক্ দিয়ে তথায় গিয়ে, হরিনাম নিয়ে পরিণামের পথ মুক্ত ক'রে আস্‌চে! কত মহাপাপী, পতিত, পাষণ্ড, তাঁর দর্শন মাত্রে ধন্য হ'য়ে যাচ্চে! শুষ্ক প্রান্তরে সুরধুনীর তরতর তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্চে! বিষের বিষম জ্বলনে কি স্নিগ্ধ কি মধুর সুধা-বৃষ্টি! অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব—অতি চমৎকার—অতি চমৎকার! ঐ দেখ,—ঐ দেখ,—ঐ দিকে কে একজন পাগলের মত ছুটে চলেচে! যাও, যাও,—তোমরাও যাও, তোমরাও যাও! ম'রে আছ সব, নূতন জীবনে বেঁচে উঠ্‌বে; নরকের ঘোর অন্ধকার কে'টে যাবে; মহাস্বর্গের মুক্ত আলোক দেখ্‌তে পাবে!—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!—হরি!

[জন সমূহ হরিধ্বনি দিয়া আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন কুটিলনেত্রে স্তব্ধমূর্ত্তি মুক্ত্যানন্দের পানে চাহিয়া ভুক্ত্যানন্দ বলিল।]

ভু। দেখ্‌চ কি দাদা? ভাব্‌চ কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। দেশটা এইবার বুঝি উচ্ছন্ন গেল! এখানে এইবার হয়ত আমাদের কল্‌কে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠ্‌লো!

[বড় দুঃখে বড় নৈরাশ্যে গালে হাত দিয়া মুক্ত্যানন্দ বলিল।]

মু। তাই তো ভায়া, বড় সর্ব্বনাশ দেখ্‌চি। এ যে একবারে চার্ পো হ'য়ে উঠলো হে? এর আশু প্রতিকার একান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠেছে! চল, চল, সকলে মিলে গোপনে একটা যুক্তি করা যাগ্‌গে।

ভু। চল, চল;—আজই এর একটা কিছু উপায় স্থির করতেই হ'বে। আমার বোধ হয়, আমাদের খাঁ সাহেবের দ্বারাই এর চূড়ান্ত ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে!

মু। আমিও তাই ভাব্‌চি। চল, দেখি।

উভয়ে প্রস্থান করিল।

প্রথম অঙ্কে, দ্বিতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

[গৌড়ীয়-মঠ-সন্দেশ]

গত ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন ও মহাসমারোহে কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীর বহু পণ্ডিত, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসী সম্ভ্রান্ত বিদ্বজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর "শ্রীরাধা ও তাঁহার ভজন" সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল তাঁহার সুদার্শনিকতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ আবেগময়ী ভাষায় অনেক ভজনোপলব্ধির কথা কীর্ত্তন করেন। আগামী সপ্তাহে গৌড়ীয়-পাঠকগণকে ভক্তগণের যোগ্য শিরোভূষণ সেই অমূল্য শ্বেত-মল্লিকা-গুচ্ছটী উপহার প্রদান করিবার বাসনা রহিল। অধিকারী সুকৃতিমান্ সেবোন্মুখ পুরুষ উহা মস্তকে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার পর তাঁহার আদেশে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-গীতাবলী হইতে 'রাধাষ্টক' ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় "ভজনরহস্য" হইতে বৃষভানুনন্দিনীর "প্রার্থনা-গীতি" এবং শ্রীযুক্ত দিব্যহরি-অধিকারী মহাশয় অপূর্ব্ব নৃত্য ও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ প্রদান করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে চতুর্ব্বিধরস-যুক্ত শ্রীভগবৎপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল।

আগামী রবিবার দিবস অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ মহানগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইবে। ১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথি ও নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেই দিবস সাধারণ-মহামহোৎসব। আমরা বিশ্ববাসী সকলকে এই কীর্ত্তনোৎসব ও মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২০শে ভাদ্র ১৩৩২, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ | ৪র্থ সংখ্যা

মহোৎসব ।

জয় !!!

[প্রসাদ নির্ম্মাল্য]

শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন্! ভক্ত ও ভগবান্ নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন্! ভক্তের গুণানুকীর্ত্তন করাই নিখিল শ্রুতি-স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়। বহুশ্রমার্জ্জিত বিদ্যা ও অধ্যয়নের ফলও তাহাই। ইহাই শ্রীভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গাহ আজ ভাই! সমবেত কণ্ঠে গাহ সেই শুদ্ধভক্তি-প্লাবনকারী আচার্য্যের জয়! গাহ আজ ভাই—কোটী মিলিত কণ্ঠে, গাহ শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টপ্রচারকবর পর-দুঃখ-দুঃখী গৌরপ্রিয়তম, আচার্য্যস্বরূপের জয়!

গাহ আজ অসংখ্য অনন্ত দিগন্তব্যাপী রবে শুদ্ধভক্তি-স্রোতের মূল প্রবর্ত্তক মহাবদান্য আচার্য্য প্রবরের জয়!

গাহ আজ—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম" অনন্ত অর্ব্বুদ কণ্ঠে অনর্পিত-চর প্রেমপ্রদাতা নিতাই, গৌর, সীতানাথের জয়! শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত-বৃন্দের জয়!

গাহ ভারত, গাহ মহাভারত, গাহ বঙ্গ, গাহ রঙ্গ, গাহ বেদ, গাহ নির্ব্বেদ, গাহ পুরাণ, গাহ নবীন, গাহ শ্রুতি, গাহ স্মৃতি, গাহ তন্ত্র, গাহ মন্ত্র কেবল শুদ্ধ-ভক্তের জয়!!

* * *

"আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

* * *

দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা! সার্থক কর তোমাদের জন্ম, ভক্তের চরণ সেবাধিকার লাভ করিয়া। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, সার্থক হউক্ তোমাদের কীর্ত্তি—গাহ কোটী মিলিত-কণ্ঠে ভোগীকুলের হৃদয় মথিত করিয়া শুদ্ধ ভক্তের জয়!

অনল, অনিল, রবি, চন্দ্র, তারা, সাগর, ভূধর, কানন, উপবন, অখিল বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অসংখ্য চেতন গাহ সমবেত কণ্ঠে পাষণ্ডের হৃদয় ভেদ করিয়া, অভিমানীর হৃদয় দহন করিয়া—শুদ্ধ ভক্তের জয়!!

দিন নাই, রাত্র নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি

নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, দেহস্মৃতি নাই, যাঁহাদের; হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবাই যাঁহাদের একমাত্র নিত্য ব্রত ও স্বভাব, যাঁহারা সর্ব্বভূতকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য মনে না করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণজ্ঞানে নিরন্তর সেবা করিতে উন্মুখ গাহ আজ সকলে মিলিয়া সেই সকল শুদ্ধভক্তের জয়!

গাহ কাঙ্গাল, গাহ মহারাজাধিরাজ, গাহ বালক, বৃদ্ধ, গাহ স্ত্রী, গাহ পুরুষ, গাহ পশুপক্ষী! আবার গাহ সমবেত কণ্ঠে ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব মহামহোৎসবের জয়!!!

ওঁ হরিঃ হরিঃ ও!!!

ঠাকুরের প্রতি নিবেদন।

(প্রাপ্ত)

[শারদমল্লিকামালা]

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীন হীন অগতির গতি॥
নীলাচলে হইয়া উদয়,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসি' প্রেমভক্তি পরকাশি,
জীবের নাশিলা ভব-ভয়॥
তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি, যদি দেহ শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার প্রচারে রত,
বিশুদ্ধশ্রীরূপানুগা ভক্তি॥
শ্রীপাট খেতরি ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সার, শুনি' লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি॥
শুদ্ধভক্তি মত যত, উপধর্ম্ম কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি সুসিদ্ধান্ত বাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়া'লে উল্লাস॥
স্মার্ত্তমত জলধর, শুদ্ধভক্তি রবি-কর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে॥

স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ-কথামৃত ভবে॥
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি,
শীতল করিলা তপ্ত প্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণ গান॥
পূর্ব্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি',
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণব-দর্শন সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারাণসী॥
দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হরিভক্তি যার মর্ম্ম,
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, ভক্ত-সঙ্গে পরিক্রমি',
সুকীর্ত্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন-ব্রজ-মণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময়॥
কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা,
তা-সবার দোষ ক্ষমা করি'।
জগতে কৈলে ঘোষণা, "তরোরিব সহিষ্ণুনা"
হন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"॥
শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-, সভামধ্যে "পাত্র রাজ"
উপাধি ভূষণে বিভূষিত।

বিশ্বের মঙ্গল লাগি',　　হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসি-জন-হিতে রত ॥
করিতেছে উপকার　　যাতে পর-উপকার,
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় ।
দূরে যায় ভব-রোগ,　　খণ্ডে যাহে কর্ম্মভোগ,
হরিপাদ-পদ্ম যা'তে পায় ॥
জীব মোহ-নিদ্রাগত　　জাগা'তে বৈকুণ্ঠদূত,
"গৌড়ীয়" পাঠাও ঘরে ঘরে ।
"উঠরে উঠরে ভাই,　　আর ত' সময় নাই,
"কৃষ্ণ ভজ" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ॥
তোমার মুখারবিন্দ　　বিগলিত মকরন্দ
নিষিক্ত-অচ্যুত-গুণগাথা ।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ,　　তমো মোহ অন্তর্দ্ধান
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা ।
জানি আমি মহাশয়,　　যশো বাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দু মাত্র তোমার অন্তরে ।
তবগুণ বীণাধারী　　মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি',
অবশেতে বলায় আমারে ॥
বৈষ্ণবের গুণ-গান,　　করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে ।
কৃষ্ণ ভক্তি সমুদয়　　জনম সফল হয়—
এ ভব-সাগর তরে সুখে ॥
সে কারণে এ প্রয়াস,　　যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে ।
অদোষ-দরশী তুমি,　　অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ্　　ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ,
দীনহীন পতিতের বন্ধু ।
কলিতমো বিনাশিতে　　আনিলেন অবনীতে,
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু ॥
কর কৃপা বিতরণ　　প্রেমসুধা অনুক্ষণ,
মাতিয়া উঠুক্ জীবগণ ।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে,　　নাচুক্ জগত জনে,
বৈষ্ণব-দাসের নিবেদন ॥

হরিজনকিঙ্কর—শ্রীগোপালগোবিন্দ মহান্ত,
গোপাল টীলা, পোঃ আঃ শ্রীহট্ট ।

নাম-কীর্ত্তন

[হৈয়ঙ্গবী]

বেদ, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, নিখিল-সাত্বতপুরাণ শাস্ত্র, গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, নারদপঞ্চরাত্রাদি সাত্বত তন্ত্রশাস্ত্র সকলেই উৎ-কীর্ত্তনকেই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ।

বেদ—"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন। মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥", কঠ—"তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি। ওমিত্যেতৎ ॥"—ইত্যাদি মন্ত্রে, শ্রীমদ্ভাগবত "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"—ইত্যাদি বহু শ্লোকে, পুরাণাদি-শাস্ত্র "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" প্রভৃতি বহু বহু শ্লোকে, শ্রীগীতা সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" (৯।১৪) "কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (১০।৯), প্রভৃতি-শ্লোকে হরি-কীর্ত্তনই জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীনামকে জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীধর-স্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেমনৈব তুলিতং তু তুলায়াং। সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্।"—জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই-বস্তু তুলাযন্ত্রে মাপা হইয়াছে কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেম এই দুই বস্তু- এখনও তুলিত হয় নাই অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ প্রেম পরিমেয় বস্তু নহেন, তাঁহার ফল অনন্ত ও মানব জ্ঞানের অগম্য।" শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—"সদা সর্ব্বত্রাস্তে নমু বিমলমাদ্যং তব পদং, তথাপ্যেকং স্তোকং ন হি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ। ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব সু-ভগবন্নাম-নিখিলং সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ অর্থাৎ হে ভগবন্, যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন তথাপি তিনি সংসার-বৃক্ষের একটী মাত্র পত্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হন্ না; কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্ত হন্ তাহা হইলে ঐ নাম সংসার-তরুকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন; সুতরাং তোমার অঙ্গপ্রভা-অপেক্ষা তোমার

সাক্ষাৎ অভিন্ন-স্বরূপ' শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সেব্য।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মুণ্ডক-ভাষ্যে নারায়ণ-সংহিতা-বাক্যে "কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীনামকেই একমাত্র জীবের পরম মঙ্গলের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন আশ্রয়ণীয় সেব্য বস্তু নাই বলিয়া জগতে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন— "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নামেই তাঁহার (নামীর) সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীনাম স্মরণ করিবার কোন স্থান পাত্র বা কালের বিচার রাখেন নাই। তিনি নামাচার্য্য শ্রীলঠাকুর হরিদাসের দ্বারা জগতে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে বালকবৃদ্ধযুবা সকলের মুখে হরিনাম লওয়াইয়াছেন; বাল্যে বালগোপালসেবী তৈর্থিক বিপ্রকে, (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়), কৈশোরে তপন মিশ্রকে (চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ) শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে শিষ্যগণকে (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম), স্বীয় মাতৃদেবী শচীমাতাকে (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম), বিদ্যাবিলাস-শেষে পড়ুয়াগণকে (ঐ), নদীয়ানগরবাসিগণকে (চৈঃ-ভাঃ মধ্য ২৩ ও ২৬) 'দস্যুভয়েভীত অভিনয়কারী স্বীয়-গণকে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য়), মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে (চৈঃ চঃ আদি ৭ম), পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ), দক্ষিণ দেশে গমনকালে সর্ব্বত্র সকলকে, কূর্ম্মনামক ব্রাহ্মণকে, গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম), বৌদ্ধগণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম), মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ী তত্ত্ববাদিগণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম), রাজা প্রতাপরুদ্রকে (চৈঃভাঃ অন্ত্য ৫ম), পিছল-দার যবনরাজকে (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫), ব্রজবাসিগণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ), কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজখান্‌কে (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ), জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ), শ্রীল রূপ গোস্বামী (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ), শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ) স্বরূপ রাম রায় লক্ষ্য করিয়া (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ) শ্রীনাম-ভজনই যে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম তাহা জগতে প্রচার করেন। তিনি বৃহন্নারদীয়ের—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্"

—শ্লোকের মর্ম্মার্থ নিম্নলিখিত পদে বিবৃত করিয়াছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' হরের্নাম উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্তি 'এব'-কার॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ)

অবশ্য বর্ত্তমান যুগের মনোধর্ম্মী চিজ্জড়সমন্বয়বাদি-ব্যক্তিগণ সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র, আচার্য্যগণের বাক্য, কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবানের আদেশ ও আচরণের কথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা দেখাইয়া বলিবেন যে, "এই কথাগুলি গোঁড়ামি-মাত্র, কেবল হরি-নামই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতির ন্যায় নামগ্রহণও একটী পন্থা বা উপায় মাত্র।"

কিন্তু শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে এইরূপ কল্পনাকারি ব্যক্তি-গণকে নামাপরাধী" বলিয়া বিচার করিয়াছেন। যাঁহারা যোগ-তপ-ব্রত বা অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত শ্রীনামকে সমজ্ঞান করেন তাঁহারা কখনও নামের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না।' বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত হইয়া জীব নিত্য, শুদ্ধ চিন্তামণিস্বরূপ নামী হইতে অভিন্ন সাধ্যসাধনতত্ত্ব শ্রীনামকে এইরূপ অন্যান্য অনিত্য উপায়ের সহিত সমপর্য্যায়ে কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের দুর্দ্দৈব মাত্র।

আরোহবাদী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ অদৃশ্য বস্তু হইতে দৃশ্য-বস্তুতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সম্বল করিয়া যাত্রা করেন, কাযে কাযেই তাঁহাদের চিৎএর দৃষ্ট বা জ্ঞাত অর্থাৎ অবরোহবাদের পরম বাস্তব সত্য অবধারণে নানাপ্রকার বিবাদ ও কল্পনার অবসর হইয়া থাকে, তাঁহারা দ্রষ্টৃস্বরূপ শ্রীভগবানের কৃপা বা অবতার অর্থাৎ "নামরূপে কৃষ্ণ অবতার", অভিন্ন-শ্রীনামী শ্রীনামস্বরূপকে জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া

ধারণা করিতে পারেন না। 'শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত বিশ্বের কোনও জীবের অন্য কোনও সাধনোপায় বা সাধ্যতত্ত্ব নাই' —সমন্বয়বাদিগণ এইরূপ কথাকে গোঁড়ামি বা বহুসাম্প্রদায়িক মতবাদের অন্যতম মতবাদ মাত্র কল্পনা করিয়া আত্মবঞ্চিত হন্ ও চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমধনরূপ পরম প্রয়োজন-প্রাপ্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করেন।

শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। পরম প্রয়োজন লাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। অন্য কোন উপায় বা উপেয় আরোহবাদীর কাল্পনিক অনিত্য উপায় মাত্র। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র, সাত্বত আচার্য্যগণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকেই একমাত্র 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া নামের অর্থবাদ মাত্র করেন নাই। তাঁহারা লোকবঞ্চক ছিলেন না। যাঁহারা এই সাত্বত শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের কথাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া শ্রীনামকেই একমাত্র উপায় ও উপেয় বলিতে 'নারাজ' তাঁহারাই আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক। নিত্যকাল শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন্—

"স্বর্গার্থীয়াব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজাম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥"

জগৎ

[দধি]

অচিৎ বৈচিত্র্যের নাম জগৎ। চিদ্ধামে যেরূপ চিদ্বৈচিত্র্যহেতু নিত্য নব নবায়মান সেবাবৈভব প্রকটিত আছে, তদ্রূপ সেই চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই অচিজ্জগতে নানাপ্রকার ভোগবৈভব প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অচিদ্বৈচিত্র্য ভোগবৈভবে পরিপূর্ণ, সেবাবিমুখ জীবের দণ্ডপ্রদান করিবার কারাগার-স্বরূপ। এইস্থানে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গমনুষ্যাদি অনন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব বাস করিতেছে। বৃক্ষরাজি, পর্ব্বত ইহারা চেতন হইলেও আচ্ছাদিত-চেতন জড়প্রায় হইয়া এই জগতের অনন্ত-ভোগবৈভবের বিচিত্রতার এক একটী অঙ্গস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই নাম জগৎ।

আবার এই জগতের মধ্যে মনুষ্যনামে একপ্রকার প্রাণী বুদ্ধি ও বিবেকবলে অন্যান্য প্রাণীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবলে অচিদ্বৈচিত্র্যকে নানাভাবে তাহাদের উপযোগিভোগসম্ভার-রূপে পরিণত করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনাদির সৃষ্টি করিতেছে এবং ভোগের সুবিধার জন্য সমজাতীয় ব্যক্তি ও ভোগোপকরণ—প্রাণী ও বস্তুর সহিত একত্র বাস করিয়া সমাজ গঠন করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র যে যে স্থানে মনুষ্য বাস করিতেছেন সেই সেই স্থানেই এইরূপ সমাজ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সংসারদুর্গের জীবকুল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ; এই বহির্ম্মুখতা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ। এই বহির্ম্মুখতা একদিনের নহে, অনাদিকাল হইতে তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা কখনও উন্মুখ হইবার অবসর পান নাই। সুতরাং এই সব বহির্ম্মুখ অনন্ত জীব ও মনুষ্য লইয়াই জগৎ এবং সমাজের গঠন হইয়াছে।

পরমকারুণিক ভগবান্ এই অনাদিবহির্ম্মুখ সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকুলকে দুই ভাবে কৃপা করিতেছেন। যাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, আচ্ছাদিতচেতন, কর্ম্মজড় বা ভোগজড়, তাহাদিগকে তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা কপটকৃপা আর যাঁহারা কিঞ্চিদুন্মুখ অর্থাৎ সুকৃতিমান্ তাঁহাদিগকে স্বয়ং নিষ্কপট বা সাক্ষাৎকৃপা করিতেছেন।

জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে জগতে অবতীর্ণ হন্ বা কখনও তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমরা বিপরীত বুঝিয়া থাকি, তাঁহার কৃপাকে অকৃপা বলিয়া মনে করি। নির্ম্মৎসর সাধুগণকে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে আমাদিগের ন্যায় মৎসর বলিয়া ধারণা করি, তাই জগতে ভগবান্ ও শুদ্ধ ভক্তের প্রতি মৎসরতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্যাপারটী আমরা সত্যযুগ হইতেই লক্ষ্য করি। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ কিন্তু জগতের নিয়ম সর্ব্বকালেই একরূপ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের স্বভাব সর্ব্বকালেই একপ্রকার। তাই সত্যযুগেও দেখিতে পাওয়া যায়, হিরণ্যকশিপু নির্ম্মৎসর প্রহ্লাদের প্রতি দ্বেষ করিয়া-

ছিলেন, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্র, পরম আদরের বস্তু, তাহার উপর আবার একটি কোমলমতি বালক মাত্র। তিনি পিতার নিকট রাজ্য চান্ নাই, ঐশ্বর্য্য চান নাই কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য আবদার করেন নাই। প্রহ্লাদের একমাত্র দোষ তিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে হরিভজন শিক্ষা দেন। পিতা রাজনীতিকুশল, কলানিপুণ, সাহিত্যমোদী, সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ; প্রহ্লাদকে কৃষ্ণভজন ছাড়াইয়া অচিবৈচিত্র্যে বা ভোগবৈভবে নিযুক্ত করিবার জন্য যণ্ড ও অমর্কের হস্তে প্রদান করিয়া ছিলেন। প্রহ্লাদ জগতের চিন্তা স্রোতে, সমাজের গড্ডলিক প্রবাহে ধাবিত হইতে চান নাই, তাই, হিরণ্য-কশিপুর ক্রোধ ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিরণ্যকশিপু সামাজিক ও জাগতিক হিসাবে একজন বিশিষ্ট-ব্যক্তি হইলেও, তপস্যাশীল, ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধনাতৎপর থাকিলেও জাতি, কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও অন্তরে ভগবদ্বিরোধী। তাই, তাঁহার ভগবদ্বিরোধভাবটী ভক্তের উপর প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভগবদ্বিদ্বেষরূপ ব্যাপারটী অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কতরূপ ভাবে যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা অনেক সময়ে মনে করি, আমরা ভগবদুন্মুখ, আমরা আস্তিক—আমাদিগকে কেহ 'নাস্তিক' বলিলে আমরা ঐ ব্যক্তিকে হনন করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়া থাকি। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে আমার মধ্যে একটুও আস্তিকতার গন্ধ নাই। কপট মায়া আমাকে ছলনা করিয়া আমার অন্তরের ভাবটী আমাকে বুঝিতে দিতেছে না। তাহা আমরা ধরিতে পারি না।

ভগবানকে আমরা জন্মমরণশীল বস্তু মনে করি, ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ করি, ভগবানকে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের কোন নায়ক বিশেষ মনে করিয়া থাকি। ভগবানের কার্য্যকলাপে আমার ভোগের প্রতিকূল বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকি, কখনও বা বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের আচরণ-গুলি আমার ভোগ-সাধনের অনুকূল বলিয়া উহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের আচরণে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।

আমাদের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে কোন একটী সময়ে কোন একটী জন্মমরণশীল ব্যক্তির ঘরে জন্মিয়াছিলেন, কিছুকাল আমাদেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া কিছুকাল পরে কোনও কারণ বশতঃ এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন! কেহ কেহ মনে করি, শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা যখন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

তখন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-লীলা আমাদেরও নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। যশোদা ও নন্দ যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য এত মমতা ও পুত্র-স্নেহাধিক্য দেখাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও যখন মাতাপিতার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন, তখন আমরাও মাতাপিতা হইয়া পুত্রের প্রতি কেন না আসক্ত হইব, পুত্রগণও আমাদের প্রতি কেনই বা না আসক্ত হইবে? শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র যখন পত্নীর জন্য এত ব্যাকুলতা দেখাইয়া ছিলেন, তখন আমরাও আমাদের পত্নীর প্রতি সেইরূপ মোহ দেখাইব। রামচন্দ্রের সীতার প্রতি আসক্তি ও সীতাদেবীর রামচন্দ্রের প্রতি আসক্তি আমাদেরও পতি ও পত্নীর আদর্শ হইবে। আমরা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের লীলাকে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল ছাঁচে ফেলিয়া সহিত্য ও কাব্য রচনা করিব। ভোগোন্মুখ জগৎ ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভোগানলবর্দ্ধনকারী ইন্ধনসদৃশ মনোধর্ম্মকে এইরূপেই সহজে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও বহির্ম্মুখ জগতের অবস্থা এইরূপই ছিল। তখনও নৈয়ায়িক, দার্শনিক, তথাকথিত ধার্ম্মিক, সাহিত্যিক, সামাজিকগণের অসদ্ভাব ছিল না।

"ত্রিবিধ বয়সে একজাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহা দক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ-কাল যায়-মাত্র ব্যবহার রসে॥

কৃষ্ণ-নাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর-গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষ-হরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করয়ে ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনি ভক্ত সবে করেন কীর্ত্তন॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥

* * * *

কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ

কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে নহে—সর্ব্বসময়েই বহির্ম্মুখ জগতে ইহা চিরন্তন প্রথা। কেবল সময়ে সময়ে ভগবান্ ও ভাগবতগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া এই অবস্থার মধ্যেই পতিত সুকৃতিমান্ জীবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জগৎ বা বহির্ম্মুখ সমাজ শুদ্ধা ভক্তির কথা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই বিমুখ; ইহা তাহাদের মায়া-বঞ্চিত স্বভাবোত্থ বৃত্তিবিশেষ। দেবতাপূজা, পুত্র-কন্যার বিবাহ, নৃত্যগীতবাদ্য-কোলাহল, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ঢপ, টপ্পা, নাটক প্রভৃতিতে রাত্রিজাগরণ, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যগণের উদর-ভরণের জন্য গ্রন্থানুভব-রহিত গীতাভাগবতাদি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের ভাষায়—"শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবিয়া মরা" প্রভৃতি ব্যাপার বহির্ম্মুখ জগতে নিত্যকালই রুচিকর বলিয়া বৃত হইয়াছে।

বহির্ম্মুখ সমাজ শ্রীলরূপপাদের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' শ্লোককে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা মনে করেন, ভক্তি ও অভক্তি, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে সমপর্য্যায়ে দর্শনকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদকে বহু মানন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান অক্ষজ কর্ম্মোন্মত্ত ও জ্ঞানোন্মত্ত সমাজের প্রতি ব্যক্তির কাছে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" শ্লোকের আদর না হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদের এত আদর কেন? আমাদের মনে হয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই তাহার একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে মায়া বা মনোধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্মের উপদেষ্টা। মনোধর্ম্ম, যাহা আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের অনুকূল বলিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আমি তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমার মনোধর্ম্মানুযায়ী "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—এই শ্লোকের কদর্থ করিয়া আমার মনোধর্ম্মের সমর্থন করিয়া থাকি। বর্ত্তমান সাহিত্য, কাব্যগুলি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার প্রতিবর্ণ, প্রতি ভাববিন্যাস, প্রতিচেষ্টায় ভগবদ্বিদ্বেষ বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বিরাজিত। উহাতে কৃষ্ণনামাক্ষরের 'ছড়াছড়ি' আছে, কৃষ্ণলীলার (?) কথাগুলি আছে কিন্তু উহা কৃষ্ণ হইতে বহুদূরে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বঙ্গদেশীয় কবি ও স্বরূপ দামোদরের উপদেশ-প্রসঙ্গে, উহার আভাস আমরা দেখিতে পাই।

কপটতা ও মৎসরতাই বহির্ম্মুখ-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যিনি যত কপট হইতে পারিবেন, যিনি যত মৎসর হইতে পারিবেন, যিনি যত ভাবের ঘরে চুরি করিতে পারিবেন, যিনি যত কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ হইবেন, তিনি তত ধার্ম্মিক, তিনি তত বড় ভক্ত, তিনি তত লোকপ্রিয়, তিনি তত উদার—মহান্ অসাম্প্রদায়িক।

বহির্ম্মুখজগতে সামাজিকগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি

দেখিতে পাওয়া যায়, একপ্রকার নীতিপরায়ণ, আর এক-প্রকার নীতিবিমুখ।' এই উভয়প্রকার লোকই বহির্ম্মুখ জগতের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণ এই উভয় শ্রেণীকেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া জানেন। বহুসুকৃতি না থাকিলে এই সব কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপর্য্যুক্ত কথাগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব রোগ॥"
চৈঃ চঃ আদি ৩য়।

এই কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, বহির্ম্মুখসমাজ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত বাকী সমস্তই সাদরে বরণ করিয়া থাকে। শুদ্ধ-ভক্তি ব্যতীত বাকী যাহা কিছু—তাহারই নাম মায়া। এক বাদ দিয়া অঙ্কে লিখিত দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, অযুত, কোটী যাহা কিছু সবই শূন্য। আমরা সেই শূন্যের ঘরই করিতে চাই। তাহাতেই আমাদের স্বাভাবিক রুচি। তাই শুদ্ধভক্তির গ্রাহক অতি কম। মনোধর্ম্মের গ্রাহক বাকী সকলেই। ইহা দেখিয়াই একদিন অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, ভক্তগণও ব্যথিত হইয়াছিলেন।

"দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণী মাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে॥"
—চৈঃ ভাঃ আদি ২য়।

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা সমাপনের কিছুকাল পূর্ব্বেও অদ্বৈতাচার্য্যের মুখে প্রহেলিকার মধ্যদিয়া সেই খেদই শুনিতে পাই—

"হাটে না বিকায় চাউল"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ)

অর্থাৎ সুকৃতিমান্ জীবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা গ্রহণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন কিন্তু বহির্ম্মুখ সমাজে ঐ ভক্তিকথা আর বিকাইল না। শুদ্ধভক্তির গ্রাহক চিরকালই খুবই কম। মিছা ভক্তি, ছলভক্তি, বিদ্ধা ভক্তি, অন্যাভিলাষ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ লোকের মনোধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বলিয়া জগতের সকল লোকের নিকট বহুমানিত।

বঞ্চক ও বঞ্চিত

[তত্র]

জগতে বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত জীবগণ দুই প্রকার—বঞ্চক ও বঞ্চিত। বঞ্চক আবার দুই শ্রেণীর, একশ্রেণীর বঞ্চকগণ কোনও বিশেষ দুরভিসন্ধিমূলে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে উদ্যত হয় না। কেবল তাহাদের বদ্ধভূমিকাগত-কৃষ্ণবিমুখ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া এবং অপর বঞ্চকদ্বারা—সারাজীবন বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তাহাদের অবঞ্চনারূপ স্বাস্থ্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চক দুরভিসন্ধিমূলে অপরকে বঞ্চিত করাই বড় বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর বঞ্চক অনেক সময়েই নিজের বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছারূপ কার্য্যটী ধরিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চক নিজের বিপ্রলিপ্সার কথা জানিয়াও দুরভিসন্ধিপূর্ব্বক সেই কার্য্যেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হয়।

বঞ্চিতগণও দুই প্রকার—একপ্রকার বঞ্চিতব্যক্তি দুষ্টবঞ্চকদ্বারা সারাজীবন এতদূর বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে যে, অবঞ্চনারূপ অবস্থাটী তাহাদের আদৌ কোন দিন অভিজ্ঞতার বিষয় হয় নাই।' ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে "কোমলশ্রদ্ধ" বা "বালিশ" নামে অভিহিত করা যায়। সৎসঙ্গপ্রভাবে ইহারা সত্যবস্তু ধারণা করিবার সুকৃতি ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে ইহারা বঞ্চিত অবস্থা হইতে সুস্থাবস্থা লাভ করিতে পারে।

আর এক প্রকার বঞ্চিত ব্যক্তি বদ্ধভূমিকার "ভোগ অহির" দ্বারা দংশিত হইয়া তাহার বিষে এতদূর জর্জ্জরিত যে, তাহাদের বঞ্চিতাবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার আদৌ ইচ্ছা নাই। সাধুজন কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার প্রযত্ন করিলে তাহারা সাধুজনকে তাহাদের 'পরমশত্রু' বলিয়া মনে করে এবং বঞ্চনাকারিগণ প্রকৃত-পক্ষে তাহাদের অনন্তকালের জন্য মহা অমঙ্গল সাধন

করিলেও তাহারা আপততঃ তাহাদের নিকট হইতে বদ্ধভূমিকাগত ইন্দ্রিয়যজ্ঞে তর্পণ অর্থাৎ মনোধর্ম্মে ইন্ধন প্রাপ্ত হয় বলিয়া বঞ্চনাকারিদিগকেই পরমবান্ধব বলিয়া স্থির করে এবং নিজ ইচ্ছায়ই নিজে চিরকাল বঞ্চিত থাকিতে অভিলাষ করে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চিত ব্যক্তি গুরুব্রুবকে 'গুরু', কপট বা মিছা ভক্তিকে 'ভক্তি', ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মনোধর্ম্মকে হরিভজন, মায়াকে 'কৃষ্ণ', প্রাকৃত-বস্তুকে 'অপ্রাকৃত', কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিকে 'কৃষ্ণ-সেবা,' প্রাকৃত সহজধর্ম্মকে 'অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম', ভোগকে 'যুক্তবৈরাগ্য,' অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব', নামাপরাধকে 'নাম', ব্যভিচারকে 'রাগানুগপন্থা', কল্পনা বা মনোধর্ম্মকে 'বিশ্বাস', শত্রুকে 'বন্ধু' জ্ঞান করিয়া চিরকাল বঞ্চিত হইয়া পরমার্থদ দুর্ল্লভ, চিরস্থায়ী মনুষ্যজন্মকে বৃথা নষ্ট করিয়া অনন্তকাল নরকপথের পথিক হইয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চিতব্যক্তির মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" শ্লোকে সূত্রাকারে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় তাহাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, বঞ্চিত ব্যক্তিগণের ঐ সকল কথা ধারণা করিবার যোগ্যতা নাই।

"অন্যাভিলাষী" শব্দের দ্বারা অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবাভিলাষী ব্যতীত সকলকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদার অন্যাভিলাষী, সকাম কর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞানী, অধিরোহবাদিযোগী অর্থাৎ অধোক্ষজ সেবাভিলাষী ব্যতীত সকলেই বঞ্চিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই বঞ্চিতব্যক্তিগণের অবস্থাটী একটী সুন্দর উদাহরণ দ্বারা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যে, অনাদি বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধজীবকে কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত দেখিয়া অপার করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্য্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। যেমন, কোনও দরিদ্র ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন কৃপালু "সর্ব্বজ্ঞ" ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে! তুমি নিজকে এত দুঃখী মনে করিতেছ কেন? তোমার যে যথেষ্ট পিতৃধন রহিয়াছে; তোমার পিতা তাঁহার দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে সেই ধন একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই বিষয় অবগত নহ।

ঐ দারিদ্র্য-দুঃখ-পীড়িত ব্যক্তি যেমন সর্ব্বজ্ঞের ঐ কথা শুনিবা মাত্র ধনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ জীবও সাধু শাস্ত্রের নিকট হইতে পরম ধন শ্রীকৃষ্ণ-প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুর্দ্দশা মোচনের জন্য চেষ্টান্বিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞের সন্ধান না পাইয়া বঞ্চনাকারী কোনও ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে ধনলাভের চেষ্টা করে, তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ মোচন হয় না। তাহারা কেবল বঞ্চিত অবস্থা হইতে অধিকতর বঞ্চিতাবস্থায় নীত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বজ্ঞ" ব্যক্তি যে স্থানে ধনটী প্রোথিত রহিয়াছে ঠিক সেই স্থানের কথাটী বলিয়া দেন এবং অন্যান্য স্থানে ধন-লাভের জন্য চেষ্টা করিলে বিশেষ অসুবিধায় এমন কি চিরতরে ধন লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ইহা জানাইয়া দেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)—

> "এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
> ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
> পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
> সে বিঘ্ন করিবে ধন হাত না পড়য়॥
>
> উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
> ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
> পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
> ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
> ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
> ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

বেদ ও পুরাণ শাস্ত্র ধনপ্রাপ্তির সন্ধান বলিতে গিয়া জীবের মনঃকল্পনানুযায়ী অন্যান্য যে সকল সন্ধান চেষ্টা হইতে পারে তত্তৎসাধনের নাম ও প্রণালী উল্লেখপূর্ব্বক বস্তুতঃ তাহাদিগকে নিরাকরণ করিয়াছেন।

"সর্ব্বজ্ঞ" ঐ সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম জানাইয়া দিয়া বলেন যে, কেহ যদি ধনপ্রাপ্তির জন্য দক্ষিণ দিকে খুদিতে আরম্ভ করে তবে তাহার ধনলাভ ভাগ্যে ঘটিবে না অর্থাৎ দক্ষিণা-মার্গীয় সাধনই ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড, যমদণ্ড্যব্যক্তিগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ফলারোপ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-

মার্গে জীব ভোগবাসনারূপ ভীমরুল বরুলী (বোল্‌তা) কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা অনুভব করে। তাহাদের ভোগাশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উত্তর দিকে খুদিলেও ধন পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু সেই দিকে এক ভয়ানক কৃষ্ণ অজগর বাস করে। সে যত বড় ক্ষমতাশালী প্রাণীই হউক না কেন, তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলে অর্থাৎ নির্ভেদ-জ্ঞান-মার্গে সাযুজ্যরূপ কৃষ্ণ-সর্প-কবলে শুদ্ধজীবসত্ত্বা গ্রস্ত হয়।

পশ্চিমদিকে খুদিলেও ধন হস্তগত হইবে না। কারণ সেই স্থানে একটী যক্ষ নিরন্তর বাস করিতেছে। পশ্চিমদিক্ কৃষ্ণ-সূর্য্যোদয়ের বিপরীত দিক্। পশ্চিমদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যায় অর্থাৎ সেই স্থানে কৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যক্ষ ধনের রক্ষাকর্ত্তা, কেবল অপরকে ধনের লোভ দেখাইয়া থাকে; কিন্তু কাহাকেও প্রদান করে না। যক্ষের নিকট ধনাকাঙ্ক্ষি-ব্যক্তিগণের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ দুরাশা মাত্র। যক্ষ ধন-লোভে লুব্ধ করিয়া পরিশেষে গ্রাহকের বিনাশসাধন করিয়া থাকে। অর্থাৎ যোগাদিমার্গে নানা প্রকার বিভূতির লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মমেঘসঞ্চারে যে কৈবল্যপ্রাপ্তির কথা আছে, তাহার দ্বারা আত্মধর্ম্মের বিনাশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বদিকে সামান্য একটু মাটী খুদিলেই ধনপরিপূর্ণ পাত্রটী হস্তগত হইবে, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বদ্ধজীবের পূর্ব্ব ধন। কৃষ্ণসূর্য্য পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি মার্গেই লভ্য—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ভক্তির দ্বারা অতি সহজেই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। স্বয়ং কমলা যে পদ বাঞ্ছা করেন, সেই কৃষ্ণপাদপদ্মধন লাভ করিলে নিত্যকাল শুদ্ধ জীব প্রেমধনে ধনী হইতে পারেন।

যাহারা ভক্তিহীন, অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ জীবের একমাত্র নিত্যস্বভাব—নিরন্তর কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত, তাহারা কখন দক্ষিণামার্গীয় পুরোহিতগণদ্বারা যাজিত কর্ম্মকাণ্ড-রূপ ভীমরুলের দংশনে ছট্‌ফট্ করে, কখনও বা কৃষ্ণ-সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ দিয়া পশ্চিমদিকে যোগমার্গে বিভূতি লাভ ও কৈবল্যরূপ আত্মবিনাশের জন্য ধাবিত হয়, কখনও উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধ-জীবসত্ত্বা-রাহিত্যে সাযুজ্যসর্পগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, আর যাহারা নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হন, তাহারা নিত্যসেবাধিকার লাভ করিয়া অচিরে অমূল্য প্রেমধন লাভ করেন। দারিদ্র্যনাশরূপ ভবক্ষয় বা মুক্তি দাসের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকে।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, শ্রীরাধাষ্টমী)

[পূর্ব্বপ্রসঙ্গ]

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্র দুর্গমগতির্ম্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানু-ভুবো দিশেঽপি॥"

যে বৃষভানু-নন্দিনীর গাত্রবসন অনিল-প্রবাহে মধুসূদনের গাত্র-স্পৃষ্ট হওয়ায় ভগবান্ আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন সেই বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমি প্রণাম করি;—এই কথাটী শ্রীরাধারস-সুধানিধি গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দ পাদের অনুগমনেই বৃষভানু-কুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান আছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সকল শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের আশ্রয়তত্ত্ব। আবার সেই ভগবান্ যাঁহার আশ্রয় ও বিষয় সেই স্বরূপটী যে কত বড় তাহা মানব-জ্ঞানের অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই ভুবন-মোহন মদনমোহনও যাঁহাতে মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষাদ্বারা অপর লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড় জগতে যে প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত রহিয়াছে, উচ্চাবচভাব রহিয়াছে, পরস্পর ভেদ রহিয়াছে,

শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রকার ভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী ভুবন-মোহনমনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী কৃষ্ণাকর্ষিণী কৃষ্ণকান্তাগণের অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব সমষ্টির ভাষাতে বোঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই, যাহা সেব্য বস্তুকে বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণনা করিতে সেব্যই সমর্থ। তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, যিনি বৃষ-ভানুসুতা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন গুরু বা গৌরদাসগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু"—রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে শ্রীমতীর কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন। পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল, আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য ও সুদর্শনাচার্য্যকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে সেবাপ্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর স্বরূপ তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক লীলায় যাঁহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ লীলা-কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়াতটে নৈশ-বিহারের কথা যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তমগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুরিমার উৎকর্ষ তারতম্যবিচারে তাহা হইতে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈত বিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় তরুতলে অপূর্ব্ব-নবনবায়মান বিহার-কথা শ্রীগৌর-সুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক সুষ্ঠুবর্ণনে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাস-স্থলীর লীলার কথা মাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি প্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে কাহারও সেই সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না।

বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়া-ছিলেন।

কিন্তু—শ্রীরূপ কথিত—

"দোলারণ্যাম্বু বংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদি"

শ্লোক-নির্দ্দিষ্ট লীলাপরাকাষ্ঠার কথা গৌড়ীয় মধুর-রসসেবী গৌরজন ব্যতীত অন্যের লভ্য নহে।

—একথা নিয়মানন্দ সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই। শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত পদবী সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল সেবানিরত নিজজন ব্যতীত এসকল কথা কেহ জানিতে পারেন না। যে দিন আপনাদের সমগ্র বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছনীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও তত্দূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেই দিন আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষাতে বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দ বলিলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এই জন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বুঝিবার ও শুনিবার অধিকারী বড় বিরল—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। অক্ষজবাদিগণ ভোগপরতা-ক্রমে বিচার করিয়া যাহা পান, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই অবস্থিত ছিলেন। শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ রাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি গ্রন্থে তিনি বিচারপ্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায় শ্রীজীবপাদে

শ্রীরূপপ্রবর্ত্তিত পারকীয় বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

আমরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতিহ্যে এইরূপ বিচার লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে সেই উদ্গার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজীবপাদ আচার্য্য। তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, সেই সকল লোক মহা অসুবিধায় পড়িতে পারে—এই জন্য শ্রীজীবপাদ ঐরূপ বিচার দেখাইয়াছেন।

যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা কঠোর তপস্যা ও বৃহদ্ব্রতধর্ম্মযাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ পরম চমৎকারময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারিজনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পূর বৈধ-বিবাহ পারকীয় ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে।

পারকীয়-রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্যবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রাকৃত-বিচার পরিপূর্ণ মস্তিষ্কগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা জাররতা ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক। বার্ষভানবী হইতে সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। উহা যাবতীয় নীতির মূলবস্তু বৃষভানু-নন্দিনীর পাদপদ্মে আবদ্ধ।

"যা'র পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপতি। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী বৃষভানু-নন্দিনী; সুতরাং তিনি নিত্য কান্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র বিষয়—কৃষ্ণ। তাদৃশ রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা সেই ভগবত্তত্ত্বেরই আশ্রয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবিষয়রতি বা স্থায়িভাব এই পঞ্চপ্রকার। এই স্থায়িভাবরতি স্বয়ং আনন্দরূপা সত্ত্বেও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। সামগ্রী চারিপ্রকার :—(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতুরূপ বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি রতির বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি বিষয়রূপ আলম্বন। বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয়। যিনি রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্ত্তমান তিনি আশ্রয়রূপ আলম্বন।

বৈকুণ্ঠাদিতে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। যেমন বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এ জড় জগতে ভূত কাল বা ভাবী কালের সৌভাগ্য বর্ত্তমানকালে অনুভূত হয় না, তদ্রূপ নহে। তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ও অনন্তকোটী জীবাত্মাই তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিছু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুত্বে এক ও শক্তিত্বে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজবাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরি তীর্থ বংশীয় বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি কাব্যপ্রকাশ বা ভরত মুনিও বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন অনন্ত কোটী জীবাত্মা আশ্রয়তত্ত্বে বিরাজিত থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব পাঁচটী। মধুর রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যে নন্দ যশোদা, সখ্যে সুবলাদি, দাস্যে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি, শান্তরসে গোবেত্র বিষাণ

বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কোচিত-চেতন চিত্তৰ গোবেত্র-বিষাণবেণু, কদম্ববৃক্ষ, কদম্ব বৃক্ষের ছায়া, যামুন সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারা এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্য বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া "শুষ্করুটী, চানা, এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস" প্রভৃতি "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগে"র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রচার করিয়াছেন।

আমরা যে স্থানে ও যে রাজ্যে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে অংশিনী তত্ত্বের কথা আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না। বৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে বস্তুতে স্থূল-জগৎ, সূক্ষ্মজগৎ, বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, সে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস অধিকার করিয়া বর্ত্তমানা—শ্রীরাধিকা। তিনি সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণনঙ্কে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণ সেবার জন্য পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন।

এইরূপ কথা সামান্য মানব-বুদ্ধির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র পর্য্যন্ত কথা নয়, যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ংরূপ-ভগবানের স্বয়ংরূপিণী। শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় নারীকুলের মূল আকর। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই—

"কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ"। সহস্র সহস্র গোপীর পতি, যূথেশ্বরী সমূহ, মূল অষ্টসখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকা বৃষভানুনন্দিনীর সেবা করিতেছে। মনোবৃত্তিরূপা সখী আট প্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা, (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকার দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আট দিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী যুগপৎ অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে রসের রসিক, যে রতির বিষয়, কৃষ্ণ যাহা যাহা চান, সেই ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্ত কাল শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমগ্না।

আগামী বারে সমাপ্য

শ্রীহরিদাস

[ক্রমশঃ]

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

[বেনাপোল-অরণ্য। কুটীর-প্রাঙ্গণে, তুলসীতরুমূলে, তৃণাসনে ঠাকুর হরিদাস। করে তুলসীর নাম-জপ-মালা। তিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া স্বানন্দ-আবেশে সুমধুরস্বরে তারকব্রহ্ম-নাম জপ করিতেছেন, আর ভাবভরে মাঝে মাঝে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন।]

শ্রীহরিদাস। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

আ মরি-মরি,—কি মধুর নাম! কি সুধা-মাখা নাম! অখিল জগতে সকল মাধুর্য্যের সার সংগ্রহ ক'রে, সকল আনন্দের একান্ত পরিণতি পরমানন্দ-নাম কে রচনা করলে? অহো, এ কি কাহারও রচিত বস্তু? এ কি কাহারও কল্পিত-বস্তু? অসম্ভব! অসম্ভব! এই অমর-দুর্ল্লভ অমিয়-নিধি রচিত নয়, কল্পিত নয় স্বয়ংসিদ্ধ সদানন্দ বস্তু। নাম ও নামী অভেদ।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা নামনামিনোঃ॥"
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নাম রূপে নিত্য হন আপনি শ্রীহরি॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

মধু! মধু! মধু!—আহা, এত মধু, এত রস, এত আনন্দ আর কি কোথাও আছে রে? নিরপরাধে প্রাণ-ভ'রে এই পরম-পাবন পরম-মঙ্গল কৃষ্ণনাম গান করলে

তাহার আভাস মাত্রেই সকল গ্লানি দূরে যায়; সকল ভয়, সকল ভাবনা নষ্ট হয়; সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত পাপতাপ পলায়ন করে; অজস্র আলোকরাশির মত আনন্দে অন্তর ভ'রে উঠে। ওরে,—এই কৃষ্ণনামেই কৃষ্ণপদে প্রেমের উদয় হয়! অখিল বিশ্ব আনন্দময় হ'য়ে যায়! বল্ বল্ রসনা, তুই নাম বল্,—নাম বল্। ঐ নামই কাম-কণ্টক-বনের জলন্ত দাবানল।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥

[শ্যামল পত্রপল্লবের অন্তরাল হইতে অলক্ষ্যে শ্যামসুন্দর মুরলী-বদন শ্রীকৃষ্ণ মন্থরগমনে প্রিয়ভক্ত হরিদাসের সমীপে আসিতেছেন। মুখে মধুরহাসি, তাহাতেই এই অমিয়রাশি ঝরিতেছে।]

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

ঐ,—ঐ,—ঐ,—ঐ প্রাণভরা তানে।
সে যে রে আমারে টানে ॥
আমি রহিতে নারি কোথা ও যে আর,
ছুটে-ছুটে হেথা আসি বারবার,
থাকি সাথে তার মিশি প্রাণে প্রাণে ॥
নাম-প্রেমে সে যে কিনেছে আমারে,
বিকায়েছি আমি সব দিয়ে তারে,
বেঁধেছে সে মোরে কি দৃঢ় বাঁধনে ॥

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

[ধৃতসিক্তপরমায়]

মাধ্বস্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎ প্রোজ্জ্বল
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্ভুতরসান্ সর্ব্বৈ সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতি বহুমন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি
সেব্য সদা মানবের কর্ম্ম-জড়-মতি ;
ব্রহ্মযোগবিৎ কিম্বা, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে
কৃষ্ণ-অঙ্গ-কান্তি শুধু দেখে যাঁরা ধ্যানে ;
বিজ্ঞানে অথবা মূল পাইয়া সন্ধান,
করে কৃষ্ণ-সেবা যাঁরা বৈষ্ণব মহান্,
নাহি জ্ঞান কিন্তু, হায়, গৌরগুণমণি
রাধা-ভাব-দ্যুতি-চোরা গোবিন্দ আপনি ;
কি পদ সম্পদ অহো, তাঁদের জগতে ?
বঞ্চিত সকলে পূর্ণ-প্রেম-রস হ'তে !
গুরু-কৃপা-বলে, কিন্তু, অহো ভাগ্যবান্,
দেখ রে, দেখ রে, ওই গৌর-গত-প্রাণ,
মহা সত্ত্ব মহীয়ান্ ভাগবতগণ
মজি গৌর-পাদপদ্ম-প্রেমে অনুপম,
কি উজ্জ্বল কি অদ্ভুত আনন্দ আসব
পান করি প্রাণ ভরি, তুচ্ছ করে সব !
হাসিয়া, ধিক্কার দিয়া সকলে সমান,
দুর্ল্লভ সবার সার-সুধা করে পান !
প্রেম-সুধাসব হেন পাদপদ্মে যাঁর,
সর্ব্বাঙ্গে গৌরাঙ্গে সেই প্রণতি আমার !!৬॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

[সন্দেশ]

শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য-ভক্ত ভগবদাবির্ভাব মহামহোৎসবের একটী সুদীর্ঘ অঙ্ক সমাপ্ত হইল। গত ১৯শে শ্রাবণ হইতে ১৮ই ভাদ্র পর্য্যন্ত এই মহোৎসব শুদ্ধ ভক্তগণের অক্লান্ত সেবার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরিপূর্ণাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই একমাস কাল ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ আচার্য্য ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-উদ্দীপনার দ্বারা তাঁহাদের নিত্যসঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগে যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইয়াছিল। ভারতের বহুধর্ম্মপিপাসু শ্রদ্দধান ব্যক্তি এবং কোমলশ্রদ্ধ বালিশ-জন হরিকথা শুনিবার অপূর্ব্ব সুযোগ ও নানাবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনে অধিকার লাভ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

বহু বহু পণ্ডিত, সামাজিক, সাহিত্যিক, এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবদ্ভক্তিরূপা পরাবিদ্যা, বিষ্ণুভক্তিময় দৈব সমাজ ও অপ্রাকৃত চিৎসাহিত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন।

গত ১৬ই ভাদ্র নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি শুদ্ধ-ভক্তগণের হৃদয়ে যুগপৎ বিরহ ও আনন্দের লহরী প্রবাহিত করিয়া একটী অপূর্ব্বভাব প্রকটিত করিয়াছিল। অনেকেরই মনে হইয়াছে, গৌরনিজজন শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট নামকীর্ত্তনাখ্যভক্তিপ্রচারক শ্রীলঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবে "রত্ন-শূন্যামেদিনী" হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নির্হেতুক করুণাসিন্ধু মহাবদান্য গৌরসুন্দর তাঁহার আনীত নামপ্রেমবন্যা যুগে যুগে সংরক্ষণের জন্য তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পুনরায় নামাচার্য্য ও তদীয় মনোভীষ্টপ্রচারকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থখানি বিদ্বৎ-প্রতীতি সহযোগে দর্শন করিলে যেন এইরূপই আভাস পাওয়া যায় এবং তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে যেন এই কথারই প্রকৃষ্ট জাজ্বল্য উদাহরন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

গত ১৬ই ভাদ্র গৌরনিজজন ঐ দুই ঠাকুরের তিরোভাব ও আবির্ভাব মহামহোৎসব সমস্ত দিবসব্যাপী নামকীর্ত্তন ও হরিকথা কীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত দীন, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণাভিমানী, অব্রাহ্মণাভিমানী, ভক্ত, অভক্ত, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত সকলকেই অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এই মহামহোৎসবে দীন দরিদ্র, রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্রদিগকে সমভাবে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ—কিছু তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা বা তাঁহাদিগের প্রতি সামাজিকতা প্রদর্শনের জন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই।

ঐরূপ চেষ্টা কখনও শুদ্ধ ভক্ত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত চেষ্টা নহে, উহা প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র। প্রাকৃত কর্ম্মজড় ব্যক্তি "কাঙ্গালীভোজন" বা অতত্ত্বজ্ঞ মায়াবাদিগণ দরিদ্রনারায়ণ (?) সেবা শব্দের দ্বারা যাহা লক্ষ্য করেন, ভক্তগণ ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টায় সময় ও শক্তি কখনও নষ্ট করেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত ভক্তগণ কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া তাহাদের একবেলা বা আধবেলার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের আলস্য ও অন্যায় কার্য্যের পথ সুগম করিয়া দেন না এবং ঐসকল ব্যক্তির অন্যায় কার্য্যের নিমিত্তভাগীও হন না। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রসাদ অভিন্ন বিষ্ণুবস্তু। তাঁহারা সেই মহাপ্রসাদ সর্ব্বজনকে প্রদান করিয়া তাহাদিগের অক্ষয় ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতি উদয় করাইয়া থাকেন। ঐ ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতির ফলে জীব নিশ্চয়ই ইহজন্মই হউক বা পরজন্মই হউক, জীবাত্মার চরম কল্যাণ ভগবদ্ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'দাসী পুত্র' নারদ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সেই দিবস একটী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানের অধিকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কোটী কোটী জন্মের সুকৃতি থাকিলে অপর কুলে উদ্ভূত হইয়াও এরূপ মহাপ্রসাদ সম্মান, মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও মহাভাগবতের মুখে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণের অধিকার লাভ হয়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর ইহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বিষয়।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীপাদ দিব্যসূরি অধিকারী মহোদয়ের অপূর্ব্বনর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা কীর্ত্তন এবং পরিশেষে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় ও শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সুললিত গৌরবিহিত কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারিবৃন্দ, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তগণ সকলেই অক্লান্তভাবে হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের আহার নিদ্রা বিশ্রামাদি পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ও অভ্যাগতগণের জন্য যাবতীয় সুবন্দোবস্ত ও জীবমাত্রকে শুদ্ধ হরিকথা শুনাইবার আন্তরিক প্রযত্ন, কি প্রসাদবিতরণে, কি নগরসংকীর্ত্তনে, কি শুদ্ধনামবিতরণে প্রতি ভক্ত্যঙ্গযাজনে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও সেবা আমাদের আদর্শস্থানীয়।

ভক্তগণ এখন ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে দীর্ঘকাল-ব্যাপী ভক্ত ও ভগবানের মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব সমাপ্তি অর্থাৎ ১৮ই ভাদ্র পর্য্যন্তই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অগ্রিম-ভিক্ষা-প্রদাতা

মধ্যে উপবিষ্ট—গৌড়ীয় সম্পাদক সজ্জনতি শ্রীবস্তুক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, দক্ষিণে—সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ, বামে সজ্জাধ্যক্ষ—শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ, এম, এ, বি, এল।

গ্রাহকগণের জন্য শেষ সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইতোমধ্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বহু ভক্তের ও শ্রীচরিতামৃতের পিপাসু ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্য ও অনুরোধে আমরা আগামী শারদীয় পূজা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এই সুবিধা প্রদান করিব। আশা করি, এই সময় মধ্যে গ্রাহকগণ তাঁহাদের অগ্রিম ভিক্ষা প্রদান করিবেন। ইহার পরে আর আমরা কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না।

গৌড়ীয় পাঠকগণ শুনিয়া পরম আনন্দিত হইবেন যে, গত ১৯শে ভাদ্র শুক্রবার দিবস দুইজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক ব্রহ্মচারী জীবোদ্ধারণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া ইহজগতের যাবতীয় আকর্ষণে জলাঞ্জলি এবং "অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার"—এই ভগবদ্ বাক্য অবলম্বনে দুঃসঙ্গের সহিত সন্ন্যাস অর্থাৎ দুঃসঙ্গকে সম্যক্‌রূপ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ প্রতীতি হইতে দণ্ডিত করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস-বিধিই কলিকালে একমাত্র বৈষ্ণব—সন্ন্যাস বিধি ও গৌড়ীয় স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্" ও শ্রীভগবচ্চৈতন্যচন্দ্রের "তৃণাদপি" শ্লোকের আচার প্রচার, ভাগবতোক্ত ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সম্মানিত অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুপাদের অনুগমন এবং—"সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং"—এই বাক্য দ্বারা কলিকালের নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানসন্ন্যাস গর্হণ ও কায়মনোবাক্যে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ্য-সেবা-বরণ।

এই ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয়ের শ্রীগুরুপ্রদত্ত সন্ন্যাস-নাম—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গৌড়ীয়ের বিজ্ঞাপনের হার

সাংবৎসরিক :—একপেজ মোট ৩০০৲, অর্দ্ধপেজ ১৭৫৲, সিকিপেজ ১০০৲, একইঞ্চি ৩৭৷৷০।
ষাণ্মাসিক -একপেজ ১৭৫৲, অর্দ্ধপেজ৯৮৸০, সিকিপেজ ৫৬৷০, একইঞ্চ ২১৸৶০
ত্রৈমাসিক :—একপেজ ৯৬৲, অর্দ্ধপেজ ৫১৲, সিকিপেজ ৩০৲, একইঞ্চি ১২৲।
একবারের জ :—১০৲, অর্দ্ধপেজ ৫৷০৲, সিকিপেজ ৩৲, একইঞ্চি ১৷০ প্রতিলাইন ।০

☞ **বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কভারের দর স্বতন্ত্র।**

সজ্জন তোষিণী ২৪ বর্ষ একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয়

বিচারপতি পেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ :—প্রকাশ, কলিকাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলার আগামী বুধবারে কর্পোরেশনের যে সভার অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে বিচারপতি মিঃ পেজের বিরুদ্ধে একজন জল-সরবরাহ বিভাগের ইনস্পেক্টর যে ফৌজদারী মামলা আনিয়াছেন, সেই মামলা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

একজন কাউন্সিলার জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মিঃ গোন্দকার চীফ এক্জি-কিউটিভ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কি না? যদি সত্য হয়, তবে সে সাক্ষাৎ এই মামলা সম্বন্ধে কি না?

ঐ একই কাউন্সিলের আবার জিজ্ঞাসা করিবেন, বিচারপতি মিঃ পেজ চিফ-এক্জিকিউটিভ অফিসারের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তবে কি তিনি কর্পোরেশনের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন? যদি বিচারপতি মিঃ পেজ ক্ষমা প্রার্থনাই করিয়া থাকেন, তবে সেই ক্ষমা প্রার্থনাসূচক পত্রখানা কর্পোরেশন-সভার উপস্থিত করা হউক।

বৈষ্ণবঘাটীতে ডাকাইতিঃ —গত শনিবার রাত্রিতে বৈষ্ণবঘাটীর মন্মথনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে এক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতগণ হিন্দুস্থানী এবং সংখ্যায় প্রায় ১৫।১৬ জন ছিল। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মন্মথকে মারপিট করিয়া ৭ টাকা ও কয়েকখানি কাপড় লইয়া চম্পট দিয়াছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা :—আগামী ২রা নবেম্বর তারিখে বোম্বাই কর্পোরেশন সহরের দুইটি ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবেন। ছয় বৎসর কম বয়স্ক বালক ও এগার বৎসরের অনধিক বয়স্কা বালিকা বিনাবেতনে শিক্ষালাভ করিবে।

দেশবন্ধু-স্মৃতিভাণ্ডার :—আজ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত অর্থ প্রায় ৯ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এখনও দশলক্ষ পূর্ণ হইতে অনেক বাকী!

বিহারের পরবর্ত্তী লাট কে হইবেন?—এখানে ভয়ানক জনরব যে, সার আলেকজাণ্ডার মুডীম্যান বিহারের গভর্ণর হইবেন, আর সার হিউ ষ্টিফেনসন্ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন।

পাবলিক সার্ভিস্ কমিশন :—ইহা একরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, এলাহাবাদের মিঃ রাজা আলি পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনর একজন সদস্য হইবেন।

রেডিং বার্কেনহেড পরামর্শ :—প্রকাশ, সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট শাসন-সংস্কার তদন্ত কমিটীর অল্পসংখ্যক সভ্যের রিপোর্ট সর্ব্বাংশকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড মেষ্টন অল্পসংখ্যক সদস্যের রিপোর্টের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড উইলিংডনও অল্পসংখ্যক সদস্যের রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছিলেন, সার হেনরী হুইলারও তাই। মহামান্য আগা খাঁ ও জান সাহেবও অল্পসংখ্যক সদস্যের রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানে বজ্রাঘাতে মৃত্যু :—বর্দ্ধমান জিলার রায়না পোষ্টের অন্তর্গত রায়নগর গ্রামের প্রবর্ত্তক আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী জানাইয়াছেন—গত ১৩ই ভাদ্র শনিবার বেলা ২টার সময় রায়নগর শানাপাড়ানিবাসী পূর্ণচন্দ্র বাগ্দী মাঠে জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় তাহার মাথার বজ্রাঘাত হয়। ঐ বজ্র তাহার বক্ষ ও নাভিস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছিল। ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার তাপে দুইটি বলদ মারা গিয়াছে এবং দুইটি মেয়ে জখম হইয়াছে।

কলিকাতায় অগ্নিকাণ্ড :—গত ১লা সেপ্টেম্বর হেষ্টিং ষ্ট্রীটের এক মিস্ত্রির দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দমকল আসিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও বহু হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

আফ্রিকায় নাবিক ধর্ম্মঘট :—আফ্রিকায় নাবিক-ধর্ম্মঘট সম্পর্কে বোম্বাইয়ে লস্কর সংগ্রহ করা হইতেছে। ইতোমধ্যেই ৭শত ভারতীয় লস্কর ঐ জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। তাহারা শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিবে। সংগ্রহ-কার্য্য এখনও চলিতেছে। শীঘ্রই আরও লস্কর পাঠান হইবে।

শ্রীরামপুরে মোটর দুর্ঘটনা :—গত শনিবার শ্রীরামপুর কালিতলায় এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি বাঙ্গালী বালক মোটরগাড়ীতে চাপা পড়িয়া আহত হইয়াছে। সে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রহিয়াছে। শ্রীরামপুরের পুলিস মোটরচালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে জামিনে খালাস আছে।

মদিনার জন্য উদ্বেগ :—মদারেস নামে মজলিসের এক প্রধান সদস্য সমগ্র ইসলামী জাতির একতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি বলিয়াছেন, মদিনার উপর গোলাবর্ষণের সম্বন্ধে পারস্যের উদ্বেগের বিশেষ পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্যমত যাহা করিবার, তাহা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

তুর্ক-মুদ্রার মূল্যহ্রাস :—ইতঃপূর্ব্বে, এঙ্গোরা হইতে তারে এক সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহাতে উল্লিখিত হয় যে, রওয়ানডুজের দিক হইতে ৫০০ দস্যু মোজাল সীমান্তে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে, কিন্তু তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনার কথা প্রকাশিত হইবার পরই তুর্ক পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এ কারণ কর্ত্তৃপক্ষ এঙ্গোরার আদেশ-অনুসারে গতকল্য টাকার বাজারের কেনা বেচা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে বিদেশী মুদ্রার কারবার একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং সে কারণ এই রপ্তানীর মৌসুমে বাণিজ্য-ব্যাপার একেবারে ওলট পালট হইয়াছে।

কুলী হত্যার জের :—পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে, মাধপুর বাগানের ম্যানেজার উইলসন, দশরথ নামক এক-জন কুলীকে খুন করিবার অভিযোগে গোলাঘাটের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র দের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীকে সেসনে সোপরদ্দ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত রায় দিয়াছেন :—

অভিযুক্ত ম্যানেজারের দশরথ কুলীকে হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মনে করেন নাই যে, ইহাতে লোকটির মৃত্যু হইবে। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য-দান করিয়াছেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-খানায় পাঠাইয়াছিলেন।

ঢাকার সুবিখ্যাত কবিরাজ

পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর F. N. B. A. (London) মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুযোগ্য ছাত্র
কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র কবিরঞ্জনের আবিষ্কৃত

চিকিৎসাজগতে অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। বিনা উত্তেজনায় প্রত্যূষে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধির একমাত্র মহৌষধ। একদিনে সুফল না হইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন। ১ তোলা ৵০, ৫ তোলা ॥০, ১০ তোলা ৸৵০, ২০ তোলা ১॥০। ইহা ব্যবহারে বাতাজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু পেটফাঁপা, অর্শ, অম্লপিত্ত, পিত্তশূল, ক্রিমি, গুল্ম, স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বা রক্তদোষ, আফিমসেবীর কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর, প্লীহা, যকৃত, ম্যালেরিয়া জ্বর, মস্তিষ্কের উষ্ণতা ও গাত্রবেদনা, ইহাদের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র। উহা আবশ্যক মত কিছু দিন ব্যবহার করিলে, রক্তশুদ্ধি ও ধাতুপুষ্টি ঘটাইয়া দেহের কান্তি ও বল বৃদ্ধি করে। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

"দি ইষ্ট বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদীয় সোসাইটী"

হেড অফিস :—২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (গ) শ্রীমানি মার্কেট দোতালা (কলিকাতা)

টেলিঃ "কোষ্ঠবন্ধু" কলিকাতা।

কারখানা :—পোঃ মালখানগর, জিলা ঢাকা (বেঙ্গল)।

গৌরনিতাই হোমিও প্যাথিক ড্রাগিষ্ট হল

মূল্য ৴৫, ৴১০ ড্রাম

আমেরিকার আমদানী

রায় সাহেব শ্রীগৌরনিতাই ... শাস্ত্রনিধি

বাবুর বাজার, ঢাকা

ললনাসুহৃদ—সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০

গৌরবল—বহুমূত্র রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য বড় শিশি ৩৲ ছোট শিশি ১॥০ টাকা

গৌর শক্তি—ক্ষীণধাতু শুক্রতারল্য স্বপ্নদোষের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা।

গৌরবিন্দু—প্রমেহ রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০।

এই ঔষধালয় হইতে সহর ও মফঃস্বলের গ্রাহকগণ যাহাতে বিশুদ্ধ নূতন টাট্‌কা হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ অল্পমূল্যে পাইতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অর্ডার অতি যত্নে সত্বর সরবরাহ করা হয়।

নিবেদক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-ভাণ্ডার

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্য আবশ্যকীয়, মথুরা বৃন্দাবনের যে কোন দ্রব্য সকতে হইলে, একবার আমাদের নিকট পত্র লিখিয়া পরীক্ষা করুন দেশী ঔষধাদিও বিক্রয় করিয়া থাকি। ঠিকানাঃ—ব্রজবাসী ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং.
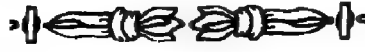
মথুরা, ইউ, পি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড — শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৭শে ভাদ্র ১৩৩২, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ — ৫ম সংখ্যা

বৈষ্ণবধর্ম্ম

[নবনীত

১। শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই—বৈষ্ণবধর্ম্ম।

২। বস্তু আশ্রিততত্ত্বের পরম আশ্রয় অদ্বয়তত্ত্ব-বিভূচিৎ অধোক্ষজবস্তুর প্রতি অণুচিৎ আশ্রিতদের অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী, নিত্যা বৃত্তিই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৩। জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ সনাতন বস্তু। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" সুতরাং জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্মই জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। জীবাত্মার আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না। দেহ ও মনের বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম হইতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মই মহান্, পরমোদার ও জীবের চরমকল্যাণপ্রদাতা।

৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল ভারতবাসী, হিন্দু বা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম নহে, যাবতীয় জীবাত্মা অর্থাৎ নিখিল চেতনবস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম।

৬। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য বা তথা-

কথিত নামমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম নহে। যে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" পঞ্চোপাসনার অন্যতম বলিয়া বিদিত, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। উহা বিদ্ধ, নশ্বর, মনোধর্ম্ম শব্দবাচ্য।

৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক মত বিশেষ বা অন্ধবিশ্বাস মাত্র নহে। জগদ্বৈচিত্র্যের নানা মতবাদ, মনোধর্ম্ম বা অসদ্বিচারপ্রণালীরূপ দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শ্রৌতমার্গ বা সাধুজনের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম অনুশীলন করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম সৎসম্প্রদায় স্বীকার করেন।

৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মল, তাহাতে বিন্দুমাত্র কোন প্রকার কৈতবের অবসর নাই। অন্যাভিলাষ অর্থাৎ হরিসেবা ব্যতীত অপর বাঞ্ছা, কর্ম্ম অর্থাৎ ইহামুত্রফল-ভোগকামনা, নির্ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ফলত্যাগকামনার দ্বারা নিত্য আত্ম-বৃত্তির আচ্ছাদন বা চরমে নিত্যসেবা-রাহিত্যরূপ কৈতব হইতে আত্মধর্ম্ম বা শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত।

ভজনের শত্রু কে ?

[সিতাপল]

——এই বিষয়টী বিচার করিলে—দেখিতে পাই যে, আমার দেহ ও মনই আমার ভজনের পরম শত্রু। ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখেই দেহ আমাকে বাধা দেয়, মন তাহার ইন্ধন যোগাইয়া থাকে।

শাস্ত্র ও সাধুসজ্জনগণ বলিয়া থাকেন, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের চরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না। কিন্তু ঐ সময়ে আমার মন বলিয়া থাকে, "সাধুর চরণে বিক্রীত হইলে তোমার এত সাধের যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণগিরি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ কিরূপে চলিবে? সাধুর পাদপদ্মে সব সমর্পণ করিলে নরকযন্ত্রণার আধারস্বরূপ তোমার স্বাধীনতা কিরূপে থাকিবে?

মনের পরামর্শ শুনিয়া আমি তখন আনুগত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী হওয়াকেই শ্রেয়ো মনে করি। দেহ ও মনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অপর দেহ ও মনের পরামর্শগ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট গিয়া উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে কখনও—— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, কখনও বা ঈশ্বর-সংশ্রব চাতুর্য্য-বিশিষ্ট "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়"—এইরূপ প্রাকৃত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের-মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন, কখনও বা আমাকে আরও উদারতার আলোক দেখাইবার জন্য প্রতিষ্ঠাশাপরিপূর্ণ দেশ ও সমাজ-সেবা-প্রভৃতি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন, কখনও বা নেশাখোর শঠ লম্পটগণের আবরণকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া প্রচারের সাহায্য করিবার মৎলব দেন কখনও বা বাহিরে পরোপকারব্রত বা পরোপকার-ব্রতের ভাণ দেখাইয়া আমার চেতন সত্ত্বাকে বিরজা জলধির অতল জলে ডুবাইয়া আমার আত্ম-বিনাশ সাধন করিবার পরামর্শ দেন, কখনও বা আমাকে পর্ব্বতাদির ন্যায় অচেতন অর্থাৎ নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থার লোভ দেখাইয়া থাকেন।

আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পর বস্তুই আমার লোভনীয় পদবী। আমি দেহ ও মনের তর্পণকেই হরিসেবা বলিয়া লিখিয়া পড়িয়াও চালাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণ-সেবায় দেহ ও মনের তর্পণ নাই; কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ আছে মনে করিয়া কপট চোকের জলে লোকবঞ্চনা করিয়া অহৈতুকী সেবাধর্ম্ম হইতে বিরত হই।

কখনও আবার কপট-বৈষ্ণব সাজিয়া যে যে-বস্তুতে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পারে, তত্তদ্‌বস্তুগুলি স্বীকার-পূর্ব্বক বৈষ্ণববিদ্বেষের উদ্দেশে আমাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আনুগত্যধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকি।

কপট বৈষ্ণব সাজিয়া, দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হই, শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া আমি মনোধর্ম্মীর গড্ডলিকাপ্রবাহে ধাবিত হইয়া থাকি।

আমি কলির বাসস্থানপঞ্চক অর্থাৎ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, (পশুবধাদি) এবং স্বর্ণ ইহাকেই আমার ভজনের সহায় বলিয়া বরণ করি। যাহারা এই কলিপঞ্চকে অবস্থিত তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিবার ধৃষ্টতা করি? আমি খুব ভজনানন্দী, সর্ব্বদা আমার চিত্ত এতদূর উচ্চরাজ্যে বিচরণ করে যে, সময়ে সময়ে আমাকে দেহস্মৃতি আনাইবার জন্য বা অন্তর্দ্দশা হইতে বাহ্যদশায় নিজকে আনয়ন করিবার জন্য আমার তাস পাশার দরকার হয়, পান তামাকাদি আমার ভজনের উত্তেজক বা উৎসাহবর্দ্ধনকারী বলিয়া আমি তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। কখনও বা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ও বোকা লোককে ঠকাইয়া বলিয়া থাকি যে, তামাক ও চা না খাইলে আমার পেটে বায়ু জন্মিয়া থাকে ও ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ করে সুতরাং ভজনে বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়ে। আমি ঔষধরূপেই তামাক, চা বা অহিফেন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকি, ভোগবিলাসের জন্য এ সকল গ্রহণ করি না। কখনও রাগানুগভজনের ছল করিয়া শাস্ত্রের আদেশগুলি বিধি-মার্গীয় ব্যক্তিগণের জন্য লোককে বুঝাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যখন বোকা তখন প্রেমের ছলনায় কপটতা করিয়া কাঁদিতে পারিলেই বৈষ্ণবগণকে ঠকাইতে পারি। তাহাদিগকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হই। অর্থের তাড়নায়, সাধুবিদ্বেষের উদ্দেশে ভক্তসজ্জায় আমি নানা কপটতা করি। কোনও সময় ভাবি সাধুর সঙ্গে থাকিলে, তাঁহারা আমাকে ঐ সকল কলির স্থান

হইতে উদ্ধার করিবেন সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়-ভোগপর মনই আমার গুরু। মনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। মন তখনি বলিয়া উঠে, 'তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। গৃহে যাও, গৃহে গিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন কর, অন্তর্নিষ্ঠা ও বাহ্যে লোকব্যবহার করিতে থাক, মর্কট-বৈরাগ্য ভাল নহে; যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রৈণভাববিবর্দ্ধন করিলেই কৃষ্ণভজন হইয়া পড়িবে। লোকচক্ষে বৈষ্ণব-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবে।

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কদর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকেই যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া মনে করি, গৃহব্রতধর্ম্মকেই গৃহস্থধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। মায়ার সংসারকেই কৃষ্ণের সংসার বলিয়া মনে করি, আমার ইন্দ্রিয়সেবাকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া বলিয়া বরণ করিয়া থাকি এবং তাহা লিখিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশে বৈষ্ণব-লেখক হইয়া পড়ি।

"শয়তানও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে পারে"—সুতরাং আমি তখন নানা প্রকার তামসিক বা রাজসিক শাস্ত্র হইতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বচন উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রিয়সেবা চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লই।

মনোধর্ম্মের 'পাল্লায়' পড়িয়া কখনও প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়ি, নিজের শতসহস্র ছিদ্র ও দোষ রহিয়াছে, পাছে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই জন্য জগতে যত প্রকার ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, কপটতা থাকুক না কেন, সেই গুলি অপরকে দেখাইয়া দিবার সাহস পাই না। "তৃণাদপি" শ্লোকের কদর্থ করিয়া সেই কদর্থের আশ্রয়ে নিজকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। অবৈষ্ণবতা বা কপটতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াকে 'পরনিন্দা' বা 'পরচর্চ্চা' বলি। সেই সময় আমি খুব 'তৃণাদপি সুনীচতা' দেখাই, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে আমি কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমার ভোগোন্মুখী ইন্দ্রিয়জ্ঞানে শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য চেষ্টায় কোথায় কোন্ ছিদ্র আছে তজ্জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি এবং অক্ষজ জ্ঞানে তাহার অচিন্ত্যচেষ্টার সমালোচনা করিতে শতজিহ্ব হইয়া পড়ি, তখন তৃণাদপি শ্লোক আমার মনে থাকে না। আমার দুর্দ্দৈব কাসের বেলা 'তৃণাদপি' শ্লোক আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন আর অকাজের বেলা আমার মনোধর্ম্ম 'তৃণাদপি' শ্লোকের ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলন গ্রহণ করিয়া আমাকে বৈষ্ণবাপরাধে নিমজ্জিত করাইয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম, এই দুষ্ট মনই আমার গুরু। যদি আমি আমার মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণবের পদতলে বিক্রীত হইতে পারিতাম, তাঁহাকেই যদি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দেহ-তরণী আমাকে ভগবৎকৃপানুকূল বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে লইয়া যাইত।

আমার এই মনোবেদনা কেহ শুনিবেন কিনা জানিনা, আমার বেদনায় কেহ সমবেদনা প্রকাশ করিবেন কিনা জানিনা, আমার খেদ-গীতি কাহারও প্রাণে ঝঙ্কৃত হইবে কিনা তাহাও জানি না, তবে আমি বলিতে পারি যে আমি "কানে দিয়াছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো," আমার মত হরিকথাবিমুখ, প্রকৃত মঙ্গলের কথায় বধির ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ মনোধর্ম্মের তাড়নায় বিতাড়িত আমাকে কে রক্ষা করিবেন? আমার মনে হয়,

"এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

আবার, বলি এ নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নয়, উহা মায়া। এ নিত্যানন্দ অধোক্ষজ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব। এ নিত্যানন্দ আমার চিত্তের যাবতীয় কল্মষবিধ্বংসকারী, আমার মনোধর্ম্মের অসংখ্য দুষ্টগ্রন্থিছেদনকারী, আমার বিশিষ্ট আসক্তির নির্ম্মূলকারী। আমি যেন নিষ্কপটে সেই নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইতে পারি।

ভ্রান্ত-কর্ম্মবীর

[খোল]

(১)

ওহে ভ্রান্ত কর্ম্মবীর পুরুষ-রতন!
হাসি পায় হেরি তব কর্ম্মের যতন!!

পর দুঃখে তব যদি, বিগলিত হয় হৃদি,
কিবা সাধ্য আছে তব দুঃখ বিমোচনে।
অন্ন-বস্ত্র-শুশ্রূষায় করিছ যেমনে॥

(২)

আপাতত হের তুমি দুঃখের লাঘব।
নূতন অভাব পুনঃ হ'তেছে উদ্ভব॥
এইরূপে কতবার, নিবারিবে দুঃখভার,
চির-দুঃখানলে যার দহিছে হৃদয়।
কিরূপে তুষিবে তা'রে হইয়া সদয়॥

(৩)

মায়াপাশে বদ্ধ জীব চিন্তে অনুক্ষণ।
কিরূপে হইবে তার ইন্দ্রিয়-তোষণ॥
দুর্দ্দান্ত লালসা দ্বারা, হ'য়ে পড়ে আত্মহারা,
নৈতিক নিয়ম সব করিয়া লঙ্ঘন।
পর-নিপীড়নে পাপ ভাবে না কখন॥

(৪)

পাপী, তাপী, ভোগি-সেবা—এই হবে সার।
পাপের প্রশ্রয় ভবে বাড়িবে আবার॥
বিদ্যা, ধন, স্বাস্থ্য, বল, লভি' জীব এ সকল,
অভিমানে মত্ত তা'তে রহিবে সদায়।
যদি কৃষ্ণপদে সেহ ভক্তি নাহি পায়॥

(৫)

সাগর বারিধি যথা ঝিনুকে সিঞ্চন।
তোমার বাতুল চেষ্টা তাহারি মতন।
জান না কিরূপে হায়, পরদুঃখ ঘুচে যায়,
অরণ্যে রোদন তব হ'ল মাত্র সার।
দুঃখের কারণ তুমি জান না তাহার॥

(৬)

নিজ-স্বতন্ত্রতা-ভ্রমে স্বরূপ ভুলিয়া।
মায়ার আশ্রয় জীব নিয়েছে বাছিয়া॥
মায়ার পেতেছ সাজা, কভু ভিক্ষু, কভু রাজা,
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, সদা অভিমান।
এ হেতু ত্রিতাপে দগ্ধ সদা তার প্রাণ॥

(৭)

জীবে দয়া করিবারে বাঞ্ছা যদি মনে।
স্বরূপে স্থাপন তা'রে করহ যতনে॥

জীব-নিত্য-কৃষ্ণদাস, জানিলে মায়ার ফাঁস,
কেটে যাবে আরো যত অভাব-যন্ত্রণা।
তাহাতে লভিবে হৃদে অশেষ সান্ত্বনা॥

(৮)

সাধু গুরুস্থানে গিয়া লভি উপদেশ।
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবায় নিবেশ॥
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা অতি, নষ্ট করে শিষ্ট মতি,
যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়।
শুদ্ধভক্তি আত্ম-ধর্ম্ম জীবের অভয়॥

(৯)

ধন্য তুমি কর্ম্মবীর নৈতিক জীবনে!
কর্ম্মের প্রেরণা তব জাগিতেছে প্রাণে॥
করিয়াছ কর্ম্মাশ্রয়, কর্ম্মযোগে কিবা হয়,
ভোগময় স্বর্গলাভ হইবে তোমার।
"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" আবার॥

(১০)

মায়াচক্র আবর্ত্তনে গতাগতি সার।
বিঘূর্ণিত হবে তুমি বলি বার বার॥
কর্ম্মকাণ্ড-অনুষ্ঠানে, নিয়োজিত কায়মনে,
বদ্ধদশা ঘুচাবার নহে গো উপায়।
শাস্ত্রকার কি বলেছে শুনহ নিশ্চয়॥

(১১)

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভুক্তি, মুক্তি তরে।
বিদ্ধা ভক্তি লাভ তারা করিবারে পারে॥
ভক্তি উত্তমা শুদ্ধা, শুষ্কজ্ঞান কর্ম্মবিদ্ধা,
অভিলাষশূন্য হ'য়ে কৃষ্ণানুশীলন।
"জীবে দয়া, নামে রুচি" করহ সাধন॥

(১২)

গভীর তমসাবৃতে দিশেহারা পান্থ!
মিছে কেন ঘুরে তুমি হইতেছ ক্লান্ত॥
নিজ হিত যদি চাও, শাস্ত্রের শরণ লও,
অথবা সুধাও গিয়ে সাধু-মহাজন।
তাহাতে মঙ্গল তব হইবে সাধন॥
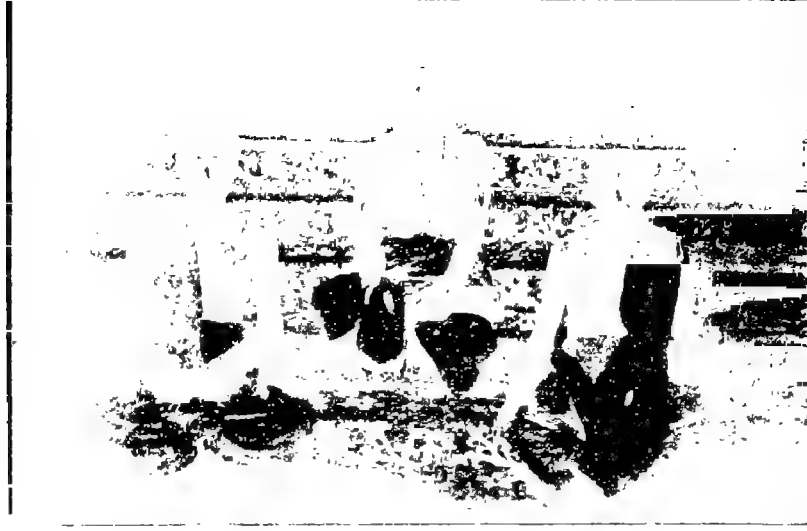
প্রচারাঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান-সেবকত্রয়।
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিজয় ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী

অনধিকার চর্চ্চা

[শুদ্ধ পত্র]

প্রাকৃতরুচির অনুকূল ভোগময় অচিদ্বৈচিত্র্যপূর্ণ "ভারতবর্ষ" নামক একখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের গত ভাদ্র সংখ্যায় "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ" শীর্ষকপ্রবন্ধে যে মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অধিরোহজ্ঞান ও অক্ষজবুদ্ধির অনুকূল হইলেও উহা দ্বারা জগতে মহা অনর্থ প্রচারিত হইয়াছে। অধিকারানুযায়ী চর্চ্চাই শোভনীয়, অনধিকার-চর্চ্চা কখনও ন্যায় ও নীতির অনুমোদিত নহে।

১। ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ খানিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ যে সমস্ত প্রবন্ধ ও চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা ভক্তগণের একান্ত অপাঠ্য ও দর্শনের অযোগ্য। এইরূপ গ্রাম্য কথাময় পত্রের মধ্যে যে সমস্ত অনধিকারচর্চ্চা করা হয়, তাহার দ্বারা সমাজের বড়ই অহিত সাধিত হইতেছে। দৈবসমাজহিতৈষিগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এই পত্রিকাখানি প্রাকৃত কুরুচিপূর্ণ প্রবন্ধ ও নগ্ননারীচিত্রে ভূষিত হইয়া প্রকৃতিজনের মনোহরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ নীতি-বিগর্হিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াও পত্রিকাখানি ক্ষান্ত হয় নাই। ইহাতে ভক্ত ও ভগবান লইয়া যে অধিকারবহির্ভূত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐরূপ নীতিলঙ্ঘন হইতেও গুরুতর অপরাধময়।

গত ভাদ্রমাসের সংখ্যায় 'মান' নামক একটী চিত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 'অপ্রাকৃত মানলীলা' প্রাকৃত ভোগপর তুলিকার সাহায্যে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে যে ভীষণ অপরাধ করা হইয়াছে, তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা ভোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে। বারবণিতার গৃহে নানাপ্রকার চিত্রের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, বস্ত্রহরণলীলা, মানলীলা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়া থাকে। উহার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছু নহে। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ-লীলা হাটেবাজারে অধিকারী অনধিকারী অবিচারে যে সে দেখিতে শুনিতে বলিতে বা চিত্রিত করিতে পারে না।

এই গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি পূর্ব্বেও বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে কতকগুলি যুক্তিবিহীন মৎসরতাযুক্ত কথা প্রকাশিত করিয়াছিল। আমরা বলিতে চাই যে, যাহার যতটুকু অধিকার ততটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। প্রাকৃত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া, প্রাকৃত জনের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কথার বিকৃত প্রতিফলন জগতে প্রচার করা, আদার ব্যাপারীর জাহাজের

খবর বলিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস ও অনর্থ-প্রচার-চেষ্টা মাত্র।

গৌতমের ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান বা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বিচার-প্রণালী আমাদিগকে জড়ীয় অণুপরমাণুর বিচারের সহায়তা করিতে পারে বা আমাদের বাক্যবিন্যাস প্রণালীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া প্রাকৃতজনের চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের কোনও আভাসও আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোক—যাহা উক্ত প্রবন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই "শ্লোকের মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—অর্থাৎ সূরিগণও যে নিরস্তকুহক পরমসত্য বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করিতে মোহপ্রাপ্ত হন—এই বাক্যদ্বারাই সেই অধোক্ষজ-বস্তু সম্বন্ধে অক্ষজ বা অধিরোহ চেষ্টাকে গর্হিত করা হইয়াছে।

নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণতত্ত্ববিদের চরণে আত্মনিঃক্ষেপপূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাবে ও শুদ্ধভক্তিসাধন-ক্রমে অবস্থিত না হইয়াই সিদ্ধরাজ্যের সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কল্পনা দ্বারা মতামত প্রকাশ করিলে বা মনোধর্ম্ম দ্বারা সাত্বতশাস্ত্রকারগণের উপলব্ধির চরম সিদ্ধান্তগুলি অক্ষজ-জ্ঞান লইয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলে যে অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে, "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ" শীর্ষকপ্রবন্ধেও সেই অনর্থরাজিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভেই—"কিন্তু **আমার মনে হয়,** শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদবাদী। মধ্বাচার্য্যের ন্যায় তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত স্বরূপতঃ ভেদই স্বীকার করিয়াছেন"। "কিন্তু" শব্দের দ্বারা যে শ্রৌতপন্থার প্রতিকূলে "আমি বা আমার মনের" বিচার প্রণালীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত 'মনোধর্ম্ম' বলিয়াই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রৌতসিদ্ধান্তবিরোধী ভ্রমাদি দোষের বশবর্ত্তী লেখক-রূপী "আমি"র মন অশুদ্ধ ও জাড্যপরিপূর্ণ সে জন্য পরিবর্ত্তনশীল। ঐরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত "আমি" অর্থাৎ মনোধর্ম্ম আমার অক্ষজপ্রয়াসদ্বারা যাহা স্থাপন করিব, তাহাই আবার পরে পরিবর্ত্তনযোগ্য।

গৌড়ীয়গণ মাধ্ব, সুতরাং তাঁহারা অমাধ্ব বিচার স্বীকার করেন না, এ কথা সত্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্ব মত স্বীকার করিলেও তাঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী, তাঁহারা কেবলভেদবাদী নহেন।

'অচিন্ত্যভেদাভেদ' শব্দের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে কিছু—বস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীব কিছু—অদ্বয়বস্তু হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে। জীব অদ্বয়বস্তুরই শক্তিবৈচিত্র। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' বাক্যদ্বারা শক্তিমদ্‌বস্তুর একত্ব ও বস্তুশক্তির বিবিধত্ব স্থাপিত হইয়াছে। শক্তির বৈচিত্র্য দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের ভেদাভেদ ধারণা। 'অচিন্ত্য' শব্দের দ্বারা যাহা মনের দ্বারা চিন্তনীয় নহে, তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবন্ধ-লেখকের "আমার" মনে হয়—এইরূপ বাক্যের এই স্থানে অবসর নাই। মনোধর্ম্মে এককালে বিপরীত ধর্ম্মের ধারণা সম্ভব নহে। অদ্বয়জ্ঞানবস্তুই সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্। উহা সংখ্যা ও কালাতীত; অণুচিৎ সহ বিভুচিৎ চিদ্ব্যাপারে অভেদ। বিভু ও অণুত্বের পরিমিতিতে ভেদ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। অচিৎ পরমাণুগুলি পরস্পর সীমাবিশিষ্ট। কিন্তু চিৎ সমানধর্ম্মহেতু খণ্ডিত হইবার অযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে অচিৎএর ধারণা লইয়া চিদ্বস্তু মাপিয়া লইবার যে প্রয়াস করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা সংখ্যাভেদ কালভেদ প্রভৃতি অক্ষজচিন্তাস্রোত চিৎসমধর্ম্মের ধারণা হইতে লেখককে বঞ্চিত করিয়াছে। গৌণভাবে সমধর্ম্ম বিপন্ন করাই চিদ্বস্তু হইতে বিদায়-গ্রহণ।

তত্ত্ববস্তু, বস্তুশক্তিপরিণত নশ্বর বস্তুর সহিত বাহ্য ও অক্ষজ বিচারে সমদর্শনে দৃষ্ট হইলেও তত্ত্ব ও মায়ার মধ্যে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান আছে জানিয়া অক্ষজবিচার-পর মায়াবাদী তত্ত্বকে মায়িক, খণ্ডিত-অতত্ত্ব মাত্র মনে করিয়া থাকেন।

মায়াবাদীর চিন্তাস্রোত মস্তিষ্কে লইয়া এবং মায়াবাদীর পরিভাষায় অভ্যস্ত থাকিয়া আমরা সুদর্শনিকগণের বিচার ও পরিভাষা বুঝিতে গিয়া অনেক সময়ে একে আর বুঝিয়া থাকি।

মায়াবাদী মায়িক নশ্বর অতত্ত্বস্তুকে 'তত্ত্ব' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া (দ্বৈতে ও ভেদ বস্তুতে অবস্থিত হইয়া) 'অভেদ'

শব্দে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত মনে করেন, কিন্তু "অভেদ" শব্দদ্বারা তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত জনগণ শক্তির বিবিধত্ব হৃদয়পটে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও অতত্ত্বজ্ঞগণ পাছে মায়াবাদবিবর্ত্তে পতিত হন, তজ্জন্য বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ জানিতেন, সুতরাং তিনি এক বচনান্ত "অস্য" শব্দের দ্বারা বস্তুর একত্ব ও "বিবিধৈব" শব্দের দ্বারা শক্তির বহুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মায়াবাদীর বিচার হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদসহিত কেবলভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বা তদনুগ আচার্য্যগণ অমাধ্ব বিচার স্বীকার না করিয়া কেবলভেদবাদ প্রচারের পরিবর্ত্তে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি মধ্বের কেবলাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অপূর্ণতা, পরিপূর্ণতা ও সমন্বয়-সাধন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদের সত্য প্রচার করিয়াছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদকে যে, মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈত-বাদব্যাখ্যাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের বিচার প্রণালীর অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধনই জানিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবিচারাবলম্বী। মায়াবাদী তাঁহাকে ত্রিবিধ-ভেদরহিত কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া ভ্রম করায় বিচারবিভ্রান্ত হন। বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তিমায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ, তজ্জন্য জীব মায়া ও জগৎ সকলই 'বস্তু' শব্দে... এইরূপ সিদ্ধান্ত শুদ্ধাদ্বৈত বাদনামে প্রসিদ্ধ।

কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াকে অবস্তু, বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্মের ত্রিবিধভেদহীন অভেদ, জগৎ অসত্য, জৈব জ্ঞানের বিবর্ত্তজন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়, জ্ঞান-প্রাকট্যে অনুভবকারী, অনুভবনীয় ও অনুভবের অভাব প্রভৃতি ব্যাপার শুদ্ধাদ্বৈতবিরোধি বিচার বিশেষ বলেন।

কেবলাদ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন রহিত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতদর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধভেদদর্শনরহিত, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন রহিত সুতরাং "অভেদ" শব্দের পরিভাষা ও পরিচয়ে তাঁহার নিজ ভ্রান্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত অবোধ্য ব্যাপার!

তিনি জানেন না যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তি পরিণাম বাদকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি জানেন না যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সহিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পার্থক্য বস্তুশক্তির পরিণাম ও বস্তুপরিণামের বিচার মধ্যে আবদ্ধ।

কেবলাদ্বৈতের অংশাংশীর বিচারাভাব, বস্তু ও মায়া-বিচার, চিন্মাত্র-বিচার, জগন্মিথ্যাত্ব প্রভৃতির উদ্দেশ্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের বোধাভাবে 'অভেদ' শব্দ কেবলাদ্বৈতী অহংগ্রহোপাসনামূলে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের নানা প্রকার অনভিজ্ঞতাজন্য অজীর্ণোদগার প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীধর-'মায়াবাদী'—একথা ঠিক নহে। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের "প্রথম শ্লোকের তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যায় মায়াবাদই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন"—এইরূপ কথা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদের বিবর্ত্তজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজীবপাদের উক্তি তদ্বিপরীত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে—

"মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"

এই কথা বলিয়া আবার "শ্রীধর অনুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান। 'স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যার মধ্যে গণি।'" শ্রীধর স্বামিসম্বন্ধে এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' কাহাকেও কখনও কোন শঙ্করানুগ অপরাধময় মায়াবাদীর অনুগত হইতে বলেন নাই। শ্রীজীবপাদও কেনই বা মায়াবাদীকে "ভক্ত্যেকরক্ষক" আখ্যা প্রদান করিলেন? যে মহাপ্রভু একদিন বলিয়াছিলেন "কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥" (চৈঃ ভাঃ ২।৩।২৭) সেই মহাপ্রভুই আবার অপর একজন মায়াবাদীর অনুগত হইতে লোককে শিক্ষাপ্রদান করিলেন, এই কথারই বা সামঞ্জস্য কিরূপে হয়? আধুনিক মায়াবাদিগণ শ্রীবল্লভের বিচার ও অনভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া যে শ্রীধরীয় উক্তিকে মায়াবাদ মনে করেন তাহা ঠিক নহে।

শ্রীচৈতন্য দেব ও শ্রীজীব পাদ আধুনিক মায়াবাদী বা ঘটপটবিচারক নৈয়ায়িক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ছিলেন।

প্রবন্ধলেখক "আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হয়"—এই উক্তির দ্বারা বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জড়ভেদবাদ ও কেবলাভেদবাদরূপ অক্ষজজ্ঞানোথ—ধারণাই উক্ত বিচারের প্রসূতি। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর (correlative term) সাম্বন্ধিক পদ। বস্তুর বিচিত্রতার পরিচয়ে বিষয় ও আশ্রয়ের বিচারে ভেদ আবার আলম্বনবিচারে অভেদ। আলম্বনই বিষয় ও আশ্রয়রূপে প্রকাশিত, সুতরাং আশ্রয় ও আশ্রিত কখনই স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিচার-প্রণালী বুঝিতে পারিলে এইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার হস্ত হইতে অক্ষজবাদিগণের উদ্ধার হইত; কিন্তু শ্রীরূপানুগত্য বড়ই দুর্ল্লভ ব্যাপার। কুরূপ, কুদর্শন অর্থাৎ অক্ষজ-দর্শন থাকিতে রূপের অনুগত হওয়া যায় না। কাজে কাজেই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগর্ভে সুরক্ষিত মহামণির সন্ধানও লাভ হয় না।

এই প্রবন্ধের ভ্রান্ত-মত সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আমাদের বাকী রহিল।

নির্ব্বেদাষ্টকম্

[আমলকী-পত্র]

(১)

হে বিশ্বেশ কৃপানিধে যদুপতে রক্ষাশু মাং দুর্গতং
দুর্ভারং ভব-সম্ভবং চিরতরং বোঢ়ুং ন শক্তোঽস্ম্যহম্।
ন ব্রহ্মা ন হরো ন বা সুরগণস্ত্রাতা পুনঃ সম্ভবেৎ
ভক্তানাং কুশলব্রতে সুনিয়তং বিশ্বগুরুং ত্বাং বিনা॥

(২)

আশাসীন্মহতী সদৈব নয়নে শ্রীপাদপদ্মেক্ষণে
চিত্তং রূপবিচিন্তনে চ রসনাং ত্বন্নামসঙ্কীর্ত্তনে।
হস্তং পূজনপুষ্পরাশিচয়নে কর্ণৌ গুণাকর্ণনে
সংযুজ্যাতুল-নির্বৃতিং গুণনিধে প্রাপ্স্যাম্যহং সর্ব্বদা।

(৩)

কিন্ত্বেসা ন হি পূরিতা বলবতা কামারিণা শিক্ষিতং
নীতং নেত্রযুগং বলেন ললনাপ্রেক্ষাব্রতে দীক্ষিতম্।
চেতস্তচ্চরিত-স্মৃতৌ চ রসনা তদ্রূপ-সংবর্ণনে
ন্যস্তং হস্ততলং কুচে শ্রুতিযুগং তদ্ভাষিতাকর্ণনে॥

(৪)

ত্বৎপাদপ্রণতিপ্রিয়ং শির ইদং নারীপদে লুণ্ঠিতং
দুর্ভাগ্যং কিমতঃপরং ক্ষিতিতলে দাসস্য তে সম্ভবেৎ।
দুর্নীতং যদি তৎ ত্বয়াপি নয়নৈর্দৃষ্টং সদোপেক্ষ্যতে
নিষ্যা তর্হি বহসে দয়াময়মিথ্যাখ্যানং জগদ্-বিশ্রুতম্॥

(৫)

সংসারং সারশূন্যং বনমিব ভবনং বন্ধনং বন্ধুবর্গং
ভোগং ভোগং বিশালং মণিমিব রমণীং চক্রিণাং ভীতিসঙ্কুম্।
সর্ব্বার্থানাং নিধানং নিধনমিব ধনং শাস্ত্রকূটং বিনাস্থং
মন্যে ত্বৎ-ভক্তিহীনং বিভবমিহ ভবে নিষ্ফলং সর্ব্বমস্য॥

(৬)

দিব্যে ভক্তি-সুধাপ্রবাহবিমলে দীব্যন্ সুখং মানসে
দৈবাদ্দুর্দিন-সঙ্গমে ভব-হ্রদে হংসঃ পতন্ পঙ্কিলে।
মায়াপাশনিবন্ধনাদ্ দৃঢ়তরান্ মুক্তৌ নিরাশঃ স্বয়ং
হে চক্রিন্ সুচিরং তবৈব করুণাং রোদন্ প্রভো যাচতে॥

(৭)

সর্ব্বক্ষেত্রং সুগূঢ়ং বিচরসি ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বসাক্ষিন্
জানাসি ত্বং মদীয়ং হৃদয়-সুনিহিতং বাঞ্ছিতং বিশ্ববন্ধো।
তৎসাফল্যং ভবেৎ কিং তব খলু কৃপয়া জীবনং সার্থকং কিং
লব্ধ্বা কিং ভবাব্ধৌ তব পদতরণিং পারমাপ্যং ভবেৎ কিম্॥

(৮)

আশা চেদ্ বিফলা ভবেদিহ তদা কামে পুনর্দুর্গতিঃ
নাহং তেন বিভেমি তং সমুচিতং ত্বচ্ছেমিণাং কল্পতাম্।
ইত্যেবং নিয়তাং মতিং সমুদিতাং দীনশ্চিরাদাশ্রিতঃ
কাঙ্ক্ষে শ্রীচরণং তবৈব মনবঃ কাঙ্ক্ষাং সমাপূরয়॥

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র-কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণব-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠ

[চিরস্থায়ী গণ্ডসার]

অনন্তর আমরা বৈকুণ্ঠের কথা বলিব। চিত্রে (২) চিহ্নিত বৃত্তটি লক্ষ কর। ইহাই বৈকুণ্ঠ। গোলোকরূপ কর্ণিকারের দল-শ্রেণী-সম সংস্থিত এই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ।

"অনন্তর বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০,)।

অন্যত্র ;—শ্রীধাম গোলোকের কথা বলিয়া বলিতেছেন,

"তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপ যাহা করেন বিহার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহা ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি॥"

(মধ্য ২১শ পরিঃ)।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে তিনিই চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া, পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া, মহালক্ষ্মী সহ সতত বিরাজ করিতেছেন। 'বিলাস' কাহাকে বলে, তাহা শুন। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে ;—

"স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ,—"স্বয়ং প্রভুর যে অন্যপ্রকার স্বরূপ লীলাবিশেষ হেতু প্রকটিত হন এবং যাহা শক্তি প্রকাশে প্রায়ই তাঁহার তুল্য, তাহাকে বিলাস বলে।" 'প্রায়ই তুল্য' বলিবার তাৎপর্য্য,—কয়েকটি অনন্যসুলভ গুণ কেবল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই সদা বর্ত্তমান ; তাহা নারায়ণাদি রূপে নাই। যথা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বাক্যে,—

"লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যমাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥ (১।১৮)।

বৈকুণ্ঠে এই বিলাসবিগ্রহ নারায়ণের চারি পার্শ্বে, প্রথম কায়ব্যূহের বিলাস-রূপ দ্বিতীয় কায়ব্যূহ—শ্রীবাসুদেবাদি চারিজন বিরাজ করেন। সকলেই কিরীট-কুণ্ডল-শোভিত শঙ্খ-চক্রাদি-কর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ হইতে তদ্বিলাসরূপে আবার অপর চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত

হইয়া, উহার আবরণ-স্বরূপে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করেন। এই তৃতীয় চতুর্ব্যূহে বাসুদেবাদি প্রত্যেকেই পুনশ্চ তিন তিন মূর্ত্তি হইয়া দ্বাদশ জন প্রকটিত হন। সকলেই নারায়ণ-রূপ, কেবল নাম পৃথক্। নানারূপ-

পর্য্যায়ে চতুর্ভুজে চক্রাদি ধারণ ভেদে এই পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ হয়। এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ মাসের দেবতা। বৈষ্ণবগণ এই দ্বাদশ নামেই দ্বাদশ তিলক ধারণ করেন। দ্বাদশ নাম, যথা,—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, ও দামোদর। ঐ তৃতীয়-ব্যূহ বাসুদেবাদি চারি জনের আরও অষ্ট বিলাস মূর্ত্তি উদিত হন। তাঁহাদের নাম, যথা,— পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র।

"এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ ২০শ পঃ)।

ইঁহারা পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ ধামে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের আবরণরূপে অবস্থিত আছেন। তথায় তাঁহাদের নিত্যধাম, নিত্য অবস্থান হইলেও, ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও নানা স্থানে আবির্ভাব হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীসনাতনশিক্ষায়, মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে, তাঁহাদের কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

এই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ নানাবিধ জনপদসমাকীর্ণ, এবং বিচিত্র প্রাকার, বিমান, চতুর্দ্বার, পুরদ্বার, পুর ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদি-অবতারগণের বিভিন্ন পুরী আছে। ঐ সকল পুরীতে তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি ও স্বজন সহ নিত্য বিহার করিতেছেন। ইহার পূর্ব্ব দ্বারে চণ্ড প্রচণ্ড; দক্ষিণদ্বারে ভদ্র সুভদ্র; পশ্চিম দ্বারে জয় বিজয়; এবং উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা নামক দ্বার-পালগণ আছেন। অষ্টদিকে কুমুদ-কুমুদাক্ষাদি অষ্ট দিক্‌পাল বিদ্যমান। এই অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী মহা-পুরী কোটি-বৈশ্বানর-সদৃশ গৃহপরম্পরায় আবৃত, এবং আরূঢ়-যৌবন অতি সুন্দর পুরুষ ও রমণীগণে পূর্ণ। তাহার মধ্যে শ্রীহরির লক্ষ্মীগণ পরিশোভিত পরৈশ্বর্য্য-চমৎকার অন্তঃ-পুর সদানন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া বিরাজমান। বহি-র্ভাগে অপ্রাকৃত-রত্নরাজি-বিমণ্ডিত রাজোচিত সভামণ্ডপ নিত্যমুক্তজনসমূহে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি-গণ-পঠিত সুমধুর স্বর-লয়-সমন্বিত স্তবস্তুতি ও সাম-গানে মুখরিত। এই মণ্ডপমধ্যে সর্ব্ববেদময় রমণীয় নির্ম্মল-সিংহাসন শোভা পাইতেছে। তদুপরি মহালক্ষ্মী সহ শ্রীহরি সদাসুখে অবস্থিত আছেন। তিনি ইন্দীবরদলশ্যাম; তাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি-সূর্য্য সম; কিন্তু, অতি স্নিগ্ধ; অবয়ব অতি কোমল; তাঁহার শিরিশ-কুসুম-সম করপদ্ম ও চরণ-কমল বিকসিত রক্ত-পদ্ম-সদৃশ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ; অঙ্গে পীতবসন ও পীত উত্তরীয়, মস্তকে মহাপ্রভমণিমণ্ডিত মুকুট, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার ও পুষ্পমালা, অন্যান্য অঙ্গও নানা রত্নাভরণে ভূষিত; চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজিত; তিনি নিত্য-যৌবনশালী ও লীলা-পর। তাঁহার বামাঙ্কে অনপায়িনী পরম-রূপ-লাবণ্যবতী মহালক্ষ্মী করে লীলা-কমল ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে-ছেন। উভয় পার্শ্বে ভূ ও লীলা—শক্তিদ্বয় স্মিতমুখে উভয়ের বিবিধ সেবাসুখ সম্পাদন করিতেছেন। আর কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা এবং ঈশানী এই সর্ব্ব-সুলক্ষণা অষ্ট শক্তিও স্বপ্রভু শ্রীনাথের যথা-প্রয়োজন সুখ-সাধনে রত হইয়া সতত তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। এই ধামে চিন্ময়বিগ্রহ মৎস্যাদি অবতারগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্ব-দেবগণ, ব্রহ্মাদি দেবতারা এবং রতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, দুর্গা আদি দেবীরা ও দিব্য-মূর্ত্তি শ্রুতিগণ, সকলে স্ব স্ব স্থানে যথানির্দ্দিষ্ট হরিসেবায় সদানন্দে কাল যাপন করিতে-ছেন। যিনি সদাশিব নামে খ্যাত নারায়ণের বিলাস বিগ্রহ শম্ভু, তিনিও তথায় যথাযোগ্য বেশভূষায় মণ্ডিত হইয়া, ঈশান কোণে স্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন।

"সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবতিষ্ঠতে"
(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)।

শান্তভাব ভক্তগণ জ্ঞানমিশ্রা রতিতে অন্তর্যামী নারায়ণের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া, এই স্থলে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানে সিদ্ধ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের গতি এখানে হয় না।

" বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা, সবার স্থিতি ॥ "
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫।৩১)।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

[ধৃতসিক্তপরমান্ন]

রক্ষো দৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্ত্তিং স্তুমঃ ॥ ৭ ॥

ওগো,　কি মহিমা তব　তাহাতে প্রকাশ
দৈত্য কুল নাশ করিলে !
দেখাইলে জ্ঞান　যোগ-কর্ম্ম-পথ
কত নিত্য রূপে আসিলে !

তুমি　করিলে সৃজন,　অখিল ভুবন,
কারণে শয়ন করিয়া ;
পলকে উদয়,　পলকে প্রলয়,
কর লোক-চয়, হাসিয়া !

তুমি　ধরিলে ধরণী,　আপনি দশনে,
প্রলয়-প্লাবনে ডুবিয়া,
তুলিলে ভূধর,　বাঁধিলে সাগর,
সহায় বানর লইয়া।

তোমার　কহিব কি গুণ ?　কিসে অনিপুণ ?
কর পুনঃ পুনঃ ছলনা !
সর্ব্বশক্তিধর　তুমি যে,—তোমার
কি মহত্ত্ব তাহে বল না ?

কিন্তু,　ওহে নন্দলাল,　এত কাল পরে
কালো রূপ তুমি ঢাকিয়া,
রাধা-ভাব-দ্যুতি　ল'য়ে, যে মূরতি
করিলে প্রকট আসিয়া ;

ওগো,　বিলালে যে ধন,　আচণ্ডালে তাহে,
দেখা'লে যে পথ এ-দেশে
মহা-ভক্তি-পথ　পর প্রেমোজ্জ্বল
তব প্রেম-পুর-প্রবেশে ;—
আছে,　কি তুলনা তা'র ?　জীব-হিত আর
কোথায় এমন হয়েছে ?
স্তুতি করি তাঁর　মোরা বার বার
হেন নিধি যেবা এনেছে !! ৭ ॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[শিখরিণী]

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, রাধাষ্টমী)

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি কলা পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ চিত্তাবে সর্ব্বদা দেদীপ্যমানা। শ্রীনারায়ণে ষষ্টি কলা বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজিত। আবার শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব্ব চারিটী কলার নায়ক, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোকচমৎকারিণী লীলার কল্লোলবারিধি। তিনি অসমোদ্ধরূপশোভাবিশিষ্ট। তিনি ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীবাদনকারী ও শৃঙ্গাররসের অতুল প্রেম দ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল সহিত বিরাজিত অর্থাৎ তিনি ক্রীড়ামাধুরী, শ্রীবিগ্রহমাধুরী, বেণুমাধুরী ও ঐশ্বর্য্যমাধুরী—এই চারিটী অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজিত। এই চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্য্যন্ত নাই।

এই জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক। আর অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে সেব্য বস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকের স্বার্থ।

সেই চিদ্ধামের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতের প্রাণীবহু সেব্য ও বহু সেবকরূপে বিরাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এককথায় এই স্থানে সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই ; এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে, নিজের

ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। এখানে যত বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন্ না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের মাতা-পিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধ-সেবা-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন একটীমাত্র শক্তিমৎ বা বিষয়তত্ত্ব, যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, শক্তি অনন্ত—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। শক্তিমত্তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বে অদ্বয়জ্ঞান বিষয় বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু এক হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায় শক্তিবিচারে বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তি-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আশ্রয়-জাতীয়ত্ব-রহিত হইয়া কেবলাদ্বৈত বিচার করেন নাই।

ভোগ্যবস্তুই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার পরিকর বা চতুর্ব্বিধ রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্বসমূহের বিষয়তত্ত্বের সহিত কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। দার্শনিক ভাষায় বিষয় ও আশ্রয়কে শক্তিমান ও শক্তি, আলঙ্কারিকের ভাষায়—বিষয় ও আশ্রয়, ভক্তের ভাষায়—সেব্য ও সেবক বলিয়া উক্ত হয়।

আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর চরণাশ্রয় বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় জিনিষ, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত, অনর্পিত-চরপ্রেমপ্রদাতা' শ্রীগৌরসুন্দরই এই কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই। কারণ তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের-উপাসনাতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"পারকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ ও ৮ম

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে শ্রীবিল্বমঙ্গল মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই। এমন কি, জয়দেবের গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

এই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন বলিয়া ঐতিহ্যপাঠে ও অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা শ্রীদেবতনু বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। প্রথম পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে নৃসিংহোপাসনা-প্রণালীর কথাই ঐতিহ্যে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন, তখনও বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে গোপালের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার সায়নমাধব রসেশ্বর দর্শনের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বিষ্ণুস্বামীকে নৃসিংহোপাসক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বল্লভদিগ্বিজয় ও অন্যান্য সকল গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামিগণ দশনামী ও অষ্টোত্তর-শতনামী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে আমরা রাজ-গোপাল বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। তিনি দ্বারকাতে রণছোড় বিগ্রহ স্থাপন এবং বিষ্ণুকাঞ্চিতে বরদরাজ রাজগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন। বল্লভাচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তী সময়ে আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মধ্যবর্ত্তী সময়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীধর-

স্বামিপাদকে বাহিরের দিকে মর্য্যাদামার্গে নৃসিংহোপাসনা-পর বলিয়াই আমরা জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণোপাসনাও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রবল ছিল। কাহারও কাহারও মতে শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতও তাহাই। প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে "দীপিকা-দীপনে"র লেখক তৎকালে বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বল্লভীয় চিন্তাস্রোতের প্রাবল্য ও সঙ্গহেতু শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নাভদাসলিখিত ভক্তমাল এবং অপরাপর ঐতিহ্য এবং শ্রীধরের লেখনী সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিলে তাহার বিপরীত ভাবই প্রমাণ করিয়া থাকে।

শ্রীধরস্বামিপাদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতে বস্তুর অংশ—জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া, বস্তুর কার্য্য—জগৎ; তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই 'বস্তু' শব্দ-বাচ্য। ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই চরণের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বাস্তবশব্দেন বস্তুনোহংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়াচ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎসর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথক্" এই বাক্যদ্বারা তিনি যে কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ইহা বেশ বুঝা যায়। নির্ব্বিশেষকেবলাদ্বৈতবাদী কখনও জীবের বাস্তবসত্তা বা তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি বা বস্তুর কার্য্য স্বীকার করেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াকে অবস্তু, বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্ম ত্রিবিধভেদহীন, জগৎ অসত্য, জৈবজ্ঞানের বিবর্ত্তজন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়ই বিচার করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় অন্য কোন আচার্য্যের নামোল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ যে, 'তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥" তথা "স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতপরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুদুঃখভূঃ" স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ। মন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ" এবং ভাগবত ৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় 'শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ যে শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অনুগত নৃসিংহোপাসক হ্লাদিনী সংবিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ শক্তিমত্তত্ত্ব-মায়াধীশ শ্রীভগবানের উপাসক শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

নাভদাসজীর শ্রীভক্তমালগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামীর পরমানন্দ নামক একটী শিষ্য ছিলেন। পারম্পর্য্যক্রমে এই পরমানন্দই শ্রীধরস্বামিপাদের গুরু। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের মঙ্গলাচরণে "যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্" এই শ্লোকে গুরুবন্দনা করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ পঞ্চোপাসনা অবলম্বনে নৃপঞ্চাস্যের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম রুদ্রোপাসনা স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রাপ্তিকেই সাধ্য বলিয়া জানেন। কিন্তু শ্রীধরপাদের ভাগবতীয় মঙ্গলাচরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ঐরূপ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমধাম, ভগদ্ধাম, দশমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীনারায়ণের বিলাসবিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব সদাশিবকে পরস্পর আলিঙ্গিতবিগ্রহরূপে বন্দনা করিয়াছেন

"মাধবো মাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ॥

মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকেও "নৃসিংহং অহং ভজে" এই বাক্যের দ্বারা শ্রীধরস্বামী যে নৃসিংহোপাসক ছিলেন তাহাই স্পষ্ট বোঝা যায়।

শ্রীধরের গুরুভ্রাতার নাম লক্ষ্মীধর। এই লক্ষ্মীধর শ্রীনাম-কৌমুদী গ্রন্থের লেখক। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব সম্বন্ধে অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শ্লোক আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীধরস্বামিপাদ কিছুতেই নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতে পারেন না। কারণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ কখনও শ্রীভগবন্নাম ও রূপের চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সায়নমাধবের 'রসেশ্বরদর্শন' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য নাম ও রূপ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ যে, বিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ত্রিদণ্ডী ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতেন,

তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টজীকে এরূপ শাসন করিয়া শ্রীধরকে জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার এবং শ্রীধরের অনুগত ভাগবত-ব্যাখ্যা করিবার জন্য আচার্য্য ও জগজ্জীবকে শিক্ষা দিতেন না।

শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী হইলে শ্রীজীব গোস্বামিপাদও তাঁহাকে "ভক্ত্যেক রক্ষক" বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজীব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণকে ভক্তির রক্ষাকর্ত্তা বলিবার পরিবর্ত্তে "ভক্তির সর্ব্বনাশকারী" বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যে কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীধরস্বামিপাদ বৃষভানুনন্দিনীর কথা ভাগবতে অতি অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতি গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমতী বার্ষভানবী সাধারণী বিচারে অন্য গোপীর সহিত অভিমানে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণের বৃষভানুনন্দিনীর অনুসন্ধানরূপ ব্যাপারটী শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী ছিলেন, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা। যাবতীয় দেবদেবীর জননী, তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতিরও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রধানা শক্তি। শক্তিমদ্বস্তু বলিতে যাহা বুঝায়, শক্তি বলিতেও তাহাতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তিনি বলদেবাদিরও পূজ্য। অনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর চরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণ পরমধন্য। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

"দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পতরুতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবাপরা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয়নর্ম্মসখীগণ-পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে আমি স্মরণ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় "শ্রীভজন-রহস্য" গ্রন্থ হইতে শ্রীল ঠাকুরের আদেশে এই ভজন-গানটী কীর্ত্তন করেন—

"রাধা পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্কপূত ব্রজ না ভজিলে॥
না সেবিলে রাধিকা-গম্ভীর-ভাব-ভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হবে অনুরক্ত॥
স্থূল দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহরি'।
কৃষ্ণকৃপাবলে নিত্যগোপীদেহ ধরি'॥
কবে আমি পারকীয়া রসে নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণসেবা-সুখ লভিব বিস্তর॥
স্বজন-সম্বন্ধ-সুখ চতুর্ব্বর্গ অর্থ।
সকল সাধন ছাড়ি জানিয়া অনর্থ॥
সহজ অদ্ভুত সৌধ্য-ধারাবৃষ্টি করি।
রাধাপদরেণু ভজি শিরে সদা ধরি॥
বৃষভানুকুমারীর হইব কিঙ্করী।
কলিন্দনন্দিনী-তীরে রব বাস করি॥
করুণা করিয়া রাধে! এ দাসীর প্রতি।
বৃন্দাটবী-কুঞ্জপথে হইব অতিথি॥
নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান তন্নাম-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা তন্মন্ত্র জপন॥
রাধাপদদাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন।
কৃপায় লভিব রাধা রাগানুভজন॥
অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
পরম অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ-নিবৃতি॥
ব্রহ্মাদির সুদুর্লভ বৃষভানু-কন্যা।
জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥
জিহ্বা হউক সুবিহ্বল রাধানাম গানে।
বৃন্দারণ্যে চল পদ, রাধা-অন্বেষণে॥

রাধা-সেবা কর, কর রাধা স্মর মনে।
রাধাভাবে মাতি ভজ রাধা-প্রাণধনে

চরম শ্রেয়োলাভ

[চিরস্থায়ী ক্ষীরসার]

শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈত-ভবন ও শ্রীব্রজপত্তন

পথিকের সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে। পথিক ধাম শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন ধামের ধেনুকুল শ্রীগৌরনামে উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৃক্ষরাজি রজঃ পাইবার জন্য ধাম-ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে চাহিতেছে। পথিকের মন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। বর্ত্ম-প্রদর্শক পুরুষ পথিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন --

বঃ প্রঃ—বৎস! ঐ দেখ, অদূরে শ্রীবাস-অঙ্গন শোভা পাইতেছে। এই স্থানেই শ্রীগৌরহরি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনে বিহার করিয়াছেন। এই স্থানটী শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী।

পঃ—প্রভো! নিকটে আর একটী রমণীয় স্থান ও একটী বিস্তীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষতলে একটী রমণীয় কুটীর শোভা পাইতেছে ঐটীই বা কি?

বঃ প্রঃ—বৎস! এইটীই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠী বা সভা। এই স্থানে বসিয়া সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গীতা, ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। এই স্থানেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ আগমন করিয়াছিলেন। বালক নিমাই এই স্থানে অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য মাতার আদেশে আসিতেন ও অলক্ষ্যে অদ্বৈতপ্রভুকে কৃপা করিতেন। ঐ দেখ শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দর বিরাজ করিতেছেন। এই কুটীরের নাম "শ্রীঅদ্বৈত-ভবন।"

পঃ—প্রভো! ধন্য হইলাম, কৃতকৃতার্থ হইলাম।

শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর প্রাচীন মন্দির।

বঃ প্রঃ—তোমাকে আর একটী স্থান দেখাইতেছি। কলিযুগে এরূপ শুদ্ধভক্তির আকর স্থান জগতে আর নাই। ঐ দেখ! ঐ যে একটী স্থান তপোবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে তাহা দর্শন কর

পঃ—প্রভো! আমার হৃদয় যেন শুদ্ধভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। এমন শান্তিময় স্থান ত' আমি কোথায়ও দর্শন করি নাই। আমরা কি ভূবৈকুণ্ঠে আগমন করিলাম!

বঃ প্রঃ—ভূবৈকুণ্ঠ কেন? এযে গোলোক, কলি-জীবের জন্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন এইটী কলিকালপ্রকটিত ভজনানন্দিগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজনস্থান -রাধাকুণ্ডতট ও শ্রীগোবর্দ্ধন। এই যে কুটীর দেখিতেছ, এই

স্থানে শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহ বিরাজিত ছিল! মনে রাখিও—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

পঃ—প্রভো! শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য কে ছিলেন?

বঃ প্রঃ—ইনি মহাপ্রভুর মাতৃস্বস্পতি এবং তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সর্ব্বপ্রধান সহায়। ইনি নবনিধির অন্যতম—আচার্য্যরত্ন নামে খ্যাত। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তখন এই আচার্য্যরত্ন মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে তাঁহার পক্ষ হইতে সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয়-কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই, গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হয়। এই চন্দ্রশেখরভবনই ব্রজপত্তন নামে প্রসিদ্ধ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী বা শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ।

পঃ—প্রভো! আপনার কৃপায় কত অপরিজ্ঞাত নিত্যসত্য বিষয় অবগত হইতেছি। এই স্থানে যে মন্দিরের চূড়া ও কুটীর শ্রেণী দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল কি?

বঃ প্রঃ—এইটী "শ্রীচৈতন্যমঠ"—বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র। এই স্থান হইতেই সমগ্র-জগতে শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে এইটী আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রম।

বৎস! ঐ দেখ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তি-মধুকর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অষ্টকোণ নব মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার নির্ম্মাণ পরিপাট্যের নূতনত্ব এই যে, ইহার চারিদিকে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারি সেশ্বর সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্য-বর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য,

শ্রীচৈতন্য মঠের যে নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে, তাহার দৃশ্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যাচার্য্যের শ্রীবিগ্রহ-সমন্বিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট মন্দির এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে উক্ত সেশ্বরবাদচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে একমাত্র প্রতিপাদ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ সত্য—তৎপ্রবর্ত্তক সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইবেন।

এই মন্দিরের শিখর-প্রদেশে কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়-

বৈজয়ন্তী ও রূপানুগসুসিদ্ধান্ত-রক্ষক সুদর্শনসুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই শ্রীমুখনিঃসৃত বেদভাগবত-বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

আচার্য্য কে?

বর্ত্ম প্রদর্শকের এইরূপ কথা শুনিয়া পথিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এরূপ কথা তিনি আর কখনও শুনেন নাই। তাই বলিতে লাগিলেন,—প্রভো আপনার সকল কথাই যেন অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে। যিনি কুলরীতি অনুসারে মন্ত্রদীক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই ত' 'গুরু' বলা হয়।

বঃ প্রঃ—হাঁ! তাঁহারা লৌকিক ও কৌলিক গুরু বটেন। গুরু অনেক প্রকার হইতে পারেন। পাঠশালার গুরু মহাশয়, বাদ্যশিক্ষার গুরু, লৌকিক গুরু আবার পারমার্থিক

পঃ—আপনার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি

বঃ প্রঃ—ভগবৎস্বরূপ ও নিষ্কপট ভক্তচরণে শরণাগত হইলে সব বুঝিতে পারিবেন। কর্ণদ্বার যদি অহঙ্কার অভিমানে রুদ্ধ থাকে, তবে এই সকল গূঢ় কথার মর্ম্ম হৃদ্মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না।

পঃ—গুরু কি আমাদেরই মত মানুষ নহেন?

বঃ প্রঃ—লৌকিক বা কৌলিক গুরুগণ আমাদেরই মত বা আমাদিগ হইতে কুলে, মানে, ধনে, বিদ্যায় অধিক উন্নত মানুষই বটেন। তবে পারমার্থিক গুরুদেব মানুষ নহেন, তিনি অতিমর্ত্ত্য পুরুষ—জগতে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিবার জন্য ভগবৎপ্রেরিত অভ্যাগত এবং ভগবচ্চিহ্নিত জন।

পঃ—তাঁহাকেও আমরা মানুষের মতই ত' দেখি।

বঃ প্রঃ—সচরাচর ঐরূপ পুরুষ মানুষের চক্ষুগোচর হয় না—হইলেও ভোগের চক্ষু দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-দর্শন হয় না। ভোগবুদ্ধিবশতঃ ঐরূপ অতিমর্ত্ত্য পুরুষে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া জীব অধঃপতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

পঃ—প্রভো! গুরু কি করিয়া থাকেন?

বঃ প্রঃ—শ্রীগুরুদেবই আমাদের নিত্যবান্ধব। এই মর্ত্ত্যজগতে যদি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য-পুরুষ কেহ থাকেন, তবে তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা আমাদের কোটী কোটী জন্মের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাকেন। আমাদিগকে অপ্রাকৃত নিত্য শান্তি-নিকেতনে লইয়া যা'ন। তাঁহার মহিমা জগতের ভাষায় জগতের জীবকে বুঝান যায় না। তাঁহাকে কেবল প্রণাম করি—

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

প—প্রভো! আমিও সংসারদাবানল দগ্ধ—তাপিত। সেই গুরুকৃপাকাদম্বিনী কি আমার উপর বর্ষিত হইবে?

বঃ প্রঃ—বৎস, সুকৃতির উদয় হইলে জীবমাত্রেই সদ্গুরুকৃপা বর্ষিত হইতে পারে।

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥"

পঃ—প্রভো! কি করিয়া জীব সদ্গুরুর সন্ধান পাইতে পারেন?

বঃ প্রঃ—বৎস! সদ্গুরু অতিমর্ত্ত্য পুরুষ। তাঁহাকে মর্ত্ত্য জীব কখনও চিনিতে পারে না। অতিমর্ত্ত্য পুরুষের কৃপোদ্ভাসিত ও শরণাগত জনই সদ্গুরুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। তিনিই আমাদের নিকট বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু নামে পরিচিত।

পঃ—প্রভো! আপনিই আমার সেই বর্ত্মপ্রদর্শকগুরুদেব। পথভ্রান্ত পান্থ আমি; কোন্ অন্ধকার তিমিরগর্ত্তে পতিত হইতেছিলাম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

বঃ প্রঃ—বৎস! চল আমরা আচার্য্য-সন্দর্শনে গমন করি।

আচার্য্য

এইরূপে উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইতে থাকিল। বর্ত্মপ্রদর্শক পথিককে কৃপাপূর্ব্বক অনেক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। পথিকও কুতর্ক না করিয়া

শ্রদ্ধা-সহকারে তাহা শ্রবণ ও পরিপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

পঃ—আপনার প্রস্তিকথায় আমার কৌতূহল জন্মিতেছে। "আচার্য্য" কাহাকে বলে দেব?

বঃ প্রঃ—যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। যিনি অনুক্ষণ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীববৃন্দকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন—তিনিই আচার্য্য।

"আপনি আচরি, ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

পঃ—ইহাই কি আচার্য্যের যথেষ্ট লক্ষণ?

বঃ প্রঃ—আচার্য্যের লক্ষণ ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ তিনিই আচার্য্য।

"কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

পঃ—কেন প্রভো! শাস্ত্রে রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই গুরু হইতে পারেন না।

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।"

মহাভাগবতকুলচূড়ামণি ব্রাহ্মণই মনুষ্যমাত্রের গুরু।

বঃ প্রঃ—বৎস! ঠিক বলিয়াছ। মহাভাগবতচূড়ামণিই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌ব্রাহ্মণ। সুতরাং তিনি বর্ণাশ্রমান্তর্গত পুরুষগণের গুরুদেব। কিন্তু,—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

মহাকুলীনবংশজাত সর্ব্ববিধ যজ্ঞে সুদীক্ষিত, বেদের সহস্র শাখ্যাধ্যায়ীও যদি মহাভাগবত ভগবদ্ভক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি গুরুপদের অযোগ্য। তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে যে, শ্রীরূপসনাতন, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল নরোত্তমঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি পরমহংস-কুল আচার্য্য ও জগদ্‌গুরু। চল, আমরা যেখানে আসিয়াছি, সেই স্থান দর্শন ও আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করি। তুমি তাঁহার শ্রীমুখে অনেক কথা শুনিতে পাইবে। তিনি জীব-কল্যাণের জন্য নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ

পথিক বর্ত্ম-প্রদর্শকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য মঠের চূড়ায় সুদর্শন চক্র শোভা পাইতেছে। বোধ হইল যেন এই স্থান হইতেই জগতের সর্ব্বত্র সুদার্শনিক ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই সুদর্শন কুদার্শনিকগণের মতবাদ খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া অধোক্ষজ সুন্দর-দর্শন বা গৌরসুন্দর-প্রদত্ত সম্যক্ দর্শন দ্বারা বিশ্ব আলোকিত করিতেছেন।

পথিক মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী বিরাজ করিতেছেন। তৎপার্শ্বে আরও কয়েকটী শ্রীঅর্চ্চা রহিয়াছেন। পথিক তদীয় বর্ত্মপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া একে একে সকল মূর্ত্তির বিষয়ই জানিয়া লইলেন। বর্ত্মপ্রদর্শককে জগমোহন হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে দেখিয়া পথিকও তদনুসরণ করিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটী কুটীর প্রাঙ্গণে স্মিতবিকসিতবদন এক মহাপুরুষ শ্রীমালিকাহস্তে ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। সেই পুরুষের মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ বিরাজিত। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরদাস্যের অদ্বিতীয়বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ইনি যেন অনন্তদেবের মত নিরন্তর অনন্তবদনে হরিকথা কীর্ত্তনে সমুৎসুক। নাসায় ও ললাটে উজ্জ্বল তিলক শোভা পাইতেছে। বক্ষে যজ্ঞসূত্র, পরিধানে অরুণ বহির্বাস বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি! তিনি অনর্গল বেদ-বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণ্য উদ্ধার করিয়া ভক্তগণের নিকট কখনও গুরুগম্ভীররবে—কখনও বা মৃদুমধুর করুণ স্বরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। কখনও কৃষ্ণকর্ণামৃতের অমৃতবর্ষী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো!"

তাঁহার বদন যেন শ্রীগৌরসুন্দরের যশোরত্নের ভাণ্ডারস্বরূপ।

বর্ত্ম-প্রদর্শক সাষ্টাঙ্গে সেই মহাপুরুষের পদতলে নিপতিত হইলেন। পথিকও বর্ত্মপ্রদর্শকের আচরণ অনুসরণ করিলেন। আচার্য্য প্রতিনমস্কার করিলেন। পথিক বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এরূপ প্রতিষ্ঠাশালী পুরুষের এরূপ অদ্ভুত দীনতা! পথিক পূর্ব্বে কত পণ্ডিত, সাধুমহান্ত, গুরু ও পুরোহিত দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রণত দীনজনের মস্তকে উপহারস্বরূপ তাঁহাদের অভিমানভাবযুক্ত বিশাল পদতরীখানি চাপাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু পথিক এই স্থানে উহার বিপরীত চিত্র দর্শন করিলেন। ভাবিলেন, ইহাই কি—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।"
—এই বাক্যের উদাহরণ ?

আচার্য্যানুগমনে

[চিরস্থায়ী অমৃতখণ্ড]

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী।

বিংশ দিবস

৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৩৩১ সন।

৪ঠা ফাল্গুন রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে লালগোলা ট্রেণে উঠিয়া ভোর ৫৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীল পরমহংসঠাকুরের সহিত ভক্তগণ লালগোলা ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হন। লালগোলা হইতে ৭ ঘটিকার সময় ষ্টীমারে উঠিয়া বেলা ৯টার সময় প্রেমতলী ষ্টীমার-ঘাটে সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রেমতলী-ষ্টীমার-ঘাট হইতে কিছু দূরে প্রেমতলী নামক গ্রাম। এই স্থানের অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে তাঁহার প্রেমবন্যার কিয়দংশ বিতরণ করিয়া গিয়া-ছিলেন সেইজন্য এই স্থানের নাম প্রেমতলী হইয়াছে। বিজয়ার পরে পঞ্চমী তিথি দিবসে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। এইস্থানে একটী কুটীর মধ্যে শ্রীগৌরনিতাই রাধামাধব ও গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। বর্ত্তমান সেবা-য়েৎএর নাম রঘুনাথ দাস মহান্ত। ইহার পূর্ব্বে নিমাইদাস ও ক্ষেত্রদাস নামক দুইজন পূজকের কথা তিনি বলিলেন।

প্রেমতলী হইতে ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রকট-ভূমি খেতরী গ্রাম দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুলিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে খেতরী রাজবাড়ীর—ধ্বংসাবশেষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পূর্ব্বে প্রায় ৩০০ বিঘা লইয়া এই খেতরী রাজবাটী সুশোভিত ছিল; এখন ১০০ একশত বিঘা জমি—শূন্য প্রায় পড়িয়া থাকিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। মেলায় প্রায় একলক্ষ লোকের সমাগম হয়। মেলার সময় দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই বৎসর মেলার সময় ১১৮৭৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই স্থানে একদিন ঠাকুর মহাশয় প্রসিদ্ধ খেতরী-মহামহোৎসব করিয়াছিলেন—এবং তদুপলক্ষে গৌড়দেশের সমগ্র ভক্তমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। এই ঠাকুরমহাশয়ই তাঁহার 'প্রার্থনা' গীতিতে আমাদিগকে শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিকে সাক্ষাৎ চিন্তামণিস্বরূপ অভিন্ন-ব্রজধাম বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের স্থাপিত—

"শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥

এই ছয় বিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্ব্ব দক্ষিণে বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, রাধারমণ, রাধাকান্ত। ব্রজ-মোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে এক্ষণে গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ব্রজমোহন শ্রীবৃন্দাবনে বিজয় করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতীসহ বিরাজিত। এই স্থানে সকলে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রার্থনাগীতি হইতে "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার" এই গানটী মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, পূর্ব্বে প্রত্যহ এই স্থানে নূতন তেঁতুল কাঠে ভোগ-রন্ধন হইত। এখন আর সে প্রথা রক্ষিত হয় না।

ঠাকুর মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে প্রায় সার্দ্ধদ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও সার্দ্ধ হস্ত পরিমিত প্রস্থ একটি কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর বিরাজিত রহিয়াছেন। শুনা যায়, এইস্থানে বসিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন। এই স্থানটী বর্ত্তমানে টিনের চাল ও মৃত্তিকা-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। নিকটে 'রাধাকুণ্ড' নামক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় এখন পানায় আবৃত। নিকটেই স্থানে স্থানে প্রাসাদ-রাজির ভগ্নাবশেষ ও উচ্চ ভিটাসমূহ শোভিত থাকিয়া প্রাচীন সমৃদ্ধশালিনী রাজবাড়ীর নিদর্শন প্রমাণ করিতেছেন।

এই স্থান হইতে ভজনটুলী নামক স্থান প্রায় দেড় মাইল পথ। শুনা যায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বৈষয়িক দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য এইস্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন পাথেয় লইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের——

"গৌরাঙ্গের দুটীপদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস-সার।'
এবং "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"

—এই দুইটী গীতি গান করিতে করিতে ভজনটুলীতে আসিয়া পৌছিলেন। এই স্থানটী খুব নির্জ্জন। একটী বিস্তৃত অশ্বত্থবৃক্ষ সংসারদগ্ধ জীবকে যেন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা-ছায়া প্রদান করিবার জন্য তাঁহারই প্রতিনিধি স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সময়েই এই স্থানটী ইষ্টকদ্বারা বাঁধান হয়। কিন্তু এখন তাহা ভগ্নপ্রায়। এই স্থানে শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভজন-গীতি কীর্ত্তন করিলেন—

"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু।"

এই ভজনটুলীর নিকটে আমলীতলা নামক একটী স্থান ও একটী পুকুর বিরাজিত। তেঁতুল গাছটী প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয় ইহার মধ্য-দেশ সমস্ত কোটরময় হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ডটীর পরিধি প্রায় বিংশ হস্ত পরিমিত।

ভক্তগণ ভজনটুলী হইতে বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পদ্মাবতী নদীর তীরে, কীর্ত্তন-[illegible] [illegible]ৎসব ও মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন এবং শ্রীল রূপসনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের স্থান 'রামকে[illegible] দর্শন করিবার জন্য রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ষ্টীমারে উঠিয়া আধঘণ্টা পরে গোদাগাড়ী ষ্টীমার ঘাটে অবতরণ করিলেন

প্রচার-প্রসঙ্গ

[সন্দেশ]

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া কলিকাতা-মহানগরীতে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে অবস্থানপূর্ব্বক ঢাকাবাসীর নিকট শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আগামী বিজয়া-দশমীদিবস পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব। প্রতি বৎসরই ঢাকা মঠে সেই দিবস হইতে এক মাস কাল ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসবে সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদকবর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুর অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় নদীয়া জিলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ হরিকথা প্রচারার্থ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালীয়াটী গ্রামে বিজয় করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ফরিদপুর সহরে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি (সব্ ইন্‌স্পেক্টর্ অব্ পুলিস্) মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ মিত্র ও সিনিয়র প্লিডার শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র ও রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণের আগ্রহে স্থানীয় টাউনহলে গত রবি ও সোমবার দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি [illegible] শ্রীমদ্বন মহারাজ বক্তৃতা করিয়াছেন। স্কুল কলেজের বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক ও বারের উকিল মহোদয়গণ এবং বহুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণকথা ও সুদার্শনিক-তত্ত্ব-সমূহ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাপা হইতেছে। গ্রাহকগণ পূজার মধ্যে অগ্রিম ভিক্ষা এক টাকা প্রদান করিলে ২৲ টাকার স্থলে ১৲ টাকায় পাইবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা পূজার মধ্যেই সমাপ্ত হইবে। গ্রাহকগণ শীঘ্রই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড পাইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয়

বিচারপতি পেজের বিরুদ্ধে মামলা :—কলিকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিভাগের সাব ওভারসিয়ার শ্রীযুত অমর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ পেজের নামে আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুল গফুরের এজলাসে যে মামলা আনয়ন করেন, গতকল্য তাহার প্রথম শুনানী আরম্ভ হয়।

অভিযোগকারীর পক্ষে শ্রীযুত নরেন্দ্র কুমার বসু, শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ এন্, এন্, বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হয়েন।

বিচারপতি মিঃ পেজের পক্ষে মিঃ কে, এন, চৌধুরী মকদ্দমার বিবরণাদি দেখেন। মিঃ বসুর প্রশ্নোত্তরে অভিযোগকারী বলেন, গত ২৬শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় আফিসের আদেশানুসারে তিনি ১৩নং ষ্টোর রোডে যাইয়া মিঃ পেজের বাড়ী হইতে অপরিষ্কৃত জলের কলের সংযোগ নল কাটিয়া দিতে চাহেন, কেন না, এই অপরিষ্কৃত জলের জন্য ট্যাক্স তাহার নিকট বাকী পড়িয়াছিল। মিঃ পেজের নিকট যখন তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন মিঃ পেজ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে গালাগালি ও পরে লাথি মারেন।

সাব ওভারসিয়ারের সহিত যে খালাসী গিয়াছিল, সেও উপরিলিখিত উক্তির সমর্থন করে।

মিঃ পেজের পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ কে, এন্, চৌধুরী বলেন, অভিযোগকারী যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিলেও মিঃ পেজের পক্ষ হইতে তিনি এইটুকু বলিবার অধিকার পাইয়াছেন যে, যদি অভিযোগকারীর মনে কোনরূপ কষ্ট হইয়া থাকে, তিনি তবে [মিঃ পেজ] দুঃখিত হইয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন যে, তিনি পর দিবস ঘটনাস্থল নিজে পরিদর্শন করিবেন। কাজেই মামলা মুলতুবী থাকে।

শোণ নদীতে ভীষণ বন্যা :—দিনাপুর হইতে ই, আই, রেলের বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন :—বন্যার জন্য দিনাপুর ও আরার মধ্যবর্ত্তী বিহিতা ষ্টেশনে আপ ও ডাউন উভয় রেল-লাইনই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বিষম নৌকা দুর্ঘটনা :—মুন্সীগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ধলেশ্বরী নদীতে এক বিষম নৌকা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একখানি নৌকাতে ৫ জন লোক মদনগঞ্জ হইতে পঞ্চসরের দিকে যাইতেছিল। নৌকা রেখাবি বাজারের নিকটে আসিয়া জলমগ্ন হয়। ফলে একজন আরোহীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

দেবমন্দিরে বলিবন্ধের চেষ্টা :—মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, পদুকোটা ব্যবস্থাপক সভার তৃতীয় অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবমন্দিরে জীবহত্যা বন্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হইয়াছিল। এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, মদ প্রভৃতি পান বন্ধ করিবার জন্য কি পন্থার অনুসরণ করা সমীচীন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক কমিটী গঠন করা হউক। এই প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

জাল গোয়েন্দা জনৈক বাঙ্গালী গ্রেপ্তার :—কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন লোক গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে ৮ শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল। এই ব্যাপারটা পুলিসের গোচরীভূত হইলে এই সম্পর্কে খুব জোর তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস এই সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

"বিপ্লব ও ছাত্রসমাজ" :—"বিপ্লব ও ছাত্রসমাজ" নামক পুস্তিকার প্রকাশক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুপ্তের প্রতি ইতঃপূর্ব্বে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়া-

ছিল, এই সমস্ত সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষের এজলাসে এই সম্পর্কীয় শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই মর্ম্মে এক রায় দিয়াছেন, আসামী যত দিন কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

ভারতীয় কাগজ-শিল্প সম্প্রতি ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকারকগণ শিল্প সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে দেশের বর্ত্তমান শিল্পের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে ও যাহাতে শিল্পরক্ষার ব্যবস্থা হয়, সে জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সরকারী ইস্তাহার: কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটার জানাইয়াছেন—ট্রাষ্টিগণের অনুরোধ, দায়িত্বজ্ঞান বিশিষ্ট লোকের সঙ্গ ব্যতীত ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

বৈদেশিক।

জাতিসঙ্ঘে ভারতবর্ষ: জাতিসঙ্ঘের প্রায় সাতটি কমিটীতে ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ আসন পাইয়াছেন।

ব্যবহারিক নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নসংক্রান্ত কমিটীতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সার এডওয়ার্ড চ্যাসিয়ার আসন পাইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক বা পারিভাষিক প্রশ্নসংক্রান্ত বিষয়ের কমিটীতে সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অস্ত্রশস্ত্রসংক্রান্ত কমিটীতে ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই-লাট লর্ড উইলিংডন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

আর্থিক ও অর্থনৈতিক কমিটীতেও সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসন লাভ করিয়াছেন।

সামাজিক প্রশ্ন সংক্রান্ত কমিটীতে পাতিয়ালার মহারাজ মনোনীত হইয়াছেন।

রাজনৈতিক প্রশ্নসংক্রান্ত কমিটীতে লর্ড উইলিংডন ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ক্ষমতাপত্র সংক্রান্ত কমিটীতে পাতিয়ালার মহারাজ আসন পাইয়াছেন।

ওয়াসিংটনের মহাসভায় মিঃ সাকলাতওয়ালা:—অন্তর্দ্দেশিক পার্লামেন্টের বৃটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলীর এক বৈঠকে সার রবার্ট হর্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ওয়াসিংটনের প্রতিনিধিসভায় মিঃ সাকলাতওয়ালা যাইলে কর্ণেল উডকক তথায় উপস্থিত হইতে অস্বীকার হইয়াছেন বলিয়া মণ্ডলী দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সে কথা জানাইয়া পত্র লিখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা ইহাও বলিবেন যে, মিঃ সাকলাতওয়ালার উক্ত মহাসভায় যাইবার অধিকার আছে। আর যে মণ্ডলী আমেরিকায় যাইতেছেন, তাঁহারা ঠিক প্রতিনিধিরূপে সেখানে যাইতেছেন না।

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের উক্তি:—পত্রান্তরে প্রকাশ, হাঙ্গেরীর জনৈক ধর্ম্মযাজক হল্যাণ্ডে গমন করিয়া ডুর্ণে নামক স্থানে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ কাইজারের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভিয়েনাস্থিত ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন পত্রের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, প্রথমতঃ উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। কাইজার বলেন, নিত্য, শাশ্বত, অব্যয়রূপে নিষ্ঠা রাখা মানবের পক্ষে আবশ্যক। প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত যে, সে ভগবানের হাতের যন্ত্রমাত্র। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এ বিশ্বাস অতীতে তাঁহার যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ আছে।

কাইজারের মতে তথাকথিত গণতন্ত্র রাষ্ট্রের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। তিনি বলেন—"শ্রমিকদিগের উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে; তাহারা ভগবানেরই সহকর্ম্মী। তবুও গণতন্ত্র কথাটা মনের বৃত্তির সহিত খাপ খায় না। গণতন্ত্র কথাটা একেবারে নিছক মিথ্যা, কারণ এই শাসনপদ্ধতিতে লোকপ্রিয়তার প্রস্তাবে একজনেরই প্রাধান্য ঘটে। আমি লোকপ্রিয়তা কখনও খুঁজি নাই।" সর্ব্বশেষে কাইজার তাঁহার অতিথির নিকট বলিয়াছেন—"জার্ম্মাণ জাতির শক্তিতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাহারা আমার অপেক্ষায় আছে, আমিও তাহাদের অপেক্ষায় দিনযাপন করিতেছি।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ !

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা আশ্বিন ১৩৩২, ১৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মহোৎসব

শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠে মহামহোৎসব

[জগন্নাথবল্লভ]

জয় সুখময়-ধাম,
শ্রীআনন্দ তীর্থ-নাম,
সন্ন্যাসিপ্রবর, আচার্য্যের শিরোমণি !
কহে সুধীগণ যারে,—
এ-সংসার-পারাবারে,
তরিবারে কৃপাময় অভয় তরণী !

জয় জয় ন্যাসিবর,
কৃষ্ণ-প্রেম-সুধাকর !
হইয়া উদয় মায়াবাদ-মহাতমে,
তুমিই করিলে ক্ষয়,
মহাধ্বান্ত মোহময়,
প্রকাশিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ-কৌমুদী-কিরণে !

সর্ব্ব-বেদ-প্রতিপাদ্য,
পরম-পুরুষ আদ্য,
সচ্চিদ-আনন্দ-রূপ গোবিন্দ চরণ
জীবের আশ্রয় সার,
নিত্যানন্দ প্রেমাধার
নিত্য-কৃষ্ণদাস-জীবে, কৃষ্ণ-নিজ-জন ;—

কৃষ্ণের সম্বন্ধ জ্ঞান,
এই পূর্ণ-প্রজ্ঞ-স্থান,
ঘোষিলে নির্ভয়ে তুমি কুমত খণ্ডিয়া ;
নক্র-মায়াবাদ-গ্রাসে,
সংসার-সাগর ত্রাসে,
তরাইলে জীবে, এই প্রজ্ঞা-তরী দিয়া !

সেই গুণে গৌরহরি,
তোমা অঙ্গীকার করি',
করিলা বরণ ধন্য আচার্য্যের স্থানে ;
তোমার মহিমা-গান,
ভক্তগণ-সদা গা'ন,
গৌরজন-গুরু তুমি, এই গৌড়ধামে !

শুভ জন্মোৎসবে তাঁর,
কৃষ্ণসেবা-যজ্ঞে সার,
এস ভক্তগণ, আজি গাহি তাঁ'র জয়,
শ্রবণে-কীর্ত্তনে ক্ষণে
শুদ্ধ-সাধু-সম্মিলনে,
শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে সেবানন্দময় !

শারদোৎসব

[নবঙ্গনতিকা]

প্রকৃতিজাত মানবের অর্থাৎ প্রাকৃত-ভোগপর জনের দেহ ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রকৃতিই বিশেষ সমর্থবতী। প্রকৃতি সুন্দরী কত সাজে সজ্জিত হইয়া নানা ভাবে প্রকৃতিজাত-অনুভূতিময় প্রাণীর চিত্ত-বিত্ত হরণ করিতেছেন। প্রকৃতিসুন্দরীই মানবকে কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, দেশ-পর্য্যটক, চিত্রকর, গায়ক, বাদক, নায়ক, বিদূষক, কত কি গড়িয়া তুলিতেছেন। এই প্রকৃতিসুন্দরীই কত কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী, ওয়াডর্স্-ওয়ার্থ, মিল্টন্ সেক্স-পিয়ার, কত তানসেন, রামপ্রসাদ ও গোপালভাঁড় জগতে প্রসব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতিজাত প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মধুমাসের পিকরব নায়ক-নায়িকার প্রাণে কতই না ভাবের লহরী আনিয়া দেয়, আবার নিদাঘের দারুণ তাপ নায়ক নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা হৃদয়ে জাড্য ও নিরানন্দ আনয়ন করে, আবার শরতের নির্ম্মলাকাশ ও শুভ্রহাস্য হৃদয়ে আনন্দের লহরী ঢালিয়া দেয়। শরৎকালে ভারতের বিশেষতঃ "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সোনার বাংলার" প্রকৃতির সন্তান আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকে। ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বালকে বৃদ্ধে, স্ত্রীপুরুষে, আনন্দে গা' ঢালিয়া দেয়। প্রকৃতি সুন্দরী শারদমল্লিকা-মালিকায় গলদেশ শোভিত করিয়া, চন্দ্রভূষণ সীমন্তে ধারণ করিয়া, শত তারকাখচিত নীলবসন পরিধানে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিজনের মনোমোহন করিয়া থাকেন। কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ আর এখন পথিককে ক্লেশ প্রদান করে না, নদী ও তড়াগের জলে এখন আর মলিনতা নাই, ভেক-কোলাহল এখন আর অহিকুলকে আহ্বান করে না, জল-প্লাবন এখন আর নায়ককে নায়িকা হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে না; সুতরাং প্রকৃতি এখন প্রকৃতিজনের নিকট 'আনন্দময়ী', 'বরদা', 'সুখদা', মাতার ন্যায় 'স্নেহশীলা' ও করুণা ময়ী।

"মা" এই কথাটী প্রকৃতিজনের নিকট বড়ই আদরের। আমাদের ভাস্করালোক দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই "মা" কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাদিগের দেহকে বহন করেন, আমাদিগের জন্য প্রসব-বেদনা সহ্য করেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকেন। আমাদিগকে আশৈশব কত ভাবে লালন পালন করেন, পরিত্যক্ত বিষ্ঠা, ক্লেদ মূত্রাদি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হন না, যুবা কালে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল 'মনোবৃত্ত্যনুসারিণী ভার্য্যা' প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের পীড়া হইলে তিনিও সমপীড়িতা বোধ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনার বাণী ও সুকোমল স্পর্শ দ্বারা পীড়ার তীব্রতা লাঘব করিয়া থাকেন। তাই "মা" আমাদের নিকট এত ভাল, "মা" ডাকটী এত মধুর ও সান্ত্বনাদায়ক। তাই, আমরা কবির ভাষায় গাহিয়া থাকি—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

"মা" আমাদিগকে যে ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রদান করিতে সমর্থা, ইন্দ্রপুরীর রম্ভা তিলোত্তমা, নন্দনকাননের পারিজাত বা সোমরস ও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রদানে সমর্থ নহে।

প্রকৃতিজাত বস্তুরই জন্ম ও মরণ রহিয়াছে। অপ্রাকৃত বস্তুর জন্ম নাই, মরণ নাই। আবার যেখানে জন্ম মরণ আছে, সেখানে 'জনক' 'জননী' 'মাতা' ও 'পিতা' এই সকল শব্দ রহিয়াছে। প্রাকৃত জগতে তাই প্রকৃতিজনের নিকট "মা" কথাটীর এত আদর। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত জগতেরই বিকৃত ও হেয় প্রতিফলন। অপ্রাকৃত জগতের পরিভাষার সহিত প্রাকৃত জগতের পরিভাষার সমন্বয় করিবার চেষ্টাই হরিবিমুখতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ। অপ্রাকৃত জগতের "মা" কখনও "বা-মা" হয় না অর্থাৎ বিকল্পে 'মা' বা যোষিৎ হয় না। জুষ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা', যাহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা যায়, তিনিই যোষিৎ" প্রকৃতি জনের "মা" চিরকাল "মা" থাকে না। প্রকৃতি-জনের "মা'র" সহিত পান্থ-পরিচয় মাত্র। প্রকৃতিজনের 'মা'র' আবাহন-বিসর্জ্জন আছে। প্রকৃতিজন নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সাদরে 'মা'য়ের আবাহন করেন, ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা করেন, 'মা'কে নিজ হাতে গড়িয়া আবার সেই মাকেই সেই হাতে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। প্রকৃতি-জন বলিয়া থাকেন—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ

সদাশিবঃ"; সুতরাং প্রকৃতিজন নিত্যকাল মায়ের সেবক থাকেন না। তাই বলিতেছিলাম, প্রাকৃতচিন্তাস্রোত, প্রকৃতিজাত অক্ষজজ্ঞান এবং প্রাকৃতাভিনিবেশ হইতে প্রকৃতিজাত পরিভাষা লইয়া প্রকৃতিজনের "মা" শব্দ উচ্চারণ, মায়ের আবাহন, মায়ের পূজন, এবং মায়ের বিসর্জ্জন।

অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাকৃত "মা'র" কপট কৃপা প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা প্রাকৃতজ্ঞানোত্থ ধারণার কল্পিত 'মা'র' কপট কৃপা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বিগলিত—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

—এই বাক্যানুসারে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান ও ভগবজ্জনের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে মা'র নিকট আমরা সর্ব্বদাই আব্দার লইয়া ব্যস্ত, আবার সে মাও সর্ব্বদা স্নেহসিক্তচিত্তে আমাদের আব্দার পূরণে আনন্দিতা এবং যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সাহায্যকারিণী বলিয়া আমাদের নিকট 'আনন্দময়ী' বলিয়া সঙ্গীত, সেই 'মা' আমাদিগের আব্দারই পূরণ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন। সুতরাং তিনি আর আমাদিগকে বাসনার হাত হইতে উদ্ধার করিবেন না। আর যাঁহার মায়া, যদি আমরা নিষ্কপটে তাঁহার শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মায়াকে অতি সহজে ও স্বেচ্ছায় সরাইয়া লইতে পারেন। একমাত্র রাজাই তাহার অধীনস্থ ব্যক্তি বা বস্তুকে সরাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু রাজাজ্ঞা ব্যতীত তদধীনস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর তথা হইতে গমন করিবার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই।

দেহ ও মনই আমাদের সম্বল। আমরা মনের আদেশ ও উপদেশদ্বারা চালিত। মন আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কার্য্যেই লিপ্ত করায়। ঐ ইন্দ্রিয়তর্পণ কখনও ভুক্তিরূপিণী, কখনও বা মুক্তিরূপিণী মনোহারিণী মূর্ত্তি লইয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার কখনও বা আরও অধিক মাত্রায় আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিবার জন্য ভক্তের ভাব ও ভাষার কপট অনুকরণ করিয়া "আমি ভুক্তিমুক্তি কিছু চাই না মা, কেবল তোর কৃপা চাই" এইরূপ মনোধর্ম্মের সঙ্গীত গাহিয়া থাকি। ক্ষণিক সুখের আশায়, ক্ষণিক কামনাসিদ্ধির আশায়, অথবা চিরতরে অপ্রাকৃত কাম অর্থাৎ ভগবৎসেবা হইতে বিদায় লইবার আশায় আমরা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণপ্রজ্ঞ নিত্যাবস্থানে জলাঞ্জলি দিয়া হ্লাদতাপমিশ্র জগতের অক্ষজ প্রতারিত, জ্ঞানে প্রকৃতিজাত ধারণাকে সেব্য বস্তু বলিয়া বরণপূর্ব্বক ভ্রান্ত হই।

চিদ্গত সম্বিৎশক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে কৃপা করেন, তখন আমরা ভগবৎস্বরূপ অবগত হইতে পারি। তখন আমরা দৃশ্য হইয়া সঙ্কীর্ণ আংশিক দ্রষ্টাভিমান রাখি না। তত্ত্ব বস্তুই একমাত্র সম্পূর্ণ দ্রষ্টৃস্বরূপ সুতরাং তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাকে বরণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি।

কাত্যায়নীর যোগ্যপূজা-প্রভাবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আমরা শ্রীভগবানের নিত্যসেবাধিকার লাভ করিতে পারি। যোগমায়া-চিচ্ছক্তির আশ্রয় লাভ হইলে নশ্বর-ইন্দ্রিয়-ভোগপ্রদায়িনী গুণমায়া আমাদিগকে অচিরেই পরিত্যাগ করেন। আমাদিগের আর তখন প্রাকৃত চিন্তাস্রোত থাকে না। আমরা যে এতকাল প্রকৃতিজাত ধারণাকে 'মা' বা 'আনন্দময়ী' বলিয়া মনে করিতেছিলাম তখন আমাদের সেই ভ্রম দূর হয়। আমরা তখন 'গোবিন্দানন্দিনী', 'গোবিন্দসর্ব্বস্বসর্ব্বকান্তাশিরোমণি' 'পরম দেবতা', 'সর্ব্বপূজ্যা', সর্ব্বপালিকা, সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকরস্বরূপা, 'সর্ব্ব জগতের মাতা', সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী এবং যাবতীয় ঈশ্বরীশক্তির মূল আশ্রয়রূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেবার জন্য লালায়িত হই। আমাদিগকে তখন ভুবনমোহিনী প্রাকৃত ধারণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি আর মোহন করিতে পারে না। আমরা তখন-ভুবনমোহনমনোমোহিনী, শ্রীবৃষভানুরাজকুমারীর পরিচর্য্যায় শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের অষ্টকালীয় সেবাধিকারলাভের জন্য অপ্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডতট আশ্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। তখন আমাদের সমগ্র জগতের প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে সময় নষ্ট করিবার আর অবসর থাকে না। প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রকৃতিজন-মনোহারিণী ধারণা আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে না। শ্রীযোগমায়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নানাবিধ নবনবায়মান অপ্রাকৃত ক্রীড়ার সহায়স্বরূপিণী

হইয়া আমাদিগকে সেবা-সৌকর্য্যে অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। আবার আমরা নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অনুগত হইয়া অন্তর্দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে থাকিলেও বাহ্যদেহে শ্রেয়ঃকুমুদবিধু-জ্যোৎস্না প্রকাশ আনন্দ পয়োনিধি-বর্দ্ধনকারী ভক্তিবিলাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও কথামৃত আশ্রয় করিয়া থাকি। এই কথামৃত সাক্ষাৎ হরি। এই কথামৃত প্রাকৃতজনের চিন্তাস্রোতের মলিনতা অপহরণ করিয়া মনোধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে নির্ম্মল আত্ম-ধর্ম্মের শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়—

"প্রবিষ্টকর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"

এখন যেমন শরতের আগমনে যাবতীয় নদী ও তড়াগাদির মলিনতা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গিয়াছে; তদ্রূপ শ্রীহরিও স্বপ্রকাশিত দাস্য-সখ্যাদি-ভাবরূপ কমলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের অন্যাভিলাষ, নির্ভেদজ্ঞান, কর্ম্মযোগাদি-স্পৃহারূপ-মলিনতা দূর করিয়া তথায় প্রেমভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। তাই, শুদ্ধভক্তগণের নিকট শারদোৎসব নিত্য ও এত আদরের !!

সময় নাই !!

[আদার মোরক্কা]

আমার সকল কাজের সময় আছে, কিন্তু হরিভজনের সময় নাই। আমি আহার, নিদ্রা, কুটুম্বভরণ, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি সব কার্য্যেই সময় পাই, কিন্তু হরিভজনের সময় পাই না! বাল্যকালে যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, আর একটু বড় হইলে হরির আরাধনা করিব। যৌবন লাভ করিলাম, পিতামাতা আমাকে মনোহারিণী ভার্য্যা প্রদান করিলেন, তাহার সঙ্গে বিলাসাদিতে এবং তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে আমার অধিকাংশ সময় চলিয়া যায়। বাকী সময়টুকু এত পরিশ্রান্ত থাকি যে, তখন বিশ্রাম ও স্ত্রীচিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে উৎসাহ হয় না। সুতরাং আমার আর হরিভজনের সময় হয় না। হরিভজনের যাহাতে অবসর না আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রত মনের যুক্তি লইয়া বলিয়া থাকি, "ভগবান্ আমাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, নানা কর্ত্তব্যের ভিতর ফেলিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীচিন্তা, পুত্র-চিন্তা, পিতামাতার যত্ন করা, এবং যাহাতে আমার ঐ সকল ভোগের উপকরণ জগতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায় হইতে পারে, তজ্জন্য বহির্ম্মুখী দেশ ও সমাজ-রক্ষা ও তাঁহাদের বহির্ম্মুখতার প্রশ্রয় দেওয়াই—ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য"। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, ভোগের সংসারকে 'কৃষ্ণের সংসার' বলিয়া হরিভজন হইতে ছুটী লইবার জন্য, আমি বলিয়া থাকি যে, 'স্ত্রী পুত্রাদি প্রতি-পালনরূপ কর্ত্তব্যপালনই আমার ভজন।' তখন যোষিৎরূপা স্ত্রী, জননী, জন্মভূমির ভজনকেই আমি একমাত্র 'ভজন' বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করি।

তাই বলিতেছিলাম, আমার সকল কাজের সময় হয়, হরি ভজনের সময় হয় না। কোন সময় আবার আমি বহু কাজের ভিতরে একটু অবসর বা পরিশ্রম-লাঘবের (সময় করিয়া লইবার) জন্য একটী ছোট কুঠরী প্রস্তুত করি, তাহাতে বাজার হইতে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল অর্থাৎ যাহা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লালসা ও ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে, সেইরূপ কোন একটী বা বহু দেবদেবীর ছবি কিনিয়া আনি এবং ধূপ ধুনা কুশাসন বা কম্বলাসন যোগাড় করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ কুঠরীতে গিয়াও আমার হরিভজনের সময় হয় না। দুষ্ট মন চায় সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-তর্পণ। মন কখনও হরিভজন করিবার সময় পাইতে পারে না। মনের ধর্ম্মই বাহ্য জগতের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া। অনেক চেষ্টা করিয়া মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করি, ধ্যান করি, কখনও বা রেচক, পূরক, কুম্ভক করিয়া অজপা মন্ত্র জপ করিয়া মনের শান্তি বিধান করিতে চাই, কিন্তু সেখানেও আমার হরিভজনের সময় নাই। ঐরূপ মনকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টায় আমার হরিতোষণ হয় না, চিত্ত-তোষণ হয় মাত্র। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা নহে, কেবল আমার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা" বা 'কাম'। তাই বলিতে ছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নাই।

প্রৌঢ়কালে মনে করিয়াছিলাম, পুত্র সাবালক হইলে তাহার হাতে বিষয়সম্পত্তি সমর্পণপূর্ব্বক সারা জীবনের ক্লেশ ও জ্বালা জুড়াইবার অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-তোষণের একটা উপায় খুঁজিয়া লইব। লোকের নিকট ভক্তপ্রতিষ্ঠা লইবার জন্য এবং দেশ-ভ্রমণাদি দ্বারা চিত্তের সুপ্রসন্নতারূপ

ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানে গমন করিব। বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে, এখন আর স্ত্রীপুত্রাদি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিশেষ ইন্ধন যোগাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন এখন জিহ্বার মধ্যে আসিয়া সমাবিষ্ট হইয়াছে, তাই প্রসাদ-সেবার ছল করিয়া, বিতাড়িত বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য জরদ্গবের ন্যায় আমি তীর্থ ও বৈষ্ণবের মঠাদি ভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা করিতেছি। স্ত্রীপুত্রাদি আমাকে সংসারের একটা বৃথা বোঝা মনে করিয়া, বোঝার হাত হইতে এড়াইবার জন্য আমাকে সাধুর মঠে যাইবার রেল খরচটা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। ঘরে ফিরিবার খরচটা আর দেয় নাই। কিন্তু আমি আমার বাল্য বয়স হইতে প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে পূর্ব্বে এরূপ সাহায্য পাই নাই। আমি পাছে ভুল করিয়াও হরিভজন করিয়া বসি বা প্রকৃত সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ করি, এই জন্য তাহারা এতদিন আমাকে সকলে মিলিয়া পাহারা দিয়াছে। যাহাতে নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গিয়া তাহাদের (স্ত্রী পুত্রাদির আত্মীয় স্বজনের) ইন্দ্রিয়-তোষণের ব্যাঘাত উৎপাদন না করি, তজ্জন্য তাহারা আমাকে হাতের জল শুদ্ধ করিবার ছল করিয়া গৃহব্রত গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লওয়াইয়া দিয়াছে। যাহাতে আমি হরিভজনের সময় না পাই, তজ্জন্য আমাকে সমাজনীতি, দেশনীতি, সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছে। আমাকে ষণ্ড ও অমর্কের ন্যায় গৃহব্রত গুরুগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, দোষ আমারই আর কাহারও নহে। আমি হরিভজন চাই না, তাই হরিভজনের সময় ও পাই না। আমি যদি প্রহ্লাদের আদর্শ নিতে পারিতাম, তাহা হইলেত, ঐরূপ ষণ্ড ও অমর্করূপ গৃহব্রত শুক্রবগণের অথবা ঐরূপ হিরণ্যকশিপু সদৃশ আত্মীয়নামধারী পরম শত্রুর দুঃসঙ্গ উৎপাটন করিয়া শ্রীনারদ গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করিতাম!

তাই বলিতেছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নাই। আমার কোন সময় আমি ঐরূপ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গমনের অভিনয় করিয়াও তাঁহাতে অভিগমন করি না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত ভাবে শরণাগত হই না। কোন সময়, 'আমি হরিভজন করিব!' ইহা বলিয়া দারপরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হই না। লোকের নিকট "ব্রহ্মচারী" আখ্যা পাইয়া থাকি ও বলিয়া বেড়াই! কিন্তু ব্রহ্মচারী সাজিয়াও আমার হরিভজনের সময় নাই। আমার স্ত্রী পুত্র না থাকিলেও একটী দুঃখিনী মাতা ও বৃদ্ধ পিতা রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবার ছল করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণ করিয়া থাকি। স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপের সঙ্গে মিত্রতা করি, হরি-সেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিতে ধাবিত হই।

আবার কখনও কৃষ্ণের সংসার পাতিয়া সস্ত্রীক হরিভজন করিব, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইব, এরূপ—মনোরূপী গুরুর পরামর্শ লইয়া ইন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত হই। তাই বলিতেছিলাম, আমার হরিভজনের সময় নাই।

ঐ শুন, বৈষ্ণব ঠাকুর আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কি গাহিয়াছেন,—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস।
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

শ্রীশ্রীনন্দসুত-দ্বাদশকম্

[আদ্য খণ্ড]

নখরাজি-বিরাজিত চন্দ্র-শতং সুরনীর-সমুদ্ভব-পাদযুগম্।
নব-মেঘবিনিন্দিত-নীলনিভং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥
দ্রুতপীত-বিশোভিত-বস্ত্রবরং দ্বিজরাজপদাহতি লেখহৃদম্।
মণি-কৌস্তুভ-রাজিত কণ্ঠতটং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥

ধৃতশঙ্খসুদর্শনপদ্মগদং কৃতকুণ্ডলযুগ্মক-কর্ণবলম্।
ঋষিবর্য্য-বিতন্দ্রিত-গীত-গুণং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥

ঘননীল-সরোজজিদক্ষিযুতং সমভাগ-সুধাংশু-ললাট-বরম্।
সুবিলম্বিত চীকুর-মঞ্জিরসং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥

প্রলয়ার্ণবনীর-ধৃত-শ্রুতিকং ক্ষিতিধারক-বিস্তৃত-পৃষ্ঠধরম্।
নখদারনপাটব-সিংহবরং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥
বরদৈত্য-ছল-প্রবতাঙ্গধরং প্রতিঘাগ্নি-চূর্ণীকৃত-রাজগণম্।
নিকষাত্মজবংশবিঘাতপরং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥

ব্রজবালক-কেলি-সহায়ধনং-পশু মারণতারণবুদ্ধবরম্।
জনকিল্বিষ-নাশপরাসিধরং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥
সৃজনাবন-পালন-নাশরতং ত্রিপুরারি-বিচিন্তিত-বিশ্ব গুরুম্।
শরণাগত-দুঃখবিনাশপটুং ভজ ভক্তধনং ভজ নন্দসুতম্॥

রণন্নূপুরং পাদপঙ্কজং ক্বণৎকঙ্কনং বাহুযুগ্মকম্।
ঝলন্মেখলং মধ্যদেশকং ভজ শ্রীহরিং সর্ব্বপাপহম্॥
নচঙ্ক্রদরং মাল্যরাজিতং স্ফুরৎকুণ্ডলং কর্ণভূষণম্।
দধচ্ছীরকং চূড়শোভিতং ভজ শ্রীহরিং সর্ব্বপাপহম্॥

ধরাচ্ছত্রকং পাপনাশকং কলচ্ছাঙ্ককং তাপবারকম্।
দধৎ-পদ্মকং ক্লেশ-হারকং ভজ শ্রীহরিং সর্ব্বপাপহম্॥
গদাধারিণং বেণুবাদকং গদধ্বংসিনং ভক্তিদায়কম্।
ভয়ত্রাসিনং মুক্তিদায়কং ভজ শ্রীহরিং সর্ব্বপাপহম্॥

সর্ব্বদস্থং বিভো নিত্যং ভবভীতিবিনাশকম্।
ন কিঞ্চিৎ কাময়ে কিঞ্চিৎ বিনা ত্বৎপাদয়োরতিম্॥

শ্রীকৃষ্ণপদ ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

বৈষ্ণব-প্রকাশ

[চিরপ্রাপ্তী প্রওসার]

অতঃপর তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি। চিত্রে (৩) চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য কর; এবং শ্রীগ্রন্থের এই অংশ পাঠ কর;—

"ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা'সবার স্থিতি॥
বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধ-লোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥"
"তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)।

চিচ্ছক্তিবিলাস শুদ্ধ-সত্ত্বময় শ্রীবৈকুণ্ঠের বাহিরে, এই (৩) চিহ্নিত স্থানটিকে সিদ্ধলোক বলে। ইহা কেবল পরম জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত। এই জ্যোতিঃ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। নির্ব্বিশেষ-বাদীরা ইহাঁকেই 'ব্রহ্ম' বলেন। শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদিতে ইহাঁকে অক্ষর শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা,—

"বিরজং নিষ্কলং শুভ্রমক্ষরং
যদ্ ব্রহ্ম বিভাতি স নিবচ্ছতি।"

(ব্রহ্মোপনিষৎ ৫)।

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং।"

(শ্রীগীতা ৮।৩)।

"কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"

(শ্রীগীতা ১৫।১৬)।

শ্রীগীতা, দ্বাদশে, এই 'অব্যক্ত' 'অনির্দ্দেশ্য' অক্ষরের উপাসনা, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চিদ্ঘন শ্রীরূপ ভজনা হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ঐ 'অনির্দ্দেশ্য' ব্রহ্মের উপাসক মুমুক্ষু সাধকগণই, বহু দুঃখে কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ করিলে, এই (৩) চিহ্নিত জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধলোকে, স্বীয় সত্তাকে সলিল-মিশ্রিত লবণের মত, লয় করিয়া, নির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হন। ভূভারহারী শ্রীহরির হস্তে নিহত দৈত্য-দানব-রাক্ষসগণও এই গতি লাভ করেন। যথা,—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)।

মোক্ষাভিলাষী দেবদেবী-উপাসকগণও পরোক্ষ কৃষ্ণ-কৃপায় কদাচিৎ পূর্ণকাম হইলে এই গতি প্রাপ্ত হন। ইহারা সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মায়াবাদী। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে অনাদর প্রদর্শন, এবং নির্ব্বিশেষ ভাবকেই পরমতত্ত্ব-জ্ঞান করিয়া, ইহাঁরা মহা-অপরাধী; তাই ইহাঁদের প্রায়

সকলেই অত্যল্প দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই অধঃপতিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত হইয়াছে ;—দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ;—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥"

(১০।২।৩২)।

অর্থাৎ,—হে কমল-লোচন,—যাহারা মায়ামুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করে, তাহারা, আপনাতে ভক্তি (অনন্যা রতি) শূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি ; সুতরাং, আপনার দুরত্যয়া মায়াতেই বদ্ধ। তাহারা অতি দুঃখে মোক্ষ-পদ নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও, আপনার সর্ব্বাপদ-হর শ্রীপাদপদ্ম অনাদর করার ফলে, স্থান-চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

জনকরাজের প্রতি যোগেন্দ্রও বলিয়াছেন ;—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩)।

অর্থাৎ—যাহারা, জীবমাত্রের উদ্ভবহেতু, অখিল-লোক-পতি, শ্রীহরির সাক্ষাৎ ভজনা করে না ; অধিকন্তু, মোহের বশে, তাঁহাকে তদাশ্রিত তত্ত্ব হইতেই হীন জ্ঞান করিয়া, সেই আশ্রিত বিষয়েরই আরাধনা করে ; তাহারা কৃতঘ্ন, ঘোর অপরাধী। এই অপরাধই তাহাদের উন্নতি-পথ রুদ্ধ করিয়া অধঃপাত সাধন করে।

সাক্ষাৎ শ্রীমুখেই সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ;—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

(শ্রীগীতা ১৬।১৮-১৯)।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—"হে অর্জ্জুন, যাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম (আত্মসুখাভিসন্ধি) ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, আমার এই স্বয়ংরূপ শ্রীবিগ্রহে, এবং আমার অভিন্ন-তত্ত্ব অপ্রাকৃত ভাগবত দেহে অমূলক দোষ-দর্শন (অপূর্ণ জ্ঞান) ও দ্বেষ-ভাব পোষণ করে, আমি সেই সকল দ্বেষ-পর, কূটবুদ্ধি, নরাধমদিগকে অশুভ সংসারে আসুরকুলেই পুনঃ পুনঃ ক্ষেপণ করি। অন্যোপাসক বা অব্যক্ত-রতি মদ্বিমুখ ব্যক্তি যে কোনও পথে কেবল দুঃখভাগীই হয়।"

অন্যত্রঃ—

"ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে"

(শ্রীগীতা ৯।২৪)

"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"

(শ্রীগীতা ১২।৫)।

অব্যক্ত অক্ষরোপাসকগণ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অধঃপতিতই হন, এবং কৃষ্ণদ্বেষী অসুরকুলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন। কোনও কারণে কচিৎ কেহ আকাঙ্ক্ষিত-গতি লাভ করিলে, এই সিদ্ধলোকে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তাহাতে দুঃখেরই অচিরস্থায়ী আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহা হইলেও, বিগত-বাত সিন্ধুবক্ষে অতরঙ্গ প্রশান্ত-ভাবের মত তাঁহাদের যে নির্ব্বাণ বা বিদেহ মুক্তি, তাহাও 'কাল-বিপ্লুত', অর্থাৎ নিত্য নহে। সাগরে ঝড় নাই, তরঙ্গও নাই ; কিন্তু ঝড় উঠিলেই সেই প্রশান্ত সলিল-বক্ষে যেমন আবার তরঙ্গ-রাজির অভ্যুদয় হয় ; তেমনি, অতি সূক্ষ্মে অবস্থিত ঐ মুক্তাত্মা সকলও কালক্রমে আবার স্থূলদেহ ধারণ করিয়া প্রপঞ্চাগত হন।

শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত হরি-জন এই সাযুজ্য-মুক্তিতে নরক হইতেও ভীষণ-রূপে দর্শন করেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।"

(মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)।

সাধুশাস্ত্র এই সাযুজ্য-মুক্তি ও ভুক্তির আকাঙ্ক্ষা,—উভয়কেই সমভাবে দেখিয়া, পিশাচী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

যাবৎ ভোগ ও মোক্ষ বাঞ্ছারূপ পিশাচী হৃদয় অধিকার

করিয়া থাকে, তাবৎ কৃষ্ণভক্তি কোনও প্রকারে তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না।

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেমা উৎপন্ন না হয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৭৪)।

শাশ্বত ভাগবত ধর্ম্মে এই ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা, 'কৈতব' নামে অভিহিত হইয়াছে। মোক্ষবাঞ্ছা আবার 'কৈতব প্রধান' বলিয়া আখ্যাত। ইহা ভক্তিমার্গের মহা শত্রু; ইহা হইতে কৃষ্ণনিষ্ঠা বিনষ্ট হয়। যথা শ্রীগ্রন্থে,—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১ম)।

শাশ্বত ভাগবত ধর্ম্ম "প্রোজ্‌ঝিতকৈতব" (শ্রীভাঃ ১।১।২); অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-রূপে কৈতব-বর্জ্জিত। সর্ব্ববিৎ শ্রীধর স্বামী ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।"

তাই,—

"নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২২)।

সাধুসঙ্গে যখনই ভাগ্যবান্ জন অবগত হন,—সুদৃঢ় নিশ্চয় হন, যে,—

"পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং মহৎপদম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈক-কারণম্॥

*   *   *   *

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্তত্রিগুণোচ্ছ্রয়ে।
তৎ কলাকোটি কোট্যংশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥

*   *   *   *

তদঙ্ঘ্রি-পঙ্কজদ্বন্দ্ব-নখ-চন্দ্র-মণি-প্রভাঃ।
আহুঃ পূর্ণব্রহ্মণোঽপি কারণং বেদদুর্গমম্॥"

(পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৩৮ অঃ)।

—সর্ব্ব-কারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একাংশে সকল হইয়াছেন। তাঁহার পাদপদ্ম-নখ-চন্দ্রমণির প্রভাই বেদ-দুর্গম পূর্ণ ব্রহ্মেরও কারণ। তাঁহার পাদপদ্মপ্রভাকেই 'পূর্ণ ব্রহ্ম' নাম দেওয়া হয়। তিনি ঐ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়,—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" (শ্রীগীতা ১৪।২৭); —তখন আর তাঁহার (ঐ সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জনের) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান, এবং মুক্তি বা মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতব কলুষ থাকে না। তিনি তখন অকৈতব ভাগবত ধর্ম্মে বিশুদ্ধভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া, সিদ্ধলোক (বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক) উপরে অনুত্তম ভাগবত-অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ)।

চরম শ্রেয়োলাভ

[চিরন্তনী কথাসার]

পরিপ্রশ্ন

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—শ্রীগীতা ৪।৩৪

পথিক অনেকক্ষণ ধরিয়া আচার্য্য-শ্রীমুখাৎ অনেক কথা শুনিলেন। কিন্তু সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে যুগপৎ বহু প্রশ্ন ও কৌতূহল জাগরিত হইল। তিনি সরলভাবে হৃদয়ের প্রশ্নগুলি একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঃ—প্রভো! আমার কতিপয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনুমতি হইলে শ্রীচরণান্তিকে নিবেদন করিতে পারি কি?

আঃ—আপনার যাহা কিছু প্রশ্ন থাকে, অকপটে বলুন্। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত তত্ত্ববস্তু অবগত হওয়া যায় না।

পঃ—প্রভো! আমি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি। এমন কি পাশ্চাত্য দেশেরও বহু স্থানে গমন

করিয়াছি। সেই সকল স্থানের মঠাদিও দেখিয়াছি। কিন্তু তাহা হইতে এ মঠের যেন কিছু স্বতন্ত্রতা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

আচার্য্য—মহাশয়ের পরিচয় কি?

পঃ—আমার নাম মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, বাড়ী দুর্গাপুর।

বর্ত্মপ্রদর্শক আচার্য্যদেবের নিকট পথিকের জীবনের আমূল ঘটনা সবিস্তার বলিলেন। সুতরাং সে সময় আর অন্য কথা হইল না।

মঠ কি?

আচার্য্য দেব অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাঙ্গণে পুনরায় উপস্থিত হইলে পথিক ও বর্ত্মপ্রদর্শক সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।

আচার্য্য—আপনি মঠ সম্বন্ধে গত কল্য যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রবণ করুন।

যে স্থানে পরমার্থশিক্ষার্থিগণ একত্র বাস করেন, তাহাকে 'মঠ' বলে। পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরই মঠ। হরি-তোষণই একমাত্র পরমার্থ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের বহুস্থানে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির বা মঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক—এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ বা ভক্তবিহার স্থাপন করিয়া ভক্তি-প্রচার ও তদনুশীলন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গুজরাট প্রদেশে সিদ্ধপুর নামক স্থানে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়-গণের মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত রামানুজ-কোট ও পরে রিওয়ার মঠ, দাক্ষিণাত্যের উড়ুপী গ্রামে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত আটটী মঠ প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের আটজন প্রধান শিষ্য উড়ুপীর অষ্ট মঠের অধিপতি ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বয়ং উড়ুপী মঠে বাল-কৃষ্ণের সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তগণকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার চারিটী শিষ্য দ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায় জ্যোতির্মঠ, পুরুষোত্তমে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ ও দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন করেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও ক্ষপণকাদির অবস্থানও 'মঠ' নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মরাজ্যের কৌঙ্ মঠগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ-মঠের নিদর্শন। খৃষ্টানগণের মধ্যে মঠবাস-প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এন্টনিও প্রথম লোহিত-সাগর কোপ্তীরমঠ স্থাপন করেন।

ভক্তি মঠ

ভক্তিমঠস্থ ব্যক্তিগণ হরিব্রত পুরুষ। যিনি কায়-মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় অনুক্ষণ কৃষ্ণের জন্য অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট এইরূপ আচারবান্—আচার্য্যের অধীনে মঠস্থ ব্যক্তিগণ হরিসেবা ও সদাচার শিক্ষা করিয়া থাকেন।
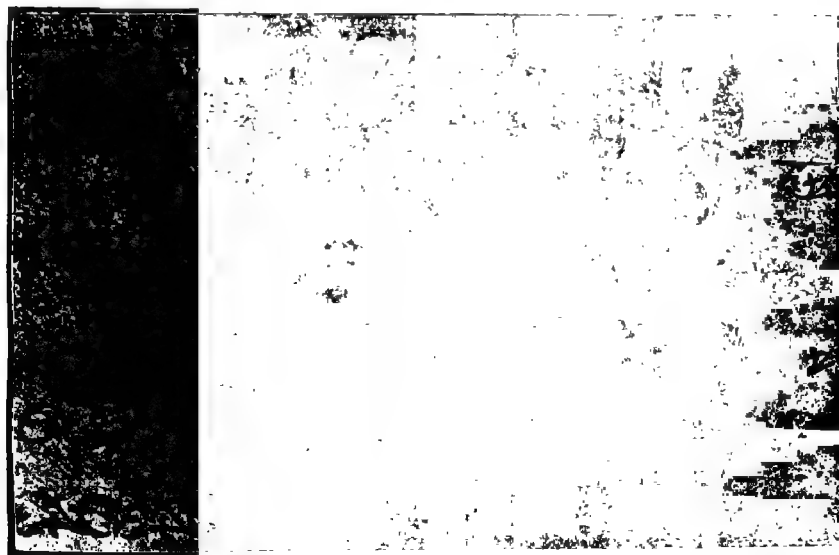
শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেবক ব্রহ্মচারিবৃন্দ—
ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, শ্রীপ্যারীমোহন, শ্রীরামবিনোদ, শ্রীসজ্জনানন্দ, শ্রীনন্দসূনু, শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব।

গৃহব্রত-গণকে হরিব্রত করাই ভক্তবিহার বা ভক্তিমঠের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহব্রতগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া হরিব্রত সাধু-জনের দুর্লভ সঙ্গলাভ সুলভ করিবার উদ্দেশ্যেই ভক্তগণের মঠ স্থাপিত।

ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরেন্দু, শ্রীত্রৈলোক্য, শ্রীবীরকৃষ্ণ, শ্রীজয়গৌরাঙ্গ ও শ্রীদেবকীনন্দন

পথিক—মহাত্মন্! 'গৃহব্রত' কাহাকে বলে?

আচার্য্য—যাহারা গৃহ-ধর্ম্ম-যাজনকেই ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহারাই গৃহব্রত।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে দেখা যায়,—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥"

ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ, শ্রীপরানন্দ, শ্রীগৌরদাস ও শ্রীগৌরগুণানন্দ

অর্থাৎ যাহারা গৃহব্রত, তাহাদের কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় না। তাহারা গৃহব্রত গুরুর সাহায্যে অথবা নিজে নিজে, কিংবা পরস্পর যতই চেষ্টা করুক না, তাহাদের মঙ্গললাভ হয় না। কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস। তাই তাহারা পুনঃ অসার বস্তুতেই মত্ত থাকিয়া নরকে পতিত হইয়া থাকে।

পথিক—তবে কি গৃহস্থের মঙ্গল হইবে না?

আচার্য্য—গৃহস্থের কথা হইতেছে না। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবত ও শ্রীহরিকে আশ্রয় করিয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিতোষণ-তৎপর থাকেন, যাঁহাদের হরি-সেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ নাই, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুপরায়ণ-গৃহস্থ বলা যায়। আর যাঁহারা কেবল নিজ সুখ-ভোগাদির জন্য গৃহে অবস্থান করেন, কখনও দৈহিক সুখ বা পরলোকে সুখাদির জন্য কপটভাবে হরি আরাধনার ছল বা মিছা ভক্তির অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাঁহারা "গৃহব্রত"। আবার ঐ সকল গৃহব্রত যদি অন্যান্য গৃহব্রতগণের সঙ্গ করেন বা কোনও গৃহব্রত আচার্য্যের (অর্থাৎ যিনি আচরণ দ্বারা কেবল কিরূপে ভাল করিয়া গৃহাদি-সম্ভোগ করিতে হয়, এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহারা) সঙ্গ করেন,—তবে তাঁহারা অন্ধ পথিককে অন্ধ-পথপ্রদর্শকের পথপ্রদর্শনের ন্যায় উভয়েই ঘোর মায়াগর্ত্তে পতিত হইয়া থাকেন। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীবাসাদি কিরূপ গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[শিখরিণী]

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই ভাদ্র রবিবার, ১৩৩২)

সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিতোষণেই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ও যোগ্যতা রহিয়াছে। যদি বল, মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচারশক্তি অনেক সময়ে অনেকানেক পশুতেও লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু পশুর বিচারশক্তি থাকিলেও উহার দূরদর্শন নাই। এই সুদূরদর্শন হরিতোষণে পর্য্যবসিত হইলেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়াদি-ব্যাপার পশুতে ও মানুষে সমান। পশুকেও চাবুক দেখাইলে পশু ভীত হয়, গায় হাত বুলাইলে সন্তুষ্ট হয়। পশুরা পূর্ব্বের কথা জানে না, পরের কথাও জানে না। অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক বস্তুর সাহায্যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথায় পশুদের অধিকার নাই।

মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গন্থ ঋক্‌সংহিতায় আমরা পূজ্য, পূজক ও পূজা বিষয়ক নিদর্শন পাই। ঐ সংহিতা-মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত রহিয়াছে। স্তবকারিগণ তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমরা ঐ আদিম সভ্যতার গ্রন্থ হইতে "ভজন" কথাটী জানিতে পারি। শ্রেষ্ঠের ভজন করা কর্ত্তব্য, আনুগত্য ধর্ম্মই 'ভজন', নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুই পূজ্য। পূজক পূজ্যের অধীন, পূজন-ক্রিয়া আনুগত্যাত্মক এই সকল কথা উহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পরবর্ত্তী বিচারে বহ্বীশ্বরবাদ (Polytheism), বা একে বহ্বীশ্বর-সমাবেশ (Henotheism) সমৃদ্ধি লাভ করিয়া অহংগ্রহোপাসনা (Pantheism) রূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমে বহু বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, বা পূজ্য বস্তুর দর্শনে বহু দেবতা-পূজার সূচনা। এই বহ্বীশ্বরবাদ হইতেই নশ্বর-বৈচিত্র্যে অবস্থিতিকালে অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়াবাদ অর্থাৎ বহু হইতে চরমে কোন একটী চিদারোপিত জড় নির্ব্বিশিষ্টভাবে আরোহণরূপ-চেষ্টা জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

আবার বহু শ্রেষ্ঠ বস্তু বা দেবতাকে পূজ্যজ্ঞান হইলেও ঐ বহু যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য জ্ঞান করিয়া পূজা বিধান করেন, যিনি অসমোর্দ্ধ ঋঙ্‌মন্ত্র তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিয়া থাকেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

সূরিগণই সেই বিষ্ণুর নিত্যপদ নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন।

ঋঙ্‌মন্ত্রে এরূপ কোন স্থান পাওয়া যায় না যে, যাহা—বিষ্ণুর পরম পদ হইতে সেই দেবপদ শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেবতা-

পূজা, শ্রেষ্ঠব্যক্তির সম্মান, ধনী, বলবান্, পণ্ডিত, কুলীনের সম্মান, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা,—কিছু দোষাবহ কার্য্য নহে; কিন্তু স্বতন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ ঐ দেবগণের ভগবদ্দাস্যের বা বৈষ্ণবতার অভাবকে পূজ্যজ্ঞানে পূজা করা দোষণীয়। উহার দ্বারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অদ্বয়-বস্তুর সেবা হয় না, পরন্তু বেদান্তবিরোধিবহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

তত্ত্ব-বস্তু একটী, উহাই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বস্তুটী কি, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "ব্রহ্মসংহিতা" গ্রন্থ হইতে জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীব্যাসদেবও সেই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন-,

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

যাহারা বিষ্ণুর সহিত তদধীনস্থ তত্ত্বকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞানের অভাব হইয়াছে। কিন্তু পূজ্যবস্তু বিচারের অভাব হয় নাই।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

মূল বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য দেবতা অদ্বয়তত্ত্ববস্তুর অধীনতত্ত্ব হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি যে সম্মান দেখান হয়, তাহা ফলতঃ অদ্বয়বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পূজকের কার্য্যটী অবৈধ। সেইরূপ অবৈধকার্য্যের দ্বারা পূজক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। সকল বস্তু যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্। 'গৃহপতির দ্বারদেশে অবস্থিত ভৃত্যই গৃহপতি' এইরূপ মনে করিলে গৃহপতির সন্ধান সুষ্ঠুরূপে হয় না। ঐরূপ মনে-করা-রূপ ভ্রান্তিটীই 'অবিধি'। পূজ্যবোধে বস্তুন্তরের পরিবর্ত্তে পূজা কার্য্যটী কিছু অবিধি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানদধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের লোকের ন্যায় হৃদয় মৎসরতাযুক্ত থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন জিহ্বাগ্রে উদিত হন না। বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর, তাঁহারা মানদ। সুতরাং অন্যান্য দেবতা বা জাগতিক শ্রেষ্ঠ-বস্তুর তাঁহারা যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল দেবতা ও জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। বাহ্য-জগতের কর্ম্মিগণ ঐরূপ তাৎকালিক সম্মান প্রদান করিলেও, উহা তাহাদের মৎসরতাযুক্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা।

ঋকের স্তব যদি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি, তবে দেখি, যে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" কথাটী ঋকের মূল কথা। যদিও অন্যান্য দেবতাগণ বিষ্ণুসহ দেবপর্য্যায়ে গণিত হইয়াছেন, তথাপি বিষ্ণুর পদই 'পরম পদ।' তাহাই সূরিগণের নিত্যসেব্য। আর ঐ সকল দেবতা অদ্বয়পরতত্ত্ব বিষ্ণুরই বিভিন্ন শক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুপর্য্যায়ে গণনা করা কিছু অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। আমরা অনেক সময় মাতাপিতাকে "প্রত্যক্ষ দেবতা" বলিয়া থাকি; শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'দেবতা' নামে অভিহিত করি, কিন্তু তাঁহারাই কি পরমেশ্বর? তাঁহাদের উপর আর কি কেহ ঈশ্বর নাই, এইরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা পরমেশ্বর নহেন। তাঁহারা বিষ্ণুর অংশ তত্ত্ব শ্রীভগবানের কোন কোন গুণ বিন্দু বিন্দু পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অসমোর্দ্ধ পরমতত্ত্ব বস্তুর একচ্ছত্রশ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য অন্য কাহারও নাই। এই জন্যই অন্যান্য প্রাকৃত লোকের দ্বারা বিভিন্ন দেবতা তাহাদের জ্ঞানের দৌড় ও যোগ্যতা অনুসারে 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া বিবেচিত হইলেও সূরিগণ অর্থাৎ পূর্ণপ্রজ্ঞব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর পদই 'পরম পদ' বলিয়া সেবিত। তাই পূর্ণ-প্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ প্রাচীনতম বেদমন্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণ হইতে বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্যান্য অবিকুণ্ঠ ও অব্যাপক বস্তুকে ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করিতে করিতে আমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়াছে যে, সেই ধারণা ও সেইরূপ বুদ্ধি আমরা বৈকুণ্ঠ ও ব্যাপক বস্তু অর্থাৎ আমাদের অক্ষজ ধারণার অগম্য অধোক্ষজ-বিষ্ণু বস্তুর উপরও করিতে ধাবিত হই।

[আগামী বারে সমাপ্য]

(প্রেরিতপত্র)

[কর্পূর]

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক সমীপেষু—

মহোদয়, আমি বর্দ্ধমান জেলাস্থ স্বধামগত সার্ রাসবিহারী ঘোষের উচ্চ ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া থাকি। হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে আমার পর্ণ-কুটীরে কলিকাতা 'গৌড়ীয় মঠ' হইতে কয়েক-জন ভক্ত ভগবন্নামপ্রচারার্থ গত ৯ই সেপ্টেম্বর বুধবার তারিখে আগমন করিয়াছেন। এই সংবাদে সমকালে আনন্দিত ও কৌতূহলী হইয়া গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাড়ীতে আগমন করি। আনন্দের কারণ এই যে, আজ আমার দরিদ্র-ভবনে সর্ব্বতীর্থের সমাগম। কেন না,

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ॥

কৌতূহলের কারণ, মাদৃশ বহির্ম্মুখজনের গৃহে এই আগমনরূপ কৃপা কেন? যাহা হউক, গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিকালে তাঁহা-দের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে ও শ্রুৎকর্ণরসায়ন হরিগুণানু-কীর্ত্তনে গ্রামটী আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। সকলেরই মুখ সাধুগণের সদুপদেশের ও সৎকথার আলোচনা। এই হরি-বিমুখ মানব-সমাজে যেন একটা আনন্দ-কোলাহল ও নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। অহো নিষ্কিঞ্চন অকৈতব প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষগণের কি অলৌকিকী শক্তি! এই বাক্যে কি সত্যই না নিহিত! "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপার সম্বিৎ সুখ-সাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।" আমার দুর্ভাগ্য তাঁহারা আরও কিছু সময়ের জন্য থাকিতে পারিলেন না।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, দিব্যসূরি প্রভু ও মনোভিরাম দাস অধিকারী মহোদয়গণের সহিত এই অধমের অক্ষজ ও অধোক্ষজ বিষয়ের সমালোচনা, ভগবানের অবতারবাদের প্রয়োজনীয়তা, জীবের স্বরূপ তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলো-চনা হইল। তাঁহারা স্বল্প সময়ের মধ্যে মাদৃশ—ক্ষীণ-বুদ্ধি ব্যক্তির তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সত্যের আলোক যথাসম্ভব বিকীর্ণ-করিলেন। শ্রীপাদ দিব্যসূরি প্রভুর কীর্ত্তনমুখে প্রেমময় উদ্দাম নর্ত্তন আমরা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।

আশা করি, ওঁ শ্রীপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মধ্যে মধ্যে নিষ্কিঞ্চন প্রচারকবৃন্দ প্রেরণ করিয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি।

দীন—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[তৃষ্ণামৃতপূর]

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে॥ ৮॥

কোটি চন্দ্র চন্দ্রাননে নহে যাঁর তুলনা;
প্রেমানন্দ-পয়োধির পূর্ণ-শশি-সুষমা;
সুন্দর সুধাংশু অংশু যাঁর স্মিত বদনে,
প্রণতি সতত সেই শ্রীচৈতন্য-চরণে॥ ৮॥

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ-জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ৯॥

মঙ্গল-মঙ্গল যিনি অখিল জগতে,
কৃতকৃত্য হয় জীব যাঁর সেবা-ব্রতে;
কেবল কেবল যাঁর চরণ-কমলে
একান্ত-ভকতি-গুণে সুলভ সকলে,
মূল-প্রয়োজন প্রেম—পুরুষার্থ সার,
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে সেই নতি বারম্বার॥ ৯॥

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

[আমসত্ত্ব]

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য।

[হরিনামপরায়ণ হরিদাসের সকাশে, তাঁহার অগোচরে, একটি পুষ্পিত তরুতলে থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আপন মনে বলিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। আ-মরি-মরি!

কি মধুর!—কি মধুর!

অক্ষরে অক্ষরে ঝ'রে কি অমিয়-ধারা!

পান করে আত্মহারা অখিল ভুবন,

সুধা প্রস্রবণ ওই, সাধু-মুখ-পদ্ম-প্রবাহিত!

মোহিত আমিও তাহে সবা'র মোহন!

কি প্রেম-বন্ধন ওরে, মরমে মরমে

প্রতি বর্ণে, প্রতি পদে,

প্রাণভরা ওই নামে—ওই গানে!

হার মানে মুরলীর মধুর ঝঙ্কার!

চমৎকার! চমৎকার!

[হরিদাস নাম গান করিতেছেন।]

হরিদাস।

গাহ হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে

হরে রাম, হরে রাম, হরে হরে।

হরি হরি বোল হরি হরি বোল

বল হরি বোল হরি প্রাণ ভ'রে॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বল রাম হরে রাম,

অবিরাম নাম তার-স্বরে॥

[শ্রীকৃষ্ণ অন্তরালে আত্মগত বলিতেছেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। অহো,—মনে পড়ে আজ, কান্তার সেই প্রাণঢালা প্রেমোক্তি,—নব অনুরাগের সেই মদিরাময়-মধুর বাণী,—

'সখিরে, না জানি কি আছে শ্যাম-নামে!

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,

আকুল করিল মনঃ প্রাণ!'

আ-মরি-মরি,—'আকুল করিল মনঃপ্রাণ'! 'দন্তোদ্গীর্ণ মহাধ্বতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্ বিকারাকুলাং!,—হায়, হায়,—তাই মনে হয়,—"মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥" আমা হ'তেও, আমার প্রাণ-প্রিয়তম নিজ জন যে জাতীয় সুখ আস্বাদন করে, যে আনন্দে তা'রা সব ভুলে বিভোর হ'য়ে থাকে, সেই সুখ—সেই আনন্দ আস্বাদন করতে অন্তর আমার সদাই উন্মুখ! আমার এ তৃষ্ণা অপূর্ণ র'য়েছে,—পূর্ণ করতে হ'বে। এই সুন্দর অবসর; যুগাবতার কালও উপস্থিত। এখানে হরিদাস, ওখানে অদ্বৈতাচার্য্য আমাকে অবিরত আকর্ষণ করছেন। পৃথিবীও পাষণ্ডের অত্যাচারে পীড়িতা হ'য়েছে। আর বিলম্ব উচিত নয়। অচিরেই আমি রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার ক'রে ভক্তভাবে নবদ্বীপে শচীগর্ভ-রূপ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধুতে অবতীর্ণ হ'ব। যাই এখন,—আজ সারাদিন হরিদাস আমার কিছু খায় নাই, আগে তা'কে কিছু খাওয়াই।

[শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে গোপবালক-রূপে গোপবালকগণসহ আবার উপস্থিত হইলেন। সকলেরই হস্তে ফল-মূল-ক্ষীর-সর-নবনীত আদি বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তু।]

(রাখালগণের গীত)।

উঠরে উঠ হরিদাস।

অস্ত দিনমণি রজনী প্রকাশ॥

খাও নাই সারাদিন, একাসনে সমাসীন,

চাঁদমুখ বিমলিন, বিষম প্রয়াস॥

আমরা রাখাল ছেলে, খাবো না তুমি না খে'লে,

খাওনা ত' ক্ষুধা পে'লে, থাক রে উদাস॥

[গীত শেষে রাখালগণ হরিদাসের সম্মুখে গিয়া বলিতেছেন।]

১ম রাঃ। বৈরাগীঠাকুর!—বৈষ্ণবঠাকুর! আজ ত ভিক্ষায় যাও নাই? আজ সারাদিন ত তোমার খাওয়া হয় নাই?—এস, এস,—একবার উঠ;—আমরা তোমার তরে খাবার এনেচি,—কিছু খাও।

২য় রাঃ। আহা, মুখটি তোমার শুকিয়ে গেছে;—পেট্‌টি কোথায় ঢুকে গেছে,—কত ক্ষুধা, কত তৃষ্ণা পেয়েচে তোমার! এস, এস,—বৈষ্ণবঠাকুর,—কিছু খাও আগে।

[দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া রাখালরাজ বলিতেছেন।]

রাঃ রাজ। এই গরম গরম দুধটুকু খে'য়ে ফেল আগে। সারাদিন হরিনাম ক'রে তোমার গলাটি শুকিয়ে গেচে। হাঁ কর তুমি,—আমি ধীরে ধীরে তোমার মুখে ঢেলে দিই।

[রাখালরাজ হরিদাসকে দুগ্ধ পান করাইতে উদ্যত হইলে, হরিদাস সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ চাহিয়া বলিতেছেন।]

হরিদাস। কে—রে,—কে তুই কুমার?

ননীর পুতুলী কা'র দুধের গোপাল

মিলিয়া রাখাল সনে, কাননে আসিয়া,

করিছ যতন এত খা'য়াতে আমারে?

কে আমি রে —

দীন হীন পথের কাঙ্গাল,—অধম পামর!
কেন রে রাখাল ভাই, মোর তরে এত ব্যথা তোর?

[রাখালরাজ বলিতেছেন]

রাঃ রাজ। ব্রত মোর জীবনের বৈষ্ণব-ঠাকুর!
কাঙ্গাল, আতুর, দীন, হীন, অভাজন,
ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অন্ত্যজ অধম,
অকিঞ্চন যে এমন, হরিপ্রেমে হ'য়েছে পাগল,
সঁপেছে সকল তাহে, হ'য়েছে ভিখারী;
বহি যোগ-ক্ষেম তা'রি আমিই মস্তকে
পরম-পুলকে সদা!—
এস,—এস,—খাও তুমি।

[সচকিতে হরিদাস আসন হইতে উঠিয়া উচ্ছ্বাস-ভরে বলিলেন।]

হরি। এঁ্যা,—এঁ্যা,—কি বলিলে? কি বলিলে?
কে তোমরা? কে তোমরা?
কে তুমি কুমার? বল,—বল,—
শুনি নাই ভাল আমি,—
বল, আর একবার!—কুমার!—কুমার!

[হরিদাস রাখালরাজকে ধরিতে বাহু প্রসারিত করিলেন। পলকমধ্যে রাখালরাজ পশ্চাদ্গত হইয়া, যোগমায়ায় তাঁহাকে ভুলাইয়া বলিতেছেন।]

রাঃ রাজ। এ কি,—এ কি ঠাকুর!—তুমি পাগল হ'লে না কি? ধর্‌তে আস্‌চ কা'কে?—এই ধর, এই ধর,—দুগ্ধের ভাণ্ড ধর,—দুগ্ধ পান কর। আমরা সব রাখাল ছেলে; বনে বেড়াই; গোধন চরাই; ঘর হ'তে ক্ষীর-সর-ননী আনি—সকলে মিলে খাই; মনের মত সঙ্গী পে'লে তা'কেও খাওয়াই। তুমি না কি আজ খাও নাই, তাই তোমার তরে এই সব নিয়ে এসেচি। এস, খাও তুমি!

ম রাঃ। কি খাবে বল না। আগে সর খাবে?
য় রাঃ। না, দৈ খাবে?
য় রাঃ। না, ননী খাবে?
র্থ রাঃ। না, ফল খাবে?

[হরিদাস দুগ্ধের ভাণ্ড হাতে লইয়া ভাবিতেছেন।]

হরিদাস। এ কি স্বপ্ন, না সত্য?
কে ইহারা আনন্দের অমল মূরতি?
যমুনা-পুলিন-বন-বিহারী মাধব,
জীবন-বল্লভ সেই ব্রজ-ললনার,
প্রাণধন যশোদার, নন্দের দুলাল,—
লইয়া রাখালগণে গোষ্ঠে কি আসিয়া
করিছে বিহার! এ কি ছলনা মধুর!
ইন্দ্রজালময় এ কি প্রেম-অভিনয়!
কেন রে হৃদয় মোর উঠিছে নাচিয়া
পরশিয়া ক্ষীরভাণ্ড? ব্রহ্মাণ্ড-নায়ক
রাখাল-বালক-রূপে করে কি বঞ্চনা?—
সম্ভব কি কভু তাহা? কি ভাগ্য এমন?
ভাবের কল্পনা সব,—হায় রে পাগল!

[১ম রাখাল একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিতেছে।]

১ম রাঃ। কি বিপদ্!—ঠাকুর, এত ভাবচো কি? হাতে খাবার পেয়েচ, খেয়ে ফেল। দেখ্‌চ না, সন্ধ্যে হ'য়ে এল? আমাদি'কে গরু ফিরিয়ে গোষ্ঠ হ'তে এখনি ঘরে ফিরতে হ'বে! নাও, নাও, চট্ ক'রে খে'য়ে নাও।

[রাখালরাজ কাছে গিয়া স্নেহভরে বলিলেন।]

রাঃ রাজ। খাও,—বৈষ্ণব-ঠাকুর!—খাও। দেরী হ'লে মা আমাদি'কে বক্‌বেন;—টপ্ ক'রে খে'য়ে নিয়ে আমাদি'কে যে'তে দাও!

[হরিদাস বলিতেছেন।]

হরিদাস। এস ভাই রাখাল সব,—ব'স এইখানে তবে; খাও আগে তোমরা; তার পর সকলের প্রসাদ পা'ব আমি। নামসংখ্যা শেষ হয়েচে আমার।

রাখালরাজ তখন হাসিয়া বলিলেন,—"এস তবে, তাই হো'ক।"

[সকলে হরিদাসের সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসিয়া, দুগ্ধাদি আপনাপন বস্তু আপনারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট তাঁহাকে দিতে লাগিলেন, আর তিনিও হরিধ্বনি দিয়া তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে সকলে উঠিলেন। রাখালরাজ বলিলেন।]

রাঃ রাজ। তবে আমরা এখন আসি; তুমি নাম কর।
আবার দেখা হ'বে এখন; আমরাও আস্‌চি।

[হরিদাস ভাব-গদ্‌গদ ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন।]

হরিদাস। কি আর বল্‌বো ভাই? তোমাদি'কে বিদায় দিতে কা'র প্রাণ চায়? যে বাঁধনে বাঁধ্‌লে আজ; যে অমূল্য ধনের বিনিময়ে, এই অভাজনকে চির দিনের মত আপন ক'রে রাখ্‌লে আজ;—তার তুলনা আর কোথায়? কি অমৃত আজ আমাকে পান করা'লে,—কি আনন্দ আজ দিলে তোমরা, তার এক বিন্দুও বল্‌বার ভাষা নাই আমার! আবার এসো সবাই;—কাঙ্গালকে ভুলে থেকো না।

রাঃ রাজ। আস্‌বো বৈ কি?—তোমায় ভুল্‌তে আমরা পারি?

[রাখালগণ চলিয়া গেলেন। হরিদাস উদাসভাবে তাহাদের পথ চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন।]

হরিদাস। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না! একটা সুখ-স্বপ্নের মত, আকাশের ইন্দ্রধনুর মত, মনোরাজ্যের মধুর কল্পনার মত, অথবা অভিনয়ে নির্ম্মল আনন্দে গড়া এক অভিনব দৃশ্যের মত,—কি-যেন-এক অপূর্ব্ব ভাব, অপরূপ প্রেমের ছবি, প্রাণপূরে দেখ্‌তে 'না দেখ্‌তে, অদৃশ্য হ'য়ে গেল! এ কি সেই—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥'

হরি! হরি!—কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা? সে যে অনন্য-চিন্তাকারী পরম ভাগবতের কথা,—আর এ যে অতি অযোগ্য অভাজন!—হরে কৃষ্ণ; হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

[হরিদাস নাম করিতে করিতে আবার তুলসীমূলে আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রথম অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ।

আচার্য্যানুগমনে

[চিরস্থায়ী অমৃত খণ্ড]

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী।

বিংশ দিবস

৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩১ সন।

৬ই ফাল্গুন বুধবার দিবস গোদাগাড়ী ষ্টেশন হইতে ট্রেণে উঠিয়া বেলা ১২৷৷০ টার সময় ভক্তগণ মালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর পুরাতন মালদহসহর পরিদর্শন করিবার জন্য পুরাতন মালদহবাসী শ্রীযুক্ত রামনৃসিংহ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তথায় গমন করিলেন। গোস্বামি মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিলেন এবং ঠাকুরের সহিত পুনরায় রামকেলীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বিশেষ হরিকথানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। মালদহ ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিটের পথের পরেই মহানন্দা নামক একটী স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিতা। ঐ নদীর পর পারের নিকটেই একটী বৃহৎ মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাটী নূতন প্রস্তুত হইতেছে, এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ভক্তগণ সেই ধর্ম্মশালাতে গিয়া বাসস্থান লইলেন। অপরাহ্নে মালদহ সহরে নগর-সংকীর্ত্তন হইল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মালদহ সহরে শুভপদার্পণবার্ত্তা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ঐ ধর্ম্মশালায় আগমন করিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীরামকেলী ও শ্রীরূপসনাতনপ্রভুর সম্বন্ধে গুরুমুখ-শ্রুত বাক্যের কিয়দংশ কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আবেগময়ী ভাষায় সমবেত শ্রোতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীরূপসনাতনের লীলাস্মরণ ও উদ্দীপনা দ্বারা জীবের পরম সদ্গতি লাভ হয়। এই স্থানটী আমাদের সাক্ষাৎ গুরুপাদপদ্ম। শ্রুতি বলেন—,

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীরূপ সনাতন প্রভু আমাদের ন্যায় শুক্রশোণিতজাত জড়পিণ্ড নহেন, তাঁহারা যে পাণ্ডিত্য ও বিশেষত্ব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা বাহ্যজ্ঞান লইয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। জাগতিক উচ্চাবচের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিলে আমরা তাঁহাদের স্বরূপ-দর্শন-লাভ হইতে বঞ্চিত হইব। সাড়া ব্রিজের মত জাগতিক বিচারের উচ্চকার্য্য আমরা শ্রীরূপ সনাতনে দেখিতে পাইব না। যাঁহাদের চিত্ত সেইরূপ কার্য্য বা চিন্তাস্রোতে অভিনিবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীরূপসনাতনপ্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিতে পারিবেন না। শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি, তাহা হইতে একটু ন্যূনও যদি আমরা শ্রীরূপসনাতনে ও শ্রীজীবের প্রতি পোষণ করি, তাহা হইলেও আমাদের ভক্তিতে অধিকার হইবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতন প্রভু অভিন্ন। শ্রীরূপ প্রভুকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বরণ করি, তবে শ্রীসনাতনরূপকে দর্শন করিতে পারিব না।

শ্রীচৈতন্যে কিরূপ ভক্তি—আত্মার নির্ম্মল ভক্তি তাহা শ্রীরূপেই দেখা যায়। শ্রীরূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব প্রভু ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে তিন গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যের বাহন। ষড়্‌গোস্বামীর নামের মধ্যে শ্রীরূপের নামই সর্ব্ব প্রথম। আমরা কত আশা ও ভরসার সহিত শ্রীরূপসনাতনের পদাব্জপূতরজে বিলুণ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। আপনাদের উৎসাহ দেখিয়া আমাদের হৃদয় পরমানন্দে আপ্লুত হইতেছে। যে স্থানে শ্রীরূপের পাদবিক্ষেপ হইয়াছে, সে স্থান ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু; আমরা সাধারণ জীব হইয়া সেই চিন্ময় রজঃ আমাদের শিরোভূষণ করিবার জন্য আজ দুরাশা পোষণ করিতেছি। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আমরা যে ঋণে ঋণী তাহার শতাংশের একাংশও আমরা অনন্ত কোটী জীবনে শোধ করিতে পারিব না। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর 'ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু' ভক্তির দিগ্‌নিরূপণ যন্ত্র। শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ বলিয়াছেন,—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরাং
আবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

যে সময় শ্রীচৈতন্যদেব জগতে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বিষয়ী স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথায় কর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের ন্যায় বিষয়ী রাজাও শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। ষাট হাজার কাশীবাসীর সন্ন্যাসী গুরু প্রকাশানন্দ জ্ঞানাভ্যাস তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর, ভক্তরাজ বৃন্দাবন-ইঁহাদের এককালে অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়ের শুদ্ধভক্তি প্রচার জগতের বহু বহু জীবের মঙ্গলসাধন করিয়াছিল। শ্রীগ্রন্থ প্রচার অপেক্ষা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনার প্রচার আরও অধিক বেশী। প্রতিবৎসর ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পর্য্যন্ত এই প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বয় জন-সমাজে প্রচারিত হয়। সেই নরোত্তম শ্রীরূপের একান্ত কিঙ্কর ছিলেন বলিয়াই এইরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি গাহিয়াছেন,—

"রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥"
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম করম॥ ইত্যাদি।"

বেঁচে মরা

[আলুবোখরা]

(১)

এ কি অন্যায় কথা! আমার নাম রাখা হ'বে, আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে! যে নামে বিশ্বময় নরনারী আমাকে ডাক্‌বে, যে নাম আমাকে কতশত বার লিখ্‌তে হ'বে, যে নামে কত নরনারী মূর্চ্ছা যাবে—সেই নামকরণ

কর্‌বার সময় আমার অনুমতি নে'য়া হয়নি কেন? এ কি অন্যায় কথা!

আচ্ছা না হয় অনুমতি না-ই নে'য়া হ'লো, অত ভাল ভাল নাম থাক্‌তে অমন একটা বিছ্‌রি নাম বেছেগুছে রাখা হ'লো কেন?

বাবা মা বড় আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন—"অক্ষয়-কুমার"। এখন ত আমার প্রাণান্ত—নানা দিক্ দিয়ে! কেউ ত পূরো নামটা উচ্চারণ করেই না—যার যা খুসী তা'ই ব'লে ডাকে—পীরিত ক'রে বলে, 'অখু'—রেগে বলে, 'অকৃথা'—আর যদি কেহ শুদ্ধ ক'রে উচ্চারণ করেন, তবে আমি দাঁড়াই 'অক্‌ষয়'। জ্বালাতন আর কি? আফিসে ছোট সাহেব বলেন—'য়্যাক্‌শয়', বড় সাহেব বলেন 'উক্‌খোয়'! বল, আমি আর যাই কোথায়?

(২)

আচ্ছা, না হয় ডাকাডাকিতেই লোকে এই প্রকার দৌরাত্ম্য করে করুক, কিন্তু, বাবা বা মা কোন্ আক্কেলে আমার এই নাম রেখেছিলেন? আমি 'অক্ষয়'-'কুমার' অর্থাৎ আমার ক্ষয় নাই, আর আমি চিরকাল বিবাহ না ক'রে থাক্‌বো! যদি আমাকে অত সাধ ক'রে অক্ষয়-কুমার কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, তবে যৌবনের রেখাপাত হ'তে না হ'তে আমাকে কুমারীগণের হাটে পাঠিয়ে দে'য়া হয়েছিল কেন?—সেই হাটে আমাকে নিলামে চড়িয়ে উচ্চতম ডাকে বিক্রয় করা হ'য়েছিল কেন? আর আজ যে আমাকে ক্ষয়রোগ যক্ষ্মায় ধরেছে, তা'র ব্যবস্থা ষোল আনা করেছিলেন কেন?—হায় রে আমার 'অক্ষয়কুমারে'র ক্ষয়হীনতা ও কৌমার কোথায়? তা' হ'লে কি 'ক্ষয়যুক্ত অকুমারে'র নামই 'অক্ষয়কুমার'? আজ মাতাপিতার সাধের 'অক্ষয়কুমার'এর এই দশা কে দেখ্‌বে! ওগো পিতা! ওগো মাতা! তোমরা আজ তোমাদের অক্ষয়কুমারের এই ক্ষয়ের সময়ে কোথায় রইলে? একবার এসে দেখে যাও, তোমাদের বোকামিটা কত দূর!

(৩)

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত 'ভিজাগ' বা ভিজাগাপটম্ স্থানটী বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহার একাংশে পাহাড় সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীলাম্বুরাশি এই পাহাড়ের গাত্রে ক্রোধভরে আঘাত করিতেছে আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে পরাজিত ক্লান্ত শত্রুর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শরতের নীলাকাশ 'তরল' ও 'কঠিনে'র পরস্পর এই অবিরাম আক্রোশ ও উপেক্ষার খেলা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া নীল জলের নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছিল। অক্ষয়কুমার মাতাপিতার ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টায় চিকিৎসকের উপদেশে সেই পাহাড়ের উপরে বসিয়া অনন্ত বারিধির পানে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত কথা ভাবিতেছিল। আর মনে মনে ভাবিতে-ছিল, কাল আর জ্বর হ'বে না, কাসি হ'বে না।

(৪)

এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে কাসির জোড় এত বাড়িল যে, অক্ষয়কুমার কাসিতে কাসিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। অক্ষয়কুমারের কৌমারের পরিচয় এক পত্নী, তিনপুত্র ও দুই কন্যা চতুষ্পার্শ্বে উদ্ধবিষ্ট। সকলে ভীতত্রস্ত হইয়া প্রতী-কারের জন্য ব্যস্ত। অক্ষয়কুমারের চক্ষু নিমীলিত—দেহ অচেতনপ্রায়; বহির্জ্জগতের কোন উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে না। পত্নীর সেবা, পুত্রের শুশ্রূষা বুঝিবার সামর্থ্য আর অক্ষয়কুমারের নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দেখিতে পাইল (কোন্ নেত্রে তাহা অক্ষয়কুমারই জানে) তাহার সম্মুখে এক দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। গৈরিকবসন, হস্তে ত্রিদণ্ড মস্তক মুণ্ডিত, দ্বাদশতিলকে দেহ সুশোভিত; সঙ্গে কতিপয় ব্রহ্মচারী। সকলের বদনে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইতেছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অক্ষয়কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মচারিগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অক্ষয়কুমারের উত্তপ্ত কপোলদেশ মহারাজ তাঁহার সুশীতল করকমল দ্বারা স্পর্শ করিলেন। এবং সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিলেন

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

(৫)

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে চাহিলেন।—যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়। যেন ইহজগতে নাই—শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল—আর কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটী যেন উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। চক্ষুকোণ হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ দেখিয়া অবাক্। এমন সময়ে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জন ভেদ করিয়া কক্ষস্থিত সকলের সকল চিন্তা স্তব্ধ করিয়া কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অক্ষয়কুমার দেখিলেন—সেই সন্ন্যাসী সেই ব্রহ্মচারিগণ। তাহার আত্মীয়গণ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যথোচিত সম্মান ও আদরে তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন।

অক্ষয়ের কর্ণে সেই শ্লোক ধ্বনিত হইতেছিল। যেন সেই শ্লোক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সামনে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত দুর্ব্বল। উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু সে সেই সময়ে কি এক অদ্ভুত শক্তি-প্রভাবে উঠিয়া বসিল এবং ভিক্ষুকগণকে প্রণাম করিল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজ আবার সেই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন "অক্ষয়কুমার! তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তোমার বড়ই শুভদিন উপস্থিত। এমন সৌভাগ্য অতি অল্প জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কেন না, জীব আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিবার কালে নিজের ভোগপ্রবৃত্তির কথা ভুলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা না করিয়া, ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া অপরাধী হইয়া পড়ে। তুমি আজ বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার এই ব্যাধি বা তজ্জাত ক্লেশ তোমার নিজের কৃত। ইহার ফলভোগ তোমাকেই করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন—তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমায় ত্রিতাপমুক্ত করিবার জন্য—তোমার ভোগবুদ্ধির সম্যক্ বিনাশের জন্য। আজ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমাকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদি সকল প্রিয় জন ও বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এক্ষণেই হইতে পারে। ইঁহাদের সহিত তোমার নিত্য-সম্বন্ধ নহে। ইঁহারা তোমার ব্যাধির ক্লেশের বিন্দুমাত্র অংশী নহে—কেহ তোমার মৃত্যু রোধ করিতে পারে না। সুতরাং যদি নিত্য কালের জন্য সুস্থ হইতে চাও—যদি নিত্য বাসস্থানে নিত্যকাল ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নিত্য আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে চাও, তবে নিত্য-সুহৃৎ, মিত্র-বান্ধব, নিত্য-আত্মীয়ের সন্ধান লও—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর।

(৬)

একই কথা অক্ষয়কুমারের তৃষিত কর্ণে সুধা ও তাহার স্ত্রী, কন্যাগণের ভোগের বার্ত্তাপূর্ণ কর্ণকুহরে বিষের তীব্র ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। অক্ষয়ের অপ্রাকৃত চক্ষু উন্মীলিত হইবার উপক্রম হইল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনরাশি ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল। পূর্ব্বগগনে অরুণোদয়ে যেমন দস্যুতস্করের বিষাদ, সজ্জনের আনন্দ, সন্ন্যাসীর উপদেশরাজি তদ্রূপ অক্ষয়কুমারের নিকট প্রীতিকর ও তাহার পুত্রকন্যাদির নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় বুঝিয়াছে, মৃত্যু কি? যে কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার প্রিয়জনকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? "হায়! হায়! জীবন ভরিয়া এ কি করিলাম! বালুকারাশিতে জলসিঞ্চন করিলাম! অনিত্য অপ্রিয় বস্তুকে নিত্য ও প্রিয়জ্ঞানে বৃথা অমূল্য জীবনপাত করিয়াছি! তবে উপায় কি? যমরাজ যে আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন।" এই ভাবিয়া অক্ষয় কুমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে প্রণত হইয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িল এবং কাঁদিয়া বলিতে লাগিল "ঠাকুর, আমার উপায় করুন। দেহ ত আর থাকিল না। যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া আছি, সেই সময়টুক্ যাহাতে এই ভুলে না কাটাই কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।"

(৭)

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন "অক্ষয়কুমার! ভগবানের অশেষ কৃপায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, বাঁচা ও মরা কি? তুমি বাস্তবিকই বাঁচিয়া নও। তুমি মৃত। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে জান, তুমি যক্ষ্মায় দেহত্যাগ করিয়া তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তুমি অক্ষয়কুমাররূপে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির পতি, ঐ পুরুষমূর্ত্তির পিতা —এই জাতীয় অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। আজ তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তোমার ঐ ভোগের মূর্ত্তিগুলিকে জানাও, তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তাঁহারা তোমাকে মৃত-

জ্ঞানে ব্যবহার করুন। তুমি এই দেহত্যাগ করিলে তোমার সহিত ইঁহাদের যে সম্বন্ধ, আজ তোমার দেহ থাকিতেও তোমার সহিত ইঁহাদের সেই সম্বন্ধ। সুতরাং তুমি নিজে জান, তুমি বাঁচিয়াও মৃত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

[সন্দেশ]

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতাবাসীর নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত রবিবার দিবস শ্রীপাদতীর্থ মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা এস্, সি, আঢ্য মহাশয়ের অধস্তনগণের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। আগামী ১০ই আশ্বিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে একমাস ব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে এবং তদুপলক্ষে বিভিন্নস্থানের বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ হরিকথা বিতরণ করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর একটী অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত। আমরা সকলকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ ফরিদপুর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত অন্যাভিলাষাদিরহিত শুদ্ধ ভক্তিকথা বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই ঐ সকল কথার আদর করিয়াছেন। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল ও উকিলবর্গ সকলেই হরিকথা প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। গত ২৩শে ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখের ফরিদপুর হিতৈষিণী পত্রে এতৎসম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ফরিদপুর হিতৈষিণী।

২৩শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪২ সাল,

হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা।—গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ফরিদপুর টাউন হলে পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা হইতেছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মনীতির শাস্ত্রানুমোদিত ব্যাখ্যা করিয়া ইনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত— হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে ইনি গভীর গবেষণা করিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় তাঁহার উক্ত হলে পুনঃ বক্তৃতা হইবে।

শ্রীপাদ বন মহারাজ এখন ভাঙ্গা সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রলোক ও উকিলবর্গ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ভক্তগণের মুখে গৌরবিহিত কীর্ত্তন ও স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই এক বাক্যে এই তর্ককীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের দিনে এইরূপ অযাচিতভাবে প্রেমমঙ্গলময়ী হরিকথার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত উকিল মহাশয়ের হরিকথা প্রচারে উৎসাহ ও ভক্তগণের প্রতি যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ও পরম ভাগবত শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামনিবাসী শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। প্রভাত বাবু বাড়ীতে না থাকিলেও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যায় ভক্তবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখেই স্থানীয় ধনী মহাজন পরম ভাগবত শ্রীযুত রামগতি দত্ত মহাশয়দের দুর্গামণ্ডপে সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে স্বামীজী সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া গ্রামবাসীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। পর দিবস স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া

একটী মহতী সভার আবাহন করেন। পরম ভাগবত শ্রীপাদ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মধুর শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিক্রমা করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাত বাবুর বাড়ী হইতে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করেন। বহুজনাকীর্ণ সভামধ্যে 'মহারাজ' তাঁহার স্বভাবসুলভ করুণ স্বরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবের চরম কল্যাণ লাভের উপায় ও সৎসঙ্গের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার অমৃতনিষ্যন্দিনী হরিকথায় মুগ্ধ হইয়া সমস্বরে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে থাকিলেন। এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এইরূপ মহাত্মা ইতঃপূর্ব্বে কখনও তাহাদের গ্রামে আগমন করেন নাই। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত রামগতি দত্ত ও স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র হাজারী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদের দুর্গামণ্ডপে বহুজনাকীর্ণ সভামধ্যে স্বামিজী কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের বিশেষত্ব হৃদয়গ্রাহিণী ও আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই চিত্ত দ্রবীভূত করেন। প্রায় ৬ঘণ্টা কাল সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার হৃৎকর্ণরসায়ন বৈকুণ্ঠকথামৃত পান করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সভাস্থ সকল বর্ণ ও আশ্রমস্থিত গ্রামবাসিগণ মহারাজের শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া নিজকে পবিত্র মনে করেন। বক্তৃতাশেষ হইলে শ্রীপাদ দিব্যহরি অধিকারী মহোদয়ের গম্ভীর ও সুললিত কীর্ত্তনশ্রবণে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরদিবস ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীপাদ দিব্যহরি অধিকারী মহাশয় বহু গ্রামবাসী সমভিব্যাহারে মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আবাহন করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকটকালের স্মৃতি সকলের মানসপটে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়া স্থানীয় অধিবাসীর পরমমঙ্গল ও প্রীতি বিধান করিতেছেন। সব্‌ডিভিসনেল অফিসর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের আগ্রহে ও যত্নে স্থানীয় 'যতীন্দ্রমোহনহল' নামক নবনির্ম্মিত মন্দিরে স্বামিজি মহারাজদ্বয়ের শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ আবেগময়ী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতায় স্থানীয় এস, ডি, ও, প্রথম মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুন্সেফ্, বহু উকিল মোক্তার, স্কুলের ছাত্র ও সর্ব্বসাধারণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ এস্, ডি, ও মহাশয়ের উৎসাহ ও সেবাব্রত নৃপেন্দ্র বাবুর হরিকথা প্রচারে আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় ঢাকা জেলার বালিয়াটী গ্রামে শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায় প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, ব্যাখ্যা হরিকথা আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন।

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে "শ্রীগৌড়ীয়" আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবেন না।

মুদ্রাকরপ্রমাদ

গত সপ্তাহের (৮র্থবর্ষ, ৫ম সংখ্যা) গৌড়ীয়ের ৭ম পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১৭শ পংক্তিতে মধ্বের "কেবলাদ্বৈতবাদ" শব্দস্থানে "কেবল-দ্বৈতবাদ" এবং ২য় স্তম্ভে ১০ম পংক্তিতে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" স্থানে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদে" পদ হইবে। ১৮শ [illegible]ার স্তম্ভের ২য় পংক্তিতে [illegible]তে রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ" এই স্থলে "তাহা হইতে রাধাকুণ্ড-রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ" এইরূপ হইবে।

বিবিধ সংবাদ

(প্রকৃতিজনপাঠ্য)

বাঁকুড়া রাজদ্রোহ-মামলা—বাঁকুড়া জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ এ ধারা অনুসারে শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার মামলার রায় অদ্য বাহির হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া উক্ত ধারা অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের উক্তি—মাদ্রাজ স্বরাজ্য-

দলের নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য-দলের সফলতা বিষয়ে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—"ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শাসনসংস্কার সংক্রান্ত যে প্রস্তাব প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভারত এবং বৃটিশ সরকার বার বার আমাদের জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশভাই ভারতবাসীর কংগ্রেস এবং স্বরাজ্যদলে যোগদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আমরা সময় থাকিতে সাবধান না হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। অতএব আমার দেশবাসীর নিকট এই নিবেদন যে, আগামী ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পারিষদের নির্ব্বাচনে তাঁহারা স্বরাজ্য-দলের লোক ব্যতীত যেন আর কাহাকে ভোট না দেন।"

এই সঙ্গে শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেস দল করদাতৃগণের সহযোগে একটি সভা আহ্বান করিয়া নগরের নানাবিধ উন্নতিবিধান বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

ভাগলপুরে মহাত্মা গান্ধী—আগামী ১লা অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধী ভাগলপুরে উপস্থিত হইবেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি আগরওয়ালা মাড়োয়ারী সম্মিলনে যোগ দিবেন। ঐ দিন মহিলা-সম্মিলনেও উপস্থিত হইবেন। পরদিন তিনি বাঁকার যাইবেন।

লাটকে অভিনন্দন দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য—অদ্য আমেদাবাদের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড অধিক-সংখ্যক সদস্যগণের ভোটে বোম্বাইয়ে লাটের আগমন সময়ে তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। সমস্ত অসহযোগী সদস্যগণ কোন বক্তৃতা না করিয়া অভিনন্দন না দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কয়েকজন নির্ব্বাচিত সদস্য, সমস্ত মুসলমান এবং সরকারী সদস্য অভিনন্দন প্রদান করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

রীফদিগের জন্য প্রার্থনা—কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটী অদ্য রীফগণ যাহাতে জয় লাভ করিতে পারে, সে জন্য প্রার্থনার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তদনুসারে মৌলানা মহম্মদ আলী শুক্রবার প্রার্থনার পর জুম্মা মসজিদে সমবেত মুসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি রীফদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কথা এবং তাহাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের বিষয় বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে ফ্রান্স এবং স্পেনের ক্ষমতা দমন করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘে এক তার পাঠান হয়।

কৃষ্ণনগরের সংবাদ—এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবেন—সুহৃদ্বর শ্রীযুত বসন্ত কুমার লাহিড়ী। এবার কে সম্মিলনের সভাপতি হইবেন? দেশের কাজে স্বার্থত্যাগের ও কাজের গুরুত্বের মাপকাঠীতেই এ সভাপতি নির্ব্বাচন মাপা হইবে।

শাকলাতওয়ালার ছাড়পত্র প্রত্যাহৃত—মিঃ কেল্লগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমিউনিষ্ট সদস্য মিঃ শাকলাতওয়ালাকে আমেরিকায় আসিবার যে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত করিবার জন্য লণ্ডনে তারযোগে আদেশ প্রেরিত হইয়াছে। মিঃ শাকলাতওয়ালা উত্তেজনাপূর্ণ বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়াছেন জানিতে পারিয়াই মার্কিণের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশ করিয়াছে।

মিঃ কেল্লগ আরও বলিয়াছেন যে, যে সকল বিদেশীয় বিপ্লবসূচক বক্তৃতা করে, তাহাদিগকে দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

সেনেট সভার সদস্যের প্রতিবাদ—মিঃ শাকলাতওয়ালার আমেরিকার প্রবেশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করবার পূর্ব্বে মিঃ কেল্লগ প্রেসিডেণ্ট কুলিজের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। সেনেট সভার সদস্য মিঃ বোরা তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

রীফ পরাজয়—বিবেন গিরিশৃঙ্গ অধিকারে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, বর্ম্মাবৃত শকট ও ট্যাঙ্ক এবং মোটর চালিত কলের কামান প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফরাসীদিগের লোকক্ষয় অল্পই হইয়াছে। ফেজ হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, একটি উত্তমরূপে সুসজ্জিত রীফ সৈন্য টিফিল্লেকেনে ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইয়াছে।

সুরিয়া শান্ত—সুরিয়ার কোন কোন নগরের অধিবাসিদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ ডামাস্কাসবাসিদিগের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নরম পড়ায় জেনারেল সারাইল পণ্যবাহী শকট ও কূপসকল রক্ষার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তুর্কদিগকে সতর্কীকরণ—একটি তারের সংবাদে প্রবল জনরবের কথা প্রকাশিত হইয়াছে যে, জাতিসঙ্ঘের সাব কমিটীর তিনজন সদস্য তুর্কদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে, খৃষ্টানদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ প্রতিনিধিগণ যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত তুর্কদিগের পক্ষে অনুকূল হইবে না, অতএব তুর্কগণ যেন তাঁহাদিগের অসভ্য জাতিসুলভ ব্যবহারে নিবৃত্ত হয়েন।

জাপানের প্রিন্স জর্জ্জ—এখানে প্রিন্স জর্জ্জ আগমন উপলক্ষে রাজপথের উভয়পার্শ্বে বহু লোকে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি চারিদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সম্রাটের প্রতিনিধিগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩৩ দিন উপবাস :—চিকাগো য়ুনিভারসিটীর একজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ৩৩ দিনব্যাপী উপবাস করিয়া আহার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপবাসে তাঁহার শরীরের ওজন ৩০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করিবার পর ৮ দিনের মধ্যেই ওজন কুড়ি পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। উপবাসের পর দিবসে তিনি সর্ব্বশরীরে যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন। উপবাসের পক্ষে গরম জল-খাওয়া উপযোগী বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। উপবাস-ভঙ্গের পর তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে।

লর্ড সিংহ :—বেলজিয়মের রাজা ও রাণীর সহিত সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'শেষ বর্ষণের' অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে যাইবার জন্য মহারাজার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কলেরা দেখা দেওয়ায় মহারাজা এখন যাইতে নিবারণ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

বোম্বাইয়ে অধ্যাপক বিনয় সরকার :—'ক্রাকোডিয়া' নামক জাহাজে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

মাণিকতলা স্পারে আলোক বন্দোবস্ত :—করপোরেশনের গত কল্যকার সভায় সেন্ট্রাল এভেনিউ হইতে অপার সারকুলার রোড পর্য্যন্ত মাণিকতলা স্পারের রাস্তায় বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্ত্তমান গ্যাসের আলোগুলিও রাখা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই আশ্বিন ১৩৩২, ৩রা অক্টোবর ১৯২৫ | ৭ম সংখ্যা

মহোৎসব

আবাহন ও বিসর্জ্জন

[ধূপ]

কবি গাহিয়াছেন,—

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"

ও গো কবি, তুমি কোন্ দেশের কোন্ আনন্দময়ীর কথা গান করিতেছ? তুমি কি সেই আনন্দময়ীর দেশের সংবাদ রাখ? যদি রাখিতে তবে এমন আনন্দময়ীর কথা গান কর কেন?—যাঁহার আগমন প্রত্যাবর্ত্তন আছে, যাঁহার আবাহনে ঢাকঢোল বাজে, গগন কম্পিত হয়, দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিত হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জনের সাড়া পড়িয়া যায়। তোমার আনন্দময়ীকে দেখিয়া 'আনন্দময়ী'ত্বের পরিবর্ত্তে বংশপঞ্জর, তৃণধমনীসমূহ, মৃণ্ময় মাংসপেশীসকলের পূর্ণত্ব আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত অঙ্কিত হয় কেন? আনন্দময়ীকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য আমার অত ব্যাকুলতা কেন? আনন্দময়ীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার গৃহে শোকের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল কেন? আনন্দময়ীর আগমনে ছাগমহিষাদির আনন্দ নাই কেন? ধন দাও,

যশ দাও বলিয়া যে আনন্দময়ীর নিকট গদগদভাষে কাতর প্রার্থনা করিলাম, তিনি আমার গৃহে দারিদ্র্যের ঘোর অমানিশার বিস্তার করিলেন কেন? 'আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে'—তবে গৃহে গৃহে দৈন্য, বিষাদ, দ্বেষ, হিংসা করাল-বদনে বিকট হাস্য করিতেছে কেন? আলো অন্ধকারের যথা তুমি কেমন করিয়া বুঝাইবে?

তাই ত আমারই বুঝিবার ভুল! আমি মনোধর্ম্মের চরিতার্থতার জন্য আলোককে অন্ধকার, অন্ধকারকে আলোক বলিয়া বরণ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নই। যে দেশে মনোধর্ম্ম নাই—সেখানে আবাহন-বিসর্জ্জন নাই—সেখানে আত্মবঞ্চনা পরবঞ্চনা নাই—সেখানে নিত্য পূর্ণ আনন্দময়ের নিত্যানন্দ স্বরূপিণী নিত্য বিরাজমানা—সেখানে জগন্মোহিনীর পরিবর্ত্তে জগন্মোহন-মোহিনী নিত্যকাল জগন্মোহনকে আনন্দসেবা দ্বারা মোহিত করিতেছেন—আমায় সেই পরানন্দদায়িনীর অনুগত করিয়া দাও।

বিজয়ার সম্ভাষণ

[কস্তূরী]

শারদীয়া পূজা আসিল, চলিয়া গেল। প্রতিমা গড়া হইল, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, তাহার পূজা হইল, শেষে পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জনও শেষ হইল। অনাদিকাল হইতে এইরূপ ফলভোগতাৎপর্য্যময় কর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে অর্থাৎ যত দিন মন নিজের ইন্দ্রিয় ও মনের বিভিন্ন কামনা-তৃপ্তির জন্য, সুখসাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া মনের ছাঁচে আরাধ্যবস্তুকে ঢালিতে যাবে, ততদিনই সে এইভাবে প্রথমে এইরূপ মহামায়াকে গড়িয়া তাহার উপাসনা করিবে, পরে, যখন মনে হইবে, পূজা শেষ হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিসর্জ্জন দিবে, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকিবে,—'ওগো, সন্তানের সুখসাচ্ছন্দ্যবিধায়িনি মা, বৎসর বৎসর যেন এমনই ভাবে তুমি আমাদের ঘরে আসিও, আমরাও আমাদের যত অভাব, অভিযোগ, কামনা তোমাকেই জানাব; মাগো, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেই বা জানাব ; মা ছাড়া সন্তান আর কাহাকেই বা নিজের সুখবিধানের জন্য জানাইতে পারে? আর মা, তুমি ছাড়া এমনভাবে আর কেই বা সন্তানের সকল কামনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে; তুমি তাহা পার বলিয়াই ত' তোমাকে মধুর 'মা'-নামে ডাকি! তোমাকে, মা, বিসর্জ্জন দিতে প্রাণ চায় না, তবুও তাহা গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিতই করিতে হইতেছে—কি করিব, উপায় যে নাই, মা!

চৈতন্য-বস্তু বা চৈতন্য-বস্তুর সর্ব্বময় কর্ত্তা বিষ্ণুর কিন্তু বিসর্জ্জন নাই। জগতের ইতিহাসে, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে, বা, জগদ্ধ্বংসের পরেও শ্রীবিষ্ণুর কোন মূর্ত্তিরই—শ্রীশালগ্রামই বল, আর চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজই বল—বিসর্জ্জন হয় নাই—হইতে পারে না। যাহার বিসর্জ্জন আছে, যাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহার জন্ম বা উদ্ভবও আছে, অর্থাৎ তাহাকে উৎপাদন করা বা গড়া যায়—ইহাই নিয়ম। তাহা অচৈতন্য জড়; কিন্তু চৈতন্য-বস্তু বা চৈতন্যের ধর্ম্ম নিত্য—তাহাকে কেহ কোন দিন গড়ে নাই অর্থাৎ জন্মায় নাই, গড়িতে পারেও না; কেননা, গড়িতে বা উৎপাদন করিতে গেলেই কোন না কোন সময়ের মধ্যে কোন যন্ত্রদ্বারা কোন কর্ত্তারই তাহা সম্পাদন করিতে হয়। তাহা—অসম্ভব; কারণ, চেতন—জগতের বা কালের অতিরিক্ত ব্যাপার বা বস্তু। জগৎ বা কালের যে ধারণাকে যে যন্ত্রদ্বারা মাপিতে পারা যায়, তাহা অচৈতন্য; সুতরাং অচৈতন্যের দ্বারা বা অচৈতন্যের সাহায্যে বা মধ্যে অচৈতন্য কখনই চৈতন্যকে সৃষ্টি করিতে পারে না। চৈতন্যের ধারণায় অচৈতন্য নাই, অচৈতন্যের ধারণাতেও কিছু চৈতন্য নাই।

দুইটী চৈতন্য নিত্যকাল ছিল, আছে ও থাকিবে—একটীর নাম 'জীব' আর একটীর নাম 'বিষ্ণু'। একটী পরমাণু অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অপরটী বিভু অর্থাৎ বৃহৎ। ছোটটী অল্পস্থান, আর বড়টী সমস্ত স্থান যুড়িয়া আছে। ছোটটী চৈতন্য হইলেও সংখ্যায় অনেক, কিন্তু বড়টী এক—দুই বা বহু নহে। ছোটটী—চাকর, বড়টী—মালিক বা মনিব। বড়টী সর্ব্বদাই ছোটটীর পাশাপাশি থাকিয়া ছোটটীকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিতেছে, তাহার সহিত খেলা করিয়া আনন্দ ভোগ করে। ছোটটীরও তাহাতেই আনন্দ। এমনটী যদি নিত্যকাল থাকিত, তাহা হইলে ত' কোন চিন্তারই কারণ ছিল না, কেবল সুখ ও আনন্দের ছবিটীই থাকিত, পরস্পরের আনন্দ একটা অবাধ জিনিষরূপেই থাকিত কোন নিরানন্দই থাকিত না। কিন্তু তাহা ত' হইল না! কেন জান?

এখন ছোটটীর ভিতরে ঐ চৈতন্যের ধর্ম্ম থাকিলেও ভাল স্বভাবটুকু যেমন আছে, আবার মন্দভাবটুকুও তেমন মেশামেশিভাবে আছে। সে যেমন 'ভালছেলেটী'র মত কি মনিবের কাজ কর্ম্ম করিতে পারে, আবার তেমনই 'দুষ্টু ছেলে'র মত মনিবের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া নিজের খেয়ালমত নিজের মিথ্যা স্বার্থসিদ্ধির জন্যও মনোযোগী হইতে পারে। ছোটগুলির মধ্যে যে যে এইরূপ বেইমানি করিল, তাদের দ্বারাই এই জগৎ পূর্ণ। তাদের কথাই হইতেছে। ছোটটী বড়টীর প্রীতির আকর্ষণ না বুঝিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র গতি না জানিয়া অর্থাৎ তিনিই যে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব, তাঁহার সুখেই, তাঁহার আনন্দেই যে নিজের সুখ, সে যে তাঁহার চিরক্রীতদাস, তাহা না জানিয়া সে দৌড়িল স্বাধীন হইয়া নিজের সুখ, নিজের মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—তৃপ্তি সাধন করিবার জন্য; মনে করিল,—'আমি আমার মালিকের—সেই বড় চৈতন্যের আর অধীন নই, আমি আর এক জনের অধীন, কেননা সেই যখন আমাকে

কিছু সুখ দিচ্ছে, তখন আমি তাহারই। সেই বড় যে তাহাকে অত ডাকিতেছে, তাহার কাছে আসিয়া সে নিত্য-সুখ পাউক্ এজন্য, সে কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না; উপস্থিত যৎসামান্য একটু মজা পাইলেই হইল, অমনি সে দু'হাতে উহা লুটিবার জন্য দৌড়িল। সে এমনি আচ্ছন্ন যে, একবার ভ্রমেও ভাবে না, যাহাকে ভোগ করিবার জন্য—যাহার দ্বারা—সে নিজের সুখ নিজের তৃপ্তি পাইবার জন্য অত পরিশ্রম করিতেছে, সেই বস্তুটীই যে তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—তাহাকে একেবারেই পাইয়া বসিয়াছে। যাহাকে পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়া লুটিয়া নিজের তৃপ্তিসাধন করিবে, নিজেই যাহাকে ভোগ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহারই সে হইয়া পড়িল একেবারে 'গোলাম'! একবার সে তাহার পুরাণ বান্ধব বড়'র—চৈতন্য-বিষ্ণুর কোন সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিল না, অথবা একবার ক্ষণেকের তরেও তার মনে হইল না যে, সে নিজে কোন্ বস্তু, সে নিজের দেশ, নিজের সেই মনিবের—সেই বড়-চৈতন্য তাহাকে কত কৃপা করিতে প্রস্তুত, আর সে কত বড় বে-ইমান, কত বড় কৃতঘ্নতা করিয়া একেবারে তাহার আসল নিত্যকালের বসত বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া একেবারে জাহান্নমে গিয়া পড়িল—একটা ভীষণ অন্ধকারময় ও অস্বাস্থ্যকর বিদেশে গিয়া পড়িল। তাতেই স্বতঃই মনে হয়? এমন ধারা বোকামী কেউ করে গা!—যার ফলে এতটা মতিচ্ছন্ন ভাব—এতটা বিহ্বলতা! যার মাথায় একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, সে ত' কই, এমন বোকামি কখনও করে না, করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বোকামি সে ত' করিয়াছেই, এখন তার ফল কি হইল তাহাও একটু শোন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোট'র সংখ্যা অনেক। ঐ ত' তুচ্ছ ক্ষণিক মজা, কিন্তু ঐ মজাটুকুর লোটালুটি-ব্যাপারে অনেকগুলি ছোট তাহাতে যোগদান করিল। এক একজন একাই সবটা লুটিয়া চায়, কাজেই পরস্পর ঝগড়া ও বিবাদ বাধিয়া যায়। প্রত্যেকের মনে আশঙ্কা—'আমার এই সাধের জিনিষটা, বুঝি, ঐ অপর একটা ছোট আক্রমণ করিয়া আমার গ্রাসটা কাড়িয়া লইতে আসিতেছে! আবার, সাধের জিনিষটা যখন অন্যে জোর করিয়া, হিংসা করিয়া লইয়া গেল, ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যখন তাহাকে আর তৃষ্ণা মিটাইয়া ভোগ করা গেল না বা ভোগ করিতে করিতে অতৃপ্ত অবস্থায় উহা মাঝখান হইতেই নষ্ট হইল, তখন হইল তার বিষম শোক। সে কি ভীষণ বুক-ফাটা কান্না! যেন তার বুকের হৃৎপিণ্ডটা উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেল—উঃ কতদূর আসক্তি! কিন্তু মজার কথা এই যে, সেই কান্না আবার যখনই থামে, আবার তখনই সে ছুটে ঐরূপ মজা লুটিতে; আবার সেই ছোট অপরাপর ছোটগুলিকে হিংসা করিয়া ঐ সাধের বস্তু ভোগকরিতে, ফলে আবার সে পায় ঐরূপ শোক, আবার সে কাঁদে। কথায়ই আছে "সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।" তারও হচ্ছে সেই অবস্থা।

এমনটী কিন্তু তাহার স্বভাবে নাই, বা এমনটী যে চিরকালই থাকবে, তাও নয়, কেন না, তা' হলে সে আবার ভুল শোধরাইয়া তার সেই নিত্যমনিবের—বড়-চৈতন্যের বাড়ীতে, অর্থাৎ তার নিজের দেশে, তার নিজের ঘরে গিয়া আবার মনিবের কাজকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবার সুযোগ পায় কেন? আসল কথা হচ্ছে যে, ঐ গোড়ার ভুলটাই বড় ভয়ানক হইয়াছিল। ওটা শুধরাইলেই অর্থাৎ বুদ্ধিটা তার একটু ভাল হইলেই সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, সে কোন্ জিনিষ আর ঐ বড়-চৈতন্য—তার নিত্যকালের মনিবই বা কে? সে তখন ভাবে যে, তার অতবড় মনিবের অসংখ্য অমূল্য জিনিসের একমাত্র ওয়ারিসানসূত্রে ভাবি মালিক হইয়াও সে অমন অনিন্দ্য-সুন্দর মনিবের অমন অনিন্দ্য সেবা ছাড়িয়া একটা কুৎসিত মোহিনীর ছলনার মোহে ভুলিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছে—কত বড় নিমক্হারামির কাজই না করিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ, ঐ ত' একটু অন্যমনস্কতা—মালিকের সুখ ছাড়িয়া একটু নিজের সুখের পানে দৃষ্টি! আর তার ফলে কতটা ভোগান্ত, কতটা বিরাট কর্ম্মকাণ্ড—কত হাঙ্গামা-ফেসাদ।

এই ছোট-চৈতন্যগুলির বোকামি দেখিয়া সে-গুলিকে শোধরাইয়া ঘরে আনিবার ভার লয়েন কিন্তু ঐ বড়-চৈতন্যই। তাঁরই আর এক নাম 'সনাতন'। তিনি কখনও কখনও নিজের বিশ্বস্ত লোক (ইনিও সনাতন) পাঠাইয়া ছোট-চৈতন্যগুলির কাণে কাণে, কখনও গায়ে হাত বুলাইয়া, কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, কখনও কোমল-স্বরে, কখনও

কঠোর-স্বরে কেবল নিজের পরিচয়, কেবল স্বদেশের কথা, কেবল নিত্য মালিকের কথা, কেবল নিত্য সহজ সেবাসম্বন্ধের কথা বলিয়া বলিয়া তাহার সমস্ত সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেন। তাহাতে কোন কোন ছোট-চৈতন্য হঠাৎ সেই ডাকে সাড়া দিয়া উঠে, আর সেই সনাতনের পিছু পিছু তাঁহার কথামৃত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কায়মনোবাক্যে সনাতনেরই সমস্তকার্য্যকে একান্তভাবে নিজের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে। সে বুঁদ হইয়া থাকে না, বরং কাজের দেশে আসিয়া সে অবিরাম সেই সনাতনেরই সেবা-কার্য্য করিতে থাকে --এইরূপে সেই সনাতনের আনন্দেই নিজে ডুবিয়া যায়। আর যাহারা সেই সনাতনের কথায় সাড়া দেয় না, যাহারা তাঁর শরণাপন্ন হয় না, তাঁর কথা শুনিল না, তাহারা ঐ ভীষণ অস্বাস্থ্যকর বিদেশে বিঘোরে পড়িয়া ক্ষণিক মজার জন্য মারামারি করিয়া মরে, কেউ বা শোকে মোহে ভয়ে দুঃখে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরণ-পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

এই যে সনাতনের ছোট-চৈতন্যের কাণের নিকট গিয়া বলাবলি করিয়া ছোট'র নিত্যমালিক বড়-চৈতন্যের কথা জানান, উহারই নাম—'শ্রুতি' বা 'বেদ'। সনাতনের মুখ হইতে এই বাণী শ্রুতিগোচর হইলে কোন কোন ভাগ্যবান্ ছোট নিজের স্বদেশের বৈকুণ্ঠের যাত্রিরূপে সম্মুখে দলের যাহাকেই পায়, তাহাকেই এই আনন্দের সংবাদ জানাইয়া ফেলে; আবার সেও তার দেখাদেখি অপরকে এই আনন্দবার্ত্তা জানাইয়া ক্রমশঃ যাত্রীর গোত্র বৃদ্ধি করিয়া শ্রুতিপথে কীর্ত্তন দ্বারা বেদকে অবতারণা করায়। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনই সমস্ত ছোট'র নিত্যধর্ম্ম। ইহাই বেদ—ইহাই পুরাণ—ইহাই ভাগবত—ইহাতেই ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত। ইহা না থাকিলে জগৎ হইতে বেদ ও বৈদিকধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া জগৎধ্বংস হইয়া যাইত।

ইনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন, এইজন্য ইঁহার নাম 'সনাতন'—(সদা + তন)। এই সনাতনের কোন ভাঙ্গা-গড়া নাই, কোন প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই, ইঁহার পূজায় কোন বিসর্জ্জনের বাজনা নাই, আছে কেবল সেবকের নিত্য আরাত্রিক-সেবার বাজনা—তাও যে সে বাজনা নয়—যে বাজনায় ঐ ছোট-চৈতন্যকে বড়-চৈতন্যের—সনাতন বিষ্ণুর নিত্যসেবানন্দরসে ডুবাইয়া সনাতনের সেবক-গোষ্ঠী বাড়াইয়া নবনব সেবানন্দ-স্রোতে ভাসায়।

বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী পাঠকপাঠিকা, এই সনাতনই দিব্য-জ্ঞানরূপ বৈকুণ্ঠ-সন্দেশদাতা সদ্গুরু—তিনি আর কেহই নহেন—স্বয়ং সনাতন। তিনি নিত্যকালই ছোট-চৈতন্য-রূপী আমাদিগকে আমাদের নিত্যমালিক সেই বড়-চৈতন্য বিষ্ণুর—সেই সনাতন বস্তুর ধামে গিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ডাকিতেছেন। চলুন, আমরা সকলেই আর এক-টুকুও সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার মধুরস্বরে গীত সেই গানটী গাই—

"ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম (রে)।
যে জন চৈতন্য ভজে, সেই আমার প্রাণ (রে)॥"
—(চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ)।

এই গানই একদিন জগদ্গুরু নিত্যানন্দ স্বয়ং গাহিয়া গৌড়দেশ-বাসিগণকে গাওয়াইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ করিয়াছিলেন। কৃপাময় পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-অনুগ্রাহিকাগণের প্রতি ইহাই আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ; আর নিত্যকালই যেন এইরূপ সম্ভাষণ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।

ঠাকুরের কীর্ত্তন

(শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৫ই আশ্বিন —১৩৩২)

[শ্বেতকুসুমগুচ্ছ]

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥"

(১)

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবোপকরণ-রূপে দর্শন করুন্। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যে দিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্র-নন্দন, বাসুদেব-ময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্বস্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র-নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন্, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন্ প্রকার

ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক দর্শন হইলে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রতধর্ম্মের হাত হইতে ছুটী পাইবেন।

* * * *

(২)

আমাদের বহু স্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছেন, কিন্তু মাতৃগণের হরিভজনের সুযোগ প্রদানের জন্যও আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য যাঁহারা গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেই সকল মাতৃগণের পৃথক্ আবাসের দরকার নাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের অনেকের অসৎ-সঙ্গজনিত হরিভজনের ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর গণ সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোন প্রকার অন্য লোকের সংস্রব থাকিবে না, কেবল কয়েকজন ঈশান (যেমন বৃদ্ধ ঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণী-বেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যদি হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন, প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থ পাঠ, পরস্পর সদালোচনা, প্রজল্পাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিবিমুখ ইষ্টগোষ্ঠী, সর্ব্বতোভাবে বিলাসাদি বর্জ্জন, কেবলমাত্র হরিভজন করিবার জন্য জীবনধারণার্থ মহাপ্রসাদের সম্মান, আদর্শ জীবন যাপন, নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া কাল যাপন করেন, তাহা হইলে এইরূপ একটা আদর্শবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লীর হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা সহরে যে প্রকার ধর্ম্মের আবরণে ঘৃণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস দিয়া হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য নীতিবিগর্হিত কার্য্যে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা নিতান্ত শোচ্য। একটু নীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই এই জন্য কলিকাতা সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

* * * *

(৩)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

* * * *

(৪)

চৈতন্য-চন্দ্রের কৃপা-কণা যে পরিমাণে যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণচেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল-কলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে

তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিক ভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার যোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

* * * *

(৫)

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না।

"নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাইবিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁ'র চরণ দুখানি॥
নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

* * * *

(৬)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক, সমাজে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন। গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটী ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তি কথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহৎ ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজন ও হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

* * * *

(৭)

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

* * * *

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তা-বস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যা-নন্দের নাম গ্রহন করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌরনিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের "গৌর"নাম কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ

মায়ার নাম কীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর'নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম হইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থলে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণগৌরনিত্যানন্দ, প্রাণগৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌরনিত্যানন্দনামাক্ষর 'গৌর-নিত্যানন্দের নাম' নহে।

* * * *

(৮)

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে –

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকালসত্য বস্তু। অক্ষজদ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন এক সময় প্রকট এবং কিছুকাল পরে অ-প্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা কিছুকালের জন্য উদিত একটী ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র' মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকালসত্য-বাস্তববস্তু। তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন, অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপরতত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাহা হইতে বড় নহেন। পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক। (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

"পিতা মাতা গুরু সখা ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয়॥

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্য-বর্গের সহিত, নিজপাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্য বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবা দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ-পাল্যবর্গ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহার—পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশ্যগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম, প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া চ্যুত-গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

'পুত্র' পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র'-নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র'নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাহার পুত্রোৎপাদন কার্য্যটী জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপ-কার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদনরূপ কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব পুত্র ও অবৈষ্ণব পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজনবিচারে, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর,

শ্রীগদাধর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল-মধুর-রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শক্ত্যেবাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ার বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল-মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল-ভজনপ্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া গৌরভোগী বলা ন্যায় সঙ্গত।

---

* প্রেরিত পত্র

মাননীয়

গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক-মহোদয়গণ

সমীপেষু—

মহাত্মগণ! কৃপাপূর্ব্বক আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পত্রখানিতে মাদৃশ অধমের নিম্নলিখিত সমালোচনা-প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। নিরপেক্ষ সত্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারই আপনাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য বলিয়া আমি বিদিত আছি। আরও জানি যে, আপনারা নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশ করিতে বহির্ম্মুখ লোকের চিত্তরঞ্জন বা তথাকথিত বৈষ্ণবনামধারিগণের বৃথা প্রজল্পের অপেক্ষা করেন না। এই ভরসায়ই আপনাদের নিকট আমার প্রবন্ধটী প্রেরণ করিলাম। আশা করি, আপনারা আমার এই প্রবন্ধটী ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ আপনাদের পত্রে স্থান প্রদান করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির এবং সজ্জন ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন তথা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে সহস্র সহস্র ভ্রমের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের ভাবি কল্যাণ বিধান করিবেন। ইতি। ৬ই আশ্বিন ১৩৩২।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

গঙ্গানন্দপুর, যশোহর।

* এই প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদকগণ দায়ী নহেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা প্রেরিত পত্র লেখকের ক্রমাগত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর প্রকাশ করিব। তবে আমরা বলিতে চাই যে, কোন ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ভ্রমপ্রমাদাদি পরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা জগতে মহা অনর্থ উপস্থিত হয় এবং জীবকুলকে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব অপরাধে নিমজ্জিত করাইয়া থাকে। আমরা আমাদের গুরুবর্গের শিক্ষায় দেখিতে পাই যে—

'বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতি-বিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥"

যে সকল অক্ষজজ্ঞান প্রতারিত ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য এবং শ্রীরূপ সনাতন, ঠাকুর হরিদাস প্রমুখ পার্ষদ-গণের পদনখশোভাদর্শনের যোগ্যতারহিত এবং তজ্জন্য বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব', অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও বিদ্ধ বা সামান্য বৈষ্ণবে সমন্বয় করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত-বিচারে মৌন থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্দ্বারা বালিশজনের মহা অনিষ্ট এবং অনন্ত-বৈষ্ণবাপরাধের পথ অপাবৃত হয় বলিয়া তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃই সুধীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

গৌঃ সং

ভ্রমপূর্ণ নব্য গ্রন্থের

সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী।

"বৈষ্ণবসঙ্গিনী" পত্রিকার বিংশখণ্ড ১০ম, ১১শ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২) সংখ্যায় "প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে কোন আধুনিক ও নব্য লেখকের বৈ—দিগ্‌দর্শনী" নামক একখানা পুস্তকের সমালোচনা পাঠ করিলাম। ঐ পত্রিকার সমালোচনাটী পাঠ করিয়া আমার গ্রন্থখানি দেখিবার বিশেষ কৌতূহল জন্মে। আমি আমার কোন আত্মীয় দ্বারা কলিকাতা হইতে পুস্তকখানি আনাই

এবং উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হই। পুস্তকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এত ভ্রমপ্রমাদ এবং ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়-বৈভব-জ্ঞানে নব্য লেখকের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, আমাকে উক্ত বৈষ্ণবসঙ্গিনীর সমালোচনার সমালোচনা করিতে বাধ্য করিয়াছে। যাহাতে এইরূপ সহস্রভ্রমপরিপূর্ণ পুস্তকে বৈষ্ণব ইতিহাস ও বৈষ্ণবগণের চরিত্রে লোকের ভুল ধারণা ও কলঙ্ক আনয়ন না করে তজ্জন্য আমি বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা সমালোচনাটী লিখিতে প্রণোদিত হইয়াছি।

সাহিত্যিক, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে বৈষ্ণব ঐতিহ্য, ভগবৎপার্ষদ ও পূতচরিত্র বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যে অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা "বৈষ্ণব-সঙ্গিনীতে" সমালোচিত পুস্তকটী আরও অধিকতর ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ এবং জগতের মহা অনিষ্ট-সাধনকারী। কারণ প্রচ্ছন্ন শত্রু অপেক্ষা স্পষ্ট শত্রু অনেক অংশে ভাল। স্পষ্ট শত্রুকে লোকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারে। বৈষ্ণবের কাচ কাচিয়া, বৈষ্ণব-লেখক পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব ঐতিহ্যে অনভিজ্ঞতা ও ভ্রমযুক্ত স্বকপোলকল্পিত মত জগতে প্রচারিত হইলে উহাদ্বারা কোন এক সম্প্রদায়ের লোকের মনোরঞ্জন হইলেও জগতের এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বড়ই অসুবিধার কথা। "গোবিন্দ-দাসের কড়্চা" নামক জাল পুঁথিতাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যখন ঐ পুঁথিটী লিখিত হইয়াছিল তখন কে জানিত যে উহা ভবিষ্যৎ জগতের সাহিত্যসেবী ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রামাণিক-গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও ঐতিহ্যের মহা অনিষ্ট সাধন করিবে? জগতে যত প্রকার সহজিয়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি অপসম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি রচিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও আদিতে ঐরূপেই হইয়াছিল।

"বৈষ্ণব-সঙ্গিনীর" ঐ গ্রন্থটী আদ্যন্ত পাঠে "অনির্ব্বচনীয় প্রীতির কারণ" বুঝিতে পারিলাম না। 'বৈষ্ণব-সঙ্গিনী'র সমালোচিত গ্রন্থে সঙ্গিনীর সম্পাদকমহোদয়কে প্রতিষ্ঠা-শিখরে আরোহণ করাইয়াছেন বলিয়াই কি প্রীতির কারণ? ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিতে জগতে সহস্র প্রমাদপরিপূর্ণ পুস্তক প্রচারিত হইতে দেওয়া কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

"বৈষ্ণবসঙ্গিনী" আরও লিখিয়াছেন যে, "গ্রন্থকার মহাশয় এই বৈষ্ণবইতিহাস সঙ্কলনে যে গভীর গবেষণা, বহু গ্রন্থ-অধ্যয়ন ও প্রামাণিক বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের আন্তরিক প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।' কিন্তু তাঁহার সমালোচিত গ্রন্থ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আমরা অদ্য তাঁহার গ্রন্থ-খানির কেবল মাত্র প্রথম দুই পৃষ্ঠার ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে উহার সহস্র ভ্রম প্রদর্শন করিব।

গ্রন্থের ভূমিকায়—"প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ অতিক্রম করিয়া কোন স্থানেই কল্পিত মতের অনুসরণ করা হয় নাই। কালনির্ণয়ব্যাপারে অধিকাংশ স্থলে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বহু বিচার সিদ্ধান্তের পর * * সাবধানতার সহিত এই কার্য্য করা হইয়াছে * *।"— এই বাক্যটীর ব্যভিচার আমরা গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখিতে পাই। গ্রন্থকার শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৯৩৬ শকে, চৈত্র মাসে এবং তাঁহার Corresponding খৃষ্টাব্দ ১০১৪ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীঅনন্তাচার্য্যরচিত প্রপন্নামৃতগ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

"শালীবাহশকাব্দানাং তত্রাষ্টত্রিংশদুত্তরে।
গতে নবশতে শ্রীমান্‌যতিরাজোঽজনি ক্ষিতৌ ॥"
— প্রপন্নামৃত ১১৪ অঃ ২৭ সংখ্যা

গ্রন্থকার কি বলিতে চান এরূপ প্রামাণিক গ্রন্থ থাকিতেও তিনি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? যদি বলেন, যদি তিনি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ৯৩৬ শকাব্দই শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রকট শকাব্দ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহার "প্রামাণিক গ্রন্থগুলির সহিত সামঞ্জস্য * *" কথার সার্থকতা কোথায় এবং বৈষ্ণবসঙ্গিনীর লিখিত "গভীর গবেষণা, বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রামাণিক বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন"— এ কথারই বা সার্থকতা কোথায়? প্রামাণিক গ্রন্থ

বর্ত্তমান থাকিতে অনুমানের আশ্রয়-গ্রহণ-করা-রূপ-ব্যাপারটী গ্রন্থলেখকের বৈষ্ণব ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থগুলির নাম পর্য্যন্ত জানা নাই, ইহাই প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং এইরূপ কল্পিত মতবাদময় গ্রন্থ পড়িয়া সমাজের কি লাভ হইতে পারে?

গ্রন্থকার এমন একটী সাধারণ ভুল করিয়াছেন যে, যাহা একটী ছাত্রবৃত্তির ৭ম শ্রেণীর বালকেও সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকারের কথামত শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রকট শকাতীতাব্দা ৯৩৬ এর চৈত্রশুক্লাপঞ্চমী হইলেও তাহার সমসাময়িক Corresponding খৃষ্টাব্দ ১০১৪ হইতে পারে না। সুতরাং ৯৩৬ এর পৌষমাসের কতিপয় দিন পর্য্যন্ত ১০১৪ খৃষ্টাব্দ ও পৌষ শেষ হইতে ১০১৪ না হইয়া ১০১৫ খৃষ্টাব্দ হইবে। ব্যবকলন-ক্রিয়া নিতান্ত প্রাথমিক গণিতাধীতিগণও জানেন। লেখকের সেই জ্ঞানও নাই কেন? গ্রন্থের ২য় লাইনের ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে। গ্রন্থকার "মাদ্রাজ হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে, পেরাম্বদূর গ্রামে" রামানুজের জন্মভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার "গভীর গবেষণা, বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রামাণিক বিচারনৈপুণ্যযুক্ত" পুস্তকে এরূপ অনির্দ্দিষ্ট "দূর" কথাটী দ্বারা গবেষণা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীপেরেম্বদুর গ্রাম মাদ্রাজ হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে। যাহারা মাদ্রাজ হইতে শ্রীরামানুজের জন্মস্থান মহাভূতপুরীতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টী ভালরূপে জানেন। সুতরাং এই বিষয়ে গভীর গবেষণা কেন, শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রে শ্রীরামানুজাচার্য্যের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াই আমরা নব্য গ্রন্থকারের বহু পূর্ব্বে প্রকৃত খবর রাখিয়াছি। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রে রামানুজাচার্য্যের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য সত্যই গবেষণামূলা। কারণ ঐ পত্রিকায় রামানুজাচার্য্য-চরিতের লেখক মহোদয় স্বয়ং ঐ সকল স্থান দর্শন করিয়া এবং যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ বা ঐতিহ্য লেখা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুতরাং যোগ্যব্যক্তিরই উহাতে হস্তক্ষেপ করা শোভনীয়।

নব্য গ্রন্থকার শ্রীপাদ রামানুজ সম্বন্ধে কোন প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান পান নাই বলিয়াই তাঁহার লেখনী প্রমাণ করিতেছে। রামানুজাচার্য্যের সম্বন্ধে যে তিনি যে সুসংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। নব্য গ্রন্থকার গবেষণা দূরে থাকুক, মোটা কথাগুলি পর্য্যন্ত আদৌ জানেন না। তিনি বলিয়াছেন, রামানুজীয়গণ গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তিনি দক্ষিণ দেশে রামানুজীয়গণের আচার ব্যবহার কখনও দর্শন করেন নাই, তাই ঐরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি রামানুজীয়গণের তিলক সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহারও সম্পূর্ণ খবর রাখেন না। তেঙ্গলই ও বড়গলই—এই দুই প্রকার রামানুজীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিলক-চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার 'গজনীর সুলতান মামুদ ও শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গে আগমন ও বাস' সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? প্রামাণিক গ্রন্থের কথা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বকপোলকল্পিত মত সুধীব্যক্তিগণের অগ্রাহ্য।

"গঙ্গা নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।" এই স্থানে "গঙ্গা" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং "নামে" না হইয়া "নাম্নী" পদ হইবে।

"শ্রীরামানুজ স্বামীর **মতবাদ** স্থাপন" শ্রৌতপন্থী-বৈষ্ণব আচার্য্যের "মত" কখনও "মতবাদ" শব্দ বাচ্য নহে। 'মতবাদ' বলিলে ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত অশ্রৌত মত বুঝাইয়া থাকে। এই বাক্য দ্বারা নব্যগ্রন্থকারের চারিজন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যগণের দার্শনিকসিদ্ধান্তবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচয়-পাওয়াই যাইতেছে।

"যমুনা মুনি" এই শব্দটী কি গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত? শ্রীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিষয়ে গবেষণা দূরে থাকুক, নব্য গ্রন্থকারের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষ প্রামাণিক পন্থ গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটী" পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। যেহেতু, তিনি যদি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোদ্ধৃত আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্র পাঠ

করিতেন তাহা হইলে যামুনাচার্য্যকে 'যমুনা মুনি' বলিয়া ভুল করিতেন না !

"শৈবধর্ম্মানুরক্ত চোলরাজের" স্থানে কোল বা চোল রাজ হইবে, 'চোলরাজ' নহে। সার উইলিয়ম হাণ্টারের ভারতীয় ইতিহাস পড়া থাকিলে এই প্রমাদটী লেখককে বিপন্ন করিত না। গ্রন্থকারের শ্রীরামানুজাচার্য্যের রচিত প্রধান গ্রন্থগুলির পর্য্যন্ত নাম জানা নাই। অথচ তিনি নিদর্শনী লিখিতে প্রয়াসী। বেদান্তসূত্র রামানুজের গ্রন্থ নহে, উহা ব্যাসের রচিত সূত্র-গ্রন্থ। শ্রীরামানুজ উহার 'শ্রীভাষ্য' নামে একটী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বেদান্ত দীপ' শ্রীরামানুজ-রচিত। উহা ব্রহ্মসূত্রের টিপ্পনী গ্রন্থ।

এইবারে আমি বৈষ্ণবসঙ্গিনীর সমালোচিত গ্রন্থের কেবল প্রথম পাতার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পরে গ্রন্থখানির মধ্যে সহস্র বা ততোধিক মারাত্মক ভ্রম ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিব।

আমরা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলী এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রকেই অনুরোধ করি যে, যেমন ভ্রমযুক্ত ঘটনা ও সিদ্ধান্তমূলক ইতিহাস 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তদ্রূপ এই গ্রন্থটীর বিষয়েও আন্দোলন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। কারণ এইরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইলে সাহিত্যিকগণ বহু ভ্রমপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ভ্রমান্ধকারে পতিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্রই কোনও প্রকৃতবৈষ্ণবমহাত্মার লেখনী হইতে বৈষ্ণব-ইতিহাস ও তথ্য বিষয়ক একটী সুসিদ্ধান্ত ও সঠিক তথ্য পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া গভীর ভ্রমান্ধকার রাশি হইতে জীবগণের উদ্ধারের উপায় করা হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' পত্রিকা যে এই সহস্র ভ্রমপূর্ণ পুস্তককে "Text Book Committee কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত এবং এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের" শুভ-সংকল্প করিতেছেন তাহাতে ছাত্র সমাজের, অধ্যাপক সমাজের, জন সমাজের যে নির্ভুল ঐতিহ্য ও সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিবার ব্যাঘাত ঘটিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকা ভাল, কিন্তু ভ্রমপ্রমাদযুক্ত ধারণায় অভ্যস্ত হওয়া কোন মতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দুঃসঙ্গ বা সৎসঙ্গের ছলে দুঃসঙ্গ কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। ঐরূপ সঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গ অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

প্রচার প্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় শুদ্ধভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্ণিয়া জিলার কাটিহার ই, বি, আর, ষ্টেশনের রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ও আহ্বানে তথায় শুভাগমন করেন এবং স্থানীয় রামারাম ইনষ্টিটিউট্ হলে "জীবের স্বরূপ ও তাহার কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে গত ৭ই হইতে ৯ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত তিনদিবস হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা করেন। গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ও তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ দিব্যসূরি অধিকারী মহাশয়ের অপূর্ব্ব নর্ত্তন ও সুমধুর কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কাটিহার প্রবাসী বাঙ্গালী রেলওয়ে কর্ম্মচারী ব্যতীত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী এবং শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের কতিপয় ভক্তও বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি কথা শ্রবণ করিয়া ছিলেন।

শুদ্ধ-হরিকথাপ্রচারের সহায়তা কল্পে কাটিহার-প্রবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত মিত্র, পরমোৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু ও পূতাত্মা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ কাটিহার হইতে পার্ব্বতীপুরে হরিকথা-প্রচারার্থ শুভাগমন করিয়াছেন।

গত ১১ই আশ্বিন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সমস্ত দিবস-ব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং রাত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনী, তাঁহার শিক্ষা ও প্রচারিত মত সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ের সৌজন্যে রাত্রে বহুবিধ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে গত দশমী দিবস হইতে এক

মাসব্যাপী ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-মহামহোৎসব' আরম্ভ হইয়াছে। গত বিজয়া-দশমীর দিবস শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-মহামহোৎসব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল; অপরাহ্নে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা-সংকীর্ত্তন-হইবার পর শ্রী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম সম্পাদক প্রবর শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যের পূত জীবনীর আলোচনা করেন, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ 'শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রৌতপন্থার আদর' এবং ত্রিদণ্ডিপাদ পরিব্রাজক-প্রবর শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ মুখে শ্রীমধ্বাচার্য্যের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগে আচার্য্যের মহামহোৎসব সেবা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ ও ভক্তবৃন্দও মহা উৎসাহে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণাদি সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ এখন মৈমনসিংহ জিলার রামামৃত গঞ্জ এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম চারিবাড়া নামক স্থানের হরিসভায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। রামামৃতগঞ্জে হরিকথা-প্রচারের সহায়তাকল্পে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত সপ্তাহে শ্রীগৌড়ীয় মঠে খুল্‌নার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ও যশোহর লোহাগড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত সনাতন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের পরলোকগত পিতা ও মাতার আত্মার কল্যাণার্থ শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদদ্বারা একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। খুল্‌নার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু মহোদয়ের উচ্চকীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা পাত্র ঝিকিমিল নিবাসী শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ শ্রীধাম মায়াপুরে বৈষ্ণববিধানমতে শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণ ও কতিপয় ভক্তসঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর মহোদয় শ্রীমন্দিরের কার্য্য যাহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও শ্রীমন্দির পরিদর্শন করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুরের সহিত শ্রীধামে গমন করিয়াছিলেন।

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল্ মহোদয় একটী রমণীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকাদি এবং অর্থানুকূল্য করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির, শ্রীআসন ও ভক্তগণের প্রসাদসম্মানের স্থানে ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ও সুযোগ্য ম্যানেজার ধর্ম্মোৎসাহী, সাধু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহোদয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদ্যুতিক আলো প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে স্বচরণামৃত প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও স্থানীয় করোনেশন পার্কে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রত্যহ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ও হৃদয়-স্পর্শিনী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেছেন। আশা করি, অনেক সুকৃতিমান ব্যক্তি এই স্বামিজীর আদর্শ জীবন ও তাঁহার শ্রীমুখের শ্রৌত-বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মার পরম কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ কুষ্টিয়া "মোহিনী মিল্‌স্ লিঃ"এর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে সেই মিলে গত ৩০শে ভাদ্র শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া

তত্রস্থ অধিবাসিবৃন্দের পরম প্রীতি বিধান করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার পর কলিকাতা সেণ্ট্রালকলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় আবেগভরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে "৪৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ যে প্রকার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে শ্রীভগবানের কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন সেই প্রকার আবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সুযোগ্য প্রচারকবৃন্দ ধন, কুল ও বিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাদের উজ্জ্বল আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদবাবু ও গিরিজাবাবুর যত্ন ও চেষ্টায় তৎপর দিবসও তাঁহাদের গৃহে বক্তৃতা ও হরিকীর্ত্তন হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদবাবু ও গিরিজাবাবুর সেবাপ্রবৃত্তি ও প্রচারে উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের আয় ব্যয় তালিকা

৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩১ সাল শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উৎসব উপলক্ষে আয় ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

সংগৃহীত।

দৈনন্দিন সেবাভিক্ষা	৪৪৫৸৵১০
মহাপ্রভুর প্রণামী	৩৫৩॥০
প্রণামী মারফৎ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে	৩৩৭৲
মাসিক চাঁদা	৪৫৩৲
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	১৩৸৴০
গত বৎসরের তহবিল	৯১॥৶৭॥০
বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তালিকা	২৬৯৬।৴৫
	৪৩৯১।৭॥০

খরচের তালিকা।

চাউল খরিদ	১৩০।৫
বাজার তরকারী	৮৬১।৵৭॥
ডাল	৯৭৲১৫
তৈল	১৬১৸৴১০
চিনি, গুড়	১৩১৸৶১০
ঘৃত	১৩৩।৫
লবণ	২০।৴৫
মশলা	৯৪।৴১৫
কাঠ, কয়লা	২২২৸৵১০
বাসন পত্র	৮৮৲
দুগ্ধ	২০৩।১০
ময়দা	৫৭৸৶১০
কেরোসিন	৬১৲
মঠগৃহ-শুল্কাদি	৭৮৮৸৶১০
পাথেয়	৩৬১॥৫
ডাকখরচ	২৫।১০
পারিশ্রমিক	৩১৫৸৶০
বিবিধ	১৯৩।৵১৫
মুদ্রাঙ্কন	৩৪৸৵০
গৃহ-সংস্কার	১৩৪৶০
চিকিৎসা	৭৮।৴১০
নগদ তহবিল	১২৫৲
মোট	৪৩৯১।২॥

সংশ্লিষ্ট তালিকা

মাসিক চাঁদা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়	২৫৲
" পাগুল মৃধা	২০৲
" সতীশচন্দ্র গুহ	১৫৲
" নদীয়াবাসী সাহা	১৮৲

১২৲ টাকা হিসাবে ৪জন—৪৮৲

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমদাস বানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ সাহ, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সেন।

১১৲ টাকা হিসাবে ২ জন—২২৲

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহ, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা।

১০৲ টাকা হিসাবে ২ জন—২০৲

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়।

৮৲ টাকা হিসাবে ৩জন—২৪৲

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৭৲

৬॥০ টাকা হিসাবে ৪জন—২৬৲

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দে, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ ললিতমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত।

৬৲ টাকা হিসাবে ৫জন—৩০৲

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসাক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ	৫৸০

৫॥০ টাকা হিসাবে ৪জন—২২৲

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহা	৫।০

৫৲ টাকা হিসাবে ৫ জন—২৫৲

শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী, রায় শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু বাহাদুর, বিনোদবিহারী গোপ, রামগোপাল ধর, নীরোদ বরণ সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুপ্ত	৪৸০
" পূর্ণচন্দ্র দাস	৪৲
" বিনয়কুমার রায়	৩৸০
" শ্রীশচন্দ্র গুহ	৩॥০

৩।০ টাকা হিসাবে ৩ জন—১০।০

শ্রীযুক্ত বনবিহারী সাহা, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসাক।

৩৲ টাকা হিসাবে ১৭ জন—৫১৲

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্তা শচীরাণী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত গোপমোহন গৌরহরি পাল, শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস, গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র নিয়োগী, অক্ষয়কুমার রায়, নিশিকান্ত গুহ, হরিচরণ পাল, নৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র, চিন্তাহরণ দে, কালাচাঁদ সাহা, শ্যামবল্লভ দে, শশাঙ্কমোহন বসু।

২৸০ হিসাবে ১১ জন—৩০।০

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বড়াল, শ্রীযুক্ত লোকনাথ ঘোষ, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন, জগদীশচন্দ্র বসু, রণজিৎকুমার দত্ত, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, অরুণেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, বৈদ্যনাথ শীল, যতীন্দ্রনাথ রায়, বেল ওয়ে মেস্।

২॥০ টাকা হিসাবে ৬ জন—১৫৲

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুপ্ত, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, হেমচন্দ্র নাগ, পরিমলচন্দ্র ঘোষ।

২৲ টাকা হিসাবে ৫ জন—১০৲

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, প্রদ্যোৎকুমার বসাক, মদনমোহন গাঙ্গুলী, কামিনীমোহন গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৸০ টাকা হিসাবে ২ জন—৩॥০

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস, তারকনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বানার্জ্জী	১॥০

১।০ টাকা হিসাবে ২ জন—২॥০

শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন চন্দ, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৲ টাকা হিসাবে ৩ জন—৩৲

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, মালীটোলা মেস্, হৃষীকেশ ভাদুড়ী।

৪৫৩৲

উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	১১৩৬৴০
শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে	১৫০৲
সেন এণ্ড কোং	১০০৲
Mr. H. M. Shircore	৫০৲
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী	৫০৲
" যামিনীলাল রায় চৌধুরী জমিদার	৪২৷৷০
বার্ক মায়ার ষ্টাফ্	
মাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল	৪০৲
শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সরদার	৩০৲
মাঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ	২৫।৴০
মৈমনসিংহ ও মুন্সীগঞ্জ হইতে সংগৃহীত	
	৪৮৭৸০

২৫৲ টাকা হিসাবে ১০ জন—২৫০৲ টাকা

১। জি, লেজারস্ এণ্ড কোং, ২। সতীশচন্দ্র সেন, ৩। দ্বারকানাথ ভক্ত, ৪। কালিমোহন সাহা, ৫। আনন্দমোহন পোদ্দার জমীদার, ৬। শ্যামাচরণ দাস, ৭। J. Donald Esq. ৮। বার্ক মায়ার ষ্টাফ, ৯। সিরকুর কোং ষ্টাফ্, ১০। হরিবিনোদ দাস অধিকারী।

২২৲ টাকা হিসাবে ২ জন—৪৪৲ টাকা

১। আর, সিম্ কোংর ষ্টাফ্।

২। গুড নাইল্ জুট বেলিং ষ্টাফ্।

ম্যানেজার, রেলি ব্রাদার্স　২১৲

২০৲ টাকা হিসাবে ৫ জন—১০০৲ টাকা

১। জনৈক বন্ধু, ২। ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার, ৩। কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, ৪। সুরেন্দ্রনাথ চাক্লাদার, ৫। নারায়ণগঞ্জ গুড নাইল কোং ষ্টাফ্।

১৫৲ টাকা হিসাবে ৮ জন—১২০৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত নারাঙ্গ রায় নাগরমল, ২। বালমুকুন্দ ওঙ্কারমল, ৩। প্রকাশচন্দ্র সরকার, ৪। সোণাকান্দা বেলিং কোং, ৫। রমানাথ দাস জমীদার, ৬। জগবন্ধু দাস, ৭। এম্, ডেবিট্ ইন্‌জিনিয়ারিং হেড্ অফিস, ৮। এল, এস, এম, হোসেন।

রায়সাহেব গৌরনিতাই শাহ শঙ্খনিধি　১৩৲

১২৲ টাকা হিসাবে ৩ জন—৩৬৲ টাকা

১। এম্, সি চন্দ্র, ২। J Donald's Staff. ৩। এম, ডেভিট্ ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ্।

১০৲ টাকা হিসাবে ২৭ জন—২৭০৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত জি, এম্, সাহা, ২। জয়চন্দ্র নাগ, ৩। গুরুদাস সরকার, ৪। কে, জি, সাহা এণ্ড কোং, ৫। বিরাজমোহন দে, ৬। মোহনলাল বকারিয়া, ৭। ভাগিনীসুন্দরী সরদার, ৮। দ্বারকানাথ সরদার, ৯। রাধাবল্লভ দত্ত, ১০। রাধানাথ দাসাধিকারী, ১১। Mr. A Jacob ১২। বি, এন্, মুকুটী, এস, সি, দাস ১৩। প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৪। মুরারীমোহন রায়, ১৫। গুরুপ্রসাদ রামচন্দ্র সাহা, ১৬। কান্তিরাম, রামশঙ্কর সাহা, ১৭। গজেন্দ্রলাল বণিক্য, ১৮। বার্কমায়ার ব্রাদার্স, ১৯। মহারাজ ভূপেন্দ্রকুমার রায় বাহাদুর, ২০। M. V. Stephen. ২১। রামতুর্ল্লভ সাধুচন্দ্র রায়, ২২। K P. Fildesley, ২৩। সুষমাবালা দেবী, ২৪। নারায়ণগঞ্জ গুড নাইল্ কোং, ২৫। ঐ ম্যানেজার, ২৬। রেলিব্রাদার্স ষ্টাফ্, ২৭। এম্, ডেবিট্, ইন্‌জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ অফিস।

৮৲ টাকা হিসাবে ৫জন ৪০৲ টাকা

শ্রীমতী প্রিয়বালা দাস্যা, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সিংহ, প্রসন্নকুমার দাস, রাধিকামোহন সাহা, আঙ্গুর মুলতান।

৭৲ টাকা হিসাবে ২ জন—১৪৲ টাকা

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন শশীমোহন রায়, জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা।

৬৲ টাকা হিসাবে ৩ জন—১৮৲ টাকা

শ্রীযুক্তা রমানাথের মাতা, শশীভূষণ দত্ত, জর্ডিন স্কিনার কোং ষ্টাফ্।

৫৲ টাকা হিসাবে ৫২জন—২৬০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, গঙ্গাচরণ মৈত্র, নিশিকান্ত মিত্র, লোকনাথ গুরুচরণ রায়, দেবনাথ কালিদাস চৌধুরী, গোপীনাথ হরিশ্চন্দ্র পোদ্দার, নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, রমানাথ দাস জমীদার, সোণাকান্দা বেলিং এণ্ড কোং, মেসার্স ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্ক, অধোক্ষজ দাসাধিকারী, বঙ্কিম চন্দ্র দাসাধিকারী, রোহিণীকুমার রায়, হেমন্তলাল সাহা, নসীরাম পোদ্দার, শ্যামাচরণ ভৌমিক, আনন্দ, রাইমোহন

সাহা, ধীরেন্দ্রকুমার সাহার মাতা, হেমন্তকুমার ঘোষ, এস, জে, লেজারস, জগন্নাথ দাসাধিকারী, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, উপেন্দ্রচন্দ্র নাথ, কুঞ্জবিহারী দে, যোগেশ চন্দ্র দাস জমিদার, বৃন্দনাথ সুখলাল পোদ্দার, রাধাশ্যাম দাস, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র সাহা, অন্নপূর্ণা দাসী, গৌরচন্দ্র দাস, ব্রজগোপাল বণিক্য, প্যারীমোহন কৃষ্ণমোহন সাহা, পূর্ণচন্দ্র সাহা, বিপিনবিহারী সাহা, শ্যামলাল দাস, আনন্দচন্দ্র রায় জমিদার, হরিদাস সাহা, যতীন্দ্রনাথ গুহ রায়, মনোমোহন হীরালাল রায়, কালীকৃষ্ণ দেব, হরকুমার নিবারণ চন্দ্র দাস, মোহন-বাঁশী, অমরচাঁদ সাহা, লালমোহন গোপীবল্লভ দে, কেবল-কৃষ্ণ গোবিন্দচন্দ্র সাহা, তুলারাম বীজরাজ, পীতাম্বর কৈলাস চন্দ্র পাল, কুমুদচন্দ্র গুহ সিংহ, সুষমাবালা দেবী, গোপাল মোহন কর, P. J. Shircore Esq. জ্ঞানদাসুন্দরী রায় চৌধুরী, প্রভাতচন্দ্র বসুর স্ত্রী।

৪৲ টাকা হিসাবে ২০ জন—৮০৲ টাকা।

১। বার লাইব্রেরী, সেরপুর। ২। গোপাল দাস চৌধুরী, ৩। প্রসন্নকুমার সাহা, ৪। চুনীলাল ভৈরব দাঁ, ৫। আশারাম মূলতানমল, ৬। হরিপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। জগন্নাথ প্রসাদ ক্ষেত্রী, ৮। গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ, ৯। গোকুলচন্দ্র রায় জমীদার, ১০। শ্রীশচন্দ্র সোম, ১১। শ্রীদামচন্দ্র দাস, ১২। নন্দলাল সেন, ১৩। মোহিনীমোহন সিংহ, ১৪। ক্ষেত্রমোহন গোপ, ১৫। অতুলমোহন দাস, ১৬। ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্কের ব্যাপারীবর্গ, ১৭। চন্দ্রকিশোর বিহারীলাল ১৮। টানবাজার ইউনিয়ন জুট কোং, ১৯। মনোমোহন গুহ, ২০। রজনীকান্ত রায়।

৩৲ টাকা হিসাবে ২২ জন—৬৬৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়, ২। এ, পি, সেন, ৩। অমরচন্দ্র পাল চৌধুরী, ৪। ল্যাণ্ডেল ক্লার্ক অফিসের ষ্টাফ, ৫। নন্দলাল চৌধুরী, ৬। রাইমোহন পোদ্দার, ৭। এস, সি, চক্রবর্ত্তী, ৮। গোপীনাথ দাস, ৯। কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। গোঁসাইদাস পাল ১১। মদনমোহন বসাক, ১২। কালিদাস সাহা, ১৩। ডাক্তার সুবলচন্দ্র দাস ১৪। রায়চাঁদ শশীমোহন কুণ্ডু টোকানী, ১৫। প্রসাদবিনোদলাল পাল, ১৬। রামচন্দ্র সাহা, ১৭। শ্রীনাথ পূর্ণচন্দ্র শ্যামাচরণ সাহা, ১৮। জগন্নাথ পূর্ণচন্দ্র সাহা, ১৯। রজনীকান্ত রাধাকান্ত সাহা, কৈলাসচন্দ্র বরদাকান্ত সাহা, ২১। বেণীমাধব পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২২ বৃন্দাবন চন্দ্র পাল।

২৲ টাকা হিসাবে ১৭০জন—৩৪০৲ টাকা

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দত্ত কবিরাজ, জগচ্চন্দ্র কর্ম্মকার, রাইমোহন, শশীমোহন সাহা, অধরচন্দ্র গোপদাস, হীরালাল ঘোষ, বরদা, জ্ঞানদা, রণদা, প্রাণদা প্রসাদ সাহা, দেবীচরণ দে, সতীন্দ্রকুমার চৌধুরী, দয়াময়ী নন্দী, রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, বনগ্রাম হরিসভা, ভীমচরণ রায় গোপীনাথ সাহা, দিগম্বর বসাক, চন্দ্রনাথ, অনঙ্গমোহন, অক্ষয়কুমার সাহা, সুরেন্দ্রকুমার রায়, বুধ সিং বাহচাঁদ, রতন চাঁদ, হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রঘুনাথ, সুবলচন্দ্র চৌধুরী, পার্ব্বতী নারায়ণ চৌধুরী, সারদাকান্ত দাস, সুধন্য মোহন সুর, রেলি ব্রাদার্স, বুধাই, গৌরকিশোর, হরিকিশোর সাহা, সাচনী উমাকান্ত পোদ্দার, মহেশচন্দ্র শ্যামেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, ঐ ব্যাপারীবর্গ, নন্দকুমার সাহা, কুঞ্জলাল পীতাম্বর বণিক্য, চারুচন্দ্র দাস, ছগমল হুলিচাঁদ, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পার্ব্বতীচরণ সিংহ, কামদেব দাসাধিকারী, সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, নলিনীকান্ত বসু, সুরেশচন্দ্র ঘটক, মেঘরাজ ছগমল, দেবেন্দ্র কৃষ্ণ কুণ্ডু, দৌলৎমল মোহন মল, চিমন লাল শ্রীগোপাল, গোবিন্দচন্দ্র বণিক্য, রামধন কংসবণিক, অক্ষয়কুমার তালুকদার, হরলাল কুণ্ডু, কালীকুমার কংস বণিক, নবকিশোর কামিনী কুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ পাল, ভূপেন্দ্র নারায়ণ পাল চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মহেন্দ্রচন্দ্র বণিক, জলধর পোদ্দার, ব্রজবাসী বণিক, ললিতমোহন পোদ্দারের স্ত্রী, মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, হরেন্দ্রলাল বসাক, রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রায়, প্রতাপচন্দ্র প্রফুল্ল রঞ্জন রায়, যতীন্দ্রমোহন বসু, সারদাপ্রসাদ সেন, ইন্দ্র নারায়ণ হরচন্দ্র পাল, সতীশ চন্দ্র দাস, রামহরি পাল, ললিতমোহন সেন, মথুরা, রাধিকা মোহন সদ্দার, কমলাকান্ত সাহা, মদনমোহন সাহা, হারাধন সাহা, হৃষীকেশ দাস, সুদর্শন সাহা, দ্বারিকানাথ সাহা দিঃ, নবীন কাঙ্গালীচরণ সাহা, হরিমোহন সাহা, প্রমোদকুমার রায়, বরদা প্রসাদ, গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, অহিভূষণ মুহুরী, পূর্ণচন্দ্র সাহা, মহেন্দ্র চন্দ্র দাস, বরদাকান্ত

রায়, ভৈরব মোদক রাজমোহন মালাকার, বি, সি, চাটার্জ্জী, নৃপেন্দ্র কুমার রায়, বিশ্বেশ্বর দত্ত, ডাঃ কামিনী কুমার ভৌমিক, গোপীমোহন সাহা, রাজেন্দ্রকুমার মনীন্দ্র কুমার দাস, যতীন্দ্রকুমার দাস, ফুলচাঁদ ধূমচাঁদ বসাক, হৃষীকেশ দাস, জয়চন্দ্র চারুচন্দ্র দাস, অন্নদা ভাণ্ডার, গোপীনাথ ভাণ্ডার, রায় মিত্র কোং, ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, নিকুঞ্জ বিহারী পাল, গোষ্ঠ পালের মাতা, ললিত পালের স্ত্রী, শরচ্চন্দ্র বণিক্য, জি, ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র গুহ, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, রায় রমেশ চন্দ্র গুহ বাহাদুর, বিনোদ লাল পাল, সাধুচরণ কুণ্ডু, নন্দলাল বণিক, চামারু গোপীনাথ পাল, গোপাল ভাণ্ডার, লালমোহন কৃষ্ণলাল পাল, রাই মোহন কবিরাজ, সতীশচন্দ্র, সুবোধচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ রায়, রিপণ লাইব্রেরী, কালীচরণ রাধাগোবিন্দ সাহা, মতিলাল দাস জমিদার, যজ্ঞেশ্বর পোদ্দার, গঙ্গাসাগর লোকনাথ সাহা, ডাঃ মুকুন্দলাল বড়াল, দ্বিজদাস দত্ত, ব্রজহরি সুর, বসন্ত কুমার দাস, অশ্বিনী কুমার দাস, জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত, রাধারমণ দাসের মাতা, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, মনোমোহন গুহ, জগত্তারা সেনগুপ্ত, রায় সাহেব যামিনী কুমার বিশ্বাস, ভাওয়ালের রাজকুমার, সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী, যজ্ঞেশ্বর বড়াল, মন্মথ নাথ বসু, মনোমোহন নাথ, চন্দ্রকুমার নাথ, অম্বিকাচরণ দাস, বরদাকান্ত ধর, নকুল চন্দ্র দাস, পূর্ণচন্দ্র সাহা, কালীপদ সরকার, রামকান্ত সোম, রাজনারায়ণ দাস, পদ্মনিধি মেডিকেল হল, পরশুরাম রামনারায়ণ, মদনমোহন সাহা, ললিতচন্দ্র বণিক্য, লালমোহন পরশুরাম হরিদাস, রেবতীমোহন পোদ্দার, মনোমোহন কর্ম্মকার, কৈলাসচন্দ্র শ্রীনাথ দাস, রস্তম সর্দ্দার, মকবুল সর্দ্দার, আলেপ খাঁ, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, কুঞ্জবিহারী পাল, চুনীলাল সাহা, সীতানাথ নবদ্বীপচন্দ্র সাহা, বিপিনবিহারী কুঞ্জ বিহারী সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র রাধাচন্দ্র পোদ্দার, হরিবাসী বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা, নগরবাসী মোদক, নিতাই বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, রসরাজ গুহ, মনোমোহন পাল, প্রভাতচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কদমালী ব্যাপারী, গোঁসাই দাস ঈশ্বর মণ্ডল, হামেদ আলী মমতাজ উদ্দীন, হরিদাস সাহা, মনোমোহন গুহ, গুণেন্দ্র কিশোর রায়।

১৷৷০ টাকা হিসাবে ৩জন—৪৷৷০

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পপুলার লাইব্রেরী, রাজকুমার সাহা।

১৲ টাকা হিসাবে ৫৩২ জন—৫৩২৲

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ দাস, গঙ্গাচরণ সাহা, হাজারী লাল, জগচ্চন্দ্র, রাধানাথ সাহা, দুর্গাচরণ, কানাইলাল সাহা, হরেকৃষ্ণ গোপ, ত্রৈলোক্য নাথ দত্ত কবিরাজ, যশোদালাল সাহা, অবিনাশ চন্দ্র গুহ রায়, গিরীশ চন্দ্র কর্ম্মকার, অক্ষয় কুমার সাহা, নীলাম্বর ভজনচন্দ্র সাহা, নিকুঞ্জ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার সাহা, বিজয় চন্দ্র নাগ, কুমুদ কমল নাগ, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, প্রসন্ন কুমার দাস, সত্যেন বাবুর নায়েব মহাশয়, ঢেঙ্গর চন্দ্র সাহা, প্রবোধ চন্দ্র নাগ, যোগেন্দ্র কুমার সাহা, জলধর সাহা, সারদা কিঙ্কর রায়, কেদার নাথ সেন, টিকম চাঁদ দান সিং, জহরমল বাবু, রঘুনাথ, লোকনাথ সাহা, মধুসূদন দত্ত, অন্নদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ব্রজদয়াল সিং, রামলাল সিং, রাধিকা মোহন চৌধুরী, নিতাই চাঁদ, ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, মিশ্রিমল কুঠারী, কুমুদ লাল ভৌমিক, রায় মহেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীশ চন্দ্র বাগ্‌চী, শশী লাল রায়, ত্রিপুরাকান্ত চৌধুরী, ব্রজনাথ দত্ত, কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ দাসগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, হরগোপাল ভট্টাচার্য্য, দীনবন্ধু দত্ত, জগচ্চন্দ্র রায়, গুরুচরণ রায়, কে, মিত্র, নলিনীকান্ত মিত্র, যতীন্দ্র মোহন মৈত্র, নৃপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, ভৈরব বাজার, ডাঃ গজেন্দ্র কুমার সাহা, চন্দ্র কুমার সেন, যজ্ঞেশ্বর পাল, যমুনা সুন্দরী দাস্যা, ভগবান, গগন, গোবিন্দ সাহা, শম্ভুনাথ, নবকিশোর সাহা, দিগম্বর গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, বাবুলাল কানু, পরেশ চন্দ্র দাস, শ্রীমন্ত অমৃতলাল সাধু খাঁ, হারাণ চন্দ্র ভূপতি মোহন রক্ষিত, নিমচরণ সাহা, সি, আর, সাহা, হারাণ চন্দ্র নবদ্বীপ চন্দ্র রায়, হাজী বলাপী মোল্লা ও আবদুল হাবিব মিঞা, হরি পোদ্দারের ব্যাপারীবর্গ, রামদয়াল কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা, হরেন্দ্র লাল রায়, গৌরচন্দ্র রায়, বৃন্দাবন চন্দ্র রায়, প্রাণকুমার গুহ, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শশাঙ্ক কুমার বসু, রাধাবল্লভ দাসের স্ত্রী, হরিমোহন নাগ, সীতানাথ শাহ বণিক্য, নিত্যানন্দ রায়, শচীন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাঃ নেপাল চন্দ্র রায়, দেবেন্দ্র কুমার দাস, রাধাবল্লভ দত্ত, মরণ চাঁদ বসাক, প্রাণবন্ধু রায়, মণীন্দ্র নাথ নাগ, রাজমোহন সেন, ধরণীনাথ বসাক, অনুকূল চন্দ্র গুহ, সারদা

কান্ত চক্রবর্ত্তী, চারুচন্দ্র গুহ, ভূপেন্দ্র নাথ গুপ্ত, হরকুমার বসু, হরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী নাথ চক্রবর্ত্তী, অক্ষয় কুমার রায়, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, রাধাশ্যাম দে, গোপীমোহন বসাক, দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, ত্রিগুণাচরণ দাশ গুপ্ত, বিনোদ বিহারী গোপ, রাজ মোহন তপাদার, রাধিকালাল পাল, রাধামাধব চৌধুরী, রাজকুমার কুণ্ডু, ভাগবতচন্দ্র তালুকদার, রাজেন্দ্র মোহন পাল চৌধুরী, রাইচরণ গুহ বিশ্বাস, হরিদাস সাহা, শ্রীনাথ সাহা, গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, হরি মোহন সাহা, ললিত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্রলাল রায়, দিগেন্দ্র চন্দ্র দাস, সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাইমোহন ধর, যোগেন্দ্র মোহন বসাক, গোকুল চন্দ্র বসাকের স্ত্রী, নবদ্বীপ চন্দ্র বসাকের স্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র বসাক, ঈশান চন্দ্র বসাকের স্ত্রী, অনাথবন্ধু রায় চৌধুরী, জ্যোতিৰ্ম্ময় রায়, অখণ্ড কুমার বসু, সরযূবালা দেবী, রাজেন্দ্রলাল রায়, চারুহাসিনী ঘোষ, হীরালাল দত্ত, শরচ্চন্দ্র বসাক, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসাকের স্ত্রী, মহেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পার্ব্বতীচরণ বসু, ধূলিচাঁদ অমর লাল, যোগেন্দ্র চন্দ্র ধর, নগেন্দ্র নাথ দত্ত, গিরিজাপ্রসন্ন রায়, কৃষ্ণদাস শাহ বণিক্য, আর, কে, বসাক, হরগোবিন্দ রঘুনাথ পাল, রামশরণের স্ত্রী, সুকৃতিবালা দাসী, আশুতোষ গোস্বামী, মন্মথনাথ গুহ ঠাকুরতা, নীলকমল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রমোহন বসাক, কুঞ্জকিশোর দে, চঞ্চলাময়ী দাসী, কানাইলাল গোপ, সাধুরাম নবীনচন্দ্র পাল, রামনারায়ণ গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, বৈষ্ণবচরণ কৃষ্ণধন রায়, খগেন্দ্র কুমার ঘোষ, রাধাবল্লভ নাথ, রসরাজ বসাক, শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক, সুন্দলাল বণিক, ডাঃ ললিত মোহন দাস, কৃষ্ণদাস লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, কানাইলাল পোদ্দার, রাধিকামোহন সাহা, প্রাণবল্লভ সাহা, প্রাণবল্লভ গোপ, তারকনাথ সেন, পঞ্চানন পোদ্দার, আশুতোষ পোদ্দার, ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার, হরিচরণ সাহা, দুর্গাপ্রসন্ন সেন, শচীমোহন দেব কর্ম্মকার, জ্যোতিষ চন্দ্র চৌধুরী, • হরিমোহন দাস, কুঞ্জবিহারী পোদ্দার, বঙ্কুবিহারী পোদ্দার, কানাইলাল পোদ্দার, নদীয়াবাসী সাহা, রামকানাই সাহা, পার্ব্বতীচরণ আচার্য্য, শরচ্চন্দ্র পোদ্দার, দীননাথ প্রসন্ন কুমার সাহা, কুঞ্জমোহন সাহা, শশীমোহন সাহা, সচিত্রমোহন সাহা, মহিমচন্দ্র সাহা, মাধব চন্দ্র সাহা, মদনমোহন ভূঞা, ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, পণ্ডিত চন্দ্র সাহা, দুর্গাচরণ সাহা, রাই মোহন সাহা, রাইমোহন শীল, রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস, কামিনী ভূষণ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হেমচন্দ্র বসু, অতুলচন্দ্র রায়, শিবেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, অতুল চন্দ্র রায়, নবীন চন্দ্র সাহা, দীনবন্ধু, রাইমোহন সাহা; নবীনচন্দ্র, গুরুচরণ মোদক, নৌরাং রায় নগরমল, অধর চন্দ্র সাহা, দেবনাথ কর, ডেহির চরণ রাধাকান্ত বণিক, বৈকুণ্ঠ সাহা, গোপালচন্দ্র সাহা, গৌরচন্দ্র, রেবতী মোহন সাহা, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, ব্রজবাসী দাস, রামকুমার ঝুম্ ঝুম্ওয়ালা, শ্যামসুন্দর বসাক, বি, আর, দাস, পূর্ণচন্দ্র দাস, কুঞ্জমোহন সাহা, পুলিনবিহারী দাস, রবিদাস কৃপানাথ সাহা, ভুবনমোহন সাহা, হরিমোহন কৈলাসচন্দ্র সাহা, বিপিন বিহারী সাহা, জগন্নাথ রেবতী মোহন সাহা, রাম গোপাল ধর, শ্যামলা সুন্দরী দাসী, শচীন্দ্র লাল গুহ, নিশি ভূষণ ঘোষ, ঈশ্বর চন্দ্র রুদ্র, সুরেন্দ্র মোহন নন্দী, সুরেশ্বর মজুমদার, প্রোপ্রাইটর, হল ফার্ম্মেসি, মাখন লাল রায়, রজনীকান্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ সাহা বণিক, মিহিলাল শশীমোহন সাহা, রামচন্দ্র শাহ বণিক, সীতানাথ দাস, কৃষ্ণচরণ রায় চৌধুরী, প্রসন্ন লাইব্রেরী, সুরেন্দ্রনাথ বসাকের স্ত্রী, শরৎ কুমার চক্রবর্ত্তী, প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্পলাল দাস, কুঞ্জমোহন সাহা, বিপিন বিহারী ঘোষ, যতীন্দ্র নাথ দে, নটেন্দ্র কুমার পাল, যশোদা লাল পাল, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ পালের মাতা, কৃষ্ণদাসের মাতা, প্রমথ পালের স্ত্রী, গোষ্ঠ পালের স্ত্রী, দ্বারিকা নাথ রায়, হরিদাস ব্রহ্মচারী, যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনী কান্ত পাল, মোহন্ত লাল বণিক্য, শশীমোহন দে, রাই মোহন মণ্ডল, কামিনী কুমার পাল, রাসমোহন পাল, রাধা বল্লভ দে, প্রসন্ন কুমার দে, হারাণ চন্দ্র রক্ষিত, প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রজনী কান্ত বণিক্য, বিক্রমপুর ট্রেডিং কোং, রাধিকামোহন দত্ত, কুঞ্জ বিহারী নন্দী, রামচন্দ্র মোদক, গোঁসাই দাস, গুরু চরণ নন্দী, প্রসন্ন কুমার, কালাচাঁদ নাথ, কৃষ্ণবল্লভ পাল, নিত্যানন্দ আনন্দ চন্দ্র কুণ্ডু, বৃন্দাবন চন্দ্র নাথ, রাধা চরণ পোদ্দার, বলরাম চন্দ্র দত্ত কবিরাজ, রাধাচরণ মোদক, রাধাবল্লভ পোদ্দার, হারাণ চন্দ্র সাহা, ললিত মোহন পাল, উমাচরণ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন সরকার; জ্ঞানেন্দ্র মণ্ডল, দ্বারিকানাথ নন্দী, রামমণি দত্ত, করুণা

কিশোর গুহ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কালাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালাচাঁদ, হারাণচন্দ্র সাহা, মহেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, সত্যেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র পাল, মহানন্দ তালুকদার, টোকানী অমরচাঁদ দে, চরণ গোপ, জগদীশ চন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র লাল পাল, হরেন্দ্র লাল পোদ্দার, স্বানন্দ চন্দ্র পাল, গোবিন্দ চন্দ্র কবিরাজ, মাধব কবিরাজ, বৃন্দাবন চন্দ্র, হেমচন্দ্র দাস, সনাতন সাহা, কৃষ্ণমোহন প্যারীমোহন সাহা, হীরালাল গোষ্ঠবিহারী সাহা, গোপীমোহন রায় চৌধুরী, মদন মোহন কেশবলাল দাস, কাউটান ত্রীকফিল্ড, হরিনাথ দাস, রায় সাহেব করুণাকান্ত দাসগুপ্ত, অনুকূল চন্দ্র সেনগুপ্ত, জি, ঘোষ, সুধন্যরঞ্জন ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, অক্ষয়কুমার রূপলাল সাহা, সখা প্রেস, বিশ্বনাথ বস্ত্রালয়, কিশোরী বস্ত্রালয়, ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, নলিনী বস্ত্রালয়, লোকনাথ বস্ত্রালয়, অমৃত বস্ত্রালয়, অন্নদা লাইব্রেরী, নারায়ণ স্বদেশী বস্ত্রালয়, হরেন্দ্রকুমার সেন, রমণী রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবলাল দাস, গোষ্ঠবিহারী সাহা, জানকীনাথ দাস, সহরলাল দাস, সহর বাবুর কন্যা, কালাচাঁদের মাতা, অক্ষয়কুমার দাস, বনবিহারী সাহা, গজেন্দ্রকুমার মঙ্গলচন্দ্র সাহা, হরিশ গগন, বলাইচন্দ্র সাহা, মনোমোহন দাস, চন্দ্রকান্ত ঘোষ, গিরীশচন্দ্র নাগ, নদীয়ার চাঁদ দাস, গৌরচন্দ্র কৃষ্ণমোহন দাস, বৈষ্ণবচরণ রাধাচরণ সাহা, গোবিন্দ-চন্দ্র পাল, অমূল্যচরণ চন্দ, ব্রজলাল শাহ বণিক, বিপিন বিহারী দাস এণ্ড ব্রাদার্স, ভোলানাথ সাহা, বসন্তকুমার ঘোষ, ঠাকুরদাস সাহা, চন্দ্রশেখর গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বণিকের স্ত্রী, অক্ষয়কুমারী শাহ বণিক্য, রামচন্দ্র বণিক, হরি বেণী-মাধব সাহা, ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু সাহা, সরযূবালা গুপ্তা, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, রমেশচন্দ্র রায়, নলিনীকান্ত রায়ের স্ত্রী, রেবতী মোহন রায়, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণানন্দ রায়, লালমোহন বসাক, বিপিনবিহারী গুপ্ত, অটলবিহারী দত্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ শাহ বণিক, গদাধর ইন্দ্রমোহন শাহ বণিক, জগদীশচন্দ্র ঘোষ, রায় ব্রাদার্স, তরণীকান্ত পাইন, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শশীমোহন পাইন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমরঞ্জন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ইন্দ্রমোহন, ক্ষেত্রমোহন দে সরকার, বিরাজমোহন রায়। সীতানাথ পাল, গগনচন্দ্র সাহা, রাধারমণ সাহা, রামজয়, রামচরণ পাল, ইউনাইটেড্ ব্রাদার্স, ভারতলক্ষ্মী বয়ন-মন্দির, হীরালাল চক্রবর্ত্তী, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধাগোবিন্দ বসাক, অমৃতলাল সেন গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, গোপালের মাতা, প্রফুল্লকুমুদ লাইব্রেরী, শ্যামবল্লভ দে, সত্যেন্দ্র নাথ, রাজেশ্বর দাস, অক্ষয়, অজিতকুমার শাহ বণিক, কালীগঙ্গা ষ্টোর, মোহিনীকুমার বসু, রাজেন্দ্রকুমার বসু, হারাণচন্দ্র সাহা, মদনমোহন পাল, বৃন্দাবন পোদ্দার, নৃত্যগোপালের মাতা, শ্রীশচন্দ্র ধর, প্রমথনাথ ঘোষ, ভূপতিচন্দ্র নাগ, ধাইমোহন নাথ, রাধাবল্লভ সরকার, রাধাবল্লভ পাল, যুধিষ্ঠিরনাথ কবিরাজ, সতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র পাল, গগনচন্দ্র বনমালী, অনাথবন্ধু পোদ্দার, যুধিষ্ঠিরচন্দ্র কর্ম্মকার, মরণচন্দ্র নাথ, বিপিনবিহারী সাহা, শ্যামচন্দ্র সাহার মাতা, হরিচরণ সাহা, চন্দ্রধর দাস, রাধারমণ দাস, বিনোদবিহারী শাহ বণিক্য, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, লালমোহন গোপীনাথ পাল, রাধারমণ দাসের পুত্র, মহেন্দ্রলাল রায়, সত্যপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রজকিশোর দে, সাধুচরণ রায়, অনুকূলচন্দ্র দাস, শ্রীধর ভাণ্ডার, রাধাকান্ত বসাক, ইয়ংম্যান এণ্ড কোং, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ভূপতিমোহন বসু, কালীকুমার ঘোষ, দশরথ শরৎচন্দ্র সাহা, কানাইলাল সিং, মদনমোহন সাহা, তারিণীচরণ সাহা, প্যারীমোহন রক্ষিত, মনোমোহন ঘোষ, তারাচাঁদ কুঞ্জবিহারী পাল, শশমোহন দত্ত, রাজকুমার, পাঁচকড়ি দে, রামচরণ কৃষ্ণমঙ্গল সাহা, হীরালাল সাহা, উপেন্দ্রলাল অনুলচন্দ্র সাহা, রামচন্দ্র দুর্গাচরণ সরকার, সীতানাথ দে, রামধন রামেশ্বর দে, অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র পাল, রেবতীমোহন দাস, নরসিং পুরুষোত্তম, সনাতন পাল, দেবেন্দ্রলাল পাল, রসিকলাল সা, রাধিকা-মোহন সাহা, গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ললিতমোহন ঘোষ, উপেন্দ্রলাল বিশ্বাস, লালমোহন গোপীনাথ পাল, সরোজিনীকান্ত বসু, হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, রাজেন্দ্রকুমার বণিক, ললিতচন্দ্র দত্ত, হরকুমার দত্ত, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সানুকূলচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রলাল মজুমদার, প্রসন্নকুমার দাস, প্রেমচাঁদ রায়, ত্রৈলোক্য গুরুচরণ রায়, রায় বাহাদুর শরৎকিশোর বসু, রজনীকান্ত বসু, আশুতোষ লাইব্রেরী, রামকুমার বসাক,

সন্তোষ লাইব্রেরী, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ, নীলকান্ত মিশ্র, সুরেন্দ্র কিশোর বসু, রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্ত্তী, বসন্তকুমার পাল, ওয়াট ব্রাদার্স অফিস ষ্টাফ, লাক্ষী জীবন এণ্ড কোং, গঙ্গাচরণ দত্ত, রামসুন্দর হরিশ্চন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, আনন্দমোহন আস্থ, রায় শরৎকিশোর বসু বাহাদুর, রাধাবল্লভ দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত বড়াল, ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী, রাইমোহন, পেয়ারীমোহন গোপ, বলাইচাঁদ বণিক, ভূপতিমোহন দাস, ধরণীমোহন বসু, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকুমার ঘোস, শশাঙ্কমোহন বসু, গোপীনাথ পোদ্দার, চিন্তাহরণ দে, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার ঘোষ, ধরণীমোহন চন্দ্র, শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন অধিকারী শ্রীশচন্দ্র গুহ, বৃন্দাবন রাজমোহন গুরুচরণ নিবারণ দত্ত, রাসবিহারী, দাস, জানকীনাথ দাস, তাজপুর সরকার বাড়ী, রাধারমণ গোপ, কুমুদিনীকান্ত কর্ম্মকার, শশধর মজুমদার, নবদ্বীপ ললিতমোহন পাল, মহেশচন্দ্র পাল, হরিমোহন কুণ্ডু, কালীচরণ নাথ, উমাকান্ত নাথ।

চাউল সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ মতিলাল—	৬/
৫/ মণ হিসাবে ২ জন—	১০/
১। শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দাস	
২। শ্রীযুক্ত রাজমোহন পাল	
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু—	৪/
২/ মণ হিসাবে ২ জন—	৪/
১। শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় চৌধুরী জমিদার	
২। শ্রীযুক্ত গুরুদাস দে সরকার	
১/ মণ হিসাবে ৯ জন—	৯/

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন, জানকীবল্লভ দত্ত, দীননাথ গুরু চরণ পাল, জগচ্চন্দ্র কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, দীননাথ, গুরু চরণ, তীর্থবাসী পাল, যতীন্দ্র নাথ সেন, গঙ্গাসাগর সাহা, গোপীনাথ হরিশ্চন্দ্র পোদ্দার, নবীন চন্দ্র, রামচন্দ্র সাহা,।

॥৫ সের হিসাবে ৭ জন— ৩৸৹

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ধর, মহাভারত সাহা, রসিক মোহন দাস, লালমোহন গোপীনাথ পাল, গগন চন্দ্র, তিলক চন্দ্র দাস, গগন চন্দ্র দে, তিলক প্রতাপ চন্দ্র দাস নীলকমল দত্ত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সাহা—	।৫
।৹ সের হিসাবে ২ জন—	॥৹
১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়	
২। শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক	
খুচরা—	৫/২॥৹
	৪২।৭॥৹

ডাল সংগ্রহ।

মুগ

রায় সাহেব গৌর নিতাই শাহ শঙ্খনিধি—	১/
॥৹ সের হিসাবে ৩ জন—	১॥৹
১। শ্রীযুক্ত মহাভারত সাহা	
২। শ্রীযুক্ত দীননাথ সাহা	
৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়	
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন জগবন্ধু সাহা	।৫
।৹ সের হিসাবে ২ জন—	॥৹
১। শ্রীযুক্ত মহানন্দ সাহা	
২। শ্রীযুক্ত প্রয়াগলাল বাবু	
/৭॥ সের হিসাবে ২ জন—	।৫
১। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সাহা	
২। শ্রীযুক্ত হানন্দ সাহা	
/৫ সের হিসাবে ৩ জন—	।৫
১। শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন সাহা	
২। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ রাধাচরণ দাস	
৩। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস	
শ্রীযুক্ত রামকেশবরাজ গোবিন্দ দাস—	/৩৸৹
	৪/৮৸

মটর

।৹ সের হিসাবে ২ জন—	॥৹
১। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন	
২। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক	

/৭॥০ হিসাবে ২ জন—	।৫
১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সাহা	
২। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ সাহা	
/৫ সের হিসাবে ৩ জন—	।৫
১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র দাস	
২। শ্রীযুত নদীয়াচাঁদ দাস	
৩। শ্রীযুত নিধু ছিদাম দাস	
শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস	/৩৮০
/২॥০ সের হিসাবে ৫ জন—	।২॥০

শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দাস, পীতাম্বর দাস, মথুরামোহন দাস, রসিকলাল বসাক, হানিফ্ মিস্ত্রি।

শ্রীযুক্ত পরাণ চন্দ্র দাস—	/১॥৫
	১॥৭॥০

বুট

শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ দত্ত	॥০
,, হরদেও গণেশ নারায়ণ	।৫
,, রাজকুমার সাহা	।০
,, কালু দাস	/৮
/৫ সের হিসাবে ২ জন—	
১। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সাহা	
২। শ্রীযুত মনোমোহন মঙ্গলচন্দ্র দাস	
ভজয়ালীতপজল হোসেন	/৩৮০
গুরুচরণ বৈষ্ণবচরণ সাহা	/২॥০
	১॥৯।০

লবণ

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সেন	/৫

ল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মানুষ শ্রৌতপন্থা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের প্রদর্শিত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিতে পারে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বহু জন্মজন্মান্তরের পর জীব সুদুর্লভ, অনিত্য অথচ পরমার্থদ মানব-জন্ম লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবৎ সেবাই যে মানব-জন্মের একমাত্র কৃত্য তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবজ্জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম ফল।

গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, নতুবা পশুত্বের দিকে যাইবেন। ভগবানের কথা বাদ দিয়া যে "আমি", যে "আমি" "নিত্য ভগবানের নিত্য আমি" নহি "সেই নশ্বর আমির" কখনও সুবিধা হয় না।

হরিকথার দুর্ভিক্ষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এমন বান্ধব কে আছেন? মানুষ জাতি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এত দুর্বিবেকী যে কুসিদ্ধান্তবাক্য গুলিকে "সিদ্ধান্ত" বলিয়া প্রচার করিবার দাম্ভিকতা করিয়া থাকেন এবং হিতাহিত বিবেচনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। সৎসঙ্গপ্রভাবে যদি আমরা পশু-স্বভাবের সদৃশ স্বভাব ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার সুবিধা পাই, তবেই আমাদের মঙ্গল সম্ভাবনা। মানুষ ঐরূপ অসৎসঙ্গে পতিত হইলে কখনও খুব বুদ্ধিমান হইয়া যান কখনও বা পাগল হইয়া পড়েন। যিনি সর্ব্বদা হরি-সেবা-তৎপর তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরি-ভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কাল বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব, এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের চরম কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কাল-বিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমার নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে। কখনও বলিবে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্", কখনও বলিবে স্বদেশ-সেবা করাই পরম ধর্ম্ম, কখনও বলিবে 'যে গ্রামে বাস করিতেছ সেই গ্রামের, সেই গ্রাম্য দেবতার বা সমাজের মহত্ত্ব বিবর্দ্ধন করাই তোমার ধর্ম্ম।' এইরূপ নানা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। আমরা তখন বলিব, যখন ঈশ্বর আমাকে canine teeth (কুকুর দন্ত) প্রদান করিয়াছেন, যখন এত পশুপক্ষী মৎস্যাদি জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিকে আমার

খাদ্য ও শরীর পুষ্টির উপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমি ঐ সকল ভক্ষণ করিয়া আমার দেহের পুষ্টি ও আমার দেহের সম্পর্কীয় যাবতীয় লোকের পুষ্টি করিব ও করাইব এবং ঐ সকলকেই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিব। তখন আমরা আরও বলিব যে আমি যখন যুবক তখন আমি যুবার ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিব, ঈশ্বর যখন আমাকে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তখন আমরা তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিব, আর আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরিচালনার সুবিধার জন্য ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ, তাঁহার হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, নাসিকা নাই, তিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন প্রভৃতি বলিয়া যত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য জগৎ সব আমার ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এইরূপ অপরাধময় বিচার জগতে প্রচার করিব।

আমরা আমাদের মঙ্গলের পরিপন্থী ব্যক্তিদিগকেই বন্ধু বলিয়া বরণ করি। কারণ, তাঁহারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল কথাগুলি বলিয়া আমাদিগের আপাতমধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু এই সকল বন্ধু আমার কতদিন বন্ধুর কার্য্য করিবেন? তাহাদের কি ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐ সকল বন্ধুর বিষয় বিবেচনা বা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না।

যে ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বাহ্য জগৎ দেখিতেছি, সেইটাই কি আমি? ভগবান্ থাকুক কি না থাকুক তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা নিত্যধর্ম্ম আলোচনা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে civic administration লইয়া ব্যস্ত, অনেকে ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি, অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছি, অত্যন্ত বৈষ্ণববিরোধী ও বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া কল্পনা করিতেছি, 'ভোগা' দেওয়া' কথাকেই ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া মনে করিয়াছি, পুণ্য ও পাপের জন্যই নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি, কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি।

> যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
> কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
> নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

শ্রুতি বলেন, যখন ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি সেই পরমেশ্বর হেমকান্তি পুরুষকে জীব দর্শন করেন, তখন বিদ্বান হন, পুণ্য-পাপরূপ অঞ্জন অর্থাৎ মলিনতা তাহা হইতে বিদূরিত হয়, তিনি সেবায় নিযুক্ত হইয়া পরমশান্ত অবস্থা লাভ করেন।

> কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
> ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

মানুষ কি এতই মূর্খ যে কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, এরূপ বিচার করে, এরূপ কল্পনা করিয়া দুর্লভ পরমার্থদ মনুষ্য জন্মকে অকাতরে নষ্ট করে! জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কখনও কোন কর্ত্তব্য নাই। আপনারা কি একবারও বিবেচনা করিতে পারেন না, একবারও ভাবিয়া দেখেন না, একবারও মনুষ্য নামের সার্থকতা দেখাইতে পারেন না, নিরন্তর হরিভজন করুন্ সর্ব্বজীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন, সকল জীবের চেতন-বৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন্। জীবের, অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র সার্থকতা। সমস্ত পরিহার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। বহু বস্তু কখনও আমাদের পূজ্য হইতে পারে না। সর্ব্বপূজ্যতম বস্তুর প্রভায় অন্যান্য পূজ্য বস্তুর স্বতন্ত্র পূজ্যত্ব আর কল্পিত হয় না। বিষ্ণুর পদই পরমপদ তাঁহাই আমাদের একমাত্র সেবনীয় বস্তু।

> বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
> পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

বিবিধ সংবাদ।

(প্রকৃতিজনপাঠ্য)

নূতন ধরণের নোট:—কারেন্সি বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছেন।

যাহাতে জালনোট প্রস্তুত না হয় এবং সহজে নোটের ক্রমিক-নম্বর নষ্ট হইয়া না যায়, তজ্জন্য শীঘ্রই ভারত-গবর্ণমেণ্ট নূতন ধরণের এক প্রকার ১০৲ টাকার নোট বাহির

করিবেন। ঐ নোট মোটামুটী বর্ত্তমান দশ টাকার নোটের মতই থাকিবে। তবে উহার ভিতরের রং কতকটা হলদে হইবে। ডানদিকে নোটের কোণায় ক্রমিক নম্বর থাকিবে এবং সম্রাটের প্রতিকৃতির রং কতকটা পরিবর্ত্তিত হইবে। নোটের ভিতরকার তারকা-চিহ্নও নূতন আকারের অর্থাৎ এক টাকার নোটের মত হইবে। ঐ নূতন ১০৲ টাকার নোটের বিপরীত পৃষ্ঠার রং বা প্রতিকৃতি কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

পুরাতন ধরণের ১০৲ টাকার নোটও বাজারে চলিবে।

নূতন আকারের পাচটাকার নোট প্রচার করিতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট মনস্থ করিয়াছেন। মোটামুটি নূতন ধরণের ১০৲ টাকার নোটের সঙ্গে উক্ত নোটের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিবে। ইহার আয়তন ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ও ৩ ইঞ্চি প্রস্থে হইবে। ঐ নূতন নোটের বিপরীত পৃষ্ঠায় ইংরাজি জি, আর, আই, এই তিনটী অক্ষর মুদ্রিত থাকিবে। ঐ পৃষ্ঠার তলায় "গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া" লিখিত থাকিবে এবং ডানদিকের কোণায় ইংরাজি অক্ষরে স্পষ্টভাবে নোটের মূল্য লিখিত হইবে। পুরাতন ধরণের পাঁচ টাকার নোটও বাজারে চলিবে। (এ, পি)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন :—বোম্বাই ইউনিভার্সিটিতে আইন হইয়াছে যে, কোন ছাত্র সকল বিষয়ে ভালরূপ নম্বর রাখিয়া দুই, একটী পরীক্ষায় ফেল হইলে তাহাকে পুনরায় ঐ পরীক্ষা দিতে অধিকার দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনের প্রবর্ত্তন করা উচিত।

পাতিয়ালার মহারাজ :—৩০ শে সেপ্টেম্বরের লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জেনেভাতে দৈনিক ১২ ঘণ্টা হইতে ১৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া শ্রান্ত হইয়া পাতিয়ালার মহারাজ গতকল্য সন্ধ্যায় লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় নাই। তবে কতিপয় শিখ সেই সময় রেলষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

জার্ম্মাণ সন্তরণকারী :—হায় কেমারিক নামক একজন জার্ম্মাণ সন্তরণকারী ২২ ঘণ্টায় মেকলেনবার্গ উপসাগর হইতে ওয়ার্নেমাণ্ড পর্য্যন্ত ৩৭ মাইল সাঁতার কাটিয়াছেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীর মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশী সন্তরণ করিয়াছেন। সন্তরণকালে তাঁহার সঙ্গে কেহ ছিল না।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে আশ্বিন ১৩৩২, ১০ই অক্টোবর ১৯২৫ | ৮ম সংখ্যা

মহোৎসব

"কোজাগরী"

[ক্রমশঃ]

কোজাগরী পূর্ণিমায় মায়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোজাগর্ত্তি,---কে জাগিতেছে?" দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত এক জীব বলিল, "আমি জাগি"। দ্বিতীয় পানাসক্ত হইয়া উত্তর করিল, "আর সব ঘুমে, এক জাগি আমি।" ইন্দ্র ও ইন্দ্রিয়ের পূজারত আর একজন সাড়া দিল "আমি জাগ্রৎ।" পশুহনন কার্য্যে লিপ্ত অপর জীব চীৎকার করিল, "এই দেখুন, আমার নিদ্রা নষ্ট!" মায়াদেবী বলিলেন, বেশ তোমরাই জাগ্রৎ বটে, এরূপ বিমুখমোহনই আমার কার্য্য। এরূপ নারিকেলের জল পান করাইয়া, পিতৃ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করাইয়া, প্রাকৃত ধনের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া, শ্রীহরি-বিমুখ জীবকে দণ্ড প্রদান করাই আমার কৃত্য তাই শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন---,

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো
মুনেঃ॥"

জীব! জাগ, জীব! জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও, মায়াপিশাচীর কোলে!

শুন না কি ঐ বৈকুণ্ঠের বাণী—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" ঘুমঘোরে নিমীলিত চর্ম্ম-চক্ষুর উন্মীলন নয়। জড়-দেহের উপবেশনা-বস্থা হইতে কোমর বাঁধিয়া উত্থান নয়। এ জড়বস্তুর কার্য্যতৎপরতা বা জড় চক্ষুর উন্মীলন নয়, অলস কর্ম্মহীনকে পরিশ্রমী কর্ম্মীকরণ নয়--কারণ বৈকুণ্ঠে জড়ের সংবাদ নাই। এই জড় বস্তুগুলির সাড়াকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিয়া ভ্রমে পড়িও না। তোমার নিত্যদর্শনশীল চিন্ময় আত্মনয়নের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভোগত্যাগের আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ নিত্যদৃষ্টিসম্পন্ন সদ্গুরুর কৃপালাভ করিয়া "প্রাপ্য বরান্" আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। তখন আর কলির আবাসভূমি চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মের লীলাক্ষেত্রে কলি ও কলির অনুগত জনগণের আনুগত্যে আসুরিক তাণ্ডব নৃত্য করিতে রুচি হইবে না। মহালক্ষ্মী ও সর্ব্বলক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে পারিবে।

পূজা ও সেবা

[অণুক]

বিভু ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সম্ভ্রমের সহিত কোনও বস্তুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের নাম "পূজা"। পূজক তাঁহা হইতে উন্নত বস্তুকে 'পূজ্য' জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া জগতের লোক পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নৃপতি, ব্রাহ্মণ, সমাজের শ্রেষ্ঠব্যক্তি ও দেবতাগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সকল কার্য্যকে 'পূজা' বলা যায়। পূজাতে সঙ্কল্প থাকে, কামনা থাকে ও পূজ্য পূজকের মধ্যে আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। জগতে যে দেবতা-পূজাদির প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ।

এই ত' গেল প্রাকৃত জগতের কথা। অপ্রাকৃত ধামেও ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে, বিভুজ্ঞানে পূজার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের উপাসক-গণ শ্রীনারায়ণের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা 'পূজা'-শব্দ-বাচ্য। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের যে সেবা করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শ্রীনারায়ণের পূজা। পূজায় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবলা, তাহাতে সম্ভ্রমরূপ বৈষম্য নিরন্তর বর্ত্তমান। বৈধ অর্চ্চন-মার্গের যাবতীয় কার্য্যই 'পূজা'। পূজায় পূজ্য বড়, পূজক চিরকাল ছোট। পূজায় পূজ্য প্রভু, পূজক দাস। পূজায় পূজকের কর্ত্তব্য—'পূজা করা', পূজ্যের ধর্ম্ম—পূজা-গ্রহণ-করা। পূজায় পূজক পূজ্য-সমীপে যাইয়াও পূজ্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী। পূজায় পূজক সর্ব্বদাই পূজ্যের মর্য্যাদা অতিক্রম করাকে বড়ই অপরাধের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

সাধারণ জীবের এইরূপ মর্য্যাদা-বুদ্ধি প্রবলা ও স্বাভাবিকী। এই মর্য্যাদাবুদ্ধি অতিক্রম করিবার অস্বা-ভাবিক চেষ্টা দেখাইলে জীব সত্য সত্যই ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়েন। এইজন্য ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারিগণের জন্য অর্চ্চনমার্গ বা পূজার ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা হইতে পারে না। কনিষ্ঠ অধিকারী যে 'শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছি' বলিয়া তাঁহার অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। অংশীতত্ত্ব-শ্রীগোবিন্দে মর্য্যাদাময় উপাস্য শ্রীনারায়ণ, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, পুরুষাবতারগণ সকলেই বিরাজিত। সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যে রাধাগোবিন্দের সেবা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীরাধাগোবিন্দ উদ্দিষ্টে অর্চ্চন ও মহাভাগবতের ভাবসেবায় আকাশ-পাতাল ভেদ। প্রথমোক্ত কার্য্যটী পূজা এবং শেষোক্ত কার্য্যটী ভজনসুষ্ঠুতামুখে সেবা, শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর শ্রীমন্মহা-প্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধনের শিলার "সাত্ত্বিক পূজন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ) কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন বা পূজার তুল্য নহে। উহা সাক্ষাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভাবসেবা। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা হয় না।

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় প্রকৃত আকৃষ্টি নাই। কেবল বিভুবস্তুর ঐশ্বর্য্যদর্শনে অণুবস্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বিভু-বস্তুর নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রণোদিত হন্। এই স্থানে পূজ্যের ঐশ্বর্য্য, পূজকের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য স্বয়ং সেবকের দ্বারা আকৃষ্ট হন্। এই জন্য সেবা 'কৃষ্ণাকর্ষিণী' অর্থাৎ তাহা কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যে পরমতত্ত্বের পদনখশোভা লক্ষ্মীকে এমন কি নারায়ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ত্ব আবার তাঁহার অহৈতুক-সেবক-গণের সেবাদ্বারা আকৃষ্ট হন্। ইহারই নাম 'সেবা'। সেবায় এতদূর বিশ্রম্ভ ও ঘনিষ্ঠভাব বর্ত্তমান যে, উহা সেবা-সৌষ্ঠব-বিধানকল্পে সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তুলে, পাল্যকে পালক করিয়া থাকে, বশ্যকে প্রভু করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবলা থাকিতে বা প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া এ কথার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্য্যপাদ পর্য্যন্ত এই সেবা-মাধুরীর কথা জগতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আর প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন জগতের লোকের নিকট এই সেবামাধুরীর কথা বলিবার বস্তু নহে।

প্রাকৃতব্যক্তির অর্চ্চন বা মর্য্যাদামার্গেই অধিকার। শ্রীমঠাদি স্থাপন, মহোৎসবাদি, ধামপরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ গ্রন্থাদিপ্রচার বা হরিকথাপ্রচার—এই সকল অর্চ্চন-মার্গের কার্য্য। কনিষ্ঠাধিকারীর এই সকল কার্য্যে উপযোগিতা

আছে, নতুবা তাহাদের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। কারণ সাধারণ জীবের চিত্তবৃত্তি, দৈহিক বিবিধ চেষ্টা ও অসদ্বিষয়ের প্রতি ধাবিত। তাহাদিগকে সঙ্কোচিত করিয়া হরিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রাথমিক অবস্থায় অনাত্মোপলব্ধিকালে অর্চ্চনমার্গ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তি বা নির্ম্মলা সেবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। যাহারা এই সকল সাধন-ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানকে 'অর্চ্চনমার্গ' মনে করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিবার জন্য এবং নানাবিধ অসচ্চিন্তায় ও মনোধর্ম্মে মন নিযুক্ত করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকুটিনাটি প্রভৃতি অসচ্চেষ্টায় ধাবিত হইবার জন্য অর্চ্চকাবস্থায় অবস্থিত হইবার কালেও নির্জ্জন-ভজনের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি"---এই ন্যায়ানুসারে অকালে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া অবর পথের পথিক হইয়া পড়েন। সদ্‌-গুরু জগতের মঙ্গলবিধান করিবার জন্য ক্রমপন্থানুসারে তাহাদিগকে ভজনাদি শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

আত্মবৃত্তিদ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দেরই ভজন বা সেবা হইয়া থাকে। সেই সেবা অপ্রতিহতা, অহৈতুকী ও অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম, মোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতির দ্বারা অনাবৃতা; এমন কি, নারায়ণোপাসকগণের সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছাও তাহাতে নাই। নারায়ণের চতুর্ভুজস্বরূপ ঐশ্বর্য্যদ্যোতক লীলাময় শ্রীমূর্ত্তি শুদ্ধ-সেবকগণের বহুমাননের বস্তু হয় না। তদীয়তাপ্রবণভাবময় সেবকের নিকট বিশ্রম্ভভাব এতদূর প্রবল যে, ঐশ্বর্য্যের লেশও সেবককে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়। অসুরমারণাদি ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক কার্য্য অংশী শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিষ্ণুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকগণ নিরন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের মনোভীষ্ট পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বা সেবা করিতেছেন। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিলীকৃত প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেব্য ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখিয়া থাকে, কিন্তু মাধুর্য্য সেব্য ও সেবকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিয়া থাকে—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

* * * *

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যা'তে মোর চমৎকার॥

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

* * * *

শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে, আমি তাঁর ঋণী॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম।

সুতরাং 'পূজা'র অপর নাম যেমন 'অর্চ্চন' সেইরূপ 'সেবা'রও অপর নাম 'ভজন'। এই সেবা বা ভজনই জীবের পরমলোভনীয় শ্রেষ্ঠপদ। অনর্পিতচরপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বীয় ভজনমুদ্রা বা সেবা শিক্ষা দিবার জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীসনাতন প্রভু এই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধজ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেবার মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহ শ্রীলরূপপাদ এই সেবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিন্ন-শ্রীরূপসনাতন শ্রীগুরুদেব জগজ্জীবকে সেই সেবাতে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥"

প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। সেবা—আত্মার অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম, সেবা—শ্রীরূপানুগমিণী, সেবাই—সৌন্দর্য্য, সেবাই—শ্রীরূপ। তাই, ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবো নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্রমহৌষধি॥"

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু সেই সেবারূপিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণ-কমল-লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥
যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গ-সংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে-রসে॥
পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

হে বৃন্দাবনেশ্বরি, যে দিন হইতে এই বৃন্দাবনে 'রূপ' এই কথাটী পূর্ব্বে যুক্ত কোনও একটী অনির্ব্বচনীয়া মঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমার প্রতি নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার শ্রীচরণযুগলের অলক্তক দর্শনে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। যে অবধি তোমার সরোবর "শ্রীরাধা-কুণ্ড" শব্দায়মান ভৃঙ্গকুলকর্ত্তৃক উল্লসিত কমলদলের দ্বারা বিশোভিত এবং সুমধুরবারিপরিপূর্ণ হইয়া আমার নয়ন-যুগলের সম্মুখে বিকাশমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে। হে দেবি, তোমার পদকমলের দাস্য ব্যতীত আমি কোনও কালে অন্য গৌরবময়ী সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। অতএব, তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক্। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বিশুদ্ধ-দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক্, অনুরাগ হউক্।

ঠাকুরের কীর্ত্তন

(শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই আশ্বিন ১৩৩২)

[শ্বেত-কুসুমগুচ্ছ]

(৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাসলীলাবর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।"

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

* * * *

(১০)

জনৈক ভক্ত—প্রভো! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

পরমহংস ঠাকুর—এইরূপ বিচার সেবাহীনজনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে, গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বরসুতপতিত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।" হে মনঃ, তুমি শচীনন্দকে ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামি-প্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরু-দেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-

তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধাপ্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গত, এইরূপ অপরাধময় বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদি-ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্ব্বোধ সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা অঘবক-পুতনার ন্যায়, অকালে তাহার বধসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেরবাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া বুদ্ধিবলে জড়ভোগ-তৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর নাম-মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলাবৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক-ভোগ্য বস্তুমাত্রজ্ঞানে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট।

* * * *

(১১)

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা 'গৌরভজা হইবার পরিবর্ত্তে গুরুভজা বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, 'গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যক নাই।

এই সকল স্বতন্ত্র-জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণপ্রমত্ত 'জরদগব'তুল্য গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

চৈঃ ভাঃ ১।১৪।৮৪-৮৫।

কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর মূলে জরদ্গব॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা।
কেহ বলে, 'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া॥
কুকুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥

চৈঃ ভাঃ ২।২৩।৪৭১-৪৭৪

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়-পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহুলোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইঁহারা নরকগমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোনও ভাল কথা কিম্বা শাস্ত্রীয় কথা ইঁহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা দেবীর যূপকাষ্ঠমূলে পূজা হইতেছে তাহাতে এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগপরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই গুরু-ভজা-মত জগতে বহু প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

* * * *

(১২)

গোস্বামি-পাদগণ ও শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দর ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন্। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব,

তৎপরে গৌরাঙ্গ এবং শেষে গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভজন কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়প্রমত্ত গুরুভক্তাগণের "গুরুই গৌরাঙ্গ"—এরূপ পাষণ্ডমতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরুভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম মঙ্গল॥
যাঁর প্রাণ ধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম ১২৮-২৯ সংখ্যা।

* * * *

(১৩)

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা মাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অন্য স্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহু স্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।

* * * *

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।

* * * *

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো লোকনাথ দীনবন্ধো
মুঞি দীনে কর অবধান।

রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখিগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

* * * *

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল-চরণ॥

* * * *

গোবিন্দ গোকুলচন্দ, পরম আনন্দকন্দ
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।

নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী সঙ্গে তা'রে ভজ রঙ্গে॥

প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।

শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেম ভক্তি সখী অনুচরি॥

অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।

কর আত্ম-নিবেদন দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্পতরুদাতা।

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকাজীবনধন,
অপরূপ এই সব কথা॥

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম।

* * * *

(১৪)

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল-দাস গোস্বামীর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পরমপ্রিয় শ্রীল-কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজনপ্রণালী এই শ্লোকটীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা:—শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্ব্বর্গো-ত্তম ভাগবত বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণভজনপ্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগমুখ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভুর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।" তিনি অনর্পিত-চর উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রদাতা। শ্রীরূপ পাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ- "যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ গৌর, তাঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা (গৌরলীলা) এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ অপরাধ-ময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়বিগ্রহ। শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন। আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ ॥"

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদকমহোদয়গণ সমীপেষু---

গত সপ্তাহের পত্রিকায় আমার লিখিত "নব্যগ্রন্থের সহস্রভ্রমপ্রদর্শনী" শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত ও কৃতার্থ হইলাম। আশা করি, কৃপা-পূর্ব্বক এবারও আপনাদের নিরপেক্ষ-সত্য-প্রচারক "গৌড়ীয়ে" নব্যগ্রন্থের ভ্রমগুলি প্রকাশিত করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের ও জগতের হিতসাধন করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত নিবেদক---
শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের
সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী।

গত সপ্তাহে 'বৈ—দিগ্দর্শিনী' নামক নব্যপুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বহু সংখ্যক ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা অদ্য ঐ পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার ভ্রম প্রদর্শন করিব। নব্য গ্রন্থকার যে একমাত্র কেন্দুবিল্বকেই শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বাসস্থান বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন তাহার 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' (২০শ খণ্ড ১০ম, ১১শ সংখ্যা) ভাষায় বলিতে গেলে "গভীর গবেষণা,বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন, প্রামাণিক বিচার-নৈপুণ্যযুক্ত, অনুসন্ধিৎসু ও কর্ম্মকুশল, সুযোগ্য গ্রন্থকারের" পক্ষে সমীচীন হয় নাই।

শ্রীজয়দেবঠাকুরের বাসসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং "অনুসন্ধিৎসু' গ্রন্থকারের সেই সমস্ত মতগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, নতুবা নিজের মনোমত কোনও একটী মত স্থির করিলে তাহার দ্বারা ঐতিহ্যজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা জগতে প্রচারিত হয়। কাহারও মতে শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বাস উড়িষ্যায় কাহারও মতে বা পশ্চিম ভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নবদ্বীপের চম্পহট্টগ্রামে বাস করিতেন। আবার কাহারও মতে তিনি শ্রীমায়াপুর ধামের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। "গবেষণাপরায়ণ" নব্য লেখক শ্রীজয়দেব ঠাকুরের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণসেবানুরক্তা পরম বৈষ্ণবী পদ্মাবতীর কোনই উল্লেখ

করেন নাই। জয়দেব সম্বন্ধে আলোচনাকালে পদ্মাবতীর চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নব্য গ্রন্থকার যে উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গ ভীমকে পুরী-ধামের শ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কারকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। রাজা অনঙ্গভীম বর্ত্তমান পুরীর মন্দিরের সংস্কার কর্ত্তা নহেন, তিনি ঐ মন্দির-নির্ম্মাতা। অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের পাঠকগণ একথা জানেন।

নব্যগ্রন্থকার যে "কল্যাণপুরম্ গ্রামে" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন, এরূপ কথা শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকার করেন না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য, ত্রিবিক্রমের পুত্র পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ 'মধ্ববিজয় বা সুমধ্ববিজয়' নামে যে ষোড়শ-সর্গ-সমন্বিত শ্রীমধ্বমুনির জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রজত-পীঠপুর বা উড়ুপীগ্রামের সন্নিহিত পাজকা ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের সহ্যাদ্রির পশ্চিমে দক্ষিণ কানাড়া জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গেলোর, তদুত্তরে উড়ুপী। উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর নামে শিব-মূর্ত্তি বহুকাল হইতে বিরাজিত আছেন। 'উড়ুপ' শব্দে চন্দ্র, সুতরাং গ্রামের নাম "উড়ুপী" চন্দ্রমৌলেশ্বর হইতেই উদ্ভূত। এখানে অনন্তেশ্বর শিবলিঙ্গও বিরাজিত। সুতরাং উড়ুপী নামটী যে, গ্রামস্থ দেবতার নাম হইতে উদিত হইয়াছে, তাহাই বোঝা যায়। এই উড়ুপীরই অপর নাম রজতপীঠপুর। শিবাল্লী (শিবের কৃপাপ্রাপ্ত)গণ, রজত পীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। কল্যাণপুরের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ নাই। যথা মধ্ববিজয়ে—

"তৎশ্রীভরে **রজতপীঠপুরাধিবাসী** দেবোবিবেশ পুরুষং শুভহৃদ্‌চনায়।
ইত্থং বিচিন্ত্য-সবিচিন্ত্যমনন্তবন্ধুঃ প্রেষ্ঠপ্রদং **রজত-পীঠ**পুরাদিবাসং।"

২য় সঃ ২১শ সংখ্যা

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পিতার নাম 'মধ্যেজি' ভট্ট নহে, মধ্যগেহ ভট্ট। মধ্ববিজয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গের নবম শ্লোকে

"কালে কলৌ সুবিমলান্বয়লব্ধজন্মা **সম্মধ্য-গেহ**-কুলমৌলিমনির্দ্বিজোজোভূৎ।"

পাজকাক্ষেত্রে মধ্বাচার্য্যের পিতার সমজাতীয় আরও কতিপয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একবংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটী পল্লীতে বাস করিলে 'পূবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী' প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে 'মধ্যগেহ' (অর্থাৎ মাঝের বাড়ীর কর্ত্তা) বলিয়া কথিত হন।

"অনুসন্ধিৎসু ও গবেষণা-নিপুণ" গ্রন্থকারের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের তারিখ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি প্রদর্শন করিয়া সমীচীন মতটী যুক্তির দ্বারা স্থাপন করা উচিত ছিল। 'মহাভারত'-তাৎপর্য্য-'নির্ণয়ের' নবম ও দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার ও ডাঃ বুকানন যে মধ্বাচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা ও যুক্তিসম্বলিত আলোচনা জানিতে হইলে "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকা আলোচ্য। নব্যগ্রন্থকারের নূতন চেষ্টার বহুপূর্ব্বে সজ্জন-তোষণীর সম্পাদক এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছিলেন। "অনুসন্ধিৎসু" গ্রন্থকারের গ্রন্থপ্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল।

চতুর্থ পৃষ্ঠার ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে। নব্যগ্রন্থকার "সনককুলজাত অচ্যুত-প্রেচ নামক" কোন ব্যক্তিকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাসগুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মত? কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই এরূপ কল্পিত নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা উড়ুপীমঠের গুরু-পরম্পরা-গ্রথিত ক্যানেরিজ ভাষায় লিখিত কমলাপুর নিবাসী ভীমরাও স্বামীরাও মহোদয়-রচিত 'সৎকথা' নামক গ্রন্থ এবং মধ্ববিজয়ের চতুর্থ সর্গ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীপাদ অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ নামক যতিপ্রবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাসগুরু ছিলেন; এই

অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ 'হংস' নামক পরমাত্মা হইতে দ্বাদশ অধস্তন এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে একাদশ অধস্তন।

"যতির্যতাত্মাভুবি কশ্চনাভবদ্বিভূষণো ভূরি বিরক্তিভূষণঃ।
ন নামমাত্রচ্ছুচিমর্থতোঽপি যং জনোচ্যুতপ্রেক্ষমুদা-
হরৎস্ফুটম্॥"

—মধ্ববিজয় ৪র্থ সর্গ ৬ সংখ্যা।

'সনককুলজাত অচ্যুত-প্রচ' কথাটী অর্থহীন। সনক হইতে নিম্বাদিত্যাম্নায়-পারম্পর্য্য উদ্ভূত হইয়াছেন। নব্য-গ্রন্থকারের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের পূর্ব্ব গুরুপরম্পরা বা শিষ্য-পরম্পরার বিষয় জানা নাই, ইহাই তাঁহার লেখনীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। মধ্বাচার্য্য দ্বাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ' নাম লাভ করেন, সুতরাং ১১২১ শকে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ধরিলেও মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ-কাল ১১৩২ শকাব্দে স্থিরীকৃত হয়। নব্যগ্রন্থকারের ১১৩০ শকাব্দ কোনপ্রকারেই হইতে পারে না।

নব্যগ্রন্থকার মহোদয় যে চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'মধ্বাচার্য্য তিনটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন' বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক নহে। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ উড়ুপী গ্রামে আটটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আটজন প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য এই উড়ুপীর অষ্টমঠের অধিপতি ছিলেন। উড়ুপীর অষ্টমঠের মূলপুরুষ ও মঠসমূহের নাম এই—

	মঠাধিপতি	মঠের নাম
১।	বিষ্ণুতীর্থ	সোদমঠ
২।	জনার্দ্দনতীর্থ	কৃষ্ণপুর মঠ
৩।	বামনতীর্থ	কনুরমঠ
৪।	নরসিংহতীর্থ	অধমরমঠ
৫।	উপেন্দ্রতীর্থ	পুত্তুগীমঠ
৬।	রামতীর্থ	শিরুরমঠ
৭।	হৃষীকেশতীর্থ	পলিমরমঠ
৮।	অক্ষোভ্যতীর্থ	পেজাবরমঠ।

এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লওয়ার আকাঙ্ক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। গবেষণাপরায়ণ সুপণ্ডিত পরিব্রাজকাচার্য্যপ্রবর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহোদয় ভারতবর্ষের বৈষ্ণবতীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া এবং বহু বিজ্ঞজনের সহিত আলাপ, তথ্যাদি-সংগ্রহ এবং চারিজন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-রাজি হইতে সংগ্রহ করিয়া যে সকল কথা নব্যগ্রন্থকারের বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সজ্জন-তোষণী', 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা', 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল বহুমূল্য তথ্য নব্যগ্রন্থকার আলোচনা করিলে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন।

১১৪০-৫০ শকাব্দার মধ্যে উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত। গ্রন্থপ্রণয়নের পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত ছিল।

"ইঁহারা দৈতবাদী নামে খ্যাত"—এই স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃই যদি দ্বৈতবাদী, স্থানে 'দৈতবাদী' হইয়া থাকে, তবে ক্ষমার্হ।

উড়ুপীরমঠের দেবমন্দিরে শ্রীনারায়ণের সহিত দুর্গা ও গণেশের মূর্ত্তি থাকার কোনও প্রমাণ নাই।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় নব্যগ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্বাচার্য্য হইতে যে "সপ্তদশ সংখ্যক" বলিয়াছেন, তাহা ভুল। মহা-প্রভু মধ্ব চার্য্য হইতে অষ্টাদশ অধস্তন। নব্যগ্রন্থকার মধ্বা-চার্য্যের পর পদ্মনাভ, পদ্মনাভের পর নৃহরি, নৃহরির পর অক্ষোভ্যকে মধ্বাচার্য্য হইতে "চতুর্থ সংখ্যক" করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গ্রন্থকারের গোবিন্দভাষ্যের উপ-ক্রমণিকা, প্রমেয়রত্নাবলীর প্রথম প্রমেয়ের সপ্তম সংখ্যা এবং ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চমতরঙ্গ ভাল করিয়া পড়া থাকিলে এরূপ ভুল হইত না। নৃহরি বা নরহরি তীর্থের শিষ্য **মাধব**। ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে চতুর্থ অধস্তন। যথা—

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি**মাধবান্**॥"

—শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও প্রমেয়রত্নাবলী।

ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।

* * * *

"তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো **মাধবো** দ্বিজঃ॥

—ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ।

নব্যগ্রন্থকার যে মধ্বাচার্য্যের দ্বাদশ অধস্তনের নাম 'ব্রাহ্মণ' দিয়াছেন, তাহা ভুল। 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কোন নাম

নাই, ব্রহ্মণ্যতীর্থ হইবে এবং তিনি মধ্বাচার্য্যের ত্রয়োদশ অধস্তন, দ্বাদশ অধস্তন নহেন। যথা—

পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।

—গোবিন্দ ভাষ্য ও প্রমেয় রত্নাবলী।

নব্য গ্রন্থকার পদে পদে এত ভুল করিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রদর্শন করিতে বড়ই কৃপার উদয় হয়। এইরূপ ভ্রমপরিপূর্ণগ্রন্থ সমাজের ও নবীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে বিসময় ফল প্রসব করিবে। যাহাতে এরূপ গ্রন্থের আদৌ প্রচার না হয়, তজ্জন্য সদাশয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

বক্তব্য

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকার" ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যায় 'বৈষ্ণব পত্রিকার কর্ত্তব্যের ত্রুটী' শীর্ষক স্তম্ভে গৌড়ীয়-পত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদুত্তরে শ্রীপত্র নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। গৌড়ীয় এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় অনেক কথা আভাসে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় ঐরূপ অপরাধময় পাষণ্ডতা-পূর্ণ প্রলাপকে নিতান্ত ঘৃণ্যবোধে এবং 'ছুঁচো মারিয়া হাতে দুর্গন্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে',—এই ন্যায়ানুসারে উহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ হইতে বিরত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীগৌরাবতারের শ্রীনামপ্রচারের সহায় স্বরূপা প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহালক্ষ্মী হইতে বিচ্যুত করিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা অস্পৃশ্য অসম্ভাষ্য ও অদর্শনীয় জানিয়া রাবণাদির ন্যায় তাহাদিগকে শোচ্য জ্ঞান করেন। গোস্বামিপাদগণ এই সকল ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিবিহীন মনুষ্যের সংসর্গ দর্শন সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন—

"মাদ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্।"

যাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিগণের আলোচনা করেন, তাহাদের চেষ্টাও গর্হণযোগ্য।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[স্তুত্যামৃতপুর]

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডব-তরল-তনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং।
বিশ্বত্রাণমঙ্গলম্বং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ
র্বন্দে তং দেব-চূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রম্।১০॥

আপনি আপন প্রেমে ভোর,
দেখ, দেখ, প্রাণ-প্রাণ শ্রীচৈতন্য মোর,—
তরঙ্গে তরল হেম-বারি
নাচে রঙ্গে যেন রে আমরি,—
আস্ফালন করি কর-চরণ কি ঘোর,
তুলি উর্দ্ধে দীর্ঘ বাহুদ্বয়
হেম-দণ্ড প্রকাণ্ড দ্বিতয়
নাচিছে তাণ্ডবে, পদ্ম-নেত্রে বহে লোর!
উন্মাদ আনন্দ-নাদে আর
দিয়া হরিধ্বনি অনিবার,
করিছে সংহার মহা-মায়া-মোহ-ডোর!
অনুপম রসাবেশ-ভরে
নৃত্য-পর ভুবন ভিতরে,
দেব-চূড়ামণি ওই মোর প্রাণ চোর,—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তাঁরি পদ
বন্দনা করি গো অবিরত
লুঠি ভূমে দণ্ডবৎ, করি করযোড় !!১০॥

চরম শ্রেয়োলাভ

[চিরস্থায়ী ক্ষীরসার]

বৈশিষ্ট্য

পথিক পূর্ব্বে স্থানে স্থানে অনেক মঠ-সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আচার্য্যমহোদয়ের শ্রীমুখাৎ যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন ও স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে অন্যান্য মঠ হইতে তিনি যে স্থানে আসিয়াছেন তাহার কিছু পার্থক্য উপলব্ধি হইল। তিনি একটু সন্দেহ-যুক্ত হইয়া আচার্য্যমহোদয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

পথিক। মহাত্মন্! এইরূপ মঠ-দ্বারা জগতের, দেশের ও সমাজের কি মঙ্গল হইতে পারে?

আচার্য্য দেব। এইরূপ ভক্তিমঠ দ্বারাই জগৎ, দেশ এবং সমাজ যথার্থভাবে উপকৃত হইতে পারে। যে মঠে ভগবদ্ভক্তি বা পরমার্থের অনুশীলন না হয়, সেইরূপ মঠ সমাজের অন্তকসদৃশ। কারণ তাহাতে ভগবদুন্মুখতা আনয়ন না করিয়া হরিবিমুখতাই প্রসব করিয়া থাকে। হরিবিমুখতার ন্যায় জীবের আর ঘোরতম অসুবিধা নাই।

পথিক। মহাত্মন্! যে সকল মঠাদিতে দরিদ্রসেবা, পীড়িতকে ঔষধ-প্রদান প্রভৃতি দেশ-হিতকর কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, সেখানে কি পরমার্থের আলোচনা হয় না বলিতে চাহেন?

আঃ। প্রকৃত সূক্ষ্ম বিচারকের চক্ষে দেখিতে গেলে সে সকল স্থলে পরমার্থের আলোচনা না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থালোচনাই হইয়া থাকে। 'অর্থ' বলিতে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, কথনও বা আত্মবিনাশকে লক্ষ্য করে। জীব শ্রীহরির নিত্যসেবক। অনাদি কাল হইতে শ্রীহরির সেবা ভুলিয়া জীবের এই দুর্গতি। সেই দুর্গতি-নিবন্ধন জীব মায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কথনও দুঃখী, কথনও সুখী, কথনও রাজা, কথনও দরিদ্র, কথনও শারীরিক ক্লেশে তপ্ত, কথনও বা মানসিক অশান্তিতে জরজর। বদ্ধজীব এইরূপ নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। অপরাধিব্যক্তি যে প্রকার শত চেষ্টা করিয়াও কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কারাগারের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, তদ্রূপ জীবও পুনঃ হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অভাব, অসুবিধার রাজ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সুতরাং—যাঁহারা ঐ সকল ক্লিষ্টজনকে, ঐ সকল অভাবগ্রস্ত তপ্তহৃদয়কে, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই হরিকথার দুর্ভিক্ষের রাজ্যে, এই হরিবিমুখতাময় প্রবল বন্যার ভিতরে হরি-কথারূপ সুধা-সঞ্জীবনী অমোঘ, অব্যর্থ মহৌষধ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সমাজের হিতকারক, দেশের মঙ্গল-বিধাতা, জগতের পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠাতা।

পথিক। মহাত্মন্! আপনার কথা সত্য বটে, কিন্তু দেহ সবল, হৃদয় নিশ্চিন্ত না থাকিলে, কিরূপে হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা হইতে পারে?

আচার্য্য। আপনি কি বলিতে চান যে, কোন বুদ্ধিমান্ বণিক্ সমুদ্রের কূলে উপনীত হইয়া অকূরন্ত, অনন্ত অপার নীলাম্বুরাশি পরিদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, "আমি সাগর শুষ্ক হইলে সাগরের পর পারে উপনীত হইয়া আমার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিব? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাহা নহে।

পথিক। মহাত্মন্! আপনার কথা স্বীকার করিলাম বটে, কিন্তু আপনাদের মঠে ভক্তি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র-সেবা, সমাজ-সংস্কারাদি কার্য্যের কিছু সংযোগ থাকিলে ভাল হয়।

আচার্য্য। আপনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভুল করিতেছেন। বোধ হয়, আমার কথার মর্ম্মগুলি ধরিতে পারেন নাই। আপনি কি বলিতে চান্ যে, খাঁটি গোদুগ্ধের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চুণগোলা সংযোগ করিয়া দুগ্ধের মাত্রা বাড়াইয়া লওয়া ভাল? ভক্তি—আত্মার বৃত্তি—অপ্রাকৃত বস্তু, নিত্য-চমৎকার, সম্পূর্ণ ও উপাদেয়। কর্ম্ম ইহ জগতের বস্তু, প্রাকৃত, নশ্বর, হেয়, অসম্পূর্ণ ও অনুপাদেয়। জ্ঞানাদি আলোচনাও যদি ভগবদ্ভক্তির সহায়ক না হইয়া ভক্তির পরিপন্থী হয় অর্থাৎ নিত্য-ভগবৎসেবা-রাহিত্য আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহাও জীবের আত্মার পক্ষে কুঠারস্বরূপ। সুতরাং, নির্ম্মলা ভক্তির অনুষ্ঠানই জগজ্জীবের কর্ত্তব্য।

পথিক। মহাত্মন্! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, ইহার দ্বারা কি কর্ম্ম জ্ঞানাদির সহিত বিরোধ করা হয় না? বিরোধের দ্বারা কি প্রকারে জগতের মঙ্গল হইতে পারে?

আচার্য্য। ভক্তিদেবীর মন্দিরে কোন বিরোধ নাই। যাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত নহেন, যাঁহারা বিরোধের রাজ্যে অবস্থিত, তাঁহারাই ভগবানের অব্যভিচারিণী সেবা-চেষ্টাকে বিরোধযুক্তা বলিয়া মনে করেন। যেদিন আমরা ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যসম্বন্ধের কথা জানিতে পারিব, সেদিন আমরা অব্যভিচারিণী ভক্তিকে বিরোধিনী জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র কল্যাণ-কল্প-লতিকা-জ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ-চরণ-কল্প-বৃক্ষের নিকট উপনীত হইতে পারিব। সেইদিন আমাদের জীবন ধন্য হইবে, মধুময়, অমৃতময়

হইবে। আমরা অমর হইয়া, রসিক হইয়া জগতের প্রত্যেক জীবের নিকট এই অমৃতের আস্বাদন ঘোষণা করিবার জন্য পাগলের প্রায় বহির্গত হইয়া পড়িব। দেখুন, শুদ্ধভক্ত্যাচার্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করুন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। বদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর এই কথা প্রচার করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমজনগণকে সর্ব্ব জীবের দ্বারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পথিক আচার্য্যমহোদয়ের শ্রীমুখে এই সব কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি জীবনে আর কাহারও নিকট এইরূপ কথা শ্রবণ করেন নাই। তিনি অনেক মঠাদিতে গমন করিয়াছেন; কেহ যোগ-চেষ্টা, কেহ জ্ঞানচেষ্টা, কেহ বা কর্ম্মচেষ্টাতেই তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ আস্তিক্যবাদ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীপরমপুরুষ নিত্যকাল জগজ্জীবের পতিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য নিত্য-সেব্য-বিগ্রহরূপে বিরাজিত—এইরূপ কথা আর কেহই বলেন নাই। তাই, আজ তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত হইল।

দিগ্‌দর্শন

পথিক আজ আচার্য্যের বিষয় সম্পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বর্ত্মপ্রদর্শকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "প্রভো এই আচার্য্যরত্ন কে? কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার মলিন চিত্তকে পবিত্রীকৃত করুন।

বর্ত্মপ্রদর্শক। বৎস! তোমার বহুজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি ছিল। তাই, তুমি এইরূপ মহাত্মার দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছ। আবার উলূক যে প্রকার সূর্য্য উদিত হইলেও তাহা দর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ অনেক ব্যক্তি এই সূর্য্যসদৃশ মহাত্মার নিকট আগমন করিয়াও দৈবী মায়ার ব্যবধানবশতঃ তাঁহার স্বরূপ-দর্শন করিতে পারে না। ইনি, বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের মুকুটমণি। ইনি বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল পুরুষ ও আচার্য্য। তাঁহার পরিচয় দিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে একমাত্র বলিতে পারি, তিনি দেশীকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভগবৎস্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভবজ্ঞ, ইনি কালজ্ঞগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ, ইনি পাত্রজ্ঞগণের মধ্যে সদসদ্-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, বস্তুবিদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ।

পথিক। দেব! কৃপাপূর্ব্বক এই মহাত্মার বিষয় আরও পরিস্ফুটরূপে কীর্ত্তন করুন।

বঃ প্রঃ। বৎস! শ্রবণ কর। এই আচার্য্যরত্নের শুভাবির্ভাব একদিন উদয়াচলসিন্ধুতটে, শ্রৌতপন্থী তত্ত্ববাদিগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শুদ্ধভক্তিজগতে এক নবীন প্রভাতের মঙ্গলোদ্বোধন করিয়াছিল। অদ্য এই আচার্য্যপ্রবর গৌ-প্রেষ্ঠ মহাজন বৈষ্ণব জগতে মধ্যগগনের প্রোজ্জ্বল ভাস্কররূপে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান। বৎস! সেই মহাত্মার কথা আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মহাত্মার শুভাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার তপ্তকাঞ্চনগৌরললাটপটে অজিতজয়ী-পরাবিদ্যার স্বাভাবিক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং সহজ ব্রাহ্মণের যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইনি তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ ও আশৈশব অবস্থান হেতু বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যের প্রতি আন্তরিক সমাদর এবং যৌবনে মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্যস্বরূপ পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়া হরিবিমুখ গৃহধর্ম্মের প্রতি জুগুপ্সারতি-যুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সহজপরমহংসদ্বয়ের সকল মহদ্‌গুণ একাধারে এই আচার্য্যরত্নে দেদীপ্যমান থাকিয়া ভগবদ্ভক্তি, ভগবজ্‌জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিতেছে। এই আচার্য্যপ্রবর গুরুদ্বয়ের পারমহংস্য বেষের প্রতি মর্য্যাদা-প্রদর্শন-জন্য স্বয়ং সহজপরমহংস হইয়াও বৈষ্ণবসন্ন্যাসাশ্রমোচিত কাষার বস্ত্র পরিধান এবং পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড সন্ন্যাসের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আপনাকে তদাশ্রিত-জ্ঞানে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-দাস্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌর-কথিত "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের যাথার্থ্য ও সার্থকতা সাধন করিয়াছেন।

শ্রীহরিদাস

(নাটক)

[আমনন্ত]

প্রথম অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য।

[বনপ্রান্তে নদীতটে শ্মশান-ভূমি। সন্ধ্যার অন্ধকার-মধ্যে, একটি প্রজ্বলিত চিতাপার্শ্বে, জনৈক সন্ন্যাস-বেশ তান্ত্রিক সাধক উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে ও পার্শ্বে মদিরা-ধার, আম্র-শাখাদি-শোভিত সিন্দুরলিপ্ত ঘট ও কোশা-কুশী প্রভৃতি তদুপযোগী পূজার আয়োজন সজ্জিত; অদূরে সদ্যরক্ত-স্নাত একটি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত। একটি খড়্গহস্ত ব্যক্তি তথায় দণ্ডায়মান্। ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন হইতেছে; সোঁ সোঁ শব্দে বায়ু বহিতেছে। শ্মশান-স্থল অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুর্জ্জনের কুচক্রে পথভ্রান্ত প্রেমা-হ্লাদ এই স্থলে আসিয়া পড়িয়াছে! সভয়-পদ-ক্ষেপে চারি-দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছে]!

প্রেমাহ্লাদ। একি!—একি!
এ কি দৃশ্য সম্মুখে আমার!
আসিলাম কোথা? কি আশ্চর্য্য!
অদ্ভুত ঘটন! ঘোর ইন্দ্রজাল!
কুচক্রে কাহার যেন প্রতারিত আমি;
কে যেন পথিক কোন্ ছলনা লইয়া
দেখাইয়ে ভ্রান্ত পথ আনিল এদিকে!
কে সে দুষ্ট? কোন্ দিকে পালাইল ক্ষণে?
কোথা আমি?—সর্ব্বনাশ!—এ'তো নয় সেই
ব্রহ্মনাম-মুখরিত বেনাপোল্ বন—
সাধুর আশ্রম সেই সদানন্দময়!
অহো, ভীষণ শ্মশান এ যে। শব-মাংস লোভে
ছুটিতেছে চারিদিকে শৃগাল, কুক্কুর!
জ্বলিছে অদূরে চিতা অন্ধকার-বুকে;
বায়ুবেগে কাঁপিতেছে শিখা,
কাল-জিহ্বা যেন লেলিহান,
কবলিত করিতে ভুবন!—উঃ! কি ভীষণ মেঘের গর্জ্জন
সন্ সন্ শব্দ ঘন মত্ত পবনের!
কি দুর্যোগ!—যাই কোথা? কই পথ?
[খড়্গহস্ত পুরুষ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল]।

খঃ পুঃ। মুক্তপথ সম্মুখে তোমার!— ঐ দেখ,
ভেদ করি, অন্ধকার, প্রজ্বলিত চিতা
দেখাইছে মঙ্গলের মহা-পথ তব!
এস পান্থ!—ভয় নাই!—আসিয়াছ তুমি
বহু ভাগ্যে এই স্থলে।

[তখন প্রেমাহ্লাদ মহাবিস্ময়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া চিতালোকে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপন মনে বলি-তেছে]।

প্রেম। এ কি!—অদ্ভুত ব্যাপার!
বসিয়া চিতার পাশে পিশাচের মত-
ভয়াল মূরতি—ও কে?
খড়্গপাণি প্রেতমূর্ত্তি কেবা এই জন?
এ কি আয়োজন সব? ছদ্মবেশে কলিরাজ-
প্রিয় সখা অধর্ম্মের সহ, সাধিছে কি
গুপ্ত মন্ত্র এ মহাশ্মশানে, সমগ্র জগতে
একচ্ছত্র আধিপত্য করিতে বিস্তার?
অদ্ভুত ব্যাপার! যাই, দেখি,—
করিব রহস্যভেদ নিশ্চয় ইহার

[প্রেমাহ্লাদ নির্ভয়ে সন্ন্যাসীর সমীপবর্ত্তী হইল। সন্ন্যাসী সানন্দে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল]।

সন্ন্যাসী। এস, এস, আহ্লাদ,—এস ব'স। কোনও, ভয় নাই; আমি তোমার পরম হিতৈষী।

[প্রেমাহ্লাদ একটু দূরে বসিল। সন্ন্যাসী বলিতেছেন। প্রেম প্রত্যুত্তর দিতেছেন]।

স। এমন সময় এই দুর্য্যোগে কোথা যাচ্ছিলে বাবা?

প্রে। বেণাপোলে—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে।

স। হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে? সেখানে কেন বা গমন? প্রয়োজনটা কি, শুনতে পাই কি?

প্রে। প্রয়োজন? প্রয়োজন ত' জীবনের এক ভিন্ন অন্য নাই! অখিল জীবের সেই এক মাত্র প্রয়োজন, এক মাত্র সাধন, সকল সুখসৌভাগ্যের এক মাত্র অক্ষয় নিকেতন;—অত্যুত্তম পরম-ধন! অতুল আনন্দ-প্রস্রবণ! তারই এক বিন্দু, এক বিন্দু,—অতি ক্ষুদ্র একটি কণা পাবার আশাতেই আকুল প্রাণে আমি সেই দিকে ছুটে চলেছি! আমার মনঃ প্রাণ, ধ্যান জ্ঞান—সমস্ত এক বন্ধনে বাঁধা পড়ে, কোন্ প্রবল আকর্ষণে সেই দিকে উধাও হ'য়ে চলেছে! জানি না, জানি না—কে আমাকে কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে এমন উন্মাদ করেছে! আমার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে!—

অদ্বৈত-বীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধ-দীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥'

স। তিষ্ঠ,—তিষ্ঠ, স্থির হও! বালক, স্থির হও! এত উন্মত্ত—অধৈর্য্য হ'য়ো না। অধীর হ'লে কোনও কার্য্য হয় না। তা'তে সত্যের সন্ধান মিলে না। একটু স্থির হ'য়ে, একটু খোলসা ক'রে বল দেখি, বাবা,—জিনিসটা কি?—চাও কি?

[প্রেমাহ্লাদ হৃদয়াবেগে উত্থিত হইয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছে]।

প্রে। চাই কি?
চাই আমি,—চাই আমি সেই ধন, সেই ধন;
এক কণ পাইলে যাহার,—
যাহার আভাস মধু পাইলে রসনা,
সকল বাসনা তা'র শেষ হ'য়ে যায়,
থেমে যায় চিরতরে 'চাই' 'চাই' রব!
চ'লে যায় চিরতরে মোহের বিকার!
স'রে যায় চিরতরে নয়নের ধাঁধা!
পড়ে বাঁধা প্রাণমন সেই শ্রীচরণে!
মজে মনোমধুকর পাদপদ্মে সেই
প্রেম-মকরন্দে পূর্ণ আনন্দ-আলয়!

স। হাঁ,—বুঝেছি!—বুঝেছি! আনন্দ,—আনন্দ! তুমি চাও সেই আনন্দ! এইবার পথে এস বাবা,—বল'ত শুনি, সে আনন্দ মিলে কোথায়?

[প্রেমাহ্লাদ এবার আনন্দভরে একটি সুমধুর সঙ্গীতে উত্তর দিতেছেন]

(গীত)।

কোথা মিলেরে আনন্দ, বিনা সে গোবিন্দ-
পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ-পান?
ওরে, মিলে না ভুবনে, সে নিধি নন্দনে,
কনক কাঞ্চনে ঢালিলে পরাণ॥
নাহি রে সে সুখ ধর্ম্ম-অর্থকামে,
নাহি অপবর্গে, নাহি ব্রহ্মজ্ঞানে,
তন্ত্রে মন্ত্রে আর নাহি কোন স্থানে, বিহনে সে ঘনশ্যাম॥

আচার্য্যানুগমনে

[চিরন্তনী অমৃতধারা]

শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ডায়েরী

বিংশ দিবস

৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩১ সন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ষষ্ঠ সংখ্যার পর)

আমাদের যতদিন কাদা, জল, মাটী প্রভৃতি বুদ্ধি আছে, ততদিন রাইকানুর রসকেলি বার্ত্তা বুঝা যাইতে পারে না। আত্মানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের দ্বার রুদ্ধ থাকে। আবার বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীরূপরঘুনাথের আনুগত্য ব্যতীত আর কোনও কৃত্য নাই। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ রূপের আনুগত্য ব্যতীত জীব-স্বরূপের কোনও সার্থকতা নাই। যদি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মাধুর্য্যৌদার্য্য উপলব্ধি করিতে চান্, তবে রূপানুগজনের আনুগত্য করুন্। আমরা শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কিছুতেই যুগলসেবার অধিকার পাইতে পারিব না। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দের সেবা শ্রীরূপের—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

গৌড়ীয়ের সেব্য তিনটী বিগ্রহ :—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্রে এই তিনটী নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণই—মদনমোহন, গোবিন্দই—গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই—গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই—সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই—অভিধেয় এবং গোপীজন-বল্লভ কর্তৃক আকৃষ্টিই—প্রয়োজন। শ্রীসনাতনপ্রভু মদনমোহনের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে জীবের গোবিন্দ-সেবায় অধিকার জন্মে।

'মা প্রেক্ষিষ্ঠস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ।

শ্রীরূপপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপপদাঙ্কিত ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। শ্রীসনাতন প্রভুর মহিমা কবিকর্ণপূর এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৯।৪৫

মহাবদান্যলীলাময় চৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীরূপ এইরূপ ভাবে নমস্কার করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

'কৃষ্ণপ্রেম' অর্থে কৃষ্ণের সন্তোষ; সেবকের নিকট হইতে কৃষ্ণ যাহা চান্ তাহাই।

গয়াধামে যে গদাধরের পাদপদ্ম আসুরিক কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধযুগের জ্ঞানকাণ্ড চাপা দিয়াছেন, সেই পীঠ দর্শন করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর কাহাকেও আর অন্য কোন কথা বলেন নাই। সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

তিনি প্রত্যেককে প্রচারক হইতে বলিয়াছেন। যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। মহাবদান্য ব্যতীত আর কেহই জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করাইবার অভিলাষী হন্ না। জগতের লোক স্বার্থপর। তাহারা অন্যান্য জীবকে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের অধীন রাখিতে প্রয়াসী। তন্মধ্যে কেহ কেহ একটু উদারতার ভাণ দেখাইয়া নীচকে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবীর ছায়াভাসের লোভ দেখাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্। গীতাদি শাস্ত্রে যে—সমদর্শিত্বের (গীতা ৫।১৮) কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা কোটী কোটী গুণে অধিক। তিনি 'কাককে গরুড়' করিয়াছেন। বিষয়ী, পতিত জীবকে গোলোকের পরমোৎকৃষ্ট নিত্য শোভাসম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজীবকে কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারীর আসনগ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে পারে, তাই তিনি কীর্ত্তন করিবার প্রণালী বলিয়া দিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে হরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না, কেহ তাহা শুনেন না। গুরুর লক্ষণবিচারে তিনি বলিয়াছেন,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

যিনি সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুর মুহূর্ত্তের জন্য হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। হরিকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্তন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যাহারা মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছল-প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐ 'লোক-দেখান' কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়ার কীর্ত্তন মাত্র। যিনি কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন। যিনি জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল না জানেন, তাঁহার কোন সহিষ্ণুতা নাই, তিনি ধৈর্য্য-হীন, নিজেই 'কৃষ্ণ' সাজিতে প্রস্তুত। যিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে 'গুরু' করিতে না পারেন, প্রত্যেক বস্তুকে গুরুরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা না করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিতে, প্রত্যেককে আচার্য্যপদের যোগ্যতা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, তিনি 'অমানী' ও 'মানদ' নহেন। সুতরাং যিনি সর্ব্বপ্রকার-ব্যবধান-রহিত শুদ্ধহরি-কীর্ত্তন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীসনাতনপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভু, শ্রীজীবপ্রভু, শ্রীঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ এইরূপ গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম পরোপকারের

পরাকাষ্ঠা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ ধ্যানযোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন। ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর, এক মুহূর্ত্তও বাদ না দিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ সুবিধা হইতে পারে। আমরা মায়ার কীর্ত্তনকে অনেক সময় 'হরিকীর্ত্তন' বলিয়া মনে করি। যে কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ নাই, যাহার উদ্দেশ্য আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি, তাহাই মায়ার কীর্ত্তন। উহার দ্বারা শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন্ না। কেবল আভিধানিক শব্দ কীর্ত্তিত হয় মাত্র। যেমন 'ঘোড়া' বলিলে তৎসঙ্গে আমরা ঘোড়ার চেহারা ভাবিয়া থাকি, তদ্রূপ 'হরি' বলিলেও একটী প্রাকৃতরূপ চিন্তা করিয়া থাকি। উহা প্রাকৃত চেষ্টা বা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যখন নামনামী অভিন্নজ্ঞানে আমরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য হরিজনের আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন করি, তখনই বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন হয়। হরিনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ভগবান্ এইটুকু **right reserved** করিয়া রাখিয়াছেন যে, যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর ন্যায় ভগবান্ ভোগ্য বস্তু না হওয়াতে জীব তাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ বা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করিতে (মাপিতে) পারে না। শ্রুতি 'অপাণিপাদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শবসঞ্চর বা মৃতের শ্বাস

(১)

নিঝুম রাত। কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নাই। শিয়রে রিষ্ট-ওয়াচটী বেশ স্পষ্ট করিয়া টিক্ টিক্ করিতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও নিদ্রাদেবীর কৃপা লাভ করিতে পারিতেছি না। তখন আর কি করা যায়—অত রাত্রে আর যাই-ই বা কোথায়? গেলেও লোকে পাগল বলিবে। তাই শুইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিলাম।

লোকে পায়ে চলে—দৌড়ায়। সাইকেলে, মোটরে, এরোপ্লেনে, বোম্বে মেলে, এক্সপ্রেসে দ্রুত চলাফেরা করে। কিন্তু আমার এক বিমান আছে, তাহার সর্ব্বত্র অবাধগতি এবং তাহার ন্যায় দ্রুত কোন যানই চলিতে পারে না। আমি সেই বিমানে চড়িলাম—কিন্তু হাত পা নাড়া নাই, টিকেট নাই, কয়লা খরচ নাই। চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া এই বিমানের সহায়তায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।

(২)

এই বিমানের গতি যে পথে, সে পথ বহু বিমানে পূর্ণ, কোটি কোটি বিমান সেই পথে চলাফেরা করে। এই রাত দুপুরে কত যাত্রী চলিয়া বেড়াইতেছে! দেখিলাম, একজন চন্দ্রলোকে গমন করিয়া চন্দ্রের কলঙ্করূপ সমুদ্রতলের পরিমাপ করিতেছেন। অপর এক ব্যক্তি সূর্য্যের উত্তাপ ফুরাইয়া গেলে, পৃথিবীর লোক কোথায় উত্তাপ পাইবেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ তেঁতুলে সন্দেশের আস্বাদ আস্বাদনের জন্য ব্যস্ত। কেহ বা কেরোসীন তৈল হইতে চিনি উৎপাদনে নিবিষ্ট। আবার দেখিতে পাইলাম, কোন কোন মহাত্মা পৃথিবীর কোন বিশেষ ভূখণ্ডকে স্বদেশ স্থির করিয়া তাহার ষোল আনা উপস্বত্ব ভোগ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে বিবিধ মন্ত্রণা করিতেছেন। কেহ বিশ্বপ্রেমের মুখোস পরিয়া মানবজাতির বিভিন্ন স্তরে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বালিত করিতেছেন।

(৩)

একজাতীয় যাত্রীকে দেখিলাম—শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া নিজের ভোগে লাগাইয়া শ্রীনারায়ণকে ঐশ্বর্য্য-বিহীন (দরিদ্র) ও নিঃসহায় সাজাইয়া তাঁহার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হইয়াছেন। অপর এক শ্রেণী মুড়ী ও মিছরি (যেহেতু দুই-ই খাদ্য) কেন এক দরেই বিক্রীত হইবে না, তাহারই চেষ্টায় নিরত। ইহারা নাস্তিক হইয়াও আস্তিকতার ভাণে দুগ্ধ ও খড়ি-গোলাকে একশ্রেণীভুক্ত করিবার আয়াস করিতেছেন। কেহ বা ভাবিতেছেন, কোন্ ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া কি প্রকার ধার্ম্মিকের বেষ পরিধান করিয়া গুরু সাজিয়া শিষ্যের কনককামিনী সর্ব্বস্ব গ্রাস করা যাইবে। এইরূপ যাত্রী দেখিতে দেখিতে বিরক্ত হইয়া ভাবিলাম, একবার কর্ম্মজগতে বেড়াইয়া আসি। তখনই এক দৌড়ে টেমস নদীর সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলাম—সেখান হইতে আমেরিকার সিঙ্গার কোম্পানীর সেলাইএর কলের সাতচল্লিশ তালা আফিসে গেলাম। কিছুক্ষণ

সেখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কালিফোর্ণিয়ার সতর শত বিঘা জুড়িয়া ডুমুরের বাগানে ডুমুরের কলন দেখিলাম। ডুমুর আর অধিকক্ষণ ভাল লাগিল না—অমনি ছুটিয়া শান্তি লাভের জন্য ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দৃশ্যে ডুবিয়া গেলাম।

জলপ্রপাতের শোভাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে না হইতে একটি আরসুলা আসিয়া আমার নাসিকাগ্র স্পর্শ করিল, অমনি বিমান-ভ্রমণ ঘুচিয়া গেল—চাহিয়া দেখি, আমি আমার শয্যায় শয়ান। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকুহরে এক অপূর্ব্ব মধুর প্রভাত-সঙ্গীত সুধাধারা ঢালিয়া দিল। অতীতের অতলগর্ভে সেই নিশা ডুবিয়া গিয়াছে। বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া আমি এক্ষণে সেই সুমধুর গীতি আবৃত্তি করিতে না পারিলেও সেই শুভক্ষণে আমার অপরিচিত বান্ধব আমায় বলিয়া গেলেন,—পৃথক্ পৃথক্ সদ্‌গুণ শিক্ষার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধভক্তি হইলেই অন্য সকল তটস্থ সদ্‌গুণ উদিত হয়। যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সকল সদ্‌গুণ ও দেবগণ তাঁহার শরীরকে শোভিত করেন। মনোরথে আরোহণ করিয়া যাঁহারা জগতের বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান হন, তাঁহাদের বহু চেষ্টাদ্বারাও সদ্‌গুণের বিকাশ হয় না। জাগ, উঠ, আর মনোরথে চড়িয়া বেড়াইও না। যাঁহারা মনোরথে চড়িয়া বেড়ান, সেই সকল মনুষ্যের সঙ্গ করিও না। ঘুমাইয়া জাগরণের অভিনয়ে আর কত কাল বঞ্চিত থাকিবে? আর কত কাল মৃত থাকিয়া জীবিতের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিবে? আর কত কাল ভেকজিহ্ব থাকিবে? মৃতদেহে অলঙ্কার মণ্ডন করিয়া কাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছ? স্কন্ধের উপর বৃথা মস্তকের ভার বহন করিয়া ক্লিষ্ট হইতেছ কেন? বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় ঐ পদদ্বয় দ্বারা কি করিবে?

(৫)

ঐ অদ্ভুত কথা শ্রবণের পরে সংসার-নাট্যমঞ্চে কত ভাবে কতই না অভিনয় করিলাম! কত গ্রীষ্ম-বর্ষা শীত-বসন্ত কাটিয়া গেল! কে আমার সুপ্ত শ্রবণে আবার ঐ কথা জাগাইয়া দিল? তুমি কে গো?

"জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥"

—ভাগবত ২।৩।২৩

কে আমার সকল বিচার, সকল যুক্তি ব্যর্থ করিয়া এই কথা গান করিয়া বেড়াইতেছেন? এমন বড় কথা কেউ ত বলে না গো! জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী সকলেই কি 'জীবঞ্ছব' বা 'শ্বসঞ্ছব'? সকলেই কি জীবিত হইয়াও মৃত? শ্বাস গ্রহণ করিয়াও মৃত! এ কি কথা!

(৬)

বৈষ্ণবক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে ষষ্টিসহস্র ঋষি যে কথা অবনতমস্তকে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—যে ভারতের বিশেষত্ব বিষ্ণু-উপাসনা, যে বিষ্ণুর পরমপদ সূরিগণ নিত্যকাল দর্শন করেন, সূরিগণের নিত্য আবির্ভাব-ভূমি ভারতে আজ কাহার উপাসনা চলিতেছে? আজ বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসী কাহার উপাসনায় ব্যস্ত তাহা ত আমি বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ। চতুর্দ্দিকে এ কাহার উপাসনা চলিতেছে? জড়ের উপাসনা ত ভারতের ধর্ম্ম নয়। ভারত নিত্যকাল বিষ্ণু-উপাসক। ভারত জড়ের উপাসক নয়, চৈতন্যের উপাসক। অসৎ (পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামী) বস্তুর সঙ্গ ও উপাসনা দ্বারা যাঁহারা ভারতের গৌরব প্রচারে যত্নবান্, তাঁহারা ভারতের শত্রু না মিত্র? এ কথা আমায় বুঝাইয়া দাও।

গোপাল চাপাল

শ্রীবাস-অঙ্গনে নিশাকালে কীর্ত্তনসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন এবং যাহাতে অভক্ত অপরাধী জন অঙ্গনে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য দ্বার রুদ্ধ করাইতেন। প্রভুর এইভাবে কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করায় নগরবাসী বহির্ম্মুখ বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতেন।

"প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রকাশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার॥

ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে, কহে দ্বারেতে রহিয়া।—
'সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
কীর্ত্তন দেখিব, ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে'॥

কিন্তু পাষণ্ডীদের ঐ প্রকার ভীতিপূর্ণ বচনে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর বৈষ্ণববৃন্দ বিচলিত হইলেন না। ঐ সকল বাক্য তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কারণ তাঁহারা কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন থাকায়

না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে?

ভক্তগণের এইজাতীয় ঔদাসীন্য দর্শনে পাষণ্ডীগণের অত্যন্ত কোপসঞ্চার হইল এবং

যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥
কেহ বলে "আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি পায় লোক লুকাইয়া॥"

গোপাল চাপাল নামক এক "বাচাল পাষণ্ডী-প্রধান দুর্মুখ" ব্রাহ্মণ

ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা॥

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া ভক্ত সহ রজনী অতিবাহিত করিলে ভক্তপ্রধান শ্রীবাস প্রাতঃকালে রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিয়া দ্বারে সেই সমস্ত দ্রব্য দেখিতে পাইয়া

বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।

এবং ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন

নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥

শ্রীবাসের কথা শ্রবণ করিয়া—

তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার॥
হাড়িকে আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥

এদিকে গোপাল চাপাল নিশার অন্ধকারে সেই দুষ্কার্য্য করিয়া মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দিন যাইতে না যাইতে সেই অপরাধী বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের

সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার।

শুধু তাহাই নহে—

সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।

ফলে

অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥

এইরূপ ভীষণ ক্লেশকর ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যন্ত্রণায় গৃহে থাকিতে পারিল না—ছট্ ফট্ করিতে করিতে

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নানের জন্য সেই গঙ্গাঘাটে আগমন করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বলিতে লাগিল---

গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছোঁ ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥

ব্রাহ্মণের এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার ত উদ্রেক হইলই না বরং

এত শুনি মহাপ্রভু হইল ক্রোধমন।

এবং ক্রোধবশে বলে তারে তর্জ্জন বচন॥ -

"ওরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।

শুধু এই কয়েক দিন নয়, এই জন্ম নয়

কোটী জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥

আমার প্রিয়ভক্ত

শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন।

ফলে

কোটী জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥

ওরে পাষণ্ড তুই বলিতেছিস্ "লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার"---ইহা ঠিক, কিন্তু তুই কি জানিস্ না

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"
"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥"

সকলের মঙ্গল হইবে, সকল পাপীর উদ্ধার হইবে, কিন্তু

ভক্তদ্বেষী, ভক্তের চরণে অপরাধীর কোন মঙ্গল হইবে না। তুই জানিস্ না যে—

"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্ত করিমু সঞ্চার॥"
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ॥

দারুণ কুষ্ঠব্যাধির যাতনায় ও কীটের দংশনে ব্রাহ্মণের বহুকষ্টে দিনাতিপাত হইতে লাগিল। ক্ষণ যুগপ্রায় বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কোন প্রকার করুণা পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সক্রোধবচন শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিষণ্ণচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিল। এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর

সন্ন্যাস করিয়া যবে নীলাচলে গেলা।
তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা॥

তখন গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়া গ্রামে অর্থাৎ বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর যে স্থানে, গঙ্গা পার হইয়া উপস্থিত হইল এবং আশান্বিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইল। দীর্ঘকাল পরে ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশায় শ্রীপ্রভুর করুণাসঞ্চার হইল। তখন তিনি কৃপান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণকে "হিত-উপদেশ" পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন---

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ"॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর হিতোপদেশে—

তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন॥

অপরাধ ও পাপ দুইটি পৃথক্ বস্তু। পাপের ফল দেহে পরিস্ফুট হয় এবং মন তাহা ভোগ করে। অপরাধের ফলে দেহ ও মন হইতে পৃথক্ ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় বস্তু আত্মা তাঁহার নিত্যবৃত্তি শ্রীহরিভজন হইতে নিত্যকাল বঞ্চিত থাকে। আত্মা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া আত্ম-বিস্মৃত অবস্থায় বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করিয়া দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়। অগ্নিসংযোগে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি যেমন ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি শ্রীভগবানের নামাভাসে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পাপীর নিষ্কৃতির উপায় আছে, শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিলে তাঁহার নামাশ্রয়ে পাপীর পাপ বিনষ্ট হয়; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করিলে তাহা হইতে এড়ান যায় না। যে পথে দেহে কণ্টক প্রবেশ করে, তাহা যেমন সেই পথেই পুনর্নির্গত হয়, তদ্রূপ যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয়, তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অপরাধ খণ্ডিত হয়।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সে ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

ভক্তের নিকট অপরাধকে "বৈষ্ণবাপরাধ" "সাধু নিন্দা" "ভক্তনিন্দা" "ভক্তবিদ্বেষ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন---

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥

মানুষ বিদ্যা, জাতি, রূপ ইত্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বৈষ্ণব চিনিবার চেষ্টা করে। ফলে তাহারবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিদ্বেষ বা কুদর্শনের ফলে মনুষ্যের অনন্তকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক।

শূলপাণিসম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপি ও নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥

'জগাই-মাধাই'র ন্যায় পাপী কি ভাবে পাপমুক্ত হইয়া পরম ভাগবত হইলেন, তাহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু যদি ঐ দুই ভাই বিন্দুমাত্রও বৈষ্ণব-অপরাধ করিতেন, তাহা হইলে—কিছুতেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের কুশল চিন্তা করিতেন না এবং ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে না পারিয়া যাহাতে আমরা তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় না করি, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান ও যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক।

বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে হইলে আমরা সর্ব্বাগ্রে বিষয়মদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি পান হইতে বিরত হইব —নতুবা প্রতিপদে ঐ অপরাধে পতিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইব।

শ্রীভগবান্ অকিঞ্চনের গোচর। জীবের যতকাল বিষয়াসক্তিরূপ কিঞ্চনতা থাকিবে, ততকাল শ্রীভগবান্ তাঁহাদের গোচরীভূত হন না। যাঁহারা জড়চক্ষু বা জড় মনের সাহায্যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শ্রীভগবদ্দর্শন বা শ্রীভগবদ্ধ্যান করিতেছি ভাবেন, তাঁহারা যথার্থ আত্মবঞ্চিত। এই আত্মবঞ্চনার ফলে তাঁহারা পরবঞ্চনা হইতে বিরত হইত পারেন না। এই আত্মবঞ্চন ও পরবঞ্চনা জীবের অদৃশ্য শত্রু। দৃশ্য শত্রুর হস্ত হইতে জীব সহজেই অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু এই দুই শত্রু জীবের স্থূল চক্ষু ও সূক্ষ্ম চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টসাধন করিতেছে।

সংসারে যাঁহারা আত্মীয় বলিয়া জীবের নিকট পরিচিত, তাঁহারা স্বয়ং আত্মবঞ্চিত, ফলে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে, পরবঞ্চনা করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন,—সুতরাং এক ও অপর অন্ধদ্বারা পরিচালিত হইলে উভয়ের যে প্রকার দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, জীবও সংসারক্ষেত্রে তদ্রূপ অনাত্মীয়কে আত্মীয়জ্ঞানে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইতেছেন।

এই সকল আত্মীয়নামধারী মনুষ্য অপেক্ষা ভীষণ ও ভয়ঙ্কর আর এক শত্রু সংসারে বিচরণ করে। তাঁহারা মেষের চর্ম্মাবরণে হিংস্র শার্দ্দূল। ইহারা ভক্তের বেষ, ভক্তের বাহিরের আচরণ অনুকরণ করিয়া পূর্ণ মাত্রায় বৈষ্ণব-অপরাধী। ইহারা নিজেরা অপরাধী—এবং সরল-চিত্ত বালিশজনগণকে অপরাধের বীজ ভক্ষণ করাইয়া তাহাদের যে কিপ্রকার অনিষ্ট সাধন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গোপাল চাপাল আমাদের পরম বান্ধব। তাঁহাদের জীবনচিত্র আমাদের মানসপটে নিত্যকাল অঙ্কিত থাকিলে প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদিগের কি ক্ষতি করিবে?

প্রচারপ্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ময়মনসিংহ জেলার রামামৃতগঞ্জে ও তন্নিকটবর্ত্তী চারিপাড়া গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজী চারিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মোদক মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নিকটবর্ত্তী ধলাগ্রামেও হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ, বিষ্ণুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাযুক্ত মোহনবাঁশী মোদক মহাশয়ের হরিকথা প্রচারে সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ১৬ই আশ্বিন শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ লক্ষণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রসুন্দর দে সরকার তালুকদার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। সুরেন্দ্র বাবুর সত্যানুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসনীয়। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী মহাশয় 'গুরু-গৌরাঙ্গসেবাকল্পে বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সঙ্গ করিতেছেন। তিনি একজন শ্রদ্ধাবান্ বৈষ্ণব।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের কয়েকটী স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ঢাকা করোনেশন পার্কে প্রত্যহ ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিতেছেন। গত ১৭ই আশ্বিন তিনি "মায়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। বহুশ্রোতা সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জীবনের অনেক সমস্যা ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় ঢাকা জেলার বালিয়াটি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। শুনা যায়, সেইস্থানে জনৈক প্রাকৃত সহজিয়া জাতি-গোস্বামিব্রুব নিজের উদর ভরণ ও প্রতিষ্ঠার ভাবি অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছেন। ঐ প্রাকৃত সহজিয়া ব্যভিচারকে **'ভজন'** ও ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা কল্পিত প্রাকৃত সহজিয়াগণকে **'মহাজন'** বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। **'মহাজন'** বলিতে আমরা

গোস্বামিপাদগণ, শুদ্ধ রূপানুগ বৈষ্ণবগণকেই বুঝিয়া থাকি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইঁহারা মহাজন। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ব্যভিচার জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল গল্প ও তাঁহাদের নামে যে সকল কল্পিত ইন্দ্রিয়তর্পণপর গান রচনা করিয়াছেন সেই সকল কোনদিনই শুদ্ধভক্তগণের অনুমোদিত নহে। শ্রীরূপপাদের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, শ্রীরামানন্দরায়ের অপ্রাকৃত চেষ্টার তাৎপর্য্য অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে যাইয়া যেমন জগতে নানাবিধ অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত ভজন-প্রণালীকে বিকৃত করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ও ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'মহাজন' বলিয়া বরণ করিতেছেন ও কনককামিনী প্রতিষ্ঠার আশায় কপটবৈষ্ণববেশে পরবঞ্চনা করিয়া ও নিজে বঞ্চিত হইয়া ঘরে ঘরে বেড়াইতেছেন। এইরূপ শ্রেণীর লোক বড়ই কৃপার পাত্র। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে কৃপা করুন্। তাঁহাদের মত শুদ্ধবৈষ্ণব— যাঁহাদের পদার্পণে অতীর্থস্থানও তীর্থীভূত হয়, যাঁহাদের উচ্ছিষ্ট বহু বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে প্রাপ্ত হইয়া জীব হৃদয়ের কল্মষ হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, সেই ভাগবতগণ বালিয়াটী গ্রামে উপস্থিত থাকিতেও কি প্রাকৃত সহজিয়া শ্রেণী তাঁহাদের উচ্ছিষ্টের এককণা ও তাঁহাদের চরণোদকের একবিন্দু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অন্ধ ভাব ঘুচাইয়া লইতে পারেন না? প্রাকৃত সহজিয়াগণ কি এতই বৈষ্ণবাপরাধী অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ যে, তাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক গ্রহণেরও কিছুমাত্র যোগ্যতা পর্য্যন্ত নাই! ইহাদের জন্যই কি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ পার্ব্বতীপুরে হরিকথা প্রচার করিয়া রঙ্গপুরে আগমন করিয়াছেন। প্রথম দিবস স্থানীয় "স্বরাজ ভাণ্ডার গৃহে', দ্বিতীয় দিবস 'ধর্ম্ম সভা'য়, তৃতীয় দিবস বামন ডাঙ্গা ষ্টেট্ অফিসে "জীবের ধর্ম্ম ও নিত্য কল্যাণ লাভের উপায়", "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম এবং মনুষ্য জীবনে পরোপকার" সম্বন্ধে ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়াছেন। চতুর্থ দিবসে পরদুঃখ-দুঃখী স্বামিজী মহারাজ প্রভৃতি জীবের দ্বারে দ্বারে "জীব জাগ, জীব জাগ গোরা চাঁদ বলে"—উচ্চৈঃস্বরে এই কীর্ত্তন করিতে করিতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে চৈতন্যের কীর্ত্তনে চৈতন্য লাভ করিবার জন্য আহ্বান করেন। নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—এই কীর্ত্তনে কেহ জাগিতেছে, কেহ জাগিয়াও জাগিতেছে না, কেহ বা আদৌ জাগিতেছে না, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।" কত কোজাগরী পূর্ণিমা, কত বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, জীব কেবল মোহনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে। মহালক্ষ্মীর আরাধনায় জীব কবে জাগ্রত হইবে? বিভু-চৈতন্যের আরাধনার জন্য জীব কবে চৈতন্য লাভ করিবে? প্রেমসম্পত্তি লাভ করিবার জন্য কবে ব্যাকুল হইবে।

লক্ষ্মৌ গভর্ণমেণ্ট পাবলিক লাইব্রেরীর সুযোগ্য লাইব্রেরিয়ান্ শ্রীযুক্ত এস্, কে, চাটার্জ্জি, এম্, এ, এম্, আর, এ, এস্ মহোদয় ৫ই অক্টোবর ১৯২৫ তারিখের পত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত "Revival of Bhagabata Learning in India" নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"I have gone through your copy of the Revival of Bhagabata Learning in India. It is an extremely interesting reading"

নির্য্যাণ।

গত ১৮ই আশ্বিন রবিবার দিবস মৈমনসিংহ ভাটীজলকর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ রামসুন্দর দাস অধিকারী মহাশয় মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই বৎসর শ্রীধামনবদ্বীপপরিক্রমার সময় শ্রীধামমায়াপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং কিছু দিবস পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল ঠাকুরের মুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক, সরল, ও নিষ্কপট ব্যবহার ও গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি সদাচারসম্পন্ন হইয়া ও অসৎ ধর্ম্মোপদেষ্টার দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া বৈষ্ণবগৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ

পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিম্নোদ্ধৃত প্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া পত্র পাঠ করিবেন।

৫ম পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ ১৫শ লাইনে 'শ্রীগৌরসুন্দর' স্থানে 'শ্রীগৌরসুন্দর' হইবে। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের (১৪) সংখ্যায় "পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী" কথাটী একবার মাত্র হইবে। ৭ম পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভের ৪র্থ লাইনে "গপ্তাহের" স্থানে "সপ্তাহের" হইবে। ৮ম পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের ২য় লাইনে "মনিদ্বিজোজোভূৎ" স্থানে "মণিদ্বিজোঽভূৎ" হইবে এবং ১৪শ লাইনে 'মহাভারত'-তাৎপর্য্য-'নির্ণয়ের' স্থানে 'মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে'র হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

(প্রকৃতিজনপাঠ্য)

কন্যাবিক্রয় করিয়া কর্জ্জশোধ—ফতেপুর জেলায় মডারাশা গ্রামে এক ঠাকুর জমীদার এক নাপিতকে ১০০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল। সুদসমেত ঐ টাকা ৩৪শতে দাঁড়ায়। নাপিত অধিকাংশ টাকা পরিশোধ করে। অবশিষ্ট টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু জমীদার রাজী না হইয়া তাহাকে বলে যে কন্যা বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ কর। ফলে নাপিত জমিদারকে তাহার কন্যা দিয়া দেয়। জমীদার পুনরায় ঐ কন্যাকে এক নাপিতের নিকট ১৮২৷০ আনায় বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়াছে।

ভারতের ভাবী বড়লাট—৬ই অক্টোবরের লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ,—কয়েকদিন যাবৎ স্যার রবার্ট হর্ণ ইণ্ডিয়া আফিস পরিদর্শন করিতেছেন। ইহাতে অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনিই ভারতবর্ষের বড়লাট হইবেন।

ম্যালেরিয়া নির্ব্বাসন—রোমের ৪ঠা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য এখানে আন্তর্জ্জাতিক ম্যালেরিয়া মহাসমিতির অধিবেশন আরব্ধ হইয়াছে। সিনিয়র মুসোলিনি ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বহুব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। এমন কি ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভারতবর্ষ প্রভৃতি হইতেও বহুসংখ্যক প্রতিনিধি এখানে আগমন করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বৃটেন ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহ পরস্পর সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সিনিয়র মুসোলনী তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আর্জ্জেন্টাইন-সাধারণতন্ত্রের এক প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, রোম নগরীতে একটি ম্যালেরিয়া নিবারক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক। এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সকল দেশ হইতে ম্যালেরিয়াতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া করিয়া এবিষয়ে মৌলিক-গবেষণার ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্যও এই সমিতিচেষ্টা করিবেন। ইটালীর সদস্য বলেন যে, তাহারা এই বিষয়ে যথা-সম্ভব সাহায্য করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ইটালী সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাব মহাসমিতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার এক কমিটির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের জন্য উপবাস—মিঃ এইচ, জে, রেণ্ডলফ হোসিং নামক এক ব্যক্তি এক সঙ্গে ২১ দিন উপবাস করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি এক এক গ্লাস জলপান করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই। মিঃ হোসিং ইতঃপূর্ব্বে বোম্বায়ের একজন এটর্ণি ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। নানা রোগে ভুগিতে ভুগিতে ইনি ৫০ বৎসর বয়সে একজন পুরাদস্তুর অজীর্ণ রোগী হইয়া পড়েন। মিঃ হোসিং ডাক্তারের চিকিৎসায় শ্রদ্ধাহীন। তিনি নিজের রোগ নিরাময় করিবার জন্য অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন এবং পরিশেষে সাময়িক উপবাসই তাহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গত বিশ বৎসর যাবৎ ইনি এক সঙ্গে পাঁচ দশ পনর কিম্বা কুড়ি দিন ধরিয়া উপবাস করিয়া আসিতেছেন। মিঃ হোসিং বলেন, ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতেছে।

শ্বাসরোধে মৃত্যু—স্যার জন গর্ডন নামক এক ব্যক্তি চীনদেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি লণ্ডনের কোন এক স্থানে চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দমবন্ধ হইয়া তিনি চেয়ারের উপর পড়িয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

বড়লাটের বিদায়-সংবর্দ্ধনা :—সহযোগের জন্য অনুনয়। বড়লাটের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসায় তাঁহাকে বিদায়-কালীন সংবর্দ্ধনা করা আরম্ভ হইয়াছে। সিমলা পরিত্যাগের প্রাক্কালে সিসিল হোটেলে সিমলাস্থ ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁহাকে একটি বিদায়-ভোজ দিয়াছেন।

এই ভোজ-উৎসবে স্যার মহম্মদ শফী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত সাড়ে চার বৎসর বড়লাট বাহাদুর ভারতের জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন, স্যার মহম্মদ শফী তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন। বড়লাটের কার্য্যকালের শেষ সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ হইতে পারে। এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে ছয় মাস পূর্ব্বেই বড়লাট বাহাদুরের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করা অতীব শক্ত।

ভূপালের বেগম :—৬ই তারিখের লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ আগামী কল্য ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড বার্কেনহেডের সহিত ভূপালের বেগম সাহেবার সাক্ষাৎ হইবে।

গ্রীসে সামরিক আইন ঘোষণা। কারণ এখনও অজ্ঞাত :—"ইংলিশম্যান" পত্রের লণ্ডনস্থিত বিশেষ সংবাদ দাতা ৬ই অক্টোবর তারিখে জানাইয়াছেন, ভিয়েনা হইতে তার আসিয়াছে যে গ্রীসদেশে সামরিক আইন ঘোষিত হইয়াছে। ইহার কারণ এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

বিমানপোতে বিচরণ। লণ্ডনে যোধপুরের মহারাজ-দম্পতি :—৬ই অক্টোবরের লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য একটিবিশিষ্ট বিমানপোতে চড়িয়া যোধপুরের মহারাজ ও মহারাণী অর্দ্ধঘণ্টা কাল লণ্ডন নগরীর উপর ভ্রমণ করিয়াছেন। মহারাণী পর্দ্দানসিন মহিলা। তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত পর্দ্দার অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নির্ব্বাচন-প্রার্থী :—পশ্চিম-বঙ্গের অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যপদ প্রার্থী হইবেন।

অদ্ভুত বালকের জন্ম অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ নারী :—সম্প্রতি দিল্লীতে তিন-পা-বিশিষ্ট একটি বালক আসিয়াছে। উহার শরীরের অর্দ্ধভাগ পুরুষ ও অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলোকের মত। কেবল ইহার মাথা ও মুখ একটী। এই বালকের বয়স সাত বৎসর। সে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। তিন পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে তাহার কোনই অসুবিধা হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভাগবতের ভিক্ষার পরিমাণ (ডাকমাশুল পৃথক্)

সম্প্রতি এককালীন ভিক্ষাগ্রহণপ্রথা নাই। প্রথম তিন স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে। আনুমানিক ন্যূনাধিক দুই বর্ষে ন্যূনাধিক শত খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে।

সাধারণ কাগজের প্রতি খণ্ড ।/৵০, প্রকাশিত ২১ খণ্ড ৮৸০
তিন স্কন্ধ একত্রে বাঁধা ৮৸০ **ভাল কাগজের** বাঁধা ১০৲
ভাল কাগজের প্রতি খণ্ড ॥০, প্রকাশিত ২১ খণ্ড ১০৲
} গৌড়ীয়ের **অগ্রাহক** সাধারণের জন্য

সাধারণ কাগজের প্রতি খণ্ড ।/০, প্রকাশিত ২১ খণ্ড ৫৸৶০
তিন স্কন্ধ একত্রে বাঁধা ৬৸০
ভাল কাগজের প্রতি খণ্ড ।৶০, প্রকাশিত ২১ খণ্ড ৬৸০
তিন স্কন্ধে একত্রে বাঁধা ৭॥০
} গৌড়ীয়ের **গ্রাহক** মহোদয়ের পক্ষে

ভক্তিগ্রন্থাবলী!

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা "গৌড়ীয়" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ১৲ শ্রীভাগবত ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ৸০

১। প্রেমবিবর্ত্ত ॥৵০ গৌড়ীয়ের গ্রাহক পক্ষে ॥০
২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ) ৸০
৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ২॥০
৪। আচার ও আচার্য্য ।৵০
৫। সাধনপথ ।৶০
৬। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৩৲
৭। গীতাবলী, শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক মোট ।৹০
৮। কল্যাণকল্পতরু ৶০
৯। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১০। সাধককণ্ঠমণি ।০
১১। শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ৶০
১২। ভাষ্যোদয় সহ শ্রীশ্রীমৎচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲ গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ৬॥০
১৩। প্রেম-প্রদীপ ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২॥০, আবাঁধাই ২৲ গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ২৵০ আবাঁধাই ১৸০
১৫। বাঙ্গালা ভাষার আদিকবি মহানুভব শ্রীমালাধর বসু গুণরাজ খান মহোদয়-প্রণীত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥০
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সিল্কে বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ সাধারণ সংস্করণ ১॥০ গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৸০ সাধারণ ১।০ (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যসহ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩১শে আশ্বিন ১৩৩২, ১৭ই অক্টোবর ১৯২৫ | ৯ম সংখ্যা

মহোৎসব

“দীপালী”

[কর্পূর দীপ]

আজ দীপালী। আজ অযোধ্যা নগরীর প্রাকারে প্রাকারে—গৃহচূড়ায়—বাতায়নে ঘাটে মাঠে—স্রোতে—অন্তরীক্ষে দীপাবলী জ্বলিয়া দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছে। শ্রীরাম-বিরহিত অযোধ্যা-শ্রীজানকীবিরহিত অযোধ্যা, শ্রীলক্ষ্মণবিরহিত অযোধ্যা, শ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীসীতাদেবীকে চতুর্দ্দশ বৎসর পর ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ তাঁহাদের পুরপ্রত্যাবর্ত্তন। তাই অযোধ্যাবাসী নরনারী ধনি দরিদ্র সকলের সম আনন্দ—তাই অমানিশার ঘোর কালিমা ঘুচাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুকে আত্মহারা হইয়া বরণ করিতেছে।

‘সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই’ নাস্তিকের এই কথায় বিশ্বাস করিও না! শ্রীঅযোধ্যাপুরী নিত্যকাল বিরাজমানা—তথায় শ্রীরামলক্ষ্মণ নিত্যকাল শ্রীসীতাদেবী-সহ বিরাজ করিতেছেন। যাহারা মন্থরার মন্ত্রণায় কৈকেয়ীর ন্যায় বিষয়ভোগে ব্যস্ত, তাহারা ভাবে ‘অযোধ্যা আমার ভোগ্য—শ্রীরামসীতাকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিয়া

আমি নিষ্কণ্টকে শ্রীরামচন্দ্রের ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিব’। রাবণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অসুরবৃত্তিসম্পন্নজনগণ শ্রীসীতা-দেবীকে জড়পিণ্ড জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া ছায়াসীতা গ্রহণে আত্মবঞ্চিত ও সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠের অধিপতি প্রপঞ্চে এই অসুরমোহন লীলাদ্বারা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা কি আজ ভুলিয়া গেলে? ভারতবাসী যে যেখানে থাক, আজ দীপালী কর—আজ সব জড়-অভিমান জড়বুদ্ধি বিসর্জ্জন দাও। ভোগবুদ্ধিবিহীন হইয়া—রাবণত্বকে পদাঘাত করিয়া শ্রীঅযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ কর। শ্রীঅযোধ্যা-পতিকে সানন্দে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বজনসহ বরণ কর। সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত কর। অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আর মরজগতে শোক তাপ ক্লেশের জগতে প্রবেশ করিও না। নিভিয়া যায়—এমন দীপ আর জ্বালিও না। ভারত শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি—শ্রীরাম সেবকগণের লীলাভূমি—রাবণের বিলাসভূমি নহে।

মহাজন

(ঘৃতদীপ)

মহদ্‌ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ' সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, 'মহাজন' বলিতে কেহ বাণিজ্যকারী বা ব্যবসায়ীকে বুঝিয়া থাকেন, কেহ উত্তমর্ণকে 'মহাজন' বলেন কেহ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণকে 'মহাজন' বলিয়া বিচার করেন, কেহ বা দেশনেতা, সমাজনেতাকে 'মহাজন' বলিয়া মনে করেন, কেহ বা দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতিকে 'মহাজন' বলিয়া থাকেন, কেহ বা লোকবরেণ্যবক্তা বা ধার্ম্মিককে 'মহাজন' বলেন, আবার কেহ কেহ এই সকল ব্যক্তির পরিবর্ত্তনশীল মহাজনত্ব দর্শন করিয়া একমাত্র নিরস্তকুহক-সত্যোপাসক শুদ্ধভগবদ্ভক্তকে 'মহাজন' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

আমাদের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনকারী তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া বিবেচিত হন্। ব্যবসায়ীর নিকট উত্তমর্ণ 'মহাজন' হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট জৈমিন্যাদি ঋষি 'মহাজন' বলিয়া বৃত হইতে পারেন, প্রকৃতিবিমোহিত জীবের নিকট সাহিত্যিক, কবি বা বাগ্মী 'মহাজন' বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন, আত্ম-বঞ্চিত ব্যক্তি-গণের নিকট পুতনা-সদৃশ কপটাচারী বেধোপজীবি ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন, ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, শুষ্কজ্ঞানী, অভক্তযোগী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু নিরস্তকুহক ধর্ম্মশাস্ত্র, সেই সকল মনোধর্ম্মিব্যক্তির কল্পিত ধারণা ও গতানুগতিক বিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া থাকেন—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

—ভাঃ ৬।৩।২৫

অর্থাৎ জগতের নিকট যাঁহারা 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল জৈমিনী ও মন্বাদি শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী-দৈবী-মায়া-দ্বারা বিমোহিত, তাই তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকে ক্ষুদ্র ও সামান্যজ্ঞান করিয়া বিস্তারশীলকর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত। ঐ সকল মহাজনের মতি, ঋকসামযজুর্ব্বেদের-আপাতরমণীয় কুসুমিতমধুবর্ষিবাক্যে জড়ীকৃত। তাঁহারা বিস্তারশীল কর্ম্মজালে আবদ্ধ। এই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে নিত্যসেবাবুদ্ধিযুক্ত নহেন। জগতের লোক কর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, ধর্ম্মবীর বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

এই জগতে যে কর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর বিরাগের জন্য ধর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ না করেন, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। হরিতোষণের নামই সেবা; আর যে কর্ম্মে, যে ধর্ম্মে, যে ত্যাগে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, রোগীর সেবা, দুঃস্থের সেবা, নির্ধনের সেবা বা ধনবানের সেবা প্রভৃতি নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগ। জগতে এই প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনপ্রদাতৃগণই, এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রচারকগণই, ইন্দ্রিয়তর্পণের বক্তৃগণই, ইন্দ্রিয়তর্পণপর ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণই, ইন্দ্রিয়তর্পণপর শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত।

প্রকৃত মহাজন নির্ণীত না হইলে আমাদের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। নিখিল-শাস্ত্র এক-বাক্যে মহাজনের অনুগমন করিবার জন্যই আদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে"

—গীতা ৩।২১

মহাভারত অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

ভবরোগগ্রস্ত জীব তাঁহার বিকৃত বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত মহাজন চিনিয়া লইতে পারেন না। জীব সর্ব্বদা চারিটী দোষে দুষ্ট। জীবের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত অর্থাৎ জীব অসাধুকে 'সাধু' বলিয়া এবং সাধুকে 'অসাধু' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। জীবের সর্ব্বদাই প্রমাদে পতিত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে। তিনি যতই সতর্ক হইয়া 'মহাজন' বা 'সাধু' চিনিবার চেষ্টা করুন্ না কেন, মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তাঁহাকে অনবধানতাদোষে দুষ্ট করিয়া থাকেন। সুতরাং অনবধানতার সহিত তিনি যাহা বিচার করিতে যান, তাহাতেই প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার 'মহাজন' চিনিয়া লওয়া হয় না। জীব বিপ্রলিপ্সা-দোষে দুষ্ট। বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা পরস্পরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। অসাধু সাধুর কপট বেশ লইয়া জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হন্। যাহারা আমাদিগকে আপাতমধুর ইন্দ্রিয়তর্পণের মুখস পরিধান করিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের অনুকূল কথাগুলি বলিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের কথাকেই পরম আদরের ও মঙ্গলের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হই এবং ঐ সকল উপদেষ্টৃগণকে 'মহাজন' বলিয়া বরণ করিয়া থাকি। আমরা মনে করি, জগতে বড় হওয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করা, খাওয়া দাওয়ার সুবিধা করা, কবি হওয়া, সাহিত্যক হওয়া, বাগ্মী হওয়া, গবেষণাপর হওয়া, দার্শনিক হওয়া, সামাজিক হওয়া, দেশহিতৈষী হওয়া, মাতৃপিতৃভক্ত হওয়া, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য লোক-দেখান বৈষ্ণব হওয়া, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বৈষ্ণবকীর্ত্তনীয়া হওয়া, বৈষ্ণব লেখক প্রভৃতি হওয়াই মহাজনের পদাঙ্কানুসরণ। আমরা তখন অভ্যুদয়বাদী (elevationist) হইয়া কবির ভাষায় গাহিয়া থাকে—

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হ'ব বরণীয় ॥"

বদ্ধজীবের করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা স্বাভাবিক। বদ্ধজীব চান্ এই চক্ষুর দ্বারা, কর্ণের দ্বারা, নাসিকা ও ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিম্বা মনের দ্বারা জল, কাদা, মাটী, বাড়ী, ঘর, পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুর মত মহাজনকে চিনিয়া লইতে। কিন্তু 'মহাজন' ঐ প্রকার জল, কাদা, মাটী জাতীয় বস্তু নহেন। 'মহাজন' প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রকৃতির গুণের দ্বারা বশীভূত হন্ না, ইহাই মহাজনের মহাজনত্ব। মায়াবদ্ধজীবের বুদ্ধি যখন ঐ সকল শুদ্ধমহাজনের অনুগত হয়, তখন তাহা প্রাকৃতিকরাজ্যে অবস্থিত হইয়াও মায়াগুণ-দ্বারা সংযুক্ত হয় না; সুতরাং ঐ নির্ম্মলবুদ্ধিযোগে মহাজনের স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥"
—ভাঃ ১।১১।৩৪

সুতরাং যাহাদের বুদ্ধি প্রকৃতি-আশ্রয়া অর্থাৎ যাহারা বাহ্যজগৎ দর্শন করেন, যাহাদের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণময় প্রতীতির অভাব, ঐ প্রকার প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় কখনও মহাজনের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। জগৎ এই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ। যাঁহার অপ্রাকৃত সহজ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে, সেইরূপ সেবোন্মুখ, নিষ্কিঞ্চনমহাজনচরণরজোভিষিক্ত পুরুষ ব্যতীত বাকী সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া। ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ইহা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)। কেহ কর্ম্মের নামে প্রাকৃতসহজিয়া, কেহ ধর্ম্মের নামে প্রাকৃত-সহজিয়া, কেহ বা মিছা, কপট ছলভক্তির নামে প্রাকৃত-সহজিয়া। এই প্রাকৃত সহজিয়াগন কিছুতেই প্রকৃত মহাজনকে চিনিতে পারিবেন না। পেচকের যে প্রকার চক্ষু-সত্ত্বেও সূর্য্যকিরণ দর্শনের যোগ্যতা নাই, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদর্শনে বিশেষ পটুত্ব ও সামর্থ থাকিলেও তাঁহাদের 'মহাজন' দর্শনের যোগ্যতা নাই।

জগতের প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় প্রকৃতির সহজ ধর্ম্মের স্রোতে আশ্রয়হীন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিতেছে এবং সেই উচ্ছ্বাসে অন্যান্য প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে ধাবিত হইবার জন্য

উৎসাহিত করিতেছে। মনোধর্ম্মী প্রাকৃতরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে। ঐ প্রকার প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায়ের কেহ কেহ মহাজনের বাক্যকে অনাদর করিয়া, মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'স্বার্থপর' 'অনুদার' 'সঙ্কীর্ণচেতা' প্রভৃতি বলিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে, কেহবা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত-মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাজনের স্বরূপনির্ণয়ে বলিয়াছেন,—

"পরম-কারণ-ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তা'তে ছয়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

অর্থাৎ সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই ঈশ্বর মানেন না। এক কথায় তাঁহারা আস্তিক নহেন। কেবল তাঁহারা নিজ নিজ মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্ক দ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব স্ব মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা মাত্র করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে মহাজন বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন; তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই পরম মহাজন, তাঁহার বাক্যে কোন ও প্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই। তিনিমহাবদান্য, তাঁহার বাণী অত্যন্ত উদার, উহা পান ও গান করিলে জীব সত্যসত্যই অমর হইতে পারেন। তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বতত্ত্বের সার।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এইকথা শ্রবণ করিয়া, কোন পাতঞ্জল ঋষির ভক্ত কিম্বা জৈমিনি ঋষির ভক্ত তাঁহার প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানে কবিরাজ গোস্বামীর চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন, "ইহা গোঁড়ামী মাত্র"। তাঁহাদের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম এক মহাজন মাত্র। সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তাস্রোতে আত্মহারা হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্‌বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবের স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বলেন,—

"পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে"

ইহাঁরা কেহই মহাজন নহেন, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুখে ঈশ্বর স্বীকার করিলেও অন্তরে কেহই ঈশ্বর মানেন না সুতরাং তাঁহাদের মহাজনত্ব কোথায়? শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণই 'মহাজন'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর নিজজন গণই 'মহাজন'।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশজন মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তিপ্রচারক চারি জন আচার্য্য মহাজন। গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর মহাজন। পরমতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপসনাতন মহাজন, রূপপ্রিয় বা রূপানুগ সাধুজনগণ সকলেই মহাজন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামী মহাজন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইহাঁরা মহাজন। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধি লইয়া ইহাঁদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইহাঁদিগকে মাপিয়া লইতে বা ভোগ করিতে ধাবিত হন্ সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহুদূরে। ইন্দ্রিয় তর্পণ বা মায়াই তাঁহাদের নিকট কল্পিত মহাজনের মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয়। শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপরায়ণ মহাজনগণের অপ্রাকৃত চেষ্টা বা ভজন-প্রণালী তাঁহাদিগের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না। ঐ সকল প্রাকৃত-সহজিয়া, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির নামে কল্পিত গান রচনা করিয়া, প্রাকৃত-সহজিয়াধর্ম্মের ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রলাপপরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসকে মহাজনের 'পদ' বলিয়া, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের রুচির তর্পণ বিধান করিতেছেন। ইহাঁরা অধিকাংশই ব্যবসায়ী, কেহ বা প্রতিষ্ঠাভিক্ষু ও কামিনীলোলুপ। এইরূপ ভাবে ঐ সকল ব্যক্তি শুদ্ধমহাজনগণের নাম করিয়া ও কল্পিত মহাজন খাড়া করাইয়া পরবর্ত্তী সময়ে যে কত মায়ার সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাকৃতসহজিয়াগণের রুচি ঐ প্রাকৃতসহজধর্ম্মপরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সঙ্গীতের

মূর্চ্ছনায় অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ব্যাধের সঙ্গীত শ্রবণে হরিণের যে দশা ঘটে, তাহাদেরও তাহাই হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি লোক মহাজনগণের রচিত অনর্থ-নির্ম্মুক্তাবস্থার ভজনগীতিগুলিকে অনর্থযুক্তাবস্থায় প্রাকৃত কাব্য, সাহিত্য, নাটকের অন্যতম মনে করিয়া, কেহ বা রমণীমনোরঞ্জনের জন্য, কেহ কেহ বা সুর, তাল, লয়, মানের বাহার দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহচররূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল দৈবীমায়া বিমোহিত, আত্মবঞ্চিত, পরবঞ্চক ব্যক্তিগণ মহাজন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন,—

"আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধানে।
* * * *
গোবিন্দবিমুখজনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে।
* * * *
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
* * * *
কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তা'তে অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
* * * *
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।
* * * *
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণববেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥

জীব সেবোন্মুখ হইলে মহাজন শ্রীগোবিন্দ দাসের নামে আর ইন্দ্রিয়তর্পণপর কল্পিত গান রচনা না করিয়া তাঁহার শুদ্ধসেবাপর পদ গাহিতে গাহিতে বলিয়া থাকেন,—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয়চরণারবিন্দ রে।
দুর্লভ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ ভবসিন্ধুরে॥
শীত আতপ, বাত বরিখ,
এ দিনযামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগিরে।
* * * *
পুজন সপীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥"

তখন তিনি মহাজন শ্রীলোচন-দাসের নামে কল্পিত কবিতা রচনা না করিয়া গাহিয়া থাকেন,—

"ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি॥
* * * *
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচনদাস॥"

তখন আমরা রূপানুগ মহাজনবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌরবিহিত কীর্ত্তন গান করিয়া বলিতে পারি,—

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
* * * *
শুদ্ধ ভকত চরণরেণু
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা পরমসিদ্ধি
প্রেম-লতিকার মূল॥
* * * *
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদ ছায়া শোধহ আমারে

তোমার চরণ ধরি ॥

* * *

কবে গৌরবনে সুরধনী তটে
'হা রাধে', 'হা কৃষ্ণ' বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহসুখ ছাড়ি
নানা লতা তরু তলে।
গৌড় ব্রজজনে ভেদ না হেরিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥

তখন আমরা রূপানুগপ্রবর আচার্য্যগণের কৃষ্ণতোষণ পর আত্মেন্দ্রিয়তর্পণনিবারণপর গীতি কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করি—

"দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড় মায়া মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি' ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তনপ্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজনে-নির্জ্জন সম্ভব॥

ভরত ও রন্তিদেব

(রত্নদীপ)

গৌড়ীয় পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অনেকেই জড় ভরত ও রন্তিদেবের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। নিম্ন-প্রাইমারী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও প্রায়ই ঐ দুই মহাত্মার উপাখ্যান গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জানি না,আপনারা ঐ দুই মহাত্মার চরিত্র আলোচনা-কালে তাঁহাদের পরস্পরের চরিত্র-তারতম্যে যে একটী মহামূল্য শিক্ষা ও উপদেশ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আপনাদের কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে কি না। আমাদের আচার্য্য, ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ঐ দুই মহাত্মার চরিত্র হইতে আমাদিগকে একটী বহুমূল্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা প্রকৃতির দ্বারা এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, যে সকল কথা আমাদের মনোভীষ্টের অনুকূল ও ভোগের অনুকূল হয়, উহাদিগকেই পরমোপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মধর্ম্মরত আচার্য্যগণের মঙ্গলোপদেশ সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। ইহা আমাদের দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা হুজুগপ্রিয়, নিজে আত্মস্থ হইয়া কোনও বিষয় চিন্তা করিবার, ভাবিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। যেমন জগতে কোনও ব্যক্তি আমার মনোভীষ্টের অনুকূল কথা বলিলেন কিংবা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর একটা নূতন কথার অবতারণা করিলেন, অমনি আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ সাজাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম, গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় প্রকৃতির লোকের অন্যতম একজন হইয়া সেই কথা বরণ করিয়া লইলাম। আমার মনোধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতাকে শাস্ত্র বা শাসন বাক্য লইয়া কেহ বাধা দিতে আসিলে তাঁহাকে অনুদার, একঘেয়ে, গোঁড়া বলিয়া আমার অনুগত ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের পরকালটা চিরকালের তরে 'ঝরঝরে' করিয়া দিলাম। এইরূপ ত' আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা। কেহ ত' হয় বলিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে দয়া করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

আমরা এই কথা শুনিয়া তখনই ভাবিলাম, ‘ ওঃ কি মহাপ্রাণতার কথা ! কি উদারতা ! কত বড় হৃদয় ! ইনিই সত্য সত্য মহাপুরুষ !! একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না, এই কথার মধ্যে উদারতা কতটুকু, মহাপ্রাণতাই বা কি পরিমাণ ? অত্যন্ত দেহাসক্ত গেহাসক্ত আমাদের কাছে কেবল আমাদের নিজের দেহটাকেই যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান না করিয়া আরও দু'চারটা দেহকে তৎসঙ্গে জড়াইয়া লওয়ার কথাটাকে একটা বড় উদার কথা বলিয়া মনে করিলাম। পাপীর নিকট যেমন পুণ্য কথার আদর, লম্পট ব্যভিচারীর নিকট নীতির আদর, পরস্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তির নিকট স্বভার্য্যানুরক্তি বা স্ত্রৈণ হওয়ার উপদেশের আদর, নরকস্থ ব্যক্তির নিকট যেমন স্বর্গের আদর, তদ্রূপ প্রাকৃত লোকের নিকট ঐরূপ কথার আদর হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকপাঠিকাগণ একবার নিরপেক্ষ চিন্তাশীল হইয়া, আত্মস্থ হইয়া, সর্ব্বপ্রকার মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভাবিয়া দেখুন, ঐরূপ কথার প্রতিবর্ণে নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নাই। বঞ্চিত আমরা, মনোধর্ম্মী আমরা, মহামায়ার কপটকৃপায় মুগ্ধ আমরা, যে স্থানে যত বড় নাস্তিকতার কথা, তাহাকেই আমরা তত বড় মহাপ্রাণতা বা উদারতা বলিয়া মনে করি। দৈবী মায়ায় বিমোহিত আমরা বুঝিতে পারিনা যে নারায়ণত্বে দারিদ্র্য থাকিতে পারে না, আবার দারিদ্র্যেও নারায়ণত্ব নাই। আলোক অন্ধকার, মায়া ও ভগবান্ কখন ও একত্র বিরাজ করিতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা মনে করি, ভগবান মায়াদ্বারা সংযুক্ত হন, নারায়ণ দরিদ্রতা লাভ করেন। দুঃখের বিষয় এইরূপ অপরাধময় নাস্তিক্যবাদে ধরাধাম পরিপ্লুত হইতেছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদরূপিণী মহারাক্ষসী লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিংশশতাব্দীর স্বরূপতঃ হরিসেবকগণের চেতনবৃত্তির সহজধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতেছে। জীব অণু-চৈতন্য, জীব নিত্য ভগবানের দাস। ভগবৎসেবাবিস্মৃতি ক্রমেই তাঁহার যাবতীয় অভাব ও অসুবিধা। নারায়ণসেবক অনুপলব্ধিতেই তাঁহাদের দারিদ্র্য, আবার নিত্য-নারায়ণসেবকোপলব্ধিতেই তাঁহাদের আনুষঙ্গিক ভাবে দারিদ্র্য মোচন ও পরম প্রয়োজন প্রাপ্তি—

"ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ—প্রেমসুখ, মুখ্য-প্রয়োজন হয়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

পূর্ব্বকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এতদূর সদাচারপরায়ণ ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে 'রাজর্ষি' বলিত। আমরা অধুনা যে বর্ষে বাস করিতেছি এই স্থানের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। মহারাজ ভরত রাজা হইবার পর ভরতের নামানুসারে ইহার নাম ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজর্ষি ভরত নির্দ্দিষ্টকাল রাজত্ব করিয়া হরি আরাধনা করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং পুলহাশ্রমে গমনপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমটী সরিদ্বরা গণ্ডকী নদীর উপকূলে বিরাজিত ছিল। ঐ নদীতে শ্রীনারায়ণশিলা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এমন পবিত্র স্থানে ভরত বাস করিতেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিসলয়, তুলসী, জল এবং ফলমূলাদির উপহার দ্বারা নিবিষ্ট-চিত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ সংযত বিষয়াভিলাষরহিত, উপরত ও শান্তভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিয়া সর্ব্বদা ভগবদারাধন-তৎপর ছিলেন। ক্রমে তাঁহাতে এরূপ ভগবৎসেবানুরাগ-লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, তাঁহাতে কম্প-অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইতে থাকিল। একদিন তিনি গণ্ডকী মহানদীতে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক তটিনীর কূলে উপবেশন করিয়া 'প্রণব' জপ করিতেছিলেন। এমন সময় একটী গর্ভবতী হরিণী পিপাসিতা হইয়া জল-পানেচ্ছায় সেই জলাশয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক জলপানে রত হইলে অদূরে একটী সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। একে হরিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ ব্যাকুল, তাহাতে আবার নির্জ্জন-উপবনে প্রতিধ্বনিত লোকভয়ঙ্কর সিংহ-নিনাদ চকিতস্বভাবা হরিণীকে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা করিয়া তুলিল। তখনও পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই, হরিণী সচকিতনেত্রে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফনপূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যতা হইল।

এইরূপ চেষ্টায় হরিণীর গর্ভপাত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দীনা হরিণীর গর্ভস্থ শাবকটী নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। ভগবদারাধনরত ভরত নদীতীরে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কোন্ পাষাণহৃদয় আছে, এমন কোন্ প্রাণী 'মানুষ' নাম ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন, যাহার হৃদয় এইরূপ চিত্রে বিগলিত না হয়! ভরতেরও তাহাই হইল। ভাগবত-প্রবর ভরত হরিণ শাবকটীকে রক্ষা করিবারজন্য ভগবদারাধনা হইতে বিরত হইলেন। তিনি ভাবিলেন— "নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে।"—(ভাঃ ৫।৮।১১—)উপশমশীল আর্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ্, তাঁহারা দীনব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভরত মাতাপিতৃহীন নিঃসহায় হরিণশাবকটীকে স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম যত্নে উহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভরত শুদ্ধ ভগবদারাধনার জন্য ত্যক্তজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র গৃহসুখ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভগবৎসেবার জন্য প্রবল হইতে প্রবলতর পিপাসা না জাগিয়া দরিদ্রতায় নারায়ণ বুদ্ধি হইল! প্রকৃতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি হইল! প্রকৃতিদেবীও সময় বুঝিয়া ভরতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ভরত ভগবচ্চরণে প্রাকৃতবুদ্ধি করাতে হরিসেবা হইতে বিচ্যুত হইলেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব-শ্রীভগবানের সেবামাধুরী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দ্বিতীয়বস্তু প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিচার করিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

হরিণ অর্থাৎ মায়াই তখন তাঁহার ঈশ্বর হইয়া পড়িল। তিনি হরিসম্বন্ধজ্ঞান হারাইলেন। মায়াকে ঈশ্বরী করিয়া ভরত পতিত হইলেন। 'মৃগ' ভাবিতে ভাবিতে ভরতের মৃগ-শরীর প্রাপ্তি ঘটিল।

রাজর্ষি ভরত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিবশতঃই তাঁহার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদীর ন্যায় চিরাপরাধী ছিলেন না। মায়াবাদিগণ যে প্রকার নারায়ণে দরিদ্রতা অর্থাৎ ভগবানে মায়ার আরোপ করিয়া থাকেন অথবা ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাসকে অনিত্য ও মায়িকজ্ঞান করিয়া থাকেন ও নির্ব্বিশেষ আত্মবিনাশকেই শ্রেষ্ঠপদবী বলিয়া কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্ত ভরত সেইরূপ বিচারক ছিলেন না। কেবল দুষ্কৃতিবশতঃ তাঁহার সাময়িক বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হৃদয় মায়াবাদী ও নির্ভেদ-জ্ঞানীর ন্যায় নাস্তিকতা দ্বারা বজ্রসম কঠিন ছিল না। তাই ভাগবত ভরত কিছুকাল পরে তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন,—অহো! কি কষ্ট! আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি যে জন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ প্রভৃতি ভক্তিযোগে অভি-নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া বহুকালে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মন স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম তাহা সেই মৃগশাবকের সঙ্গে ভগবান্ হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে অহো! আমি কি মূর্খ! (ভাঃ ৫।৮।৩২-৩৩)

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই ভরতের চরিত্র-চিত্র হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদের দৈহিক উপকার বা শুশ্রূষাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিম্বা যাঁহারা "আগে দৈহিক উপকার, পরে ভগবানের সেবা"—এইরূপ বিচার করিয়া জীব-সেবা, সমাজ-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার দশাই প্রাপ্ত হন। ঐরূপ উপদেষ্টৃগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট, অসদ্বস্তুতে আসক্ত সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। উঁহাদের সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা নিজদিগকে যতই 'আস্তিক' মনে করুন্ না কেন, দেশের ও সমাজের হিতৈষী ভাবুন্ না কেন, উদার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া মনোধর্ম্মী জগতের নিকট বিবেচিত হউন্ না কেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তিপথের পরম অন্তরায়। যাঁহারা ভগবৎসেবা-পরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী। তাঁহাদের মত জীবে দয়ার্দ্র আর কেহই নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইরূপ পরোপকার করিবার জন্যই সমগ্র জীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥"

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর সেই দয়ার আদর্শই দেখাইয়াছেন—
"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন প্রভুই প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্য ব্যাকুল—

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥
(শ্রীদাস গোস্বামী)

শ্রীশ্রীজীবের উপদেশ শ্রবণ করিলেই জীব চিদ্বিলাস ভগবৎসেবা এবং ভগবৎপ্রেমরূপ পরমধন লাভ করিয়া দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন—

"তত্র সাধকানাং যত্তু যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরকৃতত্বমুপলক্ষ্যতে তৎ পুনঃ কেবল-স্বতন্ত্রতত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনামেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সংপাদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষবিশ্লেষার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১২৯)

অপরদিকে আর একটা চরিত্র দর্শন করুন। পূর্ব্বকালে রন্তিদেব নামক একজন নরপতি ছিলেন। তিনি মহাবদান্য ও দানশীল মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি একজন বৈষ্ণবগৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার বিত্ত নিরন্তর সৎপাত্রে নিযুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরকে সর্ব্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। সময়ে সময়ে এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদয় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন। এমন কি জলমাত্র পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিককাল গত হইত। তিনি প্রাণিনির্ব্বিশেষে সকলকে শ্রীহরির অবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা তাঁহাদের আত্মার নিত্য কল্যাণ বা ভক্ত্যুন্মুখসুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎপরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
—ভাঃ ৯।২১।৮

—আমি ভগবানের সমীপে যোগীদের লভ্য অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধিসমন্বিত গতি অথবা জন্মান্তররহিত মুক্তি এ সকল কিছুই কামনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন জীবের দুঃখের ভোক্তৃরূপে দেহীর অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আমা হইতে জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয়, তাহাই আমার প্রার্থনা। রন্তিদেবের এতাদৃশ পরদুঃখে আর্দ্র-হৃদয় দর্শন করিয়া তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থ বিষ্ণুমায়া তাঁহার নিকট বহু বহু ব্রহ্মাদি দেবগণেরও লোভনীয় পদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সমস্তের প্রতি দূর হইতে দণ্ডবৎবিধানপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্তসংলগ্ন করিয়াছিলেন—

"স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥"
—ভাঃ ৯।২১।১৭

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রদ্বয় দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভরত স্ত্রী-পুত্র-রাজ্য-গৃহকর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য কারুণ্য প্রদর্শন করাতে ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আর মহারাজ রন্তিদেব সর্ব্বজীবকে বাসুদেব সম্বন্ধীয় দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা ভগবৎসেবক-সূত্রে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধানে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়া মায়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিতপদ, যোগিগণের বাঞ্ছিত অণিমাদি সিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তিনি ঐ সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং জীবগণকে ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুজ্ঞানে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধান করিবার জন্য বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য 'বাসুদেব-সম্বন্ধসহিত' হওয়াতে ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর রাজর্ষি ভরতের কারুণ্য-

চেষ্টা কেবল 'ভূতানুকম্পা'-মাত্র হওয়াতে উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মায়ার কার্য্য হইয়া তাঁহাকে ভজন হইতে পাতিত করিয়াছিল---

"কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ। যো মোক্ষানাদরঃ সোঽপি তৎকারুণ্য-বিভাবনময়ভক্তিকৃতা।" (ক্রমসন্দর্ভ ৯।২১।৫-৮)

হে সুধী পাঠকবর্গ, আপনারা এই আচার্য্যের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন্। দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্তব্যক্তিগণের ভ্রমাত্মক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনারা নাস্তিকতাকে আবাহন করিবেন না। নারায়ণে দরিদ্রতা আরোপ করিবেন না। ভগবান্‌কে মায়ার সহিত মিশাইবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিবেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন এইরূপ ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণ জগতের নিকট জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনারা নিরন্তর অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত থাকুন। বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে পত্র পুষ্প শাখা প্রশাখা সমস্তই সঞ্জীবিত ও কুসুমিত হইয়া আপনাদিগকে অমৃতফল প্রদান করিবে। প্রাণে আহার প্রদান করুন্। আপনাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিবে। আপনারা নিখিলজীবকে ভগবৎসম্বন্ধে দৃষ্টি করুন্। ভগবদ্-ভক্তগণকে কায়মনোবাক্যে সেবা করুন্। ভগবদ্ভক্তি এবং ভক্তে উদাসীন জীবগণকে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জানিয়া মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্য, হরিকথা কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের সুকৃতি উৎপাদন করুন্। কোন না কোন দিন তাঁহাদের শুভদিনের উদয় হইবে। তাঁহারা স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন। আর ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষিজনকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মঙ্গলবিধান করুন্। তাঁহাদিগের অসৎ-কার্য্যকে সৎ বলিয়া সমর্থন করিলে কোন দিন তাঁহাদের মঙ্গল হইবে না। উপেক্ষাই তাহাদের প্রতি প্রকৃষ্ট দয়ার পরিচয়। ইহাই জীবে দয়ার অচিন্ত্য ভেদাভেদ। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সত্যপ্রচারক শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণ এইরূপ।

নৃসিংহ

(পঞ্চপ্রদীপ)

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয়, পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ।

শ্রীনৃসিংহদেব পরব্যোমস্থিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠের অন্যতমের অধীশ্বর সরস্বতী লক্ষ্মীনাথরূপে বিরাজমান।

শ্রীনৃসিংহদেব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণ দিকের নিম্নস্থিত হস্তে চক্র ও উর্দ্ধস্থিত হস্তে—পদ্ম, এবং বাম দিকের উর্দ্ধস্থিত হস্তে গদা ও নিম্নস্থিত হস্তে শঙ্খ সুশোভিত। সিদ্ধার্থ-সংহিতায় তাঁহার রূপবর্ণনে এইরূপ লিখিত আছে—

"চক্রং পদ্মং গদাং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।"

এই নৃসিংহ মূর্ত্তি—অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও মহাকাল-স্বরূপ ; কিন্তু ভক্তের নিকট বিঘ্নবিনাশন ও অভয়প্রদ। ইনি ভক্ত ও ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষক অধিদেবতারূপে জগতে প্রকটিত। যেখানে যেখানে ভক্ত ও ভক্তির উপর বিদ্বেষ বা প্রতিকূল চেষ্টা, সেই সেই স্থানেই শ্রীনৃসিংহ দেবের অবতার।

শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশন। আমরা সত্যযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারক প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেখিতে পাই। মহাভাগবত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর নববিধ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম এবং ষণ্ডা-মর্কের ন্যায় গৃহব্রত, কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবগণের শ্রীকৃষ্ণভক্তির অভাব ও নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদ-রজোভিষেকে গৃহব্রতগণের মঙ্গলসম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কনককামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্য-কশিপু ভগবৎসেবায় প্রকৃষ্ট আহ্লাদযুক্ত মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নিজ পুত্রজ্ঞানে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' করিয়া-ছিলেন এবং নিজকে প্রকৃতির ভোক্তা-ঈশ্বর মনে করিয়া ভগবৎসেবক প্রহ্লাদকে এবং প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে নিজ ভোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহা-ভাগবত প্রহ্লাদ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর কারকত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুময় জগৎ দর্শন করিতেন। প্রহ্লাদ যাবতীয় অসুর বালক, জগতের যাবতীয় জীবকে সেই বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত

করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেন। ইহাতে হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিল, তিনি ভগবদ্দাসকে নিজের ভোগ্য মনে করিলেন। প্রকৃতিকে নিজের সেবা-সম্ভার বলিয়া বিবেচনা করিলেন। 'ঈশাবাস্য জগতে'র কোথাও ভগবানের সত্তা দেখিতে পাইলেন না। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তরাজ প্রহ্লাদের শুদ্ধভক্তি প্রচারের বিঘ্নবিনাশের জন্য স্ফটিক স্তম্ভ হইতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বকারকত্ব প্রদর্শন করিলেন। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে নৃসিংহদেবের স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন—

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্যস্মৈ যথা যদুত যস্
ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ সঞ্চোদিত-
স্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥
—ভাঃ ৭।৯।২০

"হে ভগবন্! পৃথক্ পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট অর্ব্বাচীন পিত্রাদি অথবা প্রাচীন ব্রহ্মাদি যাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে, যাহার সম্বন্ধে, যে অপাদান হইতে, যাহার নিমিত্ত, যে প্রকারে, যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর ঘটান, সেই সকলই আপনার স্বরূপ।

কাজীর-'ভক্ত ও কীর্ত্তন বিদ্বেষ'কালে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও কাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন—

কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আখি মুদি কাপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি, সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত॥
সবংশে তোমারে আর * * নাশিমু॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
তত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়"
চৈঃ চৈঃ আদি ১৭শ ১৭৮-১৮৬।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিঘ্নস্বরূপ পাষণ্ডী কুলের ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য নৃসিংহাবেশে হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও ভক্তবিদ্বেষী ব্যক্তিগণের ভয়োৎপাদন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বৃহৎ সহস্র নাম পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীবাস 'সহস্রনাম' পড়িতে পড়িতে যখন নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন তখন…

"নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥"
—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ ৯২

শ্রীনৃসিংহদেব অভক্তগণের সাক্ষাৎ মৃত্যু বা কালস্বরূপ হইলেও তিনি ভক্তের নিকট বরাভয়প্রদ। অভক্তের নিকট তিনি উগ্র, জলন্ত, ভীষণাদপি ভীষণ—

"যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্" (ভাঃ ১।১।১৪)—তিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। আবার ভজনরত ভক্তের নিকট সুকোমল কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। প্রহ্লাদ বা হ্লাদিনীর (সেবা ধর্ম্মের) আশ্রিত জীবের কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি অমরশুদ্ধসেবাময় চিদ্বস্তু। সুতরাং হ্লাদিনীসেবারত জীবাত্মা বা প্রহ্লাদ অমৃতের কুসুমকোমল ক্রোড়ে সর্ব্বদা অবস্থিত। তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকে-নৃসিংহ স্ফূর্ত্তি, কৃপাকটাক্ষবর্ষণশীল শান্তমূর্ত্তি। শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবতীয় প্রহ্লাদোপাখ্যানের (৭।৯।১) টীকা মধ্যে একটী আগমবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥"

—সিংহ যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি নিজজনের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

শ্রীনৃসিংহ দেব বিষ্ণুভক্তির নিত্য সত্য প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশন রূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি। নিত্যসত্যপ্রচারকবৈষ্ণব, বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসকের ন্যায় গণেশের উপাসক নহেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিষ্কাম। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কামনার বস্তু। তাঁহার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নাই। জগতে অর্থের সুগম, ব্যবসায়ে লাভ এবং তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছায় যে বিঘ্নবিনাশন দেবতা গণেশের উপাসনা করা যায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সে ভাবে ভগবানের উপাসনা করেন না। ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল বা বিঘ্নবিনাশের জন্য তিনি নৃসিংহ-দেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রারম্ভে ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ছয় গোস্বামীর বন্দনায় এই বিঘ্নবিনাশের তাৎপর্য্যটী আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

গ্রন্থের আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥
চৈঃ চঃ আদি ১ম।

এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্নাশ অভীষ্ট পূরণ॥

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বা ঠাকুর নরোত্তম বাঞ্ছিত বস্তু শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্ট প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেই শুদ্ধভক্তিপ্রচারের প্রতিকূল বিষয়ই বিঘ্ন। সেই প্রতিকূল বিষয়ের অপর নাম দুঃসঙ্গ সেই দুঃসঙ্গত্যাগের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যেই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রিয়বস্তুর সেবায় নির্ব্বিঘ্নতা নিষ্কপট সেবকমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। তাহার দ্বারা সেব্যের প্রীতির পূর্ণতাই সম্পাদিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপাল একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং অচেতন হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হন্। তখন সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন। বালকের ঐ মূর্চ্ছা—

"নিজ প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

এই ন্যায়ানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার প্রতিকূল জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নৃসিংহমন্ত্রদ্বারা বালককে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। ঐরূপ চেষ্টা কিছু অদ্বৈত আচার্য্যের নিজ পুত্রের প্রতি মোহজাত কোন ব্যাপার নহে। মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্যে মায়া বা মোহের অধিষ্ঠান নাই। তিনি কৃষ্ণ-সেবাসুখ তাৎপর্য্যেই এরূপ বিঘ্নবিনাশের চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীনৃসিংহোপাসনা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের প্রাচীনতম আচার্য্য শ্রীদেবতনু বিষ্ণুস্বামী ও তাঁহার অনুগত জনগণ সকলেই নৃসিংহোপাসক। যাঁহারা শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থ দীপিকার টীকা এবং সায়ণ মাধবাচার্য্যের রসেশ্বর দর্শন, প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে জানেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ নৃসিংহের স্তবে বলিয়াছেন—

"স্বাদৃগ্গুণবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ।
যন্মায়য়া জুসন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদ একজন নৃসিংহোপাসক। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে নৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

শ্রীধরস্বামিপাদ একজন ভাগবতধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্য। তাই তিনি ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্নাশ ও 'অভীষ্টপূরণের' জন্য সর্ব্বপ্রথমে নৃসিংহদেবের বন্দনার দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহ দেবকে সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর পতিরূপে ভজন করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধাসরস্বতীর সেবকগণের বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহের সেবাফলেই শ্রীধর "ভক্ত্যেকরক্ষক" —শ্রীগীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পারমার্থিক ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা। শ্রীধরের নৃসিংহ-সেবাফলেই আজ জগতে শ্রীভাগবতের যথার্থ অর্থ প্রচার ও ভক্তির মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রুতিস্তবে (১০ম স্কন্ধ, ৮৭ অধ্যায়ে) শ্রীধর কেবল নৃসিংহদেবের স্তুতি গাহিয়াছেন।

স্বয়ং গৌরহরি ও জগতে নৃহরির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি দক্ষিণ পরিভ্রমণ যাত্রাকালে নৃহরির স্তব করিয়া শ্রীনামপ্রচারে বহির্গত হন—

"জিয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন॥
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনামপ্রচারণ।
তবে ত পাষণ্ডীগণে করিল দলন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০৩,১০৬

জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা।

* * * *

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

অহোবল নৃসিংহেরে করিল গমন।

* * * *

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈলা নতিস্তুতি॥

শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীনৃসিংহমন্দির-সংস্কারলীলা (মুরারি-গুপ্তরচিত চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থোদ্ধৃত) করিয়া নীলাচলে গুণ্ডিচাবাড়ীর—সন্নিকটস্থ নৃসিংহমন্দির মার্জ্জন-লীলা (চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১৭৫) প্রদর্শন করিয়া নৃহরির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

"বাইশ পহাচ পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বারবার॥"
"নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।"
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ

গৌরপার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস একজন নৃসিংহো-পাসক। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত নিবিষ্টমনে শ্রীনৃসিংহ-দেবের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীগৌরহরি—

"এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া!" বলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাঁহার দুয়ারে॥
"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কা'র ধ্যান।
যাঁহারে পূজিস তা'রে দেখ বিদ্যমান॥"
জ্বলন্ত-অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চা'হে চারিভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হইল শ্রীনিবাস; কিছুই না স্ফুরে॥
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু "আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ?
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব-পরিবারে॥

* * * *

সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য়।

শ্রীবাস ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য, নৃসিংহো-পাসক। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরহরির পার্ষদগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান্ নৃসিংহোপাসক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্য প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নাম শ্রীনৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দের নৃসিংহনিষ্ঠার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

আমরা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও নৃসিংহ-নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি সর্ব্বদা শ্রীনৃসিংহ নামো-চ্চারণপূর্ব্বক যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর বাল্যকালে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-ঠাকুর তাঁহার অতি বাল্য বয়সে শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভক্তগণকেও স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক নৃসিংহনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা নৃসিংহনিষ্ঠার অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছি। ভগবদিচ্ছা হইলে কোন দিন আমরা ঐ সকল কথা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব। শ্রীল ঠাকুর যখন দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন, তখন শ্রীগৌরহরিপঠিত এই নৃসিংহ

স্তবটী উচ্চারণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছিলেন।

"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর—

"আপনে দক্ষিণ দেশে করিল ভ্রমণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল ভক্তি নাম প্রচারণ ॥"

এই বাক্যানুসারে স্বয়ং দক্ষিণদেশে প্রচারকের কার্য্য করিবার সময়ে নৃসিংহ-স্তব, বন্দনা প্রভৃতি দ্বারা প্রচারকগণের অধিদেবতা শ্রীনৃসিংহনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এখনও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস শ্রীনৃসিংহারাধনা এবং প্রচারকগণ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন-শ্রীনৃসিংহমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেব সদ্ধর্ম্মসেতু। উপর্যুক্তমন্ত্রে তাঁহার বিভুত্ব ও ব্যাপকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বকারকের অধিষ্ঠাতা। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতীয় ১০ম স্কন্ধের শ্লোকে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৮৫।৪।

শ্রীনৃসিংহমন্ত্রই 'মন্ত্ররাজ' নামে কথিত। নৃসিংহতাপনী-উপনিষৎ, শ্রীনৃসিংহপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নৃসিংহ দেবের মহিমা গীত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বি-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য প্রণীত নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চনবিধি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীনৃসিংহদেব ভয় অর্থাৎ জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের প্রধান সহায় স্বরূপ। তিনি পাষণ্ডদলনকারী ও শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপাকটাক্ষবর্ষণকারী। যাঁহারা হিরণ্যকশিপুসদৃশ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতির মদে অবলিপ্ত হইয়া শুদ্ধভক্তের বিদ্রোহাচরণ করেন, যাঁহারা বৈষ্ণবকে প্রাকৃতজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করিয়া থাকেন, যাঁহারা শোণিত, শুক্র প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু হইতে বৈষ্ণবের প্রপঞ্চে প্রাকট্য কল্পনা করেন, যাঁহারা গৃহব্রত, ব্যবসায়ী, লৌকিক ও কৌলিক গুরুব্রুবগণের অসৎকার্য্য সমর্থন করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম লইয়া যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণপর কার্য্যে নিযুক্ত হন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার মায়াদ্বারা তাহাকে অভিভূত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবার বিঘ্নবিনাশজন্য নৃসিংহনামোচ্চারণ করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন যমুনাস্মরণে নীলাচলে সমুদ্রের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, তখন কোন এক ধীবর শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহার জালমধ্যে পাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির সংস্পর্শে ঐ ধীবরে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকিলে ঐ ধীবর নিজকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট এরূপ বলিয়াছিলেন,—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

"একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূতপ্রেত আমার না লাগে নৃসিংহস্মরণে ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাঁহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে।"

যাঁহারা নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রাকৃত বিঘ্নবিনাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নৃসিংহপূজা পঞ্চোপাসনার অন্যতম দেবতা বিঘ্নবিনাশন গণেশের পূজার তুল্য হইয়া পড়ে। উহার দ্বারা ভুক্তি প্রভৃতি অবান্তর তুচ্ছফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা হরিসেবাতাৎপর্য্যে নৃসিংহনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের শ্রীগৌরহরিতে উত্তরোত্তর মতি বর্দ্ধিত হয়। আমরা ভক্তপ্রবর শ্রীধরস্বামিপাদের অনুগ হইয়া বলিতেছি—হে নরহরে, যাহারা নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা তোমার ভজনা না করে, তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণ ভস্ত্রার তুল্য, তাহারা জীবন্মৃত।

"নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥"

—ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।১৭

চরমশ্রেয়োলাভ

[শিপর প্রদীপ]

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস

পথিক 'ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস' কথাটী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পূর্ব্বে এইরূপ শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই

তাই, তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন॥

পথিক। দেব! ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস কাহাকে বলে? ইহার বিষয় কোন্ কোন্ শাস্ত্রেই বা বর্ণিত হইয়াছে?

বঃ প্রঃ। বৎস! এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বিধিই কলিকালে একমাত্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি। শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষৎ ও সংহিতাদিগ্রন্থে এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বহু বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে (১২।১০) ত্রিদণ্ডের বিষয় এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

"বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অবন্তী নগরের বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবাল্ক যতিপ্রকরণ, হারীত সংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়, সংবর্ত্ত সংহিতা ১১০ সংখ্যক শ্লোকে ও দক্ষ সংহিতা ১৩শ শ্লোকে এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বিধি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত উপনিষদে ত্রিদণ্ডের অনেক প্রমাণ আছে।

সদ্বৈষ্ণব বেশ

পথিকের মনে আর একটি সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় তাঁহার বর্ত্ম প্রদর্শককে প্রশ্ন করিলেন।

পথিক। দেব! বৈষ্ণবগণকে ত' সচরাচর শ্বেতবহির্বাস ও কৌপীন পরিহিত দেখিতে পাওয়া যায়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" এইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবিধান কি বৈষ্ণবের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে?

বঃ প্রঃ। বৎস! বৈষ্ণবগণ পরমহংস। তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত। সুতরাং তাঁহাদিগের বর্ণাশ্রমোচিত কাষায়বস্ত্রাদি পরিধান করা তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন। বৈষ্ণবগণকে পাছে লোকে বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত মনে করেন, এইরূপ বিচারে বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদিগের বর্ণ এবং আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু মহাজনগণের এই মহদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া "উল্টা বুঝ্লি রাম" এই ন্যায়ানুসারে বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবের কোন বর্ণ এবং আশ্রমের বাহ্যিক বেশ দেখিতে না পাইয়া অনেকে পরমহংস-বৈষ্ণবকে 'অন্ত্যজ শূদ্র' মনে করিতেছেন। গৃহব্রত-আচার্য্যব্রুবগণ কেহ বা পরমহংস-বেষী বৈষ্ণবগণকে দিয়া মোট বহাইয়া লইতেছেন, কেহ বা পদ-সংবাহন করাইতেছেন, কেহ বা তামাক সাজাইবার ভৃত্য বিশেষের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। যে পরমহংস বেষের একটী কৌপীনের একগাছা সূত্রে জগতের কোটী কোটী ঐশ্বর্য্য, সার্ব্বভৌমপদ এমন কি মুক্তিপদের নিকট অতি তুচ্ছ সেই পরমহংস বেষের মর্য্যাদা বর্ত্তমান যুগে নানাভাবে লঙ্ঘিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, কতকগুলি লোক কপটবৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া, পরমহংসের সজ্জায় লোক ঠকাইয়া, স্ত্রীলোক, জড়-প্রতিষ্ঠা ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। সেই জন্য আমার পরমকারুণিক আচার্য্যদেব জীবগণকে বৈষ্ণবাপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং প্রকৃত বৈষ্ণব পরমহংস বেষের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং সহজ পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমোচিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ও জীবের পক্ষে এইরূপ কায়মনোবাক্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিরন্তর হরিভজন করাই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা, ইহা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

পথিক। প্রভো! অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্য এইরূপ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন কি?

বঃ প্রঃ। বৎস! এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? তুমি যদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ঐতিহ্য আলোচনা করিতে থাক, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ-প্রচারক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ-প্রচারক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' শ্রীগৌরসুন্দর-সম্মানিত শ্রীধর স্বামিপাদ ইঁহারা সকলেই ত্রিদণ্ডধৃক্। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি ত্রিদণ্ডী। শ্রীনিম্বার্কানন্দের ত্রিদণ্ডিত্ব দ্বৈতাদ্বৈত-বাদপ্রচারক ভাস্করীয়-সূত্র-ভাষ্য প্রমাণ করিতেছে। কারণ তাঁহারা কায়মনোবাক্য দণ্ড করিয়া নিরন্তর

কৃষ্ণদাসাই আচার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে নয় জন সন্ন্যাসী প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল পুরুষ সেই মাধবেন্দ্র পুরী প্রমুখ বৈষ্ণবনবনিধিগণ সকলেই কাষায় পরিহিত। শ্রীমাধবেন্দ্রের পূর্ব্ব গুরুবর্গ পঞ্চদশজন সকলেই কাষায়ধারী। ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস-বেষধারী। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কাষায়-বসন-ধৃক্। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, বাজসনেয়িশাখাস্থ কাত্যায়নগৃহ্য-সূত্রানুসারে উপকুর্ব্বাণ ও পরে নৈষ্ঠিক হওয়ায় অর্থাৎ সমাবর্ত্তন না করায় শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীবপাদ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট সকলেই কাষায় বসন পরিধান করিতেন। তাঁহারা সকলেই আচার্য্য-গোস্বামী।

নব্যগ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী

(স্বপ্রকাশ প্রদীপ)

গত দুই সপ্তাহে 'বৈঃ দিগ্দর্শনী'—নামক নব্যগ্রন্থকারের বহু অমার্জ্জনীয় ও মারাত্মক ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে ঐ গ্রন্থের মাত্র আর এক পৃষ্ঠার ভুল ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইতেছে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নব্য-গ্রন্থকার কোন প্রকার যুক্তি বা প্রামাণিক গ্রন্থের বাক্য উল্লেখাদি না করিয়াই প্রতি পদে পদে ভ্রমপ্রমাদযুক্ত মনের কল্পনা এবং মনগড়া মত প্রচার করিতে বসিয়াছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তৃগণ বা ইতিহাস-লেখকগণ কেহই এরূপ প্রণালীকে কোন দিন বহুমানন করেন নাই। আমরা গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে কি শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, কি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, কি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, কি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু, কি শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর, কি বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব প্রত্যেকেই কোন সিদ্ধান্ত অবতারণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত যুক্তি ও শব্দ-প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ত' শ্রীমদ্ভাগবত, ভারত, গীতা বা পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে কোন প্রমাণ উদ্ধার না করিয়াই তাঁহার নিজমত প্রকাশ করিতে পারিতেন এবং সকলেই ব্যাসের কথা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, কিন্তু তথাপি তিনি শব্দ-প্রমাণ ও যুক্তির অবতারণা করিলেন কেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু চরিতামৃত গ্রন্থে ত' ইহার প্রকৃষ্ট জলন্ত প্রমাণ প্রতি পদে পদেই আমরা দেখিতে পাই। তিনি যে কোন কথা বলিয়াছেন, অমনি শ্রোতপথাবলম্বনে তাহা সমর্থনের জন্য তৎপশ্চাতে বা পূর্ব্বে বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইতিহাস-লেখকগণের বিশেষতঃ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভ্যুদয়ের সন তারিখাদি নির্দ্দেশ করিতে হইলে তদ্বিষয়ে আরও বিশেষভাবে ঐতিহ্য প্রমাণাদির উল্লেখ আবশ্যক। নব্য-গ্রন্থকার কোন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক বা গবেষণাপরায়ণ বলিয়া জগতের নিকট প্রথিতনামা নহেন যে, তিনি যা একটা মনের খেয়ালমত বলিয়া যাইবেন আর সমাজের লোক সেই গুলিকেই অভ্রান্ত সত্য বা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন! এইরূপ ভাবে সমাজকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া ভ্রম ধারণায় চালিত করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? যদি তিনি বলেন, যে ঐরূপ যুক্তি ও প্রমাণাদি সম্বলিত গ্রন্থ লিখিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয়, তাহাতে লোকের ধৈর্য্যের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কায় তিনি ঐ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ কথা কোন বুদ্ধিমান্ বা চিন্তাশীল ইতিহাস লেখকের উপযুক্ত নহে। কতকগুলি ভুল, ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণ মনগড়া কথা জানিয়া রাখিলেই তাহাকে ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ বা অভিজ্ঞতা বলা যায় না। ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞানসংগ্রহ অপেক্ষা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাও ভাল।

নব্যগ্রন্থকার শ্রীবোপদেব গোস্বামী সম্বন্ধে যে সুসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের যে তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীবোপদেব গোস্বামী প্রভু বরদা নদীর তীরে সাথ (সুরাট) নামক স্থানে আবির্ভূত হন। তিনি যদি 'বোপদেবশতক' নামক গ্রন্থ খানি পাঠ করিতেন এবং তাহার উপসংহারের শ্লোক আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে এসম্বন্ধে তিনি তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন। এই 'বোপদেবশতক' এখন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। আমি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ সুপণ্ডিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকটে

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে এই 'বোপদেবশতকে'র যে শ্লোকটী পাইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা
স্থানং দেবপদাস্পদাগ্রপ্রগণাগ্রণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ॥
তত্রামীয়ু-ধনেশকেশববিদৌ বেদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ।
চক্রে-শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবি॥

নব্যগ্রন্থকার যে "রাজা হিমাদ্রি" নামক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ নাম প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীবোপদেব গোস্বামী 'হেমাদ্রি' নামক জনৈক মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুষ্টয়ে।"

—হরিলীলা গ্রন্থ-১।১

অন্যত্র যথা :—

ইদং ভাগবতং নাম নির্ম্মিতং ব্যাসসম্মিতম্।
বোপদেবেন প্রাজ্ঞেন মন্ত্রি-হেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

শ্রীল বোপদেব গোস্বামীর প্রচারিত গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা :—

"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধাদশ
প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেঽথ তিথি নির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয়এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য ভূ
ব্যস্তর্বানি শিরোমণেরিহগুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥

নব্যগ্রন্থকারের এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঐতরেয় উপনিষদ ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং নব্যগ্রন্থকারের মতানুসারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ১১২১ শকে হইলেও তাঁহার তিরোভাব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হইতে পারে না। আচার্য্যগণের বিষয়ে প্রামাণিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের গ্রন্থ লেখা উচিত ছিল।

নব্যগ্রন্থকার আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য সম্বন্ধে কোনও সংবাদই রাখেন না। বৈষ্ণবের ইতিহাস লিখিতে গেলে চারিজন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের জীবনী পর্য্যন্ত যে গ্রন্থে নাই, সেই গ্রন্থ যে কি প্রকারে গভীর গবেষণা, বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রামাণিক বিচারনৈপুণ্যের পরিচায়ক তাহা আমার ন্যায় অকিঞ্চন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

নব্যগ্রন্থকার যে শ্রীরামানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে সুসংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা জাগতিক প্রাকৃত সাহিত্যলেখক ও ঐতিহাসিকগণও ছেলেদের ইতিহাসে রামানন্দ সম্বন্ধে আরও ভাল বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ কণ্ঠপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে প্রয়াগধামে মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে চিত্রায় কলিগতাব্দ ৪৪০০ বর্ষে অবতীর্ণ হন। নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার জন্মবিবরণের তারিখ লিপিবদ্ধ হইয়াছে —

"রামানন্দমহামুনিঃসমভবদ্রাগের রামাবনীযুক্তে বিক্রমবৎসরে ঘটতনৌ মাধাসিতে স্বাষ্টভে। সপ্তম্যাং গুরুবাসরে বৃদ্ধি তথা সিদ্ধৌ প্রয়াগাশ্রমাচ্ছ্রীমদ্ভুমুর রাজপুণ্যসদনাদ্রামাবতারঃ কৃতী। কলিগতাব্দ ৪৪০০কে শকে পরিণত করিয়া যদি ১২২১ করা হয়, তাহা হইলেও মাঘমাসে রামানন্দের আবির্ভাব কালহেতু উহা ১২৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না। নব্যগ্রন্থকার যে সর্ব্বত্রই শকের সহিত ৭৮ যোগ দিয়া খৃষ্টাব্দ গণনা করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নবলকিশোর যন্ত্রের গ্রন্থে রামানন্দ জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৩০০ যাহা লিখিত হইয়াছে উহাই সত্য। উহাতে গণিতবিষয়ে ভ্রমপ্রবেশ করে নাই। কিন্তু আধুনিক লেখকে এরূপ সামান্য ভ্রম কেন থাকে বুঝা যায় না।

গ্রন্থকার যে রামানন্দের তিনটি মাত্র প্রধান শিষ্যের নাম করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। রামানন্দের প্রধান শিষ্য সার্দ্ধ দ্বাদশ জন এবং ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। ঐ প্রধান সার্দ্ধ দ্বাদশ জন হইতে বিভিন্ন শাখা নির্গত হইয়াছে। ঐ প্রধান সার্দ্ধ দ্বাদশ জন শিষ্যের নাম এই—

"রাঘবানন্দ এতস্য রামানন্দ স্ততোঽভবৎ।
সার্দ্ধ দ্বাদশ শিষ্যাঃ স্যুঃ শ্রীরামানন্দসদ্‌গুরোঃ॥
দ্বাদশাদিত্য সংকাশাঃ সংসারতিমিরাপহাঃ।
(১) শ্রীমদনন্তানন্দস্তু (২) সুরসুরানন্দকস্তথা॥
(৩) নরহরিয়ানন্দস্তু (৪) যোগানন্দস্তথৈব চ।
(৫) সুখা (৬) ভাবা (৭) গালবশ্চ সপ্তৈতে নামনন্দনাঃ॥
(৮) কবিরশ্চ (৯) রমাদাসঃ (১০) সেনা (১১) পীপা (১২) ধনাস্তথা।

(১২॥০) পদ্মাবতী তদৰ্দ্ধা চ যড়েতে চ জিতেন্দ্রিয়াঃ॥
যেষাং শিষ্য-প্রশিষ্যৈশ্চ ব্যাপ্তা ভারত ভারতী॥"
—শ্রীঅগ্রস্বামী কৃত রহস্যত্রয়।

শ্রীরামানন্দী সম্প্রদায়ের মতে (১) অনন্তানন্দ ব্রহ্মার অবতার, (২) সুখানন্দ শম্ভুর অবতার, (৩) সুরসুরানন্দ নারদের অবতার, (৪) নরহরিয়ানন্দ সনৎকুমারের অবতার, (৫) পীপা মনুর অবতার, (৬) কবির প্রহ্লাদের অবতার, (৭) ভাবানন্দ জনকের অবতার, (৮) সেনভক্ত ভীষ্মের অবতার, (৯) ধনা বলির অবতার, (১০) রুইদাস বা রমাদাস যমরাজের অবতার এবং (১১) গালবানন্দ ও (১২) যোগানন্দ ক্রমে শুকদেব ও কপিলের অবতার। সুতরাং ভাগবতোক্ত মহাজনের দ্বাদশ জন বৈষ্ণবের অবতার বলিয়া ইঁহারা খ্যাত। পদ্মাবতীকে শ্রীপদ্মার অবতার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সম্পর্কিত পত্রের আলোচনা

[ধ্রুব-প্রদীপ]

"শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী"—পত্রিকার সত্যপ্রিয় সম্পাদক মহোদয় গৌড়ীয় কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট গত ২৩শে আশ্বিন তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, উহারই কিয়দংশ নব্যগ্রন্থের সমালোচনালেখকের এবং গৌড়ীয়পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বৈষ্ণবচরণে বিজয়ার দণ্ডবৎপুরঃসর নিবেদন—

"গৌড়ীয়ে বৈ—দিগ্‌দর্শনীর" সমালোচনাপাঠে সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা, তাঁহাকে উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য। ভ্রমগুলি প্রদর্শিত হইলে শীঘ্র পরবর্ত্তি সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া লইতে গ্রন্থকার বাধ্য হইবেন। ইতি। বৈষ্ণবানুগত—
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী

"শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী"র সম্পাদক মহোদয়ের বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও নিরপেক্ষতা দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তবে আমরা বলিতে চাই যে, প্রদর্শিত ভ্রম পরবর্ত্তি সংস্করণে সংশোধিত হইলে গ্রন্থকারের নিজস্ব কিছুই থাকিল না। প্রাথমিক ব্যক্তির গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বেই কোনও অভিজ্ঞ পুরুষের অনুগত হইয়া লেখা আবশ্যক ছিল। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ গোস্বামিবর্গ সকলেই আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা ও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুগত বা সাহায্য লইলে 'আমার বৈষ্ণব-লেখক প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে' এইরূপ বিচার বৈষ্ণবের বিচার নহে। ঐরূপ জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইলে হিতে বিপরীত হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া নিজের খেয়াল মত গ্রন্থ লিখিলে আমরা প্রতি পদে পদে বৈষ্ণবাপরাধ, অপসিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত নানা প্রকার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সার হস্তে পতিত হইয়া অকল্যাণের পথ আবিষ্কার করিয়া থাকি।

এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥
*　　*　　*　　*
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে॥
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

বৈঃ দিগদর্শনীর লেখক মহাশয় যে প্রতি পদে পদে কত অসৎসিদ্ধান্ত, ও বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসিয়াছেন, তাহা আমরা সমালোচনা-লেখকের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর বিশদভাবে আলোচনা করিব। কার্য্যদ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। লেখক মহাশয়ের যদি শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গ হইত অথবা শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া যদি তাঁহার লেখনী বৈষ্ণবগণের অধোক্ষজ-চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিতে যত্নবতী হইতে তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এরূপ সমালোচনা প্রকাশ করিবার অপ্রীতিকর ভার গ্রহণ করিতে হইত না। আমরা নব্য লেখক মহোদয়ের ভ্রমগুলি বিশেষতঃ বৈষ্ণবচরিত্র লিখিতে গিয়া তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত বৈষ্ণবাপরাধ গুলি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে সুমতি প্রদান করুন।

—গৌঃসঃ

নিমাই

(উজ্জ্বল প্রদীপ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় বর্ষ ৩৬ সংখ্যার পর

নিমাইকে ছুটী দিলেন বটে, কিন্তু গুরুমশায় নিমাইয়ের কতা ভুলতে পারলেন না। নিমাইয়ের সেই মনভুলোনো বাঁকা চেহারা যেন চোকের কাছে ঘুরে ব্যাড়াতে লাগলো, সেই কচি মুকের মিষ্ট কতা যেন কানের ভেতোর ঝঙ্কার দিতে থাকলো। যখন তখনই যার তার কাছেই কেবল নিমাইয়ের কতা। আজ আমার পাটশালে একটা ছেলে ভর্ত্তি হোয়েচে, সে বড় মজার ছেলে তাকে যে অক্ষরটা একবার লিকে দেখিয়ে দেবো, সে ঠিক তেমনি কোরে লিকে দেবে। একবার যে অক্ষরটা যেমন কোরে পোড়ে দেবো, সেও ঠিক তেমনি কোরে পোড়বে। এমন ছেলে আমি দেখি নি, বড় মজার ছেলে, আজই হাতে খড়ি দিয়েচে। খেতে বোসে গিন্নিকে বোল্লেন আজ এক মজার কতা শুনেচো?

গি। শুনবো আর কেমন কোরে তুমি তো আর বলোনি কি কতা?

গু। সে কতা আর কি বোলবো, আজ একটা ছেলে ভর্ত্তি হোয়েচে, ছেলে তো নয় যেন তোতা পাকি। যা বোলি, যা দ্যাকাই ওমনি তাই শিকে ফ্যালে পুঁতির কতা শুনিচো তো? কৃষ্ণ গিয়েছিলেন সান্দিপনী মুনির পাটশালায় পোড়তে, একবার দেকেই সব শিকে ফেলেছিলেন। এও সেই তাই কৃষ্ণই বুজি আবার এয়েচে হবে। নৈলে কি আর এমন হয়?

গি। বল কি এমন ছেলে! আহা এমন ছেলে!

গু। ছেলেধা দেকলেই চক্ষু মন জুড়িয়ে যায়; কতা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়, গুণ তো পরে।

গি। আহা এমন ছেলে! আমাকে একবার দেকিও। তা হবে নারায়ণও তো কখন কখন জগতের ভার ঘুচুতে আসেন। নৈলে জগৎ থাকবে কেন? কত ছলে আসে তা কে জানে। হয় তা তাই।

গু। হাঁ ঠিক বোলেচো, আমার মনটা তাই ডেকে বোলচে। আজ হাতে খড়ি দিয়েচে গা!

গুরুমশায় গিন্নির সঙ্গে নিমাইয়ের এই রকম কতা বোলতে বোলতে অনেক রাত্রি হোয়ে গ্যালো দেখে শুতে গেলেন। শুয়েও ঐ নিমাইয়ের কতা মনে আসতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলেন। রাত্রি শেষে স্বপন দেখচেন, নিমাই যেন পাঠশালে এয়েচে, আর কেও তখনও আসেনি—একা একা বোসে লিকচে। নিমাইয়ের যেন চা'রখানা হাত, দেকতে বড় ভাল দ্যাকা যাচ্চে। দু'হাত দিয়ে তালপাতা লিখচে আর দু'হাতে যেন দু'খানা পুঁতি ধোরে আচে। নিমাই কি পুঁতি দেকি? ফেলে হাত বাড়িয়ে যেমন নিতে গিয়েচেন, ওমনি চোঁৎ কোরে ঘুম ভেঙে গ্যালো। তাড়াতাড়ি উঠে 'হরিবোল 'হরিবোল' বোলতে লাগলেন। ঘরের পড়োলের দিকে চেয়ে দেকলেন। আলো দ্যাকা যাচ্চে তবে তো আর রাত্রি নেই বোলে দুয়োর খুলে বাইরে বেরুলেন। দেকলেন বেশ ফর্সা হোয়ে গিয়েচে। মুক হাত ধুয়ে সকাল ব্যালার কাজকর্ম্ম পূজো-আহ্নিক সব সেরে পাঠশালায় গিয়ে বোসলেন। নিমাই কখন আসবে সেই ভাবনা।

এক এক কোরে সব ছেলেই পাঠশালে এসে পোলো, নিমাই এখনও এলো না। ব্যাপার খানা কি? তবে কি আর আসবে না? একটু খানি ছেলে কা'ল অতো লিকিইচি তাইতে বোধ হয় আসবে না। কি আর কিচু বা হোলো, নৈলে সব ছেলে এলো সে আসে না কেন? কারো পায়ের শব্দ পাচ্চেন, আর মনে কোরচেন এইবার বুজি নিমাই এলো, কিন্তু কিছুই না। গদাধরকে ডেকে বোল্লেন, ওরে ও গদা নিমাই বুজি আর আসে না রে। গদাধর বোল্লে না গুরুমশায় আসবে বৈ কি?

গু। আমার যেন কেমন কেমন লাগচে রে। কাল যে বড্ডো বেশী লেকান হোয়েচে।

গ। না গুরু মশায়। একটু খানি ছেলে, হয় তো সকালে ঘুম ভাঙেনি, সেই জন্যে দেরি হোচ্চে।

গুরু মশায় গদাধরের সঙ্গে এই রকম কতা বোললেন, এমন সময় নিমাই এসে পোলো। গদাধর বোল্লে এই দেখুন নিমাই এসে পোড়েচে। গুরু মশায় নিমাইকে দেখে বড় খুসী হলেন, যেন আকাশের চাঁদ হইতে পেলেন, বোল্লেন নিমাই এসোচো এসো, আজ তোমাকে ফলা শিখিয়ে দেবো বোলে কি পড়া নিয়ে এসেচ। নিমাই পাতা নিয়ে গেলে পর গুরুমশায় একখানা পাতায় ক-য়েতে সব ফলা গুলো লিকে, পোড়ে দিয়ে বোল্লেন এমনি কোরে লেখগে। আমি

একটা অক্ষরেই সব্ব ফলা কটা লিকে দিলাম, তুমি এক একটা ফলা সব অক্ষরেই দিয়ে লিখে আন। কেমন পারবে? বুজেচো তো?

নি। আজ্ঞে বুজিচি পারবো।

গু। আচ্ছা কি বুজেচো বল দেকি।

নি। আপনি শুদু কয়েতেই 'য' ফলা দিয়েচেন, আমি কয়ে খয়ে গয়ে সব অক্ষরেই 'য' ফলা দিয়েনিকবো। আপনি শুদু কয়েতেই 'র' ফলা দিয়েচেন, আমি ক খ গ সব অক্ষরেই র ফলা দেবো। এমনি কোরে সব ফলা দিয়ে লিকবো। কেমন না গুরুমশায়? আমি বুজিনি? আমি বুজিনি গুরুমশায়!

গু। হাঁ বাপধন, ঠিক বুজেচো। লিকে আন।

নিমাই আপনার জায়গায় গিয়ে এক এক কোরে সব ফলা গুলো লিকে গুরু মশায়কে দেকালো গুরুমশায়ের দ্যাকা হোলে নিমাই সে সব পোড়তে লাগলো গুরুমশায় লেকা দেকে আর পড়ার কায়দা শুনে, বড় খুসী হোলেন। খুসীটা মনের ভেতর যেন গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো। গদাধরকে ডেকে বোল্লেন ওরে ও গদা! ছেলে দ্যাক বাপু! শোন রে পড়ার কেতা শোন। কাল হাতে খড়ি দিয়েচে!

গ। গুরুমশায় আমি তো বোলিচি মা সরস্বতীর বর পেয়েচে। নৈলে বাবা! এ ছ'মাসের নেকা পড়া। তাও পারে কি না।

গু। তাই বটে রে আমার বোধ হয় এ সেই-না হোলে ছেলের কি এত বুদ্ধি হয়!

এই সব কতা হোলে পর, গুরুমশায় একটুখানি চুপ কোরে থাকলেন, কি মনে ভাবলেন তা বোলতে পারি নে। খানিক পরে নিমাইকে বোল্লেন, নিমাই পাতা নিয়ে এসো আস্ক আস্ক শিখিয়ে দি। নিমাই পাতা নিয়ে গেলে আর যে সব ফলা ছিল সব গুলো নিকে নিমাইকে পোড়িয়ে দিলেন। নিমাই সেই সব ফলা দেকে দেকে পোড়ে পোড়ে লিকতে লাগলো। আস্তে আস্তে এদিকে ছুটীর ব্যালা হোয়ে এলো, গুরুমশায় আর সব ছেলেদের পড়ান শেষ কোরে, নিমাইকে বোল্লেন, নিমাই লেকা হোলো? কেমন লিকলে নিয়ে এস দেকি। নিমাই সব লেকাগুলো নিয়ে গিয়ে পোড়ে শুনিয়ে দিলে গুরুমশায় বোল্লেন নিমাই আজ তোমার তালপাতা লেকা সারা হোলো, কা'ল চিলাত নিয়ে এসো, নাম লিকতে শিকোবো। আজ ব্যালা হোয়েচে বাড়ী যাও বোলে, পাঠশালার সব ছেলেকে ছুটী দিলেন। নিমাই বাড়ী চোলে গেলো।

(ক্রমশঃ)

কোষলিপিতে বিদ্ধতারোপ

(আকাশ প্রদীপ)

ঢাকা ফরিদাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় শ্রীপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের নিকট যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পত্রের মর্ম্ম ও তৎসঙ্গে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় ও তাঁহার সহযোগিবর্গ বলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়-সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ 'বিশ্বকোষ' নামক অভিধানে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও প্রাচীন পদকর্ত্তা এবং আচার্য্যগণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সহজিয়াভাব আরোপ করিয়াছেন।

আমরা এই বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান এবং সাক্ষাৎভাবে এ সমস্ত কথার সমালোচনা করিবার জন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন যে, তিনি কোন স্থলেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরণে স্বেচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করেন নাই, তবে বিশ্বকোষের একাদশ খণ্ডে "সহজিয়া" শব্দমধ্যে কৃত্রিমভাবুকসাহিত্যিকাখ্য সহজিয়াগণের মতালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী,শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি আচার্য্য ও মহাজনগণের সম্বন্ধে যে সকল বৈকারিকী কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে,তাহার দ্বারা সহজিয়াগণের মতবাদের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র লিখিবার জন্য তিনি শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী (বিদ্যাভূষণ) মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ বিপুলগ্রন্থে সমস্ত কথাগুলি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বিচার করা সম্পাদকের পক্ষে অনেক সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না। শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্রে কোন অসঙ্গত কথা লিপিবদ্ধ করিবেন না, ইহাই বিদ্যামহার্ণবমহোদয়ের ধারণা ছিল। সুতরাং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বকোষসম্পাদক মহোদয় তৎসম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমাদের মনে হয়, বঙ্গকুলতিলক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যিক মহাশয়ের ন্যায় বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-সঙ্কল্প-মূলে শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের চরণে অপরাধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিষ্কপট সরলতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে,বৈষ্ণবাচার্য্য গণের সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা সে প্রকার নহে। তাঁহাকে আমরা একজন বিশেষ গবেষণাপরায়ণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক বলিয়াই অবগত আছি। তিনি বঙ্গভাষায় 'বিশ্বকোষ' নামক যে একটী সর্ব্বাভৌম কোষগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের একটী অতুল-কীর্ত্তি, বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ পরিশ্রমজনক বিপুল কার্য্য ধৈর্য্যের সহিত শেষ পর্য্যন্ত সম্পাদন করা খুব কম লোকের জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, নিষ্কপট ব্যক্তির অজ্ঞাত অপরাধ ভক্ত ও ভগবান্ ক্ষমা করেন, কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশায় শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের পূত শিক্ষা ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আনয়ন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন না। জাতিগোস্বামিপাঠকগণের ন্যায় ভাগবত দ্বারা নামবিক্রয়, যাঁহার নিকট অপকর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না, শুদ্ধভক্ত ও অতিবাড়ী-গণের সামঞ্জস্যে যিনি প্রোৎসাহিত, যিনি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থের অনুব্যাখ্যা, সর্ব্বসম্বাদিনীর বঙ্গানুবাদ করিয়াও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সন্দর্ভলিখিত উপদেশ অগ্রাহ্যপূর্ব্বক জৈনধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারেন, যিনি হরিবংশদের দলে মিশিয়া 'প্রেমপুষ্প' নামক সাময়িক পত্র-সম্পাদনে আগ্রহান্বিত, যিনি বিপ্রলম্ভাবতার রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরে শাক্তেয়বাদিগণের কল্পিত 'নাগর' ভাব সমর্থনপূর্ব্বক ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও ষড়্‌গোস্বামীর উপদিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন, বৈষ্ণব লেখক মনে করিলেও তাঁহার লেখনী হইতে কখনও কেহ আচার্য্যগণের চরিত্রের যথাযথ বর্ণন আশা করিতে পারেন না। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসাহিত্য এইরূপ নানাভাবে দূষিত হইতেছে। অপর সম্প্রদায়ের লোক ষড়্‌গোস্বামীর শুদ্ধ সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। তাঁহারা বাহির হইতে যাঁহার প্রতিষ্ঠা, ব্যাকরণগতপাণ্ডিত্য, আভিজাত্য প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন, প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাকেই ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার অপসিদ্ধান্তকে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যানুমোদিত সিদ্ধান্ত বলিয়া অঙ্গীকার-পূর্ব্বক সাহিত্যাদি দ্বারা সমাজে প্রচার করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা ইহারই সাক্ষ্য দেখিতে পাই।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর পুত্র বলরাম, বলরামের পুত্র শ্রীমধুসূদন, মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ। এই রাধারমণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' নাম লইয়া বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ভট্টা-চার্য্যের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক পরমার্থ-বিদ্বেষমূলে অদ্বৈতপ্রভুর বিষ্ণুত্বে সন্দিগ্ধমতি হইয়া কুশপুত্তলিকা গঠনধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অন্য-সম্প্রদায়ের লোক যদি এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মত শিক্ষা করিতে যান, তাহা হইলে কি তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর বিরোধি-মতকেই 'অদ্বৈত-প্রভুর মত' বলিয়া জানিয়া নিজেরা ভ্রমপথে পতিত এবং তাঁহাদের সহযোগিবর্গকে ভ্রমপথে চালিত করিবেন না? যিনি শ্রীরূপানুগ কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবা-চার্য্যের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই জানেন—

"আচার্য্যের যেই মত সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার॥"

—চৈঃ চঃ আদি ১২শ।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে গোবিন্দ দাসের কড়চা, বংশীশিক্ষা এবং জয়ানন্দের নামে লিখিত চৈতন্যমঙ্গল, নামক জাল পুঁথিগুলিকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহার মূলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থত্রয়ের দুইখানি বৈষ্ণব-বংশ্য (?) নামধারী ব্যক্তিদ্বয়ের দ্বারাই ঐরূপ কৃত্রিম কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ আমরা অনেক শুদ্ধ-মহাজনগণের নামেও অনেক কল্পিত ও আরোপিত কুসিদ্ধান্তপূর্ণপদগান

দেখিতে পাই প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে 'মহাজনের গীতি' বলিয়া ঐ সব অপকৃষ্ট পদের খুব আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়াতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ সকল পদ মহাজনের রচিত বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না।

জগতে আত্মধর্ম্ম—ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, শুদ্ধ আচারবান নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য স্বীকার না করা পর্য্যন্ত জীব মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কৃত্রিম চক্ষের জলওয়ালা প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়িবেই পড়িবে। অনাত্মা অর্থাৎ দেহ ও মনের সহজাত ধর্ম্মই প্রাকৃতসহজধর্ম্ম। এই প্রাকৃতসহজিয়াগণ ভাব-প্রবণতাকে, সাময়িক উচ্ছ্বাসকে, চিত্তদৌর্ব্বল্যকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশায় লোকদেখান-প্রাকৃত ভাবোচ্ছ্বাসকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলিয়া ধারণা করিয়া স্বয়ং বঞ্চিত হন ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রীরূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর লিখিত চরিতামৃত মধ্য ২৩শ অধ্যায়ে লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ," "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং" প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সকল প্রাকৃত সহজিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় কামক্রোধাদি ষড়রিপুর দাস থাকিয়া, দ্বিতীয়াভিনি-বেশযুক্ত হইয়া অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থার সহজস্ফূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-কীর্ত্তনাদি করিবার চেষ্টা করিয়া উহার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে রত হয়। এই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত সহজিয়া, আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কবে ইহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করিবেন!

"নিতাই'র চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
দৃঢ় করি ধর নিতাই'র পায়॥"

আমরা উপসংহারে 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক-মহাশয়কে নিবেদন জানাইতেছি যে, উক্ত কোষগ্রন্থ মধ্যে বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পাদক মহোদয়ের অজ্ঞাতসারে যে সকল অসৎসিদ্ধান্ত ও ভ্রমাত্মক মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে তত্তৎস্থান-গুলি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। তিনি বর্ত্তমানে যে আর একটী হিন্দিকোষগ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন, যাহাতে সেই গ্রন্থ মধ্যে কোন ভ্রমাত্মক মতবাদ বিশেষতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের নামে শুদ্ধতত্ত্ববিরোধী কোন কথা প্রচারিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে বৈষ্ণবাপরাধে পাতিত না করে, তজ্জন্য সম্পাদক মহোদয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গবেষণা-পর তথ্যের অনুসন্ধান ও সাহায্য পাইতে পারিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ "বৈষ্ণবমঞ্জুষা" নামে যে সার্ব্বভৌম-বৈষ্ণব কোষগ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন, তাহাতে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ইতিহাস ও অনেক গবেষণার কথা প্রকাশিত হইতেছে।

প্রচারপ্রসঙ্গ।

[সংবাদ]

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সপ্তাহাধিককাল যাবৎ রঙ্গপুর সহরে প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন এবং প্রতি দিবস অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত দিব্যসূরি অধিকারী মহোদয়ের মধুর কীর্ত্তন ও অপূর্ব্ব নর্ত্তনের পর শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ শুদ্ধ-ভক্তি-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ ও স্বামিজীর নিকট বহু সদুপদেশ লাভ করিয়া পরমার্থ রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতেছেন। সকলেই স্বামিজীর মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ঢাকা জেলার নারায়ণ-গঞ্জে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। সেই স্থানে নগর-কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা সহরটী মুখরিত হইয়াছে। পরম ভাগবত হরি-গুরুবৈষ্ণবে বিশেষ শ্রদ্ধাবান, স্নিগ্ধ ভক্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় হরিকথাপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের দীর্ঘকালব্যাপী মহা-মহোৎসবের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়াও প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা ও সহরের সর্ব্বত্র

এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম সমূহে হরিকথা প্রচরের জন্য প্রবল উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রত্যহ ঢাকা করোনেসন্ পার্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ মর্ম্মস্পর্শিনী ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। সুধী ব্যক্তি মাত্রেই স্বামিজীর মুখে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব ভগবৎকথা অবগত হইয়া মানব জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগ্রন্থপাঠ এবং কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে বক্তৃতা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২৭শে আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী দিবস ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা পরলোকগত এস, সি, আঢ্য মহাশয়ের ভবনে বেদান্তভাষ্য সাহায্যে ভক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলি-কাতার ইংরেজী সাময়িক পত্র অমৃতবাজার ও ফরওয়ার্ডে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তি-ব্যাখ্যান শ্রবণে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সুললিত শুদ্ধ-গৌরবিহিত কীর্ত্তন মৃতসঞ্জীবনীসুধার ন্যায় পাষাণ হৃদয়েও ভগবদ্ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

ঢাকা "মনোমোহন প্রেসের" সুযোগ্য পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক আলোর connection এর সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ প্লাম্বার ও কণ্ট্রাক্টার মিঃ কে সি, দে মহাশয় সেই বাতি fit করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেরই পরম প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইঁহা-দের ধর্ম্মপ্রাণতা ও হরিসেবাপ্রবৃত্তি সকলেরই অনুকরণীয়। ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় দিন দিন এই প্রকার হরিসেবায় উৎসাহ দেখাইয়া "কনকের দ্বারে সেবহ মাধব," এই কথার সার্থকতা প্রচার করুন।

গোবর্দ্ধন-পূজা

[অন্নকূট]

দ্বাপরযুগান্তে ব্রজবাসিগোপসকল দেবরাজ ইন্দ্রের যথোচিত পূজাবিধানের জন্য যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতেছিলেন। গৌড়ীয় পাঠকপাঠিকাগণ জানেন যে, আমরা যে জগতে বাস করি, সেই জগৎ অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেরই হেয় প্রতিফলনস্বরূপ। যাঁহারা এই জগতের প্রাচীনতম ইতিহাস, ঋগ্‌বেদাদি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐ সকল সংহিতা মধ্যেও তাৎকালিক ব্যক্তিগণের ইন্দ্রপূজা-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতা-অংশে ইন্দ্রের বহু স্তব রহিয়াছে, কারণ ইন্দ্র মেঘপতি। মেঘ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিয়া শস্যাদিকে সঞ্জীবিত রাখে। শস্য সঞ্জীবিত হইলে জীবগণ উহার দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামাদি সাধনে সমর্থ হয়। এই জন্যই জগতের প্রাচীন সভ্যতার যুগ হইতে মেঘপতি ইন্দ্রের আরাধনার কথা ঐতিহ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিত্যধামের বিকৃত-প্রতিফলনই এই জগৎ অর্থাৎ নিত্যধামে যে যে কার্য্য একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সুখ-তাৎপর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, মর্ত্ত্যধামে সেই সকল কার্য্যেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যধামের কার্য্যগুলি এক অদ্বয়বস্তুর সুখের জন্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাতে হেয়তা ও অবরতা নাই, আর জগতের কার্য্যগুলি দেহ ও মনে আবদ্ধ ভোগারামিগণের নিজ নিজ দেহ ও মনের তোষণের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাতে অবরতা ও হেয়তা বর্ত্তমান।

ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের শরীররক্ষা, ভয়ভীতি, যাহা কিছু তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ যুক্ত দেহ ও মনে আবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদিগের দেহরক্ষা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের জন্য, তাঁহাদিগের ভয়ভীতি পাছে ভগবানের সেবাস্ফুর্ত্তিতায় কোন বিঘ্নোৎপাদিত হয়—এই আশঙ্কায়; তাঁহাদিগের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি এক অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে পাল্যজ্ঞান-নিবন্ধন। সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টা জগতের বিকৃত চক্ষু বা বিকৃত ধারণা লইয়া দর্শন ও অনুধাবন করিলে প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত চেষ্টারই ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা চিদ্বিলাসরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎকে এবং এই জগতের অধিবাসীর যাবতীয় চেষ্টাকে চিদ্ধামের ও চিদ্ধামবাসী নিত্যভগবৎসেবকগণের বিকৃত প্রতিচ্ছবিরূপে দর্শন করিয়া চিদ্ধামে নিত্যবস্তুর নিত্যস্বরূপাবস্থিতি দর্শন করিতে পারেন।

কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগণ তাই আজ পর্জ্জন্যাধিপতি ইন্দ্রের আরাধনার জন্য নানাপ্রকার পূজাসম্ভার আয়োজন করিতেছেন। গোপগণের এইপ্রকার চেষ্টা দেখিয়া দেবরাজ গর্ব্বে অবলিপ্ত। ইন্দ্র আজ নিজকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিতেছেন। ইন্দ্রের এই দর্প নষ্ট করিবার জন্য এবং জগতে নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রচার করিবার জন্য দর্পহারী ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় অভিনয়পূর্ব্বক শ্রীনন্দাদি গোপবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনাদের এ পূজার আয়োজন কেন? এই পূজার দেবতাই বা কে?" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে পরমবাৎসল্যবিধুর ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, "তাত, আমরা আজ ইন্দ্রের পূজার আয়োজন করিতেছি। পর্জ্জন্যরূপী ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই ইন্দ্রার্চ্চন আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্রদেব-বর্ষিত বারিসেকে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই আমরা তাঁহার অর্চ্চন ও আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "পিতঃ, জীব ও জীবের সুখ, দুঃখ, ভয় ও ক্ষেমাদি কর্ম্মদ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মপ্রভাবেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর কেহ থাকেন, তিনিও কর্ম্মফলদানদ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন। কেন না, যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করেন, তাহার তিনি প্রভু নহেন অর্থাৎ তাহাকে তিনি ফলদানে সমর্থ হইতে পারেন না। যদি কর্ম্ম হইতেই ফলসিদ্ধি হইল এবং সকল প্রাণী কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? 'অজাগলস্তনের' ন্যায় তাহার' ত কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না। প্রাক্তন

সংসারবশতঃই কর্ম্মসকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র কিংবা কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই। অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর"।

অচিন্ত্যচরিত্র শ্রীভগবান্ কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক বিপ্রগণের গর্ব্ব বিনাশ করিবার অব্যবহিতপরেই আজ আবার কর্ম্মদেবতা ইন্দ্রের গর্ব্ব বিনাশ করিবার জন্য ও জগতে কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের অক্ষজজ্ঞানচেষ্টা গর্হণ করিয়া অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি বা আত্মার সহজধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য, বাৎসল্যরসসর্ব্বস্ব পশুপেন্দ্র নন্দমহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা এবং তাহাদের কর্ম্মাঙ্গাধীন ঈশ্বরের পূজাচেষ্টার প্রাকৃতত্ব ও সহজ আত্মধর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব প্রচারার্থ এইরূপ অভিনয় করিলেন। গোপরাজ নন্দ ও গোকুলগোপগণের গোপত্বই তাঁহাদের নিত্যস্বরূপ এবং "গোপবেশবেণুকর" গোকুল-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়োপকরণ, সেবোপকরণ, ধেনু, শৈল প্রভৃতির সেবা করাই নিত্যগোপগণের নিত্য "স্বধর্ম্ম" বা "স্বরূপ ধর্ম্ম" তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপেন্দ্র-নন্দনকে বলিলেন,—

'বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্

অর্থাৎ, আমরা গোপজাতি, গো-রক্ষাই আমাদের বৃত্তি। আরও বলিলেন—

'ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥
তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রমখ সংভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥
পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবা পূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥

—ভাঃ ১০।২৪।২৩-২৫

—হে তাত, আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বাস করি। পত্তন, দেশ, গ্রাম—এসকল আমাদের কল্যাণের হেতু হইতে পারে না, বরং শৈলাদিই আমাদের যোগক্ষেমের কারণ। অতএব আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের পূজা আরম্ভ করুন্। ইন্দ্রের যজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই যজ্ঞ সাধিত হউক্। পায়সাদি, মুদ্গ ও সূপ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি গোধূমাদির বিকার পিষ্টক এবং শষ্কুলি প্রস্তুত হউক এবং আপনাদের দ্বারা দুগ্ধ, দধি, নবনীতাদি সংগৃহীত হউক্।

পাঠকপাঠিকাগণ! গোপেন্দ্রনন্দনের এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন কি?. এই সকল সরল কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার ভক্তগণের স্বরূপধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়; পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব, বৃন্দারণ্যের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত। ফল, ফুল, কিশলয়ই ব্রজের সম্পত্তি। গোধনসমূহই ব্রজের প্রজা। তথাকার ব্রাহ্মণগণ ব্রজপুরের হিতকারিরূপে কৃষ্ণের সেবক। শৈলাদি শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া তাঁহার সেবাই গোপগণের যোগক্ষেমের কারণ। নবনীত, দধি, দুগ্ধই ব্রজের খাদ্য। সমস্ত কানন, উপবন, ভূধর কৃষ্ণপ্রেমময়। ব্রজের সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণপরিচারিকা সুতরাং সেই অদ্বয় চিদ্বিলাসধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদিগকে যে স্বতন্ত্র ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রসূত ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের পূজা বারণ করিয়া এবং ইন্দ্রের পূজার জন্য আহৃত বস্তুদ্বারা নিজের পূজা বিধান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের সার্থকতা বিধান করিলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

— গীতা ৯।২২-২৭

যাঁহারা একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বতন্ত্র ভগবান্ জ্ঞান না করিয়া অন্যান্য দেবতার আরাধনা-তৎপর বা যাঁহারা স্বতন্ত্রভগবানের সহিত অন্যান্য আধি-কারিক দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া চিজ্জড়-

সমন্বয়বাদী, যাঁহারা দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রাকৃত-শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতাভজনকে 'ভগবদ্ভজন' বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের অবৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অযোগ্য, সেই সকল প্রাকৃতব্যক্তিগণের দুর্ব্বুদ্ধি নিরাস করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার সংগৃহীত দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার নিজের পূজা করাইলেন; দেখাইলেন যে তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা অবৈধভাবে তত্তদ্দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরের পূজা করাই বিধি বা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমভোক্তা অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিচরণভূমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করিলেন। গোপগণ গোধনগণকে অগ্রে করিয়া গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান; এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। এই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গার-রসের সিংহাসনস্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অজস্রপ্রেমামৃতে প্লাবিত, এই গিরিরাজ কৃষ্ণের সেবোপকরণ গো, মৃগ, বিহঙ্গম, বিটপী প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আশ্রয়স্থানস্বরূপ; এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী; কেননা, বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন, কিন্তু গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয় হইয়াছেন। কারণ তিনি নতমস্তকে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে সর্ব্বদা কোটীগঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্যনিধিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিতেছেন। এই গিরিরাজ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন হইয়া ভক্তগণের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন, এই গিরিরাজের নিভৃত গুহা ব্রজনবযুবদ্বন্দের ক্রীড়ার স্থান, এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহু বহু কুণ্ড শোভিত রহিয়াছেন, অবধূতকুল-চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শতমুখে এই গিরিরাজের গুণ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তপনতনয়া কালিন্দীকে, অত্যুন্নত গিরিগণকে, ব্রজজনের আশ্রয়ীভূত ও অভীষ্টপ্রদ নন্দীশ্বরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনরক্ষার্থ ভূধরগণের শিরোভূষণস্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইহার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ রসিককুলনায়ক রসরাজ শ্রীগোবিন্দের দান-ক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ এবং রসিকভক্তগণের হ্লাদবর্দ্ধক।

তাই আজ অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্ গোপদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অন্যপ্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রজবাসিগণকে কৃপা করিবার জন্য ব্রজবাসিদিগের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন, "অহো,! দেখ ঐ মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমাদিগকে কিরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন! যে সকল বনবাসী ব্রজবাসিগণকে অবজ্ঞা করিতেছিল এই শৈল সর্পাদিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। আইস, আমাদের এবং গোসকলের ক্ষেমার্থ ইহাকে নমস্কার করি।"

ব্রজেন্দ্রনন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপগণ যথাবিহিত গোবর্দ্ধনগিরিরাজের পূজা বিধানপূর্ব্বক ব্রজে প্রত্যাগত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত বালক এবং ব্রজবাসি-গোপ-গোপীগণকে প্রাকৃত মনুষ্যবিবেচনায় অজস্র বর্ষণ ও মেঘ-গর্জ্জনাদির দ্বারা ব্রজস্থ কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপ-কুলের ভীতি সঞ্চার করিলেন। ব্রজজনবান্ধব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহ-কাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্ম-কোষে মুগ্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টিকারী শক্রনক্রমুখ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিয়াছেন সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সেবা করা কর্ত্তব্য।

স্বয়ং গৌরহরি নিজে আচরণপূর্ব্বক এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত করিয়া কুসুমসরোবরের নিকটস্থ গোবর্দ্ধনগিরিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—

"গোবৰ্দ্ধন দেখি প্রভু হইল দণ্ডবৎ।
একশিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ।

গোবৰ্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূৰ্ত্তি, ইহা জানাইবার জন্য ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরহরি গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি দর্শনার্থ গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিলেন না। তিনি—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ)

"গোবৰ্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল রায়ের দর্শন কেমনে পাইব॥"

—এইরূপ ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। এদিকে "গোবৰ্দ্ধন শৈল আরোহণ করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং "আমি কৃষ্ণভক্ত" এই অভিমান-যুক্ত গৌরহরিকে গোপাল রায় স্বয়ং গোবৰ্দ্ধন হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু গোবৰ্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপালকে দর্শন করিবেন না জানিয়া গোপাল 'অন্নকূট গ্রাম' হইতে ম্লেচ্ছভয়ের ছল বাহির করিয়া 'গাঁঠুলি' গ্রামে আসিলেন। মহাপ্রভু তৎপর দিবস প্রাতঃ-কালে মানস গঙ্গায় স্নান করিয়া গোবৰ্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন—

গোবৰ্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥
"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥"
—ভাঃ ১০।২১।১৮

—এই গোবৰ্দ্ধনগিরি হরিদাসগণের অগ্রণী; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া পানীয়, শস্পকোমল-তৃণ, কন্দমূল এবং উপবেশন-যোগ্য রমণীয় স্থান প্রভৃতি-দ্বারা গো ও গোপগণের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে গোবৰ্দ্ধনপরিক্রমা ও স্তবাদি করিলেন এবং গোপালের গাঁঠুলি গ্রামে বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই গ্রামে গমনপূর্ব্বক গোপাল দর্শন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুও যখন বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারাও গোবৰ্দ্ধন পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাহার উপরে আরোহণ করিতেন না। গোপাল যেরূপ মহাপ্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ও তদ্রূপ দর্শন দান করিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে গমন করিতে অপারক হইলেও গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই অভিলাষ হইল। গোপাল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দর্শনপ্রদানার্থ এবারও পূর্ব্বের ন্যায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে বিজয় করিলেন এবং একমাস যাবৎ স্বগণসহ শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভু যখন মহাপ্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন, তখন গৌরসুন্দর জগদানন্দকে উপদেশ দিলেন—

"গোবৰ্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩শ।

শ্রীজগদানন্দ যখন ধামদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীসনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর উপযুক্ত ভেটজ্ঞানে জগদানন্দের নিকট রাসস্থলীর বালু ও গোবর্দ্ধনের শিলা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবৰ্দ্ধনস্মৃতির বিষয় আমরা চরিতামৃতের অন্ত্য ১৪শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই।

"গোবৰ্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলে বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি' আইল রাধা ঠাকুরাণী।
সব সখিগণ সঙ্গে করিয়া সাজনী॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ।

শ্রীগৌরহরির বৃন্দাবন আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনসমীপে উপনীত হইলেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধনপরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটী গোপবালক এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী-গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি 'ঐ গ্রামবাসী একজন বালক, গ্রামের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন', শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট এইরূপ

আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শেষরাত্রে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তন্দ্রাযোগে সেই গোপবালককে দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ বালক পুরীপাদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক একটী কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি বর্ষা রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর সুতরাং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় মঠনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন, আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম "গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল" তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র—অনিরুদ্ধের পুত্র মহারাজ বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক গ্রামমধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপাল বিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন ও শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া প্রস্তর-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপনপূর্ব্বক গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার দ্বারা মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন—

"দশবিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটী রাশি পর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জন ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তা'র পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনি সর পাশে ধরি আনি॥
হেনমতে **"অন্নকূট"** করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
* * *
একৈকদিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া॥
* * *
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব **অন্নকূট** যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ।

সুতরাং এই গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব দ্বাপর যুগ হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছেন। এই গোবর্দ্ধনপূজা ভৌম ব্রজলীলায় দ্বাপরযুগে প্রকাশিত হইলেও অপ্রকট লীলায় এই গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব নিত্য বিরাজিত। গোবর্দ্ধনগিরিধারীর ইন্দ্রিয়-তোষণই এই গোবর্দ্ধনপূজার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে দুর্গোৎসব বিনাকোৎসব প্রভৃতির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত হইয়া এই ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপার রূপেই অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে গোবর্দ্ধনপূজা হয় না। ঐরূপ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি কর্ম্মকাণ্ডমাত্র, উহা কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা নহে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণরজে অভিষিক্ত না হইয়া আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভোগমূলে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয় না। সুতরাং আমাদিগের যাবতীয় কার্য্য 'কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা' শুদ্ধভক্তের অনুগত হইয়া অনুষ্ঠান করাই বিধেয়।

ছয় গোস্বামী

(পুরাণ শুক্তা)

শুক্তা পাইলে আম ॥ হইবেক নাশ—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁ'র মুঞি তাঁ'র দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥

*　　*　　*　　*

"এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

—ঠাকুর নরোত্তম

ছয় গোস্বামীর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ষড়্‌গোস্বামিবিরোধী বা ষড়্‌গোস্বামীর প্রতিকূলাচরণকারী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত,　না হ'বে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত,　তা'তে হ'বে অনুরত,
সেই সে পরমতত্ত্ব ধন॥

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ছয় গোস্বামীর সকলেই ব্রজজন; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছা ভক্ত এই সকল ব্রজজনের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট। কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত এই বহির্জগতে এতদূর আবদ্ধ যে, তাঁহার কর্ম্মজড়ীকৃতমতি ব্রজজনের অপ্রাকৃত কথা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা সঞ্চয় করে নাই। ইহারা অভ্যুদয়বাদী (Elevationist) হইয়া অনেক সময় ষড়্‌গোস্বামীর চরিত্র ও মতালোচনা করিতে প্রয়াসযুক্ত হইলেও—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

শ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত এই বাক্যানুসারে 'ষড়্‌গোস্বামীর অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-চরিত্র তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না। মায়াদেবী ষড়্‌গোস্বামীর প্রকৃত স্বরূপের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট উহার বিকৃত প্রতিফলন স্বরূপ ছায়াময় অবাস্তব বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রাকৃত ব্যক্তি উহাকেই অপ্রাকৃত হরিজনের স্বরূপ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও সমশীল অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ভ্রমে পাতিত করেন। বর্ত্তমানে অনেক সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক প্রভৃতি কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ "ছয় গোস্বামী" কে কবিকঙ্কন, কীর্ত্তিবাস প্রভৃতির অন্যতম মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাকৃত চেষ্টামূলা গবেষণার দ্বারা "ছয় গোস্বামী" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঐরূপ আরোহ চেষ্টা নাস্তিক সমাজের নিকট আদরণীয় হইলেও, বৈকুণ্ঠবস্তু 'ছয় গোস্বামী' ঐ সকল সাহিত্যিকগণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহেন। জীব ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত বস্তুকে 'মাপিয়া লওয়ার' বা ভোগ করিবার প্রয়াস দেখাইতে পারেন। রাবণ ভগবচ্ছক্তি সীতা দেবীকে 'মাপিয়া লওয়ার' প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু—

ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের যে অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তি ও গৌর শক্তিগণকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস তাহাও এইরূপই। তাঁহারা বহিরঙ্গা শক্তির স্বরূপকেই অন্তরঙ্গা শক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হন। এইরূপ বিবর্ত্তজ্ঞান তাঁহাদের দুষ্কৃতিফলেই উদিত হইয়া থাকে—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

—গীতা ৭।১৫

অসুরভাবাশ্রিত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য চিদ্বিলাস ও তাঁহাদের নিত্য স্বরূপকে অসুর প্রবৃত্তি যুক্ত হইয়া আক্রমণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন (শ্রীবলদেব টীকা), তাঁহারা ব্রজজন 'ষড়্‌গোস্বামীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের নিকট স্বস্ব গুরুগণেরই নিত্য সত্ত্বা নাই, তাঁহারা কি করিয়া জগদ্‌গুরুবর্গের অধোক্ষজচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? সুতরাং 'ছয় গোস্বামী'র মত তাঁহাদিগের ধারণার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তাঁহারা 'ছয় গোস্বামীর' পদাঙ্কিত পথকে সাম্প্রদায়িকতা; 'ছয় গোস্বামীর' নামোচ্চারণকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধবিশ্বাসজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, 'ছয় গোস্বামীর' মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা অর্থবাদ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক "মিছাভক্ত" নামে খ্যাত। তাঁহারা ভক্তের 'মুখস' পরিধান করেন, যাত্রার দলের রামা বাগ্দীর ন্যায় নারদ ঋষির অভিনয় করেন, পরমহংসবৈষ্ণবের বেশ লইয়া নানা প্রকার পাষণ্ডতা করেন, লোকদেখান মালাতিলক ঝোলা ধারণ, দণ্ডবতের-ছড়াছড়ি, 'তৃণাদপি

ভাবের ছল করিয়া কপট আকুবাকুভাব প্রদর্শন, ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত 'ছয় গোস্বামীর ভজনগান প্রভৃতিকে ভোগোন্মুখ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুকরণ, কার্য্যতঃ 'ছয় গোস্বামীর' বিরোধ করিয়া, মিছা রূপানুগত্ব প্রচার করিয়া গোপনে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানের জন্য 'ছয় গোস্বামীর' নাম বলিতে বলিতে সহস্র দণ্ডবন্নতি (?) প্রদর্শন, কপটাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। কখনও বা 'ছয় গোস্বামীর' বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাতে ভোগবুদ্ধি পরবশ হইয়া রাবণের ন্যায় 'জড় প্রতিষ্ঠার' লোভে বেষোপজীবী হইয়া থাকেন, রূপানুগ-ধর্ম্মকে লোকের নিকট বিপন্ন করিবার জন্য ঐরূপ জড় লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও "লোক-দেখান-গোরাভজা" এবং প্রাকৃত বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দভজনের ছল প্রদর্শন করাকেই 'ষড়্ গোস্বামী'র মতানুসরণ বলিয়া আত্ম-বঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা রূপানুগ আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়া বলেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর' ॥

* * * *

না করিও অসৎ চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।

* * * *

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হ'বে তায় অনুরক্ত
শুদ্ধভজনেতে কর মন ॥"

তাঁহাদিগকে ঐ সকল মিছাভক্তসম্প্রদায় 'ষড়্ গোস্বামীর' আনুগত্যরহিত বলিবার ধৃষ্টতা পর্য্যন্ত দেখাইয়া তাঁহাদের কপট নাট্য করিতে করিতে অপরাধসাগরে পতিত হন।

মিছাভক্তসম্প্রদায় বেষোপজীবিকা, কপট অশ্রুমোচন, নিসর্গপিচ্ছিল ভাবপ্রবণতা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতিকে রূপানুগত্ব; গৃহব্রত ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শোণিতশুক্রজাত দেহকেই 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, (?) এবং ভক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কর্ম্ম জড় স্মার্ত্তের পদাবলেহনকে "ছয় গোস্বামীর" প্রদর্শিত পথ বলিয়া মনে করেন! ইহাই কি রূপানুগত্ব বা 'ষড়্ গোস্বামীর' মতানুবর্ত্তন? শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥"

এই শ্লোকে ষড়্‌বেগ বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই কি গোস্বামিত্ব বলিয়াছেন? শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥"

এই শ্লোকে কপট চোকের জলকেই কি তদীয় আনুগত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? রূপানুগ শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধের "বদশ্মসারম্" শ্লোকে শ্রীরূপপাদের ঐ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐরূপ কপটতাকেই কি 'রূপানুগত্ব বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীল রূপপাদ—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

এই শ্লোকে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাকে কি প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াছেন এবং নামাপরাধের প্রশ্রয় প্রদানকেই কি রূপানুগত্ব বলিয়াছেন? অথবা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু

'যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ ॥

(ভঃ রঃ দক্ষিণ ৫।৩৯,

—এই শ্লোকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্তিকেই কি ভজনানুরক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন? শ্রীরূপসনাতন কি শুক্রশোণিতজাত দেহকেই গোস্বামিত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে একজনও কি চ্যুতবংশপরম্পরায় গোস্বামিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? ছয় 'গোস্বামীর' একজনও কি গৃহব্রতধর্ম্ম, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, গৃহব্রত ধর্ম্মযাজন করিয়া, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন? স্ত্রীপুত্রে, সংসারে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া পরমহংস-বেষধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা পাচকের কার্য্য,

তামাক, গাঁজা সাজাইবার ভৃত্যের কার্য্য, পাদসংবাহন প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া পরমহংস-বেষ বা গোস্বামী-বেষের অবমাননা করিয়াছেন? ছয় গোস্বামীর একজনও কি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগত্য প্রভৃতি ভক্তিপরিপন্থী আচার বা প্রচার করিয়াছেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দিগ্‌দর্শিনী টীকায় পঞ্চরাত্রোক্ত —"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥" (১।৪১)

—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা পুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, অতএব পুনরায় তাঁহাকে যথাবিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট সম্যক্‌প্রকারে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে।"

"বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি * * দুঃখসাগর তরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্‌গুরুমপেক্ষেত।" (১।২৪);

অর্থাৎ "বিষয়সুখাসক্ত ব্যক্তিগণের দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন ব্যতীত অপর কোনও কর্ত্তব্য নাই এইরূপ জ্ঞান অতীব দুর্ঘট। সুতরাং তাহাদের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় ভক্তিস্পৃহা থাকিলে সদ্‌গুরু ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সুবিধা হইতে পারে না।"

"তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাত্বাৎ, অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্ অন্যথা বোধ-সঞ্চারাযোগাৎ, পরমশান্তম, ভক্তিযোগাশ্রয়ম, সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরম্ শ্রীবৈষ্ণববরং,—(১।২৭) অর্থাৎ "সদ্‌গুরু তত্ত্ববিৎ হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না; সদ্‌গুরু অধোক্ষজ ভগবদুপলব্ধিতে নিষ্ণাত হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিতে অনুপযুক্ত; সদ্‌গুরু নিষ্কাম, শান্ত অর্থাৎ মোক্ষাতীত ভক্তিযোগ-আশ্রয়কারী এবং নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপর মহাভাগবত হইবেন;"

"শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্নঃ স গুরুর্ন ভবতি, তর্হি কিমর্থং গুরুঃ? পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেব (১।৩৫)"—অর্থাৎ "যিনি শিষ্যের নিকট হইতে কোনও প্রকার সেবা বা অর্থাদি ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও 'গুরু'-পদবাচ্য নহেন; তবে প্রশ্ন হইতে পারে, গুরুর আবশ্যকতা কি? শ্রীগুরুদেব পরমদয়ালু, কৃপাসিন্ধু, তিনি পরদুঃখ-দুঃখী, তাই, জীবের আত্মার মঙ্গলের জন্যই 'গুরু'পদ স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে;" "(দীক্ষাবিধানেন) নৃণাং সর্ব্বেষামেব বিপ্রতা (জায়তে)—(২।৭)" অর্থাৎ "সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবী-দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রত্ব সাধিত হয়"—এই সকল বাক্যদ্বারা ব্যবসায়ী, কৌলিক, লৌকিক, বিষয়াসক্ত, অর্থলোলুপ, নিরন্তর ভগবৎসেবা-ব্যতীত ইতর কার্য্যে ব্যস্ত গুরুব্রুবগণকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করাই কি গোস্বামি-মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু—"শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে, শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥ * * ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥—* * বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠম্। (৪।২২৫)"—অর্থাৎ "শূদ্র এমন কি অন্ত্যজকুলেও যদি কোনও বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্রাদি বা তত্তজ্জাতিতে আরোপিত করা হইবে না; শূদ্র, ব্যাধ অথবা কুক্কুরভোজী চণ্ডালকুলেও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি তত্তজ্জাতিসামান্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শূদ্র, নিষাদ অথবা চণ্ডাল বলিয়া মনে করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভগবানের দাস—ভাগবত, আর যাঁহারা ভগবানে ভক্তিহীন, তাঁহারা যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন্ না কেন, তাঁহারাই শূদ্র। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ের মধ্যে নীচজাত্যুৎপন্ন হইলেও বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ"—এই সকল বাক্য দ্বারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের পদাবলেহন-পূর্ব্বক বৈষ্ণবের অবমাননাকেই কি গোস্বামি-মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? কোন কোন কপট ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, "আমরা হরিদাসঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্তু যাঁহারা সবে মাত্র (?) ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সকল কনিষ্ঠাধিকারি-ব্যক্তিগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে কোন আপত্তি নাই"! শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কি এই স্থানে মহাভাগবতের বিচার-প্রসঙ্গে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চনমার্গীয় ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন? কর্ম্মজড়স্মার্ত্তদাস মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর মত ভাল করিয়া বিচার করুন্।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কি সমগ্র হরিভক্তি-

বিলাসের কোনও স্থলে বা অন্য কোনও স্থানে মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, অযোগ্য কৌলিক ও লৌকিক অসদ্গুরু গ্রহণ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাতডালবুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে গোস্বামি-মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥"(৯।১৩৪)

—অর্থাৎ "হে বিপ্রগণ, শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কোন বস্তুই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোনও রূপ স্পর্শদোষগত বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, তাহা নির্ব্বিকার বস্তু, যাহারা তাহাতে স্পর্শগত দোষবিচার আরোপ করেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্য নরকপথের পথিক হন।"—এই বাক্যদ্বারা বহির্ম্মুখসমাজের ভয়ে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি করাকেই কি 'গোস্বামি-মত' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? স্মৃতিপ্রবন্ধ-লিখিত এই সকল প্রয়োগবিধি কি কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই গোস্বামিপাদগণ লিখিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের কি প্রচার ও আচারের মধ্যে কিছু ব্যবধান ছিল? শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধিমত প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু যে হরিভক্তিবিলাসের নবমবিলাসে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি এবং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমতাবলম্বীর প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই মতের বিরুদ্ধাচরণ করাই কি 'ছয়-গোস্বামীর' মত?

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে—'পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ' অর্থাৎ ব্যবহারিক, কৌলিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে'; "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং, শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ "প্রথমে নাম-তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর নিকটশুদ্ধনাম শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ অনর্থনির্ম্মুক্ত হইলে, সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণেই রূপশ্রবণদ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃতরূপ প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়;—"নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ" (ক্রঃ সঃ ৭।৫।১৮)

—অর্থাৎ "শ্রীনাম সর্ব্বপ্রকারে জীবের সুহৃদ হইলেও শ্রীনামের চরণে অপরাধ থাকিলে নিশ্চয় জীব অধঃপতিত হয়, নামাপরাধযুক্ত নাম শ্রীনাম নহেন, "অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নির্ব্বিষ্ণমানানামিত্যা-দ্যুক্ত স্বনামকীর্ত্তনপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ (ঐ)—অর্থাৎ কীর্ত্তনাদির দ্বারা যদি তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই পক্ষে হরিনাম কর্ত্তব্য—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে নাম গ্রহণ পরিত্যাগ না করিয়া শুদ্ধহৃদয়ে অর্থাৎ আত্মার যে নিত্য ভগবল্লীলা স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহাই স্মরণীয়া; শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব, পরদ্বারা অর্চ্চনসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতি-পাদকম্, * * দীক্ষিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে।"—(ঐ) শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া দেন; পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালব্ধব্যক্তিগণের দীক্ষায় অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে গৃহস্থের অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক; কিন্তু যাহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের অনুকরণে অর্চ্চনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্মরণাদি করেন, অথবা কেবল ব্রাহ্মণাদি দ্বারা অর্চ্চন করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অলসতা ও কর্ত্তব্যবিমুখতারূপ প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন না কেন, দীক্ষিত হইয়া তিনি যদি অর্চ্চন না করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাঁহার নরকপাতের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; "অর্চ্চনাধিকার নির্ণয়ঃ—এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্। শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥ কিঞ্চ তত্ত্বসাগরে—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যা)—অর্থাৎ "অর্চ্চনাধিকারনির্ণয়ে সর্ব্ববর্ণ ও আশ্রমস্থ স্ত্রী বা শূদ্রকুলোদ্ভূত যে কেহই হউন না কেন, সদ্গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য; কেন না যেরূপ কোনও বিশেষ রসসংযোগে কাঁসাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা, মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ ঘটে।"—এই সকল বাক্যদ্বারা কি বর্ত্তমান মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত মূর্খলোক ঠকান ব্যাপারকেই গোস্বামী-

মত বলিয়া প্রচলন করিয়াছেন ? ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা পিত্রাদির আত্মার তর্পণক্রিয়া এবং পঞ্চোপাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যবৈকুণ্ঠ-সেবক দেবতাবৃন্দকে বিষ্ণুর অবশেষ মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অর্চ্চনবিধির যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুসরণপূর্ব্বক সমাজের আভিজাত্য-শালী (?) বা ধনবান্ ব্যক্তিগণের সহিত কুটুম্বিতা করা ও অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সুগম করিয়া লওয়াই কি 'ছয় গোস্বামীর' মত ? শিষ্যগণকে পতিতগণকে, চিরকাল পতিত রাখিয়া নিজেরা পতিতপাবনের মুখস পরিয়া মৃগচর্ম্মাবৃত হিংস্রজন্তুর ন্যায় পরবঞ্চনা করাই কি ছয়গোস্বামীর মত ?

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছিলেন—

'বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।'—চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩শ

রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তিনি বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পুনরায় ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—

"প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি' রূপ সনাতনে॥
রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁ'র মন॥

* * *

গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম-সমর্পণ।
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যাঁ'র প্রাণধন॥

* * *

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণ দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহব্রতধর্ম্ম স্বচ্ছন্দে চালাইবার জন্য ভাগবত ব্যবসায় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করাই 'ছয় গোস্বামী'র মত ? যিনি ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য ভাগবত পাঠ করেন, যিনি ভাগবতের আচার্য্য ও উপদেষ্টা, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ন্যায় গোবিন্দচরণে শরণাগত হইবেন। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দই তাঁহার একমাত্র প্রাণধন। ষড়্‌বিধা শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"... অর্থাৎ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। যাঁহার গোবিন্দচরণে শরণাগতি উদিত হইয়াছে, তাঁহার গোবিন্দ-চরণারবিন্দই একমাত্র সর্ব্বস্বসর্ব্বস্ব; সুতরাং তিনি আর গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজনের জন্য অথবা দেবসেবার ছল করিয়া ভাগবতজীবী হইতে পারেন না। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ত' ভাগবতজীবী হইয়া দেবসেবার ছলনাপূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিতেন ? কিন্তু তিনি ঐরূপ নামবিক্রয়কার্য্য না করিয়া

"নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল॥"

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভাগবতজীবী হইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে বা শিষ্যবর্গের নিকট হইতে 'কর' আদায় করিলেন না। তাঁহার নিজ শিষ্যকে গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করাইলেন, শিষ্যের "কনকের দ্বারে মাধবের সেবা" করাইলেন। শ্রীল ভট্টগোস্বামীর এই আচরণ দেখিয়া কোন ও সুধীপুরুষ কি বর্ত্তমানে ভাগবত-ব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিগণের আচরণকে 'ষড়্‌গোস্বামী' বা রূপানুগ-মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ও ব্রজপরিকর হইয়াও আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে জগজ্জীবের জন্য—

"বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥"

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

* * *

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাস ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥

* * *

সিংহ দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ।

এই সকল উপদেশ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়াও কি কেহ মর্কট-বৈরাগীকুল ও বিষয়ীর অন্ন-পরিপুষ্ট ধর্ম্মব্যবসায়ীকুলের দগ্ধোদর বা স্ত্রীপুত্র ভরণ-পোষণের জন্য হরিনাম, (?) ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতির ছলনা, অর্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া "বেশ্যার আচার" গ্রহণ করাকেই 'ছয় গোস্বামী'র মত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট—

"অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজমতিসর্ব্বস্বহরণীঃ"

—হে মন, তুমি অসজ্জনের সহিত স্থিতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বধনকে হরণ করিয়া থাকে।"

"অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ কপটকুটিনাটীভরখর
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।"

—কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ ব্যতীত অন্যত্র যে নিবেশা-তিশয্য—তাহা গর্দ্দভের স্রাবিত মূত্রস্বরূপ, কপটতা ও কুটিনাটী আশ্রয়পূর্ব্বক তুমি কেন সেই গর্দ্দভমূত্রে নিজকে স্নান করাইয়া দগ্ধীভূত হইতেছ?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।"

—প্রতিষ্ঠাশা কুলটা-চণ্ডালরমণীসদৃশ, যাহার হৃদয়ে জড়প্রতিষ্ঠা নৃত্য করিতেছে, কিরূপে নির্ম্মল প্রেম তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর এই সকল প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতাকুটিনাটীর আশ্রয় পূর্ব্বক বেষোপজীবী মর্কটবৈরাগী হওয়াকেই মিছাভক্তসম্প্রদায় ষড়্গোস্বামীর মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন? কলিসহচর ভাগবতোক্ত(১।১৭।৩৮-৪১)দ্যূত (তাস, পাশা, দাবা, মন্ত্র ব্যবসায়, ভাগবতপাঠ ব্যবসায়), পান (তামাক, গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ্, চরস, মদ্যপান প্রভৃতি), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী যথা:—সেবাদাসী গ্রহণ প্রভৃতির ছল করিয়া পরস্ত্রীলাম্পট্য, বৈধ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি), সূনা (পশুবধ, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে বিপথ প্রদর্শন, লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা), জাতরূপ (ভাগবত-ব্যবসায় ও মন্ত্রব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা কিম্বা দেবতাসেবার ছল করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে অর্থগ্রহণ) —এই কলির স্থানপঞ্চককে বিস্তার করিবার জন্য গৃহব্রত ধর্ম্মযাজন বা কপট পরমহংস বৈষ্ণববেষ ও কৌপীনাদি গ্রহণই কি ষড়্গোস্বামীর মত?

'ষড়্গোস্বামীর' সকলেই ব্রজপরিকর। তাঁহারা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্য এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্মে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের চরণারবিন্দে যাহাদের মানসভৃঙ্গ নিত্যকাল সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই সকল নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধরূপানুগ-সাধুজন ব্যতীত 'ষড়্গোস্বামীর' মহত্ত্ব বা প্রচারিত মত প্রাকৃত-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই বুঝিতে পারিবেন না। অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনও প্রাকৃত-চিন্তার ভোগ্যবস্তু হয় না। 'ষড়্গোস্বামীর' এক একজন "সর্ব্বগুণখানি" শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত গুণ-স্বরূপ। বৃষভানুরাজকুমারীই তাঁহাদের ঈশ্বরী, তাই, তাঁহারা মদনমোহন হইতেও নিজঈশ্বরী মদনমোহনমোহিনীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত

রূপগোস্বামী প্রভুই এই ষড়্গোস্বামীর অগ্রণী; তিনি ব্রজলীলায় "শ্রীরূপমঞ্জরী" এই শ্রীরূপই সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপা "পরমা সুন্দরী" শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তিমতী শোভারূপিণী। রূপই চিদ্বিলাসের মূল, রসোৎপাদনের মূল। সর্ব্ববিধ গুণের মধ্যে প্রথমে আত্মা অপ্রাকৃত রূপের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। চিদ্বিলাসরাজ্যের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ এই জগতেও আমরা তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। চিদ্বিলাসধামে আত্মাকে সর্ব্বপ্রথমে রূপই সেবায় আকর্ষণ করেন। তাই, সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্ব-

প্রথমে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য আবশ্যক। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় "লবঙ্গ-মঞ্জরী"। 'লবঙ্গ' দেব-কুসুমবিশেষ; শ্রীল সনাতনপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সৌরভ ও হৃদয়ের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীমতীর পাদপদ্ম-সৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'পরদুঃখদুঃখী' বলিয়াছেন। জীবাত্মাকে রাধা-গোবিন্দের-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই দয়ার্দ্র। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর মূর্ত্তিমান্-'গুণ'স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ 'অনুরাগ'-স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমতী 'রতি'-স্বরূপ আর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর মূর্ত্তিমান 'বিলাস'স্বরূপ। শ্রীজীবই জগতে চিন্মাত্রবাদের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। জীব, শ্রীজীবের অনুগত হইলেই চিদ্বিলাস রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই 'ষড়্‌গোস্বামীর অনুগত। তিনি ব্রজলীলায় 'কস্তুরী-মঞ্জরী'। তিনি রাধাগোবিন্দের সেবাসৌগন্ধে মুগ্ধ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই কবিরাজ গোস্বামীর অনুগত ঠাকুর নরোত্তম। নরোত্তমের অনুগত রসিক-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের অনুগত বলদেব ও জগন্নাথ। জগন্নাথের অনুগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীগৌর-কিশোর। গৌরকিশোরের অনুগত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গুরুগোস্বামী।—এইরূপ ভাবে রূপানুগ বা 'ষড়্‌গোস্বামীর মত নির্ম্মল সেবাপর আত্মায় সঞ্চারিত হইয়া শ্রৌত-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেস্থানে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি-স্রোতকে আত্মার নির্ম্মলবৃত্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিবার পরিবর্ত্তে শুক্রশোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে ষড়্‌গোস্বামীর মতের ব্যভিচার হইবেই হইবে। কারণ অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত রক্তমাংস-শোণিতের ভিতরে সঞ্চারিত হইতে পারে না। একটী সেবাপর নির্ম্মলাত্মা, যখন অপর একটী সেবোন্মুখী নির্ম্মলাত্মায় সেই অপ্রতিহতা অহৈতুকী সহজনির্ম্মল সেবাবৃত্তিটী সঞ্চারিত করিয়া দেন, তখনই শ্রৌতধারায় বাস্তবসত্যটী জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। আর যখন কোনও শৌক্রবংশ-ধারায় কোনও শুদ্ধ-মত প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা শুদ্ধ মত নহে। তাহা মনোধর্ম্ম। কারণ আত্মার চেতনের বৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধাসেবাপ্রবৃত্তি অন্যাভিলাষ জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত আত্মাব্যতীত অন্য জড় বস্তুতে বা চিদাভাসে সঞ্চারিত হইতে পারে না। চিদাভাসে যাহা আত্মার বৃত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা বিবর্ত্ত মাত্র, অসত্য বস্তুতে সত্য ভ্রম। উহা মনোধর্ম্ম। সুতরাং এইরূপ শ্রৌতপারম্পর্য্যে আত্মবৃত্তির মধ্য দিয়াই জগতে রূপানুগধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

[চিরস্থায়ী অমৃত খণ্ড]

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥

আনন্দস্বরূপ-লীলা-বিগ্রহ-প্রচুর।
পুরট সুন্দর দ্যুতি স্বভাব মধুর॥
চন্দ্র যেন অমৃতের পরম আশ্রয়।
গৌরচন্দ্র তৈছে নিত্য প্রেমামৃতময়॥
আনন্দ-অমৃতময় সুন্দর-বিগ্রহ।
হেমকান্ত্যে নাশ করে সর্ব্বতমোমোহ॥
মহাপ্রেমরসদাতা কৃপাপারাবার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥

ত্রিদণ্ড

(রোটিকা)

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুইপ্রকার পার্ষদভক্ত প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে এক প্রকার 'বৈষ্ণবগৃহস্থ' এই আর একপ্রকার কৃষ্ণভজনার্থ ত্যাগী পুরুষ। বৈষ্ণবগৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, সুতরাং 'বৈষ্ণবগৃহস্থ' বলিতে

'গৃহস্থসাধনভক্ত' হইতে পৃথক্। 'বৈষ্ণবগৃহস্থগণ' পরমহংস; তাঁহাদিগের গৃহে বা বনে থাকায় কোনই পার্থক্য নাই। তাঁহারা যে গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনরূপ লীলাভিনয় করেন, তাহা আসুরবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক্, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্যও নহে। ঐ প্রকার পরমহংসবৈষ্ণবের জীবন বাহ্যদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমস্থিত 'গৃহস্থ-সাধকের' তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'কে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সাম্যজ্ঞান করিলে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' নামক একটী মহদপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত এবং পার্ষদ ভক্ত মধ্যে শ্রীবাসাদি 'বৈষ্ণবগৃহস্থ'।

'গৃহস্থসাধক' কখনও জগদ্গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। 'হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে যে কোনও স্থলে গৌণভাবে 'গৃহস্থব্যক্তিকে' গুরু পদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। বস্তুতঃ উহা ঐকান্তিক ভজনাভিলাষিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ আচার্য্যগণের আচরণ এবং শ্রুতিস্মৃতিগণের প্রচার তাহা সমর্থন করেন না। ভগবৎসেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল জগদ্গুরুপদে বৃত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যে চারিজনই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ত্যাগী। মাধবেন্দ্রপুরীপ্রমুখ বৈষ্ণবন্যাসিগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। কারণ ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিবর্ণেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু গৃহস্থ কখনও সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। বৈষ্ণবগৃহস্থগণ যে প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুল সকলেই ত্রিদণ্ডী। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধের অর্থাৎ উদ্ধব-গীতোক্ত অবন্তীনগরের 'ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি'-কীর্ত্তনকারী।

ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয়পন্থার মূল-পুরুষ শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে—"যিনি বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ—এই ষড়্বেগ দমন করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবাতৎপর তিনি জগদ্গুরু"—ইহা প্রতিপাদন করিয়া ত্রিদণ্ডেরই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। 'জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগ' কায়িক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি; 'মনের ও ক্রোধের বেগ' মানসিক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি; 'বাগ্‌বেগ' বাক্‌চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি। সুতরাং যাঁহারা এই ত্রিবিধ বেগকে দমন করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাঁহারা এই দেহকে ইতর বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন, যাঁহারা শুদ্ধমনের দ্বারা কৃষ্ণচিন্তা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্তদ্বেষিজনে ক্রোধ প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই 'ত্রিদণ্ডী'।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূলপুরুষ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ইনি "সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্"—এই বাক্যে সকল জীবকেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য অর্থাৎ চৈতন্য-বিমুখগৃহব্রত বা একদণ্ড গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার দুরাশারূপ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চৈতন্য চন্দ্রচরণে প্রণত হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গাদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এই গদাধরের ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন, ইনিই পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষ সূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য রচনা' করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দন দাস প্রভু মাধবাচার্য্য রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। এখনও এই মঙ্গলভাষ্যটী শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার গুরু-ভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ী মাধব-যতিত্রিদণ্ডীর নিকট হইতে বিষ্ণুস্বামিমতানুসারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা যে পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ত্রিদণ্ডী মাধবাচার্য্যকেই লক্ষিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। শ্রীবল্লভ ভট্ট মহোদয় আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বল্লভাচার্য্য 'ত্রিদণ্ডি-মহাপ্রভু' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীবল্লভভট্ট মহোদয় পূর্ব্বে পাণ্ডিত্যাভিমানমূলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু বিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায়ী পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে 'কেবলা-দ্বৈতবাদী' বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া আচার্য্যের অবমাননা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সেই অভিমান বিদূরিত হইয়াছিল। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহার প্রমাণ দেখিতে পাই—

"অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোক শিক্ষাইল॥
*　　*　　*
দিনান্তরে পণ্ডিত (গদাধর) কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ॥
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।"
পণ্ডিত ঠাঁই পূর্ব্ব-সব প্রার্থিত (মন্ত্রদীক্ষা) সিদ্ধি কৈলা॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম।

সুতরাং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর কৃপাপাত্র বল্লভ ভট্ট তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গুরুপদে বরণ পূর্ব্বক 'শ্রীবল্লভাচার্য্য মহাপ্রভু' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের অনুগত সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভজন প্রণালী হইতে পৃথক্ হইলেও আমরা পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুগত ত্রিদণ্ডিবল্লভাচার্য্যকে নিশ্চয়ই সম্মান করিয়া থাকি এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর অভিমত ব্রজবাস বা ক্ষেত্রসন্ন্যাস তাহাও আমরা ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। ত্রিদণ্ডিগণই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে আচার্য্য গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সমাজে যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবত শব্দবাচ্য নহেন, তাঁহারাই ভাগবতশাস্ত্র ও ত্রিদণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা এই সকল ঐতিহ্য সম্বন্ধে খুব কম খবর রাখেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধি-কায়মনোবাক্য মায়িক-ব্যাপারে অতিনিবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য্য কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আচার্য্য-গণ সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহবা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পরমহংস-বেষ দৈববর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর পক্ষে নহে। বর্ত্তমানে ঐ পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়া মর্কট-বৈরাগিকুল যে ব্যভিচার, লাম্পট্য, দম্ভোদরপূর্ত্তি, কনক-কামিনী লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য বেদোপজীবী শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছেন তাহা ভাগবতে কলির ভবিষ্য-আচার বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। সেই পরমহংস-বেষের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইয়া বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের কেবলমাত্র বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক যাঁহারা কায়মনোবাক্যকে মায়িক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছেন, তাহার প্রতিষেধার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগৌরহরিনির্দ্দিষ্ট অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবতের সারাংশ যে উদ্ধবগীতা তৎপ্রতিপাদিত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসকে যাহারা অনাদর করেন, তাঁহারা শ্রীগৌরহরি, শ্রীভাগবত অর্থাৎ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহারা কখনই রূপানুগ বা গৌড়ীয়বৈষ্ণব শব্দবাচ্য নহেন। উহাঁরা বৈষ্ণববিদ্বেষিস্মার্ত্তকুলাধীন বিদ্ধভক্ত বা অবৈষ্ণব নামে আসুর বর্ণাশ্রমীর পর্য্যায়ভুক্ত।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহোদয়,

"নিরপেক্ষ সমালোচক" ও সত্য প্রচার "গৌড়ীয়" পত্রে আপনারা মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির "ভ্রম-প্রদর্শনী" নামক প্রবন্ধগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত করিতেছেন দেখিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। কিন্তু এবার আমার প্রবন্ধমধ্যে কয়েকটী মুদ্রাকর প্রমাদ প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি ঐ প্রমাদগুলির একটী সংশোধন তালিকা কৃপা পূর্ব্বক আপনাদের পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন এবং এই সপ্তাহেও আমার সমালোচনা-প্রবন্ধটীও তৎসঙ্গে প্রকাশ করিয়া চিরকৃতার্থ করিবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপ্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী

মুদ্রাকর প্রমাদ

১৭শ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভ ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "বেস্থৌ" স্থানে "বৈষ্ণৌ", "বরিষ্ঠো" স্থানে "বরিষ্ঠৌ", ৭ম পংক্তিতে "বোপদের" স্থানে "বোপদেব", ২২শ পংক্তিতে "তন্তোক্তৌ" স্থানে "তন্ত্রোক্তৌ", "ত্রয়স্তম্ভ" পদটী পৃথক্ শব্দ ও ২৯শ পংক্তিতে "খৃষ্টাব্দ" স্থানে "শকাব্দ" হইবে এবং "কবির" "কবীর" হইবে।

নব্যগ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নব্যগ্রন্থকার বৈষ্ণব ইতিহাস-লেখক বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য যে প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন এবং নব্যগ্রন্থের "বিনীত নিবেদন" শীর্ষক ভূমিকায় দৈন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে পদে পদে অতি আশ্চর্য্য ও অযাচিত ভাবে বৈষ্ণবকৃপারাশি লাভ করিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থরচনাকে একটী ভগবৎ-প্রেরণার কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবৎ-প্রেরণার কার্য্যই কি প্রতি পদে পদে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবের পরিচয়!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভগবৎপ্রেরণায় অভিষিক্ত হইয়া যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ জগতে প্রচার করিয়াছেন তাঁহাতে আমি দেখিতে পাই যে ভগবৎপ্রেরণোদ্ভাসিত, পুরুষের বাক্যে কোনও দোষ থাকিতে পারেনা—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্য বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
—চৈঃ চঃ আদি ২য়

নব্যগ্রন্থকার সম্প্রদায়-বৈভবজ্ঞানে এতদূর দরিদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের চরিত্র লিখিতে গিয়া নানাপ্রকারে ভ্রমপ্রমাদের পরিচয়তো দিয়াছেনই, অধিকন্তু তিনি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধে কিছুই না লিখিয়া (?) কতকগুলি অনাবশ্যকীয় ঘটনা দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি সাঁতিয়ার কথা বলিলেন, অথচ বৈষ্ণব ইতিহাস লিখিতে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আধুনিক ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে রামানুজের চরিত্র লিখিবার প্রয়াস দেখাইয়া তাঁহার পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য বোধায়ন এবং পুরাকালের আলোয়ার-গণের কোন নামই করিলেন না। তিনি যামুনাচার্য্যের কথা লিখিতে গিয়া যমুনা মুনি বলিয়া ভুল করিলেন, কিন্তু রামমিশ্র, মধুর কবি, ঈশ্বর মুনি এবং নাথ মুনির কোনও উল্লেখই করিলেন না। কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যের চরিত্র লিখিতে গেলে তাঁহার আম্নায়-পরম্পরা প্রদর্শন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ইহা বৈষ্ণব গ্রন্থমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গুরু-পরম্পরা না দেখিতে পারিলে কাহাকেও সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য ত' দূরের কথা, একজন সাম্প্র-দায়িক বৈষ্ণব বলিয়াও গণনা করা যাইতে পারে না —ইহাই সাধুজনসম্মত বিচার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরও আপনাকে মধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তনরূপে পরিচয় দিয়া এই শিক্ষা জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। গোবিন্দ-ভাষ্যকার পরমপূজ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ভক্তিরত্নাকর লেখক শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর, শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী প্রভু সকলেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ-জন আলোয়ার উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত তিনি করেন নাই। নম্মালোয়ার শ্রীশঠকোপ দাস,

গোদা অণ্ডালাদোয়ার, কুলশেখর, তোণ্ডারড়িপ্পড়ি, তিরু-মঙ্গই, পইগই, পেই আলোবার প্রভৃতি শৈলপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, কাঞ্চিপূর্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের নাম শ্রীরামানুজের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া উল্লেখ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কোন ও আচার্য্যের যতই সুসংক্ষিপ্ত চরিত্র লিখিত হউক না কেন, তন্মধ্যেও তাঁহার গুরুবর্গের ন্যায় তাঁহার পরবর্ত্তী প্রধান প্রধান অধস্তনগণের নাম গ্রন্থ তালিকা প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি সেই গুলিই না থাকিল, তাহা হইলে কেবল কতকগুলি আনুমানিক তারিখ বা কতকগুলি অনাবশ্যকীয় কথা ও আষাঢ়ে গল্প দ্বারা গ্রন্থ পরিপূর্ণ থাকিলেই কি ভগবৎ-প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়? মনের খেয়ালই কি ভগবৎ-প্রেরণা? শ্রীরামানুজের পরে কুরেশ ভট্ট, পরাশর ভট্ট নাঞ্জিয়ার, যতিশেখর ভারতী, শৈলেশ ভট্ট, লোকাচার্য্য, বরবর মুনি, বেদান্তদেশিক এই সকল আচার্য্যগণের কোন নামই বৈষ্ণব ইতিহাসে (?) উল্লিখিত হইল না। রামানুজ হইতেই কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরম্ভ? শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনকাদি আদি গুরুবর্গের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব কেন?

নব্যগ্রন্থকার রামানন্দী সম্প্রদায়কে রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা বলিলেন, অথচ রামানন্দ রামানুজের কত অধস্তন সেই মোটা কথাটী পর্য্যন্ত তিনি গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বলিতে ভীত হইয়া গ্রন্থের নানাস্থানে অনাবশ্যকীয় বাজে কথার অবতারণা করিয়া গ্রন্থকলেবরটী বৃদ্ধি করিতে কোনও ত্রুটী করেন নাই! গ্রন্থখানি পড়িয়া যদি কেহ লাভবানই বা না হইলেন, তাহা হইলে সেইরূপ গ্রন্থ প্রচারের আবশ্যকতা কোথায়?

নব্যগ্রন্থকার ভগবৎ প্রেরণার দ্বারা এতদূর বাহ্যজ্ঞানে উদাসীন যে তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের বিষয় লিখিতে ভুলিয়া গিয়া বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কথা লিখিতে বসিলেন! আচার্য্য-বিষ্ণুস্বামীর জীবনী কি বৈষ্ণব ইতিহাস মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে? পাঠকগণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লউন।

নব্যগ্রন্থকার দুর্নৈতিক জড়েন্দ্রিয়পরায়ণ সহজিয়াগণের কল্পিতমতানুসরণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুসম্মানিত মহাজনবর চণ্ডীদাসের নামে যে, অপরাধময় অশ্রাব্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া মহাজনকে একজন 'সহজিয়া' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহাই কি তাঁহার ভগবৎ-প্রেরণার ফল? ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগিসম্প্রদায় ভাগবত ধর্ম্মের প্রতিকূল শাক্তেয় মতবাদরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য যে সকল কল্পিত কথা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের চরিত্রে কলঙ্ক আনয়ন করাই কি প্রতিষ্ঠা পোষণের পরিচায়ক নহে? আমাদের কোন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদৃত চণ্ডীদাসের নামে এইরূপ সহজিয়াবাদ আরোপ করিয়াছেন? নব্যগ্রন্থকার অবৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মতানুসরণপূর্ব্বক চণ্ডীদাসের "পদাবলীর সমষ্টি" (?) যে ৯৯৬ বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়টী মাত্র পদ প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের বিরচিত তাহা তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া দেখিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি? উহার মধ্যে ইন্দ্রিয়তর্পণপর অনভিজ্ঞ লোকদেখান চোকে জলওয়ালা সহজিয়া সম্প্রদায় যে অধিকাংশ পদগুলিকে কোথায়ও বিকৃত, কোথায়ও বা কল্পিত ভণিতাযুক্ত, কোথায়ও বা শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-বিরোধি মনগড়া ছড়া প্রস্তুত করিয়া 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বলিয়া জগতে চালাইয়া তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ যজ্ঞের ইন্ধন সমষ্টির পরিপুষ্টি করিয়াছেন, সে বিষয়ে ভগবৎ-প্রেরণাপ্রাপ্ত, বৈষ্ণবরূপাস্নাত নব্যগ্রন্থকার একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

চণ্ডীদাস শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। কতকগুলি 'স্ত্রৈণ ইন্দ্রিয়পর অবৈষ্ণব তাঁহাকে তাঁহাদের ন্যায় "অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—এইরূপ মিছা ভক্ত বা পঞ্চোপাসনাবিদ্ধ এবং বৈষ্ণবরূপে দাঁড় করাইবার জন্য এবং ভবিষ্যৎকালে কেনেডি প্রভৃতি খৃষ্টানগণের দ্বারা গৌরনিন্দা করাইবার অভিসন্ধিতে তাঁহাকে বিশালাক্ষী উপাসক প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন এবং ঐ বিশালাক্ষী চণ্ডিকা বা কালীর নামান্তর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বিশালাক্ষী একজন গোপীর নাম, ইনি কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়া শক্তি নহেন। শ্রীচণ্ডীদাস বিশালাক্ষী গোপীর আনুগত্যে রাধাগোবিন্দের ভজন করিতেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ব্রজের অপ্রাকৃত নির্ম্মল রসের কথা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া এবং শাক্তেয়বাদিগণ, পঞ্চোপাসকগণ চিজ্জড় সমন্বয় চিন্তাস্রোত মস্তকে লইয়া

শুদ্ধ বৈষ্ণব ও বিদ্ধ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত নির্ম্মল কামগন্ধ হীন প্রেমেও প্রাকৃত কামে ভেদদর্শন করিতে পারিতেছেন না।

নব্যগ্রন্থকার চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও বিভিন্ন মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে ইনি ১৩৩৯ শকে আবির্ভূত হইয়া ১৩৯৯ শকে অপ্রকট হন, কাহারও মতে বা অন্য তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়। জয়ানন্দের নামে লিখিত চৈতন্য মঙ্গলের কথা প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বিশেষরূপে জানেন। "গোবিন্দদাসের কড়চা নামক জালপুঁথির কথা অনেকেই জানেন। ঐ সকল সমগ্রগ্রন্থ কি প্রকারে অন্য ব্যক্তির নামে প্রচারিত হইয়াছিল এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জাল হইয়াও বর্ত্তমানে অনেক সাহিত্যিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির নিকট প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, আর যে পদ-সমষ্টি শ্রীমন্মহাপ্রভুরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কতপ্রকারে কত আবিলতা ও প্রক্ষিপ্ত দুষ্টমতবাদিগণের দ্বারা রচিত ছড়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত তত্ত্ববিদ্‌গণ এবং বৈষ্ণব ঐতিহ্যানুসন্ধিৎসুগণ উত্তমরূপেই অবগত আছেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বিশ্বকোষ লেখক মহোদয়ের 'সহজিয়া' প্রবন্ধধৃত কয়েকটী কথা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা এই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব লেখক-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বিশেষতঃ ভগবৎপ্রেরণা ও বৈষ্ণব কুলোদ্ভাসিত মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নগেন্দ্রবাবু ভাল করিয়া ইহার সমালোচনা করুন্। জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত কাশিমবাজার মহারাজ-বাহাদুর প্রমুখ গৌড়ীয়ের শুভানুধ্যায়িগণ অবিলম্বে মহাজন চণ্ডী-দাসের নামে এই সহজিয়াবাদের কলঙ্কারোপ বিদূরিত করিবার জন্য বিদ্বন্মণ্ডলী ও বিদ্বৎপরিষদ্বর্গের সমীপে একথা উত্থাপন করিতে সচেষ্ট হউন্।

'বৈঃ দিগ্দর্শনী' কি সহজিয়া মতবাদ পোষণপর পুস্তক? ভোগি সহজিয়াগন না হয় মহাজনগণের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাল্পনিক অশ্লীল কথা প্রচার করুন্। ভগবৎ প্রেরণা প্রাপ্ত বৈষ্ণবলেখকের ও কি ঐ সকল কদর্য্যশীল ব্যক্তির মত সমর্থন ও পরিপুষ্টি করা কর্ত্তব্য? শুদ্ধবৈষ্ণবগণ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি বহু বহু মহাজন ও আচার্য্যগণের নামে সহজিয়াগণের ঐ সকল অপরাধময় কল্পিত মতকে ভিত্তিহীন 'আষাঢ়ে গল্প' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন যখন 'বৈষ্ণবলেখক ও বৈষ্ণববংশোদ্ভূত' পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের দ্বারাও ঐ সকল অপরাধযুক্ত কল্পিতমতগুলি সমর্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এ বিষয়ে উদাসীন না থাকিয়া বৈষ্ণবদাস-গণের একান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহারা বিশেষভাবে ইহার সমালোচনা ও যথোপযুক্ত প্রতিকার করিতে অবিলম্বে যত্নবান হউন্।

শুনা যায়, কিছুদিন পূর্ব্বে "অদ্বৈতবংশের কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অদ্বৈত প্রকাশ" নামে একখানা জাল-পুঁথি কোন অদ্বৈতবংশীয় জাতিগোস্বামীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া নিত্যানন্দবংশীয় খড়দহবাসী পরলোকগত উপেন্দ্র-মোহন গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছিল এবং মধুসূদনের পুত্র স্মার্ত্তরঘুনন্দনানুগ রাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের নামে 'তত্ত্ব-সন্দর্ভের একটী টীকা রচিত হইয়াও ঐ গ্রন্থাগারেই রক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ গ্রন্থদ্বয় প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইতেছে। ঐ পুস্তকদ্বয়ের নির্ম্মাণকালের সমস্ত ঘটনা অবগত আছেন এবং উহার যথোচিত সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, শুনাযায় এরূপব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। শ্রীঅদ্বৈত-বংশ-প্রণালী 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' হইতে গ্রন্থকার পাইতে পারিতেন। তিনি অদ্বৈতবংশপ্রণালী-সম্বন্ধে নীরব কেন? সাম্প্রদায়িক কলহবিবর্দ্ধনের জন্য প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যবর্গ যে সকল গ্রন্থ পরবর্ত্তিকালে রচনা করিয়াছেন সেইগুলি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আচার্য্যত্ব শ্রীনিবাসে স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রয়াস মাত্র। এই নব্য গ্রন্থকারে কি সেই ধূমায়িত পূর্ব্ব বিবাদ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে?

শ্রীপাট মাহেশে জগন্নাথবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, উহাকে গ্রন্থকারের 'ভগবৎ-প্রেরণোত্থ অভিমতরূপে বর্ণন না করিয়া উহা 'কিম্বদন্তী' এইরূপ উল্লেখ করাই অধিকতর গবেষণার কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইত। 'ভুঞ্জাইবেন' শব্দটী গৌড় সাহিত্য ভাণ্ডারের কোন্ অমূল্য রত্ন? গ্রন্থকার কি কবিতা লিপিতে বসিয়াছেন অথবা ভগবৎ প্রেরণায় অভিভূত

হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন? নব্যগ্রন্থকার শ্রীহট্টজেলার জয়পুর গ্রামকে শচীমাতার আবির্ভাব ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোথায়? নব্যগ্রন্থকার যে নবদ্বীপে 'বেল পুখুরিয়া' পাড়ায় শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই বেলপুখুরিয়ার অবস্থিতি কোথায়? গবেষণাকুশল গ্রন্থকার খবর রাখেন কি? তিনি শ্রীব্রজমোহন দাস কথিত রেণাল্ড (?) সাহেবের ম্যাপে বেলপুখুরিয়ার স্থাননির্দ্দেশ পরিদর্শন করিবার অবকাশ পাইয়াছেন কি? অথবা যে সকল ব্যক্তি জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ-মূলে নিজেদের কল্পিতমতবাদের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না, সেই সকল ব্যক্তির কল্পিত ও লোকবঞ্চনাপর মতের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পরামর্শক্রমে সর্ব্বথা আক্রমণ-যোগ্য মত লিখিতে বসিয়াছেন? বেলপুকুর বা বিল্ব পুষ্করণী শ্রীধাম মায়াপুর হইতে এক ডাকের রাস্তা। শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের কাজীপাড়ার বাস ছিল।

নব্যগ্রন্থকার ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরকে 'যবন' বলিবার স্পর্দ্ধা দেখাইয়া কি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাক্য অমান্য করেন নাই? বৈষ্ণবঠাকুর লিখিয়াছেন —

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে॥

তিনি কি শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর বাক্যের উপরেও কলম ধরিবার সাহস করেন নাই? "শূদ্রেষন্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে।" তিনি কি বেদ-ব্যাসের বিচারের প্রতিকূলতা আচরণ করিয়া ভগবৎ-প্রেরণার কার্য্য দেখাইতে বসিয়াছেন? "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" আমার শুক্রশোণিতোত্থ চামড়া কি এতই বড় যে আমি "বামুন" থাকিব আর আমার যাবতীয় পূর্ব্বপুরুষের জনক ব্রহ্ম হরিদাসকে "যবন" নামে অভিহিত করিবার আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিব? শ্রীনাম গুরুর চরণে অপরাধ করিয়াই কি নবীন গ্রন্থকারের নামাচার্য্য জগদ্‌গুরুতে এইরূপ ভীষণ অপরাধ-যুক্ত জাতিবুদ্ধি? শ্রীব্যাসের বাক্য কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন? "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।" নাম গুরুর চরণে অপরাধ করিলে দৈবী মায়া এইরূপই দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সাধু সাবধান!! কোনও লেখককে বা কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে যদি কোনও ব্যক্তি বলেন যে ইনি নগ্নমাতার সন্তান অথবা ইনি একজন নগ্ন ব্যক্তি তাহা হইলে ন্যায়বিচারকগণ তাহার কি দণ্ডবিধান করেন তাহা কি রাজকর্ম্মচারী লেখক মহোদয়ের বিদিত নাই? কোনও গ্রন্থকারের মাতা বা কোনও গ্রন্থকার যদি তাঁহাদের অতি শৈশবাবস্থায় নগ্ন থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বড় হইয়া যখন কেহ মাতা হন, কেহ বা গ্রন্থ লিখিতে বসেন তখনও কি তাঁহাদিগকে 'নগ্ন' বলা যাইবে? সদ্যুক্তি ইহা কখনই সমর্থন করে না। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ কুলোদ্ভূত হইতে পারেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু ঠাকুর হরিদাস যবন নহেন, শ্রীল রঘুনাথ বা ঠাকুরনরোত্তম 'কায়স্থ' নহেন, শ্রীল সনাতন বা রূপ কর্ম্মমার্গীর 'ব্রাহ্মণ' নহেন। যবনগণই তাঁহাকে নিজসামান্যবুদ্ধিতে 'যবন' নামে উল্লেখ করিয়াছেন যথা:-

"কাজী গিয়া মল্লুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন সকল তাঁহার (হরিদাসের) বিবরণে।
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।"

—চৈঃ ভাঃ আদি-১৬শ

কিন্তু শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যবনের সহিত ব্রহ্ম-হরিদাসের পার্থক্য প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"এই মত যবনের অশেষ প্রহারে
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে

জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥ চৈঃ ভাঃ ঐ

নব্যগ্রন্থকারের বর্ণনামতে হরিদাস ঠাকুর কেবল অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত মাত্র ছিলেন না, তিনি অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ও একমাত্র পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। দারুময় মূর্ত্তি কথাটীর পরিবর্ত্তে দারুময়ী মূর্ত্তি হইলে সাহিত্যিকগণ অধিকতর আদর করিতেন। নব্যগ্রন্থকার যে চৈতন্যমঙ্গলকার জয়ানন্দের নাম উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহাও কি তাঁহার ভগবৎ-প্রেরণার চিহ্ন। জয়ানন্দের নামে লিখিত চৈতন্য মঙ্গল একটী জাল পুঁথি ইহা একটু গবেষণা-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

নব্যগ্রন্থকার দিল্লীর বাদসাহ বল্লাল লোদীর রাজ্যারম্ভ কথাটী এন্‌টিক অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাদসাহ বল্লাল লোদীও কি ঠাকুর হরিদাসের মত তাঁহার মতে আর একটী বৈষ্ণব অথবা তিনি ঠাকুর হরিদাসের পূর্ব্বে 'যবন' নাম লিখিয়া তাঁহার অব্যবহিত পরেই বল্লাললোদীর নামোল্লেখ পূর্ব্বক উভয়ের সাম্যজ্ঞান করিতেছেন? ভগবৎ-প্রেরণায় তন্ময় হইয়া মুড়িমিশ্রি একজাতীয় করিয়াছেন! যদি ঐতিহাসিক তারিখটী নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বল্লাললোদীর নামোল্লেখ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে উহাকে ছোট অক্ষরে কেবলমাত্র প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য গৌণভাবে উল্লেখ করিলেই ত' হইত। আধুনিক গ্রন্থকারের পদে পদে ভুল ও বৈষ্ণবাপরাধ প্রদর্শন করিতে গিয়া আমাদের হৃদয়ে বড়ই কৃপার উদ্রেক হইতেছে। এইরূপ শ্রেণীর নব্য গ্রন্থকার ও নব্যগ্রন্থের অত্যাচারেই শুদ্ধভক্তগণ বর্ত্তমানকালের লিখিত প্রবন্ধ পড়িতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। আমরা ও ভক্তগণের এই শ্রেণীর লেখকের ন্যায় নব্যগ্রন্থের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার প্রণালী অবনতশিরে গ্রহণ করি।

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক

[পয়ার]

সর্ব্বশ্রুতিমৌলি-রতনমালিকা-দ্যুতিজিনি পাদপদ্ম।
অয়ি মুক্তকুল-জনের উপাস্য, প্রেমভক্তি সুধা-সদ্ম॥
জয় জয় নাম, জয় হরিনাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া, শরণ লইনু, রাম কৃষ্ণ রাম রাম॥১॥
জয় নামধেয়, মুনিবৃন্দগেয়, সুজন-রঞ্জন-কারী।
চিচ্ছব্দ প্রকাশ, তোমার বিকাশ, পরম অক্ষরধারী॥
অপরাধ ত্যজি, হেলায় শ্রদ্ধায়, একবার যেবা গায়।
ভব-উগ্রতাপ-পটলী বিনাশী, শুদ্ধভক্তি দাও তায়॥২॥
আভাসেও তুমি, ভব-কবলিত, তমো বিভব নাশি'।
তত্ত্ব-অন্ধজনে, সম্বন্ধগেয়ানে, দাও ভক্তি-সুখ রাশি॥
ভগবন্নাম সুতরণী তুমি, উদার জগত-জনে।
কে তোমার কৃতি কহিতে কুশল, মহিম মহিমা গণে॥৩॥
যেজন সাক্ষাৎ, কৃতনিষ্ঠমনা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে।
বিনা ভোগে তা'র না হয় বিনাশ, প্রারব্ধ করমগণে॥
হে করুণ নাম, স্ফুরিয়া বদনে, নাশহ সকল কর্ম্ম।
সুষ্ঠু-সেবিজনে, প্রেমেতে ডুবাও, কেবুঝে তোমার মর্ম্ম॥৪॥
হে অঘদমন, যশোদানন্দন, শ্রীনন্দদুলাল হরি।
কমলনয়ন, বৃন্দাবনধন, গোপীজন-মনোহারী॥
প্রণত করুণ, হে বংশীবদন, বহুত স্বরূপ তোর।
তা'র মধ্যে কৃষ্ণ শ্রীনামস্বরূপে, গাঢ়রতি রহু মোর॥৫॥
তুমি কৃষ্ণবাচ্য, শ্রীনামবাচক, অভেদ স্বরূপ-দ্বয়।
বাচ্য তোমা হৈতে জানিহে বাচকে পরম করুণাময়॥
নামি-পদে যদি অপরাধী রহে নামাশ্রয়ে তরে সে যে।
সর্ব্বদা শ্রদ্ধায় গাহি শুদ্ধনাম, আনন্দ সাগরে মজে॥৬॥
হে নাম, তোমার আশ্রিতজনের আর্ত্তি হরণ কর।
সুরম্য চিদ্ঘন সুখের স্বরূপ আনন্দবিগ্রহ ধর॥
মহামহোৎসব কর প্রদান গোকুলবাসীর মনে।
কৃষ্ণপূর্ণ বপু তোমার স্বরূপ নমি তব শ্রীচরণে॥৭॥
নারদ বীণার জীবন সে তুমি সকল ধর্ম্মের শূর।
অমিয় নিছিয়া তোমার আস্বাদ, মধুর মাধুরী পুর॥
তোমার চরণে শরণ লইনু, পূরাহ আমার কাম।
রসের সহিত আমার রসনে স্ফুরহ শ্রীকৃষ্ণ নাম॥৮॥
নাম চিন্তামণি চৈতন্যবিগ্রহ রসের স্বরূপ তুমি।
পরিপূর্ণ শুদ্ধ নিত্যকালমুক্ত অভিন্ন শ্রীনাম নামী॥
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কৃষ্ণনাম তুমি, একমাত্র মোর গতি।
তোমা ছাড়ি আর দ্বিতীয় আশ্রয় না মানে আমার মতি॥
অয়ি কৃষ্ণনাম স্ফুরহ বদনে শোধিয়া আমার মতি।
সরস্বতী দাস শরণ লইল কৃপা করি দাও রতি॥

প্রচারপ্রসঙ্গ।

[সন্দেশ]

কলিকাতায়—গত গোবর্দ্ধন পূজার দিবস "ভক্তি ভবনে" গিরিধারীর অন্নকূট-মহামহোৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-স্বামি শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, আচার্য্যত্রিক

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের নিকট শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও কীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে গোবর্দ্ধনপূজার বিষয় পঠিত হয়। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ বি, এল্ শ্রীমৎপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রীঠাকুরমহাশয়ের সমকালীয় শোভাময় ভক্তিভবন মুখরিত হইয়াছিল। ভক্তিভবনস্থ মহোদয়গণের উৎসাহ ও বৈষ্ণব-সেবার আগ্রহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

রঙ্গপুরে- পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ গত একপক্ষ কাল যাবৎ রঙ্গপুর সহরবাসীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিকথা প্রচার করিয়া স্থানীয় অধিবাসীর নিত্য মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। স্বামিজী প্রতি দ্বারে দ্বারে হরি কথা কীর্ত্তন, নগর সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্যধর্ম্মের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সহরের যাবতীয় গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণ করিয়া পরমতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মন্ এম এ, বি, এল, এম, এল, সি, এম, বি, ই বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার বামনডাঙ্গা ষ্টেট প্রভৃতি মহোদয়গণের স্বামিজী মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ৩০শে আশ্বিন স্বামিজী মহারাজ স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীমন্মহা প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া... শ্রীপাদ দিব্যহরি অধিকারী মহাশয়ের অপূর্ব্ব নর্ত্তন ও কীর্ত্তনে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

ঢাকায়—১লা কার্ত্তিক, রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতিতে বিভাবিত হইয়া অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিজী মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণকে উৎসাহদানে নানা সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বেলা চারি ঘটিকা হইতেই নগরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিলে শ্রীল ভারতীমহারাজের পর্য্যবেক্ষণে ও গুরুগত-প্রাণ-শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গগোস্বামী প্রভুর সেবাকার্য্যে উল্লাস দর্শনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ পরমোৎসাহের সহিত 'বৈষ্ণব-মহিমা' কীর্ত্তন আরম্ভ করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ যোগদান করিয়া কীর্ত্তনের মাধুর্য্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করেন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ভক্তগণের গগনস্পর্শি হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল; সন্ধ্যারতি শেষ হইল। প্রার্থনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ব্যাসাবতার শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ গৌরভক্তাগ্রণী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদ হরিদাসবর্য্য পরম অন্তরঙ্গ শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা জগতে প্রবর্ত্তন করিবার বাসনায় ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া বালকের ছত্রধারণের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে ভক্ত-পূজার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট শ্রীপ্রহ্লাদ মহা-রাজের স্তব শাস্ত্রীয় গবেষণামূলে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" ন্যায়ানুসারে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইতে হইলে চতুর্দ্দিক সহস্রকণ্ঠে 'গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, তৎপরে হরিধ্বনি করিতে করিতে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ বহু বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন।

নারায়ণগঞ্জে—শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্যকীর্ত্তনপিপাসাতুর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পুরী গত ২০শে আশ্বিন হইতে ৩১শে আশ্বিন পর্য্যন্ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণ-গঞ্জ নামক স্থানে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ সকলের গৃহে অযাচিতভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ১লা কার্ত্তিক ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছেন। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে এই ত্রিদণ্ডধৃক শিবপ্রতিম সন্ন্যাসী মহারাজ যখন হরিরসমদিরা মদ-মত্ত হইয়া নগরপথে ভ্রমণ করিতেন তখন অসংখ্য নরনারীগণ তাঁহার পদাঙ্কপূত ধূলি শিরে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। শাকদ্বীপবাসী বহু খৃষ্টান ও মুসল-মান সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ তাঁহার নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শনে

তৃপ্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজ নিজ কার্য্যে অবসর লইয়া স্বামিজীর পরিচয় ও তাঁহার কীর্ত্তিতবিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার পার্ষদ পরমভাগবত ভক্তিসারঙ্গ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তৎকালে "শ্রীহরি" ও "শ্রীকৃষ্ণনাম" জিহ্বায় উচ্চারণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে Mr. G. Donald, Mr. Alex Peters, Mr. Killer, Mr. Jacob, Mr. Stephen, Mr. Looque, Mr. J. Corsin, Mr. A. S. Woodthorps, Mr. Shircore, ও Mr. G. S. S. Leith প্রভৃতি European ভদ্রলোকগণ ও হাসিদালি সম্তাজুদ্দিন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামিজীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র কীর্ত্তন পিপাসারও বিরাম নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ--

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে তার এই দেশ।"

শিরে ধারণ করিয়া কলিতে জীবের দ্বারে দ্বারে--

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। অভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ত্রিপুরায়,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নৈইয়াইর গ্রামের "শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী" সভার বার্ষিক অধিবেশনে আহুত হইয়া শ্রীহরিকথা প্রচারের জন্য শুভাগমন করেন। দুই দিবস "সম্বন্ধ" ও "অভিধেয়" বিষয়ে বক্তৃতা এবং এক দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া গৃহান্ধকূপে নিমজ্জিত বহু বদ্ধজীবের সন্দেহরাশি বিদূরিত করিয়া কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সকলেই তাঁহার সুসিদ্ধান্ত শ্রবণে জীবনে মঙ্গলের পথ চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন, কেবল মাত্র কোন ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী চিজ্জড় সমন্বয়বাদী ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে স্বামিজী শাস্ত্রীয় বিচারমূলে তাহার ভ্রম-সংশোধন করিয়া দেন, তিনিও স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হন। এইরূপ অনভিজ্ঞ সমন্বয়বাদিগণ যদি স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবচরণরেণুর কৃপাপ্রার্থী হন তবেই তাহাদের মনুষ্যজীবন সফল হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মঙ্গল বিধান করুন্ ইহাই আমাদের প্রার্থনা। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কটাক্ষ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দস্বরূপ মহোদয়ের সেবাকার্য্য আদর্শ। শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ গত ৫ই কার্ত্তিক কুড়িগ্রাম হরিসভার সভাপতির আগ্রহাতিশয্যে রংপুর হইতে কুড়িগ্রামে শুভবিজয় করিয়াছেন। তিনি নগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রীগৌরহরির আচরিত ও প্রচারিত বাক্য ঘোষণা করিতেছেন। স্থানীয় অধিবাসী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা স্বামিজীর শ্রীমুখে নিরপেক্ষ সত্য ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

আগামী উত্থান একাদশীর দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ অবধূত কুলচূড়ামণি পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অ..কট তিথি,তদুপলক্ষে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে, ঢাকায় শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে, শ্রীমায়াপুর চৈতন্য মঠে, কুলিয়া নবদ্বীপে অহোরাত্র কীর্ত্তন মহোৎসব ও দ্বাদশী দিবস মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় "পরম গুর্ব্বষ্টক" শীর্ষক সংস্কৃত কবিতাটী শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ভক্তগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের উৎসব দিবস সেই কবিতাটী কীর্ত্তন করিতে পারেন।

ঢাকা ফরিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় গত সপ্তাহে 'গৌড়ীয়ের' "কোষলিপিতে বিদ্ধতারোপ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া গৌড়ীয় সম্পাদকের নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Please accept my Bijoya greetings. Many-thanks for your affection towards me in sending me a copy of "Gaudiya" 7-10-25 and have been much pleased to see that you have been so much interested in cause of removing the nuisances that crept in our literature. * * *

yours affectionately,
Nagendra Kumar Roy.
19-10-25.

বিবিধ সংবাদ।

(প্রকৃতিজনপাঠ্য)

সার জগদীশের আবিষ্কার :—বঙ্গের সুসন্তান স্বনামধন্য সার জগদীশচন্দ্র বসু পাশ্চাত্য খণ্ডে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সত্য সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদ্ জাতি প্রাণবন্ত, তাহাদের চৈতন্য আছে। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জঙ্গম প্রাণীরা যে বাহির হইতে কোনরূপ উত্তেজনা পাইলে সাড়া দেয়, স্থাবর প্রাণীরা অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জাতিরাও সেইরূপ বাহির হইতে উত্তেজনা পাইলে ভিতর হইতে সাড়া দিয়া থাকে। এই সাড়া হইতেই বুঝা যায়, উহাদের ভিতরে চেতনা আছে। মানুষকে চিম্‌টি কাটিলে তাহার মাংসপেশীগুলি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, গাছের গায়ে পিন বা সূচি ফুটাইয়া দিলে উহাও সেইরূপ যেন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদ্‌গণ যে সচেতন বা প্রাণবন্ত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে লাটভবনে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদের এবং অন্য জীবের জৈব কার্য্য এক প্রকারে নিষ্পাদিত হয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর দেহে যেমন স্নায়ুমণ্ডল আছে, উদ্ভিদদিগের দেহেতেও সেইরূপ স্নায়ুমণ্ডল বিদ্যমান। উদ্ভিদের কতকগুলি আঁশ আছে, যাহা অন্য প্রাণীর স্নায়ুর ন্যায় কার্য্য করে। উহার স্পন্দন আছে, আকুঞ্চন ও প্রসারণ আছে। বৃক্ষের নিশ্চল ও নিস্পন্দ আবরণের মধ্যে কতকগুলি অনুকোষ জীবের হৃদ্‌পিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। উহা উহাদের হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ করিয়া থাকে। উহার কতকগুলি আঁশ সঙ্কুচিত হইতে পারে, জীবের যেমন মাংসপেশী আছে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ আছে।

ঢাকা মেল সংঘর্ষ

ট্রেণ সংঘর্ষণের কারণ যাহাই হউক না কেন, তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া আমি চারিটি ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি। (১) প্রথম ত্রুটি এই যে, আহত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বপ্রথমে যেরূপ সাহায্য করা উচিত ছিল, রেল কর্ম্মচারীগণ তাহা করে নাই। (২) ঘটনাস্থল হইতে পোড়াদহ ষ্টেশন মাত্র ৪ মাইল, কাজেই ট্রেণ সংঘর্ষের সংবাদ পাইবামাত্র পোড়াদহ ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা অন্ততঃ পদব্রজে ঘটনাস্থলে যাইয়া আহতদের সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। (৪) ঈশ্বরদি রেলওয়ের হেড কোয়াটার। এই হেড কোয়াটারের কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার আলো পাঠায় নাই কিংবা অন্য কোনরূপ আবশ্যকীয় সাহায্যও পাঠায় নাই। (৪) হালসার ষ্টেশনমাষ্টার রাত্রি ৪টার সময় ৪ খানি গাড়ী তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ায় একখানি মালগাড়ী বোঝাই করিয়া মৃতদেহ পাঠান হইয়াছে বলিয়া যে জনরব রটিয়াছে, সেই জনরবের গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কুলীরা আমাকে বলিল যে, এক খানি মালগাড়ী বোঝাই করিয়া মৃতদেহ রাত্রি ৪টায় সময় পাইলট এঞ্জিনের সহিত পোড়াদহ পাঠান হইয়াছিল, তারপর ওখানি গাড়ীর চূর্ণবিচূর্ণ ভগ্নাবশেষ আমাকে দেখাইয়া তাহারা বলিল যে, এগুলি এমনভাবে চূর্ণ হইয়াছিল যে, একটি মাছিও পলাইতে পারে নাই। তাঁহারা শুনিয়াছিল যে, রাত্রি চারিটার সময় পাইলট এঞ্জিন ছাড়িবার দুইঘণ্টা পরে ভোর ৬টায় কলিকাতা হইতে রিলিফ ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বাদশস্কন্ধের তিন স্কন্ধ ছাপা হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধ হইতে ছাপা হইতেছে

শ্রীমদ্ভাগবতের ভিক্ষার পরিমাণ।

(ডাকমাশুল পৃথক্)

	গৌড়ীয় **গ্রাহক** পক্ষে	**সাধারণ** পক্ষে
ভাল কাগজে তিন স্কন্ধ বাঁধা	॥৹	১০৲
সাধারণ কাগজে তিন স্কন্ধ বাঁধা	৬৸৹	৮৸৹
প্রতিখণ্ড **ভাল** কাগজে	।৶৹	॥৹
ঐ ২২ খণ্ড হইতে	।৴৹	।৶৹
প্রতিখণ্ড **সাধারণ** কাগজে	।৴৹	।৶৹
ঐ ২২ খণ্ড হইতে		।৶৹

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা এবং শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও তাহার প্রতিশব্দ, গৌড়ীয় ভাষ্য। ডবলক্রাউন ৬৪ পৃষ্ঠায় প্রতিখণ্ড মুদ্রণ-সৌষ্ঠব সহ প্রকাশিত।

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড ১৲ শ্রীভাগবত ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকপক্ষে ৸৹

১। ঠাকুর হরিদাস

২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (৩য় সংস্করণ) ৸৹

৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১ম ও ২য় খণ্ড একত্র ২॥৹

৪। আচার ও আচার্য্য ।৶৹

৫। সাধনপথ ।৶৹

৬। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৩৲

৭। গীতাবলী, শরণাগতি, গীতমালা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, অর্থপঞ্চক ও নবদ্বীপশতক মোট ॥৹

৮। কল্যাণকল্পতরু ৶৹

৯। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

১০। সাধককণ্ঠমণি ।৹

১১। শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য ৶৹

১২। ভাষ্যদ্বয় সহ শ্রীশ্রীমৎচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲ গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ৬॥৹

১৩। প্রেম-প্রদীপ ।৹

১৪। জৈবধর্ম্ম ২॥৹, আবাঁধাই ২৲ গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ২৶৹ আবাঁধাই ১৸৹

১৫। বাঙ্গালা ভাষার আদিকবি মহানুভব শ্রীমালাধর বসু গুণরাজ খান মহোদয়-প্রণীত **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** ॥৹

১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সিল্কে বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা রাজসংস্করণ ২৲ সাধারণ সংস্করণ ১॥৹ গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৸৹ সাধারণ ১।৹ (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যসহ)

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা "গৌড়ীয়" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই কার্ত্তিক ১৩৩২, ৩১শে অক্টোবর ১৯২৫ | ১১শ সংখ্যা

মহোৎসব

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠাষ্টকম্

[বেণুনী]

(১)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত-ভক্তবৃন্দ-
বৃন্দাবনং নির্গুণবাস-ভূমিম্।
অপ্রাকৃতং প্রাকৃতধর্ম্মশূন্যং
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

(২)

শ্রীমধ্বপাদপ্রকটোৎসবাহে
ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রভুবর্য্যযত্নৈঃ।
আবিষ্কৃতং রম্যনবীনধাম-
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

(৩)

ভক্তি-প্রদীপোজ্জ্বল-পুণ্য-সেবা-
সংবর্দ্ধিতাশেষগুণৈর্গরিষ্ঠম্।
সদা সদাচারজনৈকবাসং
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

(৪)

আবালবৃদ্ধং জনমঙ্গলায়
প্রত্যঙ্গনং শুদ্ধহরিপ্রসঙ্গম্।
প্রচারয়ন্তং খলু পূর্ব্বদেশে
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ।

(৫)

সেবাপদেশাশ্রিতকামকামি-
পাষণ্ডলোকাত্তিভয়প্রচারম্।
গোবিন্দবন্দারকজনাতিনন্দং
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

(৬)

শ্রীমধ্বদেবপ্রকটোৎসবাগ্রে
ন্যাসারতং রাসমহোৎসবান্তম্।
আনন্দয়ন্তং নরবৃন্দমেতং
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

(৭)

সঙ্কীর্ত্তনৈর্ভাগবত-প্রসঙ্গৈঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথামৃতৈশ্চ।
নিমজ্জয়ন্তং হরিভক্তিসিন্ধৌ
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠং ভজামঃ॥

(৮)

বিনাশ্য তাপং কলিপাপজাতং
প্রকাশ্য বিষ্ণোগুণকর্ম্মজাতম্।
জয়ং গতং সর্ব্বজনৈকবন্দ্যং
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠং ভজামঃ॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর।
অপ্রকট উত্থান একাদশী ১৩২২ সাল।

শ্রীল গৌরকিশোর

[কারিকা]

শ্রীরূপানুগবর প্রভো! প্রাপঞ্চিক কালগণনায় এগার বৎসর পূর্ব্বে তুমি কার্ত্তিকমাসে উত্থান একাদশী তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তোমার ঈশ্বরী কার্ত্তিকাদেবীর নিত্যসেবার জন্য মহাপ্রস্থান করিয়াছ। আজ আমরা তোমার অদ্ভুত শ্রীরাধাগোবিন্দসেবা-প্রবৃত্তি ও অতুলনীয় বৈরাগ্যের কথা স্মরণপূর্ব্বক তোমার দুঃসহ বিচ্ছেদে কাতর!

একদিকে যেমন "বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরসে" তুমি নিষ্ণাত থাকিয়া আদর্শ সদাচার বা পারমহংস্যাচার প্রদর্শন করিয়াছ, অপরদিকে কপট বা কৈতবযুক্ত লোকের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া অসৎসঙ্গত্যাগের জলন্ত আদর্শ ছিলে। বৈরাগ্য ও পারমহংস্যাচারের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, কপট ও অসুর-বঞ্চনারূপ নিঃসঙ্গ এই দুইটী বৃত্তি তোমার অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাময় চরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছি, আজ তুমি কোথায়?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের কথা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।" সেই শ্রীরঘুনাথের পর বিগত চারি শতাব্দীর মধ্যে তোমার ন্যায় এরূপ সুতীব্র বৈরাগ্যের সুদীপ্ত তপস্যার জলন্তচিত্র কই আর ত' কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের স্বীয় চরিত্রে প্রদর্শন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

তুমি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী হইয়াও প্রপঞ্চোদিত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বহু বৎসর বাসের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া সম্পূর্ণ অভেদবুদ্ধিতে গৌড়ব্রজধামে বাস করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছ। এই সুরধুনীতটে বাসকালেই তুমি চরমকল্যাণার্থী হরিভজনাভিলাষী জীবকে স্বীয় বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম কৃষ্ণসেবার মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়াছ। জগতের চক্ষে যে সকল মহাত্মা বৈরাগ্যকেই জীবনের একমাত্র কামনার বিষয় করিয়াছেন, অথবা যে অর্থে সাধারণতঃ জগতের লোকের নিকট 'বৈরাগ্যশব্দ' ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে তোমার 'বৈরাগ্য' পৃথক্ বস্তু। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমগ্ন ভগবদ্ভজনহীন প্রাকৃত জীব বৈরাগ্য বা ত্যাগকেই খুব বড় বলিয়া দেখেন, দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাহার নিকট মস্তক অবনত করেন, কারণ তাঁহারা নিজেরা গৃহব্রতভোগী—ভোগীর নিকট দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ত্যাগই খুব বড় জিনিষ কিন্তু মাতৃহারা বৎসের ন্যায় বা রসহীন মাটীতে উৎপন্ন চারা বৃক্ষের ন্যায় কৃষ্ণভক্তি-মাতাকে হারাইয়া বৈরাগ্য যে স্বীয় অকাল মৃত্যুই আনয়ন করে অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহা তোমার কৃপা ব্যতীত জীব বুঝিতে পারিবে না। তোমার অনুক্ষণ সুদৃঢ় কৃষ্ণ-ভজন ও কঠোর বৈরাগ্য কখনও পৃথক্ বস্তু ছিল না।

যাঁহারা আপনাদিগকে তোমার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈরাগ্যকে কৃষ্ণসেবা হইতে পৃথক্ দেখিতে গিয়া তোমার ন্যায় বা তোমা অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগী সাজিবার প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু তোমার অমায়া-কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় লৌকিক-দৃষ্টিতে তোমার নিতান্ত কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গলাভ করিয়াছে বলিয়া দেখাইলেও বা বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে তোমার সুদুর্লভ সঙ্গ দূরে থাকুক, তোমার সুষ্ঠু দর্শন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই কারণে তাহাদের

ইন্দ্রিয়তর্পণরত হৃদয়ে ঐরূপ ফল্গু বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ তাহার বিষময়প্রতিক্রিয়া ভোগ আসিয়া অধিকার করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিপথ হইতে চিরদিনের মত বিচ্যুত করিয়াছিল। আর কি তোমার ঐরূপ কৃষ্ণসেবাময় চরিত্র দেখিতে পাইব?

তুমি নিজে কোন দিনই বিষয়ী বা ভোগীর এক কপর্দ্দকও গ্রহণ কর নাই। বাহ্যদর্শনে অতি অস্পৃশ্য নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত শ্রীধামবাসিজ্ঞানে তাঁহার "ঝুটা" গ্রহণ করিয়া সত্য সত্য শ্রীধামবাসের আদর্শ-লীলা দেখাইয়াছ অথচ নামে মাত্র ধামে বাস করিয়া বিষয়ীর অহংমমাভিমানপ্রদত্ত অর্থের দ্বারা পরিপুষ্ট দেবলের পূজিত ও নিবেদিত প্রসাদ (?) নামে খ্যাত ঠাকুর বাড়ীর বিচিত্র ভোগকে কোন দিনই আদর কর নাই।

তুমি হরিতোষণ-ধনকেই একমাত্র নিত্যধন এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষয় বা যোষিৎ ভোগকে 'ঋণ' বলিয়া প্রচার করিয়া অবোধ জীবকে ঋণী না হইয়া ধনী হইবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছ। আর কি কেহ আমাদিগকে এমন শিক্ষা দিবে?

তোমার প্রকটলীলায় আমাদের কোন গুরুভ্রাতা তোমার নিকট গমন করিলে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে তুমি কতই না গাঢ় স্নেহভরে "আমার প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে" বলিয়া তোমার অভিন্নবিগ্রহ প্রভুপাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রদর্শন করিতে। তৎকালে দারুণবিতৃষ্ণার সহিত নিকটস্থ বিষয়ীলোককে চলিয়া যাইবার জন্য, আর আমাদের গুরুভ্রাতাকে কত আদর ও স্নেহভরে নিকটে বসিবার জন্য অনুরোধ,—আমার প্রভুর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গুরুভ্রাতাকে আপন জন বলিয়া এই যে তোমার অনুগ্রহ ইহাতে তোমার অনুগতবাৎসল্য দর্শন করিয়া আমরা অভিভূত হইতেছি।

আমাদের প্রভুর অতি-সামান্য আহার দ্বারা জীবন-যাপন ও অনুক্ষণ সুতীব্রকৃষ্ণসেবাপ্রচেষ্টা দর্শন করিয়া একদিন তুমি তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্যের প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলে। তোমাদের পরস্পরকে এইরূপ অকৃত্রিম গৌরবপ্রীতি প্রদর্শন আর কি আমাদিগকে বৈষ্ণব সঙ্গলালসায় উদ্বুদ্ধ করিবে?

প্রকটকালে বাহ্যদৃষ্টিতে তুমি নিতান্ত অপবিত্রস্থানে, লোকের মলমূত্রপরিত্যাগের স্থানে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া বসিয়াছিলে। যে দিন আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত ব্রজধামবাসী জানিয়া তোমার অনন্যভজন স্মরণ করিয়া তোমার ঐরূপ ব্যবহার পরম সদাচার বলিয়া বুঝিতে পারিব, সে দিন আমরাও সাধু ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। এই কথা একদিন তোমারই অভিন্নহৃদয়সুহৃৎ, বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ-ভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ জীবনের একটী ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

একবার একটী সভায় স্মার্ত্তসমাজপতি (স্মৃত্যাচার্য্য)-প্রমুখ বহু বিবুধ একত্রিত হইয়া শ্রীগীতা-কথিত "অপি চেৎ-সুদুরাচারঃ" (৯।৩০) শ্লোকটীর প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় করিবার জন্য সকলে মিলিয়া বিশেষভাবে বিচার করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহাদের গুরুকে সঙ্গে করিয়া কুলপতি বৃদ্ধ কবির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনিও অক্ষম হইলেন। ইতোমধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সভায় উপস্থিত হইলে সকলেই সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা ও আসন প্রদান করিবার পর সবিনয়ে ঐ গীতোক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিবুধগণের এই সংশয় ছিল যে, অনন্য-ভাক্ কি প্রকারে 'সুদুরাচার' থাকিতে পারেন এবং তিনি ত নিজেই "অনন্যভাক্" অর্থাৎ একান্তভাবে ভগবৎপরায়ণ আছেন, তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া কি প্রকারে "সাধু" বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং তিনি যখন নিজেই একান্ত ভগবৎপরায়ণ তখন আবার নূতন করিয়া কি প্রকারে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বতী শান্তিপথে গমন করিতে পারেন? তবে কি তিনি অনন্যভজনপরায়ণ হইয়াও পূর্ব্বে ধার্ম্মিক বা শাশ্বতী শান্তিপথের পথিক ছিলেন না? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিবুধগণের এই সংশয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের শিক্ষার

জন্ম পরবর্ত্তী চরণে "প্রতিজানীহি" কথার দ্বারা অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, তুমি কোনও মহাজনের বাহ্যদর্শনে সুদুরাচারত্ব সত্ত্বেও অনন্যভাক্ বলিয়া যদি জানিতে পার, তবে তুমি অথবা যে কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার ঐরূপ সুদুরাচারত্ব দর্শন না করিয়া কেবল অনন্যভজনত্বই দর্শন করিবে, তাহা হইলেই তোমাকে বা ঐ ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া মনে করিতে হইবে। অনন্যভাক্ বা নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি একান্ত শরণাগত সুতরাং নিত্যকালই মহাভাগবত বৈষ্ণব। তাঁহার সদাচার বা কৃষ্ণ-ভজন চেষ্টা দেখিবার চক্ষু থাকিলেই জীব সাধু হইতে পারেন এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পরা শান্তির পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রাচীন কবির অনুগমনে স্মার্ত্তাচার্য্যপ্রমুখ বিবুধগণ ঠাকুরের চরণতলে দণ্ডবৎপতিত হইলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা-প্রভাবে মহাভাগবতের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্যলাভ করায় তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যে দিন আমরাও জাগতিক নানাবিধ প্রাকৃতত্ব হইতে তোমাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, সে দিন আমাদেরও জীবন ধন্য হইবে। কুলিয়াধাম-বাসের ছল দেখাইয়া অর্থলোভে নামমন্ত্রবিগ্রহ ভাগবত বিক্রয় ব্যবসায়ে রত হইয়া যাহারা কনক কামিনীরূপ কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত ও জড়প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী বিষ্ঠাভোজনে ব্যাপৃত তাহাদিগকে দুঃসঙ্গ ও অশুচি শূদ্র জ্ঞান করিবার জন্য তুমি বাহ্যদর্শনে বিণ্মূত্রবিসৃষ্টিস্থানে বসিয়া থাকিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে বহু বঞ্চক ও বঞ্চিত তোমার ভজনস্থানকে সমগ্র বৈকুণ্ঠ-গোলোকের সর্ব্বোত্তম পবিত্র বস্তু অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিহারস্থল জানিবার পরিবর্ত্তে ভোগময় দর্শনে মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া তোমার ব্রহ্মাদিরও বাঞ্ছনীয় সঙ্গের অভাবে নরকপথেই অগ্রসর হইয়াছে। আর কি তোমার ভজনভূমি স্বীয় চেতনত্ব প্রকাশ করিয়া আমা-দিগের ভোগান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তোমার গুণমুগ্ধ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবায় নিয়োজিত করিবার যোগ্যতা প্রদান করিবে? তবে এই আশা তোমার অভিন্নবিগ্রহ প্রভুপাদের নিত্য দাস্যাভিলাষী আমরা শিশু ও অবোধ হইয়াও প্রভুর সম্বন্ধে তোমার স্নেহ ও কৃপার ভাজন। তোমার সহিত এই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আমাদের হর্ষ হইলেও তোমার বিরহে আজ আমরা নিতান্তই অভিভূত হইয়া তোমার অলৌকিক গুণরাশি স্মরণ করিতেছি। আজ কেবল পুনঃ পুনঃই মনে হইতেছে—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
* * *
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
* * *
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব॥"

প্রভো! তোমার অনুগমনে আমরা ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর কবে বলিতে পারিব—

"হরি! হরি!! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে॥
এ অধম দাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥"

দুই ভিখারী

[খেচরান্ন]

আমরা যে মন্বন্তরে বাস করি, উহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুই জন পুরুষ আমাদের নিকট ভিখারীরূপে আসিয়া কি অভিনয় করিয়াছেন, তাহার কথা পাঠকবর্গ জানেন কি? এই দুই ভিখারীর একজন মানব-সভ্যতার প্রাক্কালে, আর একজন মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণতায় আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া-

ছিলেন। প্রথম ভিখারীর কথা আমরা মানবসভ্যতার সর্ব্বাদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় ঋষিগণের স্তবে দেখিতে পাই। ঐ ভিখারী সেই সময়েরও অনেক পূর্ব্বে লোকলোচনের নিকট একটী ক্ষুদ্র মানবরূপে ভিখারীর সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌মন্ত্রে "ত্রেধা নিদধে পদম্" প্রভৃতি মন্ত্রে সেই "বামনভিখারী"র কথাই উক্ত হইয়াছে। এই বামন-ভিখারীই মহারাজ বলির নিকট আগমন করিয়া ত্রিপাদভূমি যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি ঐ ভিখারীকে ত্রিপাদভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাঁহার কৌলিকগুরু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য-মহোদয় ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের সুবুদ্ধি না থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণে কুবুদ্ধিটী ছিল। তিনি মনে করিলেন, "বলি আমার শিষ্য; আমি, আমার পুত্ররত্নদ্বয় ষণ্ড ও অমর্ক এবং আমার যাবতীয় পরিবার ইহার ধনেই লালিত পালিত। এই ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ-কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা করুক্‌, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কারণ ঐ সকল কার্য্যে আমারও অনেক লাভ আছে; কিন্তু আমার শিষ্য যদি ভিখারীরূপী বিষ্ণুকে কিছু দান করেন, তাহা হইলে বিষ্ণু ত' কখনও অন্যান্য দেবতার ন্যায় অংশমাত্র গ্রহণ করিবেন না। তিনি সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি জীবের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই আজ শুক্রাচার্য্য ঐ বামন ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধা দিয়া বলিলেন---

"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা, মূঢ়, বর্ত্তিষ্যসে কথম্।"

—ভাঃ ৮।১৯।২৬

"অরে মূঢ় তুই বামন-ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে উদ্যত, জানিস্‌ এই ভিখারী সর্ব্বস্ব না লইলে সন্তুষ্ট হন্‌ না। বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিলে তুই কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবি? যাহারা সং[illegible] সুখী হইতে চান্‌ তাঁহারা ধর্ম্ম, যশ, অর্থ কাম এবং স্বজন এই পাঁচের নিমিত্ত নিজের বিত্ত পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং তুই সেরূপ না করিয়া ভিখারীকে দান করিলে নিশ্চয়ই সঙ্কটে পতিত হইবি। বলি কি করিলেন? তিনি গুরুব্রুবের কুহকে ভুলিলেন না, তাঁহার বাস্তবসত্যে বিশ্বাস হইয়াছে, তাই তিনি বিষ্ণুর বামনভিখারীরূপে ছলনাকেই তাঁহার পরমমঙ্গলের সেতু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলি বামন ভিখারীকে যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষা প্রদান করিলেন। বলি বিষ্ণুর চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিলেন। তিনি কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবের শত উপদেশ, শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বাস্তবসত্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক বামনভিখারীর আহ্বানে পথের ভিখারী হইতে দ্বিধা করিলেন না। এই গেল এক ভিখারীর কথা—এই ভিখারী আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু। মানবসভ্যতার আদিম অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রথম ঐশ্বর্য্য-প্রকাশবিগ্রহ। এই ভিখারীর ভিক্ষা জীবের যথা-সর্ব্বস্ব-গ্রহণ বা "আত্মনিবেদন"।

আমাদের দ্বিতীয় ভিখারীটী আবার মানবের সর্ব্ববিজ্ঞান-সম্পত্তি ও সভ্যতার পূর্ণাবস্থা লাভ হইলে এক নবীন-সন্ন্যাসি-ভিখারীরূপে ভূমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ মধ্যে আবার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানসম্পত্তিতে পরমগরীয়ান্‌ শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীমায়াপুরধামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। বামনভিখারীটী যে প্রকার তাৎকালিক মানবসভ্যতার ক্ষুদ্র মানবাধিকারের যোগ্যতানুসারে খর্ব্বাকৃতি বামনরূপী, আবার এই সন্ন্যাসি-ভিখারীটীও তদ্রূপ মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণাবস্থার যোগ্যতানুসারে পুরট-সুন্দরদ্যুতি, ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু, আজানুলম্বিতভুজ পরম সুন্দরপুরুষ। বামনভিখারীটী যে প্রকার বৈবস্বত মন্বন্তরের পালক, এই গৌরভিখারীটীও তদ্রূপ বৈবস্বত মন্বন্তরের অবতারী। বামনভিখারীটী যেরূপ বিষ্ণু হইয়াও জীবের যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষা করিবার জন্য ক্ষুদ্র মানবাকৃতি একজন ভিখারী, গৌর ভিখারীটিও তদ্রূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব হইয়াও জীবের যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য নবীনসন্ন্যাসিরূপী ভিখারী। বামন-ভিখারী যেরূপ ভিখারী সাজিয়াও জীবের নিকট মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরভিখারীটিও তদ্রূপ পরিপূর্ণমাধুর্য্যোদার্য্য প্রকাশ করিবার জন্য একজন ভিখারী। বামনরূপী বিষ্ণুর ভিখারীসাজ যেরূপ জীবকে কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রুবগণের কুহক ও করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, ধর্ম্ম, অর্থ, কামমূলক যজ্ঞ, দান, তপস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে সর্ব্বতোভাবে নিজপাদপদ্মসেবায় আকর্ষণ করিবার জন্য, তদ্রূপ গৌর-সুন্দরের ভিখারী সজ্জাও পাষণ্ড, কুতার্কিক, পড়ুয়া, অধম, মায়াবাদী, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধি-যুক্ত-ব্যক্তিগণকে কৃপা করিবার জন্য। শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভিখারীসাজ তাঁহার পরিপূর্ণ ঔদার্য্যের ও তাঁহার মহা-

বদান্যতার পরিচায়ক। গৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন গৃহব্রত ও গৃহমেধিগণের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিবার জন্য। গৌরসুন্দরের ভিখারী সাজ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুতে মনুষ্যবুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য। আজ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যদি ভিখারী না সাজিতেন, যদি ভিখারী না সাজিয়া আমাদের ন্যায় পাষণ্ডকুলের প্রতি তাঁহার মহাবদান্য ও ঔদার্য্য-প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে জীব তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মানুষ বা আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া আরও অধিকতর পাষণ্ডতা করিত।

"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥"

— ইঁহারা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছিল। পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ভিখারী সাজিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভিখারী সাজিয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্যতে গৌরনাগরীগণের গৌরে ভোগবুদ্ধি, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তকুলের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুসজ্জায় সজ্জিত গুরুব্রুবগণের শুক্রাচার্য্যের ন্যায় কূটবুদ্ধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি পাষণ্ডতার মূলদেশের ছেদন হইয়াছে। এই গৌরভিখারী বলির ন্যায় সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট হইতে যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবার জন্য ভিখারীর সাজে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

* * *

"সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে॥"

—গৌরভিখারীর এই আহ্বানে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব পাদপদ্মে নিবেদন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবাস শ্রীধর, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতিও গৌরভিখারীর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চক ভোগিকুল স্ব স্ব ভোগ চালাইবার জন্য রায় রামানন্দ ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌরৈকসর্ব্বস্ব মহাজনগণের আত্মনিবেদন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এবং অক্ষজজ্ঞানে তাঁহাদের আচরণ দর্শন ও অনুকরণ করিতে গিয়া অপরাধ সাগরে-নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

'আত্মনিবেদন'ই সকল সাধন ভজনের মূলভিত্তিস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে না। ভক্তিযোগ-দ্বারাই একমাত্র জীবাত্মার পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেমা লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভক্তিযোগ মধ্যে আবার কলি-কালে একমাত্র শ্রীহরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমূল। আত্ম-নিবেদন ব্যতীত এই হরিনামও জিহ্বায় উদিত হইতে পারে না। ইহাই নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণের উক্তি—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।—শ্রীরূপ

বামনভিখারী যেরূপ বলির নিকট হইতে তাঁহার আত্ম-নিবেদনরূপা বৃত্তিটী ভিক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, তদ্রূপ গৌরভিখারীও আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অন্তর্দ্বীপ বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে জীব কিঞ্চন ধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন। এই আত্ম-নিবেদনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া ভজন করিতে করিতে জীব গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ করেন। এই গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধনপার্শ্ববর্ত্তী শ্রীরাধাকুণ্ড সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী। রাধাকুণ্ডে স্নাত হইলে জীব গোবর্দ্ধনের যথার্থ স্বরূপ ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। গোবর্দ্ধন-শ্রীচৈতন্য মঠ ও রাধাকুণ্ডশ্রীব্রজপত্তন আত্মনিবেদনক্ষেত্র-অন্তর্দ্বীপ মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীগৌরভিখারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেই জীব শ্রীগৌরধামে ব্রজধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরে রাধাগোবিন্দ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এই জন্যই গৌরভিখারীর অনুগত ত্রিদণ্ডিপাদগণ জীবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বলিয়া থাকেন—

প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥

* * *

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

* * *

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

"বঞ্চক বৈষ্ণব"

(মোচাপও)

এ আবার কেমন কথা! বৈষ্ণবও কি কখনও বঞ্চক হন? এ যে মহা অপরাধের কথা। কানে শুনতে নাই—ওঁ শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু। পাঠক-পাঠিকাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না; বৈষ্ণব—বঞ্চক, পরমবঞ্চক। জগতে যদি কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঞ্চক থাকেন, তাহা হইলে তিনিই ঐ "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবের ঐ বঞ্চকতা উত্তরাধিকারিসূত্রে পাওয়া বস্তু। বিষ্ণু একজন পরমবঞ্চক। ছলনাকারি বামনদেবের কথা শুনিয়াছেন ত? বিষ্ণুর এরূপ বহু বহু বঞ্চকতার উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। বিষ্ণুর বঞ্চকতায় তাঁহার ভক্ত মোহিত হন না, প্রাকৃত লোক ও অসুরকুল মোহিত হইয়া পড়ে। বিষ্ণু স্বীয় বৈষ্ণবী-মায়াদ্বারা আসক্ত জ্ঞানী বলিয়া অভিমানী বদ্ধজীবগণকে হাতে মোওয়া দিয়া বঞ্চনা করেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইয়াও বিষ্ণুমায়াদ্বারা বঞ্চিত। ভগবানের একটী নাম বাঞ্ছাকল্পতরু, যিনি যেমন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন বিষ্ণু তাঁহার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রকাশিত হন। যাঁহারা বিষ্ণুকে বঞ্চনাকারিরূপে চান বিষ্ণুও তাঁহাদের নিকট তাঁহার মায়ানির্ম্মিত বঞ্চকমূর্ত্তিটী প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মবঞ্চিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদের নিকট বঞ্চক। কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বঞ্চনাটী ধরিতে পারেন না, ধরিতে পারেন তাঁরা, যাঁরা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে চান না, যাঁ'রা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপালোকে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত।

'বঞ্চক-বৈষ্ণব' আত্মবঞ্চিত জীবগণের নিকট তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাই, আজ দেখিতে পাওয়া যায় সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনগণ, অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরজনগণ জগতের বঞ্চিত-ব্যক্তিগণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বঞ্চকভগবান্ আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না দিয়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়াকেই তাঁহাদের কামদাত্রী ঈশ্বরীরূপে আরাধনা করিয়া—আরও অধিকতররূপে বঞ্চিত হইতেছেন। গীতার ভগবদ্বাণী সার্থক হইতেছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যাঁহারা বঞ্চিত হইবার জন্য উদ্যত, ভগবান্ তাঁহাদের নিকট বঞ্চকরূপে তাঁহার নিষ্কপট-স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া কপটমায়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিলষিত পূরণ করিতেছেন।

জড়-সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, কবি, ঐতিহাসিক, গবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণের বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ—ইঁহারা কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের নিকট—'বঞ্চক'। ঠাকুর হরিদাস, রায় রামানন্দ—ইঁহারা জগতের ইন্দ্রিয়পর মূঢ় লোকের নিকট বঞ্চক। ইঁহারা জড়ব্যক্তিগণের যোগ্যতানুযায়ী বঞ্চক বলিয়াই শ্রীরূপসনাতন তাঁহাদের সত্য ধারণায় পূর্ব্বে বিষয়ী ও ম্লেচ্ছসেবী (?) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদের ধারণায় একজন ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি (?) ঠাকুর হরিদাস তাঁহাদের ধারণায় যবন (?) রায় রামানন্দ একজন বুঝি তাঁহাদেরই মত ভোগী, বিষয়ী পাটোয়ার করণ, রাজ কর্ম্মচারী প্রভৃতি (?)। বৈষ্ণব, জড়ব্যক্তির নিকট বঞ্চক বলিয়াই শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবের বৃন্দাবনে একত্র বাস বঞ্চিত প্রাকৃত ভোগী জীবের চক্ষে তাঁহারই ন্যায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াও পুনরায় রক্তমাংসের আকর্ষণ-হেতু ভ্রাতুষ্পুত্র, জেঠা, খুড়ার একত্র বাসের ন্যায় প্রতিভাত হন। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের বৈষ্ণবগার্হস্থ্যলীলা, রাজকর্ম্ম প্রভৃতি এবং প্রকৃতপারমহংস্যাধিকার প্রদর্শনজন্য বেষাশ্রমগ্রহণ করিবার পরে কিছুকাল হরিভজনময় গোলকপ্রতীতিযুক্ত-গৃহে অবস্থান। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই সচ্চিৎ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও

পরমহংসাবধূত শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আশ্রিতস্মন্য বঞ্চিত ব্যক্তিগণের সহিত চালের দর, ভূষিমালের দর, জায়গাজমিনের দর, বহির্ম্মুখগৃহের স্ত্রীপুত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসারূপ লীলা। বৈষ্ণব 'বঞ্চক' বলিয়াই শ্রীল পরমহংসবাবাজী মহারাজের কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার সাধারণের মলত্যাগের স্থানে অবস্থান, কখনও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কখনও কালপেড়ে ধুতি, চাদর-পরিধান প্রভৃতি অভিনয়। বৈষ্ণব, 'বঞ্চক' বলিয়াই কুলিয়া নবদ্বীপের নূতন চড়ায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের অর্চ্চন-মার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারিব্যক্তির ন্যায় আচরণ এবং—"সংসারের জঞ্জাল্যা কাম না ছাড়িলি মোরে" অর্থাৎ হে ভগবন, আমাকে হরিভজন করিতে আনিয়াও তুমি সংসারের স্ত্রী পুত্রের সেবার ন্যায় বাসনমাজা বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্য ছাড়াইলে না।" ইত্যাদি লীলাভিনয়—এই সব কথা শুনিয়া আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, "এই ব্যক্তি বোধ হয় ভজনে অগ্রসর হইতে না পারিয়া এবং পূর্ব্বে সংসারে তাঁহার যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, সেই সমস্ত কার্য্যই পুনরায় তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য করিতে হইতেছে বলিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, তাই এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।' মূঢ়লোক—আত্মবঞ্চিত লোক বুঝিতে পারেন না যে, তিনি বহির্ম্মুখ লোককে 'ভোগা' দিবার জন্য এবং একান্তে তাঁহার ভাবসেবা সুষ্ঠু ভাবে সাধন করিবার জন্য ঐরূপ বঞ্চক সাজিয়াছেন। এই মহাত্মা অনেক সময় হস্তে একটী "হুঁকা" লইয়া তামাক পান করিবার ভান দেখান, কোন সময়ে বা তাঁহার ভজনকুটীরের নিকটে মৎস্যের আঁইশ, কাঁটা প্রভৃতি ফেলিয়া রাখেন, উদ্দেশ্য ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অবৈষ্ণব বা কপট-বেশী জ্ঞানে ঘৃণা পূর্ব্বক তাঁহাকে আর সম্মানাদি করিবেন না বা তাঁহার নিকট আসিবেন না, তিনিও একান্তে হরিভজন করিতে পারিবেন। কিন্তু আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বঞ্চনা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার লম্বমান শ্মশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া আত্মবঞ্চিতব্যক্তিগণ মনে করেন, তিনি বুঝি একজন বাউল বা দরবেশ শ্রেণীর কোনলোক হইবেন। বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট এই 'বঞ্চক বৈষ্ণবের' কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন। 'বঞ্চক-বৈষ্ণব' তাঁহাকে কিছুতেই অমায়ায় কৃপা করিতে স্বীকৃত ছিলেন না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট তাঁহার সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। 'বঞ্চক-বৈষ্ণব' অকপট কৃপা প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে এই ছিন্ন কৌপীন দিতেছি, গ্রহণ কর," ঐ ব্যক্তিটী এই সরলকৃপার কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, বৈষ্ণবের নিকট হইতে বঞ্চিত হইতে, কিন্তু যখন দেখিলেন বঞ্চক-বৈষ্ণব অমায়া প্রদর্শন করিতেছেন তখন তিনি ব্যথিত হইয়া ঐ 'বঞ্চক-বৈষ্ণবকে' শেষ দণ্ডবৎ দিয়া ব্যাধভয়ে ভীত হরিণের ন্যায় কুলিয়ার নূতন চড়ার মধ্যে দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন; ভয়ে পশ্চাতে একবারও চাহিয়া দেখিলেন না, পাছে তাঁহার মৃত্যু স্বরূপ ঐ বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন; ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে ব্যক্তি জলোর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন কিনা, দেখিলেন, কেহই নাই। তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রাণ আসিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

আমরাও অনেকেই অনেক সময়ে এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া যাই, বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ আমাদের নিকট বঞ্চক থাকেন, ততক্ষণই তাঁহারা আমাদের প্রিয় ও সম্মান-ভাজন হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোর মহারাজের জীবনে অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও বা আলুর দর, কলার দর বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা তামাক দিয়া বিদায় দিয়াছেন, কাহাকেও বা উচ্চ আসন ও সম্ভাষণাদির দ্বারা বিদায় দিয়াছেন। ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি বঞ্চক-বৈষ্ণবের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন যে, ঐরূপ সম্মানিত ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদিগকে সম্মানাদি করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা নিজেরা না জানি কত বড় ভক্ত, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়! কেহ বা মনে করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিবংশ্য (?)

বলিয়াই বোধ হয় আমাকে এইরূপ উচ্চ আসন ও হুঁকাদ্বারা সম্মান দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয়ই আমি তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমার শিষ্যস্থানীয় (?) আমি তাঁহাদের গুরু! এইরূপ কতলোক কতভাবে যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তিদের জীবনেই দেখা গিয়াছে, যখন ঐ বঞ্চক বৈষ্ণব বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া অমায়ায় ঐ সকল ব্যক্তিকে কৃপা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐ সকল বঞ্চিত ব্যক্তি তাঁহাদের অঘবকপূতনাসদৃশ বিদ্বেষিস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন যে সকল বঞ্চিত ব্যক্তি 'বঞ্চক-বৈষ্ণবের' আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের 'ভোগা'কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই ঐ সকল মহাপুরুষের সরল কৃপার কথা গ্রন্থাদিতে পড়িয়া বা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ঐ সকল মহাপুরুষের বিরোধ করিতে ত্রুটী করেন নাই। যখনই মহাপুরুষগণ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে ভজন করিবার জন্য ঐরূপ অসৎলোকের সঙ্গ পরিহারার্থ ঐ সকল জগতের আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট বঞ্চক সাজিয়াছেন, তখনই আত্মবঞ্চনাকামিব্যক্তিগণ বঞ্চকবৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের আত্মবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপাররূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়কারী বলিয়া 'বৈষ্ণব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ যেন তাঁহাদেরই অধীনস্থ বস্তু আর তাঁহারাই যেন বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রদাতা! যখনই বৈষ্ণবগণ অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদের আচার্য্য-স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই বঞ্চিত ব্যক্তিগণের আত্মবঞ্চিত হইবার ইচ্ছারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁহারা বৈষ্ণবের বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এইরূপ মহাভাগবত বঞ্চক-বৈষ্ণবগণের সহিত পুতনা সদৃশ লোকদেখান বৈষ্ণবগণ বা বৈষ্ণবব্রুব কপট ব্যক্তিগণের আচরণ সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য মর্কটের ন্যায় কপট। মর্কট বা বানর যেরূপ লোকের চোকে ধূলাদিবার জন্য বসন-বর্জ্জিত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি সাধু সাজিয়া বসে, মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ সেরূপ নহেন। মহাভাগবতগণ অসৎসঙ্গ পরিহারের জন্য এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ঐরূপ বঞ্চক-লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আত্মবঞ্চিত ব্যক্তির নিকট বঞ্চক হইলেও তাঁহাদের অনুগত জনের নিকট অকপট ও সরল।

বৈষ্ণবগণ জগতের বহির্ম্মুখ লোকের নিকট বঞ্চক হইলেও সজাতীয়াশয় ভক্তের নিকট পরম সরল। বৈষ্ণবের ন্যায় নিষ্কপট, সরল, নির্ম্মৎসর আর কেহ নাই। আমরা যদি নিষ্কপট হই, অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া একমাত্র হরি-তোষণের জন্য শ্রীবৈষ্ণবের পাদমূলে উপস্থিত হই, তখন বৈষ্ণব আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিষ্কপট কৃপা করিবেন। কোথায় আমার কপটতা, অনর্থ ও মনোব্যাসঙ্গ আছে, সেইগুলি আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবেন আমিও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। আমরা যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ বাহ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া না বসি। শ্রীগীতার ভগবদ্বাণী যেন আমাদের স্মরণ থাকে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—"আমার অকপট ইন্দ্রিয়ে অনন্যভজনপরায়ণ পুরুষ সুদুরাচারী বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে, তাঁহার যে চেষ্টা তাহা ঠিকই আছে, তাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা নাই। আমার ভোগচক্ষু তাঁহার সেবাময়ী চেষ্টা দর্শন করিতে অসমর্থ। সুতরাং আমার করণাপাটবরূপ দোষ দ্বারা বৈষ্ণবকে বিচার করিতে যাইয়া যেন আমি বঞ্চিত না হই।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

(ভাবাবড়া)

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥১॥

(গৌর পক্ষে অন্বয়ার্থ।

কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি প্রেম তা'র সার।
তাহার সারাংশ ভাব মহাভাব আর॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধিকা সুন্দরী।
তাঁর গৌরকান্ত্যে, অঙ্গ আবরণ করি॥
বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলার প্রাচুর্য্য।
বিশেষে গ্রহণ যিনি করিলেন বর্য্য॥

রসিকশেখর আর পরম করুণ।
রস আস্বাদন লীলা করায় দুই গুণ॥
স্বীয় গূঢ়বাঞ্ছা পূর্ণ করে রসরাজ।
প্রেমদান করে লৈয়া ভকত সমাজ॥
চন্দ্র যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সবে করে দান।
গৌরচন্দ্র তৈছে প্রেম করিল প্রদান॥
অনর্পিতচরপ্রেম সকলেরে দিল।
পাপী তাপী দীন দুঃখী কিছু না বাছিল
ব্রজের সম্বন্ধিপ্রেমে "মহাপ্রেম" কয়।
গৌর বিনা ব্রজপ্রেম লভ্য নাহি হয়॥
মহান্ বদান্য প্রভু করুণাবতার।
সেইত' চৈতন্যচন্দ্রে নমি বারবার॥

(কৃষ্ণ পক্ষে)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দেব সর্ব্বচিৎশ্রেষ্ঠ।
পরতত্ত্ব কৃষ্ণ সর্ব্ব-আত্মা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ॥
পরম প্রেয়সী রাধা হয়েন "হ্লাদিনী"।
অন্তর্বাহ্যভেদে লীলা শক্তি দুইগণি॥
চিৎ-শক্তি মায়াশক্তি সুপ্রচুর লীলা।
সত্যসঙ্কল্পাদি গুণে গ্রহণ করিলা॥
হেম আভ শব্দে কহি অতি সুনির্ম্মল।
দিব্য শব্দে অপ্রাকৃত লীলাদি সকল॥
'ছবি' শব্দে কান্তি যাঁর পুরটসুন্দর।
ঝলমল অঙ্গ শোভা সর্ব্ব মনোহর॥
মহাপ্রেমরস কৃষ্ণ করয়ে প্রদান।
কৃষ্ণবিনা ব্রজপ্রেম দিতে নারে আন॥
মহাপ্রেমপ্রদ যেই করুণা অপার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে করি নমস্কার॥ ১১॥

চরমশ্রেয়োলাভ

(দুঃখকুমাণ্ড)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পথিক। প্রভো! আমার কাষায় বসন ও ত্রিদণ্ডবিষয়ে সকল সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে। কৃপা পূর্ব্বক আপনার আচার্য্যদেবের বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্!

বাঃপ্রঃ। বৎস! আচার্য্য ব্যতীত আচার্য্যের মহিমার পরাকাষ্ঠা ও তাৎপর্য্য অপরে বুঝিতে পারে না। জহরী না হইলে অপরে কি করিয়া জহরৎ চিনিবে? সুতরাং আমরা তাঁহার কয়েকটী সাধারণ পরিচয় মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি।

পথিক। প্রভো! আমি আপনার নিকট হইতে আচার্য্যের বিষয় কিছু শ্রবণ করিতে চাই।

বাঃপ্রঃ। বৎস! ভগবদ্ বাক্য হইতে জানা যায়,যে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবান্ বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করিয়া অধর্ম্ম বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। আবার যখন ধর্ম্মের গ্লানি চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাই, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, কলিঘোর তিমির এরূপভাবে ধর্ম্মশশধরকে গ্রাস করিয়াছে যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে জগতের কিছুতেই শান্তি বিধান হইতে পারে না। তাই পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ সপার্ষদে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি করিলেন? তিনি "শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা বিশ্ব কৈল ধন্য"॥ জীব তমোনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, অচেতন ছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উহাদিগের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইয়া দিয়া উহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কালের কুটিলগতিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম আবার ঘোর তমোজালে আচ্ছাদিত হইল।

"তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ; কৃষ্ণভক্তি—প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব আনন্দ-স্বরূপ॥"

—এই কথাটী জীব বিস্মৃত হইল। তত্ত্ববস্তু হইতে জীব অনেক দূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। তত্ত্ববস্তু আলোচনার অভাবে প্রাকৃতসহজিয়াবাদ, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গুরুভজা, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, গৌরনাগরীবাদ, মায়াবাদ, অবতারসজ্জাবাদ,দরিদ্রনারায়ণবাদ,সখীভেকী,নেড়া দরবেশ, সাঁই,জাতিগোসাঁই, ছড়াগায়ক প্রভৃতি কতপ্রকার গৌরবিরোধিমত, গৌরমুখে নানা গৌরবিদ্বেষিদল আবির্ভূত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ কলিঘোরতমো বিনাশ করিয়াছিলেন,

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥"

সেইরূপ এবারও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের ঘোরতর গ্লানি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম ভক্তরাজকে প্রেরণ করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। কারণ—

"পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥
তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ।"

অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেই অবতার বলে। সমুৎকণ্ঠিত সাধকদিগকে দর্শন প্রদান করিয়া প্রেমানন্দ বিস্তার ও বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারই অবতারের উদ্দেশ্য। সেই অবতার কখন ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করেন, কখনও বা দ্বারান্তরের দ্বারা প্রকাশিত করেন। তদেকাত্ম ও ভক্তভেদে সেই দ্বার দুই প্রকার। ত্রিবিধপুরুষাবতার, রামনৃসিংহাদি স্বাংশলীলাবতার প্রভৃতি তদেকাত্মদ্বারস্বরূপ। বসুদেব, দশরথ প্রভৃতি ভক্তদ্বারস্বরূপ। বসুদেবই তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত হইতে জগতে বাসুদেবের প্রাকট্য বিধান করিয়া থাকেন। দশরথ তাঁহার হৃদয় হইতে দাশরথীকে জগতে প্রকাশ করেন। তদ্রূপ শ্রীকাঞ্চ চৈতন্য তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জগতে প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকাঞ্চ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন, ভক্তদ্বারে অবতার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণকে প্রাকৃত লোক যখন প্রাকৃতমনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছিল, জীব যখন কেবল সম্ভোগবাদী হইয়া পড়িতেছিল, কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতেছিল, শ্রীনামকে সামান্য অক্ষরজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া যুগধর্ম্ম-নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যোৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পাপস্খালনাদির জন্য পুণ্ডরীকাক্ষ 'নারায়ণ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক নামাক্ষর সন্ধ্যাস্নানাদির সময়ে মাত্র কদাচিৎ উচ্চারণকেই ধর্ম্ম মনে করিতেছিল, মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির আরাধনায় রাত্রজাগরণাদিকেই ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতেছিল, পাণ্ডিত্যাভিমানে প্রমত্ত ছিল, গীতা ভাগবতাদির তাৎপর্য্যের কদর্থ করিতেছিল তখন অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য বিপ্রলম্ভরসের উৎকর্ষ, নাম মাহাত্ম্য, শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীকৃষ্ণোপাসনা ও ব্রজের নির্ম্মলরাগের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ প্রকাশিত করিলেন। আবার জীব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপাসনা ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে যখন প্রাকৃত নেত্রে দর্শন পূর্ব্বক কেহ তাঁহার প্রতি সম্ভোগবাদী হইয়া গৌরনাগরীবাদ প্রচার করিতে থাকিলেন, কেহ বা শ্রীচৈতন্য প্রচারিত নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকার ব্যভিচারী হইয়া পড়িলেন, নামকীর্ত্তনের সেবা না করিয়া তদ্দ্বারা কনক, কামিনী প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে উন্মত্ত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রতি প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে লাগিলেন, যখন মর্কটবৈরাগ্য ও বেষোপজীবিকা গ্রহণ করিয়া পরমহংসবেষের অবমাননা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধধর্ম্ম যখন সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিল, তখন আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তদ্বারে শ্রীকাঞ্চ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই শ্রীকাঞ্চ চৈতন্য সপার্ষদে, দিনযামিনী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী সার্থক করিতেছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর প্রিয়তম বিগ্রহ নিত্যানন্দস্বরূপ যে প্রকার দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া বলিয়াছেন—

"আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি"

—এই গৌরভক্তাবতারও তদ্রূপ সর্ব্বজীবের দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে অযাচকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম' বিতরণ করিয়া অচেতন জীবের চৈতন্যদান করিতেছেন। আমার ন্যায় কত পড়ুয়া, পাষণ্ড, অধম, কর্ম্মজড়, সমন্বয়বাদী, মায়াবাদী, পঞ্চোপাসক, গৌরনাগরী, বিষয়ী, গৃহব্রত, স্ত্রৈণ, আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত কতপ্রকার অন্যাভিলাষী ব্যক্তি সমস্ত অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব কথা ও পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মসৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকে এতকাল মনোধর্ম্মকেই 'আত্মধর্ম্ম বা'ভক্তি' বলিয়া ভ্রম করিতেছিল শ্রীকাঞ্চ-চৈতন্য প্রভুর কৃপায় সুকৃতিমান্ জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিতেছেন—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

এইরূপে শ্রীকাঞ্চ চৈতন্যপ্রভু নিত্যানন্দের ন্যায়—

"প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

হরিদাস।

(চিরস্থায়ী আমন্দ)

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য

[কলিরাজের সভা। কলি কনক সিংহাসনে উপবিষ্ট; "কামিনী" ও 'হিংসা' নাম্নী দুইটী মহিষী এবং 'দ্যূত' 'পান' নামক দুইটী ভৃত্য নিরন্তর কলিরাজের বিবিধ সেবা করিতেছে। 'গর্ব্ব' নামক মন্ত্রী কলিরাজের রাজকার্য্য পরিচালনার্থ নানাপ্রকার মন্ত্রণা দান এবং অনৃত, মদ, কাম ও বৈর নামক প্রধান পার্ষদবর্গ তাঁহাকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত ও সাহায্য করিতেছেন।]

কলিরাজ। একচ্ছত্র চক্রবর্ত্তী ধরিত্রী মাঝারে!
নাহি কোন প্রাণী, দেব, দৈত্য বা মানব,
ত্রিভুবনে নাহি কোন জীব, নাশে মোর দর্প!
ছিল কোন দিন ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিৎ—
পরাক্রান্ত নররাজ, যাঁ'র ভয়ে কাঁপিত হৃদয়!
কালের প্রবল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
সেহ, নরগণ এবে সবে আমার অধীন।
কনক-কামিনী-সেবী, সদা পশুবধে রত;
গর্ব্বনামে মন্ত্রী মোর তাঁ'র মন্ত্রে সুদীক্ষিত
মিথ্যা, মদ, কামবৈর সনে সদা মৈত্রী!
মোর সম দিগ্বিজয়ী প্রবল প্রতাপ—
কে আছে গো প্রিয়ে! আর সমগ্র জগতে!

কামিনী। স্বামিন্, সত্য, সত্য, অতি সত্য বাক্য তব।
ধন্য অবলাজাতি আমি, পেয়েছি তোমা হেন
পতিসঙ্গ!

কলি। হে সুন্দরি! বল দেখি, তুমি আমার কি কি সেবা সৌভাগ্য লাভ ক'রে আজ নিজকে অত ধন্য ব'লে মনে ক'রছ?

কামিনী। স্বামিন্, আমি আপনার অতি বিশ্বস্তা সহধর্ম্মিণী, দেখুন্ দেব, একমাত্র আমারই সাহায্যে আপনি সমগ্র পৃথিবীকে জয় কর্ত্তে পার্‌বেন। নাথ! আমাকে অবলা জেনে দুর্ব্বলা ভাববেন না। দিগ্বিজয়ী বীরকেও আমি একটী সামান্য ভ্রূভঙ্গে বশীভূত ক'রে আপনার পদসেবায় নিযুক্ত কর্ত্তে পারি।

কলি। আনন্দিত হ'লেম, বড়ই আনন্দিত হ'লেম। অয়ি হিংসে! তুমি আমার কি সেবা করেছ?

হিংসা। স্বামিন্, সমগ্র পৃথিবী আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আপনারই সেবা ক'রছে। আমি বহু ভাবে জীবের নিকট প্রবিষ্ট হ'য়ে তা'দিগকে আপনার ঐ রাতুলচরণাগ্রিকে নিয়ে আস্‌ছি! ঐ দেখুন্, জগতে যত পশুহত্যা, সব আমারই ক্রমে হচ্ছে। রাজা, প্রজা, ব্যবসায়ী, ধার্ম্মিক, বড়, ছোট সকলেই আমার আশ্রয় নিয়েছে।

কলি। বল কি হিংসে! ধার্ম্মিকগণও তোমার আশ্রয় নিয়েছে!

হিংসা। স্বামিন্; তবে শুনুন্; ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মের নামে পশুহিংসা ক'রছে। বিষ্ণু-সেবা ভুলে গিয়ে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের নাম ক'রে পঞ্চসূনায় রত হ'য়েছে। ধর্ম্মের নাম করে লোকদিগকে কুপথে চালিয়ে তা'দের প্রতি হিংসা ক'চ্ছে, নিজেরা নানাভাবে বঞ্চিত হ'য়ে নিজদিগকে হিংসা ক'চ্ছে। স্বামিন্! সকলেই যে আমার অনুগত। নাথ! আমার আনুগত্য ছাড়া কি জগতের একটী প্রাণীও আপনার সেবাধিকার পেতে পারে। আবার শুনুন্, 'অহিংসাপরমধর্ম্ম' প্রচারকগণের নিকটও আমিও ছদ্মবেশে প্রবেশ ক'রেছি। তা'রা কিন্তু আমার চাতুরী ধর্ত্তে পারে নাই!

কলি। বেশ, বেশ তোমরাই যথার্থ সহধর্ম্মিণী—পতিপরায়ণা রমণী তোমরা দুই সপত্নী চিরএয়োস্ত্রী হও! তোমাদের পরস্পরের ভেতর প্রণয় দেখে আমার হৃদয়ে আজ বড়ই আনন্দ হ'চ্ছে। [দ্যূত ও পানের দিকে তাকাইয়া] আমার বিশ্বস্ত সেবকদ্বয় আমার কি সেবা করছে?

দ্যূত। প্রভু! বিশ্বের সবলোককেই আমি আকর্ষণ ক'রে আপনার পাদপদ্মে নিয়ে আস্‌ছি। আমার মন ভুলানো খেলায়, বাক্‌চাতুর্য্যে কৌশলে না ভুলেছে এমন ত'

কাহাকেও দেখি না। মহারাজের স্মরণ আছে? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পুণ্যশ্লোক নলরাজাকে পর্য্যন্ত একদিন মোহিত করে তাঁ'দিগকে বনবাসী করেছিলাম! অন্যের কা কথা! আপনার অধীনস্থ মাণ্ডলিক ভূম্যধিকারী প্রজাবর্গ সব আমারই কৃপায় আপনার সেবা পেয়ে ধন্য হ'য়েছে।

পান। প্রভো! আমার সেবা কার্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন্। ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সকলেই আমার প্রভাবে আপনাতে আসক্ত। জগতে আমার পরাক্রম ক্রমশঃই নানা-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'চ্ছে ব'লে লোকেরও আপনার প্রতি আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপারী, পান, চা, তামাক, নস্য, চুরোট, গঞ্জিকা, ভাঙ্গ, অহিফেন, চরস প্রভৃতি কত বিচিত্ররূপে আমি লোকের নিকট গিয়ে উপস্থিত হই, আর তা'রাও আমার মোহনমূর্ত্তিতে ভুলে আমার প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়ে ও ক্রমে আমার নিষ্ঠাবান সেবকরূপে পরিগণিত হয়। তখনই আমি তাঁ'দিগকে প্রভুর পাদপদ্মে নিয়ে আসি।

কলি। ধন্য আমি। সত্য সত্যই ধন্য। কারণ আমার ন্যায় এতগুলি বিশ্বস্ত পরিকর লাভ ক'রেছে, ত্রিভুবনমধ্যে এমন প্রধান আর কোথায়ও দেখা যায় না। জগতে অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হ'তে পারেন, রাজচক্রবর্ত্তী হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁদের অনুচরগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও বিশ্বস্ততার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই যে কনক সিংহাসন (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) পরীক্ষিৎ মহারাজ আমার প্রভাব জেনে আমাকে ইহা উপহার দিয়েছেন। অপরাপর আসন উহার কাছে অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র। এই কনক-সিংহাসনই আমার নিত্যপীঠ, এর সৌন্দর্য্যে সকলেই আকৃষ্ট, মুগ্ধ, আমার পদানত।

মন্ত্রী। মহারাজাধিরাজ, আপনি ক্ষত্রিয়গণ সকলকেই বশীভূত ক'রেছেন। এবার ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, কুলীন, বিরক্ত তপস্বিগণকেও আপনার পদানত ক'চ্ছি। শুনেছি, নবদ্বীপ নামে একটী রমণীয় স্থানে মহা-মহা-অধ্যাপক, কুলীন পণ্ডিত, তপস্বী, ধনীর বাস। মহারাজের আদেশ হ'লে সেই স্থানটীকে এখনই আক্রমণ কর্ত্তে পারি। শুনেছি, সেখানে ভবিষ্যতে একজন তেজস্বি পুরুষ আবির্ভূত হ'বেন, তিনি নাকি মহারাজ পরীক্ষিৎ হতেও অধিকতর শক্তিধর। মহারাজ এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার না করা পর্য্যন্ত রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

কলি। মন্ত্রি, তুমি মন্ত্রণায় বৃহস্পতি। সুতরাং এ বিষয়ে আর আমার অনুমতি অপেক্ষা ক'চ্ছ কেন?

পারিষদ। মহারাজ, আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে মন্ত্রিমহোদয়ের মন্ত্রণার সমর্থন ক'রছি। আমরা এ বিষয়ে আপনাকে সর্ব্বদা সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। আপনি গৌড়দেশ আক্রমণ করুন্। ঐ দেখুন মহারাজ, দুইজন ব্যক্তি আমাদের সভার দিকে দৌড়িয়ে আসছেন—

[সকলের উদ্‌গ্রীবলোচনে অবস্থান।]

[দুইজন অধ্যাপক পণ্ডিতের পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ করিতে করিতে কলির সভায় আগমন। পণ্ডিতদ্বয়ের মস্তকে লম্বমান শিখা, গাত্রে নামাবলী, গলদেশে রুদ্রাক্ষ ও কপালে ত্রিপুণ্ড্র।]

তর্করত্ন।—ভো ভোঃ স্মৃতিপঞ্চানন! কুতস্ত্বম্ এজসি ত্বরিতপদসঞ্চারণঃ?

স্মৃতিপঞ্চানন। অহো! তর্করত্নমহোদয়ঃ সংপ্রাপ্তঃ। কিং ন জানাতি ভবান্ যদস্য মম বৈশ্যবরঃ ধনদাস গুপ্তস্য মাতুঃ শ্রাদ্ধবাসরে গৃহীতং তদ্দানাঙ্কপদাতিং? সাম্প্রতং তদৈব গম্যতে।

তর্করত্ন।—কিং ভবতা গৃহীতং তদ্দানং? তৎ কথং ন লব্ধা মম নিমন্ত্রণ পত্রিকা?

স্মৃতিপঞ্চানন। কার্পণ্যমেবাত্র কারণং বৈশ্যাকুলাধমস্য, যেন পূর্ব্ব প্রাগেব নিবেদিতোহহং "আমন্ত্রয়িষ্যামি ভবন্তং কেবলং কতিপয় এব প্রধানাঃ পণ্ডিতাঃ" ইতি। তৎ কুতো ভবৎ প্রসঙ্গঃ!

তর্ক! রে মূর্খ! নাহং ত্বয়া প্রাধান্যেন পরিগণিতঃ?
　　কো মাদৃশঃ পণ্ডিতমণ্ডলেঽস্মি-
　　ন্নপণ্ডিতাগ্রণী তীক্ষ্ণবুদ্ধিঃ।
　　সদৈব বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গজাতৈ-
　　র্যদঙ্গনং সঙ্গতমত্র শিষ্যৈঃ॥

অপি চ তদা রাজধান্যামার্ম্মিতে পণ্ডিতসমাজে মম্যোপ-স্থাপিতং তর্কবৈবের্দ্দানামনিত্যত্বং স্বীকৃতমবনতমস্তকৈঃ সর্ব্বৈরেব। লব্ধঞ্চ রাজসম্মানং তদপি কিং নাবগতম্?

স্মৃতি। আস্তাং তে ঘটপটাদ্যুৎকটপদপ্রকটনপটীয়সী

বিচারপ্রণালী কোনাম ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ত্বদ্‌বচনং প্রমাণং সমধিগচ্ছতি, পশ্য খলু অস্মিন্ নবদ্বীপে—

গোঘাতকঃ পরবধূনিরতঃ সুরাপঃ
বেশ্যা-প্রবঞ্চনপরঃ পতিতপ্রধানঃ।
সর্ব্বে বিশুদ্ধিমুপযান্তি ধৃতোপচারা
গঙ্গাজলং মম বচশ্চ গতিং প্রপন্নাঃ॥

তদলং তৃণকল্পিতেন ত্বদ্‌বচনেন। ইদানীং প্রকৃতমেবানুসরামি।

(প্রস্থান)

তর্ক। অহো দৈবং যতো মূর্খা জনা মাদৃশমখিলবিদ্বদ্‌গণগুণভূষিতমবজ্ঞায় পণ্ডিতকুলাধমমেনমেবোপাসতে। যাতু তাবদহমপি স্বগেহং গচ্ছামি। (প্রস্থান)

[অধ্যাপকদ্বয়ের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই দুইজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

১ম ব্রাঃ—(উপবীত ঘসিতে ঘসিতে) "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ", "ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্"—এসব শাস্ত্রবাক্য। কেষ্ট বিষ্টু সব আমাদের অধীন। তা'রা সব নর। সুতরাং আমরা তা'দের গুরু! দেখনা শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের কত সম্মান দিয়েছেন। তাই কেষ্টকে ব্রহ্মণ্যদেব বলে থাকে। কেষ্ট ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছিল।

দ্বিতীয় ব্রাঃ—কালঃ কলিঃ, কালঃ কলিঃ !! তাই এখন বৈদিক ধর্ম্মে আস্থা ছেড়ে এই আমাদের নবদ্বীপের বামুনের ছেলে গুলো শূদ্রের ধর্ম্মে প্রীতি ক'চ্ছে। শ্রীবাস শর্ম্মা, কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য—এরা সব বামুনের ছেলে হ'য়ে হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট, নাম উচ্চারণ ক'চ্ছে, শূদ্র ম্লেচ্ছ বিচার নাই, সকলকে দণ্ডবৎ ক'চ্ছে, শূদ্র দণ্ডবৎ ক'ল্লে তাঁ'কে আশীর্ব্বাদ না ক'রে 'দাসোঽস্মি' ব'ল্‌চে, খাওয়া দাওয়ার বিচার ত' উঠিয়েইদিয়েছে, ব'ল্‌চে আমরা পেসাদ পাচ্ছি, তা'তে আবার উচ্চাবচ জাত্ বিচার কি? আবার শুনছি কে একজন যবন এসেছে! বামুনের ছেলে হ'য়ে কমলাক্ষ তা'কে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াচ্ছে! নবদ্বীপে এত বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ থাকতেও এমন অনাচার !! চল, সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে ডেকে নিশ্চয়ই এর একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে॥

[এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান, দুইজন শাঙ্কর সন্ন্যাসীর আগমন]

দুইটী সন্ন্যাসী সমস্বরে—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মাতা ন জন্ম ন বন্ধুঃ।
ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
নবা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

সন্ন্যাসী। অহো, ভগবান্ শঙ্কর 'তত্ত্বমসি, মহাবাক্যের প্রচার দ্বারা জগতের কি হিতই না বিধান ক'রেছেন! চল, সন্ধ্যা আগতা, আমরা এখন সুরেশ্বরীর কূলে গিয়ে ধ্যানে উপবিষ্ট হই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবগুলোর দেখ্‌ছি ক্রমশঃই মাথা গজিয়ে উঠ্‌ছে। ভগবান্ শঙ্করের মাহাত্ম্য এরা বুঝ্‌তে অক্ষম, এদের জন্মই বৃথা। কতকগুলো ভাবকালি, নাচাকোন্দাকেই এরা ধর্ম্ম ব'লে মনে করে! ওঁ শিবঃ ওঁ শিবঃ। এদের নাম কর্ত্তেও নেই।

[নিষ্ক্রমণ]

(গান করিতে করিতে দুই জন নাগরিকের প্রবেশ)

(গান)

ওমা মঙ্গলময়ি মঙ্গলচণ্ডিকে!
মনের বাসনা, পূরাও হে মা, হে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে॥
তুমি (মা) মহামায়ারূপিণী, সকল ভুক্তিপ্রদায়িনী
কর মা করুণা, ঘুচাও যাতনা, রাখ মা সন্তানে
ওই পদান্তিকে॥

তুমি মা (আমার) মনসারূপিণী, জরৎকারুমুনিপত্নী
বিষহরা ওমা তুমি শরণাগত-পালিকে॥

প্রথম নাঃ। ভাই কা'ল সারাদিন জেগে চণ্ডিকার আরাধনা করেছি। মা আমার কৃপাময়ী, আশুতোষেরই মত বরাভয়প্রদায়িনী। আমার ছেলেটী এখন মায়ের কৃপায় ভাল থাকে, তা'হ'লেই হয়।

দ্বিতীয় নাঃ। ভাই, আমার এখনই যেতে হচ্ছে। ছেলের বিয়ে। কাল ঘটক এসেছিল, বল্লে ছেলের শ্বশুরের বছরে দেড় লাখ্ টাকা আয়। ক'নেটীও দেখতে তত মন্দ নয়। আজই মনসা মায়ের পূজার জিনিষপত্তরের ফর্দ্দ কর্ত্তে .হ'বে। পুরোহিত মশা'য়কে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে বলেছি। এবার ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা দেবো। তুমিও আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

প্রথম নাঃ। চল, আমিও যাচ্ছি। (উভয়ের প্রস্থান)

মন্ত্রী। দেখ্‌লেন মহারাজ! আপনার কৃপায় সমস্ত গৌড়দেশ আমাদের করতলগত। আর চিন্তা নাই। দুই একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই আপনার গুণকীর্ত্তন করচে। জয় কলি মহারাজের জয়!! জয় কলি মহারাজের জয়!! (সমস্বরে জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান ।।

(নেপথ্যে গীত)

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

শ্রীনাম কীর্ত্তন।

আচার্য্যানুগমনে

(দুগ্ধতুণ্ডী)

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার ডায়েরী

[চিরস্থায়ী অমৃতখণ্ড]

বিংশ দিবস

৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩১ সন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভগবজ্‌জ্ঞান—এই দুইটী বস্তু দুইটী বিপরীত দিকে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগের বস্তু। রাবণের ন্যায় ব্যক্তির ভগবচ্ছক্তিকে হরণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু সীতাদেবী রামচন্দ্রের ভোগ্যা হইলেও রাক্ষস রাবণের ভোগ্যা নহে। "সর্ব্বং বাসুদেবময়ং জগৎ," 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্,' এই বুদ্ধি থাকিলে আমাদের ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি,—"ভগবান্ আমাদিগকে দুঃখে রাখিলেন কেন? কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে ভগবান্ আমাদিগকে অন্যরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ভাঃ ১০।১৪।৮

অর্থাৎ হে ভগবন্, যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা আপনাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনি অনায়াসেই মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎ স্মরণ হইত না। জগতের দুঃখই তাঁহার দয়া। খেলনা দ্বারা যেমন পিতামাতা ছেলেপিলেকে ভুলাইয়া রাখেন, তদ্রূপ মায়াশক্তিও আমাদিগকে ধনজন ও জাগতিক সুখাদিদ্বারা আমাদিগকে ভগবৎ পাদপদ্ম হইতে দূরে রাখেন। পৃথিবীর চাকচিক্যে ভুলিয়া পৃথিবীর উন্নতি বিধানের জন্য অভ্যুদয়বাদী কর্ম্মী হওয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীব প্রভুত্রয় আমাদিগের ন্যায় মূঢ়জীবকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বিষয়-পরিত্যাগ-লীলাভিনয় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রাকৃতজীবের ন্যায় বা সাধনসিদ্ধ ভক্তের ন্যায় পূর্ব্বে বিষয় আসক্ত, অদিব্যজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর। তাঁহাদের কোন সময়েই দিব্যজ্ঞানের অভাব নাই। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। আমরা ঐ প্রভুত্রয়ের লীলাভূমির পূতরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি। ধামবাসিগণ আমাদিগকে কৃপা বিতরণ করুন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা শেষ হইলে মালদহবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ী নামক জনৈক স্থানীয় উকীল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও সভ্যগণকে আন্তরিক হৃদয়োচ্ছাসজ্ঞাপিকা একটী প্রার্থনা নিবেদন করেন। উহার মর্ম্ম ৮ই ফাল্গুন ১৩৩১ সনের 'মালদহ সমাচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহা গৌড়ীয়

পত্রের ৩য় বর্ষের ১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় উকীল ও শ্রীরামকেলী-সংস্কার সমিতির অধ্যক্ষ পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি,এল, মহোদয়ের হরিকথা প্রচারে যত্ন ও আগ্রহ এইস্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তৎপর দিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণকে শ্রীরামকেলী দর্শন করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নিমাই

(চাপাকল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমাইকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়ে শচীদেবীর আর মন ঠিক থাকে না। কখন ছেলে আসবে বোলে, ভাবতে থাকেন। আজ অনেক ব্যালা হোয়ে গ্যালো এখনও ছেলে এল না। ঠাকুর পূজো হোয়ে গিয়েচে ঠাকুরের ভোগ খাওয়া হোয়েচে। ব্যালাও মাতার ওপোর এসেচে। কি হোলো হয় তো কোন ছেলের সঙ্গে কোন খানে খ্যালা কোরতে গিয়েচে। এই রকম ভাবচেন আর পতের দিকে চাচ্চেন। ঐ বুঝি আসচে। এমন সময় নিমাই এসে পোলো। শচীদেবী তাড়াতাড়ী কোরে কোলে নিয়ে বোল্লেন হাঁ ধন আজ এত ব্যালা হোলো যে! কত ক্ষিদে পেয়েচে, চলো মাণিক আমার, খাইয়ে দিইগে।

নি। মা আমি সব শিকিচি।

শ। কি শিকেচো ধন।

নি। বানান ফলা আমি সব শিকিচি মা।

শ। পাগল ছেলে। দুদিন পাটশালে গিয়ে কি সব শেকা যায় ধন? শিকতে কতদিন লাগে, কত মেহনত লাগে, তবে বিদ্যে হয় ধন।

নি। আমি সোত্যি বোলচি মা, আমি সব শিকে ফেলেচি।

শ। হাঁ রে! বোলিস কি! বাঁড়িয্যেদের বিনোদ আজ তিন মাস হাতে খড়ি দিয়েচে, সৌ বলে আজও একটা অক্ষরও শিকতে পারে নি। আমার পাগোল, যা মনে আসে তাই বলে।

নি। সোত্যি মা, গুরু মশায় বোলেচেন আজ তোমার তাল পাতা লেকা সারা হয়ে গ্যালো, কাল চিলতে নিয়ে এসো নাম লেকা শিকিয়ে দেবো।

ছেলে পাগোল ওর সঙ্গে আর বেশী কতা বোলে কি হবে মনে কোরে, শচীদেবী নিমাইকে নাইয়ে দিতে নিয়ে গেলেন। নাইয়ে খাবার দি'লেন। নিমাই খেয়ে খ্যালা কোরতে বেরুলো। শচীদেবী কত মানা কোরতে লাগলেন, কিছুতেই শু'নলে না দোড় মারলে। শচীদেবী পেসাদ পেয়ে একটু শুয়ে আরাম কোরতে লাগলেন। জগন্নাথ মিশ্রি বাড়ী ছিলেন না শচীদেবী আরাম কোরবেন কি নিমাইয়ের কতা মনে এলো। এমন পাগল তো আর না হয়। মনে কোরে ছিলাম পাটশালে দিলে, পাগলামী অনেক ক'মে যোবে, খ্যালাটাও একটু কম হবে' তা কিছুই হোলো না। দুদিন পাটশালে গিয়েই বলে কি না আমি সব শিকে ফেলেচি। এমন পাগোল কি আর কোন খানে থাকে! উনি বলেন ওর কিছু হবে না তাই ভয় তো কিছুই হবে না সেই কতাই সত্যি হবে। এই রকম মনে কত ভাবনা আসচে তার আর কুল কিনারা নেই।

ব্যালা পোড়ে গিয়েচে, আর বেশী ব্যালা নেই রোদের তাতও আর তত নেই। জগন্নাথ মিশ্রি কোতা গিইছিলেন বাড়ী এলেন। শচীদেবী তাড়াতাড়ি কোরে উঠে, পা ধোয়ার জল দিলেন। পিঁড়েয় একটা মাদুর পেতে দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রি পা ধুয়ে বোসলে পর, শচীদেবী পাকা নিয়ে এসে বাতাস কোরতে লাগলেন। বাতাস কোরতে কোরতে বোল্লেন, আর শুনেচো? তোমার পাগলের কতা শুনেচো?

জ। কি হোয়েচে কি? কি কতা?

শ। না কিছু হয়নি দুপুর ব্যালা নিমাই পাটশাল থেকে এসে আমাকে বোল্লে, মা আমি সব শিকে ফেলেচি বোলে সব তাল পাতা গুলো ছড়িয়ে ফেলে দিলে।

জ। কোতা গ্যালো।

শ। যাবে আর কোতা তার সেই খ্যালা। খ্যালা কোরতে চোলে গ্যালো।

জ। ওই টুকু ছেলে ওর বুদ্ধি কত, ওর বুদ্ধির ভেতোর সেন্দুতে পারে এমন কে আছে? সব শিকে ফেলেচি

বোল্লেই আর পাটশালে দেবে না, বেশ খ্যালার সুবিদে হবে। এই মতলব আর কি।

শ। না না, ওকে গুরুমশায় নাকি বোলেচেম "নিমাই আজ থেকে তোমার তালপাতা লেকা সারা হোয়ে গ্যালো, আর তালপাতা আনতে হবে না, চিলেত নিয়ে এসো, নাম লেকা শিকিয়ে দেবো।"

জ। য়্যা! বলো কি! দুদিনের ভেতোর সব ফলা বানান শিকে ফেল্লে। বলো কি? কৈ দেকি, তালপাতা গুলো সব কুড়িয়ে নিয়ে এসো দিকি।

শচীদেবী সব তালপাতা গুলো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথ মিশ্রির কাচে রেকে দিলেন। তিনি তালপাতার সব লেকা দেকে একেবারে থ হোয়ে গেলেন। বোল্লেন তাই তো! যে রকম লিকেচে দেকচি, এ রকম দু সাত মাসেও কেও লিকতে পারে না। কথাটা কি! এসব তারই লেকা তো? না আর কোন ছেলেকে দিয়ে লিকিয়ে এনেচে। সে গ্যালো কোতা?

সমালোচনা

(দধি)

আমরা "The Chaitanya Movement by M. T. Kennedy M. A." নামক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তকখানির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের অবগতির জন্য প্রয়াস দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তি। তিনি এই গ্রন্থ লিখিবার কালে জনৈক বঙ্গদেশীয় গোস্বামি-উপাধিধারী ব্যক্তির (!) সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই গ্রন্থকার তাঁহার ভূমিকামধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থটী দশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তুলনা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণানুসারে কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদিও তিনি অন্যান্য অধ্যায়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তিনি ঐ সকল তথ্যকে তাঁহার জ্ঞান ও ধারণানুযায়ী মাপিতে গিয়া এবং স্থানে স্থানে তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষই প্রতিপাদন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে তিনি একজন কূটনীতি-কুশল ব্যক্তির ন্যায় বলিতে বসিয়াছেন যে, "কেহ যেন মনে না করেন, তিনি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের তুলনা করিতেছেন তাহা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা-প্রণোদিত ব্যাপার। কারণ ঐরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকে নিজের ধর্ম্মকে বড় করিয়া সাজাইতে উদ্যত হন।"

আমরা কেনেডি মহোদয়ের গ্রন্থের সমালোচনা বিশদ-ভাবে করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কারণ তিনি তাঁহার নিজের মাপকাঠিতে ও নিজের ব্যক্তিগত মনের ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা দেখাইয়া আত্মধর্ম্ম—ভক্তিকে যে প্রকার বিপর্য্যস্ত করিবার যত্ন করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা বিশেষভাবে না হইলে জগতের লোক বিকৃত বস্তুকেই স্বরূপবস্তু বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাবান্ হইবে। যদিও জগৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা অসৎকেই সত্য বলিয়া বরণ করিতে প্রয়াসী, তথাপি করুণাময় বৈষ্ণবগণ তাহার প্রতিষেধকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের পরদুঃখদুঃখি-হৃদয়ের স্বভাবনোচিত ধর্ম্ম—উদারতা। আমরা এই গ্রন্থের সমালোচনা ইংরাজী ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশিত করিয়া সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশ করিব।

এই গ্রন্থ সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিতে চাই, সেই কথাটী এই—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। উহা প্রাগ্‌বুদ্ধযুগেও জগতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং উহা অপর ধর্ম্মের ন্যায় অথবা কেবলমাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট নহে। সনাতনধর্ম্মের অপর নামই আত্মধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মের বিচার নির্ম্মল আত্মাই করিতে পারেন। যাঁহারা দেহাত্মবাদী, তাঁহাদের দ্বারা কখনও আত্মধর্ম্মের বিচার সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রাকৃত সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আত্মার ধর্ম্মকে দেহ ও মনের দ্বারা বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু উহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে স্বরূপধর্ম্ম বিচারিত হয় না। বিরূপকে

লইয়াই তাঁহারা টানাটানি করিয়া বঞ্চিত হন। আমরা একটী গল্প শুনিয়াছি যে, কোনও দেশ হইতে একব্যক্তি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, ঐ আগতব্যক্তির যে দেশে বাস, সে স্থানে আম্রবৃক্ষ বা আম্র নামক কোন ফল ছিল না। ঐ ব্যক্তি এ দেশে আসিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, আম্র নামে একটী মধুর ফল এদেশে পাওয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তির আম্র আস্বাদ করিবার জন্য আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি যে সময়ে এই দেশে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে আম পাওয়া যায় না। যাঁহাদের নিকট তিনি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিলেন যে "এ সময়ে ত আম পাওয়া যায় না, সুতরাং আপনার আমের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে এ দেশে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে হইবে।" কিন্তু ঐ বিদেশিব্যক্তির তত দিন অপেক্ষা করিবার সুযোগ না হওয়ায় তিনি উত্তরোত্তর আমের আস্বাদ পাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখাইতে থাকিলেন। ঐ বিদেশীয় ব্যক্তিটীর একটী বঙ্গদেশীয় ভৃত্য ছিল। সে প্রভুর উৎকণ্ঠা দর্শনে বাজার হইতে কিছু পাকা তেঁতুল ও চিনি সংগ্রহ করিল। পরে ঐ তেঁতুলের সারভাগ ও চিনি একত্র করিয়া উহাকে প্রভুর লম্বমান শ্মশ্রুমধ্যে মাখিয়া দিল এবং প্রভুকে বলিল আপনি এখন আপনার শ্মশ্রুটী চুষিতে থাকুন, তাহা হইলেই আমের স্বাদ বুঝিতে পারিবেন। বিদেশীয় ব্যক্তির আম সম্বন্ধে ধারণা হইল। তিনি তাঁহার দেশে গমনপূর্ব্বক সকলের নিকট ঐ আম্রফলের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং আরও বলিলেন, তাঁহাদের দেশে তজ্জাতীয় একটী ফল হইয়া থাকে, ঐ ফলটী তাঁহার আস্বাদিত আম্রে অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহার আস্বাদিত আম্রে সজীবতার অভাব। ইহা ব্যতীত ঐ আম্র আস্বাদ করিবার সময় লোমজাতীয় এক প্রকার বস্তু বড়ই অসুবিধা জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ ঐ আম্র ভক্ষণ করিলে অম্লরোগ হয়। এইরূপভাবে তিনি আমের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা প্রচার করিলেন। ঐ দেশে বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তি আমের মাহাত্ম্যপ্রচারকারীর কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া গমন পূর্ব্বক তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিতে পাইলেন। ঐ সকল কথা শুনিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি ঐ বিদেশীয়কে বলিলেন, 'আপনি কখনও আম আস্বাদন করেন নাই, অন্য বস্তু আস্বাদ করিয়া থাকিবেন।' কিন্তু ঐ বিদেশিব্যক্তি প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অস্বীকার করিতে সম্পূর্ণ-ভাবে অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে তর্ক, এমন কি, ঐ বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন।

আমরাও তদ্রূপ অনেক সময় আত্মধর্ম্মের কথা মনোধর্ম্মের দ্বারা বুঝিতে গিয়া বিকৃত বস্তুর ধারণাকেই স্বরূপবস্তুর সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান বিবেচনাপূর্ব্বক ভ্রান্ত হইয়া থাকি, ইহা আমাদের দুর্দ্দৈব মাত্র।

কোনও বস্তুর সমালোচনা করিতে হইলে, ব্যক্তিগত ধারণা বা সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হইয়া বিচার করিলে তাহার যথার্থ সমালোচনা হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আত্মার নির্ম্মলধর্ম্ম, জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম। সুতরাং উহাতে কোনও প্রকার অসৎসাম্প্রদায়িকতা নাই। জগতের মনোধর্ম্মগুলি অসৎসাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। মনো-ধর্ম্ম কোথায়ও বা সাম্প্রদায়িকতাবিহীন চিজ্জড়সমন্বয়কারী উদারধর্ম্ম বলিয়া জগতে পরিচিত থাকিয়াও অসাম্প্রদায়িক অসৎসম্প্রদায়রচনাকারী। শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বা জীবের স্বরূপধর্ম্ম তদ্রূপ কোন বস্তু নহে। সুতরাং 'কেনেডি' মহোদয় যে সমস্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানগম্য সত্য কথা বলিতেছেন, সেই সকল কথা আমরা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার মনের ছাঁচে মাপা বা তাঁহার বিবর্ত্ত-জ্ঞানোত্থ ধারণার কথাগুলির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইব। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা বিকৃতবস্তুকে মাপা যায়, কিন্তু অবিকৃত বা স্বরূপবস্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভোগ্য বা বিষয়ীভূত বস্তু নহেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত অবস্থাগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞানে যাহা বিচার করিয়াছেন এবং যাহা প্রকৃতপক্ষেও অনেক সময় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা বিচারযোগ্য, আমরা তৎসম্বন্ধে কেনেডি মহোদয়ের সহিত মতভেদযুক্ত হইতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, তাঁহার অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত কতকগুলি বিষয় অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। যেমন তিনি ঐ অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ত্তমান কালের জাতিগোস্বামী-দের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"Some cast doubt on all these geneologies on the ground that Nityananda's son, Bir Bhadra, had no descendants * * * A source of considerable in-

income is revealed by the fact that most of the public women of Calcutta are disciples of these 'Gosvamis. Often the property of these unfortunates is made over at death to there Gurus, and this, in addition to the generous yearly fees received from them makes no inconsiderable share of the income that flows in to the coffers of these 'Gosvamis'—(Page 15o). "In point of scholarship, the 'Gosvamis' as a whole are uneducated men * * * *. Some 'Gosvamis' combined business with their Guru-ship. Even though engaged in shopkeeping or what not they continue their relation to disciples."

'For spiritual guidance and any real moral and social leadership in all that makes for the progress and well-being of society, the 'Gosvamis' as a whole are not qualified. The principle by which they function in Baisnaba society is thoroughly vicious, the basis of their Guru-ship being inheritance rather than qualifications for leadership. No matter how worthless, ignorant and good-for-nothing a Gosvami's son may be he, becomes the object of the same reverence which his father received.(Page 158)

"কেহ কেহ নিত্যানন্দবংশীয় জাতি গোস্বামীদের বংশাবলী সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সন্দেহ করিবার কারণ এই যে, নিত্যানন্দনন্দন বীরভদ্র গোস্বামীর কোনও পুত্র ছিল না। সুতরাং নিত্যানন্দবংশীয়গণ যতই মেকী (spurious) হউক্ না কেন, তাঁহারা সমৃদ্ধিশালী, বিলাসী ও আরামী। কলিকাতার অধিকাংশ বারবনিতাই ইহাদের শিষ্যা। সুতরাং নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণ উহাদের নিকট হইতে অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেক সময় এই সকল দুর্ভাগ্যবতী পতিতাগণের অর্জ্জিত সম্পত্তি তাহাদের মৃত্যুর পরে গুরুর হস্তগত হয়। সুতরাং ঐ সকল পতিতা গুরুকে প্রতিবৎসর যে প্রচুর পরিমাণে বার্ষিক প্রদান করিয়া থাকে তাহার উপরে আবার উহাদের মৃত্যুর পর উহাদের সম্পত্তি পাইয়া গোস্বামিদের (?) ধনকোষ আরও পূর্ণ হয়। * * * বিদ্যাবত্তার দিক্ দিয়া দেখিলেও বর্ত্তমানের অধিকাংশ জাতিগোস্বামীই অশিক্ষিত ব্যক্তি। এই জাতিগোস্বামীদের মধ্যে কেহ কেহ সরিকী গুরু ব্যবসায় করিয়া থাকেন, দোকানদারী অথবা এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তাঁহারা না করেন, তথাপি তাঁহারা অর্থের জন্য শিষ্যগণের সহিত সম্বন্ধ রাখেন। পারমার্থিক পথপ্রদর্শন অথবা যাহাতে সমাজের উন্নতি বা মঙ্গললাভ হইতে পারে এরূপ কোন প্রকৃত নৈতিক অথবা সামাজিক নেতৃত্ব করিবার কোনও গুণ এই সকল জাতি-গোস্বামীতে দেখা যায় না। এই জাতি-গোস্বামিগণ যে প্রধান ভিত্তি লইয়া বৈষ্ণবসমাজে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণভাবে বিগর্হিত, কারণ তাঁহারা গুণগত যোগ্যতার দ্বারা গুরুরূপে নির্ব্বাচিত না হইয়া কেবল বংশগতবিচারে গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের বিচার এই যে, তাঁহারা যতই কেন না গুণহীন, মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য হউন্ জাতি-গোস্বামীর ছেলে হইলেই তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সম্মানের পাত্র হইবেন এবং গুরুর কার্য্য করিবেন।"

আমরা কেনেডি মহোদয়ের এই সকল কথার কি প্রতিবাদ করিব জানি না, সত্যকথার প্রতিবাদ করিলে সত্যের অপলাপ হয়। বর্ত্তমানের গোস্বামি-মহোদয়গণ কি বিদেশীয় ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ কলঙ্কে বিভূষিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? তাঁহারা কি এই কথার কিছু প্রতিবাদ করিবার যোগ্যতা রাখেন? তাঁহারা বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রয়াসযুক্ত, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কলঙ্ক কতদিন ঢাকিয়া রাখিতে পারিবেন? লোকের মুখ কত দিন চাপা দিয়া রাখা যায়? এই স্থানে কোনও তত্ত্বগত বিচার নাই যে, অধোক্ষজ-ভগবদ্ভক্তি তত্ত্বের কথা অক্ষজজ্ঞান দ্বারা অগম্য। বৈষ্ণবতাকে লোকে বুঝিতে ভুল করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানগ্রাহ্য মোটা নৈতিক ও সামাজিক কথা গুলি বিচার করিবার প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই অধিকার আছে, সুতরাং কেনেডি মহোদয়ের এই বাক্যগুলির বিরুদ্ধে বলিবার আমরা কিছু পাইলাম না বলিয়া বড়ই দুঃখিত।

কেনেডি মহোদয় তাহার পুস্তকের ১৭০-৭২ পৃষ্ঠাতে Female ascetics" শীর্ষকস্তম্ভে মর্কট বৈরাগী, নবদ্বীপ (?) বৃন্দাবন (?) ও বিভিন্নস্থানের আখড়ার সম্বন্ধে যে সমস্ত

ব্যভিচারের কথা এবং ঐ প্রকার ব্যভিচারজনককার্য্যে অনুমোদনকারী জাতি-গোস্বামিগণের কীর্ত্তির কথা (p 171) প্রত্যক্ষ উদাহরণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করার কিছু আছে কি? যদি এই সকল কথা সন্তোষজনক উত্তর ও আচরণদ্বারা প্রতিবাদ করিবার যোগ্য না হয় তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এই সমস্ত কলঙ্কের কথা ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থের দ্বারা সমগ্র জগতে প্রকাশিত হইলে এবং সেই ব্যভিচার-জনক কার্য্যকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে থাকিলে অথবা তাহাতে উদাসীন হইয়া কনককামিনী প্রতিষ্ঠা-সঞ্চয়ে প্রমত্ত থাকিলেই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল হইবে?

কেনেডি মহোদয়ের এই সকল কথা বর্ত্তমান বিকৃত বৈষ্ণবসমাজের সম্বন্ধে সত্য হইলেও স্বরূপশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি খুব কমই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদিও আমরা তাঁহার সহিত স্বীকার করি যে, বাহ্যদৃষ্টিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের সহিত অনেকটা এক প্রকার, কিন্তু ঐরূপ বাহ্যিক সমতা দেখিয়াই যে কর্ম্মের সহিত শুদ্ধা ভক্তিকে এক করিতে হইবে তাহা নহে। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া কলাপ ও শুদ্ধভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে বাহ্য-দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই, কিন্তু উভয়ের প্রয়োজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, দুইটী বিপরীত রাস্তা। পতিপরায়ণা সতী ও বারবনিতার কেশবিন্যাস, বেশভূষাদি সজ্জা বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইতে পারে কিন্তু তাহা কখনও এক নহে। আজ কাল বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুকরণে শুদ্ধভক্তি-বিরোধি ধর্ম্মগুলিতেই খোলকরতাল লইয়া সংকীর্ত্তন, স্তবস্তুতি পাঠ, গুরুপূজা, আরাত্রিক প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানু-ষ্ঠানের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তবে তিনি দেখিতে পাই-বেন যে, যাঁহারা আদৌ শ্রীগুরুর বা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা কেবল ভক্তিধর্ম্মের বিকৃতানুকরণ করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ঐরূপ পথ লইয়াছেন। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা কর্ম্মকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা ভক্তির সহিত বাহ্যদৃষ্টিতে এক দেখা গেলেও উভয়কেই একজাতীয় বলিতে পারি না। চা খড়ি-গোলা ও দুগ্ধ, পোকরাজ ও হীরক, চূণ ও দধি দেখিতে বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইতে পারে।

কেনিডি মহোদয় তাঁহার পুস্তকের Chapter x. এর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—Our desire is to find and set forth that religious truth by which men can best live their lives. All religions without exception, must face the testing of human experience, slowly but surely they are being winnowed by the centuries. Only that which, in the long run can best meet the insistant needs of humanity can hope to survive in the end. It is from such a point of view that we would pass in review the features of these two religions which have so many points of kinship, that we may see as clearly as may be wherein lies the fuller and richer truth for the needs of men." (P 217-218)—অর্থাৎ কেনিডি মহোদয় বলিতে চান যে, তিনি কোনও সাম্প্রদায়িকতার দিক্ হইতে ধর্ম্ম বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তবে তাঁহার মতে, যে ধর্ম্মের সত্যের সাহায্যে মানুষ সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই টীই খুঁজিয়া বাহির করা এবং উহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত করা। তাঁহার মতে সমস্ত ধর্ম্মই (ইহার মধ্যে একটীও বাদ যাইতে পারে না) নিশ্চয়ই মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষিত হইতে বাধ্য এবং ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই কালের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের অসার ভাগ পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য। কেনেডি মহোদয়ের মতে—চরমে যাহা মনুষ্যসমাজে প্রধান ও অত্যাবশ্যক প্রয়োজনগুলি পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে কেবল সেই ধর্ম্মই পরিশেষে বিজয়ী হইতে পারিবে। কেনেডি মহোদয় এইরূপ বিচারের দিক্ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম বিচার করিবেন এবং তিনি ঐ দুইটী বাহ্যিক সমতাযুক্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টীতে মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনের জন্য অধিকতর পূর্ণভাবে এবং উজ্জ্বল-ভাবে সত্য নিহিত আছে তাহা দেখাইবেন।

কেনেডি মহোদয় তাঁহার আরোহজ্ঞান ও জাগতিক বিচারপ্রণালী হইতে Utilitarian এর মত যাহা বিচার করিতে বসিয়াছেন ঐরূপ বিচারপ্রণালীর দ্বারা তদোক্ত

ভগবদ্ভক্তিরূপ আত্মধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে মাপিয়া লইবার যত্ন করিলে তিনি বঞ্চিত হইবেন। কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি যেরূপ নারিকেলের 'ছোবড়া' কামড়াইয়া সুস্বাদু নারিকেলের শস্য ও সুমিষ্ট জলপান হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন অথবা অপর বিদেশীয় ব্যক্তি যেরূপ তাঁহার শ্মশ্রুতে মাখান তেঁতুল ও শর্করার অম্লমধুর স্বাদকেই আম্র বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আত্ম ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিকে ক্ষুদ্র মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষা করিবার প্রণালী গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমরা বঞ্চিত হইব। কেনেডি মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের একজন সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি যেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই দেশে বর্ত্তমানে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার দ্বারা পৃথিবীর সব বস্তুকে মাপিয়া লইতে পারেন কি? যদি না পারেন তাহা হইলে আমরা বলিব যে, 'হে মহোদয় যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জড়গবেষণানিপুণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত জড়জগতের সমস্ত বস্তুকে মাপিয়া লইতে অসমর্থ, তখন আপনি আপনার জড়-মনের অভিজ্ঞতা, পঞ্চাশ, ষাট্ বা শত বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা দু'হাজার, পাঁচ হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া কি প্রকারে জড়াতীত বস্তুকে মাপিবার প্রয়াস করিতেছেন? ইহা কি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় বাতুলতা ও ধৃষ্টতা নহে? আপনি যে মনুষ্যসমাজের অভিজ্ঞানকে অত বড় মনে করিয়া বাস্তব বস্তুকে তাহার দ্বারা পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, আপনার সেই অভিজ্ঞতা কি কালের দ্বারা, দেশের দ্বারা, পাত্রে দ্বারা, ক্ষুব্ধ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় না? যদি পরিবর্ত্তিত না হইত তাহা হইলে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে চিন্তা-স্রোত ১৬শ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তিত হইল কেন? এইরূপ জড় জগতে ত নিত্যই মানব-অভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। মানবের অভিজ্ঞতা কতটুক যে, তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ পরিমাপকযন্ত্র লইয়া ভূমা পরম মহৎ ও পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস করিতেছেন। মানব-অভিজ্ঞতার দ্বারা মায়া (illusion)কে মাপা যায়। মানব-অভিজ্ঞতা জগতের যাবতীয় মনোধর্ম্মকে বা আত্মধর্ম্মের বিকৃতপ্রতিফলনকে মাপিবার সামর্থ্য রাখিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব-অভিজ্ঞতাও কখনও আত্ম-ধর্ম্মের সামান্য অংশটুকু পর্য্যন্ত মাপিয়া লওয়া দূরে থাকুক্ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না। মধুমক্ষিকা কাচভাণ্ডের সুরক্ষিত মধু দেখিয়া পান করিতে ধাবিত হয় এবং ঐ কাচ-ভাণ্ডের উপর বসিয়া মধুপানের চেষ্টা করে, তাহার দ্বারা কি ঐ মক্ষিকা ভিতরের মধু স্পর্শ বা উহার স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? মানুষের অধিকতর প্রয়োজন-পরিপূরক ধর্ম্মই যে সত্যধর্ম্ম হইবে তাহা নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশুর ধর্ম্ম মানুষের অধিকতর প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম হইতে পারে, কারণ উহার দ্বারা ভালরূপে জীবিকা অর্জ্জন, স্বচ্ছন্দে জগতে অবস্থান, লৌকিকতা ও সামাজিকতা পরিচালন, অবৈধব্যভিচারী না হইয়া বৈধব্যভিচারী বা যোষিৎপূজক সভ্য ভব্য কাপড় চোপড়ে সাজা ভদ্র-লোক-রূপে অবস্থান ধর্ম্মকে মনপ্রফুল্ল রাখিবার বা ধর্ম্মমন্দিরাদিগকে বহুপরিশ্রমের পর শ্রমলাঘব করিবার স্থানরূপে পরিণত করণরূপ ব্যাপার দ্বারা আমরা মনুষ্যসমাজের প্রয়োজনগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণগুলি ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে পারি এবং আমাদিগের ব্যক্তিগত-ধারণা লইয়া মনে করিতে পারি যে, আমরা যদি এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া যাই তাহা হইলে পরকালে আবার এইরূপ স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলে একত্রে মিলিয়া একস্থলে সুখে অবস্থান করিতে পারিব। এইরূপ ধর্ম্মের ধারণাকে মনো-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মানুষের প্রয়োজন বা সংসারে সমাজে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিবার উপায় উদ্ভাবনরূপ ধর্ম্মের সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহা ইন্দ্রিয়পর অক্ষজ জ্ঞানবাদীর সে সম্বন্ধ জানা নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-পরিপূর্ণকারী, আত্মধর্ম্মবিবর্জ্জিত দেহ ও মনের প্রয়োজন বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারী মানুষকল্পিত ব্যাপার-বিশেষ নহে। সুতরাং কেনেডি মহোদয় যে ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখিতে বসিয়াছেন, সেই স্থান হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ দেখা যায় না। সুতরাং সেই স্থলের উপর দাঁড়াইয়া তিনি যাহা কিছু ভোগবুদ্ধিতে দেখিতেছেন সমস্তই স্বরূপের বিকৃতি অর্থাৎ অন্যবস্তু। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার গ্রন্থের আরও বিশদ সমালোচন করিব।

প্রার্থনা

[রসমঞ্জরী]

(১)

একমঝু নিবেদন শুনহুঁ গোসাঁঞি

অশরণ শরণ চরণ-সরোজ মাহা
দীন হীনে দানবি ঠাঁই ॥ ১ ॥

ভবমাহা ঐছে পাপ নহি শুনবি
যো নহি—কয়লু হাম।

তুঁহু যব ছোড়বি কোই নহি পুছব
পতিতপাবন তুয়া নাম ॥ ২ ॥

মায়া কুহকী মোহে মোহি মন-বিচরলুঁ
কানু-অভয়-পদ সার।

নিজ জন সাধন অবতোহে ভেজল
তুহুঁ পঁহু কৃপা-অবতার ॥ ৩ ॥

সুদারুণ সংসার তরইতে তব পদ
বিধিনিবিহীন সুতরণী।

যো-সো অবোধ জন ভবভয় অসমুঝ
অশরণে যাতব প্রাণী ॥ ৪ ॥

সুদুলহ মানব- জনম, জনম ধনি
সুলহসে করমকি ভাগি।

কো—পদপঙ্কজ- গৌরব-সৌরভে
মধুপানে নহ অনুরাগী ॥ ৫ ॥

বেদ পুরাণ শাস্ত্র অগণন
গাওয়ত তুয়া গুণ গান।

যোগী করমি জ্ঞানি দেবপূজক ধ্যানি
তুয়া সম হাম না মান ॥ ৬ ॥

যব পঁহু দেখবি বিমুখ তো মুখে মন
কেশে ধরি রাখবি পাশ।

চাতক বারিদ হেন তুয়াপদ মঝু
কহ তঁহি এ **অধম** দাস ॥ ৭ ॥

---

(২)

অব পঁহু করু অবধান

কর যুগ যোড়ি সো পদপঙ্কজে
কহোঁ তোহে করুণা নিধান ॥১॥

সুদারুণ দারুণ ইহ ভব সাগর
তঁহি মাঝে নিমগন হাম।

বহু কালে অনুকূল কূল সম পাওলু
অভয় চরণ বরধাম ॥২॥

লখইতে জগমহা মোসম লঘুবর
হামত কাহো না জান।

করুণাক ভাজন হাম সর্ব্বোত্তম
হামে ছোড়ি দোসর নামান ॥৩॥

নয়ন কিনারে যব তুহুঁ পেখবি
থোরহিঁ থোর পরিমাণ।

ভাগহি ভাগ তা সম কো মঝু—
লাখ শত নহত সমান ॥৪॥

ভুকুতি মুকুতি দুই পিশাচিনী মানলুঁ
আন কথা বাঘিনী জ্ঞান।

তো মুখ-সরসিজ- মধু ঝরু ঝর ঝর
তাহে মঝু ভরল দুকান ॥৫॥

সো মধু মধুতর পৈঠি শ্রবণপুটে
চিতকি হরত অজ্ঞান।

গোউর গিরিধারি চরণ কমল বরে
ধরত বিমল তত্ত্বজ্ঞান ॥৬॥

যো মঝু অহমিকা অব দূর ভাগব
জাগব স্বরূপ গেয়ান।

অসতকি সাথ বাত না ফুকরব
তব পদ ধরব ধেয়ান ॥৭॥

যো তুয়া উনমুখ সোই মম বান্ধব
বিমুখে বিমুখ মঝু জ্ঞান।

এ অধম-দাস আশ চরণ বর
যোহি ভকতি প্রেম ধাম ॥৮॥

প্রচার প্রসঙ্গ

[সন্দেশ]

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ রঙ্গপুরের কুড়িগ্রামে কয়েকজন ভক্ত সহ বক্তৃতা, পাঠ, নগর সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবতকথা ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকথা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া স্থানীয় অধিবাসি-গণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবার শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। শ্রীপাদ দিব্যহরি অধিকারী মহোদয়ের অপূর্ব্ব নর্ত্তন ও কীর্ত্তনে সকলে সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ এখন ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্নে কলিকাতার অধিবাসী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয়ের আগ্রহাতি-শয্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থ ভক্তবৃন্দ সহ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের সমক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে আমরা পাঠকগণকে সেই বক্তৃতার চুম্বক উপহার প্রদান করিব, এরূপ আশা পোষণ করিতেছি। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি,এ, মহোদয়ের মধুর গৌরবিহিত কীর্ত্তনে স্থানটী মুখরিত হইয়াছিল।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে দীর্ঘকালব্যাপী মহা-মহোৎসব অতি সুদক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া অপূর্ব্ব ও আদর্শ স্থানীয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবানিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুযোগ্য ও আদর্শ সম্পাদকবর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু—ইঁহারা সকলেই অক্লান্ত সেবার দ্বারা এই মহামহোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পরম ভাগবত শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী মহোদয়ের ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী মহোদয় ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারি-বৃন্দের সেবা-প্রবৃত্তি অতুলনীয়। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ কলিকাতা জোড়াবাগানস্থ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কলিকাতার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১লা কার্ত্তিক শুক্লাগৌরপ্রতিপদ তিথি দিবস শ্রীপাট দেনুড়ে প্রতিবর্ষের ন্যায় ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত দিবসব্যাপি কীর্ত্তনমুখে ঐ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরনিত্যানন্দে পরম-শ্রদ্ধাবান্ ঠাকুর-বৃন্দাবনের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মহান্ত মহাশয়ের পরম উৎসাহ ও সেবাসুষ্ঠুতা এই মহোৎসবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ গত ১১ই কার্ত্তিক বুধবার শ্রীএকাদশী দিবস কলিকাতাবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বিরহ মহামহোৎসব

কলিকাতা গত ১২ইকার্ত্তিক বৃহস্পতিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর মহারাজের একাদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অতি সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পাঠ, শ্রীল গৌরকিশোর স্তব-গান এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীবনীর আলোচনা, তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের উদ্দেশে বিরহ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর জলন্ত স্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহাজ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক স্বনামপ্রসিদ্ধ বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ মহোদয় স্বীয় স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিবিধ অলৌকিক গুণরাশি, মাহাত্ম্যসমূহ ও সুদৃঢ় রাধাগোবিন্দ সেবাসূচক ঘটনাবলী মধুর ভাবে সমাগত শ্রবণমুগ্ধ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের তৃষিত কর্ণরন্ধ্রে হরি-

কথাপীযুষধারা ঢালিয়া অশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত শ্রোতৃগণ নির্ব্বাক্ হইয়া অলৌকিক প্রভুর অলৌকিক হরিভজন-চেষ্টা কিছু বুঝিতে পারিয়া সময়ে বাবাজী মহারাজের অর্চ্চা-বিগ্রহের সম্মুখে গললগ্নিকৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জ-বিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অদম্য উৎসাহ ও যত্নে সমাগত ব্যক্তিগণকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

ঢাকায়—নিজস্ব সংবাদদাতৃগণ ঢাকার শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের একাদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে উত্থান একাদশী দিবস অহোরাত্র কীর্ত্তন-উৎসব এবং তৎপর দিবস আবাল বৃদ্ধবনিতা ধনী নির্ধন সকলকে অকাতরে নানাবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আরও বিশেষ বিবরণ আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিব।

MADHWA GAUDIYA MATH, DACCA.

Your grace Mahotsab unparalleled unprecedented unique this year. Dacca people amazingly astonished. Innumerable gentlemen joined our gathering crowned with Math Director Tirtha Maharaj. Judges, Chairman, Munsiffs, Professors, Teachers, Students, Merchants, Zaminders and others representing all societies attended all through. Sumptuously treated to Mahaprasad, number of people wonderfully exceeded previous years. All unanimously praised success due to untiring energy of all devotees and unflinching devotional capacity, activity and dexterity of Bharati Maharaj.

বিবিধ সংবাদ

(প্রকৃতিজনপাঠ্য)

চরকা আবিষ্কার

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে আমি বহুদিন চিন্তা করতঃ কার্পাসের সূতা প্রস্তুত জন্য একটী সূতার মেশিন আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তাঁহাতে অতি সহজে অন্ততঃ ৩০টা চরকার কার্য্য একজনে করিতে পারিবে। আমার অর্থাভাব হেতু প্রস্তুত করাইতে পারিতেছি না, যদি স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষী কোন মহাত্মা উহার নমুনা লইয়া প্রস্তুত করতঃ দেশের হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। অথবা অনুসন্ধান করিবেন। ইতি সন ১৩৩২ সাল ১১ই কার্ত্তিক।

শ্রীহলধর নন্দী

১০নং বিশ্বনাথ সেনের ষ্ট্রীট, শ্যাম বাজার, কলিকাতা
অথবা—পোঃ পূর্ব্বস্থলী, মাধাইপুর (বর্দ্ধমান)

সমবায় ভৈষজ্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস

নদীয়া কৃষ্ণনগরে পরম উদ্যোগী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত কালী ব্রহ্ম সান্যাল মহোদয় এক সুবৃহৎ খাঁটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহার নিজ ভৈষজ্য উদ্যানে বহু মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া উৎপন্ন করিয়াছেন। নিজের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদীয় সকল প্রকার ঔষধ এই কারখানায় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। আমরা এই কারখানা হইতে মঠের সেবক-গণের জন্য দশমূলারিষ্ট, দ্রাক্ষারিষ্ট, মকরধ্বজ, কোষ্ঠশুদ্ধ-মোদক, ফেরিওস (জ্বরের) প্রভৃতি কতিপয় ঔষধ ব্যবহার্থে পাইয়াছি এবং আশাতীত ফল পাইয়াছি। কালীবাবুর ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া "ঔষধে কথা বলে" এই প্রবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই কারখানার ঔষধ বাজার অপেক্ষা সস্তায় বিক্রীত হয়। কালীবাবুর সরলতা, সাধুতা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইবেন।

চট্টগ্রামের ভূমিকম্প

চট্টগ্রাম, ২৮শে অক্টোবর।

গত রাত্রি ১১টার সময় এখানে সামান্য রকমে ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ভূমিকম্প অধিক্ষণ স্থায়ী হয় নাই।

—:০:—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে কার্ত্তিক ১৩৩২, ৭ই নবেম্বর ১৯২৫ | ১২শ সংখ্যা

মহোৎসব

'আত্মদর্শন'

[ভিক্ষে]

নিখিল "বর্ষে"র মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন ?—আত্মদর্শন জন্য। এই বর্ষে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীভাগবত প্রভৃতি আত্মদর্শনের পূতধারা নিত্য প্রবাহিত। ইহা সেই বর্ষ যেস্থানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, প্রাকৃত বাক্যাতীত বাস্তব বস্তু মানবের যাবতীয় কপটতা নিরস্ত করিয়া স্বীয় ধাম সহ অবতীর্ণ—যে পুণ্য-বর্ষে ঐ পর-সত্য বস্তু জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া নিত্যমাধুর্য্য ও নিত্য ঔদার্য্য-ময় লীলার বিস্তার করিয়াছেন। ইহা সেই বর্ষ যথায় শ্রীনন্দনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র দাতৃশিরোমণিরূপে অনর্পিতচরী-স্বভক্তিশ্রী আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন —যথায় তিনি শচীনন্দনরূপে সুরধনীর তীরে তীরে আত্মদর্শনের যথার্থ পরিচয় এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনামোদে নৃত্য করিতেছেন—যথায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবে দয়ার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া অতি পতিত জগাই মাধাইকে মহাভাগবত করিয়াছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষ্যারণ্য এই ভারতবর্ষে নিত্য প্রকাশিত রহিয়া আত্মদর্শনের নিত্য উৎসরূপে বিরাজমান এবং এই বর্ষে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী —আচার্য্য চতুষ্টয়-আচরিত ও প্রচারিত আত্মদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে নিত্য প্রকাশিত।

হায়! আজ সেই ভারতবর্ষে এ কোন্ আত্মদর্শনের অভিনয় চলিতেছে? আজ ভারতবাসী বিশ্বের সমগ্র ভূভাগের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলিয়া জগতের সম্মুখে যে 'আত্ম'পরিচয় প্রদানে ব্যাকুল, সেই 'আত্মা'র দর্শন লাভ ঘটিলে কি ভারত রঙ্গালয়ে 'আত্মদর্শন' জন্য ধাবিত হয়! হায়! ভারত কি অবশেষে আত্মদর্শনের অধিকারী হইয়া আত্মদর্শনের পূর্ণ পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে? আজ ভারতে এ কি ভীষণ কুদর্শন! সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-প্রতীতিতে জড়কে 'ঈশ্বর' ও জড়ের পরিচর্য্যাকে 'নারায়ণ' পরিচর্য্যা বলিয়া দর্শন করিতেছে! ধিক্ মূঢ় আমরা! আমাদের আত্ম ও পরবঞ্চনায় ধিক্!

ভীষণ দুর্ভিক্ষ !!

[শতপুষ্পী শাক]

চারিদিকেই হাহাকার। ক্ষেত্রে শস্য নাই, ভূমিতে তৃণ নাই, গাছে পাতা নাই, জলাশয়ে জলাভাব। শূন্যগৃহ, চারিদিকে শ্মশান—মৃতাস্থি। কোথাও কখনও পীড়িতের আর্ত্তনাদ ও মুমূর্ষু নরনারীর কাতরোক্তি শুনা যায়। জনমানবশূন্য পথিমধ্যে কদাচিৎ কোথাও অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার ভূমিশয্যায় শায়িত দুই একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নগ্ন ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আকাশপানে চাহিয়া চাহিয়া জীবনধারণের বৃথা আশা পোষণ করিতেছে। কোথাও কোনও উত্থানশক্তিরহিত, বিকৃতমস্তিষ্ক মানব আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার আশায় পিশাচের ন্যায় নিজের মাংস নিজেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত। পথে ঘাটে হাটে মাঠে সহরে বাজারে নগরে গ্রামে এখানে সেখানে চারিদিকেই মৃতের স্তূপ। শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনীর মহোৎসব। ভীষণ-দুর্ভিক্ষ-সহোদরা মহামারীকে সঙ্গে লইয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

হে সুধীমণ্ডলি! ইহার প্রতিকার নাই কি? হে দয়াদ্রচিত্ত ভারতবাসী! এই ভীষণ দৃশ্য আপনাদের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু আকর্ষণ করে না কি? হে ডাক্তার, মোক্তার, প্লীডার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, জমিদার, ট্রেডার প্রভৃতি মহাজনগণ আপনাদের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় কোথায়? আমার এই উচ্চ চীৎকার আপনাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিবে না কি? দয়ার্দ্রচিত্ত পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই এই দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বিবরণ ও এই সংবাদদাতার পরিচয় জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। হয়ত' কোনও কোনও ধনবান ব্যক্তি চাঁদার খাতায় সহি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; স্বাস্থ্যবান পুরুষ হয়ত' তাঁহার শরীরের দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের সাহায্যার্থে উৎসুক হইয়াছেন; বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও বাগ্মী ব্যক্তিগণ হয়ত' সভাসমিতিদ্বারা এই সকল কথা জনসাধারণের অবগতির জন্য ও তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য না জানি কত উপায়ই উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ কেহ হয়ত এই দুঃস্থ নরনারীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

কিন্তু আমার ভয় হয় প্রত্যক্ষ ও নশ্বর হরিবিমুখ স্থূল ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় তর্পণ করাকেই যাঁহারা "দয়া" বা "মঙ্গলবিধান" আখ্যা প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত অনেকেই আমার এই সংবাদে উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সুকৃতিবান দূরদর্শী ভ্রাতৃবৃন্দের সহানুভূতি পাইবই পাইব। তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের ঘোষণা করিতেছি। এ দুর্ভিক্ষ হরিনামের দুর্ভিক্ষ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ! যাহাতে আত্মার পুষ্টি ও তুষ্টি হয়—এমন যে হরিনাম তাঁহার দুর্ভিক্ষ চারিদিকেই।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

এই যে জীবের দুর্গতি—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখরাশি—ইহার মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিমুখতা বা অবিদ্যাবন্ধন। ইহাই জীবের আর্ত্তির মূল কারণ সংসারতরুর বীজ। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সঙ্গে এই বীজ ধ্বংস করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন হরিনামের বন্যায়—

"জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥"

কালের কুটিলগতিতে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকুল আবার দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত। আবার ঐ বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া ক্রমে পল্লবিত, পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া অসংখ্য তরুর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ফেলিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, কলিহত জীবের দুর্গতির কথা। সংসারচক্রের নিষ্পেষণে অন্যাভিলাষীর কাতর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ, আকাশকুসুম কল্পনালুব্ধ স্বল্পবুদ্ধি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পরিণাম ও সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিপিশাচীর ভৃত্যগণের সর্ব্বনাশের কথা কোন চেতন ব্যক্তির চিত্তকে দ্রবীভূত না করে? বিনা—

"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥"

কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি এ হরিনামের দুর্ভিক্ষ উপলব্ধি না করিতে পারেন? পরদুঃখদুঃখী অদোষদর্শী এক মহাজন এই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্যই একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উদ্দেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠে কাঁহার হৃদয় ব্যথিত না হয়?

"শ্রীগৌরবিমুখভাব,　　রাধাকৃষ্ণ প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি,　　কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধি ছলে মৌনী তবে॥
অবলম্বি' জড়ভাব　　জড়ত্যাগে ব্রহ্মলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা,　　দেখি প্রকাশিল জরা,
অন্তর দশায় ভজে সুখে॥
মিছা ভক্ত অভিমানে,　　মূঢ় লোক নাহি জানে;
অপরাধ কৈল ভক্ত পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে,　　চায়, ভক্তে দেখিবারে
অবশেষে অপরাধ হায়॥
জীবের দুর্গতি হেরি,　　কত অশ্রুপাত করি,
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ,　　কর গৌরহরি কায,
এবে তুমি করিয়া আচার॥"

ইহাই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মালিক ও শিরোভূষণ শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর ভাষাতেই ইঁহার পূর্ব্ববিকাশ।

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাতরক্রন্দনোত্থ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী যাহার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার কি আর জড়ের ন্যায়, শবের ন্যায় জাড্যভাব শোভা পায়? যদি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন আমাদের মরমে মরমে, শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত না করে, জীবে দয়াবৃত্তি উন্মেষিত না হয়, তবে কি আমরা মনুষ্যপদবাচ্য? ভাই ভারতবাসী! আর কতদিন অতি ক্ষুদ্র দয়া, তুচ্ছদয়া" পশুদয়া--যাহা পশুতে ও দেখা যায়—সেই অনিত্য নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া মানবোচিত দয়া সেই "অমন্দোদয়া" দয়া—সূর্য্যের দর্শনে বঞ্চিত থাকিবে? কবে ভাই ভারতবাসী, কবে ভাই বঙ্গবাসী! তোমরা বিরূপগ্রস্ত গোস্বামিব্রুবগণের আনুগত্য ছাড়িয়া স্বরূপগোস্বামীপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবে? আর কবে ভাই কুদর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুদর্শনের আনুগত্যে এইদুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্রদর্শনে ব্যথিত ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ বাণী শিরে বরণ করিয়া লইবে—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার॥"

এখন আমার পরিচয় দেই। আমার নাম **গৌড়ীয়**।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আমি এই উত্তম ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনকারী—"গৌড়ীয়"। শুদ্ধাপরাবিদ্যাবাণীর বাহকসূত্রে আমাকে প্রতি সপ্তাহে ভারতবর্ষের বহুস্থানে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয়। সর্ব্বত্রই জীবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

তাই ভূমিকায় এই জীবন্মৃতের চিত্র দেখাইয়াছি। তাই আমার এই কাতর আহ্বান। আমার বিশেষ পরিচয় ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রস্তাব সময়ান্তরে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা থাকিল। বিষয়টী গুরুতর। আপনারাও ধীরভাবে উপায় উদ্ভাবন করুন্।

বৈষ্ণব কি হিন্দু ?

[অপক আম্রসংযুক্ত নালীত শাক]

—একথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' অবাক্ হইবেন, কারণ সাধারণের ধারণা বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মের অন্যতম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা বিশেষ সুতরাং বৈষ্ণব হিন্দু। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপটী সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ হিন্দুশব্দবাচ্য নহেন, বৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নহেন। বৈষ্ণব কখন "পাষণ্ডী হিন্দু" নহেন। হিন্দুকুলোদ্ভূত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি সকলেরই বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা আছে, একথা সত্য। ইউরোপ, এসিয়া, আমেরিকা, সমগ্র পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন দেশস্থ, গ্রামস্থ, নগরস্থ, যে কোনও প্রাণীর আত্মবৃত্তি পরিস্ফুট হইলে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নামে অভিহিত করিলে "বৈষ্ণব" বলিতে যে বস্তুটী সেইটী উদ্দিষ্ট হয় না। যাঁহারা বৈষ্ণবকে হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি বলিয়া জানেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আমরা বৈষ্ণবের স্বরূপ এবং "বৈষ্ণব" কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধে বিকৃত মনঃকল্পিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে যাঁহারা তথাকথিত বৈষ্ণব, তাঁহারা এতদূর বিরূপধর্ম্মগ্রস্ত যে, তাঁহারাও এই ভুলটী করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিচয় দিতে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করেন—"আমরা হিন্দু, আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি," এইরূপ পরিচয় বৈষ্ণবের যোগ্য নহে। বৈষ্ণব নিজের পরিচয় বলিতে তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। তিনি নিজকে ভগবানের দাসানুদাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাসাভিলাষী দাস বলিয়া পরিচয় দিতেই নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কারণ ইহাই বৈষ্ণবের স্বরূপের পরিচয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। তিনি জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া "তুমি রাম, শ্যাম, যদু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, বিষয়ী অথবা পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, কিম্বা সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন,—এইরূপ কিছু উত্তর প্রদান করেন নাই। জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের নিত্যদাস। প্রত্যেক জীবই স্বরূপে কৃষ্ণদাস। এমনকি মহাপ্রভু জীবকে নারায়ণদাস বা বিষ্ণুদাস পর্য্যন্ত বলেন নাই। অতাত্ত্বিক বিরূপ-ধর্ম্মগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মনে করিবেন, "এটী মহাপ্রভুর গোঁড়ামি মাত্র"। কিন্তু মূর্খ মায়িক ধর্ম্মাধীন ব্যক্তিগণ যদি কোন দিন ভগবৎকৃপালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেদিন জানিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক জীবই সেই পরম তত্ত্বের অংশ ; সর্ব্বাবতারী পরম ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যাঁহারা নিজদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রহ্মোপাসক রূপে অভিমান বা নারায়ণের দাসরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদেরও স্বরূপে সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতির মূলতত্ত্ব, নারায়ণের চিত্ত-বিত্ত-হরণকারী সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবকের যোগ্যতা নিত্য থাকিয়া প্রতীতি সুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু একমাত্র হ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত জীবের সেই চরমদাস্যে অধিকার লাভ হয় না। নারায়ণের উপাসকগণও কৃষ্ণেরই দাস, তাঁহাদিগেরও স্বরূপে কৃষ্ণদাস্যের যোগ্যতা রহিয়াছে। বিষ্ণুদাসগণ সকলেই মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যে সকল মহাসৌভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণাকর্ষিণী হ্লাদিনীর সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই একমাত্র সেই স্বরূপটী উপলব্ধি হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"।

যাঁহারা বিরূপগ্রস্ত তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যস্বরূপটী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাই স্বরূপবিস্মৃতি-ক্রমে বিরূপ-গ্রস্ত হইয়া তাঁহারা নিজদিগকে কখনও হিন্দু, কখনও যবন-ম্লেচ্ছ, কখনও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, শূদ্র অন্ত্যজ, কখনও সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন, কখনও মহামায়ার সেবক, কখনও কামনাদাত্রী দেবতার পূজক প্রভৃতি অভিমান করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুদাস্যকে গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা মাত্র মনে করিয়া ক্রমশঃ আরও বিরূপতাকেই লাভ করিয়া থাকেন। তাই সাধু শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, জীব মাত্রই

বৈষ্ণব—"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।" সুতরাং বৈষ্ণব কখনও হিন্দু বা অহিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা অন্ত্যজ নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিও ইহাই—

"নাহং বিপ্রো নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমরা নিত্য ভগবদ্দাস। ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্য ধর্ম্ম। ভগবৎসেবকরূপে পরিচয়ই আমাদের নিত্য অভিমান। আমরা আমাদের স্বস্বরূপে নিত্য ভগবৎকিঙ্কর। ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যই আমাদের স্বধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম। আমরা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারি আমরা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ নানাবিধ পরিচয়ে পরিচিত বস্তু নাই। আমরা হিন্দু নহি, আমরা ম্লেচ্ছ নহি, যবন নহি, আমরা কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, খশাদি নহি, আমরা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, অন্ত্যজ নহি আমরা "ভগবানের নিত্যদাস।"

আমাদের এই নিত্য-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা আজ নিজদিগকে তর্কী বা (তুরস্ক) টার্ক্স বলিবার জন্য 'হিন্দু বা শ্রৌত' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অতব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হিন্দুর ধর্ম্ম বা দেহও মনের ধর্ম্ম রক্ষা করাকেই জীবনের ব্রত ও চরম প্রয়োজন মনে করিতেছি। অহিন্দু হইতে পৃথক হইবার বাসনায় হিন্দুর নামে পরিচয় দেওয়াকেই বড় একটা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি, কত মণ্ডলী সভা সমিতি রচনা করিতেছি, হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার্থ কত ভাবেই না যত্ন করিতেছি। হায়! মহামায়া আমাদের চক্ষুকে এইরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

গৌড়দেশে আজ বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকেই আমরা আমাদের বরণীয় মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতেছি, কারণ। তিনি আমাদের হিন্দুত্ব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালার এই অনিত্যাভিমান লইয়া ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই আমরা ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য হইয়া আত্মধর্ম্মযাজি-ঐকান্তিকবৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ করিতে শিখিয়াছি। তাঁহাদিগকে সদাচারভ্রষ্ট হিন্দুধর্ম্ম বিবর্জ্জিত মনে করিতেছি। তাই, অদ্বৈতাচার্য্য আমাদের বিচারে হিন্দুকুলোদ্ভূত হইয়াও হিন্দুসদাচারবিবর্জ্জিত, কারণ। তিনি ভগবদ্ভক্তকে আদর করিতেন। নিত্যানন্দ হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইয়াও আমাদের বিচারে অসদাচারী, কারণ তিনি মহাপ্রসাদমাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের ন্যায় বঞ্চিত ব্যক্তির ধারণানুযায়ী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধাচরণ (?) করিয়া মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ-বিচার বা জাতি-বিচার (?) দেখাইয়াছিলেন বলিয়া "আমার ন্যায় "**পাষণ্ডী হিন্দুর**" নিকট তিনি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রদাতা অর্থাৎ বঞ্চনাকারী একজন আমার বিরূপধারণার ছাঁচে গড়া একজন সদাচারী।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই "পাষণ্ডী হিন্দুর" একটী চিত্র তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—

* * *

হেন কালে '**পাষণ্ডী হিন্দু**" পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্যগীতবাদ্য যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥"

কলিযুগপাবনাবতারী, একমাত্র যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌরসুন্দরের বিরুদ্ধে একদিন হিন্দুনামে পরিচিত স্মার্ত্তগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। কারণ নিমাই তাঁহাদের ধারণানুযায়ী মনোধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া জীবমাত্রের একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম কীর্ত্তনাখ্য ভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। "হিন্দু পাষণ্ডীগণ" তাহাদের পারম্পর্য্যপ্রাপ্ত 'মেয়েলী' ধর্ম্মকেই তাঁহাদের হিন্দুয়ানী বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেয়েলী হিন্দুয়ানী ধর্ম্মমতে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজায় রাত্রি জাগরণ এবং তদুপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য কোলাহলে কোন দোষ নাই, কারণ উহার দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও হরিবৈমুখ্য বা পাষণ্ডতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার গার্হস্থ্য লীলায় বাহ্যপ্রতীতিতে তাঁহাদেরই মত উপনয়ন, বিবাহ, মাতৃপিতৃসেবা, গয়ায় শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা **বঞ্চিত** হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণায় "পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।" কিন্তু তিনি যখন ঐরূপ ক্ষুদ্র তর্কনিষ্ঠদিগের ধারণাকে গদাধরের পাদপদ্মে চাপা দিয়া আসিবার অভিনয় দেখাইলেন এবং যখন গৌড়দেশে আগমন পূর্ব্বক নিজ আত্মধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্য-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন, তখন নিমাই তাঁহাদের ধারণায় "গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।" কূপমণ্ডূক তাঁহারা যতটুকু কূপতাকে বড় বলিয়া, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনোধর্ম্ম যতটুকু ক্ষুদ্র ধারণাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছে সেই মনোধর্ম্মের ছেদনকারিণী কথাই তাঁহাদের নিকট 'বিপরীত কথা' বা নূতন কথা। তাই ভগবানের উচ্চকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, করতাল শব্দ তাঁহাদের "কর্ণে লাগে তালি।" তাঁহারা এতদূর দেহৈকসর্ব্বস্ব, দেহারামী, গেহারামী, হরিবিমুখ যে তাঁহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না যে, বহুপূর্ব্বের তাঁহার যৌবনাবস্থায় যখন ভদ্রসমাজে চলা ফেরা করিতেছেন, পুত্রাদির পিতা বা মাতা হইয়াছেন তখন আর তিনি নগ্ন বা নগ্না নহেন। মহামায়ার কপট কৃপায় তাঁহাদিগের ধারণা এতদূর বিপর্য্যস্ত। তাই, তাঁহারা বলিয়াছিলেন,

"নিমাই নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।"

হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥

—"আমরা যা'কে সেদিন তাহার বাল্যকালে খেলাধূলা করিতে দেখিলাম সেই জগন্নাথমিশ্রের পুত্র আমাদেরই মত মানুষ, আমাদেরই ছেলেপিলের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি মাত্র। আজ একটু বয়সে ও বিদ্যায় বড় হইয়া 'নিমাই' নামের পরিবর্ত্তে নিজকে অপরের দ্বারা 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করাইতেছে! এই ব্যক্তি হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই পাষণ্ডতা প্রচার করিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম—বিষহরি মঙ্গলচণ্ডী পূজা, বারমাসে তের পার্ব্বণ মৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধকরণ, বিবাহাদি করিয়া উত্তম নিরীহ বাহক পশুর ন্যায় গৃহব্রতধর্ম্মযাজন, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি করিয়া এ সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ, পরকালের ভয়ে দানধ্যানাদির দ্বারা ইহ জগতে বহির্ম্মুখ লোকদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহকরণ ও স্বর্গাদি লাভের জন্য যত্নকরণ। উদরভরণ ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির জাগতিক অভিজ্ঞান রচিত নামের সহিত ভগবানের নিত্যস্বরূপপ্রকাশক নামের সমন্বয় বিধান করিয়া কখনও কখনও ভগবৎ স্বরূপ নামের প্রতিবিম্বাভাস মাত্র গ্রহণ এবং ধর্ম্ম, ব্রত, ব্রতাদির সহিত ভগবন্নামের সাম্যজ্ঞান, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতিই হিন্দুর ধর্ম্ম। যেহেতু এই ব্যক্তি আমাদের এই সকল মনোধর্ম্মের বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন, সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম্মবিনাশকারী। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া অনেক নীচজাতি লইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে নীচজাতির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে, এই পাপে নিশ্চয়ই নবদ্বীপ 'উজাড়' হইবে! কৃষ্ণনামমহামন্ত্র ত' অন্যান্য জপ্যমন্ত্রের ন্যায়ই! আমরা ত জানি মন্ত্র কখনও অপরলোককে শুনাইতে নাই, অন্যলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আর নিমাই উহাকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে লোকের নিকট চীৎকার করিয়া জানাইতেছে এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্য দ্বারা এ ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিমত প্রচার করিতেছে।"

ঐ সকল বহ্বীশ্বরবাদী চিজ্জড়সমন্বয়কারী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নামকে কর্ম্মাঙ্গবিবেচনাকারী 'পাষণ্ডী হিন্দু' শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অবশেষে কাজির চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, কাজীকে গিয়া বলিলেন, 'এই নিমাই মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে অনেক বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং তুমি গ্রামের ঠাকুর হইয়া এ ব্যক্তিকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।

গৌড়ীয়-পাঠক-পাঠিকাগণ! জগতে এখনও এইরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধ করিবার জন্য "পাষণ্ডী হিন্দু" মহামায়ার কৃপায় জগতে চিরকালই অবস্থান করিবেন। এখনও আমার ন্যায় ব্যক্তি "পাষণ্ডী হিন্দু" হইয়া মনে করেন, 'আমার কৌলিক ও লৌকিকপারম্পর্য্যপ্রাপ্ত বিকৃতধারণাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত শুদ্ধ আম্নায়পারম্পর্য্যাগত বাস্তব সত্য—(যেহেতু উহা আমার মনোধর্ম্মের নিকট বিপরীত ও নবীন বলিয়া প্রতিভাত, সেই হেতু) উহা ধর্ম্মবিরোধিমত! বাস্তব সত্য চিরকালই আমি বা আমার সমজাতীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তনগণের মনঃকল্পিত ধর্ম্মের বিপরীত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি এতদূর "পাষণ্ডী হিন্দু" হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্য আমার যাবতীয় প্রয়াস নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অনেক সময় বৈষ্ণবের চেহারা লইয়া, 'লোক দেখান-বৈষ্ণব সাজিয়া "পাষণ্ডী হিন্দুয়ানী" করিবার সুযোগ করিয়া লই। আমি বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া, বিষ্ণু ও বৈষ্ণববংশ্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া কার্য্যতঃ 'স্মার্ত্তপাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়ি। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিয়া আমার পাষণ্ডতা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিয়া থাকি—'এ ব্যক্তিকে সে দিন দেখিয়াছি, এ ব্যক্তি আবার এখন নিজের পিতামাতার দেওয়া নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজকে নূতন নামে "বোলাইতেছে", এ ব্যক্তি আমার মত গৃহব্রত-ধর্ম্ম আচার প্রচার না করিয়া, "পাষণ্ডী হিন্দু" না হইয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পদলেহনকারী না হইয়া শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচার করিতেছেন! বিষ্ণু ও বৈষ্ণবপূজাকে, শ্রীনামকীর্ত্তনকে, শ্রীভাগবতগ্রন্থকে কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান না করিয়া, মহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া, আমার ধারণানুযায়ী "নীচ ব্যক্তিগণের" স্পর্দ্ধা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাসজ্ঞানে সম্মান দিয়া আমার কৌলিক ও লৌকিকপরম্পরাপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্ম্মের বিরোধাচরণ করিতেছে! এইরূপ ভাবিয়া আমি অনেক সময় শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে নির্য্যাতন (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প করিয়া থাকি। কিন্তু যখন বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য আমার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া বিধর্ম্মীর অর্থাৎ বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করি না। উহার নিকট তখন গিয়া বলি—এ বিপদে তুমি আমার ভাই ও বন্ধু। ঐ যে শুদ্ধ বৈষ্ণব দেখিতেছ—এ ব্যক্তি তোমার বিরোধ করিতেছে অর্থাৎ তোমার কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছে, ইহাকে তুমি তোমার অধীনস্থ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। তুমিই সমাজের একচ্ছত্র নেতা, দণ্ডমুণ্ডবিধাতা। আর আমি যে বৈষ্ণব সাজিয়া ছিলাম— ওটা কিছু নয়, আমিও তোমারই অধীন, আমিও ব্রাহ্মণ, তুমিও ব্রাহ্মণ সুতরাং এখন বৈষ্ণবের সঙ্গে বিরোধ করা যাক্ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে তাড়ান যাক্। আমি উদর-ভরণ, কনককামিনীসংগ্রহের জন্য যে বৈষ্ণবধর্ম্মযাজনের অভিনয় করিব সেটা তোমারই শাসনের অধীনস্থ থাকিবে অর্থাৎ আমার অভিনীত বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অধীন হইবে।

পাঠকপাঠিকাগণ! আচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এইরূপচরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া "পাষণ্ডী হিন্দু" বলিয়াছেন। এইরূপ "পাষণ্ডী হিন্দুগণ" কর্ম্মজড়, মুখে—কৃষ্ণবিষ্ণুগৌর-নিত্যানন্দ মানিলেও সম্পূর্ণ বিষ্ণু বৈষ্ণব বিদ্বেষী, পৌত্তলিক ইহারা বিধর্ম্মীর অনুগত হইতে স্বীকৃত, নাস্তিক কর্ম্মজড়ের পদলেহন করিতে প্রস্তুত কিন্তু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত হইলে পাছে তাঁহাদের গৃহব্রত ধর্ম্ম হইতে ছুটি হয়, পাছে অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের কোনও রূপে আত্মমঙ্গলের পথটী পরিষ্কৃত হয়—এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সতর্ক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় পরদুঃখদুঃখী গৌরজন ব্যতীত আমাদিগকে এরূপ পাষণ্ডতা হইতে আর কে উদ্ধার করিবেন, আর কেই বা শাস্ত্রযুক্তি ও বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিবেন? নিষ্কপটে গৌরজনের পদাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের এরূপ স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত অনিত্যাভিমান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। আমরা যেন আর "পাষণ্ডী হিন্দু" হইবার জন্য আগ্রহান্বিত না হই। আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা যেন নিষ্কপটে গৌরজনের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।

ত্বদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারকভৃত্য
ভৃত্যস্ত ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥

নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলা

[পটোল শাক]

ভক্তবাৎসল্যবারিধি ভগবান্ তাঁহার নিজজনের নিকট তাঁহার স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনের নিকট তিনি তাঁহার অসুর-মোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের নানাবিধ চিদ্বিলাসলীলাপর স্বরূপ এবং বিমুখ-বিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর-স্বভাব ব্যক্তির নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না।

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং॥"
—স্তোত্র-রত্ন-১৫শ

—"হে ভগবন্, আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অসুর-স্বভাব জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না!"

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ-যুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কখন ও ঐ সকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা অসুর-প্রকৃতি নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাঁহারা এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এই সকল কথাকে গোঁড়ামি বলেন, এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মানরক্ষাকে যুক্তি প্রদানে অসামর্থ্য বলিয়া মনে করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্যবঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার নানা প্রকার কদর্থ করেন এবং ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা জগতে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম রূপ গুণ লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ; তাহারা নাস্তিক মায়াবাদী শ্রেণীর লোক; আর একপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া, মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানা, কিন্তু, অন্তরে এবং কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই নিত্যানন্দচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণী মায়াবাদী, নাস্তিক নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য লীলার বিচার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে "নিত্যানন্দ জীব-শিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন?" এই সকল মূর্খ নাস্তিক লোককে কি পতিত-পাবন নিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে তিনি স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু? শ্রীকৃষ্ণই আর একটী মূর্ত্তিতে বলদেব; সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। সেই নিত্যানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবলীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশরূপে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য, উহা ক্ষুদ্র জীবের অতীত ব্যাপার। কোনও আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের ন্যায় অভিনয় করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারের লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারের আচরণ দেখাইলেও, তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলা অনুধাবন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে

এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বা মধ্যমাধিকারীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আবার তিনি যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহার চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রান্তি (?) শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচারক শ্রীধর স্বামীর সম্মান, সমুদ্রে যমুনা ভ্রম (?) সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম (?), হইতেছে, এইরূপ নগপৎব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং, যে সকল বিমুখ ব্যক্তি নিত্যানন্দের আচার্য্য-লীলা, এবং সেই স্বতন্ত্র পুরুষের যুগপৎ ঈশ্বর লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে ঐরূপ অপরাধ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্য-লীলায় জীবশিক্ষা-দাতা, আবার ঈশ্বরলীলায় সমগ্র যোষিৎকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমৎ তত্ত্ব; সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি বলদেব তত্ত্ব, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার ও রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন —

"যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরা ও রামের রাসে করেন স্তবন॥
*　　　*　　　*
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥"
—চৈঃ ভাঃ আদি ১ম।

প্রাকৃত সহজিয়াকুল আবার অভিন্ন শ্রীরোহিণীনন্দনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (!) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিলেন!! এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর লোক নিত্যানন্দকে তাঁহাদেরই মত একজন হাড়মাসের থলীওয়ালা জন্মমরণ-শীল বস্তু মাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছেন। এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তি নিজে নিজে এরূপ মত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ডতা সমর্থন করিবারই সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তিপ্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও লিপিবদ্ধ নাই। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন বিবাহ করিলেন তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন? তিনি যদি অনুমতি নাই দিলেন তবে নিত্যানন্দপ্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অসার লোকের এরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। কারণ, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতই বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে নিত্যানন্দপ্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই ঐ কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর, 'ভগবত্ বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব; বদ্ধজীবের ন্যায় কোনও বিধির বাধ্য নহেন' ইহাই নিত্যানন্দের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়াপতি, বৈষ্ণবগৃহিণী, গুরুপত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্য, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুব্রুবের কল্পিত-ভোগ্যার সহিত এক নহে। ঈশ্বর বা প্রভু বস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ। ইহাই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম বিরক্ত শুকদেব গোস্বামীপ্রভু পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন; ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন —

—"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

—ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এই স্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণু বস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ বিষ্ণুবস্তু

পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং, জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাৎ বলদেবতত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধূত বৈষ্ণবশিরোমণি বলিয়াই বিবেচিত হন, তবে তাহাতেও ঐ ঈশ্বরবস্তুতে কোনও দোষ স্পর্শ করেনা। ঈশ্বর বা সমর্থশালী বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা করিবার যোগ্য। অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব কপরমহংস কখনও গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাঁহার গৃহস্থালী কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা গৃহব্রত ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। পরন্তু, বৈষ্ণব গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ। সুতরাং, নিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থবান্ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণু-তত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যান তাহা হইলে তাঁর সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন—

> ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
> তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
> কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
> ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

> গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
> যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্॥

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৪-৩৫।

—তত্ত্ববিদ্‌বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য এবং আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন; এবং ঈশ্বর বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া, বিচার করিবেন অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ক্রমে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্ত্বায়, তির্য্যক্ মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর; তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার। যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, এবং কোন প্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কি প্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য-বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছা জাত। সুতরাং তিনি প্রাকৃতকর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানদজ্ঞানগম্য-বিধির বশীভূত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের, নিখিলদেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশ-স্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ সম্ভাবনা হইতে পারে?

যাঁহারা বলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করেন বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীরধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন তাঁহারা নিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উদ্দিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদিষ্ট অবিরুদ্ধ যে সকল আচরণ তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বরস্বরূপে রাসাদিলীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশলাভ ঘটিবে

> নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
> বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩০।

—অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ কার্য্য দূরে থাকুক কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্রব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা-প্রযুক্ত দেহাদি-পরতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরী বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবতবাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরভদ্র প্রভু ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ঐরূপ পাষণ্ডতা আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরভদ্র-প্রভুর বাক্য অমান্য করিয়া বিষ্ণুদ্বেষী 'চূড়াধারী' নামক একটী সম্প্রদায় রচনা করিলেন। এই সকল চূড়াধারী সম্প্রদায় বীরভদ্র প্রভুর পরিত্যক্ত।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্রপুরুষ অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান, বা অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষিসম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রত-ধর্ম্ম সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাবর্ত্তিত মতের বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'অতিবাড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্তগুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ' দলে সহজিয়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরভদ্রপ্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। গৌরসুন্দরে ভোগ-বুদ্ধি-করিয়া গৌরনাগরীবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া সহজিয়াবাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৩২)

(স্থান—কলিকাতা বাগবাজার।)

[পেচরায়]

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—সর্ব্বদাতৃগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান লীলা করেন, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ গৌরবর্ণ তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুতে সর্ব্বপ্রকার দানশীলতা আছে, তিনি প্রেমময় বিগ্রহ। শাব্দিক মহোদয়গণ বিচার করিবেন যে 'কৃষ্ণ' শব্দটী বুঝি অন্যান্য শব্দেরই ন্যায় একটী আভিধানিক শব্দ বিশেষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ঐ প্রকার অক্ষজ-ধারণার অতীত অধোক্ষজ বস্তু। যে কোনও বস্তুবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়াই এক-মাত্র সহায়। নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নিরর্থকতা দূরীভূত হইয়া অর্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জগতের নাম রূপ গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর, এবং একের মধ্যে অপরের ব্যবধান বর্ত্তমান। জগতে 'বৃক্ষ' শব্দটী, বৃক্ষের রূপটী, বৃক্ষের গুণটী বা বৃক্ষের ক্রিয়াটী কিছু সেই সাক্ষাৎ বৃক্ষ বস্তুটী নহে। 'বৃক্ষ' এই নামটী হইতে বৃক্ষের স্বরূপ বা বৃক্ষের বস্তুত্ব পৃথক্। 'বৃক্ষ' এই নামটী উচ্চারণ করিলে, কিছু বৃক্ষের বস্তুত্ব বা ফল উপলব্ধি বা উপভোগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু, 'কৃষ্ণ' এই নামটী ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তুতে কোন ভেদ নাই। 'কৃষ্ণ' এই নামটীর দ্বারা (নামাপরাধ বা নামাভাস নহে) সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপটী—কৃষ্ণের চিদ্বিলাসময় স্বরূপ-বিগ্রহটী উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, কৃষ্ণই একমাত্র অর্থ, অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধস্পর্শ-শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তববস্তু অর্থাৎ চিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুদ্বারা দর্শন-যোগ্য বস্তু, কর্ণদ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্যবস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবস্তু কাহারও কোন্ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার? তিনি কর্ম্ম ও প্রাকৃত জীব বা মায়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। যাহার দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় তাহার নাম মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে [illegible]। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় [illegible]। ভগবানের অপ্রাকৃত নামরূপ গুণ লীলা, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার কোন দিনই নহে। ভগবান অধোক্ষজকে [illegible] দ্বারা গ্রহণ করা যায়, চক্ষুদিয়া [illegible] না, কেবল এই বহির্মুখাভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেখানে যে চক্ষুদ্বারা কাদামাটি জল, কলিকাতার সহর, স্ত্রীপুত্র, পরিবারের দর্শন করি, সেই চক্ষু দিয়া নয়। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ববস্তু। [illegible] বলিয়াছেন "এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ বিলাস যথা— চতুর্ব্যূহ, বিবিধ প্রকাশাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাদি [illegible] কৃষ্ণের অংশ, কেহ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ না যথার্থভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধারণা হইবে না। [illegible] নামরূপ গুণ লীলা সেই কৃষ্ণবস্তুর। তাহারই বিকৃত প্রতিফলন আমরা এই জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর বকাসুর বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা; কিন্তু অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্যলীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পামর, অজ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপাপূর্ব্বক চরণ-সম্পদ প্রদান করিবার জন্য উন্মুখ। একটি আধটি সম্পদ নয়, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে উদগ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে দান করিতে উদ্যত তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের হস্তামলকরূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমাসীন থাকিতে পারেন। তিনি এমন দান করিতে বসিয়াছেন যাহার দ্বারা সমগ্রবস্তু আমাদের করতলগত হইতে পারে। সেই মহাবদান্য গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার কথা অর্থাৎ তাঁহার দান সমগ্র জগতে প্রদত্ত হউক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র জগৎকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু সমগ্র জগৎ জ্ঞান-বোধে অজ্ঞান-অবিদ্যাকে, আলোক বোধে অন্ধকারে বাস করিতেছেন; কেহ বা বলিতেছেন, আমি বৌদ্ধ—বুদ্ধ অর্থে জাগ্রত। বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার চেতনের কি জাগরণ হইয়াছে? চেতনের বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুটাবস্থাই কি অচিৎ-নির্ব্বাণের জন্য পিপাসা? বৌদ্ধ বলে বুদ্ধ অচিৎ হইয়া যাওয়া বা পরিনির্ব্বাণাবস্থা লাভ করিবার জন্য জীবকে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব তাহা বলেন না।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

বুদ্ধ অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া কি এতটুকু ক্ষুদ্র? চৈতন্যদেব জীবকে কোন্ হিংসাধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সুধীব্যক্তিগণ কি একবার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন? বৌদ্ধ জানেন বুদ্ধ স্থূল ও মানস দেহকে রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন, কই আত্মাকে রক্ষা করিবার কথা ত' বলেন নাই। বুদ্ধতে যে দয়ার কথা আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে অনন্তকোটি-গুণে অনন্তপ্রবাহে তদপেক্ষা কত অধিক দয়াস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে।

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ-ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

শ্রীচৈতন্যের দয়া কেবলমাত্র অবিদ্যাপ্রতীতি বা বাহ্যজগতের চিন্তাস্রোত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, ব্রহ্ম ও পরমাত্ম অনুশীলন হইতে যিনি জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ মহাবদান্য। শ্রীচৈতন্যের জীবের প্রতি যে অনুগ্রহ তাহার তুলনা হয় না। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন, বুদ্ধদেব যে বিষ্ণুর অবতার। তাঁহারা জানেন কি শ্রীচৈতন্যদেব যে অবতারেরও অবতারী। শ্রীচৈতন্য দেবের অহিংসাধর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র আংশিকভাব প্রচার.

করিবার জন্য বুদ্ধদেব একজন নৈমিত্তিক অবতার আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে নিত্য অবতারী। ঐরূপ অহিংসা ধর্ম্ম-ত' কোটী কোটীগুণে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আবদ্ধ। তাই শ্রীচৈতন্যানুগতগণ শ্রীবুদ্ধদেবকে কখনও অমর্য্যদা করেন না। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধ বা বিমোহিতব্যক্তি-গণের কোনও কথা শ্রবণ করেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথার অন্তর্ভুক্ত জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট ও ভাল কথা। চৈতন্যদেব ত' সর্ব্ববৃত্তির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনুগত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। গৃহব্রতধর্ম্ম আর কিছুই নহে, উহা চৈতন্যবিমুখতা স্বরূপের উপলব্ধির অভাব। চেতনধর্ম্মের বিকৃতি সাধিত হইলেই নিজকে নিজে বোঝা যায় না। জীব—কার্ষ্ণ, জীবের অন্যরূপ অভিমান—বিরূপের অভিমান। অন্যরূপ অভিমানে আবদ্ধ হইয়া আমাদের চৈতন্যের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কায়মনোবাক্যে ত্রিদণ্ডধৃক্ ত্রিদণ্ডিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুসেবা করেন। সূরিগণকে অপর ভাষায় বৈষ্ণব বলা হয়। যদি আমরা চক্ষু প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলব্ধ চক্ষু দ্বারা তত্ত্ববস্তু দর্শন করি, তাহা হইলে বিষ্ণুকেই পরমতত্ত্ব বা পরমবস্তু বলিয়া উপলব্ধি হয়। বিষ্ণুই মূল দেবতা তাহা হইতেই অন্যান্য দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বেদকথিত 'ভগ' শব্দ হইতে 'ভগবান্' শব্দটী উদ্ভূত। 'ভগ' শব্দের অর্থ কেহ কেহ সূর্য্য বলেন। কিন্তু সর্ব্বদেবতার অন্তর্য্যামিত্বে পরমতত্ত্ব বিষ্ণু বিরাজিত; কেবল তাহাও নহে, সমস্ত বস্তুরই একমাত্র মালিক—বিষ্ণু। তিনিই একমাত্র **পালক**—সমগ্র জগৎ, সমস্ত বস্তু বিষ্ণুরই **পাল্য**। শাক্যসিংহ যখন সেই বিষ্ণুর অবতার, তখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তাঁহাকে অবজ্ঞা দূরে থাকুক বৈষ্ণবগণ কোনও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা কাহাকেও অনাদর, অসম্মান বা কাহারও প্রতি হিংসা বা পূজা করেন না। বৈষ্ণবগণই একমাত্র অহিংসাধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক। আর যাহাদের বৈষ্ণবতা উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা যতই নৈতিক চরিত্রবান্, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি নামে জগতে পরিচিত থাকুন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে বহু বহু জীব হিংসা করিতেছেন, নিজকে নিজে হিংসা করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ—সমদর্শী। পরতত্ত্বের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রতীতি লইয়া অপরাপর অধীনতত্ত্বের পূজা হয় না। পরতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া কুক্কুর, অশ্ব, চণ্ডাল বা ভূতপূজা কর্ম্ম-মার্গ মাত্র। **অচ্যুতের** উপাসনায় অন্যান্য চ্যুত বা বিভিন্নাংশ বস্তুর পূজা হইয়া যায়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

অন্য প্রতীতি অর্থাৎ কেবলমাত্র ভূতানুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণীগণের পূজা করিলে উহা দ্বারা বিষ্ণু-পূজা বাধা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ কার্য্য অবৈধ কার্য্য—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

বৈষ্ণবের কোনও মতবাদের সহিত বিরোধ নাই, কেবল সঙ্কীর্ণ মতবাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য বস্তুর যথার্থ স্বরূপটী তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে যে স্বগৃহে বাস করিয়াছিলেন তাহা বহু লোকের চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য। আবার তিনি যে গৃহাশ্রমত্যাগরূপ লীলা করিয়াছিলেন তাহাও জীবদিগকে চৈতন্য দিবার জন্য। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন—তখন নবদ্বীপবাসীর ইন্দ্রিয়তর্পণে বিঘ্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের শ্রীগৌর-সুন্দরকে বাধা দিবার জন্য প্রচেষ্টা ও দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মাতাকে ও পত্নীকে বলিয়া গেলেন—'কৃষ্ণকে পুত্র ও পতি জ্ঞান কর। পুত্রশোককাতরা পতিশোককাতরা জননী ও নিরাশ্রয়া প্রাপ্তবয়স্কা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি জীবকল্যাণের জন্য চলিলেন। যে সকল মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভার পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য চলিলেন। মানবজাতিকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য তিনি ঐরূপ অলৌকিক চেষ্টা দেখাইলেন। বৌদ্ধের কথামত শাক্য-সিংহ যেরূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া-ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সংসারত্যাগ-লীলা সেরূপ নহে। জীব-জাতির অভাব মোচন করিবার জন্য তিনি বনে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কিছু অভাব ছিল না। তিনি সমগ্র নারীর একমাত্র স্বামী, পিতামাতা, অনুভূতিযুক্ত ব্যক্তির

একমাত্র পুত্র, সমস্ত সখ্য ও দাস্য জগতের একমাত্র বন্ধু ও প্রভু। চৈতন্যের দান কেবলমাত্র বাংলাদেশে আবদ্ধ থাকিবে—এইরূপ নহে। চৈতন্যের দান কেবল ব্রাহ্মণ-কুলজাত ব্যক্তির প্রাপ্য এইরূপ নহে। সমস্ত জগৎ, সর্ব্ববর্ণ, পাপী, পুণ্যাত্মা, সধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সমস্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণী অহংকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচর দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব অত সঙ্কীর্ণ নহেন। তিনি মহাবদান্য। তিনি পরিপূর্ণ-চেতনময় বিগ্রহ। অচৈতন্য জীবদশারূপ দণ্ড হইতে অব্যাহতি করিবার জন্য তিনি নিত্য পূর্ণচেতনময়। অচৈতন্যজীবকে চৈতন্যপ্রদান করিবার জন্য তিনি জগতে অবতীর্ণ।

> হে পাষণ্ড! সকলেরে বিকায় দুবাহ
> চৈতন্য চন্দ্র চরণে কর অনুরাগম॥

চরমশ্রেয়োলাভ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[আলবদম]

পথিক প্রভো! আপনার কথায় আমি অনেক ভক্তিতত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত অবগত হইলাম। আমি আশ্রয়বিহীন তৃণের ন্যায় এই সংসার সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়স্রোতে ভাসিতেছিলাম, কোন ভাগ্যফলে দৈবাৎ আপনার ন্যায় পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা জানি না। এখন আমার প্রতি অমায়ায় কৃপা বর্ষণ করুন।

পথপ্রদর্শক—বৎস, তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর নিজজন শ্রীকাষ্ণ চৈতন্যপ্রভুর কথা আরও শ্রবণ কর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া জীবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণভক্তেরও মান বাড়াইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নিজগণ সকলেই ভক্তের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মঙ্গলাচরণে—

> "আমার পূজা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়।
> সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

—প্রভৃতি বাক্যে ভক্তমহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সর্ব্বত্র ভক্তের মহিমা গীত হইয়াছে। কিন্তু জগতের বহির্ম্মুখলোক ভক্তপূজার প্রতি বড়ই নিস্পৃহ। তাঁহারা দেহারামী, সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা পরিচালিত। তাঁহারা ব্যবহারিক সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ। ভগবদ্ভক্তের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অনুধাবন করিবার তাঁহাদের যোগ্যতা নাই। তাই, তাঁহারা প্রাকৃত কুলমদ, ধনমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। বিংশ শতাব্দীতে জীব শুদ্ধভগবদ্ভক্তে এতদূর উদাসীন হইতেছিলেন ও তাঁহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চরম অধোগতিলাভ করিতেছিলেন, শুদ্ধভক্তের পূজা উঠিয়া গিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, বিকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মীর পূজা, আত্মবিনাশের উপায়স্বরূপ নির্ভেদ-জ্ঞানীর বহুমানন, কপোতাভ বাহ্যাড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়া চরম-শ্রেয়োলাভের পথ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু তাঁহার নিত্যপ্রতিজ্ঞানুসারে তদীয় নিজজনকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণভক্ত বা কার্ষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন বলিয়াই বিবুধগণ আমার প্রভুকে কার্ষ্ণ চৈতন্যপ্রভু বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ইনি কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের পূজা-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া জীবের চৈতন্য উৎপাদন করিতেছেন। আমার কার্ষ্ণ চৈতন্যপ্রভুর কৃষ্ণভক্তের মহিমা কীর্ত্তন ছাড়া এবং তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা কৃষ্ণভক্তের মহিমা কীর্ত্তন ও অনর্থকপূতনাসদৃশ কপটবেশী কৃষ্ণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে লোকলোচনের নিকট প্রকাশিত করিয়া জীবের চেতনতা উৎপাদন করাই সর্ব্বক্ষণ যেন তাঁহার একমাত্র কৃত্য পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তকে বাদ দিয়া কৃষ্ণপূজা করিতে চা'ন তাঁহাদের কৃষ্ণপূজা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ভক্তগণকে লইয়াই তাঁহার বিলাস।

যদি কোনও ব্যক্তি কোন গৃহকর্ত্তার সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার ভৃত্যপদে নিযুক্ত হয় এবং ঐ ভৃত্য যদি ঐ গৃহকর্ত্তার প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসদৃশ পুত্র ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ মধ্যে কাহাকেও সেবা বা সম্মান করিতে

অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র গৃহকর্ত্তার-পদসংবাহনের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে কি ঐ গৃহকর্ত্তা ঐ ভৃত্যের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন? যাঁহাদিগকে লইয়া তাঁহার গৃহ, যাঁহাদিগের জন্য তিনি গৃহকর্ত্তা, যাঁহাদিগের জন্য তাঁহার প্রাণধারণ, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলে কোন বুদ্ধিমান্ গৃহকর্ত্তাই ঐরূপ ভৃত্যকে সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন না। যাহারা ভক্তকে বাদ দিয়া কৃষ্ণকে আরাধনা করিবার ছল দেখান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন না। ঐরূপ কার্য্য "অর্দ্ধকুক্কুটী" জরতী-ন্যায়ের মত নিরর্থক। একজন কুক্কুটভোজীর একটী কুক্কুটী ছিল, ঐ কুক্কুটী প্রত্যহ বহু ডিম্ব প্রসব করিত। তিনি মনে করিলেন, কুক্কুটীর পশ্চাদ্ভাগ হইতেই ডিম্বগুলি নির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং তিনি বিচার করিলেন যে, কেবল বৃথা ঐ কুক্কুটীর সম্মুখভাগটী পরিবর্দ্ধিত করিয়া লাভ কি? কারণ সম্মুখভাগের দ্বারা কোন ডিম্বাদি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ভাগের পরিপোষণের জন্য তাঁহার অধিক পরিমাণে খাদ্যাদিও প্রদান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কুক্কুটীর কেবল মাত্র পশ্চাদ্ভাগটী রাখিয়া সম্মুখভাগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ঐ অপ্রয়োজনীয় ভাগটীকে একখানি ছুরিকা-দ্বারা কর্ত্তন করিয়া নিজের সেবায় লাগাইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইদিন হইতেই ঐ মহাত্মার ডিম্ব পাওয়া বন্ধ হইল যাঁরা ভগবানের অঙ্গস্বরূপ ভগবদ্ভক্তের কোনরূপ অমর্য্যাদা বা তাঁহাদের প্রতি সেবায় উদাসীনতা দেখাইয়া কেবলমাত্র ভগবানের পূজার ছল দেখাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। বর্ত্তমানের কর্ম্মজড়চিন্তাস্রোত ও utilitarian theory (দেহারাম বাদ ও সুবিধা-বাদ) এই জগৎ সংসারটাকে তাঁহাদেরই ভোগ্য এবং নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার স্থানবিশেষ মনে করিয়া শুদ্ধহরিসেবা-তৎপর ভগবদ্ভক্তগণকে এই জগতের জঞ্জাল ও বোঝা স্বরূপ জ্ঞান করেন। বিংশ-শতাব্দীর কোনও কোনও নাস্তিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এমনও শুনা যায় যে, হরিসেবাপরায়ণ ভক্তগণের নিকট হইতে ভাগবত, শ্রীমন্দিকা ও ভগবৎ-সেবার কার্য্যগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে চরকায় সূতা কাটিতে দেওয়া হউক, তাঁহাদের হাতে কোদালি দিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণু-ভক্তিরহিত দেহারামি-সমাজের খাদ্য যোগাইবার জন্য কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত করা যাউক অর্থাৎ এই সমস্ত নাস্তিক সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, তাঁহারাই বড় বুঝদার, ভোগী যেন এই জগতের সকল ভোগের মালিক তাঁহারাই। ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা তাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লইতে চান। এইরূপ মূর্খতা, পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতার দ্বারা বর্ত্তমান জগৎ মিছাধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের নামে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে যে প্রকার একদিন জীবের এই সকল 'কল্মষদ্বিরদ' বিনাশ করিবার জন্য সিংহের হুঙ্কার ছিলেন এবং জগতের জীবকে জানাইয়াছিলেন "এই রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট একমাত্র সাবরণ শ্রীভগবান্।" প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তের দর্শনে এই স্থান ভগবানের বিলাস ক্ষেত্র, ভোগীর বিলাসক্ষেত্র নহে। ভগবান ভক্তের সহিত নিত্যকাল বিলাসপরায়ণ। ভগবানের নিত্যবিহারস্থলীর বিকৃত প্রতিফলন স্বরূপ এই প্রপঞ্চ বহির্ম্মুখ লোককে প্রলোভিত করিয়া বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় তাঁহাদের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের কৃপায় জানিতে পারেন যে এই জগতের কোন বস্তুই তাঁহাদের ভোগের বস্তু নহে, মরীচিকায় জল-ভ্রমের ন্যায় যে যে বস্তু তাঁহাদের ভোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে, সে গুলি কেবল তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া চরমে তাঁহাদের অমঙ্গল সাধনের জন্য, সমগ্র বস্তুই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বিলাস সামগ্রী—এইরূপ দিব্যজ্ঞান যদি কোনও কৃষ্ণভক্তের কৃপায় লাভ হয়, তাহা হইলেই জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু জীবগণের নিকট কৃষ্ণভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জগতের জীবের চৈতন্য-বিধান করিতেছেন।

এই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কৃষ্ণভক্তের-মহিমা ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগতে প্রকৃত (Harmony) ঐক্য-তান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অন্যাভিলাষ, নির্ভেদজ্ঞান কর্ম্ম, কুযোগ বা মিছা ভক্তির দ্বারা জগতের একতা প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারে না। ঐ সকল মনোধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ করিয়া থাকে। উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এক একটী স্বার্থ ও এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রস্তুত করিবেই করিবে। কারণ ঐ সকল মনোধর্ম্ম এক অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবোন্মুখ নহে। শুদ্ধভক্তিযোগে একমাত্র পরমভোক্তা অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্;

তিনি সমস্ত গোলোক বৈকুণ্ঠ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ধামের একমাত্র একচ্ছত্র মালিক। সমস্ত চেতন জগৎ, তাঁহার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ সকলেই তাঁহার একমাত্র সেবক —

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

সুতরাং ভক্তিযোগদ্বারাই একমাত্র জগতে এক তান সম্ভব। শ্রীকার্ষ্ণচৈতন্য প্রভু বঙ্গবাসীর তুঙ্গবিদ্যা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের ন্যায় একাধারে জীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া "দন্তে নিধায় তৃণকং" বাক্যের সার্থকতা অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-প্রদর্শন এবং অন্যদিকে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবাচার শিক্ষার্থ জীবগণকে উপদেশ করিয়া "সকলমেব বিহায় দূরাৎ" কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায়

"যা'রে দেখে তা'রে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

অর্থাৎ যিনি গৌরহরিকে ভজনা করিবেন তাঁহাকে ইনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অর্থাৎ ভক্তিসম্পৎ, যাহার দ্বারা শ্রীগৌরহরির দশবিধ ভাবে সেবা হইয়া থাকে তাহা সম্যক্ সর্ব্বতোভাবে প্রদান করিতে স্বীকৃত। কিন্তু আবার যিনি ভগবান ও ভক্তের অবমাননা করেন, সেই সকল পাষণ্ড দলন করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা সুদর্শন বা সৎসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রস্বরূপ তীক্ষ্ণশস্ত্রপাণি হইয়া অবস্থিত। সুতরাং আমরা সেই কার্ষ্ণ চৈতন্য প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণাম বিধান করিতেছি।

—:০:—

নিমাই

(মধুর রূপকাচ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ। তা কি হয়? ওকে তা কে শিকে দেবে। সেটা কতা নয়।

জ। পোরশু হাতে খড়ি দিয়েচে যে। এরই ভেতোর এত শিকনেই বা কেমন কোরে আর এরকম লিকবে কেমন কোরে? এই খানেই তো একটা ভারি খটকা লাগচে।

শ। তা হয় তো পেরেচে।

জ। না ও, মেয়ে মানুষের কিচু বুদ্ধি নেই। তা কেও কখন পারে? কোথাও কোন ছেলেকে তো দেকতে পাইনে। "বাঁদরে গান কোরচে শুনে এলাম" এ কতা বোল্লে কেও কখন বিশ্বাস করে? এও যে সেই রকম বোধ হয়। খ্যালো কোতা? থাকলে সব গোল মিটে যেতো।

শ। তা তুমিই তো সে দিন বোলেচো। হাতে খড়ি দিয়ে না লিকে দিলাম তখনি আপনা আপ নই সব লিকে ফেল্লে। যে রকম কোরে পোড়ে দিলাম, তা সে আমার চেয়েও ভাল কোরে পোড়লে। তবে?

জ। তাও তো বটে। বঝতে পারলাম না এ কি রকম ছেলে।

শ। তা না হোক এলে এখুনি শুধিও। মনের ধাঁদা কেটে যাবে। কলার পাতা এনে রেকো তো, বাত্তির হোলে আর পাওয়া যাবে না।

জগন্নাথ মিশ্র আর কোন কতা না বোলে, খানিক বিশ্রাম করার পর, কলার পাতা আনতে বেরিয়ে গেলেন। যোলের একটু আগে বাড়ি ফিরে এসে বোল্লেন বিশ্বম্ভর এসেচে?

শ। না, এখন ও আসেনি।

জ। দেকলে? আমি জানি ও কিচ্ছু নয়, কেবল খ্যালা করা মতলব। তুমই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেয়ে দিলে। কথায় বলে "বড়োকে বাবা, ছেলেকে থাবা।" বুড়োকে বাবা না বোল্লে কাজ পাওয়া যায় না আর ছেলেকেও এক থাবড়া না মারলে কোন কাজ হয় না। ওকে একটু কিচু না বোল্লে কি খ্যালা ছাড়ে? যাক্, এই পাতা রেকে দাও। আহ্নিক তার পর করা যাবে।

শচীদেবী পাতা নিয়ে ঘরে রেকে দিয়ে এলেন। জগন্নাথ মিশ্র সন্ধে হয় দেকে, আহ্নিক কোরতে চোলে গেলেন। নিমাই এখনও এলো না দেকে শচীদেবী বড় ভাবতে লাগলেন। দেকতে পেলে, হয় তো উনি মারবেন বোলে ভয়ও হোতে লাগলো। সোন্ধে উৎরিয়ে গ্যালো, তখন নিমাই এসে পোল্লো। শচীদেবী নিমাইকে খানিক বোক্‌লেন। বোল্লেন হাঁ ধন অতো খ্যালা কি করে? খ্যালা কোরলে কিচ্ছু বিদ্যে হবে না ধন! উনি ভারি চোটেচেন আর

খ্যালা কোরতে যেয়োনা ধন। চলো হাত পা ধুইয়ে দিই গে। সেই ব্যালা খেয়ে বেরিয়েচো ধন। বড্ডো ক্ষিদে পেয়েচে খাবার দিই গে। এই রকম বোকে শচীদেবী নিমাইকে কোলে কোরে নিয়ে গিয়ে হাত পা ধুইয়ে খেতে দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র সন্ধে আহ্নিক কোর্‌ছিলেন বোলে নিমাইয়ের সঙ্গে আর দ্যাকা হোলো না। নিমাইয়ের খাওয়া হোয়ে গেলে শচীদেবীকে বোল্লে মা আমার ভারি ঘুম পেয়েচে, আমি শোবো। মাণিক আমার চলো বিছনা কোরে দিইগে বলে নিমাইকে কোলে কোরে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে রেকে এলেন। নিমাই যেমন শোয়া ওমনি ঘুমিয়ে গ্যালো। জগন্নাথ মিশ্রির এখনও আহ্নিক শেষ হয় নি।

ভোরে জগন্নাথ মিশ্রি উটে আবার ঠাকুর ঘরে আরুতি কোর্‌তে গেলেন। কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ শুনে তখন নিমাইয়ের ঘুম ভেঙে গ্যালো। সে উটে শচীদেবীকে বোল্লে, মা আমি পাঠশালায় যাই। গুরু মশায় আমাকে চিলেত নিয়ে যেতে বোলেচেন, আমার চিলেত কোই? মা, আমার চিলেত আনা হয় নি? তবে কি নিয়ে যাবো?

শ। চিলেত উনি এনে রেকেচেন, ঐ তাকে তোলা আচে। আসতে অনেক ব্যালা হয় ধন, কিচু খেয়ে যাও। খাবার রেকেচি।

নি। না মা আমি খেয়ে যাবো না, ব্যালা হোয়ে যাবে।

শচীদেবী সে কতা না শুনে, খাবার বের কোরে দিলেন, নিমাই খেয়ে চিলেত নিয়ে পাঠশালায় চোলে গ্যালো।

সমালোচনা

(অন্ন)

আমরা গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত M. T. Kennedy M. A. Warden Y. M. C A. Calcutta' মহোদয়ের 'The Chaitanya movement' নামক গ্রন্থের কিয়দংশ সমালোচনা করিয়াছি। তিনি তাঁহার গ্রন্থ ভূমিকামধ্যে লিখিয়াছেন—"It requires considerable temerity at any time for one to write of another's religion, an endeavour calling for so generous a measure of insight, understanding and sympathy. * * * Such a work can hope to succeed only as it is done in absolute sincerity, with scrupulous fairness and with a constant sense of one's limitation in knowledge. I have tried to write in this spirit."

অর্থাৎ অপরের ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া একটী পরম দুঃসাহসিকতা। কারণ অপরের ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করিতে গেলে কত অধিক পরিমাণে অন্তর্দ্দৃষ্টি, উপলব্ধি এবং সহানুভূতি থাকা আবশ্যক তাহা বিশেষ বিবেচ্য। অন্য ধর্ম্ম আলোচনার কার্য্য যদি সম্পূর্ণ সরলতা, বিশেষ সতর্কতা এবং সর্ব্বদা নিজের জ্ঞানের পরিমেয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হয় তবেই ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত হইতে পারে। আমি এইরূপ বুদ্ধি লইয়াই এই গ্রন্থখানি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।" গ্রন্থকার মহোদয় কি গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কোথায়ও রাখিতে পারিয়াছেন? সুধী সমাজ এই বিষয় বিচার করুন। গ্রন্থকার মহোদয় ভূমিকাতে কূটনীতিজ্ঞব্যক্তির মত ছলে ভুলান এই সমস্ত কথা বলিলেও তিনি গ্রন্থের মধ্যভাগে যখনই কলম ধরিয়াছেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার বাক্যের সর্ব্বতোভাবে ব্যভিচার এবং তাঁহার সঙ্কীর্ণ মতবাদ ও কাল্পনিক ধারণোত্থ মনোধর্ম্মের নানা প্রকার দুর্গন্ধময় উদ্গার তাঁহার বহু পরিশ্রমের গ্রন্থখানিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তিনি যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয় বলিতে বসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বিদেশীয় বলিয়া তাঁহার নানা প্রকার ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। সেইগুলি ক্ষমার্হ হইলেও তিনি সনাতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর ভগবৎ সম্বন্ধে তাঁহার স্বকপোল কল্পিত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক ধারণা হইতে যে সকল বাক্‌চাপল্য ও প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সমগ্র বুদ্ধিমান মানবসমাজের কৃপার পাত্র। তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Krishna was at first the god of a petty black clan, it seems, then came under the wing of Vishnu and was called the son of Vasudeva. Later he becomes an incarnation of Vishnu" কৃষ্ণ প্রথমে একটী কৃষ্ণবর্ণ নগণ্য জাতিবিশেষের একজন দেবতা ছিলেন। মনে হয়, পরে ইনি বিষ্ণুমধ্যে পরিগণিত হন এবং তখনই

বসুদেবের পুত্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইনি একজন বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত হন।" Kennedy মহোদয় এইরূপ বাজোচিত গল্প কোথা হইতে সৃষ্টি করিলেন? ইহাই কি তাঁহার সম্পূর্ণ সরলতা, অন্তর্দৃষ্টি ও অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসে সহানুভূতির পরিচয়? কোন রাজদ্রোহী ব্যক্তি যদি রাজাকে হনন করিয়া বলেন যে আমি বড়ই সরল সেই জন্যই রাজাকে হনন করিয়াছি, ইহা মুখে বলিলেই কি তাঁহাকে সরল মনে করিতে হইবে? অন্তরে অসদ্ভাব, বিদ্বেষ, কূটবুদ্ধি ষোলকলায় বিরাজিত, আর বাহিরে মুখে ও ভাষায় "আমি খুব সরল, সহানুভূতিপর" বলিলেই কি লোক ভুলান যাইবে? ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর বহু বহু স্থানের মনীষী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এবং সজ্জন যাঁহাকে পরাৎপর পুরুষ বলিয়া অন্তরের সহিত ভক্তিবিধান করিতে পারিলে নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহার সম্বন্ধে অমূলক বিদ্বেষিদলের মনঃকল্পিত প্রলাপকেই একটী প্রামাণিক মতরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়াই কি গ্রন্থকারের সরলতার পরিচয়? কোন বিদ্বেষিব্যক্তি যদি কলঙ্কারোপ বা হরিবিমুখতা করিবার জন্য বলেন যে যীশুখ্রীষ্ট অবৈধ সন্তান, কারণ তিনি মেরীর স্বামী জোসেপের ঔরসজাত পুত্র নহেন। তাহা হইলে কি ঐরূপ বিদ্বেষিব্যক্তির ঐ পাষণ্ডমতকে বহুমানন করিয়া বলিতে হইবে যে, খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ঐ মতই সত্য এবং ঐ পাষণ্ডমতকে গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করা আবশ্যক? গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কলঙ্কারোপ কার্য্য নিজ স্কন্ধে না চাপাইয়া যদি কোন কৃষ্ণবিদ্বেষী আসুরিক সম্প্রদায় হইতে এই মতটী তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেইটী সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিতেন তাহাহইলে তাঁহার ভূমিকা লিখিত সরলতা ও সহানুভূতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। সুতরাং তিনি গ্রন্থের সর্ব্ব আদিতেই তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার ব্যভিচার করিয়াছেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে তাঁহার গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, মতবাদ ও যুক্তিবিহীন কতকগুলি চাপল্য প্রকাশিত করিয়া শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের নিন্দা মাত্র করা।

তিনি যাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা মায়া। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কখনও অক্ষজজ্ঞানসম্পন্ন কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয় না যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা মায়া মাত্র। তিনি কাল 'ভূত' দেখিয়া কৃষ্ণ মনে করিয়াছেন। তাঁহার শুক্তিতে মুক্তা ভ্রম হইয়াছে। বিষ্ণুমায়াই তাঁহাকে ঐরূপে বিমোহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতোপনিষদেও এই কথা বলিয়াছেন—

'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"
গীতা ৭।২৫

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

তিনি "কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রভেদ বর্ত্তমান অথচ ঐ দুইজন কিরূপে একই পুরুষ হইতে পারেন" এ বিষয় ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না, বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথাটী তিনি যদি সরলভাবে তাঁহার "With a constant sense of one's limitation of knowledge" অর্থাৎ মানবজ্ঞানের সর্ব্বদা যে পরিমেয়তা ও ক্ষুদ্রতা রহিয়াছে সেই কথাটী মনে রাখিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রধারণার অচিন্ত্য ব্যাপারটী চিন্তা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল হইত। শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার ক্ষুদ্র ধারণায় মাপিয়া লইবার কোন বস্তু? তিনি কি Philiph, Elezabeth প্রভৃতির ন্যায় কোন ঐতিহাসিক পরিচ্ছিন্ন জীব বিশেষ? শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠ অধোক্ষজ বস্তু। Kennedy মহোদয় একই সময় Y. M. C A'র Students Hostelএ এবং কলিকাতার অন্যস্থানে থাকিতে পারেন। কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে তাঁহার একই বিগ্রহ অনন্তকোটী স্থানে অনন্তকোটী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন; আবার তাঁহার ঐশ্বর্য্যস্বরূপ প্রধান ভক্তের নিকট তাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্যস্বরূপ এবং তাঁহার মাধুর্য্যপ্রধান ভক্তের নিকট তাঁহার নিত্য মাধুর্য্যস্বরূপ প্রকাশিত করিতে পারেন। ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। এইরূপ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ সুতরাং তিনি মানবের ক্ষুদ্রজ্ঞানের ভোগ্য বা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পেচক যেরূপ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন দিবা-

করকে চক্ষু থাকিতেও দর্শন করিতে অসমর্থ তদ্রূপ ভগবন্মায়া-বিমোহিত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের যাবতীয় জাগতিক যোগ্যতা, বিদ্যাবত্তা, গবেষণা, নৈপুণ্য, চাতুর্য্য, যাবতীয় অক্ষজ-জ্ঞান, ধারণা, ধৃতি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সত্ত্বেও কৃষ্ণসূর্য্যকে দর্শন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা রহিত।

Kennedy মহোদয় অমল পুরাণ বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের রচনা কাল খৃষ্টজন্মের যত পরেই নির্দ্দেশ করিবার বিফল চেষ্টা করুন্ না কেন তাহার দ্বারা কিছু শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের বাস্তব সত্যের বিকৃতি সাধিত হইবে না। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীনতম বস্তু। ইহা প্রাগন্ধযুগের বৈদিক সংহিতা প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে ও জগতে ভাগবতগণের নিকট প্রকাশিত ছিল। বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্ম, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার প্রণালী প্রাগ্বৈদিক যুগে প্রবল ছিল। তৎপর জড়বিচারপর তর্কদর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার মন্দীভূত হইলে পৌরাণিক বিচারপ্রণালীতে পরবর্ত্তিকালের ভাষায় পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। তর্কপন্থিগণের নিকট মানব সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বামনদেবের কথা শ্রীভাগবত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহা বৈদিকযুগের পূর্ব্ব ঘটনা। "ত্রেধা নিদধে-পদম্" এই লিটের প্রয়োগ দ্বারা ঋক্‌সংহিতা চয়নকর্ত্তা ঋষিগণ তাঁহাদের পরোক্ষে বহু পূর্ব্বের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাগন্ধযুগে ভাগবতীয় সত্য যাহা প্রকাশিত ছিল তাহাই পুনরায় মধ্য-যুগীয় সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

হিব্রুভাষায় রচিত বাইবেলের কোন সত্য যদি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য বর্ত্তমান ইংরাজী-ভাষায় প্রচারিত হয়, তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে বাইবেল আধুনিক? যদি হিব্রুভাষার চর্চ্চা কাল-স্রোতে উঠিয়া যায় এবং হিব্রুভাষার আলোচনার অভাবে তদ্ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিগুলিও নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে বায়বেল পূর্ব্বে ছিল না কয়েক বৎসর যাবন্মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে? কোন অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীকে যদি কেহ কোন দিন কৃপা করিয়া ভাস্কর আলোক দেখাইবার জন্য গৃহের বহির্ভাগে আনয়ন করেন এবং ঐ রমণী যদি দিবাকর দর্শন করিয়া বলেন যে এই সূর্য্য অদ্য সৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না, যেহেতু উহা পূর্ব্বে তাঁহার বা তৎসমজাতীয়া স্ত্রীজাতির নয়নপথের পথিক হয় নাই, তাহা হইলে কি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরমণীর মেয়েলী কথা শ্রবণ করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ঐ সূর্য্য সেইদিনেরই সৃষ্ট বস্তু মাত্র। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সকলেই জানেন যে সৃষ্টির সময় হইতেই সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তিনি সময় বিশেষে কোন বিশেষস্থানে কোন কোন বিশেষ লোক সমষ্টির লোচনের সম্মুখে প্রকটিত হন আবার কিছুকালের জন্য অস্তমিত থাকেন। পেচকগণ সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন, উহা তাহাদের সূর্য্যদর্শনের যোগ্যতার অভাব মাত্র জানিতে হইবে। আবার পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্বদিক যেমন সূর্য্যোদয়ের কারণ বা জনক নহে, তদ্রূপ কোন বিশেষ সময়ে সত্য প্রকটিত হইলে উহাই ঐ সত্যের কারণ বা জনক এবং বাস্তব সত্য ঐ কাল দ্বারা আবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন এরূপ অক্ষজবাদী, ক্ষুদ্র অপরিপক্ক বুদ্ধি বালকগণের ধারণা সুধীগণের অগ্রাহ্য।

কেনেডি মহোদয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী সুতরাং খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের আলোচনা ও নিষ্ঠা লইয়া থাকিলে তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তিনি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার যে প্রয়াস দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রের নিকটই অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি ভূমিকা-মধ্যে যে সকল কথা দৈন্যের আবরণে স্বীকার করিয়াছেন তাহা তিনি গ্রন্থ লিখিবার কালে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অথবা তিনি যে সকল সঙ্কীর্ণ মতবাদী ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকগণের আষাঢ়ে গল্প শ্রবণ করিয়াছেন বা কোথাও পাইয়াছেন সেইগুলিকে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সাজাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃতপ্রতিফলনকে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া দেখাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে অত্যন্ত হেয় ও অসার প্রতিপন্ন করিবার যে কূটবুদ্ধিটী হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন উহাই কি পরবর্ত্তিকালে তদ্বিপরীত ভাব সরলতার নামে ছেলে ভুলাইবার কৌশলরূপে আশ্রয় করিয়াছেন? তিনি প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া যে সকল অপ্রাকৃত তত্ত্ব বিচার করিবার বৃথা প্রয়াস দেখাইয়াছেন তাহা না করিলেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইত। প্রাকৃত রাজ্যে থাকিয়া রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া কিরূপ বিগর্হিত

কার্য্য তাহা—প্রকাশ করিবার তাঁর ভাষা—কি আছে জানি না।

তিনি বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়পরায়ণ সহজিয়াগণের ধারণানুসারে নির্ম্মল উজ্জ্বলরসের উপাসক মহাজনবর চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। তিনি চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—"He lost his priestly service and was outcasted from Society, because of his love for a washer woman's daughter named Rami, for whom he gave up everything. He celebrated the young woman's graces in glowing verses and in ardent exposition of the Sahajia Creed. As his best known songs are in praise of Radha & Krishna, it is evident that he became a devotee of the Radhakrishna cult and brought into its the Sahajia influence. Chandi Das has always been treasured by Vaishnavas as one of their greatest singers, in spite of his being the chief exponent of the Sahajia teaching."

কেনিডি মহোদয় বোধহয় বর্ত্তমানের সহজিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শ্রীল চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই সকল কথা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের এই সকল কথা আজ কাল তদনুগ ব্যক্তিগণের দ্বারা বহুল প্রচারিত হইলেও—ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 'বৈ—দিগ-দর্শনীর' প্রমোদ বাবুর সমালোচনা পাঠ করিয়া ঢাকা ফরিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় শ্রীল চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বৈ— দিগ্‌দর্শনীর লেখক মহোদয়ও কেনেডি মহোদয়ের সহিত ঐ বিষয়ে একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ রূপ ভিত্তিহীন কথা সম্পূর্ণ সহজিয়া কল্পিত-দুষ্টমত-বাদ মাত্র।

(প্রেরিত পত্র)

ফরিদাবাদ, ঢাকা

তাং ৩০-১০-২৫

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়—

বরাবরেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়—

বিগত ২৪-১০-২৫ তারিখের 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় 'নদাগন্তের মতভ্রমপ্রদর্শনী' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় মহাজন শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের নামে সহজিয়াবাদের কলঙ্কারোপ বিদূরিত করিবার জন্য এই দীনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। স্বনামধন্য ভূতপূর্ব্ব আগরতলার (ত্রিপুরা) রাজমন্ত্রী (স্বর্গগত) রাধারমণ ঘোষ ভক্তিভূষণ মহোদয় এক সময় সেবককে আবেগের সহিত এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন—

"* * * পদকল্পতরুর একটী শুদ্ধ সংস্করণের অভাব। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের নামে যে সকল রাগাত্মিকাপদ প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত মহাজনের রচিত নহে। ভাষা, ভাব ও সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া দেখিলেই ধরিতে পারিবেন। এক সময় শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর ও আমরা এই চেষ্টা আরম্ভ করি; কয়েক খণ্ড ভাল কাগজে, বড় বড় অক্ষরে বিশুদ্ধ ভাবে ছাপা পদের বহি বাহিরও করি। তৎপর কোন বাধায় সে কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে পারি নাই।"

* * * * উপরি উল্লিখিত পরম ভাগবত ঘোষ মহোদয়ের কথানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে দুই বাহু তুলিয়া বলিতেছি যে, শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের রজকিনী রামী সংক্রান্ত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহা পরবর্ত্তী কালের চক্রান্ত। পদকর্ত্তা শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নির্ম্মল-ব্রজভাবে বিভোর থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা বর্ণন করিয়াছেন। * * * যে সকল পদে নিজের প্রতি, রজকিনী রামীর প্রতি, সাধকদিগের প্রতি দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত উক্তি ও বিচার রহিয়াছে এবং ভাষারও গতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সেই সকল রাগাত্মিক পদ পরবর্ত্তিকালের রচনা। বিকৃত সহজিয়া-বাদিগণ তাঁহার পবিত্র নামের সহিত ঐ সকল অতি ঘৃণিত

পদ এবং সঙ্গে সঙ্গে রজকিনী রামীর নাম জুড়িয়া দিয়াছে। আজকালও সহজিয়াবাদিগণের মধ্যে পুরুষ নারী চণ্ডীদাস ও রজকিনী নাম ধারণ করিয়া পাশাপাশি আসনে বসিয়া সাধনাদি করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ? (কুলিয়া) বনচারী-বাগানে আমি কতিপয় বৎসর আগে সঙ্গিগণ সঙ্গে স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের দেশেও মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিসনের রিকাবি বাজারে কয়েক বৎসর আগে ঐরূপ ভাবে পুরুষনারী একযোগে অনেক কাল বসা ছিলেন। বর্ত্তমানেও অনেক স্থানে ঐরূপ শুনা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ সমস্তই পরস্পর পরনারী ও পর পুরুষ! * * * সেই মত ব্যাপার যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন ভাবে, ভাষায় ও সিদ্ধান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক।

বিনীত---

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়।

নব্যগ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী

(দবি)

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু

মহোদয়, আপনাদের সুবহুল প্রচারিত নিরপেক্ষ সমালোচক স্বনামপ্রসিদ্ধ 'গৌড়ীয়' পত্রে আমার সমালোচনাটী প্রকাশিত হওয়ায় বহু স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। নব্যগ্রন্থের যে সকল অকাট্য ভুল শাস্ত্রযুক্তি ও গ্রন্থাদির প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই তাহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন, কারণ জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারিত ও প্রকাশিত হইলেই সজ্জনগণের সন্তোষ-লাভ হইয়া থাকে। কেবল কতিপয় ব্যক্তির নিকট হইতে শুনিতে পাইতেছি যে, সমালোচনাটী শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ হইলেও তাহার ভাষা একটু 'কড়া' হইতেছে। ভাষাটী আর একটু 'মোলায়েম' হইলে ভাল হয়, কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমার মনে হয়, আমি লোকমঙ্গল ব্যতীত অন্যোদ্দেশ্যে চালিত হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রোশ বা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া কখনও কিছু বলি নাই। কিন্তু সাধু-শাস্ত্র হইতে জানিয়াছি যে,—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে"—ইহাই বৈষ্ণবদাসগণের নিত্য স্বভাব। নির্ম্মৎসর ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার ভাগবতে—"তবে * * মার'তার * * উপরে" বাক্যটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছেন। 'তৃণাদপি সুনীচ মন্ত্রের মন্ত্রীগণের, কি শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের ভাষা, কি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-কারের ভাষা, কি সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা সর্ব্বত্রই আমরা বিষ্ণু-বৈষ্ণবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে অবমাননা-কারী-মাত্রের উপরেই ঐরূপ তীব্রভাষা প্রয়োগের উদাহরণ দেখিতে পাই। আচার্য্য শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে যখন—"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ", "দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ঐ বিপ্রকে—"হংস মধ্যে বক যেন" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "ভাগবতে মহা অধ্যাপক" বলিয়া প্রতিষ্ঠাশালী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ---'এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার," "এ অধম কিছুই না জানে," প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ক্রোধ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মাৎসর্য্য-পরায়ণ এক ডক্ক বিপ্রের প্রতি যখন "আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার। নির্ঘাত মারয়ে ডক্ক রক্ষা নাহি আর॥ বেতের প্রহারে বিপ্র জর জর হইযা। বাপ্ বাপ্ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া।" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছিল, তখন কি ভুবনপাবন বৈষ্ণবের "তৃণাদপি সুনীচত্বে'র কিছু অভাব হইয়াছিল? শাস্ত্র ও শুদ্ধভক্তগণ উহাকেই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' জানেন; কিন্তু সাধারণ অভক্তগণের উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষ বা মাৎসর্য্য-মূর্ত্তিমান্ প্রচ্ছন্ন শত্রুতা বা কাপট্যের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচত্ব। যদি ঐ সকল ব্যবহার তৃণাদপি সুনীচত্বে'র বিরোধী হইবে, তাহা হইলে ঐ সকল আচার্য্যগণ, লোকশিক্ষকগণ এরূপ আচরণ করিবেন কেন? তাহাদের তাদৃশ অনভিপ্রেত প্রয়োজনীয়তা ইন্দ্রিয়পর অসংযত জনগণ বুঝিতে পারেন না। আর শাস্ত্রপ্রণেতা-

গণ ঐ সকল কথা তাঁহাদের গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত আদরের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া লোককে সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিবেন কেন? সকলেই যে হরিসেবার জন্য ধর্ম্মাচরণ বা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া থাকেন তাহা নহে। অনেকে আবার বৈষ্ণবের সহিত স্পর্দ্ধা করিবার জন্য, বৈষ্ণবের হরিসেবাময় অর্থেও ভাগ বসাইয়া নিজ নিজ স্ত্রৈণভাব পোষণের জন্য বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে ভোগ করিবার জন্য, জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ধর্ম্মকর্ম্মের ভাণ, ধর্ম্মবিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল মাৎসর্য্যপরায়ণ অভিনয়কারী ব্যক্তির ও শ্রীরূপসনাতন শ্রীরঘুনাথ প্রমুখগোস্বামিবর্গের জীবের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে গ্রন্থ-প্রণয়নে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, তাহা ভগবানই লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। যাহারা শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতির জন্য গ্রন্থাদিপ্রণয়নরূপ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গ্রন্থে কোনরূপ ভ্রম, প্রমাদ, করুণাপাটব বা বিপ্রলিপ্সা থাকিতে পারে না। তাঁহাদের গ্রন্থে সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাস নাই। অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের লেখনী সিদ্ধান্ত-বিরোধী কোন বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। এরূপ লেখনীই ভগবৎপ্রেরণাজাত। আর যাহারা 'ডঙ্ক-বিপ্রের' ন্যায়—"বড়লোক করি' লোকে জানুক আমারে। আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥ এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই। অকৈতব হৈলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥" —(চৈঃ ভাঃ ১১শ অঃ) এইরূপ শ্রেণীর মাৎসর্য্যপরায়ণ জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী লোক বা বঙ্গদেশীয় বিপ্রের ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাভিক্ষু ব্যক্তির কপটতা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ লোকলোচনের নিকট উদ্ঘাটন করিয়া দেন। যাহারা প্রকৃতপক্ষে দোষী তাঁহারাই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক কথাগুলিকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এক সময় কোনও একটী পূজারী-বেশী চোর কিছু কলা চুরি করিবার জন্য একটী ঠাকুর ঘরে অর্চ্চন করিবার ছলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার একটী ছোট ছেলেকে ঠাকুর সেবার জন্য আনীত কদলী হইতে একটী কদলী গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহার উপর ক্রোধ করিয়া উঠিয়াছিলেন। চোরের মন সর্ব্বদাই ভীত! পূজারী বেশী চোরটী মনে করিলেন বাড়ীর কর্ত্তা বুঝি তাঁহাকেই ধমকাইতেছেন। তিনি ঠাকুর ঘরের মন্ত্রপড়া (?) ত্যাগ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনি কি বলিতেছেন? আমি কলা খাই না।" বুদ্ধিমান্ গৃহকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন, ঐ পূজারীবেশী লোকটী নিশ্চয়ই একজন "কলা-চোর", নতুবা তিনি সাধারণভাবে যে সত্য কথাটী বলিয়াছেন, তাহা সে নিজের ঘাড়ে বরণ করিয়া লইবে কেন—নিজকেই নিজে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য এত ব্যগ্রতাই বা দেখাইলেন কেন? আমরা অনেক সময় সাধুদিগের প্রকৃত মঙ্গলময় কথাগুলিকে এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার বলিয়া মনে করিয়া থাকি, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমরা প্রকৃতপক্ষে দোষী। আমাদের দোষগুলি কেহ দেখাইয়া দিলে, তাহার দ্বারা আমাদের পাপকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদিত হয় অর্থাৎ আমাদিগের ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার ব্যাঘাত ঘটে।

নব্যগ্রন্থকার মহোদয় যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও পদকর্ত্তা শ্রীবিদ্যাপতি উভয়ের একত্র মিলন, পরস্পর আলাপ ও বিদ্যাপতির মুখে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে অদ্বৈতপ্রভুর আনন্দ প্রভৃতি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ কথা যদি প্রকৃতপক্ষে একটী সত্য ঘটনা হইত তাহা হইলে কি এরূপ একটী প্রয়োজনীয় ও প্রধান ঘটনা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কেহই তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিতেন না? পরবর্ত্তীকালে সহজিয়াগণ বিদ্যাপতিকে তাঁহাদের একজন ইন্দ্রিয়তর্পণের সমর্থনকারী আচার্য্যরূপে লোকের নিকট স্থাপন করাইবার জন্য অদ্বৈতপ্রভুর সহিত শ্রীবিদ্যাপতির এইরূপ মিলনের কথা রচনা করিয়া অদ্বৈতপ্রভুও একজন তাহাদের সহজিয়া ধর্ম্মের সমর্থনকারী ছিলেন, এরূপ দুরভিসন্ধিমূলে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থই স্বীকার করেন না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে আজকাল আবার কতিপয় মহাপ্রভুর বিরোধিসম্প্রদায় আউল বা বাউল সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বর্ত্তমানের অনেক মনঃকল্পিত চিত্রপটেও পরবর্ত্তীকালের রচিত স্তোত্রাদিতে অদ্বৈতাচার্য্যকে একজন লম্বমান শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত কীর্ত্তনে নৃত্যকারী একটী ব্যক্তিরূপে সাজান হইয়াছে। ঐরূপ চিত্রপট দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন

যে, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ঐরূপ "অভদ্রবেষ" ছিল বা তিনি একজন বাউল বা দরবেশ ছিলেন, তাহার কি নব্যগ্রন্থকার প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন? প্রামাণিক গ্রন্থরাজির বর্ণনা ও রূপানুগ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া যে কোন আঁস্তাকুড় হইতে যে কিছু আবর্জ্জনা বা অমেধ্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তুবোধে বৈষ্ণব সমাজের নিকট পরিবেশন করিতে যাওয়া কি বৈষ্ণব সদাচার ও শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরোধী কার্য্য নহে? আমরা বৈষ্ণব-বংশধরাভিমানী নব্যগ্রন্থকারের এইরূপ আচরণে বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুদ্ধ পবিত্র উৎকৃষ্ট, কৃষ্ণের শুদ্ধ উচ্ছিষ্ট পাইলে উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রপঞ্চ জয় করিতে পারিতাম।

নব্যগ্রন্থকার নিত্যানন্দসখা ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীধরঠাকুরের সম্বন্ধে যে সুসংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের মনঃকল্পিত যে একটী তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিকর্ণপুর অনেক ভাল ও সঠিক তথ্য প্রদান করিয়াছেন। নব্য-গ্রন্থকার শ্রীধরকে ব্রজলীলার চিত্রলেখা সখি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশের ১৩৩ সংখ্যা শ্লোকে শ্রীধরের ব্রজলীলায় দ্বাদশগোপালের সখা কুসুমাসব গোপাল নামের উল্লেখ করিয়াছেন—

"খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥"

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক গ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশের কথা ছাড়িয়া জালপুঁথি বা আধুনিক লোকের মত কখনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীধর দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম একজন নিত্যানন্দ সখা। শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে (আদিলীলা ১১।৪৮) নিত্যানন্দ-শাখায় ও মহাপ্রভুরপার্ষদ মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। নব্য-গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। শ্রীধর যদি শ্রীমায়াপুরধামের তন্তুবায় পাড়ার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিবেশী হন তাহা হইলে তিনি যে "কুলিয়া নবদ্বীপে শ্রীবাসাঙ্গনের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তবে তাঁহারই কথা দ্বারা আধুনিক একটী কল্পিত-স্থান ব্যবসায়ের ক্ষেত্র মাত্র প্রমাণিত হইল। কারণ বর্ত্তমানের কুলিয়া নবদ্বীপে যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ছিলনা এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। শ্রীধর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বলিয়াই কবিকর্ণপুর উল্লেখ করিয়াছেন। কল্পিত মতের "গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ"—এরূপ কথা নহে। গ্রহাচার্য্যগণ পতিত সুতরাং ব্রাহ্মণ বলিতে গ্রহাচার্য্য উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরের "ফুটা লৌহপাত্রে জলপান", "সাত প্রহরিয়া ভাবে শ্রীধরের প্রতি কৃপা" এবং "কাজিদলন কালে কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীধরের নৃত্য" এবং শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীধরপ্রদত্ত লাউ শচীদেবীর দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভোজন" প্রভৃতি লীলা নব্যগ্রন্থকার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ৮ম, মধ্য ৯ম, ১৬শ, ২৩শ প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীধর সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। গণিতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পর-লোকগত সুধাকরদ্বিবেদী মহাশয়ের প্রণীত গণকতরঙ্গিণী নাম্নী চরিতমালা লিখিত দশম শতাব্দীর গণিতাধ্যাপক শ্রীধরকে শ্রীমহাপ্রভুর সমকালীয় শ্রীধরের সমস্ত প্রয়াস কম সাহসের কথা নহে। কে, পি, বসুর বীজগণিতোল্লিখিত শ্রীধর অন্যব্যক্তি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

[সন্দেশ]

ঢাকা মহামহোৎসব

ঢাকায় দীর্ঘ-একমাসব্যাপি বিরাট মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর—ঢাকা। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঢাকাবাসীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা অধিক প্রচারিত থাকিলেও—শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বা জীবের স্বরূপধর্ম্ম হইতেই তাঁহারা অনেকেই দূরে আছেন। তাঁহারা স্বরূপবৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত ফলনকেই বৈষ্ণবতা, প্রাণহীন বাহ্যাচারকেই—সদাচার, কৌলিক ও লৌকিক মেয়েলী প্রথাকেই ধর্ম্মনিষ্ঠা, গৃহব্রতধর্ম্মপালনকেই—বৈষ্ণবগার্হস্থ্য, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা

কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদির ছলরূপ প্রতিষ্ঠা বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাকেই—শ্রবণ কীর্ত্তন বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ আচারবান্ আচার্য্যের অভাব। ব্যবসায়ীর দ্বারা জগতের কোনও নিঃস্বার্থকার্য্য হয় না, ভগবদ্ভক্তি প্রচার ত দূরের কথা। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

আনন্দের বিষয় এই যে, ঢাকার সুকৃতিমান্, সত্যানুসন্ধিৎসু, সরলমতি, নিষ্কপট ও শাস্ত্রের সারগ্রাহী উৎসাহি ব্যক্তিগণই আজ শ্রীগৌরনিজজনের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং কতিপয় বিশেষ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের এই আহ্বানে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া অকপট কায়মনোবাক্যে হরিতোষণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে ঢাকার ৬টী সুশিক্ষিত যুবক পরিব্রাজকবেশে সমগ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আহ্বানবাণী প্রচার করিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ঢাকাবাসীর কত গৌরবের কথা! ঢাকাবাসীরই সমগ্র গৌড়দেশবাসীর সমগ্র ভারতের কত গৌরবের কথা তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে—

সেই দেশে সেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥

ঢাকা মহামহোৎসবে একমাসকাল পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান ঢাকার পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগ্রামে শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যহ উষায় নগরসংকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা নগরী মধ্যে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া হরিকথা আলোচনা, অপরাহ্ণে সর্ব্বসাধারণ স্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমধ্যে শুদ্ধভক্তি প্রচার রাত্রে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মহামহোৎসবের দিবস ধনী, নির্ধন, জমিদার, প্রজা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, কর্ম্মচারী, বিচারক, উকিল, মোক্তার, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সাধুভক্ত সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিকে অকাতরে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক আদর্শ-মহাত্মা শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মাধ্বগৌড়ীয় মঠরক্ষক রাধাবল্লভ ব্রজবাসী, ভগবানদাস, ব্রজবাসী, হৃদয়চৈতন্য ভক্তিরত্নাকর, শ্রীউদ্ধবদাসাধিকারী স্বনামধন্য সুগায়ক শ্রীদিব্যসূরি অধিকারী, শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী, আদর্শ-ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, শ্রীশ্রীভূষণ, শ্রীসত্যাতিথয়, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ, শ্রীস্বয়ংগৌরাঙ্গ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ গুরু-গৌরাঙ্গ সেবা ও মহামহোৎসব সমাধার জন্য দিবারাত্র অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার ও সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিরাজমোহন দে মহোদয় ধর্ম্মপ্রাণ, সাধু বৈষ্ণবে অচলা শ্রদ্ধাযুক্ত, সত্যপ্রিয়, সুশিক্ষিত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন সেন বি, এ, মহোদয়, ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রাসার বদান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং ঢাকার বহু সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয়গণ শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়-মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে বহুবিধভাবে সেবা করিয়া নিত্যভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য প্রচারকগণ এখন কেহ যশোহর, কেহ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন সহরে, কেহ বা শ্রীহট্টে এরূপ নানাস্থানে হরিকথা প্রচারার্থে গমন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করিবার জন্য ইতোমধ্যে পুরুলিয়া নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ গৌরভক্ত বদান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় এবং পরম ভক্তিমতী আদর্শ সেবাপরায়ণা মহিলা শ্রীমতী বনফুল রায় মহোদয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহাপ্রভুর সেবাকল্পে সাহায্য করিয়াছেন। গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলবিধান করুন্।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩২, ১৪ই নবেম্বর ১৯২৫ | ১৩শ সংখ্যা

মহোৎসব

শ্রীমায়াপুর-দশকম্

[শাক]

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়দীপ্তভাসং
ব্রহ্মাদি-সঙ্কিন্ত্য গুণৈকবাসম্।
অভিন্নবৃন্দাবনযোগপীঠং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

শ্রবাদিভেদৈর্নবধা বিভক্ত-
ভক্ত্যাশ্রয়দ্বীপদলাত্মকস্য।
পদ্মস্য রম্যোজ্জ্বলকর্ণিকাভং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

নিবেদনক্ষেত্রমিহাত্মনো যৎ
বিশুদ্ধভক্তিপ্রগবৈর্বিচিত্রম্।
প্রিয়ং সদা গৌড়মহাজনানাং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

সভক্তচৈতন্যমহাপ্রভু-শ্রী-
পাদাব্জ-সঞ্চারণ-পুণ্যরেণুম্।
অঙ্গে দধানাঃ প্রণয়াতিরেকাৎ
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

কালে কলৌ যং কলুষালয়েঽস্মিন্
ছন্নোঽবতারী প্রভুগৌরচন্দ্রঃ।
তথা সুগুপ্ত-স্ববিশেষতত্ত্বং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

যথা চ মূঢাত্মনি যোগমায়া-
গূঢাত্মরূপঃ পুরুষপ্রধানঃ।
তথাক্ষজ-জ্ঞানবতামগম্যং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

গৌরাঙ্গলীলাং গতনন্দবালে
স্বর্গ্যাপগা শুভ্রতরঙ্গভঙ্গ্যা।
গঙ্গেতি যত্র প্রণয়প্রসঙ্গাৎ
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

সদাশিবারক্ষিত-ভূমিভাগং
শচীতনূজাত-প্রকাশগেহম্।
অচ্ছেদ্যবৃন্দাবনভূষিতাঙ্গং
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

অদ্বৈত-বিদ্যালয়-চন্দ্রশেখর-
শ্রীবাস-বাসাশ্রয়-চারুশোভম্।
সুপুণ্যচৈতন্যমঠপ্রচারং,
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

মায়াঃ পুরং পূর্ব্বমনর্পিতায়াঃ
শ্রীকৃষ্ণভক্তিশ্রিয় আশ্রয়ত্বাৎ।
বয়ঞ্চ মায়াবৃতবুদ্ধয়স্তৎ
শ্রীধামমায়াপুরমাশ্রয়ামঃ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

(স্বতমিশ্রিত অন্ন)

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদকবর শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহোদয়ের সত্যনিষ্ঠাদর্শনে আমরা পরম আনন্দলাভ করিলাম। তাঁহাদের ন্যায় প্রবীণ বর্ষীয়ান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তি যদি এরূপ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠায় নিস্পৃহ না হইবেন তাহা হইলে অন্যান্য লোক কাহাদেরই বা আচরণ অনুবর্ত্তন করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? গোস্বামিমহোদয় সরকার বাহাদুরের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণকরিয়াছেন, "রায়সাহেব" উপাধি গ্রহণ করেন নাই তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবার যতদূর বোঝা গেল, তিনি তাঁহার "গোস্বামী" উপাধিটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া "নিরুপাধিক" বৈষ্ণবোচিত নাম অর্থাৎ জীবের বা বৈষ্ণবের স্বরূপের নাম—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় "জীবের স্বরূপ" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই 'কৃষ্ণদাস্য'সূচক "হরিদাস" বা "কৃষ্ণদাস" নামটী মাত্র রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা বড় গোস্বামীর আচরণেও তাহাই দেখিতে পাই।

শ্রীল রূপপাদ আধুনিক গোস্বামিক্রবগণের ন্যায় 'গোদাস' বা গৃহস্থব্যক্তি হইয়াও 'গোস্বামী' উপাধিটী রাখিবার প্রতিকূলে জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজকে "বরাক" "ক্ষুদ্র" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১ম লহরী ও উত্তর ৯ম) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'গোস্বামী' উপাধিটী চিরকালই জিতেন্দ্রিয়, বিরক্তপুরুষগণকে তাঁহাদের গুণদর্শনে অপরে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যেমন শ্রীল শুকদেব, শ্রীনারদ, শ্রীরূপ, রঘুনাথ, সনাতন, ভট্টযুগকে পরবর্ত্তী সুধীসমাজ "গোস্বামী" বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই নিজের নাম দস্তখত করিবার সময় বা গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিবার সময় নিজের নামের পশ্চাদ্ভাগে "গোস্বামী" উপাধিটী প্রয়োগ করেন নাই। কিম্বা তাঁহারা গুরুপ্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া "নিজ নিজ বংশগত উপাধি অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র, দেব, শিকদার, ভৌমিক প্রভৃতি কুলক্রমাগত জাতিবর্ণ-জ্ঞাপক" উপাধি নিজের নামের পশ্চাতে ব্যবহার করেন নাই; যেমন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নিজকে "সাকর মল্লিক" বা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিজকে "দবীর খাস" কিম্বা স্বরূপ গোস্বামী প্রভু নিজকে 'পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য', শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি কেহই তাঁহাদের গ্রন্থের ভণিতামধ্যে "কুলক্রমাগত জাতিবর্ণজ্ঞাপক উপাধি-গুলি" ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা নিজকে "কৃষ্ণদাস", "বৃন্দাবনদাস", "লোচনদাস", "নরোত্তমদাস", "বিদ্যাভূষণ" প্রভৃতি গুরুপ্রদত্ত কৃষ্ণদাস্যসূচক নামেই নিজদিগের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "নিজবংশগত বা কুলক্রমাগত জাতিবর্ণজ্ঞাপক উপাধি"—বৈষ্ণবের প্রকৃত পরিচয় নহে, উহা প্রাকৃত মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত "গোখর" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) ব্যক্তিগণের, দেহৈকসর্ব্বস্ব কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সমাজ প্রদত্ত দেহের রক্তমাংস পিণ্ডের অনিত্য পরিচয় জানিয়া এবং ঐ সকল 'রায়সাহেব' প্রভৃতি উপাধির ন্যায়ই প্রাকৃত বোধে পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিটীই যথাশাস্ত্র দীক্ষিত ব্যক্তির-তৃতীয়-সংস্কার বোধক অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্যসূচক নামজ্ঞাপক বা নিত্য স্বরূপের নিত্যনাম মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যথাঃ—

> "বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে
> তেন যো মামুদারঃ।
> শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"
>
> —শ্রীগোবিন্দভাষ্য।

অর্থাৎ যে উদার পুরুষোত্তম আমাকে বিদ্যারূপভূষণ প্রদান করিয়া আমাকে বিখ্যাত করিয়াছেন, যিনি স্বপ্নে আমাকে এই ভাষ্য লিখিতে আদেশ করিয়াছেন, সেই রাধা-বান্ধব বঙ্কিমঠাম শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

> "শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণম্।
> শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যাদ্যাঃ সাধবঃ
> শোধয়ন্তম্॥"
>
> —শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য।

> শ্রীবিদ্যাভূষণেনেয়ং লঘুভাগবতামৃতে।
> টিপ্পনী রচিতা ভূয়াৎ তুষ্টয়ে রামবর্ণিনঃ॥
>
> —শ্রীলঘুভাগবতামৃতটীকা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থমধ্যে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে তিনি কোন্ প্রধানখণ্ডাইংকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন সেই "কুলক্রমাগত জাতিবর্ণ জ্ঞাপক" দেহ ও মনের অনিত্য উপাধি বা উপনামে নিজকে পরিচয় না দিয়া তাঁহার গুরুপ্রদত্ত এইরূপ নিত্যস্বরূপ বা আত্মার নিত্য নামে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও কিছু নিজের 'কুলক্রমাগত জাতিবর্ণজ্ঞাপক' 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিটী ব্যবহার করেন নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কখনও তাঁহাকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসমাজের প্রদত্ত একটী জাতিব্রাহ্মণের উপাধি মনে করিয়া তাঁহাকে 'চক্রবর্ত্তী ঠাকুর' বলেন না। যদি কেহ ঐ বৈষ্ণব চূড়ামণি আচার্য্যপ্রবরকে ঐরূপ জাতিসামান্যে দর্শন করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে শ্রীব্যাসদেবের আদেশানুসারে এবং শ্রীজীবপাদের ভক্তিসন্দর্ভধৃত বাক্যানুসারে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নরকগামী হইতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ জানেন—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে-বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি—বিশ্বনাথ, ভক্তমণ্ডলীতে (চক্রে) অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম—"চক্রবর্ত্তী"।

সুতরাং আচার্য্য-বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদস্বরূপ নিত্য-স্বস্বরূপ নাম "পরাবিদ্যাভূষণ বা ভক্তিভূষণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত "রামানন্দ" "কবিকর্ণপুর", "প্রেমনিধি", কিম্বা "বিদ্যানিধি" "ভক্তিনিধি", ভক্তিসাগর, 'ভক্তিরত্ন' প্রভৃতি পারমার্থিক নাম বা ভগবদ্দাস্যের স্মারক নামগুলি "রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, 'অপরা বিদ্যাভূষণ', 'অপরা বিদ্যাবিনোদ', "অপরা সাহিত্য-সরস্বতী" প্রভৃতির সহিত এক নহে। যাঁহারা মায়াবাদী বা চিদ্বিলাসবাদের বিরোধী তাঁহারা ঐরূপ পরা ও অপরা বিদ্যাকে, ভক্তি ও কর্ম্মকে, ফল্গুত্যাগ ও 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ'কে হেয়ধর্ম্মযুক্ত জড়ীয় নামরূপগুণাদি এবং নিত্য-পরম-নির্ম্মল-চমৎকারিতাযুক্ত অপ্রাকৃত নিত্য নামরূপগুণাদিকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষাপরাধবশতঃ কৃষ্ণদাস্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। আবার সময় সময় ঐরূপ ফল্গুত্যাগ দেখাইয়া 'আমি এই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি' 'আমি ভক্তিসাগর গৌরভূষণ উপাধি ধারণ করি না', 'নিখিল ভারতসাহিত্য-সঙ্ঘ আমার গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অযাচিতভাবে শ্রাবণের বৃষ্টির ন্যায় মুষলধারে আমার উপর কতই না উপাধি বর্ষণ করিয়াছেন কিন্তু আমি সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়াছি"—এইরূপ কপট দৈন্যের আবরণে আমরা অনেক সময় **নিজের ফল্গু ত্যাগের** কথা লোকের নিকট বলিয়া বেড়াই। আমরা এতদূর বঞ্চিত যে ঐরূপ কপট দৈন্যের অন্তরালে কত বড় অহমিকা, জগতের নিকট কত বেশী ঢাক ঢোল পিটাইয়া "আমি ত্যাগী" বলিয়া ঘোষণার চেষ্টা রহিয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের ঐ কপটতা বৈষ্ণব মহাজনগণ ধরিয়া দিয়া বলিয়া থাকেন—

"যে ফল্গু বৈরাগী কহে **নিজে ত্যাগী,**
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব ?

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তা'র সহ সম কভু না মানব॥

কৃষ্ণের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব।
আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥

—মহাজনপদ

আমি ত' বৈষ্ণব, এ'বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

—শ্রীকল্যানকল্পতরু।

যাঁহারা বৈষ্ণবসদ্‌গুরুর পাদাশ্রয় করিয়া পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেককেই পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইতে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে" (২০১ সংখ্যা) এবং শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার "প্রমেয় রত্নাবলী" (৮ম প্রমেয় ৬ষ্ঠ সংখ্যা পাদ্মোত্তরবচন) গ্রন্থে এই পঞ্চসংস্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই-

> শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
> তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে। ইতি কনিষ্ঠত্বম্
> 'তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা **নাম** মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
> অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥

অর্থাৎ তাপ (চন্দনতিলকাদির দ্বারা হরিমন্দির অঙ্কন), পুণ্ড্র (ললাটাদিতে তিলক দ্বারা রচিত ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রাদি), **নাম** (কৃষ্ণদাস্য অর্থাৎ ভক্তিসূচকনাম), মন্ত্র, যাগ (শালগ্রামপূজাধিকার) এই পাঁচটী সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় কলিকালে জীবের প্রতি পদে পদে এতদ্রূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি উদিত হইয়া তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে প্রধাবিত করিতেছে যে, ঐ সকল শাস্ত্রজীব পরম মঙ্গলের হেতুসমূহকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া লোকের নিকটে ত্যাগী প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! তাই, এখন অনেকে "রাজনৈতিক জগতে উপাধি ব্যাধির প্রকোপ" ও জীবের নিত্যভগবদ্দাস্যসূচক বা দীক্ষিত ব্যক্তির গুরুপ্রদত্ত তৃতীয় সংস্কারের নামের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিতেছে! বৈষ্ণবধর্ম্ম— নিরুপাধিক, অন্যাভিলাষ অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অপরা-বিদ্যাসরস্বতী, অপরাবিদ্যাবিনোদ, অপরাবিদ্যাভূষণ, প্রত্ন-তত্ত্বনিধি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার অভিলাষ এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগাদির স্পৃহার দ্বারা অনাবৃত। আত্মার দ্বারা সহজনির্ম্মলা অহৈতুকী সেবাবৃত্তির নামই—বৈষ্ণবধর্ম্ম; উহাই একমাত্র নিরুপাধিক। কিন্তু যাঁহারা "কৃষ্ণপরত্ব" বা হৃষীকদ্বারা 'হৃষীকেশ-সেবন' বা হৃষীকেশের দাস্যসূচক নিত্য স্বরূপের নামকেও গুরুপাদপদ্মে অবজ্ঞা করিয়া ফল্গুত্যাগী মায়াবাদীর ন্যায় ত্যাগ করিতে উদ্যত, তাঁহারা কখনও 'রূপানুগ' নহেন। তাঁহারা শ্রীরূপপাদের বিরোধী অবৈষ্ণব—

> "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
> হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

অথবা তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, আচার্য্য শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি হইতেও নিজদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'রত্নবাহু' 'কবিকর্ণপুর', 'প্রেমনিধি' প্রভৃতি পরবিদ্যাসূচক ও কৃষ্ণদাস্যসূচক নামপ্রদানকে, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভৃতি আচার্য্যবর্গের শ্রীল নরোত্তমকে "ঠাকুরমহাশয়" প্রভৃতি "উপাধি" (?) দেওয়াকে শ্রীল পুণ্ডরীকের "বিদ্যানিধি" নাম গ্রহণ করাকে এবং শ্রীপাদ বলদেব প্রভুর নিজগ্রন্থ মধ্যে বহুবার "বিদ্যাভূষণ" উপাধিটী (?) প্রয়োগ করাকে "নিরুপাধি বৈষ্ণবধর্ম্মে বিষম ব্যাধি" বলিবার দাম্ভিকতা ও ধৃষ্টতা দেখাইয়া ভক্তিসাগরে নিষ্ণাত হইবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবাপরাধসাগরে নিমগ্ন হইতে অভিলাষী! ইহারই নাম কি নিরুপাধিক হওয়া? আচার্য্যগণের আচরণ, পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রের আদেশ এবং পরিবর্ত্তী আচার্য্যগণের উহার সমর্থন— সব একদিকে আর কপটদৈন্যের আবরণে জড়-প্রতিষ্ঠায় হৃদয় জুড়িয়া বিপুল আকাঙ্ক্ষা আর একদিকে— সুধীসমাজ শাস্ত্রবাক্যরূপতুলাদণ্ডে ঐ উভয়কে মাপিয়া লউন— শাস্ত্রকষ্টিপাথরে মেকী ও আসল পরীক্ষা করিয়া লউন্।

তবে ইহা সত্য যে, গৃহস্থ গৃহব্রত ব্যক্তির 'গোস্বামী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ একটী উপাধি-ব্যাধি। কারণ উহা 'ভট্টাচার্য্য, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র, দেব, সিকদার, ভৌমিক প্রভৃতি কুলক্রমাগত জাতি বর্ণ জ্ঞাপক উপাধিগুলির" ন্যায় একটী উপাধি মাত্র। গোস্বামী উপাধিটী গুণগত "উপাধি," দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত গোস্বামিগণ কখনও নিজের নামের পশ্চাতে ঐরূপ উপাধি প্রয়োগ করেন নাই, বা নিজেই নিজের নামের পূর্ব্বে "প্রভুপাদ" লিখেন নাই, তৃতীয়তঃ গোস্বামী উপাধি কখনও কোনও গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসক্ত হয় নাই। সুতরাং এমতাবস্থায় আজ কাল যাঁহারা অন্যায়ভাবে অনুপযুক্ত হইয়াও, নিজে নিজে আত্মসম্ভাবিত ব্যক্তির ন্যায় ঐরূপ উপাধি ব্যাধি বরণ করিতেছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের সেই ব্যাধিগুলি বৈষ্ণব-সমাজ হইতে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক এবং কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সমাজের আনুগত্যটী গোপনে না চালাইয়া সরলভাবে স্বীকার-পূর্ব্বক ঐ স্মার্ত্তসমাজপ্রদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, বসু,

মিত্র, সেন, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিগ্রহণ করিয়া সোজাসুজি সমাজে সম্মানিত ভদ্রলোক থাকাই ভাল।

শুনা গেল, কে একজন ভৃতক পাঠক নাকি কলিকাতা-বাসী "ধনী ভক্তগণের মনোহরণ করিয়াছেন।" তাঁহার ব্যাখ্যা নাকি—"সর্ব্বজনমনস্তুষ্টিকর"! কিন্তু "ধনী ভক্তগণের মনোহরণ করিয়াছেন"—কথাটী ধনী ব্যক্তির পক্ষে বড় বিপদ ও আতঙ্কের কথা! ধনী ব্যক্তিগণ সতর্ক হউন! যে সকল ধনী ব্যক্তির মনো হৃত হইয়াছে, যাঁহারা mesmerised হইয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্র সদ্বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হউন! নির্ধন ব্যক্তিগণ কিছু সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হইতেছে—কারণ তাঁহাদের দ্বারে ভৃতক পাঠকগণ বিশেষ গমন করেন না, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাদেরই অধিক কৃপা করিয়া থাকেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

শ্রীধরের "ফুটালোহপাত্রে" জলপান করিতে, 'লক্ষেশ্বরের' হরিভজনপর গৃহে ভিক্ষা করিতে শ্রীমহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ বড় ভালবাসেন।

আমরা যে বিকারী রোগী—আমাদের 'মনো হরণ করা' অর্থ—আমাদিগকে বিকারের মধ্যে কুপথ্য খাইতে পরামর্শ দেওয়া। আমরা ত' শুনিয়াছি, যাঁহারা বিকারগ্রস্ত-আমাদের মনোধর্ম্মের ছেদন করিয়া দিতে পারেন, যাঁহারা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ, কখনও কাহারও মন যোগাইয়া কথা বলেন না—সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গলের কথাটীই আমাদের নিকট কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সাধু—(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য **ছিন্দন্তি** মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, লোক ঠকাইয়া নিজের কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য মনোহারী দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন, যাঁহারা ব্যবসায়িদোকানদারের মত জানিয়া রাখিয়াছেন, 'অপরে চুলায় যাউক্, লোকের মন ভুলাইয়া আমার কিছু স্বার্থ পূরণ হইলেই হইল'—তাঁহারাই সাধারণের "বিশেষতঃ ধনী ব্যক্তির মনোহরণ" করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বজনমনস্তুষ্টিকর" কথাটী যেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত করে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন, "সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে।" ইংরেজীতেও একটী সত্যকথা প্রচলিত আছে, "He who tries to please every body pleases none",—অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বজনের মনস্তুষ্টি করেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও তুষ্ট করেন না অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কেবল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার জন্য লোকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। ভৃতক পাঠক মহোদয়ের "সর্ব্বজন-মনস্তুষ্টিকর" ব্যাখ্যা শুনিয়া কয়জন "ধনী ভক্তের?" মন বিষয় হইতে ছুটী পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়াছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজের ন্যায় সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কাহারও হরিসেবা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে কি? রঙ্গালয়ে রঙ্গ দর্শন করিয়া, বারবনিতার নৃত্য দেখিয়াও ত' মনস্তুষ্টি হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জন ও মনোরঞ্জন হইতে কৃষ্ণতোষণ অনেক দূরে। শুকদেবাদি আত্মারাম মুনিগণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রমুখ আচার্য্যগণ কৃষ্ণতোষণকেই ভক্তি, আর মনোরঞ্জন বা চিত্তরঞ্জনকে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম বলিয়াছেন।

ভৃতক পাঠক মহোদয় নাকি "নির্লোভী"! [illegible] কি এখন তিনি তাঁহার ভৃতকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন? নির্লোভের কারণটী কি বোঝা গেল না। "নির্দ্বন্দ্বী" শব্দের দ্বারা তিনি কি "অন্তঃ শাক্তঃ, বহিঃ শৈবঃ, সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ" অথবা "যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেবপূজকধ্যানী, এই লোক দূরে পরিহরি' কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই কথার নিরুদ্ধাচারণকারী? কিংবা "গীতা ভাগবত কহে অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি। জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান। জ্ঞান, যোগ, তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৩প) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই উক্তির বিরোধকারী?

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ হইবার বহু পরে একটী অবৈষ্ণবোচিত মায়াবাদীর ভাগবতের সংস্করণের দুই তিন খণ্ড মাত্র বাহির হইয়াছে এবং ঐ ভাগবতে নাকি অনেক শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরোধিকথকতা স্থান পাইয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে আরও জানা গিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থখানির কেবল কথকতা ভাগটী

লিখিবার জন্য গ্রন্থপ্রকাশক মহোদয় কোন ও ভৃতক কথককে প্রতি ফর্ম্মার জন্য উদরপূর্ত্তিমূলে গণ্ডাপূর্ত্তি বা ততোধিক একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্যও দিতেছেন। ভৃতক কথক মহোদয় এই সর্ত্তে তাঁহার কথকতা লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন যে, প্রতিষ্ঠাশার জন্য গ্রন্থের উপরিভাগে তাঁহার নামটী থাকা চাই। আমাদের এই 'শুনা' কথার প্রতিবর্ণ ঠিক কিনা, তাহা ভৃতক কথককে বা গ্রন্থপ্রকাশককে জিজ্ঞাসা করিলেই অনেকে জানিতে পারিবেন। যেখানে কনক বা প্রতিষ্ঠার লোভে ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার (?) প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' অর্থাৎ কপটতারহিত অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য কথা প্রচারিত হয় না। একমাত্র ভক্তভাগবতই গ্রন্থভাগবত লিখিতে বা বলিতে পারেন, অপর ব্যক্তির নিকট ভাগবত তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করেন না। অপর ব্যক্তি কেবল বাহিরের কাব্য ও সৌন্দর্য্যাদির দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও বিত্তহরণ করিয়া থাকেন। এই সব ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

*　　*　　*

তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি' মরে॥
—চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ

এই সব শ্রেণীর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—

বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অনুভব॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থভাগবতে।
যা'র ভেদ তা'র নাশ জান ভালমতে॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবতঅর্থ—ভক্তিসার॥

*　　*　　*　　*

ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ॥"
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ অঃ

যাহার ভাগবতে 'ঈশ্বরবুদ্ধি' উদিত হইয়াছে, তিনি কখনও ভাগবত দ্বারা নিজের ভোগময় গৃহ-ব্রতধর্ম্মযাজন, ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদি পরিপালন, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ প্রভৃতি করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন না; তিনি ভাগবতের সেবা করেন, ভাগবতকে সেবক বা ভৃত্যরূপে পরিণত করিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করেন না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নিরবধি গীতা-ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি কি কখনও অর্থ বা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন? তিনি বা গোস্বামিবর্গ কখনও ত' ভৃতক পাঠক বা কথক ছিলেন না? তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহারা জুতা কাপড়ের দোকানের মত ভাগবতের মনোহারী দোকান খুলিয়া ত' কেহই বসেন নাই?

"আচার্য্যের যেই মত সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ত এই কথাই বলিয়াছেন যে, যাহারা অদ্বৈত প্রভুর আচরণের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত অদ্বৈতবংশধর, আর যাহারা অদ্বৈত প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অন্যরূপ আচরণ করেন, তাঁহারা ত আচার্য্যদ্বেষী, গুরুদ্বেষী, অতিবাড়ী। বংশাবতংস হইবার পরিবর্ত্তে কুলকলঙ্ক, অসার—ইহাই আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় জানিতে পারি।

শুনিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ নাকি আবার 'অদ্বৈতের অনুগত' বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণজ্ঞানে পিতৃ-শ্রাদ্ধ-পাত্র-দান-রূপ লীলা করিয়া যে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগত্যকে বৈষ্ণবের পক্ষে অসৎসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগের বস্তু বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপ্রতিকূলে আজকাল কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পদাবলেহন করিবার জন্য, তাঁহাদের সহিত সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম চালাইবার জন্য Henotheistic এর ন্যায় শাঙ্কর সমাজের অনুগত হইয়া সাত্বত পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপানুগ বৈষ্ণবগণ সকলেই—"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন," "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার," "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"—প্রভৃতি বাক্যে অপরাধশূন্য শুদ্ধ-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস

ঠাকুরের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই প্রচার করিয়াছেন। শুনা যায়, বর্ত্তমানে সেই সকল জগদ্গুরু ও লোকাচার্য্যগণের প্রচারিত শ্রীনামের পরিবর্ত্তে তত্ত্ববিরোধী 'নূতন কল্পিত' ছড়া রচিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশে প্রচারের উদ্যোগ হইতেছে! উহা দ্বারা কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু রূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—উহা দ্বারা কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।

হরিদাস

[মাধুকরী]

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক—দৃশ্য

[চিরস্থায়ী অনুতপ্ত]

[স্থান শ্রীধাম মায়াপুর—গঙ্গার উপকূল]

(কীর্ত্তন করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রবেশ)

(গান)

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, ন্যায়রত্ন নাম ধরি,
ভেকের কচ কচি কৈলে সার॥
দ্রব্যাদি পদার্থ জ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ স্থান,
সমবায় করিলে বিচার॥
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তিবীজ না বাড়িল,
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার॥
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল চক্রধর,
সাধন কেমনে হবে তাঁ'র॥
সহজ সমাধি ত্যজি, অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ সেই তর্ক ছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার॥

চন্দ্রশেখর। অহো, সংসার বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল!—সর্ব্বত্রই গ্রাম্যবার্ত্তা, গ্রাম্যকথা; সকলেই গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত! অহো!—সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।

কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল॥"

যাই, একটু অদ্বৈত-সভায় গিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে আসি। কোথায়ও কোনও একটী লোক নেই যা'র সঙ্গে ক্ষণকাল কৃষ্ণকথা বলে হৃদয়ের গ্লানি লাঘব করব। চতুর্দ্দিকেই নাস্তিকতার তপ্ত-পবন প্রবাহিত। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত না থাকলে নদীয়া আজ কি হোতো শ্রীকৃষ্ণ-ই জানেন। (প্রস্থান)

(জগদীশ পণ্ডিতের কীর্ত্তন করিতেকরিতে প্রবেশ)

(গান)

মন রে! কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যাবে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পাবে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, লয়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সমাজিক মান ল'য়ে থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোণায় সোহাগা পা'বে স্থান।
সার্থক হইবে হেথা, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
অণম করিবে স্তুতিগান॥

জগদীশ পণ্ডিত। অহো—কেমনে এসব জীব পাইবে উদ্ধার।

বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার ॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্রসব।
তাঁহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা' সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

অহো, নদীয়ার দশা কি হোলো! সব আছে—কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনটী নাই! সর্ব্বত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে উদাসীনতা। বৈষ্ণব যে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। অহো জীব কি শ্রীব্যাসের বাক্য ভুলে গেলো—বিষ্ণুবৈষ্ণবে যদি শ্রদ্ধাই না হ'লো তবে ওরূপ পাণ্ডিত্যে, কুলে, ধনে, রূপে কি ফল?

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ,
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥

যাই, দেখি একবার অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় গিয়ে এ সব দুঃখের কাহিনী বলে তপ্ত হৃদয় শীতল করি। কৃষ্ণ হে, পতিতজনার বন্ধু, কৃপাসিন্ধু (এরূপ বলিতে বলিতে প্রস্থান)।

(শ্রীবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ)

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য কব কাকে, সদোপাস্য বল যাঁ'কে,
তাঁ'তে কেন আপন মিশায় ॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর রূপ পায়।
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় !!
এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
সাযুজ্যনির্ব্বাণ আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায় ॥
কৃষ্ণপ্রীতিফলময়, তত্ত্বমসি আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম স্বরূপ জানায় ॥
তা' হ'তে কিরণজাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্বৃত্ত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ॥
যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু গুরু সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস অনুভবে,
ব্রহ্মছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায় ॥
শুকাদির সুজীবন, কর ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায় ॥

অহো! শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীশুকদেবগোস্বামি-প্রোক্ত ভাগবতামৃতসিন্ধু হইতে যে সকল রত্নাবলী চয়ন করেছেন তা' কণ্ঠে ধারণ না করে জীব কেন শুক্তির-মালিকাকে রত্নমালা ভ্রমে গ্রহণ কচ্ছে, এ তা'দের জন্ম-জন্মান্তরের দুর্দ্দৈব ছাড়া আর কি বল্‌ব? অহো—

যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥
শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কনীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥
অজপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্ত্তরচনা মুনয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥

যাই একবার অদ্বৈতসভায় গিয়ে অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপ করি গে'। নদীয়ার বহির্মুখ অবস্থা দেখে মনে হয়, ভগবান্ যদি এ সময় অবতীর্ণ হন, তা হলেই কলি জীবের দুর্দ্দশা ঘুচতে পারে। নতুবা আর জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। (প্রস্থান)

(কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমান্ পণ্ডিতের প্রবেশ)

শ্রীমান্ পণ্ডিত। মন তুমি বড়ই পামর।

তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি,
কামমার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥
সে সবে সম্মান করি, ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি কাল কাট নিরন্তর ॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর,
ভক্তে সবে করেন আদর।

শ্রীমান্ পণ্ডিত।—কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়ে বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত নদীয়ার ব্যর্থ কাল যায় !!

শ্রীমান্ পণ্ডিত। শুনেছি অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিযোগশূন্য সংসারের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হ'য়ে গোলোকনাথকে অনুক্ষণ কাতর স্বরে আহ্বান কচ্চেন। মনে হয়, ভক্তবৎসল ভগবান্ শুদ্ধভক্তের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে যেন শীঘ্রই ভূতলে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন। যাই, একবার অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় যাই। নদীয়াতে শ্রীবাসের গৃহ আর অদ্বৈতসভা এই দুই স্থান ছাড়া আর আমাদের আলাপের স্থান কোথাও নাই। (প্রস্থান)।

প্রথম অঙ্কে ষষ্ঠ দৃশ্য সমাপ্ত।

প্রাকৃত-সহজিয়া

[পুরণো বাল্তের শুকতা]

আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ (phenomena) একটী প্রতিবিম্বস্বরূপ। প্রতিবিম্বের নিশ্চয়ই একটী বিম্ব থাকিবে। যেমন, আকাশের সূর্য্য একটী বিম্বস্থলীয় বস্তু, আর কোন জলাশয়ে পতিত সূর্য্যচ্ছবি একটী প্রতিবিম্ব। বিম্ব বস্তুটী নিত্য, আর প্রতিবিম্ব বস্তুটী অনিত্য। প্রতিবিম্ব বস্তুটী বিম্ববস্তুর ন্যায় নিত্য না হইলেও প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব বা সত্ত্বা অস্বীকৃত হইতে পারে না। যেমন, সূর্য্য থাকিলে এবং সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইবার কোন স্থান পাইলে নিশ্চয়ই তথায় প্রতিবিম্ব পতিত হয় তদ্রূপ এই জগৎরূপ প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন কোন একটী নিত্যবিম্বের প্রতিচ্ছবি, কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে বিম্বটী নিত্য ও বাস্তববস্তু, আর প্রতিবিম্বটী সদৃশ হইলেও পৃথক্, যেহেতু আধারাভাবে অনিত্য ও

নানাপ্রকার হেয়ধর্ম্মযুক্ত বস্তু। পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমরা প্রকৃতি বলি। এই প্রকৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালিনী। যেমন কোনও প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য্য বিম্বের সৌন্দর্য্যেরই অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি মাত্র, তদ্রূপ প্রতিবিম্বস্বরূপা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কোনও মূলবিম্বেরই সৌন্দর্য্যের অসম্পূর্ণ প্রতিফলন মাত্র। যদি আকাশের উপর দিয়া একটী পুষ্পক রথ যাইতে থাকে এবং কোনও একটী জলাশয়ে উহার প্রতিচ্ছবি পতিত হয়, ঐ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বালকগণ উহাতে আরোহণ করিবার জন্য ধাবমান হইতে পারে, কিন্তু ঐ প্রতিচ্ছবিটী যে আকাশস্থ একটী বিম্বের প্রতিবিম্ব মাত্র ইহা, তাহারা জানে না। সুতরাং তাহারা ঐ প্রতিচ্ছবির ছায়াময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহাতে আরোহণ করিবার জন্য ধাবিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে আরোহণ করিতে পারে না, কেবল মরীচিকার জলভ্রমের ন্যায় প্রলোভিত হইতে থাকে। এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও আমরা তদ্রূপ উহাকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হই, কিন্তু উহাকে ভোগ করার পরিবর্ত্তে কেবল প্রলোভিত হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাবিত হই এবং নিজকে প্রকৃতির ভোক্তা অর্থাৎ রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধাদি বিষয়ের মালিক বলিয়া অভিমান করি।

আমাদের অনাদিবহির্ম্মুখতানিবন্ধন আমরা কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া এই প্রকৃতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হই। আমরা ভাস্করালোক দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোতসম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ি। ভগবদ্বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিত্যস্বরূপের উপর একটী সূক্ষ্ম আবরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই আবরণটী প্রকৃতিরই নির্ম্মিত—একটী উপাধি মাত্র। ঐ আবরণটী মনোবুদ্ধিঅহঙ্কারাত্মক এবং ঐ প্রকৃতির সূক্ষ্ম আবরণটীকে সুরক্ষিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য তদুপরি আর একটী স্থূল আবরণ আসিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। এই স্থূলাবরণটীও পঞ্চমহাভূত বা প্রকৃতির দ্বারা নির্ম্মিত অর্থাৎ উহাও একটী প্রকৃতিই। সুতরাং আমরা যাহা দ্বারা চিন্তা করিব সেই মনটী, যাহা দ্বারা কোনও বিষয় নিশ্চয় করিব—সেই বুদ্ধিটী, যাহা দ্বারা আমাদের জগতে অস্তিত্বানুভব করিব সেই অহঙ্কারটী, আমরা যাহা দ্বারা দর্শন করিব—সেই চক্ষুটী, আমরা যাহা দ্বারা শ্রবণ করিব—সেই কর্ণটী, আমরা যাহা দ্বারা আঘ্রাণ করিব সেই নাসিকাটী, আমরা যাহা দ্বারা আস্বাদন করিব—সেই জিহ্বাটী, আমরা যাহা দ্বারা স্পর্শ করিব সেই ত্বক্‌টী, আমাদের বাক্য, আমাদের হস্ত, আমাদের পদাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয় সকলই প্রকৃতি দ্বারা রচিত। আবার আমরা যে বস্তু দেখিব, যাহা, শ্রবণ করিব, যাহা স্পর্শ করিব, সেই সকলই প্রকৃতি জাত বা প্রাকৃত। সুতরাং এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিদ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া, প্রকৃতিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, প্রকৃতি-গঠিত যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করিয়া, ওতপ্রোতভাবে প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া, আমাদের নিত্য অপ্রাকৃতস্বরূপটী সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমরা এখন প্রকৃতির সহজাত ধারণায় অভিভূত, আচ্ছন্ন ও সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আসক্ত সুতরাং আমরা—কৃষ্ণসেবাবিস্মৃতজীব, নিত্যস্বরূপবিস্মৃত-জীব আমরা সকলেই ন্যূনাধিক **"প্রাকৃত-সহজিয়া"**। অধোক্ষজপুরুষোত্তমবাদী বা চিদ্বিলাসবাদী ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত সকলই প্রাকৃত-সহজিয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই প্রকৃতি একটী নিত্য বিম্ব বা নিত্যধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। ঐ নিত্যধাম—যাহা এই বিকৃত প্রতিফলনরূপা প্রকৃতির মূল বিম্বস্বরূপ তাহারই নাম অপ্রাকৃতধাম। ঐ অপ্রাকৃত ধামে সকলই চিন্ময়। সেই স্থানে নদী আছে, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, মৃত্তিকা—প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু তথায় তাহাদের নিত্যস্বরূপে বিরাজিত; কিন্তু সে স্থানের প্রকৃতি এইরূপ অবরধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি নহে। তথাকার প্রকৃতি কৃষ্ণ-পরিচারিকা, তথাকার ভূমি, বৃক্ষলতা, নদীতড়াগ, সাগর-ভূধর, কানন উপবন সকলই অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত চিন্ময় নিত্যস্বরূপে নিত্যপ্রকটিত থাকিয়া চিদ্বিলাস-ময় ভগবানের চিল্লীলার সহায় বা সেবক। তাঁহারা সকলেই চেতন।

পরমকারুণিক ভগবান্ তাঁহার ঐ অপ্রাকৃতধাম হইতে সময়ে সময়ে তাঁহার নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কখনও বা অত্যন্ত কৃপালু হইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তিনি বা তাঁহার নিজজন ব্যতীত প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন অন্য কোন জীবই অপ্রাকৃতধামের স্বরূপ অবগত নহেন; কেননা, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ

হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য যে সকল প্রাকৃতিক শরীর লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অনাদিকাল হইতে অপ্রাকৃত ধামের সহিত সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং তাঁহারা কি করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যের খবর বলিতে পারিবেন। যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি কখনও ইংলণ্ডপ্রদেশে গমন করেন নাই, তিনি কি করিয়া সাক্ষাদনুভবনীয় ইংলণ্ডের খবর বলিবেন! যদিও এই উদাহরণটী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কেননা, যিনি ইংলণ্ডে যান নাই তিনিও হয়ত' যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ পড়িয়া অপরকে ইংলণ্ডের কথা বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এস্থানে ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশটী একই প্রকৃতির অন্তর্গত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া কেবল বিবরণ পড়িয়াও ইংলণ্ডের অনেকটা খবর জানা বা বলা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত ধাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত কেন্দ্রে অবস্থিত থাকাতে অপ্রাকৃত-ধাম-দ্রষ্টা পুরুষগণের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়াও প্রাকৃত লোক উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার যে যন্ত্রের দ্বারা তিনি ঐরূপ অপ্রাকৃত বস্তুর বিবরণ পাঠ করিবেন, তাহা যে প্রকৃতির সহিত ওতভাবে আসক্ত। যাঁহারা মনে করেন, আমরা এই প্রাকৃত মনো বুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারাই অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান বা গবেষণা করিব এবং তাহার ফল জগৎকে জানাইব, অপ্রাকৃত লোকের গ্রন্থ প্রাকৃত মনের দ্বারা পড়িয়া ও পড়াইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা আমরা বুঝিব ও অপরকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাদিগকেই অপ্রাকৃত জগতের অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমসেবকপুরুষগণ 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া থাকেন।

এই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় জগতে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত এবং ঐ প্রাকৃতসহজিয়াধর্ম্ম বহু আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যথাসাধ্য তাহা সাধু শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাকৃতসহজিয়াগণ ভাবিতে পারেন, "অপ্রাকৃত মহাপুরুষগণের লেখনী যদি প্রাকৃত ব্যক্তিগণ বুঝিতেই না পারিলেন, তবে তাহা হইলে জগতে সেইগুলি প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? বা ঐ সকল গ্রন্থাদি তাঁহারা প্রকাশই বা করিয়াছেন কাহাদের জন্ত?" তদুত্তরে ভগবদ্ভক্তগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবন্নামরূপগুণলীলাদি আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল অপ্রাকৃততত্ত্ব প্রকাশিত হইবেন না। কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে কভু প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

যাঁহারা অপ্রাকৃতভক্তগণের কৃপায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপ্রাকৃত বস্তুতে সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই ঐ সকল গ্রন্থ বা অপ্রাকৃতধামের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে প্রকৃতির চিন্তাস্রোত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপোদ্বোধন বা দিব্যজ্ঞানপ্রদান করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই প্রকৃতির মধ্যে আগমন করিয়াও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রকৃতির গুণে অভিভূত হন না, ইহাই তাঁহাদের ঈশিতা—ভাঃ ১।১১।৩৩

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

—প্রকৃতিস্থ হইয়া উহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধজীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা প্রকৃতি সন্নিকর্ষেও প্রকৃতির গুণে সংযুক্ত হয় না।

অপ্রাকৃত স্বরূপজ্ঞ-পুরুষগণ প্রকৃতির কুহকে পতিত জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হন এবং তাহাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি উদয় করাইবার যত্ন করেন। ইহারই অপর নাম দীক্ষা। এই—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ—প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥"

দীক্ষাকালে অর্থাৎ ঐরূপ অপ্রাকৃত-স্বরূপজ্ঞ নিষ্কিঞ্চন মহাজনের পদাশ্রয় করিবার সময় প্রাকৃত ব্যক্তি তাহার প্রাকৃত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অনর্থরাজি অর্থাৎ

প্রাকৃত অভিমান বিধৌত করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবার যোগ্য করিয়া থাকেন। তখন শিষ্যের দেহ ও মন আর প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় না,—যাবতীয় অনর্থাপগমে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপের উদ্বোধন হয়। সেই অনর্থনির্ম্মুক্ত উদ্বুদ্ধস্বরূপভক্ত নির্ম্মল চিদানন্দময় আত্মা দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। তখন তাঁহার মন প্রাকৃত মন নহে উহা শুদ্ধ মন বা শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থলী। এইরূপ মন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা উপলব্ধি করা যায়। প্রাকৃত মনের দ্বারা অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত নামরূপ গুণলীলা আস্বাদিত হয় না, সেই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম্ হেরব' সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের বিবর্ত্তজ্ঞান অপনোদন করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"অন্যের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।
তাঁহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

অর্থাৎ প্রাকৃত লোকগণের হৃদয় মনোধর্ম্মযুক্ত, প্রকৃতিতে আসক্ত সুতরাং প্রাকৃত; আর আমার মন শুদ্ধ অজ্ঞ, উহা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের বিহারস্থলী; সুতরাং ঐরূপ মন ও বৃন্দাবনে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, প্রাকৃতস্থল শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি ভূমি নহে। অতএব আমার অপ্রাকৃত মনে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।

(১) শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা অনর্থ-নির্ম্মুক্ত পুরুষগণের শুদ্ধ মন অর্থাৎ আত্মবৃত্তি দ্বারা সেব্য শ্রীরাধাগোবিন্দের নামরূপলীলাদিকে প্রাকৃত মনের দ্বারা "ভাবনা" (?) করিবার ছল দেখান, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। তাহারা এতই নির্ব্বোধ যে প্রাকৃত দেহের দ্বারা বা প্রাকৃত মনের দ্বারা ব্রজবাস হয় না, ইহা বুঝিতে না পারিয়া এবং অপ্রাকৃত পুরুষগণের কথার মর্ম্ম ও আচরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছালোলুপ দেহের দ্বারা ব্রজবাস এবং গৃহব্রতধর্ম্মপালনতৎপরতাকেই "দেহদ্বারা ব্রজবাসে অসামর্থ্য" মনে করিয়া প্রাকৃত মনে ব্রজবাস কল্পনা করিয়া থাকেন।

(২) যাঁহারা 'নামাপরাধ'কে 'নাম' মনে করেন, যাঁহারা মনে করেন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা, প্রাকৃত জিহ্বা দ্বারা ভগবানের নামরূপগুণলীলা গ্রহণ করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(৩) যাঁহারা মনে করেন, সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীন হইয়া কুসিদ্ধান্তে মত্ত থাকিয়া বা সিদ্ধান্তবিহীন হইয়াও অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি ও প্রয়োজন-কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলাদি উপলব্ধি করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(৪) যাঁহারা মনে করেন, 'নামাপরাধ' করিতে করিতে একদিন নামোদয় বা প্রেমোদয় হইবে, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(৫) যাঁহারা কিছু অর্থ পাইলেই অপ্রাকৃত সিদ্ধ প্রণালী (?) শিষ্যের নিকট অবাধে বলিয়া দিতে প্রস্তুত এবং যে শিষ্য অং। থাকা কালেই গুরুব্রুবের নিকট প্রাকৃত রস-শিক্ষা-ভিক্ষা করিয়া থাকেন, ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়ই প্রাকৃত সহজিয়া।

(৬) যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থায়ও কৃষ্ণের নামরূপ গুণলীলা গ্রহণ করা যায়, বা কৃষ্ণ সেবা হয় তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(৭) যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ (?) করিতে করিতে ক্রমে নামে রুচি হয়, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(৮) যাঁহারা মনে করেন, লীলা হইতে নাম স্ফূর্ত্তি হইবে, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া।

(৯) যাঁহারা মনে করেন, রস আগে, শ্রদ্ধা পাছে বা রস আগে রতি পাছে বা রতি আগে শ্রদ্ধা পাছে, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

(১০) যাঁহারা মনে করেন, অনর্থ থাকাকালে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়, অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করা যায়, অপ্রাকৃত লীলা বা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়, গোপীগীত, গোবিন্দলীলামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোপাল-চম্পূ, মুক্তাচরিত, বিদগ্ধ-মাধব, ললিত মাধব, দান-কেলি-কৌমুদী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত,

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির ভজনগীতি, রাইকানুর রসসঙ্গীত প্রভৃতি শ্রবণ করা যায়, হাটে বাজারে রসকীর্ত্তন কীর্ত্তন করা যায়, অর্থের বিনিময়ে "আপন ভজন কথা (?) যথা তথা" বলা যায়, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(১১) যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, অপরাধ ব্যবধান থাকিলে জিহ্বায় অপ্রাকৃত নাম উদিত হন না; এই প্রাকৃত চিত্তে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ প্রকটিত হন না—ঐ সকলের বিকৃত ভাব মাত্র, জড়কাব্য-নাটকাদির রস মাত্র উদিত হইয়া থাকে—এ সকল কথা যাঁহারা বোঝেন না, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(১২) যাঁহারা অশক্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে, কনিষ্ঠাধিকারীকে, অনধিকারীকে রসকথা বলেন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৩) যাঁহারা অজাতরতিকে,—ভাবলব্ধরতি, রাগানুগ সাধকে—লব্ধরস, রাগানুগা শ্রদ্ধামাত্রকে জাতরতি বলিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৪) যাঁহারা মনে করেন, জড়ে শ্রদ্ধা থাকিতে থাকিতে রতি উদয় হইতে পারে, জড় ভাব না ছাড়িলেও রসিক হওয়া যায়, সাধনের পূর্ব্বেও ভাবাঙ্কুর লাভ হয়, রতি ব্যতীতও রস লাভ হয়, গাছে না উঠিতেও বৃক্ষমূলে কাঁদি পাওয়া যায়—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৫) যাঁহারা মনে করেন, যখন আমরা আমাদের এই মন ও বুদ্ধি দ্বারা শকুন্তলা, রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি জড়ীয় নাটক কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বুঝিতে পারি, তখন কেন না এই মন ও বুদ্ধি দ্বারা 'ললিতমাধব' 'বিদগ্ধ মাধব' 'রাসপঞ্চাধ্যায়' 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ বুঝিতে পারিব?—যাঁহারা এইরূপ বিচার করেন তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৬) যাঁহারা মনে করেন, বারবনিতা অসদ্বৃত্তি করিতে করিতেও 'কৃষ্ণনাম' মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন, কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন করিতে পারেন, শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতিরচিত অপ্রাকৃত রাইকানুর গানগুলি কীর্ত্তন করিতে পারেন এবং উহাদের মুখে ঐ সকল কীর্ত্তন (?) শুনিয়াও অপর ব্যক্তির রাধাকৃষ্ণে রতি (?) হইতে পারে, প্রেমোদয় হইতে পারে (যেমন চিন্তামণির সঙ্গ (?) করিয়াও বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণে প্রেমোদয় হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৭) যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবতা শুক্র-শোণিতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, যাঁহারা মনে করেন গোস্বামিত্ব, নিত্যানন্দত্ব, অদ্বৈতত্ব, আচার্য্যত্ব, শুক্রশোণিতধারায়, বংশ পরম্পরায় আগত, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া, অপরাধী, ও ঘোর নারকী।

(১৮) যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবের প্রাকৃত জনক জননী আছে, যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণব কোন প্রাকৃত জাতি, সমাজ বা ধর্ম্মের অন্তর্গত অর্থাৎ বৈষ্ণব "পাষণ্ডী হিন্দু" বা বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, যবন, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, খস প্রভৃতি কোন না কোন জাতির অন্তর্গত, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(১৯) যাঁহারা মনে করেন, মহাপ্রসাদ কেবল স্থান-মাহাত্ম্যনিবন্ধনই একমাত্র পুরীধামেই স্পর্শদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত। যাঁহারা মনে করেন, নিরামিষ ও মহাপ্রসাদ জাতীয়, যাঁহারা মনে করেন শালগ্রাম, রাস্তার খোয়া বা কষ্টিপাথর একই বস্তু, যাঁহারা মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ-দোষ দ্বারা অপবিত্র হইয়া পড়েন, যাঁহারা মনে করেন, পরের পূজা করিলেই ভগবানের পূজা হয়, মানুষ, ভূত পিশাচের পূজা করিলেও ভগবানের পূজা হয়, ভোগবুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত জনক জননী বা স্বামী স্ত্রীর পূজা করিলেও লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়, যাঁহারা মনে করেন দরিদ্রের পূজা করিলে নারায়ণের সেবা হয়, যাঁহারা মনে করেন, মনঃ-কল্পিত যে কোন একটী নাম বা যে কোন একটী রূপকে পূজা করিলেই তদ্দ্বারা ভগবৎপূজা হইয়া থাকে,—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(২০) যাঁহারা মনে করেন, অর্থের দ্বারা 'শ্রীনাম', মন্ত্র বিক্রয় করা যায়, যাঁহারা মনে করেন ভৃতকপাঠক বা কথকের মুখে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তিত হয় ও উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

(২১) যাঁহারা মনে করেন, জড়দেহকে 'সখি' বা 'গোপী' সাজান যায় বা অনর্থযুক্তজড়দেহ অপ্রাকৃত-সখিগণের আনুগত্য করিতে পারে, যাঁহারা মনে করেন জড়দেহে পারকীয় রস আস্বাদন করা যায়; যাঁহারা মনে করেন,

পারকীয় রসের মর্ম এই ভোগোন্মুখ-চিত্ত দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম করা যায়; যাহারা মনে করেন কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কেবল গৌর ভজা যায়, যাহারা মনে করেন রূপানুগ পথ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করা যায়, যাহারা মনে করেন, থিয়োসফি বা অন্যান্য ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণলীলার অশ্লীলতা (?) অংশের সদর্থ করা যায়, যাহারা মনে করেন, ভূতপ্রেতবাদের সহিত গৌরপ্রেম মিশান যায়, যাহারা মনে করেন, মায়া মিশাইয়া ভগবান্ আমাদের নিকট উপস্থিত হন (?) যাহারা মনে করেন, অপ্রাকৃত গৌরসুন্দরকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী একজন নাগররূপে সাজান যায়, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(২২) যাহারা মনে করেন, প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত মন, প্রাকৃত চিন্তাস্রোত, প্রাকৃত দর্শন, প্রাকৃত অনুভূতি লইয়া টিকিট কাটিয়া, রেলে চড়িয়া বৃন্দাবন নবদ্বীপ প্রভৃতি অপ্রাকৃত শ্রীধামে যাওয়া যায় এবং তথায় বাড়ী ঘর, দালান, কোঠা প্রস্তুত করিয়া, বংশবৃদ্ধি করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করা যায় এবং ঐরূপভাবে থাকিয়াও অপ্রাকৃত ধাম-(?) বাস হয়—এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(২৩) যাহারা মনে করেন, শ্রীরাধাগোবিন্দকে বা শ্রীগৌরসুন্দরকে সিংহাসনে দাঁড় করাইয়া, নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তর্পণ করা যায় বা তাঁহার দ্বারা লোকের নিকট হইতে ভেট বা দক্ষিণাদি আদায় করাইয়া ঐ অর্থের দ্বারা নিজের স্ত্রীপুত্রপরিবার পরিপালন, স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, কন্যার পায়ের নূপুর, বিলাসীপুত্রের থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিবার বা পান তামাক খাইবার খরচ প্রভৃতি যোগান যায়, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

(২৪) যাঁহারা মনে করেন, একই মন দ্বারা যুগপৎ বিষয়সেবা, স্ত্রীপুত্রের সেবা, বিলাসিনীর সেবা ও কৃষ্ণসেবা করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(২৫) যাঁহারা মনে করেন, একই দেহ যুগপৎ স্ত্রীপুত্রকন্যা বা বিলাসিনীর অঙ্গ ও কৃষ্ণভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া।

(২৬) যাঁহারা মনে করেন, পান, তামাক, গাঁজা, ভাঙ, মদ্য, প্রভৃতি পান করিতে করিতেও কৃষ্ণ-কথামৃত পান হয়; যাঁহারা 'কৃষ্ণরস পান করিতেছি' মুখে বলিয়াও জড়া রসসেবার আবশ্যক বোধ করেন; যাঁহারা মনে করেন কৃষ্ণনামে বিভোর থাকিলেও তামাক গাঁজা প্রভৃতি নেশার প্রয়োজন—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(২৭) যাঁহারা মনে করেন, মৎস্য, মাংস, স্ত্রী, তাশপাশা প্রভৃতির সেবা করিতে করিতেও যুগপৎ কৃষ্ণসেবা করিতে পারা যায়—তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া। যাঁহারা মনে করেন, গুরুরূপ বা অসদ্ব্যক্তিতে, 'শুঁড়ি বাড়ী যাওয়া' সম্প্রদায়ে রত স্ত্রৈণ, গৃহব্রত, ব্যবসায়ী ব্যক্তিকেও যদি গুরুরূপে কল্পনা করা যায়, এবং ঐ কাল্পনিক বস্তুতে গুরু না উঠাইয়া যদি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে তাহাতেও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে—এইরূপ বিচারপরায়ণব্যক্তিগণ—প্রাকৃতসহজিয়া।

(২৮) যাঁহারা মনে করেন, গুরু যাহাই থাকুন্ না কেন, মন্ত্রের গুণ, নামের গুণ ত' লুপ্ত হইবার বস্তু নহে—সুতরাং গুরুরূপ মন্ত্রের ন্যায় দেখিতে অক্ষরমাত্র বা নামাপরাধকেই 'মন্ত্র' বা 'নাম' বলিয়া প্রদান করন্ না কেন, তাহা দ্বারাই সুবিধা হইবে—যাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(২৯)। যাঁহারা মর্ত্ত্যদেহকে ভগবান্ বা অবতার সাজান, যাঁহারা শ্ব-শৃগালভক্ষ্য পদদেশে শিষ্য দ্বারা কৃষ্ণ-ভোগ্য তুলসী (?) প্রদান করান, যাঁহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের উপদিষ্ট কলিতারণ—ভুবনমঙ্গল 'হরেকৃষ্ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া বা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়—এই শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে সন্দিহান হইয়া অথবা প্রতিষ্ঠালাভের আশায়, নবীন মতপ্রচারকারী অবতার সাজিবার জন্য, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদুষ্ট ছড়াদি কল্পনা করেন—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত সহজিয়া।

(৩০) যাঁহারা পান চিবাইতে চিবাইতে ঠোট দুইটী লাল করিয়া গোলে চাটি দিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বলিয়া থাকেন (?)———

"সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
প্রাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ॥"

আর স্ত্রীলোক ভুলাইবার জন্য চাঁচর চিকুরকেশযুক্ত

মস্তকটী, ভোগের জন্য সযত্নে পুষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সুবিশাল 'ভজনের তনুটী' (?) ভূমিলুণ্ঠিত করান, মুখ দ্বারা ফেন উদ্গার বা কপটাশ্রু নিক্ষেপ করেন, শরীরে ঝিকি মারেন, আমার কিছুক্ষণ পরেই 'টাকাটা, সিকেটা, শালটা কাপড়টার জন্য ব্যস্ত হন বা গাঁজায় টান দেন, স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন—এবং ইহাকেই মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, ভাব, অষ্টসাত্ত্বিকবিকার প্রভৃতি বলিয়া বোকা লোক ঠকাইয়া থাকেন—এইরূপ ব্যক্তি ও ঐ সকল ব্যক্তির সমর্থনকারী ব্যক্তি মাত্রই—প্রাকৃত সহজিয়া।

প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুকে প্রাকৃতিজাত ধারণা লইয়া বিচার, অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার, অপ্রাকৃত রাজ্যে আবিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত বস্তু ধারণা করিবার ছল প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। এই প্রাকৃত ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য অপ্রাকৃত সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত কেহই অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম বা নির্ম্মলা, অপ্রতিহতা অহৈতুকী, আত্মার সহজাত বৃত্তি অধোক্ষজ-কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিতে পারেন না।

চৈতন্য চন্দ্রামৃত

(চিরস্থায়ী অমৃত খণ্ড)

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীপ্রহসনম্।
বমন্তং মাধুর্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্॥ ১২॥

পরমকরুণ নেত্রে বহে অশ্রুধার।
কৃষ্ণের বিরহে নব জলদ আকার॥
রসিকশেখর কিম্বা স্বীয় গূঢ় রস।
আস্বাদয়ে বাঞ্ছাভরি' অন্তর হরষ॥
বারিগর্ভ মেঘ-নিভ নেত্রে অশ্রু বহে।
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাদি নানা ভাবদেহে॥
পরমপদ-বৈকুণ্ঠাদো নাই যে যে লীলা।
অত্যুদার বিপ্রলম্ভ হেথায় করিলা॥
সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যামৃত কোটী নিধি জিনি।
মধুর মধুর অতি তনুর লাবণি॥
কিম্বা সর্ব্ব মাধুর্য্যের গৌরাঙ্গ কারণ।
কোটী মাধুর্য্যামৃত করে উদ্গীরণ॥
মাধুর্য্য-অমৃতে আকর্ষিয়া সর্ব্বজন।
নাম-প্রেম দিয়া মনঃ করয়ে হরণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী যারা দূর দেশে ছিল।
উদ্ধারের হেতু কপট সন্ন্যাস করিল॥
"সন্ন্যাসী হেরিয়া সবে করিবে বন্দন।
সেই ছলে প্রেম দিব হরি' তার মন॥"
পরমকরুণ কপট—সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ।
বন্দনা করিয়ে ভূমে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ॥ ১২॥

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্থান—কলিকাতা, শিমলা।

সময়—২২শে কার্ত্তিক ১৩৩২ রবিবার অপরাহ্ণ।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

আমাদের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন্। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি, যে ভগবান্ পূর্ব্বে জগতে যে সকল দান করিয়াছেন, সে সকল দান হইতেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পূর্ব্বে যাহা দেওয়া হয় নাই—এইরূপ অপূর্ব্বদান জগতে প্রদান করিতে বসিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বচনটী প্রদান করিয়াছেন, তিনি জগদ্গুরু, আচার্য্য। তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটী "বঃ" শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুগত দাসানুদাসসূত্রে সেই বাক্যটী "নঃ" শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি। অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন্।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের জন্য করুণাপরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবানের সেবার প্রকারভেদ অর্থাৎ কত রকমে মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থ সমূহ সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে অবস্থিত, আত্মার বৃত্তি যাঁহার যেরূপভাবে উন্মেষিত হইয়াছে তাহা লইয়াই, সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর কি প্রকারে সেবা হইতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রস্তররাজি, সকলেই তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে যে সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাদৃশ দান করিয়া এযুগে ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই যুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান করিয়াছেন। তাহাই—"স্বভক্তি শ্রী", "স্ব" শব্দের অর্থ 'আত্মা'। আত্মপ্রতীতিগত শোভার সেবা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি আত্মার সেবার প্রকার জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরুতপ্তহৃদয়ে, আমাদের ন্যায় গুণজাত অবস্থায় পতিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার "অনর্পিত', 'উন্নতোজ্জ্বল রসের' শোভা প্রদান করিবার জন্য সুদুষ্প্রাপ্য উজ্জ্বলরসের স্বভক্তিশ্রী জগতের সকল লোককে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছেন। আবার দাতা যিনি তিনিও সামান্য একটী পরিমিত সম্পত্তিবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, তিনি সামান্য একটী জগতের সৃষ্টিকর্ত্তামাত্র নহেন। দাতা স্বয়ং হরি। মানুষ মনে করেন, এই ব্যক্ত জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু, কিন্তু সকল কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবান্ এই অপূর্ব্ব দানের দাতা। তাঁহাতে সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত।

জগতের লোক সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কেহই নিরানন্দ চা'ন না। আনন্দ আবার নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়াতে অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে যে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকালস্থায়ী নহে। তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যের ভাবসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া, জগতের সৌন্দর্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্‌পুরুষ পার্থিব নামরূপগুণাদিতে, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশ পরাক্রম প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দ-স্রোত শুকাইয়া যায়, কেননা, উহা সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার যতটুকু প্রাপ্য জীব এইস্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে, ফলে, তাহার যোগ্য প্রাপ্যটীও হারাইয়া ফেলে। যে মূলবস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বশ্য বা ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে তিনি ঈশ্বর বস্তু। আমরা ইহজগতে যে সকল বস্তুকে উপভোগ্য বোধ করিতেছি, সেই সকল বস্তু তাঁহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুদ্‌গ্রীব, তিনি—শ্রীভগবান্। যাঁহার আংশিক প্রকাশ জৈবজ্ঞানের উপভোগ্য 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত, সেই ব্রহ্ম, সেই পরাৎপর মূল পুরুষ শ্রীভগবানের জ্যোতিমালাতে প্রকাশিত। এই পরতত্ত্বই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-দেব। যাহা মানুষ জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই। যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছেন। এইরূপ শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন

আমরা কাল্পনিক শ্রীহরির কথা বলিতেছিনা। ব্রহ্মজ্ঞগণ হরির অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি, যোগিগণ আংশিকবৈভব বা ব্যাপক ভূমারূপী শ্রীহরির কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রীহরির কথাও বলিনা। যাঁহারা উজ্জ্বলরসের বিরসাবস্থাবিশেষ—জড়জগতের রসে বিরাগবিশিষ্ট সেইরূপ ব্যক্তিগণের জ্ঞানগম্য অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীতির কথাও বলিতেছি না, "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনুভূতি বা ইহজগতের পাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দ্দশভুবনের কথা বা সপ্ত ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক্।

যে জিনিষটী পরিপূর্ণরসময়, যাঁহার পূর্ণপ্রাকট্য আছে, যাঁহার আংশিক বিকৃতরস আমরা ইহজগতের স্ত্রীপুরুষে

পিতাপুত্রে,বন্ধুতে,প্রভুভৃত্যে বা নিরপেক্ষাবস্থাতে লক্ষ্য করি, সেই বিকৃতরসগুলি যাঁহাদের নিকট অতৃপ্ত বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের কথাও আমরা বলিনা; তাঁহাদের সহিত আমাদের এই অন্তর্নিরসনরূপ অংশটীতে বাহিরের দিকে কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে এমন একটা রসের কথা বলিয়াছেন, যাহা কেবলমাত্র রস—রাহিত্যরূপে বর্ণিত হয় না, কিন্তু তাহার একটা নিত্য চমৎকারিতা-যুক্ত নিত্যপরিপূর্ণরসময় বাস্তব-স্বরূপ আছে। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে সেই বাস্তবরসের কথা বলিয়াছিলেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারভারের ভূমিকাতে 'রস' উপলব্ধ হয়। জাগতিক বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তাহাকে 'রস' বলে উহা নলদময়ন্তী, সাবিত্রীসত্যবান, শকুন্তলাদুষ্মন্ত বা পশুপক্ষীর পরস্পর মৈথুনধর্ম্ম নহে। আত্মা যখন নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই আত্মবৃত্তির দ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইয়া থাকে। আমিত্বের অনুভূতিতে যখন 'ইট, পাট্‌কেল' বা কোন গুণজাতবস্তু 'ধাক্কা' দেয় না, তখন ঐ রস আস্বাদিত হয়। আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি যে এই অনুভূতিটী থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া যায়! এই জগতে পঞ্চবিধ-বিকৃত-রস বর্ত্তমান; কিন্তু এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি বলেন— 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্য ভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম। (তৈঃ উঃ)—ব্রহ্মবস্তু—বৃহদ্বস্তু—পূর্ণ বস্তু হইতে এই আংশিক বিচিত্রতা এই জগতে বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যদি 'ঘোড়দৌড়' দেখিতে গিয়া একটী গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটী জানালা দিয়া 'ঘোড়-সোয়ারকে' আমরা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে ঐ অশ্ব পূর্ব্বে দৌড়াইতে ছিলনা, পরেও দৌড়াইবে না এবং ঐ অশ্বারোহী ও ঐ ধাবমান অশ্বের উপরে আমার দর্শনের পূর্ব্বে ও পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে যেমন আমার বিচারে ভুল হয় অর্থাৎ অশ্বারোহী আমার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতে দৌড়াইতেছে পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে, কেবল আমার করণাপাটব দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং প্রতিঘাতযোগ্য বা অসম্পূর্ণ যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করিতে গিয়া উহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছিনা, ইহা আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও সম্যক্‌দর্শনের অভাব-দ্যোতক। তদ্রূপ যাহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞান দ্বারা বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা থামিয়া যায় তাঁহারাও তদ্রূপ ভ্রান্ত অসম্যগ্‌ দর্শী। যদি আমি মনে করি যে আমার পূর্ব্বে কেহ মানুষ ছিলনা বা আমি মরিয়া গেলেও কোন মানুষ থাকিবে না, তাহা যেমন আমার মূর্খতা মাত্র, আমি মরিয়া গেলেও মানুষের কর্ত্তৃসত্তা থাকিবে; চিদ্ধামের চিদ্রসের বিচিত্রতা নাই এরূপ বলাও তদ্রূপ অজ্ঞতা—Agnosticsএর ক্ষুদ্র ধারণা। নিত্যপূর্ণরসের রসিক এরূপ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ নহেন।

এই পঞ্চ প্রকার রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। মধুর রসান্তর্গত সর্ব্বরস। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস মধ্যে "স্বক" ও "পরক" বিচার শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুন্দর-ভাবে দেখান নাই। নিম্বার্কানন্দ—কাহারও মতে যিনি দ্বিতীয় শতাব্দী, কাহারও মতে বা দশম শতাব্দীর আচার্য্য—তিনিও উজ্জ্বলরসের আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রদত্ত কৃপা-মধ্যে সেই রসেরই প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। জীবের সহজপ্রাপ্য যাহা, জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় যাহা, কৃত্রিম সাধনপ্রণালী নয় যাহা, সকলের উপযোগিতা আছে যাহাতে—এইরূপ বস্তু তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

নিমাই

[মোচা ঘণ্ট]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গুরুমশায়, সকাল বেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে এসে নিমাইয়ের কথা মনে পোড়লো। সব সময়ই নিমাইয়ের ভাবনা। এ ভাবনা কিছুতেই যায় না। ভেবেও কিছু শেষ কোরতে পারেন না। ভাবনা আর কিছুই নয়, নিমাই দু দিনের মধ্যে কেমন কোরে সব

ফলা বানান শিকে ফেল্লে। বাসুদেব বোলে যে মা সরস্বতীর বর পেয়েচে, তাই কি? ও তো একটু খানি ছেলে ও বর পেলে কি রকম কোরে? না না, তা হোতে পারে না—তা নয়। তবে কি নিমাই সেই ভগবান্ কৃষ্ণ? ছলনা কোরে জগন্নাথ মিশ্রির ঘরে এসে জোন্মোচে? না না কিছু বুজ্‌লাম না, তবে ছেলেটার চেহারা টেহারা গুলো যেন আর এক রকমের। এসব ছেলের চেয়ে অনেক তফাৎ। না হোলেই বা এ গুণ কোতা থেকে হবে? যা হোক কোনটাই ঠিক কোরে উটতে পারা যায় না। সমস্ত পত এই রকম ভাবতে ভাবতে গুরুমশায় পাটশালে এসে পোলেন। ভেতোরে ঢুকে স্থাকেন, একটী ছেলেও আসেনি, কেবল নিমাই একাকী চুপ কোরে বোসে আচে। নিমাইকে দেকে বোল্লেন, কে—নিমাই? আজ তো খুব সকালে দেকচি

নি। আজ যে নাম লিকতে শিকিয়ে দেবেন বোলেচেন, তাই।

গু। হাঁ বটে বটে চিলতে এনেচো?

নি। এনিচি।

গু। বেশ বেশ। নাম লেকাটা কিছুই নয়, একটুও শক্ত নয়। যে ফলা বানান সব লিকতে পারে, তার কাচে কিছুই নয়। সে সব লিকতে পারে আর পোড়তেও পারে। তুমি তো সব অক্ষরই লিকতে পার?

নি। আজ্ঞে আমি সব অক্ষর লিকতে পারি যেটা বোলবেন সেইটেই লিকে দেবো

গু। তা হোলে তুমি সবই লিকতে ও পারবে। আমরা যে সব কথা বলি সে সব এই অক্ষর দিয়েই হয়। তুমি দেকতে পাবে কোন কতা ৩টো অক্ষর কোন কতা তিনটে অক্ষর কোন কতা চা'র কি তার চেয়েও বেশী অক্ষর দিয়ে হোয়েচে। এই স্থাকো না কেন "রাম" এই কতাটা এই নামটা রা আর ম এই দুটো অক্ষর দিয়ে হোয়েছে। তুমিতো রা ও লিকেচো ম ও লিকেচো কেমন লেখনি?

নি। হাঁ গুরুমশায়, তাই গুরুমশায়, ঠিক বোলেচেন গুরুমশায়। আমি তো ও সব অক্ষর লিকিচি। র রা রি, এই রা, আর ব ভ ম, এই ম এই দুটো অক্ষর লিকলেই রাম হোলো। কেমন, না গুরুমশায়? তাই নয়?

গু। বা! বা! ঠিক বোলেচো। আচ্ছা বেশ কৃষ্ণ কি কোরে লিকবে?

নি। কেমন কোরে লিকবো! বোলবো গুরুমশায় বোল বো? আমি তো ও দুটো অক্ষরই লিকিচি। কু কৃ ক্ক এই ক্ক লিখবো আর ষ্ট ষ্ঠ ষ্ণ লিকিচি এই ষ্ণ লিকবো। হবেনা গুরু মশায়! হবে না।

এই বোলে নিমাই কৃষ্ণ লিকে গুরু মশায়কে দেখিয়ে দিলে তিনি বড় খুসী হোলেন। তার পর আরও অনেক শক্ত শক্ত নাম লিকতে বোল্লেন নিমাই সে সব নামও ধাঁ ধাঁ কোরে লিখে দিলে। অনেক বড় বড় কতাও বোল্লেন, সেগুলোও পটাপট লিকে ফেল্লে। গুরু মশায় বড় খুসী। মাজে মাজে গদাধরকে ডেকে বোলতে লাগলেন, গদা ছেলে স্থাকরে, ছেলে স্থাক। পোরশু হাতে খড়ি দিয়েচেরে ছেলে স্থাক্ এই রকম কোরে, অনেক নাম ও কতা লিকিয়ে গুরু মশায় নিমাইকে বোল্লেন নিমাই তুমি পাঠশালার সব ছেলের নাম লিকে আমাকে স্থাকাও। নিমাই সব ছেলের নাম লিকতে লাগলো। গুরু মশায় আর সব ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ কোরলেন।

এদিকে আস্তে আস্তে ছুটির ব্যালা হোয়ে এলো গুরু মশায় নিমাইকে বোল্লেন; নাম লেকা হোয়েচে? নিমাই বোল্লে আজ্ঞে হোয়েছে। এই বড় ছেলে কটার নাম লেকা হোলেই হয়। এই বোলে সব ছেলের নাম লিকে গুরু মশায়কে স্থাকালে। গুরু মশায় দেকলেন নিমাই নাম লিকতে একটী ভুলও করে নি আর লেকাও খুব ভা হোয়েচে। বোল্লেন নিমাই আর তোমাকে চিলতে লিকতে হবে না কাল তোমাকে কাগজ দোরিয়ে দেবো। কাগজ নিয়ে এসো। পুঁতিও পড়াবো পঁতি নিয়ে এসো। এই বোলে সব ছেলেকে ছুটী দিলেন, নিমাইও বাড়ী চোলে গ্যালো। (ক্রমশঃ)।

নব্যগ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী

[দধি]

নব্য-গ্রন্থকার উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের রাজ্যা-রম্ভের তারিখ ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু

এই তারিখ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠে জানা যে, ১৪৭৮ হইতে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমদেব রাজ্য করিয়া ছিলেন। পুরুষোত্তম দেব রাজা হইলেও তিনি একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা উৎকল ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। নব্যগ্রন্থে সে সম্বন্ধে কিছুই স্থান পায় নাই।

নব্যগ্রন্থকার মুরারিগুপ্তের সম্বন্ধে কোনও ভাল কথা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্ত শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাও তাঁহার নিকট বিশেষ আদরণীয় বলিয়া বোধ হইল না—

"মুরারি বসয়ে গুপ্তে উঁহার হৃদয়ে।
এতেক মুরারি গুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥"
—চৈঃ ভাঃ ২।১০।৩১

তিনি মুরারি গুপ্তকে অভেদজ্ঞানের মতাবলম্বী বলিয়া কোথায় দেখিলেন? মুরারি গুপ্তের প্রার্থনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি একজন আজন্ম রামোপাসক বৈষ্ণব দাস্যরসের প্রতিমূর্ত্তি। যিনি পূর্ব্বলীলায় বৈষ্ণববর হনুমদ্জী ছিলেন, তাঁহাতে অভেদজ্ঞান সম্ভব নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ দাস্যরসের রসিক। তাঁহার প্রার্থনা এই—

"যে তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু, মুই দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিহ তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥"
—চৈঃ ভাঃ ২।১০।২১-২৪

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীমহাপ্রভুর লোকশিক্ষা-লীলা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু মুকুন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, "মুকুন্দ ভক্তগণের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা বলে এবং মায়াবাদিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য তাহাদিগের নিকট বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ লিখিত কথা স্বীকার করে, ইহা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।" কারণ মহাবদান্য গৌরসুন্দর এবার মায়াবাদী, পড়ুয়া, পাষণ্ড সকলকেই কৃপা করিতে আসিয়াছেন। তিনি সদ্ধর্ম্ম ও অসদ্ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া লোকবঞ্চনা করিতে আসেন নাই—তাই মহাপ্রভুর দুঃখ।

"প্রভু বলে ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥"
—চৈঃ ভাঃ ২।১০।১৮৭-১৯০

নব্যগ্রন্থকার সর্ব্বদাই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদগণকে প্রাকৃত জাতি বিশেষের অন্তর্গত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীল মুকুন্দদাস ঠাকুর তাৎকালিক বিবেচনানুসারে শূদ্র বৈদ্যকুলে প্রকটিত হইলেও তিনি স্বয়ং শূদ্র বা বৈদ্য ছিলেন না। তাঁহাকে বৈদ্যজাতিসামান্যে দর্শন করিলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহাবৈষ্ণবাপরাধ হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব ইহাই বলিয়াছেন। নব্যগ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমুকুন্দদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট কথা লিখিত আছে সে সমস্ত না বলিয়া কেবল তাঁহার কতকগুলি প্রাকৃত পরিচয় দিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের চিত্তবৃত্তি অনুকরণ করিয়া কি প্রাকৃত চিন্তাস্রোতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট হওয়া উচিত? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ১৫শ অধ্যায় মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন, ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভুর মুকুন্দের প্রেমচেষ্টা প্রভৃতি কথন—"বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা। অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥" মুকুন্দের ময়ূরপুচ্ছের-পাখা দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি ও প্রেমাবেশ প্রভৃতির কথা গ্রন্থকার কিছুই উল্লেখ না করিয়া কেবল কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় কথা তাঁহার পুস্তক মধ্যে লিখিয়া প্রাকৃত-লোককে আরও অধিকতর প্রাকৃত ধারণা পোষণে উৎসাহিত করিয়াছেন।

নব্যগ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচনা কাল ও গুণরাজ খান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বর্ত্তমান কালে যে মহাত্মার কৃপায় ঐ প্রাচীন গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের হস্তামলকস্বরূপ হইয়াছেন পূজ্যপাদ সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোনই উল্লেখ করেন নাই। কিম্বা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গ্রন্থের উপক্রমণিকা মধ্যে যে সকল বহুমূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বোধ হয় কিছুই খবর রাখেন না। তাঁহার নব্যগ্রন্থখানিতে তিনি কেবল কতকগুলি মনঃকল্পিত তারিখ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ প্রচেষ্টা তাঁহাকে সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রাধীতী সুধী সমাজের নিকট পর্য্যন্ত অনেক স্থলেই হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। গুণরাজ খান বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই, অথচ তিনি বৈষ্ণব ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন! বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটী কায়স্থ-কুলাঙ্ক আনয়ন করেন। এই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে শ্রীদশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীগুণরাজ খান উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীমালাধর বসু। গুণরাজ খান উপাধিটী গৌড়ীয়সম্রাটদত্ত। মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলক্ষ্মী নাথ বসু, সম্রাটপ্রদত্ত উপাধি সত্যরাজ খাঁ। এই সত্যরাজ খাঁ মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবগৃহস্থের কৃত্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সত্যরাজ খাঁর পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ কুলীনগ্রামবাসী শ্রীরামানন্দ প্রভু। নব্যগ্রন্থকার এই সকল কথা তাঁহার 'গবেষণাপর' লিখনীতে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "গুণরাজখান শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন"। এইরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে গুণরাজখান মহোদয় সমগ্র দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত খানিরই বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গুণরাজখান কেবল দশম ও একাদশ স্কন্ধের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহোদয় বোধ হয় এই সকল খবর রাখেন না। অধিক কি, সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ পড়িয়া সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নামগন্ধ পর্য্যন্ত 'গবেষণাপরায়ণ' নব্যগ্রন্থকারের গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই!

গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁ'র বংশের হাত॥

প্রথমতঃ নব্যগ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্ অংশের পদ্যানুবাদ তাহা কিছু বলেন নাই, দ্বিতীয়তঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয়গ্রন্থকে একটী "পয়ারগ্রন্থ" বলিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ উক্তির দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, "গবেষণাপরায়ণ বৈষ্ণবইতিহাস লেখক মহোদয়' অপরের মুখে গালগল্প শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াছেন, নতুবা এই সকল সর্ব্বসাধারণের প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ থাকিতে তিনি ঐরূপ ভুল করেন কেন? তিনি লিখিয়াছেন এই "অনুবাদ-পয়ার গ্রন্থের নাম—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।" শ্রীকৃষ্ণবিজয় কেবল 'পয়ারগ্রন্থ' নহে। ইহা একটী পদ্যানুবাদগ্রন্থ। কারণ এই গ্রন্থে চতুর্দ্দশাক্ষরী পয়ার ব্যতীত ত্রিপদী ছন্দও স্থান পাইয়াছে। যথা:—

"পুত্র-পুত্র বলি বাণী, ধায় যশোদা রোহিণী,
সত্বরে ত' পুত্র কৈল কোলে।
হও তুমি দীর্ঘ আয়ু, মার্কণ্ডেয় পরমায়ু,—
রক্ষা বাধে গিয়া—গঙ্গাজলে॥"
—শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুতনাবধ।

নব্যগ্রন্থকার যখন নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবের তারিখটী শক ১৩৯৫ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী বলিয়াই অবধারণ করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনি অঙ্ক কষিয়া কিম্বা কোনও জ্যোতির্ব্বিদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া সঠিক বার তারিখটীও বলিয়া দিতে পারিতেন! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব—মাঘ মাসে, সুতরাং নব্যগ্রন্থকার যে ১৩৯৫ শকের সহিত '৭৮' যোগ করিয়া ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ দেখাইয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব! পৌষ মাসের পর আর শকাব্দার সহিত ৭৮ যোগ হইতে পারে না। অথবা নব্যগ্রন্থকারের ব্যবকলনজ্ঞানের অভাব। নিজের মনঃকল্পনার দ্বারা সাধারণ অনভিজ্ঞ লোককে এরূপভাবে বিপথগামী করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে?

তিনি হিত হরিবংশের পিতাকে কাশ্যপগোত্রীয় 'গৌরব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'গৌরব্রাহ্মণ' কাহাকে বলে আমরা নব্যগ্রন্থকারের নিকট হইতে জানিতে চাই। আমি একজন ব্রাহ্মণের ঘরে সৌভাগ্যক্রমে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট এখন পর্য্যন্ত 'গৌরব্রাহ্মণ' কথাটী শুনিতে পাই নাই। একমাত্র জানি পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে "গৌড় ব্রাহ্মণ" নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা বলেন যে, তাঁহারা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী সমাজের ব্রাহ্মণ এবং মধ্য গৌড় রাজ্য হইতে নানাস্থানে গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস হরিয়াণা ও বিকানীর অঞ্চলে ছিল। দিল্লীঅঞ্চলে অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থানে প্রকাশিত হইল না।

নব্যগ্রন্থকার হিতহরিবংশের কথা লিখিতে গিয়া তিনি কাহার শিষ্যপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন বা তাঁহার সহিত পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কি সম্বন্ধ ছিল তৎসম্বন্ধে কিছুই তাঁহার গবেষণাপর গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। আগ্রার নিকটবর্ত্তী কোনও একটী অপ্রসিদ্ধ গ্রামে শ্রীহরিবংশের জন্ম হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিনটী প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম এই—রাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়ের প্রধানাচার্য্য হরিবংশ, শ্রীগোপীনাথ পূজারী, যাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমানে শ্রীরাধারমণ ঘেরাস্থিত আচার্য্যবর্গ, তদ্বংশ্য শ্রীরাধারমণ, শ্রীমখালাল, শ্রীগোপীলাল, শ্রীবনমালিলাল, শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয়গণ; শ্রীগোপালভট্টের তৃতীয় শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, হরিবংশ শাস্ত্রাদি ও তত্ত্ব আলোচনায় শৈথিল্য নিবন্ধন রাগমার্গীয় ভজন-প্রণালীকে প্রাকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া ও শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উপদেশ লাভ করিয়াই শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রায় দুইক্রোশ দূরস্থ মানসসরোবরতীরে ভজনমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শিষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। গোস্বামিদিগের নির্দ্দিষ্ট চতুঃষষ্টি অঙ্গ সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবলমাত্র রাগমার্গীয় গীত অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ ভজন করিতে লাগিলেন। সুতরাং শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টগোস্বামীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি কোনও এক শ্রীএকাদশীর দিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণের মন্দিরে তাম্বুলচর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ করিলেন, ভট্টগোস্বামী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিবংশ, তোমার এ কিরূপ আচরণ? "হরিবংশ বলিলেন, শ্রীপ্রিয়াজী প্রসাদী তাম্বুল আমাকে অর্পণ করিয়াছেন।' লোকশিক্ষক-আচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কহিলেন, "তুমি এইরূপ আচরণদ্বারা জগতের অনধিকারী জীব সকলকে কুপথে চালিত করিতে উদ্যত হইয়াছ, সুতরাং তুমি আজ হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচয় দিবে না।" হরিবংশ দুঃখিত হইয়া মানস-সরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হরিবংশপ্রবর্ত্তিত রাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়ে শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের চারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত নহেন। ইঁহারা শ্রীপ্রিয়াজীকে আদিগুরু বলিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ে বিধি বা মর্য্যাদামার্গের কোনও আদর নাই। নব্য গ্রন্থকার হরিবংশসম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এই সমস্ত কথা কিছুই বলেন নাই। হরিবংশবংশ্যগণের কথামত তিনি ভুল সংবাদ ভিতর মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। যদিও হরিবংশবংশ্যগণ রাধাসুধানিধি নামক সংস্কৃতগ্রন্থ হিতহরিবংশের রচিত বলিয়া প্রচার করেন তথাপি হিতহরিবংশের চৌরাশীপদ, নামে একটী গ্রন্থই তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণ সুরদাসকৃত-পদাবলী প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের রাধা-রসসুধানিধি, নামে একটী গ্রন্থ আছে। নব্য গ্রন্থকার ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদকৃত, রাধারস সুধানিধি নামক গ্রন্থকে যে হিতহরিবংশরচিত রাধাসুধানিধি বলিয়া ভুল করিয়াছেন তাহার দ্বারা অনুমিত হয় যে তিনি ঐ গ্রন্থ দেখেন নাই। আমি কোনও এক সময় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট রাধারসসুধানিধি গ্রন্থের হস্তলিখিত ও ছাপা পুস্তক সাকুল্যে দশবারখানা বিভিন্ন গ্রন্থ দেখিয়াছিলাম। পরলোকগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের গ্রন্থ, এতদ্ব্যতীত কয়েকটী হস্তলিখিত পুঁথি, বৃন্দাবন ও বাঁকুড়া জেলা হইতে আনীত আরও কয়েকটী হস্তলিখিত রাধারসসুধানিধি গ্রন্থই আমি উক্ত মহাত্মার

নিকট দেখিয়াছিলাম। বোম্বাই হইতে যে হিতহরিবংশের নাম দিয়া রাধারসসুধানিধি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্যান্য হস্তলিখিত পুঁথি ও সংস্করণে আমরা ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব দেখিতে পাই। সুতরাং বোম্বাইর প্রকাশিত গ্রন্থ যে অসম্পূর্ণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধারসসুধানিধির প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তবটী এই—

"নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোর্দ্ধ্বীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরিহরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং
গায়ন্তং নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ॥

নব্যগ্রন্থকার রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের "বৈষ্ণবেরা কিশোরী ভজন ও কামসাধনা প্রণালী অনুসারে ভজন সাধন করিয়া থাকেন" এইরূপ গাঁজাগল্প কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন! "কিশোরীভজন' ও "কামসাধনাকে তিনি ভজনসাধনের প্রণালী বলিয়াই বা কিরূপে নির্দ্দেশ করিলেন? ইহাই কি বৈষ্ণবের ভাষা? ইহাই কি ভগবৎপ্রেরণার লেখনী? আমরা নব্য গ্রন্থকারের প্রতি পদে পদে এরূপ অসংখ্য ভুল দেখিয়া দিন দিন অধিকতর মর্ম্মাহত হইতেছি।

নব্যগ্রন্থকার মহোদয় শ্রীল বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম "শঙ্করারণ্যপুরী" ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ নাম তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? তিনি কি কথনও শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের বৈদিক অষ্টোত্তর শতনামী সন্ন্যাসিগণের এবং পরবর্ত্তী কালে অষ্টোত্তরশতনামের অন্তর্ভুক্ত দশনামী সন্ন্যাসিগণের উপাধির কথা কিছু জানেন? দশনামী সন্ন্যাসীর নাম যথা:—

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥"

বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী উভয়েই ছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দশনামধারী প্রাচীন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের অনুকরণে অপর নামসংযোগে দশটী ধারা প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করাচার্য্য দশনামী-সন্ন্যাস-প্রথা প্রকাশ করিয়াছিলেন ধারণা করিয়া অনেকে মনে করেন, ইহা শঙ্করসম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত তথ্য তাহা নহে। প্রাচীন বৃদ্ধমনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, পুরাকালে সন্ন্যাসপ্রবর্ত্তক দশজন আচার্য্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অচ্যুত গোত্রীয়।

শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের যেরূপ দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও নব্যগ্রন্থকারের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল, কারণ তিনি যদি "অরণ্য" ও "পুরী', এই দুইটী দশনামী সন্ন্যাসীর দুইটী বিভিন্ন উপাধি— ইহা জানিতেন তাহা হইলে অরণ্যের ঘাড়ে আর পুরী চাপাইতেন না। যেমন মাধবেন্দ্রপুরী বা ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি নাম বলিয়া তাহার উপরে আবার 'অরণ্য' বা আশ্রমাদি দশনামী সন্ন্যাসীর উপাধিগুলি যোজনা করা যায় না তদ্রূপ "শঙ্কর-অরণ্য" এই নামের উপরেও 'পুরী' নামটী যোজনা করা যায় না। গবেষণাপরায়ণ নব্যগ্রন্থকারের এই সকল সম্প্রদায়বৈভবজ্ঞানে দরিদ্রতা দেখিয়া সুধীব্যক্তিমাত্রেই হাস্য সম্বরণ ও তৎসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না! শঙ্করসম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা যেরূপ প্রচলিত আছে তাহা এই—

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥
আশ্রমাগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে॥
সুরম্যে নির্জ্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাবন্ধ বিনির্ম্মুক্তো বন নামা স উচ্যতে॥
অরণ্যসংস্থিতো-নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমারণ্যঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়ন তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥
বসন্ পর্ব্বত-ভূতেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানম্বিভর্ত্তি যঃ।
সারাসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
তত্ত্বসাগরগম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসার-সাগরাসার হন্তাসৌ হি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্।
দুঃখ ভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদেস্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥

এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহোদয় সম্পাদিত 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার কেহই শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম 'শঙ্করারণ্য-পুরী' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। সকলেই তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম 'শঙ্করারণ্য' নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

"শঙ্করারণ্য—আচার্য্যবৃক্ষের একশাখা।"

—চৈঃ চঃ ১।১০।১০৬

তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
"শঙ্করারণ্য" নাম তার অল্প বয়স॥"

—চৈঃ চঃ ২।৯।২৯৯

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥"

—চৈঃ ভাঃ ১।৭।১২-১৩ ও ২।২২।১০৬-৭

"অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব॥

—গৌঃ গঃ ৬০ সংখ্যা

বিশ্বরূপ পুরীসম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করারণ্য পুরী নাম প্রাপ্ত হন, এরূপ কথা গ্রন্থকার কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? গৌরগণোদ্দেশের উক্তশ্লোকের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্ত হইয়াছেন কি? সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য বলেন শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, তাঁহার সন্ন্যাসোপাধি এই স্থানে "তীর্থ" হয় নাই। ইহা ছাড়াও "অরণ্য" এই সন্ন্যাসোপাধিটী সংযুক্ত থাকিলে তাহার উপর আবার "পুরী" উপাধিটী যুক্ত হইতে পারে না। তবে শঙ্করসম্প্রদায়ে যেখানে তীর্থ বা আশ্রম সন্ন্যাসের উপাধি, সেই স্থানে ব্রহ্মচারীর নাম 'স্বরূপ' হয়। যেমন, লক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্যলীলাভিনয়কারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর "নিত্যানন্দ স্বরূপ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'সরস্বতী,' 'ভারতী' বা 'পুরী' সন্ন্যাসের উপাধি থাকিলে উহার ব্রহ্মচারীর নাম—'চৈতন্য' হয়। যেমন শ্রীপাদ কেশব ভারতীর সন্ন্যাস-শিষ্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেও নিজ ব্রহ্মচারী নাম প্রচার করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায় বোধ হয় গৌরসুন্দর তাদৃশ ব্যবহার আদর করেন নাই। কিন্তু তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"গবেষণাপরায়ণ" নব্যগ্রন্থকার এই সকল সাম্প্রদায়িকবৈভবৈতিহ্যের কথা যদি কিছু খবর রাখিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ ভুল করিয়া বসিতেন না।

শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

প্রেরিত পত্র

[কপূর্ব]

ঢাকা ফরিদাবাদ হরিসভা
তাং ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৩২ সন।

মাননীয় গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

গত কল্য ২২শে কার্ত্তিক রবিবার আমাদের হরিসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভ্যগণের অনুমোদনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে:—

১। আপনাদের 'গৌড়ীয়' পত্রে—সাহিত্য সাধনার জন্য আপনাদিগকে উক্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আপনাদিগকে বৈষ্ণবসাহিত্য-সংস্কার বিষয়ে সাহায্য করুন্।

২। নব্যগ্রন্থের "সহস্রভ্রম-প্রদর্শনী" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় উক্ত সাহিত্য সংস্কার সম্বন্ধে ব্রতী হওয়ায় আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি উক্ত কার্য্যে উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হউন্।

৩। মহাজনবর শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের, শ্রীশ্রীবিদ্যাপতির ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাজনগণের চরিত্রে যে সহজিয়া ভাব আরোপিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুষ্ট ও লম্পট লোকের রচিত অপসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ সেই সকল পুস্তক

বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে, তজ্জন্য এই সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

৪। Mr. Kennedy লিখিত The Chaitanya Movement—পুস্তকে যে সকল গ্লানিজনক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা পাঠাইয়া উক্ত পুস্তক সংশোধন করিয়া প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থকারকে সংবাদ দেওয়া হউক।

৫। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর "গোবিন্দ দাসের কড়চা" সংক্রান্ত একটী আবেদন পত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়। যাহাতে উপরি উক্ত অপসিদ্ধান্ত ও গ্লানিকর কথাসমূহ ঐ সকল পুস্তক হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য আপনারা ব্রতী হউন। "রসরাজ গৌরাঙ্গ স্বভাব" নামক পুস্তকের প্রচার কলিকাতা পুলিশকোর্ট হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত রায় তারক নাথ সাধু বাহাদুর মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে। তাঁহাকে উপরি উক্ত বিষয়ে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিনীত (স্বাক্ষর) শ্রীনিতাই চাঁদ গোস্বামী
সম্পাদক, ফরিদাবাদ হরিসভা ঢাকা।

প্রচার প্রসঙ্গ

(সন্দেশ)

গত ২২শে কার্ত্তিক রবিবার দিবস কলিকাতা সিমলা নিবাসী— শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়ের সমীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর কীর্ত্তনের পর শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের ব্যাখ্যা দুইঘণ্টা কালব্যাপিনী হইয়াছিল। এইরূপ লোকোত্তর মহাপুরুষের শ্রীমুখে জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী সুদার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য বোধ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ভক্তসহ ঢাকার বালিয়াটী গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের পর্য্যবেক্ষণে শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন ও আচরণের নির্গুণ সাসম্বলী একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত শ্রীহট্টে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ঢাকার স্বনামধন্য নবজঙ্গ রায় শ্রীকমলানাথ দাশ গুপ্ত বাহাদুর ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া শ্রীহট্ট নিবাসী তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধুলোককে নিম্নলিখিত পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন—

"* * পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাত্মার কৃপায় আজ বঙ্গদেশে কত বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ইংরাজী সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিদ্যাবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সংসারের ধন রত্নের ও নানা প্রকার মোহ, প্রলোভন ও মায়া ত্যাগে কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লোকের পরমহিত ও পরমপথ প্রদর্শন জন্য ভাগবত ও প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারনিমিত্ত কি কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, তুমি এই বৎসর তাঁহাদের মহোৎসবে উপস্থিত থাকিলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার বিষয় ছিল। ভাগ্যক্রমে আমি একদিন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের নিঃস্বার্থ কার্য্য কলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাঁহারা প্রচার ও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য বহু স্থানে বহু মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেক অবিশ্বাসীকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়াছেন। শ্রীহট্ট মহাপ্রভুর পৈতৃক স্থান। তথায় শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। * * *"

৩রা নবেম্বর ১৯২৫। (স্বাক্ষর) শ্রীকমলানাথ দাশগুপ্ত।

নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার—

GAUDIYA CALCUTTA.

Baliati Utsab successfully celebrated Sunday last Tirtha Maharaj Bhagabat Path, Kirtan went on all along and highly appreciated by Public.

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ২১শে নবেম্বর ১৯২৫ | ১৪শ সংখ্যা

মহামহাপ্রসাদ

[মাধুকরী]

সর্ব্বজনক কে?—

সবার জীবন কৃষ্ণ—জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তা'র॥

সুপুত্র কে?—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, সর্ব্ব বেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সুপুত্র হয়॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

পিতৃদ্রোহী কে?—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম

লক্ষেশ্বর কে?—

প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম

ধনবান্ কে?—

অন্ন খাদ্য নাহি যার, দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সে হয় ধনবন্ত॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম

সদাচার কি?—

তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

বৈষ্ণবাচার কি?—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

কুশল কি?—

ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজ্য হইলেও অমঙ্গল॥

অকুশল কি? —

ধন, যশঃ ভোগ যা'র আছয়ে সকল।
ভক্তি যা'র নাই তা'র সব অমঙ্গল॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম

বিদ্যা কি?

তাহারে সে বলি বিদ্যা—মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

বিবর্ত্তনিরাস।

[অমৃত নিন্দক ভিক্ষু বাউল]

আমরা গত সপ্তাহের পত্রে "প্রাকৃত-সহজিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করিয়াছি। প্রাকৃত-সহজিয়া যে কত প্রকারের তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বৈচিত্র্য দেখিয়া কোন ও বৈষ্ণবমহাজন গাহিয়াছেন—

"কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র।
করম বিপাকে, ভবনন ভ্রমই
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র॥"

অপ্রাকৃত-ধামে যেরূপ অনন্ত বৈচিত্র্য বর্ত্তমান থাকিয়া এক অদ্বয়জ্ঞানব্রজেন্দ্রনন্দনের নবনবায়মান সেবাসৌষ্ঠব ও চমৎকারিতা সাধন করিতেছে, তদ্রূপ সেই অপ্রাকৃত-ধামের হেয় ও বিকৃত-প্রতিফলনস্বরূপ এই প্রাকৃত-জগতে কতই না বিচিত্রতা ভোগিকুলকে বিমোহিত করিয়া কর্ম্মমার্গে বিচরণ করাইতেছে।

প্রাকৃতরাজ্যে প্রকৃতিবাদিব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর ঐকাতান (Harmony) অসম্ভব। প্রাকৃতব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি হিংসা করিয়া থাকেন। মাৎসর্য্যধর্ম্ম প্রাকৃত রাজ্যের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া জড়প্রতিষ্ঠাদি পাইবার লোভে অথবা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অপ্রাকৃত ভজনচেষ্টাকে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় মনে করিয়া—

"আপন ভজনকথা না কহিব যথা তথা
ইহাতে হইব সাবধানে।
* * * *
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট
গুণকে বিগুণ করি' মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ-জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে॥"

—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল উপদেশকে লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি সহজেই লৌকিকব্যক্তিগণের উপহাসের পাত্র হন।

তাই শুনিতেছি যে, আমাদের "প্রাকৃত-সহজিয়া প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবন্ধের ১১শ সংখ্যোদ্ধৃত "সখিভেকী" নামক প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে একটী প্রকৃতিজনপাঠ্য বার্ত্তাবহ উপহাস করিয়া লিখিতেছেন—

"কোন কোন বৈষ্ণব শুনেছি স্ত্রীভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেন; তাঁরা শাড়ী পরেন, হাতে তাগা বালা লাগিয়ে, পায়ে তোড়া প'রে, গোঁফ মুড়িয়ে * * রাধাভাবে (?) গদগদ হ'য়ে কৃষ্ণনাম (?) জপ করেন; এরূপ মন্দ রাধা নবদ্বীপ বৃন্দাবনে (?) দুই চারিটী দেখা যায়। কিন্তু এ কোন্ দেশী প্রথাবাপু যে স্ত্রীভাবে স্ত্রীর পূজা ক'রতে হ'বে? Negative আর Negativeএর ঘর্ষণ গেলে কি বিজলী বাতি জ্বলে গা ?। বলি বাঙ্গলার বীরপ্রসবিনীরা কি একেবারে লোপ পেলেন? শেষে এই মেদিমারা কপালপোড়া মৎস্যগন্ধা নটিচন্দার দল পথে ঘাটে মাথা নাড়া দিয়া উঠ্‌লো? একেত দেশটা * * অবলা হ'য়ে প'ড়েছে, তা'র উপর এই স্ত্রীভাবময় জীবনগুলো এসে দেশটা কি ষোল আনা চিত্রাঙ্গদাময় ক'রে দিতে চা'ন ?"

আমরা প্রকৃতিজনপাঠ্য একখানি সংবাদ পত্রের স্তম্ভে কোনও এক প্রাকৃতিক সাহজিক সখি-ভেকি-দলের উপর এইরূপ একটী উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাইলাম। এই উক্তির লেখক মহোদয় প্রাকৃত-সাহজিকগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছু ভুল হয় নাই। আমরা এই উক্তিকারি লোককে দোষ দিতে পারিনা, কেননা তিনি একজন প্রকৃতির লোক, প্রকৃতি জনের চিত্তবিনোদন করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। অপ্রাকৃত কথা ধারণা করিবার সুকৃতি ও সামর্থ্য প্রাকৃতলোকগণের নাই। কিন্তু যে সকল প্রাকৃত-সাহজিয়াসম্প্রদায় এই সকল প্রাকৃত লোকের নিকট অপ্রাকৃত ভজনকে প্রাকৃতব্যাপারের ন্যায় ভাবিয়া ভজনের কথা যথা তথা বিলাইতে যান, তাঁহারাই সম্পূর্ণ দোষী। তাঁহারা অপ্রাকৃত ভক্তি-রাজ্যের প্রবেশপথে কণ্টকবৃক্ষ স্বরূপ, তাঁহারা জগতের সর্ব্বনাশকারী।

এই সকল 'সখি-ভেকী' প্রাকৃতসহজিয়া লৌকিক ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি লইয়াই মনে করেন, এই

জড় দেহেই বুঝি 'সখী' সাজা যায়! অপ্রাকৃতসখীগণের বেশভূষা বুঝি "গোঁফ কামাইলে", "ঢাকাই সাড়ী পরিলে" কর্ণভূষণ পরিলে, 'নাকে নোলক পরিলেই', সম্পাদিত হয়! ইহা তাঁহাদের মূর্খতা, পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রাকৃতদেহের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃতকৃষ্ণ-সেবা হয় না। প্রাকৃত দেহ কখনও অপ্রাকৃত প্রকৃতি বা সখী নহে। পরা প্রকৃতি-জীবাত্মার নিত্যা স্বাভাবিকী বৃত্তি যখন উন্মেষিত হয় তখনই ঐ পরা প্রকৃতির নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপের দ্বারা নিত্য-অপ্রাকৃত সেবকগণের আনুগত্যে অধোক্ষজ অপ্রাকৃত—কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইয়া থাকে।

প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় অথবা প্রাকৃত-সাহিত্যিক, লেখক, কবি, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই অচিন্ত্যবিষয়টী তাঁহাদের প্রাকৃত চিন্তার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই কখনও তাঁহারা কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে সখিভেকী হইয়া পড়েন, কখনও বা আবার প্রকৃতিজনপাঠ্য পত্রের লেখকরূপে আর একটী দ্বিতীয় প্রাকৃতসাহজিকসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বোক্ত সখিভেকিগণের উপহাস করিয়া থাকেন। প্রাকৃত জগতে এইরূপ মৎসর ধর্ম্ম নিত্যকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—(ভাঃ ১।১৪।৪৭)

"অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥"

প্রকৃতিজাত প্রাণিগণ পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করিয়া থাকে। এই প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, হস্তরহিত পশুগণকে হস্তযুক্ত মনুষ্যগণ হিংসা করিয়া থাকে। আবার দ্বিপদ মনুষ্যকে চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুগণ হিংসা করিয়া থাকে। আবার পদরহিত তৃণগুল্মলতাদিকে পদযুক্ত পশুগণ তাহাদের ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রজীবকে বৃহৎজীব ভক্ষণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত রাজ্যে ভেককুল মহোৎসব করিবার জন্য আনন্দভরে কীটপতঙ্গাদির প্রতি ধাবিত হয়, ধাবমান ভেককে আবার অহিকুল গ্রাস করিয়া থাকে। অহিকুল আবার ব্যাধের স্পৃহণীয় সামগ্রী হয়, ব্যাধগণ আবার সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর হস্তে নিহত হয়। প্রাকৃত-জগতে এইরূপ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তিপরতা ও হিংসা প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রাকৃতরাজ্যে এক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় আর এক প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে. কিছুকালের জন্য প্রাকৃত-ব্যক্তিগণের চিত্ত বিমোহন করিয়া "Survival of the fittest" বাদী সম্প্রদায় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিয়া পরক্ষণেই ঘোর তমোরাজ্যে প্রবেশ করে।

তাই আজকাল একদিকে যেমন অপ্রাকৃতধামের অপ্রাকৃতচেষ্টাসমূহকে প্রাকৃত দেহমনের দ্বারা বিকৃতভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে নানাপ্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে, অপরদিকে প্রাকৃত লৌকিক ব্যক্তিগণ ঐ সকল বিকৃত চেষ্টাকেই বৈষ্ণবগণের 'ভজন' বলিয়া ধারণা করিয়া প্রাকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরও বিদ্বেষপূর্ব্বক কতকগুলি-প্রকৃত রাজসিক চিন্তাস্রোতের দ্বারা আধুনিক প্রকৃতি-বিমূঢ় ব্যক্তিগণকে আরও বিপথগামী করিতেছে।

যে সকল ব্যক্তি কখনও ক্ষীরের আস্বাদ পান নাই, যাঁহাদের নিকট কতকগুলি শঠ ও ঠগ ব্যক্তি 'পাকগোলা'-কেই 'ক্ষীর' বলিয়া তাহাদের সম্মুখে উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্যরূপে উপস্থিত করিয়াছে এবং যাঁহারা ঐ সকল ঠগের হস্তে ঐরূপ ভাবে বঞ্চিত হইয়া ক্ষীরকে পাকজাতীয় বস্তু বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট পরবর্ত্তিকালে যদি কোন সাধুব্যক্তি প্রকৃত ক্ষীরও লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত বঞ্চিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ প্রকৃত ক্ষীরকেও পাকই মনে করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অপ্রাকৃত ভজনগীতি, রায়রামানন্দের অপ্রাকৃত রসগীতি প্রভৃতি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কীর্ত্তন-চেষ্টা দেখাইয়া, হাটে বাজারে প্রাকৃত লোকের নিকট ছড়াইয়া, অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দের ভজন-চেষ্টা প্রাকৃত জড়দেহের দ্বারা বিকৃতভাবে 'অনুকরণ' এবং প্রচার করিতে গিয়া জগতে যে কি অনর্থ আনয়ন করিয়া-ছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তৎফলে এখন হাটে, বাজারে, প্রকৃতিজনপাঠ্য সংবাদপত্রে, নায়ক-নায়িকার প্রেমপত্রে, সহজিয়াগণের বিকৃত ধারণাময় পশুপক্ষীনরের দাম্পত্যে প্রাকৃত পশুচিত্ত কামদুষ্ট নাটক নভেলে, ঠাট্টায় বিদ্রূপে, বারবনিতার গৃহে, আবার অপর ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী ব্যক্তিগণের পুস্তকমধ্যে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত

ভজন চেষ্টাময় পদগুলি লইয়া, কোথায়ও বা উহার সহিত তাঁহাদের কামোচ্ছ্বাসযুক্ত মনোধর্ম্মের সঙ্গীত শিখাইবার চেষ্টা দেখাইয়া নানা প্রকার ব্যভিচার সমাজ বক্ষে চলিতেছে—

"মর্কট কখনও যদি গজমুক্তা পায়,
দশনে চিবায় তারে ভাবিয়া বদরী।
কিম্বা লোষ্ট্র ভাবি দূরে নিক্ষেপে তাহায়,
চোর কভু ধর্ম্মধন রাখে কি আদরি ?"

বর্ত্তমান সমাজের দশাও এখন তাই হইয়াছে, প্রকৃতি-বিমূঢ়ব্যক্তিগণ "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" —এই ন্যায়ানুসারে মনে করিতেছেন যে তাঁহাদের স্ত্রীপূজা, স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ হওয়া, স্ত্রীপূজা করিতে করিতে পুরঞ্জনের ন্যায় স্ত্রীত্বলাভ করা, স্ত্রীতে লীন হইয়া যাওয়া, প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতিতে লীন হইয়া যাওয়া, আর জীবাত্মার নিত্য-শুদ্ধ-অপ্রাকৃত-স্বরূপে, অপ্রাকৃতস্বরূপ-শক্তির কায়ব্যূহস্বরূপা নিত্যসেবিকাগণের আত্মার উদ্বুদ্ধ স্বরূপের দ্বারা আনুগত্য করা বুঝি একই ব্যাপার! ইঁহারা এতই প্রকৃতিবিমূঢ় যে স্বরূপবস্তু ও বিকৃতবস্তুকে বিম্ব ও ছায়াকে সমান জ্ঞান করিয়া, অপ্রাকৃতবস্তুর মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া অপ্রাকৃতবস্তুর সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনন্দবল্লীর—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্যের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এই জগতের যে কিছু বিচিত্রতা তাহা যে সেই অপ্রাকৃত মূলা বিচিত্রতা হইতেই আগত (emanated), সেই অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্যেরই হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন, প্রকৃতি- বিমূঢ়-ব্যক্তিগণ এই কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাই, জগতে নানা আকারে প্রাকৃতসাহজিক-সম্প্রদায় ভূত-পিশাচাদির ন্যায় তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে অচিরেই কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন।

সহজিয়ার আর একটি চিত্র

(কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী)

প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রকৃতিগত বা অস্থিমজ্জাগত স্বভাবেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ। উহাদের অস্তিত্ব, অস্মিতা অভিনিবেশ, যাহা কিছু সকলই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিবার জন্য। উহারা প্রকৃতিভজা, প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী বলিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝিতে গিয়া প্রকৃতির পরম ঈশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানে ভোগবুদ্ধি বিশিষ্ট। তাই তাহারা অপ্রাকৃত অধোক্ষজ শ্রীভগবত্তত্ত্বে ও তাঁহার নিত্য সেবকগণের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণব বুঝি তাঁহাদেরই মত জন্ম-মরণ-শীল বস্তু। প্রকৃতি-জাত ধারণায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক এত ভোগ-পরিপূর্ণ যে, ঐ সকল ব্যক্তি জড়কে চিৎ বলিয়া কল্পনা করেন। রক্ত মাংস চামড়াকে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মনে করিয়া তাঁহাদের ধারণার ছাঁচে ঢালা'বৈষ্ণব' অপেক্ষা তাঁহাদের রক্তমাংস চর্ম্মাভিন্ন ব্রাহ্মণতা, নীতিশাস্ত্রে অভি-জ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গোখরত্ব (ভাঃ ১০।৮৭) লাভ করেন।

এই শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়া কখনও বা "চামড়াকে" "ব্রাহ্মণ" বা "বোষ্টম" বলিয়া পরিচয় দিয়া নানা প্রকার শূদ্র, অন্ত্যজ ও বণিগ্‌বৃত্তি করিয়া থাকেন। শুনা গেল, পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটী প্রধান নগরীর একজন ঐরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণু বৈষ্ণব বিদ্বেষ সংকল্পে তথা তাহার চামড়ার স্পর্শ-সুখ প্রদান কারী ভোগ ও ভোগ্যাগণের পরিপোষণের জন্য একটী সংবাদ পত্রের সম্পাদকগিরি করিয়া বণিগ্‌বৃত্তি এবং ভৃত্যবৃত্তি করিতেছেন। আবার কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ প্রাকৃত সহজিয়াটী আর একটী গোখর-বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়ার সহায়তা ভিক্ষা করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে সংকল্প করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় প্রাকৃত সহজিয়াটী একজন ভৃতক কথক। ইনি শুক্র শোণিত চামড়াকে "বোষ্টম্" মনে করেন। সুতরাং "Like will draw Like" এই ন্যায়ানুসারে উভয়ের সহিত মিত্রতা স্বাভাবিক।

ঐ দুইটী প্রাকৃত সহজিয়ার মতেই—"শুক্র শোণিত ও চর্ম্মই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"। ঐ দুই ব্যক্তি শ্রুতিমন্ত্রের "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" —এই বাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝিতে অসমর্থ। ইহার অর্থ এই যে ব্রাহ্মণই উপনীত হইবার যোগ্য। প্রাকৃত সহজিয়াগণের মতে শুক্র-শোণিত জাতত্বই উপনয়ন-যোগ্য বিচারিত হইলেও তাহা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। শুক্র শোণিত ত্বক্ ইহারা জড়বস্তু। জড়বস্তু জড়ের নিকট উপনীত হইতে পারে। কিন্তু অজড় আত্ম-বস্তুই শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত আচার্য্যের প্রদত্ত ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বারা পরমাত্মবস্তুর নিকট উপনীত বা সম্বন্ধযুক্ত হন। আর রক্তমাংস জড়বস্তু প্রকৃতিজিত গুরুব্রুব বা আচার্যব্রুবের নিকট হইতে 'চরকার সূতা' পাইয়া জড়কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য কখনও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ মূলে না স্বড়াপ্রকৃতির দেহ-মনোরঞ্জনবিধানার্থ সংবাদপত্রের লেখক, কখনও বা চর্ম্ম-কার, কখনও বা তামাক গাঁজা বিক্রেতা, কখনও বা অন্ত্য-জোচিত কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য, আবার কখনও বা বিষ্ণুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া ভাগবত-ব্যবসায়ী মন্ত্র-ব্যবসায়ী কথক ও পাঠক প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধবগীতার "গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যা মুদ্বহেদ-জুগুপ্সিতাম্" (১১।১৭।৩৯) শ্লোকে ভার্য্যা শব্দটী যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপ-নয়ীত" এই শ্লোকস্থ ব্রাহ্মণ শব্দটীর মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিব। শ্রুতিশাস্ত্রের বচনে "ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষে উপ-নয়ন সংস্কার প্রদান করাইবার আদেশের ন্যায়" গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেও এইরূপ একটী বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত বলেন "গৃহপ্রবেশার্থিব্যক্তি সবর্ণা, সুলক্ষণা অনিন্দিতা ভার্য্যার পরিগ্রহণ করিবেন"। বিবাহিতা ভরণ-যোগ্যা ভাবি পত্নীকেই 'ভার্য্যা' বলে। যাঁহার বিবাহ হয় নাই তাঁহাকে অনূঢ়া, কুমারী প্রভৃতি বলিয়া থাকে এই স্থানে 'কুমারীকে বিবাহ করিবে' এইরূপ না বলিয়া 'ভার্য্যাকে বিবাহ করিবে এইরূপ বলাতে যেরূপ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত লক্ষণ-বিশিষ্টা ভবিষ্যতে হইবে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়া তাঁহার ভরণ পোষণ করা উচিত—এইরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে এবং যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয়কারিণী সহধর্ম্মিণী হইবার অযোগ্যা তাহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করিয়া তাঁহার ভরণ পোষণ করা উচিত নহে, ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ উক্ত শ্রুতি-শাস্ত্রের বচনে যে ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষকালে উপনয়নের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে পুত্রে বর্ত্তমানে অপ-রিস্ফুটভাবে ব্রাহ্মণের গুণসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহাতে ঐ সকল অপরিস্ফুট গুণ পরবর্ত্তিকালে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় তদ্রূপ ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্র "ব্রাহ্মণকে উপনয়ন দিবে"—এই কথাদ্বারা ভাবিকালে ব্রাহ্মণের গুণ বিশিষ্ট বালকেরই উপনয়নের কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যের সত্যকামের উপনয়নযোগ্যতা বিচারেও আমরা ঐ শাস্ত্র বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

আর্জ্জবো ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণম্।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

—মাধ্ব ভাষ্য মুণ্ডকোপনিষৎ

সত্যকামের ন্যায় আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা রূপ ব্রাহ্মণতা লক্ষণ যুক্ত বালক অজ্ঞাত পিতৃকুল এবং বহুপুরুষসেবিকা মাতার সন্তান হইলেও বেদাধ্যয়নের জন্য উপনীত হইবার যোগ্য। সুলক্ষণা, অনিন্দিতা কুমারীই 'ভার্য্যা' হইবার যোগ্যা। স্ত্রীজাতির গর্ভোৎপন্না 'স্ত্রী' হইলেই যে সে 'ভার্য্যা' হইবে এরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। যে স্ত্রী অন্যাসক্তা পুরুষ-সঙ্গিনী, অসদ্বৃত্তিশালিনী বা অসচ্চরিত্রা, নানা প্রকার কুলক্ষণ-যুক্তা স্ত্রী-জাতি ও বিবাহযোগ্যবয়স্কা হইলেও 'ভার্য্যা' পদবী লাভ করিবেন না। তদ্রূপ ব্রাহ্মণের নিরবচ্ছিন্ন, অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজের পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিবার যে বিধান আছে, সেই স্থলে যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণ-বৃত্ত দ্বিজের পুত্র ব্রাহ্মণ-যোগ্য-গুণ-বিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়াই যে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপণ করা হইবে এরূপ নহে। ভার্য্যার গর্ভজাত বালিকা অপরের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা বটে, কিন্তু অসচ্চরিত্রা বা ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ভার্য্যা পদে স্বীকার করা যেমন অবৈধ তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বা-রিংশ সংস্কার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-বৃত্ত দ্বিজ পুত্রের অষ্টবর্ষে উপনীত হইবার যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ-রুচি-বিশিষ্ট না হইয়া বা পরবর্ত্তিকালে ব্যভিচারিণী কুলটা অসচ্চরিত্রা স্ত্রীর মত ব্রাহ্মণাচার ও ব্রহ্মণ্য গুণ পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র

বৃত্তি বা বণিগ্‌বৃত্তি গ্রহণ করিলে বা তদ্বিষয়ে রুচি থাকিলে তাহাকে অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার এবং পরবর্ত্তিকালেও "ব্রাহ্মণ" বলিয়া সমাজে গ্রহণ, অবৈধ ও অবৈদিক কার্য্য। স্মৃতি বলেন--

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদযোগাৎ বালস্যোপনয়নং বিদুঃ॥

--অর্থাৎ বৈদিক গৃহ্যোক্ত বিধানক্রমে যে অনুষ্ঠানের দ্বারা বেদাধ্যয়নের জন্য বালককে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের সমীপে লইয়া যাওয়া হয় সেই অনুষ্ঠানকে বালকের উপনয়ন বলে। বালকের আট বৎসরের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়নের উপযোগী জ্ঞানোন্মেষ হয় না, সুতরাং উহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে উপনয়নের পূর্ব্বে যে সমস্ত সংস্কার আবশ্যক তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আট বৎসরের পূর্ব্বে বালক মাতা পিতার গৃহ হইতে গুরুগৃহে অবস্থান করিতেও তদ্রূপ সমর্থ নহে, এই জন্য অষ্টমবর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্তই বালকের চিত্তবৃত্তি এবং মনের গতি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যগণ উপনয়নের দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশেই তাহাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেন।

যে ব্রাহ্মণ বটুর বেদাধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা বা রুচি থাকে না বা যাহার চরিত্রে ব্রাহ্মণের সদ্‌লক্ষণগুলি ঈষদ্‌ভাবে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আচার্য্যগণ লক্ষণানুসারে তত্তদ্বর্ণেই বিনির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিধান---

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

আমরা জড় ভরতের আখ্যান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কর্ম্ম সংস্কার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদি কখনও বালকের ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে তাহার পিতৃবর্গ সামাজিকগণ কেবল বংশ ও সমাজের কুল-গত-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য বালককে গুরুগৃহে যাইতে বাধ্য করান তাহাতে ফল এই হয় যে বালক অনেক সময় যোগ্যতার অভাবে অথবা রুচির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উপনীত হইলেও পরে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা বর্ণবহির্ভূত অন্ত্যজ শ্রেণী বিশেষে বর্ণান্তরিত হইয়া থাকেন। শ্রীমহাভারতাদি স্মৃতি ও ইতিহাস শাস্ত্রে আমরা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ মনে করেন "গোয়ালাকে পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করিতে পারা যায়"। গোয়ালা কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। শূদ্র বা শোককারী ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? আলোক ও অন্ধকার একই সময় থাকিতে পারে না। যে স্থানে শোক সেই স্থানে দিব্যজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নাই। যে স্থান হইতে শোক, দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদূরিত হইয়াছে, যে স্থানে সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়াছে সেই স্থানেই ব্রাহ্মণতা, সেখানে আর শূদ্রতা বা চণ্ডালত্ব নাই।

যাহা রাম তাহা নাহি কাম।
যাহা কাম, তাহা নাহি রাম॥

সুতরাং চণ্ডালত্বে বা শূদ্রত্বে ব্রাহ্মণত্ব আবার ব্রাহ্মণত্বে বা দিব্যজ্ঞানে চণ্ডালত্ব, শূদ্রত্ব বা শোক নাই। শ্রুতি বলেন

"এতদেবাক্ষরং বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
এতদেবাক্ষরমবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ॥"

সুতরাং যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া চামড়াকে 'ব্রাহ্মণ' মনে করিয়া "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিশাস্ত্রের বচনের কদর্থ করেন, তাঁহারা বেদবাদী হইলেও বেদজ্ঞ নহেন পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ-গৌরবের কলঙ্ক মাত্র। বেদ---ভগবত্তত্ত্ব; যাহাদের চিত্তবৃত্তি-অজ্ঞজনোচিত জড়বিচারপর শুক্রশোণিততত্ত্বে আবদ্ধ সেই সকল দেহাত্মবাদি ব্যক্তিগণের নিকট বেদ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে মোহিত হইয়া বিরোচনের ন্যায় অচিৎকেই 'চিৎ' বলিয়া ভ্রান্ত হন।

নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, বেদের সার---ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনারদগোস্বামী, আচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকে ঐ বেদোক্ত কল্প বিধান বচনের মর্ম্মার্থ অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন! সুধীব্যক্তিগণ সেই ভাগবত কথার এবং বৈষ্ণব আচার্য্যের কথারই আদর করেন। অন্যান্য দেহাত্মবাদী ব্যক্তি অপেক্ষা ঐ সকল আচার্য্য অনেক বেশী বুদ্ধিমান---ইহা তাঁহারা জানেন তাই---"তত্ত্রাদরো ন পরঃ।"

ভক্তই পণ্ডিত

(পীত-শ্বতসিক্ত শালায়)

আমরা শাস্ত্রে বহুবিধ পণ্ডিতের সংজ্ঞা দেখিতে পাই। মহাভারত বলেন—

(১) "পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ **ক্রিয়াবান্** স পণ্ডিতঃ॥"
—বনপর্ব্ব।

—অর্থাৎ অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপক এবং অন্যান্য যে সকল শাস্ত্র চিন্তাকারী সকলেই ব্যসনরত সুতরাং মূর্খ, অর্থাৎ তাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়াও বা শাস্ত্র পড়াইয়াও শাস্ত্রের কথা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই শাস্ত্রোপদেশ পালন করেন না। যিনি শাস্ত্রোপদেশগুলি নিজ জীবনে আচরণ করেন সেই ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিই 'পণ্ডিত।'

(২) শ্রীগীতা (৫।১৮) বলেন—"পণ্ডিতাঃ **সমদর্শিনঃ**" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৪) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

—অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যবধানরহিত শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীহরির স্মরণ, পাদসেবা অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে শ্রীধর স্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকা মধ্যে লিখিতেছেন, "ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তি অর্পিতৈব সতি যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতি পশ্চাদর্প্যেত তত্তত্তমমধীতং মন্যে'—অর্থাৎ যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয় আরোহ চেষ্টা ক্রমে জানিতে চাহেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করেন নাই, পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথমেই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করিতেছেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন—তিনিই প্রকৃত 'পণ্ডিত'

(৪) উদ্ধবগীতায় (ভাঃ ১১।২০।৪১) শ্রীভগবান্ বলেন,—

"মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"—অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াই মূর্খ; আর যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন তিনি পণ্ডিত।

(৫) পণ্ডিতের সংজ্ঞা নিরূপণে আভিধানিকগণও বলেন—"পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ—অর্থাৎ 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি; যিনি বেদের সারগ্রাহী সর্ব্ব বেদের তাৎপর্য্য যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত।

আমরা পণ্ডিত সম্বন্ধে উক্ত পঞ্চবিধ সংজ্ঞা যদি বিশেষ ভাবে আলোচনা ও অনুধাবন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে জগতে একমাত্র ভগবদ্ভক্তই—'পণ্ডিত'। কারণ একমাত্র ভক্তই "ক্রিয়াবান্" অর্থাৎ আচারবান্। ভক্ত শাস্ত্রের ভারবাহী নহেন। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের বাক্য বুদ্ধি ও চিন্তা মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন না, অথবা নিজের চিত্ততোষণ ও অপরের চিত্তরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন তাঁহারা 'পণ্ডিত' শব্দবাচ্য নহেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয়, সেই সকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন—তিনি মূর্খ। যাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা মনে করিয়া উহার দ্বারা সেবাবিমুখ আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ আচরণশীল নহেন, সুতরাং মূর্খ। তাঁহারা ভেদদর্শী অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ ভয়, অভাব প্রভৃতির চিন্তা বর্ত্তমান। তাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন নাই, তাঁহারা "দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ," তাঁহাদিগের 'বেদে উজ্জ্বলাবুদ্ধি' নাই। ঐ সকল ব্যক্তি ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়া উঁহাদের শ্রোতৃগণের সহিত নরকপথের পথিক হন—

"সেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম পাশে ডুবি মরে॥"
—চৈঃ ভাঃ আদি ২য়।

"গৌড়ীয়-পাঠক পাঠিকাগণ, 'শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও কিরূপে জীব নরক-পথে যায়' এই কথাটী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। ভাগবতব্যবসায়ী, শাস্ত্র ব্যবসায়ী প্রভৃতির মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাঁহার মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা বাহ্যাকারে দেখিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা মায়া। কারণ শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীহরির চরণকমলের মকরন্দকণাবাহী অনিল মহদ্ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলারাশি বিদূরিত করিয়া দেয়—

"স উত্তমঃ শ্লোক-মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥"

—ভাঃ ৪।২০।২৫

কিন্তু যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল শাস্ত্রচিন্তক, পঠক পাঠক মাত্র, ব্যসনাদিতে নিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা কলির অনর্থ পঞ্চক—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনকে আসক্ত, যাঁহারা আত্মসম্ভাবিত 'পণ্ডিতম্মন্য' বা 'পণ্ডিতব্রুব,' যাঁহারা বিষমদর্শী, যাঁহারা শ্রীভাগবতীয় বচনের বিরোধ করিয়া 'আগে ভজন পরে আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ-আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্মসমর্পণ এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় প্রাকৃত চিন্তাবিশিষ্ট, যাঁহারা নিজেরা বদ্ধ, "এক অন্ধকে অপর অন্ধ পথপ্রদর্শন করিতে পারে"—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং যাঁহারা জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ অবগত নহেন, (যেমন ভূত পিশাচ গ্রস্ত ব্যক্তি বা উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তি নিজের অস্বাস্থ্যবিধাটী নিজে বুঝিতে পারেন না, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও শাস্ত্রের কথা কপচাইয়া, ভাগবত (?) পাঠের ছল দেখাইয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং লোকের মনোরঞ্জন করিয়া "শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে" সুতরাং বন্ধমোক্ষের কারণ জানিতে পারেন না) যাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবাদী মাত্র, যাঁহারা আত্মধর্ম্মকে, বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাঁহারা কখনই 'পণ্ডিত' নহেন।

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট ত্রিদণ্ডিগণই পণ্ডিত কারণ—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

তাঁহাদের কায়, মন এবং বাক্য নিখিল অবস্থাতে হরিসেবার যাবতীয় চেষ্টায় নিযুক্ত, তাঁহারা কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবা করিতেছেন। সেই সকল ত্রিদণ্ডিগণই—পণ্ডিত। তাঁহারা জীবন্মুক্ত। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাদী, ভারবাহী, শাস্ত্রোপজীবী, ভাগবতোপজীবী পণ্ডিত-ব্রুব ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন্মৃত নহেন—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

ঐ সকল পণ্ডিতব্রুবের যাবতীয় কর্ম্ম স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য, কৃষ্ণতোষণের জন্য নহে, কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের যাবতীয় চেষ্টা হরি-সেবানুকূল্যে। বারবণিতা ও পতিব্রতার বাহ্যিক চেষ্টার অনেকাংশে মিল থাকিলেও যে প্রকার উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠায় আকাশ পাতাল ভেদ, তদ্রূপ বহুলোকের চিত্ত-বিনোদনকারী ঐসকল ব্যবসায়িব্যক্তির চেষ্টা ও একমাত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণজনের ইন্দ্রিয়তোষণকারী ত্রিদণ্ডিগণের চেষ্টাও ভেদ বর্ত্তমান।

ভক্তই—পণ্ডিত, কেননা তিনি "ক্রিয়াবান্" অর্থাৎ আচারবান্—তিনি

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

তিনি পরিপূর্ণরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা দেখিতে পাই—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত।
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

চৈঃ ভাঃ ২।২১।৭১-৭২

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি উদর ভরিয়া ভোজন করেন তিনি যে প্রকার বহির্দ্দেশে গিয়া সন্তোষ পান, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি শাস্ত্রের উপদেশ স্বয়ং আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি জীব দুঃখে কাতর জীবে দয়া করেন। কিন্তু কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রচারকের বেশে প্রতারক, ব্যাধ বা হিংস্রজন্তু হন না।

ভক্তই—পণ্ডিত ; কেননা তিনি সমদর্শী। আবার ভক্তের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালব্ধ ভক্তগণ কেবল সমদর্শী নহেন, তাঁহারা সমদর্শী অপেক্ষাও উচ্চদর্শী অর্থাৎ তাঁহারা মানদ। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের—

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।"

এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাই'র ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও মহাভাগবত পদে উন্নীত করিয়া তাঁহাদিগকে 'গুরু' পদ দান করেন। সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ 'পণ্ডিত।'

ভক্তই—পণ্ডিত ; কেননা তাঁহারা অবরোহবাদী। তাঁহারা শরণাগত, প্রপন্ন তাঁহারা ভগবৎ পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবৎতোষণের জন্যই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি বা দাস্য নিত্যকাল যাজন করিয়া থাকেন। আরোহবাদী দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহারা দেহাত্মবোধ লইয়া বা মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া শ্রবণাদিকে অনিত্য উপায়-স্থানে গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ধর্ম্মার্থকাম বা ব্রহ্ম কৈবল্যরূপ উপেয় প্রভৃতি আত্মঘাতরূপ আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ লাভের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন না—

"হেন দাস্য যোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায়॥
সে বা কেন ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
এই মত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥" চৈঃ ভাঃ ২।৮।২০

ভক্তই—পণ্ডিত ; কেননা তিনি বন্ধ-মোক্ষবিৎ, তিনি পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। সুতরাং তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

কিন্তু দেহাদ্যহংবুদ্ধি' মূর্খ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—

"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।"

* * *

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"

—অর্থাৎ 'আমি প্রভু,' 'আমিই ভোগের মালিক,' 'আমিই সিদ্ধ,' 'আমার ন্যায় বলবান্ আর কেহ নাই,' 'আমিই সুখী,' 'আমিই সম্পন্ন,' আমিই কুলীন,' 'আমি সিদ্ধ বংশধর,' 'আমার ন্যায় আর কে আছে!'—এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি কখনও বা শুক্রাচার্য্যের ন্যায় গুরুব্রুব হইয়া শিষ্যকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হয় এবং উহাকে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় না লাগাইয়া, নিজের সেবায় নিজের স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আবার কখনও হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পিতৃব্রুব হইয়া কৃষ্ণদাস জীবকে নিজের পুত্র মনে করিয়া উহার দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করাইবার চেষ্টা করেন।

ভক্তই যথার্থ পণ্ডিত ; কেননা তিনি বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি জানেন যে, বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমাই—প্রয়োজন। যাঁহারা ভারবাহী, যাঁহারা চকসদৃশ-অন্ধ, তাঁহারা বেদের মধ্যে কৃষ্ণসূর্য্যকে দেখিতে পান না, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ বুঝি তাঁহাদের মাপিয়া-লইবার বস্তু—ভোগের বস্তু—তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানগম্যবস্তু, আভিধানিক বা ব্যাকরণ নিষ্পন্ন একটী শব্দ। সুতরাং তাঁহারা বেদ পড়িয়াও, পড়াইয়াও বেদের উদ্দিষ্ট, বেদের অধীশ্বর, নিখিল শ্রুতিমৌলি বিরাজিত পাদপদ্মজাত নামস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন না।

সুতরাং ভক্তই একমাত্র পণ্ডিত। কেননা' ১ তিনি শ্রেষ্ঠ আচারবান্ পুরুষ, (২) তিনি পরম সুদার্শনিক, যেহেতু তিনি সমদর্শী ও মানদধর্ম্মবিশিষ্ট, (৩) তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধ্যেতা এবং তিনি অধীতবস্তুকে পরিপাক (digest) করিয়াছেন। তাই তাঁহাতে ভক্তি পরেশানুভব ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তিরূপ ফল দৃষ্ট হইতেছে। (৪) তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, কেননা তিনি বন্ধমোক্ষবিৎ, (৫) তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, কেননা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—"বিদ্যা ভাগবতাবধি"। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য উজ্জ্বলরসের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা উজ্জ্বলীকৃত। ভাঃ ১০।১৪।৩

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

কৃষ্ণভক্তগণই পণ্ডিত, কেননা তাঁহারা আরোহজ্ঞান-

চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিত্যকাল সন্মুখরিত ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। অজিত শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিকট জিত।

আবার গৌরভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই। তাঁহাদের গৌরদাস্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রহিয়াছে; কেননা তাঁহারা গৌরপাদপদ্মনখশোভায় উদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্ম-কৈবল্যকে নরকের ন্যায়, ইন্দ্রপুরীর সুখকে আকাশ-কুসুমের ন্যায়, ব্রহ্মাদির প্রতিভাকে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা জানেন—

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥"

—চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩৭ সংখ্যা।

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপবিস্মৃতি হেতু অচেতন-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। এই সমগ্র বিশ্ব যদি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে ভজনা না করেন এবং বিশ্বের সেই সকল জীব যদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন তাহা হইলেও তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসার ভ্রমণ করিতেছেন, জানিতে হইবে।

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধয়ন্ত্ব যথা তথা।
চৈতন্য-চরণাম্ভোজ ভক্তিলভ্য সমং কৃতঃ॥"

— চৈঃ চঃ ৯৪ শ্লোক

লোকে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি যতই সাধন করুন্ না কেন শ্রীচৈতন্যচরণকমল আশ্রয় দ্বারা যে জ্ঞান পরাকাষ্ঠা লাভ হয় তত্তুল্য আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত জীবের চৈতন্যচরণকমল-শোভা দর্শন-সৌভাগ্য না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্তই তাঁহার ব্রহ্মকথা তিক্ত বোধ হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রপ্রবাদও ভেক কোলাহলের ন্যায় অসার বলিয়া বোধ হয় না। লোকস্থিতি ও বেদস্থিতিকে বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয় না। তাই ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ প্রভু বলিয়াছেন যে—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরমভক্তি-যোগপদবী অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস জগতে প্রকাশ করিলে অন্য যাবতীয় রসই আর রস বলিয়া মনে হইল না। উহারা কেবল বিরস মাত্র। তাই প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির ন্যায় বিষয়িগণও স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ের কথা বিরস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গৌর-দাস্যরসে নিমগ্ন হইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় ধুরন্ধর বিচারক নৈয়ায়িক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকগণও তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রবাদরূপ বিরসকে ত্যাগ করিয়া গৌরদাস্যরসের মিষ্টতা অনুভব করিলেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় যোগীবীর, জ্ঞানবীরগণ তাঁহাদের "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ" প্রভৃতি তপের কথা, 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানাভ্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য চরণকমল-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

সুতরাং গৌর-ভক্তের ন্যায় আর অধিক পাণ্ডিত্য কাহারও নাই। উন্নতোজ্জ্বলরসের পরম পরাকাষ্ঠা যে বিপ্রলম্ভ-রস তাঁহারা সেই রসের সেবক; 'বিদ্যাবধূজীবন' যে শ্রীহরিনাম, তাঁহারা সেই শ্রীনামের একনিষ্ঠ ভক্ত, নিরন্তর গৌর-দাস্যাভিলাষিণী শুদ্ধাসরস্বতী তাঁহাদেরই জিহ্বায় নিত্য প্রকাশিতা।

সুতরাং গৌর ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। (১) তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচারবান ও প্রচারক ("ক্রিয়াবান্"), (২) তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমদর্শী কেননা তিনি শ্রীগৌরসুন্দরপ্রোক্ত 'তৃণাদপি' শ্লোকের মানদধর্ম্মের আচরণ ও প্রচারকারী (৩) তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন, কারণ— "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নামগৃণন্তি যে তে" —তিনি নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী, নববিধাভক্তি মধ্যে নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ— "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন," (৪) তিনি প্রকৃত বন্ধমোক্ষবিৎ কারণ—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই কথার তাৎপর্য্য অর্থাৎ রায় রামা-নন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রোক্ত—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নহি আর। মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি। কৃষ্ণ প্রেম যা'র সেই মুক্ত-শিরোমণি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)—এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। (৫) গৌর-ভক্তের ন্যায় বেদে উজ্জ্বলাবুদ্ধি আর কাহারও নাই। কেন না, তাঁহার আত্মবৃত্তি বিপ্রলম্ভ-রসে আকৃষ্ট। আমরা একটী গৌরভক্ত মহাজনরচিত গীতি উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম রহু দূর।

অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা-বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারিবেদ ষড়্দর্শন পড়ি' সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে,
বৃথা তা'র অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদবিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার,
নয়নানন্দ ভণে সেই-সে সকল জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তা'র॥

হরিদাস

[নাটক]

প্রথম অঙ্ক—সপ্তম দৃশ্য

(স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর,—অদ্বৈত সভা, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। উপস্থিত—শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ; অদ্বৈতাচার্য্য মধ্যস্থলে উপবিষ্ট সম্মুখে কয়েকটী শাস্ত্রপুঁথি।)

অদ্বৈত। ঔবিষ্ণুপাদ শ্রীল পুরীপাদ মাদৃশ নরাধমকে কৃপা ক'র্‌বার জন্য এ কুটীরে পদার্পণ করেছিলেন। অহো! সেই স্মৃতি এখনও জীবন্তভাবে হৃদয়ে আঁকা র'য়েছে। তাঁর সেই অলৌকিক প্রেমোন্মাদ, হুঙ্কার, 'অয়ি দীন' 'অয়ি দীন' ধ্বনি এখনও হৃদয়ে বাজ্‌ছে।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
*হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

*ওহে দীন দয়ার্দ্রনাথ, ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত আমি এখন কি করিব?

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও ঔবিষ্ণুপাদ ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যিনি এই শ্লোকমাধুরী আস্বাদন কর্ত্তে পারেন। এই শ্লোক রত্নটী মণিগণের মধ্যে কৌস্তুভ-মণি। এই শ্লোক-চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণ সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত ও প্রেমে পুলকিত করিতে সমর্থ। মলয়জ সারকে যেরূপ যতই ঘর্ষণ করা যায় ততই সুগন্ধ বিস্তার করে থাকে—এই শ্লোকটীও তদ্রূপ। মূর্খ জীব ভ্রান্ত হয়ে এইরূপ সুধা থাকতেও মধ কবে বিষ পান কর্‌বার জন্য ধাবিত হচ্ছে। কৃষ্ণ হে এই সকল জীবের উপর সদয় হও।

শ্রীমান্ পণ্ডিত। আচার্য্য! আপনার পরদুঃখদুঃখী জীবদয়ার্দ্র হৃদয় দেখে আমাদের চিত্তে আর শান্তি নাই। শুনিলাম, আপনি জীবের দুঃখ দেখে আজ তিন দিন যাবৎ উপবাসী আছেন!

অদ্বৈত। ঔবিষ্ণুপাদ আমার প্রভু কিরূপ কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টাই না দেখিয়েছেন—

*সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥
স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ কৃতিঃ সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভবম্
বেদাঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সম্পুটিতাস্ফুটাঃ।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্র চরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্॥

*হে সন্ধ্যাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক। হে স্নান তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ, হে পিতৃগণ, তর্পণ বিধিতে আমি অক্ষম, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। আমি যে কোন স্থানেই উপবেশন করি না কেন, যদুকুলাবতংস কংসদ্বিট্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া আমার যাবতীয় অভদ্র অনায়াসেই বিদূরিত করিব। সুতরাং আমার স্নান, সন্ধ্যা তর্পণাদিতে আর প্রয়োজন কি? আমার স্নান ম্লান হউক পিতৃতর্পণাদি ক্রিয়া অক্রিয়া হউক। সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড মলিনতা লাভ করুক, সচ্ছাস্ত্ররাজি অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনষ্ট হউক, এবং অধর্ম্মনিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। কিন্তু আমার আত্মা যেন যাদবেন্দ্রের পাদপদ্মে অহর্নিশ নিশ্চলভাবে সংলগ্ন থাকে।

গঙ্গাদাস। বেদপঞ্চানন! শুনুন! শুনুন!!

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

অদ্বৈত। (ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শ্রীবাসের প্রতি তাকাইয়া)—

শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্বনয়নগোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা সবে লৈয়া॥
যবে নাহি পারি তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারিভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

(নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল)

অদ্বৈত। ঐ শুন, ঐ শুন, পাষণ্ডগণ কিরূপ গ্রাম্য কোলাহল ক'রেই তা'দের মৃত্যুস্বরূপ কালসর্পকে আহ্বান ক'রে থাকে। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, ভগবান্ যেন জগতে কৃষ্ণ-কোলাহল বিস্তার ক'রবার জন্য শীঘ্রই সপার্ষদে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন। কীর্ত্তনমত্ত নারদাদি ভক্তগণকে তিনি যেন তাঁ'র আগমনের পূর্ব্বেই নদীয়ায় পাঠিয়ে দিয়াছেন। ব্রহ্মা প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ ও যেন অবতীর্ণ হ'য়েছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনামের মহিমা প্রচার ক'রবার জন্য যেন দ্বারে দ্বারে পার্ষদগণের দ্বারা নাম প্রচার ক'চ্ছেন। অহো! ভুবনমঙ্গল শ্রীনামই একমাত্র কলিতারণ মহামন্ত্র। একবার উচ্চৈঃস্বরে সকলে মিলে এস সেই নাম কীর্ত্তন করি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি ব'লে ডাক
সুখে দুঃখে ভুলনাক, বদনে হরিনাম কররে।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ লয়ে
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব নাম বলরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
এনাম শিব জপে পঞ্চ মুখেরে—
(মধুর এই হরি নামরে)
এনাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে—
(মধুর এই হরি নামরে)
এনাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে—)
(মধুর এই হরি নামরে)
নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে—
বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে
এনাম ব'লতে ব'লতে ব্রজে চলরে—
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে॥

(জনৈক নাগরিকের বেগে প্রবেশ)

নাগরিক। প্রভো! কতকগুলি পাষণ্ডলোক আপনাদের সহিত পাল্লা দিবার জন্য একটি নামের ছড়া তৈরী ক'রে সব নগরে নগরে গিয়ে চেঁচাচ্ছে আর আপনাদের দেখাদেখি ওরাও রাত্রিযোগে কপাট দিয়ে ঐ ছড়া গুলো আওড়াচ্ছে। শুনলাম ওদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আবার ব্রজবনিতার বেষ ধারণ ক'রে ললিতা বিশাখা সখী সাজ্ছেন, আর নদীয়ার কুলবতী রমণীগণকে ভুলিয়ে এনে তাঁদের ফাঁদে ফেলছেন ও নিশাযোগে তা'দের সহিত কত কি সম্ভাষণাদি ক'চ্ছেন।

ভক্তগণ। (সমস্বরে) ওঃ কি পাষণ্ডতা! কি পাষণ্ডতা! নদীয়ার পাপরাশি বুঝি আজ ষোলকলায় পূর্ণ হ'লো। নদীয়ায় সব হ'য়েছে, ব্রাহ্মণের ছেলে মদ্যমাংস ভক্ষণ ক'রছে, ব্যভিচার করছে, কিন্তু আজ আবার ধর্ম্মের নামেও ব্যভিচার! উঃ সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'চ্ছে! পৃথ্বী তুমি দ্বিধা হও! কৃষ্ণ হে! নদীয়ার এ অবস্থা আর কতদিন দেখ্বো! ভীষণ বৈষ্ণব অপরাধ! বিষ্ণুঅপরাধ! এরা 'নাম' নিয়ে, 'ভক্তি' নিয়ে খেলা ক'রছে? তারকব্রহ্ম নাম ছাড়া কলিতে আর দ্বিতীয় মহামন্ত্র নাই, শ্রুতিস্মৃতি সকলেই এই তারকব্রহ্মনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছেন, কলিসন্তরণোপনিষদে হিরণ্যগর্ভ

ব্রহ্মা শ্রীনারদকে এই ষোল নাম বত্রিশাক্ষরই কলিকল্মষনাশন মহামন্ত্র ব'লে উপদেশ ক'রেছেন, বৃহন্নারদীয়ে এই ষোল নাম বত্রিশাক্ষরকেই কলিজীবের একমাত্র নিস্তারের উপায় ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন। জীব এতদূর পাষণ্ড হ'য়েছে যে আজ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ ক'রে, ভগবদ্রচিত মহামন্ত্রকে অসম্পূর্ণ 'বোধ ক'রে, নারদাদি শুদ্ধ ভক্তগণের কীর্ত্তিত কলিকল্মষনাশন তারকব্রহ্ম নামকে একমাত্র নিস্তারের উপায় জ্ঞান না ক'রে তাই নিয়ে ছড়া প্রস্তুত ক'চ্ছে! তাই বটে, কাল আমিও স্বপ্নে দেখেছি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যেন নদীয়াতে অবতীর্ণ হ'য়ে এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষরই যে এই কলিযুগের মহামন্ত্র তাহা প্রচার ক'রবার জন্য নারদাদি ভক্ত সঙ্গে ঐ নাম কীর্ত্তন ক'চ্ছেন, দ্বারে দ্বারে প্রচার ক'চ্ছেন নাগরিকগণকে ঐ নাম জপ ক'রতে আদেশ ক'চ্ছেন, তৃণ-গুল্মলতা পশুপক্ষী জগতের সব জীবকে সেই তারক ব্রহ্মনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা'চ্ছেন, তাঁরই একজন প্রধান পার্ষদকে 'নামাচার্য্য' রূপে জগতে স্থাপন ক'রে সকল লোককে এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষরই জীবের নিত্যকীর্ত্তনীয় নাম তাই প্রচার ক'চ্ছেন। স্বপ্নে আরও দেখেছি যেন কতকগুলি লোক সেই জগদ্গুরু ভগবানের উপরও গুরুগিরি করবার জন্য ভবিষ্যতে কতকগুলি তত্ত্ববিরোধি ছড়া প্রস্তুত করে বোকা লোককে ঠকিয়ে নরকের পথে চলে যাবে।

নাগরিক। কেন প্রভো! নাম ত হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোন একভাবেই নিলে হয়, এতে নরকে যাবার কথা কি? আপনারা এর আগেই কীর্ত্তন ক'রছিলেন, 'অজামিল পুত্রের নাম 'নারায়ণ' ব'লতে ব'লতে বৈকুণ্ঠে চ'লে গেলেন!

অদ্বৈত। বৎস! তুমি সরল-প্রকৃতি তাই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থগুলি বুঝিতে পার নি, শ্রবণ কর—নাম হেলায় শ্রদ্ধায় যে-ভাবেই হউক নিলেই জীবের মঙ্গল হয়। যেমন বীর্য্যবান্ ঔষধজ্ঞানে অজ্ঞানে যেরূপ ভাবেই হউক্ না কেন রোগী যদি সেবন করে তবে তা'র ক্রিয়া ক'রবেই ক'রবে। কিন্তু যদি ঔষধটী না পেয়ে ঔষধের মত দেখ্‌তে বটে, এরূপ আর কিছু খেতে থাকে, তাহ'লে পুনঃ পুনঃ ঔষধ খেলেও কি তা'র কিছু ব্যারাম সারবে? এই তারকব্রহ্ম নাম কলি-জীবের মহামন্ত্র। এই নাম যদি সাধুর মুখ হ'তে শুনা যায়, কিম্বা সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ অথবা হেলায়ও গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হ'তে পারে। যেমন অজামিল ছেলের নাম, নারায়ণ, মনে ক'রে ঐ নামটী নিলেও তা'র ভগবান নারায়ণের স্মৃতিটী এসে পড়েছিল। বিশেষতঃ তার কোন বিষ্ণুবৈষ্ণব অপরাধ ছিল না। তাই সে ইহ জীবনে কিছু দিনের জন্য যতই কেন কুকার্য্য করুক্ না, সব কেটে গেল। অরুণোদয়ে যেরূপ অমানিশার অন্ধকার বিলীন হ'তে থাকে এবং ক্রমে পূর্ব্ব গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত হ'য়ে সব আলোকিত ক'রে দেয়' অজামিলেরও তাই হ'লো; আর এই পাষণ্ডগণ, এ'রা বৈষ্ণব বিদ্বেষ ক'রে গুরুপ্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ ক'রে, নূতন ছড়া সৃষ্টি ক'চ্ছে, জড়দেহে ব্রজললনা সেজে, ব্রজললনার আনুগত্য পরিত্যাগ ক'রে, অহংগ্রহোপাসনা, ব্যভিচার লাম্পট্য ক'রে নরকের পথে চলে যাচ্ছে। বৎস! আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ব'লবো। এখন তুমি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছ দেখ্‌ছি। এখন গৃহে যাও, গৃহে গিয়ে ভগবানকে ডাক, সময় মত আবার আস্‌বে।

(নাগরিকগণের প্রস্থান)

অদ্বৈত। পাষণ্ডদের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন এস কৃষ্ণকীর্ত্তন করি—

(মঙ্গল বিভাস—একতালা)

নারদ মুনি,　　বাজায় বীণা,
রাধিকা রমণ নামে।
নাম অমনি,　　উদিত হয়,
ভকত-গীত-সামে॥

অমিয়-ধারা,　　বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকত জন　　সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া॥

মাধুরী-পূর　　আসব পশি'
মাতায় জগতজনে।
কেহ বা কাঁদে　　কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥

পঞ্চবদন　　নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন　　নাচিয়া বলে,
বল বল হরিবোল॥

সহস্রানন পরম স্বপে,
হরি হরি বলি গায়।
নাম প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নামরস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণ নাম, রসনে স্ফুর'
পূরালে আমার আশ।
নামের পদে যাচয়ে ইহা
নামের দাসানুদাস॥

প্রথম অঙ্কে সপ্তমদৃশ্য সমাপ্ত

নামকীর্ত্তন।

আমার পরিচয়

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

আমি হরিদাসগণের পাদত্রাণবহনকারী "গৌড়ীয়" ইতঃপূর্ব্বে "ভীষণ দুর্ভিক্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমার সামান্য পরিচয় দিয়াছি। আজ কিছু বিশেষ পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে; কেননা, পণ্ডিতগণ অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গ করেন না। সুধী পাঠকবর্গের সঙ্গলাভ হইলে হরিনামের দুর্ভিক্ষ প্রশমন করিতে পারিব বলিয়াই আমার এই প্রয়াস। এই আত্মপরিচয়ে বাহিরের দিকে আত্মশ্লাঘতার গন্ধ মাখান থাকিলেও "তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ও

"আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥"

প্রভৃতি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি স্মরণপূর্ব্বক সারগ্রাহী সজ্জনগণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন বলিয়া আশা করি।

"উল্লাস উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ॥"

নিজ পরিচয় দিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সাবরণ আমার প্রভুকে আমি নমস্কার করি। আমাকে সাপ্তাহিক পত্র বলিয়াই অনেকে জানেন। বাহিরের পোষাক এইরূপ হইলেও স্বরূপতঃ "আমি অপ্রাকৃত সন্দেশবহনকারী বৈকুণ্ঠের দূত"। সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষ বয়সে হাতে খড়ি হয়, আমি এখনও সে বয়স পাই নাই। মাত্র চারি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। মাদৃশ অল্পবয়স্কবালকের আধ আধ বুলি মৎসরতাযুক্ত অপরের শ্রুতিকটু হইলেও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজনবর্গ ও উদারচেতা ব্যক্তিগণের আনন্দবর্দ্ধক হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যবাদী; সুতরাং ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট সর্ব্বচিত্তের আরাধনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশসম্ভূত।

"বিস্তারিয়া নিজশক্তি কলিরাজ প্রেমভক্তি'
আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীবদুঃখ মনে স্মরি
পাঠাইল এক নিজ জনে।
ভক্তিবিনোদ নাম, প্রভুপদ সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরজন।
নরোত্তম পদ স্মরি, আরাধনে প্রিয়া করি,
বসাইল জানি নিজ কৃত্য॥
রূপ প্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ,
জগৎ জীবেরে দেখাইল।
ভক্ত ভাগবতাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত,
উপদেশামৃত সার দিল॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপূর্ণ ভক্তরাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কারুণ্য প্রেমোন্মত্ততাই আমার জনক। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-কারিণী শ্রীমজ্জনতোষণীই আমার জননী।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতামৃতবীচিমালাবেষ্টিত গর্ভবাসে আমার সপার্ষদ শ্রীগৌরকিশোরের দর্শনলাভ ঘটে। দয়াল ঠাকুর আমাকে যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত করিবার জন্য তদীয় অতি প্রিয়জন মদীয় আচার্য্যদেবের হৃদয়ে প্রেরণ করেন।

"হৃদয়ে বাসিল কেশ, দয়িতদাসের সেবা
গোপীগণ কথার কীর্ত্তন।"

তাই জন্মাবধিই আমি গোবর্দ্ধন ও অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত আমার কণ্ঠস্থ। শ্রীধাম নবদ্বীপেই আমার জন্মস্থান। বাল্যকাল হইতেই আমি চিদ্বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠই আমার বসতিস্থল।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতপানে আমি অমর। জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মই আমার স্বধর্ম্ম। বৈষ্ণব ঠাকুরের শরণাগতি ও শ্রীকৃষ্ণসংহিতা আমার প্রাণ। কল্যাণকল্পতরুর ফল আমার সেব্য। হরিনামচিন্তামণি আমার উপায় ও উপেয়। গীতমালা ও গীতাবলি আমার গান। ভজনরহস্য আমার হৃদয়। পীযূষবর্ষিণীর রসেই আমার পিপাসার নিবৃত্তি।

জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধস্থাপনই সর্ব্বকালেই আমার কার্য্য। শ্রীগোবিন্দসেবাপুষ্টিই আমার স্বভাব।

"মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাঁসে নাচে গায়॥"

ইহাই আমার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূলে তত্ত্বসূত্রোদ্দিষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারই আমার জীবনের ব্রত। কেননা মহাজনগণ বলেন—

"সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না।
সম্বন্ধহীনের কভু অভিধেয় হয় না॥
সম্বন্ধবিহীন জন প্রয়োজন পায় না।
কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত জন কৃষ্ণসেবা করে না॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

"হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥"

শ্রীবিষ্ণুহস্তাঙ্কিত পদ্মকোরকের কর্ণিকায় আমার আদি নিবাস। সুতরাং দৈববিষয়ে আমি ব্রাহ্মণ ও দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপকের অনুগ। আবার আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। অসৎসঙ্গত্যাগই আমার আচার, ভক্ত্যঙ্গসাধনেই আমার চেষ্টা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার আত্মা নিবেদিত। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ব্রহ্মচারিগণ আমার সহযোগী, গৃহস্থগণ আমার বন্ধু, বানপ্রস্থগণ আমার বান্ধব, সম্পাদকগণ আমার অমাত্য। ত্রিদণ্ডিপাদগণ আমার প্রভুর পাত্রবর্গ ও মনোভীষ্টের প্রচারক।

পরাবিদ্যাবিনোদেই আমার স্ফূর্ত্তি। ভক্তিরত্ন পরাবিদ্যাভূষণই আমার অলঙ্কার ও ভূষণ। শ্রীমুকুন্দ আমার রক্ষক ও শ্রীভক্তিবিজয়ই আমার নিশান। ভক্তিগুণাকর, ভক্তিরত্নাকর মাধুর সেবাই আমার নিত্যকৃত্য।

তাই নিখিল শাস্ত্রের সারগ্রাহকারী কৃষ্ণভক্ত বলিয়া আমার খ্যাতি। জড়প্রতিষ্ঠা আমার নিকট শূকরের বিষ্ঠাবৎ প্রতীয়মান হইলেও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিরক্ষিত হইবার জন্য আমি ব্যস্ত। আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" শিরে ধারণ করিয়া আমি আচার্য্য ও প্রচারকের পত্রবাহক। সেবাই আমার ধর্ম্ম, সেবাই আমার ধন, সেবাই আমার সর্ব্বস্ব।

"গোবিন্দ কহেন মম সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥"

তাই (১) সত্য যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারক প্রহ্লাদ মহারাজের আনুগত্যে বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবে স্মরণপূর্ব্বক আমি এই শিশুকালেই কনককামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপুগণের মঙ্গলবিধান করিতে সমর্থ। (২) ত্রেতাযুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সেবকসূত্রেই শিশুকালে তাড়কা-সুবাহু-স্বরূপ মায়াবাদকে আমি ভাগবতাস্ত্রবলে নিধন করিতে পারি ও বদীয় বহ্মাজ্জীব আদর্শে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী রাক্ষসকুলতিলক রাবণ ও তাহার ভৃত্যগণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ও আমার কার্য্য সাধুগণের দ্বারা প্রশংসিত। (৩) দ্বাপরযুগে কানাই বলাই যে পূতনাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর, ব্যোমাসুর অরিষ্টাসুর প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করেন, বঙ্গসাধকের ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ উক্ত নানাপ্রকার অনর্থরাশিকে আমি বলদেবের কৃপায় ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে সমর্থ। (৪) আবার পাষণ্ডদলন নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে কলিযুগপাবনাবতার সর্ব্বভৌম দর্পচূর্ণকারী গৌরসুন্দরের ন্যায় আমি পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠার বৃহস্পতির প্রভাবকেও খর্ব্ব করিতে পারি।

"হয় ব্যাখ্যা নয় করে নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া কৃষ্ণভক্তি সে স্থাপয়॥"

বিষ্ণুবৈষ্ণবের দাস্যসূত্রে দেশকালপাত্রবিচারে আমাকে নানাপ্রকার অভিনয় করিতে হইলেও উক্ত ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আমার আর একটী স্বরূপ আছে। প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় আমি জগতের প্রত্যেক

জীবকে আমার অতিপ্রিয় বলিয়া জানি। হে পাঠকবর্গ, আসুন, আমরা পরমহংস শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর উপাস্য দীনাবতার ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর ভাষায় সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরের স্তব করি।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্য-কটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

আমার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলি—

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনো নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস।

পতির সেবাই সতী স্ত্রীর নিজ কর্ত্তব্য, বেশ্যাবৃত্তি অগৌড়ীয়ের কার্য্য।

আমি শ্রীল নরোত্তমের দাস।

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণ গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা শ্রবণই আমার শ্রবণ। নিম্নলিখিত মহাবাক্যদ্বয়ই আমার নয়ন—

আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয় সমূহ সকলি মাধব।
শ্রীহরি সেবায়, যাহা অনুকূল বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল

আমার "ভক্তপদ ধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥

বৈষ্ণবচরণরেণু গায় মাখিয়া ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। আমার প্রভু অবধূতকুলচূড়ামণি বাহিরে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য, অন্তরে গোবিন্দ মোহিনীর সেবোৎসববিধায়িনী।

"ভক্তিরসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি।"

গুরুদাস আমি ও স্বানুভবানন্দে বিভোর। ওঁ গুরুদেবের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া যবে আত্মহারা হই, তখন তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।"

গাহিয়া গাহিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, মথুরা, বৃন্দাবন নবদ্বীপাদি ধামসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া আমি আমার ন্যায় বালকের নৃত্য কীর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া সাধুগণ ধন্যবাদরূপ যে গোপালের উচ্ছিষ্ট লাড্ডু প্রসাদ দেন তাহাতেই আমার তৃপ্তি।"

জীবকুল যখন সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণপূজা ছাড়িয়া শারদীয়া ভুবনমোহনীর পূজায় প্রমত্ত থাকে, তখন আমি দুঃখিতান্তঃকরণে সপ্তাহকাল অবসর লইয়া ভুবন-মোহন-মোহিনীর পরম প্রেষ্ঠা শ্রীরূপের চরণে জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাই। রূপানুগতো হেমাভদিব্যচ্ছবি গৌরসুন্দরের চরণ-স্পর্শে আমার শিরোদেশ উন্নত হইলেও আমি তৃণাদপি সুনীচ। আমি রূপের কাঙ্গাল বলিয়া রাধাভাবদ্যুতিরই পক্ষপাতী। আমার রূপের ছটায় অজ্ঞানতিমির নাশ হয় আবার কৃষ্ণচন্দ্রকে ও আকর্ষণ করে। নতুবা অন্ধকারে কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর হয় না।

"অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজঃ গৌরাঙ্গ বাহিরে" সনাতন শিক্ষা-গৌরবেই আমার আনন্দ। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠেই আমার অনুরাগ শ্রীভক্তি প্রীতি-সন্দর্ভেই আমার বিলাস। শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিধরে আমার রতি আমার তাই—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর॥"

আশীর্ব্বাদ প্রকরণ।

সিংহস্কন্ধং মধুর মধুর স্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্।
বিভ্রৎকান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য

নবীনসিংহের জিনি স্কন্ধ মনোহর।
কোটী চন্দ্র জিনি যাঁর বদন সুন্দর॥
মধুর মধুর মৃদুমন্দ হাস্য শোভা।
সুভগ কপোলতল মুনিমন লোভা॥
দাড়িম্বের বীজ নিন্দি দশনের কান্তি।
অরুণ অধরে বিম্বফল হয় ভ্রান্তি॥
পরিসর বক্ষঃস্থল নাসা খগ জিনি।
আজানুলম্বিত দুটী বাহুর বলনি॥
মত্ত রাম রম্ভাতনু গুরু উরুস্থল॥
থল উৎপল দল চরণ যুগল॥
উন্নত উজ্জ্বলরসময় যাঁর দেহ।
বিতর্কিয়া নির্ণিতে না পারে বিজ্ঞ কেহ॥
হেন নানাবিধ ভাবামৃত চমৎকার।
থেনে থেনে উঠে অশ্রুকম্পাদিবিকার॥
"কাঁহা যাও" বলি সদা করেন ক্রন্দন।
"কাঁহা গেলে পাও প্রাণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"
ইহাতে উঠয়ে ভাব সমুদ্র গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কিছু যদি ভক্তধীর॥
অন্য রহু দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবে।
'দুর্ব্বিজ্ঞেয় উজ্জ্বল রস' এইত স্বভাবে॥
বিকসিত স্বর্ণ পদ্ম কিঞ্জল্ক বরণ।
কমনীয় কান্তি যাঁর জিনিয়া মদন॥
রাধা সহ মাধবের একীভূত তনু।
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর স্বর্ণমণি জনু॥
সংসার বিষয় বিষানলে দগ্ধ জন।
অভয় গৌরাঙ্গ পদে লহত শরণ॥
নিজরূপ মাধুর্য্য অমৃত আস্বাদনে।
স্নিগ্ধকরি রক্ষাগৌর করুন ভুবনে॥ ১৩॥

গৌরসুন্দর তনু কোটী মদন জনু
ঝলমল লাবণি উজোর।
সৌন্দর্য্য অমৃত সার মাধুর্য্যামৃত পারাবার
পিয়া মত্ত ভকত চকোর॥
গৌরহরি কৃপা পারাবার।
কুবিষয়াসক্তি হরি স্ববিষয়াসক্তি ভরি
রক্ষা সদা করুন্ সংসার॥
কিম্বা হরি শব্দে সিংহ সিংহের বিক্রমে যেহ
নাশকরে কল্মষ দ্বিরদ।
ভক্তির বিরোধি ধর্ম্ম অনর্থাদি অধর্ম্ম
রূপ ধন জন আদি মদ॥
স্থাবর জঙ্গমকরি সর্ব্বজীবতাপহরি
নাম রূপ সাদ্‌গুণ্য শ্রবণে।
কীর্ত্তন স্মরণ ধ্যানে স্বলীলায় হরি মনে
আকর্ষয়ে সর্ব্বজীবগণে॥
নবীন জলদে হেরি যেন মদমত্ত করি
কহে ওহুঁ নির্দ্দেশিয়া হাত।
"যাহার বিরহে মরি দিবানিশি জরিজরি
ওই সেই মোর প্রাণনাথ॥"
ময়ুর চন্দ্রিকাদেখি প্রেমে ছলছল আঁখি
অতিশয় ব্যাকুল পরাণ।
গুঞ্জাবলী দরশনে অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘনে
চকিত চকোর দুনয়ান॥
শ্যামল কিশোর জনে যদি করে দরশনে
সচকিত চিত্ত চমৎকার।
করি গাঢ় আলিঙ্গনে "কৃষ্ণপাইনু" এই মনে
হর্ষে ঘন বহে অশ্রুধার॥
বিকারে বিকল অঙ্গ নানাভাবের তরঙ্গ
বিরহেত কভু হা'হুতাশ।
এইরূপে গৌরহরি স্বীয় গূঢ়বাঞ্ছা পূরি
প্রেমানন্দ করেন প্রকাশ॥ ১৪॥

আচার্য্যানুগমনে।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা—ডায়েরী
৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩১

ভক্তগণ উষাকালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গজয়ধ্বনি ও শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীব প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে করিতে শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে মালদহ হইতে কেলীগ্রাম দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। শ্রীরাম-কেলী বর্ত্তমান মালদহ সহরের ইংরেজ বাজার হইতে প্রায় ৮॥০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রায় ৩ ঘণ্টার মধ্যে ভক্ত-গণ শ্রীরামকেলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিগন্তভেদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সমবেত কণ্ঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের, শ্রীরূপ-সনাতনের, শ্রীজীব প্রভুর, জয়গান উঠিতে থাকিল। গ্রামের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী যেন আবার সেই দৃশ্য পরে ভক্তকণ্ঠ-ধ্বনিঃসৃত নামধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক পরমতৃপ্ত হইয়া সচকিত নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিল। ভক্তগণ প্রথমে (১) **তমাল তলায়** উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক মাথের সঙ্গে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলেন। এই স্থানে একটী পাকা বাঁধান উচ্চ ভিটার উপর মধ্যদেশে একটী বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ ও তৎপার্শ্বে দুইটী দুইটী করিয়া একত্রে চারিটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। দক্ষিণের কেলিকদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, মধ্যদেশের তমাল বৃক্ষটী শ্রীগৌরসুন্দর ও বামদেশের কদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপে বিরাজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীলরূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর প্রথম মিলন হয় এই স্থানে বসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিকট গমন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীলপরম হংস ঠাকুরের অনুগমনে এইস্থানটী দর্শন করিয়া ভক্তগণ তৎপরে (২) **শ্রীশ্রীমদন-মোহন-দেব** দর্শনার্থ গমন করিলেন। এই স্থানটী শ্রীকেলীকদম্বের অতি সন্নিকটে। শ্রীমদন মোহন দেব একটী ক্ষুদ্র শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতে-ছেন। শ্রীশ্রীমদন মোহন শ্রীশ্রীরূপসনাতন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্দিরের সম্মুখ ভাগে একটী টীনের চালার ক্ষুদ্র নাট মন্দির প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কবিরাজ মহাশয় এইটীর নির্ম্মাণ ব্যয় বহন করিতেছেন। শ্রীমন্দির-মধ্যে চারিটীযুগল শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তন্মধ্যে একটীতে শ্রীবলদেব রেবতীর সহিত বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহগণের নাম—(বামদিক হইতে) ১। ব্রজমোহন (শ্রীমতী সহিত) (২) রেবতীরমণ (রেবতীর সহিত) (৩) মদন-মোহন ও (৪) গোপীনাথ (উভয়েই শ্রীমতীর সহিত)। শ্রীশালগ্রাম ও বিরাজিত আছেন। শ্রীযুগলবিগ্রহের মধ্যদেশে দুইটী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি, একটী অদ্বৈত প্রভুর ও একটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি অবস্থিত। এই স্থানের বর্ত্তমান সেবাইতের নাম শ্রীমনোহর দাস, জাতি বৈষ্ণব। পূর্ব্ব সেবাইত ইঁহারই পিতা রামরতন দাস। সেবার জন্য ১৩০/ বিঘা জমির বন্দোবস্ত আছে প্রজার নিকট হইতে ১২২৲ খাজনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৮০৲ সরকারে জমা দিতে হয়। মদনমোহনের শ্রীমন্দিরের নিকট হইতে এক রাস্তার ভিতরে উত্তরদিকে (৩) **শ্রীসনাতন কুণ্ড।** নিকটবর্ত্তী স্থানে (৪) রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি **অষ্টকুণ্ড।** ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে (৫) **শ্রীরূপসাগরঃ** শ্রীলরূপগোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরটীর পঙ্কোদ্ধার ও শ্রীরামকেলি গ্রামের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য মালদহে ৮।৯।২৪ তারিখে "শ্রীরামকেলি সংস্কার সমিতি" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদনমোহনের মন্দির ছাড়িয়াই হুসেন সা'র কাছারীর দিকে যাইবার সময় এই রূপসাগরটী দেখিতে পাওয়া যায়। রূপসাগরের ঘাটটী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। একটী প্রস্তরের গায়ে এইকথা-গুলি খোদিত রহিয়াছে :—"সন ১২৬৮ সাল, জেলা মালদহ বঙ্গদেসির সমূহ বাউসি হইতে শ্রীরামকেলির রূপসাগর ঘাট কৃত হইল; তাং ৩২ জৈষ্ঠ।"

(বঙ্গদেসির—বানিয়া, বাউসি,—দণ্ডটাকা জল—১৮ বিঘা, পাড়সহ কুড়িবিঘা।

(৬) **বারদুয়ারী**—প্রস্তর নির্ম্মিত বারটী দ্বার বিশিষ্ট একটী বিরাট দরবার গৃহ, শ্রীরামকেলি হইতে প্রায় তিনরশি দক্ষিণে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেণ্ট সাহেবের সময় ইহার গম্বুজগুলি সোণারপাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল ইহা হুসেন সাহের কাছারীবাড়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ,

এইস্থানেই নাকি শ্রীদবীর খাস কাছারী করিতেন। এই কাছারী বাড়ীর চারিদিকে চারিটি তোরণ দ্বার।

(৮) **হাওয়াসখানার ঘাট**—প্রবাদ এইস্থানে বাদশাহ হাওয়া অর্থাৎ বায়ু সেবন করিতেন। কিংবদন্তী শ্রীসনাতন যখন "যবনরক্ষককে" সাতহাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে নির্মুক্ত হইলেন এবং রাত্রে গঙ্গা পার হইলেন, তখন সনাতন এইস্থানে আসিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাকিতে থাকেন। সেই সময় এই স্থানে একটী কুম্ভীর আসিয়া সনাতনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। শ্রীসনাতন ঐ কুম্ভীরের উপর চড়িয়া গঙ্গাপার হন। শ্রীমদন-মোহনের গৃহ হইতে অর্দ্ধমাইলের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীগঙ্গাদেবী প্রবাহিতা। ইহা ব্যতীত হুসেন সা বাদশাহের অনেক কীর্ত্তি এইস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দখল দরওয়াজা, পরিখা, ফিরোজসা (উচ্চ মনুমেন্ট, ইহার উপর চড়িলে প্রাচীন গৌড় সহরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভগ্নাবশেষ। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর স্থানে স্থানে ইহার সংস্কার করিয়াছেন।), টাকশাল, পাঠাগার, লোটন মসজিদ (একটী শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কার্য্যের নিদর্শন) প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল, উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীরূপসনাতন প্রভুর স্মৃতি উদ্দীপক ঐ সকল নানাস্থান দর্শন করিয়া ভক্তগণ পুনরায় কেলিকদম্বের মূলে ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন শ্রীহরিবাসর ছিল। শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের আদেশানুসারে ভক্তগণ সেই স্থানে বসিয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুর গুণ গাথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন --

"শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ মাধুরী রাশি, প্রাণ কুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে॥
তুয়া অদর্শনে অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু' কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
'এ অধম' লইল শরণ॥

* * *

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হাহা প্রভু! সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥ ইত্যাদি,"

প্রাচীন মালদহবাসী সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ গোস্বামী মহাশয় শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের সহিত শ্রীধাম পরিদর্শন করিবার জন্য শ্রীধামকেলীতে আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহোদয় শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের নিকট অনেক হরিকথা শ্রবণ করিলেন এবং এক সঙ্গে মালদহে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা গজপৃষ্ঠে, কেহবা অশ্বযানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মালদহ ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীরামকেলী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল ধর্ম্মশালায় শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীলপরমহংস ঠাকুর তাঁহাদের সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা করিলেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় ঐ সকল কথার চুম্বক ভক্তগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ জগন্নাথ মিশ্র কোনখানে যান নি বাড়ী আচেন। দুপুর ব্যালা ঠাকুর পূজো সেরে বোসে আচেন। শচী দেবী পেসাদ খাওয়ার যোগাড় কোরচেন এমন সময় নিমাই এসে পোলো। নিমাই বরাবর জগন্নাথ মিশ্রির কাচে গিয়ে বোল্লে বাবা আমার সব লেকা হোয়েচে—আমি সব লিকিচি।

জ। গোলিস কি রে সব লেকা কি ?

নি। আমি সব নাম লিকিচি। গুরু মশায় যা বোল্লেন সে সবও লিকিচি আর পাঠশালায় যত ছেলে আচে তাদেরও সব নাম লিখিচি।

জ। কি রে আজ তিন দিন হোলো হাতে খড়ি দিইচিস রে, ইরি ভেতোর সব শিকে ফেল্লি ?

নি। হ্যাঁ বাবা, আমি সত্যি বোলচি। গুরু মশায় বোলেচেন।

জ। তুই তো আর বোলচিস নে? গুরু মশায় বোলেচেন তো ?

নি। না বাবা, গুরু মশায় বোলেচেন চিলতে লেকা সারা হো'য়ে গ্যালো। কা'ল কাগজ বেধিয়ে দেবেন। কাগজ নিয়ে যেতে বোলেচেন। আর বোলেচেন পুঁতি পড়াবেন। পুঁতি নিয়ে যেতে হবে। দাদার তো পুঁতি আচে, তাই আমাকে দেবেন। আর বাবা আমার কাগজ চাই। কাল নিয়ে যেতে হবে।

জ। কৈ দেকি ? কেমন চিলতে লেকা সারা হোয়ে গ্যালো, চিলতেয় কি লিকিচিস দেকি ?

নিমাইয়ের হাতে সেই লেকা কলাপাতা ছিল জগন্নাথ মিশ্রকে দেকতে দিলে। জগন্নাথ মিশ্রি দেকে গুম্ হয়ে থাকলেন। কোন কতা বোল্লেন না কি যেন ভাবতে লাগলেন। নিমাই বোল্লে হয় নি বাবা! আমি লিকতে পারিনি ? গুরু মশায় বোলে'চন বেশ হোয়েচে। না বাবা হয় নি ? আমি—বোলে নিমাই আরও কিছু বোলতে চাচ্ছিলো, এমন সময় শচীদেবী এসে ধন আমার বড় খিদে পেয়েচে, চলো নাইয়ে খেতে দিইগে, উনিও খাবেন এখন—খেয়ে সবকতা বোলো, বোলে কোলে কোরে নিয়ে গেলেন।

নিমাইকে নাইয়ে দিয়ে শচীদেবী খেতে দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রিকেও একঘরে খেতে দিলেন। নিমাই খেয়ে খ্যালা কোরতে বেরিয়ে গ্যালো। জগন্নাথ মিশ্রি খেয়ে উঠে শচীদেবীকে জিজ্ঞাসা কোরলেন বিশ্বম্ভর কোথায় ?

শ। সে চোলে গিয়েচে।

চোলে গিয়েচে শুনে জগন্নাথ মিশ্রির মনে একটু রাগ হোলো বোল্লেন, যত ভাল ছেলেই হোক না কেন, এ রকম খ্যালা কোরলে তার কিছু হবে না। দু তিন দিনের ভেতোর যা শিকেচে দেকচি, তা অন্য ছেলের তিন বছরের লেখাপড়া, এতে বোধ হয় ওর ওপোরে মা সরস্বতীর বর আছে, তা হোলে কি হবে, এত খ্যালা কোরলে, বরফর যাই থাক, কিছুই হবেনা। এই রকম কোরে খানিক বোকে বোকে জগন্নাথ মিশ্রি চুপ কোরলেন। শচীদেবী আর কি বোলবেন, কান পেতে শুনতে লাগলেন। শুনে পেসাদ পেতে চোলে গেলেন।

আর ব্যালা নেই। জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী থাকবেন না, কোথায় যাবেন, আসতে অনেক রাত্রি হবে বোলে নিমাইয়ের জন্য এক তা কাগজ আর বিশ্বরূপ ছেলে ব্যালায় যে পুঁতিখানা পোড়েছিলো সেই পুঁতিখানা বের কোরে শচীদেবীকে বোল্লেন এই কাগজ আর পুঁতিখানা রেকে দাও বিশ্বম্ভর যখন পাঠশালায় যাবে দিও। শচীদেবী সেই সব নিয়ে রেকে ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র বেরিয়ে গেলেন। নিমাই সকাল ব্যালা ঐ কাগজ আর পুঁথি নিয়ে পাঠশালে গ্যালো।

আজ গুরু মহাশয়ের মনে বড় আনন্দ। হাতে খড়ি দিয়ে চারদিনের ভেতোর নিমাইকে কাগজ ধোরিয়ে দিচ্চেন, একি কম আনন্দের কতা ? কোন্ গুরু মশায় এ রকম পারে। দুই তিন বচরের লেকাপড়া চার দিনে শিকিয়েচেন সোজা কতা আজ যদি তর্কপঞ্চানন মশায় পাঠশালে আসেন তবে দ্যাকাই কেমন ছেলে তোয়ের কোরেচি। আমার পাঠশালে যত শীগগির ছেলে তোয়ের হয়, আমি বোলতে পারি আর কোন পাঠশালে সে রকম হবে না। পুরন্দর মশায়ও তো সে

কতা বোলে গিয়েচেন এই রকম অনেক কতা ভাবতে ভাবতে গুরু মশায় পাঠশালে এসে পোঁচলেন। দেকলেন, নিমাই এয়েচে আরও গোটা কতক ছেলে এসে বোসে আচে। নিমাইকে দেকে গুরু মশায় বোল্লেন, কে নিমাই এয়েসো? বেশ। আজ তোমাকে কাগজ দোরিয়ে দেবো বোলে ছিলাম কাগজ এনেচো তো?

নি। আজ্ঞে হাঁ গুরু মহাশয় কাগজ এনেচি। দাদার পুঁতি ছিল, তাই বাবা দিয়েচেন।

আচ্ছা বেশ বোলে গুরু মশায় নিমাইয়ের কাচে গিয়ে কাগচে কি লিকতে হয়, কেমন কোরে কাগচ ভাঁজ কোরতে হয়, সব বোলে দেকিয়ে দিলেন। তারপর বোল্লেন আচ্ছা তুমি একখানা কাগচে তোমার বাবা কে একখানা চিটি লেক দিকি কেমন লিকতে শিকেচো দেখি। পারবে?

নি। আজ্ঞে হাঁ গুরু মশায় আমি ঠিক পারবো।

বেশ। সব তো বোলে দিলাম এখন লেকো? বোলে গুরু মশায় আর সব ছেলেদের কাচে গেলেন, নিমাই লিকতে লাগলো। চিঠিখানা লেকা সারা হোলে, গুরু মশায় আর এক রকম চিঠি লিকবার কতা বোলে দিলেন। তারপর পুঁতি খানা নিয়ে খানিকটা পোড়ে বুজিয়ে দিয়ে বোল্লেন কাল এইটুকু এমনি কোরে পোড়তে পারলে আবার খানিক পড়া দেবো। আজ ব্যালা হোয়ে গিয়েচে বাড়ি যাও বোলে সব ছেলেকে ছুটী দিলেন। নিমাই বাড়ী গ্যালো।

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র

শ্রীশ্রীহরি

পূজ্যপাদ—

শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়গণ

সমীপেষু—

অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক অতএব সর্ব্বজীবের চরম শ্রেয়োলাভাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে জন্মে জন্মে অনন্ত অপরাধ করিয়া আসিতেছি এবং সেই সব দুষ্কৃতির ফলে শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতেছি।

সম্প্রতি অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগৌড়ীয় আমার একটি বিশেষ অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন (গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ—১২শ সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠা)। প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-জমিদার বন্ধু ব্যক্তির সহিত একদিন কলিকাতা হ্যারিসন রোড্ দিয়া বেড়াইবার সময় তিন মূর্ত্তি কাষায়-বসন-ধারী বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র আমার আসুর স্বভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। ফুটপাথে ও সন্নিহিত বাড়ীর বারেন্দায় ক্রমে ক্রমে আমরা ২৫।৩০টি জীব; পরস্পর অপরিচিত হইলেও সমজাতীয় সমস্বভাবাপন্ন বলিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সমবেত হইলাম এবং নানাদিক হইতে বৈষ্ণবত্রয়কে আক্রমণ করিলাম। গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার মতলবে Political Economyর ২।১টা বচন আওড়াইয়া তর্ক উঠাইতেই আবার বাহবা পড়িয়া গেল। তখন আরও উৎসাহের সহিত (শুনিলেও অপরাধ হয়) বৈষ্ণবকে আক্রমণ করিলাম বলিলাম, "যদি আপনাদের কিঞ্চিন্মাত্রও মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে তবে সুবুদ্ধির আশ্রয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির দুঃখ মনে করিয়া দরিদ্র ভাইরা আর আপনাদের অলসতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যদি নিতান্তই মালা তিলক গৈরিক ধরিবার সখটি তাড়াইতে না পারেন তবে অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা চরকার সূতা কাটিবেন এবং ভজনাগারের আশে পাশে যদি কিছু পো'ড়ো জমি থাকে তবে অবশ্য অবশ্য একখানা কোদালিও কিনিয়া লইয়া যান। তাহাতে ভগবানও সন্তুষ্ট হইবেন এবং প্রত্যক্ষ ভগবান সমাজ এবং স্বদেশ, তাঁহারাও আপনাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূর্খ পাষণ্ড নাস্তিকের কথায় বৈষ্ণবগণ ঈষৎ হাস্য বিস্তার করিয়া, গৌড়ীয় মঠে এক একবার যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া শ্রীনাম করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

অপরাধের গুরুত্ব যদি বাস্তবিকই যথাযথ হৃদয়ঙ্গম হইত তবে অদ্যই দৌড়াইয়া যাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা ভিক্ষা

করিতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আজও হয় নাই, কখনও কোনোদিন হইবে কিনা জানিনা। তবে তাঁহারা অদোষ-দর্শী শ্রীনিত্যানন্দ-ভিন্নতত্ত্ব গৌড়ীয়ের গণ, তাহা যেন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি এইরূপ অভিমান হয় এবং সেই ভরসাতেই তাঁহাদের চরণে এত নিবেদন করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয় এবং গৌড়ীয়-প্রেস পাঠকগণ এই সম্পাদক মলিন পত্র খানিকে এবং পত্র লেখককে সেই স্ব-রিমন রোডের নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব নির্দেশিগণের প্রতিনিধি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

"শুদ্ধ ভকত চরণ-রেণু-ভিখারী
শ্রীরামনারায়ণ কর হেড মাষ্টার শ্রীপুর হাইস্কুল
(যশোহর)
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩২

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব!

২১শে কার্ত্তিক ১৩৩২ তারিখের "স্বায়ত্ত-শাসন" নামক সাপ্তাহিক পত্র হইতে উদ্ধৃত।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন গত ১১ই আশ্বিন হইতে ১৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে নিয়ম সেবা মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার অনুগত ভক্তবৃন্দ ভারতের নানা-স্থান হইতে সমাগত হইয়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবের মধ্যে মধ্যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তবৃন্দ সোৎসাহে উৎসব করিয়া সমাগত সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। ১১ই কার্ত্তিক বুধবার শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট দিবসে সারা দিবস ব্যাপী কীর্ত্তন হইয়া ১২ই তারিখে সাধারণ মহা-মহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই দিবসের উৎসব ব্যাপার সাধারণ মানবের চিন্তার অতীত। প্রাতঃ ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ঢাকাবাসী ও আগত জনসাধারণকে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ অকাতরে মহাপ্রসাদ বিলাইয়াছিলেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করিয়া নিজের জীবন ধন্য মানিয়াছেন। বিশাল ভারতের এক-মাত্র শ্রীক্ষেত্র ধাম ব্যতীত আর কোথাও সর্ব্বদেশ জাতির একত্রে প্রসাদ গ্রহণ পরিলক্ষিত হইত না। ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ ভক্তের মহিমা প্রদর্শন করাইয়া সর্ব্বত্রই যে শ্রীধাম তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ মঠে আসিয়া ভক্তদের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। মায়াগ্রস্ত জীব নিজেকে জাত্যভিমানে মুগ্ধ রাখিয়া যে ভীষণভাবে প্রতারিত হইতেছেন, তাহা অনেকেই এবার হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মঠসেবকদিগের অনেকে ঢাকার বিখ্যাত করনেশন পার্কে নদীর ধারে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা শ্রবণকালে উপস্থিত জনমণ্ডলী বিমুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল একটি শব্দ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। বৈষ্ণবতার ভাণ করিয়া সাধারণ গৃহস্থ-দিগকে কত লোকে যে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজের ভরণ পোষণ করিতেছে তাহা ইহারা বুঝাইয়া দিতেছেন। এবার ঢাকা সহরময় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব বার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাছারীতে, বাসায়, রাস্তায় সকল স্থানেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আলোচনা শুনা যায়। উৎসব দিবস অগণিত কাঙ্গালীর মহাপ্রসাদ গ্রহণ ব্যাপার এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া সকলেরই নিকট অনুভূত হইয়াছিল নবাব-পুরের বড় রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য কাঙ্গালী বহুস্থান ব্যাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল। শ্রীমঠের বিরাট মন্দিরের প্রতি কক্ষে কক্ষে অগণিত লোক সমাগম এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ভক্তদের সেবার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ঢাকা মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান সাহেব লোকের ব্যবহারের জন্য মিউনিসিপাল হাইড্রেন্ট হইতে বিনামূল্যে জল সরবরাহের আদেশ দিয়াছিলেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে শ্রীমঠের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। এই উৎসব দিবস হইতে শ্রীমঠের সম্মুখে নবাবপুরের সুবৃহৎ রাস্তার উপর বিশাল সামিয়ানা খাটাইয়া তাহাতে সমাগত ভদ্রমহোদয়দিগের

বসিবার জন্য আসরটি চেয়ার, ইলেকট্রিকলাইট, ডেলাইট, ইলেকট্রিক পাখা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের তোরণদ্বার দেবদারুপত্র নির্ম্মিত সুন্দর দৃশ্যাবলিতে অলৌকিক শোভা ধারণ করিয়াছিল। তোরণ দ্বারের পার্শ্বে নহবৎ খানায় দিবারাত্রি নহবৎ ও বিবিধ সুমধুর বাদ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসববার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। ভক্তদিগের সেবায় আগ্রহ দেখিয়া অনেকেই চক্ষের জল রাখিতে পারেন নাই।

উৎসবের পরেও কয়েক দিবস মঠের সম্মুখস্থ সামিয়ানার নীচে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। যাহারা একবার এই ভক্তদের সঙ্গ লাভের সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে নিজেদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া চিন্তায় আকুল হইতেছেন। দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়া হেলায় যাহা নষ্ট হইতেছে তাহা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত যে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ভৃতক পাঠকগণ নিজেদের পরিবার পোষণের জন্য বৈষ্ণবতার ভাণ করিয়া অনেককে প্রতারিত করিতেছে। 'আত্মধর্ম্ম' প্রচারকগণ ব্যতীত এই সত্যকথা আর কেহ এযাবৎ বলিতে সাহস পায় নাই। ধর্ম্মভীরু জাতি উচ্চতর জাতির অভিসম্পাতের ভয়ে এতদিন মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার ভক্তবৃন্দ দ্বারে দ্বারে যাইয়া এই সত্যবার্ত্তা জানাইয়া তাহাদের চক্ষু উন্মীলন করিতেছেন। বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবান, ভক্ত, মহাপ্রসাদ যে কি বস্তু তাহা ভোগী জীব বা ভৃতক পাঠক কখনও সাধারণকে শুনিতে দিত না। ইহাদের কৃপায় ক্রমেই সকলের মোহ দূর হইতেছে। আয়াতে অবস্থিত ভক্তগণ মানুষের বাহিরের আকার বা জাতিকে দর্শন করেন না—ভগবানকে আরাধনা করিতে যে সকলেই অধিকারী—কোন জাতি বা ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে যে ভগবান্ আবদ্ধ নহেন তাহাই ইঁহারা বিশেষভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে এবার যাহা দেখা গিয়াছে তাহার তুলনা একমাত্র তাঁহাদিগেই সম্ভবে। মহাপ্রসাদ গ্রহণে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ভেদ নাই। শ্রীমঠের প্রতি কক্ষে ব্রাহ্মণেরই পাশে শূদ্র, বৈশ্যের পার্শ্বে কায়স্থ বসিয়া বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ গ্রহণ কালে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজের জীবন ধন্য করিয়াছেন। খুবই আনন্দের বিষয় পূর্ব্বে যাহারা অভিমান করিয়া শ্রীমঠে অন্য জাতির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে সমাজভয়ে ভীত হইতেন এখন তাহাদের হৃদয়ে সেই দৌর্ব্বল্য আর নাই। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পাত্ররাজ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অনুগত সেবকবৃন্দকেই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবার অধিকার প্রদান করিতেছেন। জীবমাত্রেই যে স্বরূপে ভগবানের সেবক এই বার্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনায় নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। বর্ত্তমানে জীবের সৌভাগ্যফলে পুনরায় ঘরে ঘরে সেই বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে।

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রমুখ শুদ্ধভক্তবৃন্দ গত ১৮ই কার্ত্তিক হইতে ২৩ শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী, আমতা ও ভাটার প্রভৃতি গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন বক্তৃতাদি দ্বারা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরি প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২২ শে কার্ত্তিক রবিবার দিবস স্থানীয় অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় চৌধুরিপ্রমুখ ভক্তগণ সাত্বত মহাজন-পথ প্রদর্শনকল্পে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশানুযায়ী উক্ত সভায় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ) মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে বালিয়াটী গ্রামে সেবানাম-প্রচার-কেন্দ্র শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনোৎসবরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জিলার পাকুটিয়া গ্রামের স্বধামগত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরম ভক্তিপরায়ণা শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী রায় চৌধুরাণী

মহাশয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রামে যে ইন্দারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি ঐ দিবস উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নামে উৎসর্গ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহোৎসব উপলক্ষে গণ্যমান্য বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও গরীব দুঃখী সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে যোগদান ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই মহদনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মুরলি মোহন রায় চৌধুরি শ্রীযুক্ত মোহিনী রায় চৌধুরি শ্রীযুক্ত ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরি শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরি, শ্রীমন্মথমোহন রায় চৌধুরি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরি ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরিপ্রভৃতি যুবকবৃন্দ হরিভক্তিপ্রচারকল্পে কায়মনোবাক্যে যে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে নিকট আমরা তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করি।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ প্রায় এক সপ্তাহ কাল যাবৎ বহু শ্রীগৌরপার্ষদ ও পরিজনের প্রকটভূমি শ্রীহট্টে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম এবং ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজ দ্বারে দ্বারে গৌর-বিহিত নগরসঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রেম-ভক্তি প্রচার করিয়া শ্রীহট্টের লুপ্ত ভক্তিস্রোত পুনরায় প্রবাহিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ বনমহারাজ কয়েক দিবস যাবৎ স্থানীয় টাউনহলে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। স্থানীয় ডেপুটী, জজ, সবজজ, অধ্যাপক, স্কুলমাষ্টার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার ও আবালবৃদ্ধবনিতা স্বামিজীর মুখে শুদ্ধহরিকথা শুনিয়া পরম মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। নানা স্থান হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করিবার জন্য আহ্বান আসিতেছে। আদর্শ ব্রহ্মচারী জয়গৌরাঙ্গের শুরুগৌরাঙ্গ সেবায় ও সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

বিজ্ঞাপন

স্থানীয় টাউনহলে ২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে ২৬শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। ঐ সভার অন্যতম প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবেন। সকলের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বশম্বদ—শ্রীলাবণ্য চন্দ্র দেব শর্ম্মা (গোস্বামী) শ্রীকৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীজয়নারায়ণ দেব, শ্রীসূর্য্য কুমার দাস, শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দাস।

শ্রীহট্টের জজেসকোর্টের জনৈক অবসর প্রাপ্ত হিসাব-রক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রদাস মহোদয় এবং পরম ভাগবত শ্রীগোপালগোবিন্দ মহান্ত মহোদয় "ঠাকুরের প্রতি নিবেদন (যাহা গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ৪র্থসংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে) শীর্ষক কবিতাটী মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বিলি করিয়াছেন এবং বক্তৃতান্তে ঐ সঙ্গীতটী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশব্দের অপব্যবহারঃ—

গ্রামাবার্ত্তাবহ অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমান্ ঘোষজ-গণের কাগজে কলিকাতা হইতে একটী শুদ্ধভক্তি বিলাসিনী সম্মিলনীর সংবাদপ্রদানমুখে কয়েকটী অপ্রা-সঙ্গিক কথার অবতারণা হইয়াছে। সেই বিদ্ধভক্তি বিকাশিনী সভায়, শুদ্ধভক্তগণ যোগদান করিবেন না জানিয়া পাঁচ-মিশালী সভার সভাগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণকে আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি বাগবাজারের গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের শ্রীমান্ গৃহধর্ম্মপরায়ণ ভক্তাভিমানিগণ শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে **Conspicuous by their absence** বলিয়া ফাজলামি করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণ কোন দিনই অনৈকান্তিক গৃহধর্ম্মব্রতগণের সহিত মিশিতে পারেন না। গৃহব্রত ধর্ম্ম পরিহার করিয়া বৈধ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়া যায়; সেইকালে তাঁহারা গৌড়ীয় মঠে যোগদিতে সমর্থ হন। নতুবা প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষীর দল যতই লোক বিচার প্রবল করান না কেন তদ্দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে কলঙ্কারোপিত হইবে না। বারান্তরে এই ঈর্ষামূলক সংবাদের আমরা বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। সেদিনকার সভায় যদি একজনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব উপস্থিত থাকিতেন তবে বাগমারীর খদ্যো-তালোকরূপ বাগ্মিতা ভক্ত সূর্য্যালোকে ক্ষীণপ্রভ হইত।

মুদ্রাকর-প্রমাদ।

গৌড়ীয় ৪র্থ খণ্ড, ১৩শ সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৫শ পংক্তিতে "একটী উপাধিমাত্র" স্থলে "একটী উপাধিমাত্র **নহে**" হইবে।

"নহে". শব্দটী পড়িয়াগিয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ২৮শে নবেম্বর ১৯২৫ | ১৫শ সংখ্যা

রত্ন-চয়নিকা

[মাধুকরী]

বড় কে?

যেই ভজে সেই—**বড়**, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

ভক্তগণ কাহারা?

ঈশ্বরের অভিন্ন সকল **ভক্তগণ**।
দেহের যেহেন বাহু, অঙ্গুলি, চরণ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম

* * * *

মিত্র ও শত্রু কে?

সংসারে যতেক জীব সেই মোর **মিত্র**
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর **শত্রু**॥

—চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড

শান্ত ও অশান্ত কে?

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব **শান্ত**।
ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই **অশান্ত**॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

ঋণ মুক্ত কে?

কাম ত্যাগ' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।'
দেবঋষি-পিত্রাদিকের কভু **নহে ঋণী**॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কি?

কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় **খ্যাতি**॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

শুদ্ধা ভক্তি কি?

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই **শুদ্ধভক্তি**—ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

প্রেমোদয়ের বিঘ্ন কি?

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে **প্রেমা** উৎপন্ন **না** হয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

চরম শ্রেয়ঃ কি?

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা **শ্রেয়ো** নাহি আর॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

সাধন বল কি?

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের **বল**॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ

সাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য

জগতের যত প্রকার সাময়িক কথা বা প্রসঙ্গ প্রচলিত আছে বা নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে সেই সকল কথার সহিত শুদ্ধভক্তির কতটা সম্বন্ধ বা ভেদ আছে, উহারই তুলনামূলক সমালোচনা ও ভক্তি সিদ্ধান্তমূলে উহার সচ্ছাস্ত্রানুযায়ী সুমীমাংসার চেষ্টাই ভক্তিপ্রচারকারী সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য। সময়োচিত কথা বা প্রসঙ্গের সহিত চলিতে না পারিলে এবং ঐ সকল কথার সহিত ভক্তির সম্বন্ধাসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইলে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে, জগতের লোক, যত ভাল কথাই হউক্ না কেন, উহাকে একবেয়ে গোঁড়ামি সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িকতা এবং Stale news ('পচা সংবাদ') মাত্র মনে করিয়া ঐ সকল কথার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সৎসাম্প্রদায়িক কথা-গুলি ভজনানন্দিপুরুষগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইলেও সাধারণ লোক উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। সাধারণের মধ্যে ভক্তিকথা প্রচার করিতে হইলে সময়োচিত প্রসঙ্গের সহিত ভক্তির যথাযথ সামঞ্জস্য এবং উহাদের তুলনামূলক আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

"অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি উদ্ধার সাধন করিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ করা অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ" হইলেও সাপ্তাহিক বা মাসিক সাময়িক পত্রের কার্য্য কেবল তাহা হইতে পারে না। ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত গ্রন্থ-গুলি পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিবার যত্ন করা বিশেষ কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু সাময়িক পত্রটাই কেবল মাত্র অপ্রকাশিত গ্রন্থ-গুলির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে—এরূপ হইলে উহাকে "পত্রিকা" আখ্যা প্রদান করা কোন বিচারেই সমীচীন হইতে পারে না। সর্ব্ব প্রথমেই ত' গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবেন যে,—'যদি তোমার গ্রন্থ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তুমি ডাক সম্বন্ধীয় রেজিষ্টারী আইনানুসারে তোমার পত্রিকার ডাক খরচ এক পয়সায় পাইতে পার না; তুমি রেজিষ্টার্ড নম্বর C * * * উঠাইয়া লও এবং তোমার যদি গ্রন্থ প্রকাশ উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তুমি আইনানুসারে উপযুক্ত ডাক খরচ প্রদান করিয়া লোকের নিকট প্রতি মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া প্রেরণ করিতে থাক, —এই আইনের অমান্য করিলে তুমি দণ্ডার্হ হইবে।"

দ্বিতীয়তঃ পত্রিকার মধ্যে যদি প্রাচীন গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করা যায় এবং আধুনিক নাস্তিক্যবাদপূর্ণ যুগে যদি ঐ সকল গ্রন্থকে বা গ্রন্থের লেখককে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য মৎসর ব্যক্তিগণ চেষ্টা করেন এবং আমরা "পরস্পর তর্ক-কোন্দলের কল্লোল" বা "দলাদলি"র ভয়ে যদি ঐ সকল ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবতের নিন্দা শ্রবণ করা সত্ত্বেও এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে"—এই কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কেবল গ্রন্থপ্রকাশই করিয়া যাই তাহা হইলেই কি আমাদের "আত্মশোধন" হইবে? অথবা "দীন দয়াল শ্রীভগবানের নাম গুণ" আমাদের অপরাধময় জিহ্বায় উদিত হইবেন?

বর্ত্তমান প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, গুরুবর্গের সেবার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া কিম্বা ভক্ত-দ্বেষিজনে ক্রোধ না দেখাইয়া কেবল নিজ নিজ 'গৃহারামতা দেহারামতা' ও রূপ ভৃত্যপোষণ এবং আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছারূপ কামচরিতার্থ করিবার জন্য অনর্থনির্ম্মুক্ত ভজনানন্দিগণের সেব্যগ্রন্থের অপ্রাকৃত কাব্যরস প্রাকৃত ভোগের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিবার চেষ্টাই বুঝি আত্মশোধনে প্রয়াস! আত্মশোধন বা চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করিতে হইলে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু 'নাম' গ্রহণের কথা বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে 'নামাপরাধ' বর্জ্জন-পূর্ব্বক নাম-গ্রহণের কথা উত্থিত হইবে। আবার যখনই নামাপরাধের কথা কীর্ত্তিত হইবে তখনই নামাপরাধি-সম্প্রদায় "তর্ককোন্দলের কল্লোল" উপস্থিত করিবেন। তত্ত্ববিরোধি-'ছড়া'রচনাকারিসম্প্রদায় বলিয়া উঠিবেন, "নাম হেলায় শ্রদ্ধায় লইলেই ত' ফল হয়। সুতরাং আমরা নামাক্ষর সংযুক্ত যে কোন নবীন 'ছড়া' সৃষ্টি করি না কেন এবং উহা যতই তত্ত্ববিরোধী বা রসাভাসদুষ্ট হউক্ না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। উহাও তারকব্রহ্ম নামের ন্যায় আরও একটী জপ্য ও কীর্ত্তনীয় নাম'!" শুদ্ধভক্তি-প্রচারকারী কোনও 'শ্রীপত্র' বা 'মহাপুরুষ' যদি ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "উহা 'নাম' নহে, নামাক্ষর হইলেও 'নাম' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—উহা নামাপরাধ;

শ্যামাঘাস ও ধান্য দেখিতে একরূপ হইলেও পরস্পরে যেমন অনেক প্রভেদ, তদ্রূপ মানব-কল্পিত বা সৃষ্ট 'ছড়া' ও সাক্ষাৎ ভগবদ্দত্ত শ্রীনাম বা শ্রুতিতে অনেক পার্থক্য আছে, একটী সাক্ষাৎ নাম, আর একটী দেখিতে নামাক্ষর হইলেও নামাপরাধ।" 'তর্ক-কোন্দল-কল্লোল' প্রবাহিত হইবার ভয়ে কোন্ নামপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের-দাসানুদাসগণ আছেন, যাঁহারা জগতে এইরূপ নামাপরাধের স্রোত দেখিয়া ও তাহার প্রতি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখিতে পাই—

ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাঁহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হইল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল ইহার না দেখিও মুখ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥

—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ

বর্ত্তমানে এইরূপ পড়ুয়া বা বাহিরে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার জন্য লোকের নিকট ছদ্মবেশী নামপরায়ণ এবং অন্তরে পূর্ণমাত্রায় নামাপরাধী ব্যক্তির অভাব নাই। কোমলশ্রদ্ধ ভক্তগণকে প্রকৃত নামের স্বরূপ ও নামমাহাত্ম্য জানাইবার জন্য যদি তৎসঙ্গে ঐ সকল নামাপরাধিব্যক্তিগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঐ সকল অসৎ-সঙ্গদূরে পরিহার করিবার জন্য আলোচনা করা হয়, তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের আত্মশোধন হইতে পারে। কিন্তু 'তর্ককোন্দলে'র ভয়ে সত্যকথা বা সত্যো-দ্ঘাটন না করিয়া জড়তা পোষণ করা বা গুরুবর্গের নিন্দা শ্রবণ করা হরিজনপাদত্রাণবাহিদাসগণের কর্ত্তব্য ত' নহেই, অধিকন্তু, উহা স্ত্রীজিত, গৃহারামী, দেহারামী, গৃহব্রত, প্রাকৃত সাহজিকগণের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ কাপুরুষতা মাত্র।

আমরা অনেকেই অপ্রাকৃতসাহজিক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী—নির্জ্জন ভজনানন্দী (?) প্রাকৃতসাহজিক হইয়া পড়াতে এখন প্রাকৃতসহজিয়াবাদকেই 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' নামাপরাধকেই—'নাম,' স্ত্রীপুরুষের কামতৃষ্ণাকেই—'প্রেম' প্রভৃতি মনে করিয়া লোকে ভ্রান্ত হইতেছেন এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে কেহ বা নদীয়া-নগরের পরপল্লীতে আসক্ত? ব্যক্তি বিশেষ মনে করিতেছেন!!! শুদ্ধি-ভক্তি-প্রচারকারী সাময়িক পত্রে 'তর্ককোন্দলকল্লোলের ভয়ে এই সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সত্যপ্রচার হইতে বিরত থাকিলে এবং প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজি (যাহা বর্ত্তমান যুগের লোকের নিকট stale news' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে) প্রকাশ করিতে থাকিলেই কি উহার দ্বারা আত্মশোধন হইবে? ইহা দ্বারা আত্মশোধন হওয়া দূরে থাকুক বরং আত্মহিংসা ও পরহিংসাই করা হইবে। সাময়িক পত্র প্রচারের নাম করিয়া কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এইরূপ ভাবে আত্ম বা পরহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—

"ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

মাধুকরী, বৈষ্ণবসঙ্গিনী, ভক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ সোণার-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকগণ তথা অপরাপর প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্মের আচরণকারিগণ উপরি লিখিত নিবন্ধটী আলোচনা করিলে "আত্মশোধন" করিতে সমর্থ হইবেন।

দয়া না সেবা?

মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্গুরু ও 'বৈষ্ণবাভিমানি-গুরুব্রুবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং শেষোক্তব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্গুরু তাঁহার মহাভাগবত লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকারলীলায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা, এবং ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গুরুব্রুবগণের আচরণ অন্য প্রকার। তাঁহারা শিষ্যের সন্তাপহারক না হইয়া বিত্তাপহারক। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই কামক্রোধাসক্ত সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ, গৃহব্রত জীব বিশেষ। কোন কোন স্থলে যাঁহারা উহাদিগের মধ্যে

লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্য অর্চনমার্গীয় প্রাকৃত-কনিষ্ঠাধিকারে নিষ্ঠাযুক্ত তাঁহারাই তাঁহাদিগের ন্যায় সমশীল শিষ্যগণের নিকট শ্রেষ্ঠ-গুরু বলিয়া পরিচিত। এই সকল অসদ্‌ গুরুব্রুব—শিষ্যহিংসক জীববিশেষ। ঐ সকল গুরুব্রুব নিজেরা চিরকাল প্রাকৃতত্বকেই বহুমানন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের অনুগত-বর্গকেও চিরকাল প্রাকৃতত্ব হইতে আর উন্নত করিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কোন জন্মেই গুরুপদে উন্নীত হন না। এইরূপভাবে তাঁহারা শিষ্যের আত্মার চির অকল্যাণ বিধান করিয়া তাঁহাদের আত্মহিংসক হন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা শিষ্যের দ্রব্যাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন।

কিন্তু সদ্‌গুরুর আচরণ তদ্বিপরীত। তিনি মহাভাগবত-লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী, মধ্যমাধিকারলীলায়ও শিষ্যকে বহুবিধভাবে কৃপা করিয়া গুরুরূপে শিষ্যের হরিসেবন-প্রবৃত্তির সেবক। তিনি কখনও নিজকে শিষ্যের ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করেন না। গুরুব্রুবগণ ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশপরম্পরায় শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন।

সদ্‌গুরু মহাভাগবত-লীলায় কিরূপে শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় ভজননিপুণ নিষ্কিঞ্চন-মহাভাগবতপদাশ্রয়ী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। তথাপি উহার কিছু দিগ্দর্শন করা যাইতেছে। ভজনমার্গে শ্রীগুরু-দেব বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। উভয়স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃতধারা অজস্রধারে প্রবাহিত—উহা আর কিছুই নহে, তিনি চা'ন তাঁহার সকল আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণের সেবায় মিলিত হউক্। আবার আশ্রিতবর্গও চান শ্রীবার্ষভানবীকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণমোহিনীর, কৃষ্ণোল্লোৎ-সবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষ-ভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা অহংগ্রহোপাসনা হইত। তাই বলিতেছিলাম মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃত ধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর প্রবাহিত এবং তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়া-শীল। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু চার পাঁচ দিনের বা দু' লক্ষ দশ লক্ষ বৎসরের কিম্বা ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গ-সুখ, ব্রহ্মলোকপ্রদান রূপ দয়া নয় কিম্বা নির্ব্বি-শেষ বাদীর জ্যোতির্দ্দর্শন, যোগীর ঈশ্বর সাযুজ্য লাভরূপ ফল নয়, এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া, ইহারই অপর নাম—মহাবদান্যতা, শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত। তাই সুধী পাঠকগণ বিচার করুন, ইহা কি দয়া না সেবা?

শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া অজ্ঞ জীবের চৈতন্য উৎপাদনই তাঁহার লীলা। তাই তিনি—

"যারে দেখে তা'রে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ রে॥

যিনি গৌরাঙ্গ ভজনা করিবেন তাঁহার নিকট তিনি আত্ম-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত! এত বড় দয়া! তাই বলিতেছিলাম —একি দয়া না সেবা?

গুরুব্রুবগণ দয়া করা দূরে থাকুক্ শিষ্যের প্রতি এমন রাক্ষসী হিংসা করিয়া থাকেন যে ঐ রাক্ষসীর করালগ্রাস হইতে ছুটিয়া আসিতে খুব কম লোকেই পারেন। তাঁহারা শিষ্যের চক্ষুরুন্মীলন করা দূরে থাকুক্ শিষ্যের ভগবৎপ্রদত্ত নির্ম্মল ও সহজ চক্ষুটীকে পর্য্যন্ত এতদূর অন্ধ করিয়া দেয় যে, উহারা জীবনে আর কখন ও সত্য-সূর্য্যের আলোক দর্শন করিতে পারে না। এই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া করিবার জন্যই ভগবৎপ্রেরিত নিজজনগণ যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কতই না লাঞ্ছিত, উপহসিত হইয়াও চৈতন্যবিমুখ জীবের নিকট শ্রীচৈতন্য বিতরণ করিবার প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

গুরুব্রুবগণ যতই বৈষ্ণবাভিমান ও 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ভাণ প্রদর্শন করিয়া বোকা লোককে ফাঁকি দিন্ না, তাঁহারা মহাদাম্ভিক ও মহাহিংসক। আর, সদ্‌গুরুই যথার্থ 'তৃণা-দপি সুনীচ' ও 'মহাবদান্য'। সদ্‌গুরু ব্যতীত গুরুব্রুবগণ কখনও—"কাকেরে গরুড়" করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত কখনও শিষ্যের সেবকাভিমান করিতে

পারেন না। কারণ তাঁহাদের সে অবস্থা হয় নাই। তাঁহার স্ত্রীপুত্রর্জিত হইয়া 'শালটা. কাপড়টার' জন্য কিম্বা দগ্ধোদর পূরণার্থ শিষ্যের সারমেয় বৃত্তি করিয়া থাকেন, এবং শিষ্যের মুখাপেক্ষী হওয়াতে কখনও নিরপেক্ষভাবে শিষ্যকে কোন মঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে সাহসী হন না।

কিন্তু মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্‌গুরু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। শিষ্যানুবন্ধ তাঁহার নাই। কিন্তু আবার যে জন্য হরিভজন করেন, সেই শিষ্যের তিনি সেবকাভিমানী।

গুরুব্রুগণ শিষ্যকে গুরুপদে উন্নীত করিতে পারেন না, কিন্তু সদ্‌গুরু তাহা পারেন। যেমন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রগণকে পড়াইয়া উহাদিগকে পাশ করাইয়া আবার কলেজের প্রফেসর্ করিয়া দিতে পারেন। প্রিন্সিপাল যেরূপ সিনিয়র প্রফেসরের ন্যায় কার্য্য করেন, তদ্রূপ সদ্‌গুরুও মধ্যমাধিকারলীলা প্রদর্শন করিয়া শিষ্যগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন এবং উঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় বলেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হ'ঞা তার এই দেশ॥"

গুরুব্রুবগণ সর্ব্বদাই নিজদিগকে 'গুরু' বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা আর অপরকে কি করিয়া গুরুপদে উন্নীত করিবেন! অধ্যাপক (প্রফেসর) অভিমানী নিকৃষ্ট ছাত্র প্রতিম ব্যক্তি কি কখনও অপর ব্যক্তিকে অধ্যাপক করিয়া দিতে পারেন? তাই দেখিতে পাওয়া যায় গুরুব্রুবগণ শিষ্যহিংসক; আর সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রতি নিরতিশয় দয়ালু। পাঠকগণ এখন বিচার করুন, সদ্‌গুরুর দয়া কিরূপ দয়া; ইহা দয়া না সেবা?

সহজিয়ার অসচ্চেষ্টা

গৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, ভগবদ্ভক্তগণ পরম নির্ম্মৎসর (ভাঃ ১।১।২) গৌড়ীয়ের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ) হইতেও জানা যায়, ব্রাহ্মণগণ নির্ম্মৎসর। মৎসরতাকে শ্রীগৌর-সুন্দর 'চণ্ডালিনী' আখ্যা দিয়াছেন।

কার্য্য দ্বারাই কারণের অনুমান হয়। আজ কাল কতিপয় লোক মৎসরতা-চণ্ডালিনীর ভৃত্যগিরি করিতে গিয়া এতদূর বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ ভ্রষ্টা কামিনীর পরামর্শে মহাভাগবতাগ্রগণ্য লোকগুরু বৈষ্ণবগণকে, বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণকে পর্য্যন্ত অবমাননা করিবার ধৃষ্টতা দেখাইতেছেন! স্ত্রীজিত গৃহব্রতগণের কি ইহাই স্বভাব?

আজ কালকার কোনও কোনও প্রাকৃত সাহজিকের ধারণা যে, যে কোনও ব্যক্তির পিতার নাম জানা থাকিলেই তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমান্' দিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও বেষাশ্রয়ী বৈষ্ণবকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নামে উল্লেখ করিতেও সাহসী! ইহারা কোন শ্রেণীর লোক, সুধীসমাজ বিচার করুন্। ইহারা যদি শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যবর্গের পদাবলেহী হন, তাহা হইলেও ত' উক্ত স্মার্ত্তাচার্য্যের একাদশীতত্ত্বের বাক্যানুসারে উঁহারা এইরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব **ত্রিদণ্ডিনম্**।
নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবতা, প্রতিমা ও ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া নমস্কার না করিবে—সেই ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ।

সুতরাং বুঝা গেল, ঐ সকল গৃহব্রত স্ত্রৈণ ব্যক্তি সমাজে চলা ফেরার জন্য, তাঁহাদের সুবিধা মত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের পদাবলেহন করিলেও শ্রীরঘুনন্দনের ভাল কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারেন না। মধুমক্ষিকা সমস্ত ফুল হইতেই পুষ্পসার সংগ্রহ করে, আর বিষ্ঠার মাছি ফুলের গায়ে যদি কিছু বিষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তবে তাহাই লেহন করিবার জন্য ব্যস্ত হন, পুষ্পসার গ্রহণ করিতে পারেন না।

তবে কি ইঁহারা 'বোষ্টম্'? বৈষ্ণব ত' কখনও শ্রীভাগবতের সাক্ষাৎ ভগবানের কথা অমান্য করেন না। ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ" (ভাঃ ১১।১৭।১৪) অর্থাৎ সন্ন্যাস আমার মস্তকে অবস্থিত। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণ হইতেও আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেও এবং নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃদেবের নামধামাদি

জানিলেও এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে তাহা অপেক্ষা প্রাপঞ্চিক কালগণনার বয়সে কনিষ্ঠ দেখিলেও—

"সার্ব্বভৌম বলেন,—"আশ্রমে বড় তুমি"।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি'॥"

—চৈঃ ভা, অন্ত্য ৩য়।

সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত' সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ

সেদিনকার শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষিণী সভায় যে কয়েকটী গৃহস্থ ও জাতিগোস্বামী উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়তো তাহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় একাদশীতত্ত্বের উপরি উক্ত বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রাকৃত-সাহজিক গৃহব্রত ব্যক্তিগণ তবে কোন্ সাহসে ত্রিদণ্ডিগুরুর ও বৈষ্ণব-পরমহংসের পূর্ব্বাশ্রমের নাম এবং তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে "শ্রীমান্" ও "বাবু" লিখিতে সাহসী হইলেন! তাঁহারা কি মৎসরতা ধৃষ্টা রমণীর সঙ্গপ্রভাবে গৃহস্থোচিত ধর্ম্মটী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবত বিদ্বেষ করিয়া 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন! অথবা ঐ মোহিনীর মোহগর্ত্তে পড়িয়া কি তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, এটী নাস্তিক সামাজিকগণের ক্রীড়াক্ষেত্র বা "মগের মুল্লুক"! এই ধরাটী সেরূপ নহে, রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজ্য। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, তাঁহাদের ঐ প্রকার মাৎসরতা-চণ্ডালিনীর সঙ্গবশতঃ চপলতাকে 'অপাষণ্ড হিন্দুসমাজ শ্রীগৌরসুন্দরের সুদর্শন চক্র সহ্য করিবেন না—

"শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥
অন্যের কি দায় গৌরসিংহের জননী।
তাঁহারেও বৈষ্ণবাপরাধী করি গণি॥
বস্তু-বিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥
* * *
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোনজন॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনি এড়াইতে তাহার সংশয়॥
* * *
সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ তথাপিও শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ।"

চৈঃ, ভাঃ, মধ্য, ২২শ ও ১৩শ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল রূপপাদও বলিয়াছেন,—

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"

প্রাকৃত সহজিয়া গৃহব্রতগণ কি প্রকৃতির গোলামী করিয়া এতদূর বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রকৃতি ছাড়া, রক্ত-মাংস, শুক্রশোণিত ছাড়া আর কিছু ধারণা করিতে পারেন না! অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ কি বলিয়াছেন, সুধীসমাজ শ্রবণ করুন্—

"ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥"

পাদ্মোত্তর খণ্ডে—

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।"

[২]

বাগবাজারের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোলাপ-বাবুর সহিত আমাদের সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি বলেন, "ঐ প্রকার ঈর্ষামূলক সন্দেশ তাঁহার জ্ঞাতসারে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তাদৃশ সংবাদ প্রকাশ করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন এবং ছিলেন না। ঈর্ষামূলক বাক্য প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বারংবার দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কোন্ মৎসর ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রভা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক মৎসরতাব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়াছেন এখনও আমরা জানিতে পারি নাই।"

শুনা যায়, কাগমারী-নিবাসী জনৈক চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মৃণাল বাবুকে অনুরোধ করিয়া ও তাঁহার ভুল ধারণা জন্মাইয়া এরূপ বৈষ্ণবাপরাধময়ী ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের কাগজটীকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। যাহা হউক,—(**Murderer will be out**) শুনা যায়, খুল্‌না স্বল্পবাহির দিয়ার নন্দী বংশোদ্ভূত পরলোকগত গিরিশচন্দ্র নন্দীর পুত্র হাইড্রোসিল্ চিকিৎসক গৃহি-গৌরাঙ্গ-মতবাদ বিস্তারকারী প্রিয়নাথ নন্দীর সহিত ইঁহাদের পরিচয় আছে। সেইরূপ কোনও সূত্রে কি এইরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষময় 'ফাজ্‌লামির' উৎপত্তি হইয়াছে।

শুনা যায়, কাগমারীর চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়াছেন যে, তাঁহার পঠদ্দশায় (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি টাঙ্গাইল মহকুমার হাকিম রূপে তিনি প্রথম দর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। পরে ১৮৯৪ সালে শীতকালে একদিন প্রদোষে শ্রীমান্ ডাক্তার বাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনার্থী হইয়া 'ভক্তি-ভবনে' উপস্থিত হন। তখন তাঁহার লম্বমান গুম্ফ শ্মশ্রু ঠাকুরমহাশয়ের প্রীতি আকর্ষণ করে নাই। শ্রীমান্ আপনাকে স্বর্গীয় শিশির বাবুর প্রেরিত এবং আচার্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। তৎকালে কোন্ আচার্য্যের কিরূপ শাখা জিজ্ঞাসা করায় দৈন্যপ্রকাশে শ্রীমান্ প্রকৃত কথা গোপন করেন।

আচার্য্য সন্তানের ঐরূপ বেশ শোভনীয় নহে—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেও তিনি তৎকালে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট স্বীয় বয়সোচিত চাপল্য প্রকাশ করিয়া বলেন,—"গৌরাং ছাড়িতে পারি, তথাপি দাড়ি ফেলিতে প্রস্তুত নহি"! দ্বাদশবর্ষ পরে একদিন বরাহনগরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ঘটনাচক্রে শ্রীমানের সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্বীয় পরিচয়ে নিজ শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডনের প্রসঙ্গ বলেন। তৎসহ তাঁহার ভক্তিভাজন মণিব মহাশয়ের প্রতি স্বীয় শ্রদ্ধাহীনতার কথাও বলিয়াছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গৌরনাগরী ও বিষ্ণুপ্রিয়াবিলাপরসের রসিক বলিয়া আপনাকে সনাক্ত করেন। তৎকালে প্রচারিত "নিবেদন" পত্রই সেই কথার সাক্ষ্য দিবে। কিছু কাল যাবৎ নানা বহির্ম্মুখ বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া পরে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অনাদরণীয় হরিবংশ-দলের "প্রেমপুষ্পের" সম্পাদন, জৈনগণের অধীনে অহিংসা প্রচার, ধাড়া ও লাহা রাজ বাড়ীতে ভূতকপাঠকের কার্য্যাদি করিয়া নিজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিতে চান। সকল সময়েই তিনি শুদ্ধভক্তিবিষয়ে প্রবেশ না করিয়া বাহ্য প্রাকৃত রসকথার প্রাকৃতপাঠকের মনোরঞ্জনকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বলি তিনিই কি ঈর্ষামূলে ভক্তিবিদ্বেষে ব্যস্ত হইয়াছেন?

কোনও কোনও প্রাকৃত সহজিয়া কি নিজদিগকে 'নগ্নমাতার সন্তান' বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব বোধ করেন? যেহেতু কোন ব্যক্তির মাতা তাঁহার শৈশবাবস্থায় নগ্না ছিলেন, পরে বিবাহ ও পুত্রাদি হইবার পরও ঐ পতি-পুত্রবতী সতীকে নগ্না বলা হইবে? প্রাকৃত সহজিয়ারা বৈদিক সন্ন্যাসীকে ও পরমহংসবেশাশ্রয়ীকে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের নামে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়া কি নিজদিগকে 'নগ্নমাতৃক' ন্যায়াবলম্বী করিবেন? ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব দূরে থাকুক, যদি অন্ততঃ 'হিন্দু-পদ' বাচ্য হইতেও ইচ্ছা করেন, তবে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের একাদশীতত্ত্বোক্ত স্মৃতিব্যবস্থানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করুন্। আর যদি অন্ততঃ কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত বলিয়াও পরিচয় দিবার সাধ থাকে, তবে ব্যাসদেবের আদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবানের আদেশ, অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসার চরিত্র দেখিয়া দুর্ব্বাসার দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব-চরণে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করুন্। তবে যদি কোনও দিন অর্চ্চনমার্গে অধিকার লাভ হয়, আর যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রীল গৌরসুন্দর ও ত্রিদণ্ডিশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের আজ্ঞা, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের আজ্ঞা পালন করুন্। আর রূপানুগগণের দাসানুদাস হইতে ইচ্ছা থাকিলে—

'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'

—এই আদেশটীর মর্ম্মার্থ রূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুরের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শিক্ষা করুন্।

সাহিত্য ও ভগবদ্ভক্তি

শ্রুতি বলেন, বিদ্যা—দুই প্রকার :—পরা ও অপরা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকল অপরা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। অচ্যুত ও অধোক্ষজ ব্রহ্মকে যে বিদ্যা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা—(মুণ্ডক ১৷৫)। শ্রীগীতোপনিষদ্ বলেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"—(গীতা ১৮৷৫৫) অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই জীব আমার স্বরূপ বিশেষরূপে ও যথাযথ জানিতে পারেন। সুতরাং ভক্তিকেই পরা বিদ্যা বলা যায়। ঐ পরা বিদ্যা—শ্রীকৃষ্ণতোষিণী ও কার্ষ্ণ—সজ্জন-তোষণী। অপ্রাকৃত কবিকুলচূড়ামণি শ্রীলরূপপাদ এই পরাবিদ্যার ছয়টী বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন। উহা (১) ক্লেশঘ্নী অর্থাৎ জীবের যাবতীয় পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট করিয়া দেয়; (২) শুভদা অর্থাৎ যে পুরুষ সেই পরাবিদ্যারূপিণী ভক্তিতে উদ্ভাসিত হন, তাঁহাতে যাবতীয় সদ্‌গুণ দাসের ন্যায় সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া বর্ত্তমান থাকেন; (৩) উহা মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ যোগিঋষিগণের বাঞ্ছিত কৈবল্যসুখ বা মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া থাকে; (৪) সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ উহা জীবাত্মার সহজধর্ম্ম হইলেও বিরূপগ্রস্ত জীবের প্রাকৃত-সহজ ধর্ম্মের গম্য নহে; (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ পরাবিদ্যা বা ভক্তির উদয়ে জীবের হৃদয়ে এতদূর আনন্দ উদিত হয় যে, জড়জগতের শোভার হেয়, নশ্বর খণ্ড ও আনন্দ কিম্বা জড় জগতের বিপরীত চিন্ময় জগতে যে নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা আছে, তাহা পরার্দ্ধগুণীকৃত হইলেও ভক্তি-সুখ-সমুদ্রের অদ্বয়জ্ঞানানন্দের নিকট তুলনায় স্থল হয় না। এই আনন্দ প্রাকৃত কবির কাল্পনিক আনন্দ বা জড়ানন্দ নহে—ইহা বাস্তব আনন্দ; (৬) এই পরাবিদ্যা বা ভক্তি **শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী**—ইহাই পরাবিদ্যার স্বরূপলক্ষণ। এই পরাবিদ্যায় **এত শোভা** বর্ত্তমান যে, ইহা ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ-ভগবদ্বিশ্বাসরহিত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণদলে মনে করেন যে, ভগবদ্রাজ্য—নির্ব্বিশেষ—সেখানে কোনও বিলাস নাই। যাবতীয় বিলাসসম্ভার এই জগতের ভোগিকুলের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা ভগবান্‌কে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার হাত, মুখ, পা, চোখ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কখনও বা কৃষ্ণকে তাঁহাদের অধীনস্থ বিলাস-সামগ্রীস্থানে যেন কৃপা করিয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য একজন 'হাত পা ওয়ালা' জড়শরীরবিশিষ্ট 'বুৎ' বা ভূত সাজাইয়া বলিয়া থাকেন—"প্রেমে মেখে ভক্তিমাটী, গড়্‌না হরির চরণ দু'টী, (ও মন) আয় দু'জনে 'সেই চরণে' পরিয়ে দিই বনফুলের মালা।" এইরূপ সাহিত্যে প্রাকৃতজন-কবিত্ব দেখিতে পাইলেও ইহাতে পরাবিদ্যার অনুশীলন নাই। ইহার দ্বারা কৃষ্ণতোষণ হয় না। অধোক্ষজভগবানের নিত্য বাস্তবস্বরূপ আছে, উহা মানুষের অনাত্ম-মনের ছাঁচে গড়া কল্পিত স্বরূপ নহে। সেই বাস্তবস্বরূপ যখন কৃপাপূর্ব্বক সেবোন্মুখচিত্তে প্রকাশিত হন, তখনই জীব তাঁহার চরণে আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবা করিতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িকগণ ভগবানকে চরমে নির্ব্বিশেষ অন্যায় পূর্ব্বক কল্পনা মনে করিয়া রাখিয়া অথবা ভগবান্‌কে তাঁহারই "থানাবাড়ীর রেয়তে"র মত একজন ব্যক্তিবিশেষ ধারণা করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে যে সাহিত্য ও কবিত্ব রচনা করিয়া থাকেন, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

অপ্রাকৃত—রাজ্য চিদ্বিলাসময়; সেইস্থানে সমস্ত প্রকৃতি—কৃষ্ণতোষণপরাকবিত্বময়ী, সেই স্থানের ভূমি—চিন্তামণি; শত শত অপ্রাকৃত কবিকুলের কবিত্বজননী, সেই কবিতা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণকর্ণোৎসব-বিধায়িনী। সেই স্থানের জলে কবিত্ব, স্থলে কবিত্ব, চতুর্দ্দিকে কবিত্ব—অজস্র-ধারায় নিত্যকাল প্রবাহিত থাকিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিতেছে। সেই স্থানের কথা,—গান, গমন—নাট্য, বিহঙ্গমগণ—কৃষ্ণগুণ-গানরত, বৃক্ষ কল্পতরু—সে স্থানের সমস্ত বস্তুই চেতন। সেই অসীম-অনন্ত-অফুরন্ত-অদ্বয় সাহিত্য ও কবিত্বভাণ্ডারের একটু খণ্ড-বিকৃত ছবি এই জড়জগতে প্রাকৃতজনকে বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু এই প্রাকৃত সাহিত্যে চেতনতা নাই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ নাই। এই প্রাকৃত কবিত্বে মৃত্যু, জরা, শোক, অবরতা, হেয়তা রহিয়াছে। এই কবিত্ব কেবল

"মণ্ডনং লোকরঞ্জনং"—কেবল প্রাকৃত লোকের কর্ণে কাল্পনিক অমৃত বর্ষণ করে, কিন্তু ইহা 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নহে। তাই কোন কবি গাহিয়াছেন—

"জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসবৈদ্যাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজন্মভীঃ॥"

—যাঁহারা সুকৃতিমান্, যাঁহারা অপ্রাকৃত রসবৈদ্য, যাঁহারা কবিকুলেশ্বর সেই সকল মহাকবি জয়যুক্ত হউন্। তাঁহাদের কাব্যে, তাঁহাদের যশে, তাঁহাদের দেহে জরা, মৃত্যু, জন্ম, ভয় প্রভৃতি হেয়ধর্ম্ম বা অবরতা নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরসবিতরণকারী অপ্রাকৃত কবি-শিরোমণি কবিরাজ গোস্বামী এই সকল প্রাকৃত কবিকে **গ্রাম্যকবি** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥"

এই সকল "গ্রাম্যকবি" কনককামিনী প্রতিষ্ঠার জন্য অধোক্ষজ-শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলা বর্ণন করিবার ধৃষ্টতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত কবিত্বে অপ্রাকৃত-চিদ্বিলাসময় শ্রীভগবানের চিন্ময় নামরূপগুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

তাই, আমরা দেখি যে, বঙ্গদেশীয় কোন এক বিপ্রকবি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র একটী নাটকাকারে রচনা করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং যে মহাপ্রভু 'গ্রাম্যকবিদের' রসাভাসাদিদুষ্ট ও নানাপ্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধিগ্রাম্যকবিত্বকে শ্রবণের নিতান্ত অযোগ্য মনে করিয়া অপ্রাকৃত কবি লীলাশুক ও জয়দেব-সরস্বতীর কৃষ্ণতোষণপর কাব্যরস আস্বাদনলীলা দেখাইতেন, সেই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ও পরমান্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ দামোদর ভগবানাচার্য্য নামক জনৈক মহাত্মার অনুরোধে 'গ্রাম্যকবির' কবিত্ব শুনিয়া উহাকে কি প্রকারে গর্হণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় জানিতে পারি—

আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥

দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তা'র এই গতি॥

*　*　*

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥

*　*　*

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥"

—চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ৫ম

এই সকল গ্রাম্যকবিগণ নিজদিগকে যতই ভক্ত বলিয়া মনে করুন্ না কেন, যতই "বাণীপূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন" বলিয়া মনে করুন্ না কেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত শুদ্ধা সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবা হইতে বহুদূরে। যাঁহারা পরাবাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মার জিহ্বা কখনও অসতী স্ত্রীর মত হৃষীকেশের সেবা ব্যতীত 'আনকথা' কীর্ত্তন করেন না। অপ্রাকৃত বাণী ব্যভিচারিণী নহেন। বারবনিতাগণ অব্যভিচারিণী,—অহৈতুকী—অপ্রতিহতা—সেবাময়ী পরাবিদ্যাকে তাঁহাদের ন্যায় পরপুরুষের চিত্তবিনোদন বা সেবা করিতে না দেখিয়া 'সঙ্কীর্ণ', 'গোঁড়া', 'সাম্প্রদায়িক' কতই না কিছু বলিতে পারেন, কিন্তু নির্ম্মৎসরা কৃষ্ণসেবৈকপরায়ণা বাণী ঐ সকল ব্যভিচারিণীর কোলাহলকে নিরর্থক প্রলাপ জানিয়া অসৎ-সঙ্গজ্ঞানে দূর হইতে দণ্ডবৎপূর্ব্বক স্বীয় পতির সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটী সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী কবির চরিত্রপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দ্বারা সমস্ত স্থান জয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে পরাস্ত (!) করিবার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার কবিত্ব প্রভা ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন,—

"আমি যাঁ'র পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।
আমি সে বুলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়
তাঁহার সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ

অর্থাৎ শুদ্ধাসরস্বতী বা পরাবাণী নিত্যকৃষ্ণসেবিকা। সেই পরাবাণীর ছায়াশক্তিস্বরূপিণী অপরা বিদ্যা বা প্রাকৃত-সরস্বতী স্বরূপে কৃষ্ণসেবিকা হইলেও জীবের 'মম-অহং' দুর্বুদ্ধি উদয় করাইয়া তাহাকে বিমোহিত করেন বলিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে আসিতে বিলজ্জমানা। সুতরাং তিনি প্রাকৃত জীবকে বিমোহন করিয়া প্রাকৃতজনের নিকট তাঁহার আস্ফালন দেখাইলেও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের নিকট তাঁহার কোনও প্রভাব নাই।

আমরা 'বঙ্গ-সাহিত্য-সারস্বত-মহামণ্ডল' নামক একটী নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভা হইতে একখানি আহ্বান পত্র পাইলাম। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, কতিপয় অপর সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যসভার বঙ্গসাহিত্যে রচিত যাবতীয় পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সমালোচনা করিয়া "সুযোগ্য-ব্যক্তির সভাপতিত্বে" (?) গ্রন্থকারগণের গুণানুসারে সম্মান-জনক উপাধি দান করিবেন। ঐ সভা এই গ্রন্থকার-সম্বর্দ্ধনা কার্য্যে যোগদান করিয়া সম্মানজনক উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা একটী প্রাচীনতম পরসাহিত্য পরিষৎ। স্বয়ং ভগবান এই পরসাহিত্যপরিষদের সভাপতি। আদিকবি ব্রহ্মা এই সভার প্রথম কবি। বাল্মীকি, ব্যাস, নারদ, আত্মারাম শুকদেব, চতুঃসন, শম্ভু, দেবহূতি-নন্দন কপিল, প্রহ্লাদ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতসভ্যগণ অনাদিকাল হইতে এই পরসাহিত্যপরিষৎ সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কলিযুগে কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর শ্রীরূপ-সনাতন, রঘুনাথদ্বন্দ্ব, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিবর্গ এই সভার পাত্ররাজ ছিলেন। তৎপরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সেবকগণ এই পরসাহিত্যপরিষদের পাত্ররাজ ও সভ্যরূপে সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল-পুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই পরসাহিত্যপরিষদের সেবাকল্পে এবং অপরসাহিত্যিকগণের মনোধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য 'সজ্জন তোষণী' নাম্নী একটী পরসাহিত্যপত্রিকা ও শতাধিক পরসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া পরসাহিত্যজগতে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পরসাহিত্যমালার একটী গীতিকা মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—

"ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব॥

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

প্রোজ্ঝিতকৈতব ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবত ব্যতীত এত বড় কথা আর কেহ বলিতে পারেন না—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥

—ভাঃ ১।৫।১০

মানস-সরোবরের কোমলকমলবনবাসিরাজহংসরাজি যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণ শব্দবিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথারসহীনবাক্য বা গ্রন্থকে তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করেন।

আমরা সেই অপ্রাকৃতসাহিত্যকুঞ্জের প্রেমাম্রমুকুলসেবী রসজ্ঞ-ভক্ত-কোকিলরাজের চরিত্রে দেখিতে পাই যে, তাঁহার গান, তাঁহার কাব্য, তাঁহার সাহিত্য, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণসেবানুকূল্য ব্যতীত আর কিছুতেই নিযুক্ত হয় নাই। বর্ত্তমান 'বঙ্গীয়' সাহিত্য পরিষৎ উহার অতি শৈশবাবস্থায় একসময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে

সেই সভার কোন বিশেষ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করাইবার প্রস্তাব করিলে তিনি উহাকে তাঁহার নিরপেক্ষভাবে পরা বিদ্যানুশীলন ও পর সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবার প্রতিকূল হইবে জানিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। একদা লোকবরেণ্য 'অপর সাহিত্য ও নাট্য-সম্রাট-নামে খ্যাত কোন এক মহাত্মা তাঁহার 'চৈতন্য লীলা' নামক একটী নবরচিত নাটকের প্রথম অধিবেশন দিবস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বড় আগ্রহের সহিত সভাপতি পদে বরণ করিবার সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরা বিদ্যার একনিষ্ঠ সেবক অপ্রাকৃতনাটকরচয়িতা শ্রীল রূপপাদের অব্যভিচারিণী আনুগত্যলীলা জগতে আচার দ্বারা প্রচার করে ভোগোন্মুখ জিহ্বায় বা লেখনীতে যে 'শ্রীচৈতন্য-লীলা' কীর্ত্তিত বা লিখিত হইতে পারে না এবং বারবণিতা দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা কখনও অভিনীত হইতে পারে না, ইহা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্ম ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য—এই উদাহরণ হইতে সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করুন!

আমরা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুবরের চরিত্রে নিয়ত এইরূপ অনন্য কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা আনুগত্য, নিরপেক্ষতার আদর্শ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছি! যে দিনকার একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহে যে শুদ্ধভক্তি-বিরোধিনী প্রাকৃত সহজিয়া সম্মিলনীকে "গৌড়ীয় সম্মিলনী" বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রাকৃত সহজিয়ার সম্মিলনে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ গৌড়ীয়গণ কখনও যোগদান করিতে পারেন না।

ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ গৌড়ীয়গণ অবরোহবাদী শ্রৌতপথা-বলম্বী। সুতরাং তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের নিরস্তকুহক প্রোজ্ঝিতকৈতব, নির্ম্মৎসর, গুরুবর্গের শ্রুতিবাক্যে এবং তাঁহাদের সেবোন্মুখ আত্মবৃত্তিতে স্বয়ং প্রকাশিত ঐ সকল বাক্য মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষ থাকিতে পারে না এবং সেই বাস্তব বিশ্বাসেই তাঁহারা তাঁহাদিগের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত—আরোহবাদী তর্কপন্থী, মাৎসরধর্ম্মযুক্ত সাম্প্রদায়িকগণের দ্বারা সমালোচিত হইতে পারে—এরূপ শ্রুতিবিরোধী মত পোষণ করেন না। শ্রুতি সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী। সেই শ্রুতি বা শ্রৌতসিদ্ধান্তকে সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন, এমন লোকও কি জগতে আছেন!

শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত; শ্রীগীতা, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রৌত গ্রন্থ সমালোচনা করিবার লোক জগতে নাই। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ ভারবাহী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ, শাস্ত্রাচার্য্যব্রুবগণ ঐ সকল গ্রন্থ সমালোচনার ধৃষ্টতা দেখাইয়া শ্রুতির নানাপ্রকার কদর্থ, ভাগবতের আধুনিকত্ব, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকত্ব ও তত্তদ্গ্রন্থ-রচয়িতৃগণের চরিত্রে অক্ষজ-জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া নানা প্রকার কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের গ্রন্থে বা অনুষ্ঠানাবলীতে দোষারোপ করিবার সামর্থ্যাভাব ঐ সকল সাহিত্যিককে বা অনভিজ্ঞ নীতিবাদীকে শ্রীভগবান্ ন্যস্ত করেন নাই।

কোন বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ বা আর্য্যসমাজি-অক্ষজবাদিগণ তাঁহাদের অপরাধময় যোগ্যতা-নুসারে শ্রীমদ্ভাগবতে ছন্দঃ ও ব্যাকরণগত দোষ কিংবা নানা প্রকার অসংলগ্ন কথার অবতারণা দেখিতে পান, পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় তাৎকালিক কয়েকটী অর্ব্বাচীন মূর্খ গোস্বামিব্রুবকে বাগ্যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের সত্য নিরাস করিয়াছি, মনে করিতে পারেন, পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয় তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী শ্রীল রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' 'ললিত মাধব' প্রভৃতি নাটক ও কাব্যাদি হইতে কালিদাসের কাব্যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ কাব্যরস উপলব্ধি করিতে পারেন, কদমতলার সাহিত্যিক মৃত গঙ্গাচরণ সরকারের পুত্র মৃত অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও জনৈক তন্তুবায় বৈষ্ণববিদ্বেষকে সাহিত্য মনে করিতে পারেন, কোন কোন সাহিত্য-সম্রাট কৃষ্ণচরিত্রে 'অনেক দোষ' দেখিতে পারেন, আধুনিক কোন কোন নব্য সাহিত্যিক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে নানা প্রকার দোষ দর্শন করিতে পারেন, আবার বৈষ্ণব ইতিহাস লেখক কোন কোন প্রাকৃত সাহজিক নব্য গ্রন্থকার সহজিয়াগণের মত পোষণকল্পে শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চরিত্রে ঘৃণ্য সহজিয়া ভাব আরোপ করিতে পারেন, কোন কোন সাহিত্যিক নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভৃতি "বোলাইয়া" বৌদ্ধশাস্ত্রা-

দীক্ষী ব্যক্তিগণের আনুগত্য ও মন রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে পারেন, কেহ কেহ বা জৈন ও হরিবংশ দলের সহিত মিশিয়া ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্যিক বলিয়া প্রচারিত হইতে পারেন, কেহ বা থিয়োসফি, ভূত প্রেতবাদ, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দলের কথাকে প্রাকৃত-মনোরঞ্জনকারিণী ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া মস্ত বড় সাহিত্যিক ও চৈতন্যদেবের চরিতলেখক (?) বলিয়া প্রচারিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রৌতপন্থী রূপানুগগণ কোন দিনই ঐ সকল কথার আদর করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন, ঐ সকল ব্যভিচারিণী কথার কোন মূল্যই নাই।

সুতরাং পরসাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থরাজি সমালোচনা করিবার জন্য "সুযোগ্য ব্যক্তি"র সুযোগ্যতা লাভ করিতে হইলে কতদূর যোগ্যতা থাকা আবশ্যক অর্থাৎ "আগে পরে চ নিপাতন" হওয়া উচিত সুধী পাঠকগণ তাহা বিচার করুন।

পরসাহিত্যসেবী, পরা বাণীর উপাসকগণ অপরসাহিত্য পরিষদের সম্মান বা অসম্মানের জন্য লালায়িত বা দুঃখিত নন। তাঁহারা জানেন যে, উহাদের প্রদত্ত সম্মান বা অসম্মান উভয়ই মনোধর্ম্ম—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।

এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

তাঁহারা জানেন—

"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

দুঃখের বিষয় আজকাল অনেক বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-ব্রুবগণ অপর-সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে জড় প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ভাদ্রমাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক পত্রিকায় এবং আরও কয়েকটী সাময়িক পত্রে কয়েকটী নব্য-বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-মন্য ব্যক্তির গ্রন্থ সমালোচনা দেখিতে পাওয়া গেল! কালের কুটিল গতি!! যাঁহারা শ্রৌতপন্থী শুদ্ধবৈষ্ণব তাঁহারা কখনও অশ্রৌত, তর্কপন্থি-ব্যক্তিগণের প্রশংসা বা নিন্দাবাদের জন্য ব্যস্ত হন না। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বর্ত্তমানে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়াও ত' এ'পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রন্থের সমালোচনার ভার প্রদান করিবার কোন সুযোগ্য লোক পান নাই। ব্যাকরণগত পাণ্ডিত্য ও লোকরঞ্জনকারিণী ভাষায় লালিত্য প্রাকৃত সহজিয়া সমাজে 'সুযোগ্যতা' বলিয়া বিবেচিত হইলেও অপ্রাকৃতগণের বিচারে উহা মূর্খতা ও গ্রাম্যকবিত্ব মাত্র। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণব-গুরুই একমাত্র অপরের গ্রন্থ সমালোচনা করিবার যোগ্য পাত্র। তাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদরের দ্বারা সেই লীলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবের গ্রন্থ কখনও কোন অবৈষ্ণবের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন নাই। ভগবানই জহুরৎ চিনেন। অপর ব্যক্তি কাচ বা পোকরাজকে হীরক ভ্রমে কিম্বা কখনও বা সত্য সত্য হীরককে পোক-রাজ মনে করিয়া উহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়। মর্কট আবার বহুমূল্য মুক্তাকেও বদরী জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করে।

আমরা গুরুদাস; তাই গুরুবর্গের আচরণ ব্যতিক্রম করিয়া অথবা সেই সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবিদাচার্য্যগণ হইতে আধুনিক প্রাকৃত সাহজিক পণ্ডিতব্রুবগণকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মনে করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলাম। আমরা তাঁহাদের জড়জগতের সম্মান খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহারা বিমুখ সমাজে সম্মানিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু আমরা গললগ্নী কৃতবাসে বলি—

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য দেব সেই আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন।

বৈ-দিগ্দর্শিনীর লেখক এবং তাদৃশ বিচারযুক্ত পল্লী-গ্রামের বৈষ্ণববিদ্বেষি-গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি এই প্রবন্ধ মনোযোগসহ পাঠ করিলে লাভবান্ হইবেন।

শুদ্ধ-ভক্তি-সুধা-রস

পদ্ম-মধুকর স্বীয় 　প্রিয়-সদ্ম পদ্মালয়
পরিহরি, মক্ষিকার
নানা-রস—ব্যবহার
করে কি রে অঙ্গীকার কামবশে মলময় ?

মেঘাম্বু বিমল নীল অম্বরে অনাদি-শেষ
পান করি' রাখে প্রাণ
চাতক,—চাহে কি আন
মুক্ত জলাশয়ে শত সমল সলিল লেশ ?

৩

হইলেও সমাগত কাকতীর্থে কোন দিন
উচ্চকণ্ঠ কলাপিক ;
কালিন্দী-কানন-পিক
যায় কি তথায় কভু কুসঙ্গে সে বিমলিন ?

৪

ত্যজিয়া সকল সদা "হংস ক্ষীরমিবাম্ভসঃ"
মহাভাগবত জন
করে পান অনুক্ষণ
অনন্তসুলভ ভবে শুদ্ধ-ভক্তি-সুধা-রস !!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বাগ্‌বাজারের গ্রাম্যবার্ত্তাবহশ্রেণীর পাঠকগণের এবং পল্লীগ্রামের বৈষ্ণববিদ্বেষি গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলির বিশেষমনোযোগের সহিত পাঠ্য।

তত্তো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র কৃত্য। এইটী তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের এমন কি ভক্তশ্রেষ্ঠ—উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য, নারদাদির অগম্য ব্যাপার পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"কৃষ্ণ" শব্দদ্বারা কেহ একটী ঐতিহাসিকযুগের বা মহাভারতযুগের জনৈক ব্যক্তি বিশেষ—যিনি পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন—এরূপ মনে করেন, কেহ বা বিষ্ণুর একজন অবতার বিশেষ, কেহ বা অবতারী—যাহা হইতে বিষ্ণুর অবতারগণ আগমন করেন—এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কেহ বা মনে করেন, 'কৃষ্ণ' একটী কোন কবির কল্পিত শব্দ বিশেষ। কেহ বা মনে করেন, কৃষ্ণভজন করিতে করিতে চরমে কৃষ্ণকে বিনাশ (?) করিয়া উদ্ধববাধ হইয়া যাওয়া যাইবে, তাঁহার রক্তিমাভ রাতুলচরণ বাণবিদ্ধ করা যাইবে—এইরূপ কত কি দুর্বুদ্ধি করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপূজা করিতে করিতে উদ্ধববাধ হইয়া যাওয়া, কৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া চরমে নিরাকার নির্বিশেষগতি লাভ করা—প্রভৃতি অক্ষজবাদী মনোধর্ম্মিগণের অপরাধময়ী চেষ্টা মাত্র। কিন্তু আমাদের গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সেরূপ কোনও কথা বলেন নাই। তিনি পঞ্চরাত্রগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতা হইতে দেখাইয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

কেহ বলেন, প্রকৃতিই জগতের কারণ। কেহ বলেন, ব্রহ্মই জগতের কারণ ; কিন্তু ঐ সকল কারণেরও কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির কারণ ; ব্রহ্মের কারণ, সকল কারণের কারণ যিনি—সেখানেই কৃষ্ণের রাতুল নিত্যপাদপদ্ম পাওয়া যাইবে। সেই রাতুলচরণ ব্রহ্মের কারণ, নাস্তিকতা নিরূপণের কারণ, মানবজ্ঞানের, দেবতার জ্ঞানের কারণ, তিনি নিজমূর্ত্তি নারায়ণেরও কারণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ বা নিরীশ্বর কপিলের বিচারে যে প্রকৃতিই জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

অথবা বেদান্তের বিচারে যে, ব্রহ্মই সর্ব্বকারণ বলিয়া বিচারিত হইয়াছে, সেই সকল কারণেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

জৈবধারণার যে ব্রহ্মপ্রতীতি, তাহা ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিবাক্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে একটী আংশিক প্রতীতি বলিয়া অনুভূত হয়। সেই ব্রহ্মেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"

মূলবস্তুর স্বভাব হইতে যে মহাজ্যোতির্ম্ময় একটী অঙ্গকান্তি নিঃসৃত হইতেছে, সেটী আভাসরূপ প্রতীতি মাত্র। বস্তু প্রতীতি হইতে-ভেদাভেদ প্রকাশ সমষ্টি বস্তুর—পূর্ণ প্রতীতির ব্যাঘাত মাত্র—উহাই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মেরও কারণ—শ্রীকৃষ্ণ।

অভ্যুদয়বাদী হইয়া যে কারণ-নির্ণয়-চেষ্টা, তাহা বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডিত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রধান মূর্খতা। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জৈবজ্ঞানের প্রতিপাদ্য। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্ব-কারণ-কারণ, তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু অর্থাৎ তিনি কালাধীন অসদ্বস্তু নহেন, তিনি নিত্য সদ্বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। কাহারও কাহারও ধারণা—অচেতন বস্তু হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছেন বা সদানন্দ গোস্বামীর মতে যেরূপ ঈশ্বর একটী কল্পনা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অসদ্বস্তু নহেন। কালবিচারে তিনি অনাদি; ব্রহ্মপ্রতীতির ধারণা তাঁহার পরের ধারণা। তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই।

তিনি গোবিন্দ—"গো" অর্থে—পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এই সকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি তিনি গোবিন্দ। সবিশিষ্ট চিদাকাশপরমাত্মা ও নির্ব্বিশিষ্টচিদাকাশ ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি—গোবিন্দ।

কতিপয় মানবের বুদ্ধিকে ব্রহ্ম-বিচার, পরমাত্মবিচার, মানুষের হিতকারি-গ্রামদেবতা বিচার শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি ঐসকলকেই চরমতত্ত্বরূপে মনে করিয়াছেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জৈবজ্ঞানের তাদৃশ বিচারের চরমতত্ত্ব নহেন। তিনি পরিপূর্ণ সদ্বস্তু, তিনি বদ্ধজীবের জ্ঞানাতীত নিত্য অস্তিত্ব বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া আছেন। তিনি নিঃশক্তিক ব্রহ্ম মাত্র নহেন। সকল বৈচিত্র্য ভাবের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই অবস্থিত—আবার অভাবের অস্তিত্ব গৌণভাবে তাঁহাতেই অবস্থিত। ভাবাভাবভাব তাঁহাতে অবস্থিত। সৎ বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়।

তিনি—চিৎ। অজ্ঞানিজীব তাঁহার ক্ষুদ্র-জৈবজ্ঞানে মূর্খতাক্রমে যাঁহাকে বেদ্যপ্রাপ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেটী—অচিৎ, সেখানেও চেতন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। শুদ্ধ চিদনুভূতির আনন্দবাধক বস্তুই অসৎ আর নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই সৎ। অজ্ঞান মূর্খতা বা অভিজ্ঞানবাদীর (Empericist এর) বিচারের দ্বারা গম্য—এইরূপ কথা হইতেই (Impersonality) নির্ব্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মাপিয়া লওয়ার বস্তু নহেন। তাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, কারণ তিনি মায়িক বস্তু নহেন। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না—সেই অদ্বয়তত্ত্বই অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মা, পূর্ণপ্রতীতে বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্ সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাহা কিছু মাপিয়া লওয়া যায়, তাহার অনুশীলন করিও না—উহা ভোগমাত্র। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তুর আলোচনা কর—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

* * *

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥"

—ভাঃ ১।২।১১, ১৪

যে সব বস্তু মাপিয়া লওয়া যায়, তদ্বস্তু ব্যতীত মাপিয়া লওয়ার আরও অনেক বাকী থাকে। তাই অভিজ্ঞানবাদী তত্ত্ব বস্তু মাপিয়া লইতে গিয়া খণ্ডপ্রতীতিতে আবদ্ধ থাকেন—বাস্তবসত্যের নিকট উপনীত হইতে পারেন না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

—ভাঃ ১।২।৬

যদি কেহ আত্মার সুপ্রসন্নতা চান, যদি কেহ যথার্থ পরমাত্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ এবং ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভপূর্ব্বক ভগবানের নিত্য সেবা করিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবদ্বস্তুর অনুশীলন করুন।

আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞেয়জ্ঞানে আমরা কোন সময়ে ত্যাগ-ধর্ম্মে, কোন সময়ে বা গ্রহণধর্ম্মে, বয়োধর্ম্মে, মনোধর্ম্মে ব্যস্ত। জগতের হাজার হাজার লোকের হাজার হাজার মত, প্রত্যেক লোকের এক একটা নূতন মত। আমরা এই জগতের প্রত্যেকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে পারি। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং॥
—কঠ ১।২৩

ভগবান্ যখন নিজে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যখন শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটলীলা দেখাইলেন, তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের দ্বারা শ্রীনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষের লোককে কিম্বা চারি শত বর্ষের পূর্ব্বের কতকগুলি লোককে প্রতারিত করিবার বাণী মাত্র নহে। চৈতন্যদেবের বাণী নিত্যচেতনাযুক্তবাণী। চেতনরহিত প্রত্যেককে কৃপা করিবার বাণী। পারস্য, চিন, য়ুরোপ, কামস্কাট্‌কা, মঙ্গল বা বৃহস্পতির লোকের পক্ষে বুঝি একথা নহে—এরূপ অনেকেই মনে করিতে পারেন। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আমাদের যে পরিচ্ছিন্ন ধারণা সেই মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহার নিকট না যাই, যদি শরণাগতচিত্তে তাঁহার ঐকান্তিকদাসগণের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া তাঁহার কথা জানি, তাহা হইলেই জানিতে পারিব—উপলব্ধি করিতে পারিব যে তিনি প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মজগতে যেরূপ প্রচারক দোকানদারী করিয়া নিজ পণ্যদ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা প্রতারণা করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ একজন বঞ্চনাকারী নহেন। তিনি লোক-প্রতারক সমন্বয়বাদী নহেন। তিনি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় যাহাতে, সেই কথাই বলিয়াছেন। জগতের জাতিসকল যে সকল কথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিলে—উপলব্ধি করিলে সেই সকল সুদুর্ব্বল বোধ হইবে। জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনপ্রণালীকে মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় বড় বলিয়া 'ফাঁপাইয়া' দিয়া যে বঞ্চনাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ বঞ্চনা করিবার জন্য গৌরসুন্দর আসেন নাই। জগতের যত বড় সম্প্রদায়, যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়—তাহা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতদ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সমগ্রজগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন হওয়া চাই, যাহা ভোগের ধারণা তাহা কৃষ্ণ নহেন;—জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ কৃষ্ণের কীর্ত্তন নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজতভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা শ্রীনাম বলিয়া মনে করি—তাহা হইলে বঞ্চিত হইব। শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণাক্ষর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন তাহাই নাম সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু ইহার দ্বারা যেন কেহ "চুঁচোর-কীর্ত্তন" মনে না করেন। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ঐরূপ কীর্ত্তন নহে, কেবলমাত্র পিত্তবৃদ্ধি করিবার কীর্ত্তন নহে, মানুষের কল্পিত কীর্ত্তন নহে, জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, ওলাওঠা ভাল করিবার কীর্ত্তন নহে, সামান্য মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে নির্ব্বিশেষবাদীর দুর্বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়নমাধবের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহার যথার্থমুক্তিলাভ হইতে পারে। শ্রীপ্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিষয়ে আচ্ছন্ন ব্যক্তির প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে। প্রতাপরুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, ব্যাঘ্রের মুক্তি, স্ত্রী পুরুষ—সর্ব্বজীবের প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে। ঝারিখণ্ড বনপথের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী তাহার উদাহরণ।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। শ্রীগৌরসুন্দর সকলের মঙ্গলের জন্য পশু, পক্ষী, মানব, উদ্ভিদ্—প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন।

পল্ কেরস্, বেন, হেগেল, ক্যাণ্ট—ইঁহারা মনীষী, Stoic Philosophers—ইঁহারাও মনীষী, আমাদের দেশের ষড়দর্শন প্রণেতৃগণ মনীষী, চার্ব্বাক একজন মনীষী, বৌদ্ধগণও মনীষী, শাঙ্কর বৈদান্তিকগণও মনীষী। জগতে এই সকল হাজার হাজার মনীষী, হাজার হাজার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যদি আমরা বুদ্ধিমান হই, আমরা যদি

বাস্তবসত্যের উপাসক হই, আমরা যদি কুহককে—কৈতবকে সত্য বলিয়া বরণ করিয়া না লইতে চাই, আমরা যদি সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানে প্রপন্ন হই—তাহা হইলে আমরা বাস্তব জিনিষ যতদূরেই থাকুক না কেন, হাজার হাজার লোকে তাঁহাদের মনীষার দ্বারা, গবেষণার দ্বারা হাজার হাজার চিত্ত-বিনোদনকারিণী কথা আমাদের নিকট উপস্থিত করুন্ না কেন ঐ গুলি অনাদর করিয়া নিজ মঙ্গলের জন্য আমরা বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করিব। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা এই পরমবাস্তব প্রোজ্ঝিত কৈতব, নির্ম্মৎসর-সাধুগণের সেব্য সত্য কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হাবিজাবির মধ্যে যাওয়ার কিছু দরকার নাই, হাজার দোকানদার তাঁহাদের নিজ নিজ দোকানের জিনিসের জন্য (canvas) প্রবৃত্ত করাইতেছেন। যদি তাঁহাদের ঐ মনোহারিণী কথায় ভুলিয়া ঐ সকল মনোহারী দোকানে যাই, তবে আমরা বঞ্চিত হইব। কিন্তু আমাদের অচেতন হৃদয়ে যদি স্বয়ং চৈতন্যদেব উদিত হন, যদি চৈতন্য-হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, স্বয়ংপ্রকাশবস্তু যদি তাঁহারা নিজকে নিজে প্রকাশিত করেন, তবে আমরা ঐ সকল দোকানদারদিগকে অনায়াসেই (summarily reject (একেবারেই সদা না-মঞ্জুর) করিয়া দিতে পারিব।

সেই চেতনময় বস্তু স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নির্ব্বিশেষবাদ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ, শুক্রাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংশ করিয়াছিলেন। তিনিই আত্মার ধর্ম্ম জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" (ভাঃ ১।২।৬) শ্লোক জগতে অন্য কোনও গ্রন্থে আছে কিনা জানি না। এই শ্লোকটী বিচার করিলে জগতের সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা বা লোকবঞ্চনাকারী ক্ষুদ্র সমন্বয়বাদ-স্পৃহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধীরভাবে পাঠ্য

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

কৃপাসিন্ধুঃ সন্ধ্যারুণরুচিবিচিত্রাম্বরধরো-
জ্জ্বলঃ পূর্ণঃ প্রেমামৃতময়-ম হাজ্যোতিরমলঃ।
শচীগর্ভক্ষীরাম্বুধিভব উদারাদ্ভুতকলঃ
কলানাথঃ শ্রীমান্ধুদয়তু তব স্বান্তন ভসি॥ ১৫

শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু করুণার সিন্ধু।
দীনহীন অপরাধী পতিতের বন্ধু॥
সন্ধ্যার অরুণ রুচি বিচিত্র বসন।
ধারণ করিল,—রূপ জিনিয়া মদন॥

হরষে উজ্জ্বল তনু, ভানু-জিনি ছটা।
অথবা উজ্জ্বল রসময় তনু-ঘটা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র পূর্ণ ভগবান্।
পূর্ণ-শব্দে স্বয়ং—বড়-সম নাহি আন্॥

প্রেমামৃতময় মহাজ্যোতিঃ মনোহর।
সাত্ত্বিকাদিভাব-দ্যুতি অমল সুন্দর॥
শচীগর্ভক্ষীরসিন্ধু-মাঝে গৌরশশী।
প্রকট হইল সর্ব্ব তমোস্তম নাশি'॥

উদার অদ্ভুতকলা করেন ধারণ।
বৈদগ্ধ্যাদি কলা,—কিম্বা অবতারগণ॥
অবতারী গৌরচন্দ্র কলানাথ যাহে।
পরম-ঔদার্য্যমূর্ত্তি সর্ব্বগুণ তাহে॥

শ্রীমান্-শব্দেতে কহি পরম সুন্দর।
ঝলমল্ অঙ্গ-ছটা অতি মনোহর॥
ভুবন-সৌভাগ্য আর বৈভব সকল।
সার্ব্বজ্ঞাদিগুণ যাহে অনন্ত অমল॥

এই সবে লক্ষ্মী কহে অতএব শ্রীমান্।
শ্রীগৌরাঙ্গ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্॥
সেই ত' গৌরাঙ্গচাঁদ পরম সদয়।
হৃদয় আকাশে তব হউন উদয়॥

আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে অন্তর বিকল।
স্বীয় প্রেমামৃত সিঞ্চি' করুন শীতল॥ ১৫॥

অথবা—

গৌরাঙ্গচাঁদের সনে, কি দিব তুলনা রে,
কলঙ্কী যে আকাশের চাঁদ।
অমল গৌরাঙ্গ মোর, চাঁদ উজোর রে,
কাঁদে চাঁদ হেরিয়া সে ছাঁদ॥
শচীগর্ভ-ক্ষীরসিন্ধু মাঝে।
উদিল গৌরাঙ্গ শশী, ভুবন সুন্দর রে,
নিদয়াল-প্রসন্ন রাজে॥ ধ্রু
উদার অদ্ভুত কলা, উপমা কি দিব রে
কোটী কলা বিলাসের পার।
যে দেখ শারদ শশী, রাহুর গরাসরে,
ষোলকলা-ক্ষয়বৃদ্ধি তার॥
সন্ধ্যারুণ রুচি ভিন, বিচিত্র বসন রে,
গোরা মোর করুণার সিন্ধু।
উজ্জ্বলবদন কোটী, মদন মোহন রে,
দীন হীন পতিতের বন্ধু॥
নিত্যকাল পূর্ণ গোর, চাঁদ জোনাকি রে
প্রেমামৃতময় মহাজ্যোতিঃ।
যে দেখ আকাশ চাঁদে, ভাগ্য হেরি কাঁদরে,
ভয়েতে উদয় হয় রাতি॥
ভুবনসুষমাগণ, উপমা না হয়রে,
অনুপম সৌন্দর্য্যের শশী।
হৃদয়-আকাশে হেন, উদয় হউক রে,
ভব-দব-তমোভয় নাশি॥ ১৫

বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি-নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-
যাতৈর্গৌরতনুর্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

শ্রীমহাচৈতন্যহরি কৃপা-অবতার।
জগতে শিখায় ধর্ম্ম করিয়া আচার॥
আচার না কৈলে ধর্ম্ম না হয় প্রচার।
আচার্য্যের শিরোমণি গৌরহরি সার॥
জগন্মঙ্গল শ্রীর হরেকৃষ্ণ নাম।
পরম আদরে জপে গৌর গুণধাম॥
নবীন মৃণাল যেন বাহুর বলনি!
প্রেমভরে প্রকম্পিত কর দুই খানি॥
নির্ব্বন্ধ নামের সংখ্যা করিতে রক্ষণ।
বস্ত্র কটি ডোরে করে গ্রন্থির বন্ধন॥
আপন স্বরূপ জগন্নাথ দরশনে।
যে আর্ত্তি গৌরের তাহা না যায় বর্ণনে॥
"হে কৃষ্ণ হে প্রাণনাথ, চল বৃন্দাবনে।
কুরুক্ষেত্র হৈতে, যাঁহা গোপগোপীগণে॥
যমুনা পুলিনে হেরি তোমার বিলাস।"
অন্তরে রাধার ভাবে এই মনে আশ॥
জলয়নে অশ্রু ধারে-কায়ে সিনান।
বরষার ধারে সিক্ত কমল-বয়ান॥
গৌরাঙ্গসুন্দর তনু যেমন মদন।
যে দেখে মূরতি-তার জুড়ায় নয়ন॥
আনন্দবিস্তারি, স্বীয় প্রেম-মকরন্দে।
গৌরহরি রাখুন্ তোমায় চরণারবিন্দে॥ ১৬॥

অপর্য্যাপ্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মূলয়ন্তী হঠাৎ
প্রেমানন্দরসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতাববিকলং তাপত্রয়েণানিশং
যুষ্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু সততং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা॥ ১৭॥

গৌরাঙ্গসুন্দর তনু ছটা চমৎকার।
সমস্ত জগৎ মধ্য-নাশে অন্ধকার॥
যে জন সেবায় তার অন্তর মাঝারে।
হঠাৎ প্রবেশি' অন্তর্ধ্বান্ত দূর করে॥
কোটি অপরাধে অপরাধী যেইজন।
বলাৎকারে কান্তিচ্ছটায় নাশে যেই ক্ষণ॥
স্বসম্বন্ধ জ্ঞান দিয়া অজ্ঞান বিনাশে।
চিত্তকে মসৃণ করি ভাবাদি প্রকাশে॥
বলে দান করি' প্রেমানন্দ রসাম্বুধি।
নব নব ভাবে বৃদ্ধি করে নিরবধি॥
ত্রিতাপ জ্বালায় জীব অত্যন্ত বিকল।
প্রেমামৃত দিয়া বিশ্ব করয়ে শীতল॥
চন্দ্র নাশ করে মাত্র বাহ্য অন্ধকারে।
গৌরচন্দ্র অন্তর বাহ্য দুই নাশ করে॥
সেইত চৈতন্যচন্দ্রছটা মনোহর।
তোমাদের হৃদে স্ফূর্ত্তি হউ নিরন্তর॥ ১৭॥

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু—

মহোদয়গণ,

আপনাদের বহুলপ্রচারিত, স্বনামধন্য, সজ্জন-সমাদৃত শ্রীপত্রে "সহস্রভ্রমপ্রদর্শনী" শীর্ষক মল্লিখিত সমালোচনা-প্রবন্ধটী অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্তিবলে প্রকাশিত হওয়ায় প্রাকৃতসহজিয়াকুলের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। শুনা গেল, একটী পল্লীগ্রামের মাষ্টিমের সহজিয়া দলের মধ্যে প্রচারিত কোন একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহে নাম জানিতে শিবের গীতের অবতারণা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন না আমাদের ধারণা ছিল। নিজের স্বজন ভুলিয়া গেলে ভক্তকবি তুলসীদাস জীউর দোঁহার সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়।

"হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার
সাধুনকে দুর্ভাব নাহি যউ নিন্দে সংসার ॥"

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে এই ন্যায়াবলম্বনে আমার নীরব থাকা বিহিত হইলেও বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণে প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু কৈফিয়ৎ লেখকের নিজ দোষকে গুণ বলিয়া সমর্থন করিতে গিয়া হস্তীর পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া আমার ন্যায় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজি-কুক্কুরকে আক্রমণ করাই ত' অধিক ন্যায় সঙ্গত ছিল। অন্যায় ক্রোধ অপগত হইয়া প্রকৃতস্থ হইলে এসকল কথা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমি আপনাদের শ্রীপত্রে যে প্রবন্ধ দিয়াছি, তজ্জন্য ত' আমিই দায়ী—আপনাদের পত্রের ৪র্থ খণ্ড ৭ম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনারা লিখিয়াছেন,—"এই প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদকগণ দায়ী নহেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা প্রেরিতপত্র-লেখকের ক্রমাগত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর প্রকাশ করিব"। সুতরাং এস্থলে "ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী" পড়িয়া ব্যক্তিবিশেষের উল্লঙ্ঘনরূপ বৈষ্ণব বিদ্বেষ করার কারণ কি? অথবা অপরাধী গুরুবৈষ্ণবদ্রোহীর কি ইহাই স্বভাব?

শুনা যায়, নব্যগ্রন্থকার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে তিনি তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থানে বৈষ্ণবচরিত্রে হিংসা করেন নাই কিন্তু শুনিয়াছি কৈফিয়ৎটীও হিংসার তাণ্ডব নৃত্য মাত্র। আমরা ঐ নব্যগ্রন্থ সমালোচনা কালে সহস্র সহস্র স্থানে ঐ কথার ব্যভিচার এবং লেখকের অবৈষ্ণবোচিত চিত্তবৃত্তি সুধীপাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিব। একথা সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপন্থের মূলপ্রবর্ত্তক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যথাশাস্ত্র পরমহংসবেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একথা নব্যগ্রন্থকারও তাঁহার গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"বেশাশ্রয়ের পর 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' নামে পরিচিত হ'ন"। সুতরাং স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ তাঁহার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য লেখনীধারণ অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত শাস্ত্রবিগর্হিত দাম্ভিকদোষাক্রান্ত প্রকাশক মাত্র। তিনি তাঁহার নব্যগ্রন্থমধ্যে যে সকল আধুনিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার [illegible] গোপন করিবার চেষ্টা কিরূপভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত তাহা আমরা দেখাইব। দুষ্ট বালকেরা যেরূপ শাসনকারীকে অবজ্ঞা করে কৈফিয়তের লেখক তাহার অনুকরণ না করিলেই ভাল হইত? শুনিয়াছি কৈফিয়ৎ দাতার পিতা তামাক খাইতেন এই গল্প বলিয়া তাঁহার পিতার বৈষ্ণবতা প্রচারে যত্নকারায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ধূম্রপানাদি নেশাখোর-দিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলেন না শুনিয়াই কি কৈফিয়ৎ দাতার এত আক্রোশ!

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তিপূজাকে নব্যগ্রন্থকার তাঁহার কৈফিয়তে, শুনা যায়, "পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রতিমা সেবা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইলে চান যে তাঁহার নব্যগ্রন্থের সম্মুখে দুইটী জড়ীয় প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছেন, সেগুলি ত তাঁহার মতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের পাঞ্চভৌতিক দেহের ছায়া বা সাৎপরত্ব পূজার নিদর্শন বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। ঐ কার্য্য তাঁহার মতেই অবৈধ হইয়াছে। শ্রীআচার্য্য গুরুদেবের মূর্ত্তিপূজা সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চিরদিন প্রচলিত আছে। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের বিচারে তাহা ভাল নহে।

"অবতারের পুত্র অবতার", "সিদ্ধের পুত্র সিদ্ধ", "গোস্বামীর পুত্র গোস্বামী", "বোষ্টমের পুত্র বোষ্টম্",

"কল্কের বংশ", সিদ্ধের বংশ"—এই সকল কথা ত' তাঁহারই গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে! সুতরাং তিনি কি প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের প্রলাপগুলি অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে বসিয়াছেন! প্রাকৃত সহজিয়াগণ পতিত জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণের পুত্র অধিকারী ব্রাহ্মণ'— এরূপ চর্ম্মের বিচারেই আবদ্ধ। কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের এরূপ লৌকিক চিন্তাপ্রণালী নাই। তাঁহারা জানেন,

"তুলসী কহে হরি না ভজে তো চারো চামার।

"ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।

পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥"

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ" —পদ্মপুরাণ

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পড়ি' মরে॥" —চৈঃ ভাঃ

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" — শ্রীলরূপপাদ

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥"—শ্রীলসনাতন গোস্বামিকৃত হরিভক্তিবিলাস টীকা সুতরাং তিনি যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্যকে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্থান প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যবন হরিদাস প্রভৃতি ইতর জাতি বলা কি প্রকৃতস্থ লেখকের বৈষ্ণবহিংসা, বৈষ্ণববিদ্বেষ, মাৎসর্য্য, শাস্ত্রীয় বচনানুসারে 'নারকী' সংজ্ঞালাভের জন্য প্রবলস্পৃহা নহে?

বৈষ্ণব কখনও অব্রাহ্মণ নহেন। সামান্য কর্ম্মমার্গীয় বা পতিত বাত্য নীচসংসর্গজ বর্ণব্রাহ্মণ বা সাধারণ অধিকারী ত' দূরের কথা, বৈষ্ণব ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও গুরুদেব। গরুড় পুরাণে—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।

সত্রযাজী সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।'

প্রাকৃতসহজিয়াগণের অনুগত অর্ব্বাচীন লেখকগণের প্রণালী কি এতই দুর্ব্বল যে তাঁহাদের মস্তিষ্কে ব্যাসদেবের বাক্য কিছুতেই প্রবেশ করে না? "গৌড়ীয়ে" ত হাজার হাজার বার এই সমস্ত কথাই বহুভাবে আলোচনা হইতেছে, তবুও কি প্রাকৃতসহজিয়াগণের অচেতনের বৃত্তি বিধ্বংসিত হয় না? বরং ক্রমশঃ বৈষ্ণবাপরাধফলে উহার বৃদ্ধিই দেখা যাইতেছে!

বৈষ্ণব কৃপা করিয়া হাজার হাজার জীবের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞতা এবং ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসক অন্যের ব্রাহ্মণস্বরূপ প্রকাশিত করিতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞতা ও ভগবদুপাসনাপ্রবৃত্তি জীবের নিত্যস্বরূপ ধর্ম্ম। বৈষ্ণবাচার্য্য কেবল তাহা উন্মেষিত করিয়া দেন মাত্র। প্রাকৃতসহজিয়াগণের অপরাধময় মস্তিষ্কে এ কথা যদি প্রবেশ করিত তাহা হইলে তাঁহাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' শ্রীলরূপ গোস্বামিপ্রভুর এই কথার বিরোধ করিয়া কপট 'চোকের' জল কপট দৈন্য 'বৈষ্ণবগিরি' দেখানই কি বৈষ্ণবতা না কপটতা?

আমরা জানিতে চাই নব্যগ্রন্থকার অনেকগুলি বৈষ্ণব ও সম্মানিত, সম্রান্ত, বহু সংকুলজাত ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ঠাকুর ও আচার্য্যমহোদয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া কি বিষয়ে ক্ষমার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন? মনে পড়ে কি সেই ১৪ই বৈশাখ ২৭শে এপ্রিল রবিবার বেলা ১০॥টার সময়ের কথা। তিনি আজ সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে দর্পে—নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিতে চাহিতেছেন, সেইরূপ বংশে জন্মিয়াও তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের আগমনের পূর্ব্বে ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার অবৈষ্ণবোচিত বেশ ছিল কিনা? তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে সিদ্ধ বংশধরের বিপরীত বেশ তাঁহার গুম্ফ কর্ত্তনপূর্ব্বক ভদ্র হইয়া ও গলদেশে তুলসীর মালা ধারণমুখে কি পাইয়াছিলেন? ইতঃপূর্ব্বে সিদ্ধবংশধরের বংশে জন্মিয়াও ত তাঁহার গলদেশে তুলসী পর্য্যন্ত স্থান পান নাই? অথবা তিনি কি তখন (তাঁহার official visit মুখে) গৌড়ীয়মঠে আসিয়া পরমার্থান্বেষণ ব্যপদেশে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন বলিতে চা'ন? শ্রীমঠের আচার্য্য, ব্যবসায়ী গুরুব্রুবের ন্যায় তখন কোনও প্রাকৃত দক্ষিণা গ্রহণ করেন না বলিয়াই কি এখন এইরূপ দক্ষিণা দিতে উদ্যত হইয়াছেন? অথবা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে প্রাকৃত সহজিয়া কৃষ্ণাভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গিগণের অসৎ সঙ্গ গর্হণের পক্ষপাতী দেখিয়া বৈষ্ণবাপরাধকেই বহুমানন

করিতেছেন? সাধু, সাবধান! অসত্যের আস্ফালন দিন দুই চারি! প্রাকৃত সহজিয়াগণ অচিরেই শুদ্ধভক্তির তাপে শলভের ন্যায় অপরাধানলে পুড়িয়া মরিবে! মঙ্গল আবশ্যক থাকিলে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা বিধেয় নহে।

আমি 'নবাগ্রন্থের সহজপন্থা প্রদর্শিনী' করিয়াই ক্ষান্ত হইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার আবার দেখিলাম সহজের উপরেও আরও তাহাদের সহস্র ভ্রম উদিত হইতেছে। ইঁহাদের ঘনঘনায় ঘনরাশি কি রক্তবীজের বংশ! আগামী প্রবন্ধে আমি এবিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া সহজভ্রমপ্রদর্শন সেবা-কার্য্যে অগ্রসর হইব।

—বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

আমরা গত আষাঢ় মাসের ২০শ খণ্ড ১২শ সংখ্যা 'শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী' নামক পত্রিকাখানিতে 'শ্রীরাধাদামোদর' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। ভূতপের বিষয় যে প্রবন্ধটীতে কয়েকটী 'ভ্রম' প্রবেশ করিয়াছে। ঐগুলিতে সাধারণের ও লেখক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উৎকলদেশীয় কোনও 'খণ্ডাইৎ' কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা সত্য। কিন্তু "বিদ্যাভূষণ মহাশয় উৎকলদেশীয় খণ্ডাইত জাতি (!) ছিলেন" এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা বা তাঁহাকে 'খণ্ডাইত' জাতিসামান্যে দর্শন করা বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে। কারণ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তি বিলাসের টীকায় পাদ্মবচন উদ্ধার করিয়া বলেন,—"শূদ্রন্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে, শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥" (৫।২৫)—অর্থাৎ শূদ্র এমন কি অন্ত্যজকুলেও যদি কোন বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই শূদ্র, অন্ত্যজ বা তত্তৎ জাতিত্বে আরোপিত করা হইবে না। শূদ্র, ব্যাধ, কুকুরভোজি চণ্ডাল কুলেও যদি ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হন, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি তত্তৎ জাতিসামান্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শূদ্র নিষাদ বা চণ্ডাল বলিয়া দর্শন করিবেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরক গমন করিবেন।

শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণবণিককুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, দাস গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীজীব, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কর্ণাট ব্রাহ্মণ কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীল নরহরি ঠাকুর বৈদ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু খণ্ডাইত কুলোদ্ভূত ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া যদি কোনও সুবর্ণ বণিক মনে করেন, 'উদ্ধারণ ঠাকুর আমারই স্বজাতি'; কোনও ভূঁইমালী যদি মনে করেন, 'ঝড়ু ঠাকুর আমারই জাতি ভাই'; কোনও কায়স্থ যদি মনে করেন, 'শ্রীল রঘুনাথ ও নরোত্তম আমারই স্বজাতির গৌরব' কোনও ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, 'সনাতনরূপ ব্রাহ্মণ জাতি', কোনও বৈদ্য যদি মনে করেন, 'শ্রীনরহরি আমার স্বজাতি' কিম্বা কোনও খণ্ডাইৎ যদি মনে করেন, 'বিদ্যাভূষণ একজন খণ্ডাইৎ জাতি' তাহা হইলে ঐ সকল বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি নিবন্ধনই তাঁহারা ঐরূপ মনে করেন, জানিতে হইবে এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে তাঁহাদিগকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলা হইবে। কারণ ঐরূপ মনে করা—চরণামৃত ও কুপজল শালগ্রাম ও পাথর খোয়া, ডাল ভাত ও মহাপ্রসাদকে সমবুদ্ধি করার ন্যায় অপরাধ মাত্র।

শ্রীব্যাসদেব বলেন

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যনাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্নসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অর্চ্চা বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, পারমার্থিক গুরুবর্গে নরবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু অথবা বৈষ্ণবগণের কলিকলুষনাশন পাদোদকে জলবুদ্ধি, কল্মষবিনাশক বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য মহাপ্রসাদ ও নামে ডালভাত বা শব্দ মাত্র বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদধীন দেববৃন্দের সমত্ব বুদ্ধি করেন, সে ব্যক্তি নারকী। সুতরাং

আমাদের সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের নাম বা তাঁহাদের কুলগত পরিচয় দিতে হইলে অন্তরে ও বাহিরে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইলে আমাদিগের ভক্তিলতার বীজ উন্মূলিত হইয়া পড়িবে

প্রবন্ধ লেখক মহোদয় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে শ্রীব্রজজনানন্দ দেবের শিষ্য এবং 'বেদান্তস্যমন্তকের লেখক শ্রীরাধাদামোদরকে 'পূর্ব্ব বঙ্গবাসী শৈব পণ্ডিত' এবং শ্রীপাদ বলদেবের দীক্ষিত শিষ্য (?) বেষাশ্রয়ে গোবিন্দ দাস নামে পরিচিত বলিয়া যে সকল উক্তি করিয়াছেন, প্রমাণাবলী তাহা স্বীকার করেন না। প্রবন্ধ লেখক মহোদয়ের প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে ঐ সকল আলোচনা করা বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। প্রমাণ বলেন যে, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি, শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্দ, শ্রীরাধানন্দের পুত্র শ্রীনয়নানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ—মুরারী প্রভুর শিষ্য। শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য কান্যকুব্জ বিপ্রবংশোদ্ভূত—শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীরাধাদামোদরের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিত শিষ্য গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু প্রবন্ধলেখক মহোদয় 'গুরুকেই' 'শিষ্য' করিতে সাহসী হইয়াছেন !

যথা—ছন্দঃকৌস্তুভভাষ্য পারম্ভে

"অর্চ্চিত-নয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুর্জীয়াৎ।
বিরচয়ামি যস্য কৃপয়া ছন্দঃকৌস্তুভমহর্ষিতমাক ॥
শ্রীরাধাদামোদরশিষ্যো বিদ্যাভূষণোনাম্না।
ছন্দঃকৌস্তুভশাস্ত্রে ভাষ্যমিদং সম্প্রতি ব্যদধাৎ ॥"

এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'সিদ্ধান্তরত্ন' ৮ম পাদ ৩৪ সংখ্যায় (বঙ্গদেশীয় মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ)

বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদরপদপঙ্কজরেণবঃ।
যাভিঃ সকৃদাবৃত্তা নির্ম্মিতো মে মহান্ মোদঃ ॥

ভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাম্—

"রাধাদামোদর কান্যকুব্জবিপ্রবংশজঃ যস্য মন্ত্রোপদেষ্টা সত্তমঃ বিদ্বদগ্রণীস্তস্য পাদপঙ্কজদ্বন্দ্বতরঃ" (নির্ণয় সাগর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠে 'সত্তমঃ' স্থানে 'জাতবান্' পাঠ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, কি বঙ্গদেশীয় মুদ্রিত সংস্করণ, কি নির্ণয়সাগর যন্ত্রের পাঠ, কি হস্তলিখিত পুঁথি সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাদামোদরকে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কান্যকুব্জ বিপ্র বংশোদ্ভূত এবং স্বীয় মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন! এইরূপ উজ্জ্বল প্রমাণ থাকিতে প্রবন্ধ লেখক-মহোদয় কি কারণে যে শ্রীরাধাদামোদরকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী শৈব পণ্ডিত এবং শ্রীবলদেবের দীক্ষিত শিষ্য বলিলেন? সুতরাং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের স্বরচিত গ্রন্থ-প্রমাণ মূলেই প্রমাণিত হইল যে শ্রীরাধাদামোদর প্রভু শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং শ্রীরাধাদামোদর "পূর্ব্ববঙ্গবাসী শৈব পণ্ডিত" নহেন, তিনি "কান্যকুব্জ বিপ্রবংশজঃ"। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'নন্দমিশ্র' ও 'উদ্ধব দাস নামক শিষ্য ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহোদয় যে 'রাধাদামোদরের বেষাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক গোবিন্দ দাস নাম' হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও 'প্রমাণ' স্বীকার করেন না। সিদ্ধান্তরত্নের শ্রীপাদ বলদেব কৃত ভাষ্যপীঠক টিপ্পনী বলেন যে, বিরক্তশিরোমণি 'পীতাম্বর দাসের' নিকট বিদ্যাভূষণ প্রভু বেষ গ্রহণ করিয়া 'গোবিন্দ দাস' বা 'গোবিন্দ একান্তী, নাম লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিদ্যাভূষণ প্রভুর বেষ-গুরু ছিলেন বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহারা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যপীঠক পাঠ করিলে তাঁহাদের স্বকপোলকল্পনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন।

"অথ সোঽয়ং শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বলদেবাপরাখ্যো বিদ্যাভূষণো ব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দভাষ্যাভিধানং বিবরণং নির্ম্মায় ইত্যাদি" এই ভাষ্যপীঠকটিপ্পনী হইতেই জানিতে পারা যায় যে, শ্রীবলদেবের নাম 'শ্রীগোবিন্দ দাস' উহা অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ হয় নাই। শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট হইতে বেষ গ্রহণ করিবার পর শ্রীবলদেবের নাম 'গোবিন্দ দাস' হইয়াছিল এবং তদনুসারেই তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের নাম 'গোবিন্দ ভাষ্য' হইয়াছে।

প্রবন্ধলেখক মহোদয় যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর অথবা তাঁহার প্রকটকালেই বৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাভার শ্রীল রাধাদামোদরের উপর অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া যে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিক গ্রন্থে নাই। শ্রীল রাধাদামোদরকে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক গুরু না জানিয়া অন্যরূপ কল্পনা করাতে 'গোড়ায় গলদ' থাকাতেই তাঁহার নানা প্রকার ভ্রম হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য একজন শাঙ্কর শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন এই সমস্ত কথারও কোন প্রমাণ নাই। তিনি বিষ্ণু স্বামিসম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য এবং নৃসিংহ পরিচর্য্যা নামক স্মৃতি নিবন্ধের সঙ্কলনকারী। কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ নামে জনৈক মহাত্মা বলদেব কৃত প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থের 'কান্তিমালা' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদেবাচার্য্য শ্রীপাট মালিহাটী গ্রামে পণ্ডিত রাধামোহনের নিকট বিচারে পরাস্ত হন' এই সকল কথারও কোন প্রামাণিক প্রমাণ নাই।

আশা করি প্রবন্ধকলেখকমহোদয় তাঁহার প্রবন্ধটী উপর্যুক্ত অকাট্য প্রমাণ গুলি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত করিবেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ গত সপ্তাহে স্থানীয় টিকাটুলিতে ও কলতাপুরনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস অধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

মৈমনসিংহে—পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজদ্বয়, শ্রীমদ্ভক্তি বিজয় মহাশয় অন্যান্য ভক্তসহ গফর গাঁ নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বহুল ভাবে প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি আঠারবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে কীর্ত্তনসুধা বিতরণ করিতেছেন।

নদীয়ায়—প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সেবাভার লইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধামে সমাগত ভক্তগণের নিকটে শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

কলিকাতায়—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি বিগ্রহ গিরি মহারাজ শুদ্ধ হরিকথাপ্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ধনী, এ, সি, আঢ্য, গোষ্ঠ বিহারী দে প্রভৃতি সজ্জনগণের গৃহে ও শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তনাদির দ্বারা হরি-কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীহট্টে:—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ প্রায় এক পক্ষ কাল যাবৎ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুও তথায় প্রচারকগণের সহিত যোগদান করিয়াছেন। শ্রীহট্টের সংবাদপত্র সমূহের প্রচারকগণের সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

নবদ্বীপের বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের শ্রীহট্টে আগমন

জনশক্তি ২৪শে কার্ত্তিক ১৩৩২।

গত কয়েকদিন যাবৎ বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ স্থানীয় টাউনহলে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেছেন। ঐ সভার অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজ অন্যান্য প্রচারক মহারাজদের সহযোগে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করিতেছেন।

যুগবাণী—২৭শে কার্ত্তিক ১৩৩২

সঃ মোহাম্মদ মকবুল হোসেন

হিন্দুধর্ম্মসভা:—গত মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রাত্রে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কয়টী সরস ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক সভায়ই টাউনহলে তিলধারণেরও স্থান ছিলনা। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সদ্গুরুগ্রহণ, ব্রাহ্মণ ও গুরুদের ব্যবসাদারী, বৈষ্ণবদের বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। প্রচারকেরা প্রত্যহ সকালে সহরের নানা স্থানে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীহট্টে বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার প্রচারক

পরিদর্শক—

২৯শে কাত্তিক, রবিবার, ১৩৩২ সাল।

"একদিন নদীয়ার যে নাম-প্রেম-স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল—সে প্রেমের অধিকারী শ্রীচৈতন্য ছিলেন শ্রীহট্টেরই বংশধর—তাই আজও তাঁহার পবিত্র পিতৃভূমি বলিয়া শ্রীভূমি শ্রীহট্ট জগতের সম্মুখে গর্ব্ব করিবার দাবী রাখে। সুতরাং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের পিতৃভূমি শ্রীহট্টে অধুনা এতদ্দেশে বিপথগামী বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ধর্ম্মের সনাতন বাণী শুনাইতে আসিয়া সমগ্র শ্রীহট্টবাসীর বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

তাঁহাদের প্রধান বাণীই "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শেখায়।" সত্য কথা, আমাদের সমাজ আজ ভণ্ডামির খোলস পরিয়া, গেরুয়া আলখাল্লা, আর শাস্ত্রবচনের বাগাড়ম্বরে কত কিছু প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর কাণের ভিতর দিয়া ত মরমে গিয়া প্রবেশ করে না! শুনে বাহবা দেয়, তার পরেই যেমন চলিতেছিল তেমন, কোন পরিবর্ত্তন ত সূচিত হয় না? আমরা উক্ত প্রচারকদের ভিতর সত্যিকার সারবস্তু আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছি—বুঝিয়াছি, তাঁরা সত্যই প্রচারক—সত্য তাঁ'রা ধর্ম্মের নামে ফাঁকি দিতেছেন, সত্যই ধর্ম্মের গ্লানিতে তাঁদের প্রাণ কাঁদিতেছে। স্থানীয় টাউনহলে যাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ... মহারাজের "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়াছেন স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজের কীর্ত্তন উপভোগ করিয়াছেন, যাঁহারা ইঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একথা অস্বীকার করিবেন না। ইঁহারা দুইজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের। সুতরাং বর্ত্তমান জগতের শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও তাঁহারা সুশিক্ষিত।

"ছুৎমার্গ" বলিয়া যে জিনিষটাকে (তথা কথিত) সনাতন সমাজ আকড়াইয়া ধরিয়াছেন—তাঁহারা ইহার বিরোধী। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মে সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিই নাম-প্রেমের অধিকারী। হরিদাসকেও তিনি প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষায়—প্রেম, ভক্তি, সেবা। সে ধর্ম্মে ঘৃণা বা ছোট বড় বলিয়া কোন জিনিষের স্থান নাই। ভগবদ্ভক্তিরসামৃত যাঁ'রা পান করিয়াছেন, তাঁ'রা ভক্ত—কোন বিভিন্ন জাতি নয়। তাঁহারা শ্রীহট্টে আসিয়াছেন শ্রীহট্টের সৌভাগ্য, শ্রীহট্টবাসীর সৌভাগ্য।"

পিশাচীর 'প্রেম'!

মন, তোমার মিথ্যে অভিনয়!
মিছে ভাব ভঙ্গী ও-সব
ভক্ত-পরিচয়!
(তোমার) ঘরের কোণে ঝুলকালি ওই
জমাট্ বাঁধা অন্ধকার,
বিষয়-চিন্তা চর্ম্মচটী
বেঁধেছে তা'র গুপ্তাগার!
অস্মিতা—সেই পিশাচীটা,
সে আঁধারে কি দুর্জ্জয়,
করে নষ্ট সকল তোমার
কুনিশ্বাসে বিষময়!
মন, তোমার মিথ্যে অভিনয়!
মিছে ভাব-ভঙ্গী ও সব
ভক্ত-পরিচয়॥

(২)

তোমার যাবার সময় হ'য়ে এ'ল
বেজেছে শেষ বেল্

ট্রেন্ ছাড়্‌তে দেরি নাই আর
পড়েছে সিগ্‌নেল!
এখনো তুমি আনমনে সেই
করছ সময় ক্ষয়,
'প্রেমে' মজে 'পশ্চাচাটায়'
রয়েছ তন্ময়!
মন, তোমার মিথ্যে অভিনয়!
বাইরে তোমার আড়ম্বর,
ভিতর শূন্যময়!!

আম্নায়-সূত্র

ভিক্ষা ।৴০ পাঁচ আনা।

সূত্রের আকারে গল্পকথায় বেদানুগ সকল শাস্ত্রের রস নিত্য সত্য বস্তুর দ্বারা বর্ণিত। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, একই তত্ত্ববিষয়ে কোন শাস্ত্র কি ভাবে বলিয়াছেন, সেই সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অতি উপাদেয়গ্রন্থে সকল শাস্ত্রের সার সমন্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। অতি অদ্ভুত।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

উজ্জ্বল রোপ্য-রঞ্জু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা:-- শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার ভিক্ষা ।০ চারি আনা।

শরণাগতি, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ও অর্গপঞ্চক একত্রে (॥৵০ স্থলে ।৵০)।

ভিক্ষা ১॥০ স্থলে ১৲

সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় লিখিত অতি অপূর্ব্বগ্রন্থ

যিনি যবনকুলে উদ্ভূত হইয়া জাতি-কুলমানের নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাঁহার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য, কামলোভহীনতা, ক্ষমাশীলতা অদ্বিতীয়—যিনি পতিত বেশ্যাকে পরম মহাসাধ্বী করিয়াছিলেন, যিনি কলির জীবকে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের প্রণালী আপনি আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন--

"স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥"

সেই ঠাকুরের কথা অতি সুন্দরভাবে সরল সহজ বিচারমূলে আলোচিত হইয়াছে। ইহা লেখকের কল্পনা নহে। পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইবেন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিবেন।

জ্যোতিষ গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান:--গৌড়ীয় কার্য্যালয়।

গ্রন্থ	ভিক্ষা
সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় (ভাস্করাচার্য্য) গ্রহগণিতাধ্যায়	২॥০
জ্যোতিস্তত্ত্ব হোরাখণ্ড (রঘুনন্দন)	২৲
ঐ সংহিতাখণ্ড	॥৵০
ঐ সমগ্র হোরা ও সংহিতা	
আর্য্যসিদ্ধান্ত পাদচতুষ্টয় সটীক সানুবাদ (আর্য্যভট্ট)	৸০
পাশ্চাত্য গণিত রবিচন্দ্র স্পষ্ট ...	॥০
ভৌমসিদ্ধান্ত ...	।৴০
চমৎকার-চিন্তামণি সানুবাদ ...	।৴০
দিনকৌমুদী (পঞ্জিকাগণনা প্রণালী) ...	৸৴০
লঘুজাতক সটীক সানুবাদ (ভট্টোৎপল টীকা সহ)...	।৴০

LIFE AND PRECEPTS OF
Sree Chaitanya Mahaprahbu

ভিক্ষা ।০ চারি আনা।

শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ

বাঙ্গালার নিত্যতীর্থ-সমূহের বিবরণ শাস্ত্রপ্রমাণসহ লিপিবদ্ধ বাঙ্গালার এমন গ্রন্থ আর নাই ।০ আনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৫ | ১৬শ সংখ্যা

কণ্ঠকৌস্তুভ

বন্ধু ও মাতাপিতার কর্ত্তব্য কি?—

সেই সে পরম বন্ধু—সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সেই সে পরমবন্ধু—সেই পিতামাতা।
নিরন্তর শ্রবণে শুনায় কৃষ্ণকথা॥

—চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড

পুত্রের কর্ত্তব্য কি?—

আনের তনয় আনে রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়, নহে পরধর্ম্ম॥
আমি আনি' দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥

—চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড

বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-প্রতি কর্ত্তব্য কি?

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তা'র।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম অঃ

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের লক্ষণ কি?

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণভজন।
তাহারে-সে বলি যোগী সন্ন্যাস লক্ষণ॥
নিষ্ক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ

বৈষ্ণবের দেহ কি প্রাকৃত?

প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

বৈষ্ণব কি জাতির অন্তর্গত?

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মজন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

"বিপ্রসাম্য"

কনিষ্ঠাধিকারিবিষ্ণুভক্তের অর্চ্চনাধিকার-নির্ণয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু ইহাই বিচার দেখাইয়াছেন যে, কোন কোন মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের কল্পিত মন্তব্য (হরিভক্তি-বিলাস ৫।২২৪) অনুসারে কেবল মাত্র শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পুরুষই শালগ্রাম অর্চ্চনে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইলেও এবং শ্রীশালগ্রামার্চ্চনে অদীক্ষিত স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার না থাকিলেও সদ্গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ অর্চ্চনে অধিকারী। কারণ, শাস্ত্রে ব্যবহারিক বিচারেও বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণের সহিত সমজ্ঞান করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু তাঁহার দিগ্দর্শনী টীকায় বহু শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণ দেখাইয়াছেন। যেমন তিনি ভাগবতীয় কপিলদেবহূতি-সংবাদ হইতে কপিল-বচন (৩।৩৩।৬) উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিপ্রভাবে সদ্য (একমাত্র ব্রাহ্মণাধিকারোচিত) সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। পুনরায় পৃথু মহারাজের চরিত্র হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু দেখাইয়াছেন যে, মহারাজ পৃথু সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একমাত্র শাসনকর্ত্তা হইয়াও শাসিকুলজাত ব্রাহ্মণ ও অচ্যুত গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপর কখনও তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন নাই। অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে বাহ্যাচারে সমচক্ষে দর্শন করিয়াছেন (ভাঃ ৪।২১।১২)। পুনরায় শ্রীল গোস্বামিপ্রভু পুরঞ্জনের উক্তি (ভাঃ ৪।২৮।২৭) হইতে দেখাইয়াছেন যে, রাজা পুরঞ্জন ভসুরকুল ও মুররিপু অচ্যুতের দাস—বৈষ্ণবগণের উপর কোন দণ্ড-বিধান করিতে উদ্যত নহেন। এই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে লৌকিক আচারেও সমভাবেই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সুতরাং এই স্থানে সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন লৌকিক আচারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে সমপর্য্যায়ে সম্মান-বিধি রহিয়াছে এবং আচার্য্যগণ 'বিপ্রসাম্যা'দি শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যখন "বিপ্রসাম্য" শব্দে 'বিপ্র' শব্দটী 'উপমান' এবং 'বৈষ্ণব' শব্দটী 'উপমেয়' তখন নিশ্চয়ই 'উপমান' হইতে উপমেয়ের ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। যেরূপ, যদি বলা যায়—'দেবদত্তের চন্দ্রের ন্যায় বদন', তখন যেমন আমরা বুঝিতে পারি যে দেবদত্তের মুখমণ্ডল চাঁদ নহে কতকটা চাঁদের সহিত সাদৃশ্য আছে মাত্র। সুতরাং সৌন্দর্য্যে চন্দ্র হইতে ন্যূন। '—এইরূপ বিচার করিয়া কেহ কেহ 'বিপ্রসাম্য' শব্দ দ্বারা বৈষ্ণব কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণের তুল্য হইলেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এরূপ বিচার করিতে পারেন।

কিন্তু এইরূপ বিচার করিবার পূর্ব্বে ধীরচিত্তে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বত্রই মনুষ্যের মুখমণ্ডল হইতে চন্দ্রের অধিকতর শোভা বর্ণিত হইয়াছে এবং অধিক শোভাবিশিষ্ট কোন প্রসিদ্ধ বস্তুর সহিত তদপেক্ষা কমশোভাযুক্ত অপ্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্য দেখাইয়া শেষোক্ত বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এইরূপ তুলনায় অনেক স্থলে অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতিরূপ দোষও আসিতে পারে। কিন্তু যদি আমরা শাস্ত্রের বচনগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করি, তাহা হইলে প্রত্যেকস্থানেই দেখিতে পাইব যে, সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর টীকাটীও বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইব যে, এইস্থানে চন্দ্রের সহিত মুখমণ্ডল তুলনার ন্যায় বিপ্রের সহিত বৈষ্ণবের তুলনা করা হয় নাই, পরন্তু মাৎসর্য্য-পরায়ণ অর্থাৎ অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে যোগ্যতা-রহিত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকে নিরতিশয় বাহ্যলৌকিক বিচার-দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, বৈষ্ণব বাহ্য সম্মানাদিতেও বিপ্র হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। যেমন—ঐশ্বর্য্যপ্রধান অধিকারীকে ভগবৎস্বরূপ বলিতে গিয়া শাস্ত্র উহাদিগের অধিকারানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পরমচমৎকারময় মাধুর্য্য স্বরূপটীর কথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়িবিষ্ণু বা ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যেমন ঐসকলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ নিত্যস্বরূপ লক্ষিত হয় না, আবার কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী বা নারায়ণ বলিলে যেমন কিছু মিথ্যা কথাও বলা হয় না, যেমন কোটীশ্বর শত বা সহস্র মুদ্রার অধিকারী, যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব, নারায়ণত্ব, ক্ষীরোদশায়িত্ব আনুসঙ্গিকভাবে বিরাজিত, অথবা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের সমান বলিলে যেমন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইতে ন্যূন নহেন, অধিকন্তু

নারায়ণেরও জনক ইহাই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন, তদ্রূপ প্রাথমিক লৌকিক বিচারে বৈষ্ণবকে বিপ্রের সহিত সমান বলিলেও বৈষ্ণব কিছু বিপ্র হইতে ন্যূন নহেন, অধিকন্তু বিপ্রকুলের শিরোভূষণ। কারণ ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদ্ভজনকই—বৈষ্ণব। যদি 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা বিপ্র অপেক্ষা বৈষ্ণব ন্যূন বা বিপ্রের সমান মাত্রই সিদ্ধান্তিত হয়; তাহা হইলে শাস্ত্র ও সাধুগণের আচরণ তদ্বিপরীত প্রমাণ করিতেন না। যেখানে সহস্র সহস্র স্থানে বিপ্র অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে স্থানে কখনও 'বিপ্র-সাম্য' শব্দের দ্বারা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ন্যূন বা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের সমান ইহা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্যে বিপ্রত্বটী common factor যেমন পাঁচ ও দশের মধ্যে পাঁচ এই সংখ্যাটী পাঁচ ও দশ উভয়েই বর্ত্তমান। তদ্রূপ বৈষ্ণবে নিত্যবিপ্রত্ব বর্ত্তমান বলিয়া 'বিপ্র-সাম্য' শব্দের নির্দ্দেশ। যদি এইরূপ ঘটনা হইত যে শাস্ত্রের বহুস্থলে বৈষ্ণব অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলে 'বিপ্রসাম্য' কথাটী আমরা 'চন্দ্রসদৃশ বদন'এই তুলনাটীর সহিত সমান জ্ঞান করিতে পারিতাম। শাস্ত্র বলেন—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা **বিষ্ণুভক্তো** বিশিষ্যতে।

গারুড়ে

—সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্রযাজি-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আবার সহস্র সত্রযাজীর মধ্যে সর্ব্ববেদান্তপারঙ্গত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আবার সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোটী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা **বিষ্ণুভক্ত** শ্রেষ্ঠ। নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।"

—হে রাজন্! চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও বিষ্ণুভক্ত দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

—হরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত-ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্য

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ 'চৌবে' ব্রাহ্মণ হইলেই আমার প্রিয় নহে বরং শ্বপচকুলোদ্ভূত আমার ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়; ভক্তই যথার্থ দানের পাত্র এবং গ্রহণ পাত্র, ভক্ত আমার ন্যায়ই পূজ্য। যদি বৈষ্ণবকে 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা 'বিপ্রের ন্যূন' দূরে থাকুক 'বিপ্রের সমানও জ্ঞান করা হইত, তাহা হইলে অভক্ত চতুর্ব্বেদিব্রাহ্মণকে আর চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্‌ সমপর্য্যায়েই দর্শন করিতে বলিতেন। পরন্তু তিনি বলিলেন যে, ভক্ত তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ। ভক্ত তাঁহারই ন্যায় পূজ্য; কিন্তু চৌবে ব্রাহ্মণ ভক্তিরাহিত্য হেতু সাধারণ শ্বপচ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

—ভাঃ ৭।৯।৯

নৈষ্কর্ম্ম্যানুরাগী বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ফলভোগপর কর্ম্মানুষ্ঠানে উদাসীন বলিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণরতের বিচারে বিপ্রসাম্য শব্দের দ্বারা যদি বৈষ্ণবকে বিপ্র হইতে ন্যূন জ্ঞানই করা হইবে কিম্বা কেবলমাত্র বিপ্রের সহিত সম-পর্য্যায়েই গণনা করা হইবে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকে এইরূপ বর্ণিত হইত না যে, শমদমাদি দ্বাদশ-গুণই ব্রাহ্মণতার লক্ষণ; ঐরূপ দ্বাদশ-গুণ-সম্পন্ন হইয়াও সে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নহেন, সেইরূপ অবৈষ্ণব দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্বপচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। কেননা, ঐ শ্বপচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের মন, বচন, চেষ্টা ও অর্থ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ত' নিজে পবিত্রই অধিকন্তু তিনি স্বীয় কুলকেও পবিত্র করিয়াছেন। কিন্তু প্রভূতমান সম্পন্ন ঐ দ্বাদশগুণসম্পন্ন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নিজেই পবিত্র হ'ন নাই, সুতরাং তিনি কি করিয়া কুল পবিত্র করিবেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু তাঁহার টীকা মধ্যে 'বিপ্র-সাম্য' কথাটী বলিয়াই তাহার অব্যবহিত পরে লিখিয়াছেন-"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদিত্যাদিবচনৈরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচ-জাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং"—বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌ প্রভৃতি বহু শ্লোকের দ্বারা অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নীচজাতি কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপ স্পষ্ট বিচার থাকিতে অন্যরূপ মনগড়া সঙ্কীর্ণ মত শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে—"মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্"—অর্থাৎ মাৎসর্য্যপর কোন কোন স্মার্ত্তের দুষ্ট কল্পনা মাত্রই জানিতে হইবে।

তবে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যে 'বিপ্রসাম্য' কথাটী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল প্রথমশ্রেণীর লৌকিক বিচার দেখাইবার জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে কোনমতেই এমন কি লৌকিক বিচারেও প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারের অর্চ্চনমার্গীয় বিচারেও, ব্রাহ্মণাপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করিতে হইবে না এবং ব্রাহ্মণের অধিকার হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা যাইতে পারেনা। কারণ বৈষ্ণবে বিপ্রত্ব একটী common factor যে কোনও কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারেও বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হন। "যথা কাঞ্চনতাং" শ্লোকের শ্রীল সনাতন প্রভুর টীকাই প্রমাণ। যেমন তিনি কপিলদেবের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভগবন্নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভাবে শ্বপচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। কিন্তু কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বৈষ্ণব নাম যজ্ঞ হইতে বিরত হইয়া কখনও কর্ম্মমার্গীয় সোমযজ্ঞ করিতে ধাবিত হন না। কিন্তু তাঁহার তৎকার্য্যে অধিকার আছে অর্থাৎ তিনি লৌকিক বিচারেও সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণাপেক্ষাও ন্যূন নহেন। সুতরাং কোন মতেই দীক্ষিত বৈষ্ণবে শ্বপচবুদ্ধি বা কোন প্রকার জাতিবুদ্ধি করিতে হইবে,—এইরূপ কথা আচার্য্যগণ বা শাস্ত্র কোথায়ও বলেন নাই। 'বিপ্রসাম্য' কথাটীর দ্বারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিরাকৃত হইয়াছে।

তবে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের ন্যূনতা কি কোথায়? 'ব্রাহ্মণ' শব্দে **অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরত্বের আধিক্য** আছে, 'বৈষ্ণব' শব্দে **প্রয়োজনীয় ভক্তিমত্তার আধিক্য**থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরতার স্বল্পতা। **'বৃহদ্ব্রতী ও গৃহব্রতপুরুষ'ন্যায়** দ্বারা এই বিচারটী বুঝা যাইতে পারে। বৈষ্ণব শ্বপচকুলে উদ্ভূত হইলেও তিনি অব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহার ব্রাহ্মণতা নিত্যসিদ্ধ অথবা পূর্ব্ব সিদ্ধ। কারণ কপিলদেবোক্ত পরবর্ত্তি শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

৩।৩৩।৭

—অর্থাৎ নামকীর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণব্রুবেতরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণতা পূর্ব্বসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য অর্থাৎ যাহাতে শূদ্রাদি জাতির কোনও অধিকার নাই এরূপ কার্য্য, যথা—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থস্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং যে স্থানে শ্বপচকুলোদ্ভূত নামকীর্ত্তনকারি-বৈষ্ণবগণেরও পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রাহ্মণতা রহিয়াছে তাঁহাদিগকে এই জন্মে যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত ও নাম-কীর্ত্তনে উন্মুখ দেখিয়াও যাহারা তাঁহাদিগকে তত্তজ্জাতি সামান্যে দর্শন করিতে চা'ন, তাঁহারা ভাগবতবিরোধী, ভক্তবিদ্বেষিব্যক্তি ছাড়া আর কি? ঐ সকল ব্যক্তি গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের বিদ্বেষ করিয়া আসুরিক তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত নরকের পথে গমন করিতেছেন।

যদি ব্রাহ্মণব্রুবেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে তত্তজ্জাতিত্বে বা 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ন্যূনই জ্ঞান করা শাস্ত্রের অভিমত হইবে, তাহা হইলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আচরণ তাহা সমর্থন করেন না কেন? তাহা হইলে আচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শৌক্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু শৌক্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া কি মহা অপরাধের কার্য্য করিয়াছিলেন? আচার্য্যের এই আদর্শ দ্বারা 'বিপ্রসাম্য' কথাটার অর্থ ব্রাহ্মণব্রুবেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব বিপ্র হইতে ন্যূন এমন কি সমান হওয়া দূরে থাকুক বিপ্রগণের গুরুরূপে বৃত হইবার যোগ্য—ইহাই প্রমাণ করিতেছে। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে, 'ভক্তিরত্নাকর' লেখক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিলেন কেন?—

"শ্রীঠাকুর নরোত্তম পতিতপাবন।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ॥

গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবন্ত অতিশয়।
খণ্ডিয়া-'পাষণ্ডমত' ভক্তি প্রকাশয়॥"

—এই "পাষণ্ড মত" শব্দের দ্বারা কি মাৎসর্য্যপরায়ণ স্মার্ত্তকুলের শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরে 'জাতিবুদ্ধি' সূচিত হইতেছে না? শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐরূপ স্মার্ত্ত-গণের মতকে, তাই, "পাষণ্ডমত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অতি ধীর গভীর।

* * *

শ্রীল নরোত্তমচরণসরোরুহ-ভজনপরায়ণ ভুবন-উজোর॥

—ভঃ রঃ ১৫শ তরঙ্গ

বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ মাৎসর্য্য-পর-স্মার্ত্ত বা তাঁহাদের পদাবলেহী প্রাকৃত সহজিয়া কুলের অপরাধময় অক্ষজ বিচারের প্রতিকূলে রূপানুগাচার্য্যপ্রবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরে জাতিবুদ্ধি না করিয়া তাঁহার স্বরচিত শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকম্" নামক স্তবে কিরূপ নিষ্কপট শিষ্যোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সহজিয়ার কপট সম্মান প্রদান নহে—দৈন্যের আবরণে বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধি মাত্র নহে। আমরা পরবর্ত্তিপ্রবন্ধে আচার্য্যগণের আচরণ; শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণমূলে দেখাইব। তবে ইহা ঠিক যে "দেখিয়াও না দেখে যত উলূকের গণ"—পেচক সদৃশ মৎসর ব্যক্তিগণ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত-সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া চিরকালই নরকের অন্ধকারকেই বহুমানন করিবেন।

"স্তবক"

(১)

(ও হে) যশোদা-জীবন, শ্রীনন্দ-নন্দন
তোমার চরণমূলে,
সঁপি' ধন-জন, দেহ প্রাণ মন
যে জন সকল ভুলে ; —

(২)

জানে না যে আর, তোমা বিনা সার,
আপনার কেহ কভু ;
তোমাতেই রতি দৃঢ় যাঁ'র অতি,
তুমি গতি পতি প্রভু ; —

(৩)

মুক্ত পথ তাঁ'র, অবারিত দ্বার,
তোমার আনন্দ-ধামে ;
ত্রিলোকে অজিত সেই সুনিশ্চিত,
নহে ভীত কোন স্থানে !

(৪)

লভি পদাশ্রয় তোমারি, নির্ভয়,
দুরত্যয় বিঘ্নরাশি
দলিয়া চরণে সে-ই ত' ভুবনে
স্বভবনে পশে হাসি !

(৫)

কে শক্ত তাহাতে ? সাধি প্রাণপাতে
জগতে যোগাদি কত,
লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষ্যে আন মন
অনুক্ষণ তত্র হত !!

(৬)

তব নিজ জন বিনা, কে এমন
কি সাধন-বল ধরি,
অনুত্তম পদ পায় তব পদ
নিরাপদ সর্ব্বোপরি ?

(৭)

বৃথা-বৃথা সব ; বিনা অকৈতব
সেবা তব শ্রীচরণে,
নাহি হয় ক্ষয় পতনের ভয়,
কাল-জয় কোন ক্রমে !!

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর মানুষগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই "ঈশ্বর" বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত জগতের সর্ব্বত্র 'পুতুলপূজা' বা Idolatory চলিতেছে। নাস্তিক সম্প্রদায় বলেন, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহে, তাহা 'বস্তু' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না; 'ঈশ্বর' যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন, তখন ঈশ্বর নাই; সন্দেহবাদী (Sceptic) বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অর্থাৎ সকলেই চায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বস্তু, ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুস্বরূপ ঈশ্বরকে। এই সকল Agnostic, Athiest ও Sceptic এর ধারণা হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। নাস্তিকসম্প্রদায় মনে করেন,—ঈশ্বর বুঝি তাহার খানাবাড়ীর বেয়ারা! কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যে, ভোগময় জ্ঞানে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই। আমরা বর্ত্তমানে ভগবদ্বিরোধী মতকে- ভগবদ্বিরোধিনী কথাকে 'ভাগবতকথা' বলিয়া আলোচনা করি এবং উহাদের ব্যাখ্যাকেই বহুমানন করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

> "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
> দেব্যাবিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
> ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্ম্মধুপুষ্পিতায়াং
> বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

মানবজাতির উপর বিশ্বাসস্থাপন করিবার আবশ্যক নাই- জগতের দোকানদারদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোন আবশ্যক নাই। যে সকল ব্যক্তি মহাজন সাজিয়া, ভক্তসম্প্রদায়ের মুখোস্ পরিয়া কুপথে ও বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের কথায় ও বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই, যাহারা মনুষ্যকে হিংসা করিবার জন্য সমন্বয়বাদের নামে লোক-প্রতারণা ও নানাপ্রকার পাষণ্ডতা করিতেছেন, কিম্বা পৃথিবীর লোকেরা যাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলিতেছেন, তাঁহাদিগের কথায়ও বিশ্বাসস্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা কেহই মহাজন নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ উচ্চ আদর্শ উচ্চ কণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত "দোলো পুঁথি" নহেন, তাহা পরম নিরপেক্ষ গ্রন্থ। কোন ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর কখনও লিখিত হয় নাই। আমার যোগ্যতা নাই, তাই অন্যভাবে ভাগবত দর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া ভাগবতের 'নিরস্তকুহক' সত্যে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই ভাগবতসত্য-প্রচার করিয়া আমাদিগকে 'জুয়াচোরে'র হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বদা বস্তুকে বুঝিতে পারি কিন্তু যাহার fourth or fifth dimension (চতুর্থ অথবা পঞ্চম আয়তন বা পরিসর) আছে—সেরূপ বস্তুকে বুঝিতে পারি না। তুরীয় বস্তুকে আমরা ধারণা করিতে পারি না। Parabolic carve. (ক্ষেপণীক্ষেত্রাকার বক্র রেখা) two parallel straight lines (সমান্তরাল রেখাদ্বয়) কোথায় মিলিত হয়—তাহা জানি না। মানবজ্ঞানে করণাপাটবদোষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার দোষচতুষ্টয় দ্বারা সর্ব্বদা প্রতিহত হইবার যোগ্য। যাঁকে তাঁকে 'মহাজন', 'গুরু বা 'ওস্তাদ' বলিয়া জানাই চঞ্চলতা। সত্য বস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, আমরা তখনই তাঁহার কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্য-কশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোক ভূতপূজক, পুতুলপূজক, কাল্পনিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সেবক, তখনই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি যে, ঐ সকল ব্যক্তির কথা কিছুতেই শুনিব না।

পৃথিবী হইতে মুক্ত করা, স্বর্গ দান করার লোককে ভাগবতশাস্ত্র 'মহাজন' বলেন না। উঁহারা "হিংসাকারী জন"। বৈতানিক কর্ম্মনিপুণ অর্থাৎ কলাবটীকারী এক অন্ধ আর এক অন্ধকে অন্ধকার রাজ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে। যাহারা কর্ম্মালানে বদ্ধ করেন, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিলে কখনও সুবিধা হইবে না। মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলোভিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। আজকাল

কলিকাতার সহরে শুনিতে পাওয়া যায়, গুণ্ডারদল মেকী-সোণার তাল দেখাইয়া লোককে প্রলোভিত ও পরে তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে।

একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি "ছোট" জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সব লোক হরিভজন করিতেছেন—

"সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ)

এই প্রতীতিটী না হইবে সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণকারী। কৃষ্ণসং-কীর্ত্তনেই একমাত্র চরম শ্রেয়ো লাভ হয়। উহা পরম-স্নিগ্ধ। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূজীবনস্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"**শ্রীহরিনাম**।" পণ্ডিত না হইলে হরিনাম হয় না। যাঁহারা জগতে বড় হইতে অভিলাষী, স্বর্গপ্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা পণ্ডিত নহেন।

আমাদের দেশের এমন ধারণা যে, যাঁহারা লেখাপড়া কিঞ্চিৎ কম শিখিয়াছেন, স্ত্রীলোক, ছোট জাতি, চোকে-জলওয়ালা প্রাকৃতসহজিয়া, মংলবী লোক, retired man (অবসর প্রাপ্ত লোক) তাঁহাদের জন্যই হরিকীর্ত্তন। অথবা যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, উদরভরণের জন্য, সুর তাল মান লয় কবিত্ব দেখাইবার জন্য দশায় পড়ে, emotion (ভাবপ্রবণতা) দেখায়—তাঁহারাই কীর্ত্তনীয়া এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত বিষয়ই—কীর্ত্তন। ঐ সকল কখনও 'হরিকীর্ত্তন' নহে। উহা ব্যবসায়—মায়ার কীর্ত্তন। যাঁহারা জহরৎ চিনেন না, তাঁহাদিগকে যেমন প্রতারণাপর, ব্যবসায়িগণ কাচ দিয়ে ঠকাইয়া যান, তদ্রূপ সাধারণ লোককেও ব্যবসায়িগণ সুর, মান, লয়, তাল দেখাইয়া 'হরিনাম' বলিয়া প্রতারণা করে।

হরিনামে সর্ব্বাত্মস্নপনতা লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়—কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কি না, তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা'হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় "হরিনাম" নহে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

হরিদাস

(নাটক)

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[স্থান—বেনাপোল, রামচন্দ্র খাঁর সভাগৃহ। রামচন্দ্র খাঁ তাঁহার পারিষদবর্গ এবং বহু সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ সভায় উপবিষ্ট।]

জনৈক সভাসদ্। মহারাজ, আপনার ন্যায় সদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ দেশপতি থাকতে এই বেনাপোলে একরূপ ধর্ম্ম ব্যভিচার হ'চ্ছে! অহিন্দু নীচজাতি ধর্ম্মের ভাণ ক'রে, বিড়াল তপস্বী সেজে, কিনা আজ সনাতনধর্ম্মী হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে! (অন্যান্য সভাসদ্ ও পারিষদ্ বর্গের এই কথায় অনুমোদনসূচক মস্তক আলোড়ন, গুম্ফমর্দ্দন ও কাহারও কাহারও উপবীত মার্জ্জন)।

রামচন্দ্র খাঁন। আজ কয়েক দিন থেকেই আমাকে অনেকে এ সংবাদ দিচ্ছে। আজ সকালে পাইক পাঠিয়ে-ছিলাম, তা'রা এসে আমাকে যে সংবাদ দিলে তা' শুনে আমি অবাক হ'য়ে পড়েছি। দেখ্‌ছি দু'দিন পরে ঐ যবনের জন্য আমাকে বেনাপোলের রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হ'বে। শুনেছি কত লোকে তা'কে সম্মান কচ্ছে, পায়ের ধূলো পর্য্যন্ত নিচ্ছে! যবনের ছেলে যবন হ'য়ে বেটার এতদূর আস্পর্দ্ধা! আবার শুনেছি, যবন হ'য়ে সংস্কৃত নামও উচ্চারণ করে!

জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মহারাজ! শুধু তাই নয় শূদ্রের পর্য্যন্ত যে বেদে অধিকার নাই—ম্লেচ্ছ হ'য়ে ঐ বিড়াল তপস্বী, সেই বেদের মন্ত্রও উচ্চারণ কচ্ছে! কলির কি প্রভাব!

দ্বিতীয় সভাসদ। মহারাজ! ভণ্ডের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা দেখুন, সকলে মন্ত্র মনে মনে জপ ক'রে থাকে—ওই বেটা আবার জোরে চেঁচিয়ে লোককে শুনাচ্ছে, বাহাদুরী জানাচ্ছে—'আমি অহিন্দু হয়ে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ কর্ত্তে পারি! হিন্দু ব্রাহ্মণের সামনে বেদের অবমাননা কর্ত্তে পারি!

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ! বেদের অসম্মান! শাস্ত্র বলেছেন শূদ্র যদি বেদ বা শুনে উচ্চারণ করে তবে তা'র কাণে সীসে গালিয়ে ঢেলে দেবে, মুখ সেলাই ক'রে দেবে'। আর আপনার ন্যায় বেদনিষ্ঠ ধার্ম্মিক নরপতি থাকতে আমাদের এ সব দেখ্‌তে হ'ল।

তৃতীয় সভাসদ। ভণ্ড ব্যাটার আস্পর্দ্ধা আরও শুনেছেন? ব্যাটা ত' পরিশ্রম করবার ভয়ে ভণ্ড তপস্বী সেজেছেন। আবার উ'র হিন্দুব্রাহ্মণের ঘরে না হ'লে খাওয়াটা হ'বে না!

চতুর্থ সভাসদ। আর তুমি কি জান! ওর জ্ঞাতি ভায়েরা বেটাকে গণ্ডমূর্খ, অসচ্চরিত্র জেনে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুনেছি ওর বাড়ী নূতন গাঁয়ে। ব্যাটা এখন বেগতিক দেখে বোকালোকে ধার্ম্মিকের ভাণ করে ভাল মাল খেতে পারবে ব'লে তপস্বী সেজেছে! ও বেটা ভয়ে জ্ঞাতি ভাইদের ঘরে ভিক্ষে কর্ত্তে যায় না! পাছে অর্দ্ধচন্দ্র খেতে হয়!

পঞ্চম। হাঁগো হাঁ! আমি সব জানি! ওর জ্ঞাতি ভাইরা ওকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। শুনেছি ওঁর নাকি মা বাপ নাই। দেশে কেউ ওকে স্থান দেয় না বলে মহারাজের আশ্রয়ে চলে এসেছে।

রামচন্দ্র খান। আজই ব্যাটার আস্পর্দ্ধা ভাঙ্গছি! আমার রাজত্বে এসে আমার অবমাননা, বেদ ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা!!

জনৈক পণ্ডিত। মহারাজ! গ্রামের চতুর্দ্দিকে যেখানে যাই, ছোট লোকগুলির মুখে কেবল ওই ব্যাটারই প্রশংসা। আপনার রাজত্বে বাস করছে লোকগুলো যেন তা' সব ভুলে গিয়েছে! আপনার গুণ গানার কীর্ত্তন নাই কেবল ভণ্ড তপস্বীর কথা! ব্যাটা হিন্দুর সাজ সেজে অবৈদিক মত প্রচার কচ্ছে! মহারাজ! এর প্রতিকার আবশ্যক।

ষষ্ঠ সভাসদ্। মহারাজ ব্যাটাকে নিশ্চয়ই জব্দ কর্ত্তে হ'বে। ব্যাটার সুন্দর যৌবন। ওর কাছে একটী সুন্দরী যুবতী বেশ্যা পাঠিয়ে ওঁর ভণ্ডামি লোকের কাছে হাতে কলমে ধরিয়ে দিতে হ'বে—হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হ'বে।

রামচন্দ্র খান। এ উত্তম পরামর্শ! ভণ্ডকে আর কিছুতেই জব্দ করা যাবে না।

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপস্বী কামিনী-কটাক্ষে মুগ্ধ হয়, সৌভরী ঋষি কামিনীসঙ্গসুখের জন্য কঠোর সাধনা ত্যাগ করে! আর এ ব্যাটা ত' ভণ্ডতপস্বী। যুবতী বারাঙ্গনার কটাক্ষবাণ দ্বারা সহজেই জর্জ্জরিত হয়ে পড়বে।

সপ্তম সভাসদ্। মহারাজ! কামিনীকটাক্ষে দিগ্বিজয়ী বীর পর্য্যন্ত পদানত হয়, হাতীর মত অত বড় জানোয়ার সেও পর্য্যন্ত পোষ মানে! আর এ ব্যাটা ত' ছার! ওর এখন যৌবনের জোয়ার!

(নেপথ্যে—উচ্চৈঃস্বরে)

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(গান)

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি।
বৈষ্ণবচরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি॥
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণ নামে প্রীত জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমানহীন ভজনে প্রবীণ
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
বৈষ্ণব সেবক না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি॥

রামচন্দ্র খাঁ। শুনছেন সভাসদ্‌গণ, আমার প্রাসাদের সম্মুখে আবার একটা ভণ্ড "বৈষ্টম" কি এক প্রলাপ ব'কে যাচ্ছে। এ' বোধ হয় ঐ বিড়ালতপস্বী যবন বেটারই কোন চর হ'বে। চলুন, আজ আমরা সভাভঙ্গ ক'রে ঐ যবন বেটার আস্পর্দ্ধা ভাঙ্গবার একটা উপায় স্থির করি। এ বেটাকে জব্দ না কর্ত্তে পার্‌লে আমার নাম 'রামচন্দ্র খাঁ" নয়

(সভাসদ্‌গণের সমবেতস্বরে জয়ধ্বনি ও সভাভঙ্গ)

জয় প্রবলপ্রতাপান্বিত খাঁ মহারাজ-কি জয়! (তিনবার)

(নেপথ্যে) মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥

শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

বিবর্ত্ত-নিরাস

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"—শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম, কাচে হীরকভ্রম প্রভৃতি বিবর্ত্তের উদাহরণ। সাধারণ সরলমতি লোকের প্রতি পদে পদে এইরূপ ভুল হইয়া থাকে। তাই আজকাল অনেকে বিদ্ধা ভক্তি, মিছা ভক্তি, ছলভক্তি, কপট-ভক্তি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণকে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। ভ্রম-প্রমাদাবপ্রলিপ্সাকরণাপাটব-দোষযুক্ত মানবের এইরূপ ভ্রম নিয়তই সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক।

শুনা গেল, কলিকাতার সহরে বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদের স্থানের একটী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য একটী নূতন "ক্লাব হাউস্" বা "মিলন স্থান" খোলা হইয়াছে। যেমন আজকাল নাট্য-বিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতি চর্চ্চার স্থান হইতেছে, তদ্রূপ উহারই ন্যায় আর একটা স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সর্ব্বদা মানুষের একঘেয়ে ভাব ভাল লাগে না। তাই মানুষ চায় সময় সময় ঐ একঘেয়ে ভাবের ভিতরে একটু চাটনী—একটু রকমারী। সেই রকমারী অনেক প্রকারের—কখনও সাহিত্যালোচনা, কখনও সঙ্গীতালোচনা, কখনও নানাপ্রকার "সঙ্গৎ"। ইহাদের উদ্দেশ্যে আর কিছুই নহে—কেবল ইন্দ্রিয়তোষণ। এই সকল সঙ্গতের মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ নাই, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছাই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলেন—

"আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্ব্বাত্মনা আশ্রিতপদঃ"—অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে শরণাগত ও "নির্ব্যলীক"—অর্থাৎ নিষ্কপট না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ অপরকে উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। প্রহ্লাদ মহারাজের "মতির্নকৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত চর্ব্বণানাম্" (৭।৫।৩০) শ্লোকেও প্রমাণ করেন যে গৃহব্রত-গণের, গোদাসগণের সহস্র সহস্র মিলনভবন স্থাপিত হইলেও উহা দ্বারা তাঁহাদের কৃষ্ণে ভক্তি লাভ হইতে পারে না। যাহারা নিষ্কিঞ্চন নহেন, যাহাদের গৃহব্রত ধর্ম্মযাজন, তজ্জন্য শাস্ত্রবিগর্হিত অপরাধময় ভাগবতব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায়, বহির্মুখসামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতি অপেক্ষাযুক্ত মনোধর্ম্মে আসক্তি রহিয়াছে, সেই সকল বিষয়ীর মিলনগৃহ, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মন্দির বা "ক্লাব্ হাউস্" ছাড়া আর কি?

শুনা গেল, কয়েকজন কোমলমতি ব্যক্তি মরীচিকা-ভ্রান্তের ন্যায় ঐ ক্লাব্‌হাউসের বিজ্ঞাপন দেখিয়া এবং সেই স্থানে কীর্ত্তনবক্তৃতা (?) প্রভৃতি হইবে জানিতে পারিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভ্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছেন। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, অতিবাড়ি, চূড়াধারী, নব্য-গোস্বামী-মত বা জাতিগোস্বামি মত প্রচারকারী এবং ঐ জাতিগোস্বামির মতকেই ষড়্‌গোস্বামীর মত বলিয়া লোকবঞ্চনাকারী, কৃষ্ণাভক্ত, গৌরমন্ত্র ও গৌরনাম বিরোধী, নব্য ছড়া রচনাকারী, বিগ্রহব্যবসায়ী, ভাগবতব্যবসায়ী, নীচজাতির সাহচর্য্যজনিত বর্ণব্রাহ্মণতাকেই বৈদিক ব্রাহ্মণতা বলিয়া প্রচারকারী, স্মার্ত্ত, সাত্বতপঞ্চরাত্রবিরোধী, মায়াবাদী, স্ত্রীসঙ্গী, প্রভৃতি ব্যক্তির মিলনগৃহ কখনই নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণার্থে

অখিলচেষ্ট, অনুক্ষণহরিসেবারত সর্ব্বস্বত্যাগী, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে আত্মবিক্রীত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সংযত গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডিগণের নির্গুণ বাসস্থলীর সহিত এক হইতে পারে না। এই নির্গুণবাসস্থলী সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে মুখরিত। এই স্থানের সেবকগণ নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের চরণ রজে অভিষিক্ত। সুতরাং অনুক্ষণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের কায়মনোবাক্য হরি-সেবাকল্পেই ধারণ করিতেছেন। অতএব এইরূপ নির্গুণবাসস্থলী বা শ্রীমঠের সহিত যেন "পাচমিশালে" ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদনের স্থান বা ক্লাবহাউসের সমান জ্ঞান না হয়। নিরপেক্ষতাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশেষত্ব—শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকের ধর্ম্ম, সর্ব্বতোভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎ-সঙ্গে কৃষ্ণসেবাগণই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মন্ত্র। সুতরাং সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! ফের কহি কর অবধান!!! মরীচিকায় যেন জল ভ্রম না হয়, শুক্তিতে যেন রজতভ্রম না হয়, কাচে যেন হীরক ভ্রম না হয়, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে যেন আত্মধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম না হয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত ব্যক্তিগণের ক্লাবহাউসে যেন "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" ভ্রম না হয়।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

তত্ত্ববিজ্ঞান

মুক্ত জীব বিচার

কৃষ্ণ—চিদানন্দ ভানু, জীবশক্তি—পরমাণু,
শুদ্ধ চিৎ কিরণের কণ।
অবিচিন্ত্য কৃষ্ণশক্তি, তটস্থধর্ম্মের বৃত্তি
জীবশক্তি অনন্ত গণন ॥ ১ ॥

ভজকৃষ্ণ সর্ব্বথা পরেশ।
অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গকণ তৈছে সর্ব্ব জীবগণ
কৃষ্ণ হৈতে জনমে অশেষ ॥ ২ ॥

চেতন জন্মরহিত জ্ঞান, গুণ অপ্রাকৃত-
নির্ব্বিকার নিত্য জ্ঞানাশ্রয়।
স্বরূপতঃ একরূপ স্বরূপের অনুরূপ-
ব্যাপিশীল চিদানন্দময় ॥ ৩ ॥

অসম্পূর্ণ অব্যয় ক্ষেত্রীবিভিন্নাংশ হয়
অদাহ্য অচ্ছেদ্য-সনাতন।
স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত এই সর্ব্ব গুণযুক্ত
নিত্যকৃষ্ণদাস জীবগণ ॥ ৪ ॥

বাসুদেব ভগবান্ আত্মব্যূহ নারায়ণ
তাঁহার বিলাস সঙ্কর্ষণ।
সমষ্ট্যাখ্য জীবশক্তি কারণ স্বরূপখ্যাতি
তেঁহ জীব-নিয়ন্তা-জীবন ॥ ৫ ॥

কারণ স্বরূপা শক্তি স্বভাব তটস্থে স্থিতি
ব্যষ্টিরূপে পায় পরিণাম।
ভেদাভেদ প্রকাশ জড় চিৎমধ্যে বাস
স্থিতি যোগ্য চিদ্‌চিৎ ধাম ॥ ৬ ॥

কেশাগ্রের শতভাগ তার যেই অগ্রভাগ
জীব তার শতাংশের অংশ।
বিভিন্নাংশ জীবগণ কৃষ্ণশক্তিতে গণন
ভেদের বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নাংশ ॥ ৭ ॥

স্বরূপ বৈভবাভিন্ন মায়াশক্তি হৈতে ভিন্ন
যুগপৎ ভেদাভেদ প্রকাশ।
পরাশক্তিবিনির্ম্মিত নহে ঈশকোটীগত
মায়াকোটী মধ্যে নহে বাস ॥ ৮ ॥

জল-ভূমি মধ্যে স্থান সূক্ষ্মভাগ 'তট' নাম
কভু জল কভু ভূমি হয়।
তৈছে কভু মায়াবশ্য কভু করে কৃষ্ণদাস্য
তটস্থ স্বভাব তারে কয় ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ পূর্ণ স্বেচ্ছাময় জীবে অণু স্বেচ্ছা রয়
কৃষ্ণ কৈল স্বাধীনতা দান।
স্বতন্ত্র স্বেচ্ছায় ভিন্ন চিদ্ধর্ম্মেতে অভিন্ন
কৃষ্ণ অনুরূপ পরিমাণ ॥ ১০ ॥

চিৎ সূর্য্য কৃষ্ণ যেন জীবকিরণের কণ
কৃষ্ণগুণ জীবেতে লক্ষিত।
কৃষ্ণানন্ত গুণসিন্ধু জীবে গুণ বিন্দু বিন্দু
সৎচিৎ আনন্দানুগত ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণশক্তে জীবসত্তা চিদংশতে জ্ঞানসত্তা
হ্লাদিনীতে রস অনুভবে।
অতএব সারমর্ম কৃষ্ণসেবা জৈবধর্ম
নিত্য প্রেম অনুরাগ জীবে ॥ ১২ ॥
অগণন জীবগণ দুইবর্গে নিরূপণ
সনাতনতটস্থ স্বভাবে।
একবর্গ কৃষ্ণোন্মুখ অন্যবর্গ বহির্ম্মুখ
ভগবজ্জ্ঞানভাবাভাবে ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণোন্মুখে নিত্যমুক্ত বহির্ম্মুখে বদ্ধ উক্ত
নিত্যকাল দুইবর্গে স্থিত।
নিত্য মুক্ত কৃষ্ণোন্মুখ নিত্য ভুঞ্জে সেবাসুখ
পরাশক্তি বিলাসানুগত ॥ ১৪ ॥

প্রেরিত পত্র *

মাননীয়,

গৌড়ীয়সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু—

আপনাদের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয় পত্রের স্তম্ভ 'ক্ষীণপুণ্য' প্রাকৃত সাহজিকগণের তাণ্ডবনৃত্য ও কীর্ত্তনের অভিনয় চিত্রদ্বারা পূর্ণ করিব'—এরূপ আশা আমি কোন দিনই করি নাই; কিন্তু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজি-কুকুরস্বত্বে চীৎকার করিয়া গৃহস্থকে জাগাইয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি আজ আপনাদের শ্রীপত্রে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি বৈষ্ণব সমাজ আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ের সর্ব্বপ্রথমপৃষ্ঠায় আপনারা যে চৈতন্যচরিতামৃত সাগর হইতে অমূল্য রত্ন চয়ন করিয়াছেন, সেই অমূল্য রত্নের একটী প্রভামাত্রও দেখিতে পাইলাম—"বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু" (চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)। সংসারের যাবতীয় জীব বৈষ্ণবদাসের মিত্র হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী শত্রুপদবাচ্য। যে সকল ভাগ্যহীন জীব ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম) ভক্তগণকে দ্বেষ করেন, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের প্রতি নিম্নলিখিত আচরণের আদর করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।" অতএব শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ এই বৈষ্ণববিদ্বেষী কুকুরের চীৎকারকে অন্যপ্রকার না ভাবিয়া আমার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস—

শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

---

* মহতের উল্লঙ্ঘন দ্বারা জীবের কখনও সুবিধা হইতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতে সাম্যবুদ্ধি বা তাঁহাদের অপেক্ষাও নিজকে বড় মনে করিয়া অনেকে অনেক প্রকার চাপল্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, ঐ সকল চাপল্যে প্রশ্রয় দেওয়া বৈষ্ণব-গুরুদাসগণের কর্ত্তব্য না হইলেও নিষ্কিঞ্চন মহা-ভাগবতগণ বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি কাহারও প্রতি তাঁহার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতে চান, তবে তাঁহার সেই সুখে বাধা দেওয়ার আবশ্যক কি?'

"বুঁদ আঘাত সহে গিরি জ্যায়সে।
খল্‌কে বচন সন্ত সহে ত্যায়সে ॥"

—পর্ব্বত যেরূপ প্রবলবেগবতী নদীস্রোতের আঘাত, নিরুদ্বেগে সহ্য করে, কখনই উহার অঙ্গবিকৃতি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ খলেরা যতই কেন মহৎকে বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করুক, সাধুগণ তাহাতে অভিভূত হইয়া সেই সকলে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহা দ্বারা পর্ব্বতের যেমন সামর্থ্যাভাব প্রমাণিত হয় না, তদ্রূপ সাধুগণ সামান্য একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদের একটু দৃক্‌পাতে কোটী কোটী অসংযত ব্যক্তির কুনাট্য বিধ্বংসিত হইতে পারে কিন্তু সাধুগণ এতই উদার যে, তাঁহারা জগতের সুখী ব্যক্তির ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না।

ভার্গবীয় মনু বলেন—

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি ॥

ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যে হেতু অপমান সহ্য করিতে শিখিলে ক্ষোভের

অভ্যুদয়ে সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ করা যায়। পাপ বশতঃ অপমানকারীর ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই বিনষ্ট হয়। গৌঃ সঃ

একটী পল্লীগ্রামে এক ছুঁচোর একটী চামচিকে চেলা ছিল। চেলাটী মনে কর্ত্তেন, গুরুর গুণ গুরুগিরি তিনি সব আয়ত্ত করতে পেরেছেন! গুণটী আর কিছুই নয়—গায়ের গন্ধ! ঐ চামচিকে তাঁর ঐ দুর্গন্ধময় চামের বড়াই "চিঁ চিঁ" রবে চীৎকার ক'রে ডঙ্কা পিটিয়ে জানা'বার জন্য বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি যে একটী পল্লীগ্রামে ব'সে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'র্‌তেন, সেখানে তাঁরই 'সমশীল' আরও কয়েকটী জীবের মুখে শুনতে পেলেন যে কস্তুরীমৃগের সুগন্ধে জগতের সমস্ত সুগন্ধজ্ঞ সজ্জনব্যক্তি আমোদিত হ'য়ে এবং কস্তুরীর উপকারিতা ও দুর্ল্লভত্ব উপলব্ধি ক'রে তা'র গুণকীর্ত্তন ক'র্‌ছেন। এই কথা শুনে সমগ্র ছুঁচো ও চামচিকের দলের গাত্রদাহ উপস্থিত হ'লো। মৎসরতার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে তাঁ'রা ঐ পল্লীগ্রামের চামচিকের নিকট গিয়ে পরামর্শ কল্লেন। চামচিকে তখন পল্লীগ্রামে ব'সে, কখনও বা সহরে এসে অন্ধকারে দু' চারটা গৃহস্থের বাড়ী, ছাড়া ঠাকুরবাড়ী, ভূতের বাড়ী গিয়ে চীৎকার কর্ত্তে লাগলেন। সজ্জন ব্যক্তিগণ কিন্তু ঐ চামের দুর্গন্ধ ও ঐ রকম চীৎকার শুনে ওকে আমলই দিলেন না। সজ্জন ব্যক্তিগণকে কেন কোন শুভানুধ্যায়ি ব্যক্তি বল্লেন—"ঐ চামচিকের দুর্গন্ধ বিদূরিত করুন্" সজ্জন ব্যক্তিগণ "ছুঁচো বা ছুঁচোর চেলা মেরে হাত দুর্গন্ধ" করবার কোনও দিন পক্ষপাতী নন্।" তাই তাঁরা ঐরূপ কার্য্য হ'তে বিরত থেকে কস্তুরীর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত কর্ত্তে থাকলেন ছুঁচো ও চামচিকের গায়ের দুর্গন্ধে ও ছুঁচোর কীর্ত্তনে লোকের স্বাস্থ্য ও মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিল, কস্তুরীর ঘ্রাণ পেয়ে সকলেই উল্লসিত ও স্বাস্থ্যবান হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিষ্কিঞ্চন গৌরজনগণ কস্তুরী মৃগ-সদৃশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ব্রজলীলায় কস্তুরী মঞ্জরী। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতকস্তুরীগন্ধে স্বয়ং আমোদিত হইয়া জগজ্জনকে আমোদিত করিয়াছেন—তাঁহার ঐকান্তিক আশ্রিতবর্গও কস্তুরীগন্ধে আমোদিত হইয়া জগৎ আমোদিত করিতেছেন। ভক্তিবিদ্বেষ ভাললোকে পছন্দ করেন না সুতরাং কৈফিয়তের লেখক উপরি লিখিত বিচার শ্রবণ করিয়া অসৎসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক বৈষ্ণবের প্রতি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের—

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

এই বিচার গ্রহণ করিতে পারিবেন আশা করি।

অক্ষজবিচারে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াও কাহারও দোষী সাব্যস্ত হইবার পর তাহার ফলে উত্তরোত্তর হিংসা ও মৎসরতা প্রণোদিত হইয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী হওয়া সঙ্গত নহে। সাধুগণ অসতের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করেন। ব্যাসঙ্গ সংরক্ষণ কলির বিধান মাত্র। সদ্বৈষ্ণবের বংশে উহা শোভা পায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১৭।৩৮—৪১) দ্যূত, পান, স্ত্রী, পশুবধ, কনক—এই কলির স্থানপঞ্চকের উল্লেখ এবং পূর্ব্বাচার্য্য-গণের আচরণ দেখাইয়া কোন ব্যক্তি বিশেষকে বলায় কলিস্থানপঞ্চক পরিত্যাগই সঙ্গত। যাঁহারা তামাক খাওয়াকে ভক্ত্যঙ্গ মনে করিয়া গৌরব করেন—ঐরূপ তামাক সেবন কলিজনোচিত হইলেও বৈষ্ণবোচিত নহে ইহাই শুদ্ধ ভক্তগণের বিচার। ইহাতেই নাকি শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের ক্রোধের সূত্রপাত!

যাহা হউক, গৌরাঙ্গবিরোধী, গৌরমন্ত্রবিরোধী, গৌর-সুন্দরের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিতে প্রয়াসী (!) মেয়েলী গ্রাম্য কথা ও মেয়েলী ধর্ম্মকথা আলোচনাকারীর আশ্রয় লওয়া বৈষ্ণব বংশধরের শোভনীয় নহে। "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা"—এই ন্যায়াবলম্বনে নিজে সহস্র ভ্রমে পতিত হইয়া এবং ঐ সকল ভ্রমের কোনও কৈফিয়ৎ না দিতে পারিয়া কপট দৈন্যের আবরণে "মাৎসর্য্য"কে কৈফিয়ৎ বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া নিম্নলিখিত কপটতা গুলি প্রকাশিত হওয়ায় আমি ঐ গুলির আদর করিতে পারিলাম না।

(১) গৌরজনকে শত্রু ও গৌরমন্ত্র ও গৌরজন বিদ্বেষীকে মিত্রজ্ঞান।

(২) অসহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচারের অভাব, (৩) মৎসরতা, (৪) দৈন্যের আবরণে অসরলতা, (৫) অপ্রাসঙ্গিকতা, (৬) বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস, (৭) প্রাকৃত সহজিয়াগণের পক্ষসমর্থন জন্য উহাদের মুখপাত্রত্ব ও প্রতিনিধিত্ব, (৮) সহজিয়া, কৃষ্ণাভক্ত স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি কনককামিনী

প্রতিষ্ঠাশায় বৈষ্ণবব্রুবগণকে সাধু বলিয়া বরণ, (৯) তৎফলে নামাচার্য্য ও নামগুরুর প্রতি অপভাষা প্রয়োগ, (১০) বাক্‌লাম্পট্য বা প্রজল্পতা, (১১) মহামন্ত্রে অশ্রদ্ধা, (১২) বৈষ্ণবাপরাধ, (১৩) প্রকারান্তরে ব্যৎপরস্ত হইবার আগ্রহ এবং ভক্ত ভগবানের চিদানন্দ মূর্ত্তিতে প্রাকৃত বুদ্ধি, (১৪) গৌরজনে প্রাকৃত বুদ্ধিনিবন্ধন বৈষ্ণবনির্দ্দিষ্ট অপ্রাকৃত গৌরধামে অবিশ্বাস, (১৫) প্রাকৃত সাহজিকগণের কল্পিত স্থানে ইজ্যা বুদ্ধি-নিবন্ধন ভাগবতীয় রচনানুসারে স্বীয় অজ্ঞতা প্রতিপাদন, (১৬) ত্রিধাতুক কুণপে অর্থাৎ বাত পিত্ত কফাত্মক চামড়ার থলিতে আত্মবুদ্ধি, (১৭) সাধুবিমুখ স্ত্রী ও স্ত্রৈণ ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় বুদ্ধি, (১৮) বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, (১৯) জীবহিংসন প্রবৃত্তি, (২০) কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, (২১) বৈষ্ণব গুরু সহ নিজ সাম্যবুদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণবাপরাধোত্থ অনর্থ।

সঙ্গী দ্বারাই মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র প্রতিফলিত হয়। সেজন্য অসৎ সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে জীবন যাপন করাই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণবিস্মৃত জনের কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবেই নিন্দাপ্রভৃতি। গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরজনবিরোধী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তদাসগণ হরিবিমুখতা প্রদর্শন করিবার জন্য যতই তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করুন্ না কেন, ঐ সকল স্বজন হিংসক এবং তাঁহাদের সঙ্গীগণ শাস্ত্রবচনানুসারে অসম্ভাষ্য। একথা কৈফিয়ৎ লেখকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

অসহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচারাভাব ক্রোধের একটী সহজ স্বভাব। ভ্রান্ত নির্ব্বোধকে ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি প্রতি পদে পদে অপদস্থ হইয়া অসহিষ্ণুতা ও মৎসরতাকেই অবৈধরূপে প্রতিশোধ লইবার একমাত্র অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। চিকিৎসককে 'দুর্বৃত্ত' বলা, উপকারকে 'অপকারক' মনে হওয়া—আমাদের দুষ্কৃতিবশেই উৎপন্ন হয়। অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণকারীকে গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিলে ঐ অভাবময় জীব সাধুব্যক্তিকে হরিবিমুখ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক বৃথা আত্মরক্ষা করিতে চায়। প্রদর্শিত ভ্রমগুলির কৈফিয়ৎ দিতে না পারিয়া অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা, শিষ্টাচারের অভাব—অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত ব্যাপার ছাড়া আর কি? প্রকৃতিস্থ হইলে এই সকল কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

মৎসরতা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী ঘাড়ে চাপিলে পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন না। সুতরাং তখন আর গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না—অজ্ঞানতমে আচ্ছন্ন হইয়া কাহারও নামাচার্য্য ও নাম গুরুর প্রতি অপভাষা ও নানা প্রকার অশিষ্টাচার প্রদর্শন করা উচিত নহে।

দৈন্যের আবরণে কপটতা প্রাকৃত সাহজিকগণের একটী সহজ ধর্ম্ম। ঐ কপটতা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদনকারি, শাস্ত্রোক্তিরূপ শস্ত্রের একটু আঘাতেই নিজ স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দেয়। কৈফিয়তে কপট দৈন্যের আবরণে বৈষ্ণববিদ্বেষ ও মৎসরতার তাণ্ডব নৃত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—একথা বোধ হয় লেখকের বুঝিতে বাকী নাই।

নিজের ভ্রমের কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলেই অপ্রাসঙ্গিকতা উদিত হয়। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস অর্ব্বাচীনের স্বভাব সুলভ ধর্ম্ম। পণ্ডিতব্যক্তি দৈন্যবশতঃ যে সকল কথা বলেন, মূর্খ লোকেরা উহা বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডিতগণকে অযোগ্য মনে করিয়া নিজদিগকেই যোগ্য মনে করেন। বায়সশাবক যখন পুরীষ ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করে, তখন সে চীৎকার করিয়া সকলকে জানায় ও আম্রমুকুল সেবি-কোকিলের কাকলীর সহিত ও স্পর্দ্ধা [illegible]। যাঁহারা প্রতিষ্ঠাশাপর হইয়া দশ পাঁচ জনের নিকট আনা গোনা করিয়া নানা লোকের পুস্তক হইতে নকল করিয়া সহস্র সহস্র ভ্রমপ্রমাদযুক্ত দুই চার পাতার নূতন লেখক হইয়াই পণ্ডিতগণের প্রতি মৎসরতা ও বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় অজ্ঞতা ও নৈপুণ্যাভাব প্রমাণিত করেন, বৈ-দিগ্‌দর্শনীর লেখক এই শ্রেণীর জনগণের পরামর্শ না লইলেই ভাল হয়।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ অনভিজ্ঞকে তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে (spokesman) নির্ব্বাচন করেন। যে ব্যক্তি কয়েকটী পয়ারী পুঁথির দুই চারিটী পদ বদহজম করিয়া দুর্গন্ধময় উদ্গার দ্বারা সজ্জনের হিংসা কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহাকে Spokesman করিয়া প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় Mr. Kennedy' বাক্যের সার্থকতাসম্পাদন করেন। কিন্তু উহা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আদর করেন না।

বৈষ্ণবসদাচারবিমুখ কৃষ্ণাভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিব্যক্তিগণ কপটতাকে বৈষ্ণবাচার বলিয়া জানিয়া রাখিলেও এবং স্ত্রৈণ গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিক সম্প্রদায়ে উহা বহুমানিত হইলেও পারমার্থিকগণ উহা আদর করেন না বা ঐ সকল

ব্যক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন না। কাজে কাজেই জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হওয়াতে ঐ সকল ব্যক্তি পারমার্থিকগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া সহজিয়াগণের সঙ্গ আশ্রয়িতব্য জানিয়া তাদৃশ অকল্যাণ বরণ করেন। গৃহব্রত ধর্ম্ম ছাড়িয়া বৈধ গৃহস্থ হইলে পারমার্থিকগণের সহিত মিশা যায়। নতুবা কুকর্ম্মচরণে বৈষ্ণববিদ্বেষে পর্য্যবসিত হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচতোপী নিবাসী পরম-ভাগবত নিত্যধামগত শ্রীবনোয়ারী লাল সিংহ মহোদয় একজন ভাগবতাগ্রগণ্য ছিলেন। এই মহাপুরুষ আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ। ইঁহার গৌর কৃষ্ণে প্রীতি, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ অতুলনীয় ছিল। এই মহাত্মা কখনও স্নান পঞ্চক মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন না এবং প্রাকৃত সাহজিক বিচারকে ভক্তি বলিতেন না। ইঁহার অধীনকর কেহ কেহ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলেও বা অত্যাজ্ঞিক মতে অবস্থিত হইলেও তিনি ঐরূপ চেষ্টাকে অন্তরের সহিত গর্হণ করিতেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃত কথা জানিতে দিতেন না। বৈষ্ণবের এই ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞাভিমানীও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সঙ্গ করিয়া লাভমাত্র অপরাধ অর্জ্জন করেন। সাধুগণ অক্ষজ বিচার পরিহার করিয়া অধোক্ষজ দ্বারা বৈষ্ণবানুসরণ করিয়া থাকেন।

আধুনিক প্রাকৃত সহজিয়াগণ ও পল্লীগ্রামের চরিত্র-ভ্রষ্ট দাম্ভিক ব্যক্তিগণ ঐ প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ মহাপুরুষের চরণ রজো গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করুন। বৈষ্ণবাপরাধ বিদূরিত না হইলে ঐরূপ ভাগবতোত্তম মহাত্মার কৃপা লাভ করা যায় না।

প্রাকৃত সহজিয়াগণকে কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা হইতে নিবৃত্ত করায়, ধর্ম্মব্যবসায়িগণকে উঁহাদের ব্যবসায়ে এবং পল্লীগ্রামের কোন কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে উপদেশাদি-দ্বারা পরস্ত্রীহরণে বাধা প্রদান করার জন্য ঐ সকল নানা ব্যক্তি সর্ব্বস্বত্যাগী গৌরকৃষ্ণগতপ্রাণ বৈষ্ণবগণকে যে "দুর্বৃত্ত" বা বৈষ্ণব সাময়িক পত্রকে "চাবুক" বলিয়া থাকেন তাদৃশ নিজ নিজ দুর্ব্বলতা ও অশিষ্টাচার প্রদর্শন কার্য্যকে আমরা আদর করি না। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও ঠাকুর হরিদাসের প্রতি এই সকল অপরাধজনক বাক্য বলিবার লোকের অভাব ছিল না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ শান্তি-রক্ষককে দুর্বৃত্ত বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠালোভে শান্তিরক্ষক নিজ কর্ত্তব্যে কখনই বিমুখ হন না।

অনুকরণ কার্য্য সকল সময় ফলপ্রদ হয় না। অনুকরণ কার্য্যে আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষণ অপেক্ষা করে। তদ্ভিন্ন-পর্য্যায়ে সুফল হয় না। কথায় বলে—"যত ছিল ন্যাড়া বুনো সব হ'লো কীর্ত্তনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়াইল করতাল", "আাং যায়, ব্যাঙ যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই"। কৃষ্ণার্থেঅখিলচেষ্ট, পরদুঃখদুঃখী, জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া প্রাকৃত-সহজিয়ার ভক্তমাল, বিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি দুই একখানা ভ্রমপ্রমাদ-করণাপাটববিপ্রলিপ্সাদি দোষদুষ্ট পুস্তক বা সাময়িক গ্রাম্যবার্ত্তা লিখিয়া বৈষ্ণবলেখক বলিয়া পরিচিত হইবার দুরাশা পোষণ করেন। উহা শুদ্ধভক্তগণ কখনই গ্রহণ করেন না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এক "ঢঙ্গ বিপ্রে"র চরিত্রবর্ণনদ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা দেখিয়া এক মাৎসর্য্যপরায়ণ বিপ্র মনে করিলেন, হরিদাস ঠাকুর—যবন, (?) অবোধ বর্ব্বর সামান্য মনুষ্য মাত্র। সুতরাং আমি যদি ব্রাহ্মণ হইয়া একটু ভাবকালি দেখাইতে পারি, তাহা হইলে লোকে যবন অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই অধিক সম্মান করিবে।

> বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
> অল্প মনুষ্যেরা পরম ভক্তি করে॥
> এত ভাবি' সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
> পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
> যেই মাত্র পড়িলা ডঙ্কের নৃত্যস্থানে।
> মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ মনে॥
> আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেত্রের প্রহার।
> নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
> বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
> বাপ্ বাপ্ বলি শেষে গেল পলাইয়া॥
>
> চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শঃ

ঐ ঢঙ্গ বিপ্রকে এইরূপ প্রহার করিতে দেখিয়া ডঙ্ক স্থানে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডঙ্কমুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ ঢঙ্গ বিপ্রের মৎসরতা ও ঠাকুর হরিদাসের প্রভাব বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড়লোক করি লোকে জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥
এই যে দেখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে॥
উচিত সে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥
হরিদাস পরশ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবেক যেই জন
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ।

আজ কালকার গ্রাম্যবার্ত্তা-লেখক বা নব্যগ্রন্থকারগণ ও পল্লী গ্রামের মৎসর ব্যক্তিগণের চরিত্র চঙ্গ বিপ্রের ন্যায়। সেজন্য শুদ্ধ ভক্তগণ আধুনিক সাহিত্য সাবধানতার সহিত পাঠ বা বর্জ্জন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "সজ্জন-তোষণী" নাম্নী পারমার্থিক পত্রিকা বা জগতের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন দেখিয়া উহার সহিত স্পর্দ্ধা ও প্রতিযোগিতা করিবার জন্য কেহ একখানা গ্রন্থ লিখিয়া, কেহ বা বাউলিয়া কেহ বা স্মার্ত্তমত পোষণ করে পল্লীগ্রামের পত্র-প্রচারক হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের সহিত বিদ্বেষ করেন। উহা তাঁহাদের অধোক্ষজ-সেবা প্রবৃত্তির অভাব। কেননা, একজন কৃষ্ণে অকৈতব প্রীতিবিশিষ্ট; কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট জীবন্মুক্ত পুরুষ; আর এক শ্রেণী কৃষ্ণে প্রীতিহীন, কৈতব-যুক্ত, জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, গ্রাসাচ্ছাদনার্জ্জক, উদরভরণকামী, দাম্ভিক। এক মহাপুরুষের চেষ্টায় কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ হয়, ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়, শত শত নিষ্কপট সুকৃতিমান্ ব্যক্তি চরম শ্রেয়ো লাভ করেন, আর এক শ্রেণীর চেষ্টায় মৎসরতা, অর্থস্বার্থার্জ্জন, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, স্ত্রীপুত্রপরিপালন, কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠার প্রবল স্পৃহা দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী জাতিমদে মত্ত হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী, ভক্ত ও ভগবানে জাতিবুদ্ধিবিশিষ্ট, চামড়ার বৃথা গৌরবে ভগবানে কৃত্রিম-জাতিবুদ্ধি, কূর্ম্মবরাহ প্রভৃতি বিষ্ণু বিগ্রহে ইতরজন্তুবুদ্ধি, বৈষ্ণবে যবনবুদ্ধি, বা বিভিন্ন জাতিবুদ্ধি। আর একজন—

"উচিত সে নিরপরাধ বিষ্ণু বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥

বৈষ্ণব যে কোন কুলেই উদ্ভূত হউন না কেন, তিনি সর্ব্ব-পূজ্য শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন :—(ভঃ সং ১ম অঃ ৪৪ শ্লোক)

কিমপ্যত্রাভিজায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বযোনিষু।
প্রত্যক্ষিতাত্মনাথানং নৈষাং চিন্ত্যং কুলাদিকম্॥

অর্থাৎ যদিও শাস্ত্রে গুরুনির্ব্বাচন প্রণালী বর্ণনে সাধারণতঃ স্ত্রীশূদ্রাদি হীনবর্ণজাতব্যক্তিকে ভাগ্যহীন জনগণের পক্ষে গুরু বা বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা নাই তথাপি ভক্তিযোগিসমূহ ভগবদাদেশে সকল বর্ণের গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনাদি জন্য সেবোন্মুখতা প্রবল দেখা গেলে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব কুল প্রভৃতিতে অক্ষজ বিচারাধীন করিতে হইবে না।

আরোও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই সকল কথা কি প্রাকৃত সহজিয়ার অপরাধময় কর্ণে প্রবেশ করে না? অথবা শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভু এই জন্যই বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাকৃত বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কুণ্ঠাযুক্ত মায়িক দৃষ্টি অবিকুণ্ঠ, অপ্রাকৃত, বৈষ্ণব-

চরিত্র মাপিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া বৈষ্ণবাপরাধ ও তৎফলে ঘোর নরক বরণ করিয়া থাকে।

কথামালার 'ভেক ও হস্তীর' গল্পটী প্রাকৃত সহজিয়াগণের চরিত্রের উদাহরণ। একদা একটী হস্তী একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই জলাশয়স্থ কতকগুলি ভেকশাবক হস্তীর ন্যায় বড় বস্তু প্রথম দেখি[illegible]য়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঐ শাবকগুলির মাতা স্থানান্তর হইতে তথায় ফিরিয়া আসিলে শাবকগুলি মাকে আহ্বান করিয়া বলিল,—"মা, আজ একটী খুব বড় জানোয়ার দেখিয়াছি"। ঐ ভেকটী জানিয়া রাখিয়াছিল, জগতে যত কিছু বড় সমস্তই সে মাপিয়া লইতে পারে, তাই সে আজ হাতীকে মাপিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া উহার শরীর ফুলাইতে লাগিল ও নিজে হাতী হইতে বড় হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া শাবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিল,—"তোরা এত বড় জানোয়ার দেখিয়াছিস্!" কোথায় হাতী আর কোথায় ব্যাঙ্! ব্যাঙ্ আর ফুলিয়া কত বড় হইতে পারে? কিছু-ক্ষণ পরে ভেকটী কাঁপিতে কাঁপিতে হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। প্রাকৃত সহজিয়াগণও অধিকৃষ্ঠ বৈষ্ণবকে তাঁহারই ন্যায় প্রাকৃত জাতি বা বড় ছোট মনে করিয়া ঐরূপ ভেকের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হন। ভেক যেমন কখনও হাতীর ন্যায় বড় হইতে পারে না প্রাকৃত সাহজিকগণও প্রাকৃতবুদ্ধি পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম বা বৈষ্ণবের দাস হইতে পারেন না। "অতিদর্পে হতা লঙ্কা"! সাধু সাবধান!!

বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে হইলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষিদলের আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন মনে হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কোন সুফল উৎপন্ন হয় না। কামাদিরিপুবশবর্ত্তিতা হইতেই হরিবৈমুখ্য বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ—উহা আপাতমধুর হইলেও চরম কল্যাণ দিতে পারে না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধ জানিতে হইলে একটু 'খাকাপড়া' জানা দরকার অর্থাৎ যোগ্যতার আবশ্যক। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর জানিতে চাহিলে কেবল ধৃষ্টতাই প্রকাশিত হয়।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় নিরপেক্ষসত্যপ্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রাকৃত সাহজিকের সহস্র সহস্র ভ্রমপ্রমাদকে এবং কপট দৈন্যের আবরণে প্রবল জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকে, "ফলের বংশ" বলিয়া পরিচয় দেওয়াকে ও তামাকাদি ধূম্র-পানাদি কলিকালোচিত ব্যসনকে প্রোজ্ঝিতকৈতব শ্রীমদ্ভাগ-বতের নির্দ্দেশ অনুসারে বৈষ্ণবতা বলিয়া সমর্থন করেন নাই বলিয়াই কি কৈফিয়ৎ লেখকের ও তাঁহার সমশীল ভক্তি বিদ্বেষিব্যক্তিগণের এইরূপ বালচাপল্যের কারণ?

প্রাকৃত সাহজিক ও গৌরবিদ্বেষী—গৌরজনবিদ্বেষী, পল্লীগ্রামের মৎসর ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির অনাদর করিলেও বা তাহাতে উদাসীনতা দেখাইলেও সুধী গৌড়ীয় পাঠকগণের আলোচ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
> সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥
> নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
> পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।
> হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
> ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

ত্রিদণ্ডি-গাথা

আমি ত্রিগুণজাত পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগতের একজন ক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষ। কায়মনোবাক্যে হরিবিমুখতা পোষণ করাই আমার বর্ত্তমানের ধর্ম্ম। আমার দেহ—আমার যাব-তীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় হরিবিমুখকার্য্যে নিযুক্ত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেই আমার আদর, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে অনাদর। আমার মন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্মযুক্ত, প্রতিমুহূর্ত্তে কতই না ভোগের সঙ্কল্প করিতেছে, আবার তৎপরেই ঐ সকলকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভোগবৈচিত্র্যের ভিত্তিহীন সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছে। আমি চিত্তত্তোষণ, চিত্তরঞ্জনকেই বড় আদর করি; কিন্তু কৃষ্ণতোষণে আমার আদর নাই। আমার বাক্য গ্রাম্যকথায়, গ্রাম্যবার্ত্তায় নিযুক্ত। চারুবাক্ প্রয়োগ করিয়া আমি লোকের চিত্তরঞ্জন করি—নিজের মনোরঞ্জন করি, কখনও বা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করি, কখনও মুখে তাঁহার কাল্পনিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অন্তরে অন্যরূপ বিশ্বাস করি।

আমার এই কায়মনোবাক্যে বিমুখতা দেখিয়া পরদুঃখ-দুঃখী, পতিতোদ্ধারণ মহাবদান্য নিত্যানন্দবিগ্রহ অবধূত

কুলচূড়ামণি শ্রীগুরুদেব আমার হরিবিমুখ কায়মনোবাক্যকে আমার কৃষ্ণভোগপ্রবৃত্তিকে দণ্ডিত করিবার জন্য সাধু ও শাস্ত্রের বাণী শ্রবণ করাইতেছেন। আমি সাধু ও শাস্ত্রের বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছি হরিবিমুখ কায়মনোবাক্যকে —কৃষ্ণ ভোগবুদ্ধিকে দণ্ডিত না করা পর্য্যন্ত আমার হরি-ভজন আরম্ভ হইতে পারে না।

তাই, অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আচরণ ও গাথা এবং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার অব্যবহিত পরে যে ত্রিদণ্ডিগাথাটী গান করিতে করিতে প্রেমাবেশে গৌড়মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিলেন, সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীত আমার মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

—ভাঃ ১১।২৩।৫৩

—এতদিন আমি দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া মোহজালে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই কেবলাদ্বৈতীর একদণ্ড গ্রহণ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা এই দুরন্তপার সংসারতম হইতে উত্তীর্ণ হইব—

"প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

আমি অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু ও জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ন্যায় কায়মনোবাক্যে হরিবিমুখ জীবের পক্ষে **প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত** এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ ছাড়া আর মঙ্গল লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা"—"মহাজনের যেই পথ, তাঁতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার"—এই আদেশানুসারে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠগণের আচরণ অনুবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আমার ন্যায় হরিবিমুখ জীবের ভোগ-প্রবৃত্তি দণ্ডিত করিবার জন্য এই ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবা প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ তদীয় অনুগত শ্রীগৌরসুন্দর সম্মানিত শ্রীধর স্বামিপাদ, নৃসিংহ পরিচর্য্যা পরায়ণ কৃষ্ণদেবাচার্য্যপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব স্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর বন্দ্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ, শ্রীগৌর-প্রিয়তম শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদ,তদীয় অনুগত ত্রিহুতবাসী কৃষ্ণমঙ্গলভাষ্য রচয়িতা শ্রীমাধবাচার্য্যপাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণ আচরণ করিয়া আমাকে ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণবিমুখ কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

"সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং"—এই স্মৃতিবচনদ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দর কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস নিষেধ করিলেও ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষকে আদর করিয়াছেন। কারণ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসে যে বেষ আছে—জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্ম-নিষ্ঠাই, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণরূপ বৈষ্ণব আচারই তাহার তাৎপর্য্য। তাই আমি কায়মনোবাক্যে জড়াত্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত অসৎসঙ্গের সহিত সন্ন্যাস করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণরূপ বৈষ্ণবা-চার-পালন এবং সাধুসঙ্গে মুকুন্দ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণকেই আমার মঙ্গলের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছি।

আবার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উক্তি হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, পরমহংস-বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর গুরু। সন্ন্যাসাশ্রমো-চিত রক্তবস্ত্রাদি বেশ পরমহংস বৈষ্ণবের উচ্চাসনের খর্ব্বতা-কারক এবং পরাত্মনিষ্ঠা ও মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যে সন্ন্যাসবেষ তাহাও বৈষ্ণব পরমহংস-দাসগণের যোগ্য নহে। আবার ইহাও বুঝিয়াছি যে, স্বতন্ত্র পরমহংস বৈষ্ণবপ্রবর আচার্য্যলীলায় মধ্যমাধিকারে অভিনয় করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডিগুরু পরমহংস হইয়াও— "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" এই ন্যায়াবলম্বনে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর অভিনয় দেখাইয়া বিশ্বের নিখিল হরিবিমুখ জীবকে কায়মনোবাক্যে পরাত্মনিষ্ঠা ও মুকুন্দসেবা করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলায় ত্রিদণ্ডীর অভিনয় দেখাইয়াছেন। আমার গুরুদেব নিত্যসিদ্ধ

পরমহংস হইয়াও আমার হরিবিমুখ কায়মনো-বাক্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য, আমাকে ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। তাই আমি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবায় আত্মনিবেদন করাকেই শ্রীগৌর ও গৌরজনানুমোদিত, প্রাচীনমহাজনোপাসিত ও আচরিত উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

আবার রূপানুগধর্ম্মের মূলপুরুষ অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য আমার ন্যায় কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।"

—"ওরে ক্ষুদ্র জীব! তোর কায়মনোবাক্য কৃষ্ণবিমুখ চেষ্টায় ধাবিত; যদি তুই 'ধীর' হইতে ইচ্ছা করিস্, যদি তুই গোস্বামিপদবাচ্য হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করিস্, তাহা হইলে সর্ব্ব-প্রথমে কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত কর্।"

—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগ দাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থ বেগের বশে কন্দর্প-চাকর॥
এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয়।
সেজন **গোস্বামী** করে পৃথিবী বিজয়॥"

"তুই গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকথায় বাক্যকে নিযুক্ত কর্। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ কামে অতৃপ্ত হইয়া যে ক্রোধ উদিত হয় উহাকে ধিক্কারপূর্ব্বক কেবলমাত্র ভক্তদ্বেষি-জনে ক্রোধ প্রদর্শন কর্, তাহা হইলে তোর ক্রোধবেগ অর্থাৎ মন দমিত হইবে, অমেধ্য গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া প্রপঞ্চজয়-কারি মহামহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর্, তাহা হইলে তোর জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ হরিবিমুখপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট কায়িক চেষ্টা দণ্ডিত হইবে। এইরূপে কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করিয়া তুই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্।"

আবার শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগ প্রথমলহরীতে আমার জন্য একটী অমূল্য রত্ন প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছেন—

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥'

—এই রত্নের প্রভায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, "কর্ম্মণা"—কায়ের দ্বারা, "মনসা"—মনের দ্বারা, "গিরা"—বাক্যদ্বারা, নিখিল অবস্থায় যিনি শ্রীহরির দাস্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন—তিনিই জীবন্মুক্ত। সুতরাং ত্রিদণ্ডিগণই যে 'জীবন্মুক্তপুরুষ' ইহা আমার প্রতীতি হইল।

আমি শ্রীভাগবতে উদ্ধবগীতায় অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ত্রিদণ্ডিগণ যখন পরিব্রাজকের বেশে জীবকুলের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সুকৃতি উৎপাদনের জন্য গ্রাম ও নগরে প্রবেশ করেন, তখন ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে বহুবিধভাবে তিরস্কার ও অবমাননা করিবার অসজ্জন লোকেরও অভাব নাই।

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥
কেচিত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন॥
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ॥
অন্নঞ্চ ভৈক্ষসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি।
যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্‌ঝিতঃ॥
অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্॥

—ভাঃ ১১।২৩।২০—৩৫

অসজ্জন, প্রবীণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার প্রবীণতার দিকে লক্ষ্য করে না, আশ্রম হিসাবেও তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তাহাও তাঁহাদের অপরাধময় চিত্তের বিচারের বিষয় হয় না, তাহারা ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে বহুবিধ তিরস্কার ও অবমাননা করিয়া থাকে, কেহ বা ত্রিদণ্ড দেখিয়া উপহাস করেন, কোন কোন বালকোপম ব্যক্তি স্বভাবোচিত চাপল্য প্রদর্শন করিয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ত্রিদণ্ডটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিতে উদ্যত হয়, কেহ বা তাঁহার ভোজন পাত্র, কমণ্ডলু, জপমালা, কন্থা, চীরবস্ত্র প্রভৃতি হরণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, কোন কোন পাপিষ্ঠজন তাঁহার ভিক্ষালব্ধ কৃষ্ণোচ্ছিষ্টের উপরে মূত্র ত্যাগ ও থুৎকার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রক্ষেপ করিয়া থাকে, মৌনাবলম্বী ভিক্ষুপ্রবরকে নানা প্রকার তাড়না দ্বারা কথা বলাইবার চেষ্টা করে, কোন কোন তস্করকল্প ব্যক্তি 'এ ব্যক্তি চোর'—প্রভৃতি বলিয়া থাকে, কেহ বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকেন এ ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী, লোকবঞ্চক, নব্য মতাবলম্বী স্বজন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভিক্ষুকবাবসায়ী, কেহ বা সেই হিমালয় সদৃশ গম্ভীর ত্রিদণ্ডীকে তাহাদের যণ্ডতায় বাধা না দিতে দেখিয়া মনে করেন, 'এ ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া বক ধার্ম্মিকের ন্যায় স্থির, মৌনাবলম্বনে স্বস্বার্থ-সাধন-প্রয়াসী। কেহ বা ত্রিদণ্ডীর উপর অপানবায়ু পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু যেমন মধুময় ইক্ষুদণ্ডকে শত খণ্ড করিলেও, নানাভাবে নিষ্পেষিত করিলেও, দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিলেও উহা তাহার স্বাভাবিক মধুরতা ত্যাগ করে না, সেইরূপ ত্রিদণ্ডিগণও প্রাকৃত লোকের শত শত কথায়, শত উৎপীড়নে, তাঁহাদের স্বাভাবিক ক্ষমাশীলতা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া সুখী হইতে চান, নিজকে জগতের নিকট উচ্চ বলিয়া প্রমাণিত করিতে চান, সংযতবাক্, কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ ত্রিদণ্ডিগণ অপেক্ষাও তাহাদের বাক্ শক্তির আধিক্য প্রমাণিত করিতে চান, তাঁহার সেই সুখে বাধা দেওয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট ত্রিদণ্ডীর কর্ত্তব্য নহে।

তাই, আচার্য্যলীলায় আমার শ্রীগুরুদেব অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ন্যায় নিষ্কিঞ্চনতা ও উদারতা দেখাইলেও পরমহংস বৈষ্ণবদাসাভাস বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরের ধর্ম্ম মৌনাবলম্বন নহে, চীৎকার করাই কুক্কুরের ধর্ম্ম। প্রপঞ্চজয়কারী বিঘসাশী বিষ্ণুবৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার পূর্ব্বে আমি গ্রাম্যকুক্কুরের ন্যায় অপস্বার্থপর বৃথা চীৎকারকে বহু মানন করিতাম। কিন্তু এখন গৌরনিজজনের উচ্ছিষ্টে পুষ্ট হইয়া আমি 'ভক্তভুক্ত-শেষ'রূপ 'সাধন বলে' বলীয়ান্ হইয়াছি। তাই আমি এখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি'র উপদেশ আবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥

তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তিদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

নিষ্কিঞ্চন পরমহংসদাসাভাস—

জনৈক ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুকাভাস

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

নাপ্তং যদ্ যদ্ মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥১৮

উন্নত উজ্জ্বলভক্তি রস বর্ত্ম মাঝে।
ভ্রান্ত হয় ব্যাসাদিক মুনিকুল রাজে ॥
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে যত বুদ্ধিমান জন।
সূক্ষ্মবুদ্ধি যাতে পূর্ব্বে না কৈল গমন ॥
শুকদেব সেই বর্ত্ম জানে কি না জানে।
জানিলেও পূর্ব্বে নাহি প্রকাশে ভুবনে ॥
ভক্তবৎসল প্রভু যদ্যপি শ্রীবাস।
পূর্ব্বে যাহা কোন কালে না কৈলা প্রকাশ ॥
এহেন উজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মপথ মাঝে।
গৌরপ্রিয়ভক্তগণ সদাদা বিরাজে ॥
গোরার আচার গোরার প্রচার যে কৈল গ্রহণ।
"গৌরপ্রিয়" বলি তারে বলে সাধু জন ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন সহ ব্রজ কিশোরী
গৌরপ্রিয়গণে লীলাস্বাদন চাতুরী ॥
গৌরপ্রিয়জন পদে যে লয় শরণ।
সেই পানে কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বোত্তম ধন ॥ ১৮ ॥

তাবদ্‌ব্রহ্মকথাবিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নোলোক বেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্মসু-
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্নদৃগ্‌গোচরঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বদা নীরস নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান।
পরমাত্মবিচারাদি মুক্তির সন্ধান ॥
বহুবিঘ্নসমাকুল পরিপূর্ণ ক্লেশ।
তাবৎ বিরক্তিবোধ নাহি হয় লেশ ॥
বৈদিক লৌকিক ধর্ম্ম বিশৃঙ্খলময়।
যথার্থ কি মর্ম্ম তাবৎ জ্ঞান নাহি হয় ॥
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুদ্ধ কৃষ্ণের ভজন।
না বুঝি তাবৎ রহে কলহে মগন ॥
নানা বহিরঙ্গাধর্ম্মে শুদ্ধ করি জানে।
ভক্তি পাইতে ক্রমপন্থা-তাহা নাহি মানে ॥
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজ-প্রিয়-ভক্তজনে।
যাবৎ ভাগ্যের ফলে না পায় দর্শনে ॥ ১৯ ॥

ক তাবদ্বৈরাগ্যং ক চ বিষয়বার্ত্তাসু নরকে
ধিয়োদ্বেগঃ ক্বাসৌ বিনয়ভরমাধুর্য্যলহরী।
ক তদিতেজো বা লৌকিকমথ মহাভক্তি পদবী
ক সা বা সংভাব্যা যদবকলিতং গৌরগতিষু ॥ ২০ ॥

জগতের জন সবে করহ শ্রবণ।
গূঢ়কথা কহি কিছু কর অবধান ॥
গৌরাঙ্গচরণে যারা লইল শরণ।
তাঁদের মহিমা কোথাও না হয় তুলন ॥
একান্তে হৃদয়ে যারা গৌরাঙ্গচরণ।
তাহা সম বৈরাগ্য কি করেছ দর্শন ॥
কৃষ্ণেতর বিষয়েরে বিষ হেন মানে।
ইতর বিষয় বার্ত্তা নরক সমানে ॥
অসদ্বার্ত্তা বেশ্যার সেথা না হয় গমন।
যুক্তবৈরাগ্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥
বিনয়াবনত সদা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।
দেখেছ কোথাও হেন অমৃত তরঙ্গ ॥
বিনয় নম্রতা পূর্ণ অমৃতের পুর ॥
শুনেছ কি বাক্য হেন শ্রুতি সুমধুর ॥
বিনয়ের মূর্ত্তি অঙ্গে আনন্দ লহরী।
খেলিতে দেখেছ কভু দুনয়ন ভরি ॥
অলৌকিক তেজঃ সব গৌরভক্তজনে।
হেন মহাভক্তি পন্থা কোথায় ভুবনে।
হয় নাই হবে নাই এই ভক্তি লব।
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি অসম্ভব ॥
অতএব গৌরহরি প্রিয় ভক্তগণে।
পাদপদ্ম সেবি তাহা করহ সন্ধানে ॥ ২০ ॥

সকল্পনয়ন-গোচরীকৃত-তদশ্রুধারাকুল-
প্রফুল্লকমলেক্ষণ-প্রণয়-কাতর-শ্রীমুখাঃ
ন গৌরচরণং জিহাসন্তি কদাপি লোকোত্তর
স্ফুরন্ মধুরিমার্ণবং নব নবানুরাগোন্মদাঃ ॥ ২১ ॥

প্রণয়কাতর মাখা বদনের শোভা।
প্রফুল্লকমল হেন আঁখি মনোলোভা।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ

ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুরুক্ষেত্র জগতের মধ্যে পরম পবিত্র ভূমি কুরুক্ষেত্র। মানবের একমাত্র নিত্য সত্য ধর্ম্মের প্রচারস্থলী কুরুক্ষেত্র। এ সেই স্থান—যেখান হইতে স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শাশ্বতী বাণীর নির্ম্মল ধারা জগতের কৈতবরাশি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং যে বাণীর আশ্রয়ে ভারত—মহাভারত।

আজ সে স্থলে যুযুধান কুরুপাণ্ডব পক্ষ সমবেত। বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসখ অর্জ্জুনের রথ উভয়দলের মধ্যদেশে স্থাপিত। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ যে কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। গুরু, শিষ্য, পিতামহ, পৌত্র, ভ্রাতা ও বন্ধু প্রত্যেকেই যেন কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণায় পরস্পরের প্রাণ লইতে প্রস্তুত। এ কি ভীষণ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ কোথায়?

চেয়ে দেখ কে ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলা-নিকেতন অপার্থিব আনন্দের অনুপম মূর্ত্তি, অনন্ত জ্ঞান উদ্ভাসিত আননে সব্যসাচীর সারথিরূপে উপবিষ্ট। হে ভারত! ইনি সেই সেই 'বেদান্তবেদ্য' উপনিষদ্‌মূর্ত্তি অর্জ্জুন সখা।

কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ—বড় বিষাদগ্রস্ত ম্রিয়মাণচিত্তে মলিন মুখে রথোপরি আসীন। নিত্য সত্য রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে যে প্রশ্নের উদয় হয়, সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা আজ তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিতেছে। কে আমি? এ কি করিতেছি? আমার কর্ত্তব্য কি?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি শ্রীভগবানের চরণে কাতরস্বরে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিলেন। হে জনার্দ্দন—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

হায়! রাজ্যসুখলোভে এ কি মহৎ পাপ করিতে আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা মনে করিলেও সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। পরিবার, সমাজ, আত্মীয় স্বজন—প্রভৃতি নিজের বলিতে যাহা কিছু সকলি ত' শেষ হইবে। কুল আশ্রম ও জাতিধর্ম্ম সমস্ত ধ্বংশ হইবে। দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! তুমি আমায় এ কি ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ! ইহা হইতে শত্রুহস্তে আমার নিজের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

শ্রেয়ঃকামীর শ্রেয়ো নির্দ্দেশ কামনায় এ বড় কঠিন সমস্যা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ কথা আজ যদি কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মুখ হইতে বাহির হইত তাহা হইলে সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিকদিগের বাহাবার বহরে নিশ্চয়ই তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত। আর নৈতিক হিসাবে এহেন পবিত্র সন্দেহের পরেও যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন তখন তাঁহাকে **diabolical machinator'** বলিতেও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজবদ্ধ অবস্থায় যখন কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বসবাস করিতে থাকে এবং সেই সমাজ ও দেশের সহিত তাহার ভোগমূলক স্বার্থ বেশ জটিল হইয়া জড়াইয়া পড়ে তখন এহেন সত্যবিস্মৃতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। সঙ্কীর্ণ সমাজ ও পরিচ্ছিন্ন দেশ-রক্ষা তাহার একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে এবং ইহার জন্য সে যে তথাকথিত ত্যাগের অনুষ্ঠান করে তাহাতে সকলেই তাহার খুব পক্ষপাতী হয় কারণ সে ত্যাগে যে সকলেরই স্বার্থের পরিপোষক ও সুবিধাবাদমূলক। আজ তাই ক্ষাত্র-নীতিপর ও সমাজসংস্কারককে ঈশ্বরের আসনে বসাইতেই যেন জগৎ ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যস্ততা যে কত জড়ীয় স্বার্থময় ও বিচারশূন্য তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। কারণ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান বহুসম্মানিত নেতা যদি সাধারণের মতের বিরুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কিছু করিতে যান, তবে তাহাকে পদদলিত ও ধূলিধুসরিত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এ উদাহরণ আজ কোন দেশেই বিরল নহে।

কিন্তু সমাজ ও দেশে বলিতে কি বুঝা উচিত? সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে এক মানুষই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ইহার মূল তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। সে বুদ্ধির শক্তিতেই অনেক হীনবল হইয়াও পশু জগতের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। কিন্তু এ বুদ্ধি বস্তুটি কি? ব্যতিরেক ভাবে বিচার করিলে আমরা দেখি যে ক্রম বিকাশপথে মানুষ যখন জন্মান্তরের মধ্য দিয়া পশুত্ব হইতে মানবত্বে স্থাপিত হয়, তখন এই বুদ্ধি বৃত্তিটি তাহার

আশ্রয়। কিন্তু ইহার বিকাশ হয় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন মানুষ পশ্বাদির মত পারিপার্শ্বিকের অন্ধ অনুচর না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে উদ্যোগী হয়। "কে আমি কেন এই ক্ষণবিধ্বংশী বাহ্যজগতের কাঙ্গাল হইয়া জীবনের ভার বহন করিব"। এই প্রশ্ন তাহার অন্তরে অন্তরে দৃঢ়ভাবে জাগরিত হইতে থাকে। এবং এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহার বাহ্যজগতের উপর আধিপত্য করিবার প্রয়োজন এবং তাহার ফলেই যে সমাজ সভ্যতা ও পরিবারের সৃষ্টি এ কথা সামান্য অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন সুধীমাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু মানবজীবনে বহু জন্ম ধরিয়া মানুষের জড়াভিনিবেশ প্রবল থাকায় আত্মার মূল স্বরূপবুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে। এই অবস্থাতে সে সমাজ সভ্যতার উন্নতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিচার করে। অবস্থা বিশেষে এ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা যখন জীবনের মূল উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি আনয়ন করে তখন সভ্যতা প্রতিহত হয়েন এবং ফলে অমঙ্গল অশান্তি ও অনাচার বা মূঢ়াচার হয় সে অবস্থার নিত্য সহচর। অর্থাৎ আত্মধর্ম্মের পরিপন্থী সমাজও সভ্যতা পাপ ও তথাকথিত পুণ্যের লীলাভূমি অশান্তির আশ্রয় যাইবেলের যীশুর একটা কথায় এই ভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে! তিনি বলিতেছেন "আত্মাকে হারাইয়া সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভে কি ফল?" ভগবান তাহা প্রপন্ন শিষ্যকে উপদেশ দিলেন -

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

হে অর্জ্জুন, বুদ্ধির যে নিয়ামক সেই আত্মার স্বরূপ বোধ হইলে তোমার আর কামনামূলক অবরধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকিবে না। তুমি কামজয়ী হইবে। কিন্তু এই আত্মেতর অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হওয়াই কি জীবনের উদ্দেশ্য। ভুলভাঙ্গার পর যখন নিত্য সত্যের দর্শন লাভ করিলাম, তখনই কি আমার ছুটী? আত্মাত নিত্য শাশ্বত বস্তু। তাহার বৃত্তিও চিরন্তন মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তি যে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যঃ
বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

তাহা হইলে আত্মার এই অমৃত লোকে অবস্থিত মানবের কর্ত্তব্য কি?

ইহাই সমস্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা গীতার চরম শ্লোকের মধ্যে পাইয়াছি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

তাহবে অন্ধজন এত বড় আশার বাণী শুনিয়া কেন সংসারের পাপপুণ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাও? কেন ক্ষণিক অবরধর্ম্মের কুহকে অন্ধ হইয়া নিত্য সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতেছ? ঐ শোন অর্জ্জুনের ধীর শব্দে শ্রুতি কি বলিয়াছেন

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহ না জনাঃ।

আত্মাকে যে নির্ব্বিশেষে লুকায় অথবা তাহাকে হীন অবরধর্ম্মে নিযুক্ত করে তাহারা উভয়েই ভীষণ অন্ধকারময় মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর কেন, প্রতি মুহূর্ত্ত যে মরণের গভীর গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! যাও যিনি ভগবানের সেই চির আশার বাণী জগতে প্রচার করিতেছেন তাহার পদাশ্রয় কর তোমার নিত্য আত্ম-ধর্ম্ম অবগত হইবে। ভাইরে সাধু, সাধুসঙ্গ বিনা গতি নাহি আর অহৈতুকী **সাধুসেবা** সর্ব্বধর্ম্ম সার।

শ্রীযদুনন্দন অধিকারী (বি, এ),

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতায়—গত ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩শে নভেম্বর সোমবার দিন শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের মহান্ত মহোদয় শ্রীগদাধররামানুজদাসজী ও "সহস্রগীতি" গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যমহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের সহিত মহান্ত মহোদয় ও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকক্ষণ যাবৎ শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা হইয়াছিল। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলপরমহংসঠাকুর পণ্ডিতজীকে

চারিবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কিরূপ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বর্ত্তমান রামানন্দীসম্প্রদায় শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাতে অনেকটা শাঙ্করমায়াবাদ প্রবেশ করিয়াছে, শ্রীলপরমহংসঠাকুর ইহা প্রমাণাদি দ্বারা দেখাইলে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে শ্রীল পরমহংসঠাকুর পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেন। যদিও পণ্ডিতমহোদয় তাঁহার সাম্প্রদায়িক বিচারানুসারে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বিচারকেই বহুমানন করিলেন, তথাপি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলপরমহংসঠাকুর বহু শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পারমহংস্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। এমার মঠের মহান্তমহোদয় ও পণ্ডিতমহাশয় শ্রীলপরমহংসঠাকুরের শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—আমরা আজ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। তৎপরে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া ও শ্রীল পরমহংসঠাকুরকে বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও মঠস্থ অন্যান্য ত্রিদণ্ডি ও পণ্ডিতগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ দিব্যসূরি অধিকারী মহোদয় প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার প্রচারযুক্ত লীলা কীর্ত্তন দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দের আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

"সাধন পথ," শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভুর "মনঃশিক্ষা" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" প্রথম হইতে তৃতীয় স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ছাপা হইতেছেন। "মণিমঞ্জরী" নামক একখানি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত "সিদ্ধান্ত দর্পণ" নামক গ্রন্থখানির শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাঙ্গানুবাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের গৌড়ীয় ভাষ্য সহ যন্ত্রস্থ হইতেছেন, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভুর "সৎক্রিয়া সার দীপিকা," শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "সারার্থবর্ষিণী টীকা" ও শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের "রসিক রঞ্জন" অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং বৈষ্ণব ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত "দশোপনিষদ্" যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

শ্রীহট্টে— পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ এবং নিত্যানন্দান্বয় শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু শ্রীহট্টে আবার সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের লুপ্ত প্রেম বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। কালের কুটিলগতিতে সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম বা শুদ্ধ ভক্তকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে গিয়া যে অসুবিধা হইয়াছে, উক্ত আচারবান কৃষ্ণ-গৌরৈকনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন প্রচারকত্রয়ের চেষ্টায় আজ শ্রীহট্টে আবার শুদ্ধ ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছেন। শ্রীহট্টবাসীর অনেকেই এই কথা উপলব্ধি করিতেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবায় পরমোৎসাহী—শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র রায়; ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় জমিদার, শ্রীযুক্ত মথুরাচন্দ্র দত্ত উকিল ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ম্যানেজার গৌরীপুর প্রভৃতি মহাত্মগণ শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও নানাভাবে সেবা করিয়াছেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ তাঁহাদের মঙ্গল করুন্। স্থানীয় কতিপয় বৈষ্ণব গুণগ্রাহী কতিপয় সজ্জন শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ জনশক্তি নামক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন—

"জনশক্তি" সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু—

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদং আমরা স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বজন প্রশংসনীয় পত্রিকার মধ্যে শ্রীহট্টবাসী ভক্তজন সমাজের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। ইহা গ্রাম্যবার্ত্তা নহে—বৈকুণ্ঠবার্ত্তা; সুতরাং ভক্তগণের প্রীতিবর্দ্ধক, শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত নবটি দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারক কীর্ত্তন-সম্রাট্ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিলাস পর্ব্বত মহারাজ ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী ভক্তি সারঙ্গ) মহাশয়ের সহিত গত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে "সুনামগঞ্জে" শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ তারিখ

হইতেছে প্রত্যহ নগর কীর্ত্তন ও তৎপর দিবস হইতে প্রত্যহ স্থানীয় "টাউনহলে" বক্তৃতা দিয়া আপামর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। সুনামগঞ্জ আজ শ্রীনামধ্বনিতে মুখরিত ও শুদ্ধ ভক্তপদ ধূলী স্পর্শে পবিত্র—ইঁহারা সকলেই উচ্চ কুলোদ্ভূত উচ্চ শিক্ষিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইঁহারা ভাগবতজীবী, মন্ত্রজীবী, বিগ্রহজীবী বা শ্রীনাম বিক্রয়ী নহেন। "দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃসূনা" ইত্যাদি অসৎ সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আচার ও প্রচারই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ "বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীঠাকুরের আদেশে ইঁহারা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে উপস্থিত যেসকল মনঃকল্পিত অপসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় দ্বারা ভারতগগন আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহা অচিরেই অপসারিত হইয়া "সনাতনধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মের" দিব্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠবে, ইঁহারা ভাগবতপাঠ, হরিকীর্ত্তন বা বক্তৃতার বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করেন না। যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইঁহাদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহার বাড়ীতে ইঁহারা পাঠকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টবাসী ভক্তবৃন্দ ইঁহাদের পবিত্র ইঁহাদের মুখনিঃসৃত শ্রৌতবাক্য শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্যারীমোহনদাস (উকিল)
গিরীশ চন্দ্র রায় (জমিদার)
শ্রীমথুরা চন্দ্র দত্ত (উকিল)

নিজস্ব সংবাদদাতার তার

Gaudiya Calcutta.

Bana and Parbat Maharajas trying to propagate Pure Vaisnavism and cut a figure here. Town Hall lectures and Kritan highly appreciated by the elites of Sonamganj. General mass sympathising. (30th November 1925)

শ্রীপুরুষোত্তমে—শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। পরমভক্তিমতী, গৌরবৈষ্ণবসেবায় বদান্যবরা শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দাসী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবাকল্পে এককালীন একশত টাকা ভিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তাঁহার অচলা ভক্তি হউক ইহাই প্রার্থনীয়।

ঢাকায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মহোদয়গণের ভবনে শ্রীমঠে প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা দ্বারা শুদ্ধহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ময়মনসিংহে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপপুরী ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বিজয় গোস্বামি মহোদয় কয়েকজন ভক্তসহ ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা গফরগাও, হোসেনপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের মহাবদান্যতা ও মনোধর্ম্মের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিতেছেন। বিচারপতি মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ উকিল মহোদয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্থানীয় অধিবাসী সকলেই শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন এবং ব্যবসায়িদলের কথা বুঝিতে পারিতেছেন।

বালীয়াটীতে ঢাকা জেলার বালীয়াটী গ্রামে "গদাইগৌরাঙ্গমঠ" স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীপাদসত্যানন্দব্রহ্মচারী সেই মঠের সেবা করিতেছেন। সেই শ্রীমঠে শীঘ্রই শ্রী গৌরগদাধরযুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। স্থানীয় জমিদারগণের সৌজন্যে উৎসাহে মঠের সেবার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা এখন প্রাকৃতসাহজিক ধর্ম্ম ও শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের পার্থক্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীগৌরগদাধরের কৃপায় তাঁহাদের অসৎসঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক ইহাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে প্রার্থনা।

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্যত্রিদণ্ডিপাদ সর্ব্বসাধুজনপ্রিয় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কোলাঘাটে স্থানীয় অধিবাসিগণের আহ্বানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সুললিতকীর্ত্তনমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া অনেকের সত্যের প্রতি আদর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫ | ১৭শ সংখ্যা

কণ্ঠহার

সকলের প্রভু কে ?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব—তাঁর সেবকানুচর

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম ও ৬ষ্ঠ

কৃষ্ণ হইতেও বড় কে ?

কৃষ্ণের সমতা হৈতেও বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে॥

— চৈঃ চঃ আদি ৫ম

দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ কি?

সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ।
মানুষের এ দেহ তিলেকে হয় ভঙ্গ॥

—চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড

পরম ধর্ম্ম কি ?

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম ও অন্ত্য ৪র্থ

পরম পুরুষার্থ কি ?

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম

মহাপ্রসাদ ও অন্নে ভেদ কি ?

অন্নবুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।
মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম্ম।
সেহ নষ্ট হয় সে শূকর-যোনিজন্ম॥

—চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড

নব্য চ

শ্রুতি, স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সমস্বরে আত্মাকেই সনাতন বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগীতা এই আত্মাকে 'নিত্য', 'সর্ব্বগত', ও 'সনাতন' বস্তু (গীতা ২।২৪) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই আত্মার ধর্ম্মই—সনাতন ধর্ম্ম, এই আত্মার কথাই—নিত্য কথা; আত্মজ্ঞ ব্যক্তির বাণীই—শ্রৌতবাণী। এই আত্মা পরমাত্মার নিত্য-সেবক-সূত্রে আত্মস্থ হইয়া যে সত্য উপলব্ধি করেন, তাহাই বাস্তব-সত্য।

কিন্তু পরমাত্মার নিত্য-সেবকাভিমান হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগপ্রবৃত্তিমূলে, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের যে সকল নিত্য নূতন মত বা পথ সৃষ্ট হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাই অশ্রৌত, অবৈদিক—নব্যমত। মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণ জগতে নানারূপ নব্যমত সৃষ্টি করিতেছেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ, বা জাতি-বিশেষের দৈহিক ও মানসিক অপস্বার্থের পরিপূরণকারীর মধ্যেই ঐ সকল নবীন মত বহুমানিত হইতেছে। আমাদিগের ধারণা যে, কোন একটী নবীন মত অদ্ধশতাব্দী, শতাব্দী বা ততোধিক কাল ধরিয়া কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে চলিয়া আসিলেই উহা প্রাচীন মত বা সনাতন মত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে। সুধীগণ এইরূপ বিচারে কোন বিচক্ষণতার পরিচয় পান না। আমরা অনেকে 'মেয়েলী মত' বা 'মেয়েলী ধর্ম্মকে' সনাতন মত বা ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল 'মেয়েলী শাস্ত্র' এক শ্রেণীর গৃহমেধীর সামাজিকগণের মধ্যে, এমন কি সমগ্র জগতের ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট সনাতন শাস্ত্র বা মত বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা দেহ ও মনোধর্ম্মজাত নবীন মত ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই নবীন মত অনেক প্রকার হইলেও উহাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর নবীন মত দু', চা'র, পাঁচ শতাব্দীর মনোধর্ম্মসৃষ্ট 'মেয়েলী মতকেই' 'সনাতন মত' বলিয়া বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নবীন মত ঐ সকল মেয়েলী মতকে কুসংস্কার (Superistition) বলিতে গিয়া সনাতন শাস্ত্রের মতকেও ঐ কুসংস্কারের গণ্ডীতে ফেলিবার চেষ্টা দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার, অসদাচারকেই তাঁহাদের ধারণানুযায়ী সত্যমত বলিয়া প্রচার করেন। বর্ত্তমানের সনাতন-মতানুযায়ী বলিয়া পরিচয়াকাঙ্খী বিকৃত স্মার্ত্তসমাজ ও তদ্বিরোধী রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত সমাজ ইহার উদাহরণ। ঐ উভয় মতই নিজদিগকে যতই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন না কেন, তাহাতে মনোধর্ম্মেরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনোধর্ম্ম কখনও 'সনাতন মত বা শ্রৌতমত নামে অভিহিত হইতে পারে না।

বিকৃতবস্তু দেখিয়া স্বরূপ বস্তুর স্বরূপ অনুমান করিলে বা বিকৃত বস্তুকেই স্বরূপ বস্তু বলিয়া ধারণা করিলে সত্য বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বরং তাহাতে এরূপ বিপরীত ধারণা জন্মে যে, পরবর্ত্তিকালে স্বরূপবস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহাতে বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। মলমূত্রাদি অতি বিকৃত ঘৃণ্য-বস্তু দেখিয়া যদি কেহ উহা হইতে মানুষের গ্রহণীয় সামগ্রীর অনুমান করেন, কিম্বা উহাকে স্বরূপবস্তু বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং পরবর্ত্তিকালে উত্তমপাক-দ্রব্য দেখিয়া উহাকে ভোজ্য সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস না করেন, অথবা উহাকে নূতন বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাহার দ্বারা কিছু স্বরূপ বস্তুর সত্যত্ব, পুরাতনত্ব, বা নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে না, বরং ব্যক্তি বিশেষের বিচার-প্রণালীরই অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইবে, এবং তাঁহার 'প্রাচীনের' ধারণাই যে মনোধর্ম্ম-জাত একটী নবীন মত মাত্র, তাহাও প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমানের জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায়, ব্যভিচারযুক্ত মর্কট-বৈরাগি-সম্প্রদায়, বা প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় দেখিয়া যদি কেহ উঁহাদিগকে ষড় গোস্বামীর শ্রৌত ও সনাতন-মতাবলম্বী ধার্ম্মিক বা উঁহাদিগের মতকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মত' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে প্রকৃত 'সনাতন মত' জানা হইবে না। নবীন মতকেই 'সনাতন মত' বলিয়া ভ্রম হইবে। The Chaitanya movement' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত কেনেডি মহোদয়ের এইরূপ ভ্রম হইয়াছে।

জাতিগোস্বামীর নবীন মত কখনও ষড় গোস্বামীর সনাতন মত নহে। অধিক কি ষড়্গোস্বামীর সম্বন্ধে

যদি আমরা খুব সর্ব্বপ্রথমের বিচারটীও দেখিতে যাই, তাহা হইলেও দেখি, যে ষড়্‌গোস্বামীর সকলেই সর্ব্বস্বত্যাগী, নিষ্কিঞ্চন, নিরন্তর-কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা কেহই গৃহী ছিলেন না বা তাঁহারা ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন শৌক্রপারম্পর্য্যে 'গোস্বামী' নামে পরিচিত হন নাই। অর্থাৎ ষড়্‌গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা কেহ গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়া যে সেই সূত্রে তাঁহাদের 'গোস্বামী' আখ্যা হইয়াছে বা তাঁহারা যে দার পরিগ্রহাদি করিয়া শৌক্রবংশপারম্পর্য্যে 'গোস্বামী' উপাধিটী রক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে নবীন মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে গোস্বামী একটী বংশগত উপাধি মাত্র করিয়া এই 'জাতিগোস্বামিবাদকেই' এবং এইরূপ সহস্র সহস্র গোস্বামিপাদগণের আচরিত ও প্রচারিত পন্থার প্রতিকূল চেষ্টাকেই 'সনাতন মত' বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। দুই এক শতাব্দী বা ততোধিক কাল যাবৎ এই নবীন মত চলিয়া আসিলেও ইহাকে সনাতন মত বলা যাইতে পারে না।

আধুনিক মেয়েলীশাস্ত্রাবলম্বী বা নূতন স্বার্থপর সমাজ বিশেষের কাল্পনিক মত কয়েক শতাব্দী যাবৎ কোন এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও উহাকেই শাস্ত্রীয় 'সনাতন-মত' বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; পরন্তু উহা 'নবীন মত'। তাই কোন মহাপুরুষ লিখিয়াছেন—"লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশই প্রাচীন ও বিচার-যুক্ত শাস্ত্র মত—নূতন স্বার্থপরের কল্পনা নহে।"

শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। শ্রীমন্মহাভারত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি-শাস্ত্র। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে আমরা প্রাচীনতম যুগের অনেক ইতিহাস পাই। কথায় বলে,—"যা নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে" অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীভারত ভূমির ইতিহাস এই মহাভারত গ্রন্থে রহিয়াছে, শ্রীগীতারত্ন, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতি আচার্য্যগণ-পূজিত অমূল্যনিধি এই মহাভারত সাগর হইতেই আহৃত হইয়াছে।

সুতরাং শ্রীমহাভারতের 'মত' কখনও অশ্রৌত—শ্রুতি-বিরোধী, অবৈদিক বা নবীন মত নহে। শ্রীমহাভারত শান্তি পর্ব্ব ৩১৮শ অধ্যায়ে বলেন,—"সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ। আমরা শ্রুতি বাক্যেও এই স্মৃতি-বাক্যেরই অবিরোধি প্রমাণ দেখিতে পাই। যদি স্বরূপে সকলেই ব্রাহ্মণ না হইবেন, তাহা হইলে—"অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা কোথায়? "এতদেব গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি—স ব্রাহ্মণঃ"—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি দ্বারা কি জীবাত্মার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না? জড় কি কখনও চেতনের, অনাত্মা কি কখনও আত্মার অথবা বিরূপ কি কখনও স্বরূপের ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে? সনাতন শ্রৌত শাস্ত্রে এমন কথা কোথায়ও নাই যে জড় চেতন হইয়া যায়, পাঞ্চভৌতিক দেহ আত্মায় পরিণত হয়! যদি স্বরূপে ব্রহ্মজত্ব বলিয়া ব্যাপার না-ই থাকিবে, যদি কৃপণতা বা শোককারিতাই জীবের ধর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে, শ্রুতি বাক্য কখনও ঐরূপ কথা বলিতেন না।

স্বরূপ-বিস্মৃত হইলে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ যে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় এবং মনোধর্ম্মে আসক্ত হইয়া মনঃকল্পিত নবীন মতকে যে 'সনাতনমত' বলিয়া বিচার পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষুদ্র দৈহিক ও মানসিক স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তদ্দ্বারা অশ্রৌত—অবৈদিক মতই প্রচারিত হইয়া থাকে।

জীবাত্ম স্বরূপের উদ্বোধন করাই আচার্য্যের কার্য্য। দেহ ও মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া স্বরূপের বিস্মৃতি আরও অধিক পরিমাণে উপস্থিত করিবার চেষ্টা স্বার্থপর, দেহারামী কুযোগী, অসদ্‌গুরুর কার্য্য। আচার্য্যদেব জীব মাত্রকে তাঁহার স্বরূপের কথা জানাইয়া দিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মজত্ব এবং ব্রহ্মজতার চরম লক্ষ্য ভগবদুপাসকত্ব বা বৈষ্ণবত্ব জাগাইয়া দেন। ইহাই শ্রৌতপথাবলম্বী—আচার্য্যগণের চিরন্তন আচরণ। ছান্দোগ্যের আচার্য্য হারিদ্রুমতগৌতম ইহাই আচার দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। তাই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ ব্যতীত অপর উপায়ে বর্ণনির্দ্দেশ প্রণালীই—নবীন মত। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম

১৮৮ অধ্যায়ে ভরদ্বাজ ঋষি ব্রাহ্মণোত্তম ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্থাবর ও জঙ্গমগণের মধ্যে অসংখ্য জাতি। উহাদের বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নির্ণয় হয়? তদুত্তরে ভৃগু বলিলেন—"বর্ণ সমূহের বিশেষ নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমস্ত জগতই ব্রাহ্মণময় ছিল। এই জগতের প্রাণীগণ পরে কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের দ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্র বর্ণতা প্রাপ্ত হয়।" তৎপরে ভৃগু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

—শূদ্রে যদি বিপ্রের লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র লক্ষণ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত শূদ্র 'শূদ্র' বাচ্য হয় না অথবা ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। বনপর্ব্ব ২১১শ অধ্যায়ে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে॥

—শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তিতে সদ্‌গুণসমূহ বিরাজিত থাকে এবং সরলতা গুণটী থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে হইবে। পুনরায় বনপর্ব্ব ২১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে কহিতেছেন—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

* * *

ত্বং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥

"আমার বিবেচনায় আপনি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ; ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার সচ্চরিত্রতারূপ বৃত্তি দ্বারা আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।" বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়, পরম সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্পকে বলিতেছেন,—

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ [illegible] তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

হে সর্প! যাঁহাতে এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাব দেখা যাইবে, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত। যাঁহাতে এই সকল লক্ষণ নাই তাঁহাকে নিশ্চয়ই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।"

শ্রীপরমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে শ্রীনারদ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ পুরুষের বর্ণপ্রকাশক যাঁহার যে লক্ষণ কথিত হইল, যদি অন্য বর্ণেও সেই সেই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই লক্ষণানুসারেই পুরুষের বর্ণ নিরূপণ করিবে। কেবল মাত্র জাতিনিমিত্তে বর্ণ নিরূপিত হইবে না। ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীধরস্বামিপাদও এই মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। অথবা ভাগবতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই এই কথার আদর করেন। যাঁহারা শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত বা স্বামিপাদের এই সকল কথার প্রতিকূলাচরণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে চান, তাঁহারা কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মতে—

"* * * স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তা'রে করিয়ে গণন।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

তাঁহারা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মতে—

"ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১ম

শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শ্রুতি-মতপোষক সর্ব্ব-আচার্য্য-সম্মানিত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল উপদেশ মাত্র দিয়া ঐ সকল শাস্ত্র ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু হাজার হাজার 'নজির'ও দেখাইয়াছেন। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ আলোচনা করিলে আমরা ইহার সাক্ষ্য পাই। বীতহব্য, গৃৎসমদ, সুচেতা এবং ভাগবতের ৯ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত—

করূষান্ মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ॥

এই শ্লোক এবং আরও অনেক শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, মনুতনয় করূষ হইতে কারূষ ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। "ব্রহ্মভূয়ম্" শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ "ব্রাহ্মণত্বম্" লিখিয়াছেন। পুনরায় ঐ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন

মহর্ষির ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণবংশ উৎপন্ন করিবার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৫শ, ১৭শ, ২০শ, ২১শ, ও ৫ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় প্রভৃতি বহু বহু স্থানে লক্ষণদ্বারা শৌক্রব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যকাম জাবালের শৌক্রবিপ্রত্বের প্রমাণ না থাকিলেও 'সত্যবাক্যরূপ লক্ষণ দ্বারা বৈদিক ঋষি গৌতমের সত্যকামকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে সংস্কার প্রদান ছান্দোগ্যের ৪র্থ প্রপাঠক ২য় খণ্ডের পৌত্রায়ণ আখ্যায়িকা এবং ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রমাণাদি হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, লক্ষণদ্বারা বর্ণনির্দ্দেশই প্রাচীন ও বিচারসম্মত শাস্ত্রমত।

একদিকে যেমন মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ব্রাহ্মণোত্তম নীলকণ্ঠ, অপরদিকে তেমনই পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বসাধুজনসম্মানিত প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ। ইঁহারা উভয়েই তাঁহাদের টীকা মধ্যে বৃত্তব্রাহ্মণতাকেই শাস্ত্রীয়, সনাতন ও বৈদিক মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবৈদিক মতকে ঐ সকল মহাত্মা কখনও সম্মান করিতে পারেন না। মহাভারতের টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন :—

শূদ্রলক্ষ্ম কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি।
নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি।
শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব।
ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।

বনপর্ব্ব ১৮০ অ ২৫।২৬

অর্থাৎ শূদ্রের চিহ্ন 'কামাদি' ব্রাহ্মণে নাই—থাকিতে পারে না; ব্রাহ্মণচিহ্ন শমাদিও শূদ্রে নাই—থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদিগুণবিশিষ্ট শূদ্রকুলোদ্ভূত মানবও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। আবার কামাদিযুক্ত বিপ্রকুলোদ্ভূত মানব নিশ্চয়ই শূদ্র। শ্রীধরস্বামিপাদও এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ। ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ। যদ্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ"॥ ৭।১১।৩২ শমদমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণতা-নির্দ্দেশই মুখ্য ব্যবহার। অর্থাৎ কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ নিরূপণ হইতে পারে না। যদি বর্ণান্তরেও অন্যবর্ণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র লক্ষণনিমিত্তের দ্বারাই বর্ণবিনির্দ্দেশ করিবে। অর্থাৎ কেবল জাতি নিমিত্তের দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না।

এই সকল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বসাধুজনসমাদৃত, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মগণের মতকে 'অবৈদিক' বা 'নবীন-মত' বলিয়া যাঁহারা নিজদিগকে উঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় "গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত" হইলেও বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া সুধীগণ স্বীকার করেন না।

এই ত গেল প্রাথমিক কথা। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" (১।২।১১) শ্লোক হইতে জানা যায়, ভগবৎপ্রতীতির অসম্যক্ আবির্ভাবই ব্রহ্মপ্রতীতি; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসক বা বৈষ্ণবে যে ব্রহ্মজ্ঞতা আনুসঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু "দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" এই শ্লোকের টীকায়——"যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন্ না কেন, বৈষ্ণবসদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই বিপ্রত্ব লাভ করেন"—ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে যে অন্যত্র 'বিপ্রসাম্য' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল ভগবদুপাসক বৈষ্ণবের কর্ম্মপর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্ম-পরত্বের আধিক্য এবং বৈষ্ণবে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরত্বের স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় ভক্তিমত্তার আধিক্য বর্ত্তমান। পাছে কেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবকে কর্ম্মপর ব্রাহ্মণের সহিত সমান জ্ঞান করেন—এইজন্য 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবে বিপ্রত্বের কোন অভাব নাই। কিন্তু বৈষ্ণবে কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণের অপ্রয়োজনীয় অংশের সমাবেশ নাই।

যে সনাতন ধর্ম্মের বাণী—"অহং ব্রহ্মাস্মি," (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, (ঐত ১।৫।৩)" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন, যে সনাতন শাস্ত্র 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (কঠোপনিষৎ) প্রভৃতি বাক্যে জীবস্বরূপের উদ্বোধন করিতেছেন, যে সনাতনস্মৃতিবাক্য

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' না হওয়া পর্য্যন্ত পরা ভক্তি লাভের যোগ্যতা নাই বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, যে সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্যগণ—"ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে—ইহা উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, যে সনাতন অমল পুরাণ শাস্ত্র 'নিখিলশ্রুতি-মৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত'—শ্রীনাম-গ্রহণকারীর পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রাহ্মণতার—বেদজ্ঞতার কথা কোটিকণ্ঠে গাহিয়াছেন, সেই সনাতন বৈদিক মত কখনও স্বার্থপরের মনগড়া মেয়েলী শাস্ত্র হইতে পারে না। জীব মাত্রই তাঁহার অপরিস্ফুট স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ এবং পরিস্ফুট স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসক। সুতরাং ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতা একসূত্রে গাঁথা, বৈষ্ণবতার প্রথম সোপানই ব্রাহ্মণতা, ব্রাহ্মণতার শেষ সোপানই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণতা স্থায়ী হয় না, আবার কৈমুতিকন্যায়ানুসারে বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। সুতরাং বৈষ্ণবগণই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসক। সনাতনধর্ম্মের নিখিলশাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য

(১)

আরে আরে ধিক্ ধিক্! কি কহিব কা'রে?
মত্ত মূঢ় চিত্ত মোহ-মদিরা-বিকারে!
বদ্ধ-মায়া-কারাগারে একান্ত অবশ,
করে সে ভোজন কিবা যবস বিরস!
কি মোহ-পরশ অহো, কি মন্ত্র মোহন,
জীবন্তে তাহারে মৃত করেছে এমন!
কি পাণ্ডিত্য আভিজাত্য ব্যর্থ-অভিমান,
কি বিদ্যা অবিদ্যা-জাল উপাধি সম্মান,
করিয়াছে সর্ব্বনাশ হায়রে তাহার!
করিয়াছে কি বঞ্চনা কাল দুর্নিবার!
কালের কামিনী মহা মায়া সে রাক্ষসী,
বিষয়-বাসনা রূপে মোহিনী রূপসী,—
অমেয়-অমিয়-মধু-বন হ'তে তা'রে
ভুলা'য়ে লই'ছে কোন্ ভীষণ কান্তারে,
মূঢ় সে নাহিক শক্তি বুঝিতে সে সব;
তাড়িত পশুর মত চলেছে নীরব!
দিয়াছে কি রস মুখে সেই কুহকিনী,
বিভোর সে তাহাতেই দিবস যামিনী।
দেখিছে সুখের স্বপ্ন ক্ষণে ক্ষণে কত
আশার ছলনে বিশ্ব হেরে করগত;
মদমত্ত জানে না সে, মোহে বিচেতন,
অচিরে ভাঙ্গিবে মিথ্যা সুখের স্বপন!
এক বিনা অন্ধকার হইবে সকল;
ভখিছে যা' সুধা বোধে দেখিবে গরল!
'জল—জল' বলি ছুটি মরীচিকা পানে
পড়ি দীপ্ত মরুভূমে মরিবে পরাণে!
সাবধান এখনও, ওরে মূঢ় মন,
মেঘমন্দ্রে 'ভাগবত' কি কহিছে শোন্!!

(২)

"হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদ ভক্তি-ধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
* * * *
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
* * * *
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১ম অঃ)।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(১) স্বয়ম্ভু

(১) স্বয়ম্ভু (২) র্নারদঃ (৩) শম্ভুঃ
(৪) কুমারঃ (৫) কপিলো (৬) মনুঃ।
(৭) প্রহ্লাদো (৮) জনকো (৯) ভীষ্মো
(১০) বলি (১১) বৈয়াসকি (১২) র্বয়ম্‌॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥"
—ভাঃ ৬।৩।২০-২১

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে তদংশে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে দূরে প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণুই আবার একাংশে অনন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই শুদ্ধসত্ত্ব।

জলময় ব্রহ্মাণ্ডে শেষশয্যায় শয়ান, গর্ভোদশায়ী বলিয়া খ্যাত, এই দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণের অন্তরে সৃষ্টি ইচ্ছা উদয় হইলে তাঁহারই নাভি হইতে একটি সমৃণাল পদ্ম, আর ঐ পদ্ম-কোষেই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে, স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশি মধ্যে মৃণালাশ্রিত একটি পদ্মের উপর তিনি একাকী ভাসিতেছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি মহাবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি অসম্ভব! কোথাও কেহ নাই; আমি একাকী এই জলমধ্যে কোথা হইতে আসিলাম; এই পদ্ম মৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি করিব কি?"

এইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা প্রথমে ঐ পদ্ম মৃণালের মূল নির্ণয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মৃণাল-কে অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে আশ্রয় না পাইয়া অশ্রৌতপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার অহঙ্কার হইল,—আমি আপন শক্তিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন? তাই ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিল না; তিনি বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি লইয়া প্রাণপণ প্রয়াসে সুদীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্মমৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া অবসন্নদেহে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই পূর্ব্বচিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিপুল বারিবক্ষে তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চারিদিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল কিন্তু, সেই অষ্টনেত্রেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; বিফল বহির্ম্মুখী চেষ্টা আর রহিল না। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোনও অভিমান আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্যামী নারায়ণ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল-জ্ঞান-দীপ দেখাইয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর এবং তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তিকে আপনার নিরস্তকুহক পরম সত্য স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে তচ্ছক্তিরূপা পরা বিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়-আকাশে প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে কামবীজযুক্ত অষ্টাদশ অক্ষর মহামন্ত্রে কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। (ব্রঃ সং ৫।২৪)।

ব্রহ্মা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহামন্ত্রে পুরুষোত্তম-শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, তিনি ভগবৎকৃপায়, স্বীয় হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন;—অনন্ত সলিলবক্ষে অনন্তনাগ-শয্যায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শ্রীহরি সুদিব্য প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন, পরাবিদ্যারূপিণী রমাদেবী তাঁহার পদসেবায় নিযুক্তা আছেন। ঐ শেষশয্যাশায়ী শ্যামসুন্দরের শোভন নাভিদেশ হইতেই একটি সুবর্ণ মৃণাল ঊর্দ্ধগত হইয়া, অগ্রভাগে একটি অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্ম-মধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন।

সিদ্ধকাম স্বয়ম্ভূ তখন পরমানন্দে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রয়ভূত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপাবলেই, ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থসম্বলিত সুললিত স্তবমালায় তাঁহার অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পরমগুহ্য বিজ্ঞান-সমন্বিত প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গ স্বরূপ সমস্ত তত্ত্বাঙ্গ শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং শ্রীভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য শিষ্য পরম ভক্তিমান্ পদ্মযোনিকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সুনির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব, অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় পরম দুর্ল্লভ তত্ত্ব বলিতেছি—শুন; গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফূরিত হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য কাহারও হয় না। ব্রহ্মন্,—আমাকেই তুমি সকলের আদি বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথম একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম, এবং এই উভয়ের কারণভূত যে প্রধান বা প্রকৃতি,—সে সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্ তাহারা সকলেই আমারই অব্যক্তশক্তি। এখন এ সকল যাহা দেখিতেছ, আরও যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই একাংশের বিকাশ মাত্র; তাহাতে আমিই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। আবার প্রলয়ে যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতেই সকলের উদয়; আমাতেই সকলের আলয়; আবার আমাতেই সকলের বিলয়। যাহা সত্যই আছে, তাহা যাহাতে নাই বলিয়া বোধ হয়; আবার বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহা যাহাতে প্রতীতি হয়, তাহাই আমার অঘটন-ঘটন-কারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার করিয়া আমি আত্মগোপন করিয়া, একাংশে অখিল জগৎ প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার বাহ্য প্রকাশে কিছুতেই নাই; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ আমিই সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান সকলের আত্মা। আমিই বেদ্য, আমিই সাধ্য। তুমি অনন্য-ভক্তি যোগে সতত আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া, আমার ইচ্ছামত লোক সকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, তুমি কখনও মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হইয়া, আমাকে ভুলিয়া, বিপন্ন হইবে না।” এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাহার এই বাক্য বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞান স্বরূপ ভগবানের শ্রীমুখ হইতে স্বয়ম্ভু বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্য-লীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহিরঙ্গা-সেবা-রত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রদর্শনার্থে সৃষ্টিকার্য্যে রত হইলেন। তিনি প্রথম শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া আপনার পবিত্র আত্মা হইতে চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম,—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ ভাগবত। তাঁহারা জন্মাবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন। অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টিবিস্তারের জন্য দ্বিতীয়বার দশটি পুত্রের জন্মদান করিলেন। তাঁহার ভগবৎকৃপালব্ধ অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মা হতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহা-দের নাম,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজাত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টি ভ্রাতাই পিতার আজ্ঞামত তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

ইহাতেও প্রয়োজনমত প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তাহাতে ব্রহ্মা ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুকে একাগ্র ভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তিসঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মার আরম্ভবৃত্ত পুরুষাকারের সহায় হইলেন। সর্ব্বকারণকারণ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী দুর্লক্ষ্য প্রভাবই অদৃষ্ট বা দৈব। সেই অমোঘ প্রভাবেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। উভয়ের সহযোগে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হইল। পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তান পাদ; এবং কন্যাত্রয় আকূতি দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু, দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং এইরূপে যোগ্য পাত্রে যোগ্যাপাত্রীর সংযোগ সাধন দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিলেন।

ব্রহ্মার পরমভাগবত পুত্র নারদ, কিন্তু, এই সকল

প্রাকৃত ব্যাপারে আদৌ দৃষ্টি দিলেন না। পূর্ব্বসংস্কার বশে বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তৃষার্ত্ত মধুব্রতের ন্যায়, তত্ত্বমধুর জন্যই ব্যাকুল হইয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন;—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ও পুলক-কদম্বে পূর্ণ হইয়াছে; অষ্টনেত্রে দর-দর অশ্রু বহিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। পিতার এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া, নারদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সুযোগ মত, একদা, তিনি পিতার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"পিতঃ, আমার সংশয় দূর করুন; পিপাসা পূর্ণ করুন। আমি আপনাকেই অখিল লোকের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু, আজ আমার তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনারও উপর কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন। আর তাঁহাতেই সমগ্র জগতে সকল পিপাসার পূর্ণ শান্তি। বলুন পিতঃ, তিনি কে;—আপনি কি তাঁহারই আরাধনা করেন?"

পুত্রের বাক্যে ব্রহ্মা পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"বৎস,—তোমার সন্দেহ ধন্য। তোমার অনুমান সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরম কৃপা। কারণ, তোমা হইতেই আমার রসনা আজ কৃষ্ণ-কথা-রসে অভিষিক্ত হইল। পুত্র,—আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, সত্য; কিন্তু আমারও উপর, সকলের একমাত্র আত্মা, আর এক অদ্বয় পরমেশ্বর আছেন। তিনিই বাসুদেব। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তিনি জগদ্গুরু। তাঁহারই মায়াশক্তিতে জগত মুগ্ধ। কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত জনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বৎস,—বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন; সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণেরই অঙ্গ হইতে জাত; অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক; সকল যজ্ঞে সর্ব্বত্র তাঁহারই পূজা হয়; সকল সাধনায় সাধ্য তিনিই; তাঁহারই ভাবে জ্ঞান সার্থক, আর তিনিই সকলের অবিসংবাদিত উত্তমা গতি। আমি এবং অপর প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির অত্যল্প আভাস মাত্রে শক্তিমান্ রূপে প্রতিভাত হইয়া, তাঁহারই অব্যাহত আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া, কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রকাশিত স্বরূপ আমার নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপ নহে। আমি নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সেবক। তখনই আমি নিত্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূলপুরুষ বা আদিকবি। কিন্তু একান্ত শরণাগত না হইলে, তাঁহার কৃপা লাভ না হইলে, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই পারেন না। তিনিই নিজ মুখে কৃপা করিয়া, আমাকে তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। আমি তাঁহারই শরণ লইয়া, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া, সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তি-যোগে সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা কর।

আদিকবি, বিশ্ববৈষ্ণবের আদি গুরু স্বয়ম্ভু হইতেই দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। নারায়ণ উপনিষদে আছে, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম। আর, মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে,—ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথম তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। সুতরাং জগদ্গুরু শ্রীহরি হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, পরে নারদ হইতে ব্যাসদেব, আর ব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্য;—এইরূপ গুরুপরম্পরা ক্রমই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পর্য্যায়ে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে পূর্ণাবয়বে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া খর্ব্ব-দৃষ্টিবিশিষ্ট জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম সদ্বৈষ্ণব বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

স্বয়ম্ভু বা ব্রহ্মা নিজে বৈষ্ণব—ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য। শ্রীব্রহ্মসংহিতা নামক শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত পঞ্চরাত্রগ্রন্থ-পাঠে (৫ম অঃ-২৭ শ্লোঃ) জানা যায়, **ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা দীক্ষিত হইয়া দীক্ষার পর নারদশিষ্য ধ্রুবের ন্যায় দ্বিজত্ব লাভ করিয়া দৈক্ষ্য সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।** শ্রীল জীব-গোস্বামিপ্রভু টীকায় লিখিয়াছেন—"তদেবং **দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব** তস্য **ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব-সংস্কার স্তদা বাধিষ্ঠাৎ** তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ। **আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন তং ব্রহ্মাণং সংস্কৃতঃ।**" আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ ও আদিকবি ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যের এই আদর্শআচরণ দীক্ষাবিধান-ব্যাপারে সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্যপরম্পরা মধ্যে নিত্যকালই প্রচলিত আছে।

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ যখন ধামসহ স্বয়ং ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখনও তিনি দুইবার তাঁহার প্রিয়ভক্ত স্বয়ম্ভুকে স্বীয় অসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন নন্দব্রজে গোপালরূপে গোপবালকগণকে লইয়া গোষ্ঠে গোচারণ করিতে ছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার দুর্বিভাব্যা মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মার সন্দেহ হইল, 'ইনি কে,—ইনি কি আমারই সৃষ্ট কোনও জীব, না স্বয়ং ভগবান্!' অনেক দেখিয়া, অনেক চিন্তা করিয়াও, তিনি এ সন্দেহের নিরসন করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইতেছে, জীব; আবার তখনি মনে হইতেছে, না, অসম্ভব! এত রূপ কি জীবের হয়? অবশেষে, তিনি, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সহচর, গোপাল ও তাঁহাদের গোবৎস গুলিকে হরণ করিয়া লইয়া এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখিলেন। হরি! হরি! হরি!—ব্রহ্মন্, তোমারও আজ একি মোহ উপস্থিত হইল! না হইবারই বা কারণ কি? ছলনাময়ের মায়াজালে বদ্ধ না হইবে কে?

ব্রহ্মার মোহ বুঝিয়া মায়াধীশ শ্রীগোবিন্দ মন্দ হাস্যে ব্রহ্মার প্রিয়ত আস্তে একবার অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পলক মধ্যে মুগ্ধ প্রজাপতি দেখিতে পাইলেন,—পূর্ব্ববৎ সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে। এ কি হইল? তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বতগুহায় গিয়া দেখিলেন,—সেখানে সেই সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণ বদ্ধ রহিয়াছে! আবার গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলেন,—এখানেও অবিকল তাহারাই রহিয়াছে! মহাবিস্ময়ে আরও তিনি দেখিতে পাইলেন,—গোষ্ঠে গোপবালকগণ সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি! সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত মায়ারঙ্গ! লোকনাথ ব্রহ্মার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, ঐ মুরলীবদন মদনমোহন গোপবালকটি কে? পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাও অমনি, সেই সকল অপহৃত গোপাল ও গোবৎসগণকে আনিয়া গল-লগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সেই উদ্ভবকর্ত্তা, অখিল জগতের প্রকাশকর্ত্তা, পরম পিতা, পরমেশ—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। যুক্ত করে গূঢ় বেদবাক্যে তাঁহার কত স্তব স্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর পাদপদ্মে আরও একটি অন্তরের অতি কাতর প্রার্থনাও জানাইলেন। অশ্রুধারে ভাসিতে ভাসিতে যোড়হস্তে কহিলেন,—"নাথ, দয়া কর ব্রহ্মার অত্যুচ্চ আসনে, ব্রহ্মলোকের অতুল ঐশ্বর্য্যে আর রাখিয়া, বিষ-বিষয়-রসে মজাইয়া তোমার ঐ পাদপদ্ম প্রেম-সুধা হইতে বঞ্চিত করিয়া, আর আমাকে রাখি না। আমি আর কোনও পদ, কোনও গতি চাহি না যে কোনও জন্মে তুমি আমাকে তোমার অকৈতব অকিঞ্চন, ভক্তগণের মধ্যে একটুকু স্থান দিয়া তোমা পাদপদ্মের সেবার অধিকার দাও!" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩০)

ব্রহ্মার এ প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। তাঁহার পরমভক্ত গোপীনাথ-আচার্য্য রূপে জগৎপতি ব্রহ্মাই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদাবতার ঠাকুর হরিদাসেও ব্রহ্মা মিলিত হন, সে জন্য ব্রহ্মহরিদাস নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। "গোপীনাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।" (গৌঃ গঃ দীঃ ৭৫ সংখ্যা)।

লীলাময় প্রভু যখন দ্বারকায়, তখন একদিন, তিনি তাঁহার প্রিয় সেবক স্বয়ম্ভুকে কৃপা করিয়া আর এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁহার সাগর-মেখলা-বেষ্টিত সুন্দর দ্বারকা পুরীতে চতুরানন আগমন করিয়াছেন;—দ্বারপাল তাঁহাকে রোধ করিলেন—বলিলেন—"একটু অপেক্ষা করুন; কে আপনি, বলুন; আমি মহারাজকে সংবাদ দিই; তাঁহার অনুমতি আসিলে, তবে আপনি যাইবেন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"তাঁহাকে বলুন আপনাকে দর্শন করিতে ব্রহ্মা আসিয়াছেন।"

দ্বারপাল প্রভুর কাছে গিয়া তাহাই নিবেদন করিলেন। প্রভু একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোন্ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে সেই কথা বলিলে, ব্রহ্মা বড় বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—"এ আবার কি কথা? ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা আবার কয় জন আছে, যে, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কোন্ ব্রহ্মা? জানি না, ছলনাময়ের এ আবার কি ছলনা।" তিনি

দ্বারপালকে বলিলেন,—"বল গে, সনক সনাতনের পিতা চতুরানন ব্রহ্মা।"

দ্বারপাল আবার প্রভুর পাদমূলে গিয়া এই কথা বলিলে, তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। চতুরানন, দ্বারপাল সহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভিবাদন সহ আসনে বসাইলেন। বিশ্রম্ভ আলাপের পর, ব্রহ্মা বলিলেন,—"প্রভো, আপনার একটি কথায় আমার বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন্। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—'কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছে'; ইহার তাৎপর্য্য কি? আমা হইতে অন্য আরও ব্রহ্মা আছে না কি?"

তখন অনন্ত কোটি চিদচিদ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিগকে স্মরণ করিলেন। অমনি অতল্পকাল মধ্যে আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যসমন্বিত বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত সুদিব্য মূর্ত্তি সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া,—কাহারও দশমুখ, কাহারও বিশ মুখ, কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও অযুত, কাহারও কোটি মুখ দেখিয়া,—সনকপিতা চতুরানন ব্রহ্মা, শত শত রাজহংসের মধ্যে ক্ষুদ্র বকের ন্যায় শুষ্ক হইয়া বিস্ময়-বিকশিত-নেত্রে বিহ্বলভাবে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সকলকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুরানন শ্রীভগবানের অসীম মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"প্রভো আমি আপনারই কৃপায় পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম,—আপনার অনন্ত বৈভব, অমিত প্রভাব, অসীমলীলাবৈচিত্র্যের একপাদও কেহ কোনও কালে জ্ঞাত হইতে পারে না। তাহা আমাদের একান্ত অদৃশ্য, অচিন্ত্য—অবাচ্য!"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ব্রহ্মন্, তোমার এই ব্রহ্মাণ্ড মাত্র পঞ্চাশৎ কোটি যোজন; তাহাতে তুমি অতি ক্ষুদ্র চতুরানন ব্রহ্মা। অন্যত্র, কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন ব্রহ্মাণ্ড লক্ষকোটি; এমন কি নিযুতকোটি, ও কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনি ঐশ্বর্য্যযুক্ত। আমার চতুষ্পাৎ বিভূতিই আমার ঐশ্বর্য্য। তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়—এই তিনপাদ বিভূতি গোলকগত ঐশ্বর্য্য এবং একপাদ বিভূতিই —মায়িক ঐশ্বর্য্য। এ সকল আমার একপাদ বিভূতি; পূর্ণ বিভূতির কে পরিমাণ করিবে?"

ব্রহ্মার আজ আরও অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বিদায় লইয়া, শ্রীভগবানের পাদ বন্দনা করিয়া, সেই সর্ব্বসম্পদ্ময় শ্রীচরণই চিন্তা করিতে করিতে, প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"ভবেৎ কচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু র্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনা বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন; তখন মহাবিষ্ণুই স্বাংশে ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, দুইই সিদ্ধ হয়। তিনি শ্রীভগবানের গুণাবতার; কোন শাস্ত্র তাঁহাকে আবেশ অবতারও বলেন।

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে কিয়ৎ পরিমিত স্বীয় তেজ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দাহাদি কার্য্যে সমর্থ করেন, তেমনি শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাতে স্বীয় শক্ত্যংশ সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি রচনা করেন।" (৫।৪৯)। তত্ত্বতঃ, ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। স্বয়ম্ভু অপেক্ষা শম্ভুতে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে। স্বয়ম্ভু ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ একটী স্বরূপগত আর একটী অধিকারগত। নিজস্বরূপে তাঁহারা ভগবৎ-সেবক। মায়িক গুণের অধিকারিরূপে তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের সেই স্বরূপে একজন কর্ম্মকাণ্ডের পরিচালক অপরজন জ্ঞান-কাণ্ডের উপদেষ্টা। কিন্তু তাঁহাদের নিজ ভাগবত স্বরূপে একজন ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্বপাদ ও মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের

উপাস্য, আর একজন রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য—ইহা মহাভারত ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে।

বেদগুহ্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাঁহারাই সম্যক বিদিত আছেন। তাঁহাদেরই কৃপায় তাহা ভাগ্যবান্ জন অবগত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।"

অর্থাৎ,—জড়দৃশ্যাদৃশ্যবিশেষ হইতে পৃথক্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি কারণ বা প্রতিষ্ঠা, সেই বেদগুহ্য উপনিষদালোকের মূল ও আলোকচ্ছটায় আবৃত তোমার গূঢ় সত্ত্বস্বরূপ পরমতত্ত্ব বস্তুকে ব্রহ্মা জানেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌বাক্যে (২।৬।৩) আমরা সেই ভাগবতোত্তম স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করি—

"ব্রহ্মস্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ॥"

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

প্রভাত শিশির সম অশ্রুধারাকুল।
জীবের দুঃখেতে চিত্ত-সর্ব্বদা ব্যাকুল॥
নবনব অনুরাগ মাধুর্য্য আস্বাদন।
করিয়া প্রমত্ত সদা ভকতেরগণ॥
অলৌকিক বিস্ফুরিত মাধুর্য্য অমৃত।
অর্ণব সদৃশ গৌরভক্তগণ যত॥
কোন ভাগ্যে কোনজন একবার হেরে।
তবে তিঁহো তাঁরে কভু ত্যজিতে না পারে॥

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥ ২২॥

নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্য করি আচরণ।
কোটী জন্ম সেবে যদি বিষ্ণুর চরণ॥
কোটী মহতীর্থ যদি করে বিচরণ।
নিরন্তর করে বেদশাস্ত্রের পঠন॥
কিন্তু গৌরপ্রিয়জন পদসেবা বিনা।
কেহ না জানিতে পারে পুরুষার্থ সীমা।
অন্য সর্ব্ব চতুর্ব্বর্গ করয়ে প্রদান।
বেদাদি দুষ্প্রাপ্য প্রেম ভক্তি করে দান॥

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ ও মনের সহজাত ধারণায় পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত অক্ষজবাদিমনুষ্য "প্রাকৃত" ও "অপ্রাকৃত"—এই দুইটী শব্দের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 'অপ্রাকৃত' কথাটী শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা দেখান। তাঁহাদের ধারণা, অপ্রাকৃত বলিয়া কোন বস্তু নাই, উহা কেবল একটী কল্পনার কথা, কতকগুলি দুর্ব্বল সাম্প্রদায়িক লোক তাঁহাদের ঐরূপ বাগাড়ম্বর বা শব্দবৈখরীর আশ্রয়ে নিজের মহত্বটী প্রচার করিবার যত্ন করেন।' আবার ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত বস্তু বা ব্যাপারকেই 'অপ্রাকৃত' বলিয়া কল্পনা করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হন। ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই উভয় শ্রেণীকেই "প্রাকৃত-সহজিয়া" বলিয়া উল্লেখ করেন।

অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের সহজাত জ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তিগণই—প্রাকৃতসহজিয়া ; আর পরা প্রকৃতি জীবাত্মার স্বরূপ বা সহজধর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণতোষণতৎপরতাই —অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। সেই আত্মধর্ম্মে নিষ্ণাত পুরুষগণই—ভগবদ্ভক্ত।

বর্ত্তমানে 'ভক্তি' ও 'ভক্ত' শব্দদ্বয়ের যেরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যগণ উহাকে 'ভক্তি' না বলিয়া "প্রাকৃত সহজধর্ম্ম" এবং ঐরূপ মিছা 'ভক্ত'কে "প্রাকৃত সহজিয়া" বলিয়া থাকেন। অভিধেয়াচার্য্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুলেখক শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ প্রাকৃত সহজিয়াবাদ নিরাকরণ কল্পে লিখিয়াছেন, "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" অর্থাৎ অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের

নামরূপগুণলীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সুতরাং উঁহারও অধোক্ষজতত্ব; সেই অধোক্ষজ ব্যাপার অক্ষজ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দরও প্রাকৃত সহজিয়াবাদের প্রতিকূলে বলিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

কিন্তু প্রকৃতি-সহ-জাত ধারণায় অভিভূত জীব পরিদৃশ্যমানা প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী, সর্ব্ববিচিত্রতার জননী, "জনক জননী-জননী," জ্ঞানধর্ম্মকাব্যসাহিত্যজননী, ভোগপ্রদায়িনী—পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী, অন্নবস্ত্রপ্রদায়িনী, আনন্দবিধায়িনী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণকারিণী বলিয়া দর্শন করেন এবং জগতে প্রকৃতি জনের নিকট স্বদেশ-প্রেমিক, কবি, সাহিত্যিক, ভক্ত (?) প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

আমরা প্রকৃতিতে বিমোহিত-চিত্ত হইয়া বিবর্ত্তজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতিকেই ঈশ্বরী বা যোষাজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের পরমহিতকারিণী শ্রুতি বলেন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" অর্থাৎ এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ; জীব ভগবদুচ্ছিষ্টজ্ঞানে তাঁহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র; কিন্তু এই বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে। বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে ইহাকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে করিলে মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কেবল অধিকতর পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লেশ পাইতে হইবে।

সাত্বতগণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে নিষ্ণাত ভগবদ্ভক্তগণের এই প্রকৃতিতে যোষিৎ অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি নাই। তাঁহাদের—

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।
*　　*　　*
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব মূর্ত্তি॥"

বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টা দেখাইয়াছেন। তিনি ভোগিকুলের ন্যায় প্রাকৃত সম্ভোগবাদ শিক্ষা দেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ও অনুগত ভক্তবৃন্দ ছাড়া ইহা আর কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। সমুদ্র দর্শনে কৃষ্ণবিহারস্থলী 'শ্রীযমুনা' ও চটকপর্ব্বত-দর্শনে কৃষ্ণ-ক্রীড়াক্ষেত্র 'গোবর্দ্ধন' উপলব্ধি, প্রাকৃত সহজিয়াকুলের বিচারের প্রতিকূলে অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম অর্থাৎ জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগতভাব এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্র কৃষ্ণানুসন্ধান চেষ্টাই যে জীবাত্মস্বরূপের স্বাভাবিক বা সহজ ভজন তাহাই সুকৃতিমান্ জীবের নিকট প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু, শ্রীগৌরসুন্দরের এই বিচার ও আচরণের প্রতিকূল-চিন্তাস্রোত বা প্রাকৃত-সম্ভোগবাদ বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, আমরা অপ্রাকৃত ও অবিকুণ্ঠ রাজ্যকে আমাদের ভোগ্যভূমি কল্পনা করিয়া এবং চিজ্জড়ে সমন্বয়স্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিতে ধাবিত হই। আমরা অপ্রাকৃত কবি লীলাশুক বা 'বাগ্দেবতা-চরিত-চিত্রিত-চিত্তসদ্মা, পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী, অপ্রাকৃত কাব্যকুঞ্জের প্রেমামৃত-মুকুলসেবি পিকপতি শ্রীজয়দেবকে বা শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে শ্রীকালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় মনে করিয়া বলিয়া থাকি—

"চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম বামে রাধা—সৌদামিনী সনে!"

অপ্রাকৃত কুঞ্জকাননের নিগমকল্পতরুর গলিত-ফলের আস্বাদক ও বিতরণকারী শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভু বলেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

—অর্থাৎ অমুক্ত ব্যক্তি যদি কখনও মনে মনেও ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার আচরণ করিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। রুদ্র ব্যতীত ইতর ব্যক্তি যদি সমুদ্রোৎপন্ন কালকূট বিষ পান করিতে ধাবিত হন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির যেরূপ বিনাশ অবধার্য্য, তদ্রূপ অনর্থনির্ম্মুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপরের চেষ্টাও বিনাশের কারণ।

কিন্তু আমরা আত্মারাম ষড়্‌বেগজয়ী শ্রীশুকদেব গোস্বামীর এই উপদেশ শিরে ধারণ না করিয়া বলিয়া থাকি—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন গাথা—এই প্রণয় স্বপন?

শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার,
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

* * *

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত ?- হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি প'ড়েছিল মনে ?"

আমার ন্যায় প্রকৃতির সহজ ধারণায় পুষ্ট প্রাকৃত সাহজিকের সম্ভোগবুদ্ধি এইরূপ কত কি ধৃষ্টতা করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণ-সেবা-বিস্মৃত জীব আমি, পরিদৃশ্যমান নশ্বর-জগতের ভোক্তাভিমানী আমি, শুধু পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিতে ভোগবুদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হই না; আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে আমি প্রকৃতির সহজাত সহজ ধারণা লইয়া অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতে ধাবিত হই! পুরীষকণবাহি মক্ষিকা আমি—মধুমক্ষিকার আচরণ দেখিয়া নিজকে মধুমক্ষিকা কল্পনা করিয়া স্বচ্ছ কাচ ভাণ্ডে সুরক্ষিত মধুকে আমার আয়ত্তবস্তু মনে করিয়া তাহা আস্বাদন করিতে ধাবিত হই। কিন্তু আমি ত, মধুর স্বাদ পাই না—কখনও যে পাইতে পারি না! আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি মোচন করিবার জন্য পরমহিতকারিণী শ্রুতিমাতা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম"। আমি শ্রুতিমাতার কোমল ক্রোড়ে লালিত, তাঁহার অমিয় স্তন্য ধারায় পরিপুষ্ট মনে করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রুতিমাতার ঐ উপদেশের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি না। জগতের যাবতীয় বিচিত্রতা যে সেই এক অখণ্ড অদ্বয় পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের বিকৃত, হেয় ও খণ্ড প্রতিফলন—শ্রুতির এই মর্ম্ম কথাটী ধরিতে পারি না। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব কবি এই প্রাকৃত জগতের হেয় অবর ধর্ম্মযুক্ত বিকৃত প্রতিচ্ছবি হইতে যে অপ্রাকৃত প্রেমচ্ছবি মনোধর্ম্মের কাল্পনিক তূলিকায় অঙ্কিত করেন নাই—একথা আমি বুঝিতে পারি না। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভগীতি যে অপ্রাকৃত কবি প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কামপূর্ণ ক্ষুদ্র অপস্বার্থের পুতিগন্ধযুক্ত কামগান হইতে শিক্ষা করেন নাই—একথা আমি বুঝিতে পারি না। ভুবনমোহনমনমোহিনী পরমদেবতা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অপ্রাকৃত লীলা যে প্রাকৃত কামগন্ধদুষ্ট নায়ক নায়িকার চিত্র হইতে অধোক্ষজ-বৈষ্ণবকবি কল্পনা করেন নাই, ইহা আমার প্রকৃতি বিমোহিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান জগতের লোকবঞ্চনাকারী বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া যে দিন হইতে আমি 'ঈশাবাস্য' শ্রুতির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেই দিন হইতেই আমার এইরূপ নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। সেই দিন হইতেই আমি আমার নিত্য সহজস্বভাবসুলভ অপ্রাকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সহজধর্ম্মের স্রোতে গা' ঢালিয়া দিয়াছি, ঐ স্রোতে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে কতই না আকাশকুসুম—সুখস্বপ্ন দেখিতেছি; ঐ সুখস্বপ্নের কথা যে আবার কত ভাবে জগতে প্রচার করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব কবি আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"কি আর বলিব তোরে মন!
মুখে বল প্রেম প্রেম বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ—লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন ভক্তি, তা'তে হৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধ-প্রেম কেমনে মিলিবে?
দশ অপরাধ ত্যজি,' নিরন্তর নাম ভজি,
কৃপা হইলে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্লভ।
কৈতব বঞ্চনা মাত্র হও আগে যোগ্য পাত্র
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত বলিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥

* * * *

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেম প্রায়।
চর্ম্ম মাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায়॥
জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেমমর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধু সঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে,
নিষ্ঠারুচি আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেম সার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ ক্রম সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।
ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

আরও গাহিয়াছেন—

বহির্ম্মুখ হ'য়ে মায়ারে ভজিয়ে
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময় প্রপঞ্চে উদয়
হইলা আমার লাগি'॥
কৃষ্ণ চন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধীজনে কৃপাবিতরণে
শুধিতে নহে কাতর॥
সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥
এমন রতনে বিশেষ যতনে
ভজ ভজ অবিরত।
বৈষ্ণব-সেবক শ্রীকৃষ্ণ চরণে
গুণে বাঁধা সদা নত॥

—কল্যাণকল্পতরু

হরিদাস

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক— দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—বেনাপোল, নির্জ্জন বন, একটী ক্ষুদ্র কুটীরে ঠাকুর হরিদাস নামকীর্ত্তনে বিভোর, কুটীরের দ্বারে শ্রীতুলসী-বেদী। সময়—মধ্যরাত্র]

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানাং
ঐশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ॥
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ *

---

* অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল ঐশ্বর্য্য এবং সমগ্র চেতন পদার্থ যাঁহার অংশ, সেই পরিপূর্ণসম্বিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন স্বরূপ।

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(গান)

কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দ রূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জরজর॥
করি, এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁর,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকসিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি
নিত্য মুক্ত, শুদ্ধ, রসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥

[অদূরে রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিতা জনৈকা নবযৌবনসম্পন্না, সুবেশা গণিকার প্রবেশ]

গণিকা। (স্বগতঃ) আহা! কি মধুর সঙ্গীত! কি সুকণ্ঠ! কি পরম সুন্দর পুরুষ! ইহাঁর দর্শনে আমার ন্যায় কঠিনহৃদয়া স্বৈরিণীরও হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। আমার রূপযৌবনানলে কত শত রূপবান্ পুরুষ পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু আজ যেন এই পুরুষের রূপ, যৌবন, সুমধুর কণ্ঠ, অমিত তেজ আমার রূপ যৌবনকেও ধিক্কার প্রদান কচ্ছে, আমার রূপের প্রভা এই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাপুরুষের অদ্ভুত তেজের নিকট জোনাকি পোকার আলোর ন্যায় বোধ হচ্ছে। অহো, ধিক্! আমায় শত শত ধিক! আমার ঘৃণিত জীবনে ধিক্! আমার ঘৃণ্য বৃত্তিতে ধিক্ আজ আমি পরাধীনা হয়ে দগ্ধোদর ও আপাত রমণীয় ক্ষুদ্র সুখের জন্য এরূপ নীচ বৃত্তি স্বীকার করেছি। আমার হৃদয়ে এরূপ নির্ব্বেদ ত' সারা জীবনেও আসে নাই। আজ অবশে আমি কি বল্‌ছি! একি স্বপ্ন না প্রহেলিকা! অথবা একি মহাপুরুষ-দর্শনের প্রভাব! সারা জীবনের পাপ পঙ্কিল ছবিটী আজ আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে! এ মহাপুরুষ কি আমার ন্যায় পাপীয়সী, ঘৃণ্যা, সর্ব্বজন-পরিত্যক্তা, পতিতা, নরকগামিনীকে কৃপা পূর্ব্বক উদ্ধার কর্‌বেন! এ যে আমার দুরাশা! আমার ন্যায় ঘৃণিতার এত বড় সাহস! ইহাঁর দর্শনে আমার জিহ্বা হরিনামে নৃত্য কর্ত্তে চাচ্ছে। (হঠাৎ চমকিয়া) একি! একি! আমি ত' রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিতা!! আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল কেন? রামচন্দ্র খাঁর আদেশ কোনও প্রকারে অমান্য করলে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। যাই স্বকার্য্য সাধন করি! ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণও কামিনী-কটাক্ষ-বাণে জর্জ্জরিত, মোহিত হয়েছে, তাঁদের কি তেজ, কিছু কম ছিল। রূপযৌবন তপস্যা এর অপেক্ষাও কিছু অল্প ছিল? মেনকা যদি বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপস্বীর কঠোর

• ই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর, নিখিলশ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্য ফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

তপ নষ্ট কর্ত্তে পারে আমিও নিশ্চয়ই ইহার তপস্যা পণ্ড কর্ত্তে পারব। যাই ইহার কুটীরে যাই।

(গণিকার ঠাকুরের কুটীরদ্বারপার্শ্বস্থ তুলসী নমস্কার করিয়া কুটীরদ্বারসমীপে বিলাসভঙ্গীতে আগমন এবং হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বার সম্মুখে অবস্থান)

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

(গণিকার নানাভাবে ঠাকুরকে মোহিত (?) করিবার চেষ্টা, অঙ্গবস্ত্রাদির উন্মোচন, ভাববিলাস, কটাক্ষ প্রভৃতি)

গণিকা। ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
বেশ দেখি মনে গণি তুমি করুণ উদার।
কৃপা করি দাও তবে করুণার ধার॥
সাধুর স্বভাব এই—সর্ব্বজীবে দয়া।
সমদর্শী সাধু সদা আর্দ্র তার হিয়া॥
আমি ত' সুন্দরী তুমি যুবক নবীন।
রূপ দেখি মনে ভাবি কামেতে প্রবীণ॥
এস তবে মোরা এই নির্জ্জন কান্তারে।
কামকলা সাধি সুখে, না হবে প্রচারে॥

হরিদাস। হে ললনে! আমি তোমা করিব স্বীকার।
সংখ্যানাম-কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥

(হরিদাস পুনরায় নামকীর্ত্তনে বিভোর)—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(নেপথ্যে গীত)

বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দমুরারি,
রামকৃষ্ণ হয় গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যাম।
পূতনা ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম॥
যশোদা দুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকা রমণ,
ভুবন সুন্দর বর॥
রাবণান্তকর, মাখনতস্কর,
গোপীজনবস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী॥
যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপমনোহর,
মোহনবংশীবিহারী॥
যশোদা নন্দন, কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জরাসবিলাসী।
কদম্বকানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিননিবাসী॥
আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্ত গুণগণ ধাম॥
যামুন জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্র-চকোর।
নামসুধারস, গাও কৃষ্ণযশঃ,
রাখ বচন মন মোর॥

গণিকা (স্বগতঃ) রাত্রি শেষ প্রায়! মানুষের কণ্ঠ-স্বর শুনা যাচ্ছে। এখন আর কার্য্যসিদ্ধি হ'বে না! এখনই হয় ত' ঠাকুরের কাছে কত লোক এসে পড়্বে! কিন্তু রামচন্দ্র খাঁকে কি বলে বুঝ্ দিব! আজ নিশ্চয়ই আমার কপাল পুড়েছে! অবশেষে রামচন্দ্রখাঁর ক্রোধানলে পুড়ে মরতে হ'বে। কোথায় এসেছিলাম আমার রূপানলে

সাধুঠাকুরকে পুড়িয়ে দগ্ধ কর্ত্তে—ভাগ্য চক্র উলটে গ্যালো। এ নিশ্চয়ই মানুষ নয়—কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। এখন পুড়তে হবে আমাকে। ভগবন্! আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর। (নিষ্ক্রমণ)

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। *
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

—নামকীর্ত্তন—

(দ্বিতীয় অঙ্কে—দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত)

আমার নির্জ্জন ভজন

আমি নির্জ্জন-ভজন প্রয়াসী। 'ভজনানন্দী' বলিয়া প্রচারিত হইবার বাসনায় আমি গৃহত্যাগী। 'ধামবাসী' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় আমি দেশত্যাগী। 'ত্যাগী' ও 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছায় আমি কৌপীনধারী। আবার মর্কট বৈরাগী হইতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিবার জন্য আমি স্ত্রী-সম্ভাষণ ও ধাতুপাত্র প্রভৃতি পরিত্যাগকারী। কখনও বা আমাকে শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভুর সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সারাদিবসান্তে ঘোলপানকারী। কখনও আবার শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের—"অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে"—এই বাক্যের একমাত্র 'মর্য্যাদা-রক্ষাকারী' এবং লোকলোচনের নিকট মহাত্যাগী বৈষ্ণব বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য লোকের প্রদত্ত অর্থ-বস্ত্রাদি অগ্রাহ্যকারী। কখনও বা 'টঙ্ক বিপ্রের' শ্রীল হরিদাসঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করিবার ন্যায় অনর্গ-নির্ম্মুক্ত পরমহংসকুলের নির্ব্যলীক ভজন-চেষ্টায় ভোগবুদ্ধি করিয়া মাধুকরীজীবী।

আমি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাব এখনও বুঝিতে পারি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—অর্থাৎ সূরিগণও যে নিরস্ত-কুহক সত্য বস্তুতে মোহ প্রাপ্ত হন, এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমি সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের লীলাশ্রবণকারী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য বহুবার বহু কথায় শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও ১০ম স্কন্ধের ব্রহ্মমোহন ব্যাপারটীর তাৎপর্য্য আমার মায়াবিজৃম্ভিত দৃষ্টির দুর্ভেদ্য স্তর ভেদ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা পর্য্যন্ত যে মায়াবৈচিত্র্যে নানাভাবে মুগ্ধ হন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই, শুনিয়াও শুনিতে পারি নাই। অথবা যাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা বিপ্রলিপ্সার দ্বারা আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। কিম্বা তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত।

তাই আমি মায়াবাধিত দৃষ্টিতে কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানকাণ্ডও ভক্তিবিরোধী বলিয়া ত্যাজ্য মনে করিয়াছি বটে এবং ভক্তের পোষাকও লইয়াছি বটে কিন্তু আমি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। ভক্তের পোষাক পরাই আমার সার হইয়াছে, কপটতাই আমার বৈষ্ণবতা হইয়াছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাই আমার ধর্ম্ম হইয়াছে, 'প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগী' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াও প্রতিষ্ঠা ভিক্ষাই আমার তপস্যা হইয়াছে। আমার নির্জ্জন-ভজন, আমার ত্যাগ, আমার সারাদিবস পরে ঘোলপান, আমার ধাম বাস, আমার লীলা-স্মরণ, আমার মাধুকরী-গ্রহণ, আমার ধাতুপাত্র পরিত্যাগ, আমার কৌপীনধারণ, আমার অর্থাদির প্রতি, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রতি বিতৃষ্ণা, আমার কুটীর বাস, আমার বিষয় ত্যাগ, আমার স্বজন-পরিহার, আমার লোকালয় পরিত্যাগ, আমার শিষ্যাদি গ্রহণ না করা—ইহারা সকলেই আমাকে বিষ্ণুর দাস্য হইতে বিচ্যুত করিয়া ফল্গুত্যাগী বা জ্ঞানকাণ্ডী করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণবতার প্রাণহীন আচরণগুলি আমাকে অবৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছে। তবে উহারা জগতের লোকের নিকট 'বৈষ্ণব'

* হে রাজন্, যাঁহারা স্বর্গমোক্ষাদি কামনা করেন, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, ও তৎপশ্চাৎ কীর্ত্তন—ইহাই পরম সাধ্য ও সাধন বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন করে নাই। তাই আমি উহা দগকে সাদরে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমার ছদ্মবেশী মিত্রগুলিকে শত্রু বলিয়া চিনিতে পারি নাই। শ্রীল দাস গোস্বামীর 'কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ-ত্যাগে'র আদর্শ ছিল—তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী অনুরক্তি কিন্তু আমার ত্যাগ কপট আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার আদর্শ। তাই এক সময় আমার পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কোন কৌপীনধারী ব্যক্তি অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরের সহজভজনচেষ্টার কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া বাবাজীমহারাজের ন্যায় তিনিও পুরীষত্যাগের স্থানে কপট ভজন চেষ্টা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল গৌরকিশোর—"আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সঙ্গ আমার ন্যায় দীনব্যক্তির কখনই বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আপনি আপনার যোগ্য স্থানে গিয়া ভজন করুন"—এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ঐ ব্যক্তির সঙ্গ অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণবতার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি সেই সকল মহাত্মগণের শিক্ষাগ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলাম না।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভুর কথা বলিতে গিয়া—"রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা"—যে উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ কথা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের আচরণে প্রতিফলিত হইলেও এবং তিনি অনিকেতভাবে অবস্থান ও অপক তণ্ডুল মাত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলেও তাঁহার পরম সুহৃদ্ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের ভজন চেষ্টাকে বিশেষ সম্মান ও আমার শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুরের ভজনচেষ্টা তাঁহার (শ্রীল গৌর কিশোর) অপেক্ষাও অধিকতর বৈরাগ্যময়ী ও কৃষ্ণ তোষণপরা এবং ধামবাসি-নামে-পরিচিত, ধাতু পাত্র ত্যাগকারী, মাধুকরীজীবী, কৌপীনধারী ব্যক্তিগণের অন্তরের অন্তরতমপ্রদেশে লুক্কায়িত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার কথা শত সহস্রবার কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্বের নিগূঢ়তত্ত্ব ও সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদান করিলেও আমি ত শিক্ষা গ্রহণ করিলাম না।

আমি এতই ভাগ্যহীন যে, মনে করি, শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মন্দিরনির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া বা বহু বহু গ্রন্থপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, আমা অপেক্ষা কিছু কম ত্যাগী!' শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক প্রভৃতি আচার্য্য-গণ ধাতুপাত্রপরিত্যাগকারী আমা অপেক্ষা বৈষ্ণবতায় ন্যূন ছিলেন! আমি প্রতিষ্ঠাত্যাগী নির্জ্জন ভজনানন্দী আর যেহেতু তাঁহারা লোকসমাজে বিচরণ করিতেন সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছিল! কিন্তু হায়, আমি কি দৈবীমায়াবিমোহিত! নির্জ্জন ভজনানন্দই আমার বন্ধনের কারণ, আমার কৌপীনই আমার বিষয়, আমার ধাতু পাত্র পরিত্যাগ করাই আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি মনোধর্ম্মী হইয়া দ্বৈত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র বিচার করিতেছি। তাই অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দের সেবানুগতাৎপর্য্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আমি মনে করি, নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস শ্রীল মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক হইয়া দ্বারে দ্বারে হরি কথা প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া এবং আমার ন্যায় কেবল লোকদেখান স্মরণাদিতে কাল কর্ত্তন করেন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় ভৌমবৃন্দাবনে বাস করেন নাই বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন-ধামবাসী ছিলেন না! তাঁহারা আমার ন্যায় ধামবাসী ও রাধাকুণ্ডতটবাসী ছিলেন না!

অক্ষজজ্ঞানে আমার দৃষ্টি এত দূর আচ্ছন্ন যে, আমি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে, 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ' হইতে 'সেবা' বা বৈষ্ণবতার পার্থক্যটী বুঝিতে পারি না। গ্রহণ ও ত্যাগ ধর্ম্মেই আমার রুচি কখনও গ্রহণ ধর্ম্মে লুব্ধ হইয়া ত্যাগ ধর্ম্মের নিন্দা করি, বলিয়া থাকি,—আমি ভগবানের মনোভীষ্ট প্রচারক একটি জীব—সৃষ্টিকার্য্য বৃদ্ধি করাই পরমেশ্বরের অভিমত। সুতরাং গ্রহণধর্ম্মে আসক্ত না হইলে—"সৃষ্টি-রক্ষা হইবে কি প্রকারে?" কখনও বা গ্রহণধর্ম্মের মধ্যে

মিছাভক্তির আবরণ দিয়া নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিতে করিতে বলিয়া থাকি, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সুতরাং সেই নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আমিও পশুর ন্যায় আচরণ করিব। কিন্তু যদি কেহ দেখাইয়া দেন যে, ঐরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বলেন নাই বা উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে, আর যদি অভিপ্রেতই হইলে তাহা হইলে সেটীও নিত্যানন্দের ন্যায় বিষ্ণুবস্তুর পক্ষে শ্রীচৈতন্যতোষণকল্পে একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব, অপরে সম্ভব নহে। এবং যদি ঐরূপ বংশপরম্পরা রক্ষা করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি বীরভদ্র প্রভুকে নিঃসন্তান করিলেন কেন?'' এই সকল যুক্তির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া আমি গৃহব্রতধর্ম্মকেই শুক্র-শোণিতজাত দেহকেই বহু মানন করিয়া শ্রুত্যুক্ত বীরোচনের ন্যায় দেহারামী হইয়া পড়ি।

আবার সময় সময় গ্রহণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাশাটা কিছু কম পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া ও 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগী' শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর নিষ্কিঞ্চন যুক্তবৈরাগ্যবান্ মহজ্জনের বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় ভোগবুদ্ধি করিয়া ফল্গুত্যাগধর্ম্মকে 'সেবা-ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা পূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাকে বরণ করিয়া লই। আমার প্রত্যক্ষজ্ঞানজাত মনোধর্ম্ম ফল্গুত্যাগ, কপটত্যাগ, বা ভক্তির নামে মায়াবাদীর চিত্ত-বৃত্তিকেই ন্যূনাধিক বরণ করিয়া কৃষ্ণতোষণপর ভক্তিবৃত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। আমি তখন নিজকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াও গৌড়ীয়ের একমাত্র গৌড়ীয়ত্বটী যে স্থানে অবস্থিত সেই মূল কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাধারণ সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি। আমি তখন বলিয়া থাকি, নবধা ভক্তির যে কোন একটী যাজন করিলেই বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটী ভুলিয়া যাই, আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামীর সন্দর্ভপ্রতিপাদ্য—"যদ্যপ্যন্যভক্তি কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"—অর্থাৎ কলিতে নববিধভক্ত্যঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কীর্ত্তনমুখে হইলেই ফলপ্রসূ হয়, এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥',

এবং রূপানুগ রসিককুলচূড়ামণি আচার্য্যবর শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের 'সারার্থ দর্শিনীর' সারার্থ—'শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ'—আচার্য্যগণের এই সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কীর্ত্তন ছাড়িয়া 'নির্জ্জনভজনানন্দীর' প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রসাদ-লাভের জন্য নানাবিধ ফল্গুত্যাগ দেখাইয়া থাকি। 'ভক্তিরসামৃত' ও উজ্জ্বলনীলমণির আলোচনায় ধৃষ্টতা দেখাইলেও—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায়, যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

এবং—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।'

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর এই সকল উপদেশ লোকের নিকট ঢাকা দিয়া থাকি, কখনও বা নানাপ্রকার কদর্থ করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমার পৃথু মহারাজকে যে অমূল্য উপদেশটী প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না—

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥

অর্থাৎ ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয় তর্পণরত অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের অভিমত অর্থকামাদি পরিত্যাগ ও নির্জ্জন বাসে অভিরুচি,—এই সকলদ্বারা আত্মার সন্তোষলাভ হয়, কিন্তু যে স্থানে সন্মুখরিত হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জন বাস কখনও স্পৃহা করিবে না; কারণ, উহাদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও কৃষ্ণতোষণ হয় না।

কিন্তু আমি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকেই ভজন কামকেই প্রেম, ভোগোন্মুখতাকেই সেবোন্মুখতা, নামাপরাধকেই নাম,

মায়াকেই কৃষ্ণ, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নির্জ্জনবাসকেই আমার ভজন বলিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিতেছি। তাই, নিষ্কপট ভজনানন্দিগণ আমাকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলিয়া থাকেন।

কিন্তু হায়! শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উপদেশ আমার ভোগোন্মুখ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে না। আমি প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মের নানা প্রকার অভিনয় দেখাইতে যাই বটে, কিন্তু আমার বিষয়মলীন প্রাকৃতচিত্ত অপ্রাকৃতবস্তুর আস্বাদে সমর্থ হয় না। আমি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন"—এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া বিষয় বা অনর্থযুক্ত চিত্তে নিজকে ধামবাসী বলিয়া—ভজনানন্দী বলিয়া মনে করি। আমি সংসার ত্যাগ করিয়াও যে বিষয়ী, কৌপীন লইয়াও যে পরম সংসারী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থপ্রচার, নামপ্রচার, শ্রীবিগ্রহ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধাতু-পাত্র গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া বা না করিয়াও যে সংসারাসক্ত, শ্রীহরিদাস, রায় রামানন্দ, প্রভৃতির ন্যায় অক্ষজনেত্রে ভৌম ব্রজবাস বা রাধাকুণ্ড তটাশ্রয় ত্যাগ না করিয়াও যে কুণ্ডতট কেন বিরজারও নিম্নে অবস্থিত তাহা আমি ভাবিতে পারি না। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতির আচরণের প্রতিকূলে শিষ্য না করিয়াও অথবা পরমবিরক্ত ব্রজবাসী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় বহু শিষ্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকিয়াও আমার যে শিষ্যানুবন্ধ, জনানুবন্ধ, বিষয়ানুবন্ধ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—আত্মবঞ্চিত আমি তাহা ধরিতে পারি না। তাই, কখনও কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বেই ব্যাবসায়ী প্রচারক হইয়া পড়ি এবং গৃহব্রত ধর্ম্মকে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া থাকি; কখনও আবার প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য কীর্ত্তন ছাড়িয়া নির্জ্জনভজনানন্দী হই।

কিন্তু হায়! আমি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-সুন্দরের আদেশ মান্য করিয়া একবারও নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলাম না। তাই, আমার চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইল না। আমার মলিন-চিত্ত মনোধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া আমাকে যে পথে চালাইতেছে, আমি সেই পথেই চলিতেছি। তাই মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরি নাম কেবল কৈতব॥

প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা জাল
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব॥
মাধবেন্দ্রপুরী ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু, সদাই জানব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন
প্রচারিছ ছলে কুযোগি বৈভব।
প্রভু সনাতনে পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব॥
সেই দু'টী কথা ভুল'না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরি নাম রব।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত' বদ্ধ আর মুক্ত
কভু না ভাবিহ একাকার সব॥

মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥
যে ফল্গু-বৈরাগী কহে নিজ 'ত্যাগী',
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব॥
রাধাদাস্যে রহি' ছাড়ি' ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা—নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥

ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তা'রা নহে শব॥
প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

সমালোচনা

আমরা গত ১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩২ তারিখের "মেদিনীপুর হিতৈষী" পত্রের স্তম্ভে "শ্রীমদ্ভাগবতে শঙ্করাচার্য্য শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ লেখক মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের "পদরত্নাবলী" নাম্নী টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তিনি শ্রীঅদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। * * তবে তিনি কাহার শিষ্য ছিলেন বা কোন সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।" লেখক মহোদয় আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত শ্রীবংশীধররচিত "ভাবার্থ দীপিকা প্রকাশ" নামক টিপ্পনী পাঠে ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন।

"পদরত্নাবলীর" টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীমাধবসম্প্রদায়-ভুক্ত শুদ্ধদ্বৈত-মতাবলম্বী বৈষ্ণব। তিনি কেবলাদ্বৈত-মতাবলম্বী নহেন। পরন্তু তিনি পঞ্চভেদস্বীকারকারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ী প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি তাঁহার পদরত্নাবলীর টীকায় মঙ্গলাচরণের প্রথমে—"**শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎ-**পাদাচার্যেভ্যো নমঃ।"—স্বীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য মধ্বমুনির নমস্কার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

হিমকরলসদ্বিম্বদ্যোতঃ সুধারসজিত্বরীম্।
স সম সুদৃশং **দেয়াদানন্দতীর্থ** মহামুনিঃ॥
চরণনলিনে দৈত্যারাতের্ভবার্ণবোত্তরসত্তরীম্
দিশতু বিশদাং ভক্তিং মহং **রাজেন্দ্রতীর্থযতীশ্বরঃ** ॥

তত্ত্ববাদ গুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উড়ুপী গ্রামস্থ মূল মাধ্ব-মঠ বা উত্তরাঢ়ী মঠের গুরুপরম্পরা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্য পদ্ম-নাভ তীর্থ, পদ্ম-নাভের শিষ্য শ্রীনরহরি তীর্থ, তচ্ছিষ্য শ্রীমাধবতীর্থ, তচ্ছিষ্য অক্ষোভ্য তীর্থ; তচ্ছিষ্য শ্রীজয়তীর্থ, তচ্ছিষ্য বিদ্যাধিরাজ তীর্থ, বিদ্যাধিরাজতীর্থের শিষ্য শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ, ইনি ১২৫৪ শকে প্রকটিত ছিলেন। এই রাজেন্দ্র তীর্থের শিষ্যই "পদরত্নাবলী" টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ সুতরাং বিজয়ধ্বজ এই সময়ের বা তৎপরবর্ত্তী কিছুকাল পরের আচার্য্য।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে (২৮শ সংখ্যা) শ্রীবিজয়ধ্বজকে অতিস্পষ্ট ভাবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত বৈষ্ণব বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—"তত্ত্ববাদগুরুণামনাধুনি-কানাং প্রচুরপ্রচারিত-বৈষ্ণবমত-বিশেষাণাং দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত শিষ্যোপশিষ্যীভূত**বিজয়ধ্বজ**ব্যাসতীর্থাদিবেদ-বেদার্থ বিদ্বরাণাং **শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং** ভাগবত-তাৎপর্য্য ভারততাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদিভ্যঃ সংগৃহীতানি।" এই স্থানে শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু বেদবেদার্থবিৎ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব-বাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বৃদ্ধ মুনিপাদকে শ্রীবিজয় ধ্বজের পূর্ব্বগুরু বলিয়া লিখিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত যাঁহারা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের 'ভাগবৎ-তাৎপর্য্য' এবং শ্রীবিজয়ধ্বজের 'পদরত্নাবলী' টীকাটী এক সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতি পদে পদে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীবিজয়ধ্বজ তাঁহার টীকায় শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যের প্রমাণ শ্লোক গুলিকেই তাঁহার টীকামধ্যে উদ্ধার এবং বিস্তার করিয়াছেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে সমস্ত ভাগবতীয় পাঠ বা শ্রীধর স্বামী হইতে অতিরিক্ত শ্লোকগুলি ধরিয়াছেন, বিজয়ধ্বজ অন্যান্য কোন টীকাকারের কথা স্বীকার না করিয়া শ্রীমন্ম-ধ্বাচার্য্যের পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়া একনিষ্ঠ গুর্ব্বানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারি যে, বিজয়ধ্বজ একজন শ্রীমন্মধ্বচার্য্যসম্প্রদায়ী, দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব টীকাকার ছিলেন। আরও জানা যায় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-পাদ ১০ম স্কন্ধের "ব্রহ্মমোহন লীলাটী" তাঁহার 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' মধ্যে স্বীকার করেন নাই বলিয়া তদনুগত শ্রীবিজয়ধ্বজও উহা গ্রহণ করেন নাই।

এই সকল স্পষ্টপ্রমাণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে পদ-রত্নাবলীর টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্র-

দাতী, দ্বৈতমতাবলম্বী, পঞ্চভেদস্বীকারকারী, একজন তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব। তিনি কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না। ভাগবতার্থদীপিকাপ্রকাশের টীকাকার শ্রীবিজয়ধ্বজ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে এইরূপ ভুল করিতেন না।

শ্রীবিজয়ধ্বজের পদরত্নাবলী টীকা পাঠেও জানা যায় যে, তিনি সর্ব্বত্রই কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছেন—

"সৎসঙ্গতিঃ সর্ব্বথা সম্পাদ্যেতি প্রতিপাদ্যাধুনা ভক্তিবিষয়তত্ত্বং নির্দ্দিশতি। যত্রেতি। কেচিজ্জগদ্‌-ব্রহ্মাজ্ঞানকল্পিতমিতি সঙ্গিরন্তে অন্যে শূন্যমেব সম্বৃত্যা সদিবাভাতীতি, অপরে তৎ-পরিণতমিতি, ইতরে প্রাগমতঃ সত্তা সমবায়ি যেন জাতমিত্যদৃষ্টমন্যেশ্বরোহপ্যেক ইতি তান্ সর্ব্বানপি নিরস্যতীত্যতোবাহ। যত্রেতি। যত্র যদাধারতয়া ব্যজ্যতে ইত্যনেনৈতে পক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্তাঃ পূর্ব্বং সতএব ব্যক্তি সত্তাবান্তদনুগতপঞ্চবিধভেদানাং বাক্তত্বেনাসত্যত্বনিষেধঃ বিশ্বস্মিন্ স্থিতমপ্যজ্ঞানাং ন ভাতীত্যুক্ত্যা সুতরামীশ্বরসদ্ভাবো দর্শিতঃ ব্রহ্মতত্ত্বমিত্যনেন সুতরাং পরং জ্যোতিরিত্যনেনজ্ঞানসম্পর্কাভাবঃ স্পষ্টঃ আকাশ ইবেতি নিরাকার পক্ষোহপি নিরাসীতি জ্ঞায়তে। অপরিচ্ছিন্নত্ব এবাকাশ-দৃষ্টান্তো ন শূন্যত্বে ইতি গ্রন্থপ্রপঞ্চতয়া উপরম্যত ইতি॥ শ্রীভাঃ ৪।২৪।৬১॥

বিচারের পাঁচটী অবয়ব। তাহার অন্যতম সঙ্গতি। প্রকৃত সৎসঙ্গতি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ব্ব-শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়া এখন ভক্তিবিষয়ক তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ এই জগৎ অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, শূন্যবাদি-বৌদ্ধগণ "বস্তুতঃ কিছুই নাই শূন্যই বাসনা বশতঃ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে" এইরূপ বলেন। আবার কেহ বা এই জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম এইরূপও বলিয়া থাকেন কেহবা অসৎ হইতে যাবতীয় সত্তার বিকাশ, কেহ বা ঈশ্বর তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করেন এই শ্লোকে সেই সমস্ত বাদ নিরস্ত হইয়াছে। "যত্র" এই বাক্যদ্বারা ভগবানই এই বিশ্বের আধার ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষসমূহ নিরাস পূর্ব্বক বলিতেছেন সত্যবস্তুরই প্রকাশ সম্ভব এবং তদনুগত পঞ্চবিধভেদ সিদ্ধান্তিত হইলে পূর্ব্ব পক্ষের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। "বিশ্বস্মিন্ স্থিতং" অর্থাৎ তিনি এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞান বশতঃ তৎপ্রতীতির অভাব এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল। ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া তাঁহার অজ্ঞানাদির অভাব ইহাও স্পষ্টীকৃত হইল। 'আকাশ ইব' এই বাক্যে নিরাকার পক্ষও নিরস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্নতাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শূন্যবাদ ইহার তাৎপর্য্য নহে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

শ্রীবিজয়ধ্বজের এই টীকা হইতে তাঁহার মত স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

প্রবন্ধলেখক মহোদয় আরও লিখিয়াছেন যে, "বাসনাভাষ্য"টী শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। "বাসনাভাষ্য" ভাস্করাচার্য্য রচিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

মৈয়মনসিংহে—১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২ শুক্রবার তারিখের কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ হইতে উদ্ধৃত—

কিশোরগঞ্জে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার

বিগত সোমবার দিবস গাঙ্গাটীয়ার ভূম্যধিকারী ও সাহিত্যিক ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবাগীশ মহোদয়ের ভবনে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপপুরী গোস্বামী, শ্রীশ্রীমদ্‌-ভক্তিপ্রকাশক অরণ্য গোস্বামী মহারাজদ্বয়, শ্রীমদ্ভক্তি বিজয় গোস্বামী, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী ও ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথ ও নিত্যকৃষ্ণ এই সাত মূর্ত্তি শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারীর সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। মঙ্গলবারে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ উকীল মহাশয়ের ভবনে কীর্ত্তন ও হরিকথার আলোচনা হয়। নিকটবর্ত্তী

জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে কতিপয় ভক্তের শুভাগমন হইয়াছিল। বুধবার দিবস অপরাহ্ন হইতে রাত্রি সাড়ে সাত ঘটীকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সনাতন শাস্ত্র হইতে মনুষ্য জীবনের সুদুর্ল্লভত্ব, অনিত্যতা ও শ্রীহরি-ভজনের যোগ্যতা সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ উকীল ও অদ্য শুক্রবার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় মহোদয়ের ভবনে পাঠ, কীর্ত্তন হইয়াছে ও হইবে। শনিবার স্থানীয় বাজারে ও রবিবার 'কালীবাড়ীতে' পাঠ বক্তৃতা হইবে সকলের উপস্থিত ও যোগদান বাঞ্ছনীয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। গৃহস্থগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় আলয়ে লইয়া যাইতে পারেন। পাঠের বিনিময়ে অর্থাদি গৃহীত হয় না।

বর্দ্ধমানে—আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যতীরাজ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়গণের দ্বারা আহুত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক-ভারতী গোস্বামী মহারাজ গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং নগরসঙ্কীর্ত্তন মুখে আপামরজন সাধারণকে প্রেম বন্যায় ভাসাইয়া দিতেছেন। শ্রীমদ্ভারতী গোস্বামী মহারাজের পাঠ ও সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে এবং তাঁহার ব্যবহারে গ্রামবাসিগণ এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাহার সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন "আবার বুঝি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগতে আসিয়া তাঁহার অনুগত জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিকীর্ত্তন দ্বারা আবালবৃদ্ধবনিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য এত দয়া প্রকাশ করিতেছেন," স্বামিজী শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে সতীর্থ শ্রীমদতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর প্রভুর সহিত গত ২০শে তারিখ ঐ গ্রামে শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টে—১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২ মঙ্গলবারের "জনশক্তি" নাম্নী সাপ্তাহিকপত্রিকা হইতে উদ্ধৃত—

সুনামগঞ্জে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার

শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টী দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারক কীর্ত্তন-সম্রাট্ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ) মহাশয়ের সহিত গত ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে "সুনামগঞ্জে" শুভাগমন করিয়াছেন। তাহারা ঐ তারিখ হইতে প্রত্যহ নগরকীর্ত্তন ও তৎপর দিবস হইতে প্রত্যহ স্থানীয় টাউন হলে বক্তৃতা দিয়া আপামর সাধারণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

নিজস্ব সংবাদ দাতার তার—

GAUDIYA CALCUTTA.

Parbat & Ban Maharajas struggling hard pushing our mission through this rocky region. Surmounting all difficulties Bhagabatpath, kirtan, lectures geing on every day dispelling darkness prevailing everywhere propagation. Elites of the place listening attentively. Appreciation from the intelligent educated class.

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ গোস্বামি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীনাম প্রচার ও অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ দিবস্থরি অধিকারী মহোদয় গৌরবিহিত কীর্ত্তন দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিপিযুষ ধারা প্রবাহিত করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৪ঠা পৌষ ১৩৩২, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ | ১৮শ সংখ্যা

ভক্তিসিন্ধুসুধারস

ঈশ্বর ও জীবে ভেদ কোথায় ?

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ

ঈশ্বর ও জীবে অভেদ কোথায় ?

গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে
হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ

বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ?

এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম—সবারে প্রণতি ।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

প্রভুর আর দুইবার আবির্ভাব কি ?

আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে ।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥
মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭শ

জীবের স্বভাব কি ?

জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন ।
তাহা ছাড়ি আপনারে বলে নারায়ণ ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায় কি ?

ধন জন পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই ।
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র কি ?

ভাগবত শাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে ।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

শ্রীমদ্ভাগবত কি মনুষ্য রচিত ?

এই মত ভাগবত কারো কৃত নয় ।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায় ।
সে হইল স্ফূর্তিমাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

গুরুভক্তি

জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—(১) ব্যবহারিক ও (২) পারমার্থিক। ব্যবহারিকতা বা লৌকিকতায় ভক্তির অধিষ্ঠান নাই। লৌকিকতায় যে ভক্তির আকার দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রকৃত ভক্তি নহে। উহাকে 'ছলভক্তি' বা 'মিছাভক্তি' নামে ভগবদ্ভক্তগণ অভিহিত করিয়া থাকেন।

জগতের ব্যবহারিক লোক আবার দুইশ্রেণীর—(১) কর্ম্মী ও (২) জ্ঞানী। (১) কর্ম্মিগণ জগতে যে কিছু কার্য্য করেন, তাহা সমস্তই ব্যবহারিক। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ের মধ্যে বিস্তর ভেদ আছে। যেমন, যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে উহার সাধ্যফল পৃথক্। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্যকাম ব্যতীত ইতর বিষয়ে ইন্দ্রিয়চালনাকারি-ব্যক্তিমাত্রই কর্ম্মী। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত সাহজিকগণ সকলেই ন্যূনাধিক কর্ম্মী। তাই প্রাকৃত সাহজিকগণের হরিভক্তির নামে যে সকল ক্রিয়া তাহাও ব্যবহারিক ও লৌকিক। প্রাণহীন দেহের যে প্রকার জীবন্ত দেহের আকারের সহিত কোন বিশেষ ভেদ নাই, তদ্রূপ প্রাকৃত সাহজিকগণের হরিভক্তির নামে ব্যবহারিক আচার ও শুদ্ধভক্তের পারমার্থিক আচারের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে বিশেষ কোন ভেদ নাই; কিন্তু অন্তর নিষ্ঠায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ। একজন দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রাণহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবিধ বেশভূষা ও সৌষ্ঠব সম্পাদনে নিরত, আর একজন দিব্য-জ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অঙ্গীর সুখসাধনে রুচিবিশিষ্ট।

(২) দ্বিতীয়শ্রেণীর ব্যবহারিক ব্যক্তিগণের নামই জ্ঞানী। তাঁহারা এই প্রপঞ্চকে এবং প্রপঞ্চজাত বস্তু মাত্রকেই মিথ্যা বলিয়া জানেন। সুতরাং এই মিথ্যা বা স্বপ্নময় অলীকরাজ্যে তাঁহারা যাহা কিছু করেন, সমস্তই ব্যবহারিক। তাঁহাদের সাধ্য সাধন বিচার যাহা কিছু সমস্তই ব্যবহারিক। অতএব তাঁহাদের 'গুরুভক্তি' বলিয়া পারমার্থিক কোন কার্য্য নাই। কারণ তাঁহাদেরই মতে পারমার্থিক সাধ্য বা উপেয় যখন ব্যবহারিক সাধন বা উপায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং পারমার্থিক ভাবসত্তায় যখন গুরুশিষ্য প্রভৃতি কোন কথাই নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে "গুরুভক্তি" বলিয়া যে কথাটী তাহাও ব্যবহারিক বা লৌকিক। এই সকল ব্যবহারিক জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে এরূপও শুনা গিয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের অসিদ্ধ অবস্থায় ব্যবহারিক হিসাবে কোন 'গুরু' স্বীকার করিলেও পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থা (?) উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারিক গুরুকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া গুরুশিষ্যরূপ ভেদ-জ্ঞান যে নির্ব্বিকল্প অবস্থার একটী প্রতিবন্ধক ব্যাপার, তাহা ঐরূপ আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া নিজদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহারিক 'গুরু' ও শিষ্যের' সম্বন্ধ যে কিরূপ হাস্যাস্পদ তাহা একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। এই সকল ব্যক্তিদিগকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

> "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
> বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

অনেক ব্যবহারিকজ্ঞানিসম্প্রদায় আবার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির (৬।২৩)—

> "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি এবং ভগবানের ন্যায় ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে সেইরূপ পরাভক্তি উদিত হইয়াছে, সেইরূপ পুরুষের নিকটই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।—এই মন্ত্রকে ব্যবহারিক দ্বৈতবাক্যের কথা মনে করিয়া অন্তরে ভগবদ্বিদ্বেষ, বাহ্যে লৌকিকতা বা ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের 'গুরুভক্তি' ব্যবহারিক কথাবার্ত্তায় যতই কেন না দৃঢ় বলিয়া মূর্খ লোকের নিকট প্রতীত হউক, কিন্তু এইরূপ ব্যবহারিক 'গুরুভক্তি' ভিত্তিহীন, বাহ্য-চাকচিক্যপূর্ণ সুরম্য সৌধের ন্যায় সুদার্শনিক বিচারবায়ুর ঈষৎ সঞ্চালনেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। যাঁহাদের বিচারে অমুক্তাবস্থা বা সবিকল্প অবস্থায়ই গুরুশিষ্য বিচার সেখানে গুরুভক্তি কখনও পারমার্থিক ব্যাপার হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা ব্যবহারিক রাজ্যে তাঁহাদের গুরুদেবোচার্য্যকে 'ভোগদেওয়া ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা গুরুর পক্ষ হইতে গ্রহণ করা বড়ই শোচনীয় ব্যাপার

এবং শিষ্যের পক্ষ হইতে প্রদানও 'গুরুবঞ্চনা' মাত্র। সুতরাং এইরূপ 'গুরুবঞ্চনা'কে 'গুরুভক্তি' বলা যাইতে পারে না।

এই 'গুরুবঞ্চনা' কার্য্যটী প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে কিছু অন্য আকারে দৃষ্ট হয়। যদিও তাঁহারা নির্ভেদ-জ্ঞানীর মত গুরুকে বা গুরুভক্তিকে ব্যবহারিক বস্তু বা ক্রিয়ামাত্র বলিয়া মুখে উচ্চারণ করেন না, তথাপি কার্য্যতঃ তাঁহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে কৈতব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের গুরুভক্তি বা শ্রদ্ধা কেবল মুখের কথা বা ব্যবহারিক একটী আচার মাত্র। তাঁহাদের গুরুভক্তির মূলে অভিন্নকৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধান স্পৃহা নাই। পরন্তু আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছারই প্রাবল্য। ঐরূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণের 'মুখেমানা' সমশীল গুরু-ব্রুবের সম্বন্ধে যদি সাধুব্যক্তি তাঁহার মঙ্গলের জন্য কোন ভাল কথা বলেন, তাহা হইলে ঐ সকল শিষ্যব্রুব ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গুরুব্রুবের নিন্দা হইতেছে বলিয়া যে অবৈধ ক্রোধ প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুভক্তির পরিচায়ক নহে, পরন্তু উহা দ্বারা তাঁহার ন্যায় শিষ্য-ব্রুবের প্রতিষ্ঠাটী খর্ব্ব হইতেছে, এইরূপ বুদ্ধি হইতেই ঐ অবৈধ ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কারণ যদি তাঁহাদের গুরুভক্তি অচলা হইত, যদি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রকৃত শ্রদ্ধা হইত অর্থাৎ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু 'শ্রদ্ধা' শব্দে যে অর্থ করিয়াছেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

—সেই বাক্যের সার্থকতা যদি তাঁহাদের জীবনে প্রতিফলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাকৃতবিচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতেন!

দ্বিতীয়তঃ অসৎ বা অবাস্তব বস্তুতে শ্রদ্ধা বা ভক্তিরূপা বাস্তববস্তুর ক্রিয়া হইতে পারে না। 'ভক্তি' আত্মার বৃত্তি, সুতরাং উহা আত্মবস্তুতেই সম্ভব। আকাশকুসুমে ভক্তি বা জড়বস্তুতে ভক্তি ভক্তিপদবাচ্য নহে। উহা অভক্তিরই নামান্তর 'মিছাভক্তি'। যাঁহারা মনে করেন, অসত্যবস্তুতেও ভক্তি করা যাইতে পারে, অসদ্গুরুকেও কাল্পনিক ভক্তি দ্বারা কল্পনার ছবিতে বড় করিয়া বা 'সৎ' বলিয়া গড়িয়া লওয়া যাইতে পারে এবং অন্তরে 'গুরু হইতেও কোনও কোনও অংশে নিজের শ্রেষ্ঠতা আছে' ইহা অপরকে জানিতে না দিয়া মনে মনে পোষণ করা যাইতে পারে এবং ঐরূপ করা সত্ত্বেও আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য 'গুরুভক্ত' বলিয়া লোকের নিকট প্রচারিত হওয়া যাইতে পারে, তাঁহারা বঞ্চিত। তাঁহাদের অবৈষ্ণব সঙ্গ হওয়াতেই এইরূপ দুর্বুদ্ধি বা অভক্তির উদয় হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত সাহজিক গুরুভক্তাভিমানি-ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীলগোপালভট্টপাদ বলিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু ব্যতীত অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে নরকে যাইতে হইবে। অতএব যদি কাহারও ঐরূপ অসদ্গুরুলাভ হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি পুনরায় সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

শুদ্ধভক্তের গুরুভক্তি বা গুরুসেবা প্রবৃত্তি অতুলনীয়া। তিনি গুরুকে কর্ম্মীজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহারিক বস্তুমাত্র বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করেন না। শুদ্ধভক্তের গুরু প্রাকৃত সহজিয়ার কল্পনার তুলিকায় আঁকা ও সংশোধিত বা 'অবাস্তব' বস্তুকে 'বাস্তব' বলিয়া 'অসৎকে' 'সৎ' বলিয়া, 'লঘু'কে 'গুরু' রূপে চিত্রিত বস্তু নহে। আমরা অনেক প্রাকৃত সহজিয়ার চরিত্রে এইরূপ উদাহরণ দেখিয়াছি যে, তাঁহারা অনেক সময়ে মুখে খুব 'গুরুভক্ত' বলিয়া প্রচার করিলেও এবং অপরে তাঁহার সেই গুরুব্রুবের সম্বন্ধে কিছু বলিলে তিনি চোখ রাঙ্গাইয়া অপরকে শাসন করিলেও নিজকে অনেক বিষয়ে তাঁহার 'গুরু' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন! এই সকল শিষ্য-ব্রুব মনে করেন, 'আমার গুরু ভজনে শ্রেষ্ঠ হইলেও আমার মত বিদ্যায় পারদর্শী নহেন'! কেহ কেহ আবার মনে করেন, 'আমার গুরুদেব সুললিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেও আমার মত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া নহেন'। কেহ বা আবার মনে করেন, 'আমার গুরু আমার উপর বেশী অর্থাদির দাবি করেন না এবং আমাকে গৃহব্রতধর্ম্ম পালন ও বিষয়ে আসক্ত হইতে যখন নিষেধ করেন না, তখন তিনি বড়ই

উদার ও কৃপালু'! কেহ আবার মনে করেন, 'আমার গুরুদেব সদাচারনিষ্ঠ হইলেও আমা অপেক্ষাও অধিক বিষয়াসক্ত'! এইরূপ বহুপ্রকার চিত্তবৃত্তি আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের আচরণ ও তাঁহাদের বাক্য হইতে জানিতে পারি কিন্তু সদ্গুরু বা সচ্ছিষ্যের আচরণে এইরূপ গুরুশিষ্যে ভোগবুদ্ধি বা গুরুবিদ্বেষ ও শিষ্যহিংসা নাই। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিত্য সেবনীয় বস্তু, শিষ্যও শ্রীগুরুদেবের পরম প্রিয়তম, স্নেহবদ্ধিত ও কৃষ্ণের সেবকসূত্রে শ্রীগুরুদেবের নেত্রোৎসব-বিধানকারী।

আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যে এমন কি কোমলমতি বালক বালিকাগণের পাঠ্যপুস্তকে নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের নাম গুরুভক্তির আদর্শ বর্ণনে দেখিতে পাই। ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষিণী ধারণায় একলব্য গুরুভক্তের একজন পরমশীর্ষস্থান অধিকার করিলেও শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার চরিত্রে গুরুভক্তির নামে হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ ও আসুর ভাবই দেখিতে পান। অজ্ঞজ্ঞান প্রত্যারিত প্রাকৃত ব্যক্তিগণ এই কথাটী বুঝিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা উহাতে গুরুভক্তির আদর্শ দেখিয়া গুরুবিদ্বেষকেই এবং অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়াবলম্বী ব্যক্তির ন্যায় গুরুর প্রকৃত সেবকের অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিদ্বেষ করিয়া ছলগুরুভক্তি প্রদর্শন করাকেই 'গুরুভক্তি' বলিয়া মনে করেন।

একলব্য গুরুবিদ্বেষ করিয়া প্রাকৃত, বঞ্চিত ও আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের যোগ্যতানুযায়ী আদর্শানুসারে যে গুরু-ভক্ত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার আচরণ হইতেই সুধী ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। জগতেও ন্যূনাধিক একলব্যের ন্যায় অনেক গুরুবিদ্বেষি ব্যক্তি পরম গুরুভক্ত বলিয়া প্রচারিত আছেন।

একলব্য আদর্শ গুরুসেবক শ্রীগোবিন্দের—

"* * * মম সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥"

—এই আদর্শের প্রতিকূলে শ্রীগুরুর স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গুরুর নিত্যমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও সেবা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং গুরুকে পক্ষপাত-দোষ বিশিষ্ট মনে করিয়া নিজে কাল্পনিক গুরু কল্পনা করিয়া যে গুরুবিদ্বেষের আদর্শ দেখাইয়া ছিলেন, সেইরূপ আদর্শ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধি-সমাজে বহুমানিত হইলেও উহা অতিবাড়ী বা তথাকথিত গুরুবিদ্বেষী গুরুভক্তের আদর্শেরই একটী চিত্র শ্রীমহাভারত অঙ্কিত করিয়া আস্তিক গুরুনিষ্ঠ-গণকে ঐরূপ কপট গুরুভক্তি ত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান এবং নাস্তিক আসুরভাবাপন্ন 'মুখে গুরু ও গুরুভক্তিমানা' সম্প্রদায়কে বঞ্চনা করিয়াছেন।

একলব্য-কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব বিদ্বেষ করিয়াছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণভক্তবিদ্বেষী আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য একলব্যের গুরুভক্তির আদর্শ শ্রীদ্রোণাচার্য্যের প্রীতি আকর্ষণ করে নাই। তিনি কৃষ্ণসখ অর্জ্জুনকে প্রকৃত গুরু-কৃষ্ণভক্ত জানিয়া ঐ আদর্শ গুরুসেবকের সন্তোষ বিধান কল্পে অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ পাষণ্ডতা বা জড় প্রতিষ্ঠা-বিনাশ কল্পে একলব্যের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করাইয়া-ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের এই আচরণ প্রকৃত আচার্য্যের আচরণ। আচার্য্য গুরু-সেবক-দ্রোহকে 'গুরুদ্রোহ' বলিয়াই জানেন। গুরু-সেবকে বিদ্রোহ করিয়া যে 'গুরুভক্তি' তাহা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের মত ভণ্ডামি মাত্র। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—

"একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হওত পাষণ্ড।
'একে মানি আরে না মানি'—এই মত ভণ্ড॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী শ্রীভগবান্ একলব্যের এই আসুর ভাবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। একলব্য শ্রীভগ-বানের হস্তে নিহত হন।

আমাদের সকলেরই শ্রীমহাভারতের এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্কপট গুরুভক্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ গ্রহণ করিয়া গুরুর ন্যায়—

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।"

এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের—

"নিতাইর চরণ সত্য, নিতাইর সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।"

—এই বাক্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের শিক্ষার জন্য আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর কিশোরের একটী

আচরণের কথা অনেক সময়ে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা শ্রদ্ধাবান্, সারগ্রাহী পাঠকবর্গকে সেই কথাটী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই কথাটী এই :—

—মদীয় আচার্য্যদেব তাঁহার অতি বাল্যাবস্থা হইতেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থাদির আলোচনায় তাঁহার পূতজীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কি নীতি, কি বুদ্ধিমত্তা, কি পাণ্ডিত্যপ্রতিভা —এই জাগতিক ঐশ্বর্য্য সকলও কোন অংশে তাঁহার নিত্যসিদ্ধা সেবা বৃত্তির অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। তিনি তাঁহার চতুষ্পাঠী বা টোলে বহু শিক্ষার্থীর অধ্যাপক ও গুরু ছিলেন। এই সময়ে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর কিশোরের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন, অনিকেত, অক্ষজদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্য প্রতিভাবিহীন, নিরক্ষর, 'জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী' সর্ব্ববিষয়ে জাগতিক হিসাবে হীন, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসের নিকট কৃপা লাভের জন্য উপস্থিত হন। মদীয় আচার্য্যদেব শ্রীল গৌর কিশোরের নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিলে তিনি বলিলেন, 'আপনার ন্যায় পণ্ডিত, ঐশ্বর্য্যবান, আভিজাত্যসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যশালী পুরুষের আমার ন্যায় মূর্খ দীনহীন ব্যক্তির নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিবার আবশ্যক কি? আপনি কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট যান্।" মদীয় আচার্য্যদেব এই মহাত্মার নিকট এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে করিলেন—ইনিই নিশ্চয় আমার গুরুপদবাচ্য, কারণ যিনি আমার ন্যায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকেও 'ধাক্কা' দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিবার একমাত্র যোগ্য পুরুষ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ তাঁহার গুরু "শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণপাদের নিকট অষ্টাবিংশবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ঊনত্রিংশ বারে সরহস্য বিষ্ণু মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ এই মহাত্মার কৃপালাভে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।" ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর কিশোর মদীয় আচার্য্যদেবের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে ভাগবত দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। মদীয় আচার্য্যদেব আমাদের পরমগুরুর অক্ষজ লোক শিক্ষাকল্পে এই আচরণটী বহুবার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে অধোক্ষজ-গুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, যে সকল ব্যক্তি অক্ষজ জ্ঞানে গৌর নিজজন নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের পাদপদ্ম মাপিবার ধৃষ্টতা দেখান এবং ঐ সকল গুরুবর্গ হইতে কোন কোন বিষয়ে নিজদিগের শ্রেষ্ঠতা আছে বলিয়া মনে জানেন, তাঁহারা গুরুদ্রোহী।

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ যশঃ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি'সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

*   *   *

বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥

*   *   *

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা কুল ধন মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম

মদীয় আচার্য্যদেব গুরুপাদপদ্মকে কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার লেখনীর কিয়দংশ হইতে দেখাইতেছি—আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহলীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চের সর্ব্ব প্রাণীতে অধিষ্ঠিত। তিনি প্রাণীরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্যপরাকাষ্ঠাতত্ত্ব। পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত। সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেক ভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত বাক্য শ্রবণরত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি।"

সুধী পাঠকগণ, বৈষ্ণবের 'গুরুভক্তি' ও 'শিষ্য প্রীতির' আদর্শ এইরূপ। বৈষ্ণব গুরুকে বা শিষ্যকে তাহার ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু মনে করেন না। তিনি নিজে সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত, সুতরাং অন্যান্য বস্তুকেও তিনি তাঁহার প্রাণপতির সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেই সুখ অনুভব করেন। 'গুরুভক্ত' শিষ্যের ও একমাত্র গুরুসেবা ব্যতীত কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থানে প্রকৃত গুরুভক্তি নাই জানিতে হইবে। শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।২৮।৫৪ শ্লোকের) টীকায় এই গুরুসেবা বা গুরু ভক্তির আদর্শ পুরঞ্জনের উপাখ্যান হইতে দেখাইয়াছেন—

"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভাগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি তদুচিতবিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষেত। শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুদ্দেশো ব্যঞ্জিতঃ।

—গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তদুত্থ প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জনভজনানন্দ এমন কি তদুচিত নির্জ্জন বাসাদিকেও কখনও অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্ব সাধ্য সিদ্ধ হয়। প্রাকৃত সাহজিকগণ ও তথাকথিত গুরুভক্তাভিমানিগণ শ্রীরূপানুগ শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এই উপদেশ স্ব স্ব মিছা গুরুভক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন কি?

গোস্বামী

মন! তুমিত গোস্বামী নহ।

গোস্বামী বলিয়া জগত মাঝারে
আপনা আপনি কহ ॥ ১ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সেবে
গোস্বামি ঠাকুর সেই।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তুমি বিষয় সেবিছ
'গোদাস' হইলে তেঁই ॥ ২ ॥

মদনে চঞ্চল বিকল হইয়া
হইলে মায়ার দাস।

কি সাহসে মন হইলে এমন
জগৎ বঞ্চিতে আশ ॥ ৩ ॥

গোস্বামী যে জন শ্রীকৃষ্ণসেবনে
নিত্যকাল নিমগন।

তুমিত সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের বশ
শুনরে অবোধ মন ॥ ৪ ॥

গোস্বামী ত কভু জাতিবর্ণাশ্রমে
নাহি দেয় পরিচয়!

সর্ব্বজাতিবর্ণ আশ্রমের পার
গোস্বামিঠাকুর হয় ॥ ৫ ॥

জগতের জন ঠকাইতে মন
ধরিলে গোস্বামী বেশ।

স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কুপথে মজিলে
ভক্তির নাহিক' লেশ ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবের কুলে জনম বলিয়া
তুমিত গোস্বামী নও।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সদা কৃষ্ণেরে সেবিলে
গোস্বামীঠাকুর হও ॥ ৭ ॥

জাতিতে গোস্বামী বলিয়া যে তুমি
পরিচয় দাও ভবে।

ভাবিয়া দেখনা গোস্বামী যে জনা
জাতিগত তেঁহ কবে ॥ ৮ ॥

অচ্যুতগোত্রেতে গৌরাঙ্গের বংশ
যে কেহ গোস্বামী হয়।

পিতৃধন হেন গোস্বামী খেয়াতি
দায়ভাগে প্রাপ্য নয় ॥ ৯ ॥

গৃহস্থ হইবে গোস্বামী বলাবে
সাধু শাস্ত্র দ্বেষ করি।

বৈষ্ণবের গুরু হইতে প্রয়াস
অপরাধে কিসে তরি ॥ ১০ ॥

মায়াবাদে মন হৈয়া নিমগন
হইলে স্মার্ত্তের দাস।

বুঝিয়া না বুঝ কহিলে না শুন
অসতের সঙ্গে বাস ॥ ১১ ॥

পায়ে ধরি মন　　কুবুদ্ধি ছাড়িয়া
সৎ সঙ্গে কর হে আশ।
জয় নিত্যানন্দ　　প্রভু গৌরচন্দ্র
কহে এ' অধম দাস ॥ ১২ ॥

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম

আজ শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র অচৈতন্যবাদের প্রচার কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ধর্ম্মের নামে জড়ানন্দ বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আবাহন কেন? শ্রীঅদ্বৈতের ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র দ্বৈতবস্তুতে ভদ্রাভদ্র বিচার দ্বিতীয়াভিনিবেশেরই বা প্রাবল্য কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারেন এমন উদ্বুদ্ধচেতন পুরুষ কয় জন আজ সমগ্র পৃথিবীতে আছেন? এই সকল প্রশ্নে প্রকৃত পক্ষে কাহারও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিই বা কয় জন? এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য সত্য সত্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, এমন লোকোত্তরপুরুষই বা সমগ্র বিশ্বে কয় জন?

আজ বাংলার, বাংলার কেন—ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অনেক মনীষী চৈতন্যের ধর্ম্ম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকেই বলিতেছেন, চৈতন্যের ধর্ম্মে নব জাগরণ আসিয়াছে।

কিন্তু এই জাগরণ—এই উদ্বোধন কি প্রকৃত পক্ষে চেতনভাব অথবা অচেতনের—ইহাকি কেহ একবারও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন? জড়ের জাগরণ—চেতনতার উদ্বোধন আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মা বা চেতনের ধর্ম্মই—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম। শুধু চেতন বা চিন্মাত্রের ভাবও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। 'শ্রী'—অর্থে শোভা; পরমশোভাময় পরিপূর্ণচেতনের ধর্ম্মই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম। পরমচেতন-বিগ্রহ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য এই ছয়টী 'ভগ' বা গুণের মধ্যে 'শ্রী'ই মূলতত্ত্ব। ভগবৎচিদ্‌বিগ্রহের "শ্রী"ই অঙ্গী এবং অন্যান্য গুণ সকলই অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ,—এই তিনটী অঙ্গ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ অসম্যক্ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ কিরণ রূপে প্রতীয়মান। যেহেতু উহারা গুণের গুণী,—স্বয়ং গুণ নহে। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা অঙ্গকান্তি অথবা চিন্মাত্র। এই চিন্মাত্রভাব শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে।

গুণ সকল অঙ্গস্বরূপে যাহাতে অবস্থান করে তাহাই অঙ্গী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন আমাদের শরীর—অঙ্গী; হস্তপদাদি—অঙ্গ। অথবা যেমন বৃক্ষ—অঙ্গী; শাখা প্রশাখা—পত্র পুষ্প এই সকল অঙ্গ। তদ্রূপ শ্রীভগবানে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি ষড়্‌বিধ গুণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিলেও অন্যান্য গুণগুলি কেহ বা অঙ্গ কেহ বা অঙ্গের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ বিশেষ। কিন্তু 'শ্রী'ই অঙ্গী। তাই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম—জড় ধর্ম্ম ত' নহেই, জড় ব্যতিরিক্ত চিন্মাত্র ভাবও নহে, পরন্তু উহা পরম শোভাময় পরিপূর্ণ চেতনের নিত্য আত্ম ধর্ম্ম।

কিন্তু আজ, এই শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র অচৈতন্য-বাদ প্রচারিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাই শ্রীচৈতন্যচরিত পীযূষধারা বিতরণ করিবার সর্ব্ব প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞক ছয়তত্ত্বের বন্দনায় 'পুষ্পবন্ত', 'চিত্র', 'শন্দ' 'তমোনুদ' এবং 'সহোদিত' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকে চিন্মাত্র ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ-পরমাত্মা হইতে শ্রীচৈতন্যের 'শ্রী' বা শোভা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চেতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে বিলাস করেন। শ্রীচৈতন্য এইরূপ পরম শোভাযুক্ত বস্তু যে জগতের কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা ও চেতন বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হয় না। কোটি সূর্য্যচন্দ্র যুগপৎ যদি এক সঙ্গেও উদিত হন—যাহা জড়ীয় জগতের একটী অসম্ভব ব্যাপার—তাহাও শ্রীচৈতন্যের শোভার সহিত তুলনা হইতে পারে না। এই সনাতন-ভাস্কর পূর্ব্ব শৈলে নিত্য উদিত অর্থাৎ তিনি পুরাণ বস্তু। এই অপ্রাকৃত সূর্য্য জড় সূর্য্যোপাসকগণের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অভিভাব্য বস্তু নহেন। কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নখকিরণের শোভা ও প্রভার নিকট তিরস্কৃত। পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মবাদিগণের ধ্যেয় বস্তু তাঁহার অঙ্গ কান্তি মাত্র। তাই এই শ্রীচৈতন্য 'চিত্র' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত, পুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন নবনবায়মান। এই শ্রীচৈতন্য 'শিবদ'। শিব অর্থাৎ মঙ্গল-প্রদানকারী।

শিবাদি ভক্ত তাঁহারই পাদপদ্মের শোভায় নিরন্তর আকৃষ্ট। সুতরাং প্রকৃত শিব বা মঙ্গল প্রদানে শ্রীচৈতন্যই সমর্থ। তিনি পরম চেতন বলিয়া সর্ব্ব প্রকার তমোবিনাশকারী; ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম অথবা নিত্য চেতন ধর্ম্ম লাভের পরিপন্থী যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মরূপ অজ্ঞানান্ধকার শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে বিদূরিত হয়। শ্রীচৈতন্য সর্ব্বদা নিত্যানন্দের সহিত উদিত। যেখানে জড়ানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিম্বা যেখানে জড় ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা, সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসক নিত্যানন্দের আশ্রিত। আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বা অনিত্যসুখের আশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহে—তাহারা অচৈতন্যের উপাসক।

কিন্তু আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের নামে এরূপ অচেতনতার প্রচার কেন? যে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রোজ্ঝিতকৈতব গ্রন্থ—ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতের সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎকার করাইয়া জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ অচেতন বৃত্তি বিধ্বংসিত করিয়া পরিপূর্ণ চেতনতার শোভা দ্বারা জীবের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য সপার্ষদ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের ধর্ম্মের নাম করিয়া অচেতনতা, জড়তা, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছার আবাহন কেন?

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-শিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্রীসনাতন শিক্ষায়—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

—"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীভগবৎসেবা-বিমুখতা হইতে জীবের দ্বিতীয় অর্থাৎ ইতর বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত স্বরূপবিস্মৃতি, এক বস্তুতে আর এক বস্তু ভ্রম অর্থাৎ বিবর্ত্তজ্ঞান এবং তজ্জন্য দেহ, অর্থ, বন্ধু প্রভৃতির জন্য ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল দ্বিতীয় বস্তু মায়ার কার্য্য। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ জানিয়া নিত্যকাল একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিবেন।"—এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ আচার ও প্রচার করিয়া দেখাইলেন। আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে সেই শ্রীঅদ্বৈতানুগত্য নাই কেন?

আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের নামে অচেতন ধর্ম্ম অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্ম, শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যের নামে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিচ্ছারূপ কামেরই আনুগত্য, শ্রীঅদ্বৈতের অনুবর্ত্তনের নামে দ্বিতীয়াভিনিবেশেরই তাণ্ডব নৃত্য। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে কখনও দেহ ও মনোধর্ম্মের বিচার থাকিতে পারে না—প্রাকৃত সহজিয়াবাদ কখনও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না। রক্তমাংস প্রভৃতির বিচার শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে নাই, উহা অচৈতন্য বা দেহ ধর্ম্মের বিচার! শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে জীব স্ত্রী পুত্রাদির কথা ছাড়িয়া দেয়, গ্রাম্য ব্যবহারের পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করে, যোগতপস্যাদির বৃথা শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিহার করেন, অধোক্ষজজ্ঞানের নিকট অক্ষজ জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া উহাকে বিদায় দেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা ভয় থাকে না। সুতরাং জীবের ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, কনক, কামিনী, জড় প্রতিষ্ঠাসংগ্রহেচ্ছা, অদৈব সমাজানুবন্ধ, জন্মানুবন্ধ প্রভৃতি থাকে না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত জীব জাতিগোস্বামিবাদ, স্মার্ত্তবাদ, গৌরনাগরীবাদ, সহজিয়া, প্রাকৃত আউল বাউল, কর্ত্তাভজাবাদ, গুরুত্যাগী অতিবাড়ীবাদ প্রচার করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত জীবের নিরন্তর কৃষ্ণ-সুখান্বেষণ চেষ্টা ছাড়া আর কোনও ধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে জীব নিরন্তর—

"যা'রে দেখে তা'রে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥

—কীর্ত্তনই—অনুক্ষণ উৎকীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্মই ফুটিয়া উঠে।

"যে তৎ শ্রীমৎপদকমলয়োঃ সৌরভীং মাধুরীং বা
তামাসাদ্য ক্ষণমপি ন যৎ সর্ব্বমেব ত্যজন্তি।
তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং নু বৃক্ষা বিরূঢ়াঃ
কিং গ্রাবাণঃ শিব শিব ন বা চেতনাভির্বিহীনাঃ॥

যাঁহারা সেই পরমশোভাযুক্ত পদকমলের সৌরভ এবং মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মুখে বলেন, অথচ তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য দেহ গেহ কায়

মনোবাক্য সমস্তবস্তু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, তাহারা কি চেতনতাহীন পশু অথবা শুষ্ক বৃক্ষ, অথবা পাষাণ?

শ্রীচৈতন্যের চরণ কমলসুধাপানকারী ভৃঙ্গগণ এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে কখনও অচৈতন্যের বৃত্তি থাকিতে পারে না।

আজ কাল কেহ কেহ মনে করেন, জড়জগতের সামাজিক, নৈতিক, সাহিত্যিক কিম্বা জাতীয় পুনঃ সংস্কার বা পুনরুত্থানের ন্যায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার বা পুনরুত্থান হওয়া আবশ্যক। কোন জাতিবিশেষের উন্নতি বা পুনর্জ্জাগরণ প্রভৃতির চেষ্টা কোন কোন অক্ষজ-বিচার-পরায়ণ মানবসমাজ-বিশেষের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে অভিষিক্ত পুরুষগণ ঐরূপ অক্ষজ চিন্তা-স্রোতে ভাসমান নহেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম কোন জাতিবিশেষের ধর্ম্ম নহে, গোস্বামিপাদগণের ধর্ম্ম—জাতি-গোস্বামিপাদগণের ধর্ম্ম নহে, শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম—জাতি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নহে। জাতি-গোস্বামী, জাতি-বৈষ্ণব প্রভৃতিকে সামাজিক জাতি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদের পতিতাবস্থা বা দুরবস্থা হইতে কিছু উন্নত করিয়া উহাদের দ্বারা পুনরায় জাতি-গোস্বামিবাদ বা উহাদের প্রচারিত দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা লোকরঞ্জন বা অপরাপর মনোধর্ম্মীর চিত্তবিনোদন করিলে কখনও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রচার হইবে না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে, শ্রীসনাতনের ধর্ম্মে, শ্রীরূপের ধর্ম্মে—"নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ"—এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মে জীব মাত্রেরই অধিকারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই **কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা** সেই **গুরু** হয়॥",
"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণোপদেশ।
আমার আজ্ঞায় **গুরু** হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"

—এই সকল বাক্যের দ্বারা চেতন ধর্ম্মে অভিষিক্ত জীব-মাত্রকেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারক, গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যদেব জাগতিক বিচারের একজন ব্রাহ্মণকুলে প্রকটিত ও জাগতিক বিচারে একজন চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজ এমন কি তদ্বহির্ভূত একজন যবন কুলোদ্ভূত পুরুষের দ্বারা অচৈতন্য জীবের দ্বারে দ্বারে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের প্রচার দ্বারা অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। আবার ঐ সকল লব্ধ-চৈতন্য জীব অপর অচৈতন্য ব্যক্তির কর্ণে শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিল।

শ্রীচৈতন্যের বাণী, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম অচেতন বস্তু শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে পারেন না। চেতনই চেতনের বাণী শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-প্রচার দেশ-জাগরণ বা সমাজ সংস্কারের ন্যায় একটী জাগতিক কার্য্য নহে। যাঁহারা জড়ের জাগরণের সহিত নিত্য চেতন বৃত্তির জাগরণকে সমান মনে করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া! জড়ের জাগরণে, জড়ের ওজস্বিনী বা তেজস্বিনী বাণীতে, ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে, মেধায় কূটনীতি আসিতে পারে, হস্তে পাশবিক বল আবির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু চেতনের উদ্বোধন সেইরূপ ব্যাপার নহে। রক্তসঞ্চালন বা রজোগুণের সাময়িক আস্ফালন সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের পক্ষে উপযোগী হইলেও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে ঐরূপ জড়তা নাই।

প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী, জাতি-বৈষ্ণব প্রভৃতি যদি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের পুনরুত্থান বা পুনঃ সংস্কারকে ঐরূপ কিছু মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা বঞ্চিত। আত্মধর্ম্মের উদ্বোধন না হইলে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মে অভিষিক্ত হওয়া যায় না। অন্ধকার কূপ মধ্যে পতিত হইয়া কতিপয় অন্ধ পথিক পরস্পর ধমনীতে বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত করিতে পারেন, কিন্তু কিছু কাল পরে আবার রক্ত 'ঠাণ্ডা' হইয়া যায়, ধমনীতে শোণিতের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। জড়ের চীৎকার, ছুঁচোর কীর্ত্তন, আর কতক্ষণ চলিতে পারে? জড় ধর্ম্মে ক্লান্তি, অবসাদ, অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। অন্ধকূপে পড়িয়া পরস্পর চীৎকার করিলে কি লাভ হইবে?

বর্ত্তমানের প্রাকৃত সহজিয়াগণেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। শুনা যায়, তাহারা নাকি চেতনের বাণীর স্বার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া মৎসর অপরাধময় চিন্তা-স্রোত তাঁহাদিগকে অপরদিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের তামসধর্ম্ম হইতে উত্থিত হইবেন। রজোগুণ যে তামসধর্ম্মেরই আর একটী রূপান্তর তাহা তমোধর্ম্মিগণ বুঝেন না। কাম-ক্রোধাদি রজোগুণসমুদ্ভূত বৃত্তি তামসব্যক্তিতেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলই জড়ের ধর্ম্ম।

তমসাচ্ছন্ন হইয়া রজোগুণের জড়ধর্ম্মকে বা কর্ম্মমার্গকে যে চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্তবাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। অন্ধকূপে পতিত অন্ধব্যক্তিগণকে অপর অন্ধ উত্তোলন করিতে পারেন না বা ঐরূপ কোটি কোটি অন্ধ কিছুকালের জন্য যদি সমবেত চেষ্টাও করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা ঐ অন্ধ কূপ হইতে উত্থিত হইতে পারেন না। পরন্তু পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া নানাস্থানে আহত ও বিনষ্ট হন। চক্ষুষ্মান্ পরদুঃখদুঃখী ব্যক্তি অন্ধগণকে কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। অমুক্তকুল কখনও বদ্ধকুলকে মুক্ত করিতে পারেন না। মুক্তকুলই বদ্ধকুলকে মুক্ত করিতে পারেন।

জগতে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারিত হউক, লুপ্তচৈতন্য বস্তুতঃ স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য জীবের চেতনবৃত্তি উদ্বুদ্ধ, মুকুলিত, বিকচিত ও প্রস্ফুটিত হউক। নিষ্কিঞ্চন শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টপ্রচারক পরদুঃখদুঃখী সাধুজনগণের চেতনময়ী বাণী চেতনের কর্ণ ও মর্ম্ম স্পর্শ করুক, তবেই জগতের—সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হইবে।

এই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের নিখিল চেতনের ধর্ম্ম। এই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের একচেটিয়া ধর্ম্ম নহে— জাতিবিশেষের ধর্ম্ম অচেতনের ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে অভিষিক্ত পুরুষগণ শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রিত। কৃষ্ণ-সেবাসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত কোনও ইতর বিষয়কেই তাঁহারা নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ বিবিধভাবে শ্রীচৈতন্যের সেবায় নিমগ্ন। সাম্বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সহোদিত। যে স্থানে শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে অচৈতন্যদেহ, মন বা বিভুচৈতন্য হইতে পৃথক করিয়া অনুচৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা সেই স্থানে নিত্যানন্দ নাই। সুতরাং তাহা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। প্রাকৃত সহজিয়াকুল সকলেই অচৈতন্য ও অনিত্যানন্দের ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট। তাই, তাঁহারা দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে ভদ্রাভদ্রবিচারশীল হইয়া শ্রীঅদ্বৈতা-নুগত্য হইতে বিচ্যুত।

> "অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
> ন বিদুঃ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

এই জগতের প্রাণী অনাদিবহির্ম্মুখতা বশতঃ অচৈতন্য অর্থাৎ নিত্য চেতন ধর্ম্ম বা কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত। কিন্তু আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র বিশ্বের লুপ্ত-চেতন-ধর্ম্ম একমাত্র শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়ে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অমরোত্তম ব্রহ্মাদিদেবগণের পরম ভজনীয় বস্তু। এই বিশ্বের প্রাণী যদি শ্রীচৈতন্যদেবের চৈতন্যবাণী শ্রবণ না করিল, তবে উহাদের মরণ মাত্রই লাভ।

> "সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
> সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
> প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
> শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥"

যদি কাহারও সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে, সংসারে পার হইয়া যদি সংকীর্ত্তনামামৃত রসে নিষ্ণাত হইবার স্পৃহা থাকে এবং কৃষ্ণনিজজনের আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রূপ প্রেমসাগরে বিচিত্র সেবা-সঙ্কল্পের জন্য যদি কোন আত্মা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণে শরণ গ্রহণ করুন্।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অপারাবারচ্ছেদমৃত মহাপাথোধিমধিকং
বিমথ্য প্রাপ্তং স্যাৎকিমপি পরমং সারমতুলম্।
তথাপি-শ্রীগৌরাকৃতি-মদনগোপাল-চরণ-
চ্ছটা-স্পৃষ্টানাং তদ্ভবতি বিকটামেব কটুতাং॥ ২৩

পারাবার হীন　　　অমৃত সাগর
অধিক মথন করে।
কেহ যদি তাহে　　　পরম অতুল
বস্তু পায় চমৎকারে॥
কোটী শশী জিনি ঘটা
তুলনা কি গৌর-　　　বরণ, মদন
গোপাল চরণ ছটা॥
হৃদয়ে বরণ　　　করে যেই জন
সে অমৃত সিন্ধু সার।
তার স্বাদে মন　　　হইলে মগন
কটু অন্য সর্ব্ব আর॥
গৌর পদাম্বুজ　　　মধুপানে মত্ত-
ভকত ভ্রমরগণ।
অন্যবস্তু কোটী　　　বিকট মানয়ে
মাধুর্য্যে ডুবিল মন॥
দুষ্প্রাপ্য জগতে　　　দুর্ম্মূল্য যে বস্তু
গৌর ভক্ত তুচ্ছ মানে।
প্রেমামৃত ভোক্তী　　　মহিমা অপার
অতুলন ত্রিভুবনে॥

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরি-প্রণয়-বিহ্বলা কিমপি ধারণা লম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥ ২৪॥

জগতে পরম ধন্য গৌর ভক্তগণ।
সকল সদ্গুণ তাঁরে করয়ে ভজন॥
তৃণ হৈতে অতি নীচ আপনারে মানে।
সদ্গুণের সার ক্ষান্তি অঙ্গের ভূষণে॥
কোটী ক্ষোভ হেতু পাইলে ক্ষুব্ধ নাহি হয়।
ধীর-শিরোমণি তাহে গৌর-ভক্তে কয়॥
সহজে সুসৌম্য অতি সুন্দর আকার।
প্রত্যাক্ষরে ঝরে সুধা মধুরিমা সার॥
কৃষ্ণেতর বিষয়েরে নিষ্ঠীবন জ্ঞান।
তার গন্ধে থূৎকার করে ভক্তিমান॥
শ্রীহরিপ্রণয়ভরে বিহ্বল অন্তর।
অনন্য আশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজে নিরন্তর॥

অতএব গৌরভক্তে সদ্গুণ সকল।
কায়বাক্য মনোবুদ্ধি স্বভাব নির্ম্মল॥ ২৪॥

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটী-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ।
চৈতন্য-কারুণ্য-কটাক্ষ-ভাজাং
ভবেৎ পরং সদ্য রহস্যলাভঃ॥ ২৫॥

গুরুশ্রেষ্ঠ বলি কোটী কোটী লঘুজনে।
উপাসনা করুন সে আপনার মনে॥
ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত চিত্তে দাম্ভিকের গণ।
কোটীযুগ শ্রুতিশাস্ত্র করুন পঠন॥
কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ করুন কটাক্ষ ভাজন।
আশ্রয় না করে যদি ভকতচরণ॥
তবে সে বঞ্চিত হৈল পুরুষার্থে সার।
"নন্দানন্দী" না হইয়া যায় ছারখার॥
রসময় কৃষ্ণলাভ গুরু বস্তু হয়।
ভক্তি বিনা বেদাদির অর্থ বেদ্য নয়॥
প্রেমভক্তি বিনা বশ নহে ভগবান।
ভক্তে সেবি ভক্তিলাভ করে ভাগ্যবান॥
এইত রহস্য সার প্রেমপ্রয়োজন।
প্রাপ্তিহেতু গৌরভক্তের ভজহ চরণ॥ ২৫॥

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোপ্যস্য ন স্যাত্তদপিগুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্॥২৬॥

ফল্গু বৈরাগ্য ভবে রহু কোটী কোটী।
শমদম তিতিক্ষাদি নহ পরিপাটী॥
"তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মাস্মীতি" ব্রহ্মৈক্যতা ধ্যান।
অজ্ঞান বা মায়াবাদে প্রচারুন্ জ্ঞান॥
আর্ত্ত অর্থার্থী কিম্বা জিজ্ঞাসু হইয়া।
চিরকাল ধ্যানে বহু জ্ঞানী বা হইয়া॥
বৈষ্ণবী ভকাত বলি কোটী বিদ্ধা ভক্তি।
অনুরাগ ছলে বহু দেখান আসক্তি॥
শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্র প্রিয়ভক্ত জন।
নখরের ছটা যেবা করয়ে সেবন॥

শুদ্ধ ভজনের বার্ত্তা তাঁহারা জানয় ।
শুদ্ধভক্তি লভি তাঁরা আনন্দে মজয় ॥
কৃষ্ণনিত্যদাস জীবের নিত্য ভক্তি শুদ্ধ ।
শুদ্ধজীবের আত্মায় ভক্তিভাব স্বতঃসিদ্ধ ॥
বদ্ধইয়া সেই ভক্তি রহে লুকাইয়া ।
গৌরভক্তের চরণস্পর্শে উঠয়ে জাগিয়া ॥
সেই হেতু ভক্তের পদ সর্ব্বগুণগণ ।
সর্ব্বভাবে সমাশ্রয় করে ভক্তজন ॥
গৌরাঙ্গ ভক্তের ভক্তে সদ্‌গুণ যে সব ।
অন্যে দৃষ্ট না হইবে তার এক লব ॥
অতএব গৌরভক্ত মহিমার সীমা ।
ইহা ছাড়ি অন্য কিবা আছয়ে গরিমা ॥
বুদ্ধিমান জন ভজে গৌরভক্ত পদ ।
কাটিবে ভকতি লভে নাশিয়া বিপদ ॥২৬॥

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খ্যালা দুপুর হোয়ে এসেচে, এখনও ঠাকুরের ভোগ রান্না হয়নি বোলে নিমাইয়ের বাপ বোসে আছেন আর নিমাইয়ের কতা ভাবচেন—চা'র দিনের ভেতোর কি রকম কোরে এত শিকে ফেল্লে। যা শিকেচে চা'র পাঁচ বছরেও কোন ছেলে এত শিকতে পারে না। সত্য সত্যই কি সরস্বতীর বরপুত্র? না আর কিছু। এমন সময়ে নিমাইকে আসতে দেকে বোল্লেন, কৈ কি শিখিচিস দেকি? পণ্ডিত মশায় আজ কাগজ ধোরিয়ে দিবেন বোলিছিলেন—কাগজে কি লিকলি দেকি? নিমাই কাচে গিয়ে কাগজ খানা হাতে দিয়ে বোল্লে—বাবা আমি চিটি নিকিচি, হয় নি? দেকুন। নিমাইয়ের বাপ লেকা দেকে আর চিটি খানা পোড়ে একেবারে থ হোয়ে গেলেন্। বল্লেন,—হাঁরে সত্য সত্যই কি তুই লিকিচিস? এ তোর লেকাই তো?

নি হাঁ বাবা আমি ঠিক বোলচি, সত্যি আমি নিকিচি।

নি বাপ। এ সব কতা তোকে বোলে দিলে কে?

নি। কেও না বাবা, আমি আপনিই নিকিচি।

নিমাইয়ের বাপের সঙ্গে নিমাইয়ের এই রকম কতা কোচ্চে, এমন সময় নিমাইয়ের মা ঠাকুরঘরে ভোগ নিয়ে গ্যালেন দেকে নিমাইয়ের বাপ উটে ঠাকুরঘরে গেলেন। নিমাইয়ের মা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিমাইকে নাইয়ে দিতে নিয়ে গেলেন। নাওয়ার পর পেসাদ পেয়ে নিমাই রোজ যেমন খ্যালা কোরতে যায় আজও তেমনি গ্যালো।

সকলের পেসাদ পাওয়া হোলে পর, নিমাইয়ের মা আর বাপ দুজনা বোসে বোসে অনেকক্ষণ নিমাইয়ের কথা হলো—নিমাই কেমন কোরে চার পাঁচ দিনের ভেতরে এত শিকলে—নিমাই মানুষ কি দেবতা! কি যেন মহাপুরুষ! কি সরস্বতীর বরপুত্র। ছলনা কোরে এয়েচে কে কিছুই ঠিক কোরতে পারলেন না। নিমাইয়ের দাদা মশায় (নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী) গণনা কোরে বোলছিলেন—মহাপুরুষ, শেষে তাই ঠিক কোরে আপন আপন কাজে গেলেন।

খ্যালা কম হোয়ে যাবে বোলে নিমাইকে পাঠশালায় দেওয়া হোলো বটে, কিন্তু খ্যালা কিছুই কম হোলো না, যেন দিন দিন আরও বাড়তে লাগলো। আগে খ্যালায় সাতি ছিল আট দশ জন এখন পাঠশালার প্রায় সব ছেলেই নিমাইয়ের খ্যালার সাতি হোয়ে পোলো। তোমরা এক কেলাসে এক বছর দু বছর না থাকলে আর এক কেলাসে উটতে পার না, নিমাই এক দিনে এক কেলাসের লেখাপড়া শেষ কোরে আর এক কেলাসে উটে পোলো। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই পাঠশালার সব কেলাসের লেখাপড়া শেষ কোরে ফাষ্ট কেলাসে পড়্‌তে লাগলো। কাজেই পাঠশালার সব ছেলের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশ ভাব হোয়ে গ্যালো। শুধু যে ভাবই হোলো তা নয়, নিমাই যেন সকলের বড় হোলো—নিমাইকে সব্বাই খুব মানতে লাগলো। নিমাই যাকে যা বলে, সে তখনই তা করে। একটা বড় ছেলেকেও যদি কোন কাজ কোরতে বলে, সে, 'না' বলে না, যেমন কোরে হোক সে, সেকাজ কোরে ফ্যালে। মনে করে যদি নিমাইয়ের কতা না শুনি তাহলে নিমাই চোটে যাবে—রাগ কোরবে, নিমাই চোটে গেলে কি যেন তার ক্ষতি হবে তা বুঝতে পারে না—নিমাইয়ের কথা না শুনলে মনের ভেতোর কি যেন একটা অসুখ বোধ হোতে থাকে।

নিমাই তো এক রত্তি ছেলে কিন্তু কি কোরে যে ছোট বড় সব ছেলেকে বশ কোরে ফেলেচে, তা আমরা বোলতে পারি নে নিমাইই জানে।

নিমাইয়ের খ্যালার বাড়া বাড়ী দেকে, নিমাইয়ের বাপ তো একেবারে হতাশ হোয়ে পোড়লেন। নিমাইয়ের যে আর কখন লেখা পড়া হবে, এ আশাও মনে থেকে গ্যালো। অনেক তাড়াতুড়ি দিয়ে—অনেক বোকে ঝোকে কিছুতেই নিমাইকে খ্যালা ছাড়াতে পারলেন না। শেষে ছেড়ে দিলেন। যা হয় কোরুক, যা কপালে আচে তাই হবে, আমি আর কিছু বোলবো নি বোলে চুপ কোরলেন।

নিমাই খ্যালা করে বটে, কিন্তু রোজ রোজ পাঠশালে যেতে ছাড়ে না। রাত পোয়াতে না পোয়াতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে—'মা আমি পাঠশালে যাব বোলে শচী দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে, দ্যায়। যাক্ নিমাইয়ের মা ঘুম থেকে উঠে তখনও আঁদার রোয়েছে ভাল কর্সা হয় নি দেকে নিমাইকে বলেন, না ধন এখনও রাত্তির আচে, এখন যেওনা একাকী যাবে মাণিক রাস্তায় ভয় পাবে। নিমাই শুনবার ছেলে নয়, পুতি, কাগজ, কলম, দোয়াত নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিমাইয়ের মা তখন পথ আটকিয়ে বলেন নিমাই এখন যাস্‌নে একটু পরে যাস্ ফর্ষা হোক আমার কতা শোনো মাণিক যেয়ো না। আচ্ছা যাস যা কিছু খেয়ে যা। তোমার জন্যে খাবার রেকিচি ধন খেয়ে যাও। নিমাই সে সব কতা শোনে না, বলে না মা আমার বেলা হবে, খেয়ে যাব না এসে খাব। নিমায়ের মা তখন আরও চ্যাঁচাতে থাকেন নিমে তুই যাসনে, আমার কতা রাক খেয়ে যা। বড্ডো ক্ষিদে পাবে ধন খেয়ে যা। নিমাই পাটশালে যাবার জন্য মায়ের কোন কতাই শুনলে না, হন্ হন্ কোরে চোলে গ্যালো।

নিমাই রোজ পাঠশালে গিয়ে গুরু মশায়ের কাচে যে রকম কোরে পড়া বলে আর গুরু মশায় কোন কতা জিজ্ঞাসা কোরলে যে সব উত্তর দ্যায় তাতে গুরু মশায়ের বিশ্বাস নিমাই খুব পড়ে একটুও খ্যালা করে না। যে সব ছেলে পড়ে না কি জিজ্ঞাসা কোরলে কিছু কোনও পারে না তারা কেবল খ্যালা করে, এটা তাঁর খুবই ভালরূপ জানা আছে! কিন্তু নিমাই তা নয়, নিমাই বেশ ভাল পড়া বলে, তার জন্ত গুরু মশায় নিমাইকে ভাল বাসেন। অন্ত ছেলে নিমাইয়ের মত পড়া বোলতেও পারে না সে রকম ভালও বাসেন না।

নিমাইয়ের এমন একটা ক্ষমতা ছিল যে কোন কতা পড়া একবার শুনলে, ভুলতো না, মুখস্ত হয়ে যেতো এ গুনটা নিমাইয়ের বরাবরই ছিল। এই ছিল বোলেই নিমাই পাঠশালা থেকে বাড়ী এসে একবারও পড়তো না বা লিকতো না কেবল খ্যালা কোরে ব্যাড়াতো। আস্তে আস্তে এমন হোয়ে পোলো যে, নিমাই যেন নাবার খাবার সময় পায় না তাড়া তাড়ী কোরে নেয়ে যেমন তেমন কোরে দুটো খেয়ে খ্যালা কোরতে বেরুতো। (ক্রমশঃ)

দ্বাদশ বৈষ্ণব।

(২) নারদ

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে আত্মকাহিনী বলিয়াছিলেন। তাহা হইতেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। নারদ জন্মান্তরে বেদার্থবেত্তা ভক্তযোগি-মুনিগণের এক দাসীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার মাতার সঙ্গে তিনিও ঐ সকল নিষ্কিঞ্চনভগবদ্ভক্তের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহামহা-প্রসাদ সেবন ও ভক্তশুশ্রূষাফলে নারদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভাগবত ধর্ম্মে রুচি জন্মিল। তাঁহাদের মুখে প্রত্যহ হরিগুণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার হরিপাদপদ্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তখন ঐ উদারমতি মহাত্মারা তাঁহাকে শ্রীহরির সাক্ষাৎ কথিত, অতি গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনারদ তাঁহার দুঃখিনী মাতার সহিত সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার হরি-সেবাই প্রধান ব্রত হইল। তিনি, মাতার স্নেহে সযত্নে রক্ষিত ও পালিত হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে হরিসাধনায় রত হইলেন। কিন্তু এখন ঐ মাতৃস্নেহই তাঁহার দারুণ বন্ধন ও হরি-সেবার একমাত্র অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহা হইতে কত দিনে মুক্তি পাইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার সেই পথের অর্গল অপসারিত হইল। সহসা সর্প-দংশনে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি পরমোল্লাসে মাতার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়াই, গৃহ ত্যাগ করিয়া, উত্তর মুখে প্রস্থান করিলেন। বহু দেশ অতিক্রম

করিয়া, অবশেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি স্নানাদির পর সুস্থ হইয়া, স্থিরাসনে বসিয়া অনন্যমনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরিও স্বীয় ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। আ-মরি মরি,—সেই সাক্ষাৎ ভক্তজন মনোমোহন শ্রীবিগ্রহদর্শনমাত্রই তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেরূপ অন্তর্হিত হইলেন।

তারপর, দাসীপুত্র নারদ তৎকালে আর বহু চেষ্টাতেও সেইরূপ অন্তরে কি বাহিরে—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দারুণ বিরহ-দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণপাতের উপক্রম করিলেন। তখন অলক্ষ্যে থাকিয়াই সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে শ্রীভগবান্ কহিলেন—'এ দেহে আর তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি সতত আমার নাম লইয়া কায়মনে কেবল সাধু-সেবা করিয়া কল্মষ দগ্ধ কর। তাহা হইলেই দেহান্তে, অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া আমার নিত্য পার্শ্বচর হইতে পারিবে।"

শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ মস্তক ধরিয়া তিনি সেই ভাবেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে, শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে নিত্যদেহে নিত্যধামে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিলেন। তিনিই শ্রীনারদ নামে সর্ব্বত্র খ্যাত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছেন।

ভাগবতচূড়ামণি দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গ পুরাণেতিহাসে শত শত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহার অগাধ চরিত্র সর্ব্বত্রই সুদুর্লভ ভগবদ্‌ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে, তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র চরিত্র সুচারুভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে সকল তথ্য সম্যক্ বোধগম্য হয়। হরিভক্তি ও হরিভক্তের অপার মহিমায় মুগ্ধ হইতে হয়। এক্ষণে আমরা তাহা হইতেই নারদচরিত্র সবিস্তার বর্ণন করিব।

আজন্ম হরিভক্ত বিষয়বিরক্ত পুত্র নারদকে ব্রহ্মা, কোন কল্পে, আদেশ করিলেন,—"বৎস, অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত তুমিও প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে মনোযোগ দাও।"

পিতার আদেশবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নারদ কহিলেন,—"হায়, পিতঃ, কি কর্ম্মে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন? আপনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিভজন করিতেছেন, আর আমাদিগকে দিতেছেন বিষয় কর্ম্ম? এই পিতার ধর্ম্ম? কোন্ পিতা পুত্রকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া বিষম বিষ পান করিতে বলেন? অহো, বিষয় যে বিষ হইতেও ভয়াবহ! বিষ একবার জীবন নষ্ট করে, একবার কষ্ট দেয়; কিন্তু বিষয়-বিষ, বিষয়-তৃষ্ণা, একবার সঞ্চারিত হইলে, জন্ম জন্মান্তরেও তাহার জ্বালা যায় না; বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াও জীব তাহা হইতে ত্রাণ পায় না। হায়, অতি নিম্ন অতি ভীষণ ভবসাগরে, বিষয়-বিষ-গহ্বরে, নিমগ্নজন কোটিকল্পকালেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না! পিতঃ,—

ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্।
মনো দধাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে নাশকারণে।
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্।

(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৮ম ৩৫-৩৬)

ভক্তিপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তবৎসল, ভক্তারাধ্য ও ভক্তসাধ্য পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া, কোন মূঢ়, নিশিত বড়িশে পিশিতের ন্যায় নাশ-হেতু বিষয়ে ধাবিত হয়। পীযূষ হইতেও অধিক প্রিয় কৃষ্ণসেবা পরিহার করিয়া, কোন্ মূর্খ বিষয়-নামক বিষম বিষ পান করিতে রত হয়? অবোধ পতঙ্গের প্রজ্বলিত দীপাগ্নির মত, বিষয়ি-জনের বিষয়, বিনাশেরই কারণ।"

এই বলিয়া নারদ নিরস্ত হইলেন। তিনি তখন পিতার সম্মুখে সতেজে জলদগ্নি শিখার মত শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজেশ ব্রহ্মা, কিন্তু, পুত্রের এই অবাধ্যতা উপলক্ষ্য করিয়া, তাঁহার হরিপদে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, এবং জগতে হরিভক্তের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন; বলিলেন,—"অবাধ্যপুত্র, যাও,—এখন তুমি গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্ম লইয়া মোহময় কামিনী কাঞ্চনে রত হও! পঞ্চাশৎ সুন্দরী কামিনীর কান্ত হইয়া কাম ভোগে কালপাত কর! তাঁর পর শূদ্রা দাসী গর্ভে জন্ম লইয়া তুমি দাস হইবে। পরে, বৈষ্ণব-সংসর্গে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনে,

কৃষ্ণকৃপায় শাপমুক্ত হইয়া আবার আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যাও, এখন অধঃপতিত হও!”

তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণহৃদয় নারদ কহিতে লাগিলেন;—“পিতঃ ক্ষমা কর;—পিতঃ রক্ষা কর! কুৎপথগামী দুরাচার পুত্রকেই পিতা অভিশাপ দেন, পরিত্যাগ করেন; কিন্তু, কি দোষে আপনি এই কৃষ্ণভজনরত সর্ব্ব-ভোগ-সুখ-বর্জ্জিত কাঙাল পুত্রকে এমন কঠোর অভিশাপ দিলেন? তথাপি আমি আপনার এই অভিশাপ অঞ্জলি পাতিয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছি। কিন্তু, পিতঃ, চরণে ধরি আপনার, আপনি দয়া করিয়া বিদায় কালে এই দীন হীন অভাজনের একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন,—

‘জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্, যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্ম্মামেবং দেহি মে বরম্॥”
যে কোন যোনিতে মোর হো’ক না জনম।
হই শূদ্র, কিম্বা ক্ষুদ্র পশুর অধম॥
দাও বর মোরে পিতঃ, যেন সর্ব্বস্থলে।
কৃষ্ণভক্তিনিধি সদা হৃদয়ে উজলে॥
যাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব’লে নরকে গভীর!
পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব’লে কাল-সিন্ধু-তীর!!

কৃষ্ণভক্তকে নাশ করিবে কে? কৃষ্ণনামরত কৃষ্ণদাসকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, বিষয়মলে কলুষিত করিবে কে? কৃষ্ণভক্তিযুক্ত জাতিস্মর জীব শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ ভক্তির শক্তিতেই যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোলোকগতি লাভ করেন! জীব কর্ম্মবশে বা দৈব বশে যে কোনও জন্মে যে কোনও অবস্থাতেই নীত হউক্ না, সে সাধুগুরুর আশ্রয়ে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র পাইবা মাত্রই পবিত্র হয়; তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয়; কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই সাধু-পথ অপরকে প্রদর্শন করেন, তিনিও পরাগতি প্রাপ্ত হন। আর যে বিশ্বস্ত গুরু শরণাগত শিষ্যকে এই সত্য সাধু-পথ, এই অকৈতব অভয় পথ, না দেখাইয়া, অসাধুপথে, আশু ধ্বংসের কবলে পরিচালিত করেন, তিনি যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য তাবৎকাল কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরেন। তিনি কি গুরু, তিনি কি পিতা, তিনি কি পতি, না তিনি পুত্র,—যিনি প্রীতিভাজন প্রিয়জনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি দান না করেন, সেই ভক্তিলাভের সহায় না হন, সেই ভক্তিযোগের অকপট উপদেশ না দেন? পিতঃ নিরপরাধে আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, আপনাকেও ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে। আপনাকে কল্পত্রয় কেহ পূজা করিবেন না।” অবিলম্বে অভিশপ্ত নারদ স্থানভ্রষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবন্ধলেখক মহোদয় “ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদার্থপরিবৃংহিতঃ,” “নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্” ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকে অদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে অনেকেরই একটী ভুল ধারণা এই যে, ‘বেদ’ বা ‘বেদান্ত’ বলিলেই উহা কেবলাদ্বৈত-মত-পোষক শাস্ত্র অথবা “বৈদান্তিক” শব্দটী বলিলেই “কেবলাদ্বৈত-মতবাদী, বুঝাইয়া থাকে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও শুদ্ধ বৈদান্তিক। কিন্তু তাঁহারা তাই বলিয়া কেবলাদ্বৈত-মতবাদ স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কেবলাদ্বৈত মতবাদ পোষক গ্রন্থ নহে। ঐ গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কেবলাদ্বৈত মতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। “অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং” এই গারুড় বচনে “অর্থ” শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক, অকৃত্রিম ভাষ্য, পরন্তু স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য নহে, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত গারুড় বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতকে কেবলাদ্বৈতমতাবলম্বী গ্রন্থ না বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম, উপসংহার, ও অভ্যাসাদি শাস্ত্রতাৎপর্য্য জ্ঞান লক্ষণ হইতে শুদ্ধভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং মতবাদপ্রচারক আচার্য্যগণের ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের যে প্রকৃত নির্ম্মল অর্থ আবৃত হইয়াছে, তাহাও ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় এবং শুদ্ধভক্তির একটী অমলপ্রমাণগ্রন্থ। অপিচ ইহা একটী বৈষ্ণবপারমহংস্যসংহিতা।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য নিত্যচিদ্বিলাস-কথাকীর্ত্তনকারী, প্রোজ্ঝিতকৈতব মোক্ষাদি বাঞ্ছারূপ কুহক হইতে সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়াই অসুর মোহনার্থ ভগবদাদেশপ্রাপ্ত শঙ্করাবতার আচার্য্য-শঙ্কর ঐ অপৌরুষেয় বেদান্তব্যাখ্যাস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে কোনরূপে চালনা করেন নাই। তবে শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব-গোপন-বিষয়ক আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এবং নিগুণ-মোহন-কল্পে স্বীয় প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমতাবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপ দর্শন জন্য বিস্ময়, ব্রজকুমারীগণের বস্ত্র হরণাদি লীলাবলীকে স্বকৃত গোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে তটস্থস্বভাবে বর্ণন করিয়া নিজবাক্যের সাফল্য বিধানকল্পে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "শারীরক ভাষ্যে" যে চতুর্ব্যূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের অনুকূলে নহে। পরন্তু উহাদ্বারা পঞ্চরাত্র-দূষণবাদ বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধিমতবাদই প্রচারিত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য পাঠে জানিতে পারা যাইবে।

প্রবন্ধ লেখক মহোদয় আরও লিখিয়াছেন যে, ভাগবতের প্রাচীন টীকাকার সকলেই অদ্বৈত মতাবলম্বী, পরন্তু তাহা নহে। শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণ, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়োক্ত শুদ্ধাদ্বৈতমতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে কেবলাদ্বৈত বাদী মনে করিয়া ভুল করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তির বিরোধ নাই। শুদ্ধাদ্বৈতবাদটী বৈষ্ণব-মত। আমরা ভবিষ্যতে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার বহুবিধ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইব যে, তিনি কেবলাদ্বৈত-বাদী ছিলেন না। তিনি একজন নৃসিংহোপাসক, বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্য। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার টীকার সম্মান করিয়াছেন। পরন্তু কোন কেবলাদ্বৈতবাদীর টীকার সম্মান করেন নাই। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের সন্দর্ভপাঠে জানা যায় যে, শ্রীলগোস্বামি প্রভু শুদ্ধাদ্বৈতাচার্য্য শ্রীধরের মত গ্রহণ করিলেও পুণ্যারণ্য প্রভৃতি শাঙ্করমতাবলম্বী কেবলাদ্বৈতবাদী টীকাকারগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে কেহ বা শুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্বী, কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতমতাবলম্বী, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈত-মতাবলম্বী, কেহ বা শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বী। এখনও শুদ্ধাদ্বৈতাচার্য্য শ্রীধর 'স্বামীর ভাবার্থ দীপিকা,' শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবাৎস্য গোত্রীয় শৈলগুরুপুত্র শ্রীবীররাঘবের 'ভাগবতচন্দ্রিকা,' শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়াচার্য্য রাজেন্দ্র তীর্থশিষ্য বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত 'পদরত্নাবলী,' শ্রীনিম্বানন্দ সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশুকদেব প্রণীত সিদ্ধান্তপ্রদীপ এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত 'সুবোধিনী টীকা' পাওয়া যায়। কেবলাদ্বৈতমতাবলম্বী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর 'ভাবার্থ-প্রকাশিকা' নাম্নী ব্যাখ্যা প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়।

আশা করি, প্রবন্ধ লেখক মহোদয়ে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম পারমহংস্য-সংহিতা। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্র মুক্তিসুখা তিরস্কারিণী চিল্লীলার উৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুকদেবাদির ন্যায় আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞান স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতীয় নিত্য-লীলা-কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আদি, মধ্য এবং অন্তে মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতবনিন্দা ও নিরস্তকুহক শুদ্ধভক্তির প্রশংসাই শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত কখনও কেবলাদ্বৈত-মতবাদীর অনিত্য ভক্তি বা কেবলমাত্র সাময়িক সাধনোপায়ের মতপোষক গ্রন্থ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত অহৈতুকী, অপ্রতিহতা নিত্যা ভক্তিকেই একমাত্র উপায় ও পরমোপেয়, পুরুষমাত্রের পরমধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য," "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ-বিমুক্তমানিনঃ," "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য," "যমাদিভির্যোগ-পথৈঃ," প্রভৃতি শ্লোকে কৈবল্যাদ্বৈতবাদ বা সাযুজ্যমুক্তিকে বিশেষরূপে নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিয়াছেন।

সরলতাই—ব্রাহ্মণতা, আর মাৎসর্য্যই—চঞ্চলতা।

আমরা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের সম্পাদক প্রবর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামি মহোদয়ের

সরলতার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আধুনিক অনেক ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণের প্রমাণ দেখাইয়া দিলেও অসত্যনিষ্ঠার দরুণ ও অবৈধ জাতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া "গোস্বামী"টা যে গুণাগত উপাধি—পরন্তু শৌক্রবংশগত বা জাতিগত নহে, ইহা স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামিমহোদয় তাঁহার সম্পাদিত পত্রের ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"আমাকে ব্যক্তিগতভাবে "গৌড়ীয়" যে হিতৈষী বন্ধুভাবে উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ আমার "গোস্বামী" উপাধিটীই ব্যাধি বলিয়াছেন,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরসুন্দর কখন যদি সে সৌভাগ্য দান করেন এবং এই ব্যাধি হইতে * * * মুক্ত করেন, তবে বুঝিব তাঁহার কৃপার প্রকৃত পরিচয়।" মনে হয়, গোস্বামিমহোদয় ইহা নিষ্কপটচিত্তেই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন—"গৃহী বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিজ নিজ জাতি বর্ণ লুকাইয়া কোন উপাধি ধারণ করা আমি যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না।" এই কথাটী কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহার 'গোস্বামী' শব্দ ব্যবহারের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানের গৃহস্থ জাতিগোস্বামিগণের "গোস্বামী" উপাধিটী জাতিবর্ণজ্ঞাপক। তিনি যদি তাঁহার "গোস্বামী" উপাধিটী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ত' তিনি তাঁহারই মতানুসারে জাতিবর্ণ লুকাইবার দোষে দোষী হইয়া পড়িবেন।

গৃহস্থ বা উদাসীন যে কোনও দীক্ষিত বৈষ্ণব, কোনও জাতির অন্তর্গত নহেন। তাঁহারা সকলেই অচ্যুত-গোত্রীয়। অদৈব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজ-প্রদত্ত ভক্তিগন্ধহীন প্রাকৃত দেহের পরিচয় বা জাতিবর্ণজ্ঞাপক-উপাধি গৃহস্থ বা উদাসীন কোনও বৈষ্ণবই বহুমানন করেন না। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ যে গুরুপ্রদত্ত ভক্তিসূচক উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা অবৈষ্ণবের চক্ষে জাতিবর্ণ লুকাইয়া উপাধিধারণার ন্যায় বোধ হইলেও বৈষ্ণবগণের পক্ষে অদৈব-স্মার্ত্তসমাজদত্ত উপাধির প্রতি অনাদর বা অসৎসঙ্গ-গর্হণ ও তৎসঙ্গে নিত্যস্বরূপের স্ফূর্ত্তি এবং সৎসঙ্গের প্রতি আদরেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

অভিরাম ঠাকুর, মঙ্গল বৈষ্ণব প্রমুখ শতসহস্র গৌর-পার্ষদগণ কেহই জাতিবর্ণের উপাধি লিখিবার জন্য ঢাক পিটান নাই। মাষ্টার বাবুর কথামত নিমাই মিশ্র, নিতাই ওঝা, অদ্বৈতমিশ্র, রঘুনাথ মজুন্দার, দবির খাস, সাকের মল্লিক, লোকনাথ মুখুয্যে চক্রবর্ত্তী, কাশীশ্বর চৌধুরী প্রভৃতি জাতিবর্ণ লুকাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে তাদৃশ নিরুপাধিক হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। গুরুদত্ত তৃতীয় সংস্কার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুতরাং সংস্কারের প্রতিকূলে হরিদাস, রূপ, সনাতন, পুণ্ডরীক, দামোদর স্বরূপ প্রভৃতির জাতিবর্ণ পরিহার করা রূপ আত্মচেষ্টা লুকান কার্য্যের অন্তর্গত, আমরা একথা স্বীকার করিনা। গৃহব্রতী জাতিবর্ণের ঢাক পিটান কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত ঘরপাগ্‌লু-গিরি মাত্র; সংস্কারাভাবজনিত ভক্তির অভাবপ্রকাশক। উহা থাকা কাল পর্য্যন্ত গুর্ব্বানুগত্যের অভাব ও নামাপরাধের অনুষ্ঠান জানিতে হইবে। বৈষ্ণবমাত্রের ঐ প্রকার ধারণা নাই। দীক্ষালাভের পূর্ব্বে তৃতীয় সংস্কারের অভাবেই জাতিবর্ণের সংযোগ। সংস্কার-বিরোধপূর্ণ দুঃসঙ্গ পরিহার করাই সাধুসঙ্গ। সুতরাং গৃহী বৈ[illegible] গুরুদত্ত সংস্কার ছাড়িয়া অদীক্ষিত পরিচয় দিবেন না। যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্মার্ত্ত-কবলে পতিত হইয়া যদি জাতিবর্ণের ঢাক পিটান, তাহা হইলে তাহাদের দীক্ষা হয় নাই এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ, চর্ম্মকার, তন্তুবায় তৈলিক প্রভৃতি কৃষ্ণদীক্ষা ব্যতীত জাতিবর্ণের দীক্ষিত জানিতে হইবে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিপন্ন

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বর্ত্তমানে নানাভাবে বিপন্ন। গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপের আনুগত্য পরিহার করিয়া আজ গৌড়বাসী বিরূপের পরামর্শে পরিচালিত। আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ, ছলভক্তিবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ প্রচারিত রহিয়াছে। যে শ্রীচৈতন্যপ্রভু তাঁহার অভিন্ন দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে সমগ্র গৌড়ীয়গণের মালিক বলিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন, আজ 'গৌড়ীয়,

নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুব-সমাজ সেই স্বরূপের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিরূপের ধর্ম্মকেই গৌড়ীয়ত্ব মনে করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও তদনুগ নিজজনগণ কি কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের নামে এই অচৈতন্যবাদ, শ্রীনিত্যানন্দের ধর্ম্মের নামে এই জড়ানন্দ বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও শ্রীঅদ্বৈতের ধর্ম্মের নামে এই দ্বিতীয়াভিনিবেশবাদ বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তানুগত্য যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতানুগত্য নহে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন না? অথবা তাঁহারা ত' নিত্যকালই মূঢ়জীবের কল্যাণের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, কখনও বা ভক্তাবতারগণকে প্রেরণ করিয়া এই সকল বিরূপের ধর্ম্ম হইতে স্বরূপের ধর্ম্মের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত ও তাঁহাদের মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীপাদ গোস্বামিবর্গের অপ্রকটের কিছুকাল পরে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাকাশের শুদ্ধ-ভক্তিভাস্কর নানাপ্রকার উপধর্ম্ম ও মতবাদরূপ মেঘদ্বারা লোকলোচন আবৃত করিলে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তদীয় নিজজন শ্রীল নরোত্তমঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে জগতে প্রেরণ করিয়া পুনরায় তাঁহার মনোভীষ্ট শুদ্ধভগবদ্ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, মায়াবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ প্রভৃতি পাষণ্ডমতবাদ রূপ মেঘকে শাস্ত্র-ঝঞ্ঝাবাতে অপসারিত করিয়া নির্ম্মল গৌর-নিত্যানন্দ সূর্য্য চন্দ্রের প্রভা সুকৃতিমান জগজ্জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাঁহাদিগকে নেত্রমনঃ-প্রাণ উদ্ভাসিত, প্রেমে পুলকিত ও তাঁহাদের সর্ব্বাত্ম-স্নপনতা বিধান করিয়াছিলেন। কালের কুটিল গতিতে আজ আবার নানাপ্রকার মতবাদ ও উপধর্ম্মরূপ জলদজালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাকাশ আচ্ছন্ন। গৌরনিজজনগণের বিপুল অক্লান্ত চেষ্টায় আজ অনেক সুকৃতিমান পুরুষ শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত ও তদনুগ শ্রীগোস্বামিপাদগণ-প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নির্ম্মল কিরণে নিষ্ণাত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে উলুকসদৃশ অনেক ব্যক্তি এখনও সেই নির্ম্মলকিরণচ্ছটা দর্শন বা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সুদার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত; কুদার্শনিক মতবাদ বা বিরূপের ধর্ম্ম স্বরূপদামোদরের অনুগত গৌড়ীয় গণের মধ্যে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ বিরূপ ধর্ম্মকেই, প্রাকৃত সহজিয়া বাদকেই, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগত্যকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা পূর্ব্বক কৃষ্ণতোষণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ চলিতেছে

পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবির্ভাব বা ভজনস্থান সমূহের সেবার উজ্জ্বলতা বিধান করা বৈষ্ণবদাসমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ সকল যথাশাস্ত্র, যথাবিধি শুদ্ধবৈষ্ণবানুগত্যে হওয়াই আবশ্যক। অবৈষ্ণব কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, বৌদ্ধ বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আনুগত্যে বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের ভজনস্থান বা শ্রীপাটের সেবা হইতে পারে না।

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীপাট খেতুরের কার্য্যাধ্যক্ষসূত্রে শ্রীপাট খেতুরের মন্দির সংস্কারাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজ-কাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এতদ্বিষয়ে ব্যবস্থা জানিবার জন্য কলিকাতা শিমলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও গমন করিয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় নাকি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজ-মোহন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় শ্রীবিগ্রহকে অক্ষজ নেত্রে ও জ্ঞানে 'ভগ্ন' বিচার করিয়া শ্রীবিগ্রহগণকে জলে ভাসাইয়া দিয়া ঐ স্থানে নূতন ছয়টী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন!

শ্রীপাট খেতুরী শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই গুরুপীঠ এবং ঐ শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দ্বারা অভিষিক্ত এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনী অনুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বীরভদ্র প্রভু এবং বহু বহু গৌরনিত্যা-নন্দানুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত। আজ আমরা গৌড়ীয়বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিয়া কি এতদূর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তদাস হইয়া পড়িয়াছি যে, স্মার্ত্তের বিচারানুসারে শ্রীবিগ্রহকে 'কাঠের পুতুল' বা 'মাটীর পুতুল' ভাবিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী, ভাগবত-বিরোধী, শ্রীগৌরনিত্যানন্দবিরোধিকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি! আমরা আজ কোথায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি একবারও কি নির্ম্মৎসর হইয়া, মনে প্রাণে এক করিয়া

সেটা ভাবিয়া দেখিবার—চিন্তা করিবার সময় করিয়া লইতে পারি না! আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবতকে কাব্যগ্রন্থ বা পণ্যদ্রব্য মনে করিয়া উহার দ্বারা নভেল নাটকের বা ভবভূতি কালিদাসের লিখিত জড়ীয়রসের স্পৃহা ধর্ম্মের আবরণে মিটাইতে চাই, উহার দ্বারা একাধারে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে চাই, দশমস্কন্ধের অপ্রাকৃত লীলারসদ্বারা আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতরসভোগ-স্পৃহা পরিপূর্ণ করিতে চাই কিন্তু ভাগবতের দশমস্কন্ধে আমার ন্যায় অনর্থযুক্তব্যক্তির প্রতি যে সকল অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে, সে গুলি একবারও আমার বিপথগামিনী দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

—ভাঃ ১০।৮৪।৮

—যে ব্যক্তি সাধু ও বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অনুভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিজ্জড়বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত-পিত্ত-কফ-বিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে 'আমি' বুদ্ধি করে, প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকার পরিণীতা পত্নী প্রভৃতিতে 'আমার পত্নী' এরূপ ধারণা করে, পার্থিব জড়-বস্তুতে দেবতাবুদ্ধি এবং জলে তীর্থ বা পবিত্র বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্যবুদ্ধির অভাব তাহাকে গোতৃণবাহিগর্দ্দভ বা গোগর্দ্দভ বলিয়া জানিবে।

নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, কল্পিত-মূর্ত্তি গড়িয়া উহার মধ্যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন এবং তাঁহাদের কল্পিত-বিগ্রহ ও ব্রহ্মবস্তু মধ্যে ভেদ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দেহদেহিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহারা কল্পনার দ্বারা প্রতীক গড়িয়া উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাঠপাথর রূপ জড়বস্তুতে চেতনবস্তুর আবাহন করেন এবং কিছুকাল পরে উহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া লইয়া ঐ কল্পিতমূর্ত্তিকে জড়বস্তু জানিয়া উহার বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহীতে ভেদ অর্থাৎ আত্মায় ও স্থূললিঙ্গ দেহে ভেদ, ভগবন্মূর্ত্তিতেও সেইরূপ ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার!!"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ ১৬৬

শ্রীগৌড়ীয়গণের মালিক গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভু বলেন—

'আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
*　　*　　*
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁ'রে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়॥
ঈশ্বরে নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপদেহ, চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥''

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥''

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥''
"তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥''

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ ধৃত ভাগবতীয় (৩।৯।৩-৪) বাক্য

ভগবানের এই আনন্দ মাত্র, অবিকল্প, মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ আর নাই। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের উপাসনার যোগ্য এই স্বরূপ যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমি নমস্কার করি এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরক-ভাগ্যব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

—গীতা ৯।১১ ও ১৬।১৯

—অর্থাৎ মূঢ়লোক আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত মনুষ্যজ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে। কেননা, তাহারা সর্ব্বভূত-

মহেশ্বর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময়স্বভাবকে জানেনা। আমার শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষী ক্রূর-নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ ক্ষেপণ করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন—

"চিদানন্দ-কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি' মানি।
—এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহকে ভগ্ন (?) ধারণা করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া কি ন্যূনাধিক উপরিউক্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণের বিচারের প্রতিকূলাচরণ নহে? "ভূমিকম্পে ছাদের ইষ্টকাদি নিপতিত হইয়া প্রস্তরময়মূর্ত্তিসমূহ অঙ্গচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন" সুতরাং উঁহাদিগকে অযোগ্যবোধে "পরিবর্ত্তন" বা "জলে ভাসাইয়া দেওয়া" কি অবৈষ্ণবোচিত ভাষা ও চিদাবরণ চেষ্টা নহে? কুপুত্র যেরূপ জরাজীর্ণ পিতামাতাকে তাহার ভোগ প্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে বা ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেরূপ স্বীয় পতিকে জরাগ্রস্ত সুতরাং তাহার ভোগপ্রদানে অসমর্থ মনে করিয়া উহাকে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক অপর নবীন পুরুষের নিকট কামভিক্ষা করে, তদ্রূপ অক্ষজনেত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত ছয়বিগ্রহকে আমাদের ভোগোন্মুখ নেত্রের নেত্রোৎসববিধানে বা ভোগপ্রদানে অযোগ্য মনে করিয়া উহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা বা বিসর্জ্জন দেওয়া কি তদ্রূপ আচরণ নহে?

যদি স্বপ্রকাশ সূর্য্যের দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া একখণ্ড মেঘ লোকলোচন আবৃত করে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান লোক সূর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন, মনে করেন? তদ্রূপ জীবের অক্ষজনেত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ছয়-বিগ্রহকে ভগ্ন বা অঙ্গবিহীন বলিয়া দর্শন করিলেও উহা-দিগকে "পরিবর্ত্তন" না করিয়া ঐসকল শ্রীবিগ্রহকে ধাতুর দ্বারা রক্ষা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ সম্পাদন করাই বিধি। অঙ্গবিহীন শ্রীবিগ্রহপূজা না করিয়া সাঙ্গ শ্রীবিগ্রহই অর্চ্চন করা শাস্ত্রাদেশ। কিন্তু শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। নূতন বিগ্রহ স্থাপন করিলেও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের যথা-রীতি অর্চ্চনাই শাস্ত্রবিধি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের ধাতুময় কলেবর দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলে একাধারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইবেন এবং যাঁহাদের অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও অক্ষজবিচার সেই অংশে প্রশমিত হইয়া মায়িক কুজ্ঝটিকামুক্তদর্শনে দৃষ্ট হইবে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূজিত শ্রীবিগ্রহকে ভাগবতবিদ্বেষি স্মার্ত্তবিচারানুসারে 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুরে'র ন্যায় 'শূদ্রের ঠাকুর' প্রভৃতি বিচার করিয়া যদি আধুনিক ভাগবত-বিদ্বেষি স্মার্ত্তমতাবলম্বি প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিচার করিয়া থাকেন এবং মুখে ঠাকুর মহাশয়কে মানিয়া অন্তরে তাঁহার প্রতি অন্যরূপ অপরাধবুদ্ধি পোষণ করেন এবং তজ্জন্য ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করাইবার দুরভিসন্ধি করিয়া থাকেন, তবে বড়ই অপরাধের কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণকে অষ্টধাতুর দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া রক্ষা করিবার প্রতিকূলে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইলে জানা যাইবে যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহের সঙ্গ পরি-ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়েরও সঙ্গ পরি ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ভাগবত বিদ্বেষিস্মার্ত্তগণের বিচার এই যে, অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিগ্রহ জাতি দুষ্ট হইয়া পড়ে! এইরূপ ভাগবতবিদ্বেষি বিচার যেন ঠাকুর মহাশয়ের বা কোন বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবের উপর না করা হয়। সাধু সাবধান!

খেতুর ধাম সাক্ষাৎ ভূবৈকুণ্ঠ। গোলোকের শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ নিত্য—কখনও ভগ্ন হন না, অথবা অসুরমোহনলীলা-কারী ভগবান্ যেরূপ উদ্ধব ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ বলিয়া অক্ষজদ্রষ্টার চক্ষে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তি কখনও ভগ্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীপাট খেতুরের শ্রীমূর্ত্তিও কখনও ভগ্ন হন না। তবে ভগ্ন হইয়াছে কে? আমাদের চিত্তবৃত্তি ও সেবা-বৃত্তি। আমাদের সেবা বৃত্তির ভগ্নাবস্থা সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তবে জানিব যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চিদানন্দ দেহ দ্বারা

পূজিত চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ আমাদের সেবাবিমুখিনী অক্ষজ-দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তখন আমরা সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহকে তাঁহার অভীষ্ট সেবা দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিতে যত্নবান হইব এবং কৃষ্ণের দ্বারা আমাদের নেত্রোৎসব বিধান বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিবার ধৃষ্টতা না দেখাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সেবা করিব।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সহিত শ্রীল পরমহংসঠাকুর মহাশয়ের আমাদের পূর্ব্বগুরু ও আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রাকৃত সহজিয়াদের ধারণানুযায়ী শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও প্রাকৃতধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পরমবৈষ্ণব হইলেও একজন ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিলেন। শ্রীল পরমহংসঠাকুর বলিলেন যে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি তজ্জাতিত্বে পরিগণিত হইতে পারেন না। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব উদিত হন, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বদিককে সূর্য্যোদয়ের কারণ বলা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব যে কোনও কুলে প্রকাশিত হইতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণব তত্তজ্জাতি-সামান্যে পরিগণিত হইবার বস্তু নহেন। 'বৈষ্ণব' বলিলে তাঁহাকে আর 'অব্রাহ্মণ' বলা যায় না। 'বৈষ্ণব'—'অব্রাহ্মণ'—এই কথাটী পরস্পর বিরোধভাব-ব্যঞ্জক। যেমন 'মৃণ্ময় স্বর্ণপাত্র' বলিলে পরস্পর অসামঞ্জস্য মাত্রই সূচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'শূদ্রবৈষ্ণব প্রভৃতি কথাগুলিও অসমঞ্জস কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পারমহংস্য আচরণ দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাকে 'শূদ্র' মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে হইবে, এরূপ বিচার বৈষ্ণবের নহে—উহা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের অপরাধময় বিচার। তিনি শূদ্র হইলে শ্রীপাদ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুর প্রভৃতি ভূসুরগণকে কিরূপে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব কোনও জাতির অন্তর্গত নহেন, তিনি সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরুদেব।

'শ্রীপাট খেতুরের একটী প্রার্থনা' শীর্ষক নিবেদনে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত ভাষা নহে। ঐ প্রার্থনার প্রথমেই এইরূপ লিখিত আছে—

"যিনি পৈতৃক রাজত্ব ও রাজপ্রাসাদ স্বীয় ভ্রাতৃহস্তে ন্যস্ত করিয়া আধুনিক লালাবাবুর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবচ্চিন্তায় দিনপাত করিতেন, সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীল নরোত্তম ইত্যাদি" এবং অন্যস্থানে লিখিত আছে—"এই মহতী কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুগপৎ যশঃ ও পুণ্য অর্জ্জন করুন।"

নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজন, গৌরপার্ষদ, আচার্য্য শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টপ্রচারকবর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের সহিত অন্যব্যক্তির ত্যাগের তুলনা হইতে পারে না। ঠাকুর মহাশয়ের 'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ' ও সাধারণ জীবের ত্যাগ প্রাকৃত চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর চক্ষে এক হইলেও উহা তাহাদের করণাপাটবযুক্ত দৃষ্টির দূর-দর্শিতার অভাবই সূচনা করে। আজকাল যেমন প্রাকৃত-চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের ধারণায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ত্যাগ ও শ্রীবুদ্ধের ত্যাগ বা আধুনিক কল্পিত মহাজননাম-ধারিগণের ত্যাগ সমপর্য্যায়ে গণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অক্ষজ বিচার লইয়া নিত্যসিদ্ধ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সহিত অবৈধভাবে অপরের তুলনা করা হইলেও উহা পরমাপরাধ ও অবৈষ্ণবোচিত কার্য্য।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটের ঔজ্জ্বল্যবিধানরূপ সেবাদ্বারা "যশঃ ও পুণ্য অর্জ্জন" করার স্পৃহা বর্ত্তমান প্রাকৃতসাহজিকগণের বিচারোত্থ। ঐ সেবার দ্বারা জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়—যে সুকৃতির ফলে জীব শুদ্ধভগবদ্ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমা লাভের অধিকারী পর্য্যন্ত হইতে পারেন। ঐরূপ সেবাকার্য্যের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীগুরু ও কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিবাঞ্ছাই করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল যে ঠাকুর মহাশয় একদিন শুদ্ধভক্তিপ্রচারকল্পে উচ্চৈঃস্বরে—

"কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহাকে করিব ভিন্
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।

* * *

যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক ধ্যানী,
এহ লোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যে বা থাকে অন্যযোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ॥
—শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

এই সকল উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই জগদ্গুরু বৈষ্ণবঠাকুরের উপদেশ অমান্য করিয়া কর্ম্মী, স্মার্ত্ত প্রভৃতির দ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটের সংস্কারকার্য্য না করাইয়া শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে করাইলেই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অভীষ্ট সেবা হইত।

এইত' গেল শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাট খেতুরের কথা, শ্রীনিত্যানন্দালিঙ্গিতবিগ্রহ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাট সপ্তগ্রামেও যে সকল সদ্বৈষ্ণবাচার-বিরোধী অশাস্ত্রীয় কর্ম্মী, জ্ঞানীর, স্মার্ত্তের ও স্মার্ত্তপদাপন্নেহিগণের তাণ্ডব নৃত্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা শুনিয়াও মনে হয় "পাষণ্ডদলনবানা" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বুঝি আজ জগতের নিক্ বৈষ্ণবাপরাধি-কুলের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবার জন্য জড়মায়ার দ্বারা এইরূপ বিমুগ্মোহন কার্য্য করিতেছেন। শুনা গেল শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটে একটী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেই মহোৎসবে সুবর্ণ বণিক জাতির একটী জাতীয় সভা হইবে এবং সেই সভার সভাপতি ভাগবতপঞ্চরাত্র বিদ্বেষী—পণ্ডিতাভিমানী অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ্য বিষ্ণু-বিরোধিস্মৃতিভৃৎ, কর্ম্মিজ্ঞানী-অন্যাভিলাষীর মনোরঞ্জনকারী একজন জাতি-গোস্বামী। ঐ জাতি-গোস্বামি মহোদয় সুবর্ণ বণিক জাতীয় সভার সভাপতি হউন্, তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ উহা দ্বারা স্মার্ত্ত সমাজে বর্ণ-ব্রাহ্মণরূপে জাতি-গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত থাকা বিষয়ে কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বিতীয়দেহ শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর কভু সুবর্ণ বণিক নহেন। তিনি সুবর্ণবণিককুলে প্রকটিত হইলেও তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা তদনুগশুদ্ধ বৈষ্ণবগন সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ বলিয়াই জানেন।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার সময় যখন আমরা শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম, তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সেই শ্রীপাটে বহু শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এই—

"বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই। কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য ও সেবক ভাব সম্বন্ধ—একজন বিষয়তত্ত্ব, আর একজন আশ্রয়তত্ত্ব; সাক্ষাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিলে যাহা বুঝায় শ্রীলউদ্ধারণ ঠাকুরকে তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা অনেক সময়ে ভগবদ্ভক্তগণকে—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর বৈকুণ্ঠবস্তুসমূহকে মায়িকবুদ্ধিদ্বারা, অক্ষজজ্ঞান দ্বারা মাপিতে গিয়া অপরাধ করিয়া, বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকি, "ভগবদ্ভক্তগণও আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত।" বদ্ধজীব আমরা অনেক সময়ে সুবর্ণ বণিক কুলে জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন—আমরাও এক একজন ছোট খাট উদ্ধারণ ঠাকুর'!

সুবর্ণবণিককুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুবর্ত্তন করিয়া অনন্যচিত্তে হরিভজন করেন, তবে তিনি শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের অনুগত হওয়ার দরুণ সুবর্ণবণিককুলে উদ্ভূত হইলেও সমগ্র জগতের নিকট হইতে উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু সুবর্ণবণিককুলে উদ্ভূত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি হরিভজন না করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি কুলজাত ব্যক্তির ন্যায় সামাজিক কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত ব্যক্তি মাত্র। তিনি উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় কোনও বৈষ্ণব সম্মান লাভ করিতে যোগ্য হন না। যদি ভ্রমবশতঃ কেহ তদ্রূপ মনে করেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তে জাতিবুদ্ধিকরা হেতু তাদৃশ ব্যক্তি সচ্ছাস্ত্র ও সাধুজন কর্ত্তৃক 'নারকী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্য সেবক যাঁহারা সত্য সত্য হরিভজন করেন—তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আলিঙ্গিত বিগ্রহ এবং প্রকৃত শ্রীনিত্যানন্দ বংশ্য। * * বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান জ্ঞানের ন্যায় মহাপরাধ আর নাই। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে সুবর্ণবণিক মনে করিয়া যাঁহারা নিজদিগকে উদ্ধারণ ঠাকুরের কুলোদ্ভূত জ্ঞান করিয়া তাঁহার ন্যায় সমজাতি বুদ্ধি করেন—অর্চ্য গণ্ডকী শিলা শ্রীনারায়ণে শিলা জ্ঞান করেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব সেবার অভাবে নরক লাভ করিবেন। * * শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পক্বান্ন ভোগ

দিয়াছিলেন। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে লোকচক্ষে স্বীয় বর্ণপ্রতিকূল ব্রাহ্মণেতর সুবর্ণবণিক বুদ্ধি করেন নাই। কোনও সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানানন্তর পূর্ব্ববৎ পতিত বলিয়া নিজে পতিত-পাবন নাম ধারণ করিতে পারেন না। যিনি নিত্যানন্দ-বিদ্বেষ করিয়া শিষ্যকে পতিত থাকিবার সাহায্য করেন তিনি স্বয়ং পতিতাধম। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা শ্রীগুরু ও ভগবানকে ভোগ প্রদান করিয়া নিত্য সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করেন। শিষ্যকে শাস্ত্রে এইজন্য 'বিঘশাশী' অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজী বলা হয়।" (গৌড়ীয় ৩য় বর্ষ ২৬ সংখ্যা)

স্মার্ত্ত জাতি গোস্বামি-মহোদয় কি জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষা আচার করিয়া প্রচার করিতে পারিয়াছেন? অথবা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সমাজের আনুগত্যে শ্রীলউদ্ধারণ ঠাকুরে এবং সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার পালন করিতে পারিয়াছেন? বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক হওয়ার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সদাচার পালনকরা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। শ্রীল গৌর সুন্দরের শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডের 'নিয়মকানুন' বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার বৈষ্ণব সদাচার নহে, পরন্তু—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, **কৃষ্ণাভক্ত**—আর॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

শুনা যায়, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটের নিমন্ত্রণ পত্রে "দরিদ্র নারায়ন সেবার" (§) বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। এইটী কি মায়াবাদিসঙ্গী জাতিগোস্বামী সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদিত? অথবা যখন বিজ্ঞাপনে সভাপতির নাম মধ্যে জাতি-গোস্বামীর নাম উল্লেখ রহিয়াছে, তখন উহা যে ঐ জাতি-গোস্বামী মহোদয়েরই অনুমোদিত ব্যাপার নহে, ইহাই বা অস্বীকার্য্য কিরূপে?

'দরিদ্র নারায়ণ? (§)প্রভৃতি অপরাধযুক্ত মায়াবাদীর মুখনিঃসৃত কল্পিতশব্দ কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্চার্য্য বা ব্যবহার্য্য বা সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তানুমোদিত শব্দ নহে। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় এবং জগদ্‌গুরু শ্রীগৌর-সুন্দরের লোকশিক্ষাকল্পে আচরণে দেখিতে পাই—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে, সেই ব্রহ্ম সম।
নারায়ণে মানে তা'র পাষণ্ড গণন॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ড ১৩।১২)

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবপ্রভুঃ)

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

—সাধারণ জীবকে 'নারায়ণ' বলা দূরে থাকুক, ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণকে পর্য্যন্ত যেব্যক্তি নারায়ণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করেন বা মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডগতি লাভ করিবেন। যদি বল, লোকবরেণ্য ব্যক্তিগণ ত' এইরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন, "জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে এরূপ অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও পুনরায় সংসার বাসনায় পতিত হন।"

কিন্তু আজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারের প্রধানস্তম্ভ স্বরূপ শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের গুরুপীঠে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তৎপার্ষদগণের বিরোধিমত প্রচারের আয়োজন কেন? যে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে প্রাণ প্রিয়তম শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জগতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদকে বিধ্বংসিত করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, আর যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতা প্রচার করিয়াছেন, আজ সেই মহাত্মগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নামে এ কি ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাকাশ আজ তামসী অমানিশার অন্ধকারে ও নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন! কিন্তু মা ভৈঃ। ঐ অমানিশার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী পরম-নির্ম্মলোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ জ্যোতিষ্কের প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বেদবাণী সার্থক হইতেছে—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

যেমন বিষ্ণুর অবতার শ্রীবুদ্ধ বৈষ্ণবের মান্য, কিন্তু বুদ্ধের বিরুত্তমত গ্রহণকারি বৌদ্ধক্রবগণ নিজদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের প্রকৃত-মতাবলম্বী বা বৈষ্ণব নহেন, তদ্রূপ—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত জাত গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥"

—এই সকল ব্যক্তি নিজদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহাশয়ের বচন ও সাধুশাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রচার প্রসঙ্গ

ধানবাদে—গত ৯ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতীমহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিভক্তসহ ধানবাদে (মানভূম) পৌঁছিয়া তত্রস্থ ভদ্রমণ্ডলীর নিকট শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। ই, আই, রেলওয়ের সব্‌ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসের চীফ্ ক্লার্ক সহৃদয় উদ্যোগী ভক্ত শ্রীযুক্ত বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে উক্ত রেলওয়ের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক্ ম্যানেজার আপীসের কর্ম্মচারী ভক্তসুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিশিকান্তদেবশর্ম্মা মহাশয়ের বাসা বাটীতে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতায়—গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীউদ্ধারণগোপাল ও শ্রীমহেশপণ্ডিতের বিরহমহামহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও হরিকথা আলোচনামুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ের সৌজন্যে সমাগত ভক্তবৃন্দকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ২নং ফড়িয়া পুকুর নিবাসী শ্রীযুত গৌরহরি রায় মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। পাঠকীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডি গোস্বামি শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

ছাতক হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

Gaudiya Calcutta

Parbat and Ban Maharajas enthusiastically making progress dismantling Mayabad castles right and left and causing sensation everywhere. (3 12. 25.)

বালাগঞ্জ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

Balagunj people amazingly and cheerfully listening to public lectures.

Kirtan and Bhagabat Path. Common folk warmly received Preachers.

All highly talking of their eloquence and other good parts.

Party proceeding to Silchar. (16. 12. 25.)

গত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার বৃন্দাবনের স্বনামখ্যাত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট রাধাচরণ গোস্বামী বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও পাণ্ডিত্য, সর্ব্বোপরি অমায়িক ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া শ্রীমৎ পরমহংস ঠাকুর ৪ বৎসর পূর্ব্বে তদীয় বৃন্দাবনাবস্থান-কালে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ নানা দুর্লভ গ্রন্থ রাশিপূর্ণ লাইব্রেরীটী প্রয়োজনমত অবাধে ব্যবহার করিবার জন্য তিনি পরমহংস ঠাকুরকে অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক গভীর সহানুভূতি জনাইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই পৌষ ১৩৩২, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২৫ | ১৯শ সংখ্যা

সার কথা

বৈষ্ণব-রুচি কেমন?

সহজে বিরক্ত সবে, শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ।

আচার্য্যলঙ্ঘনকারীর পরিণাম কি?

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
—চৈ চঃ অন্ত্য ৮ম

শাস্ত্রার্থবেত্তা কে?

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম।

মূর্খের গতি কি?

ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাহা জান।
সর্ব্বনাশ হ'বে তোর না হ'বে কল্যাণ॥
ভক্ত-স্বভাব, অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব, ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়।

অসম্ভাষ্য কে?

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥
—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ।

রাক্ষস কে?

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ।

দৈত্য কে?

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
—চৈঃ চঃ আদি ৮ম।

গৌরাঙ্গ কি নাগর?

স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ।

সাধারণ ভুল

(Common Errors)

শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণ সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য কতকগুলি সাধারণ ভুলের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বা শব্দশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের পাঠ্য পুস্তকে আমরা সাধারণ ভুল বা "Common errors" নামে কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। ঐ "Common error" গুলি সাধারণ শিক্ষার্থিগণের ত' প্রতি পদে পদে ঘটিয়াই থাকে, এমন কি যে সকল শিক্ষকমণ্ডলীর শব্দশাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারঙ্গত হন নাই, তাঁহাদেরও অনেক সময় ঐ সকল "Common error" হইয়া থাকে। এই জন্য আজকাল শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, অভিজ্ঞগণ সাধারণকে এবং অনভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে ঐ সকল সাধারণ ভুল বা 'Common errors' এর' হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল সাধারণ ভুলের তালিকা ও তৎসঙ্গে শুদ্ধ বিষয়টী লিপিবদ্ধ করিয়া অনেকের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। যে সকল শব্দশাস্ত্রপারঙ্গত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল সর্ব্বসাধারণের নিত্য সংঘটিত ভুল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরম হিতকারী। শিক্ষার্থিগণ বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণ যদি ঐ সাধারণ ভুলপ্রদর্শনকারি অভিজ্ঞগণকে তাহাদের সাধারণ ধারণার বিপর্য্যয় সংঘটনকারী দেখিয়া উঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার্জ্জনের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত ভুলগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা না করেন এবং যদি ভাবেন, "যখন ঐ ভুলগুলি বহুদিন হইতে আমাদের অভ্যাসগত হইয়াছে এবং সাধারণের মধ্যেও সেই গুলি ভুল বলিয়া গৃহীত না হওয়া চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ অবস্থায় অভিজ্ঞগণের প্রদর্শিত সাধারণ ভুল সংশোধন করিবার ক্লেশ তথা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? তাহা হইলে বঞ্চিত হইবেন কাহারা? দুঃখের বিষয়, অনেক সময় অনভিজ্ঞ শিক্ষকম্মন্যব্যক্তিগণ ঐ সকল হিতৈষী অভিজ্ঞগণের সাধারণ ভুল প্রদর্শন ব্যাপারটীকে 'নিন্দার কার্য্য' বা 'তাহাদিগের সহিত বিদ্বেষ' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

ভক্তি-শিক্ষা মন্দিরেও কতকগুলি সাধারণ ভুল বা Common errors ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ প্রাথমিক শিক্ষার্থী তথা শিক্ষকম্মন্য বা গুরুব্রুবগণের ভ্রম সংশোধন ও মঙ্গলের জন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যদি অসূয়ারহিত ও নির্ম্মৎসর হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল সাধারণ ভুল সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং একান্তভাবে ঐ সকল সাধারণ ভুল সংশোধন করিয়া ভক্তি-শিক্ষামন্দিরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হই, তাহা হইলেই আমরা নানামতবাদ-গ্রস্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সাগর অনায়াসে পার হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপীযূষপানে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। আমরা যাহাতে এ বিষয়ে উদাসীন না হই, তন্নিবারণকল্পে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

> "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
> ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস" ॥
>
> —চৈঃ চঃ আদি ২য়।

এই সকল সাধারণ ভুল ভক্তিশিক্ষা-মন্দিরে প্রবেশার্থী শিক্ষার্থিগণে এবং শিক্ষকম্মন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অসংখ্যাকারে নিয়তই সংঘটিত হইতেছে। একটী প্রবন্ধে ঐ সকল সাধারণ ভুল বা Common errors এর পূর্ণ তালিকা প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তবে ভক্তিসিদ্ধান্তপারঙ্গত পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী সাধারণ ভুল নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে—

(১) 'বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম', জগতে প্রচলিত সহস্র সহস্র ধর্ম্মের ন্যায়ই আর একটী ধর্ম্ম!

(২) শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণদ্বারা জগতে প্রচারিত 'শুদ্ধ ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে যে বিষ্ণুরউপাসনা' এবং 'পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত যে বিষ্ণূপাসনা', ইহারা উভয়ই যখন বিষ্ণূপাসনা, তখন শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসকের যাজিত ধর্ম্মে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ উভয়ের দ্বারাই সমান ফল লাভ হয় এবং উভয়েই বৈষ্ণব! বরং প্রথমোক্ত 'শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মটী'—সঙ্কীর্ণ, শেষোক্তটী অর্থাৎ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত 'বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মটী' উদার! সুতরাং 'শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম' ও 'বিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে' অন্য কিছুই পার্থক্য নাই; পার্থক্যটি কেবল সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা লইয়া!!

(৩) 'ভাবুকতা' বা 'মনের খেয়ালই'—"ভক্তি"! ভাবপ্রবণতাই যখন ভক্তি, তখন যে কেহ তাঁহার মনের খেয়ালানুসারে একটী ভাবুকতা প্রদর্শন, কীর্ত্তনে যোগদান, প্রাকৃত সাহিত্যিকের ন্যায় মনের দ্বারা কল্পনা করিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, ভাবিয়া, ভাবের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া, ভাবুকতা প্রশ্রয়দায়িনী চিত্তবিনোদিনী ভাষার সুষমায় ভাবপ্রবণহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে আরও অধিকতর ভাবে প্রবাহিত ও উচ্ছলিত করিতে বিশেষ কুশল, যিনি দৈনিক ও মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য কর্ণোৎসব-বিধানকারী "একটু খোলে চাঁটী" বা হরিনামের মত দেখিতে অক্ষর যুক্ত—যতই কেন না সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাসদুষ্ট হউক্ তাহাতে ক্ষতি নাই—সঙ্গীত, কীর্ত্তন, কাব্য-মাধুর্য্য, ভাষালালিত্য পূর্ণ কোমলকান্তপদাবলী ভোগোন্মুখ কর্ণের কর্ণানন্দ-বিধানকল্পে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিবেন—তদ্দ্বারা তিনি কনক, কামিনী বা জড় প্রতিষ্ঠা যাহাই কেন অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করুন্না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—তিনিই পরম ভক্ত—তিনিই পরম বৈষ্ণব—তিনিই পরম রসিক ও ভাবুক!!

(৪) 'বৈষ্ণব' কথাটী—সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক, বৈষ্ণব ধর্ম্ম—কোন সাধারণ দল বিশেষের ধর্ম্ম!

(৫) জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য উপায়ের ন্যায় ভক্তি ও একটী উপায়!

(৬) ভগবানের নাম রূপ অনিত্য! সুতরাং মানুষ যে কোন একটী নাম লইয়া বা রূপ গড়িয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন!

(৭) 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' প্রভৃতি নামের সহিত "ব্রহ্ম", "পরমাত্মা", "সৃষ্টিকর্ত্তা" প্রভৃতি নামের কোন ভেদ নাই!

(৮) "যোগমায়া" ও "জড়মায়া" এক!

(৯) 'কালী', 'দুর্গা', 'শিব' প্রভৃতি তত্ত্ব ও শ্রীবিষ্ণু 'তত্ত্ব' এক!—ইঁহাদের যে কোন একটী নাম কৃষ্ণ বা বিষ্ণুনামের 'পরিবর্ত্তে প্রতিশব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে!

(১০)'আত্মধর্ম্ম' ও 'মনোধর্ম্ম', 'সদ্ধর্ম্ম' ও 'অসদ্ধর্ম্ম', 'সাত্বতগণের ধর্ম্ম' ও 'মনগড়া বা আধিকারিক ধর্ম্ম'—সব এক!

(১১) 'কর্ম্মকাণ্ড' ও 'বৈধীভক্তি' এক!

(১২) 'বৈষ্ণবের জীবে দয়া' ও 'কর্ম্মকাণ্ডী, মায়াবাদী বা বৌদ্ধগণের জীবে দয়া'—সব এক!

(১৩) 'শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রসাদ সেবন' ও 'কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের হবিষ্যান্ন গ্রহণ বা প্রাকৃত সহজিয়ার কলামূলোর সদাচার কিংবা মায়াবাদী বা বৌদ্ধের নিরামিষ-ভোজন সব এক!

(১৪) নৈতিকের, বৌদ্ধের বা জৈনের অহিংসা ধর্ম্মবাদনের বাহ্যাকার ও বৈষ্ণবের অহিংসা ধর্ম্ম পালন—সব এক।

(১৫) নাম ও দেখিতে নামাক্ষর বা নামাপরাধ—একই বস্তু। ভোগোন্মুখ নেত্রে দেখিতে ও ভোগোন্মুখ কর্ণে শুনিতে নামাক্ষরের মত বস্তু উচ্চারণ বা গ্রহণই—নাম গ্রহণ।

(১৬) গুরু ও গুরুব্রুব—একই বস্তু। গুরুব্রুব ও শিষ্যের কল্পনা বা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা শিষ্যের মনে মনে সংশোধিত হইয়া শিষ্যকে কৃপা অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইতে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন।

(১৭) গুরু ও শিষ্যে শৌক্রবংশ পরম্পরায় ক্রীত-দাস প্রথার ন্যায় শৌক্রবংশগত সম্বন্ধ।

(১৮) ভক্তি বা বৈষ্ণবতা শৌক্রবংশগত ব্যাপার।

(১৯) ভক্তি একটী মনোধর্ম্ম। সুতরাং উহা পিতা-মাতার শুক্রশোণিতের মধ্য দিয়া পুত্রে প্রবাহিত।

(২০) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'-এই কথা দ্বারা যাহার যেটি মনের খেয়াল, সেইটিই ধর্ম্ম। সুতরাং ভক্তিধর্ম্মের মধ্যে যত কিছু মন গড়া কথা, সকলের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়।

(২১) বৈষ্ণবের অর্চ্চা পূজা ও পঞ্চোপাসক, কর্ম্মী, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, প্রাকৃত সহজিয়ার ও স্মার্ত্ত প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা সব এক।

(২২) মহাভাগবতের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনব্যপদেশে ভাব-সেবা ও কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন—এক।

(২৩) সম্বন্ধ জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানব্যতীত বাহ্যানুষ্ঠান বা 'কাণে ফুঁ' দেওয়ার নাম দীক্ষা।

(২৪) প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গ দেহের অভিমান, প্রাকৃত জাতি বর্ণের অভিমান, প্রাকৃত অদৈব সমাজের অন্তর্গত

বলিয়া অভিমান, অদৈব বিষ্ণুভক্তিহীন কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত সমাজ প্রদত্ত উপাধির বহুমানন ও তৎ সংরক্ষণের চেষ্টা। অদীক্ষিত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান অপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দীক্ষিত ব্যক্তিরও কর্ত্তব্য।

(২৫) বিষ্ণু ও বৈষ্ণব জাতির অন্তর্গত।

(২৬) মহাপ্রসাদ ও ডাল ভাত এক।

(২৭) স্থানমাহাত্ম্যেই—মহাপ্রসাদের মহাপ্রসাদত্ব। অর্থাৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য নাই, স্থান বা উহার উদ্ভব ক্ষেত্র হইতেই ঐ সকলে আগন্তুক মাহাত্ম্য উপস্থিত হয়।

(২৮) মাটীর সহিত ভক্তির যোগ আছে। প্রাকৃতিক প্রভাব বা আবহাওয়া হইতেই ভক্তির উদয় হয়। বাঙ্গালা দেশের মাটী কোমল, আবহাওয়া বড়ই সুখদ, সুতরাং এই স্থানেই খোসবাসী হওয়া যায়-অর্থাৎ হৃদয়ের কোমলবৃত্তি ভাবুকতা বা ভক্তি প্রসূত হয়।

(২৯) ভক্তি স্ত্রীলোকের, আলস্যপরায়ণ, নিস্তেজ, কাপুরুষ, নির্জ্জীব ও অত্যন্ত হীন ও নীচ ব্যক্তিগণের উপ-যোগী ধর্ম্ম।

(৩০) যেমন প্রাকৃত নভেল, নাটক, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি জড় সাহিত্য লেখা পড়া জানা থাকিলেই আলোচনা করা যায় বা বোঝা যায়, তদ্রূপ ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থও অক্ষর পড়িতে পারিলেই বা শব্দের আভিধানিক অর্থ জানিতে পারিলেই বুঝা ও আলোচনা করা যায়!

(৩১) যেমন টোটকা চিকিৎসা গ্রন্থ বা পারিবারিক হোমিওপ্যাথি পড়িয়া আজকাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াও কাহার পক্ষে কোন্ ধর্ম্মটী উপযোগী তাহার diagnosis বা নির্ব্বাচন করা যায়। রুচিভেদে ধর্ম্মভেদ!

(৩২) সেরূপ অনেকে গ্রন্থ দেখিয়া ঘরে বসিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করে, তদ্রূপ সদ্গুরুর সেবা বা গুরু গৃহে বাসের উপযোগিতা বোধ না করিয়াও অথবা নামমাত্র গুরুক্রণকে স্বীকার করিয়াও ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়।

(৩৩) অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা বা উজ্জ্বলরসের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই!

(৩৪) কর্ণরসপরায়ণতা অর্থাৎ কর্ণোৎসব বিধান বা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি-বাঞ্ছাই রুচি বা অধিকারের লক্ষণ!

(৩৫) বারবণিতার মুখে কীর্ত্তিত সঙ্গীতে যদি দেখিতে হরিনামের মত অক্ষর বা শুনিতে হরিগাথার মত কীর্ত্তন উচ্চারিত হয়, তবে তাহাও হরিনাম ও হরিকীর্ত্তন!

(৩৬) অর্থ, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভাগবত পাঠের অভিনয়, মন্ত্রব্যবসায়, পুস্তক ব্যবসায় অর্থাৎ গ্রন্থাদি রচনা বা প্রকাশ করিয়া কখনও টেক্সট্ বুক কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনাভিপ্রায়ে অর্থার্জ্জন, কখনও বা বিনা মূল্যে বিতরণাদি করিয়া জড় প্রতিষ্ঠার্জ্জন—এই সকলও ভক্তি!

(৩৭) কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা শুদ্ধভক্তের পর দুঃখে দুঃখী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের লোকমঙ্গলকল্পে আচার্য্যের কার্য্য, ভাগবত ব্যাখ্যা, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ও নাম প্রচার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শিশ্নোদরপর কার্য্যের সহিত এক!

(৩৮) বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ও জড় প্রতিষ্ঠা এক!

(৩৯) ফল্গু ত্যাগ ও যুক্ত বৈরাগ্য—এক!

(৪০) অনর্থযুক্ত ব্যক্তির আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির ও জড় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নির্জ্জন ভজন, কখনও বা আচারহীন প্রচার কার্য্য এবং অনর্থ নির্ম্মুক্ত নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী মহাভাগবতের নির্জ্জন ভজন, কখনও বা পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া মধ্যমাধিকারের লীলাভিনয়পূর্ব্বক আচারবান প্রচারকের কার্য্য—সব এক!

(৪১) বাহ্যাচার বা 'লোক দেখান গোরা ভজা'ই সদাচার ও গৌরভজন!

(৪২) কপট 'আঁকু-বাঁকু ভাব' বা 'স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে অপরের দ্বারা উপকৃত হওয়ার ভয়ে সকলের মন যোগাইয়া চলাই,—'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'সবারে প্রণতি'!

(৪৩) 'লোক দেখান'—কপটতাপূর্ণ তৃণাদপি ভাব, চক্ষু দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জল বাহির করা, গা ঝিকি দেওয়া, মুখ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে ফেণোদগার করা, দশায় পড়া, প্রভৃতি কপটাচরণগুলি কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করিতে করিতে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইতে পারে।

(৪৪) নামাপরাধ অভ্যাস করিতে করিতে নামোদয় হয়।

(৪৫) গৌর ও কৃষ্ণ যখন এক, তখন সম্ভোগময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে ও বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরে কোন লীলাগত ভেদ না দেখিয়া কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী লীলা কল্পনা দ্বারা বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরে আরোপ করা যাইতে পারে!

(৪৬) "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"— এই শ্লোকানুসারে প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষদেহকে অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের বিকৃত অনুকরণে অবৈধভাবে সখি-প্রভৃতি মনে করিলেও ভাবানুসারে 'সিদ্ধ সখি-দেহ' লাভ করা যায়!

(৪৭) বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের গার্হস্থ্য লীলা ও বদ্ধজীবের গৃহব্রত ধর্ম্ম এক।

(৪৮) গোস্বামিত্ব ও বৈষ্ণবত্ব জাতির অন্তর্গত।

(৪৯) বৈষ্ণব পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ও মহাভাগবত-পরমহংস, শৌক্র ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের গুরুদেব নহেন!

(৫০) শিষ্যকে 'যুগী' 'তেলী' 'কায়েত' 'বামুন' 'প্রভৃতি' পতিতাবস্থায় রাখিয়াও অবৈধভাবে পতিতপাবন নিত্যানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, গৃহব্রত ধর্ম্ম যাজন করিয়াও পরম বিরক্ত গোস্বামিগণের উপাধি অবৈধভাবে গ্রহণ করা যায়. পতিত জাতির সংসর্গ করিয়াও অদৈব স্মার্ত্তসমাজে পাছে 'বর্ণব্রাহ্মণ' বলিয়া হুকা প্রদান না করেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলা যায়।

কি তথাকথিত ধর্ম্ম মন্দিরে, কি ধর্ম্ম প্রচারকগণে, কি সাহিত্যে, কি পরমভক্ত ও বৈষ্ণব নামে পরিচিত লোকবরেণ্য ব্যক্তিগণের ভাব, ভাষা. আচরণ ও চিত্ত-বৃত্তিতে, কি শ্রেষ্ঠ সামাজিকব্রুবগণে, কি লৌকিক বিচারের প্রামাণিকগণে, কি ভক্তিমন্দিরে প্রবেশেচ্ছু কোমলশ্রদ্ধ বালিশগণে, কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়গণের হৃদয়ে উপরি উক্ত সাধারণ ভুলগুলি ন্যূনাধিক নানা ভাবে নৃত্য করিতেছে। জগৎ যাঁহাকে প্রবীণ ও প্রামাণিক বৈষ্ণব বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিকট গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করুন, দেখিবেন তিনি উপর্য্যুক্ত ঐ সকল সাধারণভুলের অনেকগুলি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন এবং বহুকাল যাবৎ ঐরূপ ভ্রমাত্মক চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইতে অভ্যস্ত হইয়া ঐ সকল 'সাধারণ ভুলকে'ই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ঐ সকল ভ্রমাত্মক বীজাণু সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুর ন্যায় সমাজে বিস্তার করিতেছেন। জগতের লোক ও কেহ বা জ্ঞাতসারে এবং অধিকাংশই অজ্ঞাতসারে ঐ সকল বীজাণু প্রশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাই আজ সর্ব্বত্র ঐ সকল সাধারণ ভ্রমাত্মক সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা সমাজ আক্রান্ত, পীড়িত, কেহ বা মৃত্যুর করালকবলে কবলিত অর্থাৎ অজ্ঞানতমোরূপ কৈতবে আচ্ছন্ন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ প্রায় তিনশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে এমন একজন পরদুঃখদুঃখী জীব সুহৃৎ আগমন করিয়া শুদ্ধভক্তিমন্দিরের শিক্ষার্থী, প্রবেশার্থী, আচার্য্যপদকামিব্যক্তিগণের সাধারণভুলগুলি হাতে কলমে দেখাইয়া দিয়া তাহাদের চক্ষুরুন্মীলন করিবার চেষ্টা করেন নাই! এই তিনশত বৎসরের মধ্যে যে কোন শুদ্ধবৈষ্ণব মহাত্মা জগতে আবির্ভূত হন নাই তাহা নহে. তবে তাঁহারা এই বহির্ম্মুখজগতে কৃষ্ণবিমুখতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া এই জগতের লোককে অসৎসঙ্গ ও দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা বৈষ্ণবাচার পালনপূর্ব্বক নিজ নিজ ভজনানন্দে কাল অতিবাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিশেষ যোগ্য দুই এক জন স্নিগ্ধ কৃপাপাত্রের মধ্যে শুদ্ধভক্তির গুহ্য কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যের সাধারণভুলগুলি শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের পর শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট প্রচারক গোস্বামি-প্রভুগণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জগতের স্বভাবধর্ম্মানুসারে আবার ঐ সকল ভুলগুলি ন্যূনাধিক পরিমাণে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল সাধারণভুলগুলি ভক্তি-শিক্ষার্থিগণকে প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে—অথবা গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে কেন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐ সকল ভক্তিসিদ্ধান্তরাজ্যের সাধারণ ভুলগুলি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। এখন ঐ ভুলগুলিকেই ভক্তি মত বলিয়া চালাইবার জন্য বৈষ্ণবব্রুবগণ গৌর-নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া সমাজে কেবল আপাত-ইন্দ্রিয়রঞ্জনকারী ও বিবিধ কেলিবিলাসের স্থানস্বরূপ বহু বিষবৃক্ষের উপবন রচনা করিতেছেন। তাই আজ প্রত্যক্ষবাদী অনাদি বহির্ম্মুখ সমাজ ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের দিকে না তাকাইয়া আপাতরমণীয় বিষবৃক্ষের উপবনের বায়ুসেবন, তত্রত্য বিষবর্ষিণী জলদাজলপূর্ণা দীর্ঘিকায় অবগাহন, পয়োমুখ বিষকুম্ভের বিষধারাকে পুষ্টিকর পানীয় ভ্রমে পান করিতেছেন।

হায়! এই বঞ্চিত জগৎ—এই অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ

লোকসমাজ আজ আপাত-রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ কল্যাণকল্পবিটপী সুশোভিত 'নিঃশ্রেয়স বনের' সুভক্তিপ্রসূন ও কৃষ্ণসেবারূপ সুকল্যাণফলের প্রতি উদাসীন! কেহ বা অন্যাভিলাষরূপ মাকাল ফল, কেহ বা লোকবঞ্চক অসদ্‌গুরুর প্রদত্ত বিষফল, কেহ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিষ্ফলকেই বহুমানন করিয়া শ্রীশুকমুখনিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুত নিগমকল্পতরুর প্রপক্বফলে অনাদর করিতেছেন আবার কি আশ্চর্য্য! দৈবীমায়ার কি বিমুখমোহিনী মহিয়সী শক্তি! লোকে মাখালফল ও বিষবৃক্ষের ফলকেই বেদবৃক্ষের ফল ও পরমানন্দরসময়ফল বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিতেছে!

প্রাকৃত সাহজিকগণ প্রাকৃত সহজধর্ম্মকেই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়রসের রসিক হওয়াকেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'রসিক' ও প্রাকৃত ভাবনার ভাবুক হওয়াকেই অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য 'ভাবুক' মনে করিতেছেন। বিমুখবিমোহিনী মায়া যে কত ভাবে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে মুগ্ধ করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল প্রাকৃত সাহজিক-গণ আবার অপরকে অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক স্থূল জড়েন্দ্রিয়তর্পণে আসক্তব্যক্তিগণকে 'সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের একটু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের কথাটী বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই এক ভ্রমান্ধ প্রাকৃত সহজিয়া আর এক জন ভ্রমান্ধ প্রাকৃত সহজিয়ার ভুল দেখাইতে গিয়া উভয়েই অজ্ঞানান্ধ-কারের কৈতবগর্ত্তে পতিত হইতেছেন।

এই ভুল সংশোধন করিবে কে? ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-দুষ্ট অনর্থযুক্ত জীব মুখে নিজদিগকে 'বৈষ্ণব' 'গুরু', 'পণ্ডিত', 'পাঠক', 'কথক', 'প্রচারক', প্রভৃতি বলিলেও তাহারা ঐ সকল ভক্তিসিদ্ধান্তের ভুলগুলি প্রদর্শন করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ। ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ শুদ্ধ আচারবান্ আচার্য্যগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় যদি নিরন্তর কৃষ্ণগুণগান-পরায়ণা' কৃষ্ণকর্ণানন্দদায়িনী, কৃষ্ণনেত্রোৎসববিধায়িনী সাক্ষাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তস্বরূপা শুদ্ধাসরস্বতী অবতীর্ণা হন, তবে একমাত্র তিনিই ভক্তিসিদ্ধান্তশিক্ষামন্দিরে প্রবেশার্থী ও প্রবিষ্টব্রুব ব্যক্তিগণের ঐ সকল সাধারণ ভুল গুলি শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আর আমরাও যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া আমাদের মঙ্গলানুসন্ধানে তৎপর হই, তবেই আমরা ভুল গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত শুদ্ধবস্তুকেই গ্রহণ করিতে পারিব।

ভট্টের বিজ্ঞানোদয়। *

বহে অশ্রু দর দর দুইটি নয়নে
বিরলে পণ্ডিত ভট্ট নিভৃত ভবনে,
কহে নিজ মনে,—"অহো, কি করুণা তাঁর!
শোধিতে পামর-চিতে প্রেম-অবতার!
মরি, মরি, মূঢ় আমি, কি বিকার মনে,
বিদ্যার বড়াই কোন্ করি কা'র সনে!
কোন্ অভিমানে ওরে, পতঙ্গের মত
পাবকের মুখে করি আস্ফালন কত!
পাইয়া মস্তকে যাঁর পদ-রেণু-কণা
ধন্য শিব-ব্রহ্মা-বাণী সকল-বাসনা,
সর্ব্বস্ব চরণে তাঁর ঢালিয়া নিঃশেষ
না সেবি' সে পদ ল'য়ে কাঙ্গালের বেশ;
কি করি এখনও ছি, ছি,—কি বিদ্যা কি কুলে
আছি মত্ত, মূল তত্ত্ব সেই সত্য ভুলে!
ভুলেছি আমিই মায়া-মোহ মুগ্ধ-চিত;
প্রভু সে আমার কিন্তু, মোরে ভুলেনি ত?
'গো-ব্রাহ্মণ-হিত' সেই 'জগদ্ধিত' হরি
তুলিলা সে মায়া-পঙ্ক হ'তে মোরে ধরি!
শোধিয়া আমারে, মোর মিথ্যা অভিমান
কৃপার কৃপাণে তাঁর করি খান খান,
দিয়া স্থান সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে,
কৃতার্থ করিলা আজি কিবা শুভক্ষণে!
করুণা-অঞ্জনে নিজ প্রভু সেই মোর
ঘুচাইলা নয়নের গর্ব্ব-অন্ধ ঘোর!
ছিন্ন মোহডোর!—হেরি সাক্ষাৎ এখন,—
সর্ব্বার্থ-সাধন সার শ্রীগৌরচরণ!

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ আলোচ্য।

"শ্রীগউর-গৌরজন-চরণ-আশ্রয়
বিনা ব্যর্থ অখিলার্থ পুরুষার্থচয় ;
নিশ্চয়—নিশ্চয় এবে হইয়াছে জ্ঞান !
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় জগতের প্রাণ !!"

জড়ভোগ মন্দির

বর্ত্তমানে একদিকে যেমন নানাবিধ উপধর্ম্ম, ব্যভিচার-যুক্ত অপধর্ম্ম, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম নির্ম্মল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সূর্য্যদর্শনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তদ্রূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদের ও নানাবিধ অসৎ মনোধর্ম্মের তামসী ছায়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে বিপন্ন করিয়াছে। আজ কাল অনেকে বিদেশীয় ধর্ম্মের অনুকরণে শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মকে একটী পোষাকী ব্যাপার বা ক্লান্তি ও অবসাদের বিশ্রামাগারের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু মনে করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতেছেন। ইহাদের সর্ব্বপ্রথমেই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রচারিত ধর্ম্ম পোষাকী ধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয় তোষণের জন্য মনুষ্য সৃষ্ট মনোধর্ম্ম নহে, উহা আত্মধর্ম্ম। ঐ আত্মধর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছার অবকাশ নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতীচ্ছা বা কায়-মনোবাক্যে নিরন্তর হরিতোষণই এই আত্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং উহাই সর্ব্বজীবের সর্ব্বসময়ের স্বরূপ ধর্ম্ম। পোষাকী ধর্ম্মসমূহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ। আজ কাল অনেকে মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে 'পোষাকী ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন অর্থাৎ জগতের নানাবিষয় কার্য্যে, ছল জুয়াচুরী, ব্যভিচারে অথবা উহা হইতে বিরত থাকিয়া নৈতিক আচারে আবদ্ধ, বিশিষ্ট সামাজিক বা নৈতিকরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে ঘুচে ভবরোগ॥"

—এই উক্তির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া অর্থাৎ নানাভাবে বিষয় সেবা, জাগতিক কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্জ্জনেচ্ছা লইয়া সারাদিনের ক্লান্তি ও অবসাদের পর সন্ধ্যাকালে থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখিয়া ক্লান্তি অপনোদন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করার ন্যায় যদি ধর্ম্মের নাম করিয়া এবং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া ও নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া চালাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তৎসঙ্গে একাধারে ধার্ম্মিক ও প্রেমিক প্রতিষ্ঠাটী পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমন সুযোগ কে ছাড়ে? এইরূপ কপটতা বা কুটি-নাটী হইতেই আজ কাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম করিয়া সম্মিলন গৃহ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে ও হইবার চেষ্টা চলিতেছে।

আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষিত বঙ্গদেশীয় মনীষী তাঁহাদের মনোধর্ম্মের নানাবিধ আকাশকুসুম-সদৃশ স্বপ্নময় চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া এবং উহাকেই 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণা' মনে করিয়া বিদেশীয় পোষাকী ধর্ম্ম-মন্দিরের অনুকরণে কলিকাতা নগরীতে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের মন্দির ও প্রজল্পের উদ্দেশে সম্মিলনের স্থান খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সকল মনীষিগণ আরও ভাবিয়াছেন যে, ইহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের লোক তাঁহাদের স্ব স্ব অপধর্ম্ম উপধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়াও কোন একটী অবসর সময়ে আসিয়া নামাপরাধকীর্ত্তনে যোগদান দিয়া পিত্ত বৃদ্ধি, নাচা কোঁদা এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া যাইতে পারিবেন। এইরূপ নাচা কোঁদা ও পিত্তবৃদ্ধিকার্য্য এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আজ কাল প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রতি ঘরে ঘরেই চলিতেছে এবং নেশায় পড়া ও পিত্তবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা শরীর উত্তেজিত করার দরুণ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি, গাঁজা, ধূম্রপান প্রভৃতির কলিস্থান পঙ্কের প্রাবল্য কলিকাতা কেন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং ঐ সকল কলিস্থানগুলি পৃথক্ পৃথক্ গৃহে থাকিলেই ত' সমাজের বিশেষ ক্ষতিকর হইত না। এক জায়গায় আড্ডা বাঁধিয়া ঐরূপ চেষ্টা করার সার্থকতা কি?

দ্বিতীয়তঃ আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণে দেখিতে পাই যে, যে তাঁহারা মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মকে এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে যান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে কিছু যবন রাখিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে অধিকার দেন নাই। যবনত্ব ঘুচাইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাকে শ্রীহরিনামের আচার্য্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হরিদাসকে এরূপ বলেন নাই যে,

—তুমি তোমার জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম লইয়া থাক ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কিছু সময় তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য হরিনাম করিও। পরন্তু তিনি শ্রীহরিদাসকে প্রকৃত পক্ষে হরিদাস বা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন-পর একনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের আদর্শরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আবার হরিদাসের আচরণে আমরা কি দেখিতে পাই? ঠাকুর হরিদাস বারবণিতার স্বধর্ম্ম ব্যভিচার বা 'বেশ্যাবৃত্তি রাখিয়া' বেশ্যাকে হরিনাম সংকীর্ত্তনে অধিকার দেন নাই। হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবতের দর্শন ও নমস্কারাদি রূপ সেবাদ্বারা বৈষ্ণবাপরাধশূন্য পাপীয়সী বেশ্যার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইয়াছিল এবং তাহার উপর আবার হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় শুদ্ধ মহাভাগবতের শ্রীমুখে অপরাধশূন্য শুদ্ধনাম শ্রবণ করাতে ঐ বেশ্যার নির্ব্বেদ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সেই বেশ্যা তাহার পূর্ব্ববৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুর হরিদাসের চরণে আত্মনিবেদন করায় এবং সর্ব্বতোভাবে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিচিত্তে হরিনাম গ্রহণ করায় তাঁহার মঙ্গলোদয় হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের মতলব অন্যরূপ। আমরা মনে করি, আমরা পূর্ণমাত্রায় অসৎসঙ্গ ও বিষয় সেবা করিব, যে সকল বিষয়ী ব্যক্তি 'গুরু' বলিয়া পরিচিত সেই সকল গুরুব্রুবকে গুরুব্রুবরূপে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বিষয় ও অসৎসঙ্গ হইতে ছুটী না পাওয়া যায়, তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার অসৎসঙ্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিব, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিব, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিব এবং অপরাধময় ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হরিনামের ভান দেখাইয়া লোকবঞ্চনা ও আত্ম-বঞ্চনা করিয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে নরকপথের পথিক হইব!

পৃথিবীর—পৃথিবীর কেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত চেতন আছে সকলেই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের অধিকারী। চৈতন্যের ধর্ম্ম শুধু কোন দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। কিন্তু ইহাতে তৎসঙ্গে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্যে অচৈতন্য—নাই, আলোতে অন্ধকার নাই, প্রেমে প্রাকৃত কাম নাই। অচেতনত্ব রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। অচেতনত্ব ত্যাগ করিলে অর্থাৎ চেতনতা বা দিব্যজ্ঞানদাতা চৈতন্য-সেবা-রত সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় ও সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'শ্রীনাম'কীর্ত্তনে অধিকার জন্মে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সমস্বরে বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

—ভাঃ ১১।২৬।২৬

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল দেব "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদঃ"—এই শ্লোকে নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের মুখোদ্গীর্ণা বীর্য্যবতী হরিকথা-সেবনকেই শ্রদ্ধা রতি উদয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অসতের সমাজে, অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ন্যাসী, যোগিসমাজে যে সকল মিছা হরিকীর্ত্তনের বাহ্যাকার ও বাহ্যাড়ম্বর দৃষ্ট হয় তাহা দ্বারা শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণ ও শাস্ত্রে এই বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। উদার-ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারী ও অন্যাভিলাষিগণ মহাবদান্য গৌরসুন্দর ও গৌরভক্তগণের এই অসৎসঙ্গ গর্হণ ও সৎসঙ্গনিষ্ঠা ও সৎসঙ্গে শ্রীহরিতোষণকে অনুদারতা বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাই পরদুঃখদুঃখী ঐ সকল মহাত্মাগণের পরম কৃপা ও উদারতা। বালক যেরূপ পিতার শাসনকে অথবা বিকারগ্রস্ত রোগী যেরূপ সদ্বৈদ্যের উপদেশকে অনুদারতা মনে করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ইহাও অন্যাভিলাষিগণের বালচাপল্য ও বিকার প্রলাপ মাত্র।

শ্রীগৌর ভক্তগণ জগতের যত মনোধর্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব ও অসাধুর মনোভাবা সাধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অচেতনের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চেতনের বৃত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের সেবা করিবার জন্য জগতের সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়াছেন—

হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধসেবা মন্দির ও শুদ্ধভক্তি আলোচনা, আচার ও প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের শিখর দেশে বিজয়বৈজয়ন্তী দেখিয়া অনেক জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অন্যাভিলাষী ব্যক্তি আজকাল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি ঢঙ্গ বিপ্রের আচরণের ন্যায় চেষ্টা দেখাইয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণমন্দির স্থাপনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আচারবান্ আচার্য্যের অভাবে তাঁহাদের এ সকল প্রয়াস তাসের ঘরের ন্যায় পতনোন্মুখ।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি এখন গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্ব-রাজপুত্র উপবর্হণ-রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপবর্হণই রাজা হইলেন। পঞ্চাশৎ-গন্ধর্ব্বকন্যা তাঁহার পত্নী হইলেন। তন্মধ্যে প্রধানা—মালাবতী। কিন্তু, উপবর্হণ তাঁহাদের সহিত বিলাস-ব্যসনে বহুকাল যাপন করিলেও তাঁহাদের কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তাই, গুরু বশিষ্ঠের নিয়োগে, গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া শিব-আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব দর্শন দিলেন। উপবর্হণ বর চাহিলেন,—"হে শিব, তুমি আমাকে হরিভক্তি এবং পরম বৈষ্ণব পুত্র বর দাও।"

শিব বলিলেন,—"হরিভক্তি লাভ হইলে, আবার অভাব কি থাকে? তোমার অপর বর প্রার্থনা চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। যে কুলে একজন হরিভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোটি পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আর হরিভক্তের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হয়। এক হরিভক্তি হইতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তোমার দ্বিতীয় বরের প্রয়োজন কি? কিন্তু, আমি তোমাকে আমাদের পরম যত্নে সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভক্তি'ত দিতে পারিব না! তুমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা কর।'

শিব-বাক্যে জাতিস্মর গন্ধর্ব্বপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতি দীন ভাবে কহিতে লাগিলেন,—"কাল-কাল কৃষ্ণের কটাক্ষ মাত্রে যে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব শিবত্ব আদি স্বপ্নবৎ তিরোহিত হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণভক্ত ইচ্ছা করেন না! আর কোনও সুখৈশ্বর্য্য তিনি কদাচ কামনা করেন না। এমন কি শ্রীহরির সালোক্য আদি কোনও পদও প্রার্থনা করেন না। স্বপ্নে বা জাগরণে তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু সুদৃঢ় হরিভক্তি আর সুচির হরি সেবা! হে বৈষ্ণব প্রবর, কল্পতরু শিব, তুমি আমাকে দয়া করিয়া তাহাই বর দাও। আর আমি অন্য কিছু চাহি না। তুমি আমাকে অযোগ্য বলিয়া যদি এই পরমনিধি—হরিভক্তি, হরিদাস্য বর না দাও, তবে আমি আমার এই মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দিব।"

তখন শিব, তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ স্বস্থানে আগমন করিলেন। একদা তিনি গন্ধর্ব্বকামিনীগণে পরিবৃত হইয়া দেবলোকে গিয়া হরি-গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, এমন সময় পূর্ব্ব পিতৃশাপ-ফলে সহসা তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! এই অপরাধে দেব-কোপে তিনি তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে পতিত হইলে তাঁহার সাধ্বী পত্নী মালাবতী প্রগাঢ় পতিভক্তিপ্রভাবে মহাশক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বপ্রভাবে, সাবিত্রীর মত দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় অকাল-বিগত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। উপবর্হণ আবার সপত্নী স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ পরমসুখে কতকাল যাপন করিলেন। ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইলে, দেহ ত্যাগ করিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

কান্যকুব্জ দেশে দ্রুমিল নামে এক কৃষ্ণপরায়ণ গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কলাবতী পরম রূপবতী ছিলেন। তিনি পতি-দোষে পুত্রবতী না হওয়ায়, গোপ-রাজ তাঁহাকে সুবেশে সজ্জিত করিয়া, অদূরবর্ত্তী আশ্রম-কাননে কশ্যপ-শিষ্য 'নরদ' নামক জনৈক কৃষ্ণধ্যান-পর পরমভক্ত মুনির সকাশে প্রেরণ করিলেন। কলাবতী মহাপ্রভাব মুনিবরের মোহন-রূপ দর্শন করিয়া মোহিতা হইলেন। তিনি তখন, মুনিবরকে মোহিত করিবার জন্য যুবতী-সুলভ বিবিধ হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দ্বিজরাজেরও ধ্যানভঙ্গ এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি সংযুক্ত হইল। তিনি নির্জ্জন বনে সেই দিব্যরূপা রমণীকে

দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; তৎসকাশে আসিয়া, তাঁহাকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলাবতী সভয়ে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া কহিলেন,—"হে মুনিসত্তম, আমি গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী। অশক্ত পতির আজ্ঞায়, পুত্রার্থিনী হইয়া আপনার সকাশে আসিয়াছি। কৃপা করুন।" কলাবতীর কথা শুনিয়া মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন,—"তুমি শূদ্রা হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করিতেছ! তুমি কি জাননা, যে দুর্ব্বলমতি ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্বীকার করেন, তিনি চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হন!" ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন। কিন্তু, দৈব অতিক্রম করিবে কে? কলাবতী কিছুক্ষণ পরেই অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হইলেন। অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণপরায়ণ দ্রুমিলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহার ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিলেন। তদীয় সালঙ্কারা সসত্ত্বা পত্নীকেও দাসীবৃত্তি করিবার জন্য জনৈক দ্বিজরাজকে প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম কলাবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, গৃহে লইয়া গেলেন।

এখানে সেই ভক্তিযোগী সাধুগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষে প্রাণ ধারণ করিয়া, কলাবতী পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার অঙ্কে ব্রহ্ম তেজে জলন্ত তপ্ত-কাঞ্চন কান্তি একটি বালার্ক-সদৃশ শিশু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে শাপভ্রষ্ট নারদের শূদ্রা-গর্ভে শূদ্ররূপে জন্ম হইল। তিনি তথায় শুক্ল-পক্ষীয় শশীর মত বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-লিখিত বিবরণ গুলিতে তত্ত্ববিরোধ এবং অসুর-বিমোহন কার্য্য ভক্ত ও ভগবানের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উক্ত বিবরণটী অসুর বিমোহনো-দ্দেশেই লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের বিবরণই আদরণীয়।

যথাসময় শাপমুক্ত নারদ আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মার মানস-পুত্র-রূপে দিব্য-জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু, আবার সেই বিপৎ! ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। নারদ এবারও পিতাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। কৃষ্ণ-সেবা রাখিয়া বিষয়-সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুর বাক্যে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন—"গৃহধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণ-সেবা হয়। তুমি কৃষ্ণে মতি রাখিয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর।

অন্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা সুত।
নান্তর্ব্বাহ্যে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা বৃথা॥'
(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৪-২২)।

যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি, তাঁহাকে আর কোথায় তপস্যা করিতে যাইতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্রই হরি সেবায় রত। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে হরি-বিমুখ, তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিলেই কি হইবে? বৎস, তোমার মত হরিপরায়ণজনের কেহই কখনও বাধা উৎপাদন করিতে পারিবে না। তুমি গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই হরি সেবা কর।"

পরম বিরক্ত, একান্ত কৃষ্ণানুরক্ত নারদ কিন্তু, পিতার কোনও কথাই শুনিলেন না। তাঁহাকে তিনি এবারেও পূর্ব্ববৎ অনেক কথা বলিয়া, শেষে তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন;—"পিতঃ, আমাকে বাধা দিবেন না; আপনার চরণে ধরিয়া, প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে আর আপনি গৃহপাশে বদ্ধ করিবেন না, বিদায় দিন।"

প্রদেশ ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সাগর-গামিনী উন্মাদিনী স্রোত-স্বতীকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি তিনি সেই কৃষ্ণোন্মাদ পুত্রকে বিদায় দিয়াও, আবার বিবিধ প্রলোভন-পূর্ণ মোহকর মধুর বাক্যজালে ঐ মুক্তপক্ষ বিহগরাজকে বদ্ধ করিতে বিফল প্রয়াস প্রাপ্ত হইলেন। তখন, জলদ-গম্ভীর স্বরে, গিরিবর-সদৃশ অটল-হৃদয় নারদ আবার বলিলেন;—

'কা বা কস্য প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা ভবার্ণবে।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তদপায়ো বিয়োজনা॥"
সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তন্মিত্রং স পিতা গুরুঃ।
বিবুদ্ধিঃ কারয়েদ্ যো হি স রিপুশ্চ কথং পিতা॥'
কে পুত্র প্রেয়সী বন্ধু ভবসিন্ধু ঘোরে।
কর্ম্ম উর্ম্মি-বেগে সবে বদ্ধ মায়া-ডোরে॥
সেই উর্ম্মি-বলে পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন তারা।
কে যায় কোথায় ক্ষণে পিতা পুত্র দারা॥
সাধুকর্ম্মে সাধুপথে ধরে যে চালিত।
সেই মিত্র পিতা গুরু সবার বন্দিত॥
কুমন্ত্রে বিকর্ম্মে আর করে যে প্রেরণ।
নহে মিত্র, পিতা, গুরু,—শত্রু সেই জন॥" (ক্রমশঃ)

ভ্রমনিরাসবর্ত্তিকা

'সাধারণভুল' শীর্ষকপ্রবন্ধে যে পঞ্চাশটী সাধারণভুলের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল ভ্রমের অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা শাস্ত্রযুক্তিমূলে ভ্রমনিরাস বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট বিষয়।

(১) বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচলিত সহস্র সহস্র ধর্ম্মের অন্যতম একটী ধর্ম্ম নহে। ভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম—জীবমাত্রের স্বরূপের ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে দেশ, কাল বা পাত্রের ব্যবধান নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন আফ্রিকার জলবায়ুতে পরিবর্দ্ধিত কোন ব্যক্তি যদি আইসল্যাণ্ডে গমন করিয়া তাঁহার স্বদেশের জলবায়ুর উপযোগী পরিচ্ছদ-ধারণ বা আহার বিহারাদি করেন, কিম্বা আইসল্যাণ্ডের কোন অধিবাসী যদি আফ্রিকায় গমন করিয়া আইসল্যাণ্ডের জলবায়ুর উপযোগী আহার বিহারাদি করেন, তাহা হইলে যেমন অচিরেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ এক দেশের উপযোগী শরীরের ধর্ম্ম অপর দেশে পরিবর্দ্ধিত ব্যক্তির শরীরের ধর্ম্মের সহিত কখনও সর্ব্বতোভাবে মিলিতে পারে না, তদ্রূপ জগতে প্রচলিত যে কোন একটী মনোধর্ম্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবের সহিত এক হইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম প্রত্যেক জীবাত্মার ধর্ম্ম। উহাতে বালক-বৃদ্ধ বিচার নাই, দরিদ্র-ধনী বিচার নাই, সবল-দুর্ব্বল বিচার নাই, রাজা-প্রজা বিচার নাই, দেশ-বিদেশ বিচার নাই,—যিনি আত্মবৃত্তি দ্বারা অহৈতুকভাবে অধোক্ষজবস্তুতে আত্ম সমর্পণ করিবেন তিনিই—বৈষ্ণব এবং তাঁহার বৃত্তিই—ভক্তিবৃত্তি। অন্যান্য ধর্ম্মে দৈহিক ও মানসিক বিচারের কথাই আছে। দেহরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে আংশিক ইন্দ্রিয়চালনা প্রভৃতি হইতে বিরতির কথা এবং চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নীতিপ্রভৃতির কথা, এবং কর্ম্মফলবাধ্য ঈশ্বরের কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মে বা বৈষ্ণবধর্ম্মে জীবের দৈহিক, মানসিক এমন কি আত্মিক ইন্দ্রিয়তোষণের দিক্ হইতেও কোন কথা উত্থাপিত হইলে উহাকে কৈতবজ্ঞানে পরিহার করিয়া শুদ্ধ ভগবৎ-তোষণ চেষ্টাকেই পরম প্রাপ্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আবার এই নির্দ্দেশই বা করিয়াছেন কে? জগতের মনোধর্ম্ম জৈবজ্ঞানে যে সকল কথা ধর্ম্ম বা নীতি বলিয়া বৃত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে সেইরূপ জৈবজ্ঞানের অবকাশ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন লোকবরেণ্য মনীষী বা অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের রচিত বা সৃষ্টধর্ম্ম নহে। পরন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম—

"ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতম্' ভাঃ ৬।৩।১৯

—সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত। কোন ঋষি, দেবতা, সিদ্ধ, অসুর বা মনুষ্যের রচিত বিষয় নহে। এই জন্যই ইহা—

"গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে" ভাঃ ৬।৩।২১

—অত্যন্ত গুহ্য, বিশুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কৈতবরহিত কিন্তু সাধারণের অক্ষজ জ্ঞানে এই ধর্ম্ম বুঝিতে গেলে বড়ই দুর্ব্বোধ, পরন্তু অধোক্ষজজ্ঞানে অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মধারণায় সুবোধ্য হয়। জানিতে পারিলে জীব নিশ্চয়ই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

(২) শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিষ্ণু-উপাসনা—আত্মধর্ম্ম। আর পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুর উপাসনা—মনোধর্ম্ম। পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুর উপাসনা দ্বারা অধোক্ষজপুরুষ পূজিত হন না। কারণ তাঁহাদের পূজা-চেষ্টা প্রাকৃতভাবের সহিত সংমিশ্রিত। শুদ্ধবৈষ্ণব আত্মাদ্বারা বিষ্ণু সেবা করেন, আর পঞ্চোপাসক দেহ ও মনের দ্বারা তাঁহাদের 'মনের ছাঁচে গড়া বিষ্ণু' সেবা করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব অধোক্ষজবিষ্ণুকে গড়িবার চেষ্টা করেন না, বিষ্ণু তাঁহার নিত্য বাস্তব স্ব স্বরূপে যাহা আছেন, সেই স্বরূপেই ভক্তের আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ আত্মা দ্বারা পূজিত হন। শুদ্ধবৈষ্ণব বৈকুণ্ঠবৃত্তি দ্বারা বিষ্ণু সেবা করেন, আর পঞ্চোপাসক প্রাকৃতবৃত্তি দ্বারা বিষ্ণুসেবার চেষ্টা দেখাইতে চান। অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণব 'অবরোহবাদী', পঞ্চোপাসক বিদ্ধ-বৈষ্ণব 'আরোহবাদী'। সাধারণে এই ভেদটী ধরিতে পারেন না। অধোক্ষজ মুক্তপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও এই সূক্ষ্ম ভেদটী ধরিবার সামর্থ্য নাই। ভেদটী সূক্ষ্ম হইলেও কার্য্যকালে দুইজনের আকাশ-পাতাল ভেদ পরিমাণ ফল প্রসব করে। পঞ্চোপাসক প্রাকৃতবস্তুকেই বিষ্ণু বলিয়া পূজা করিয়া ব্যুৎপরস্ত হন, আর শুদ্ধবৈষ্ণব অধোক্ষজ বিষ্ণু

বস্তুর আত্মা-দ্বারা সেবা করিয়া নিত্যকাল বিষ্ণুসেবারূপ সুকল্যাণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং পঞ্চোপাসকের উদ্দিষ্ট বিষ্ণু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুতে সম্পূর্ণ ভেদ। এই ভেদটী জগতের লোক বুঝিতে পারেন না বলিয়াই চিজ্জড় সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। 'যোগ-মায়া' ও 'জড়মায়াকে' এক বলিয়া ধারণা করেন। 'কৃষ্ণ', 'কালী', 'দুর্গা' সব এক—মুড়ি-মিশ্রী সব সমান—বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি মাত্র—বৈষ্ণবধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ অনুদার প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যাঁহারা অধোক্ষজ বস্তু শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা শুদ্ধভগবৎস্বরূপ ও জড়মায়ার কার্য্যের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করেন এবং অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের যোগমায়া ও জড়মায়ার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অদ্বয়তত্ত্বের নিত্য সেবায় নিবিষ্ট থাকেন।

বস্তুতঃ বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মই অনুদার। কারণ বিদ্ধ বৈষ্ণব অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ দৃষ্টিদ্বারা ভেদ দর্শন করেন। আর শুদ্ধবৈষ্ণব দ্বিতীয়াভিনিবেশ-নির্ম্মুক্ত থাকিয়া অদ্বয়জ্ঞানের উপাসনা করেন। তাই শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম—পরমোদার ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবাত্মার ধর্ম্ম—নিখিল চেতনের ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের দেওয়া ধর্ম্ম।

(৩) আত্মধর্ম্মই যখন ভক্তি, তখন ভাবুকতা বা 'মনের খেয়াল' ভক্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

> "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
> অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

—ভক্তি অধোক্ষজবাস্তব বস্তুর প্রতি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, আত্মসংপ্রসাদনকারিণী, নিত্যা বৃত্তি। ভাব-প্রবণতা বা উচ্ছ্বাস জলবুদ্বুদের ন্যায় কখনও আবির্ভূত কখনও বা থামিয়া যায়। যে ভক্তি অর্থ পাইলে, প্রতিষ্ঠা পাইলে, কামিনী পাইলে, গাঁজা তামাক পাইলে, 'লোল জিহ্বা' বিস্তার করে, কিন্তু ভোগের উপকরণগুলি দৈব-বশতঃ তিরোহিত হইলেই, তৎসঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও লুকাইয়া যায়—তাহা মনোধর্ম্ম। জগতে পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত বস্তুতঃ মিছাভক্তগণের চরিত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কাল কলি। ইহারাই আজ কাল ভক্ত নামে পরিচিত হইয়া সমাজে বিষবর্ষিণী স্রোতস্বিনীর প্লাবন আনয়ন করিয়াছে। আজ এমন লোক নাই, এমন বালক নাই, এমন বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী নাই যাঁহারা ন্যূনাধিক এই বিষবন্যায় স্পৃষ্ট না হইয়াছেন। সুযোগ হইলে আমরা বর্ত্তমানের সাহিত্য, বর্ত্তমান বৈষ্ণবক্রুবগণের লেখনী হইতে অবিসংবাদিত বিচারযুক্তি দ্বারা ঐ সকল বিষবর্ষণের নিদর্শন প্রদর্শন করিব। আজ বড় দুঃখের সহিত, বড় মর্ম্মভেদিনী ব্যথার সহিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা শুদ্ধভক্তিপ্রচারের জন্য জাগতিক সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বাত্মস্নপনবিধানকারিণী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের এই বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। যদি আমরা একজনও প্রকৃতপক্ষে উদ্বুদ্ধ চেতন হইয়া শ্রীচৈতন্যের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে পারি, আমাদের জীবন ধন্য।

(৪) 'বৈষ্ণব' শব্দটীর ন্যায় এত বড় মহৎ চেতনময় শব্দ-ব্রহ্ম, জগতে কেন বৈকুণ্ঠেও নাই। চেতনরাজ্যের যদি কিছু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমৌদার্য্যপ্রকাশকারিণী ভাষা কিছু থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুটী 'বৈষ্ণব' কথাটী দ্বারা প্রকাশিত। 'বিষ্ণু' বলিতে যেরূপ জীবের জাগতিক ধারণার দিক্ হইতে বুঝাইতে—গিয়া "যিনি বিশ্বে ওত-প্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বিষ্ণু"—এইরূপ বলা হয়, তদ্রূপ 'বৈষ্ণব' শব্দটীও সেই 'বিষ্ণুর সম্বন্ধীয়'—এইরূপ জাগতিক ধারণার দিক্ হইতেও সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠ কথা। সাক্ষাৎ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু পরমা বৈষ্ণবী শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন—

> "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
> তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

১নং

জনৈক প্রাকৃত সহজিয়ার পৃষ্ঠ-পোষক লিখিয়াছেন :—

সম্পাদক মহাশয়, গৌড়ীয়ের ৪র্থ খণ্ডের ১৩ সংখ্যায় লিখিত

প্রাকৃত সহজিয়া শীর্ষক প্রবন্ধের ৩০ দফায় আপনারা লিখিয়াছেন—

যাহারা পান চিবাইতে চিবাইতে ঠোঁট দুইটী লাল করিয়া খোলে চাটি দিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বলিয়া থাকেন—

"সখি, কেবা শুনাইলি শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

আর স্ত্রীলোক ভুলাইবার জন্য চাঁচর চিকুর কেশযুক্ত মস্তকটী, ভোগের জন্য সযত্নে পুষ্টমাতঙ্গের ন্যায় সুবিশাল "ভজনের তনুটী" ভূমি লুণ্ঠিত করান, মুখ দ্বারা ফেন উদ্গার বা কপটাশ্রু নিক্ষেপ করেন শরীরে ঝিকি মারেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই টাকাটা শিকেটা শালটা কাপড়টার জন্য ব্যস্ত হন বা গাঁজায় টান দেন, স্ত্রী সম্ভাষণ করেন এবং ইহাকেই মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, ভাব, অষ্টসাত্ত্বিকবিকার প্রভৃতি বলিয়া বোকা লোক ঠকাইয়া থাকেন—এইরূপ ব্যক্তি ও ঐ সকল ব্যক্তির সমর্থনকারী ব্যক্তিমাত্রই প্রাকৃত সহজিয়া।"

আমাদের ব্যবসার ক্ষতি করা কি আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির উচিত? আমাদের নয় একটু স্ত্রৈণ হওয়া, জগৎকে ভুল বুঝান, তামাক টামাক খাওয়া প্রভৃতি দোষ আছে এবং সে দোষ ছাড়িয়া দিলে যখন আমাদের জীবন ভার বোধ হয়, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য আমরা তো নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া সমাজের অহিত সাধন করিতে পারি। আমরা নিজনাম বেনাম পরনাম দিয়া অন্য সহজিয়ার কাগজে আপনাদের দোষ থাকুক আর নাই থাকুক, মিছা করিয়া আপনারা অনর্থযুক্ত ঘটপটিয়া সহজিয়া বিচারের শাস্ত্র জানেন না লিখিতে পারি এবং আপনারা শুদ্ধ বৈষ্ণবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যাহাতে না দেখাইতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা করিতেও পারি। বারজাত মিলিয়া আমরাও কয়েক কাঠা জায়গা খরিদ করিয়া গান বাজনা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, বোকা ভুলাইয়া সাধুনিন্দা করিতে পারি, আমরা ছড়া গান চালাইতে পারি, আমরা গবেষণার নামে ঐতিহ্য ও সত্য নষ্ট করিতে পারি, শ্রীধর স্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিতে ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহাপ্রভুর পত্নী বলিয়া অস্বীকার করিতে পারি, হাবি জাবি মাথা মুণ্ডুকে বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে পারি। দম্ভভরে ভাগবত ছাপাইতে পারি, সন্দর্ভ, সংবাদিনীর অনুবাদ করিতে পারি, দর্শন বিদ্যালয়ে অধ্যাপক সাজিয়া পরনারীর সহিত ভজনাদি করিতে পারি। আপনাদের অনুবাদে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরোধিনী ব্যাখ্যাকে বালশাস্ত্র শব্দমুক্তাবলীর সাহায্যে অসঙ্গত বলিতে পারি, বৈষ্ণবপ্রদর্শিত শ্রীগৌর প্রকট ভূমিকে স্থানান্তরিত করাইতে পারি, পাঁচ মিশালি সভাসমিতির মুহুরী হইতে পারি, রক্ত হইতে রক্তবীজের বংশ চালাইতে পারি, স্বচ্যুত গোত্রীয়গণকে অসম্মান করিতে পারি এবং অপরের সাহায্যে আপনাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে গালি দিতে পারি। আমরা পারি না কি? আমরা দম্ভের সহিত তামসী রাজসী চেষ্টাকে সাত্ত্বিকী বলিয়া নিশ্চয় চালাইব। আপনারা তাহা সাধারণভাবে আলোচনা করিতে পারিবেন না। আমরা চীনদেশীয়গণের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আফিম সেবন হইতে বিরত হইবনা। আমরা নির্ব্বোধ নহি, আমাদের সমাজে একহস্তে তামাকাদিই নেশা করিতে করিতে অপর হাত দিয়া তুলসী লইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া ও তামাক খাইতে খাইতে শুনিয়া লোকের নিকট হইতে পারিশ্রমিক দক্ষিণার আদান প্রদান লইতে পারি। ইহাই আমাদের স্বধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত ধর্ম্ম। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাচার নক্সা লিখিত 'গুরুপ্রসাদী' মত সমর্থন করিতে পারি। আমরাতো প্রাকৃত ভোগ ছাড়িতে পৃথিবীতে আসি নাই যে আপনাদের কথা শুনে বৈরাগী হব, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করাটা ছাড়িয়া দিব, গণ্ডকী শিলায় বিষ্ণু বুদ্ধি করিব, বৈষ্ণব গুরুতে মর্ত্ত্য জানিব না, গঙ্গাজল ও চরণামৃতে স্পর্শদোষ বিচার ছাড়িব, আভিধানিক ও ব্যাকরণ নিষ্পন্ন বলিয়া নাম মন্ত্রাদিতে অলৌকিকতা বিশ্বাস স্থাপন করিব, মহাপ্রসাদে বিষ্ণু বুদ্ধি করিব। কর্ম্মফলাধীন জাতির বিচার গুরুবৈষ্ণবে স্থাপনই আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের সম্বলই নামাপরাধ। দেখুন, আমরা কি করিয়া বসি। আমাদের দলে অনেক লোক। অধর্ম্ম চতুষ্টয় অর্থাৎ দ্যূত, পান স্ত্রী ও পশুবধ এবং কলির জাতরূপশাবক অনৃত, মদ কাম বৈর ও প্রবৃত্তিসমূহ আমাদের পৃষ্ঠপোষক। আমরা অনেকদিন ধরিয়া আপনাদের সহ Compromise করিতে প্রস্তুত ছিলাম। এক্ষণে মুড়িমিশ্রির সমন্বয় না হইলে আমরা প্রতিবাদী হইতে চলিলাম। আমরা উপস্থিত দলবদ্ধ হইলাম

বটে, কিন্তু যে দিন আমাদের দলের মধ্যে কনক বা কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লইয়া বিবাদ বাধিবে, (ওঃ সেদিনকার কথা মনে করিলেও বুকটা কাঁপিয়া উঠে!) সেদিন তিলোত্তমা লইয়া সুন্দ ও উপসুন্দের ন্যায় পরস্পর কাটা কাটি, মারামারি, কলহ করিয়া সকলেই মারা পড়িব তখন কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আর পারিব না ; সেদিন যেন না আসে।

২নং

মাননীয়

গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গদণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ং—

আজ আবার, দু' সপ্তাহ পরে সুধী গৌড়ীয় পাঠকগণের সমীপে কিছু নিবেদন করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। শুদ্ধভক্তগণ আমাকে সর্ব্বদাই স্নেহচক্ষে দর্শন করেন বলিয়াই জানি, কিন্তু শুনা যায় শুদ্ধভক্তি-প্রতীপগণ আমাকে তাঁহাদের অসচ্চেষ্টার পরম অর্গলস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি আমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইব।

গত সপ্তাহে আপনাদের শ্রীপত্রে প্রকাশিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিপন্ন" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-ব্রুব সমাজের অপরাধময়ী শোচনীয়া অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না! শ্রীগৌড়ীয় মঠের এইরূপ শুদ্ধভক্তি প্রচারে অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া অনেক সুপ্তচেতনজীব উদ্বুদ্ধচেতন হইয়া, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিতেছেন ইহা মৎসরতাযুক্ত চক্ষে দেখিয়া ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের যে কত প্রকারে গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন আমরা তাহাদিগের নানাভাবের বীভৎস তাণ্ডবনৃত্যে দেখিতে পাই। ইংরাজী ভাষায় একটী কথা শুনিয়াছিলাম—

"Fools rush in where angles fear to tread"

—'যেখানে স্বর্গীয় দূতগণ পর্য্যন্ত পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, নির্লজ্জ মূর্খগণ সেইস্থানে অবৈধরূপে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রবাদ বাক্যটী অপেক্ষাও অধিকতর মূঢ়তা ও ধৃষ্টতা আমরা প্রাকৃত সাহজিক রসিকব্রুব অশ্রৌত-পন্থী আচার্য্যলঙ্ঘনকারী আধুনিক মৎসর ব্যক্তিগণের চরিত্রে দেখিতে পাইলাম। যেখানে দিব্যসূরিগণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ভয় করেন সেই খানে আজ কিনা রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় ধৃষ্টতা দেখাইবার জন্য কয়েকজন মূর্খ বালচাপল্য করিতেছে! ব্যবসায়ে হাত পড়িলে মৎসর হৃদয়ে এইরূপ চণ্ডালিনীর নৃত্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে করিয়াছিলাম, আমার 'সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাকৃতসহজিয়াগণের এক সহস্র ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, শোণিতপিপাসু রক্তবীজের বংশের ন্যায় প্রাকৃত সহজিয়াকুল সহস্র সহস্র ভ্রম প্রসব করিতেছে। ঐ সকল ধ্বংস করিতে হইলে আমাকে "পাষণ্ড-দলনবানা শ্রীনিত্যানন্দরায়" ও শ্রীগৌরসুন্দরের সুদর্শনচক্রের শরণাপন্ন হইয়া একার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং এখন হইতে আমার প্রবন্ধের নাম 'সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনী' না হইয়া **"সহস্র-সহস্র-ভ্রম-প্রদর্শনী"** আখ্যায় পরিচিত হইবে।

পূর্ব্বের প্রাকৃত সহজিয়াগণ বাহিরের দিকে অনেকটা শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু আজকালকার নব্য প্রাকৃত সহজিয়াগণ আত্মসম্ভাবিত ও স্তব্ধ হইয়া এতদূর শিষ্টাচার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন যে ইঁহারা— "পথেও পুরীষোৎসর্গ করিব ও তৎসঙ্গে চক্ষুর্দ্বয়ও রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া নিজের অবৈধ কার্য্যটী সমর্থন করিবার চেষ্টা দেখাইব" এরূপ মনে করিতেছেন!

শুনা যায়, শ্রীহট্টে আপনাদের শ্রীপত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পরমভাগবত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু, বাগ্মিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ, প্রবীণ কীর্ত্তন-সম্রাট্ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ কতিপয় শিক্ষিত ও সেবৈকনিষ্ঠ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সহিত ঐ স্থানে প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, পঞ্চরাত্রবিরোধিবাদ, শিষ্য-ও-মন্ত্র-ব্যবসায়বাদ, জাতিগোস্বামিবাদ, বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদ-লেহনবাদ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে অসংখ্য মতবাদের প্রায় তিন শত বৎসরের দুর্ভেদ্য দুর্গকে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রযুক্তিরূপ শস্ত্রে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন দেখিয়া ঐ সকল মতদুষ্ট

প্রাকৃত সহজিয়া ও তাহাদের পৃষ্ঠ-পোষক চতুর্দ্দিক হইতে "গেলাম" "গেলাম," "ত্রাহি," "ত্রাহি" চীৎকার উঠাইয়াছেন। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিরোধী, ভাগবত বিরোধী, জাতি-গোস্বামি-মতবাদ-প্রচারকারী, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রকে পণ্যরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার্জ্জন রূপ মতবাদ প্রচারকারী, প্রেমভক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্বেষী শ্রীগৌরবিদ্বেষী প্রাকৃত সাহজিকগণের একটী মুখপত্রে 'তিক্ত রস পাইলে যেরূপ উদরস্থ কৃমিকুলের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উহারা উদর হইতে নানাভাবে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে তদ্রূপ' ভক্তিবাক্যের শিশুগণের পরিপুষ্টির ব্যাঘাতকারিকৃমিকুলের বহির্গমন চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছে।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীপ্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী

"সহস্র সহস্র ভ্রম প্রদর্শনী"

শুনা যাইতেছে, আমরা যে নব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিতেছিলাম, সেই নব্যগ্রন্থকারমহোদয় শাস্ত্রযুক্তিরূপ সুদর্শনের ভীষণাদপি ভীষণ অসহনীয় তেজঃপুঞ্জে বিহ্বল ও মুহ্যমান হইয়া এবং নিজকে অত্যন্ত অসহায়, অক্ষম ও বিপদগ্রস্ত ভাবিয়া ভাগবতবিরোধী অনভিজ্ঞ কয়েকটী জাতিগোস্বামীর শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, যদি আচার্য্যপ্রবর পরম পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুকে একজন তাঁহাদের ন্যায় প্রাকৃত সহজিয়ার মতসমর্থনকারিব্যক্তিবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে অবাধে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' ও 'গোস্বামী' প্রভৃতি নামধারণের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ চালান যাইবে"।

শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুকে লইয়া এইরূপ চেষ্টা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নানাভাবে বহুদিন হইতেই গোপনে গোপনে চলিতেছিল। শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু কোন দিনই অশ্রৌতপন্থিব্যক্তিদিগের স্পর্দ্ধার প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়া, প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাঁহাকে 'শ্রীরূপের আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী' 'তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী' প্রভৃতি বলিয়া "শ্রীজীব রূপানুগধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন"—এইরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! কেহ বা 'শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন,' কেহ বা 'শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্‌ব্রতা ছিলেন বলিয়া উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসাস্বাদন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন,' কেহ বা 'তিনি স্বকীয়বাদী ছিলেন,' কেহ বা 'তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা স্বীকার করেন নাই'—প্রভৃতি নানা অপবাদ দ্বারা আচার্য্যের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন।

শুনিলাম, গোস্বামিব্রুব * পরিচয়ে জনৈক মৎসর স্বীয় কুনাট্য ও মূর্খতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীজীবপাদরচিত ভক্তিসন্দর্ভের কদর্থ করিতে বসিয়াছেন! আমরা ঐ রসিকব্রুবকে কিছুকালের জন্য তাঁহার ধৃষ্টতা স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভুর অনুমোদিত কিনা তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বলি—

(১) আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব 'গোস্বামিপ্রভু নিজের নামের পশ্চাতে তাঁহার লেখনীর কোন স্থানে কখনও "গোস্বামী" পদটী ব্যবহার করিয়াছেন কিনা? যদি সেই আচার্য্যপাদ নিজকে "জীবক" প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে গোস্বামিব্রুব মহাশয় কি শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু হইতেও নিজকে বড় ভাবিয়া নিজের নামের পশ্চাতে 'গোস্বামী' পদটী ন্যায়মতে অবৈধভাবে ব্যবহার করিয়াছেন? ইহা কি আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভুর আচার ও প্রচারের অবহেলন নহে? যদি তিনি বলেন, "সমাজে এইরূপ কার্য্য চলিয়া আসিতেছে," কিন্তু যেযেলীমত অবৈধভাবে সমাজে প্রচলিত থাকিলেই যে অবৈধভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা কোন্ ন্যায়শাস্ত্র ও কোন্ ফক্কিকা যুক্তির সঙ্গত কথা? সনাতনধর্ম্ম শাস্ত্রের—ভাগবতধর্ম্ম শাস্ত্রের কোথায়ও কি কোনও আচার্য্য, বিষয়ে অভিনিবিষ্ট

---

* যিনি ষড়্‌বেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তি-বিদ্বেষ-কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া 'গোস্বামী' বোলান এবং বলেন তাঁহাকে 'গোস্বামিব্রুব' বলে।

থাকিয়া, গৃহমেধীর ধর্ম্মযাজন করিয়া নিজের নামের পশ্চাতে "গোস্বামী" নামটী লিখিয়াছিলেন? ভাগবতধর্ম্ম বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু কেহ কি এইরূপ অবৈধ-ন্যায়াবলম্বনে "গোস্বামী" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন? সুতরাং গোস্বামিব্রুব ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমেই আচার্য্যমত হেলনকারী ও ভাগবত বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। আচার্য্যলঙ্ঘনকারী, অশ্রৌতপন্থী, ভাগবত-বিরোধী ব্যক্তি অসম্ভাষ্য; তাঁহার প্রতি পদে পদে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয় অবশ্যম্ভাবী।

(২) অশ্রৌতপন্থী ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন কিনা? গোস্বামিব্রুব যদি নিজকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুদেব কে? সেই গুরুদেব কি বৈষ্ণব সদ্গুরু না ব্যবহারিক গুরুব্রুব? শ্রীলজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ২১০ সংখ্যায়—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ —গুরুর্ন সস্যাদিত্যাদি"

—ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত মুক্ত মহাজনের চরণাশ্রয় করিবে—এই অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যেগুরু উপস্থিতমৃত্যুর হস্ত হইতে মোচন করিতে পারেন না, তিনি গুরুপদ বাচ্য নহেন"—ইত্যাদি যে বাক্য বলিয়াছেন, নৈয়াত্রিকরূপ মহোদয় আচার্য্যের সেই বাক্যের অনুগত কিনা? যদি তিনি ঐরূপ গুরুরই অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহাতে পারমার্থিক গুরু আশ্রয়ের ফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নিবৃত্ত হইয়াছে কিনা? যদি তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অর্থের জন্য মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবতব্যবসায় প্রভৃতি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ বিগর্হিত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। যদি তিনি ঐরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশজ কার্য্য হইতে বিরত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশোত্থ মনোধর্ম্মের বিচার লইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে কিছু আলোচনা করিবেন তাহাতে আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর লেখনী অনুসারে তাঁহাকে প্রতি পদে পদে নিশ্চয়ই ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সাদি দোষে অভিভূত হইতে হইবে। কারণ—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল,' 'এই মন্দ' এই সব ভ্রম॥"

(৩) সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন কিনা? "অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"—অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীভগবানের নাম রূপগুণলীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীলজীব গোস্বামিপ্রভুর অভিপূজিত শ্রীলরূপ গোস্বামিপ্রভুর এই কথা ঠিক কিনা? ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের—

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥"
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।

প্রভৃতি কথা ঠিক কিনা? যদি তিনি সেবোন্মুখ ও মুক্তপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার কনক, কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন চেষ্টা, অদৈব স্মার্ত্তসমাজের নিকট নিজের 'বর্ণ ব্রাহ্মণতা' লুকাইবার জন্য বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আড়ম্বর কেন? যদি তিনি তাঁহার আচরণের দ্বারা নিজকে অমুক্ত বলিয়া প্রমাণ করেন, তাহা হইলে মায়া তাঁহারই কথামত ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ ছিদ্র পাইয়া তাঁহার আবরিকা বৃত্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপজ্ঞান আবৃত এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির প্রভাবে সত্ত্বরজস্তমোময় জড়দেহে 'আমি ব্রাহ্মণ,' 'আমি জাতিগোস্বামী,' 'শুক্রশোণিত জাত দেহই আমার গোস্বামিত্ব'—প্রভৃতি আত্মভাব জন্মাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐরূপ আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া তিনি কিরূপে ভক্তিশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ নিরূপণ করিতে সাহসী হইয়াছেন? এইরূপ দুঃসাহস বা ধৃষ্টতাও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির একটী ক্রিয়া। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ নিজের অবস্থা নিজে বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ এস্থলেও তাহাই হইয়াছে।

(৪) শ্রীলসনাতন শিক্ষায় "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা না জানিলে জীবে কৈছে হিত

হয়॥”—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ “জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস” * * * * * “সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥”—এই বাক্যের দ্বারা যে সাধুশাস্ত্র কৃপাপ্রাপ্ত কৃষ্ণোন্মুখ জীবই মায়া হইতে উত্তীর্ণ—এবিষয় তিনি জানেন কিনা? যদি তিনি জানেন বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার আচরণ কৃষ্ণোন্মুখের বিপরীত আচরণ বলিয়া প্রমাণ করে কেন? সাধুশাস্ত্র-কৃপালব্ধ কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ষড়্‌বিধা শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ তাঁহাতে আছে কিনা? যদি “রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ” এই স্বরূপ লক্ষণটী থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাতে স্বরূপ লক্ষণের অনুগামী তটস্থ লক্ষণগুলি দেখা যায় না কেন? যিনি অদৈব সমাজের ভয়ে অবৈধরূপে ধর্ম্মদ্বারা জীবিকার্জ্জন, অসচ্ছিষ্যগ্রহণ, স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ, কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সমাজের পদাবলেহন, অবৈধরূপে নিজের নামের পশ্চাতে নিজেই গোস্বামি নামটী লিখন প্রভৃতি ভক্তিপ্রতিকূল আচারগুলি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহাতে কিরূপে “আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্” ইত্যাদি শরণাগতের তটস্থ লক্ষণ গুলি থাকিতে পারে! যাঁহাতে ভক্তিপ্রতিকূল লক্ষণ গুলি বিরাজিত, কিন্তু শরণাগতের লক্ষণগুলি নাই তিনি ত সাধুশাস্ত্র কৃপা পান নাই, সুতরাং কৃষ্ণোন্মুখ হন নাই সুতরাং তিনি মায়া হইতে নিস্তার পান নাই, মায়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। অতএব যিনি মায়াগ্রস্ত তিনি ত' মনোধর্ম্মি-জীব, তিনি কি করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভের ও আচার্য্য শ্রীজীবপাদের প্রকৃত সিদ্ধান্তগুলি বুঝিবেন? শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বাক্যানুসারে “গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০০) ব্যক্তি ত' ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব হৈতুকন্যায়দ্বারা কিছুই বুঝিতে পারেন না। ওরূপ ‘গ্রাম্যব্যবহারের পাণ্ডিত্য’ লইয়া শ্রীসনাতন শিক্ষার সিদ্ধান্ততত্ত্বগুলি যাহা আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিচারিত হইয়াছে, তাহারা কদর্থ করিবার চেষ্টা কি একাধারে শ্রীসম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন-গোস্বামি প্রভুর শিক্ষা ও আচরণ এবং শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর প্রকৃত সিদ্ধান্তের অবহেলন ও বিরোধ নহে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর ভাষায়—

“ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।”

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

—যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তিনি কখনও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন কি? ভাল করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটী পড়া থাকিলে “ঘটপটিয়ার মূর্খতা লইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মর্ম্মার্থ বুঝিবার দাম্ভিকতা দেখাইবার প্রয়াস হইত না। ব্যাকরণশাস্ত্র সিদ্ধান্তমর্য্যাদাহীন দুই একটা বচন ‘কপচাইলে,’ ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে পারদর্শিতা, মূর্খ শাস্ত্রভারবাহিপ্রাকৃতসাহজিকসমাজে প্রতিপন্ন হইলেও শুদ্ধভক্তিতত্ত্ববিৎ সারগ্রাহি-বৈষ্ণবসমাজে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে মূর্খতাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে—

“ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান?
হরিদাস ঠাকুরেরে তুঁহি কৈলি অপমান?
সর্ব্বনাশ হ'বে তোর না হ'বে কল্যাণ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

মায়ামগ্ন জীব কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানের কথা কিছু বলিতে পারেন কি? যাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ যায় নাই সেই মনোধর্ম্মিব্যক্তি কেবল ‘ক, খ, গ, ঘ বা অনুস্বার বিসর্গ’ পড়িতে পারিলেই বা সামান্য একটু ‘ঘটপটিয়া মূর্খতা’ লইয়া নিজকে পণ্ডিত মনে করিলেই সুদার্শনিক ভক্তি-শাস্ত্রের বিচার বুঝিতে পারেন কি? প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন ‘প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই, প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারাই ঘটপটবিচারেই অপ্রাকৃততত্ত্বের বিচার বুঝা যায়, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন—

“অপ্রাকৃত বস্তু নহে কভু প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥”

সুতরাং যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বিরোধী সেই সকল গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত প্রাকৃত সাহজিকগণ কি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত ও চৈতন্যমনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীজীবপাদ তথা অন্যান্য ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যের কথা গুলি বুঝিতে পারিবেন! সম্বন্ধজ্ঞানহীন দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত জীব অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া, ভাগবতের “বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং” (১।২।১১) শ্লোকের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া, পরিপূর্ণ ও সমগ্র শ্রীভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্বের অভাব উপলব্ধি

করেন, তাই তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশজ মায়িক খণ্ড-বিচার হইতে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সম্বন্ধতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্-পরম-তত্ত্বের— এই তিন আবির্ভাবকেই বুঝায়। ইঁহারা যদি শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর—

> যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
> একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
> চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
> তবেত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥"
>
> —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

—এই সকল উপদেশবাক্য অবহেলা না করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচারবান্ (রঘুনন্দনীয় শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার নহে) আচার্য্যের নিকট যদি শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্দর্ভ সেবোন্মুখচিত্তে (দগ্ধোদর পূর্ত্তির-পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিবার জন্য নহে) সদাচার সম্পন্ন হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ, অন্যাভিলাষীর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অধ্যয়ন করিতেন এবং তদনুসারে নিজের আদর্শ জীবন গঠন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এইরূপ মূর্খতা করিবার প্রয়াস হইত না। সম্বন্ধতত্ত্ব একমাত্র পরতত্ত্ব ভগবান্। ব্রহ্ম ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধতত্ত্ব নহেন। ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব বা আংশিক প্রকাশ কখনও জীবের সম্বন্ধ হইতে পারে না উহার সহ সম্বন্ধবিশিষ্টজীবত্বে অসম্যক্ ও আংশিকতা বিরাজমান পরিপূর্ণতত্ত্ব স্বয়ং ভগবানই জীবের সম্বন্ধ। এই জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় বলিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

'কৃষ্ণের নিত্যদাস' না বলিয়া তিনি 'বিষ্ণুর নিত্যদাস,' 'নারায়ণ দাস' পর্য্যন্ত বলেন নাই—ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মার সংযোগত দূরের কথা! তবে যেমন লক্ষ মুদ্রার অন্তর্গত সহস্র মুদ্রা, তদ্রূপ কৃষ্ণেও ঐ সকল তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দেখাইবার জন্য 'বিষ্ণু দাস,' 'নারায়ণ দাস,' 'ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরমাত্ম যোগী' প্রভৃতি না বলিয়া জীবকে নিত্যকৃষ্ণ দাস বলিয়াছেন—এরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা আচার্য্যগণের বিপ্রালিপ্সা নাই। মায়ার সহিত সংবদ্ধ থাকিয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানের কথা আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা দেখাইলে এইরূপই স্বরূপবিভ্রান্ত জ্ঞানের উদয় হয়। ভক্তিসন্দর্ভের ব্যাখ্যাকালে স্ত্রৈণ ভাব প্রবল থাকিলে ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার কপটতা অন্তঃকরণে আবৃত থাকিলে সম্বন্ধজ্ঞান কাহাকে বলে বুঝা যায় না। গোস্বামি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী মহোদয় বৈষ্ণব সদ্গুরুর নিকট প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া ভক্তিসন্দর্ভ আলোচনা করুন্। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার অক্ষজধারণায় ও ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দিয়াছে দেখিয়া পিত্তগ্রস্ত রোগীর মিছরীকে তিক্ত বোধ করিয়া লোকের নিকট প্রচার করার ন্যায় তর্কবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যের নিকট নিষ্কপটে প্রণত হইয়া সেবন করিতে থাকুন্। ঐরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবন করিতে করিতে যতই অন্যাভিলাষরূপ পিত্ত দূর হইতে থাকিবে, ততই শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যরূপ সিতাপলের মিষ্টত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইবে। শ্রুতিকে অমান্য করিবেন না—

> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং॥

শ্রুতিকে অমান্য করিলে বেদবিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইবে। এতৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের কথাটীও যেন অবহেলা না করা হয়—

> তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
> প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
> ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

"স্বামী"কেও অমান্য করিবেন না—

> ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

যদি কেহ মনে করেন যে, প্রাকৃত বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়েও শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীভক্তিসন্দর্ভের কাছে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত ও বঞ্চক। আর্য্যসমাজিগণ ভাগবতের ছন্দে অনেক ভুল দেখিতে পাইয়াছেন, ভাগবতে অসংলগ্ন কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু গ্রন্থাদিও রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার বাজারে হিন্দি, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় ঐ সব গ্রন্থ পাওয়া যায়। সুতরাং ঐরূপ অক্ষজবুদ্ধি ও মনোধর্ম্ম লইয়া সামান্য শব্দাধিকার দেখাইতে গেলে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে গৌড়ীয় ভাষ্যের কদর্থ করিতে যাওয়া কিছু পাণ্ডিত্যের পরিচয় নহে। উহা অশ্রৌত-পন্থী অবৈদিকেরই আদরণীয়

চেষ্টা। আর্য্যসমাজিগণ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিচারে অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছেন। পরলোকগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় শ্রীলরূপ গোস্বামি প্রভুর বৈষ্ণব নাটক, কাব্য, অলঙ্কারাদি গ্রন্থে ততদূর সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আধুনিক কোন কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠ লোকবরেণ্য পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ব্যক্তি (একণকে সকলেই চিনিতে পারিবেন) শ্রীলরূপ গোস্বামি প্রভুর 'অন্যাভিলাষিতা শূন্যম্' শ্লোকে ভাগবতের বিরোধিমত, এমন কি মহাপ্রভুরও নাকি বিরোধিমত প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র লেখক সাহিত্যসম্রাট্ পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আনন্দমঠে লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে।" পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়ের নিকট জাতি গোস্বামিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন না বলিয়া প্রচারিত আছে। সুতরাং এইরূপ অক্ষজজ্ঞানে ও মনোধর্ম্মে যদি কোনও কোনও পণ্ডিতম্মন্য অবৈধভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তের কদর্থ করিতে চান, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কিছু শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিকৃত হইতে পারে না।

এরূপও শুনা গিয়াছে যে, শ্রীনামাপরাধী সাহজিক ভোগভূমিতে জনৈক অদ্বিতীয় পাঠক প্রীতিসন্দর্ভ পড়িতে পড়িতে যে বাড়ীতে পাঠ করিতেন, সেই বাড়ীর কোনও একটী কুলবধূর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন! আমরা যদি এইরূপ ভাবে প্রীতিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝিবার পরিবর্ত্তে মায়ার সিদ্ধান্তকেই ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভাগবত ব্যতীত ভাগবতগ্রন্থ কেহ উপলব্ধি বা উহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এক হাতে 'হুঁকা' আর এক হাতে ভক্তিসন্দর্ভ, পদমূলে স্ত্রীলোক, সম্মুখে রৌপ্যপাত্রে ভক্তিসন্দর্ভ পড়িবার পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ ও বাক্‌চাতুরীতে বিপ্রলিপ্সা বা মনোরঞ্জন দ্বারা লোকবঞ্চনেচ্ছা—এই পঞ্চবিধ কলির স্থানপঞ্চকে অবস্থিত হইয়া ভক্তিসন্দর্ভ বা ভাগবতের ব্যাখ্যা দ্বারা দু'একটী অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বা ঘটপটিয়ার দু'একটী কথা 'কপচাইলে' বোকালোক বা স্ত্রীলোক ঠকান যায় বটে, কিন্তু শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রে নিষ্ণাত, সর্ব্ববিধ কলিকল্মষরহিত, কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগী, নিরন্তর হরিভজনে রত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, প্রকৃত সেবোন্মুখী বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট, কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত, সেবোন্মুখ পুরুষগণের চক্ষে ধূলি দেওয়া যায় না। একসময়ে এক মহামূর্খ, কোন পণ্ডিতের সঙ্গ বিচারে পরাজয়াশঙ্কা করিয়া 'কত্ত্বং' প্রশ্নের উত্তরে 'খত্ত্বং' 'গত্ত্বং' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষত্ত্বং পর্য্যন্ত গলাবাজির চোটে বিজয় লাভ করেন। ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যায় দোষদর্শী 'খত্ত্বং' হইতে 'ক্ষত্ত্বং' পর্য্যন্ত দিগ্গা দেখাইলে পরিশেষে সর্ব্বকেশোৎপাটনকেসে পঞ্চত্ব লাভরূপ পরিণতি না দেখাইয়া বসেন আমাদের ইহাই আশঙ্কা হয়।

বিশ্বশ্রবানন্দন রাবণ যদি মনে করেন, যে আমি সীতাদেবীকে হরণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের "হেয়তা" প্রতিপন্ন করিয়াছি, কিম্বা যদি কপটতার আবরণে তাঁহারই ন্যায় সমশীল ব্যক্তিদিগকে ভোগা দিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে "শ্রীরামচন্দ্রের 'হেয়তা' প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে—সীতাদেবীকে আমার সহধর্ম্মিণী করাই উদ্দেশ্য", তাহা হইলে যেমন ঐরূপ বিষ্ণুদ্বেষিঅসুরকে বিষ্ণুভক্তসজ্জনগণ আদর করেন না এবং মনে প্রাণে জানেন যে—

> "ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
> প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
> স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
> সীতার আকৃতি মায়া, হরিল রাবণ॥
> রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
> রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
> অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
> বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"
>
> —চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

তদ্রূপ শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের অধোক্ষজ ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝিবার সামর্থ্য বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষি প্রতীপগণের নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাকৃত মনোধর্ম্মের দ্বারা অধোক্ষজ ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন না, মায়িক বস্তুকেই গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর 'হেয়তা' প্রতিপাদন করিয়াছি বলিয়া কুনাট্য করিতে করিতে নরকের

পথে চলিয়া যান। যাঁহারা শুরুপারম্পর্য্যে সন্দর্ভ পাঠ করেন নাই তাঁহাদের অক্ষজ যুক্তিচাঞ্চল্য, ব্যাকরণ ও শব্দে কৃতিত্ব কিরূপে অন্যায়ে পরিণত হইয়াছে আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব। বৈঃ দিগ্দর্শিনীর কালভ্রম, বিষয় ভ্রম, অনভিজ্ঞতা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা বোধের অসামর্থ্য সমর্থজ্ঞান পাঠকের হৃদয়কে কখনই বিচলিত করিতে পারিবে না। বাদী নিজ জালেই ধরা পড়িয়াছেন প্রতিপন্ন হইবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবচরণরেণু-প্রার্থী
শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিমহোদয় তাঁহার সুদীর্ঘ পত্রে যে সকল সারগর্ভকথা লিখিয়াছেন, সেই সকল কথার দ্বারা যাঁহারা "অসত্যেরে সত্য করি' মানে", যাঁহাদের— "শুনিয়া না শুনে কান, জানিয়া না জানে প্রাণ" - তাঁহাদের কতদূর অচেতনের বৃত্তি বিনষ্ট হইবে বলিতে পারি না। অনাদিকাল হইতেই এই প্রপঞ্চে দেবতা ও অসুরের দুইটী বিপরীতগামিনী চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। রাবণ না থাকিলে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বিস্তার এরূপভাবে হইত না। কংস, জরাসন্ধ, পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার পুষ্টি প্রপঞ্চে এরূপভাবে প্রকাশিত হইত কি না কে জানে?

অদৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণবস্তুতে ঘটপটজ্ঞানে ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়পত্র যে সকল ভ্রমপ্রমাদাদিদোষদুষ্ট প্রাকৃতসাহজিকের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভুল হাতে-কলমে প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সচ্চেষ্টার প্রতি ভোগ-বুদ্ধি করিয়া "ঢঙ্গবিপ্রের" ন্যায় মৎসরধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণ অথবা শ্রীরামচন্দ্রের সম-সিংহাসন অধিকার করিবার দুরাশা-পোষণকারী বিশ্বশ্রবানন্দনের ন্যায় ব্যক্তিগণ যদি ফাঁকির দ্বারা সভা জয় করিতে চা'ন, উহা দ্বারা তাঁহাদের অবৈধ, অদৈব, অশ্রৌত চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়। যখন রাজহস্তী রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়, তখন সহস্র সহস্র কুক্কুরের চীৎকার ঐ রাজহস্তীর হেয়তা প্রতিপন্ন না করিয়া যেমন তাহার রাজহস্তীত্বই সপ্রমাণ করে, তদ্রূপ কোনও ভগবন্মনোভীষ্ট-প্রচারকের অচলা, অপ্রতিহতা গতির বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র, এমন কি সমগ্র কৃষ্ণবিমুখ ভ্রমপ্রমাদযুক্ত জীবের চীৎকার বাহ্যচক্ষে 'বোকা' ও স্ত্রীলোকের নিকট যতই কেন ঘটপটিয়া অক্ষজযুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে হউক না, উহার দ্বারা আচার্য্যের একমাত্র একচ্ছত্র আচার্য্যত্বই প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করে। ঘটপটিয়াগণ মায়িক বিচার অবলম্বনে বৈকুণ্ঠকেও মায়িক মনে করেন। শ্রীজীবপাদের গ্রন্থ ঘটপটিয়া বিচারাসক্ত-জনগণের কোন ধারই ধারেন না। ক্ষুদ্র ঘটপটিয়ার হৃদয়ে শ্রীজীব প্রভুর ধারণা বিকৃতভাবে প্রতিফলিত। সুতরাং তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বিচার বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা প্রাকৃত ঘটপটিয়াগণকে ইহাই সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়াছে।

প্রায় তিনশত বৎসরের সযত্নে পরিবর্দ্ধিত বিষাক্ত-স্ফোটকে যখন অস্ত্রপ্রয়োগ হইতেছে তখন যে কত রক্ত, কত পূয়, কত ক্লেদ এবং তৎসঙ্গে কত দিগন্ত-ভেদিচীৎকার, কত প্রলাপ, পরদুঃখদুঃখিচিকিৎসকের প্রতি কত প্রকার কটূক্তি প্রযুক্ত হইবে এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রাকৃতসাহজিকগণ আচার্য্যের চেষ্টা ও তাঁহাদের ভোগোন্মুখিচেষ্টাকে এক মনে করিয়া থাকেন! শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের হরিকথা প্রচার এবং দশ্বোদরপূর্ত্তি বা জড়প্রতিষ্ঠা-ধৃষ্টা-শ্বপচরমণীর সঙ্গের জন্য লালায়িত হইয়া প্রচারকের অভিনয়কে এক মনে করিয়া থাকেন! শ্রীল রূপসনাতন, শ্রীরঘুনাথের গ্রন্থপ্রচার ও তাঁহাদের ভোগেন্দ্রিয়চরিতার্থের জন্য পাঠক, কথক বা গ্রন্থপ্রকাশকের ব্যবসায়কে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন!

এই সকল ব্যক্তির অপরাধময় মস্তকে কিছুতেই প্রবেশ করে না যে—"সতাং নিন্দা" প্রভৃতি নামাপরাধকারিগণ কিছুতেই 'অনুস্বার, বিসর্গ' পড়িয়া ভাগবত বা ভক্তি-সন্দর্ভ বুঝিতে সমর্থ নহেন। প্রাকৃত সাহজিকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই কোনও জন্মে শ্রীভাগবত বা শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সম্মুখে যাইতে পারেন না। ঐ সকল বঞ্চিতব্যক্তি শ্রীভাগবত বা শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠকের অভিনয় দেখাইয়া যে উদরভরণ বা ঘটপটিয়াগণের শৌকরীবিষ্ঠারূপা জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন, তাহার দ্বারা রাবণের মায়া সীতা হরণের ন্যায় তাঁহাদের শ্রীভাগবত (?) বা ভক্তিসন্দর্ভ (?)

পড়া হয় অর্থাৎ তাঁহারা মায়াকেই "ভক্তিসন্দর্ভ" মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেন। এই সকল লোক কখনও অপ্রাকৃত শ্রীনাম বা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি'---হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তা'তে যে অন্যের গর্ব্ব, তা'র শাস্তা যম॥
ভাগবত পড়াইয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূতচান্দে জগতনিবাস॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ

"হামবড়া হায়"—এরূপ আত্মসম্ভাবিত প্রাকৃত-সাহজিকগণের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পড়িতে গিয়াও এইরূপ দশা হইয়াছে। বিষ্ঠাকণগাহি-মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছকাচভাণ্ডরূপ আবরণীর সম্মুখে গিয়াই মনে করে, "আমি ভাণ্ডমধ্যস্থ মধু স্পর্শ করিয়াছি," ঘটপটিয়াশিষ্য প্রাকৃত সাহজিকগণের ভক্তিসন্দর্ভ পড়া ও বুঝাও তদ্রূপ।

তাই, আজকাল অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখে, সাহিত্যে, হাটে, বাজারে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম প্রকৃত সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মের অনুবাদ নহে। "শ্রীমদ্ভাগবত বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের বহির্ভূতগ্রন্থ" "শ্রীমদ্ভাগবত বৈদিকআচার্য্যগণকে অমান্য করিয়াছেন," শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর ও শ্রীপাদ বলদেবের গীতাভাষ্য পড়িয়া অনেকে বলেন যে, ইঁহারা গীতার অর্থবিপর্য্যয় করিয়া গীতার প্রকৃত অন্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া মনগড়া অর্থ করিয়াছেন," আবার কেহ কেহ তাঁহাদের অক্ষজযুক্তি দ্বারা দেখাইয়া থাকেন যে, 'টীকা মধ্যে কোন কোনস্থলে চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের মত এবং তদীয় শিষ্যপ্রতিম শ্রীল বলদেবের মত পরস্পর বিরোধী!" অক্ষজজ্ঞানে ও যুক্তিতে যদি এই সকল কথা জগতে প্রচারিত না থাকিবে, তাহা হইলে এক গীতা শাস্ত্রের অনুবাদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইতেই অসংখ্য অসুর বিমোহনকারিমতবাদ জগতে প্রচারিত হইবে কেন? এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"
"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

প্রাকৃত সাহজিকগণের একব্যক্তিরও গুরুকরণ হয় নাই। সুতরাং গুরুব্রুব বা অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্রত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর স্মৃতিধৃত বচনানুসারে পুনরায় বিধিপূর্ব্বক সদ্গুরুর নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীল গোপালভট্টপাদ ও শ্রীজীবপ্রভুবরের অনুগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু কর্ত্তৃক সূত্রাকারে লিখিত এবং পরে আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক পল্লবিতচিত্তবৃত্তির মর্ম্মার্থ ঘটপটিয়াগণের কৃতদাস সূত্রে অবস্থিত লইয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের 'ফাঁকি ফক্কিকা' আকাশেই বিলীন হইবে অথবা প্রাকৃত সহজিয়া ঘটপটিয়ার মধ্যে আদর লাভ করিবে। গৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীরামদাস বিপ্রকে এবং তৎসঙ্গে সুধীসমাজকে রাবণের সীতা ধর্ষণে (?) অক্ষমতার কথা জানাইয়া অধোক্ষজ-ভগবদ্ভক্তগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেও, এখন পর্য্যন্ত প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ বা তথাকথিত কবি, ঐতিহাসিক প্রাকৃত ব্যক্তিগণ, স্ত্রীগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা গ্রহণ করেন নাই---অসুরের বাহ্য-চুরীতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তি ও বঞ্চিত জনগণ অসদ্ব্যক্তির কথা শুনিলেও কোনও সজ্জন ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিবেন না।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

গৌঃ স

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতাপাঠ ও হরিকথা আলোচনা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর বহু সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছেন। যাঁহারা উক্ত মহারাজদ্বয়ের

শ্রীমুখে হরিকথা শুনিতেছেন তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া ব্যবসায়িকথকের লোকরঞ্জনাকারী আপাতরমণীয় কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টো যথা পয়ঃ॥

শ্রীপাদ বিবস্বহরি প্রভুর গৌরাবিভূত সুললিত কীর্ত্তন ও নর্ত্তন বহু ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের প্রভা বিস্তার করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ছাপা শেষ হইল। এখন সূচী ছাপা হইতেছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ভাষ্যসহ শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন অনুবাদ ছাপা হইতেছে।

শ্রীমায়াপুরে—শ্রীমায়াপুরের শ্রীগুরুগৌর গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নূতন শ্রীমন্দির ও শ্রীনাটমন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সম্ভবতঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার পূর্ব্বেই শ্রীনাট মন্দিরের কার্য্য সমাপ্ত হইবে। শ্রীচৈতন্য মঠে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞানআশ্রম মহারাজ প্রত্যহ সমবেত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমায়াপুরেও শ্রীগ্রন্থপ্রকাশের জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইতেছে।

কৃষ্ণনগরে—শ্রীভাগবত প্রেসে এখন শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হইতেছে। কৃষ্ণনগর প্রেস হইতে 'সাধন পথ' নামক গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 'মনঃশিক্ষা' ও 'শিক্ষাষ্টক' এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি-সম্বলিত 'সাধনকণ' নাম্নী পুস্তিকা প্রকাশিত হইল।

ময়মনসিংহে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় গোস্বামিমহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তসহ গফর গাঁও, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী, ভাটিজঙ্গলবাড়ী, করিমগঞ্জ, গুজাদিয়া, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে নগরসংকীর্ত্তন, প্রতি গৃহে গৃহে হরিকথাকীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শুদ্ধ-হরিকথা-প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজের পাঠ অতুলনীয়, শ্রোতৃবৃন্দ বংশীধ্বনি শ্রবণে কুরঙ্গ ও ভুজঙ্গের ন্যায় উৎকর্ণ ও নিশ্চল হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। তিনি নিজে প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে সিক্ত করেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ময়মনসিংহে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাদের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল কামনা করিতেছেন। শ্রীশতদল বিহারী চাকলাদার শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, শ্রীমনোমোহন রক্ষিত, শ্রীপ্রাণকান্ত বসু, ম্যানেজার আঠারবাড়ী, ললিত চন্দ্র চৌধুরী, নায়েব শ্রীকালাচাঁদ পাল, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা, শ্রীশরতচন্দ্র সাহা, শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর রায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র উকিল, শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র সরকার, শ্রীঅক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত (সব ইং পুলিশ), নবীনচন্দ্র সাহা, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীঅনাথবন্ধু দাস (কবিরাজ), শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীউমেশচন্দ্র দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী, শ্রীমনোমোহন মোদক, শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (জমিদার) শ্রীবিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীহট্টে—গত ৩রা পৌষ শুক্রবার দিবস পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, কীর্ত্তনসম্রাট ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ঢাকা দক্ষিণ দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া দেওয়ান গোলোক রায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে "শুদ্ধবৈষ্ণবাচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মিশ্রবাড়ীর প্রাচীন-ভক্ত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিশ্র তর্কালঙ্কার প্রমুখ ভক্তবৃন্দ বক্তৃতাশ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারকগণ "ভক্তাশ্রমে" অবস্থান করিয়াছিলেন। ভক্তাশ্রমের সেবক ভক্তবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র মহাশয় প্রচারকগণকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। পরমভাগবত প্রাচীন তর্কালঙ্কার মহোদয় ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র মহাশয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম বিধান ও অভ্যর্থনা করিয়া যথার্থ স্মৃতির সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন প্রচারকগণ শিলচরে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

Gaudiya Calcutta.
Almost all elites of Silchar attended our lectures and Kirtan on nineteenth and twentieth instant and highly appreciated importance of our mission. (21-12-25)

ধানবাদে—গত ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর ধানবাদ হীরাপুর নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের আগ্রহে মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান ও অভিজ্ঞ উকিল সজ্জনবন্ধু স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ভারতীমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তনাদি মুখে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট, ভগবৎসেবাব্যতীত মানবজীবনে যে অন্য কোন কৃত্য থাকা উচিত নহে তৎসম্বন্ধে সুগম্ভীরভাবে আলোচনা করায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সঙ্গ ব্যতিরেকে জীব স্বীয় শুদ্ধস্বরূপের পরিচয় অবগত হইতে ও সেই স্বরূপগত অহৈতুকী ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য নবনবায়মান পরমোজ্জ্বল সেবানন্দরস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভারতীমহারাজের বিনয় নম্রস্বভাব, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি নিষ্ঠা, অমিয়মাখা ভাষা, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, সদাচারপটুতা, বাগ্মিতা, বৈরাগ্য, সৌম্যমূর্ত্তি শ্রোতৃমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে এবং যাহাতে তিনি আরও কিছুদিন তাহাদিগকে ভগবৎকথা শ্রবণ করান তজ্জন্য অনুনয় করিতেছেন।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিপদমুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ দাস, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ দত্ত, ভুবনমোহন গুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, রামময় দত্ত, কেদারনাথ ঘোষ, মাইনিং আপীসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথদত্ত, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত মঙ্গলসাহু, ওয়াটার বোর্ডের শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সিংহ শ্রীবঙ্কুবিহারী রায় প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেচিৎ সাগরভূধরানপি পরাক্রাময্য নৃত্যন্তি বৈ
কেচিদ্দেব পুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো মুহুঃ।
আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া হেহদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ
কে কে নোদ্ধতবন্ত ঈদৃশ পুনশ্চৈতন্যনৃত্যোৎসবে ॥২৭॥

গৌরাঙ্গ প্রিয়ের প্রেমানন্দ অতুলন।
উদ্ভট নাচায় প্রেমা নাচে ভক্তগন ॥
কাহারও নৃত্যেতে কাঁপে সাগর ভূধর।
বারবার নিন্দে কেহ দেব পুরন্দর ॥
শুন ওহে ব্রহ্মা আদি দেবতা সকল।
দেবতা হইয়া সবে কি পাইলে ফল ॥
মনুষ্য জনম হৈলে হৈতে মহাধন্য।
প্রেমানন্দ লাভ হৈত ভজি শ্রীচৈতন্য ॥
আনন্দউদ্ভট জাল বিহ্বল তাহায়।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হীন, মত্ত নিত্যানন্দ রায় ॥
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি মুকুন্দ মুরারী।
উদ্ধততর প্রায় নাচে আপনা পাসরি ॥
কোটী সিন্ধু সম সুগম্ভীর ভক্তগণ।
প্রেমের স্বভাব নাচায় উদ্ধত যেমন ॥
কে হেন জগত মাঝে আছে মহাধীর।
চৈতন্যের নৃত্যোৎসবে হইবেক স্থির ॥
অতএব ধন্য ধন্য চৈতন্যের গণ।
প্রেমানন্দ সাগরেতে নিত্য নিমগন ॥ ২৭ ॥

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপ্রিয়ঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎ সর্ব্বং নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেণ বিক্রীড়িতো
গৌরস্যাস্য কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥২৮॥

গৌরভক্ত জগতের মঙ্গল কারণ।
স্বার্থশূন্য হৈয়া ভবে করে বিচরণ ॥
ভগবৎ পদাম্বুজ রস নিরমল।
প্রেমভক্ত্যে সুপবিত্র করে ভূমণ্ডল ॥
কাহারও সম্বন্ধে ভক্ত অপ্রিয় না হয়।
সকলে জীবেরে ভক্ত সদা কৃপাময় ॥

যারে তারে প্রেমভক্তি সদা করে দান।
হয় নাই হবে নাই হেন দয়াবান॥
তিনকালে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
কেহ না জানিত প্রেম ভক্তির সন্ধান॥
স্বীয় প্রেমভক্তি পরৈশ্বর্য্য বিক্রীড়িত।
কৃপাতে গৌরাঙ্গদেব কৈল প্রকাশিত॥
তাহা জানে গৌরপ্রিয় নির্ম্মৎসর জন।
প্রেম সুধা সিন্ধু মাঝে সদা নিমগন॥
পিঞা পিঞা প্রেমসুধা মত্ত ভক্তগণ।
ভক্তের কৃপায় প্রেম পায় সর্ব্বজন॥
অতএব সর্ব্বোত্তম গৌরাঙ্গের ভক্ত।
প্রেমভক্তি লাভ করে তার অনুগত॥ ২৮॥

(ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই ভাবে নিমাইয়ের পাটশালে যাওয়া আর খ্যালা হোতে লাগলো। খাবার বেশী সময় পাওয়া যায়না দেকে নিমাই মনে মনে ঠিক কোরলে, বাড়ী এসে নাওয়ার থেকে যদি পাটশাল থেকে আসবার সময়ই গঙ্গা নেয়ে আসি তা হোলে বাড়ীতে এসে আর কিছু কোরতে হয় না, এসেই খেতে পাওয়া যায়। মনে মনে এই রকম ঠাওরিয়ে, তারপর দিন পাঠশালার ছুটী হোলে বাড়ী আসবার সময়, সব ছেলেকে বোল্লে, ভাই চলো আমরা সব একেবারে গঙ্গা হ'য়ে বাড়ী যাই। না হোলে ভাই বাড়ী গিয়ে নাইতে গিয়ে বড্ডো ক্ষিদে পায়। নিমাইয়ের কথায় কেও 'না' বলে না। নিমাই যা বোলবে তাই ঠিক—তাই সকলে কোরবে, তাতে কারও অমত নেই। সব্বাই বোল্লে হাঁ ভাই, নিমাই ঠিক বোলেচে, তা হোলে বাড়ী গিয়েই হাত পা ধুয়ে খেতে বসা যায়। এই বোলে সব ছেলে বাড়ী না গিয়ে ঘাটে নাইতে গ্যালো। সবাই আপন আপন দোয়াত দপ্তর ড্যাঙায় রেকে জল ছিটা ছিটি, যারা সাঁতার জানে তারা সাঁতার কাটা কাটী কোরতে লাগলো। নিমাই সাঁতার জানে না, জলে পোড়ে মাটীতে হাত দুখানার উপরে ভর দিয়ে পা আছড়ে আছড়ে জল ছিটুতে আরম্ভ কোরলে। কাচে যারা নায়, তাদের গায়ে পায়ের জল লাগে বলে বিরক্ত হোয়ে নিমাইকে বোকতে থাকে। নিমাই শুনবার ছেলে নয়, সে আরও পা ছুড়তে থাকে। ছোট ছেলে,—মারতে পারে না, ধমক ধামক দিয়ে হাকে, যদি চুপ করে। কিন্তু নিমাই ধমকে ভয় করে না, আপন মনে পা আছড়িয়ে জল ছিটুতে থাকে। তখন তারা কাছে থেকে সোরে গিয়ে পূজো আহ্নিক করে। একদিন নয় নিমাই রোজ রোজ ঘাটে গিয়ে ঘাটের সব লোক জনকে বিরক্ত করে, জল ঘুলিয়ে কাদা করে দেওয়ায় সব লোক নিমাইয়ের ওপোর চোটে গ্যালো।

তার পর আস্তে আস্তে যখন বেশ সাঁতার দিতে শিকলে তখন আরও দৌরাত্ম্য কোরতে আরম্ভ কোরলে। পা আছড়িয়ে জল ছড়াতে ছড়াতে সাঁতার দিয়ে যায়, আর সব লোকের গায়ে পায়ের জল পড়ে বোলে সব্বাই রেগে ওটে। কেও কেও ভয় দেকিয়ে মারতে গেলে সাঁতার দিয়ে গঙ্গার মাজামাজি গিয়ে পড়ে, কখন বা একেবারে গঙ্গার ওপারে চলে যায়, তখন আর কেও কিছু বোলতে পারে না।

সাঁতার দিতে অবদি নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের পরিমাণটা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কোন মেয়ে মানুষ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক কোরচে, নিমাই ডুব মেরে সাঁতার দিয়ে একেবারে তার তলপেটের কাচে ভুস কোরে উটে পোলো দেখে আহ্নিক ভেঙে যায়। ওমা আমায় কি হবে! এমন দুষ্টু ছেলে তো কোথায় দেখিনি বোলে মুচকে মুচকে হাঁসতে হাঁসতে তাড়াতাড়ী ড্যাঙা গিয়ে ওটে। কখন বা ডুব মেরে গিয়ে পা ধোরে টানে। যার পা ধরে, সে তো কুমিরে ধোল্লে বোলে আঁতকেটিয়ে উটে ভয়ে ড্যাঙায় দিকে যায়, নিমাই তখন ভুস কোরে ভেসে ওটে দেকে, ওমা দুষ্টু ছেলে তো দেখিনি মা! এ কার ছেলে? বোলে গা'ল মন্দ কোরতে থাকে। কেও নেয়ে গা মাতা সব মুচে ড্যাঙায় উটচে, ওমনি তার গায়ে কুলকুচি কোরে অ্যায়, সে তো ভারি রেগে ধোরতে যায়। নিমাই তখন পালায়, ধোরতে না পেরে সে আর কি বোলবে, আবার চ্যান কোরে উটে চোলে যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই পৌষ ১৩৩২, ২রা জানুয়ারী ১৯২৬ | ২০শ সংখ্যা

সার কথা

বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম কি?

বৈষ্ণবের ঠাই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেম বাধ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ

বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনোপায় কি?

যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে, সে ঘুচে, নহে আর॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ

গৌরভক্তগণের চরিত্র কিরূপ?

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হ'ন গৌর ভগবান্॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এযুগে বঞ্চিত কে?

বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

বিদ্যার প্রয়োজন কি?

পড়ে কেনে লোকে, কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

বিদ্যার ফল কি?

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ

বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত কি?

বেদান্ত-নিগূঢ়-কথা পুছিল ঠাকুর।
কৃষ্ণপাদাশ্রয়কথা অমৃত অঙ্কুর॥

—চৈঃ মঃ মধ্য২৫

সমন্বয়বাদী কি মহাপ্রভুর প্রিয়?

অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম

ভাগবতধর্ম্ম বিপন্ন

ভাগবতধর্ম্মই—শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় সনাতনধর্ম্ম (ভাঃ ১১।১৩।১৮); ভাগবতধর্ম্মই পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম (ভাঃ ১।১।২); ভাগবতধর্ম্মই জীবাত্মার স্বধর্ম্ম, অধোক্ষজ-ভক্তি ধর্ম্ম, অহৈতুক-অপ্রতিহত-পরধর্ম্ম (ভাঃ ১।২।৬); ভাগবতধর্ম্মই প্রোজ্ঝিতকৈতব-ধর্ম্ম (ভাঃ ১।১।২); ভাগবতধর্ম্মই শ্রৌতধর্ম্ম (ভাঃ ১।১।৩)।

একদিকে যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রৌতবাক্যকীর্ত্তনকারী শ্রীসূতগোস্বামিমহারাজ—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্" বাক্যে ভাগবতধর্ম্মকে শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ অপরদিকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-বর্য্যগণ ও—"শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যে ভাগবতধর্ম্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শুদ্ধভাগবতধর্ম্মই পরমনির্ম্মৎসর শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম।

এই ভাগবতধর্ম্মযাজি-পুরুষগণের লক্ষণই এই যে—তাঁহারা পরম নির্ম্মৎসর ও সৎ।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীধরগোস্বামিপাদ "নির্ম্মৎসর" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্" অর্থাৎ যাঁহারা অপরের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারাই **"মৎসর"**, এবং যাঁহারা ঐরূপ অসদ্বৃত্তি হইতে নির্ম্মুক্ত সাধুপুরুষ অর্থাৎ যাঁহারা জীবে দয়া বিশিষ্ট তাঁহারাই—**"নির্ম্মৎসর"**।

নির্ম্মৎসর-সাধুগণ—পরদুঃখদুঃখী। মৎসরব্যক্তিগণের ন্যায় কাহারও উৎকর্ষ বা অভ্যুদয়কে হিংসা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। নির্ম্মৎসরব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই চা'ন যে, জীব অনর্থমুক্ত হইয়া নিত্যসুকল্যাণ ফল ভক্তি বা 'হরিসেবা' লাভ করুন্। তাঁহারা তাই জীবদুঃখে কাতর হইয়া নিজের দেহসুখ, আত্মসুখ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া এবং মৎসরব্যক্তিগণের দ্বারা নানাভাবে তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়াও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই সচেষ্ট। সাধু-রাজা যেরূপ সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন যে, তাঁহার রাজ্যে কোনও অসদ্ব্যক্তি না থাকুক, সকলেই শিষ্টাচারপরায়ণ ও সাধুপ্রকৃতি হউক্—এই জন্যই তিনি অপরাধীকে শোধন করিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার হিংসাবৃত্তি হইতে উদ্ভূত কোন ব্যাপার নহে, পরন্তু প্রজাগণের পরস্পর সুখে অবস্থান ও অভ্যুদয়ের জন্যই; কিন্তু যাঁহারা অসৎ তাঁহারা মনে করেন, রাজা বুঝি তাঁহাদিগের প্রতি হিংসা করিবার জন্যই এরূপ নানা শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং শাসনের নানাবিধ উপায় উঠিয়া যাউক, তাহা হইলে তাঁহারা অবাধে তাঁহাদের অসদ্বৃত্তিগুলির যথেচ্ছাচারিতা সম্পাদন করিতে পারেন;—লৌকিক দৃষ্টান্তের দিক্ হইতে এই উদাহরণটী সেইরূপ আংশিকভাবে সাধু ও অসাধু, মৎসর ও নির্ম্মৎসরব্যক্তিগণের চরিত্রের সহিত উদাহৃত হইতে পারে। সাধুগণ সর্ব্বদা পরদুঃখে বিগলিত-হৃদয়। সাধুগণের দ্বারা জগতের নানাবিধ অনর্থ বিদূরিত হইতেছে দেখিয়া অনর্থযুক্ত জীব সাধুগণের ঐরূপ উৎকর্ষকে অসহ্য মনে করেন। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা, যখন তাঁহার রাজ্য হইতে দুর্ব্বৃত্তগণকে এক একটী করিয়া ধরিতে আরম্ভ করেন, তখন দুর্ব্বৃত্ত-সম্মিলনীতে একটা বড় সাড়া পড়িয়া যায় ও তৎসঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে একটা মহা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

যাঁহারা নিজেদের দুর্ব্বৃত্ততা বা অসামর্থ্য বিদূরিত করিতে যত্নবান নহেন, পরন্তু দুর্ব্বৃত্ততাকেই সুবৃত্ততা, অনর্থকেই অর্থ বলিয়া চালাইবার জন্য যত্নবান্, তাঁহারা নির্ম্মৎসর-সাধুগণের পরমহিতৈষিতা বা শুভানুধ্যায়িতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাদের সচ্চেষ্টার উৎকর্ষের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্মের আচার্য্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অতি প্রারম্ভে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভাগবতধর্ম্ম প্রকাশের কথায় কহিয়াছেন—চৈঃ চঃ আদি ১ম

> "দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
> দুই ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার॥
> এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
> আর ভাগবত-"ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র"।
> দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
> তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হন বশ॥"

কিন্তু আজকাল একদিকে যেমন ভাগবতব্যবসায়ী, ভাগবতধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়নকারি-মৎসরব্যক্তিগণ গ্রন্থ-ভাগবতকে স্ব স্ব ভোগোপকরণজ্ঞানে শ্রীগ্রন্থের অবমাননা করিতেছেন, অপরদিকে তদ্রূপ ইঁহারা ভক্ত-ভাগবতকেও তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুজ্ঞান করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। তাই, তাঁহাদের হৃদয় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রকটক্ষেত্র না হইয়া মৎসরতা-চণ্ডালিনীর আবাসস্থল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ ব্যক্তিগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি যোগ্য স্থান এই হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ

পরোৎকর্ষাসহিষ্ণু, গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতবিদ্বেষি-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী বা উৎকর্ষ তাঁহাদের মৎসরনেত্রে দর্শন করিয়া মৎসরানলে দগ্ধীভূত হইতেছেন। শুনা যায়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় গত ১৯২৪ ১৬ই ডিসেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বৈষ্ণবদর্শন-সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যে অভি-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক কুনৈয়ায়িক—"শফরী ফরফরায়তে" এই ন্যায়াবলম্বনে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয়ের উপরও তাঁহাদের ন্যায় রহিত, অন্যায় ও কুতর্কের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছেন! পণ্ডিত তর্কভূষণ মহোদয় বলিয়াছেন—

"আমি বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ ভক্তিধর্ম্মের কথা—ইনি বাঙ্গলাভাষায়, বাঙ্গলার সাধনবৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া মুখে ও লেখনীর দ্বারা প্রচার করিয়া আসিতেছেন; তজ্জন্য ইনি শুধু আমাদের কেন, সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। একসময়ে যে বাঙ্গলাদেশ নাস্তিক নব্যন্যায়ের প্রখরতাপে জর্জ্জরিত ছিল—আমার মনে হয়, অদ্বৈতবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সূত্রে নব্যন্যায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল * * * তৎকালে নব্যন্যায়ের প্রাধান্য হইলেও ভক্তিবিরোধী কোন বাদই * * অনুকূল নহে, তাই নব্যন্যায়াকতপ্ত বাঙ্গলা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল—

"উছলিল প্রেমবন্যা—চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রীবৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭।২৫

* * এই ভক্তির কথা—নিজের উপলব্ধির বিষয়ের কথা—যাহা তিনি (শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর) আজীবন কঠোর বৃহদ্ব্রতী থাকিয়া সাধন করিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যাহা তিনি আজ সন্ন্যাসীর বেশে আমাদিগকে বিতরণ করিতে আসিয়াছেন এবং স্বীয় সাধনলব্ধ যে গবেষণা ও অগাধজ্ঞানভাণ্ডার আজ উন্মুক্ত করিয়া অপার আনন্দ দান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। * * এক নবাব আহারে বসিয়াছেন, তৎসঙ্গে একটী দুঃখী ফকিরও আহার করিতেছে। খানসামা চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বহু মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন করিতেছে এবং অল্পক্ষণ পরে আহার পাত্র উঠাইয়া পুনরায় পাত্রপূর্ণ খাদ্য পরিবেশন করিতেছে। এইরূপে বিস্তর তৃপ্তিকর বহুখাদ্য ও পেয় পরিবেশন করিবার পর নবাব ও ফকিরের আহার সমাপ্ত হইল। নবাববাহাদুর তাদৃশ ভোজনে অভ্যস্ত বলিয়া তাঁহার কোনই কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুঃখী ফকির তাদৃশ ভোজনে অভ্যস্ত নহে বলিয়া তাহার কোনই তৃপ্তি হইল না। এস্থলেও আমাদের (শ্রোতৃমণ্ডলীর) ঠিক ফকিরের অবস্থা! স্বামিজীর ধারণা এই যে, আমরাও বুঝি তাঁহার ন্যায়গভীরজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া তাঁহার বক্তব্য শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু আমরা সে-ফকির!!"

আজকালকার নব্য দুষ্ট একজন ব্যক্তি সামান্য দুই এক পাতা নাস্তিক হৈতুকন্যায়—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির পরিপন্থিজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—যাহা সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের ন্যায় অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ভক্তির প্রতিকূল অকিঞ্চিৎকর বস্তুজ্ঞানে পদাঘাত করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মকেই পরম লোভনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে সেই হৈতুকন্যায়ের ধার করা দু'একটী কথা ও কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহো-দয়ের কথাগুলি অনুধাবন করুন্। বৈষ্ণবের কাচ কাচিয়া, কপট কৃষ্ণভক্তের সজ্জা লইয়া, অবৈধভাবে 'গোস্বামী' প্রভৃতি বলিয়া ও 'বোলাইয়া'ও এই সকল ভাগবতবিদ্বেষিসম্প্রদায় তর্কভূষণ মহোদয়ের অগাধপাণ্ডিত্য, সরল ব্রাহ্মণতা, সাধুগুণগ্রাহিতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যগুণলাভ

করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণত্বে আরূঢ় না হইয়া বৈষ্ণবতার ভাণ দেখাইতে গেলে এইরূপ মাৎসর্য্য চণ্ডালের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। "সমশীলা ভজন্তি বৈ"—ইহাই ভাগবতশাস্ত্রের কথা।

প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয় এই সকল ভাগবতবিদ্বেষিসম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া গত ১৯২৫ সালের ৯ই মে তারিখে "দেবত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে যেসকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজকালকার নব্য মৎসরব্যক্তিগণের কর্ণে সে সমস্ত কথা গৃহীত হইতেছে না কেন? "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্"—এই সামান্য নীতিবাক্যটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া আজ তৈতুকন্যায়কেই 'ন্যায়' বলিয়া ধারণা করিতেছেন! ইহার দ্বারা অনভিজ্ঞ ভুঁইফোঁড় পণ্ডিতম্মন্যের মূর্খতা প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বৃদ্ধ হইলাম, এরূপ কোথায়ও দেখি নাই, সত্য কি মিথ্যা ঈর্ষা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পারেন। * * আমি অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি এরূপ পণ্ডিত বিরল। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চদশ খানি টীকা আমার আছে, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা নূতন। একদিন তাঁহার—"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ" (ভাঃ ৩।২৫।২৫)—এই শ্লোকটীর সমুদয় শ্লোকটীরও নহে উপরের দুই চরণেই দুই ঘণ্টা সময় গেল। * * আমার ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুর যে কর্ণ ও হৃদয় সুশীতলকারি ব্যাখ্যা-রস, তাহা সে ক্ষেত্রে পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে। যদি শ্রুতিধর হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি লিখিতে পারিতাম * * ধান্যের ভাব জানিতে হইলে সমুদয় টিপিতে হয় না, একটী টিপিলে বক্রীর ভাব বুঝিতে পারা যায় না কি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল দিবারাত্র ভগবানের নাম গ্রহণ। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যৎকালে প্রকট ছিলেন, তখন ইঁহাকে দেখিয়াছি যে কাছে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা জিহ্বা স্পন্দন হইত। * * ব্যাখ্যা ইঁহার নিজের নহে—ভগবান বলাইয়া দেন। তখন আমি "সজ্জনতোষণী" ও "নিবেদনের" গ্রাহক ছিলাম—মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম—তখনও তাঁহার জিহ্বার স্পন্দন দেখিয়াছি। * তখন গ্রাহ্য করি নাই ও মনেও করি নাই যে সেই নামের বলে ইঁহার এতদূর ক্ষমতা হইবে ও মহাপ্রভু ইঁহার দ্বারা এত কার্য্য করাইবেন। নাম ত, অনেক লোকেই করে, আমিও করি, আমার এ ক্ষমতা হইল না কেন? ক্ষমতা দূরের কথা, ইঁহার ব্যাখ্যা ধারণাই করিতে পারি না। এ কর্ণে প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া চলিয়া যায়। কর্ণে শব্দ, শব্দে আকাশ, সুতরাং সে ব্যাখ্যা আকাশেই মিলিত হইয়া যায়। আর যে হৃদয় মলিন, পাপে পূর্ণ সে হৃদয়ে ঐ ব্যাখ্যা-জ্যোতিঃ থাকিবে কেন? সে ব্যাখ্যা তখনই পলায়ন করেন—

"তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে। প্রতিযাতমিবান্তিকমস্য গুরোঃ॥"

—রঘুবংশ ৮ সর্গে

—এখানে 'শোক' স্থলে 'পাপ' পাঠ হইবে। পূজ্যপাদ * * মহাশয় কহেন যে, তিনি ছয় বৎসর তাঁহার নিকট আছেন, কিন্তু শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এক কথা বা ব্যাখ্যা দুইবার কহেন বা করেন না।

তাই বলি গোস্বামিপ্রভুগণ! ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করিয়া, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখুন যে, যাহা কহিলাম তাহা সত্য কি না। শিশুপালের হৃদয় ত্যাগ করুন—

"গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণাদোষায়ন্তে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥"

—এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের ভাবই যেন গ্রহণ করেন। "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" যেন না হয়, মিষ্টান্নই আস্বাদন করুন। * * দেখুন এক ত্রিদণ্ড লইয়া তিনি কি কার্য্য করিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িলে বিধিবঞ্চিত ভিন্ন কি বলিব? আমি গোস্বামি মহারাজের শিষ্য নহি, যে তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতেছি।"

বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহোদয়ের এই সকল উপদেশ বাক্য আজকালকার নব্য ভাগবতবিদ্বেষিব্যক্তিগণের মৎসরকর্ণে মলিনহৃদয়ে, উলূকসদৃশ-নেত্রে, কতদূর গৃহীত হইবে বলিতে পারি না! তবে আবার বলি, "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্"।

শুনা যায় শ্রীহট্ট হইতে প্রবীণভক্ত শ্রীগোপালগোবিন্দ মহান্ত মহোদয় শ্রীল পরমহংসঠাকুরের উদ্দেশ্যে যে "নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধটী "গৌড়ীয়" ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেক মৎসরব্যক্তির হৃদয়ে চণ্ডালিনীর আবির্ভাব হইয়াছে! ঐ ঠাকুরের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক কবিতাটীর কয়েকটী চরণ নব্য পণ্ডিতম্মন্য ভাগবতবিদ্বেষিব্যক্তির হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিয়াছে—

"শ্রীপাট খেতুরিধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সার, শুনি লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি॥
শুদ্ধভক্তি মত যত, উপধর্ম্ম কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।

হানি' সুসিদ্ধান্তবাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়া'লে উল্লাস।
স্মার্ত্তমত জলধর, শুদ্ধভক্তি রবিকর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলে দিগ্ দিগন্তরে।
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি,
শীতল করিলা তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান।
দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম, হরিভক্তি যা'র মর্ম্ম;
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান যোগ কর্ম্মচয়, মূল্য তা'র কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়।
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ- সভা মধ্যে পাত্ররাজ-
উপাধি ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি' হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসি-জনহিতে রত।" ইত্যাদি

ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সব্‌জজ্ রায় শ্রীযুক্ত কমলানাথ দাস গুপ্ত বাহাদুর গত ১৯২৫ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রে—যাহা "গৌড়ীয়" ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই কি ভাগবত-ব্যবসায়িগণ ভক্ত-ভাগবতের প্রতি মৎসরতা অবলম্বন করিয়াছেন? উক্ত প্রবীণ স্মলকজ্ কোর্টের জজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর মহাত্মার কৃপায় আজ বঙ্গদেশের কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত, ইংরাজী, সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিদ্যাবিশিষ্ট সংসারের ধনরত্নের ও নানাপ্রকার মোহ, প্রলোভন ও মায়াত্যাগে কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লোকের পরমহিত ও পরমপথ প্রদর্শনজন্য ভাগবত ও প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন! ভাগ্যক্রমে আমি একদিন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের নিঃস্বার্থ কার্য্য কলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাঁহারা প্রচার ও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য বহুস্থানে বহু মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেক অবিশ্বাসীকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করাইয়াছেন।"

আজকালকার সভ্য ব্যক্তিগণ কি এই সকল প্রবীণ ব্যক্তি হইতেও অধিকতর বুঝদার হইয়া পড়িয়াছেন?

অথবা ঢাকা ফরিদাবাদ হরিসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীনিতাই চাঁদ গোস্বামি মহাশয়ের ১৩৩২, ২৩ শে কার্ত্তিক' তারিখের পত্র—যাহা "গৌড়ীয়" ৪র্থ খণ্ড ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াই কি জাতিগোস্বামিগণ তাঁহাদের ভাবী অসুবিধার কথা চিন্তাপূর্ব্বক এরূপ আচার্য্য-বিদ্বেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন?

অথবা কি "গৌড়ীয়" পত্রের ৪র্থ খণ্ডের ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত ১৩৩২ ২১শে কার্ত্তিক তারিখের **"স্বায়ত্ত শাসন"** পত্রিকা ও "গৌড়ীয়" ১৫শ সংখ্যার প্রকাশিত **"জনশক্তি"**, **"পরিদর্শক"**, **"যুগবাণী"** প্রভৃতি পত্রিকার উদ্ধৃত কথা গুলি বর্ত্তমান ভাগবতব্যবসায়ী, ভাগবতবিদ্বেষি-জাতিগোস্বামি ও কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষ অন্যাভিলাষিসম্প্রদায়ের ঈর্ষানলের ইন্ধনস্বরূপ হইয়াছে?

অথবা কি শ্রীহট্ট হইতে কতিপয় জমিদার, উকিল ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি "জনশক্তি" পত্রের সম্পাদকের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—যাহা "গৌড়ীয়" পত্রের ৪র্থ খণ্ডের ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল—যাহাতে লিখিতছিল—

"ইঁহারা সকলেই উচ্চকুলোদ্ভূত, উচ্চশিক্ষিত, ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ—ইঁহারা ভাগবতজীবী, মন্ত্রজীবী, বিগ্রহজীবী বা শ্রীনামবিক্রয়ী নহেন। "দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনাঃ" ইত্যাদি অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আচার ও প্রচারই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ "বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে ইঁহারা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপস্থিত যে সকল মনঃকল্পিত অপসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় দ্বারা ভারতগগন আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহা অচিরেই অপসারিত হইয়া "সনাতন ধর্ম্ম" বা আত্মধর্ম্মের দিব্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ইঁহারা ভাগবত পাঠ, হরিকীর্ত্তন বা বক্তৃতার বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করেন না।"

—এই সকল কথা শুনিয়া ও দেখিয়া কি মৎসর-হৃদয়ে মৎসরানল আরও অধিকতরভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে?

অথবা কি পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের দ্বারা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিপাদিত অবিসংবাদিত সত্য চাপা দিবার জন্য অন্যায় ফক্কিকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কেহ প্রাকৃত সাহজিকগণকে উত্তেজিত করিয়াছে ?

মৎসরব্যক্তিগণকে নির্ম্মৎসরগণ যতই মঙ্গলোপদেশ প্রদান করুন না কেন, উহাকে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি হিংসার নিদর্শন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। হায়! বিষ্ণুমোহিনী মায়ার ইহাই স্বভাব বটে। তাই উঁহারা ভাগবতধর্ম্মযাজী বলিয়া পরিচয় দিয়াও ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। তাই—

"পাপচ্যমানেন হৃদাতুরে
সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এবামধিরোঢ়ুমঞ্জসা
পরং পদং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্ — ভাঃ ৪।৩১।২১

—"নিরহঙ্কার পুরুষগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাঁহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম দুঃখে অভিভূত হয়, তাঁহারা, অসুরগণ যেমন শ্রীহরির ন্যায় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উঁহারাও সাধুগণের প্রতি দ্বেষ করিতে থাকেন।"

সৎকর্ম্মিগণ **মহৎ**, তাঁহারা উচ্চাবচবিচারে বৈষম্য দর্শন করেন না অর্থাৎ নীচব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ মৌখিক শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ ও অন্তরে তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন। আর ব্রাহ্মণগণ **মহত্তর** অর্থাৎ তাঁহারা অপর শ্রেণীর লোকের বৈষম্য পরিহার করিয়া সমদর্শী। কিন্তু তাঁহারাও জীবকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে পারেন না। বৈষ্ণব—**মহত্তম**, কারণ তিনি মানদ অর্থাৎ তিনি 'কাককে গরুড়' করিয়া থাকেন। তিনি চান, সমগ্র জগৎ হরিভজন করিয়া তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হউন, আর তিনি ঐ বৈষ্ণবদিগের, তাঁহারই প্রভুর নিত্য-সেবক-সূত্রে আনুগত্য করুন। কিন্তু মূঢ়, মৎসর আমরা, পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবতের হৃদয় কত বড় মহৎ, তিনি কত মহাবদান্য আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। অদোষদর্শী, পতিতোদ্ধারণ বৈষ্ণবগণকে আমরা কতরূপেই না লঙ্ঘন করিতে যত্নবান হই! আমরা একবারও কি ভাবিয়া দেখি, "আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি!"

আমরা আমাদের দুষ্কৃতিবশতঃ এই সকল মহাত্মাকে আমাদের হিংসার পাত্র মনে করিতেছি—

"নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥"

—যাঁহারা "কুণপাত্মবাদী" অর্থাৎ চর্ম্মকোষকেই যাঁহারা 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ অসৎপুরুষ যে নিরন্তর মহদ্ব্যক্তিগণের নিন্দা করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, উঁহারা নিন্দকের তেজ নাশ করিয়া থাকেন। অতএব অসতের মহদ্বিদ্বেষই শোভনীয়, কারণ তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে।

কুণপাত্মবাদিগণের স্বভাবটী শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৪।১৩ শ্লোকে) চিত্রিত করিয়াছেন। কুণপাত্মবাদিগণকে শ্রীভাগবতশাস্ত্র 'গোখর' বা গো-তৃণবহনকারি-গর্দ্দভ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ঐসকল ব্যক্তি অচিজ্জড়াসক্তিক্রমে বৈষ্ণবগণের চিন্ময়ানুভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপ্রাদি চন্মময়কোষে 'আমি' বুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, প্রাকৃত জড়বস্তুতে 'দেবতা' বুদ্ধি, জলে 'তীর্থ' বা পবিত্র বুদ্ধি করিয়া "প্রাকৃত সহজিয়া" হইয়া পড়েন। ইহাদের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে সমাপার্থ বুদ্ধি না।

সকল প্রাকৃত সহজিয়ার সহজ স্বভাবজ ধর্ম্মই হইয়া পড়ে—"বৈষ্ণবাপরাধ"। ইহারা নিজদিগকে যতই 'রসিক' 'প্রেমিক', 'ভাবুক', 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব' মনে করুন না কেন, শ্রীভগবান এই সকল দুষ্কৃতি, কুমনীষী, 'অন্যায়' বা হৈতুক ন্যায়কেই 'ন্যায়' বলিয়া প্রচারকারি-প্রাকৃতসহজিয়ার পূজা গ্রহণ করেন না—

"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু।"
—ভাঃ ৪।৩১।২১

—যে সকল অকিঞ্চনব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই ভাল বাসেন এবং ভক্তিকেই সুস্বাদু জ্ঞান করেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, কুল ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করেন, ভগবান সেই সকল কুমনীষিব্যক্তিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।

মহদতিক্রম করিয়া কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। আপাততঃ অসুরকল্প অসদ্গণের সাময়িক জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রকাশ, তাঁহাদের নিকটস্থ অমঙ্গল ও আত্মবিনাশের বিজ্ঞাপনই বিতরণ করিয়া থাকে। কিছু সময়ের জন্য লৌকিকদৃষ্টিতে দেখা গিয়াছিল যে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বাইশবাজারে প্রহৃত, দুর্জ্জন অসুরকল্প ব্যক্তিগণের দ্বারা নানাভাবে উপদ্রুত হইয়াছিলেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বাহ্য-দৃষ্টিতে কিছু সময়ের জন্য অসুরগণের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

বসুদেব ও দেবকী কংসাদি অসুরের দ্বারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া (?) কতভাবেই না অক্ষজদৃষ্টিসম্পন্ন লোক-লোচনের নিকট উপদ্রুত হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য লোকের চক্ষে রাবণ ও কংসাদি অসুরের দ্বারা কতভাবেই না উদ্বেগগ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র, ভক্তপ্রবর বসুদেব, ঠাকুর হরিদাস বা প্রহ্লাদের কেশস্পর্শ কেহই করিতে পারেন নাই। অসুরগণই উঁহাদের স্ব স্ব আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তৎসঙ্গে ব্যতিরেক ভাবে ভগবান্ ও ভক্তের মাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হইবার সাহায্য করিয়াছেন। মহদতিক্রমকারীর বিনাশ অবশ্য-ম্ভাবী—

"* * * তেজীয়সি কৃতাগসি।
ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্॥"

—ভাঃ ৪।৬।৪

—"অতি তেজস্বিপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়া যাঁহারা বাঁচিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ঐরূপ অপরাধময় জীবনধারণের ইচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না।"

ইহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত সে দিন আশ্চর্য্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। গতবার শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণকে যে দুর্বৃত্তগণ আক্রমণ করিয়া বিবিধ উৎপাতের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাদের জনৈক উত্তেজনকর্ত্তা অগ্রণী, এই ঘটনার অল্পদিন পরেই সমস্ত ধন-জন সহ নৌকাযোগে কোন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে করিতে সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া সবংশে ধ্বংস হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, এই স্থলে, ঠাকুর হরিদাসের দ্রোহাচরণে গোপাল চক্রবর্ত্তীর যে শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া, শ্রীকবিরাজগোস্বামী, তদীয় শ্রীগ্রন্থে, যাহা অমর ভাষায় অনলবর্ণে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই স্মরণ হয়। তিনি তথায় লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্ত স্বভাব, অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥"

রামচন্দ্রখান নামক বিপ্র ও ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের অবজ্ঞা করিয়া জাতি-কুল-মান সমস্তই হারাইয়াছিলেন।

কিন্তু পরমনির্ম্মৎসর সাধুগণের এই সকল ভাগবত ধর্ম্মের কথা মৎসরব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না। মৎসর ব্যক্তিগণ ভাগবতধর্ম্মকে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য বা ভোগের সামগ্রী জ্ঞান করিয়া পরমমৎসর অসদ্গণের ভাগবতবিরোধি ধর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করেন। আজ এইরূপ মৎসরধর্ম্মবক্তার অভাব নাই। তাই বলিতেছিলাম, আজ ভাগবতধর্ম্ম বিপন্ন!

ভাগবতধর্ম্ম শ্রীভাগবতের বাক্যানুসারে অহৈতুক, অপ্রতিহত, পরধর্ম্ম। কিন্তু আজ হৈতুক, প্রতিহত, অপর ধর্ম্মই জগতে ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া বঞ্চনাকারিব্যক্তিগণ প্রচার করিতেছেন। ভাগবতধর্ম্মবক্তা (?) কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হেতুমূলে আজ ভাগবতধর্ম্মপ্রচারক! আজ অর্থ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অপ্রাপ্তিতে ভাগবতধর্ম্ম প্রতিহত হইয়া যায়! যে সকলব্যক্তি আজকাল ভাগবতধর্ম্মের 'অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা ও বক্তা বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, 'ভাগবতরত্ন', 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি নাম লইয়া জগতের বোকা লোক ঠকাইতেছেন, তাঁহাদিগের অর্থ বন্ধ করিয়া দিন, প্রতিষ্ঠার লাঘব করুন—দেখিবেন, তাঁহাদের বাগ্বিলাস রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! এই সরল কথাটার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে

ইঁহারা ভাগবতধর্ম্মের অনুগত ব্যক্তি নহেন, পরন্তু কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার দাস।

হে সুধীসমাজ, হে সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলি, হে ভাগবতধর্ম্মপিপাসু পুরুষসকল, আপনারা কি চেতন? যদি প্রকৃত চেতন হন, তাহা হইলে আপনাদের চেতনবৃত্তি বা আত্মবৃত্তি প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হউক। আপনাদের চেতনের ক্রিয়া ভাগবতধর্ম্মের নির্ম্মলপ্রভাকে আত্মসাৎ করুক। জগতের নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোধর্ম্ম-জলবুদ্বুদের মত নিরন্তর উঠিতেছে ও পরমুহূর্ত্তেই বিলীন হইতেছে। কিন্তু সনাতন ভাগবতধর্ম্ম সে জাতীয় বস্তু নহেন। জগতের যাবতীয় শাস্ত্র, যাবতীয় গ্রন্থ, যাবতীয় কথা, যাবতীয় ভাষা, যাবতীয় সিদ্ধান্ত নানাভাবে দূষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীত শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুর্ব্বোধ ভাগবত-ধর্ম্মের কথা, ভাষা বা সিদ্ধান্তকে কেহই আজ পর্য্যন্ত দূষিত করিতে পারেন নাই। এই ভাগবতধর্ম্মটী জগতে সজ্জন-সমাজে সেবোন্মুখ জীবাত্মার চেতনবৃত্তির সমক্ষে প্রচারিত আছেন বলিয়াই জগতে আজও হরি ও হরিজনের আবির্ভাব হয়, আজও অনাদিবহির্ম্মুখ জীব সেবোন্মুখ হন, আজও তৃণ, গুল্ম, লতা, পশু, মানবের আচ্ছাদিত চেতনবৃত্তি মুকুলিত, বিকচিত ও অঙ্কুরিত হয়। এই নির্ম্মল ভাগবতধর্ম্মাকাশে কত কত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে,—ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব, শ্রীসূত, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি, শ্রীকুমার, শ্রীভীষ্ম, শ্রীমধ্বপাদ, শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীবাদি বিশ্বদিকাশি-প্রভাবিস্তারকারী পরমোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীবলদেব, শ্রীচক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি উজ্জ্বল ধ্রুবতারকাগণ এই ভাগবতধর্ম্মাকাশে শোভা ও প্রভাবিস্তার করিয়া জীবের হৃদয়কন্দরের অনাদিকালসঞ্চিত কৈতবান্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া সেই স্থান "শ্রেয়ঃ কৈরবে" উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

আজ এই ভাগবতধর্ম্মাকাশ লোকলোচনের নিকট যে তামসী মহানিশার কুজ্ঝটিকায় আবৃত, আজ ভাগবতধর্ম্মের বক্তা, প্রচারক প্রভৃতি নাম অবৈধভাবে গ্রহণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি ভাগবতবিরোধিধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সেই সকল মৎসর লোকবঞ্চনাকারিগণকে প্রশ্রয় দেওয়া কি সুধীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য? কে কবে শুনিয়াছিল বা দেখিয়াছিল যে ভাগবতধর্ম্ম একটী পণ্যদ্রব্য বা উদর ভরণের বস্তু? কোন আচার্য্য, কোন গোস্বামী, কোন ভাগবতধর্ম্মের বক্তা, কোনও মহাজন কি এরূপ আদর্শ দেখাইয়াছেন? সুধীসমাজ বিচার করুন, চিন্তা করুন, অনুধাবন করুন আর প্রবুদ্ধ হউন। জগতে যদি আবার ভাগবতধর্ম্মের প্রভায় নিষ্ণাত হইতে চান, তাহা হইলে ভাগবতগণের আচরণ দর্শন করুন। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর কথা শ্রবণ করুন,

—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥"

ভাগবতবক্তা ও আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর আচরণ দেখুন। যে ভাগবত ধর্ম্মে প্রথম শ্লোকেই পরমসত্য বস্তুর ধ্যান ও দ্বিতীয় শ্লোকে কৈতব বা সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে ভাগবতধর্ম্মের কথা—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।", যে ভাগবতধর্ম্মে শ্রীধর স্বামিপাদ মোক্ষাভিসন্ধিকেও কৈতব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই ভাগবতধর্ম্মের নামে কিনা আজ অসত্য, কুসিদ্ধান্ত, বিপ্রলিপ্সা, কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-র্জ্জনচেষ্টা, অসৎসঙ্গনিষ্ঠা প্রভৃতির কুনাট্য অবাধে চলিতেছে!

ধর্ম্মক্ষেত্রে, ভারতবর্ষে, সমগ্রবিশ্বে আজ কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের, সত্যপিপাসুগণের অসদ্ভাব হইয়া পড়িয়াছে? আজ কি মায়ারাক্ষসী সকলকেই "মরণকাঠি" স্পর্শ করাইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়াছে যে, তাই, শুদ্ধভাগবতধর্ম্মের কথা ভাগবতগণের দ্বারা কর্ণের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইলেও উহা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না?

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসুসজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
—ভাঃ ১১।২৬।২৬

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ
—ভাঃ ৭।৫।৩২

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

"ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥"

—এই সকল নির্ম্মল উপদেশ থাকিতেও আমরা আজ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব, অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব জ্ঞান, গুরুব্রুবকে গুরুব্রুব বা সদ্গুরু জ্ঞান, কপটকে নিষ্কপট জ্ঞান, নিষ্কপটকে কপট জ্ঞান, নির্ম্মৎসরের প্রতি মৎসরতা, চর্ম্মময় কোষে আত্মবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবকে 'ছোট' জ্ঞান, অদৈব বর্ণাশ্রমের আনুগত্যকে পারমহংস্য ভাগবতধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া এবং এই সকল ভাগবতবিরোধি মতবাদের প্রচারক ও শ্রোতা হইয়া কোন্ নরকের পথে চলিয়া যাইতেছি, তাহা কি একবারও ভাবিতেছি? জগৎবাসী যদি বুদ্ধিমান হও, তবে সাবধান! সাধু সাবধান!! পুনরায় কহিতেছি, উর্দ্ধকরে, গললগ্নী-কৃতবাসে বলিতেছি—সাধু সাবধান! সময় থাকিতে সাবধান! পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সাধু সাবধান!!! শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মের জয় হউক। পরম সত্যের জয় হউক!! নির্ম্মৎসর সাধুগণের জয় হউক!! প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবত ধর্ম্ম জয়-যুক্ত হউক!! জয় পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দের জয়!

নিন্দা?

নিন্দা কা'রে বলে, হাঁগো নিন্দা কা'রে বলে।
বল'ত বুঝিয়া সত্য জগত মঙ্গলে॥
ল'য়ে লড্ডু বিষমিশ্র মিষ্টান্ন বলিয়া।
বেচিছ তুমি যে হাটে বিজ্ঞাপন দিয়া॥
অবোধ বালক তাই কিনিয়া যতনে।
করিতেছে আত্মনাশ গরল-অশনে॥
তবুও তাহাতে কেহ তোমার বঞ্চনা।
দেয় ধরাইয়া যদি করে বিঘোষণা॥—
"সাবধান!—রে অবোধ বালক সকল
না কর পরশ উহা বিষম গরল॥"—
বাঁচাতে বিমূঢ় জনে, সেই মহাত্মার।
বিশ্বহিত এই বাক্য নিন্দা কি তোমার?
স্বার্থহানি ইহাতেই হয় যদি তব।
তুলে তব ক্রোধ কাম যদি হা-হা-রব॥
হ'বে কি নীরব ওই অকৈতব জন।
রাখিতে অবাধ তব ইন্দ্রিয়-তর্পণ॥
বিষব্রণে সুভিষক যুক্ত অস্ত্রাঘাত।
না করি,' রোগীর বশে বুলা'বে কি হাত।
কি উৎপাত!—রে মোহান্ধ মায়াবশ মন।
হিতে বিপরীত এ কি ভাবো অনুক্ষণ॥
জীব হিত [illegible] সজ্জন নিশ্চয়।
না করে কাহারো নিন্দা কোন অপচয়॥

দুঃসঙ্গে অসহযোগ

নিম্নলিখিত পত্রটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে—

To

Editor, "গৌড়ীয় পত্রিকা"

নং-১৫৬/০নং　　　　　　　　　　শঙ্কর প্রেস, কুমিল্লা

তাং ২৪।১২।১৯২৫

সবিনয় নিবেদন এই,

আপনার "গৌড়ীয়" পত্রিকার সঙ্গে বিনিময়ের আশায় আমাদের শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ পৌষ সংখ্যা আপনার নামে প্রেরিত হইয়াছে। আশা করি বিনিময়ে আপনারা পত্রিকা পাঠাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

বিনীত

(স্বাক্ষর) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ,

সম্পাদক শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ।

"সোনার-গৌরাঙ্গ"নামে যে একখানি মাসিক পত্রিকা আছে, এবিষয়ে গত ১৩৩১, আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে আমরা কোনও দিন শুনি নাই। গত ১৩৩১ ভাদ্র সংখ্যায় উক্ত

পত্রিকায় সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় * নামক কোনও এক ব্যক্তির শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি ঈর্ষামূলক, একটী কবিতা ঐ পত্রে স্থান পাইয়াছিল। ১৩৩২, পৌষ সংখ্যার উক্ত পত্রখানি নাকি শুধু শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষ ও আচার্য্যবিদ্বেষ করিবার জন্যই নিযুক্ত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটী অজ্ঞাতকুলশীল "ভুঁইফোঁড়" ব্যক্তির শ্রীধাম, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীআচার্য্য এবং শ্রীভাগবত ও ভক্তিবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ ঐ পত্রের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। এতৎসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যে উক্ত পত্রের সম্পাদকগণও যে, সেই বৈষ্ণববিদ্বেষেরই পৃষ্টপোষক তাহাও তাঁহাদের লেখনীর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

ঐ পত্রখানির আবরণীপৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীগ্রামক—ভারতের অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা, শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ন।*

---

* "সোনার গৌরাঙ্গ" পত্রের প্রবন্ধ লেখক সুধাংশু বাবুর পরিচয় সুধী পাঠকগণ নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিলে অনেকটা জানিতে পারিবেন। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ হইতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস উকিল মহোদয় এই অধমের নিকট যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ সুধাংশু বাবুর পরিচয় প্রদান করিবে। নিম্নে পত্রের আবিকল নকল প্রদত্ত হইল—

পূজ্যপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

* * 'নদীয়া ধর্ম্মসভা' নামক সভার পক্ষ হইতে তাহার সম্পাদক মহোদয়ের এক পত্র পাইয়াছি। জানাইয়াছেন যে, আমার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ উক্ত সভা আমাকে দুইটী উপাধিদ্বারা ভূষিত করিবে স্থির করিয়াছেন—একটী 'বিদ্যারত্ন' এবং অপরটী 'সাহিত্যভারতী'। অপর পৃষ্ঠায় জ্ঞাতার্থ চিঠির নকল দিলাম। * * দয়া করিয়া উক্ত সভার সম্বন্ধে সবিস্তার লিখিলে অতীব সন্তুষ্ট হইব।

বিনয়াবনত সেবক
বৈষ্ণবজনদাসানুদাস
(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন দাস

(Copy)

ওঁ

"নদীয়া ধর্ম্মসভা"
পোঃ বাগাচড়া, নদীয়া।
তাং ২।৯।৩২

আপনার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ 'নদীয়া ধর্ম্মসভা' আপনাকে বিদ্যারত্ন ও সাহিত্য ভারতী উপাধিদ্বয় প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। এই উপাধিপত্র ২০জন মহামহোপাধ্যায়কল্প অধ্যাপক দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সমর্থিত থাকিবে। আগতে উপাধিপত্র মুদ্রণব্যয় ও সভার সম্মানার্থ ১৫৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে সভার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত মাহাত্ম্য পাওয়া যাইলে আপনার উপাধিপত্র রেজেষ্ট্রী ডাকে আপনার নিকট প্রেরণ করা যাইবে। নদীয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণবৃন্দের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এই উপাধি আপনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, এই বিশ্বাসে আজ আপনার উপাধিপত্র রচনা করিয়া মুদ্রণার্থ প্রেসে দেওয়া হইল। জ্ঞাতার্থে জানাইলাম। ইতি

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীসুধাংশুশেখর বিদ্যাভূষণ সম্পাদক

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামি-মহোদয় যদি এই সকল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার "উপাধিব্যাধি" প্রবন্ধটী লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুধাংশু বাবুর সহিত কয়জন মহামহোপাধ্যায়কল্প ব্যক্তির পরিচয় আছে, তাঁহাদের নামধাম উল্লেখ করিলে তাঁহাদের যোগ্যতা সুধী-সমাজ বিচার করিতে পারিতেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা
গৌঃ সঃ

* গোস্বামিমহাশয়ের পরিচয় তাঁহার নিম্নলিখিত স্বলেখনী হইতেই অবগত হওয়া যাইবে। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয় উক্ত গোস্বামিমহাশয়কে যে ত্রিশটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র একটী প্রশ্ন

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে নিম্নলিখিত শ্লোকে বৈষ্ণববিদ্বেষীর সহিত ও তৎসঙ্গে গোস্বামি-মহাশয়ের উত্তর তথা ঐ উত্তরের উপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা নিম্নে প্রকাশিত হইল। গোস্বামি-মহাশয়ের লেখনী কিরূপ সিদ্ধান্তরত্ন প্রসব করিয়াছেন, সুধীসমাজ বিচার করিয়া দেখুন্—

চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের প্রশ্ন নং ১৩ :—

প্রভুসন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য, পান, তামাক, চুরুট ইত্যাদি সেবন করেন—জামা, তামাক, রসগোল্লা প্রভৃতির দোকান করেন—কিংবা নীচের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া 'প্রভু' 'প্রভু' সম্বোধন করেন, তাঁহারাও কি গুরু?

গোস্বামিমহাশয়ের উত্তর (১৩)।

শ্রীভগবৎপার্ষদ গরুড়ের মৎস্যাদিভোজন যেমন পক্ষিজাত্যুচিত বলিয়া সৎসিদ্ধান্ত, সেইরূপ আচার্য্য-সন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত মনে করিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান করা ভক্তিলিপ্সুর কর্ত্তব্য। * * খোলাবেচা শ্রীধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। * * সুতরাং কেহ রসগোল্লা বা চুরুটের দোকান করিয়া যদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত হন, তবে তিনি গুরুর যোগ্য হইবেন না, এমন কোন যুক্তি প্রমাণ দেখা যায় না।

[সুধী পাঠকগণ! শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলি! আচার্য্যসন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণ চলিতে পারে, রসগোল্লা, চা, চুরোট, ডিম্ব, কালিয়া, কাটলেট, চপের দোকান দিয়াও গুরু হওয়া যায়—এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তরত্নটী শ্রবণ করিলেন? এখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন্। গৌঃ সঃ]

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনা :—

* * প্রভুত্রয়, গোস্বামিষট্‌ক এবং নবনিধি সকলেই যোষিৎসঙ্গী অসাধুর শিষ্য নহেন। যোষিৎসঙ্গজ শৌক্র সন্তানগণকে পারমার্থিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবার আদর্শ-লীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে আদৌ আদৃত হয় নাই। তবে যোষিৎসঙ্গপ্রবণ স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব সমাজের প্রবল তাড়নায় শৌক্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষী গুরুসমাজ বৈষ্ণবসমাজের প্রচ্ছন্ন শত্রুরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহার কোনওপ্রকার আদান প্রদান, করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সহিতই দ্রব্যের আদানপ্রদান, গোপনীয় লক্ষণ এই যে, বৈষ্ণবাচার্য্য পরিচয় সত্ত্বেও তাঁহারা স্মার্ত্ত-পদাবলেহনকারী, ইহা প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুমোদিত নহে। যদি শৌক্রসন্তানবর্গে বৈষ্ণবত্ব বা গুরুত্ব আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে প্রভু বা গোস্বামিবর্গের আদর্শ লীলায় আমরা তাহা দেখিতে পাইতাম। পরবর্ত্তিকালে যখন শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রচারিত সুনির্ম্মল পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্ম্মফলবাধ্য অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের হস্তে পতিত হইল, তখনই বৈষ্ণবসমাজের আধস্তনিকগণের মধ্যে যোষিৎ-সঙ্গজ অনুষ্ঠানের প্রাবল্য ঘটিল এবং ভগ্নপনেয় কলঙ্ক উপস্থিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে যে ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ২৩ শ অধ্যায় ১১১।১১২ সংখ্যায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। "মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান। কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥ মহিষী হরণাদি সব মায়াময়। ব্যাখ্যা শিখাইল, যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥" পাছে মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক লোক-দিগের বিষ্ণুসন্তানে শুদ্ধবৈষ্ণবগুরু বলিয়া ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেইজন্য শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে সুসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন। সিদ্ধান্ত এই যে, বিষ্ণুসন্তানদিগকে বিষ্ণু বৈষ্ণবের মর্য্যাদায় দৃষ্টি করিতে গিয়া লোকে হরিবিমুখ হইয়া পড়িবে, তজ্জন্য তৎবংশ অপ্রকটিত হওয়ার কথাই অপ্রাকৃত বিষ্ণুলীলার রহস্য। কৃষ্ণলীলার নিত্য বিষ্ণু সন্তানগুলিকে মৌষললীলায় অপ্রকটিত করাইলেন। নিজের স্বয়ংরূপ শ্রীবিগ্রহকে উদ্ধবব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ করাইলেন। শ্রীগৌরলীলায় শৌক্রসন্তানের অবকাশ দিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্তান শ্রীবীরভদ্রের শৌক্রসন্তান-লীলায় অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই দেখাইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বৃহদ্বর্ত্তী সন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু ব্যতীত অন্য সকল গুলিকেই ত্যক্তপুত্র করিলেন। নরকাসুরকে কৃষ্ণ-বধ করিলেন, এই সকল দেখিয়াও যদি কেহ শৌক্রসন্তান বা অধস্তনগণে বিষ্ণুসম্বন্ধদর্শন করেন, তাহা মায়াময়। প্রাপঞ্চিক লোকদিগের ভ্রমোৎপত্তির কারণ মাত্র জানিতে হইবে। প্রপঞ্চে নিত্য প্রকটলীলায় ঐরূপ বংশপরম্পরা প্রচলিত থাকিলে, আমরা কর্ম্মফলবাধ্য প্রভু

কথা ব্যক্ত করা ও জিজ্ঞাসা করা, তাঁহার প্রদত্ত অন্নাদি গ্রহণ করা ও তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ষড়্‌বিধ সৎসংসর্গরূপ প্রীতির লক্ষণ অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এই ছয়ভাবেই একের সহিত আর একজনের সঙ্গ হইয়া থাকে—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥"

সন্তানপরিচয়াকাঙ্ক্ষি-জনগণকেও বৈষ্ণব অবতার করিয়া তুলিতে পারিতাম, তবে ঐ প্রকার প্রভুসন্তানগুলির লীলাগুলি অর্থাৎ জামা, কাপড়, রসগোল্লা গুলিকে পরমার্থের অঙ্গ বলিয়া বুঝিয়া লইতাম। তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ের ফলে প্রভু সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষিদিগের নিত্যলীলাকে কর্ম্মফলান্তর্গত মনে করা নিতান্ত অপরাধজনক। প্রভু সন্তানবর্গে যোষিৎসঙ্গজ সর্গ থাকিতে পারে, ইহা কোন বৈষ্ণবদাস কোন দিনই মনে করিতে পারেন না। সন্তান পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবাচার বিরুদ্ধ ক্রিয়া অবাধে চালান সৎসাহসের পরিচয় নহে।

গোস্বামি-মহাশয়ের বস্তুজ্ঞানে ভ্রম হইয়াছে। তিনি হরিপার্ষদ গরুড়কে তাঁহার ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য মর্ত্ত্য জীব মনে করিতেছেন। হরিপার্ষদ গরুড় যে দাস্যরসে আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্‌ এবং দাসরসের গুরুবর্গের মূল পুরুষ, তাহা তাঁহার জানা নাই। শ্রীগরুড় মহাশয় যে সকল মৎস্য, মাংস প্রভৃতি নিত্যকাল গ্রহণ করেন, সেগুলি প্রাপঞ্চিক নহে। গরুড় বৈকুণ্ঠ বস্তু, তাঁহার প্রসাদ-ভক্ষণ বৈকুণ্ঠসেবা, সেই অনুষ্ঠানের সহিত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়, কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ভোগপর মৎস্যাদি ভক্ষণের তুলনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। যদি তাহা হই-ত তাহা হইলে শ্রীব্যাস দেব "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতিঃ" শ্লোকের অবতারণা করিতেন না। কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার উপলখণ্ড কখনই অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম নহেন, শ্রীগুরুদেব কখনই মর্ত্ত্য মানব নহেন, বৈষ্ণবের কখনও শৌক্রজনন সম্ভাবনা নাই, বিষ্ণু বৈষ্ণবের পাদোদক কখনই সাধারণ বস্তুর সহিত এক নহে, বিষ্ণু-নামমন্ত্র কখনই সামান্য শব্দের সহিত এক নহেন, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতাবৃন্দ কখনই বাসুদেবের সহিত সমান নহেন, শ্রীগরুড় মহাশয়, শ্রীবজ্রাঙ্গজী কখনই অবৈষ্ণব স্মার্ত্তের সহিত সমবস্তু নহেন, একথা আর গোস্বামি মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। শ্রীক্ষেত্রে গরুড় স্তম্ভের পূজা ও শ্রীগরুড়ের পূজার কথা তিনি অবশ্যই জানেন। গরুড়ের সহিত যোষিৎসঙ্গজ অধস্তনগণের কখনও সাম্য হইতে পারে না। **আচার্য্যসন্তানগণ গরুড়ের দোহাই দিয়া দ্বিজ বা পক্ষী হইবেন, এরূপ যুক্তি অকিঞ্চৎকর!** গোস্বামি মহাশয়ের অবশ্যই ভার্গবীয় মনুসংহিতা পড়া আছে; তাহাতে 'মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ" অবশ্যই তিনি পড়িয়াছেন, 'সর্ব্ব' শব্দের অন্তর্গত গো, মহিষ, শূকর প্রভৃতি পশু অর্থাৎ যাহাদিগের মাংস আছে। আমি এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাইনা, তবে **মনুষ্যজাত্যুচিত মৎস্য ভক্ষণ—একথারও অনুমোদন করি না।** ভারতবর্ষে আর্য্যাবর্ত্তবাসী কতিপয় ক্ষত্রিয় ব্যতীত তিনটী দ্বিজাতি মৎস্যাদি গ্রহণ করেন না; তাঁহারাও মনুষ্য। মৎস্য ভোজন করেন না বলিয়া আজও মনুষ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত হন নাই। তাঁহারা কি গোস্বামী মহাশয়ের "মনুষ্যজাত্যুচিত" মৎস্য ভোজন আরম্ভ করিবেন? পপঞ্চের মৎস্য প্রাপঞ্চিকমৎস্যভোজী গ্রহণ করিলে হিংসাবৃত্তি হয়, তাহা কখনই আদরণীয় নহে, আবার বৈকুণ্ঠে হিংসা প্রভৃতি হেয়, অবর বৃত্তি সমূহের আদৌ অধিষ্ঠান নাই। জড় জগতে হিংসা করিলে হিংসিত প্রাণীর নশ্বর কর্তৃসত্তায় ক্লেশ উপলব্ধি হয়। বৈকুণ্ঠে ক্লেশ বলিয়া কোন বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। হিংসাদি বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে পারমার্থিক করিয়া তুলিবার সামর্থ্য একমাত্র মহাভাগবতেরই আছে, অন্য অধিকারের বৈষ্ণবের নাই।

* * *

ধর্ম্মব্যাধ, খোলাবেচা শ্রীধর, রঘুনাথের পাশক্রীড়ানিপুণ জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস, রাজা প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দ, ঝড়ুঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে অবস্থিত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব; কিন্তু ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে অবস্থিত কৃষ্ণের অভক্ত, বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।"

ভক্তজন সহ প্রীতিসঙ্গ হয় এই।
অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই ॥

এই জন্যই বৈষ্ণবগণ গাহিয়াছেন,—

ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে ॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবের সহিতই এই ছয়প্রকার সঙ্গ বিধেয় ও পরম বাঞ্ছিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে ভাগবতীয় শ্রীউদ্ধব-গীতার শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

—অতএব দুঃসঙ্গ অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন সজ্জনের সঙ্গ করিবেন। সজ্জনগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা মনের বিশিষ্ট আসক্তি অর্থাৎ মনোধর্ম্মসমূহকে উক্তিরূপ-শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া দেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দর অভিধেয়তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে আমাদিগকে বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"

স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী এবং কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণবিদ্বেষিজনের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগই—বৈষ্ণবাচার। 'স্ত্রীসঙ্গী' বলিলে যেরূপ তৎসঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গীর সঙ্গীও উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'কৃষ্ণাভক্ত' বলিলে শ্রীজীবপাদ লিখিত—"রাজাঽসৌ প্রযাতীতিবৎ"—এই ন্যায়ানুসারে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে কার্ষ্ণ বা ভক্তের নিত্য অধিষ্ঠান জ্ঞাপিত হয় বলিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণবিদ্বেষি-ব্যক্তিকেই 'কৃষ্ণাভক্ত' শব্দে উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

সুতরাং যে পত্র জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরোপদিষ্ট বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে পরাঙ্মুখ এবং যে পত্রের শুদ্ধ শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের দ্বারা কলঙ্কিত সেই পত্রের সহিত "দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি" রূপ সঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় প্রিয়তম শ্রীরূপপাদের আনুগত্য পরিহার করিয়া গুরুদ্বেষী হইতে হইবে। আমরা শ্রীজীবপাদের বাক্যানুসারে (ভক্তিসন্দর্ভে) ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিকগুরু বা উন্মার্গগামী, বৈষ্ণববিদ্বেষী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী, শাস্ত্র ও মন্ত্রব্যবসায়ী গুরুব্রুব লঘুবস্তুকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হই নাই। কিম্বা বৈষ্ণবাচার্য্য বিদ্বেষ করিবারও শিক্ষা লাভ করি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণের প্রতিপাদিত বাস্তবসত্য বা সিদ্ধান্ত, প্রাকৃতসাহিত্যিক, নৈতিক, প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ বা গবেষণাপরায়ণ কোনও ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্ত্তন-শীল নহে। বাস্তবসত্য (Absolute truth) পরিবর্ত্তনো-পযোগি ধর্ম্মযুক্ত বা অপরের দ্বারা আক্রমণযোগ্য বস্তু নহেন। কোনও অনভিজ্ঞব্যক্তি যদি অচল, অটল হিমালয়ের গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া তাঁহার বালচাপল্য বা মূর্খতা সপ্রমাণ করেন, তাহার দ্বারা কিছু হিমালয় স্থানভ্রষ্ট হয় না। অভিজ্ঞব্যক্তিগণ ঐরূপ বালচাপল্য দেখিয়া বিচলিত হন না, পরন্তু ঐরূপ মূর্খব্যক্তিগণকে অপরাধ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার উদারতা দেখাইয়া বলিয়া থাকেন—"শ্রুতি বা শ্রৌত আচার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত ও অবিসংবাদিত সত্য লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া নিজকে অধিকতর বুদ্ধিমান সপ্রমাণ করিতে চাহিও না। উহার দ্বারা তোমার গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া তুমি বেদনিন্দক নাস্তিক বলিয়াই সজ্জন-সমাজে প্রতিপন্ন হইবে।"

জগতের সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্ত্তনযোগ্য, কিন্তু শ্রৌত ভগবদ্ভক্তের সিদ্ধান্ত সেরূপ পরিবর্ত্তনযোগ্য, বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ দ্বারা অভিভাব্য নহে। প্রাকৃত রাজ্যে বিশ বৎসরের গবেষণার ফল পঞ্চাশ বৎসরের গবেষণার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়; আবার কেহ যদি শতবৎসরের কোন বিষয়ের গবেষণা করেন, তবে তাহার ফল অনেক সময়ে ঐ পঞ্চাশবৎসরের পূর্ব্ব গবেষণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার সহস্র বৎসরের গবেষণার নিকট শতবৎসরের গবেষণার নানা প্রকার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও ভ্রমাদি-দোষ-দুষ্টতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। "Ptolemaic system" এর আদর "Copernicus" এর theoryর নিকট পরাভূত হয়। 'সমান্তরাল রেখাদ্বয়'সম্বন্ধে ইউক্লিডের মত বহু সহস্রবৎসর পরে জার্ম্মাণির সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিৎ ডাঃ আইনষ্টাইনের নূতন গবেষণায়

ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু—"ধাম্না"স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি বা "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্" প্রভৃতি পরমসত্য প্রতিপাদ্য ভক্তিসিদ্ধান্ত ঐ জাতীয় পরিবর্ত্তনযোগ্য বস্তু নহে। শ্রীল রূপসনাতন দ্বারা পুনঃপ্রকাশিত শ্রীধাম বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলীলাস্থলী যদি অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা ঈর্ষামূলে পরে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরূপ সনাতন প্রভুর প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রকৃত বৃন্দাবন নহে, কিম্বা কোনও শ্রুতিবিরোধী আর্য্য-সমাজীর দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত গুলি শ্রৌতসিদ্ধান্ত নহে, বা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ব্যাসদেবের লিখিত গ্রন্থ নহে, তাহা হইলে সেই সকল নবীন সিদ্ধান্ত বা মত নাস্তিক সমাজে বহুমানিত হইলেও সজ্জনসমাজে আদর লাভ করিতে পারে না।

নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভক্তিবিনোদ মহাশয় যে সমস্ত প্রমাণের বলে মায়াপুরের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, অনুসন্ধানের ফলে বর্ত্তমান সময়ে তদপেক্ষা অধিকতর কোনও নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভবও নহে। নূতন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহা কেবল নূতন বলিয়াই উপেক্ষিত হইতে পারে না"।

নাথ মহাশয়ের এই কথা কিরূপ শ্রৌত বিরোধি কথা তাহা আমরা এক একটী করিয়া দেখাইতেছি—

(১) প্রথমতঃ তিনি এই স্থানে শ্রৌত, আম্নায় বা অবরোহবাদ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত, আম্নায়বিরোধি আরোহীবাদকে বহুমানন করিয়া শ্রুতিবিরোধ করিয়াছেন।

(২) এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাকৃতসহজিয়াগণের ধারণানুযায়ী, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, অপ্রাকৃতবস্তু শ্রীধাম, শ্রীনাম বা শ্রীভগবৎস্বরূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়! "গৌড়ীয়" ৪র্থ খণ্ড ১৩শ সংখ্যায় "প্রাকৃত সহজিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধটী ধীরভাবে পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। প্রাকৃত সাহিত্যিকের নিকট 'অনুস্বার, বিসর্গ' পড়া লোকের নিকট বা রঘুবংশ শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্রাধীতীর নিকট অথবা ব্যবসায়ী শাস্ত্রপাঠকের নিকট বর্ত্তমান কালে মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর পার্ষদগণের চরিত্র বা প্রচারিত ধর্ম্ম তাঁহাদের নামাপরাধ ও সেবাপরাধোত্থ যোগ্যতানুযায়ী বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হইতেছে, ও সমাজে প্রচারিত ও চিত্রিত হইতেছে বলিয়াই যে ঐ সকল নব্যমতকেই উপেক্ষার বস্তু মনে না করিয়া আদরের বস্তুজ্ঞানে বহুমানন করিতে হইবে, যদি এইরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শ্রৌতবিচার বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

(৩) নাথ মহাশয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ লেখনী তাঁহার বাক্যের মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে। যাহার সিদ্ধান্ত ঠিক নাই, যিনি এখন একরকম পরমুহূর্ত্তেই অন্যরকম বলিতে পারেন, তিনি কি করিয়া শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণব-সংবাদ পত্রের প্রচারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন? পরিবর্ত্তনশীল কথা পড়িয়া বা শ্রবণ করিয়া লোকের কি উপকার হইতে পারে? আজ যেটা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া তিনি পত্রিকায় প্রচার করিলেন, কিছুদিন পরেই যদি আবার তিনি তদ্বিরোধিমতের পৃষ্ঠপোষক হন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাঁহার মতির স্থিরতা নাই, আর ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল মতপরিপূর্ণ কাগজ পড়িয়া লোকে পথহারা পথিকের ন্যায় বিপদে পতিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যা'র।
উত্তম অধিকারী তেঁহ তারয়ে সংসার॥"

যাহার নিজেরই দৃঢ় শ্রদ্ধা উপস্থিত হয় নাই, যাহার মতি পরিবর্ত্তনশীল, তিনি কি করিয়া প্রচারক বা উপদেষ্টা হইবেন? বৈষ্ণবপত্রের সম্পাদক প্রাকৃত গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের সম্পাদকের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল মতিবিশিষ্ট হইলে—'অন্ধেনৈবনীয়মানা যথান্ধাঃ' এই ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের বচনেরই সাফল্য বিধান করে।

নাথ মহাশয়ের উপরিউক্ত উক্তির সহিত তাঁহার ১৩৩১ ভাদ্র সংখ্যার পত্রে প্রকাশিত "নদীয়া" শীর্ষক কবিতার প্রতিবাদে পুনরায় তাঁহারই পত্রে প্রকাশিত উক্তিগুলি পরস্পর কিরূপ অসমঞ্জস, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

* * আমি জানিতাম—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর **অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।** সেই সম্বন্ধে যে কাহারও কোন আপত্তি আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আর, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের ভাগ্য

ঘটিয়াছিল, তখন মায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলাম। ** গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলে কখনও কবিতাটী মুদ্রিত করিতাম না। পাঠক বৈষ্ণববৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের এই অযোগ্য দাসাধমকে ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব। ইহাই চরণে কাতর প্রার্থনা। তাঁহারা পরম দয়াল পতিতপাবনবিগ্রহ, ভরসা আছে, তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না। বিনীত—

শ্রীবাবাগোবিন্দ নাথ।"

"ভিতরের গূঢ় অভিসন্ধি না জানায় ঐ পদ্যটী প্রকাশ করিয়া পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ এবং আরও অনেকে একান্ত দুঃখিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। আবার একান্ত কাতর প্রাণে বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রণত—যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব।"

সম্পাদক নাথমহাশয়ের ২য়বর্ষের পত্রোদ্ধৃত মত ৩য় বর্ষের মতের সহিত অমিল হইবার কারণ কি? কোনও প্রকার মৎসর বৈষ্ণববিদ্বেষিব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবেই কি এইরূপ মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে?

তাঁহার পত্রিকার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতমতদ্বারা অর্থাৎ জাগতিক ধারণার দ্বারা বৈষ্ণবের বিচার করিতে চান। অদৈব স্মার্ত্ত-সমাজের মত প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত বা সর্ব্ববাদিসম্মত মত দ্বারা যদি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে বুঝিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এক এক জন জন্মমরণশীল মানুষ (?), শ্রীরূপসনাতনাদি ব্রজের নিত্যপরিকরগণ জন্মমরণশীলবিষয়াসক্তজীব, শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুপ্রমুখ গৌরপার্ষদ ও গৌরজনগণ কেহ 'কায়েত', কেহ 'সোনার বেনে,' কেহ 'যবন', কেহ 'সদ্গোপ' বলিয়া প্রমাণিত হন! সর্ব্ববাদিসম্মত-মত লইয়া বৈষ্ণব-বিচার করিতে গেলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ ঠাকুরের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিতে পারেন না, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভূসুরগণ, ঠাকুর নরোত্তমকে গুরুপদে বরণ করিতে পারেন না, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শত শত শাসন ব্রাহ্মণকে শিষ্য পদে গ্রহণ করিতে পারেন না।

যে গুরুব্রুব লোকবঞ্চনা করিয়া কনক, কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য শিষ্যকে 'বৃগী', 'তেলি', 'মালী', 'কায়েত', 'বামুন', প্রভৃতি রাখিয়া নিজকে পতিতপাবন নিত্যানন্দের বংশধরের সজ্জায় সাজাইতে চান, আর যে শিষ্য নিজের 'যুগী', 'তেলি', 'মালী', 'কায়েত', 'বামুন' প্রভৃতি অদীক্ষিতব্যক্তির যোগ্য বিরূপের অভিমান বজায় রাখিয়া দীক্ষিত-শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা উভয়েই বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরোধকারী ও লৌকিক-মতানুসারী প্রাকৃত সহজিয়া! প্রাকৃতসহজাত ধারণায় তাঁহারা এতদূর আসক্ত যে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে * * স এব গোখরঃ" অর্থাৎ যাহার বিপ্রাদি চর্ম্মময়কোষে 'আমি,' বুদ্ধি, তিনি নিশ্চয়ই গোতৃণবাহিগর্দ্দভ— এই ভাগবতীয় বাক্যের সার্থকতাবিধানকারী।

'যুগী, তেলী, বামুন, কয়েত', বিচার দীক্ষিতবৈষ্ণব-দাসের বিচার নহে। দীক্ষিত বৈষ্ণবদাসে স্বরূপ শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

কিন্তু এই সকল কথা বিরূপগ্রস্ত, অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানাবৃত ব্যক্তির মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
বিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

—শ্রীব্যাসদেবের এই বাক্য লৌকিক ধারণা বা সর্ব্ববাদিসম্মতমতের অনুকূল নহে বলিয়া কি নাথ মহাশয় উহাকে উপেক্ষা করাই প্রীতিকর মনে করেন?

নাথ মহাশয় বলেন যে, দৈক্ষজন্ম বলিয়া কোনও জন্ম নাই এবং আচার্য্যের নিকট মন্ত্র হইতে জাত ব্যক্তির বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণতাও নাই! কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শৌক্র, সাবিত্র এবং দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ"।

ভাঃ ৪।৩১।১০

শ্রীধরস্বামিটীকা—"শুক্র-সম্বন্ধি-জন্ম বিশুদ্ধমাতা-পিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ, সাবিত্রমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া"—অর্থাৎ বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে জন্ম লাভের নাম 'শৌক্র-জন্ম', উপনয়নের দ্বারা সাবিত্রজন্ম এবং গুরুগৃহে দীক্ষার দ্বারা জন্মই দৈক্ষ বা যাজ্ঞিক জন্ম। পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধে—

"ধিগ্‌জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্"।

ভাঃ ১০।২৩।৩৯

শ্রীধরস্বামি টীকা—"ত্রিবৃৎ—**শৌক্রং, সাবিত্রং দৈক্ষমিতি** ত্রিগুণিতং জন্ম"।

ভার্গবীয় মনুসংহিতা (২।১৬৯) শ্লোকেও এই ত্রিবিধ জন্মের কথা উক্ত হইয়াছে—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

মাতৃকুক্ষিতে পিতার ঔরসে জীবের যে জন্ম হয়, তাহাকে শৌক্র জন্ম বলে। তাদৃশ লব্ধজন্মা আচার্য্যের নিকট যে ব্যাহৃতিযুক্ত বেদমাতা গায়ত্রী লাভ করেন, তাহাই সাবিত্রজন্ম বা মৌঞ্জিবন্ধন বা দ্বিজত্ব লাভের সংস্কার। দ্বিজ শ্রীগুরুদেবের নিকট যে যজ্ঞোপদেশের দীক্ষা লাভ করেন, তাহাই দৈক্ষ বা যাজ্ঞিক জন্ম; সাধারণতঃ সংস্কারবিশিষ্ট পিতার ঔরসে শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া ভাবি বেদাধ্যয়নের উপযোগী মৌঞ্জিবন্ধন সংস্কার অষ্টম বর্ষে বিহিত। ইহা প্রস্তাবনামাত্র। যদ্যপি দ্বিজাতি সংস্কারলাভ করিয়া কেহ বেদজ্ঞ না হন, তাহা হইলে সাবিত্র-সংস্কারের ফল লাভ ঘটে না। উদ্বাহের পূর্ব্বে "ভার্য্যা" শব্দের ব্যবহারের ন্যায় যিনি ভাবি কালে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে "ব্রাহ্মণ" বলা হয়। শৌক্র বা বৈজ ব্রাহ্মণতাই যে কেবল ব্রাহ্মণতা, তাহা বেদশাস্ত্র, উপনিষৎ, মহাভারত ও পুরাণাদিশাস্ত্র স্বীকার করেন না। ব্যবহারিক বিধিশাস্ত্র যাহাকে সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, তাহা প্রস্তাবিত বিধিমাত্র। বিশেষবিধানক্রমে ঐ সকল বিধির অতিক্রম করিয়া পর-বিধি বলবান হইয়াছে

ভাগবত ও পঞ্চরাত্র শৌক্রবিধানের আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে বৃত্তব্রাহ্মণতা ও আচার্য্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ভাঃ ৭।১১।৩৫

এতৎসঙ্গে এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামীর টীকা দ্রষ্টব্যঃ—"যদ্‌যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তে-নেত্যর্থঃ।"—অর্থাৎ যদি বর্ণান্তরেও অপর বর্ণের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যদি শূদ্রে ব্রাহ্মণের শমদমাদি লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণে ত্রিবর্ণের সেবাদ্বারা উদরভরণ চেষ্টাদি শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই লক্ষণানুসারেই তত্তল্লক্ষণনিমিত্ত বর্ণের দ্বারা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিবে অর্থাৎ জাতি নিমিত্তে তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিবে না।"

শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র নির্ম্মল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য ও শ্রীগৌরসুন্দরসম্মানিত স্বামিবাক্যের এরূপ সহজ, সরল ও স্পষ্টভাষার প্রমাণ থাকিতেও যদি আমরা বলি—দৈক্ষজন্ম বা 'বৃত্তব্রাহ্মণ' বলিয়া কোনও ব্রাহ্মণের কথা শুনা যায় না, তাহা হইলে আমাদেরই ব্যক্তিগত শাস্ত্রানভিজ্ঞতার পরিচয় অথবা ভাগবত ও আচার্য্যগণের মতাবহেলন প্রমাণিত হইবে। প্রচলিত মেয়েলিমত বা মেয়েলিশাস্ত্র দেখিয়া যদি আমরা ভাগবতশাস্ত্র, পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করি, তাহা হইলে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি হইবে না। কোনও কূপমণ্ডূক যদি মনে করে যে, নদী বা সমুদ্র বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই, জলাশয় বলিতে এক কূপ ছাড়া আর কিছু দেখিতে বা কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, ঐরূপ উক্তি কূপমণ্ডূক-সমাজে বহুমানিত হইলেও অপরের নিকট আদরণীয় হইবে না। ছান্দোগ্যাদিশ্রুতি, মহাভারতাদি স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা, নারদ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বতপঞ্চরাত্রের বিধি ও আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রবাক্যানুসারে উন্মার্গগামী বলিয়াই পরিচিত হইতে হয়। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ-প্রপাঠক চতুর্থ-খণ্ডের গৌতম-সত্যকাম-সংবাদ, বৃত্তব্রাহ্মণ-তাকেই স্বীকার করিয়াছেন। যথা:—শ্রীমাধ্বভাষ্যে-

(১) শ্রুতি প্রমাণ—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

(২) স্মৃতি প্রমাণ—

মহাভারতাদি স্মৃতির সর্ব্বত্র বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা উক্ত হইয়াছে। কেবল আদেশ নয়, সহস্র সহস্রনজির উল্লেখ করিয়া ভারতশাস্ত্র বৃত্তব্রাহ্মণতার দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বনপর্ব্ব ১৮০, ২১১, ২১৫ অধ্যায়; শান্তি-পর্ব্ব ১৮৮, ১৮৯, ৩১৮; অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়ে এবং ইহা ব্যতীত আরও বহুস্থলে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস যামলবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

—৫।৩

—কলিকালোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় অশুদ্ধ ও শূদ্রকল্প এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই; কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কে শৌক্রজন্মলব্ধ সংস্কৃত ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধিতা নাই; কারণ (১) শ্রীধরস্বামিপাদের 'শৌক্রসম্বন্ধি-জন্মে'র সংজ্ঞা অনুসারে কোনও কোনও স্থলে বিশুদ্ধ মাতাপিতার অভাবে শৌক্রজন্মের সাফল্য নাই। (২) নিরবচ্ছিন্ন-দশসংস্কারবিশিষ্ট-পিতৃপুরুষপর্য্যন্ত ব্রহ্মার সকল অধস্তন সকল স্থানে পাওয়া দুর্ঘট। (৩) আবার কলি-কালে অগ্নির অভাবে যজ্ঞের অপ্রাকাট্যে ব্রাহ্মণের শুদ্ধিতা স্বীকার করা যায় না। তাই, সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রুতিবচনে ব্যক্ত হইয়াছে এবং টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন—"ন চৈতদ্বিদ্ম ব্রাহ্মণা স্মো বয়মব্রাহ্মণাবেতি" অর্থাৎ ঋষি-গণ বলিলেন, আমরা জানি না, আমরা কি ব্রাহ্মণ অথবা অব্রাহ্মণ। (৪) আবার—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—ভার্গবীয়মনু ২।১৬৮

—অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে যত্ন করেন, তিনি অতি শীঘ্র তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভার্গবীয় মনুর এই বাক্য কলিকালের বহু স্থানেই প্রতিফলিত দেখা যাইবে। তাই যামল বলিয়াছেন, বিবাদ তর্কে শৌক্র-জন্ম-লব্ধ সংস্কৃত ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধিতা নাই এবং তাঁহারা শূদ্রসদৃশ নামমাত্র। যামলের বা ভার্গবীয় মনুর কিম্বা মহাভারতের কথা শুনিয়া কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে বা উঁহাদিগকে মেয়েলিশাস্ত্রের বিরোধী মনে করিলে স্ব স্ব অসহিষ্ণুতা ও সত্যের প্রতি অনাদরই প্রমাণিত হইবে। সুতরাং যামল বলিয়াছেন যে, কলিতে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা নাই। সাত্বততন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাচারেই তাঁহাদের শুদ্ধি। ইহার পরের কথা শ্রীমহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে কীর্ত্তন করিলেন—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ
"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

হে দেবি, এই সকল অবরকুলোৎপন্ন শূদ্রগণও এই সকল কর্ম্মদ্বারা—আগমসম্পন্ন অর্থাৎ সাত্বততন্ত্র বা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যেমন কোনও রস বিধান দ্বারা কাঁসাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মযুক্ত বস্তুতে পরিণত হয়, তখন আর যেমন তাহাকে কেহ কাঁসা বলে না, পরন্তু সোনাই বলিয়া থাকে, তদ্রূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, দ্বিজ বলিতে 'ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিকেও বুঝায়, তন্নিরাকরণকল্পে আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন :—দ্বিজত্বং—বিপ্রতা অর্থাৎ 'দ্বিজত্ব' শব্দে এস্থলে 'বিপ্রতা' বা 'ব্রাহ্মণতা' বুঝিতে হইবে। যদি কেহ পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, এইরূপ দ্বিজত্ব কোনও কোনও ব্যক্তির হইতে পারে—সকলের পক্ষে নহে, তন্নিরাকরণ কল্পে পুনরায় শ্রীসনাতন প্রভু বলিতেছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব" অর্থাৎ সকলেরই; 'এব' শব্দ নিশ্চয়ার্থক।

যদি দীক্ষিত ব্যক্তির বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) প্রমাণের "বিনির্দ্দিশেৎ" অর্থাৎ বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিবে—এই বিধিলিঙের প্রয়োগের দ্বারা যদি দীক্ষিতব্যক্তিকে আচার্য্য যথাবিধি সংস্কারযুক্ত করেন, সেই কার্য্যটী কোনও কোনও স্বার্থান্ধের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয় বা আচার্য্যকে কেহ কেহ তাঁহাদের অজ্ঞতা-নিবন্ধন অবৈধরূপে তাঁহাদের একজন ক্ষুদ্র কল্পব্রাহ্মণতা বা বর্ণব্রাহ্মণতার প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন, তাহা কি তাঁহাদের মৎসরতার পরিচায়ক নহে? সুতরাং—(৪) পঞ্চরাত্র প্রমাণ :—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥
—নারদপঞ্চরাত্র (ভরদ্বাজ সংহিতা) ২।২৪

অর্থাৎ স্বয়ং আচার্য্য দীক্ষামন্ত্রের দ্বারা জাত তাঁহার বিনীত অর্থাৎ সমিৎপাণি পুত্রাদিকে অর্থাৎ শিষ্যকে পরব্রহ্মের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সংস্কার প্রদান করণানন্তর তাঁহাদিগকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া প্রবুদ্ধ করিবেন।

এই সকল শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকিতেও যদি কেহ নিজকে 'গুণী জোলা' তেলি-মালি, গোলাম কায়েত, বর্ণের বামুন, প্রভৃতি অদীক্ষিতের পরিচয় অথবা দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের কোনও পার্থক্য-হীনতা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ সকল শিষ্যব্রুব ব্যক্তিকে তাঁহাদের মনঃকল্পিত গুরুবর্গের দ্বারা 'বঞ্চিত' এবং ঐ গুরুবর্গকে 'বঞ্চক' বলিয়াই জানিবেন।

বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের সাবিত্র-সংস্কার, নাথসম্প্রদায়, বর্তমান কায়স্থ বা বৈদ্য সম্প্রদায় অথবা যাঁহারা অত্রির বচনানুসারে-

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃপশুরুদাহৃতঃ॥"

—এইরূপ সম্প্রদায় কিংবা কর্ম্মমার্গীয় অপরাপর সম্প্রদায়ের মত নহে। কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে যেরূপ লক্ষপতির শতমুদ্রার অসদ্ভাব নাই, তদ্রূপ বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকই বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতার প্রথম সোপানই ব্রাহ্মণতা, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবানেরই অসম্যক ও আংশিক প্রকাশ, ব্রহ্মত্ব ও যোগীত্ব বৈষ্ণবতায় অনুস্যূত একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণবগণ দৈন্যভরে যে পারমহংস্য বেষ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞতার অবস্থান আছে, বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরু ইহা সমগ্র সচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় ও আচার্য্যগণের আচরণ দ্বারা সমর্থিত—এই সকল বিষয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবাপরাধিগণকে তথা শুদ্ধ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশার্থীকে জানাইবার জন্যই আচার্য্যগণ দীক্ষিত বৈষ্ণবের সাবিত্রসংস্কার গ্রহণপ্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ মেয়েলি-শাস্ত্র-প্রাবল্যে বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজের নিষ্পেষণে এই সকল সদাচার বৈষ্ণব সমাজ হইতে লুপ্তপ্রায় হইলেও পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে কোন বাধা নাই।

আশা করি নাথ মহাশয় নিরপেক্ষ হইয়া এই সকল বিষয় ধীর ভাবে অনুধাবন ও পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকিলে যেমন নির্ম্মল শাস্ত্রার্থ হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ চিরকালই বঞ্চিত থাকিব ও বঞ্চিত অবস্থাকেই বজায় রাখিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিব—এরূপ ইচ্ছা থাকিলে কখনও আমাদের সুবিধা হইতে পারে না। গোস্বামিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব অম্বোপাখ্যান ১৭৯।২৫

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
— হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্-
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"
—ভাঃ ৫।৫।১৮

শুদ্ধবৈষ্ণব দাসাভাস
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়)
সম্পাদক, গৌড়ীয়

কলিবৈরী

আমার নাম কলিবৈরিদাস অধিকারী। গৌড়ীয়ের সুধীপাঠকগণ শ্রীপত্রের আবরণীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আজ বহুদিন হইতে আমার নামটী লক্ষ্য করিয়া আসিবেন। অনেকে এরূপ নূতন নাম দেখিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই, আজ আমি আমার কিছু পরিচয় প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ের কলি-পরীক্ষিৎ-সংবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কলিবৈরিপরীক্ষিৎ-মহারাজ একজন পরমবৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। এই বৈষ্ণব মহারাজের নিকটই আজন্ম বিরক্ত পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামিপ্রভু ভাগবতকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আজ আমরা সেই কলিবৈরিবৈষ্ণবমহারাজের কৃপায় ভাগবতামৃত ফল আস্বাদন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহারাজ পরীক্ষিৎ একদা সরস্বতীতীরস্থ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি অবৈধভাবে রাজবেশ গ্রহণ করিয়া অনাথ গোমিথুনকে প্রহার করিতেছে। বৃষটী ত্রিপাদহীন ও গাভীটী বৎস-হারা অনাথার ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। ঐ বৃষটী আর কেহই নহে—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। কলিতে তাঁহার তপঃ, শৌচ ও দয়ারূপ ত্রিপাদ বিনষ্ট হইয়াছে। সত্যরূপ একপাদে ঐ বৃষরূপিধর্ম্ম কোনওরূপে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাহাও দুর্দ্দান্ত কলি ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ গাভীটী—সাক্ষাৎ পৃথিবী। অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভয়ে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। ধর্ম্মপালক বৈষ্ণবরাজ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ ও পৃথিবীর শান্তি বিধানার্থ কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কলি অনন্যোপায় হইয়া মহারাজের চরণে শরণাগত হইল। মহারাজ কলিকে শরণাগত দেখিয়া প্রাণে বধ করিলেন না, কিন্তু বলিলেন, "তুমি আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না।" কলি সর্ব্বত্রই মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য অর্থাৎ দুর্জ্জন-দণ্ডবিধাতা বৈষ্ণবের আধিপত্য ব্যতীত কোনও স্থান দেখিতে না পাইয়া স্বয়ং পরীক্ষিৎকেই তাহার অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে (১) **দ্যূত**, (২) **মদ্যাদিপান**, (৩) **স্ত্রী** ও (৪) **জীবহিংসা**—এই চারিটী স্থান প্রদান করিলেন। কলি পুনরায় স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে একতাল স্বর্ণ প্রদান করিলেন। কারণ উহাতে একাধারে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা, হিংসা, ও শত্রুতা এই পাঁচটীই আছে। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যিনি ধার্ম্মিক, নেতা, রাজা বা গুরু হইবেন, তিনি এই সকল কলির স্থান হইতে সর্ব্বপ্রকারে দূরে থাকিবেন।

এখন আমার নাম 'কলিবৈরিদাসাধিকারী' কিরূপে হইল, তাহা বলিতেছি। শুদ্ধবৈষ্ণব মাত্রেই কলিবৈরী অর্থাৎ তাঁহারা দ্যূত, তামাক-ধূম্র, গাঁজা-ধূম্র, মদ্যাদি পান, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বা কোনও প্রকারে প্রাণিহিংসা করেন না। যাহারা বৈষ্ণবব্রুব বা বেষধারকের আবরণে নেকড়েবাঘ তুল্য পরহিংসক—তাঁহারাই কলির সহচর। যাঁহারা দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, ও কনক—এই কলির স্থান-পঞ্চকে নিত্য অবস্থান করেন। তাই, মদীয় আচার্য্যদেব আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস্যে অধিকার প্রদান করিবার জন্য, আমাকে 'কলিবৈরিদাসাধিকারী' নাম প্রদান করিয়াছেন।

ঐ কলির স্থানপঞ্চকে কিরূপে বৈষ্ণবব্রুবসমাজ অবস্থান করিতেছেন, তাহা একদিনে শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য পাঠকগণের থাকিবে না মনে করিয়া আজ কেবল প্রথমোক্ত কলিস্থান অর্থাৎ 'দ্যূত' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পরবর্ত্তিসময়ে এক একটী করিয়া আলোচনা করিবার আশা থাকিল।

সংস্কৃত দিব্ ধাতু ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'দ্যূত' শব্দটী নিষ্পন্ন। 'দিব্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা। অপ্রাণী বা অচেতন বস্তুর দ্বারা ক্রীড়াকেই দ্যূতক্রীড়া কহে। তাস, দাবা, পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়ামধ্যে গণ্য। অধুনাতন লটারি, ঘোড়দৌড়, পোলোখেলা প্রভৃতিকেও দ্যূতক্রীড়া মধ্যে গণনা করা যায়। সাধারণ লোকে এই সকলকেই দ্যূতক্রীড়া বলিয়া জানেন। কিন্তু কলির অভ্যুদয়ে যে কত নূতন

নূতন দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কেবল তাহাই নহে, এখন ধর্ম্মের নাম করিয়া আবার যে কতপ্রকার দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমানে ভাগবত, নাম, মন্ত্র, প্রভৃতিকে অচেতনবস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনেকে উহার দ্বারা জুয়াখেলার ন্যায় দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যদি বল, ভাগবতাদিকেও অচেতনবস্তু ভাবা কিরূপ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতকে সাক্ষাৎ সম্বিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন, নাম ও অর্চ্চাবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়াছেন। যথা :—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।

*   *   *

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

*   *   *

"মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
ইথে যা'র ভেদ তা'র নাশ ভাল মতে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ

'নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার।'

—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ

—কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সকল পরমচেতন বস্তুকে কলিসহচরগণ অচেতনবস্তুরূপে ধারণা করিয়া লইয়া উহার দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করিতেছেন অর্থাৎ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য ও কনক কামিনী প্রতিষ্ঠালাভের জন্য উহার দ্বারা নানাপ্রকার খেলা খেলিতেছেন। কেহ বা ভাগবত (?) লইয়া, কেহ বা নাম (?) লইয়া, কেহ বা অর্চ্চাবিগ্রহ (?) লইয়া নানাপ্রকারে দুর্য্যোধন, শকুনি, নলরাজা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাভারতোক্ত দ্যূতক্রীড়কগণের ন্যায় জগতে পরস্পর কলহ, কখনও বা কিছুকালের জন্য একত্র সম্মেলন, কপটতার দ্বারা অপরকে ঠকান, কখনও বা নিজে ঠকা—এইরূপ নানাবিধ ভাবে জগতে বিচরণ করিতেছেন। কেহ কেহ আবার ভাগবত-গ্রন্থ প্রকাশের অভিনয়, ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশের অভিনয় দেখাইয়া, কখনও বা স্ব স্ব দ্যূতক্রীড়ার অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতৃগণের প্রতি দোষারোপ প্রভৃতি কতই না কি করিতেছেন! কেহ আবার ঐসকল দ্যূতক্রীড়ার জন্য মিলনগৃহ, আখড়াবাড়ী, ক্লাবহাউস, সম্মিলনী কত কি করিতেছেন!

যাহা হউক, আজ আমি দ্যূতক্রীড়কগণের কথা সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। আমি জানি, আমার এই 'কলিবৈরিদাস' নামটী কলিসহচর ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রিয় এবং আমার চেষ্টা 'দুর্জ্জন মুখচপেটিকা'র ন্যায় দুর্জ্জন-গণের নিকট অসহনীয়া হইলেও উহা সারগ্রাহী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট 'সজ্জনতোষণী'স্বরূপা বলিয়া সমাদৃতা হইবে।

শুনিলাম, কোনও এক স্বার্থান্ধব্যক্তি শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর 'ভক্তিসন্দর্ভের' কদর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! পাছে ঠকিতে হয়, ইহা ভাবিয়া ঐ ব্যক্তি একটী অজ্ঞাতকুলশীল ভুঁইফোঁড় ব্যক্তির নাম দিয়া ঐরূপ ভক্তিবিদ্বেষে নিযুক্ত হইয়াছেন! এইরূপ করিবার কারণ এই যে, যদি কোন স্থলে বোকা বলিয়া প্রমাণিত হইতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ বিপদটী অজ্ঞাতকুলশীলের উপর দিয়াই নীরবে চলিয়া যাইতে পারিবে! আবার শুনা যায় যে, ঐ ভক্তিবিদ্বেষিব্যক্তি ভক্তিসন্দর্ভের প্রকৃত কথা ও সিদ্ধান্তগুলি শুদ্ধভক্ত্যাচার্য্যের নিকট হইতে কৌশলে বাহির করিয়া পরে নিজের পাণ্ডিত্য-ছলনা দেখাইয়া উদরভরণ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য এইরূপ এক খেলা খেলিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাও দ্যূতক্রীড়ার অন্য আর একটী চিত্র বটে।

আজ কাল প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি রহিত হইয়া এবং সদ্গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস কিরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে, তাহার একটী চিত্র আজ সুধীপাঠকগণকে দেখাইতেছি।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য রূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। সেই আচার্য্য প্রবর ষট্‌সন্দর্ভ নামে একটী অপূর্ব্ব বিচারগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহারই অনুব্যাখ্যা বা পরিশিষ্ট গ্রন্থস্বরূপে 'সর্ব্বসম্বাদিনী' নামক একটী অতুলনীয় গ্রন্থ তিনি সারগ্রাহি-কৃষ্ণভজনপরায়ণ সজ্জনের করকমলের শোভাবর্দ্ধনকারি-রত্নরূপে বিতরণ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের হস্তলিখিত কয়েকটী প্রাচীন প্রতিলিপি আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শন করিয়াছিলাম। একদা আমার সহিত শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীপাদ * * * গোস্বামিমহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি

বলেন যে, দু'একজন ভজনবলসম্পন্ন ভক্তিসংসিদ্ধান্তবিৎ মহাপুরুষ ব্যতীত সর্ব্বসম্বাদিনীর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর কেহই করিতে পারিবেন না। তদুত্তরে আমি বলিলাম,—'কেন মহাত্মন্! বঙ্গদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত' ইহার একটী বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।" তিনি একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি কি বলিতে পারেন, তিনি "নিষ্টঙ্কিত" শব্দের অর্থ কি করিয়াছেন?" আমার সেই সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদিত গ্রন্থ দেখা ছিল না। এইরূপ কথা শুনিবার পর আমার রসিক বাবুর অনুবাদিত গ্রন্থখানি দেখিবার কৌতূহল জন্মে। গ্রন্থের প্রথম পাতা উল্টাইতে না উল্টাইতেই দেখি যে, অনুবাদক মহাশয় শব্দার্থ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু বহু বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি শ্রীশঙ্করভাষ্য, শ্রীরামানুজ বা শ্রীধর সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি পদে পদে নানাবিধ ভ্রম তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থটীকে লোকের অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর সহিত আমার আলাপ নাই, আশা করি লোককল্যাণের জন্য ক্রমশঃ অনুবাদ গ্রন্থের ভ্রমগুলি বৈষ্ণব সমাজের নিকট শাস্ত্রযুক্তিমূলে উত্থাপিত করিলে তাঁহার কোনও অসন্তোষের কারণ বা প্রতিষ্ঠার লাঘব হইবে না। তবে এস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে চাহি যে—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ, বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

—চৈঃ চঃ আদি ২য়

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। এই স্থানে ইহাও বলা অসঙ্গত হইবে না যে, আমরা অনেক সময়ে ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া বা আমাদের সদ্গুরুপাদাশ্রয় ও ভগবৎপ্রপত্তির অভাব নিবন্ধন যোগ্যতার অভাবে ভক্তিশাস্ত্রের কদর্থ করিবার জন্য ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যগণের অবৈধভাবে যে সকল ভ্রম প্রদর্শন করিবার ধৃষ্টতা দেখাই তাহা কিন্তু প্রকৃত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবের সহিত এক নহে। আমার মনে হয়, সারগ্রাহী সুধী পাঠকগণ জড় ও চিৎ, মুড়ি ও মিশ্রী, ঈর্ষামূলক কদর্থ ও প্রকৃত সিদ্ধান্তকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিবেন না।

শ্রীযুক্ত রসিক বাবু 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থের শ্রীল জীবপাদের নিম্নলিখিত অংশের ব্যাখ্যা কিরূপ করিয়াছেন, যে কেহ সামান্য একটু শব্দার্থ বোধ থাকিলেই বিচার করিতে পারিবেন। এই স্থানে আর একটী কথা বলিতে চাই যে, আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তের মৎসর কদর্থকারি-ব্যক্তিগণের ন্যায় কোনও প্রকার 'ফক্কিকা' অবলম্বন না করিয়া সাধারণ সরল ভাষায় যাহাতে সকলের বোধগম্য হয়, এইরূপ ভাবে অনুবাদকের ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিব। সকলেই ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারিবেন। হৈতুক ন্যায়ের ফক্কিকাদ্বারা সাধারণ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা আমার মতলব নাই। শ্রীজীবপাদের মূল পাঠ—

"ততো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপত্র-বর্ণত্বং, কলৌ নীলঘন-বর্ণত্বং শ্রূয়তে, তদপি যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারো ন স্যাৎ, তদ্দ্বাপরবিষয়মেব মন্তব্যম্। এবঞ্চ যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি, তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ"। রসিকবাবুর অনুবাদ—

"কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যে যুগাবতার বচন কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বচন প্রমাণে জানা যায়, দ্বাপরযুগের যুগাবতারের বর্ণ শুকপক্ষবর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ নীলঘন। ইহ ও মিথ্যা নহে। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হন, উহা সেই দ্বাপর অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার **একই রস-সম্বন্ধ-সূত্রে সম্বদ্ধ**। ইহা হইতেই জানা যায় যে, শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ।"

সুধী পাঠকমাত্রেই এই অনুবাদটী কিরূপ ভ্রমাত্মক ও সিদ্ধান্তবিরোধী তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তথাপি আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ এই অনুবাদটী মূলপাঠের অনুসরণ করে নাই। "ততঃ" শব্দের অর্থ, অনুবাদক 'কিন্তু' করিয়াছেন; 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ' শব্দের অনুবাদ "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে; 'আদৌ' শব্দের অনুবাদটী আদৌ হয় নাই। যাক্, ইহাতেও বিশেষ কিছু মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু অনুবাদক "স্বারস্য" শব্দের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠকগণ দেখুন! 'স্বারস্য' শব্দের অনুবাদে অনুবাদক বলিয়াছেন "**একই রসসম্বন্ধসূত্রে সম্বদ্ধ**!"

"একই রস সম্বন্ধ সূত্রে সম্বদ্ধ"—এই কথার দ্বারা তিনি কি বলিতে চান যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর পৃথক্ এবং তাঁহাদিগকে সূত্র বিশেষের দ্বারা সংযোগ করা হইয়াছে? তাহা হইলে ত' ভগবান নির্বিশেষ বা মায়াবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা রূপানুগ শ্রীজীবের বিরুদ্ধ কথা। শ্রুতি বলেন—"রসো বৈ সঃ" তিনি স্বয়ংই রস। 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া তিনি স্বয়ংই বিষয়বিগ্রহ, স্বয়ংই আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংই রস। যুগপৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহরূপে নিজেই নিজের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তাহা না হইলে বিলাস হয় না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবপ্রভু স্বয়ং শ্রীচিদ্‌বিলাসবাদের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তিনি 'সম্ভোগরসকে' 'বিপ্রলম্ভ' এবং 'বিপ্রলম্ভ'কে 'সম্ভোগ রস' কখনও বলেন না।

অতএব অনুবাদক রসিক বাবুর প্রথম পত্রেই রসভ্রম দেখা গেল। রূপানুগ আচার্য্যগণের অনুগত না হইয়া 'গৌরনাগরী' রসের রসিকতা লইয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলারসের তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা হইতেই কি এরূপ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে? অতঃপর আরও গুরুতর ভ্রম প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৈ[illegible]রি দাসাধিকারী।

এ বিষয়ে আমাদের মতামত পরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাং নিজং
পদাম্বুজমজানতাং কিমপি গর্ব্বনির্ব্বাসনম্।
অহো নয়নগোচরং নিগমচক্রচূড়ামণিং
শচীসুতমচীকরৎ ক ইহ ভূরি ভাগ্যোদয়ঃ॥ ২৯

মহাপুরুষ অভিমানি মুনীশ্বরগণ।
তাঁর গর্ব্ব শচীসুত করে নির্ব্বাসন॥
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মহিমা সকল।
বুঝিতে না পারি করয়ে বিতর্ক কেবল॥
শ্রুতিশিরোমণি যাঁর না পায় সন্ধান।
হেন গূঢ় অবতার শ্রীশচীনন্দন॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাভাব অঙ্গীকরি'।
গূঢ়রূপে আস্বাদয়ে মনোবাঞ্ছা ভরি॥
দম্ভ অভিমানে গৌরতত্ত্ব নাহি জানে।
সর্ব্বথায় বেদ্য গৌর নিজ প্রিয়জনে॥
জগতে প্রকাশ কৈল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সুদুর্লভ প্রেম লভি' জীব হৈল ধন্য॥
অহো ভূরি ভাগ্যোদয় আমা হেন জন।
নয়ন-গোচর হৈল শচীর নন্দন॥
গৌরহরিপদাম্বুজ আশ্রিত আশ্রয়।
সর্ব্ব ছাড়ি যেই করে সেই ধন্য হয়॥ ২৯॥

সর্ব্বসাধনহীনোপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে
গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ॥ ৩০॥

শুনহে জগতবাসী গৌরাঙ্গ সুখের রাশি
ভজ ভাই প্রেমভক্তি ভাবে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় ক্ষণমাত্র দূর হয়
প্রেমানন্দসুখ সদা পাবে॥
ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ।
শীতল চরণ ছায় আশ্রয় করিয়া তায়
ঘেঁচে জিন সংসার শমন॥
পাপী অপরাধী দীন সকল-সাধন-হীন
পুণ্য যদি নাহি থাকে লেশ।
ভয় না বাসিও মনে ভজ গৌরশ্রীচরণে
মন প্রাণ সঁপিয়া অশেষ॥
যাহার স্বভাব যেন চেষ্টা জন্ম ক্রিয়া গুণ
বুদ্ধি মান জ্ঞান ধন জন।
সর্ব্বভাব ন্যস্ত করি যে ভজে শ্রীগৌরহরি
পূর্ণ তাঁর সর্ব্ব প্রয়োজন॥
পুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেমানন্দ গণি
পায় মাত্র গৌরার্পিতমনা।
অহো কি পরমাশ্চর্য্য গৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্য
বুঝিতে না পারে কোন জনা॥
পরম ঔদার্য্য-সার গোরা বিনা কেবা আর
অনুপম গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
মনুষ্য জনম ধন্য ভজ ভজ শ্রীচৈতন্য
খোয়াইলে আর পাবে নাই॥ ৩০॥

[প্রেরিত পত্র]

১নং

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন এই—

আপনার প্রকাশিত বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখের শ্রীপত্রিকায় 'প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের রচিত 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক প্রবন্ধটী সমালোচনা করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বাঙ্গলা সাহিত্যের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অনধিকারীর হাতে পড়িয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব একেবারে খেলো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমাজের প্রধান ব্যক্তির সিদ্ধান্তবিষয়ে পদস্খলন হইলে কিরূপ ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার একটু নমুনা নিম্নে দিতেছি।

"বৈষ্ণব কবিতা" রচয়িতার নিকট আমরা এক প্রতিবাদপত্র বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৩৩১ সন পাঠাইয়া ছিলাম তাহার নকল ও সঙ্গে পাঠাইলাম। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত আমরা কোন সদুত্তর পাই নাই।

১ম নমুনা :—

"বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও সেই একই ভাব। বাস্তব প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত, প্রেমকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া অপ্রকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না।"

অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রবীন্দ্র নাথ", ৩৪ পৃষ্ঠা

২য় নমুনা :—

"বৈষ্ণব কবিদের ভিতর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রেমের লীলার অনেক বর্ণনা আছে। ভক্তের ভগবান, ভক্তের দাস ভগবান্ কোলের শিশু—ভক্তের সঙ্গে কত মধুর লীলা বৈষ্ণব কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া নিষ্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি না করিয়া, মোহের মত্ততা রচনা না করিয়া রবীন্দ্রনাথ এমন সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে ভগবানের প্রেমের লীলাকে বর্ণনা করিয়াছেন—রবীন্দ্র নাথ কি আশার বাণী—কি চিত্ত-উন্মাদিনী বাণী ঘোষণা করিয়াছেন।"

—"রবীন্দ্রনাথের বাণী"

শ্রীমতী হেমলতা দেবী লিখিত, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩২ সন

বৈষ্ণব কবিরা নিষ্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, মোহের মত্ততা রচনা করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে ভগবানের প্রেমের লীলাকে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীমতী হেমলতা দেবীর এই সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবসমাজ বিশেষ ব্যথা পাইয়াছেন।

আর শ্রীযুক্ত অজিত বাবুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণায় আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নিকট লিখিত প্রতিবাদ পত্রের নকলের অংশ।

ফরিদাবাদ, ফরিসভা
৬ই শ্রাবণ ১৩৩১ সন

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন এই :—

আপনার রচিত 'বৈষ্ণব কবিতায়' আপনি বৈষ্ণব কবি ও পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের পক্ষ হইতে নিম্নে কয়েকটী বিষয় আপনার গোচরীভূত করিলাম। স্বীয় উদারতাগুণে ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

নায়কনায়িকাসম্বন্ধীয় প্রণয়ের গীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু বহু কবি গাহিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবকবিগণ সেই জাতীয় প্রণয়ের গীত গান করেন নাই।

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কিছু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রণয়ের গীতিই গাহিয়া গিয়াছেন।

বিনীত—

শ্রীনিতাই চাঁদ গোস্বামী
শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়

'বৈষ্ণব কবিতা' ব্যতীত তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গীতাগুলিতে দেখিবেন একস্থানে আছে :

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,

নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে ইত্যাদি। ১২০ নং গান

আমরা এবিষয় শ্রীযুক্ত কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের নিকট লিখিলে তিনি উত্তর দিয়াছেন—

"Dr. Tagore is a great man of different belief. He can write what he thinks."

পরিশেষে নিবেদন এই :

আপনার শ্রীপত্রিকা, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে দেখিয়া আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছি, এই জন্য আমাদের প্রাণের বহুকালের সঞ্চিত ব্যথা শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু বুঝিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুকেও উক্ত চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথক পত্রে তাঁহার অপসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র যথাসময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও আপনাদের নিকট কিছুদিবস পূর্ব্বে উহার নকল পাঠাইয়াছি। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুও প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু, শ্রীযুক্ত অজিত বাবু ও শ্রীমতী হেমলতা দেবীর মতই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের মর্ম্মে নানা ভাবে আঘাত করিয়াছেন। এই ভাবে আমাদের দেশে পদ্যে ও গদ্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলার অমর্য্যাদা দর্শনে প্রাণে যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা দূর করিতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু গৌড়ীয় মঠকে শক্তি সঞ্চার করুন। ইহাই আমাদের একমাত্র নিবেদন।

বিনীত— (স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়
১০।৯।১৩৩২

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কেন, সর্ব্বত্রই প্রাকৃত সহজিয়াবাদরূপ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা জীবের স্বরূপধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত জীব মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃত তাঁহার প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর সমজাতীয় বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহারই অপর নাম, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ শ্রীনাম ও আভিধানিক শব্দ, নাম ও নামাপরাধ, শালগ্রাম ও উপলখণ্ড, ডা'ল ভাত ও মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সব এক! এইরূপ জাতিবুদ্ধি হইতেই বৈষ্ণবে কখনও বা সমজ্ঞান, কখনও বা লঘুজ্ঞান হইয়া থাকে। আজকাল প্রাকৃত সহজাত ধারণায় পুষ্ট ব্যক্তিগণ এইরূপ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে নিষ্ণাত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সৎসিদ্ধান্তের নানা প্রকার কদর্থ করিতেছেন। ইহার একটী চিত্র গত পৌষমাসের "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক পত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজীভাষার "Charity begins at home" প্রবাদটাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গৌঃ সঃ

২নং

পরমারাধ্য শ্রীপাদ গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়—
শ্রীচরণকমলেষু—

গত ৩রা পৌষ ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ ৩ জন ব্রহ্মচারীসহ বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিনপাই গ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমলধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বীরভূম জেলা রাঢ়দেশান্তর্গত, এখানে পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব স্থান ; একদিন যে স্থানে দয়ার অবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ অযাচিত ভাবে দ্বারে ২ প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেইস্থানে কালের পরিবর্ত্তনে কলিরাজের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় নানাপ্রকার উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া নির্ম্মল জীবাত্মার বিমলধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু অদ্য আবার ৪৩৯ বৎসর পরে আমাদের পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে দ্বারে ২ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছে যেন সাক্ষাৎ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত কোন অনুগতজনকে প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অপরূপ নর্ত্তন এবং অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন এবং তাঁহার আনন্দময়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদের মরুভূমি সদৃশ অনুর্ব্বরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রীভাগবত পাঠে এইস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছে, যে, তাহারা এরূপ শুদ্ধভক্তির কথা আর জীবনে কখনও শুনেন নাই।

নিবেদনমিতি শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু—
শ্রীভুজঙ্গভূষণ মিত্র।
৭ই পৌষ ১৩৩২ সাল, ছিনপাই পোঃ, বীরভূম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে পৌষ ১৩৩২, ৯ই জানুয়ারী ১৯২৬ | ২১শ সংখ্যা

সার কথা

কর্ম্মীর গতি কি ?

নিজ ভাগ ভাল বলি সেই করে কর্ম্ম।
পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে মূঢ় কৃষ্ণ পাশরিয়া॥

— চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড

জ্ঞানীর গতি কি ?

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

-চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম

ভক্তের গতি কি ?

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ কি ?

তাহান কৃপার স্বভাব এই ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবির খাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যাঁর অরণ্যে বিলাস॥

চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ

অগ্রে কৃষ্ণসেবা না দেহ রক্ষা ?

এ উপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥
শুন শুন সন্ন্যাসি-গোসাঞি, যে কহিব।
নিজকর্ম্মে—যে আছে, সে অবশ্যে মিলিব॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য [illegible]

বৈষ্ণব কি অক্ষজজ্ঞানগম্য ?

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা—পরানন্দ সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, কুল, ধন মদে বৈষ্ণব না চিনে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

শ্রীহরিই একমাত্র নিরন্তর কীর্ত্তনীয়, আর জগতের যত কথা উহার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক তুল্য। অন্যান্য কথা উপাধি-দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত নিরপেক্ষভাবে এই সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি "কোন কথাটা গ্রহণ করিব"—এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। শ্রুতি বলেন, ভগবান্ স্বয়ং চেতনময় বস্তু। অনুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য হইতে অসংলগ্ন হইয়া যে বিচার করিবে তাহা কখনও ঠিক বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে জীব সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভক্তের নিকট শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান, তিনিই নিত্য সত্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতে থাকেন। তাঁহার আর অন্য কোন কাজ থাকে না।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতের অচেতন জীবের চৈতন্যবৃত্তি উদ্বোধন করিয়া সেই চৈতন্যবৃত্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন।

"শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

— চৈঃ চঃ আদি ৩য় ৩৪

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ নিজ মনোহারী দোকানের সামগ্রীর canvasser খাপানওয়ালা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন। কারণ charity (বদান্যতা) ও canvass খাপান এক কথা নহে। শ্রীগৌর-সুন্দর মহাবদান্য। তিনি বলেন, সত্য স্বয়ং, জীবের সেবোন্মুখ বৃত্তির নিকট প্রকাশিত হয়, উহা ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহে। শ্রৌতপন্থিগণই মহাজন, তর্কপন্থিগণ মহাজন নহেন। বন্ধমোক্ষবিৎ পুরুষই—মহাজন। প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়সমূহ পরস্পর মতভেদযুক্ত। সত্য বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে অসমর্থ বলিয়াই এইরূপ গণ্ডগোল হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, 'গণেশ, শক্তি বা নিরীশ্বরতার পূজা করিব, কেহ বলিতেছেন, 'ভগবান্ আমার রুচির অনুকূল হইবে', কেহ বলিতেছেন 'ভগবানকে আমি মন দিয়া গড়িয়া লইব, আবার ঐ মনের দ্বারা আমার মন-গড়া মূর্ত্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব'—এইরূপ নানা মত জগতে প্রচলিত আছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এই সকল কথা নহে। চেতন-বৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্য সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। জগতের লোকের অন্যান্য কাজ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কখনও জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় হিংসার কথা বলেন না। জগতের লোক অসত্য রাজ্যে তাৎকালিক প্রতী-কারের চেষ্টা দেখাইতেছে মাত্র। অসত্যকে সত্য মনে করিয়া লইয়া যে প্রতারণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হইতেছে না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের যথার্থ মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাতে বাধা প্রদানে সত্বর। প্রথম বাধা আমাদের স্থূলদেহ দ্বিতীয় বাধা দেওয়ার যন্ত্র আমাদের মন।

যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, উহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তু মাত্র, তাহা ভগবান্ নহেন। উহাকে মঙ্গলার্থিজনের সেবা করার আবশ্যক নাই। সেখানে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তিরই তাণ্ডব নৃত্য। কিন্তু অধোক্ষজভগবানের সেবকসূত্রে একমাত্র ভগবানেরই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য সকলে মিলিয়া যদি আমরা ভগবানের সেবা করি, তবেই আমাদের মঙ্গল সম্ভাবনা।

কাহারও কাহারও মতে ভগবান্ একজন order supplier (ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রার্থনীয় দ্রব্য সরবরাহকারী,) তাই অনেক সময় আমরা 'ধনং দেহি, জনং দেহি', কখনও বা 'মোক্ষং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি, দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ বণিক্ নহেন। তিনি—"ফেল কড়ি, মাখ তেল"—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ কিরূপ তাহা ত্রিদণ্ডিশ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

সাক্ষাৎ ভগবৎসেবকের ভগবানের সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎসঙ্গ ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। 'তাহার যে কিছু বস্তু আছে' বলিয়া অভিমান আছে, সমস্তই শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে অসমন্বয়তা নাই, আবার কাল্পনিক সমন্বয়তাও নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন—'হে জীব, তুমি কে আগে জান'। তাঁহাদের কথা যদি আমাদের অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষ পিতা যেরূপ শিশুর মঙ্গল, এবং সদ্‌বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য শিশুকে ও রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল কথা বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও জগতের নিখিল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সমাজের রুচির প্রতিকূলে কথা বলিলেও তাঁহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকেন। চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলে ভীত হইতে হইবে না। তাঁহারা মঙ্গলের জন্যই আসেন। দলাদলি করিব, অপরের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিকতর প্রতিভাসম্পন্ন আর একটী নূতন মত স্থাপন করিব—এইরূপ ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য-ভক্তের নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শুক্লাম্বরের সৌভাগ্য

জয় জয় শুক্লাম্বর দ্বিজকুল-মণি।
করিলে পবিত্র পদ-পরশে অবনী॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তুমি, ল'য়ে ভিক্ষা ঝুলি।
অসঙ্গ গৌরাঙ্গ-প্রেমে আভিজাত্য ভুলি॥
'হা গৌরাঙ্গ' বলি, নদীয়ার পথে পথে।
মুষ্টি ভিক্ষা করি, জয় করিলে জগতে॥
কোন্ রাজ-অধিরাজ ত্রিলোকের পতি।
বিকাইল তব প্রেমে দীনভাবে অতি॥
অখিল বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী ভিক্ষা করে যাঁর।
পাদ-পদ্ম-প্রেম-মধু-বিন্দু অনিবার॥
ব্রজ-বণিতার নবনীত-সুকোমল।
শ্রীকরে নবনী যাঁর সুভোজ্য কেবল॥
কমল-কোমল কান্ত সেই প্রাণধন।
শচী মা'র, নদীয়ার জীবন-জীবন॥
লইয়া তণ্ডুল শুষ্ক ঝুলি হ'তে তব।
করিলা ভোজন ভুলি' অখিল বৈভব॥
হায়, হায়, হরি, হরি,—কি ভাগ্য তোমার!
শুনি সাধু-শাস্ত্রে সেই দশা হ'মি তাঁর॥
কাঙ্গাল সুদামা বিপ্র, দ্বারকা ভবনে।
খুদ কেড়ে খাইলেন তিনি মনে মনে॥
সেই তুমি,—সেই তুমি—কি ভাগ্য তোমার!
প্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী হইলে এবার॥
নিত্য-সহচর তাঁর তোমরা সকলে।
তুলিতে পতিত জনে এস নানা ছলে॥
চরণ-কমলে রাখ করি দাস-দাস॥
কাঙ্গাল এ 'কৃষ্ণামৃত' করে অভিলাষ॥

ভ্রমনিরাসবর্ত্তিকা

শ্রীপত্রের চতুর্থখণ্ড ১২শ সংখ্যায় যে সকল 'সাধারণ ভুল' প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বে চারিটী সাধারণ ভ্রম শাস্ত্রযুক্তিমূলে নিরাস করা হইয়াছে। এক্ষণ ৫ম সংখ্যক ভ্রমটী সমালোচিত হইতেছে।

পঞ্চম সংখ্যক 'সাধারণ ভুলটী' এই জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য উপায়ের ন্যায় ভক্তিও একটী উপায়!

আমরা অনেকেই অথবা অনেকেই কেন শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সাধারণ বিচারে সকলেই এইরূপ বিচার করিয়া থাকি। সাধারণ বিচারযুক্ত লোক

ও চক্ষু লইয়া শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম ও দর্শন করিবার চেষ্টা করিলে এইরূপ ভুলই স্বাভাবিক। এমন কি যদি কেহ এইরূপ বিচারপ্রণালীকে ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে ও আমরা 'সঙ্কীর্ণ', 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি বলিয়া আমাদের শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গমে অসামর্থ্য বা শাস্ত্রার্থ বঞ্চিত হইবার যোগ্যতাকেই উদারতা বা সমন্বয়বাদ মনে করিয়া আরও অধিকতর ভ্রমে পতিত হই।

'উপায়' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের উপায় দ্বারা লভ্য বা প্রাপ্য 'উপেয়' সম্বন্ধে স্থির ধারণা ও সিদ্ধান্ত থাকা আবশ্যক। এই উপেয় বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও শুদ্ধভগবদ্ভক্তের উপেয়ের মধ্যে বিস্তর ভেদ বর্ত্তমান।

কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনী একজন কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান পুরুষ। তিনি বলেন যে, ইহকালে ও পরকালে অভ্যুদয়ই উপেয় বস্তু; অমর পুরীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভই প্রয়োজন; কখনও বা এইরূপ জড়-বিশেষ বা জড়-বিলাস ধর্ম্ম হইতে জড়-বিশেষ-ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষভাবের প্রতি আদর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কর্ম্মিগণ ইহলোকে সাংসারিক সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গাদি সুখভোগকেই বাঞ্ছিত বস্তু জ্ঞান করেন। ইহারই নাম জৈমিনীর ভাষায় 'অভ্যুদয়'। ভোগে অতৃপ্ত হইয়া কিম্বা ভোগদ্বারা ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া যে জড়বিশেষাবস্থার ব্যতিরেক অবস্থাকে বরণ করিবার আগ্রহ দেখা যায়, তাহারই নাম—'নিঃশ্রেয়স্'। পরন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ঐরূপ 'অভ্যুদয়' বা 'নিঃশ্রেয়স্' উভয়ই প্রাকৃত ধারণা, চেষ্টা ও চিত্তবৃত্তি হইতে সমুদ্ভূত ব্যাপারবিশেষ। সুতরাং উহাও প্রাকৃত। উহাতে নির্ম্মলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, আত্মার সহজ বৃত্তির পরিস্ফূর্ত্তি নাই। এই জন্যই কর্ম্ম, ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মের উপায় ও উপেয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান। যেমন দেবদত্ত একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। দেবদত্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ কিছু 'উপেয়' নহে, পরন্তু অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতে সমুদ্ভূত যে সুখ বা প্রতিষ্ঠা কিম্বা ইহলোকে ও পরলোকে দৈহিক ও মানসিক সুবিধা, তাহাই দেবদত্তের যজ্ঞকর্ম্মের ফল। সুতরাং এইস্থলে যজ্ঞক্রিয়ারূপ উপায় যজ্ঞফলরূপ উপেয়ের সহিত এক নহে, পরন্তু দুইটী ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু ভক্তি সেইরূপ ব্যাপার নহে। ভক্তিতে বা ভক্তি-যোগে উপায় ও উপেয় ভেদ নাই। উপায়ই তাহার পরিপক্কাবস্থায় উপেয়। উদাহরণস্বরূপ :—যেরূপ পরমোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট আম্র, উহার পক্কাবস্থায় কিছু উহার অপক্কাবস্থা হইতে আর একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এক আম্রই কাঁচা, ডাসা ও পক্কাবস্থতা ভেদে স্বাদের তারতম্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভক্তিও 'সাধন ভক্তি' 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি'রূপে একই বস্তু। দেবদত্ত তাঁহার অশ্বমেধ-যজ্ঞ ক্রিয়া সমাধা হইলে, যখন আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন, তখন আর তিনি পুনরায় যজ্ঞাদির ক্লেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না, পরন্তু ঐ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সুখভোগে রত থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখন ভগবৎসেবা-সুখ তাৎপর্য্যবিশিষ্টা ভক্তিকে ত্যাগ করেন না। তিনি আরও অধিকতর ভাবে তাহাতেই আকৃষ্ট হন।

ভক্তি কর্ম্মের ন্যায় কোন ফলভোগপ্রাপক-কর্ম্ম বা জ্ঞানের ন্যায় কোন ফলত্যাগপ্রাপক ব্যাপার নহে। কর্ম্ম, দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হয়, সুতরাং উহার ফল, দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়া করে। দেহ ও মন অনিত্য। সুতরাং দেহ ও মনের উপর ক্রিয়াশীল বস্তুও অনিত্য।

ভক্তি—আত্মার সহজ বৃত্তি। আত্মা যখন শুদ্ধ-সেবোন্মুখী হয় অর্থাৎ যখন আত্মার উপরে স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ অনিত্য আবরণদ্বয়ের ক্রিয়া অর্থাৎ আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কার্য্য তিরোহিত হয়, অপর ভাষায় যখন জীবের অন্যাভিলাষ বা ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা ফলত্যাগস্পৃহা এবং ইহামুত্রফলভোগরূপা ফলগ্রহণস্পৃহা বিদূরিত হয়, অর্থাৎ যখন শুদ্ধজীবাত্মা কর্ম্ম-জ্ঞান-স্পৃহা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তাঁহার সহজ, নির্ম্মলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হন, তখনই সেই সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে দেহ ও শুদ্ধ মন যে সকল ভগবৎ-সেবানুকূল্য-বিধায়িনী ক্রিয়া করেন, তাহাই 'সাধন-ভক্তি' এবং এই সাধন ভক্তিই ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভগবদ্ভাব বিভাবিত ও অনুরাগ-প্রচুরা হইয়া ভাব-ভক্তি ও প্রেম ভক্তিরূপে প্রকাশিতা হন।

সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত ভক্তি সমপর্য্যায়-ভুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানযোগাদিচেষ্টার জড় বিশেষ বা জড়বিলাসের ব্যতিরেক অবস্থাই লক্ষিত হয়। ঐরূপ চেষ্টা প্রাকৃতিক-বিশেষ-ধারণা হইতেই জৈব-জ্ঞানে উদিত

হইয়া থাকে। এই জন্য ফলভোগবাদ-কর্ম্ম হইতে শাস্ত্রে ফলত্যাগবাদ জ্ঞান বা যোগের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। যেমন ব্যভিচার ও লাম্পট্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রে বিবাহের ব্যবস্থা, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে একটু শৃঙ্খলতায় আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ম্ম মার্গের ব্যবস্থা। আবার কর্ম্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গে ফলভোগের আধিক্য দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ উহা হইতে নিবৃত্তিমার্গ বা ফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জড়বিশেষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রথমে তদ্ ব্যতিরেক অবস্থার উপরই সর্ব্বপ্রথমে ধারণা স্থির করিতে হয়। যেমন বৃদ্ধবশিষ্ঠ-অরুন্ধতী-নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে প্রথমে স্থূল দর্শন দ্বারা অর্থাৎ অরুন্ধতী-নক্ষত্রের পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে চক্ষুর্গোলক স্থির করিয়া ক্রমে একাগ্র লক্ষ্যবর্ণন দ্বারা অরুন্ধতীকে দর্শন পথে আনিতে হয়, তদ্রূপ চিৎ-সবিশেষ বা চিদ্বিলাস রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথম মুখেই জড়বিশেষ হইতে চিৎসবিশেষতার পার্থক্য জানিবার জন্য জড়ব্যতিরেক বাদ বা জ্ঞানমার্গের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু ঐরূপ জড়ব্যতিরেকাবস্থায় চিত্তস্থির করিয়া যদি মূল প্রয়োজন চিৎ-সবিশেষ বা চিদ্বিলাস-মার্গকে জীব প্রাপ্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে অরুন্ধতীনক্ষত্র দর্শন রূপ মূলপ্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল উহার নিকটস্থ স্থান বিশেষে কিছু কালের জন্য চক্ষুর্গোলককে বৃথা ভ্রমণ করাইয়া পরিশ্রান্ত হওয়া মাত্রই ফললাভ হয়।

অরুন্ধতী দেখিতে না পাইয়া যেরূপ কোন কোন ব্যক্তি নিকটস্থ জ্যোতিষ্ক সমূহকে দর্শন করিয়া কিছুকাল পরেই চক্ষু ফিরাইয়া লন, তদ্রূপ জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষবাদকে বহুমানন করিলেও জীব মূলবস্তু আশ্রয় করিতে না পারিয়া পতিত হইয়া যান। তাই, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাঽপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণবচনম্—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

— বাসনা-ভাষ্যোদাহৃতপরিশিষ্টবচনম্

শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের কথা বুঝিতে না পারিয়া লোকে এই জন্যই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদকে বহুমানন করেন। যেমন পাপীর নিকট-তুলনায় বস্তুই পুণ্য, অর্থাৎ অসৎকর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার নিকট অধিক জ্ঞানবান্ হওয়া বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদী হওয়াই বহুমাননের বস্তু।

যেমন সনাতন শাস্ত্রে প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা, আবার মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা, আবার যাঁহারা কর্ম্মমার্গীয় পাপ ও পুণ্য উভয় পরিত্যাগ করিয়া নিরঞ্জনত্ব লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞগণের ঐ সকল পুণ্যবান ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতা, আবার ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা যাঁহারা মুক্ত ও আত্মারাম হইয়াও নিরন্তর ভগবদনুশীলনপর যে সকল ভগবদ্ভক্তগণ, শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রে জ্ঞানাদির প্রশংসাও সেইরূপ। শ্রীগীতাদি শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, উপপত্তি প্রভৃতি বিচার করিলে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই যে শাস্ত্র তাৎপর্য্য এবং শুদ্ধভক্তিই যে জীবাত্মার সহজবৃত্তি ইহাই উপলব্ধি হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান ও যোগাদির সহিত ভক্তিকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা গীতার তাৎপর্য্য নহে। গীতার সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, শ্রীগীতা ভগবৎসেবানুকূল্য ব্যতীত অপর কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ, বাসুদেব তাৎপর্য্যহীন জ্ঞানযোগাদিকে কেবল শ্রমশীল কার্য্য মাত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। যেমন শাস্ত্রাদিতে অধিকতর পুণ্যবান বলিয়া ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আবার ভগবদ্ভক্তিহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত ও অসম্ভাষ্য প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্রূপ কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি দৈব ধারণার প্রথমাবস্থায় জীবের চিন্তার বিষয় হয় বলিয়া এবং ভক্তির সহিত সঙ্গ হইয়া উহারা কিয়ৎ পরিমাণে অসৎকর্ম্মপ্রবৃত্তি, অসজ্জ্ঞান প্রবৃত্তি, অসদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয় চালনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি

নিরাস করে বলিয়া শাস্ত্রে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির ভক্তির বিরোধী হইলে অর্থাৎ কর্ম্ম, ভগবৎসেবানুকূল না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হইলে, জ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান বা ভগবজ্জ্ঞান ও সেবাবৃত্তি পরিস্ফুট না করিলে, যোগ ভগবৎ সেবা বিষয়ে ইন্দ্রিয়বর্গকে উন্মুখ না করিলে উহারা সকলেই জীবাত্মাকে স্বরূপজ্ঞান হইতে বিমুখ করিয়া নাস্তিকতাকেই আবাহন করিয়া থাকে। তাই মীমাংসকের কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানীর জ্ঞানবাদ, আত্মপ্রতিষ্ঠাভিলাষি-যোগীর যোগবাদ হরিবিমুখতাকেই আহ্বান করে। জগতে হরি-বিমুখ জনসমাজের নিকট ও অনাদিবহির্ম্মুখ নিখিল জৈব জগতের যোগ্যতার নিকট ঐ সকল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-বাদ বহুমানিত হইলেও, কখন বা ভক্তির সহিত সম-পর্য্যায়ে বিবেচিত হইলেও উহারা ভগবদ্বিমুখিনী বৃত্তি মাত্র।

তাই, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জীবের সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন।
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি' দুঃখ দেখি, পুছয়ে তাহারে॥
'তুমি কেন এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥'
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ, জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি, কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগ ফল পায়।
সুখ ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ-প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

"স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ॥"

ভাঃ ৪।২৯।৪৮

যাহাদের বুদ্ধি মলিন, তাঁহারাই বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য জানেন না। কারণ যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন সর্ব্বদা বিরাজিত, সেই জীবাত্মস্বরূপের প্রাপ্য সেই পরম লোকের কথা তাঁহারা জানিতে সমর্থ নহেন।

"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

ভাঃ ৪।২৯।৪৬

ভগবান্ বাসুদেব শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপের দ্বারা সেবিত হইয়া যখন যাঁহার প্রতি অনুকম্পা করেন, তখন সেই ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিক মার্গে অত্যাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

ভাঃ ৩।২৩।৫৬

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ভাঃ ১০।১৪।৪

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

ভাঃ ১।৬।৩৬

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

এই কথা বলিয়া, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, নারদ আবার বলিলেন, "পিতঃ, কৃপা করুন। আর মায়াজাল বিস্তার করিবেন না। আমাকে আমার চির-বাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র দান করুন; কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণগুণ-গাথা বর্ণন করুন; আমার অপূর্ণ পিপাসা পূর্ণ হউক; তারপর আমি আপনার প্রীতি সাধন করিব।" তখন তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি মনে প্রজেশ কহিলেন,—"বৎস, তুমি শিবলোকে জ্ঞানগুরু শিব-সন্নিধানে গমন কর। তিনিই তোমাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন। তারপর এখানে আসিবে।"

পিতৃবাক্যে নারদ শিবলোকে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—

'প্রতপ্তহেমাভজটাধরং বিভুং
দিগম্বরং শুভ্রমনন্তমক্ষরম্।
মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালয়া
কৃষ্ণেতি নামৈব মুদা জপন্তম্॥'

(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ২৫—১০)।

ভাবে ভোর দিগম্বর মন্দাকিনী-জাত পদ্মবীজ মালায় পরমানন্দে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই নাম জপ করিতেছেন। শিব, সানন্দে পুলকাঙ্গ প্রণত নারদকে আলিঙ্গন করিয়া, পরমাদরে আসনে বসাইলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর, সেই জিজ্ঞাসু শরণাগত শিষ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে সবিস্তার ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। আর, বিদায়কালে তাঁহাকে একবার বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-ঋষির কাছে যাইতে বলিলেন। শিব আজ্ঞায় নারদ আবার তথায় গমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—নন্দন-বন-সদৃশ সুন্দর কাননে মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব আদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যোগি-গুরু নারায়ণ ঋষি রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছে। ঋষিগণ স্থিতমনে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে তাহা শ্রবণ ও শ্রবণ করিতেছেন। তিনি, নারদকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন। নারদ প্রণাম করিলে, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তুল্যাসনে বসাইলেন। তিনিও, আসন গ্রহণ করিয়া কুশল প্রশ্নের পর, জিজ্ঞাসু নারদকে ভগবৎকথা কহিলেন। এবং বিদায়কালে বলিলেন, "নারদ তুমি সম্প্রতি তোমার পিতার নিকটে তাঁহার প্রীতি-সাধন কর্ম্মই কর। পরে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে।"

অতঃপর, একদিন এক নির্জ্জন স্থলে, তাঁহার পরম বৈরাগী পূর্ব্বজ-ভ্রাতা সনৎকুমার কৃষ্ণনাম করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নারদ তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সহাস্যমুখে সনৎকুমার কহিলেন,—হরিসেবা ব্যতীত শুভাশুভ সকল কর্ম্মই ভক্তিদ্বারের অর্গল-স্বরূপ, উহাই মায়ার বন্ধন; উহাই নরকের পথ; আর, গর্ভবাসের বীজ ও উহাই! পাপী নরাধমেরাই স্বপ্ন বলিয়া সানন্দে এই গরল পান করে। তুমি একান্ত হইয়া এখনি আমার এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র লইয়া প্রস্থান কর। আমি এই কৃষ্ণনাম জপ করিয়াই সর্ব্বপূজিত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি। এই কৃষ্ণনামই সকলের সারাৎসার পরম মন্ত্র।

এই বলিয়া কৃষ্ণৈকসাধন, সর্ব্বত্যাগী সনৎকুমার, ভ্রাতা নারদকে স্নান করাইয়া, সিদ্ধ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ নারদের পথ রোধ করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চির-

মনোগত সঙ্কল্প সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। নারদ ভক্তিযোগাশ্রম ভারতবর্ষে আসিয়া, ভগবৎ সাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার চিরাভীষ্ট বস্তুও লাভ হইল। তিনি সেই ব্রাহ্ম তনু ত্যাগ এবং প্রকৃত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের সদা-**সেবা প্রাপ্ত হইলেন।**

শ্রীভগবানের নিত্যসেবক, এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীনারদই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য স্থল। তিনিই বেদ-ব্যাসাদির গুরু। তাঁহার সেই হরিপার্ষদরূপ শুদ্ধস্বরূপে দারগ্রহণাদি কোনও মায়া-সম্বন্ধ ঘটে নাই। চতুঃসনের মত শ্রীনারদও নৈষ্ঠিক (অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মচর্য্যরত) ভক্তই ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ২৪শ অধ্যায়ে ২০শ শ্লোক টীকায় সর্ব্ববিৎ শ্রীধরস্বামী, শ্রীনারদকেও চির-ব্রহ্মচর্য্যরত চতুঃসন (সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন) সহ গণ্য করিয়া, পঞ্চজনকেই নৈষ্ঠিক বলিয়াছেন। যথা,—"নৈষ্ঠিকৈরেতৈঃ পঞ্চভিঃ" ইত্যাদি। বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্ম মায়িক জীবের মত নহে; তাহা প্রাকৃতজ্ঞানের অতীত।

শ্রীমদ্ভাগবতে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি শ্রীনারদের যে সুগভীর তত্ত্বোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে তাহা শাস্ত্র-সিন্ধুমথিত সুধা স্বরূপ। তাহা ত হইবারই কথাঃ —

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

(শ্রী ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরির যে হৃৎকর্ণরসায়ন গুণগাথা সংকীর্ত্তিত হয়, তাহা সেবন করিলে অচিরে অবিদ্যা-নিবৃত্তি-পথ হরিপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির ক্রমোৎপত্তি হয়।

সাধুশিরোমণি শ্রীনারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা শুনাইয়া, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং জীবের মায়ামুক্তির উপায়-আদি অনেক নিগূঢ় বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি বিশেষ কথা আমরা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি বলিয়াছেন;—"সাধুসেবা; শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন; তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য; সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা; তাঁহার চরণে আত্মদান; সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও সকলকে যোগ্য সম্মান দান; আত্মার অবনতি সাধক বিকল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ; আপনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া নির্দোষ হইতে সতত যত্ন, কৃষ্ণবিমুখজনের সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা জ্ঞান; এবং সেইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরতি; সাধুশাস্ত্র অধ্যয়ন; সরলতা; অহিংসা; সকল অবস্থায় সন্তোষ; শৌচ, সত্য; ক্ষমা; ধৈর্য্য; ব্রহ্মচর্য্য; তপস্যা; শম; দম; দয়া; এবং সদসদ্ বিচার;—এই পরম ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন; জীব মায়া-পাশ-মুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

"হরিভক্তি, শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, ও দয়া—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণ নির্দ্দেশে জন্মমাত্রই গণ্য নহে; তাহাতে এই গুণগুলিই প্রধান লক্ষ্য স্থল। (৭।১১।৩৫ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ")। জাতিমাত্র দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। গুণ বা লক্ষণই বর্ণ নির্দ্ধারণের প্রকৃষ্ট ও মুখ্য কারণ। ব্রাহ্মণোচিত শমদমাদি গুণ যদি বর্ণান্তরেও প্রত্যক্ষ হয়, তবে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তিনিও ব্রাহ্মণের তুল্য সমাদর প্রাপ্ত হইবেন। আর ভগবদ্ভক্ত হইলে ত সর্ব্বোত্তম। তিনিত' যাবতীয় জীব জগতের গুরুদেব। নিখিল লোক সমাজ তাঁহার পাদপদ্মসেবায় ব্যস্ত। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই বলিয়াছেন—'আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়'।" "স্ত্রীজনেরা সতত পতিসেবা করিবেন (অবশ্য তাহা যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়)। তাঁহারা স্বীয় পতিকেই বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানে সেবা করিয়া, পরলোকে বৈকুণ্ঠে জগৎপতি শ্রীহরির নিত্যসেবা লাভ করেন। স্ত্রীলোকের বেশভূষা রচনা আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে; তাহা হরিসেবাপর পতির কৃষ্ণপ্রীতি সাধনের জন্যই হইবে।

"গৃহস্থ সংযমী হইয়া, যথাকালে প্রজা-লাভ-মানসে পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ করিবেন। কদাচ পরনারী সম্ভাষণ করিবেন না। যতক্ষণ ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ গৃহত্যাগী কদাচ স্ত্রীরূপ দর্শনও করিবেন না। প্রমদা ঘৃতকুম্ভ সদৃশ, পুরুষ অগ্নিতুল্য; তজ্জন্যই,

স্ত্রী-পুরুষ সম্মেলন সর্ব্বদা অনর্থেরই হেতু জানিয়া, তাহা হইতে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

"গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া সংসার ব্রতে ভক্তিশাস্ত্র-বিহিত কার্য্য করিবেন এবং গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সতত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাল যাপন করিবেন। গৃহে থাকিয়া ও হরিভজনের উদ্দেশে যাবৎ-প্রয়োজন অর্থ উপার্জ্জন আদি হরি-সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়াও, গৃহী হরি-পাদপদ্মে রত হইয়া সর্ব্বদা সংসার-আসক্তি ত্যাগ করিতেই যত্নবান্ থাকিবেন। আচণ্ডাল সকল প্রাণীকেই কৃষ্ণের জীব বলিয়া জানিয়া তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সকলেরই বিহিত হিত-সাধনে সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিবেন। শ্রীহরিই এই অসংখ্য জীব-নিবাস বিশ্বের বীজ স্বরূপ; তিনিই সর্ব্বমূলাধার; তিনিই সকলের আত্মা; সুতরাং তিনিই সকলের সর্ব্বথা সেব্য।

(ক্রমশঃ)

কুতর্কভেদিকা

[গত ১৩৩১ সনের মাঘ মাসে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সর্ব্ব-কুসিদ্ধান্তনিরাসপরগৌড়ীয়ভাষ্যসমেতা শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত বিশ্ববান্ধব উপাধ্যায়ের জনৈক মিত্রচর ভগবদ্বিমুখিনী বৃত্তির স্বভাবানুসারে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যের অর্থ বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। সেই সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় তদুত্তরে দেবভাষায় নিম্নলিখিত সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদপত্রটী উক্ত ভক্তি-প্রতীপ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রটী বিদ্বৎসমাজে প্রচারকল্পে শ্রীপত্রে প্রকাশিত হইল। ভগবদ্বিমুখব্যক্তির স্বভাব অনেক স্থলেই একই প্রকার। সুতরাং সর্ব্ব সময়েই জগতে ভগবদ্বিমুখের সদ্ভাব জানিয়া তাঁহাদিগের জন্যও সর্ব্বকালেই এই সদ্যুক্তিমূলক প্রতিবাদটী নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আবশ্যক হইলে গৌড়ীয়-ভাষায় এই বিষয়টী অনূদিত হইয়া পরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ]

২

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥"

(— ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় লঃ ৪৭)

আত্মসম্ভাবিত! ত্বঞ্চ পরিত্যজ্য সতাং নয়ম্।
বোদ্ধুং শ্রীভক্তিসন্দর্ভং প্রবৃত্তোঽক্ষজয়া ধিয়া॥
অনর্থা বহবস্তস্মাত্তব ব্যর্থপ্রয়াসতঃ।
গুরুক্ষয়ে সমায়াতাস্তামসাস্তামসা যথা॥
"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ)

ভক্তে বা ভগবত্যথো গুরুবরে সিদ্ধে তথা বৈষ্ণবে
মূঢ়ারোহমতাশ্রয়স্য পরমা নাচিন্ত্যনীবর্ত্ততে।
বৈকুণ্ঠং পরিমাতুমুদ্যত ইহ প্রজ্ঞাং সসীমাং শ্রিতঃ
সন্দর্ভস্য যথার্থতত্ত্ববিষয়াৎ পাতস্ততো যৌক্তিকঃ॥

রে স্তব্ধ! ন ত্বং গুরুপাদপদ্মং
বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা সমুপৈষি নূনম্।
শিষ্যঃ কথং শ্রীগুরুনামধেয়-
মুচ্চারয়েত্তত্র ন চাস্যভিজ্ঞঃ॥

গুরুদ্রোহিংস্ত্বয়াধীতা ন যস্মাদ্ বৈষ্ণবী-স্মৃতিঃ।
স্মৃতিভ্রংশস্ততস্তস্মাদ্ বুদ্ধিনাশাচ্চ নশ্যসি॥
বৈষ্ণবস্মৃতিরাজে চ হরিভক্তিবিলাসকে।
নারদপঞ্চরাত্রস্য ধৃতং যত্তদ্বচঃ বচঃ॥
ত্বদ্দৃষ্টান্ন দৃষ্টস্তে ত্বষ্টাচারস্য তদ্বতঃ।
স্পষ্টমুল্লিখিতং পশ্য ধৃষ্ট! নষ্টমতের্হিতম্॥
"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততোনাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥"

(।৬০)

অতএব বিনির্ণীতং শাস্ত্রবেষপরায়ণ!
অজ্ঞত্বং তব শাস্ত্রেষু পরিভাষাস্পদং মহৎ॥
যস্মাৎ শ্রীপঞ্চরাত্রং ত্বং স্মৃতিঞ্চ বৈষ্ণবীং শুভাম্।
শ্রীলগোপালভট্টং শ্রীরূপপাদং প্রভুং তথা॥
অতিক্রম্য প্রবৃত্তোঽস্মিন্ সন্দর্ভার্থবিনির্ণয়ে।
বিমুখানাং বিমোহিন্যা মায়াদেব্যাসি বঞ্চিতঃ॥

বৈষ্ণবসদ্‌গুরোর্যস্মাৎ পারমহংস্য-সংস্থিতা।
শ্রীমদ্‌ভাগবতং শ্রুতং ন ত্বয়া বিধিপূর্ব্বকম্‌॥
পরমহংসশব্দোঽয়ং শাস্ত্রমরোঽবজানতা।
কৃপমণ্ডূককল্পেন শ্রূয়তে তদপূর্ব্ববৎ॥
শৃণু ভাগবতে শাস্ত্রে যমরাজস্য ধীমতঃ।
শাসনং যৎ সমাখ্যাতং পরং স্বকিঙ্করান্‌ প্রতি॥
"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্‌ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্‌।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্‌॥"
(—ভাঃ ৬।৩।২৮)

যদ্যত্র তে পরমহংসকুলপ্রসাদা-
তৎপাদপদ্মরজসা গৃহমেধি-ধর্ম্মঃ।
সিক্তঃ প্রয়াতি চ লয়ং নশ্বরে তদৈব
জ্ঞাতং ভবেৎ পরমহংসপদস্য তত্ত্বম্‌॥
সত্যে বভূব কিল হংস ইতি প্রসিদ্ধা
একৈব জাতিরিতি ভাগবতে নিরুক্তম্‌।
হংসেষু যে তু পরতত্ত্বপরায়ণাস্তে
খ্যাতাঃ পুরা পরমহংসবরাঃ পুরাণে॥
গৃহমেধিন্‌! কদাচারে নিরতঃ সততং যতঃ।
পরিব্রাজকশব্দার্থং কথং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥
"নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্‌! গৃহেষু গৃহমেধিনাম্‌।
ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানমপি গোদোহনং ক্বচিৎ॥"
(ভাঃ ১।১৯।৩৯)

ইতি ভাগবতাদ্‌বাক্যাদ্‌যস্ত গৃহস্থমন্দিরে।
গোদোহনমিতং কালং ন স্থিরমবতিষ্ঠতে॥
হরিনামপ্রচারার্থং পরন্তু গৃহমেধিনাম্‌।
পরং মঙ্গলমুদ্দিশ্য স্বতঃস্বেচ্ছা-প্রণোদিতঃ॥
যস্তেষাং গৃহমায়াতি শুকদেবাদিবৎ প্রভুঃ।
বিচরেচ্চৈব স জ্ঞেয়ঃ পরিব্রাজকসংজ্ঞিতঃ॥
আচার্য্যসঙ্গস্তব যন্ন জাতঃ
আচার্য্যশব্দশ্রবণেন মুগ্ধঃ।
আচারকার্য্যেণ সমং প্রচারঃ
আচার্য্যচিহ্নং কথিতং সদার্য্যৈঃ॥
"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

আচারো ভগবৎসেবা তথা দুঃসঙ্গবর্জ্জনম্‌।
অনাচারমসংসঙ্গী স্বমাচারং হি মন্যসে॥
চিদ্বিলাসপদে মূঢ়ঃ কথং বা ত্বং প্রবর্ত্তসে।
ভক্তিসন্দর্ভগর্ভার্থমবিগম্যমনর্থধীঃ॥
বৃন্দাবন-বিলাস-শ্রীবিলাসমঞ্জরিঃ স্বয়ম্‌।
চিদ্‌বিলাসগুরুঃ সাক্ষাজ্জীবপাদ-প্রভুর্মতঃ॥
শুদ্ধাশ্চ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চিদ্‌বিলাসমতাশ্রয়াঃ।
চিন্মাত্রবাদিনো মূঢ়া ভক্তিশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
আদৌ ত্বং প্রণিপাতপূর্ব্বক-পরিপ্রশ্নেন সংসেবয়া
ভ্রান্ত! ধ্বান্তবিনাশনং গুরুপদপ্রান্তং সদা সঙ্গতঃ।
লব্ধা বা যদি চিদ্বিলাসপদগং তত্ত্বং শতাজন্মনাং
তৎপশ্চাদিহ চিদ্‌বিলাসবিষয়ং সন্দর্ভমারাধয়॥
শিষ্যাস্তু প্রণতাঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্তীহ সচেতসঃ।
অষ্টোত্তরশতশ্রীভিঃ সংযুক্তং শ্রীগুরুং সদা॥
সদ্‌গুরুসেবনাভাবাদন্ধস্য তে ভবেৎ কুতঃ।
তাদৃশং দর্শনং ভ্রান্ত! সর্ব্বদুঃখহরং পরম্‌॥
অষ্টোত্তরং যদা গ্রন্থিশতং ছিন্নং ভবিষ্যতি।
অষ্টোত্তরশতশ্রীরিতিশব্দো জ্ঞাস্যতে তদা॥
"অষ্টোত্তরশতং বিষ্ণোর্মুখ্যস্থানানি ভূতলে।"
"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"
"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্‌।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
ভাঃ ১।১৩।১০ ; ৯।৪।৬৮

তব ভাগবতদ্বেষিশক্তিবৃগে ন চাগতা।
কদাচিদপি যস্মাৎ সা সদুপদেশসংহতিঃ॥
বিষ্ণোরষ্টোত্তরং তীর্থশতং গুরৌ ব্যবস্থিতম্‌।
শিষ্যাঃ পশ্যন্তি যত্ত্বমার্ণবয়াসি সমাকুলঃ॥
জয়শ্রীময়নোম্নাসি-সেবাসৌন্দর্য্য-সম্পদম্‌।
কথং জ্ঞাতুং সমর্থোঽসি কুৎসিতয়া শ্রিয়া বৃতঃ॥
দেহগেহাদিসক্তস্য কিমপ্রাকৃতবস্তুনা।
আর্দ্রকবণিজঃ কিম্বা সমুদ্রপোতবার্ত্তয়া॥
উদেতি সবিতা যস্মাৎ পূর্ব্বস্যাং পরিদৃশ্যতে।
অতঃ পূর্ব্বা দিগেবাস্তাং হেতুঃ সূর্য্যোদয়স্য হি॥
এবমেবাসতী যুক্তিস্তবাপি মন্দচেতসঃ।
বৈষ্ণবে জাতিবোধস্য সাধিকা সংপ্রবর্ত্ততে॥

নগ্নাং তে জননীং দদর্শ যদি বা কশ্চিজ্জনঃ শৈশবে
তন্ন্যায়াদপি যুজ্যতে পরমতঃ সম্প্রত্যহো নগ্নতা।
তদ্‌যুক্তির্যথা ভবেৎ প্রিয়তরা পুত্রস্ত তে ধীমতঃ
তৎ কস্মাৎ কুলজাতিবুদ্ধিরিহ বা দীক্ষাবৃতে বৈষ্ণবে
অধীতী ত্বং ন শাস্ত্রেষু গোস্বামি গুরুসন্নিধৌ।
অথবা রূপপাদস্য নানুগতঃ কদাচন॥
অদান্তগোস্ততো ন ত্বং গোস্বামিপদবাচ্যতাম্।
জ্ঞাতুমসি সমর্থস্তৎ শৃণু ভাগবতং বচঃ॥
"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"
(—ভাঃ ৭৫।৩০)

মূঢ়! ত্বং কিং বিজানাসি শাস্ত্রার্থং তমসাবৃতঃ।
পিব শ্রীরূপসন্দেশামৃতং কর্ণপুটৈর্মুহুঃ॥
"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
রে ভার্য্যাটিক! যস্মাত্ত্বং স্ত্রীশাস্ত্রেষ্বভিশিক্ষিতঃ।
গোস্বামিত্বং ততো জ্ঞাতং বংশপরম্পরাগতম্॥
যস্মাৎ গোস্বামিনাং তত্ত্ব গোস্বামিত্বং ন জায়তে।
তত্রূপনাম যস্মাত্তজ্জনকেষু ন লক্ষ্যতে॥
দাসীসুতঃ কথং ব্যাসো গোস্বামী নারদঃ প্রভুঃ।
স্ত্রীশাস্ত্রেষু সমাসক্ত! চিন্তয়ৈতৎ সুনিপুণম্॥
কনককামিনীলিপ্সুঃ শাস্ত্রবেশোপজীবিকঃ।
মন্যসে কথমাত্মানং সম্প্রদায়স্য রক্ষকম্॥
শুদ্ধা হি বৈষ্ণবাচার্য্যাঃ সম্প্রদায়ৈকরক্ষকাঃ।
ভক্ষকঃ সন্ বহিস্ত্বস্য কেবলং রক্ষকায়সে॥
মনোধর্ম্মী প্রবৃত্তস্ত্বং মোহমাত্রৈকসাধনঃ।
মাতুমধোক্ষজং দক্ষ দুষ্টয়াক্ষজয়া ধিয়া॥
পদে পদে যতস্তস্মাৎ পতনং পরিলক্ষ্যতে।
বিদুষামন্তিকে তত্ত্ব ক্রমশঃ সংপ্রকাশ্যতে॥

(ক্রমশঃ)

শূর্প ও তুষ

শস্য মাঝে স্থূলদেহ লুকাইয়ে তুষ।
ঘোষণা করিছে উচ্চে আপন পৌরুষ॥
বাহ্য আড়ম্বরে তার হইয়া মোহিত।
অবোধ হৃদয় কত হ'তেছে বঞ্চিত॥
কম্পিত সম্মুখে তাই আসিয়া সত্বরে।
তুষ-দর্প দেখি শূর্প কহে তারস্বরে॥
"দেখাও পৌরুষ তুষ, কি বাক্য নিষ্ফল॥
কত লঘু তুমি, মোর বাতাসে বিহ্বল॥
একটি নিশ্বাসে দেখ উড়িবে এখনি।
চিনিবে সকলে তুমি কি গুণের খনি॥
মানে মানে এই বেলা হ'য়ে যাও দূর।
নির্ম্মল করিব আমি নৈবেদ্য প্রভুর॥"
নে'চে উঠে ক্রোধে তুষ কহে শূর্পে ডাকি।
"হয়েছে বড় সে দর্প চেঁকীশালে থাকি॥
জান নাকি রজ্জু দৃঢ় শুষ্ক-তৃণ শত।
মত্ত বারণেও বদ্ধ করে বলে কত॥
কেন আমাদের সুখ-পথ রুদ্ধ কর।
আছি মিশে মিশে, তুমি নেচে কেন মর॥"
বাধা দিয়া কহে পুনঃ শূর্প সত্যশীল।
"বৃথা দর্প,— রাখিব না আবর্জ্জনা তিল॥
উড়াব প্রচণ্ড বাতে, অন্তঃসারহীন।
জলেও সহস্র হ'বে তোমরা বিলীন॥
স্বচ্ছ শুদ্ধ সুনির্ম্মল সেবা-আয়োজন।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি পূর্ণ করিবে সাধন॥
যাও তুষ, যাও তুমি কামাগ্নি-ইন্ধনে।
কৈতব-মোহিত-জন-ইন্দ্রিয়-তর্পণে॥
প্রভুর আমার প্রিয় নৈবেদ্য পরম।
কদাপি পরশ তুমি না কর এমন॥"
উড়িল পলকে তুষ শূর্পের বাতাসে।
হরি ব'লে কুতূহলে 'কৃষ্ণামৃত' হাসে॥

কলিবৈরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"এবঞ্চ যদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ।"—"শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী"র এই মূল পাঠের অনুবাদে অনুবাদক রসিকবাবু 'স্বারস্য' শব্দের অর্থ—"একই রসসম্বন্ধসূত্রে সম্বন্ধ"—ইহা কিরূপে করিলেন? এই স্থানে 'স্বারস্য' শব্দের দ্বারা কি ইহাই বুঝাইতেছে? 'স্বরস' শব্দটী যে একটী দার্শনিক পরিভাষা রসিকবাবু কি ইহা জানেন?

"যদ্যপি "দ্বাসুপর্ণেতি" বাক্যে সযুজৌ সখায়াবিতি পরস্পরাবিনাভাব এব জীবপরমাত্মনোরবগম্যতে ইতি বিশিষ্টাদ্বৈত এব স্বারস্যম্",—এই স্থানে "স্বারস্য" শব্দের তাৎপর্য্য কি?

"অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরস-সিদ্ধসমন্বয়লক্ষণস্য" প্রভৃতি বাক্যে 'ভামতী' 'স্বরস' শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন?

"হিরণ্যগর্ভীয়াধ্যয়নস্য গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ যদ্‌যদ্‌-ধ্যয়নং তদ্‌গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকমিত্যেতন্নিয়মে ব্যভিচার এব পূর্ব্বোক্তানুমানে অ-স্বরসো দর্শিতঃ"।

——এই স্থানেই বা 'স্বরস' শব্দের তাৎপর্য্য কি? "তদেতত্তেষামেব স্বারস্যান্তরাদিনা ত্যজতি ভগবদ্বিগ্রহ-মিতি"—প্রভৃতি বাক্যে বৈষ্ণবদার্শনিকের স্বাভীষ্ট রসিক বাবু ভাল করিয়া অনুধাবন করুন।

দর্শন শাস্ত্রে 'স্বরস' শব্দের এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুবাদক বৈষ্ণবসদ্‌গুরুর নিকট এই সকল দার্শনিক পরিভাষার তাৎপর্য্য জানিয়া লইয়া শ্রীল জীবপাদের 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থ অনুবাদ করিলে লোকে পড়িয়া লাভবান্ হইতে পারিতেন। কিন্তু তদভাবে শব্দার্থের ও তৎসঙ্গে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের যে কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এখন আরও একটী ভ্রম প্রদর্শিত হইতেছে।

মূল শ্লোক।—

"যস্য ব্রহ্মেতিসংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্

রসিক বাবুর বঙ্গানুবাদ—

'বেদান্তের কোন স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানমাত্র-সত্তা ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ—পুরুষাবতার—মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় বিবিধ অংশে আত্মপ্রকটন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই কারণার্ণবশায়ী সহস্র-শীর্ষা পুরুষ (সঙ্কর্ষণ) প্রভৃতিকে আপন বশে রাখিয়া নিজের ঈক্ষণ প্রভাবে উহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া **উহাতে** অণ্ড-সমূহের সৃষ্টি করেন, সেই সকল অণ্ডে সহস্রশীর্ষা প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজের অংশসমূহদ্বারা মৎস্যাদি অবতার-রূপে বিভব-নামধেয়-লীলাবতারসমূহ প্রকটন করেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ নামক এক মুখ্যরূপ অষ্টাবরণময় প্রদেশের বাহিরে পরব্যোমে বিলাস করেন, অর্থাৎ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, সেই অনন্যাপেক্ষিরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার পাদপদ্মসেবী ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বিধান করুন্।'

এই বঙ্গানুবাদটী কিরূপ ভ্রমপরিপূর্ণ ও তত্ত্ববিরোধী তাহা উক্ত মূলশ্লোকের শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকা পাঠ করিলেই জানা যাইবে।

শ্রীবলদেব টীকা:——'* * যস্য কৃষ্ণস্যাংশঃ পুমান্ মায়াং বশয়ন্নেব স্বৈরংশকৈর্বিভবতি। করণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা, তাং বশে স্থাপয়ন্নেব স্ববীক্ষণক্ষুব্ধয়া তয়াণ্ডানি সৃষ্ট্বা, তেষাং গর্ভোদধু-ভিরর্দ্ধপূর্ণেষু সহস্রশীর্ষা প্রদ্যুম্নঃ সন্, স্বৈরংশকৈঃ—মৎস্যা-দিভিঃ, বিভবতি—বিভবসংজ্ঞকান্ লীলাবতারান্ প্রকটয়-তীত্যর্থঃ।

"**উহাতে** অণ্ডসমূহ সৃষ্টি করেন"—অনুবাদক এইরূপ অনুবাদ কোথা হইতে করিলেন? শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন "স্ববীক্ষণক্ষুব্ধয়া তয়াণ্ডানি সৃষ্ট্বা"—ইহার অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে—"স্বীয় ঈক্ষণ-প্রভাবে মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া **মায়াদ্বারা** অণ্ড-

সমূহ সৃষ্টি করিয়া।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এই কথাই বলেন।—

"কারণাব্ধি, গর্ভোদক, ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তা'তে সব মায়ী।" ইত্যাদি

—চৈঃ চঃ আদি ২য়

অনুবাদক কিরূপ মারাত্মক ভুল করিয়াছেন, পাঠকগণ দেখুন! ত্রিবিধ পুরুষাবতারের তত্ত্বসম্বন্ধে মুক্তপুরুষের কখনও ভুল হয় না। কারণ শ্রীলরূপপাদ তাঁহার লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে যে সাত্বততন্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, "* * তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" অর্থাৎ এই ত্রিবিধ পুরুষাবতারের স্বরূপ জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয়। জড়রস হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ পুরুষাবতারের তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু তদীয় সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা যে ভাগবত-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, অনুবাদক শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি তাঁহার বাক্যের বিপরীত অর্থ করিতে বসিয়াছেন? আমরা সর্ব্ব প্রথমে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর মূলটী উদ্ধার করিতেছি। মূল—'তথাহি—তত্রোপক্রম-সংহারয়োরৈক্যং "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" (ভাঃ ১।১।২) ইতি, "সর্ব্ববেদান্ত-সারম্" (ভাঃ ১২।১৩।১২) ইতি; অভ্যাসঃ—"অত্রসর্গ" (ভাঃ ২।১০।১) ইতি; অপূর্ব্বতা—'বদন্তি তত্ত্ববিদঃ' (ভাঃ ১।২।১১) ইতি, অন্যৈরনধিগতত্বাৎ। 'অর্থবাদফল'ঞ্চ—"শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" (ভাঃ ১।১।২) ইত্যনুবাদঙ্গত্বদপ্যনু-সন্ধেয়ম্। 'উপপত্তি'—"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থম্"(ভাঃ ২।১০।২) ইতি

রসিকবাবুর অনুবাদ—

"এস্থলে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য—"বেদ্যং বাস্তবম্" (ভাঃ ১।১।২ বাস্তব অর্থ বস্তু); 'সর্ব্ববেদান্তসারম্' (ভাঃ ১২ স্কন্ধে) অভ্যাস; "অত্রসর্গ" ইত্যাদি (ভাঃ ২।১০।১) অপূর্ব্বতা; "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" (ভাঃ ১।২।১১) **অন্য কোন প্রমাণের অধিগত নহে বলিয়া ইহাই হইতেছে অর্থবাদ।** "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" (ভাঃ ১।১।২) হইতেছে ফলশ্রুতি; (এইরূপ বাক্য আরও অনুসন্ধেয়); "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং" (ভাঃ ২।১০।২) ইহাই হইতেছে উপপত্তি।"

অনুবাদক এই স্থানে যেরূপ ভুল করিয়াছেন, বোধ হয় বালকেও এরূপ ভুল করে না। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্যপ্রদর্শনার্থে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" ও "সর্ব্ববেদান্তসারম্"—এই দুইটী ভাগবতীয় আদ্যন্তশ্লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যাকার "সর্ব্ববেদান্তসারম্"—এই উপসংহার-বাক্যকে 'অভ্যাস' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন! আবার 'অত্র সর্গ' ইত্যাদি শ্রীল জীবপাদধৃত অভ্যাস শ্লোককে 'অপূর্ব্বতা' এবং "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" -এই অপূর্ব্বতা-প্রতিপাদক শ্লোককে 'অর্থবাদ' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন! আরও দেখুন,—অর্থবাদ ও ফল-প্রতিপাদক "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" -এই শ্লোকটাকে কেবলমাত্র ফল প্রতিপাদক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। আবার তিনি শ্রীল জীবপাদের মূলের কিরূপ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখুন—শ্রীল জীবপাদ লিখিলেন, **"অপূর্ব্বতা"—অন্যৈরনধিগতত্বাৎ** (সর্ব্বসম্বাদিনী); আবার পরমাত্মসন্দর্ভে (৩৩৩ সংখ্যায়) 'অপূর্ব্বতা' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীল জীবপাদ লিখিলেন, "অনেনা-পূর্ব্বতাপি ব্যাখ্যাতা। **অন্যত্রানধিগতত্বাৎ।**" 'প্রমেয়-রত্নাবলী' গ্রন্থের 'কান্তিমালা' টীকায় (৪।২ সংখ্যায়) 'অপূর্ব্বতা' শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—"অণুত্ব-বৃহত্ত্বাদি-বিরুদ্ধ-নিত্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকতয়া বেদস্য শাস্ত্রং বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্ব্বতা।" অধিক কি সামান্য শব্দার্থবোধ থাকিলেই বুঝা যায় যে, 'অপূর্ব্বতা' অর্থেই 'যাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রকারে অধিগত নহে।' কিন্তু অনুবাদক 'অর্থবাদ' শব্দের অর্থ করিলেন, "অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা যাহা অধিগত নহে!" **'অর্থবাদ'** শব্দের অর্থ যে **স্তুতি** বা প্রশংসা ইহা যে কোনও শব্দার্থজ্ঞানসম্পন্নব্যক্তিই জানেন। হেমচন্দ্র 'অর্থবাদ' শব্দে 'স্তুতিঃ', 'প্রশংসা'—ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দভাষ্যের টীকায়—'অর্থবাদঃ—প্রশংসা', এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু অনুবাদক 'অর্থবাদে'র ঘাড়ে 'অপূর্ব্বতা' চাপাইয়া 'অর্থবাদে'র অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন!

শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থখানি তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—এই চারিটী সন্দর্ভেরই বিশেষ পরিশিষ্ট বা

অনুব্যাখ্যা-স্বরূপ। কেবল মাত্র প্রথম সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদের কয়েকটী বিশেষ ভ্রম দেখান হইতেছে।

অনুবাদক নানাভাবে মূলের বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানির যতই পাতা উল্টাইতেছি, ততই নানাবিধ ভ্রম-প্রসার লক্ষ্য করিতেছি। ভ্রমের একটী মাত্রা আছে। কিন্তু অনুবাদক সেই সীমা অতিক্রম করিয়া 'হয়' এর অনুবাদ 'নয়' করিয়াছেন! বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া লোকের উপকার করা দূরে থাকুক, নানাবিধভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিপর্য্যয়েরই প্রশ্রয় দিয়াছেন। সর্ব্বসম্বাদিনীর অনুবাদকের চেষ্টার সর্ব্বৈব নিরর্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল বহু দিন হইতে দেখিয়া শুনিয়াও নীরবে ছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নাম কলিবৈরিদাস। 'কলি' শব্দের অর্থ বিবাদ। যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে ভক্তি ও ভক্তের সহিত অবৈধভাবে বিবাদ করিবার জন্য সচেষ্ট হন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া—আমার নামের সার্থকতা সম্পাদন করি। আমি ক্রমশঃ সমগ্র ভক্তিবিরোধি-সমাজের ভক্তিবিরোধ-চেষ্টা সজ্জন-সমাজের নিকট এক একটী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিব। ইহাই আমার ব্রত হইল।

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥"
—ভাঃ ৪।৪।১৭

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকলিবৈরিদাসাধিকারী।

—ক্রমশঃ

লেখকের এই প্রবন্ধের বিচার বিষয়ে আমরা আমাদের মতামত পরে প্রকাশিত করিব।

গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ,
শ্রীবাস-অঙ্গন,
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন,
১০ই মাধব ৪৩৯ গৌরাব্দ

বিহিতবৈষ্ণবসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্,

আগামী ১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে দিবসত্রয় শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। মহাশয় কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকটোৎসবে যোগদান করিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা
(ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(প্রাপ্ত পত্র)

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়, আপনাদের কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ ও শ্রীপাদ দিব্য-সূরিদাসাধিকারী কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ আন্দুল প্রভৃতি গ্রামে প্রাতে নগরকীর্ত্তন ও অপরাহ্ণে ঝোড়হাট হরিসভায় সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্তসমন্বিত মধুর বক্তৃতাদানে সমবেত জনমণ্ডলীর নিদ্রিতহৃদয় জাগরিত করিয়াছেন। গ্রামের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় যোগদান

করিয়াছিলেন। আশা করি মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে আমরা বঞ্চিত হইব না।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীউপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
যোড়হাট হরিসভা
১লা জানুয়ারী ১৯২৬।

— (*) —

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে বল্লালদীঘী গ্রামে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ব্রহ্মের বাটীতে তিন দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও উক্ত গ্রামে কয়েক স্থানে বক্তৃতা দ্বারা শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধ পাঠ করিতেছেন।

ময়মনসিংহে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপপুরী ও শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় গোস্বামি-মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ বাজিৎ-পুর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথপাল উকিল মহাশয়ের ভবনে চতুর্দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। পাঠ খুব চিত্তাকর্ষক এবং বিচার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। বহু উকিল, মুন্সেফ ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। বাজারে শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস মহোদয়ের দোকানে তিনদিন শ্রীভাগবত পাঠ হয়। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠশ্রবণ করিয়া সমস্বরে বলিয়াছেন, এমন সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়কল্মষ-বিনাশিনী হরিকথা তাঁহারা আর কখনও শ্রবণ করেন নাই। স্থানীয় উকিল পরম ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্কপটবৈষ্ণবসেবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কিশোর কর মহোদয়ের ভবনে বৈষ্ণবগণ অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সরলতা ও ভক্তিপ্রবণতা আদর্শ স্থানীয়। স্থানীয় উকিল-বর্গ এইরূপ শুদ্ধহরিকথাপ্রচারে বিশেষ উৎসাহশীল।

———

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার

আয় ব্যয় তালিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৩৮, সন ১৩৩১ সাল।

আয়ের তালিকা।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মণ্ডল হরিপালী, মেদিনীপুর।	...	২৫০৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল দেউলপোতা, মেদিনীপুর।	...	২৫০৲
,, দীননাথ গড়াই চিরকুণ্ডা।	...	১০০৲
,, কারকেন্দ কোল কোং	...	১০০৲
,, ভবানকারা ধানবাদ।	...	৭৫৲
,, মতিরাম রস্তমলাল কোল কোং		৫৫৲
,, চিন্তামণি বাগ গেওপালী।	...	৫০৲
,, কালীকৃষ্ণ বক্সী, ম্যানেজার কারকেন্দ কোল কোং।		৫০৲
,, কিশোরী মোহন রায় ও বন্ধুবর্গ		৫০৲
,, অমূল্যকুমার সরকার টুঙ্গী।	...	৪৪৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ নৈহাটী।	...	৪০৲

চৌধুরী ভবানীচরণ পাহাড়ী ... ৪০৲
শ্রীযুক্ত জগদম্বাপ্রসাদ লালা ... ৬০৲
নওয়াগড়।

সংগৃহীত ১১৩৪৲

মাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীপতিলাল পাল ... ১২৫৲
কারকেন্দ।
,, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ... ৭১৮৵১০
দাঁতন।
,, যতিরাজ দাসাধিকারী ... ২৭৲
আমলাযোড়া।
,, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়... ১৬৷৹
পাইকগাছা।
,, বিষ্ণুদাস অধিকারী ... ১০৲
খুলনা।
,, দীননাথ গড়াই ... ১০৲
চিরকুণ্ডা।
,, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৬৲
বেগুনিয়া।

২৬৬৷৵১০

২৫৲ টাকা হিসাবে ৯ জন ২২৫৲

কে, এস, নানজী এণ্ড কোং, সাউথ কুজামা। ষ্টাফ্, লোদ্না কোলিয়ারী—মাঃ শম্ভুনাথ দত্ত। আর, এন, দোবে কেন্দুয়ারদি। ষ্টাফ্ কেন্দুয়ারদি কোলিয়ারী। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাঁ, চিরকুণ্ডা। হাতী ভাই পাটেল, কুলিমাটী কোলিয়ারী। শ্রীযুগল কিশোর গড়াই, চিরকুণ্ডা। শ্রীরমানাথ রায় ডুমুরকান্দা। শ্মরজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শীল এষ্টেট কোলাঘাট।

২০৲ টাকা হিসাবে ৩ জন ৬০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী।
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কৈলাশচন্দ্র দে।
শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস অধিকারী ভক্তিমধুকর ১৯৲
অমর সিং গোয়ামল ১৫৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ১৫৲
আই, এন, চন্দ্র এবং বন্ধুবর্গ ১৪৲

১২৲ টাকা হিসাবে ২ জন ২৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত যশোদালাল ঘোষ।
শ্রীবিনোদগোপাল দাস মহাপাত্র।

১১৲ হিঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়।

১০৲ টাকা হিসাবে ৩২ জন ৩২০৲ টাকা।

শ্রীমতী সরোজবাসিনী ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস অধিকারী, শচীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী, রাজকুমার ঠাকুর শ্রীরণ বাহাদুর সিং, রাজকুমার ঠাকুর রণজিত নারায়ণ সিং, মুন্সিরাম মাড়োয়ারী, প্রমথনাথ মণ্ডল, সুরেশ্বর রায়, বিশ্বনাথ গড়াই, রামরঞ্জন রায়, কিশোরীমোহন খাঁ, বিজয়লাল ঘোষ, পঞ্চানন দত্ত, পুলিনবিহারী বৈতালিক, বিমলাপ্রসাদ কাঞ্জিলাল, দুর্য্যোধন ধাওয়া, ক্ষীরোদামণি দেবী, গোপীনাথ সাউ, পিতাম্বর দাস, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, চৌধুরী রাধানাথ পাহাড়ী, চৌধুরী নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ী, প্রসন্নকুমার মাইতি, অযোধ্যানাথ মাইতি, গিরিধারী মাইতি, প্রফুল্ললাল মাইতি, রায় হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বাহাদুর, শ্রীমতী রূপমঞ্জরী রায় চৌধুরাণী, নরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, মণীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ ... ... ৯৲

৮৲ হিসাবে ৫ জন ৪০৲ টাকা।

শ্রীমঙ্গলময় ব্রহ্মচারী
,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত
,, গজেন্দ্রনাথ বৈতালিক
,, জগমোহন দাস
,, রাধাচরণ রায় চৌধুরী
শ্রীপীতাম্বর দাস ... ... ৭৲
মনোমোহন রায় চৌধুরী ৭৲

৬৲ টাকা হিসাবে ৪ জন ২৪৲ টাকা।

জগদীশ কোল কোং
শ্রীবিপিনবিহারী মাইতি
,, প্রসন্নকুমার কাশীনাথ সাহা
চিনির ব্যাপারীবর্গ, ঝালকাটী

৫৲ টাকা হিসাবে ৫৩ জন ২৬৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, ব্রজমোহন মালিক, রায় রাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী, লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী, শ্রীমতী প্রভাবতীর মাতা, শ্রীহরিবিনোদ দাস অধিকারী, জিৎনারায়ন সিং, বেগরাজ মাড়োয়ারী, রাধানাথ পাড়ে, নিউ গুজরাট কোল কোং, নরেন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিপদ গড়াই, মুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, পি, দাস সারদাপ্রসাদ সামন্ত, সারদাপ্রসাদ সিংহ, জানকীনাথ সামন্ত, নলিনীমোহন সরকার, পি, এন, মেথা, রাধামোহন কৃষ্ণমোহন সর্দ্দার, কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা, শিবচন্দ্র-গৌরচন্দ্র রায়, রাধানাথ ব্রজনাথ সাহা, রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্র-নারায়ণ কালীমোহন সাহা, রামকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা, গঙ্গাসাগর আনন্দমোহন সাহা, চন্দ্রনাথ আনন্দমোহ সাহা, মহিমচন্দ্র জানকীনাথ সাহা, কামিনীসুন্দরী দাসী, ঈশ্বর গড়াই, অশ্বিনীকুমার হালদার, ভূতনাথ মণ্ডল, ভূষণচন্দ্র হালদার, রমানাথ হালদার। শ্রীদেবীচরণ অট্ট, শ্রীকৃষ্ণধর গড়, অনন্তলাল সাহা, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, মধুসূদন দে, দেবেন্দ্রনারায়ণ দাস মহাপাত্র, ভাগবত-প্রসাদ ব্রহ্ম, হরেকৃষ্ণ সিংহ। জলধর সাহা, মুক্তাসুন্দরী দাসী, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, গৌরদাসী রায় চৌধুরাণী, শ্যামগরবিণী রায় চৌধুরাণী, উন্মাদিনী রায় চৌধুরাণী, রসিকলাল রায় চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, চূণীলাল রায় চৌধুরী।

৪৲ টাকা হিসাবে ১৭ জন ৬৮৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, রজনীমণি দাসী, রামনারায়ণ কর, ইন্দ্রনারায়ণ শীল, পঞ্চানন সিকদার, দিনু গড়াই, প্রিয়নাথ নস্কর, রসময় সর্দ্দার, সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল, প্রিয়নাথ খাওয়া, দিননাথ সাই, নিত্যানন্দ দাস মহাপাত্র, সুদামচন্দ্র মাইতি, সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, মারোয়ারী ভক্ত, চৌধুরী বিরজাচন্দ্র নন্দ, নিত্যানন্দ দাস মাইতি।

৩৲ টাকা হিসাবে ৩৮ জন ১১৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুহ, ফেলারাম মজুমদার, কালীপ্রসন্ন কর, শ্রীপতিলাল দাস, জিউরাম মনজী, কমলচন্দ্র বসু, রাম গোবিন্দ হাজরা, অনন্ত কুমার দাস, রঘুনন্দন রায়, হরি ভজন সাহা পঞ্চানন সাহা, নিমচাঁদ শিকদার, হরিশ্চন্দ্র রাম কানাই ভূইয়া, হরিমোহন ব্রজমোহন সাহা, তিনকড়ি বাগীশ, রাখালচন্দ্র ঠিকাদার, যমুনা মজুমদার, কৃষ্ণ সরকারের মাতা, রতিকান্ত বৈরাগী বিপীনবিহারী নস্কর, বৃন্দাবন নস্কর, যামিনীমণি দাসী, লক্ষ্মীনারায়ন ভূঞা, মহেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ, ভিখারীচরণ দাস, ভাগবতচরণ পাত্র, ক্ষেত্রমোহন দাস, শিবপ্রসাদ দাস, দাশরথী গিরি, বলরাম মাইতি, উমেদচন্দ্র ব্রহ্ম, রাজেন্দ্রনাথ দাস, ভৈরবচন্দ্র জানা, দীনবন্ধু ভূঞা, মহেন্দ্রনাথ রাজ, সদাশিব বেরা, নিত্যানন্দ সাউ, পীতাম্বর প্রধান, ভাগবত ব্রহ্ম।

২৲ টাকা হিসাবে ১৩০ জন ২৬০৲

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ গুহ, বিষ্ণুপদ রায়, গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী প্রবাসিনী দাসী, হেমাঙ্গিনী দেবী, ষোড়শী দাসী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীইন্দুভূষণ বসুর স্ত্রী. শ্রীনবদ্বীপদাস অধিকারী, শ্রীমতী সুষমাবালা দেবী, শ্রীহীরালাল পাল, রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া, রামগোপাল দত্ত, শ্রীমতী ভবানী দাসী, শ্রীনিতাইসেবক সাহা, শ্রী ভুজঙ্গভূষণ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ সিকদার, বনওয়ারী লাল লালা, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্য্যোধন মাড়োয়ারী, অটলবিহারী পাড়ে, উদয়চন্দ্র দাস, আশুতোষ দাস, রাজেন্দ্রনাথ ঘটক, [illegible] কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ সেন, শশীভূষণ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, কীর্ত্তিবাস মাঝি, রবিলাল সামন্ত, গোবর্দ্ধন দাস ছোটলাল, জিতেন্দ্রলাল মল্লিক, গোবর্দ্ধন মানা, নগেন্দ্র নাথ দাসাধিকারী, ভুবনচন্দ্র খাটুয়া, কুঞ্জবিহারী দাস, কালাচাঁদ বৈতালিক, উপেন্দ্রনাথ সাহু, বিভূতিভূষণ বৈতালিক, খগেন্দ্রনাথ বার, রসিকচন্দ্র দাস, কুঞ্জবিহারী সিকদার, দ্বিজবর সাহা, হরতারণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীবর দত্ত, সুরেন্দ্র নাথ রায়, প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক, দীনেশচন্দ্র সেন, ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, সনৎকুমার গুহঠাকুরতা, প্রাণবল্লভ পাল চৌধুরী, কৈলাসচন্দ্র পাল, ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, রাধাকিশোর শ্রীনিবাস দাস, নগেন্দ্র লাল পাল চৌধুরী, কুঞ্জবিহারী পাল, বেণীমাধব সাহা, বিশ্বেশ্বর সাহা, গঙ্গাচরণ সাহা, বিহারীলাল সরকার, রাম পাঞ্জাবি, গোবর্দ্ধন বৈদ্য, অন্নদা দত্ত, ভাগবত দাস অধিকারী, ব্রজসুন্দরী দাসী, পঞ্চানন গড়াই, প্যারীমোহন ঘোষ, শুকলাল গড়াই, যশোদা গড়াই, রঞ্জন বাঁকুরে, সুরথ চন্দ্র হালদার, খগেন্দ্রনাথ হালদার, ক্ষেত্র মোহন পুরুবাহি, রজনী কান্ত মণ্ডল, রজনী কান্ত সর্দ্দার, শ্রীমতী খান্তমণি

দাসী, শ্রীদিগম্বর হালদার, প্রিয়নাথ হালদার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ হালদার, গোরাচাঁদ পোদ্দার, ত্রিবিক্রম ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র পোদ্দার, সীতানাথ ভূঞা, সুরেন্দ্রনাথ পাল, রাখালচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ সেন, হারাধন সিংহ, হারাধন সেন, হরিচরণ দে, গোবিন্দপ্রসাদ ভূঞা, উমেশচন্দ্র রায়, জনার্দ্দন মাইতি, শ্রীনাথ সাউ, শ্রীনিবাস মাইতি, ধনঞ্জয় সাউ, দ্বারকানাথ মাইতি, নিমাই চরণ বেরা, রঘুনাথ মাইতি, ক্ষেত্রমোহন দে, অদ্বৈতপ্রসাদ দে, আমোদ লাল বর্ম্মন, রাঘবচরণ মাইতি, সীতানাথ দাস, মহেন্দ্রনাথ দে, মাড়োয়ারী ভক্ত, শশীভূষণ দাস, গোপালচন্দ্র নন্দী, বিপিন দাস, কৈলাসচন্দ্র জানা, নৃসিংহকুমার ধাওয়া, উদয়নারায়ণ দাস, কেনারাম দাস, শ্রীপ্রসাদচরণ দাস, বৃন্দাবন ভূঞা, ক্ষীরোদ নারায়ণ ব্রহ্ম, গজেন্দ্রনারায়ণ জানা, গোরাচাঁদ সাউ, রাজন সাউ, পতিতপাবন মিশ্র, ছোট নিত্যানন্দ সাউ, কীর্ত্তিবাস দাস, গোবিন্দ ভূঞা, ত্রৈলোক্য ভূঞা, পীতাম্বর প্রধান, কেদারনাথ মাইতি, বনমালী দাস।

১৲ টাকা হিসাবে ৩২৯ জন ৩২৯৲

শ্রী আবদুলগফুর মণ্ডল, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বাঁশরী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ সাহা, শ্রীমতী তুলসী দাসী, কুসুমকুমারী দাসী, সুভন বালা দাসী, গরবিনী দাসী, খোদনবালা দাসী, রাধারাণী দাসী, শ্রীদিগম্বর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, হৃদয়নাথ হাজরা, অমৃতলাল সাহা, কুঞ্জবিহারী হাজরা, ইন্দুভূষণ সাহা, মহেন্দ্রনাথ সাহার মাতা, শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী, শ্রীপুলিনবিহারী পোদ্দারের মাতা, সতীশচন্দ্র পোদ্দারের মাতা, কালীচরণ রায়, গোলাপসুন্দরী রায়, তারকনাথ সাহার মাতা, প্রমদাসুন্দরী দাসী, মোক্ষদাসুন্দরী দাসী, বামাসুন্দরী দাসী, কালীতারা দাসী, বিপিনবিহারী পোদ্দার, মহাদেব পোদ্দার কানাইলাল রায়, জগৎচন্দ্র রায়, ইন্দুভূষণ রায়, কৈলাস চন্দ্র, সতীশচন্দ্র সাহা, অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র রায়, জগন্নাথ দাস অধিকারী, নিস্তারিণী দাসী, বিনোদিনী দাসী, ক্ষীরদাসুন্দরী দাসী, নরোত্তম সন্ন্যাসী, পঞ্চানন সাহা, কৃষ্ণমণি দাসী, হাদান চন্দ্র কাপুড়িয়া, অন্নদা দাসী, সুষমাবালা দাসী, কৃষ্ণপ্রসাদ পড়িয়া, দুর্গার ভগ্নী, ত্রিলোচন রায়, হাড়িরাম বওয়ানী, ভিক্ষারাম মণ্ডল, প্রহ্লাদচন্দ্র পাল, খুদী মুচী ও, কেদারনাথ মণ্ডল, কার্ত্তিকচন্দ্র আচার্য্য, নিবারণচন্দ্র মাল, দোলগোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রাখালচন্দ্র দাস গোস্বামী, মতিলাল কর্ম্মকার, গৌরহরি মোদক, সতীশচন্দ্র দে, জগৎচন্দ্র দত্ত, কালীপদ দত্ত, বিষ্ণুপদ মাইতি, ধরণী মাইতি, প্রমোদা নন্দী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ দত্ত, হরিপদ খাঁ, যোগেন্দ্র হাজরা, গুরুপ্রসাদ মাঝি, যতীশ্বর সামন্ত, হরিদাস নন্দী, নবকুমার চারুচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দলুই, বিভূতিচরণ চক্রবর্ত্তী, অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীচরণ মণ্ডল, চন্দ্রকান্ত সামন্ত, সীতানাথ সামান্ত, অধরচন্দ্র সোম, কেদারনাথ দাস, মিশ্রীলাল ভকত, সতীনাথ দাগা, মুরলীধর অমরচাঁদ মতিলাল, গোপীকিষণ, বিপিন বিহারী দে, বিজয়চন্দ্র দাস অধিকারী, ক্ষিতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, বেণীমাধব মাঝি, গিরিশচন্দ্র সামন্ত, বনমালী ঝুলকী, রজনীকান্ত মাইতি, যোগেন্দ্র নাথ সামন্ত, সুরেন্দ্রনাথ ঘড়া, মহেন্দ্রনাথ হাজরা, নারায়ণচন্দ্র ভূইয়া, গোরাচাঁদ প্রধান, হিরম্বনাথ কুইলা, গজেন্দ্রনাথ কুইলা, মন্মথনাথ কুইলা, দেবেন্দ্রনাথ মাইতি, হরিপদ সাতরা, ধীরেন্দ্রনাথ বৈতালিক, হারাধন মাইতি, হরলাল সাহা, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার পোদ্দার, উপেন্দ্রনাথ সাহা, অতুলচন্দ্র কাপুড়িয়া, সীতানাথ পোদ্দার, সীতানাথ সাহা, রাজমোহন সাহা, বিনোদ বিহারী সিকদার, ভাগ্যোদয় সাহা, অবিনাশচন্দ্র সাহা, নিবারণচন্দ্র শিকদার, অনন্তকুমার রায়, নিবারণচন্দ্র খাঁ, শ্যামলাল মণ্ডল, হারাণচন্দ্র মণ্ডল, বিনোদবিহারী রায়, কালীপ্রসন্ন দাস, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, আশুতোষ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার রায় চৌধুরী, নিশিকান্ত দাস, বসন্তকুমার দাস, বসন্ত কুমার দাস বকসী, গোপালচন্দ্র চন্দ, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মুনীন্দ্রকুমার ভঞ্জ, ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, হরিমোহন বিশ্বাস, চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, প্রহ্লাদচন্দ্র সরখেল, সূর্য্যকুমার ঘোষ, শশীভূষণ রায়, কৈলাসচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, মহিমারঞ্জন মিত্র, বামাচরণ কর্ম্মকার, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, বসন্তকুমার দাশগুপ্ত, রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, হীরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, চণ্ডী চরণ দাসগুপ্ত, আশুতোষ সেন, রাজেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, নগেন্দ্র নাথ সাহা, শ্রীবিনোদ বাবু, গোলোকচন্দ্র গঙ্গারাম পাল,

রাধাচরণ দাস, গোপিনাথ, মদনমোহন, রাধিকামোহন সাহা, ললিতমোহন সাহা, সত্যচরণ দাস, চিন্তাচরণ দত্ত, গুরুচরণ, মহেন্দ্রপাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ দাস, লক্ষীকান্ত, নগরবাসী সাহা, সীতানাথ, জানকীনাথ সাহা, যদুনাথ দত্ত, তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, গুরুচাঁদ সাহা, রাসবিহারী, কৈলাশচন্দ্র কুণ্ডু, সাধুচরণ পোদ্দার, অম্বিকাচরণ পাল, দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, লক্ষীকান্ত, রাইমোহন সাহা, নবকিশোর, অভয়চরণ সাহা, নীলাম্বর সাহা, চণ্ডীপ্রসাদ সাহা, ষষ্ঠীচরণ কুণ্ডু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হারাণচন্দ্র, মতিলাল সাহা, মতিলাল সাহা, অভয়াচরণ দাস দেওয়ানজী, মদনমোহন সাহা, জগবন্ধু, রাধাগোবিন্দ সাহা, হরিচরণ সাহা দেওয়ানজী, রাধাকমল সাহা, শ্রীদামচন্দ্র, হারাণচন্দ্র সাহা, অনন্তবিহারী, শ্যামসুন্দর সাহা, রাধাকান্ত, রামকানাই সাহা, পাঁচকড়ি পোদ্দার, মহেন্দ্রপাল সরকার, খুদিরাম সরকার, গোবিন্দ দাসী, রতন গড়াই, চণ্ডিরায়, সুরেন্দ্র বৈদ্য, গৌর মুখোপাধ্যায়, অঘোর কামিনী দেবী, নিন্দু তামিলী, রাধারমণ রায়, গোবিন্দ মোদক, অনাথনাথ সরকার, রাখালচন্দ্র সরকার, অন্নদা মোদক, বিনোদ ধারা, নিতাই ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র গড়াই, পূর্ণচন্দ্র গড়াই, স্বর্ণ বৈদ্য, কুমেদ দাসী, জগৎ ঘোষ, ক্ষিরোদচন্দ্র দাসাধিকারী, প্রিয়নাথ হালদার, অশ্বিনীকুমার হালদার সীতানাথ হালদার, পরীক্ষিত হালদার, শ্যামাচরণ হালদার, প্রতাপ বৈদ্য, দিগম্বর হালদার, বালকচন্দ্র, পুলিনবিহারী হালদার, আদিত্য হালদার, অবতারণ হালদার, অক্ষয়কুমার হালদার, রামকুমার বৈরাগী, বেণীমাধব হালদার, কুসুমকুমারী দাসী, শশিভূষণ লস্কর, রাখালচন্দ্র মণ্ডল, জ্যোতীন্দ্রচন্দ্র সরদার, চৈতন্য হালদার, সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মথুরামোহন সরদার, ঈশানচন্দ্র লস্কর, হরমোহন লস্কর, চৌধুরী হালদার, দীননাথ হালদার, বেণীমাধব হালদার, হরিপদ সাহা, গোপীমোহন দাসাধিকারী, মহেন্দ্রনাথ সরদার, হরিপদ লস্কর, হরেকৃষ্ণ হালদার, প্রাণকৃষ্ণ হালদার, শশিভূষণ লস্কর, রমানাথ সরদার, হরিপদ মণ্ডল, দয়ালচন্দ্র লস্কর, ভূতনাথ লস্কর, রামকৃষ্ণ লস্কর, রাখালচন্দ্র হালদার, শ্রীশিবনারায়ণ দে, অধরচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ত্রৈলোক্যনাথ পাত্র, দয়াল দে তেঘরিয়া, উপেন্দ্রনাথ সেন, হারাধন মাইতি, বনমালী সাউ, মহেন্দ্রনাথ মাইতি, বসন্ত জানা, গঙ্গাধর মণ্ডল, শশী দাস, ভাগবত গরাই, নিত্যানন্দ রানা, চৈতন্যচরণ সাউ, রাধানাথ মাইতি, কৃষ্ণপ্রসাদ জানা, ভায় মাট্টা, মহেন্দ্রনাথ দেব গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ প্রধান, পহল প্রধান, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শত্রুঘ্ন পাত্র, শ্রীনাথচন্দ্র পাখা, নরেন্দ্রনাথ জানা, যোগেন্দ্রনাথ দাস, শম্ভুনাথ মহাপাত্র, শ্রীপঞ্চানন প্রধান, অদ্বৈতপ্রসাদ দাস, রাখালচন্দ্র খাটুয়া, বড় নবীন বক্স, ছোট নবীন বক্স, গোবিন্দপ্রসাদ খাটুয়া, একাদশীচরণ সাউ, ক্ষীরোদচন্দ্র গিরি, হরিপদ গিরি, রুদ্রনারায়ণ গিরি, ত্রিলোচন পড্যা, ভীমচরণ পড্যা, প্রসন্নকুমার পড্যা, উমাসুন্দরী দাসী, ধরণীধর মাইতি, গোষ্ঠবিহারী দত্ত, সীতানাথ সামন্ত, উপেন্দ্রনাথ সাউ, ত্রৈলোক্যনাথ দে, বিক্রম দে, গিরিশচন্দ্র বাগ, জানকীনাথ সাউ, পদ্মলোচন দাস, গোপীনাথ দাস, মধুসূদন জানা, জয়কৃষ্ণ দাসাধিকারী, পদ্মকুমার মহাপাত্র, সাবিত্রী দেবী, দধিমোহন জানা, তারাপ্রসাদ মণ্ডল, রাধানাথ মণ্ডল, গঙ্গারাম দে, শিব চরণ জানা, জানকী নাথ সিংহ, শিব প্রসাদ প্রধান, উপেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণ দাস, অর্জ্জুন পাত্র, নিত্যানন্দ জানা, কুঞ্জ দাস, ক্ষীরোদ দাস, গদাধর ভুই, মুরারি দাস, অদ্বৈত দাস, কীর্ত্তিবাস জানা, কেনারাম পাড়া, সুরেন্দ্র পোতর, গোপাল জানা, রামপদ, শরৎ চন্দ্র দে, ঈশ্বর মাইতি, গদাধর মাইতি, ত্রৈলোক্য নাথ মহাপাত্র।

খুচরা ——— ১২৮৵১০

চাউল সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত কমলপুর চাউল মহাজনবর্গ ১০৵, শরচ্চন্দ্র বৈতালিক ৮৵, পুলিন বিহারী বৈতালিক ৬৵, বিক্রম কুমার মুখোপাধ্যায় ৬৵, উপেন্দ্রনাথ দাঁ, ৫৵, সারদা প্রসাদ সামন্ত ৪৵।

৩৵ হিসাবে ৩ জন ৯৵

শ্রীযুক্ত দীন নাথ গড়াই, কুঞ্জ বিহারী দাস, বেনী মাধব দত্ত।

২৵ মণ হিসাবে ১২ জন ২৪৵

শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাঁ, হরিপদ দাঁ, ইন্দ্র নারায়ণ শীল, উপেন্দ্র নাথ বৈতাল দাস, ভাগবত দাসাধিকারী, প্যারী

মোহন ঘোষ, পঞ্চানন গড়াই, যোগেন্দ্র হাজরা, পাঁচুগোপাল পাল, দেবীচরণ অট্ট, শ্রীকৃষ্ণধর গড়, অন্নদা প্রসাদ দত্ত।

১৷৹/ মণ হিসাবে ৬ জন ৯/

শ্রীযুক্ত সীতানাথ সামন্ত, অধরচন্দ্র সামন্ত, গোলক চন্দ্র, গঙ্গারাম পাল, রাখাল চন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ দে, হারাধন মাইতি।

১/ মণ হিসাবে ৩২ জন ৩২/

শ্রীযুক্ত প্রমদা নন্দী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, গুরু প্রসাদ মাঝি, শ্রীনিবাস বেরা, অনন্ত কুমার দাস, কানাই লাল মাইতি, নফর চন্দ্র দোলই, রবিলাল সামন্ত, বিজয় চন্দ্র দাসাধিকারী; গুণধর গুড়িয়া, তরেন্দ্র নাথ ডিণ্ডা, রামচন্দ্র সাঁতরা, রজনী কান্ত মাইতি, সুরেন্দ্র নাথ ঘরা, মহেন্দ্র নাথ হাজরা, ইন্দ্র নারায়ণ মণ্ডল, সীতানাথ দাস, পূর্ণ চন্দ্র মাইতি, বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, কৈলাস চন্দ্র সামন্ত, লক্ষ্মী নারায়ণ সামন্ত, ধীরেন্দ্র নাথ বৈতালিক, রসিক নাথ নাথ, হারাধন মাইতি, বেণী মাধব বৈতালিক, যোগীন্দ্রনাথ বৈতালিক, সুরেন্দ্র নাথ বৈতালিক, মনীন্দ্র ঘোষ, রাধিকা মোহন সাহা, মহেন্দ্রনাথ দাস, লক্ষ্মীকান্ত, রাইমোহন সাহা, দুর্গা চরণ সাহা।

৸৹ সের হিসাবে ৪ জন ৩/

শ্রীযুক্ত হারাধন দোলই, বিহারী লাল সরকার, উপেন্দ্র নাথ সেন, হারাধন সিংহ।

৷৷৹ সের হিসাবে ৫৮ জন ২৯/

শ্রীযুক্ত কেদার চণ্ডার, চন্দ্র কান্ত সামন্ত, বিপিন বিহারী দে, ক্ষিতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, হরিপদ রায়, চণ্ডী চরণ মাইতি বিষ্ণু হরি দে, আশুতোষ সামন্ত, ক্ষুদিরাম ঘোড়া, সনাতন মাইতি, শ্যাম চরণ চন্দ্র, শ্রীনাথ মাইতি, কৃষ্ণ বাগ, গুণধর বাগ, গোপীনাথ মাঝি, তরেন্দ্র নাথ ঝুল্‌কি, বিপিন বিহারী মণ্ডল, মহেন্দ্র নাথ দাস, যোগেন্দ্র নাথ সামন্ত, রজনী কান্ত সামন্ত, গান্ধারী চরণ সামন্ত দাস, শত্রুঘ্ন সাউ, গোরা চাঁদ প্রধান। রাধা-গোবিন্দ প্রধান দাস, সারদা প্রসাদ, সিংহ, নরেন্দ্র নাথ মিত্র, পুলিন বিহারী করণ, সুরেন্দ্র নাথ ভুয়া, ক্ষুদিরাম সরকার, অঘোর কামিনী দেবী, পূর্ণ চন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত গোপ, রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যশোদা মণ্ডল, প্রমোদিনী দাসী, আশুতোষ সরকার, রঞ্জনীকান্ত সাহা, বৈষ্ণব দাসীর মাতা, যামিনী মনী দাসী, লক্ষ্মী নারায়ণ ভুয়া, মহেন্দ্র নাথ দে, সুরেন্দ্র নাথ পাণ্ডা, তারা প্রসাদ মণ্ডল, লক্ষ্মীকান্ত, নগরবাসী সাহা, নবীনচন্দ্র অখিলচন্দ্র সাহা, ত্রিবিক্রম ঘোষ, ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, সীতানাথ ভুয়া, শিবনারায়ণ দে, অধর চন্দ্র সিংহ, জয় মাট্টা, প্রিয় নাথ ধাওয়া, উদয় মাইতি, নিত্যানন্দ দাস মহাপাত্র, জন্মেজয় সাউ, নিত্যানন্দ রাণা, দ্বারকা নাথ মাইতি—

।৹ সের হিসাব ৪০ জন—১০/

শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, যোগী মানা, ত্রৈলোক্যনাথ বেরা, নন্দ লাল মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র ভুয়া, মহেন্দ্র নাথ সামন্ত দাস, কালাচাঁদ বৈতালিক, বিষ্ণুপদ দাস, রাম চাঁদ দাস, প্রমথ নাথ রায়, জীবন কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, বিনোদ বিহারী দাস, যোগেন্দ্র নাথ দাস, উপেন্দ্র ঘোড়ই, জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভুয়া, গোবিন্দ হাজরা, উপেন্দ্র মাইতি, ভবতারণ পাণ্ডা বঙ্কিম বিহারী গুড্যা, তারা প্রসাদ কৃষ্ণ প্রসাদ গুরচাঁদ সাহা, সাধুচরণ পোদ্দার, অম্বিকা চরণ পাল, দাস গুপ্ত-এণ্ড কোং, ললিত মোহন সরকার, গদাধর হুই, নিত্যানন্দ সাউ, নিত্যানন্দ হুই, রাম পদ, গোরাচাঁদ পোদ্দার, ঈশ্বর দাস, প্রিয় নাথ ধাওয়া, শ্রীনিবাস মাইতি, মহেন্দ্রনাথ মাইতি মধুসূদন দে, বসন্ত জানা, গঙ্গাধর মণ্ডল, কার্ত্তিক রাণা, নিমাইচরণ বেরা চৈতন্যচরণ সাউ, ক্ষেত্রমোহন দে।

।৫ সের হিসাবে ২জন ৸৹

শ্রীযুক্ত সীতানাথ জানকীনাথ সাহা, হারাণচন্দ্র মতিলাল সাহা

/৫ সের হিসাবে ১১ জন ১।৫

শ্রীযুক্ত জীবন জানা, বিনন্দ দাস, ক্ষুদিরাম হাজরা, অধর জানা, উদয় দাস, অন্নদা মিশ্র, কামদেব দাস, রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী, রাজ বিহারী কৈলাসচন্দ্র কুণ্ডু, ভক্ত দাস, কেদার নাথ মাইতি

১৮৹৷৷৹

ডাল সংগ্রহ

॥০ সের হিসাবে ২ জন ১৴

ক্ত নবীনচন্দ্র অখিলচন্দ্র সাহা, লক্ষ্মীকান্ত রাই মোহন সাহা

।০ হিসাবে ২ জন ॥০

শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সরকার, রাধিকা মোহন সাহা সীতানাথ জানকী নাথ সাহা ৴৫

৴২॥০ হিসাবে ২ জন ৴৫

শ্রীযুক্ত তারা প্রসাদ কৃষ্ণ প্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, রাজবিহারী কৈলাস চন্দ্র কুণ্ডু ১৸০

আলু সংগ্রহ

২৴ মণ হিসাবে ৭ জন ১৪৴

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার ঘোষ, রজনীকান্ত দাস, হরিপদ নন্দী, বিজয়চন্দ্র সাধুখাঁ, কেদারনাথ ঘোষ, নিতাইচরণ মণ্ডল, পাঁচুগোপাল পাল

১৴ মণ হিসাবে ৫ জন ৫৴

শ্রীযুক্ত নটবর ঘোষ, ব্রজমোহন মানিক, শরচ্চন্দ্রকুমার, জলধর কোলে, সত্যচরণ দত্ত

॥০ সের হিসাবে ২জন ১৴০

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ, হৃষীকেশ চৌধুরী ২০৴

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

ব্যয়ের তালিকা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৮

চাউল	১২০৬৸৵০
ডাল	২৩৪৸৴৫
বাজার তরকারী	৫৮৩॥৫
মসলা	২৭।৴৫
তৈল	১১০৸৵০
ঘৃত	১৬৮৴১৫
ময়দা	৩০।০
চিড়া	৬১।৵০
চিনি, গুড়	৩০৩।০
দধি, দুগ্ধ	২৭৭॥৵৫
কাষ্ঠ	৯৪৸১৫
কেরোসিন	১৩॥১০
কণ্‌কচ	১৬৸০
আলোক	২১।৴০
পারিশ্রমিক	৩০৯৴১০
পাথেয়	২৪৮।৴০
পোষ্টেজ	১০৸৴০
বাসন পত্র	১৩২॥১০
অস্থায়ী মেরামতাদি	১৯৭৸৵৫
চিকিৎসা খাতে	৩৬৸৴০
বিবিধ	১৯৩।৵৫
মজুত তহবিল	৪১৴১০
	৩১১৯।৵০
ময়দা	৩০।০

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী

৭ই ফাল্গুন ১৩৩১, রাত্রি ৮ ঘটিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

শ্রীধাম রামকেলী হইতে ভক্তগণসহ সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল পরমহংসঠাকুর পুনরায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল, স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেন—(১) আপনি জাতি-ভেদ মানেন কি না? (২) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে কোন বর্ণে উৎপন্ন ব্যক্তি আপনার নিকট দীক্ষার জন্য আসিলে আপনি কি করেন? (৩) দীক্ষার পর সকল শিষ্যের এক অবস্থা লাভ হয় কিনা? (৪) দীক্ষাদানের পূর্ব্বে কোন্ 'criterion' (লক্ষণ) দ্বারা শিষ্যের যোগ্যতা বিচার করা হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে বলেন,—"অনর্থযুক্ত জীবের জন্য বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা বিশেষভাবে আছে। তবে অবৈধ বর্ণাশ্রম স্বীকার্য্য নহে। বর্ত্তমান কালে বৈধ বর্ণাশ্রমের বড়ই অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্তানকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উপনয়নসংস্কার প্রদান করিলে তিনি যদি ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতর কার্য্যে ধাবিত হন, তবে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজন কি? বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ কন্যাকে 'ভার্য্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তদ্রূপ অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের সন্তানকে যে 'ব্রাহ্মণ' নামে নির্দ্দেশ তাহাও প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা মাত্র। শাস্ত্রে এই জন্য বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ব্রাহ্মণবৃত্তে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'ব্রাহ্মণ' করা যায় না।

বালকের বৃত্তিদর্শনে আচার্য্য তাহার বর্ণ-নির্দ্দেশ করেন। সরলতা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক। সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিই কৈতব-রহিত ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করেন। হারিদ্রুমতগৌতম সত্যকাম জাবালার বৃত্তি দর্শন করিয়াই তাঁহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৃত্তব্রাহ্মণতাই শ্রৌত পন্থা শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া গুণকর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক কেবলমাত্র সাধারণ মেয়েলীমতের অনুসরণ প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য নহে। দীক্ষার পূর্ব্বে সরলতা ও সত্যবাদিতা অর্থাৎ হরিভজন-স্পৃহা দর্শন করিয়া যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতায় অধিকার দেখা যায়।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিষ্ণুযামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন—

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

সাত্বত তন্ত্রই—পঞ্চরাত্র। সুতরাং কলিতে যে তন্ত্র-বিধানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রণালীই জানিতে হইবে। নারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-বক্তা; শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভাগবতগণ পঞ্চরাত্রের বক্তা। হরির উপাসনা ব্যতীত অন্য নশ্বর ভোগবাদ সাত্বত তন্ত্রে স্থান পায় নাই।

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রস্তু কথ্যতে॥"
মঃ ভাঃ শান্তি পর্ব্ব মোক্ষ-ধর্ম্ম—৩৪৮।৬৮ শ্লোক।

সাত্বত পঞ্চরাত্র মতে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ বিধায় বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত-জন বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রে পাশুপত্যাধিকরণই তাহার প্রমাণ। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা দ্বারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার দিতে সমর্থ।

দীক্ষা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা আবার দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা 'বৈদিকী"। অযোগ্যজনে অধিকারিজ্ঞানে 'পৌরাণিকী দীক্ষা' এবং অনধিকারি-বিচারে ভাবী যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে 'পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা'। এই জন্যই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃতপদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা বিধায় দশ সংস্কারের বিধান দীক্ষার অঙ্গ মধ্যে উল্লিখিত করিয়া ক্রমদীপিকা, সারদা তিলক, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা-পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগম বিধির কথা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

অর্থাৎ দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক

উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষাকালেই অনধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্য কালীয় মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়।

এক-মাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্তগণ 'শূদ্র-দীক্ষা-বিধান' বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা' শব্দ বাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে। এইরূপ দীক্ষা-দান চাতুরী দ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবস্মার্ত্ত বা পারমার্থিকগণ বলেন যে উহা নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া কাল্পনিক মন্ত্র। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন, ইহাই দীক্ষা-বিধি। শ্রীমহাভারতের—

"শূদ্রোঽপ্যাগম সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

—এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই দশ-সংস্কার-পদ্ধতি অনুস্যূত আছে। দীক্ষার পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না।

এক ব্যক্তির এক শত্রু লেখা পড়া শিখিয়া উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর পদে আরূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া ঐ মৎসর ব্যক্তিটী বলিলেন—শত্রু কখনই ঐরূপ উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারে না। যখন শুনিলেন, সরকার বাহাদুর শত্রুকে বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন ঐ মৎসর ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—"একান্তই যদি সে বিচারকই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই বেতন পায় না।" এইরূপে 'দীক্ষা-বিধান দ্বারা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইলেও, দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট হইবেন না'—এইরূপ মৎসরতা-ব্যঞ্জক অশাস্ত্রীয় কথা উঠিয়া থাকে।' আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞ-সূত্র-গ্রহণ তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতার' ব্যাঘাতকর। অর্থাৎ তাহা হইলেই ঐ সকল মৎসর ব্যক্তির বৈষ্ণবকে পাপী, শূদ্র প্রভৃতি বলিবার সুযোগ হয়। এমন কি নিজেরা 'ব্রাহ্মণ' এরূপ মনে করিয়া পরমহংস গুরুবর্গকে শূদ্র বলিবার অবকাশ পাওয়া যায়। শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভু শালগ্রাম পূজায় অনধিকারী ছিলেন, ঠাকুর হরিদাস অপাংক্তেয় ছিলেন প্রভৃতি বলিয়া নরকের পথ সুগম করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবদাসগণ জীবকে এই নরক গমনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বলিয়া থাকেন—দীক্ষিত বৈষ্ণব অব্রাহ্মণ নহেন।

(ক্রমশঃ)

নিমাই

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

নিমাইকে ঘাটে গিয়ে কেবল এই রকম কোরে জল ছড়া ছড়ি, কি জল ঘোলা করা, কি লোকের পা ধোরেই টান তো, তা নয়, এক এক দিন এমন দৌরাত্ম কোরতো যে, কি মেয়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষ সকলেই একবারে হাড়ে চটে যেতো। এক দিন ভারি এক মজা কোরে ছিলো—বিনোদ বাঁড়ুর্য্যে নেয়ে শুকনো কাপড় পোরে আসবে বোলে বাড়ী থেকে এক খানা বেশ ফরসা লাল ধানি কল্কা পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি এনে গুটিয়ে ড্যাঙায় রেকে জলে নেমেচে। একটু তপাতে চাটুর্য্যেদের ছোট ছেলেও নেয়ে শুকনো কাপড় পোরে বাড়ী আসবো বোলে একখানী সাদা কাপড় এনে বেশ কোরে গুটিয়ে ড্যাঙায় রেকে জলে নেমেচে। দুজনার মধ্যে ম্যালা লোক ছান কোরচে। দুজনারই ছ্যান করা শেষ হোয়েচে, আহ্নিক কোরবে বোলে ফোঁটা কোরলে। এমন সময় নিমাই এসে পোলো। নিমাই আর সব সঙ্গের ছেলেরা আপন আপন দোয়াত দপ্তর ড্যাঙায় রেকে জলে নামবে এমন সময় নিমাই ঐ কাপড় দুখানা দেকতে পেলো। দেকেই সঙ্গের ছেলেদের বোল্লে ভাই এক মজা কোরবি? দাশু বোল্লে একটা ছেলে ছিল সে বোল্লে কি মজা?

নি। কোরিস তো বোলি ভারি মজা হবে।

দা। বলনা কেন, কি মজা, পারিতো কোরবো।

নি। পারবি, তবে কোরিস তো হয়।

দা বল্ শুনি তো, তার পর পারি না পারি বোলবো।

নি। শুনবি তবে, পারবি তো? এই যে দুজায়গায়

দুখানা কাপড় রোয়েচে দেকচিস। এই সাদা কাপড় খান নিশ্চয়ই কোন মেয়ে মানুষের। আর এই কল্কা পেড়ে ধুতি খানা নিশ্চয়ই কোন পুরুষ মানুষের বোলে বোদ হচ্চে। এই দুখানা কাপড় যদি বদলা বোদলী কোরে রাখতে পারিস ভারি মজা হয়। পারবি? পাড় ওয়ালা খানা সাদা কাপড় খানার জায়গায় থো আর সাদা খানা পাড়ওয়ালা খানার জায়গায় রেকে দে পারবি নে? ভারি মজা হবে এখন দেখিস।

দা। না ভা—ই দেকতে পেলে মারবে।

দাও পারবো না বোল্লে, নিমাই আর একটা ছেলেকে বোল্লে, সেও বোল্লে, না ভা—ই পারবো না—মারবে। নিমাই তখন এক এক কোরে সকল ছেলেকেই বোল্লে, সকলেরই ঐ এক কথা—না ভাই—ই দেকতে পেলে মারবে। তখন হরিষ বোলে একটা ছেলে নিমাইকে বোল্লে তুই কর না কেন? তোকে তো কেও কিছু বলে না, তুই কর। নিমাই বোল্লে দেক্‌বি তবে, কোরবো? তোরে যে কেও বলে দিস নে? এই বোলে নিমাই চোঁৎ কোরে গিয়ে সাদা কাপড় খানার জায়গায় পেড়ে খানা আর পেড়ে খানার জায়গায় সাদা খানা রেকে দিয়ে, যে জায়গায় সব ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ভেতরে এসে দাঁড়ালো। এমন ফিকির কোরে বদলা বোদলী কোরলে যে কেও তা দেকতে পেলো না। ছেলেরাও সব্বাই বোল্লে এক্ খোন্ তোরে কেমন কোরে কোরলি ভাই। আমরা তা কিছু দেক্‌তে পাইনি। নিমাই বোল্লে চুপ কর থাক তো মজা হবে এখন। নিমাইয়ের কতা শুনে সব ছেলে কাপড়ের দিকে চেয়ে রৈল, কি মজা হয় দেকবো।

বিনোদ বাড়ির্য্যে আহ্নিক সেরে ড্যাঙ্গায় উঠে কাপড় পোরতে গ্যালো চাটুর্য্যেদের ছেলে বৌও আহ্নিক সেরে কাপড় পোরতে গ্যালো। দুজনাই কাপড় খুলে পোরতে গিয়ে দ্যাকে আমার নয়। বাঁড়ির্য্যে বোল্লে এ কি! এ কাপড় তো আমার নয় এ যে দেকচি মেয়ে মানুষের কাপড় ছোট বৌ বোল্লে ওমা সে কি! এ যে পুরুষ মানুষের কাপড়, আমার কাপড় কৈ? আমার কাপড় কে নিলে? লজ্জায় ভিজা কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে মাথা হেট কোরে কাপড় ধোরে দাঁড়িয়ে থাকলো। বিনোদ বাঁড়ুর্য্যে কাপড়খানা হাতে কোরে নিয়ে চ্যাচামেচী আরম্ভ কোরলে। সব্বাইকে দ্যাকায় আর বলে কোন দুষ্টু লোক আমার ভাল কাপড় খানা নিয়ে এই সাদা ধুতিখানা রেকে গিয়েচে। এমন সব বদ লোক ঘাটে নাইতে আসে! এই বোলে সকল লোককে দ্যাকাতে দ্যাকাতে যেমন ছোট বৌএর দিকে নজর পোড়েচে ওমনি বোল্লে ঐ তো আমার কাপড়। কে এমন কাজ কোরলে? এ নিশ্চয়ই কোন দুষ্টু লোকের কাজ নইলে কি কেও এমন কাজ করে? এই বোলতে বোলতে ছোট বৌএর কাচে গিয়ে, মা! ঐ কাপড় খানা আমার আর এই খানা আপনার বোলে বোদ হচ্চে। কোন দুষ্টু লোকের কাজ মা এতে লজ্জা নেই আপনার কাপড় আপনি নিন, আর আমার কাপড় আমাকে দিন, বোলে যেমন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে গিয়ে যে ওমনি নিমাই ফিক্ কোরে হেঁসে উটলেন। নিমাইয়ের হাঁসি দেকে সকল ছেলেই হি হি কোরে হাঁসতে হাঁসতে হাত তালি দিতে লাগলো। ছেলেদের হাঁসি আর হাত তালি দেওয়া দেকে, বিনোদ বাঁড়িয্যের ভারি লজ্জা হোলো রাগে গায়ের ভেতোর গর গর কোরতে লাগলো। তাড়াতাড়ি কোরে ভিজে কাপড় খানা ছেড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে গিয়ে একটা ছেলের হাত চেপে ধোরলে। বোল্লে বল দুষ্টু কে কাপড় বদলা বদলী কোরলে বল? নইলে আপসিয়ে মেরে ফেলবো বল শিগ্‌গীর।

ছে। আমি কোরিনি

বি বা। তবে কে কোরেচে বল?

ছে। আমি জ নিনে।

বি বা। জানিস নে দেকবি মজা? তুইই কোরেচিস।

এই বোলে ছেলেটাকে যেমন আপসাল মারবার মত কোরেচে ওমনি ভয়ে বোলে ফেল্লে, নিমে করেচে।

নিমে কোরেচে? কৈ সে নিমে? বোলে বাঁড়ির্য্যে যেমন তাকে ছেড়ে দিয়ে যে ওমনি নিমাই দৌড়ে গিয়ে জলে পোড়ে সাঁতার দিয়ে গঙ্গার ও পাড়ে গিয়ে পোলো। বাঁড়ির্য্যে আর কি কোরবে ভিজে কাপড় খানা কেরে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী চোলে গ্যালো। বাড়ির্য্যেকে চোলে যেতে দেকে নিমাই আবার সাঁতরিয়ে এসে সব ছেলেদের সঙ্গে চ্যান কোরে চোলে গ্যালো।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২রা মাঘ ১৩৩২, ১৬ই জানুয়ারী ১৯২৬ | ২২শ সংখ্যা

সার কথা

নামোদয়ের লক্ষণ কি ?

এক কৃষ্ণ-নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভব-ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফল পাই এত ধন॥

—চৈঃ চঃ আদি ৮ম

নামাভাসের ফল কি ?

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

নামাপরাধ ও নাম কি এক ?

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম-ধন॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেম ধন॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ ও আদি ৮ম

কৃষ্ণভক্তির বাধক কি ?

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম্ম॥

—চৈঃ চঃ আদি ১ম

নামাক্ষর ও নাম কি এক ?

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এসব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥

—প্রেম বিবর্ত্ত

নাম কি প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ?

কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণ-লীলা-বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণ-নাম-দেহ-বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ

পাঠকগণের প্রতি

আজ সর্ব্বাগ্রে সুধী-গৌড়ীয়-পাঠকগণের নিকট একটী বিনীত নিবেদন জানাইতেছি। আপনারা সুধী, সত্যানুসন্ধিৎসু ও ভক্তিরসপিপাসু। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনারা বোধ হয় অনেকেই শ্রীপত্রের উদ্দেশ্যটী বিস্মৃত হন নাই। গৌড়ীয় পত্রের আবরণীপৃষ্ঠার প্রারম্ভেই লিখিত রহিয়াছে—"একমাত্র **পারমার্থিক** সাপ্তাহিক পত্র"।

জগতে অনেক আর্থিক পত্র থাকিতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। 'অর্থ' শব্দের অর্থ 'প্রয়োজন'। প্রয়োজনের মধ্যে জীবের যেটী পরম-প্রয়োজন তাহার উদ্দেশ ও আলোচনা করাই এই পত্রের বক্তব্য বিষয়।

পরমার্থের মধ্যে আবার এই পত্রটী একমাত্র বা একান্ত পারমার্থিক। পরমার্থ-বিচারে জগতে বহু বহু মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু এই পত্রটী তদন্তর্গত কোন একটী পারমার্থিক চিন্তাস্রোতের মুখপত্র নহেন।

বেদের সারসঙ্কলনকারী ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতা বেদব্যাস স্বয়ং তাঁহার স্বরচিত-ব্রহ্মসূত্রের যে অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কৈতবরহিত সত্যবাণী ও শ্রৌতবাণী প্রচার করাই গৌড়ীয়ের পরমার্থ।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগতজনগণ যে সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, গৌড়ীয় সেই সকল শ্রৌতবাণীই নিরন্তর কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-পত্র-পাঠকালে সুধীপাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে, এই শ্রীপত্র প্রেয়ঃপন্থিলোকগণের মুখপত্র বা তাঁহাদের রুচিকর আপাতমনোরম প্রবন্ধাবলী বা বার্ত্তাসম্পুটে পরিপূর্ণ নহে।

এই পত্র শ্রৌতপন্থিগণের মুখপত্র ও তাঁহাদেরই সুখপ্রদ লেখনীতে পূর্ণ। শ্রৌতপন্থিগণের সুখপ্রদ বলিবার কারণ এই যে—শ্রৌতপন্থিগণ প্রেয়ঃপন্থী নহেন, তাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে তাঁহারা প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই নিত্য বরণ করিয়া থাকেন।

শ্রেয়ো বস্তু আপাত সুখদ হয় না। সিতাপল যেরূপ পিত্তগ্রস্ত রোগীর নিকট তিক্ত বোধ হয়, তদ্রূপ অনর্থ-পিত্ত-বিনাশিনী, চরমে মঙ্গলদায়িনী কথাগুলিও আপাততঃ বড়ই মর্ম্মভেদিনী ও কর্কশ বলিয়া বোধ হয়।

যদি কেহ বলেন যে, এইরূপ কর্কশ ও তিক্ত ভাষা প্রয়োগ না করিয়া মিষ্টভাষায় বলিলেই ত' উহা লোকের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হইতে পারে? তদুত্তরে আমরা বলি যে, অনেক সময়ে রোগ-গ্রস্ত হইয়া আমরা মনে করি, চিকিৎসকমহোদয় যদি অস্ত্র-প্রয়োগ না করিয়া অন্য কোনও প্রকারে আমাদের বিস্ফোটক নিরাময় করিতে পারেন, তাহা হইলে উহাই উত্তম চিকিৎসা।

রোগীর দিক্ হইতে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ চিরকালই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনর্থের বশীভূত হইয়া এতই অচেতন হইয়া পড়িয়াছি যে, অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, সোজাভাবে বলিলে বা মিষ্টকথায় বলিলে কোনও ফলোদয়ই হয় না। যদি সকল সময়েই অস্ত্র-প্রয়োগ ব্যতীত স্ফোটকাদি নিরাময় হইত, তাহা হইলে চিকিৎসাজগৎ হইতে অস্ত্রবিদ্যা উঠিয়া যাইত। ফলতঃ তাহা নহে। এই জন্যই ভাগবতাদি শাস্ত্রের অনেক স্থলে নানা প্রকার তীব্র ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশ্য এইস্থানে বিচার্য্য এই যে, এইরূপ তীব্র ভাষা বা কর্কশ-বাক্য কি মৎসরতা বা হিংসাব্যঞ্জক অথবা অত্যন্ত ভূতানুকম্পাজাত ব্যাপার? যদি উহা মৎসরতাপূর্ণ না হইয়া প্রিয়গণের দুঃখের দুর্দ্দশায় কাতরতার অভিব্যঞ্জকই হয় এবং ঐরূপ তীব্রবাক্য প্রয়োগের দ্বার যদি লুপ্তচেতন জীবের চেতনবৃত্তি উদ্বোধন করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে রোগীর পক্ষ হইতে ঐরূপ চীৎকার, ভৎর্সনা বা নানাবিধ প্রলাপ শ্রবণ করিয়া কি সুবৈদ্যের অস্ত্র প্রয়োগ হইতে ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য?

আমরা বর্ত্তমান জগতের একটী চিন্তাস্রোতের উদাহরণ নিয়ে নমুনাস্বরূপ দিতেছি। আপনারা সকলেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের কথা জানেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু এই শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—চৈঃ চঃ আদি ৮ম

"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যজগতের একজন প্রধান পুরুষ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ-রচয়িতা রায় বাহাদুর ডাঃ

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচয়িতার সম্বন্ধে তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ) এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। * * কটূক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের আয়ত্ত ছিল না। সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযত-বাক্ দুর্দান্ত একটী শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।"

লোকহিতৈষী, পরদুঃখদুঃখী, নির্ম্মৎসরসজ্জনাগ্রগণ্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে যখন এই সকল কথা আধুনিকগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের অযোগ্য দাসানুদাস আমাদিগের প্রতি যে **অবিবেকি**-সমাজ কিরূপ ধারণা করিতে পারেন, তাহা গৌড়ীয়ের সুধী-পাঠকগণই বিচার করুন্।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের লোক অধিকাংশই প্রেয়ঃপন্থী। কোটির মধ্যে দু'একটী লোক প্রকৃত শ্রেয়ঃ অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার স্বভাবই এই যে, উহা আপাতরমণীয়তার প্রতি ধাবিত হয়।

যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে, যে পৃথিবীতে নিগমকল্পতরুর গলিত প্রপক্কফল অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে ধরাধামে প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই স্থানে অপরাপর কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত থাকিল কেন? সকলেই কেন ভাগবতধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলেন না? একমাত্র ভাগবত-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায় থাকার ত' আবশ্যকই নাই?

কিন্তু তাহা হইতে পারে না। মনোধর্ম্মিজীব মনোধর্ম্মের প্রশ্রয়দায়িনী কথাকেই তাঁহার রুচির অনুকূল মনে করিয়া উহাকেই বরণ করিয়া থাকেন। যাহাতে শ্রেয়ঃ হইবে সে কথা শুনিতে চাহেন না।

আবার যাঁহারা এই ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিতেছেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে ভাগবতকে আশ্রয় করেন নাই। বরং ভাগবতের দ্বারা তাঁহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। ভাগবতধর্ম্ম আজ পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত!

গৌড়ীয়পত্র যদি নিরপেক্ষভাবে এই সকল সত্যকথা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে আমাদের মনোধর্ম্মের আপাত-পরিতৃপ্তি না হইতে পারে, আমাদের প্রেয়ঃসাধন না হইতে পারে, আমাদের আর্থিক ধর্ম্মে রুচি হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু যদি আমরা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণপুটে শ্রদ্ধার সহিত ইহা পান করি, হৃদয়ে অনুধ্যান করি ও স্ব স্ব জীবনে পরিণত করিবার—উপলব্ধি করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি, তাহা হইলে চরমে লাভবান্ হইবেন কাহারা, সুধী পাঠকগণ একবার ধীরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখুন।

বাল্যকালে পিতামাতা যখন আমাদিগকে পাঠ-শিক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা চরিত্র-গঠনের জন্য তাড়ন, ভর্ৎসন প্রভৃতির দ্বারা শাসনাদি করেন, তখন আমাদের বড়ই তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু বড় হইয়া আমরা সেই শাসনের ফল বুঝিতে পারি এবং কেনই বা পিতামাতার শাসনের দ্বারা শাসিত না হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলাম, ইহা মনে করিয়া অনুশোচনা করিয়া বলিয়া থাকি, "যদি পিতামাতা বা শিক্ষকের কথামত পড়া শুনা করিতাম, তাহা হইলে এখন অধিকতর বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ হইয়া কত সুখে কাল যাপন করিতে পারিতাম।" কিন্তু সময় ফুরাইলে অনুশোচনায় কোন লাভ হয় না। এই জন্যই সাধু ও শাস্ত্রগণ আমাদিগকে সময় থাকিতে আমাদের চেতনের বৃত্তি উদ্বোধন করিবার জন্য নানাভাবে যত্ন করিয়া থাকেন।

লোকোত্তর পুরুষগণের বজ্রাপেক্ষা কঠিন শাসন ও নিরপেক্ষ কথা, আবার কুসুম হইতেও সুকোমল স্নেহ-নিদর্শন—এই উভয়টীই সমভাবে গ্রহণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাদের কিছুতেই হরিভজন আরম্ভ হইতে পারে না।

অতএব বুদ্ধিমান্ গৌড়ীয়পাঠকগণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য তথা, ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যগণের কর্ত্তব্য—এই উভয় ব্যাপারটী সমভাবে বিচার করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃটীই গ্রহণ করিবেন। ইহা হিতকারিণী শ্রুতিদেবী কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥"

—কঠ ২য়া বল্লী, ২য় মন্ত্র

"ঢঙ্গ-বিপ্র"

এক দিন কোনও একটী বড় লোকের গৃহে একজন ভক্ত মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাইয়া কালীয়দমনের গীতি গান করিতেছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের সেই গান শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইল এবং তাঁহাতে পুলক, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হইতে থাকিল। হরিদাসঠাকুর ভাবে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন ও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিলেন। হরিদাসঠাকুরের এই অত্যাশ্চর্য্য নিষ্কপট-সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া—

"যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই' কুতূহলী॥"

নিকটে একজন সূত্রগর্ব্বিত বিপ্র দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "হরিদাসঠাকুর হিন্দু পর্য্যন্ত ন'ন, হিন্দুর বহির্ভূত একজন জাতিবিশেষ, আর তিনি কেবল হিন্দু নহেন, হিন্দুর মধ্যে যাবতীয় বর্ণের গুরু—ব্রাহ্মণ। সুতরাং লোকে যদি ভাবকেলি দেখিয়া ম্লেচ্ছের পর্য্যন্ত সমাদর করেন, তবে তাঁহার ন্যায় বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই তাঁহা অপেক্ষা কোটি গুণে অধিক সম্মান দান করিবেন।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দাম্ভিক বিপ্র ঠাকুর হরিদাসের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া, নিজের মহত্ত্ব তথা হরিদাসঠাকুরের হেয়ত্ব (!) প্রচার করিবার জন্য কপটতাপূর্ব্বক সেই স্থানে—

"* * সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥"

বুদ্ধিমান্ ভক্ত ঐ দাম্ভিক কপট বিপ্রের কপটতা ও মৎসরতা ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মৎসর ব্যক্তি কোন শাস্ত্রযুক্তি শুনিবে না; সুতরাং 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্'—মূর্খের পক্ষে যষ্টিই ঔষধ, এই ন্যায়াবলম্বনে—

"আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ভক্ত রক্ষা নাহি আর॥"

তখন—"বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
বাপ্ বাপ্ বলি শেষে গেল পলাইয়া॥"

—এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তিনি হরিদাসঠাকুরের ভাব দেখিয়া কেনই বা তাঁহাকে এত সম্মান দেখাইলেন আর ব্রাহ্মণের ঐরূপ ব্যবহারে তাহাকে সম্মান দেখান দূরে থাকুক্, যষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন?" ভক্তের মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ এই কথার উত্তর দিয়া কহিলেন—

"হরিদাসঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি' ও ব্রাহ্মণ রহস্য করিয়া।
পড়িলা আশ্চর্য্যবুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥
* * *
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড়লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই' ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ

শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর এই জন্য এই বিপ্রের নাম দিয়াছেন—"ঢঙ্গ-বিপ্র" অর্থাৎ যিনি ভক্তের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মৎসরযুক্ত হৃদয়ে স্পর্দ্ধা করিবার জন্য 'সং' সাজিয়া 'ঢং' করিয়া নিজের মহত্ত্ব ও ভক্তের হেয়ত্ব প্রচার করিতে ব্যস্ত হন, কিন্তু ক্রমে এই সকল দাম্ভিক ব্যক্তির কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে সর্ব্বকালেই জগতে এইরূপ ঢঙ্গ বিপ্রের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়।

চোর যেরূপ সাধুব্যক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সাধুকেও—'ঐ চোর', 'ঐ চোর' বলিয়া নিজের সাময়িক পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া লয়, তদ্রূপ সাধুগণও যখন লোক-কল্যাণের জন্য ধর্ম্মরাজ্যের চোর বা কপট ব্যক্তি প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তখন ঐ সকল কপটব্যক্তিও উক্ত নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধুগণকে 'অসাধু' বলিতে ধাবিত হয়।—ইহাই 'ঢঙ্গবিপ্র'কুলের 'ঢং' বা স্বভাব। কিন্তু—

"কাকস্য চঞ্চুর্যদি হেমযুক্তো মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকঃ ন চ রাজহংসঃ॥"

অমেধ্যভোজি-বায়স যদি ঢঙ্গবিপ্রের ন্যায় 'ঢং' করিয়া 'সং' সাজিবার জন্য তাহার চঞ্চু স্বর্ণপাতে মণ্ডিত করে,

কিম্বা মাণিক্য দ্বারা উহার পদদ্বয় বিভূষিত করে, অথবা পক্ষপুটে যদি গজমুক্তাও ধারণ করে, তথাপি সে যেরূপ সুধীগণের নিকট 'রাজহংস' বলিয়া গণিত হয় না, পরন্তু বিষ্ঠাভোজি-বায়সই থাকে, তদ্রূপ 'ঢঙ্গবিপ্র'-সমাজ হরিসেবামৃত-সরোবরবিহারী পরমহংসকুলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যতই কেন না তাঁহাদের দাম্ভিকতা দেখাইতে চেষ্টা করুন, উহাতে সজ্জনসমাজ কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাভোজি-বায়স ব্যতীত আর কোনও শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিবেন না।

"কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥"

বাহ্য-লক্ষণে কাক ও পিক উভয়ই এক, তদ্রূপ অক্ষজ বিচারে ভক্ত ও অভক্ত, নিষ্কপট ও কপট, নির্ম্মৎসর ও মৎসর, অপ্রাকৃত পণ্ডিত ও 'গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত'—এই উভয় শ্রেণীর অনেকটা একই প্রকার। কিন্তু যখন ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয় হয়, তখন যেরূপ কোকিলের মধুর স্বর ও উহার 'আম্রমুকুল' সেবন-স্পৃহা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, আবার তৎপার্শ্বেই কাকের বিকট 'কাকা' রব ও বিষ্ঠাভোজন-স্পৃহা দেখা যায়, তদ্রূপ যখন শুদ্ধ হরিকথা বা হরি-সেবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই ভক্ত ও অভক্ত চেনা যায়। অভক্ত 'ঢঙ্গ-বিপ্র'-সমাজ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার মহোৎসব পাইলে নৃত্য করিতে থাকে, আর প্রেমাম্রমুকুলসেবী অপ্রাকৃত কাব্যকুঞ্জের কোকিলকুল শুদ্ধ-হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে দেহ-গেহ, মন-প্রাণ, আত্মা যথাসর্ব্বস্ব বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠারূপ ভোজ্যের অভাবে ঢঙ্গকুলের আস্ফালন থামিয়া যায়।

"দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥"

কোকিল যেরূপ চিরাভ্যস্ত বিধায় দিব্য আম্ররস পান করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেক অপানীয় কর্দ্দম-মিশ্রিত জল পান করিয়াই 'মক' 'মক' শব্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত-হরিকথামৃত-পানকারী ভগবদ্ভক্তগণ যে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ কর্দ্দমমিশ্রিত ভেকতুল্য অভক্তগণের পানীয়কে নিতান্ত গর্হণীয় বস্তু জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন, অভক্ত-মণ্ডূক-সম্প্রদায় তাহাই পান করিয়া 'মক' 'মক' রবে চতুর্দ্দিকে তাহাদের গুণপণা বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব—

"দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্"

অর্থাৎ যে স্থানে ভেকসমাজ বক্তা সেই স্থানে মৌন থাকাই শোভনীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এই কথাই বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চরিত্র,　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ,　না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

আমরাও এই মহাজনবাক্য শিরে ধারণ করিয়া মৌন থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; তথাপি অনেক কোমলশ্রদ্ধ, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু বালকপ্রতিম ব্যক্তি ঐ ভেককোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া পাছে উহাদের তাণ্ডবনৃত্য দর্শন করিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হন এবং তৎসঙ্গে ভেকসমাজের অন্তকস্বরূপ অনর্থ-সর্পের দ্বারা দংশিত হইয়া প্রাণ হারান—এই ভয়েই সজ্জনগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কিছু ভক্তিবিরোধি-সমাজের মূর্খতা ও তাহার শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা সুধীমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করেছি। সুধী গৌড়ীয়-পাঠকগণ এ বিষয়টী ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, কেন বর্ত্তমানে এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ-রূপ অপ্রীতিকর কার্য্যটীতে গৌড়ীয়ের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

মধুর লিপি

অনেক দিন পরে আমি আবার তোমাদের কাছে চিঠি লিখ্‌চি। আপনাদের না বোলে তোদের বোলে সম্বোধন করায় চটবি নে তো? এখন আমার বয়স কত হলো শুনে বল্‌চি। যেবার গৌড়ীয় প্রথম বেরিয়ে ছিলো তখনকার হিসাবে এখন ৫১৫৮ বছর হলো। বাহাত্তুরে লোক গুলোকেই তোরা বুড়ো বলিস্ আমি বাহাত্তর বার বাহাত্তুরে সুতরাং কত বুড়ো তা ঠিক করে নে।

এবার বোধ হয় তোদের আমাকে মনে পড়েছে আমি সেই মধুমঙ্গল। আমি বামুন হলেও গোড়ো গোয়ালাদের সঙ্গে সদাই থাকি। তোরা গৌড়ীয় কেষ্টভক্ত না গোড়ো গোয়ালা। চটিস্‌নে বুড়োর কথায়। থুড়ি ওঃ তোরা গোয়াল ঘরের সেবা ছেড়ে এখন বামুন হ'চ্ছিস্। কানাই গোরা হয়েছে তার গোড়ায় গড় ক'রে তোরা গৌড়ীয় হয়েছিস্। গোড়ো গোয়ালা গিরি ছেড়ে কয়েকটা ছড় রসিক গৌড়ীয় পোষাকে মনগড়া গৌরনাগরী-ভক্ত হচ্ছিলো। মাঝ থেকে কি একখানা নাগরী বই কলকেতার পুলিস্‌কোর্টে পড়া বন্ধ করে দিয়েচে শুনলাম। মনগড়া রসিকালী ভাবকালি দেখাতে গেলেই আজকালকার মাজাঘসার দিনে কুরুচি বলে সাব্যস্ত হয়। দেখিস্ গৌরনাগরীর দল ঠকাস্ তো ঠকিস্ নে। আরোও শুন্‌ছি বাঙ্গলা দেশে এবার কুলোর বাতাসে তুস্ উড়চে। নিজের ওজন না বুঝিলেই তো ওরূপ হালকা হতে হয়। তুষের ভিতরে কিছুই নেই বাহিরে বক্কর তেজ দেখাতে গেলেই তো ঠক্‌বে। লোকে পাগল্ বলবে। তুস বাজারে বিকোবে না। বাতাসে উড়ে পড়লেই তো বিপদে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' হয়ে পড়বে। একটু সেকেলের খবর না রেখে ভাসা সেওলার মত ত্যাকাপড়া কর্ত্তে গেলেই পাগ্‌লামি নেকামি সব ধরা পড়ে যাবে। দিগ্দর্শন কর্ত্তে হলে বৈখানস, বালিখিল্য, সাত্বতগণের খোঁজ খবরটা একটু রাখ্‌তে হয়। একটু ত্যাকাপড়া করবার পর গোড়ো গোয়ালার দলে মিশ্‌তে হয়। ভাগবত কেতাব খানাকে ইটিনারেণ্ট ভেণ্ডারের লাইসেন্স বলিয়া জাহির করিয়া গোপচন্দ্রের দোহাই দিলে চল্‌বে কেন? গবচন্দ্রকে গোপচন্দ্র বানান সব সময় হয় না। বৈখানস থেকেই শ্রীহীন শশীমৌলি তা থেকেই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়। জনক থেকেই জন্মের ভিতর দিয়েই আচার্য্যসম্প্রদায় হয় না। রুদ্রের পুত্তুর রুদ্দুর কিন্তু রুদ্রের চেলা হতেই আচার্য্য-সম্প্রদায়। গবচন্দ্র কিন্তু গোলমাল করে ফেলেচে বলে দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম হরে মুরারে সহজবিচারে টেঁকে না। মধ্বমুনির নাম শুনে থাক্‌বি; তিনি নারায়ণসংহিতা হতে মুণ্ডকের টীকায় যে বচন ধরেছেন তাতে দ্বাপরের অর্চ্চনার বদলে কলিতে হরেকৃষ্ণ ষোলোনাম বত্তিশ অক্ষরের পূজোই সার হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের হরেকৃষ্ণ নামে জগতে অনেকের শ্রদ্ধা হয় নি। ভারতবর্ষে কলির হরেকৃষ্ণ নাম দ্বাপরের মুরারি নামের আগে হোলেও সোজা কথায় আর ব্যাকা থাক্‌তে পারে না। বাঁকা ছড়া গানে ব্যাকাছোড়ার লীলার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ নাম উল্‌টে পড়েছে। দ্বাপর যুগ আগে পরে কলি। এখনকার ভারতবর্ষ সোজাডিঙ্গি বহা নয়, মেঘ দিয়ে চলে।

"পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"

[১]

"মণিময়-মন্দির-মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্"

—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য বৃদ্ধমুনি শ্রীল পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যপাদ এই কথাটী তাঁহার 'তত্ত্বমুক্তাবলী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞের দূরদর্শিতা বর্ত্তমানকালে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য বৃদ্ধমুনি যে সত্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আজ ও শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনাঙ্কে লীলা-পরিপোষক খলগণের দ্বারা সেই অভিনয় অভিনীত হইতে দেখা যাইতেছে।—

"গুণিগণ-গুম্ফিত-কাব্যে মৃগয়তি খলো দোষং ন জাতু গুণম্।"

—খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভক্তগণগুম্ফিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর অপ্রাকৃত কাব্যে দোষের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। উহারা শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় বধির। শ্রীভাগবত বলেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

—ভাঃ ৫।১৮।১২

—যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, সেই ভগবদ্ভক্তে নিখিলগুণের সহিত দেবতাগণ সতত অবস্থান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত (শ্রীস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য) তাহাতে ভগবদ্ভক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং তাহার মহদ্‌গুণ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সম্ভাবনা কোথায়? সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া অসদ্-বিষয়-সুখে বহির্ধাবমান হয়।

উলূকসদৃশ মৎসরচক্ষে ভক্ত-গুণিগণের গুণ দেখিতে না পাইয়া খলগণ তাঁহাদের বিরচিত অধোক্ষজকাব্যে দোষই দর্শন করিয়া থাকেন, কখনও গুণ দর্শন করিতে পারেন না। মণিময় মন্দিরের কোথায়ও ছিদ্রের অবকাশ নাই; কিন্তু পিপীলিকা তাহার স্বভাবপ্রবৃত্ত অনুসারে ঐরূপ স্থানেও ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

আচার্য্য মধ্বমুনি তাই পুনরায় বলিয়াছেন—

"যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং
পশ্যন্তি নাম গণয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোচয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু॥"

—যাঁহারা মৎসর অর্থাৎ পরোৎকর্ষ সহ্য করিতে অসমর্থ, সেই সকল দৈত্যধর্ম্মাশ্রিত-ব্যক্তিগণ মৎসরতা-হেতু হতবুদ্ধি হইয়া বিমল বস্তুতে দোষই দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা গুণজ্ঞ তাঁহারা উহাতে গুণই দেখেন, দোষ দৃষ্টি করেন না; সেই সকল সাধুগণই এই গ্রন্থে পরিতুষ্ট হউন।

আমরা আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির এই কথা সজ্জন-সমাজে সমাদৃত দেখিতে পাই।

খলব্যক্তিগণ তাহাদের ভেকতুল্য জিহ্বায় ও উলূক-সদৃশনেত্রে ভূতানুকম্পি সাধুগণের গুণকীর্ত্তন ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ ও দর্শন করিবার যোগ্যতারহিত। এমন কি অপর সজ্জনগণের দ্বারা ঐসকল পরদুঃখ-দুঃখি সাধুজনের যশোগান কীর্ত্তিত হইলেও উহা তাঁহাদের গ্রাম্যকথা-শ্রবণে অভ্যস্ত কর্ণপটহে বড়ই পীড়াদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং হতবুদ্ধিব্যক্তিগণের কর্ণ ও শ্রবণেন্দ্রিয় রমণীয় অসাধুগণের গুণ-শ্রবণ ও কীর্ত্তন তথা "সতাংনিন্দা"—এই নামাপরাধ করিবার জন্যই নৃত্য করিতে থাকে।

আমরা শ্রীগৌরহরির আদর্শে দেখিতে পাই যে, একদা ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিয়াছিলেন—

"* * তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কোথা থাকে কোন দোষ
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥"

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"* * ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
* * * *
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১১শ

শ্রীগৌরবিদ্বেষি-জনের হৃদয়মরুতে জগদ্গুরু শ্রীগৌর-সুন্দরের এই সকল উপদেশ কল্যাণ-কল্পতরুর বীজ অঙ্কুরিত হয় না। সামান্য নীতিবাক্যেও—

""দুর্জ্জন মুখে গুণাঃ দোষায়ন্তে"

—দুর্জ্জনের মুখে গুণ ও দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কারণ—"ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং" —বিষধর সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও দুঃসহ গরল উদ্গীরণ করে। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

—"গুণী না হইলে গুণ জানিবে কেমনে?
নির্গুণ কদাপি নাহি চিনে গুণিজনে॥
বলীরে চিনিতে কভু না পারে দুর্ব্বল।
যেই হয় বলবান্ সেই বুঝে বল॥
পিকবর জানে ভাল বসন্তের গুণ।
কেমনে জানিবে তাহা বায়স নির্গুণ?
মাতঙ্গ বুঝিতে পারে কেশরী-বিক্রম।
কেমনে বুঝিবে তাহা মূষিক অধম?"

প্রেমাম্র-মুকুল-সেবী অপ্রাকৃত ভক্ত কবিগণের বিহার-স্থলী ও কৃষ্ণতোষণপরা সঙ্গীতধ্বনির মাধুর্য্য কিরূপেই বা বিষয় বিষ্ঠা ও জগতের আবর্জ্জনা-ভোক্তা, দেহারামী গেহারামী বায়সতুল্য নির্গুণ ব্যক্তিগণ হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিবেন? মূষিকতুল্য অভক্তগণ তাঁহাদের অল্পবুদ্ধি-দ্বারা কিরূপেই বা গৌরসিংহের অনুগতজনের বিক্রম বুঝিতে পারিবেন?

[২]

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগতজনকে চিরকালই বহির্ম্মুখসম্প্রদায় তাহাদের আক্রমণের বস্তু মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমরা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস

ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তথা ভক্তিরত্নাকরের লেখকের লেখনীতে উহার নিদর্শন দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ না মানে তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৮ম

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৩য়

ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।
হরিদাস ঠাকুরের তুঞি কৈলি অপমান॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হৈয়া আগেতে ফলিল॥

*   *   *

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥

*   *   *

প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইর ন্যায় পাপের চরমসীমায় উপনীত ব্রাহ্মণতনয়দ্বয়কেও মহা-ভাগবত করিয়া ছলেন। তিনি রামচন্দ্র খাঁকেও উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধী রামচন্দ্র খাঁ পতিতপাবন নিত্যানন্দের সেই কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবধূত নিত্যা-নন্দের প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিয়া গেল, কিন্তু বৈষ্ণবা-পরাধীর উদ্ধার হইল না। বৈষ্ণবাপরাধিগণের কর্ণে নিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা প্রবিষ্ট হইল না। পতিত-পাবন নিত্যানন্দ প্রভু আসিয়াছিলেন, পতিত রামচন্দ্র খাঁকে কৃপা করিতে কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ কৃপা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, নিত্যানন্দ প্রভুকে ত' তাঁহার গৃহে স্থান দিলেনই না, অপিচ——

*   *   *

"গোসাঞি যাঁহা বসিলা তা'র মাটি খোদাইল।
গোময় জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ॥
তবু রামচন্দ্রের মন না হইল পরসন্ন।"—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

বৈষ্ণবাপরাধের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বিস্তারিত বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া এতদিনে ফলপ্রসূ হইল—

"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবা-পরাদের উদাহরণ বহু বহু দেখিতে পাই। গোপাল চাপালের কথাও সকলেই জানেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥" ইত্যাদি।
—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ

'ভক্তিরত্নাকর,' নরোত্তমবিলাস 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, পাষণ্ডগণ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ করিয়াছেন। সুতরাং যেমন প্রাক্কে ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, পূতনা, তৃণাসুর, বকাসুর প্রভৃতি লীলাপোষককারি-অসুরগণ জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ যুগে যুগে আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদের লীলাপুষ্টি করিবার জন্য অসুরকল্পব্যক্তিগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ইহা জগতের একটী চিরন্তনী প্রথা। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথার সাক্ষ্য প্রতি পদে পদে দেখিতে পাইবেন। যখন আচার্য্যবিরুদ্ধে সমগ্র অনাচারি-সমাজ বিদ্বেষ করিয়া অন্ধতামিস্রে প্রবেশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়, তখনও আচার্য্য সত্যের সুদৃঢ়-ভিত্তিতে অস্খলিতপদে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে সত্যের সনাতনী বাণী বিঘোষণা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। ইহার দ্বারাই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব সপ্রমাণিত হয়। জগতের সারমেয়তুল্য অনাচারি-কোটিকণ্ঠের চীৎকার

একদিকে, আর আচার্য্যের ভগবদনুপ্রাণিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কল্মষদ্বিরদ-বিনাশকারিণী, উপদেশপীযূষ-বর্ষিণী বাস্তবকথা আর একদিকে। কেবলমাত্র অপরাধী বঞ্চিত ব্যক্তিগণ আচার্য্যের কথা অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স্ কাননের সুকল্যাণফল হইতে বঞ্চিত হয়। তাই শ্রীব্যাসদেব গাহিয়াছেন——চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

"বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে আমরা এইরূপ নানা-ভাবে বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিদ্বেষ, আচার্য্যবিদ্বেষ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই বিদ্বেষটী আবার অন্য আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সোজাসুজিভাবে গৌর-বিদ্বেষ ও গৌরভক্তবিদ্বেষ হইত, এখন 'লোকদেখান-গোরা-ভজা' সাজিয়া মুখে গৌরনামের ভাণ দেখাইয়া গৌর-বিদ্বেষ ও গৌরভক্তবিদ্বেষ চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল গৌরবিদ্বেষী ও গৌরভক্ত-বিদ্বেষী ধর্ম্মব্যবসায়ী মৎসর-সম্প্রদায় গৌরভক্তগণের উপর 'লাঠি সোটা' লইয়া পাশবিক অত্যাচার করিবার চেষ্টা দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ঐরূপ চেষ্টার ফলে ঐ সকল শুদ্ধভক্তদ্বেষিব্যক্তিগণের কোনও একটী অগ্রণী সবংশে নদীগর্ভে ধ্বংশ হওয়াতে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ——"শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"——এই ন্যায়া-বলম্বনে এখন 'লাঠিসোটা' বাদ দিয়া লেখনীর দ্বারা আচার্য্যের উপর কিছু অত্যাচার করিয়া জীবিত থাকিতে পারা যায় কিনা তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতেছেন! যাহা হউক 'লাঠিসোটা' বাদ দিয়া যখন ইঁহারা এখন কিছু পথে আসিয়াছেন, সুতরাং অচিরেই ইঁহারা ইঁহাদের নিজের জালেই নিজেরা বদ্ধ হইয়া সজ্জন-সমাজের নিকট তাঁহাদের মূর্খতা প্রমাণ করিতে পারিবেন। এই সকল অবোধ ব্যক্তির আসন্নকালে যে বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সজ্জনগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। আমরা অপর প্রবন্ধে অদ্য তাহার দুই একটী নমুনা দেখাইব।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয়নামাবলীনাং
মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ।
বারম্বারং ব্রজপতি-গুণান্ গায় গায়েতি জল্পন্
গৌরোদৃষ্টঃ সকৃদপি ন যৈদু'র্ঘটা তেষু ভক্তিঃ॥ ৩৮

হরেকৃষ্ণ আদি স্বীয় সুমধুর নাম।
আস্বাদ করয়ে জপি' গৌরগুণধাম॥
সু-মধুর শ্যামনাম করিয়া শ্রবণ।
কোটীকোটী কর্ণ বাঞ্ছে স্বাদে মত্তমন॥
সুমধুর কৃষ্ণনাম করিয়া কীর্ত্তন।
অতৃপ্ত আস্বাদি' বাঞ্ছে সহস্র বদন॥
হে গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
রাধিকারমণ কাঁহা শ্রীবংশীবদন॥
স্মরিয়া মধুর এই স্বীয় নামাবলী।
অঙ্গে নানা ভাবাবেশ অন্তর বিকলি॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি জাড্য স্তম্ভ স্বেদ।
বিহ্বল বিবশ তনু সর্ব্বদা নির্ব্বেদ॥
কিবা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে পাঙ।
দুই বাহু পাখা করি' কৃষ্ণপাশে যাঙ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন-গুণ গাহি বার বার।
শ্রাবণ বরষাহেন চক্ষে অশ্রুধার॥
বাহ্য অর্দ্ধবাহ্য আর কভু অন্তর্দ্দশা।
বিপ্রলম্ভরসে পূরে স্বীয় গূঢ় আশা॥
এতাদৃশ ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গসুন্দর।
অনুভব না কৈল যে সে বড় পামর॥
সর্ব্বথা দুর্ঘট সুদুর্লভা হরিভক্তি।
সে সব জনের কভু পাইতে নাই শক্তি॥ ৩৮॥

বিনা বীজং কিং নাঙ্কুরজননমঙ্কোঽপি ন কথং
প্রপশ্যেদ্যো পঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথং।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে-
হপ্যাভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেমমহভসঃ॥ ৩৯॥

শ্রীচৈতন্যে ভক্তিহীন যেই সবজন।
অচেতন প্রায় সব দুর্ভাগা লক্ষণ॥
রসময় গৌরহরি আশ্চর্য্য বৈভব।
কেহ যদি তাহা নাহি করে অনুভব॥
সুগম ভাগবতভক্তি অপ্রাপ্য অদেয়।
সেই সব জন কভু নাহি পায় শ্রেয়ঃ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দরস চমৎকারকারী।
অচিরাৎ পায় যদি ভজে গৌরহরি॥
যদি বল 'ভজি আমি শ্রীগুরু চরণ।
ভাগবতপাঠ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন॥
সাধুসঙ্গ ধামবাস শ্রীমূর্ত্তি-সেবন।
তাতে শুন প্রেমভক্তি না পাবে কখন॥
সদ্গুরু শিষ্যেরে করে চৈতন্য প্রদান।
চৈতন্য সেবায় শিষ্য নিত্য নিমগন॥
শ্রবণাঙ্গে গুরুসেবা কীর্ত্তনে চৈতন্য।
সাধু সঙ্গাদিতে জীব তবে হয় ধন্য॥
চৈতন্য-বিহীন গুরু, শিষ্য সে তেমন।
অত্যন্ত দাম্ভিক, ব্যর্থ সকল সাধন॥
চৈতন্যবিহীন হৈয়া সেবা যদি হয়।
বীজ বিনা অঙ্কুর উদ্গম কভু নয়॥
জন্ম অন্ধজন কেন না করে দর্শন?
পঙ্গু কেন গিরিশৃঙ্গ না করে লঙ্ঘন?
অঙ্কুরকারণ বীজে চেতনের স্থিতি।
অন্ধত্ব পঙ্গুত্বে নাই চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি॥
তথা গুরুব্রুব দেয় বীজ অচৈতন্য।
ভাগবত সঙ্কীর্ত্তনে চিৎ দৃষ্টি শূন্য॥
সাধুসঙ্গ ধামবাসে পঙ্গু হয় জীব।
শ্রীচৈতন্য না ভজিলে সকলই অশিব॥
অতএব শ্রীচৈতন্যে না হয় ভজন।
সর্ব্বভাবে ভজ কৃষ্ণ-চৈতন্যচরণ॥ ১৯॥

প্রশ্ন পত্র

বৈষ্ণব-গোস্বামি-জাতিবাদের সংরক্ষক ও সংবর্দ্ধক

শ্রীযুত কৈফিয়ৎলেখক অধিকারী মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

একখানি শিষ্টাচারবর্জ্জিত গ্রাম্যবার্ত্তাবাহীতে আমার সমালোচিত 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত প্রবন্ধের আপনি একটী কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, দেখিলাম। তৎসম্বন্ধে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি আমার তীব্রতা, অবৈষ্ণবীয়তা এবং ইতরতা হইয়াছে লিখিয়াছেন, তাহা কোথায় হইয়াছে জানাইলে সুখী হইব।

দ্বিতীয়তঃ, আমার সমালোচনার প্রায় সর্ব্বত্রই বিচার-সঙ্গত প্রতিবাদের যথেষ্ট কারণ আছে, এবং আপনি প্রতিবাদের অবসর থাকাসত্ত্বে কেন প্রতিবাদ করিবেন না, বুঝাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। আপনি যে ১২ দফা কৈফিয়ৎটী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার যে ধারণা হইয়াছে, তাহা আমি নিম্নে লিখিতেছি। ধারণার যে যে অংশে আমার ভ্রান্তি সাব্যস্ত হইল, আশা করি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই সকল ভ্রম হইতে উদ্ধার করিবেন।

(ক) গৌড়ীয়-পত্রে আপনার গ্রন্থ আপনার অভিপ্রায়ানুকূলে সমালোচিত না হওয়ায় আপনি গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপাদের সহিত এই সমালোচনার আকর যে সংশ্লিষ্ট তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আপনি কোন্ প্রমাণবলে ঐ প্রকার ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা জানিতে প্রার্থনা।

(খ) আমি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের নিকট কতিপয় গ্রন্থ দেখিয়াছি, এবং তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অধিক আলোচনা করিয়াছেন, এই কথা হইতেই কি আপনার কৈফিয়ৎ প্রদান করিবার ভাষায় তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অসূয়া প্রবেশ করে নাই? যদি আপনি তাঁহার প্রতি কোন পৈশুন্যের বশবর্ত্তী না হইয়া সরলভাবেই কৈফিয়ৎ লিখিতে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সেই কৈফিয়তে তাঁহার প্রতি ঐ প্রকার ঈর্ষামূলক ভাব পোষণ

করিবার কারণ কি, আমি তাহা অবগত নহি; এবিষয় দয়া করিয়া জানাইবেন কি?

(গ) আমার ভ্রমময়ী ধারণায়, যদি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের প্রতি আপনার কোন প্রকার পূর্ব্বসঞ্চিত জিঘাংসাবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি যেরূপ সরলভাবে বিষয়টী বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সকল পাঠকের ঐ প্রকার ধারণা কেন হয়?

(ঘ) কৈফিয়তের দ্বাদশপ্রকার মথনে সকলের ধারণা হয় যে, আপনি তাঁহার প্রতি নিরপেক্ষ ভাব পোষণ করেন নাই, ইহা যদি আপনারও জাতিবৈষ্ণবের বিচারে আমারই ভ্রান্তি বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে দয়া করিয়া উহা বুঝাইয়া দিবেন।

(ঙ) আপনার কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, আপনি আপনার লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে ব্যক্তিবিশেষকে ন্যূনাধিক অপরের দৃষ্টিতে তাঁহার সম্মানের খর্ব্ব হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া কয়েকটী ভক্তিদ্বেষীর নাম ও ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।

(চ) "বৈঃ-দিগ্‌দর্শনী" লেখার প্রয়োজনমূলে আপনার শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিরোধিজনগণের বিদ্বেষি-মত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে একমাত্র প্রয়াস ছিল কি না?

(ছ) 'গৌড়ীয়মঠ ও তাঁহার আচার্য্য বর্ত্তমানকালে প্রকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেবক কি না? আপনার লেখনী হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যাবতীয় মঙ্গলের বিরোধী। আপনি প্রকৃতপক্ষে সঙ্গপ্রভাবে উহাই বিশ্বাস করেন কি না, অথবা আপনি অপর লোকের প্ররোচনায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধ-ভাব পোষণ করেন কি না। আমার এই ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে দয়া করিয়া দেখাইয়া দিলে আমি এই সকল কথা জনসঙ্গের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিতে পারি।

(জ) আপনি গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য এবং সেবকগণের প্রচারিত সকল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও মহাজনের অনুকূলে যাবতীয় প্রয়াসসমূহকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অহিতাকাঙ্ক্ষা বলিয়া যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতটুকু সরলতা ও নিরপেক্ষতা আছে, তাহা দেখাইয়া দিলে আপনার সম্বন্ধে ভ্রান্তমত শিষ্টাচারানুকূলে নিরপেক্ষতা লাভ করিতে পারে।

(ঝ) "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ"—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পালনীয় একমাত্র বাণী আমরা যদি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে লোকের শ্রদ্ধা হইবে কেন?

(ঞ) আপনার কৈফিয়ৎ আমার সমালোচনার সহিত কোথায় কিরূপভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা এবং আপনার কৈফিয়তের প্রাসঙ্গিকতা আমি ধারণা করিতে অসমর্থ হইতেছি।

(ট) আমি আপনার গ্রন্থের ইতিহাসগত স্থূলভ্রান্তি, কালনিরূপণে ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরোধ, আকর গ্রন্থের অনুসন্ধানে দরিদ্রতা প্রভৃতি দেখাইয়াছি; ঐগুলির সহিত আপনার কৈফিয়তের কোথায় মিল আছে এবং গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের প্রতি আপনার যে প্রকার অসন্তোষের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, ঐসকল ভ্রান্ত কথা 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশ করিতে এবং ভ্রান্তিনিরাস করিতে সম্পাদক মহাশয় কেন আপত্তি করিবেন; বরং আমার মনে হয় তিনি আপনার ঐ সকল বিষয়ে শ্রৌতপন্থায় শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে শিষ্টাচারের সহিতই দেখাইয়া দিতেন। ইহাতে যদি তিনি কার্পণ্য দেখাইতেন, তাহা হইলে আপনি ভক্তিদ্বেষী গ্রাম্যবার্ত্তার কাগজে আপনার পূর্ব্বপুষ্ট বিদ্বেষের জন্য প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রার্থী হইতে পারিতেন।

এ বিষয়ে আমাকে দয়া করিয়া নিরপেক্ষভাবে সকল কথা জানাইবেন। আপনাকে আমি কোন দিন দেখি নাই; সুতরাং আপনার সম্বন্ধে কতিপয় শোনা কথা এবং আপনার লিখিত এই গ্রন্থখানি ও কৈফিয়ৎ ব্যতীত অন্য কোন কথা জানি না। আপনার সম্বন্ধেও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে মাষ্টার মদনমোহন চাটার্জির লিখিত কলিকাতার সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের নিকট আবেদনপত্র ব্যতীত অন্য কোন কথা আমি জানি না। আপনার কথা যাহা গৌড়ীয় পত্রে ও পত্রাদিতে পাইতেছি, তদ্ব্যতীত আমার কোন সম্বল নাই। অপরের নিকট হইতে আপনার কোন কথা শোনা অপেক্ষা আপনার স্বরচিত কোন জীবনবৃত্তান্ত পাইলে খুব সুখী হইব।

যদি আমার ধারণা ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে আপনি

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে কিরূপ অমায়িক ব্যবহার পাইয়াছেন, যদ্দ্বারা আপনি ভ্রমক্রমে তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে ঐরূপ আক্রমণ করিয়া আপনার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন? এ-সম্বন্ধেও আপনার সহিত আমার একটু মতভেদ হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে মতভেদ না থাকে তদ্বিষয়িণী ধারণায় আমাকে আলোকিত করিবেন।

শুনিতে পাই, আপনি কতিপয় গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থাদি এবং গৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত কতিপয় গ্রন্থ ও গৌড়ীয় পত্রও যে পাঠ করিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে বৈষ্ণব-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপনি দ্বাদশ দফায় যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে সত্যোপলব্ধির প্রমাণ হয় না কেন? উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে, দৈক্ষ-জন্ম, পার্ষদ ভক্ত, ভক্তাবতার, ঠাকুর, ত্রিদণ্ড, পরমহংস, পাঞ্চভৌতিক দেহ, নগ্নমাতৃক-ন্যায়, দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমীমাংসক, পরিব্রাজক, আচার্য্য, অষ্টোত্তর-শতশ্রী, চিদ্বিলাস, মহারাজ, গোস্বামী, ব্রাহ্মণের বর্ণ, রূপানুগ-ধর্ম্ম, আজগুবি কথা, ঐতিহাসিক প্রমাণ, মাতাপুর, মাধাইপুর, কুলিয়া-সহর, প্রমাণ, মুখিটা, মামগাছি, কায়স্থ, রামহরিদাস, সাপকুলিয়া, দিগ্‌দর্শিনী, বিরোধী বাবাজী, নন্দী, সোনার গৌরাঙ্গ, ভক্তি, বৈষ্ণব-বিপ্লব, শ্রীধামমায়াপুর প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ বিকৃতভাবে আপনি যেরূপ জানিয়াছেন এবং আপনার নিজ পরিভাষায় ঐ সকলের অর্থ প্রত্যেক সুসমালোচকের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিবে। আমার এই ধারণায় যদি ভুল থাকে, তবে দেখাইয়া দিবেন। আপনার ধারণা যে শাস্ত্রযুক্তি ও আমার বিচারানুসারে ভ্রমপূর্ণ, তাহা আমি সহস্র ভ্রমপ্রদর্শনীতে দেখাইব; কিন্তু আপনি কোন প্রতিবাদ করিবেন না বা স্বার্থান্ধ দলের দ্বারা ছল-প্রতিবাদ করাইবেন জানিয়া আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি। তবে আপনার ধারণায় আপনার গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ে যে সকল ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ভক্তিবিদ্বেষী নিরপেক্ষ জগৎ দর্শন করিবে। জাতিবৈষ্ণব দলের মত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথক্।

গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সহিত আপনি যে বিশ্রম্ভ-সখ্যে আবদ্ধ, তাহা ভক্তিদ্বেষীর সাময়িক পত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার লেখনীকে কি কেহ শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারেন?

আপনি লিখিয়াছেন, "হিংসা বা অন্য কোন কু-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বড়কে ছোট করিতে আমি প্রয়াসী হই-নাই এবং অমানী হইয়া জগদ্বাসীকে মান দান করাই যখন আমাদের ধর্ম্ম," তবে কৈফিয়তের ভাষায় ঐ কথার ব্যতিক্রম যে শত সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে আপনার বলিবার কি আছে কুপ্রবৃত্তি অথবা হিংসা এবং বৈষ্ণববিপ্লব কাহাকে বলে, দয়া করিয়া কি এই শব্দত্রয়ের পরিভাষা বুঝাইয়া দিবেন। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সেবকগণ যথেচ্ছাচার করেন এবং জাতি-গোস্বামি-শিষ্যের ও শিষ্য পুত্রের পত্রিকাদ্বয়ে এবং আপনি হিংসা ও কুপ্রবৃত্তি রাজ্যের অতীত হইয়া অমানী হইয়া কিরূপে জগদ্বাসীকে মানদধর্ম্ম প্রচার শিখাইতেছেন, একথা আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

আপনি লিখিয়াছেন, "যাহারা বৈষ্ণবতার অভিমান করেন, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ অবৈষ্ণবীয় বৃত্তিগুলিকে বৈষ্ণব জগৎ হইতে লুকাইয়া রাখিতে আমি প্রস্তুত নই," সেজন্য আমার একটা ধারণা হইয়াছে যে, আপনি গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সেবকবৃন্দকে আপনার কথিত অপরাধে অপরাধী মনে করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তি জগৎ তাহা মনে করেন না। আপনি ঐরূপ কেন মনে করেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আপনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট কাতর ক্রন্দন করিলেও কেহ ঐ কথার উত্তর দিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইবেন না। এ বিষয়ে আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত হয়, তবে তাহাও দয়া করিয়া জানাইয়া দিবেন।

পরিশেষে প্রার্থনা এই যে, আপনার জবাবগুলি পাইলে আমার ভবিষ্যৎ লেখনীতে নিরপেক্ষতাই দেখিবেন এবং তাহা আপনারই কৃপা-সাপেক্ষ। যে গ্রন্থকারের লেখনী আমি এইরূপ ভাবে আলোচনা করিলাম, তাঁহার সকল কথা না জানিতে পারিলে, আমার লেখাতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা থাকিয়া যাইতে পারে।

আপনি বৈষ্ণববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং জাতি-বৈষ্ণবের দিগ্‌দর্শিনী লিখিতে বসিয়াছেন, সুতরাং জাতি-

বৈষ্ণবে অবৈষ্ণবীয়বৃত্তি নাই, এই উক্তির সার্থকতা যেন সম্পাদন করেন, এই দীনের ইহাই প্রার্থনা।

কৈফিয়ৎ ছাড়া আর একটী শোনা কথার অবতারণা করিতেছি। আপনি নাকি আট কাঠায় বৈষ্ণবসম্মিলনীর জমি খরিদ করিয়াছেন; শৌক্র-বৈষ্ণববংশের যথেচ্ছাচরণ-গুলিকে বৈষ্ণবাচরণ বলিয়া প্রচলিত করাইবার যাবতীয় ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে আপনার কথিত অবৈষ্ণবীয় আচরণগুলি জগৎ হইতে জাতিবৈষ্ণববংশীয় ব্যক্তিগণের তথাকথিত জাতিবৈষ্ণবীয় আচরণ দ্বারা উৎসাদিত হয়, তজ্জন্য আপনার নাকি দৃঢ় সঙ্কল্প, কিন্তু আমার ধারণা জগতে সকল বৈষ্ণব এবং সকল ভক্তি-শাস্ত্রই আপনার মেয়েলিমতের বা জাতি-গোস্বামিবৈষ্ণবমনঃকল্পিত মতবাদের প্রতিপক্ষে নিত্যকাল দণ্ডায়মান আছেন। আমার ভ্রমসঙ্কুলধারণায় অসত্য প্রবেশ করিয়াছে দেখাইয়া দিলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, বিনয়, নম্রতা ও দৈন্যমূলে কপটতাকেই কি আমরা 'বৈষ্ণবীয়ত্ব' জানিব? আপনি অসাধারণ অমানী ও সকলকে সম্মান প্রদানকারী বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট এই প্রার্থনা এবং গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সকলে মিলিয়া আপনাতে সেই শক্তি সঞ্চারিত করুন, যাহাতে আপনি দীনতা সূচক বাক্যগুলির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের একমাত্র জয় এবং তদ্বিরোধি-ব্যক্তিগণের নিত্য ক্ষয় হউক ব্যতীত অন্য কথায় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর নিত্যকাল জীবকে আশীর্ব্বাদ করেন না। শ্রীরূপানুগের ও শ্রীরূপের ইহাই ধর্ম্ম; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী
কেঃ অঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু
১৬বি, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"

আজকাল এই প্রবাদটীর সার্থকতা আধুনিক নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায়ে প্রতি পদে পদে লক্ষিত হইতেছে। হইবারও কথা, কারণ—

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।"

বর্ত্তমান কালে—"অগাধজলসঞ্চারী ন গর্ব্বং যাতি রোহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥"

—এই প্রবাদেরই প্রমাণ প্রতি পদে পদে পাওয়া যায়। কেহ বা সামান্য দু'একটী পয়ারী পুঁথির কিয়দংশ পড়িয়া বৈষ্ণব-লেখক-রূপে নিজকে জাহির করিবার জন্য আচার্য্য বিদ্বেষ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! কেহ বা দু'এক পাতা ব্যাকরণ, কাব্য ও হৈতুক-ন্যায় পড়িবার ছলনা দেখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরচয়িতা শ্রীব্যাসদেব, ষট্‌সন্দর্ভ-রচয়িতা পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীজীবপাদ, বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি স্রোতের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বর্ত্তমান যুগে একমাত্র অকৈতব-শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, একনিষ্ঠ নিরপেক্ষ প্রচারক আচার্য্য প্রভুপাদ প্রভৃতি দিব্যসূরগণের সিদ্ধান্তে ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দেখাইবার ধৃষ্টতা বা পাগলামি করিতেছেন। শিষ্টাচার বলেন, ফাজিল ছোকরাগণ ও তাহাদের পিতৃগণের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁহাদের অপ . . . শোভনীয় নহে। কিন্তু আসন্নকালে এইরূপই বিপরীত বুদ্ধিই হইয়া থাকে।

"কিমাদ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া"—এই নীতিটী ভুলিয়া গিয়া আজ বহির্ম্মুখসমাজ অনধিকার চর্চ্চা করিতে উদ্যত!

চার্ব্বাকব্রাহ্মণ বেদে ভ্রম দেখাইয়াছিলেন, আগ্যসমাজিগণ ব্যাসদেবের ভ্রম দেখাইলেন, আধুনিক নৈয়ায়িকগণ শ্রীজীবপাদ ও বলদেবের বিচারে নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা দেখাইতে উদ্যত হইলেন! আবার কেহ কেহ নাকি এখন ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রমুখ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে ভ্রম দেখাইতে উদ্যত হইয়াছেন! হায় কলি!

সেদিনকার একটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহে, আচার্য্যবর্য্য মহামতোপদেশকাগ্রণী শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদের বিচারে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে—এরূপ একটা উক্তিও দেখা গেল! উহাতে প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন—"* * প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও সকল শাস্ত্রবাক্যের সর্ব্বাংশে শাস্ত্রবাক্যের **মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।** ** তাঁহারাও শাস্ত্র-বাক্যের অনেক স্থলে **গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।** তাই

বলিয়াছি, শাস্ত্র বিচার করিয়া * * সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে আমাদের আরও **বিচার** করা **আবশ্যক** মনে হয়। ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভগবানের নিত্য দেহের সাধক যে **অনুমান-প্রমাণ** প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্ব স্বরূপে দেহসিদ্ধি হয়—ইহা প্রতিপাদন করা আবশ্যক। * * "—এইরূপ বহু কথা প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীকে "প্রভুপাদ" বলিয়া আবার প্রভুর উপর প্রভুত্ব, গুরুর উপর গুরুগিরি দেখাইবারই কি ইহা একটী আয়োজন নহে? বর্ত্তমান কালের আত্ম-সম্ভাবিত ব্যক্তিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।—এক শ্রেণীর মৎলব—"প্রভুও বলিব, অবাধে মর্য্যাদা লঙ্ঘনও করিব।" এই প্রথমোক্ত শ্রেণী কিছু বাহ্য শিষ্টাচার ও সভ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই শিষ্টাচার ও সভ্যতাটুকুর পর্য্যন্ত অভাব।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের দার্শনিক বিচার ও সিদ্ধান্ত বুঝা দূরে থাকুক, অক্ষজবুদ্ধিসম্পন্ন বাচস্পতির ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও শ্রীল জীবপাদের দার্শনিক পরিভাষা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন না। একমাত্র অধোক্ষজ-শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সেবোন্মুখ পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শ্রীল জীবপাদের ভাব ও ভাষা বুঝিতে সমর্থ নহেন। শ্রীজীবপাদ তথা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান কালের আচার্য্যগণের কোনও গ্রন্থ বুঝিতে বা পড়িতে হইলে এ বিষয়টী সর্ব্বাগ্রে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥"

—ভাঃ ৪।২৯।৪১

এতৎসঙ্গে মহামহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী আলোচ্য—

"বাচস্পতয় ইতি অন্যান্ প্রতি **শাস্ত্রার্থমুপদেষ্টুং সরস্বতীপতয়ো ভবন্তি স্বয়ন্তু শাস্ত্রার্থং নৈব জানন্তি** ভক্তিং বিনা ব্যাখ্যানাদিতি ভাবঃ * *। অজ্ঞানস্য লক্ষণং পশ্যন্তোঽপি বিচিন্বন্তোঽপি ন পশ্যন্তীতি।"

অক্ষজবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত শব্দজ্ঞান লাভ করিয়া পরোপদেশে পণ্ডিত হন। এমন কি তাঁহারা শাস্ত্রার্থ উপদেশ করিতে সরস্বতীপতিও যদি হন, তথাপি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের চরণে অহৈতুকী ভক্তির অভাবে তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ জানিতে পারেন না। অজ্ঞানের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আধুনিক আচার্য্য-বিদ্বেষিগণের সেই দশাই হইয়াছে।

"যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাহ না জানে সব গ্রন্থঅনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ২য়

"নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"—

—বর্ত্তমানের অবস্থাও তাই হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে কি এমন একটীও ব্যক্তি নাই যিনি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরোধী, ভাগবতবিরোধী তথা বেদান্তবিরোধি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারেন! কতিপয় আত্মসম্ভাবিত ব্যক্তি তাঁহাদের সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া অবৈধভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কদর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমতে, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, শ্রীগীতার মতে, শুদ্ধবৈদান্তিকগণের মতে, সুদার্শনিকগণের মতে, **ঈশ্বরই যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা ও স্রষ্টা।** কিন্তু আজকালকার কোন কোন শিষ্টাচারানভিজ্ঞ বেয়াদব ছোকরার সিদ্ধান্তমতে তথা নাস্তিক সম্প্রদায়ের বিচারানুসারে 'ঈশ্বর ভোক্তা নহেন—জীবই ভোক্তা'! অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চার্ব্বাকশিষ্যগণের মুখে এইরূপ কথাই ত' শোভনীয়। সর্ব্ব-শক্তিমান্ স্বরাট্ পরমেশ্বর পরমপুরুষকে যদি অদ্বিতীয় ভোক্তৃরূপে দর্শন করা যায় তাহা হইলে ত' চার্ব্বাক-শিষ্যগণের ভোগের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। তাই ফাজিল ছোক্‌রারা ভগবানকে কখনও তাঁহাদের 'অর্ডার সাপ্লায়ার', কখনও তাঁহাদের 'খানাবাড়ীর রাইয়ত," কখনওবা তাঁহাকে 'হাত পা রহিত করিয়া ঠুঁটাবাম'রূপে পরিণত করিবার ধৃষ্টতা দেখান, কখনওবা ভগবান্‌কে তাঁহাদের ভোগমন্দিরের পাহারাদাররূপে সারাদিন দাঁড় করাইয়া, 'মিউজিয়াম' ও 'একজিবিসন' দেখাইয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করার ন্যায় ভেট আদায় করিয়া ভগ-বান্‌কে তাঁহাদের ভোগ্য সামগ্রীরূপে পরিণত করিতে চা'ন, কখনও আবার সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ ভাগবতকে, মন্ত্রকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিয়া নিজেরা পুস্তক-

বিক্রেতা দোকানদার, কর্মকাররূপে ভোক্তা সাজিয়া অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবান্‌কে ভোগ করিবার প্রচেষ্টা দেখাইয়া থাকেন! ভগবানকে ভোক্তা বলিলে ভোগিকুলের এই সকল ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; তাই তাঁহারা বেদান্ত-বিরোধি-মতকে বেদান্তমত বলিয়া ফাজ্‌লামি চালাইতে চান। ইঁহারা বেদান্ত কাহাকে বলে কোনওদিন তাহার একটী অক্ষর পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারেন নাই। বেদান্ত, সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত, সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একবাক্যে সমস্বরে পুনঃপুনঃ বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই যাবতীয় বস্তুর দ্রষ্টা ও ভোক্তৃরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন! শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগতজনগণ শুধু এই কথা প্রচার করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মজীব—দ্বিতীয়াভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট জীব বিবর্ত্তজ্ঞানবশতঃ নিজে নিজেই কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিয়া, 'ছোটখাট' ভগবান্ সাজিয়া যে অনাদি-বহির্ম্মুখতা পোষণ করিতেছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরভক্তগণ সেই মোহমত্ততা ঘচাইয়া বলিয়া দিলেন—

"এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত দেখ সব তাঁর অনুচর॥"
"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্ তারস্বরে বলিলেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

—৯।২৩

তবে কাহারা নিজকে 'ভোক্তা' জ্ঞান করেন, তাহাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—৩।২৭

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

৩।২৭।২

আর কোন্ শ্রেণীর জীব নিজদিগকে ভোক্তা মনে করেন, আর তাঁহাদের দশাই বা কি হয়, তাহাও শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥"
"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥"

*   *   *

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"

—১৬।১৪, ১৫, ১৯

সুতরাং শ্রীভগবানের বাক্যানুসারে যে ফাজিল ছোকরারা ভগবানকে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা না জানিয়া নিজদিগকে ভোক্তা মনে করে, সেই সকল নরাধম ব্যক্তি আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের টীকায় এই সকল অপরাধিকুলের কখনও উদ্ধার নাই—তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।৯, ১০ শ্লোকের সারার্থ-দর্শিনী আলোচ্য। বেয়াদব ফাজিল ছোক্‌রাদের ভোগী পিতৃগণই তাহাদের সুশিক্ষার জন্য দায়ী।

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু ভগবান্‌কেই যাবতীয় বস্তুর একমাত্র ভোক্তা বলিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শুদ্ধবেদান্তবিরোধি-কুদার্শনিকগণের চক্ষে সেই সকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় নাই।

বেদান্তাচার্য্য, বেদান্তের সিংহাসনস্বরূপ পীঠকভাষ্যে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত আধুনিক আত্ম-সম্ভাবিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনগড়া সিদ্ধান্তকে কিরূপে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন, তাহা সুধীপাঠকগণ বিচার করুন—

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত-মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুরেকান্তগত-বুদ্ধিভিঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বৈ স্বয়মিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। আসু কিল তদেকস্বশক্তি-ভক্তার্পিত সাদরগ্রহণযোগ্যত্বগমাৎ স্বভাবোচিত সেবাসু-

ভক্তানাং প্রবৃত্তিরুপযুক্তা। ভগবতা চ ভোক্তৃশ্রেষ্ঠানাং তেষাং তাঃ সাদরং গ্রাহ্যাঃ।

নন্বেবং ভোক্তৃত্বস্য ভোগ্যালাভাৎ কচিৎ দুঃখমপুমর্থঃ প্রসজ্যেতেতি চেন্মন্দমেতৎ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যোঽনাদর ইত্যাদিষু ভোগ্যানাং নিত্যসিদ্ধশ্রবণাৎ। এবঞ্চ পূর্ত্তিশ্রুতিরপি নির্ব্বাধা। ইতরথা ভোগ্যভোক্তৃত্বশক্তি বৈধুর্য্যকৃতা তস্মিন্ ন পূর্ত্তিরাপতেৎ॥"

—সিদ্ধান্তরত্ন ১মপাদ। ৫৯-৬০

তাৎপর্য্য এই ভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি নিত্যকালই শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জড়মুক্তি লাভ করিয়া ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ভগবানের সহিত দিব্যগন্ধাদি ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, আমি যজ্ঞ ও তপস্যাদির ভোক্তা ও সর্ব্বলোক মহেশ্বর। পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে যে কিছু বস্তু ভক্তিসহকারে সমর্পণ করা হয়, আমি প্রযতাত্মভক্তের সেই ভক্তিপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করি। নারায়ণোপাখ্যানেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ একনিষ্ঠার সহিত তাঁহাতে যে সকল ক্রিয়া সংপ্রসক্ত করেন, ভগবান্ স্বয়ং সেই সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন।—এই সকল শ্রুতিস্মৃতিবাক্যে শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি ও ভক্তার্পিত বস্তুর সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব ভক্তের দাস্য-সখ্যাদি-প্রেমোচিত যে স্বাভাবিকী সেবাপ্রবৃত্তি তাহা উপযুক্তই হইতেছে।

শ্রীহরির ভোক্তৃত্ব-শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভোক্তৃরূপে স্বীকার করিলে ভোগ্য বস্তুর অভাবে তাঁহার দুঃখরূপ পুরুষার্থের প্রসক্তি হইবে, একথাও বলা যায় না। কারণ 'শ্রীহরি বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গম্য, প্রাণান্তর্য্যামী, চিৎপ্রকাশবপু, সফলমানসক্রিয়, বিভু, নির্লেপ, বিচিত্রানন্দচরিত্র, নিখিলভোগ্যসম্পন্ন, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শ্রীভগবানের ভোগ্যবিষয়ের নিত্যসিদ্ধত্ব শ্রুত হয়। এইরূপে ভগবানের পূর্ণত্ব প্রতিপাদক বাক্য সকলও সঙ্গত হইল। ভগবানের ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব-শক্তি স্বীকৃত না হইলে ঐ শক্তির অভাবনিবন্ধন ভগবানে অপূর্ণত্বই আপতিত হইবে। সুতরাং ভগবানই যে নিখিল-ভোগ্য-সম্পন্ন, সর্ব্বকাম অপ্রাকৃত কামদেব—এবিষয়ে আর সন্দেহই নাই।

অতএব শ্রীভগবানই যে পরিপূর্ণ ভোক্তা—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া প্রমাণিত হইল।

"দ্বাসুপর্ণা" শ্রুতিমন্ত্রে যে জীবকে সুখ-দুঃখ রূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং ঈশ্বরকে সাক্ষিস্বরূপদ্রষ্টা বলা হইয়াছে, একটু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শ্রুতিমন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারেন যে, ঐ শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্ব নিরাস করা হয় নাই বা শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপকে সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। শুদ্ধজীব কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরও ইহাই বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপে জীব কৃষ্ণের সেবক অর্থাৎ সম্ভোগ-বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু। ভোগ্যবস্তু বলিয়াই গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে তথা শ্রীগৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবকে শক্তিতত্ত্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শক্তিতত্ত্ব কখনও ভোক্তা হইতে পারে না। শক্তিমদ্বিগ্রহশ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। ইহাই সর্ব্ব-সদ্‌যুক্তি-পরিপুষ্ট শাস্ত্রীয় মত। জীব যখন অনাদিবহির্ম্মুখতানিবন্ধন, কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা এবং তিনি যে তাঁহার (কৃষ্ণের) ভোগ্য এই তত্ত্ব-জ্ঞান বিস্মৃত হন, তখনই তাঁহার (জীবের) বন্ধন-দশা, সেই বন্ধনদশাতেই তিনি স্থূল লিঙ্গ দেহে সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল বা শ্রুতিকথিত "পিপ্পল ফল" ভোগ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা প্রযোজক-কর্ত্তারূপে দ্রষ্টৃস্বরূপে থাকিয়া জীবের স্বতন্ত্রেচ্ছাকৃত সেই সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করান কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশের প্রাবল্যে এই শ্রুতিমন্ত্রের তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, সেই সকল অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবই নিজদিগকে ভোক্তা অভিমান করেন ও ঈশ্বরকে কেবলমাত্র দ্রষ্টৃস্বরূপে রাখিয়া অবাধে তাঁহাদের ভোগ চালাইতে চান! "দ্বাসুপর্ণা" মন্ত্রের পরবর্ত্তি-মন্ত্রেই শ্রীভগবানই যে একমাত্র

ভোক্তা এবং জীব যখন শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার ভোক্তৃস্বরূপে উপলব্ধি করেন, তখনই যে তিনি শোকরহিত হইয়া ভগবানের মহিমা অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"

—এই স্থানে 'জুষ্টং' শব্দের টীকা "পরিসেবিতম্"—ইহাই বৈষ্ণবাচার্য গণের অভিমত। সুতরাং "পরিসেবিত" শব্দের দ্বারা ভগবান্‌ই যে নিত্যসেব্য, জীব সেবক ও তদনুবর্ত্তি-ক্রিয়া যে সেবা—ইহাই সূচিত হইতেছে। সেব্যবস্তুই দার্শনিক পরিভাষায় 'ভোক্তা' বলিয়া কথিত হয়। দার্শনিক পরিভাষার অজ্ঞতা-নিবন্ধন ভোক্তাভিমানি-বদ্ধজীব নিজে ভোক্তা সাজিয়া ঈশ্বরকে ভোগ্যরূপে পরিণত করিতে চান।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। স্বতন্ত্র-পুরুষ সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-ভোক্তৃত্ব প্রচারকল্পেই বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগতজনগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক ভাষায় "Spiritual imperialism" বলিতে পারেন। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই নিখিল স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জনের, নৈমিত্তিক অবতারাবলীর, ত্রিবিধ পুরুষাবতারের, লক্ষ্মীপতি নারায়ণের, যামুন সৈকত, কালিন্দী, গোবেত্রবিষাণবেণু প্রভৃতি শান্তরসের রসিকগণের, রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুলাদি দাসগণের, সুদাম, শ্রীদাম, দাম, বসুদাম, অর্জ্জুন, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণের, নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব প্রভৃতি বৎসলরসের রসিকগণের, তথা গোপীকুলের ও মহিষীগণের একমাত্র প্রভু ও বিষয়বিগ্রহ। এই সর্ব্ব-সেব্যকৃষ্ণই একচ্ছত্র সম্রাট্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা। এইরূপ অপ্রাকৃত কামদেব, পরাৎপর পরমপুরুষ যদি ভোক্তা না হন, তাহা হইলে আর কেই বা ভোক্তা হইবেন? বিবর্ত্তজ্ঞানোত্থ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই জীব নিজদিগকে ভোক্তা মনে করিয়া নরকপথের পথিক হন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র ঈশ্বরকেই যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা ও দ্রষ্টা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং জীবকে স্বয়ং ভোক্তা সাজিতে নিষেধ করিয়া ভগবানের ভোগ্যাবশেষ গ্রহণ করিয়া ভগবদনুশীলন করিবার জন্যই আদেশ করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করও শারীরকভাষ্যে বিবর্ত্তবশতঃই যে জীবের ভোক্তাভিমান হইয়া থাকে, তাহাই বলিয়াছেন। জীবের ঐরূপ ভোক্তাভিমান ভ্রমনিমিত্তই হইয়া থাকে, উহা পারমার্থিক নহে। যথা ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৪৬শ সূত্রের ভাষ্যে শ্রী শঙ্করাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন—

"জীবস্যাবিদ্যাকৃত-নাম-রূপ-নির্বৃত্ত দেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধ্য-বিবেকভ্রমনিমিত্ত এব দুঃখাভিমানো নতু পারমার্থিকোঽস্তি।"

সুতরাং বেদান্তাচার্যগণ কেহই জীবের সুখ-দুঃখরূপ ভোক্তৃত্বের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন নাই। বিবর্ত্ত জ্ঞানে যে স্থূল ও লিঙ্গদেহে সুখদুঃখ অনুভূত হয় ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জীব তন্নিবন্ধন নিজকে যেরূপ সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করেন, ভগবানকে সেই জাতীয় ভোক্তা বলা হয় নাই। ব্রহ্মসংহিতায় ভগবানকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হইয়াছে। পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর ভোক্তা, সুতরাং হ্লাদিনীর আশ্রয় জাতীয় শক্তি বর্গেরও ভোক্তা। নিখিল বদ্ধ যে দিন এই তত্ত্বটী উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেই দিনই তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি হইবে।

শত শত শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ হইতে দেখান যাইতে পারে যে, শ্রীভগবানই একমাত্র একচ্ছত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। তবে কৃষ্ণবিস্মৃত জীব—অপবাদিজীব—কুমনীষিজীব—দুষ্কৃতি-বদ্ধজীব এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না; ইহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈব মাত্র।

বর্ত্তমানের মনোধর্ম্মী শান্তিপুরের পাঠবক্তৃতাজীবি মৃত জাতি গোস্বামীর শিষ্য ছোক্‌রাসম্প্রদায় কিরূপ ভক্তি-শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া ফাজলামি করিতেছেন, আমরা তাহা পর পর প্রবন্ধে আরও দেখাইব। বদ্ধজীবের ভ্রমপ্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সার এক একটী বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে সহস্র বৎসর ধরিয়া গৌড়ীয়ের লেখনী চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সেই ধৈর্য্য না থাকাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে—

"কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ শুক্তিরেবাস্তি শুক্তিঃ
রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং জ্ঞানমেষাং।

—তত্ত্বমুক্তাবলী।১৬

—কাচ চিরকালই কাচ, আবার মণিও নিত্যকালই মণি; শুক্তি—শুক্তিই, রৌপ্য—রৌপ্যই; ইহাদের ব্যত্যয়

হয় না। তদ্রূপ ভক্তিসিদ্ধান্তের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। মনোধর্ম্মী অভক্তগণের মনগড়া সিদ্ধান্তের হেয়তা ও অকর্ম্মণ্যতা নিত্যকালই সপ্রমাণিত।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব

আগামী ৪ঠা মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রকটবাসর। প্রতি বৎসরই শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা, ভক্তসম্মেলন ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত বৎসর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মবাসরে শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় বহির্গত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভক্তগণ সাধারণতঃ 'ভূশক্তি' বলিয়া অভিহিত করেন। তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীসার-সমবেতসম্বিৎ'শক্তি অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরা-বতারে শুদ্ধশ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে নিত্য উদিতা। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নবধাভক্তিস্বরূপ নয়টী দ্বীপ, তদ্রূপ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও নবধাভক্তিস্বরূপিণী।

যাঁহারা শ্রীগৌরতত্ত্ববিৎ তাঁহারা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়ামাতাকে এইরূপ ভাবেই নিত্যকাল দর্শন করেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিত্য-মহালক্ষ্মীত্ব হইতে ভ্রংশ করিবার ধৃষ্টতা অতাত্ত্বিক সমাজে দৃষ্ট হয়। উহা কলিকালোচিত ব্যাপারই বটে। আবার কোথায় কোথায়ও বা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে নানাবিধ মনগড়া কাল্পনিক ও তত্ত্ববিরোধী সিদ্ধান্তে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অপ্রাকৃতচিচ্ছক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী এই সকল কল্পনার পর পারে নিত্য অধোক্ষজ-স্বরূপে বর্ত্তমানা।

আমরা ভক্তিলিপ্সু জনমাত্রকেই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজন্ম-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মবাসরে শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীনামকীর্ত্তনে যোগদান করিলে আমাদের নবধা-ভক্তির কৃপা লাভ হইবে। কারণ—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দজন্মোৎসব
ও
শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ

"পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার॥
'কোটি-অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তা'রে যম'' ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৩য়।

আগামী ১২ই মাঘ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দিবস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসর। "প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন''—এই দুইটী জগতের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় দেহ। তিনি সঙ্কর্ষণরূপ কারণ-গর্ভ ক্ষীর-বারি-শায়িগণ তথা শেষশায়ী বিষ্ণুর অংশী। তাঁহার প্রাকৃতজন্ম-মরণ নাই। তিনি অপ্রাকৃত—অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার লীলা অপ্রাকৃত। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীবকোটির অন্তর্গত কোন বস্তু নহেন। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে'' ॥

এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্তান শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর শৌক্রসন্তানলীলার অস্তিত্ব সম্ভাবনা

নাই,—দেখাইলেন। নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"অধিকারী বই করে তাঁহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ"॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ রাসলীলা নিত্যবর্ত্তমান, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশ বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর রাসলীলাও শাস্ত্রবিহিত। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি লীলা যেরূপ জীবের অনুকরণীয় নহে, তদ্রূপ ভোক্তৃতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাসাদিলীলা বা দারপরিগ্রহাদিলীলা জীবের সহিত সমান নহে। যেরূপ অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার অবৈধভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া প্রাকৃত জীবকুল গৃহি বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজাবাদ প্রভৃতি নিরয়প্রাপক অপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রূপ যদি প্রাকৃত-জীব অভিন্নবলদেবতত্ত্ব নিত্যানন্দপ্রভুর দারপরিগ্রহাদি লীলাকে অনুকরণীয় ব্যাপার বা স্ব স্ব ভোগ-পরিতৃপ্তির আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ বা জগতের নিকট প্রচার করে, তাহা হইলে তাহারাও নিরয়প্রাপক প্রাকৃতসহজিয়া বাদের আবাহনই করিবে।

নিত্যানন্দের মনোভীষ্টপ্রচারকারী সেবকগণই শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান। সুতরাং আমরা সেইনিত্যানন্দসন্তান আচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় ঠাকুরের অনুগত হইয়া বলিতেছি—

"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তাঁর স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্বঠাঁই॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
বৈষ্ণবচরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১ম

যদি কেহ সংসারের পার হইয়া, দেবীধাম ও বিরজা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপে ভক্তির সাগরে নিক্রান্ত হইতে চা'ন, তাহা হইলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই ভজনা করুন।

শ্রীনিত্যানন্দের মনোভীষ্ট-প্রচারক—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও অজস্রধারায় তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-পিযূষধারা বর্ষণ করিয়াছেন—

"দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হ'বে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটী"ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একমানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
* * *
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
* * *
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম ও অন্ত্য ৩য়

শ্রীনিত্যানন্দের আর একটী মনোভীষ্টপ্রচারক আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"নিতাইপদ-কমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই-বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ়করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র॥

অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি॥
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদের ন্যায় নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-সম্বন্ধ-গন্ধহীন দুরাচার পশুতুল্য জীবের দুঃখে কাতর হইয়া যে সকল কৃপোক্তি করিয়াছেন, সেই সকল পশুত্ব ও দুরাচারত্ব আমাদিগের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। আমরা সংসারসুখে আচ্ছন্ন হইয়া অকজধারণায় ছলাভিজাত্য, সুজনহিংসাকারিণী অবিদ্যাকে বিদ্যাভ্রমে গ্রহণ, অসত্যকে সত্য বলিয়া অবধারণ ও সত্যকে অসত্যরূপে প্রতিপাদন করিবার যে চেষ্টা দেখাইয়াছি—যে বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছি, উহার মূলে নিতাইপদবিস্মৃতিই একমাত্র কারণ। আমরা নিত্যানন্দকে অবজ্ঞা করিয়া অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলা আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা দেখাইতেছি, কখনও বা নিত্যানন্দ-চরণকে অসত্যজ্ঞানে নিত্যানন্দ সেবকগণের চরণে নানাভাবে অপরাধ করিতেছি, আমরা মনে করিয়াছি, শ্রীনিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দের সেবকগণ যখন অসত্য ও অনিত্য বস্তু, তখন তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া আমরা আমাদের বাহাদুরী দেখাইতে পারিব, জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিব, সুখে ভোগ সংসার করিতে পারিব, স্বচ্ছন্দে দিনযামিনী যাপন করিতে পারিব। আমরা কেহ বা 'রামচন্দ্র খাঁ', কেহ বা 'চঙ্গবিপ্র', কেহ বা 'ঘটপটিয়া মূর্খ', কেহ বা সুজনহিংসাকারী 'হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জনব্রাহ্মণ'-রূপ হইয়া পড়িয়াছি। "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—এই কথাটী আমাদের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে; তাই আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসহীন হইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের চরণে নানাভাবে অপরাধ করিতেছি। আমরা 'রামচন্দ্র খাঁ'র পরিণাম ভুলিয়া গিয়াছি, 'চঙ্গবিপ্রের' শোচনীয় অবস্থা আমাদের স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, 'ঘটপটিয়া মূর্খের' প্রসঙ্গ আমাদের আত্মসম্ভাবিত হৃদয়ে স্থান পায় না। হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের অবস্থা—যাহা ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর ভাষায় জলদ অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—তাহাও আমাদের মৎসরান্ধ চক্ষে লক্ষিত হয় না। আমরা মনে করিয়াছি, ঐ সকল বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধীর শাস্তি তৎকালেই বিহিত ছিল, এখন আর সেই সব প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা মনে করিয়াছি—

"ভক্ত স্বভাব অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ স্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

—এই সত্য কথা বুঝি এখন ফলবতী হইবে না! হায়, কাল কলি! নিত্যানন্দ-পদ বিস্মৃতিই আমাদের সর্ব্বানর্থের মূলীভূত কারণ। এই জন্যই শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীগৌর-সুন্দরের দ্বিতীয়-দেহ প্রিয়বিগ্রহ নিত্যানন্দরামের প্রকট-বাসরে শুদ্ধভক্তগণ নিত্যানন্দজন্মোৎসব ও দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীনামযজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলাভূমিতে আবার সেই পুণ্যস্মৃতি—সেই নাম-কোলাহল—সেই শ্রীভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আমাদের নিত্যানন্দপদবিস্মৃতিরূপা অচেতন-বৃত্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলুক, আবার বিষয়-কোলাহলমত্ত জগৎ শুদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ-নাম-ধ্বনিতে মুখরিত হউক, আবার অচেতন জগতের চৈতন্য সম্পাদিত হউক, আবার জড়ানন্দমত্ত—মরু-মরীচিকাভ্রান্ত জগতে শুদ্ধ-নামপীযূষ-ধারার সুরধুনী প্রবাহিত হইয়া জগৎকে নিত্যানন্দের প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিউক, আবার জগতের মনোধর্ম্ম ও দ্বিতীয়াভিনিবেশকে উৎপাটিত করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শুদ্ধভক্তিব্যাখ্যান, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহীয়সী মহিমা বিঘোষিত করুক্।

এই জন্যই শ্রীধাম মায়াপুরে আগামী মাঘী শুক্লাত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাববাসরে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

আগামী ১২ই মাঘ ২৬শে জানুয়ারী মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় গঙ্গার পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ শ্রীশ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠে এই বিপুল নাম-যজ্ঞোৎসব সম্পাদিত হইবে। আমরা বিশ্বের নিখিল জীবকে এই নামযজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি ভক্তিলিপ্সু মাত্রেই এই ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগদান

করিয়া ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি অর্জ্জন তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রীতি সাধন করিবেন। ইতি।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভক্তিসারঙ্গ),
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবৃন্দ।

কুতর্ক ভেদিকা

তত্ত্বান্ধমূঢ় ! ত্বমসি প্রপন্নো
ন সদ্গুরুং সম্বন্ধভেকমূলম্।
গুরুব্রুবেণৈব হি বঞ্চিতস্য
সম্বন্ধবুদ্ধিস্তব তন্ন জাতা॥

অরসিকে রসস্য বন্নিবেদনং বিগর্হিতম্।
ত্বয়ি মর্কটতুল্যে তন্নার্প্যতে গজমৌক্তিকম্॥
তথাপীদং সতাং তুষ্ট্যৈ কিঞ্চিদেব নিবেদ্যতে।
ত এব যস্তুবস্ত্বত্র সারাসারবিবেকিনঃ॥
সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন ! ত্বং সম্বন্ধার্থং ন বেৎসি তৎ।
সম্যগ্বন্ধনমেবাত্র সম্বন্ধার্থং বিদুর্বুধাঃ॥
নিত্যবাস্তবসত্তা চেদ্ যয়োর্ন বিদ্যতে পুনঃ।
বস্তুনোস্তৎ কথং মূর্খ ! সম্বন্ধঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥
নির্ব্বিশেষে তু চিন্মাত্রে সম্বন্ধো ন হি যুজ্যতে।
সম্বন্ধ-পদ-সামর্থ্যাৎ ভগবত্যেব লভ্যতে॥
পরমাত্মা ন সম্বন্ধঃ যতঃ সম্বন্ধভাষণে।
শাস্ত্ররসোদয়াদস্মিন্ ভগবত্যেব গম্যতে॥
নাদ্বয়ং ভাসতে জ্ঞানং দ্বিতীয়াভিনিবেশনঃ।
ভয়মেব ততো যুক্তং যদুক্তং পূর্ব্বসূরিভিঃ॥
ত্বমস্মিন্নদ্বয়-জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনং পরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রৈকসংবেদ্যং খণ্ডিতং বস্তু মন্যসে॥
বৈচিত্র্যং নাত্র বা কিঞ্চিৎ মন্তব্যং ভ্রান্তিদর্শনাৎ।
অধোক্ষজস্ত্বসৌ যস্মাত্ত্বমক্ষজমতিং শ্রিতঃ॥
অদ্বৈতে ভগবত্তত্ত্বে খণ্ডবস্তুধিয়া মতঃ।
ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-শূন্যত্বাভিমন্যসে॥

পটকুম্ভাদি-দৃষ্টান্তং হৈতুকন্যায়-সঙ্গতম্।
দর্শয়তস্তব জ্ঞাতা বিদ্যাবধি চ সজ্জনৈঃ॥
কৈমুতিকমথন্যায়মুৎপলপত্রভেদনম্।
শ্রীজীবপাদনির্দ্দিষ্টং ন ত্বং জানাসি নিশ্চিতম্॥
মূর্খস্ত্বং জীবপাদস্য ন্যায়বেদান্তশাস্ত্রয়োঃ।
পরিভাষাং কথং বোদ্ধুং সমর্থোঽসি যথার্থতঃ॥
যদেকদেশমালম্ব্য বলদেবপ্রভুঃ স্বয়ম্।
বিরচয্য হি বেদান্ত-ভাষ্যং গোবিন্দসংজ্ঞকম্॥
গৌড়ীয়ং বৈষ্ণবং ধর্ম্মং সুদৃঢ়াং ভিত্তিমাশ্রিতম্।
চকার তস্য ভাষাং তে কিয়ত্ত্বয়া প্রভাষতে॥
কথিতমপি তজ্জ্ঞাতুং সামর্থ্যং তে ন বর্ত্ততে।
পরন্তু সজ্জনৈরেব জ্ঞেয়মেতদ্ যথাযথম্॥
"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতং
মূর্খস্য শাস্ত্রং কিমু সানুরাগম্।"
ন্যায়শ্চৈতং নন্বু লোকসিদ্ধ-
মালোচয় স্বৈর্য্যসবাবলম্বী॥
আত্মছিদ্রং ন জানন্তি পরচ্ছিদ্রাবলম্বিনঃ।
ন্যায়াবলম্বিনস্তেঽস্মিন্নল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী॥
মাৎসর্য্যং নিগুনত্বঞ্চ যত্ত্বয়া সংপ্রকাশিতম্।
বিদুষাং সবিধৌ তত্তু সম্যগেব স্ফুটং গতম্॥
"অন্বয়" শব্দসামর্থ্যং ন্যায়জ্ঞান-বিবর্জ্জিত !
কিঞ্চিদপি ত্বয়া জ্ঞাতং নান্যায়-জ্ঞান-সেবিনা॥
আসত্তিযোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে।
শাব্দবোধে বুধৈরত্র তজ্জ্ঞানং তে ন বর্ত্ততে॥
শাব্দবোধে চ তাৎপর্য্যং বিনা যচ্চেষ্টিতং বৃথা।
বিজ্ঞাতং জীববাক্যানাং তাৎপর্য্যং ন তত্ত্বয়া॥
শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধে চ তাৎপর্য্যপরিবর্জ্জনাৎ।
নাস্তিক ইব হেতুস্ত্বং শাস্ত্রস্যার্থবিপর্য্যয়ে॥
"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"।
বাক্যস্যাস্য তব ন্যায়াদন্বয়ে বিহিতে সতি॥
গৌরবিদ্বেষ এবাগ্রে ব্যখ্যাতুরস্য শঙ্করঃ।
গৌরভক্তসমাজেষু প্রকাশং লভতে ততঃ॥
অথবা তাদৃশং কর্ম্ম সর্ব্বথা শোভতে ত্বয়ি।
গৌরবিদ্বেষিণি স্মার্ত্তকর্ম্মক্লিষ্টে কিঙ্করে॥

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

মুর্শিদাবাদে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে কতিপয় ভক্ত ও ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি শক্তিপুর, লোহাদহ, তেওনাপ্রভৃতি গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়া বেলডাঙ্গায় বক্তৃতা ও পাঠ করিতেছেন। সুধী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই গোস্বামিজীর মুখে নিরপেক্ষ সত্যকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীল নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের শুদ্ধ হরিকথা-প্রচারে আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলায় নাথরাবাদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ও হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় বক্তৃতামুখে শ্রীগৌরানিত্যানন্দের বিমলধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে মহাশয়ের শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারে আন্তরিক যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ শ্রীভাগবত মঠের প্রতিষ্ঠোৎসব সম্পন্ন করিয়া এখন মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে কীর্ত্তনমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সুমধুর গৌরবিহিত-কীর্ত্তন-শ্রবণে বহু লোকের সুপ্তচেতনবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইতেছে।

রাঢ়দেশে—রাঢ়দেশ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাবভূমি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীধাম মায়াপুরের নিত্যানন্দাবির্ভাবমহামহোৎসব ও নামযজ্ঞবার্ত্তা বিঘোষণা করিবার জন্য রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া কীর্ত্তনমুখে জীববৃন্দকে আহ্বান করিতেছেন। আশাকরি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আরাধ্যদেব শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলীতে ভক্তগণ নিত্যানন্দ-জন্মোৎসবে যোগদান করিবেন।

ময়মনসিংহে—পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপপুরী ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তি-বিজয় গোস্বামী মহোদয় ময়মনসিংহের নেত্রকোণা গ্রামে ও অন্যান্যস্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

চব্বিশ পরগণায়ঃ—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও নিত্যানন্দাব্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শ্রীগৌরানিত্যানন্দাবির্ভাব মহামহোৎসবের বার্ত্তা হরিকথা কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে শ্রীনামযজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন।

বালিয়াটিতে—মাণিকগঞ্জ মহকুমার প্রসিদ্ধ বালিয়াটি গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"গত ১৮ই পৌষ তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার কতিপয় গুণগ্রাহি সেবকবৃন্দ সহ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ বালিয়াটির নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ সাটুরিয়া বন্দরে হরিকথা-প্রচারোদ্দেশ্যে গমন করেন এবং তথায় "জীবে দয়া" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল সরল অথচ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া সাতিশয় আগ্রহ ও পরমানন্দের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও হরিকথা শ্রবণের ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, তাঁহারা এরূপ শুদ্ধভক্তির কথা আর জীবনে কখনও শুনেন নাই।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(২) নারদ

"কোনও রূপ জীব-হিংসা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বথা হিংসা পরিত্যাগ করিবে। ইহা পরম ধর্ম্ম। শ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ প্রদান করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ও মৎস্য-মাংসাদি আসুর আহার ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেরূপ ভোজ্য কাহাকে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। ভগবন্নিবেদিত সামান্য অন্নও দিলে, তাহা অক্ষয় এবং অভিলষিত ফলপ্রদ। তদ্দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা সিদ্ধ হয়। তাঁহারাও তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

"যিনি নির্ম্মল জ্ঞানালোক দেখাইয়া, নিরন্তকুহক পরমসত্য দর্শনের সহায় হন, সেই সাধু গুরুকে শ্রীহরির অভিন্নস্বরূপ জানিবে। যে মূঢ় তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করে, তাহার সকল সাধনাই নিষ্ফল হয়।

"রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, অহঙ্কার, মিথ্যা অভিনিবেশ, অনবধানতা, দুষ্ট ক্ষুধা ও অতি নিদ্রা এবং এইরূপ অন্যান্য আত্মার অহিতকর বিষয়, জীবের পরম শত্রু। সমাধি-সম্পন্ন যতির প্রাকৃত পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রু-স্বরূপ। ইহাদের হইতে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

"সাধু-সম্মত কর্ম্মরত সাধুসেবী ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও, ভগবদ্ভক্তি এবং সাধুগতি লাভ করিতে পারেন। আর সাধুভক্তের কাছে অপরাধী হইলে, সকলেরই স্থানচ্যুতি ও অধোগতি অনিবার্য্য।"

শ্রীনারদ ধ্রুবের গুরু; তিনিই প্রহ্লাদের গুরু। আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবত রূপ অমূল্য অমিয় নিধি পাইয়াছি, তাহা এই ভুবনমঙ্গল ভাগবতোত্তমের কৃপাতেই হইয়াছে। পরমভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর ভগবদ্ভক্তিও শ্রীনারদ হইতেই। তিনি প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব নামক বহু পুত্রকে বিষয়-নিবৃত্ত করিয়া পরমার্থ-পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বার্থের হানি দেখিয়া দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে; কোথাও স্থান পাইবে না।" সাধু-সত্তম নারদ ভাগবতোচিত দুর্লভ ক্ষমাগুণে, "তাহাই হউক" বলিয়া হাসিমুখে সেই অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, নারদ ভাবিলেন, —"শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় রাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি নাকি ষোড়শ সহস্র মহিষীর পতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। রঙ্গ ত মন্দ নয়! রাজা একজন, রাণী ষোল হাজার! একবার দেখিয়া আসি প্রভুর আমার লীলাটী।" অমনি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে চলিলেন। ক্ষণপরেই তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অমরা-বিনিন্দিত অতি চমৎকার রাজভবন দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রিয় প্রভুর অন্তঃপুরে ভক্তের অবারিত দ্বার। তথায় ষোলহাজার স্বতন্ত্র ভবনে ষোল হাজার রাণীর আবাস। প্রথম একটি মহাগৃহে ভক্তরাজ নারদ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য সখীগণে সেবিত হইয়া রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণ একটি রত্নপর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার পাদধৌত করিয়া দিয়া, পাদজল গ্রহণ কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া বৈষ্ণবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তা'রপর তাঁহাকে কত আদরে নানা উপচারে পূজা করিয়া, কত মধুরালাপে তাঁহাকে কত আনন্দিত করিলেন। শেষে বলিলেন "প্রভো,—আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?" নারদ বাষ্প-গদগদকণ্ঠে, অতি কষ্টে বলিলেন,—"হে অখিল-নাথ,—কি না করিয়াছ? করিতে আর কি হইবে? তোমার যে চরণ এই দর্শন করিতেছি, তাহাই হৃদয়ে যেন সতত থাকে,—দয়া করিয়া এখন ইহাই কর।" অতঃপর, নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া, আর একটি আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন,—সখা উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে পাশকোড়া করিতেছেন। সেখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ নারদকে সম্ভাষণাদি করিলেন। যেন পূর্ব্বের কথা কিছুই জানেন না; ইনি যেন তিনি নহেন। এইরূপে নারদ একে একে সেই ষোড়শ সহস্র স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণপ্রভুকে যুগপৎ বিভিন্নরূপে দর্শন করিলেন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত যোগমায়া অবলোকন করিয়া, শেষে তিনি সহাস্যে কহিলেন,—"প্রভো, কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল তোমার! তোমার পদ-সেবার বলেই সে মায়া আমি ভেদ করিতে পারিতেছি। অপার করুণা তোমার! বিদায় দাও এখন, তোমার নাম, তোমার মহিমা গান করিয়া আমি তোমার ভক্তজন-সমাজে প্রচার করি।" নারদকে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎসুক হইয়া, নারদ তৎকালে দ্বারকাতেই ভ্রমণ করিতেন। তিনি বসুদেবকেও ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। বসুদেবকেই তিনি এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন;—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

অর্থাৎ, এই অভয় ভাগবতধর্ম-পথে, সাধুগুরুর একান্ত

আনুগত্যে, কোনও বিঘ্ন বিপত্তি কাহাকেও বদ্ধ বা নষ্ট করিতে পারে না। এ পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হন না। অর্থাৎ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নির্ভরতা লইয়া, সকলেই এই পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজন হইতেই তাঁহাদের সকল কৃত্য সম্যক্ কৃত হয়;—কোনও ব্যবহারিক বিধির অনুষ্ঠান না হইলেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।

"ভাগবত বা ভগবদ্‌ভক্ত ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। উত্তম ভক্ত,—

'মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥'

(শ্রী চৈঃ চঃ ৮ম)।

তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়াছে। যিনি মধ্যম, তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, অবোধের প্রতি কৃপা, এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, আর, যিনি প্রাকৃত, তিনি লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅর্চ্চার পূজাদি করিলেও তদীয় জনের প্রতি সেরূপ আসক্ত বা প্রীতিবিশিষ্ট নহেন। কিম্বা অন্য কোথাও তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না।

"যাঁহার কোনও বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার এক মাত্র অবলম্বন, যিনি প্রাকৃত কোনও বিষয়ের প্রতি রাগ বা দ্বেষ পোষণ করেন না, সতত শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই তদ্‌গত-চিত্ত, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়জন।"

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীনারদ নারায়ণ-অংশে অবস্থিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন:—

"তিষ্ঠন্নারায়ণ স্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যত।"

দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রক দর্পভরে কৃষ্ণদ্বেষপরায়ণ হইলে, শ্রীনারদ কৈলাস-শিখর হইতে তৎসকাশে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অচিন্ত্যবৈভব গদাধর শ্রীহরিই সমগ্র জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।"

শ্রীনারদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। দ্বাপরে তিনি ভূলোকে আসিয়াও সদুপদেশে মোহান্ধ মানবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন। নানাপ্রকারে জীবের পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে, শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইলে, কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদি আসুরস্বভাব জন-সমূহ মহা অনর্থ উপস্থিত করিল; তখন সেই বিরাট সভামধ্যে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী সর্ব্বলোকবিৎ শ্রীনারদ মেঘগম্ভীর-স্বরে সকলের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে এই মহাবাক্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন,—(মঃ ভাঃ সভা ৩৯-৯।)

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন॥"

পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যে নরাধম না করে, যে তাহাতে বাধা উৎপাদন করে, সে জীবন্তে মৃত; তাহার মুখদর্শনও করিতে নাই।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এক সময় দেবর্ষি নারদ বৈরাজ ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্,—দ্বাপর অবসান হইল। অতঃপর পাপময় কলির অধিকার। ইহাতে জীব উদ্ধার লাভ করিবে কি উপায়ে?" ব্রহ্মা কহিলেন,—"সর্ব্বশ্রুতিতে এই রহস্য অতি গোপনে আছে। আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। কলিতে আদিপুরুষ শ্রীহরির নাম-উচ্চারণেই জীবচিত্ত মল-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুগতি লাভ করিবে।" ভুবনমঙ্গল, ভক্তবর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে নাম কি? তাহা উচ্চারণের বিধিই বা কি?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সে নাম এই,—'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥' এই নাম-মহামন্ত্র জপে কোনও বিধি নাই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সকাশে দীক্ষিত ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোনও অবস্থায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই নাম গ্রহণেই জীব কৃতকৃত্য হইবেন।"

বিশ্বহিত সাধুশিরোমণি নারদের কৃপাতেই এই কলি-কল্মষ-হর মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম, এই বেদগুহ্য অমূল্য নিধি, এই মায়াব্যাধির অমোঘ মহৌষধি জগৎ লাভ করিয়াছে। শ্রীনারদের পাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৯ই মাঘ ১৩৩২, ২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬ | ২৩শ সংখ্যা

সার কথা

মূল বিধি ও নিষেধ কি ?

নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতি মূল বিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি যাহে, নিষেধ মূল তাই॥

—প্রেমবিবর্ত্ত

অন্য দেব-পূজকের গতি কি ?

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটী দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন কাজে॥
মুক্তি নাহি বলে এই বেদের বাখান।
স্বদক্ষিণ মরণ তাহার পরমাণ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ

হরি-হর একাত্মা কিরূপ ?

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ তাহা জানিবে নিশ্চয়।
শিবাদি দেবতা তাঁর অংশরূপ হয়॥
এরূপ জানিলে শিব-বিষ্ণুতে অভেদে।
জন্মিলে স্বরূপবুদ্ধি গায় সর্ব্ব-বেদে॥

—প্রেমবিবর্ত্ত

ভগবদ্ভক্ত কি বিনাশী ?

কৃষ্ণ-সেবকের মাতঃ কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম

অভক্তের গতি কি ?

চিত্ত দিয়া শুন মাতঃ জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্বপাপের প্রকাশ॥

— চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম

দাম্ভিক কি ভক্ত ?

বড়লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণ-প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ

বর্ত্তমান যুগ ও গৌড়ীয়

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারানুসারে বর্ত্তমান যুগের নাম কলিযুগ। কলিযুগের মধ্যে আবার বর্ত্তমান কালটী কলির প্রারম্ভ। "আরম্ভসদৃশোদয়ঃ" বা "Dawn shows the day" প্রবাদগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অরুণোদয় বা উষাকালের অবস্থা দেখিয়াই দিবসের অবস্থা নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ দেখিয়া আমরা শাস্ত্রোক্ত কলির ভবিষ্যাচার-সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবত কলির ভবিষ্যাচার বর্ণনে বলিয়াছেন,— "ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥" (১২।২।২), "স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতিবিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥" (১২।২।৩), "পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ" (১২।২।৪), "সাধুত্বে দম্ভ এব হি" (১২।২।৫),"সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি" (১২।২।৬), "যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্" (১২।২।৬)—অর্থাৎ কলিতে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে 'বল'মাত্রই কারণ হইবে। স্ত্রীপুরুষের কেবল রতিকৌশলমাত্র এবং বিপ্রগণের কেবল সূত্রধারণ মাত্র শ্রেষ্ঠতার হেতু হইবে। পাণ্ডিত্য-বিষয়ে বাক্যের চপলতাই কারণ হইবে। যিনি যত চপলতা দেখাইতে পারিবেন, তিনি তত পণ্ডিত বলিয়া এই যুগে বিবেচিত হইবেন। দম্ভই সাধুত্বের লক্ষণ হইবে, ধৃষ্টতাই সত্যত্বের পরিমাণ হইবে। যশশ্চেষ্টাই ধর্ম্মসেবনের কারণ হইবে। কলির এই সকল ভবিষ্য আচার প্রথমেই অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ মনোধর্ম্মৈক-সর্ব্বস্ব-বাদে দীক্ষিত। বর্ত্তমান যুগে সকলেই মনোধর্ম্মের প্রচারক। কোটিকণ্ঠ সমস্বরে চতুর্দ্দিকে বিচিত্র তানে মনোধর্ম্মের গীতি ও মূর্চ্ছনায় জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মনোধর্ম্মের সঙ্গীত ছাড়া, মনোধর্ম্মের আলাপ ছাড়া আত্মধর্ম্মকথা বলিবার অবকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়ীয় সেই যুগ প্রথমে ভগবদাদেশবাণী লইয়া প্রকটিত।

তাই গৌড়ীয়ের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার—উপলব্ধি করিবার—জীবনে পরিণত করিবার লোক-সংখ্যা বড়ই কম। কিন্তু গৌড়ীয়ের ধর্ম্মে—গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষায়—গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে বিশ্বের সমগ্র জীবের উপযোগিতা আছে। বর্ত্তমানে "Mass religion" (সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম) বলিতে আমরা যে ভুল ধারণা পোষণ করি অর্থাৎ আমরা বিরূপগ্রস্ত জীবের মনোধর্ম্মের অনুকূল স্ব স্ব মনগড়া খেয়ালের প্রশ্রয়কেই যে 'সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করি, শ্রীগৌড়ীয়ের ধর্ম্ম সেইরূপ "Mass religion" নহে; পরন্তু ইহাই একমাত্র "Mass religion" বা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম।—কেবল মানুষের ধর্ম্ম নহে, সমগ্র জৈব-জগতের বা চেতনজগতের একমাত্র উপযোগি-ধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের অনুকূল ধর্ম্ম বা মনোলাম্পট্যকে "Mass religion" মনে করিলে উহার দ্বারা আত্মার আত্যন্তিক কল্যাণ হয় না। তবে কলির ভবিষ্যাচার বর্ণন-প্রসঙ্গে—"যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্" অর্থাৎ কলিতে যশের জন্যই ধর্ম্ম-সেবা হইবে—এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইলেও উহার দ্বারা আত্মার কিছু নিত্যকল্যাণ হয় না। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সামাজিকতাই ধর্ম্ম বলিয়া বাজারে প্রচলিত।

'গৌড়ীয়' এই সকল কথার নিরপেক্ষ সমালোচক। গৌড়ীয়ের প্রচারে মনোধর্ম্মের সামাজিকতা নাই বলিয়া অনেক সময়ে আমরা বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত কথার সহিত গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তের অমিল দেখিতে পাইয়া মনে করি—'সমস্ত জগৎ যখন সমস্বরে একরূপ কথা বলিতেছেন আর গৌড়ীয় অন্যরূপ বলিতেছেন, তখন সংখ্যাধিক্য দেখিয়াই অথবা জগতের লোকের 'vote' বা জনমত লইয়াই ন্যায়—অন্যায়, সত্য—অসত্য বিচার্য্য।' আমরা এইরূপ বিচারকালে বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবতের কথাটী ভুলিয়া যাই—"পাণ্ডিত্যে চপলং বচঃ","সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি" অর্থাৎ যুগবিচারানুসারে চাপল্যপূর্ণ বাক্যই পাণ্ডিত্য, ধৃষ্টতাই সত্যতা হইবে।

এই মনোধর্ম্মৈক-বাদ-সর্ব্বস্ব-যুগে কোনও কোনও সাহিত্যিক নিজকে কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করিবার বা বুঝিয়া লইবার উপযুক্ত পাত্রবিশেষ মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সনাতনবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার একজন প্রামাণিক ব্যক্তি মনে করিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম

নহে।" বর্ত্তমান যুগের কেহ কেহ নিজদিগকে বিশেষ বিচারনিপুণ মনে করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বিচারের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিতে চা'ন, কেহ কেহ বা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস, ঠাকুর নরোত্তম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে ও ভাষায় নানাপ্রকার দোষ লক্ষ্য করেন! আবার কেহ কেহ অগৌড়ীয়ত্ব ও অবৈষ্ণবতাকেই গৌড়ীয়ত্ব ও বৈষ্ণবত্ব বলিয়া বাজারে মনোহারী পণ্যদ্রব্য-রূপে চালাইতে চান।

গৌড়ীয় এই সকল কথার নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন। কারণ গৌড়ীয়ের মূলপুরুষের শিক্ষাই এই—"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ।" জনানুরঞ্জন লইয়া সত্য কথা প্রচার হয় না; লোকরঞ্জন বা বঞ্চনা-কার্য্য হইতে পারে। বঞ্চনা-কার্য্য কখনও ধর্ম্ম নহে। প্রকৃষ্টরূপে যাবতীয় কৈতব হইতে নিজে নির্ম্মুক্ত হইয়া জগজ্জীবকে সেই উদার—মহান্ কৈতবশূন্য ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টার নামই আচার ও প্রচার।

স্মার্ত্ত

মন তুমি সে স্মার্ত্ত কবে?
আমি স্মার্ত্ত বলি' পরিচয় দাও
মিছামিছি এই ভবে॥

শ্রুতি অনুগত, স্মৃতির বচন, শ্রীহরি-ভজন সার।
আপনার ভোগ, সাধন লাগিয়া, একে তুমি কহ আর॥
সদ্‌গুরু লভিয়া, শ্রবণ করিয়া, কীর্ত্তন করিবে যাহা।
হৃদয় নির্ম্মল, হইয়া তখন, স্মরণ হইবে তাহা॥

বিষ্ণুর স্মরণ, সতত কর্ত্তব্য, শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়।
তাঁ'র অনুগত, সকল বিধান, ভুলিতে নিষেধ হয়॥
শ্রীহরি ভুলিয়া, মায়াতে মোহিয়া, হইলে মায়ার দাস।
মায়ারে আদর, করিয়া বরিলে, হইল সকল নাশ॥

বৈষ্ণবঠাকুর, যথাযথ স্মার্ত্ত, সদাই স্মরিছে হরি।
অপ্রাকৃত স্মৃতি, বৈষ্ণব সম্মত, বিষ্ণু মানে বহু করি'॥

সকরুণ মন, সদা সাধুজন, জীবেরে করুণা করি'।
শ্রীহরি চরণ, যাহাতে স্মরণ, লিখিল শাস্ত্রেতে ভরি'॥
শ্রীহরিস্মারক, শাস্ত্রে কহি স্মৃতি, স্মৃতি সে মানিলে স্মার্ত্ত
তাহা ছাড়ি' মন, মায়া নিমগন, তুমি সে হইলে ধূর্ত্ত॥

মনের মতন, বচন রচিয়া, শাস্ত্রে আহরণ করি'।
তুমিত' গড়িলে, প্রাকৃত যে স্মৃতি, জীবগণে দ্বেষ করি'॥
স্মৃতির তাৎপর্য্য, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, এই মাত্র পথ হয়।
প্রবৃত্তি হইতে, নিবৃত্তি উত্তম, শাস্ত্রে মহাফল কয়॥

ক্রমপথে জীবে, প্রবৃত্ত করিয়া, নিবৃত্তে ভজা'বে হরি।
শাস্ত্রের কৌশল, না বুঝিয়া তুমি, প্রবৃত্তি লইলে বরি'॥
আপনার ভোগ-সাধন লাগিয়া, শাস্ত্রের বচন তুলি'।
প্রবৃত্তি বাড়া'য়ে, নরকে চলিছ, শ্রীহরিচরণ ভুলি'॥

সয়তান যেহ, সেহ সে আপন, মনের মতন বুলি'।
যাহা অভিরুচি, করয়ে প্রমাণ, শাস্ত্রসিন্ধু হৈতে তুলি'॥
সাধুজন তাহে, আদর না করে, হেরিয়া অসাধু রীত।
সৃষ্টিকাল হৈতে, দেখ না বিচারি', তুমি সে বাড়াও প্রীত॥

সাগর যেমন, মথিয়া দেবতা, অমৃত পাইল ভাগ।
অসুর কপালে, লেখা হলাহল, তথা তব মায়া রাগ॥
বিষ্ণু সর্ব্ব ভোক্তা, সকলের কর্ত্তা, ভুলিয়া হইলে ভোক্তা।
কর্ম্ম অঙ্গ বিষ্ণু, বলিয়া প্রচার, তোর সর্ব্ব ভোগদাতা॥

সর্ব্বসেব্য বিষ্ণু, তুমিত সেবক, এবে ভাব বিপরীত।
তোমার সেবক, বিষ্ণুরে করিলে, না ভাবিলে হিতাহিত॥
সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু, সর্ব্বইষ্ট জিষ্ণু, অনাদির আদি হরি।
দেবতার সনে, দিলে একাসন, যাহে অপরাধে মরি॥

যদ্যপি অকামে, কিম্বা সর্ব্বকামে, মুক্তিকামে সেবা তেঁহ
তথাপি তাঁহারে, দেবতা সমান, না বলয়ে সাধু কেহ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া, সাধুগুরুপদ, ধরিয়া পড়হ শ্রুতি।
হরিগুরু ভক্ত্যে, শ্রুতি শ্রুত হন, তবে সে পাইবে স্মৃতি

স্মৃতির বচন, শ্রীহরিভজন, তখন জানিবে সার।
বিষ্ণু অনুকূলে, সকল ভুঞ্জিবে, দূর হ'বে ব্যভিচার॥
জড়ানন্দ হৈতে, পূর্ণ আত্মানন্দ, জানিয়া করিবে আশ।
পায়ে পড়ি মন, ছাড়হ চাতুরী, কহয়ে অধম দাস॥

জাতি-সামান্য-বাদ

জাতি-সামান্য-বাদের নিদান কি?—জীব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ বা স্বাস্থ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া যে সকল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তন্মধ্যে 'জাতিসামান্যবাদ'রূপ ব্যাধিটী সর্ব্বপ্রধান বা সকলব্যাধির আকর স্বরূপ। এই জাতি-সামান্যবাদরূপ ব্যাধির নিদান অর্থাৎ মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিদান-নির্ণায়ক শাস্ত্ররাজি ভগবদ্বিস্মৃতিকেই নিদানরূপে স্থির করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একটী নিদাননির্ণায়ক শাস্ত্ররাজ। তিনি বলেন, (ভাঃ ১১।২।৩৭)

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ"।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-ভগবৎসেবাবিমুখজীবের বিমুখমোহিনী-মায়াদ্বারা স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি ঘটে। স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি-বশতঃই বিপর্য্যয়বুদ্ধি অর্থাৎ 'আমিই—স্থূল ও লিঙ্গদেহ' এইরূপ বুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধি হইতেই দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশ বা অত্যাসক্তি এবং তজ্জনিত ভয়ের উদয় হয়। শ্রীল জীবপাদ এই সিদ্ধান্তই সন্দর্ভে স্থাপন করিয়াছেন—"ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি। ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽহমস্মীতি। ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং ভবতি এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু।" প্রাচীন আচার্য্যগণও এই কথাই বলিয়াছেন—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি,'—কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভুস্বর্গে, কভুমর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥"
'কৃষ্ণ ভুলি' যেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, ভগবদ্বিস্মৃতিই স্বরূপ-বিস্মৃতির কারণ। আবার স্বরূপের অস্ফূর্ত্তিই বিপর্য্যয়-বুদ্ধি অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে 'আমি' বুদ্ধি বা সোজা কথায় জাতিবুদ্ধির জনক। অতএব ভগবদ্বিস্মৃতিই জাতিবাদের নিদান বা মূল কারণ।

মায়া দ্বিবিধভাবে জীবকে সংসার ভোগ করায়। কখনও সুখে— কখনও দুঃখে, কখনও পুণ্যে—কখনও পাপে, কখনও স্বর্গে—কখনও নরকে ;—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।"

—চৈঃ চঃ আদি ৩য়

স্বরূপবিস্মৃত জীবের এইরূপই স্বভাব যে, তাঁহারা ভাগ্য-চক্রবশতঃ কেহ যখন পুণ্যে, স্বর্গে বা সুখে পতিত হন, তখন তিনি তাঁহার ঐ অবস্থারই বড়াই করিয়া থাকেন। আবার কেহ যখন ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনতাবশতঃ পাপে, নরকে বা দুঃখে পতিত হন, তখনও তিনি ঐরূপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই ঐরূপ অবস্থার ভিতরে নিজের কিছু মহত্ত্ব খুঁজিয়া লইতে ও প্রচার করিতে উদ্যত হন।

প্রথম শ্রেণীর পুণ্যাত্মা স্বর্গবাসী সুখিজীব শেষোক্ত পাপাত্মা নরকস্থ দুঃখিজীবের নিকট বড়ই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া বিদিত ও কীর্ত্তিত। এই জন্যই ভূস্বর্গের দেবতাস্বরূপ পুণ্যাত্মা সুখী ব্রাহ্মণগণ ভূনরকস্থ পাপী, দুঃখভাগী, নিকৃষ্ট জাতিগণের সেব্যবস্তু। অজ্ঞানকর্ম্মসঙ্গিমনুষ্যসমাজের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া তাঁহাদিগের অধিকারগত কর্ম্ম-প্রবৃত্তির জন্য অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ব্যভিচারী কুকর্ম্মী হইতে সৎকর্ম্মী পুণ্যবান্ করিবার জন্য পালনকর্ত্তা বিষ্ণু পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণাদিজাতির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু বিপর্য্যয়বুদ্ধিতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া যাঁহারা পাপ বা পুণ্যকেই প্রাপ্যবস্তুরূপে কার্য্যতঃ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়টীই যে বিরূপগ্রস্তজীবের সংসার-ভোগাবস্থা অর্থাৎ দুরবস্থা বিশেষ, ইহা ধারণা না করিতে পারিয়া তত্তদবস্থার সহিত নিজ নিজ সত্তা বা

স্বরূপের একত্ব সাধন করিয়া জাতিসামান্যবাদের আবাহন করিয়া থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, বিষ্ঠার কৃমিগুলি বিষ্ঠা-মধ্যে হাবুডুবু খাইয়াও স্ব স্ব গৌরব ও আনন্দসূচক আস্ফালন ও নৃত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাঁহারা তফাৎ থাকিয়া ইহা দর্শন করেন, তাঁহারা ঐ কৃমিকুলের দুরবস্থা দেখিয়া শোক করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃমিকুল ঐরূপ অবস্থা যে তাহাদের পক্ষে বড়ই শোচনীয় দুরবস্থা তাহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। বরং ঐরূপ অবস্থাতেই চিরজীবী হইয়া নির্বিঘ্নে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং ঐ অবস্থার বিঘ্নকারক ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রকেই তাহাদের সাধ্যমত আক্রমণ করিয়া থাকে। কেবলমাত্র একটা উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝান হইল। প্রত্যেক জীবেই এইরূপ স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। পুণ্যাত্মা জীবগণের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সুরপতি-দেবরাজ ইন্দ্র বহু বহু পুণ্যফলে, বহু যজ্ঞ তপস্যার ফলে স্বর্গসুখের অধিকারী হন। তিনি তাঁহার ঐ স্বর্গাধিপত্য, পুণ্যত্বের সহিত নিজকে এতদূর মিশাইয়া ফেলেন যে, ঐরূপ অবস্থা হইতে তিনি কিছুতেই স্খলিত বা বিচ্যুত হইতে চা'ন না। তাঁহার ঐ স্বর্গাধিপত্য, স্বর্গসুখ বা ঐরূপ পুণ্যফল যে তাঁহার একটা দুরবস্থা মাত্র, তিনি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। সেই পুণ্যফলরূপ দুরবস্থায় তাঁহার বিপর্য্যয়বুদ্ধি অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গদেহে 'আমি' বুদ্ধি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে এবং তখন তিনি ঐ বিপরীত বুদ্ধির দাস হইয়া সমস্ত বস্তুতে জাতিসামান্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন অর্থাৎ 'এই বস্তুটী জাতীয়ত্বে আমা হইতে ক্ষুদ্র, এইটী জাতীয়ত্বে আমার সমান, এইটী জাতীয়ত্বে আমা হইতে বৃহৎ'—এইরূপ জ্ঞান করিয়া কাহাকেও নির্য্যাতন, কাহাকেও বা তত্তুল্য সমান দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা প্রদর্শন, আবার কাহারও বা অভ্যুদয় ও উৎকর্ষ দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি নানাপ্রকারে মাৎসর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সমস্তই জাতিসামান্যবাদোত্থ অনর্থ।

জাতিসামান্যবাদ কত প্রকার?—ভগবদ্-বিস্মৃত-জীবের 'জাতিসামান্যবাদ' একটী অস্থিমজ্জাগত ধর্ম্ম। কেবল মানুষে নহে, যতপ্রকার ভগবদ্বিস্মৃত জীব সৃষ্ট-জগতে রহিয়াছে, প্রত্যেকের মধ্যেই এই 'জাতিসামান্যবাদ' দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পশুপক্ষ্যাদি প্রাণি-জগৎ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জগতের ধর্ম্ম অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাও তত্তৎস্থানে এই কথাটীর সত্যতা প্রমাণিত দেখিতে পাইবেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই একটী কুক্কুর আর একটী অন্যজাতীয় পশু বা তজ্জাতীয় আর একটী কুক্কুর দেখিতে পাইলে জাতিসামান্যবুদ্ধিতে কখনও বা উহাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়, কখনও বা সাদরে উহাদের সহিত সম্ভাষণ, গাত্রলেহন ও নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে। গজরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রপ্রাণীতে এইরূপ পরস্পর জাতিসামান্যবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষিগণের মধ্যেও এইরূপ স্বভাব সর্ব্বদা সকলেই দেখিতে পান। একটী বৃক্ষ আর একটী বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, কখনও বা উহার স্বার্থের ব্যাঘাত দেখাইলে ঐ অপর বৃক্ষকে উহার সাধ্যমত বাধা প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই 'জাতিসামান্যবাদ' কৃষ্ণবিস্মৃত জীব জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত। এখন এই জাতিসামান্যবাদ কত প্রকারের হইতে পারে, তাহারই একটী অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) 'আমি অমুক বংশের অবতংস ও অমুক পিতার সন্তান'—এইরূপ বিচার।

(২) 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী'—এইরূপ অনুভূতি।

(৩) 'আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী, বঙ্গবাসী, কামস্কাটকা-বাসী প্রভৃতি'—বিচার।

(৪) 'আমরা পুরুষজাতি বা স্ত্রীজাতি সুতরাং পুরুষজাতি হইয়া পুরুষজাতির অভ্যুদয়-বিধান এবং স্ত্রীজাতি হইয়া স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিধান করা কর্ত্তব্য অথবা পুরুষজাতির অভ্যুদয় করিতে হইলে পুরুষজাতি যখন স্ত্রী-জাতির উপর কিছু অপেক্ষাযুক্ত, তখন স্ত্রীজাতির উৎকর্ষ বিধানেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আবার স্ত্রীজাতির সুখ-সৌভাগ্য যখন পুরুষজাতির উপর নির্ভর করে, তখন স্ত্রীজাতি হইয়া পুরুষের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকা আবশ্যক'—ইত্যাদি বিচার।

(৫) 'আমরা স্বামিজাতি বা পত্নীজাতি' প্রভৃতি বিচার। স্বামিজাতি হইয়া কিরূপে পত্নীজাতিকে তুষ্ট

ভোগোপকরণরূপে অধিক দিন ব্যবহার করা যাইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তাশীলতা ও গবেষণা। আবার পত্নীজাতি হইয়া কিরূপে স্বামিজাতির নিকট হইতে অধিক পরিমাণে ভোগবিলাস আহরণ করা যাইবে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন।

(৬) 'আমরা পিতৃজাতি বা জননীজাতি' প্রভৃতি বিচার। পিতৃজাতি হইয়া সন্তানাদির লালনপালন, পরিপোষণ, জগতে তাহাদিগকে নানাবিধভাবে প্রতিষ্ঠিত-করণ ও তাহা দেখিয়া নিজেরা সুখানুভব প্রভৃতির চেষ্টা। কখনও বা জননীজাতি হইয়া স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় পতি, পুত্র, পৌত্রাদির সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার ব্রত, উপবাস, কৃচ্ছ্রাদি উদ্‌যাপন, কখনও বা পুত্রের নববধূ দেখিবার জন্য স্পৃহা, কখনও বা মাতৃ-মঙ্গল, মাতৃমন্দির, মাতৃভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, কখনও বা সভাসমিতি-করণ, মাতৃজাতির সংবাদপত্রের সম্পাদকত্ব গ্রহণ প্রভৃতি চেষ্টা।

(৭) 'আমরা পুত্রজাতি বা কন্যাজাতি' প্রভৃতি বিচার। পুত্রজাতি হইয়া—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

—প্রভৃতি শাস্ত্রের বহুমানন, পিতা পুণ্যাত্মা হইলে এবং নিজে পুণ্যাত্মা-পিতার কুলাঙ্গার পুত্র হইলেও, সর্ব্বত্র পিতার পুণ্যের ঢাক বাজাইয়া নিজের কুলাঙ্গারত্ব ঢাকিবার চেষ্টা, কোথাও বা পিতা নানাপ্রকার ব্যভিচার-সম্পন্ন হইলেও এবং কলিস্থানপঙ্কের নিরন্তর অধিবাসী থাকিলেও লোকের নিকট উঁহাকেই বাহাদুরীর তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকট করিবার চেষ্টা, কখনও বা ভোগি পিতাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া ভোগ চালাইবার সুবিধা করিয়া লওয়া প্রভৃতি চেষ্টা।

কন্যাজাতি হইয়া মাতাপিতার গৌরব করা। অনেক সময় এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, কুলটা কন্যা তাহার নানাপ্রকার ব্যভিচারাদি সত্ত্বেও—"আমি একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা"—এইরূপ পরিচয় দিয়া বদ্ধজীবের জাতি-সামান্য বুদ্ধির প্রাবল্য প্রদর্শন করিয়াছে।

(৮) 'আমরা শিক্ষক জাতি কিম্বা ছাত্র-জাতি' প্রভৃতি বিচার।

(৯) 'আমরা শ্রমজীবি-জাতি, ব্যবসায়িজা[তি] বৃত্তজীবি-জাতি কিম্বা দানপরিগ্রহাদিবৃত্তিজীবিজা[তি]' প্রভৃতি বিচার।

(১০) 'আমরা আশীর্ব্বাদ-প্রদাত্রী জাতি কিম্বা আ[মরা] আশীর্ব্বাদ-গ্রহীতৃজাতি' প্রভৃতি ধারণা। আমরা আশী[র্ব্বাদ-প্র]দাত্রী জাতি হইয়া কখনও মনে করি সকলের মাথার উ[পর] আমাদের পদ-ভারটী চাপাইয়া দিব। সকলে তাহা গ্র[হণ] করিতে বাধ্য; উহা তাহাদের সৌভাগ্য ব্যতীত কিছুই নহে। কখনও বা আমরা আশীর্ব্বাদ-গ্রহীতৃজ[াতি] হইয়া মনে করি, আশীর্ব্বাদদাত্রী জাতিকে আমা[দের] অর্থের গোলাম বা প্রতিষ্ঠার দাস করাইয়া তাঁহাদের নি[কট] হইতে আমরা ছলে বলে কৌশলে, যে কোন উপা[য়ে] হউক আশীর্ব্বাদটী আদায় করিব। এই সকল বি[চার] 'জাতিসামান্যবাদ' হইতেই উত্থিত।

(১১) "মাইকেল মধুসূদন যশোহর জেলায় জন্মগ্র[হণ] করিয়াছিলেন। আমার বাড়ী যশোহর জেলায়। সুত[রাং] আমি মাইকেলের দেশের লোক।"—এই প্রাকৃত-ন্যা[য়] বলম্বনে আমরা অনেক সময় বিচার করি, "শ্রীমন্মহা[প্রভু] শ্রীধাম নবদ্বীপে উদিত হইয়াছিলেন, আমিও নবদ্বীপে [জন্ম] জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং আমি মহাপ্রভুর দে[শের] লোক; আমার ন্যায় মহাপ্রভুর কথা অন্য দেশের লো[ক] সেরূপ জানিতে পারেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রামানন্দ, রূপসনাতন, শিখি মাহাতি—ইঁহারা নব[দ্বীপে] আবির্ভূত হন নাই, সুতরাং মাটীর গুণ হিসাবে আ[মি] তাঁহাদের অপেক্ষা আরও বেশী সৌভাগ্যবান ও ম[হা]প্রভুকে আরও বেশী বুঝিয়াছি।"

(১২) শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীপাদ ব[লদেব] বিদ্যাভূষণ নৈয়ায়িক ছিলেন, কিছু বেদান্তও পড়িয়াছিলে[ন]; আমিও ন্যায়তীর্থ, তর্কবাগীশ, তর্করত্ন, সাংখ্যবেদান্ত[তীর্থ,] বেদান্তচঞ্চু হইয়াছি; সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী ও বল[দেব] বিদ্যাভূষণকে বুঝিয়া লইতে পারি। আমার নাস্তি[ক] মতের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হইলে ত[থা] তাঁহাদের সত্যকথা আমার রুচির অনুকূল না হই[লে] তাঁহাদিগেরও ভ্রম, একদেশ-দর্শিতা ও অসম্পূর্ণতা (!) প্রভৃ[তি] দেখাইতে পারি!—এই সমস্তই জাতিসামান্যবাদে[র] বিচার।

(১৩) মহাপ্রভু একজন ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। মিও কিছু কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য একটী ামার মনগড়া মতের প্রচারক হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং াপ্রভু ও আমি একশ্রেণীর।

(১৪) বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। রাজা মমোহন রায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক বহু বহু ক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে 'ধর্ম্মপ্রচারক' বলিয়া হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম-প্রচারক— াপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতির সহিত ান অথবা ঠাকুর হরিদাস রূপসনাতন প্রভৃতি যখন াপ্রভুর শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্গত, তখন তাঁহারা রূপসনা- নাদি নব্যধর্ম্মমত প্রবর্ত্তকগণ অপেক্ষা আরও ছোট!

(১৫) শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর "সর্ব্বসম্বাদিনী", কুর বৃন্দাবনের "শ্রীচৈতন্যভাগবত", শ্রীল কবিরাজ াস্বামিপ্রভুর "চরিতামৃত" বাঙ্গালার লেখা পুস্তক, ঙ্গণের লেখা পুঁথি। সুতরাং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বা ঙ্কণক্রবগণ ও অপর সাহিত্যিকগণ উহার মর্ম্মার্থ ভাল ঝিতে পারেন!—এই সকল বিচার জাতিসামান্যবাদোথ।

(১৬) প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ গবেষণার দ্বারা যখন বহু প্রাচীন লুপ্তরাজ্যাদির ধ্বংশাবশেষ বা প্রাচীন স্থানসমূহের নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তখন তাঁহারাও নিশ্চয়ই সেইরূপ গবেষণার ফলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অপ্রাকৃত ভৌম বৃন্দাবন, শ্রীমায়াপুর বা ভগবানের বিবিধ আবির্ভাবস্থান নিশ্চয়ই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন—এই সমস্ত বিচার প্রাকৃত স্থানের সহিত শ্রীধামে এবং সাধারণ অক্ষজবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত শ্রীরূপ সনাতনাদি ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত ও আদিষ্ট মহা- জনগণে সাম্যবুদ্ধি বা জাতি-সামান্যবুদ্ধি হইতে সম্পন্ন হয়।

(১৭) শ্রীব্যাসদেব শ্রীরূপসনাতনাদি পরদুঃখদুঃখী ভক্তাচার্য্য- গণ লোককল্যাণের জন্য যে সকল গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সহিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তিগণের কুসিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তকের সমবুদ্ধি। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের হরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীবলদেবের ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যাকরণাদির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত এইরূপ বিচার। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর কাব্য নাটকাদি, ঠাকুর বৃন্দাবনদাস, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, ঠাকুর নরো- ত্তম, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রমুখ দিব্যসূরিগণের সাহিত্যপ্রবাহাদি কালিদাস, ভবভূতি, কবিকঙ্কণ বা বর্ত্তমান সাহিত্যিক সম্প্রদায়গণের কাব্য ও সাহিত্যের সহিত অনেকাংশে সমান, কোনও কোনও অংশে নিকৃষ্ট, কোনও অংশে উৎকৃষ্ট প্রভৃতি বিচার সমস্তই জাতিসামান্যবাদোথ। অপ্রাকৃত গ্রন্থের সহিত প্রাকৃত হৈতুকগ্রন্থের কোনও অংশেই তুলনা হইতে পারে না। তুলনা করিবার চেষ্টার নামই জাতিসামান্যবুদ্ধি।

(১৮) 'আমার সহধর্ম্মিণী ও বৈষ্ণবের সহধর্ম্মিণী, আমার সংসার ও বৈষ্ণবের সংসার, আমার অর্থচেষ্টা ও বৈষ্ণবের ধনোপার্জ্জন' এক শ্রেণীর!

(১৯) 'আমার গ্রন্থপ্রকাশ করা, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা ও বৈষ্ণবের গ্রন্থপ্রকাশ বা মুদ্রাযন্ত্রাদি করা'—একই শ্রেণীর!

(২০) 'আমার আহার বিহার, বাঁচিয়া থাকা ও বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবোদ্দেশে বাহ্যচক্ষে আমারই ন্যায় নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করা, একই শ্রেণীর।—এই সকলই জাতিসামান্য- বুদ্ধির এক একটী প্রকার ভেদ মাত্র।

শ্রীল ব্যাসদেব আমাদিগকে একটী জাতি-সামান্যবাদের সংক্ষিপ্ত-সার-তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু, নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্য-নাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্য সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

—এই কয়টী মূলজাতি-সামান্যদোষ হইতেই জগতে অসংখ্য প্রকার জাতি-সামান্যবুদ্ধির শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত বিংশতি প্রকার জাতি সামান্যবুদ্ধির তালিকার সহিত শ্রীল ব্যাসদেবের এই কয়টী তালিকা যোগ করিয়া আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি—

(২১) অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট অষ্টবিধ বিচিত্রতায় প্রকটিত হন। যথা—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

—ভাঃ ১১।২৭।১২

প্রাকৃত ভোগোন্মুখ বুদ্ধি লইয়া অজ্ঞজ্ঞানে বিচার করিলে আমরা অর্চ্চাকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তুরূপে উপ- লব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে উহাকে প্রস্তর, কাষ্ঠ, লৌহ, মৃত্তিকা- নির্ম্মিত বস্তু, চিত্রিতবস্তু, বালুকাদি নির্ম্মিতবস্তু বা কল্পনার

তুলিকায় আমাদের খেয়ালানুসারে আঁকা বস্তুর সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকি! কখনও বা শ্রীঅর্চ্চার দেহ-দেহীতে ভেদজ্ঞান করি। এইরূপ বুদ্ধির নাম 'জাতি-সামান্যবুদ্ধি'।

(২২) সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রিয়তম নিজজন, ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যব্যক্তির ন্যায় ভ্রমপ্রমাদাদি দোষযুক্ত বা মানবজ্ঞানের ক্ষুদ্রতার দ্বারা বাধ্য ব্যক্তিবিশেষ মনে করার নাম গুরুদেবে নরমতি বা জাতিবুদ্ধি। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু আমারই ন্যায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গুরুবর্গের গ্রন্থে, বিচারে ও সিদ্ধান্তাদিতে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদাদি রহিয়া গিয়াছে, আধুনিক আর্য্যসমাজীয় ও তৎসমশীলব্যক্তিগণের বিচারানুসারে শ্রীব্যাসদেবের ছন্দ ও ব্যাকরণগত দোষ ও নানাপ্রকার অসংলগ্ন, অসংযত, বাক্যগত দোষ রহিয়াছে ব্যাসদেব অনেক 'গাঁজাখুরি' গল্পের অবতারণা করিয়াছেন,—এইরূপ বিচার গুরুদেবে নরমতি বা জাতি-সামান্য-বুদ্ধি হইতেই উদিত। অথবা গুরুত্ব বা আচার্য্যত্বকে একটী জাতিগত ব্যাপার কল্পনা করিয়া অসদ্গুরু বা গুরু-ব্রুবের অবৈধ অন্যায় আচরণকে ন্যায়াচরণ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টাও গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা জাতিসামান্যবুদ্ধি।

(২৩) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বহুপ্রকারে হইতে পারে। (ক) অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করা (খ) বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মনে করা, (গ) বৈষ্ণবতাকে শুক্রশোণিত-গত ব্যাপার অর্থাৎ বৈষ্ণবতা লৌকবংশপরম্পরায় রক্তের ভিতর দিয়া ধমনীতে প্রবাহিত জড়বৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশেষ এইরূপ জ্ঞান করা, (ঘ) বৈষ্ণব বা বিষ্ণূপাসক হইয়াও তাহার তেলিমালিত্ব, ম্লেচ্ছত্ব, অন্ত্যজত্ব, শূদ্রত্ব, বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণত্ব থাকিয়া যায়—এইরূপ বিচার (ঙ) বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ, বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভোগোন্মুখ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাদির সহিত সমান ইত্যাদি বহু বিষয় 'বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধির' অন্তর্গত।

(২৪) বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিকল্মষবিনাশক শ্রীচরণামৃতের সহিত সাধারণ জল বা মাতাপিতার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, কর্ম্মমার্গীয় বিপ্রের পদধৌত জলের সহিত সমান-বুদ্ধি জাতিসামান্যবুদ্ধি হইতেই উদিত হয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে জীবের অনর্থ বিনাশ হয়, শুদ্ধহরি-ভজনে স্পৃহা উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মমার্গীয় বিপ্রাদি বা মাতাপিতার পাদোদকে প্রাকৃতসম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় তুচ্ছ ফললাভ অর্থাৎ ভোগস্পৃহা, সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস, রোগাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার স্পৃহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু—বৈষ্ণবের পাদোদকও প্রাকৃতবুদ্ধি লইয়া গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত না করিয়া কর্ম্মমার্গীয় তুচ্ছফলের দ্বারা জীবকে বঞ্চিত করেন।

(২৫) বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, মহাপ্রসাদ, প্রভৃতির সহিত সাধারণ ডা'লভাত এবং শ্রীনামের সহিত আভিধানিক শব্দ, ব্রত, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা, যজ্ঞ বা নামাপরাধের সমান জ্ঞান। মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি থাকিলে মহাপ্রসাদকে মুখে 'মহাপ্রসাদ' বলিলেও কার্য্যতঃ উহাতে অন্যপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন—অনেক সময় কপটতা করিয়া —'আমি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করি না'—এইরূপ মুখে বলিলেও অন্তরে জাতিবুদ্ধি পোষণ করিলে তাঁহাকে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবজ্ঞা করিয়া থাকি, তদ্রূপ মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেও আমাদের ঐরূপ কপটতা কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মহাপ্রসাদ মানুষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নজাতি দূরে থাকুক, কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট হইলেও শাস্ত্রমতে উহা জাতি-দুষ্ট হন না। এই সকল কথা শাস্ত্রের খাতিরে মুখে স্বীকার করিয়াও কার্য্যে অন্যপ্রকার করিলে জাতি সামান্য-বাদকেই স্বীকার করা হয়।

নামাপরাধ কখনও নাম নহে। আবার নামও নামাপ-রাধ নহেন; অর্থাৎ অন্ধকার আলোক নহে, আলোক অন্ধকার নহে! নামাপরাধ অন্ধকার সদৃশ, উহা অজ্ঞান-তমঃ। নামাপরাধের ফল বা অজ্ঞানতমের কার্য্য ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা। সুতরাং নামাপরাধের দ্বারা কখনও কখনও ভুক্তি ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু উহা 'নাম' নহেন।

(২৬) সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদধীন অন্যান্য দেবতা-বর্গকে সমশ্রেণীয় জ্ঞান করিলে বিষ্ণুতে জাতিবুদ্ধি করা হয়। জগতের সর্ব্বত্র এই জাতিসামান্য বুদ্ধিটীই প্রবল।

(২৭) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি বিষ্ণুর স্বাংশাবতারগণ মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি জন্তুর সহিত সমান—এইরূপ বিচার।

(২৮) মানুষজাতি যদি মনে করেন, "মহাপ্রভু

নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, রূপ-সনাতন, আমার স্বজাতি,'' অথবা ব্রাহ্মণজাতি যদি মনে করেন যে, "ইহারা আমার স্ববর্ণ," কায়স্থজাতি যদি মনে করেন, "ঠাকুর নরোত্তম আমাদের স্বজাতি,'' বৈদ্য জাতি যদি মনে করেন, 'মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি আমাদের স্বজাতি,'' স্বর্ণবণিক যদি মনে করেন, "উদ্ধারণ ঠাকুর আমার স্বজাতি'' অথবা মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি যদি মানুষের মত কথা বলিতে শিখিয়া দাবী করেন যে, "মৎস্য, কূর্ম্মাবতার প্রভৃতি লীলাবতারগণ আমাদেরই জাতি, আমরা তাঁহাদেরই অধস্তন বা বংশাবতংস," হনুমন্ত যদি দাবী করেন, "মহাবীর স্বামী আমাদের স্বজাতি," তাহা হইলে উহার দ্বারা জাতি-সামান্য-বাদেরই আবাহন হইয়া থাকে জানিতে হইবে।

জাতি-সামান্যবাদ এইরূপ প্রকৃতির ধর্ম্মে আসক্ত, বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত জীবের চিন্তাস্রোতে নানা আকারে দৃষ্ট হয়। নানা-ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গ শিক্ষা দিলেও অপরাধি-জীবকুল উহা গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল সুকৃতিমান্ জীবই এই সূক্ষ্মবিচারটী ধরিতে পারেন এবং এই সূক্ষ্মবিচার ধরিতে পারেন বলিয়াই তাঁহারা অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে অভিষিক্ত হন, আর অপরাধি-ব্যক্তিগণ প্রাকৃত-সহজিয়া থাকিয়া জন্মমরণমালা ভোগ করে। প্রবন্ধান্তরে আমরা এবিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অথ শ্রীচৈতন্যাভক্তনিন্দা

"অগণ্যগণ্য-মহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিত-চৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ॥ ৩১"

সেজন অধন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য
যে জন নাহিক ভজে।
সুবিচারবান্ মহামতিমান্
তথাপি মুরখ রাজে॥ ১॥
ভজ কৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
দুর্ল্লভ জনম সফল হইবে
হারালে পাইবে নাই॥ ২॥

কোটী মহাপুণ্য তথাপি নগণ্য
পুণ্যেতে কি ফল হবে।
অন্য সাধনে সংসার বন্ধনে
চিরদিন বাঁধা রবে॥ ৩॥
অনন্য শরণে শ্রীহরি চরণে
ভজন যে জন করে।
তথাপি সেজন সফল জনম
কভু না হইতে পারে॥ ৪॥
অনন্য চিত্তেতে শ্রীহরি মূর্ত্তিতে
নিরবধি যদি সেবে।
গৌর উপাসনা বিনা কোন জনা
নিত্যানন্দ নাহি লভে॥ ৫॥
গৌরনাম লয় শ্রীকৃষ্ণ ভজয়
সদ্যকৃষ্ণ প্রেম পায়।
অপরাধ ত্যজি' আনন্দেতে মজি'
আনন্দ ধামেতে যায়॥ ৬॥
সাধুর সম্মত গৌর অনুগত
শ্রীকৃষ্ণ ভজন সার।
অন্যথা যে করে অপরাধে মরে
সকল বিফল তা'র॥ ৭॥
শ্রুতি স্মৃতি কয় কৃষ্ণপ্রেম হয়
পঞ্চম পুরুষ-অর্থ।
প্রয়োজন সার তাহা বিনা আর
সর্ব্ব চেষ্টা তা'র ব্যর্থ॥ ৮॥
অষ্টাবিংশ কলি সৌভাগ্য সকলি
গৌরাঙ্গ প্রকট যাহে।
গৌরাঙ্গ ভজনে কৃষ্ণ উপাসনে
প্রেম লাভ তাই কহে॥ ৯॥
সর্ব্ব কুভজন— করিয়া ত্যজন
সকল কুমত ছাড়ি'।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভজি' হও ধন্য
শ্রীগুরু চরণে পড়ি'॥ ১০॥ ৩১॥

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্‌ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহংবদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্
ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥৩২॥

ধিক্‌ধিক্ জড়মতি কর্ম্মাসক্তজন ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদ না করে ভজন ॥
বেদের তাৎপর্য্য মূঢ় কভু নাহি জানে ।
মধুর পুষ্পিতবাক্যে হত হৈয়া জানে ॥
আহারাদি স্বভাবজ কর্ম্মে জীব মত্ত ।
অকর্ম্ম বিকর্ম্ম সদা হিংসা দ্বেষে রত ॥
ছাড়িবারে বেদ করে কর্ম্ম উপদেশ ।
অম্বর শোধিয়া কহে হরির উদ্দেশ ॥
তমোরজঃ ক্রমে—সত্ত্বকর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞান ।
ক্রমমার্গে বেদ, তাঁতে ভক্তি করে দান ॥
নৈমিত্তিককর্ম্মে নিত্যকর্ম্ম মিশ্র করে ;
ভক্তির সুকৃতে, শ্রদ্ধায়, সাধুসঙ্গে তরে ॥
এইত বেদের অর্থ— কর্ম্মজড়মতি ।
না বুঝিয়া জড়কর্ম্মে বাড়ায় আসক্তি ॥
নশ্বর বিষয়সুখে মত্ত, মগ্ন, মন ।
ধিক্ তা'রে নিত্যানন্দ না জানে যেজন ॥
ধিক্ ধিক্ বিকট তপস্যা-পরায়ণ ।
নিদাঘে তপন তাপে তাপায় জীবন ॥
বরষায় ধারা সহে হিমে জল মগ্ন ।
নখ শ্মশ্রু কেশ ছাল-ধারী কিম্বা নগ্ন ॥
ইহলোক পরলোক সুখ ঋদ্ধি সিদ্ধি ।
আশায় লোলুপমতি—ক্লেশ নিরবধি ॥
ধিক্‌জড় সুখহেতু জপ ধ্যান করে ।
গৌরপদ না ভজিয়া সংসারেই মরে ॥
ধিক্‌ধিক্ বশীকৃতেন্দ্রিয় যোগী জন ।
ফল্গুবৈরাগ্যে সব করিল ত্যজন ॥
যমনিয়ম আসন ধ্যান ধারণাদি কা'র' ।
কামলোভে হত হয় না ভজিয়া হরি ॥
'ব্রহ্মাহং' এই শব্দ ক'রি উচ্চারণ ॥
আনন্দে উৎফুল্ল হয় যা'দের বদন ॥

ধিক্‌ধিক্ শতধিক্ সেই সব জনে ।
বেদের যথার্থ অর্থ সে জন না জানে ॥
পরংব্রহ্ম চিদ্বিগ্রহ সর্ব্ব অবতংস ।
তটস্থাখ্য জীবশক্তি পরমাত্মা অংশ ॥
মুক্তজীব ব্রহ্মবস্তু অণুচিৎকণ ।
কৃষ্ণনিত্যদাস তা'রা অসংখ্য গণন ॥
দাসের কর্ত্তব্য কৃষ্ণ সেবন ত্যজয় ।
অজ্ঞানে আবৃতজ্ঞানে বদ্ধজীব কয় ॥
মায়াজাত দেহে জীব 'আমি' করে জ্ঞান ।
জীবের হিতৈষী বেদ কহে সে সন্ধান ॥
"তত্ত্বমসি" ব্রহ্মবস্তু জীবশক্তি তুমি ।
শুনি' জীব জ্ঞান লভে "ব্রহ্মবস্তু" আমি ॥
জড়মায়াসক্তি ছাড়ি' কৃষ্ণের চরণে ।
ভক্তি'—ব্রহ্মানন্দী হয় চৈতন্যশরণে ॥
এইত বেদের মর্ম্ম যে জন না মানে ।
শতধিক্ তারে মূর্খ কিছুই না জানে ॥
অবিশুদ্ধবুদ্ধ্যে সে অজ্ঞানে জ্ঞান বলে ।
অপরাধে অধঃপাত যায় অল্প কালে ॥
অবিধয় কুবিষয় ভক্তিবিষয়ে মত্ত ;
এইসব নর পশু তুচ্ছসুখে রত ॥
পশু যৈছে স্ব স্বভাবে আহারাদি করে ;
বিহার বিরোধি নাশে নানান্ আচরে ॥
তৈছে এই সর্ব্ব নর পশুর আকার ।
অতিশয় শোচনীয় কি বলিব আর ॥
অহো কি দুঃখের কথা এমন জনমে ;
পরমার্থ বস্তু কেহ না কৈল সন্ধানে ॥
কুবিষয়-বিষ্ঠা ভুঞ্জে কেহ সর্ব্ব ত্যজে ।
গৌর পদাশ্রয় বিনা নরকেই মজে ॥
গৌরাঙ্গ চরণপদ্ম মকরন্দ লেশ ।
কোন ভাগ্যে পাইলে দুঃখ নাশয়ে অশেষ ॥
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ঋদ্ধি সিদ্ধি বাঞ্ছা ছাড়ি ।
ভজ ভাই গৌরপদ গুরুপদে পাড়ি' ॥ ৩২ ॥

কলিবৈরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[১]

অনুবাদক তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার ২১০ ও ২১১ পৃষ্ঠায় শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যে সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মূলে নাই; উহা শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে বাগ্‌বেগ মাত্র। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় গ্রন্থে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ কথা বলেন নাই। শ্রীধরস্বামী নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি কোনদিন ভগবান্ ও ভগবানের অপ্রাকৃতলীলায় মায়ার বা অবিদ্যার ব্যবধান আছে, এরূপ কথা বলেন নাই; তাহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই মায়াবাদী। **শ্রীধরস্বামী কখনও মায়াবাদী নহেন।** শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়াছেন। পাঠকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখুন, শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

> শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ টীকা কর।
> শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥
> শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
> **জগদ্‌গুরু** শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি॥
> শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
> অর্থ-ব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে॥
> শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
> সবলোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

শ্রীধরস্বামী শুদ্ধবৈষ্ণব ও "জগদ্‌গুরু" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম)। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীধরস্বামীর অনুগত-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনুবাদক শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও বলি নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে যথাযথ লিখিত হইল। অনুবাদক বলেন—

"শ্রীভাগবতের ১।৭।৫ শ্লোকে লিখিত আছে—

> যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
> পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"মায়য়া সম্মোহিতঃ স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোঽপি গুণত্রয়াদ্‌ব্যতিরিক্তোঽপি তৎকৃতং ত্রিগুণাত্মাভিমানকৃতঃ অনর্থং কর্তৃত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি"। তত্ত্বসন্দর্ভে এই অভিমত খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। এস্থলে সর্ব্বসম্বাদিনীকার এসম্বন্ধে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই,—এইরূপ ব্যাখ্যান শ্রীশুকহৃদয়-বিরোধি। স্বাম্যোক্ত ব্যাখ্যানুরূপে যদি ভগবানের অবিদ্যাময় বৈভব হয়, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব তাঁহার লীলায় আকৃষ্ট হইবেন কেন? মূলে ভগবৎসন্দর্ভেও ইহার সুষ্ঠু বিচার করা হইয়াছে।"

অনুবাদকের এরূপ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীল শ্রীধরস্বামী কি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় "ভগবানের অবিদ্যাময় বৈভব" এরূপ কোন কথা বলিয়াছেন? তজ্জন্যই কি তাহা "শুকহৃদয়-বিরোধি" (?) হইয়াছে? শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"শ্রীধরস্বামিনো **বৈষ্ণবা** এব, তট্টীকাসু ভগবদ্বিগ্রহ-**গুণবিভূতিধাম্নাং তৎপার্ষদ-তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তেঃ।**" (তত্ত্বসন্দর্ভ ২৭)

বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় "শ্রীল স্বামীর টীকামধ্যে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, গুণ, বিভূতি, ধাম তৎপার্ষদ ও ভগবত্তনুর নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে"—ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদক বলিতেছেন, "স্বাম্যোক্ত ব্যাখ্যানুরূপে যদি ভগবানের অবিদ্যাময় বৈভব হয়"—ইহা কি অনুবাদকের স্বকপোলকল্পিত অনুবাদ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা ভগবানে বা তৎসম্বন্ধী কোন বস্তুতে মায়ার ব্যবধান আছে এরূপ বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী। অনুবাদক কি "জগদ্‌গুরু" শ্রীধর-স্বামীকেও সেই মায়াবাদিগণের অন্যতম বলিতে চান? আমরা কিন্তু জগদ্‌গুরু বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ঘোরতর অপরাধ সঞ্চয় করার পক্ষপাতী নহি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"* * * স্বামী না মানে যে জন।
বেশ্যার ভিতরে তা'রে করিয়ে গণন॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

এই ত' গেল সিদ্ধান্তের বিচার। আবার অনুবাদক স্থানে স্থানে বাক্যের অর্থও বিপর্য্যয় করিয়াছেন। মূলপাঠ—

"'নৈমিত্তিকঃ' ইতি (শ্রীভাগবত ১২।৭।১৬); এষাং লক্ষণং **দ্বাদশে চতুর্থাধ্যায়েঽনুসন্ধেয়ম্।"** ইহার অনুবাদে অনুবাদক বলিতেছেন,—

"নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চতুর্ব্বিধ, এই সকল প্রলয়-লক্ষণ **দ্বাদশ ও চতুর্থ-স্কন্ধে** বর্ণিত হইয়াছে।"

ইহাই কি উক্ত গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ? সুধীপাঠকগণ ইহা বিচার করুন।

আমরা জানি পশ্চাৎ কথনের নাম অনুবাদ। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু **দ্বাদশ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে** লয় চতুষ্টয়ের বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদও শ্রীভাগবত ১২শ স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের টীকা প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"চতুর্থে তু চতুর্দ্ধোক্তা লয়নৈমিত্তিকাদয়ঃ" কিন্তু অনুবাদক গ্রন্থকারের কথা পুনর্ব্বার কীর্ত্তন না করিয়া, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীধরস্বামিপাদের কথা ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, উহা "দ্বাদশ ও চতুর্থস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।" উহা কি 'অনুবাদ' না কেবল 'বাদ' মাত্র?

অনুবাদক ভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় ২১৫ পৃষ্ঠায়, "তদেতত্তেষামেব স্বারস্যান্তরাদিনা ত্যজতি ভগবদ্বিগ্রহ মতি —এই মূলগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন প্রাকৃত সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনগুণের অর্ন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ স্বরসতঃই ভগবদ্দেহের ত্যাজ্য।"

পূর্ব্বোক্ত গদ্যটীর যথাযথ অনুবাদ হইল কিনা তাহা সুধীপাঠকগণ বিচার করুন। "স্বরসতঃই ত্যাজ্য" (?) এইরূপ অনুবাদের অর্থ কি? উহা কি মূলের "স্বারস্য" শব্দের অনুবাদ? "অন্তরাদিনা" এই তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদটীর অর্থ কি "অন্তর্নিহিত"?

শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ সন্দর্ভচতুষ্টয়েরই অনুব্যাখ্যা বা পরিশিষ্ট। সুতরাং মূলসন্দর্ভগ্রন্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর নিকট আনুগত্য সহকারে পড়া না থাকিলে উক্ত গ্রন্থের অর্থ বোধগম্য হয় না। "স্বরস" শব্দটী একটী দার্শনিক পরিভাষা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দর্শন শাস্ত্র হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু তদীয় ষট্সন্দর্ভে ঐ শব্দটী একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন। দুই একটী স্থল উদ্ধার করিয়া আমরা দেখাইতেছি—

শ্রীভাষ্যাদি-দৃষ্টমত-প্রামাণ্যেন মূলগ্রন্থ**স্বারস্যেন** চান্যথা চ।'

—এই গ্রন্থের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, —"মূল-শ্রীভাগবত-**স্বারস্যেন** চান্যথা চ।" তত্ত্বসন্দর্ভ ২৭

অন্যত্র ভগবৎসন্দর্ভেঃ—"পদচতুষ্টয়স্যৈব ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ **স্বারস্য**ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ।" (—ভগবৎসন্দর্ভ ৮৮)।

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী যে যে স্থলে 'স্বরস' শব্দটী পাইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই 'স্বরস' শব্দটীর ব্যাখ্যা-বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। বারান্তরে অন্যান্য ভ্রমগুলির আলোচনা করিব।

[২]

গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে "চক্রবিপ্র" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। প্রকৃতির নিয়ম সকলকালেই এক প্রকার। ঠাকুর হরিদাসের নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন দেখিয়া যেরূপ মৎসর 'চক্রবিপ্র' হরিদাস ঠাকুরের সহিত স্পর্দ্ধা করিবার জন্য কপট ভাবকেলা দেখাইয়া লোকসমাজ হইতে ঠাকুর হরিদাসাপেক্ষাও অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এখনও শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুগামিনী সেবাভিলাষিণী কিঙ্করীস্বরূপা বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় ভোগবুদ্ধি করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পুস্তক লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, পুস্তকবিক্রেতা হওয়া একটা বৈষ্ণবতার ভাণ বা ফ্যাসনের মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণসেবাপরায়ণ, 'কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্ট' জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যতীত দুই একপাতা ব্যাকরণ, হৈতুকন্যায়, কাব্য ও গলাবাজী করিতে শিখিলেই যে তিনি অধোক্ষজ-প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভক্তিগ্রন্থ বা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন, এমন নহে; তবে বর্ত্তমান মনোধর্ম্মিযুগে যেরূপ মনোমুগ্ধকর নাটক নভেলেরই অধিক প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বর্ত্তমানে ভক্তদিব্যসূরিগণের নির্ম্মিত বা সম্পাদিত গ্রন্থরাজি হইতে লোকরঞ্জনকর মনোধর্ম্মের অনুকূল চিত্র ও সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থাদিরই মনোধর্ম্মি-লোকসমাজে

বিশেষ আদর হইবে। বাজারে যেরূপ সুরতাললয়মান প্রভৃতির সংযুক্ত নামাপরাধ বা বারবনিতার মুখোদ্গীর্ণ রসগানই চিত্তরঞ্জনকারী বলিয়া শুদ্ধ নাম হইতে অধিক লোকের আপাতরমণীয় বোধ হয়, তদ্রূপ বর্ত্তমানে ভক্তিগ্রন্থের নাম করিয়া বহু অপসিদ্ধান্তযুক্ত ভক্তিবাধক গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু বা ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপাতরমণীয়তাতেই মগ্ন হইয়া বিষমিশ্রিত লড্ডু অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া বঞ্চিত, পীড়িত ও মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইতেছেন। বিষ্ণুমোহিনী মায়া অনর্পযুক্ত জীবকে এইরূপভাবেই মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, এই সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিলে লোকের চৈতন্য হওয়া দূরে থাকুক, শুভানুধ্যায়ীকে আরও শত্রু, হিংসুক, দ্বেষী প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

কয়েকদিবস হইল, আমার জনৈক বন্ধু আমাকে একখানি ভাগবত গ্রন্থের নবপ্রকাশিত সংস্করণের একখণ্ড দেখাইয়াছিলেন।

ঐ গ্রন্থখানির আবরণীপৃষ্ঠামধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, উহার অন্বয়, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-কর্ত্তা একজন "নিখিল বৈষ্ণব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত পণ্ডিতপ্রবর" গোস্বামী নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি। গ্রন্থখানির আবরণী পৃষ্ঠা উল্টাইবা মাত্রই সর্ব্বপ্রথমে একটী ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ছবিখানির নিম্নেই লেখা রহিয়াছে—"প্রায়োপবিষ্টো রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ সভায়াং শুকদেবসমাগমঃ" অর্থাৎ "মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন ব্রত স্বীকার করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার সভায় শ্রীশুকদেবের সমাগম হইল।"

বর্ণিত বা কথিতবিষয় পরিষ্কাররূপে চিত্তে ধারণা করাইবার জন্যই চিত্রাদির আবশ্যকতা—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। বালকবালিকাগণের পাঠ্য পুস্তকে, নাটক নভেলে, এই জন্যই চিত্রাদির সংযোজনা করা হয়।

কিন্তু দেখিলাম, উক্ত খণ্ডপুস্তকখানির সর্ব্বপ্রথমেই যে চিত্রটী অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা বর্ণিত বিষয়ের বিপরীত ধারণাই চিত্তে প্রতিফলিত করিতেছে। চিত্রটী এই—

মহারাজ পরীক্ষিৎ মণিমাণিক্যমুকুটাদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া রাজসিংহাসনে পদপ্রসারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সেবকবৃন্দ পরীক্ষিৎ মহারাজকে চামর ব্যজন করিতেছে, নীচাসনে মুনিগণগুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও তৎপশ্চাতে ঋষিগণ উপবিষ্ট আছেন।

বালক বালিকাগণ এরূপ 'রং চঙে' ছবি দেখিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই চিত্রটীর দ্বারা কিরূপ ভাগবত-বিরোধী একটী চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপ চিত্র দ্বারা একাধারে গ্রন্থ ভাগবতের অবমাননা, ভাগবতবক্তা ভক্ত-ভাগবতরাজ শুকদেব গোস্বামিপ্রভুর অবমাননা, ব্রাহ্মণ-ঋষিবর্গের অবমাননা, ভাগবতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিতের অবমাননা-সম্পাদন-চেষ্টা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সুধী পাঠকগণ, আশাকরি আমার এইরূপ সমালোচনাকে আপনারা অন্যভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথিত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর সমালোচনাটী করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ **অপসিদ্ধান্ত-প্রচার, ভক্ত ও ভাগবতের অবমাননা, বৈষ্ণবদাসগণ কখনও সহ্য করিতে পারেন না।** আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে কিরূপভাবে শাসন করিয়াছিলেন। ভাগবতের অবমাননা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। এই চিত্রের দ্বারা কিরূপ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের অবমাননা হইয়াছে এবং উহা কিরূপ নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছে, তাহা আমরা এক একটী করিয়া দেখাইতেছি—

(১) প্রথমতঃ পরীক্ষিৎ মহারাজ—যিনি সমস্ত রাজ্য, সিংহাসন—ইহলোক ও পরলোকের সুখকামনাকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাকেই সর্ব্বপুরুষার্থসাররূপে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ভৃত্য-গণ-পরিসেবিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন? শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্র কিরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, দর্শন করুন—

"ইতিস্ম রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ।
উদঙ্মুখো দক্ষিণকূল আস্তে সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুতন্যস্তভারঃ॥"

ভাঃ ১।১৯।১৭

—অর্থাৎ "সেই বুদ্ধিমান্ রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া নিজ পুত্র-জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার

সমর্পণ করিলেন ও ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল-**কুশসকল** পাতিয়া তাহার উপরে উত্তর দিকে মুখ করিয়া উ ন করিলেন।

সুতরাং যিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, তাঁহার আবার সেই স্থানে রাজসিংহাসন কিরূপে আসিল? আর যিনি—

"দধৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবো মুনিব্রতো মুক্তসমস্তসঙ্গঃ॥"

—ভাঃ ১।১৯।৭

—মুনিব্রত হইয়া সমস্ত বিষয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্য-ভাবে মুকুন্দচরণ-কমল ধ্যান করিতেছিলেন, তিনি ব কিরূপে রূপ পাদ-প্রসারণ-পূর্ব্বক ভৃত্যগণ দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন? সুতরাং চিত্রটী যে মূল-ভাগবত চিত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা প্রমাণিত হইল।

(২) নাটকনভেলাদি পুস্তকে এইরূপ "এক আঁকিতে আর এক আঁকা হইয়া গিয়াছে"—এরূপ ওজর চলিতে পারিত, কিন্তু ইহার দ্বারা নিখিল বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্তমূলে কিরূপ কুঠারাঘাত হইয়াছে, তাহা সুধীগণ বিচার করুন যে পরমহংসকুলচূড়ামণি শুকদেব গোস্বামিপ্রভুকে—"প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ" (১।১৯।২৮)—মুনিগণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীশুকদেবের প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিলেন—সেই মুনিগুরু শুকদেবের সম্মুখে বৈষ্ণব-শিষ্টাচারাভিজ্ঞ পরীক্ষিৎ মহারাজ কিরূপে পদপ্রসারণ করিয়া উচ্চ উপবিষ্ট থাকিতে পারেন,—ইহা আমরা নিখিলবৈষ্ণব শাস্ত্রের কোনও সিদ্ধান্তে পাই নাই। গ্রন্থের অনুসারে তাৎপর্য্য কর্তা পণ্ডিত-প্রবর যদি কোনও বৈষ্ণবশাস্ত্রে এরূপ সিদ্ধান্ত পাইয়া থাকেন, দয়া করিয়া জানাইলে মাদৃশ বরাক আমার ভুল ধারণাকে সংশোধিত করিতে পারিবে।

(৩) বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুসারে এইরূপ চিত্রদ্বারা পরমহংস-বৈষ্ণবের অবমাননা, গুরু অবজ্ঞা, ভাগবতবক্তার অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

(৪) শ্রীহরি ও শ্রীহরিকথা অভিন্ন বস্তু। যেস্থানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করেন (কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার লোভে ব্যবসায়ী পাঠক কথকের নামাপরাধ কীর্ত্তন নহে), সেই স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিরাজিত—"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"। সুতরাং পরম শ্রদ্ধাবান্, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শুশ্রূষু পরীক্ষিৎ মহারাজ হরিগুরুবৈষ্ণবের সম্মুখে পাদপ্রসারণ করিয়া বা উচ্চাসনে বসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন না। বর্ত্তমানের ভাড়াটিয়া পাঠক কথকের মুখে নামাপরাধ শ্রবণকারী শ্রোতৃগণে এই সকল চিহ্ন লক্ষিত হইতে পারে।

(৫) এইরূপ চিত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবরাজ পরীক্ষিৎ বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ভালরূপে জানিতেন। সুতরাং তিনি ভূসুর ব্রাহ্মণ-ঋষি-গণের সম্মুখে ঐরূপভাবে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন না।

(৬) এইরূপ চিত্রের দ্বারা সেবাপরাধের প্রশ্রয় ও শাস্ত্রোক্ত সেবাপরাধ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ আগম-বচন উদ্ধার করিয়া যে দ্বাত্রিংশ সেবাপরাধের অন্যতম—"পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং"—অর্থাৎ পরমারাধ্য ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের অগ্রে পাদপ্রসারণ ও পর্য্যঙ্কাদি উচ্চাসনে উপবেশন বা শয়নাদি সেবাপরাধ। নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ পণ্ডিতপ্রবরের বৈষ্ণব ও গোস্বামশাস্ত্রোক্ত এই সকল সেবাপরাধের কথা জানা নাই দেখিয়া আমি বড়ই শোক করিতেছি।

(৭) যাঁহারা এইরূপ চিত্র দেখিবেন, তাঁহাদিগেরও অজ্ঞাতসারে এই সেবাপরাধের ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা অজ্ঞাতসারে এইরূপ অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে কথিত প্রায়শ্চিত্তটী অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হউন। যথা:—

"দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধান্ হি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥"

(৮) এই চিত্রের দ্বারা পরীক্ষিৎ মহারাজকে একজন পরম অপরাধী অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরূপে সাজান হইয়াছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ পরম বৈষ্ণব। তৃণাদপি সুনীচত্ব ও মানদত্ব তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি যদি মধ্যম ভাগবত হন, তাহা হইলেও শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে—

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥",

মধ্যমভাগবতের এই সকল আচরণ নিশ্চয়ই পালন করিতেন। অর্থাৎ মধ্যম ভাগবত, 'যাঁহার মুখে এক কৃষ্ণনাম'—এইরূপ কনিষ্ঠাধিকারীকে স্বসম্পর্ক-বোধে মনে মনে আদর করেন, লব্ধদীক্ষ হরিভজনে প্রবৃত্ত মধ্যমাধিকারীকে প্রণামাদির দ্বারা আদর করেন, ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমসঙ্গ জানিয়া প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সুতরাং পরীক্ষিৎ মহারাজ কিছুতেই শুকদেবের অবমাননা করা বা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিতে পারেন না।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, এই চিত্রটির দ্বারা (১) গ্রন্থভাগবতের অবমাননা, (২) শ্রীগুরুর অবমাননা (৩) ভাগবতবক্তার অবমাননা, (৪) বৈষ্ণবাবমাননা, (৫) বৈষ্ণব সদাচার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, (৬) বৈষ্ণব শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞতা, (৭) সেবাপরাধের প্রশয় প্রদান, (৮) ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, (৯) ভাগবত বিরোধিচিত্র লোকসম্মুখে প্রতিফলন, (১০) বৈষ্ণব সৎ সিদ্ধান্ত প্রচার ও লোকরঞ্জন—এই উভয়টী তুলাদণ্ডে মাপিয়া সৎসিদ্ধান্ত প্রচার অপেক্ষা লোকরঞ্জনকেই গুরু বলিয়া অবধারণ, (১১) কনকপ্রতিষ্ঠাদিসংগ্রহের জন্য ভাক্তশাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগবত-বিরোধিবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

সাধারণ লোকে এ সকল কথা বুঝিতে পারেন না। ভাগবতকেও একখানি নাটক, নভেল বা স্কুলপাঠ্যপুস্তকের ন্যায় আপাতমনোরঞ্জনকারি-ব্যাখ্যাতার দ্বারা ব্যাখ্যাত ও ছেলে ভুলান রংচং ওয়ালা ছবিযুক্ত থাকিলেই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুই একপাতা কাব্য ব্যাকরণ পড়া থাকিলেই লোকে তাঁহাকেই পণ্ডিত মনে করেন ও লোক দেখান বৈষ্ণব সাজিলেই তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বিচার করেন। এইরূপ শ্রেণীর পণ্ডিতগণ আজকাল শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বিচারে অসম্পূর্ণতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াও অথবা ভাগবতবিরোধী, পঞ্চরাত্রবিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াও জগতে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব," পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছেন! কালঃ কলি!!

আমি প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে এ সপ্তাহে ঐ গ্রন্থের অন্যান্য বিষয় গুলির সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আগামী বারে তাৎপর্য্য-লেখকের কিরূপ পদে পদে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরোধ ও নানাবিধ ভ্রম হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিব। ভক্ত কবি তুলসীদাসের একটী দোহা বলিয়া উপসংহার করিতেছি।—

"সাচ্চা কহে ত মারে লাট্ঠা, ঝুট্ঠা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই;
চোরকো-ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে, পাপিক্‌কো লাগাওয়ে ফাঁসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আউর হাঁসি॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকলিবৈরিদাসাধিকারী

[আমাদের মতামত পরে প্রকাশিত হইবে গৌঃ সঃ]

জয় গৌরাঙ্গের বিজয়

শ্বেতদ্বীপের সুকল্যাণ-কাননমধ্যে কোটিচন্দ্রশীতল-ছায়া প্রদাতা ঘন-পল্লবাবৃত বহুশাখ একটী প্রেমামরতরুরাজ বিরাজিত। ঐ তরুপ্রবরের এমনই অচিন্ত্যশক্তি যে তিনি তাঁহার ধামে পরিপূর্ণস্বরূপে বিরাজিত থাকিয়াও একই সময়ে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইতে পারেন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সেই স্থানে তাঁহার প্রেমোদ্যান ও প্রপঞ্চফল বিস্তার করিয়া থাকেন। কখনও বা ঐ প্রেমামর-বিটপী তৎস্কন্ধনীড়, প্রেমামৃত-ফল-সেবী কোনও বিহঙ্গ-রাজকে তাঁহার অমৃতফলের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য জগতে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে বহু কলকণ্ঠ-বিহগ ঐ বিহঙ্গমরাজের পশ্চাতে তাঁহারই কীর্ত্তনে সহায়তা করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন।

কিন্তু নাস্তিক্যতমোগুপ্ত মায়ামরুতে তাঁহারা অধিক দিন থাকেন না। এ মর জগত—এ মরুভূমি তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান নহে। তাঁহারা অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-ধামের নিত্য অধিবাসী, তাই তাঁহারা তাঁহাদের নিজধামে চলিয়া যান।

শুভ্র নির্ম্মল-সুগন্ধ-কুসুম-কলিকা যেরূপ অধিক সময় জগতে অবস্থান করে না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত কুসুম-কোমল-নির্ম্মল-চরিত্র ভগবৎপাদপদ্মের নিত্যাশ্রিতস্বরূপ ভগবদ্ভক্ত-গণও অধিক কাল জগতে থাকেন না।

গত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটবাসরের পূতক্ষণে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার একটী সেবাব্রত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এই

মরধাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীর নাম—**শ্রীশ্রীপাদ জয়গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী।**

তাঁহার সত্য-সরলতা-মাখা শ্রীমূর্ত্তিখানি শ্রুতাক্ত সত্যকামের স্মৃতি মানসপটে জাগাইয়া দেয়, তাঁহার নিষ্কপটতা বৈষ্ণব-চরিত্রের আদর্শ অঙ্কন করিয়া দেয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর কর্ণোৎসববিধায়িনী তাঁহার অমিয়-মাখা সঙ্গীত-লহরী পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া দিত। তাঁহার জীবন, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা, তাঁহার সেবাব্রত, শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ঘোষণা ছাড়া আর কোন ব্যাপারে লিপ্ত হয় নাই। তাঁহার হরি-ভজনস্পৃহা বালক প্রহ্লাদের ন্যায় সুতীব্র ছিল। অতি অল্প বয়সেই মাতার স্নেহময় ক্রোড়, বন্ধুস্বজনের মমতাবন্ধন সমস্ত মধবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাকেই জীবনের সার বলিয়া ধারণা করিয়া জয়গৌরাঙ্গ 'জয় গৌরাঙ্গ' নামের সার্থকতা করিয়াছেন।

জয় গৌরাঙ্গ! আজ তুমি কোথায়! আমরা তোমার অযোগ্য সতীর্থভ্রাতা বলিয়াই কি তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম? তোমার নিত্যধাম হইতে আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিও, যেন আমরাও তোমার আদর্শ হৃদয়পটে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়া গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলই ঢালিয়া দিতে পারি-প্রপঞ্চাবস্থানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন আমরা তোমারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গুরু-গৌরাঙ্গ সেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষপঙ্কে পতিত না হই।

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়!
জয় শ্রীশ্রীজয়গৌরাঙ্গের জয়॥

অশ্রুবারি!

কি শুভ মুহূর্ত্তে প্রভো, আসিলে মরতে।
কৃষ্ণৈকশরণবৃত্তি জীবেরে শিখা'তে॥
আশ্রয় লইলে আসি, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত।
নাশিলে অবিদ্যাতমঃ কলির কৃতান্ত॥

জননীর স্নেহনীড় প্রিয়-পরিজন।
ছিঁড়িয়া অবাধে সব দুশ্ছেদ্য বন্ধন॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পদে সঁপি' প্রাণমন।
দেখালে আদর্শ জীবে—আত্মনিবেদন॥

গাহিতে গৌরাঙ্গ জয় ভাব-উন্মাদন।
উছলি' উঠিত তব হিয়া অনুক্ষণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরু তাই কত করুণায়।
দিলেন নামটি "**জয় গৌরাঙ্গ**" তোমায়॥

আপনি আচরি' ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
শিখা'লেন গুরুদেব সে মুহূর্ত্তে সার॥
ধরিলে অমনি শুদ্ধ নামের নিশান।
গাহিলে নামের জয়, জগত কল্যাণ॥

শুনি' সে শ্রীনামগান মধুর ঝঙ্কার।
অতীব পাষাণ হিয়া হ'ত চুরমার॥
ক্ষণেকে হইত শুদ্ধ শুষ্কজ্ঞান।
নিতান্ত বিষয়ী সেও হ'ত প্রাণ॥

মুখখানি অমিয়া-মাখা মধুর বচন।
ভজন উৎসাহ সদা সেবা নিমগন॥
সবাকার প্রিয় অতি বৈকুণ্ঠ-দর্শন।
আর না হেরিব ওগো সে রাঙ্গা চরণ॥

শুভক্ষণে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকট-বাসরে।
নিত্যধামে গেলে চলি', কাঁদায়ে সবারে॥
নিত্যানন্দ-সেবানন্দে হ'লে নিমগন।
নিত্যানন্দ সেবা লাগি' তোমার জীবন॥

অযোগ্য অধম আমি আজি দিশেহারা।
কি করি নাহিক স্থির পাগলের পারা॥
দুর্ব্বল হৃদয়ে বল করহ সঞ্চার।
শ্রীগৌরাঙ্গ জয় যেন গাহি অনিবার॥

কতই মধুর স্মৃতি পড়ে আজি মনে।
ভাষা নাই বলিতে সে বলিব কেমনে॥
কর কৃপা মোরে প্রভো! কৃষ্ণ-প্রিয়জন!
শ্রীগুরুসেবায় গত হউক্ জীবন॥

অশ্রুবারি বিনা মোর কি আছে সম্বল।
গাহিতে তোমার গান অন্তর বিকল॥

নিত্যধামবাসি! ওগো, নিত্যানন্দজন!
দয়া করি' লহ সঙ্গে—সেবিব চরণ॥
সর্ব্বার্থ-সাধন ওই গৌর-জন-সেবা।
বিনা তাহা তরিবারে পারে মায়া কেবা॥
কর কর কৃপাকর হে গৌর-হৃদয়।
পতিত 'প্রণবানন্দ' যাচে পদাশ্রয়॥

দীন—
শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী

নির্য্যাণ

কিশোর-বয়সে হেন কুসুম-কোমল
নিরমল নিরাময়, কি বিরাগ ভরে,
কা'র তরে, কোথা আজি কর হে গমন
স্মিতানন, সদানন্দ, শুদ্ধ-সেবা-রত,
ভাগবত-বর! বিরহ-কাতর মোরা,
করিয়া স্মরণ শত সাধুগুণ তব
সুদুর্ল্লভ ভব মাঝে, ভাসি' অশ্রুধারে
বসি পরপারে এই! অহো ভাগ্যবান্,
সর্ব্বস্ব করিলে দান শ্রীগুরুচরণে;
শত-আকর্ষণে শত-দিকে বেগবান্
রোধিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাম গুরু-পদ-বলে
অবিল ভূতলে এই, সঁপিলে সকল
অকৈতব হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়,
কোমল কৈশোরে হেন;—আদর্শ মহান্
রাখিলে কি মহাপ্রাণ! কোটি কণ্ঠে আজ
কে গাহিবে অমানব গুণগাথা তব?
আমরি, নীরব আজ তব কণ্ঠ-বীণা,—
কালিন্দী-পুলিন পিক-পেলব-ঝঙ্কারে
গাহিয়া 'গৌরাঙ্গ জয়' মধু স্বরে যার,
ঢালি স্নিগ্ধ সুধাধার সহস্র শ্রবণে
সার্থক তোমার **'জয়গৌরাঙ্গ'** আখ্যান!
ধন্য, ধন্য মতিমান্! মহীয়ান্ লোকে
গাহিয়া অশোকে মহা-নির্ব্বাণ তোমার,
করি নতি কোটিবার তব শ্রীচরণে
বৈকুণ্ঠ-ভবনে গতিশীল শুভক্ষণে—
বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্ম-লগ্নে কৃষ্ণার্চ্চন দিনে!
যাও তবে, যাও চলি, দলি' বিঘ্ন পদে
নিরাপদে সেই পদে পরম আশ্রয়
অনুত্তম অনাবিল অখিল জগতে,
গাহিতে গাহিতে সুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম!
কর শুভাশীষ দান—অজ্ঞান আমরা,
ওই মহাপথে পদ-চিহ্ন ধরি তব
পাই যেন ওই পদ পূর্ণ প্রয়োজনে,
সেবি নিত্য ভাবে সদা প্রাণ-প্রিয়তমে!!

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৩) শম্ভু

শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"
(১২।১৩।১৬)। *

শ্রীশম্ভু—বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে গণ্য। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরূপে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তিনি দ্বিবিধ ভাবে লীলাপর। প্রথম, স্বাংশে ঈশ্বর কোটি; দ্বিতীয়, বিভিন্নাংশে জীব-কোটি। প্রথম রূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবক রূপে সদা বর্ত্তমান; তিনি সদাশিব নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয় রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল

* "নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ স্মৃতঃ। ন শঙ্করাদ্বৈষ্ণবশ্চ ন সহিষ্ণুর্ধরাপরা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্ম, ১১শ অঃ ১৬)।

কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন ; তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া বিজ্ঞাত। এইরূপে তিনিও জীব। তাঁহার এই রূপ মহাপ্রলয়ে তিরোহিত হয়। সুদর্শনতাপিত তপস্বী ঋষিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কালক্রমে পরম কারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"আমি, ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত প্রজেশ ভূতেশ ও সুরেশ, তাঁহারই দ্বারা নিয়মিত হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া, দ্বিপরার্দ্ধকালপর্য্যন্ত এইস্থলে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি। কাল পূর্ণ হইলে, তাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রেই এই স্থান সহিত আমাদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে।" (ভাঃ)

মায়াধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে কৈতব-কুহকমুগ্ধ জীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থকাম, কখনও বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষকামনায় নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিও তাঁহাদিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ ঐসকল অশুভ গতি প্রদান করিয়া বঞ্চিত করেন। কেবল যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত নিত্যস্বরূপের নিকট নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থী তাঁহাদিগকেই পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতোগণকে তিনি এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাববর্জ্জিত বিষয়ী তাঁহার আরাধনা করিয়া কদাচিৎ কাম্যফল লাভ করিলেও, তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারে না ; কাল-কবল হইতেও নিস্তার পায় না। কালযবন, রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, কৌঞ্চ, অন্ধকাদি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অসুর-বিমোহনকারী, মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি ধ্বংশকারী রুদ্রস্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশগতি-লাভের জন্য উপস্থিত হন, তাঁহারাও স্থাবর দেহাদির ন্যায় অচিদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সকলই ভগবদ্বি-মুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিকপুরাণে শিববাক্যে অমূল্য কৃষ্ণ-কথা সর্ব্বত্র অজস্র অমিয়প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। তবে অপর পুরাণে যে সকল কৃষ্ণভক্তির বাধক বিপরীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাক্রমেই অসুর-মোহনের জন্য দুর্জ্জয় মায়াজাল মাত্র। পদ্মপুরাণে পরমবৈষ্ণব শিবই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

এই সকল শাস্ত্র তমোগুণের সহায় তামস শাস্ত্র। তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যে মূঢ় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শঙ্করের বৈষ্ণবতা অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা বা ধারণা করেন, সে কখনও শিবকৃপা বা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু, শিবাপরাধেই তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মহেশ বিষ্ণু-সেবায় যেমন তুষ্ট হন, তাঁহার নিজ সেবায় তাহার শতাংশের একাংশ সন্তোষও লাভ করিতে পারেন না। তিনি হরিপ্রেমেই পাগল ; হরিনাম গুণগানেই বিভোর। শ্রীহরির মহিমা-প্রচারেই পঞ্চমুখ। হরিভক্তের সকাশেই তাঁহার নিত্যনিবাস। হরিভক্তই তাঁহার একান্ত আত্মজন। হরিভক্ত হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই। তিনি পরম ভক্ত প্রচেতোগণের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

"যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥"

"—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্যাদপি-গুহ্যস্বরূপ ভগবান বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। শ্রীরুদ্র ভগবানকে স্তব করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥

তিনি এই পরম সত্যও জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ; বলিয়াছেন ;—"যে ভক্ত-যোগীরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদন-মোহন মূর্ত্তির ভজনা করেন ; তাঁহাদিগকেই বেদে ও তন্ত্রে তত্ত্ববিৎ বলা হইয়াছে।" (শ্রীভাঃ ৪-২৪-৬২)। এই কথাই স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। (শ্রীগীতা ১২।২)।

পদ্মপুরাণে শিবমুখের সুবিস্তৃত কৃষ্ণকথা একটি পরমানন্দ-ময় পরমনিধি।

হরের হরি, সুতরাং হরির হর, এত প্রিয়, যে উভয়কে অভেদাত্মা বলা হয়। "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।" (শ্রীগীতা ৯।২৯)। হরিকে যে দ্বেষ করে সে যেমন হরের,

তেমনি হরকে যে দ্বেষ করে সে তেমনি হরির বিরাগ ভাজন হয়। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ আপন ভক্তকে (তিনি না লইলেও) আপনারও উপর আসন দিয়া আনন্দিত হন। ইহা হইতেই, শ্রীভগবানের এই অত্যধিক ভক্তপ্রিয়তা হইতেই, "রামের গুরু শিব" এই কথাটির জন্ম হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার প্রেমপাত্রকে গুরুর গৌরব দিয়াই পরিতৃপ্ত হন। প্রেমময় প্রভু আমাদের এই ভাবেই অনেককে "আমার গুরু" বলিয়া গৌরবের আসন দিয়াছেন। তাহাতে মোহিত হইয়া মূলে ভুল হইলেই, সর্ব্বনাশ!

ভাগবতোত্তম শিব বিষয়বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে তমোগুণ বা তৎসূচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না। তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। মূঢ়জনেরা মনোনীত ভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লয়, সজ্জিত করে; তাঁহারা স্বভাব তাঁহার স্বরূপ জানে না। তাহারা, বহির্ম্মুখিনী বুদ্ধিবশে, তাঁহাতে নানারূপ উদ্ভট বিষয়ের সংযোগ সংঘটন করিয়া, আপনাদেরই অসৎ প্রবৃত্তির পরিচয় দান করে এবং অপরাধে উৎসন্ন হয়।

হরের প্রিয়তম বস্তু হরি; সুতরাং হরিপ্রিয় বস্তুই তাঁহারও প্রিয়বস্তু। হরিপ্রিয় হরিপ্রসাদিত উপচারেই তাঁহার পূজা বা প্রীতি সাধন। তদিতর বস্তুতে তিনি কখনই প্রীত হন না। হরিই তাঁহার প্রাণ; হরিই তাঁহার জ্ঞান; হরিই তাঁহার ধ্যান; তাঁহার শ্রীমুখের তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সদাভূষণ 'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম!

শম্ভু শুদ্ধজ্ঞান বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষের ন্যায় প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে-নিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্তব্যক্তিগণই বৈষ্ণব-রাজ শম্ভুর সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হন; তাই, শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দক্ষ শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিবের প্রতি দক্ষের ঐসকল চেষ্টা গৃহমেধি-প্রবৃত্তব্যক্তিগণের নিবৃত্ত বৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতারই নিদর্শন প্রচার করিতেছে।

"শম্ভু সতত বাসুদেবের চরণে প্রণত, তিনি মহা-ভাগবত, সুতরাং বাহ্য অক্ষজদৃষ্টিতে লোকে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারেন না। তিনি উহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

—ভাঃ ৪।৩।২৩

শ্রীশম্ভু বলিতেছেন—"অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বাসুদেব' শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণশূন্য পুরুষ সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব।" তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। বাসুদেব সেবোন্মুখচিত্তে নিত্যপ্রকাশমান। আমি সেই ভগবান্কে সতত বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।" বাসুদেব-প্রিয়তম মহাভাগবত শম্ভুর মুখে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

ভগবান্ কপিলদেব একটি শ্লোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

"যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।"

—ভাঃ ৩।২৮।২২

যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌত জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশকপবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

সুতরাং শম্ভু যে পরমবৈষ্ণব এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন; কিন্তু তিনি ভগবৎ প্রিয়তম তদভিন্ন বিগ্রহ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শম্ভুকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং ইহাই শম্ভুর প্রকৃত নিজ স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রশিষ্য প্রচেতোগণ শম্ভুকে এইরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শিবভক্ত তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতোগণের সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করেন। অপরাপর সিদ্ধান্ত ভাগবতবিরোধি, শুদ্ধভক্তিবিরোধী মনোধর্ম্মমাত্র জানিতে হইবে। প্রচেতো-গণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন— ভাঃ ৪।৩০।৩৮

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃস্ম॥

—হে ভগবন, আমরা ভবদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকালমাত্র সঙ্গপ্রভাবে দুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম-আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন "শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" —ভঃ সঃ ২১৪

—শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ দৃষ্টি ভগবৎপ্রিয়তমস্বরূপেই জানেন।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ বৈষ্ণবরাজ বিষ্ণুপ্রিয়তম শ্রীরুদ্রকেই আদি গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ"।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও তদনুগ শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও শ্রীশম্ভুকে ভগবৎপ্রিয়তম অভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিচার প্রণালী হইতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদি শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের বিচার প্রণালী পৃথক। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগ-গন শুদ্ধবৈষ্ণব। তাঁহারা কখনও তত্ত্ববিরোধ করিয়া শ্রীরুদ্রকে স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে বিচার ও নির্ব্বিশেষোপলক্ষিত চরমে প্রাপ্য—এইরূপ পঞ্চোপাসকের মায়াবাদীয় মায়াময় মতের আবাহন করেন না। তাই, শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম, তৎপরে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর পরমোপাস্য তথা সর্ব্ব শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা—"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ"—এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপরে শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির বাস্তবসত্য প্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশরূপ সরস্বতীপতি শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি ও তদালিঙ্গিতবিগ্রহ উমাপতি শম্ভুর প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—

মাধবো মাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ॥

অর্থাৎ বাগ্দেবী সরস্বতীপতি ও বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীপতি মাধব বা বিষ্ণুভক্তির বিঘ্নবিনাশনরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীনৃসিংহদেব এবং তৎপ্রিয়তম শম্ভু উভয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব। একজন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর, আর একজন বৈষ্ণবরাজ ঈশ্বর বা প্রভু।

অর্থাৎ গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই বিষয় ও আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রীরুদ্রই শ্রীগুরুদেব বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীনৃসিংহদেবই বিষয়জাতীয় উপাস্য বস্তু। সুতরাং গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েই পরস্পর একাত্মা বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ। গুরু ও কৃষ্ণের স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই জন্যই মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ গুরু ও ভগবানের স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও এই কথাই বলেন।

" * * *
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥"

চৈঃ চঃ আদি ১ম—

উমাধব ও মাধবকে শ্রীধরস্বামী "পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ" অর্থাৎ উভয়ে পরস্পর প্রণতিপ্রিয়।—এই রূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া অতাত্ত্বিক অভক্ত সম্প্রদায় মনে করেন যে, ইহার দ্বারা স্বামিপাদ উমাপতি শম্ভুকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়কারিপুরুষমাত্রই জানেন যে, গুরু ও কৃষ্ণ নিত্যকাল এইরূপ বিশ্রম্ভ প্রণয়ে আবদ্ধ। শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কৃষ্ণালিঙ্গিত-বিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিত্যকাল গৌরালিঙ্গিত-বিগ্রহ। বিষয়জাতীয় পরমেশ্বর ও আশ্রয়জাতীয় প্রভুতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের মধ্যে এইরূপ বিশ্রম্ভভাব নিত্য বর্ত্তমান। যাঁহারা অনর্থমুক্ত হইয়া স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা গুরুরূপানুজন ও শ্রীগোপীজনবল্লভের মধ্যে কিরূপ বিশ্রম্ভভাব বর্ত্তমান উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারাই স্বামিপাদের "পরস্পরাত্মানৌ" "পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ" শব্দগুলির সুষ্ঠুতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। মনোধর্ম্মী সমন্বয়বাদী দুষ্কৃতিফলে শ্রীভগবান্ ও গুরুতত্ত্ব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভুর মধ্যে কিরূপ শুদ্ধভাব বিরাজিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত সপাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমেশ্বর নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তদধীন দেবতাবৃন্দকেও স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করেন, অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই নামভেদে কখনও শিব, কখনও শক্তি, কখনও ব্রহ্মা, কখনও বিষ্ণু ইত্যাদি এইরূপ মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রাদি দেবতাকে ভগবৎ-সেবকরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই পরমোত্তমাগতি-লাভ করেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতোগণের চরিত্রে ও আদর্শে ইহা দেখিতে পাই।

কেহ কেহ মনে করেন, ভাগবতে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, শিবপুরাণে শিবকে ভগবান্,—এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতা একজনেরই নামান্তর আভিধানিক প্রতিশব্দের ন্যায় নাম মাত্র। সুতরাং শম্ভুও স্বতন্ত্র ভগবান্।

শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিক পুরাণ। আবার কেবল সাত্ত্বিক নহেন, সাত্ত্বিকপুরাণগণের মধ্যে অমল পুরাণ। এই অমল পুরাণে প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম বা বাস্তব সত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ববিধি হইতে যেরূপ পরবিধিই বলবান্, তদ্রূপ শ্রীব্যাসদেব বিমুখ-মোহনের জন্য কিম্বা অজ্ঞান কর্ম্ম-সঙ্গিগণের জন্য পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং যে কথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি স্বয়ংও পরমশান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকশিক্ষাকল্পে অভিনয় করিয়াছেন—যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নারদব্যাস সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে—সেই সকল পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বা ব্যাসদেবের অন্যান্য পুরাণ হইতে প্রোজ্ঝিত-কৈতব অমলপুরাণের প্রমাণই অধিক বলবান্‌রূপে গৃহীত হইবে। কেবল তাহাই নহে শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম—পারমহংস্য সংহিতা। শুক-দেবাদি পরমহংসগণ যে সিদ্ধান্তের বহুমানন করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তৃতীয়তঃ অন্যান্য পুরাণকে শ্রীব্যাসদেব তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজগ্রন্থেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। সুতরাং শ্রুতিস্মৃতির সহিত বিরোধ হইলে যেরূপ শ্রুতিই গরীয়সী, তদ্রূপ অন্যান্য পুরাণের সহিত বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির নির্ম্মলসারার্থপ্রতিপাদক বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই গরীয়ান্। এই শ্রীমদ্ভাগবত শম্ভুকে ভগবানের প্রিয়তম আলিঙ্গিত-বিগ্রহ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যরূপেই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন—

"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেন সবংশে মরণ।
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ

"* * *

শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥

* * *

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥"

— চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন—

"কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর **মহেশ** কিঙ্কর"॥

—চৈঃ চঃ আদি ১৪শ

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগত ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁ'র সেবকানুচর॥

কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তাঁ'র হয় সেই পাপে নাশ॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁ'র পূজা॥
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধবিমোচন॥
—চৈঃ মঃ মধ্য খণ্ড।

অতএব আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতানুগ ভক্ত-ভাগবত আচার্য্য বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীল ব্যাসদেবের ভাগবতীয় ভাষায় উপসংহার করিয়া বলিতেছি—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কোনাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥"—ভাঃ ১।১৮।২১

—অর্থাৎ যাঁহার পদনখ নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য আর কেহ বা ভগবচ্ছব্দ বাচ্য হইতে পারেন? অতএব আমরা বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে কোটিকোটি প্রণতি করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতায়—গত ৪ঠা মাঘ সোমবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ হইতেই শ্রীশ্রী-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম কীর্ত্তনপ্রচারক শ্রীপাদ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় গুরুগৌরাঙ্গের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া কীর্ত্তনমুখে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ করেন। কীর্ত্তনের পরে বাগ্মিপ্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ যতনন্দন অধিকারী বি, এ, ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ মহোদয় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ও বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে শ্রৌতসুযুক্তি ও সিদ্ধান্ত-পূর্ণ বক্তৃতা করেন। কলিকাতার সাময়িক সংবাদ পত্র-গুলিতে উৎসববার্ত্তা বিঘোষিত হওয়াতে শ্রীমঠে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ বি, এল মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তনে সভা-ভঙ্গ হয়। তৎপরে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মুর্শিদাবাদে—গত ২২শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৩ জন ব্রহ্মচারীসহ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি সবডিভিসানের এলাকাধীন টেঁয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপদ ত্রিবেদী মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং পরদিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিকথা বক্তৃতামুখে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বিনয় নম্র স্বভাব, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের প্রতিনিষ্ঠা, অমিয়মাখা ভাষা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা শ্রোতৃমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ঐ দিন উক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের ভবনে বিপুলশ্রোতৃমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিল। গত ২৪শে পৌষ প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত মহারাজজী ব্রহ্মচারী-সহ সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে টেঁয়া ও বৈদ্যপুর গ্রাম-বাসিগণের দ্বারে দ্বারে উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছে যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত কোন অনুগতজনকে প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তনে অপরূপ নর্ত্তন বড়ই প্রেমানন্দদায়ক। ঐ দিন সায়াহ্নে তিনি দয়া করিয়া মদালয়ে পদার্পণ করতঃ আমাকে হরিসাধনের উপদেশাদি দিয়া কৃতার্থ করেন। গত ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এখান হইতে শক্তি-পুরাভিমুখে প্রচার জন্য যাত্রা করেন। টেঁয়া গ্রাম একটী প্রাচীন বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ দ্বিজ হরিদাস গোস্বামী ঠাকুরের পুত্র গোকুলানন্দ গোস্বামী ঠাকুর পিতৃ অনুমতিক্রমে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মন্ত্র শিষ্য হইয়া বসবাস করেন। অদ্যাবধি

উক্ত গোকুলানন্দের বংশধরেরা এখানে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধব দাস এই টেঁয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাস করেন। উক্ত বৈষ্ণব দাস শ্রীশ্রীপদ কল্পতরু সঙ্কলন করেন। তিনি উক্ত বৈষ্ণব দাসের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উক্ত গোকুলানন্দ ও পদকর্ত্তাদ্বয়ের তিরোধানের পর হইতে এই গ্রামে আর কোন বৈষ্ণবপদরেণু পড়ে নাই। আজ তীর্থ মহারাজজীর শুভাগমনে আমাদের সে অভাব পূরণ হইয়াছে। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে এরূপ শুদ্ধভক্তির কথা আর জীবনে কখনও শুনেন নাই। উক্ত মহারাজজীর প্রচারকার্য্যে অত্র গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াপদ ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপদ ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ চট্টরাজ, শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। নিবেদনমিতি। ৩রা মাঘ, সন ১৩৩২

বিনয়াবনত—শ্রীদীনতারণ উপাধ্যায়
টেঁয়া পোঃ, মুর্শিদাবাদ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ জিলার বেলডাঙ্গা গ্রামের সাধারণস্থানে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস শ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত "শুদ্ধ ও নির্ম্মল সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামিজীর বক্তৃতাশ্রবণার্থ একটী বিপুল জনতা হইয়াছিল। সত্যানুসন্ধিৎসু নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রই ত্রিদণ্ডিগোস্বামি মহারাজের সত্যকথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন।

রাঢ়দেশে—রাঢ়দেশের প্রসিদ্ধ কাইগ্রামে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় জমিদার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বসু মহোদয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামি মহারাজকে বাসাদি প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দে তাঁহার ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

ময়মনসিংহে—নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—বাজিতপুরে পরম ভাগবত শ্রীশরৎ চন্দ্র চন্দ্র সাহা মহোদয়ের ভবনে ১২ই হইতে ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীযুক্ত পুরী গোস্বামী মহারাজের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সুললিত সরল ব্যাখ্যা ও শ্রীল অরণ্য গোস্বামী মহারাজের সারগর্ভ বক্তৃতায় বাজিতপুরবাসী ব্যক্তিই বর্ত্তমানকালের মন্ত্র ও ভাগবত ব্যবসায়িগণের প্রতারণা ও কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং অসৎ ও কপট গুরুব্রুবগণের দুঃসঙ্গের জন্য বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছেন এজন্য প্রকাশ্যে আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ১৭ই পৌষ শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় গোস্বামী মহোদয় তিন ঘণ্টা কাল "গীতা দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। চারি পাঁচ মাইল দূর হইতে অনেক ভক্ত আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের অপূর্ব্ব ভাষ্যের আস্বাদন পাইয়া সকলেই বৈষ্ণব সুসিদ্ধান্তের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন।

১৮ই পৌষ বাজিতপুর শ্রীশ্রীহরি সভায় শ্রীপাদ অরণ্য গোস্বামী মহারাজ শ্রীনাম ও নামাপরাধের পার্থক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার ফলে সভাস্থলে স্থানীয় উকীল পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর ধর মহোদয় ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বর্ত্তমান সময়ে যেখানে সেখানে "অহোরাত্র" "অষ্ট প্রহর" প্রভৃতি প্রয়োজনীয়তা কু বা সু ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমদ্ভক্তি বিজয় গোস্বামি-মহোদয় তদুত্তরে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সদুত্তর প্রদান করেন। ফলে সভায় সকলে সমস্বরে বলিলেন "আমাদের প্রায় ৫০।৬০ বৎসর বয়স হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত "যথার্থ বৈষ্ণবতা" ও "শুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ নাম" সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। এমন সুযুক্তিপূর্ণ ও বিচারমূলক বৈষ্ণবতার কথা আমরা জানিতাম না। আমাদের দীর্ঘকালের ভ্রম দূরীভূত হইল। আপনারা দেশের সর্ব্বত্র এই শুদ্ধ বৈষ্ণবতার বার্ত্তা প্রচার করুন।

১৯শে পৌষ নিকটবর্ত্তী ভাগলপুর গ্রামে পরম ভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্রদাস মহোদয়ের ভবনে প্রচারকগণ অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঈশা খাঁ বংশধর স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী দেওয়ান সৈয়দ কাশেমআলি সাহেব শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজকে দর্শন করিয়া বলেন "আমি এ যাবৎ কোন 'পীর' দেখিয়া এমন আনন্দ লাভ করি নাই। মহারাজের কীর্ত্তন শ্রবণে তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং 'গৌড়ীয়' পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন এবং উপবধক ও Life & precept

গ্রহণ করেন। অপর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান সৈয়দ গোলাম মালেকসাহেব নিয়মিতভাবে "গৌড়ীয়" এবং "জৈবধর্ম্ম" পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন।

২০শে ও ২১শে পৌষ জিনারই গ্রামে পরম ভাগবত নিষ্কপট বৈষ্ণবসেবক শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচারকগণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২২শে পৌষ গচিহাটা ষ্টেসনের এসিষ্টাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র দাস মহোদয় প্রচারকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং দুই তিন ঘণ্টা কাল হরিকথা শ্রবণের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্মে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি এখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত 'গৌড়ীয়' প্রভৃতির সৎসঙ্গে কালক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২৩শে হইতে ২৭শে পৌষ পর্য্যন্ত ধূলদিয়ার ধনী ও প্রাচীন ভক্ত (retired Sub Inspector) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ যাদব মহোদয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ দ্বারে দ্বারে শ্রীহরি কথা প্রচার করেন। ২৭শে ২৮শে পৌষ শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি বিজয় গোস্বামী মহোদয় রামাযুতগঞ্জে পরম ভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয়ের বাসায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীহরি কথা প্রচার পূর্ব্বক নেত্রকোণা অপর প্রচারকগণের সহিত মিলিত হন।

২৯শে, ৩০শে পৌষ ও ১লা মাঘ নিকটবর্ত্তী কাঁসতলা গ্রামে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক "শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম" "জীবহিংসা" "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি" "দীক্ষিতের সংস্কার" প্রভৃতি বহু বিষয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী কবিশেখর মহোদয় প্রমুখ জিজ্ঞাসা করেন এবং যুক্তি ও বিচার শ্রবণে তাঁহারা এক-বাক্যে সৎসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া প্রচারকগণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া বলেন যে "আপনাদের ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের যাবতীয় কার্য্য ও চেষ্টা বদ্ধজীবের কল্যাণার্থেই হইয়া থাকে। বদ্ধ-জীব ইহা বুঝিতে পারে না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই প্রকার শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও দর্শন পাই নাই। ইত্যাদি।"

১লা মাঘ রাত্রিতে নেত্রকোণায় ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাসায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ হয়। ২রা ও ৩রা মাঘ স্থানীয় প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় প্রমুখ মহোদয়গণের উৎসাহে ও চেষ্টায় বার লাইব্রেরীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে। উক্ত দুই দিবস সহরের প্রতি ঘরে বেলা ২টা পর্য্যন্ত নগর কীর্ত্তন মুখে কীর্ত্তন হইয়াছে। স্থানীয় মুনসেফ, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি ব্যক্তি কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে গমন করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষতঃ উকীল-বর্গ প্রচারকগণকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বহু স্থানে পাঠের জন্য আমন্ত্রণ আসিতেছে।

হাওড়ায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামি প্রভু হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে হরিকথা কীর্ত্তনমুখে শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসববার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীধামমায়াপুরে—পাঠকবর্গকে আবার সেই স্মরণীয় পূতদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সকলকে শ্রীধামে আহ্বান করিতেছি। আগামী ১২ই মাঘ গৌরশুক্লা-ত্রয়োদশী দিবস পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাববাসর। শ্রীধাম মায়াপুরে সেই দিন হইতে তিন দিবস শ্রীনামযজ্ঞ ও মহামহোৎসব। সর্ব্বযজ্ঞ মধ্যে কলি-যুগে শ্রীনামযজ্ঞই সার। তাহাই আমাদের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। অপ্রাকৃত নবীনমদনের শ্রীনামযজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলে জীবের আর প্রাকৃত কোনও যজ্ঞের আসক্তি বা প্রয়াস থাকে না। কলিযুগপাবনাবতারীর এই শিক্ষা জীবমাত্রেরই পালনীয়।

ভ্রম সংশোধন

গত ৪র্থ খণ্ড ২০শ সংখ্যা শ্রীপত্রে লিপিরক্ষক ও প্রুফ সংশোধকের অনবধানতা বশতঃ কয়েকটী প্রমাদ হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া নিম্নলিখিত প্রমাদ দুইটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

৫ম পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ২৮শ পংক্তিতে "কর্দ্দমমপানীয়ং" স্থানে "কর্দ্দমপানীয়ং", এবং ৩০শ পংক্তিতে "অপানীয় কর্দ্দম মিশ্রিত" স্থানে "কর্দ্দম মিশ্রিত পানীয়" হইবে। ৯ম পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ৩৮, ৩৯ শ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে পদ্যানুবাদ পূর্ব্বেই ছাপা হইয়া গিয়াছে। পরন্তু ৩১ ও ৩২ শ শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদই ছাপা হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সংখ্যায় ৩১ ও ৩২ শ শ্লোকদ্বয়ের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৬ই মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯২৬ | ২৪শ সংখ্যা

সার কথা

নির্ব্বিশেষবাদী কি প্রভুর প্রিয়?

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়

শঙ্করের প্রকৃত মত কি?

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তা'র অভিপ্রায় দাস্য তা'রই মুখে কহে॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

প্রভু কি শুধু বঙ্গের ঠাকুর?

পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা কিরূপ?

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তা'র হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ

অপ্রাকৃত-বস্তু কি অক্ষজ-জ্ঞানগম্য?

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

কর্ম্ম কি ভক্তির জনক?

কর্ম্ম নিন্দা, কর্ম্ম ত্যাগ, সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

গৌড়ীয় দুর্ব্বোধ কেন ?

গৌড়ীয়ের ভাষা, গৌড়ীয়ের ভাব, গৌড়ীয়ের বিচার-প্রণালী অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় কেন ? ভাষার প্রাণ ভাব, ভাবের প্রাণ বিচার। সুবিচার বা সুসিদ্ধান্ত ছাড়া ভাব, ভাবুকতা বা পাগলের উচ্ছ্বাস মাত্র। আবার ভাবছাড়া ভাষা কতগুলি অর্থবিহীন এলোমেলো কথা মাত্র। বিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারিলে ভাব ধরা যায় না, ভাষা বুঝা যায় না।

গৌড়ীয়শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীল জীবপাদের বিচার-প্রণালী ধরিতে পারেন না বলিয়া অনেকেরই নিকট শ্রীজীবের ভাব ও ভাষা দুর্ব্বোধ্য। আবার অনেকে শ্রীল জীবপাদের ভাব ও ভাষা সাধারণ শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও হৈতুকন্যায় প্রভৃতির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি মনে করিলেও, শ্রীল জীবপাদের উদ্দিষ্ট বিষয় ও তাঁহার কথার যথার্থ তাঁহাদিগের নিকট অনধিগম্য। কাহারও কাহারও নিকট আবার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা প্রভৃতির ভাষা অথবা শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীল রূপপাদ, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর প্রমুখ টীকাকারগণের ভাষা সুবোধ হইলেও উঁহাদের যথার্থ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধই থাকিয়া যায়।

বিচারপ্রণালীর সূত্রটী ধরিতে না পারিলে ভাষা সুবোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা দুর্ব্বোধ। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ গৌড়ীয়ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিলেও উহা গৌড়ীয়ভাষাবিৎ অগৌড়ীয়গণের নিকট দুর্ব্বোধ।

গৌড়ীয় হইতে অগৌড়ীয়ের পার্থক্য এই যে একজন অবরোহবাদী, আর একজন আরোহবাদী। আবার অবরোহবাদী ও আরোহবাদী কথাটী লইয়াও গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয়গণের মধ্যে আকাশ-পাতাল বিষমতা স্থাপন করিয়াছে। কেহ হয়ত এই শব্দ দুইটীর অর্থই জানেন না, আবার কোন ভাষাবিৎ অর্থ জানিয়াও মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, আবার কেহ বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না।

'অবরোহবাদ' বলিতে গৌড়ীয় শ্রৌতপন্থা, আম্নায়-পরম্পরা বা সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যকেই লক্ষ্য করেন। আর 'আরোহবাদ' বলিতে পরিদৃশ্যমান্ জগতের বিদ্যাবুদ্ধি, গবেষণা, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা, চেষ্টা এবং শব্দপ্রমাণ প্রতিকূল প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, মনোধর্ম্মি আপ্তজনের বাক্য প্রভৃতি যাবতীয় প্রমাণোত্থ বিচারকেই বুঝিয়া থাকেন।

যদিও বস্তুতঃ আরোহবাদিগণও নিজদিগকে শ্রৌতপন্থী বা শব্দপ্রমাণানুগত বলিয়া দাবী করেন, তথাপি নিত্য-গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত তাঁহাদের শ্রৌতপন্থা বা গুরুপদাশ্রয় ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকারই সার্থকতা সম্পাদন করে।

একদা প্রজাপতি প্রচার করিয়াছিলেন যে, আত্মা আপ্তকাম, পাপবিশূন্য, জরামরণরহিত, মৃত্যুঞ্জয়, শোকদুঃখ ও ভোগবাসনাদি রহিত, ক্ষুধাভিলাষশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, এই আত্মাকেই গুরুসমীপে উপনীত হইয়া অন্বেষণ করিতে হয়, তাহাতে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। —এই কথা শ্রবণ করিয়া বিরোচন ও ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপস্থ হইলেন এবং গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নিকট আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে থাকিলেন। উভয়েই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি উভয়কেই আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। কিন্তু বিরোচন তাঁহার মনো-ধর্ম্মানুযায়ী ধারণানুসারে অনাত্মতত্ত্বকেই আত্মতত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিলেন এবং সকলের নিকট প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ঐ মনোধর্ম্মই গুরুমুখি-ব্রহ্মবিদ্যা। এইরূপ প্রচারের ফলে বিরোচন বহু লোক সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐরূপ মনোধর্ম্ম বা আরোহপন্থার দ্বারা গুরুবাক্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া নিত্যকাল গুরুর অনুগত থাকিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিকথিত এই আখ্যায়িকাটি আরোহবাদ ও অবরোহবাদের একটী জলন্ত উদাহরণ। বিরোচন সরল ও সহজ বুদ্ধিতে ধারণার দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া বুঝিয়া লইলেন; কিন্তু ইন্দ্র সেইরূপ মনোধর্ম্মের সরল-জ্ঞানে নিজে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া গুর্ব্বানুগত্যকেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া ধারণা করিলেন। তাই প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার সেবোন্মুখ নির্ম্মল হৃদয়ে প্রতি-ফলিত হইল।

আমরাও এইরূপ আমাদের মনোধর্ম্মের-সরল ও সহজ ভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃত-সহজ ধারণায় যে সকল শ্রৌতবাণী বা শাস্ত্রবাক্য বড়ই সুবোধ বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে উহাদের মর্ম্মার্থ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া যায়; আমরা যাহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া ধারণা করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে আদৌ আমাদের ধারণার বিষয়ীভূতই হয় না, আমরা কেবল বঞ্চিত হই মাত্র।

মনোধর্ম্মের নিকট শাস্ত্রবাক্যের সুবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য ভাব উভয়ই সমান। আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করিব, তাহা আমাদের আপাতসুখকর হইলেও পরিণামে অহিতকরই হইবে। সুরধুনীর তীরে নিম্ব, কপিত্থ ও আম্রবৃক্ষ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। তাহারা সকলেই স্ব স্ব মূল দ্বারা সুরধুনীর মিষ্ট জল খাদ্যরূপে আহরণ করে। কিন্তু ফলপ্রদানকালে কেহ তিক্ত, কেহ কষায়, কেহ বা সুমিষ্ট রসপূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা সকলেই গীতা পড়ি, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত বা গৌড়ীয় পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু কেহ বা ঐ সকল গ্রন্থাদি পড়িয়াও ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের উক্তিরই সার্থকতা সম্পাদন করি—"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ", কেহ বা গীতা, ভাগবত, চরিতামৃতের ভুল ধরিতে শিখি, কেহ বা যাহা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগ্রন্থের সিদ্ধান্ত বা মর্ম্মার্থ নহে, বিরোচনের ন্যায় সেই কুসিদ্ধান্তকেই সিদ্ধান্ত ও অনুদ্দিষ্ট বিষয়কেই উদ্দিষ্ট বিষয় বলিয়া প্রচার করি, কেহ বা চরিতামৃত, গৌড়ীয় পাঠ করিয়া অমৃতত্ব ও উপশান্তি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে নানারূপ বিষময় ফলই উদ্গীরণ করিয়া থাকি।

তাই, ভাগবত বলিয়াছেন—

"শুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।"

—ভাঃ ৬।৩।২১

—ভাগবতধর্ম্ম গুহ্য অর্থাৎ উহা সাধারণ অক্ষজ-ধারণার নিকট অপ্রকাশিত; ইহা বিশুদ্ধ, শরণাগত সেবোন্মুখ জীবাত্মার বিশুদ্ধতার নিকট স্বপ্রকাশিত; ইহা দুর্ব্বোধ অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানের অগম্য; কিন্তু ইহাই অমৃতত্ব লাভ করিবার একমাত্র পরম সুধা-সঞ্জীবনীস্বরূপ।

শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত এই গুহ্য বিশুদ্ধভাগবতধর্ম্ম আর সকলের নিকট দুর্ব্বোধ। তবে এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, ভাগবত-ধর্ম্ম কি একচেটিয়া ধর্ম্ম? ভাগবত-ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে তাহাই। কিন্তু ইহাতে অধিকার আছে সকলেরই। ইহা নিখিলচেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা আচ্ছাদিত চেতন, তাঁহারা চিদাভাস বা মনোধর্ম্মের দ্বারা ইহা বুঝিতে গেলে বিরোচনের ন্যায়ই জগতে অনর্থ আনয়ন করিবেন, এই জন্য ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবের একচেটিয়া।

পবিত্র বস্তু, খাঁটি বস্তু একচেটিয়া না থাকিলে ভেজাল ও মেকি জিনিষকেই যা'র তা'র নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লোকে বঞ্চিত হন। কিন্তু যাঁহারা বাজারে ভেজাল চালাইয়া নিজেদের কিছু স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইতে চান, তাঁহারা একচেটিয়া ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা প্রকৃত উদ্দেশ্য নিজেরাও বুঝেন না ও অপরকেও বুঝিতে দেন না।

গৌড়ীয় ভাগবতধর্ম্মপ্রচারক। তাই গৌড়ীয়ের কথা, গৌড়ীয়ের ভাষা, গৌড়ীয়ের বিচারপ্রণালী গুহ্য ও বিশুদ্ধ এবং মনোধর্ম্মের সহজ সরল জ্ঞান বা প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট অগম্য বলিয়া দুর্ব্বোধ। তাই কাহারও কাহারও নিকট গৌড়ীয়ের কথা, একচেটিয়া ধর্ম্মের কথা বা সাম্প্রদায়িক কথা বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মের অনুগত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে গৌড়ীয় পাঠ করেন, গৌড়ীয় সেবা করেন, গৌড়ীয়ের নিকট জিজ্ঞাসু হন, গৌড়ীয়ের নিকট শরণাগত ও প্রপন্ন হন, তাঁহাদিগের নিকট গৌড়ীয় নিত্যনূতন গুহ্যকথা, নিত্যনূতন বিশুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট অক্ষজজ্ঞানীর দুর্ব্বোধ গৌড়ীয় সুখবোধ্য হন।

তাই, সুধী গৌড়ীয়-পাঠকগণকে আমরা গলবস্ত্রীকৃতবাসে নিবেদন করিতেছি যে, যেমন আপন চেষ্টায় বৃহৎকায় গজরাজ, সুরধুনীর স্রোতের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে না, উহা তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়; কিন্তু একটী ক্ষুদ্রকায় মীন সম্পূর্ণভাবে ঐ স্রোতস্বিনীর শরণাগত বলিয়া অতি সহজে নৃত্য করিতে করিতে মনের আনন্দে যথাতথা বিচরণ করিতে পারে, তদ্রূপ আপনারাও ভাগবতধর্ম্মের শরণাগত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বা তাঁহার বিচারপ্রণালী বুঝিতে চেষ্টা করিলে আপনাদের নিকট গৌড়ীয়ের ভাব ও

ঠাকুর বৃন্দাবনের—"কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন"—কথাটী কিরূপ বহির্ম্মুখ জগতের সরল সত্য ছবিটী আঁকিয়া দিয়াছে, তাহা ভক্ত-সমাজ ব্যতীত অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। জগতে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার লোক নাই। সত্যকথা শুনিবার লোক নাই। জগৎ মুখে বলে,—'সত্য চাই, আমরা সত্যের উপাসক,' কিন্তু অন্তরের অন্তরস্থলে চায় অন্য বস্তু—চায় নানাবিধ কৈতব—কপটতা—বঞ্চনা। জগতের আত্মবঞ্চনা কিরূপ ভয়ঙ্করী, তাহা জগৎ বুঝিতে পারে না। জগৎ শুধু মুখে বলে না,—লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে—লোককে দেখাইয়া বুকে হাত দিয়া বলে,—"আমরা চাই সত্য-আমরা চাই ভগবান্"। কিন্তু জগতের এই প্রতিজ্ঞার ভিতরেও মৌখিকতা ও লৌকিকতা! ব্যবহারই জগতের প্রাণ। পরমার্থের নামে ব্যবহারই জগতের আত্মবঞ্চনা। এই আত্মবঞ্চনা-ব্যাপারটী জগতের সর্ব্বস্ব।

জগতের লোকের ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান যাহা কিছু সকলের মূলেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা। যে ধর্ম্মে বা যে কর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের কিছু নাই, জগতের নিকট তাহার আদর আদৌ হয় না। আবার জগৎ এতদূর কপট যে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অভিলাষ অন্তরে পোষণ করিলেও মুখে—'আমি কিছুই চাই না', 'আমি নিষ্কাম'—এরূপ নানাকথা বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকে।

জগতের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দৈহিক ও মানসিক শান্তি বা লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য; প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার উদ্দেশ্য হরিতোষণ নহে—

"ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোকে সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
*   *   *
বড়লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই' ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ২য় ও ১৬

আত্মসুখ, আত্মানন্দ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই জাগতিক লোকের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে বিদ্যমান। আত্মানন্দ বলিতে যে স্থানে কৃষ্ণসেবা-সুখ-তাৎপর্য্য বা কৃষ্ণসেবানন্দ উদ্দিষ্ট হয়, সেই স্থানে জগতের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণও পরাঙ্মুখ। তাই, মোক্ষকামী ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে চরমে নির্ব্বিশেষ-ভাবেরই অত্যধিক আদর। তাই বলিতেছিলাম, জগতে কেহই হরিতোষণ চায় না। অন্তরে অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীহরির সেবায় বীতরাগই জগতের ধর্ম্ম। আবার যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ভাবকে মুখে গর্হণ করেন এবং নিজদিগকে হরিসেবক বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও হরিতোষণাপেক্ষা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই অধিক আদর করিয়া থাকেন এবং আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছাকেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেন। আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার ইহাই কার্য্য। উহা জীবের কৃষ্ণ-তোষণপরা বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়।

গৌড়ীয় জগতের এই সকল চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে শ্রীগুরুবৈষ্ণবতোষণের কথা কীর্ত্তন করেন বলিয়াই জাগতিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান—নিমজ্জমান ব্যক্তিগণের নিকট গৌড়ীয়ের কথা "জগৎ-ছাড়া-কথা" বলিয়া মনে হয়। গৌড়ীয়ের কথা "জগৎ-ছাড়া কথা"—ইহা সত্য। কিন্তু গৌড়ীয়ের কথাই আবার জগজ্জীবের একমাত্র মঙ্গলের কথা। জগতের কথা শুনিয়া জাগতিক লোকের জাগতিক উপকার হইতে পারে; কিন্তু তাহা নানাবিধ সংক্লেশনিকরের আকরস্বরূপ, তাহাতে নানাপ্রকার হেয় ধর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু গৌড়ীয়ের 'জগৎ-ছাড়া-কথা'য় জাগতিক উপকার না হইলেও জগতের উপকার হয় অর্থাৎ তাহা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির ইন্ধনস্বরূপ না হইলেও তাহার দ্বারা জগতের লোকের সেবাবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

জগতের লোক দেহ ও মনোধর্ম্মের কীর্ত্তনেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। গৌড়ীয় দেহ ও মনোধর্ম্মের কথা দেহ ও মনোধর্ম্মের ভাষায় কীর্ত্তন করেন না বলিয়াই গৌড়ীয়ের কথা অনেকের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গৌড়ীয় দেহ ও মনোধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন না করিলেও কিরূপে দেহ ও মনো-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীব স্বস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মধর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরিতোষণ করিতে পারেন, গৌড়ীয়ের তাহা কীর্ত্তন করাই একমাত্র কৃত্য।

জগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবেই পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বশতঃই জীবের মর্ত্ত্যধামে আগমন। কৃষ্ণবিস্মৃতি না হইলে জীব এই মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন না; নিরন্তর

নিত্যানন্দধামেরই অধিবাসী থাকিয়া নিত্যসেবানন্দে মগ্ন থাকেন। সুতরাং যেস্থান অনাদি বহির্ম্মুখজীবকুলের দ্বারা পরিপূর্ণ, সেই স্থানের আবহাওয়া, চিন্তাস্রোত, যাবতীয় চেষ্টা যে হরিবিমুখ এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? কেবল অত্যন্ত করুণা বশতঃ পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ এই জগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এবং নিত্যসিদ্ধ ভক্তাবতারগণকে প্রেরণ করেন। সুতরাং ঐ সকল নিত্য-সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত জগতের আর সমস্ত জীবই হরিসেবা-বিমুখ।

হরিসেবাবিমুখ জীব দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত। এই সকল দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত জীব সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেক-ভাবে হরি-সেবার বাধা জন্মাইবার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চিকিৎসককে বন্ধু না ভাবিয়া শত্রু জ্ঞান করে, চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলে কখনও চিকিৎসককে নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ, তাড়না, কখনও বা চিকিৎসকের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকিতে চায়, তদ্রূপ অনাদিবহির্ম্মুখ জগতের লোক আমরা সাধুবৈষ্ণবগণের মঙ্গলোপদেশকে তিক্ত ও কঠোর মনে করিয়া কখনও বা তাঁহাদিগের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করি, কখনও তাঁহাদের নিন্দা করি, কখনও বা তাঁহাদিগকে তাড়না করি, কেহ কেহ আবার তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়া সাধুগণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। ইহাই জগতের ধর্ম্ম। তাই বলিতেছিলাম, জগৎ চায়—আত্মবঞ্চনা।

দেহধর্ম্মাসক্ত অনাদিবহির্ম্মুখ জগজ্জীব সকলেই কর্ম্ম-সঙ্গী। কর্ম্মসঙ্গিগণের দৈহিক কথাতেই রুচি। কি প্রকারে দেহের সুখ হইতে পারে, কি প্রকারে দেহারামী গেহারামী হইয়া জগতে ও জগৎ হইতে বিধিবাধ্য হইয়া নিতাড়িত হইবার পরেও সুখে অবস্থান করা যায়, তদুপায় উদ্ভাবন ও গবেষণাতেই তাহাদিগের প্রযত্ন।

এই সকল কর্ম্মসঙ্গিব্যক্তিগণের ক্রমমঙ্গল বিকাশের জন্য শাস্ত্র যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগজ্জীব সেই সকলের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনোধর্ম্মের বিচারে ঔষধকেই স্বাভাবিক পথ্য মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন সময়ে একজন চিকিৎসক তিনটী সহোদর ভ্রাতাকে একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বালক তিনটী অতি অল্পবয়স্ক ছিল। চিকিৎসক মহোদয় যে ঔষধটী দিয়াছিলেন, উহার স্বাদ বেশ মিষ্ট, কিন্তু উহা জলের সহিত পরিমাণ-মত সেবন করিবার ব্যবস্থা ছিল। বালকত্রয়ের মাতা একদিন তাঁহার পুত্রত্রয়কে ঐ মিষ্ট ঔষধটী চিকিৎসকের ব্যবস্থিত পরিমাণ-মত সেবন করাইলে বালকত্রয় উক্ত মিষ্ট ঔষধের আস্বাদ পাইয়া একদিন তাহাদের জননীর অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ ঔষধটী তিনজনে ভাগ করিয়া জল ছাড়াই খাইয়া ফেলিল। ঐ ঔষধটীতে এমন একটী উত্তেজক বস্তু ছিল যে, অত অধিক পরিমাণে সেবন করিবামাত্রই বালকত্রয় অজ্ঞান হইয়া পড়িল ও কিছুকাল পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কর্ম্মসঙ্গিজীবের অবস্থাও তাই। শাস্ত্র কর্ম্মসঙ্গিগণের অধিকার হইতে উন্নত অধিকারে আনয়ন করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম বা ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কর্ম্মসঙ্গিব্যক্তিগণ ঐ সকল কর্ম্মের ফলশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হইয়া কর্ম্মেই আসক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং উহাকেই জীবনের প্রয়োজন মনে করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার প্রতি বিরোধ করিয়া, কখনও বা নানাভাবে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া স্ব স্ব অমঙ্গল বা নিজ নিজেরাই বরণ করিয়া লইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, জগৎ প্রকৃত আত্মমঙ্গল চায় না। আত্মবিনাশকেই আত্মমঙ্গল মনে করে, প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া থাকে। তাই জগতে সত্যবস্তুর আদর নাই, মিথ্যারই আদর। মুখে 'সত্যবস্তুর আদর করি' বলিলেও জগতের লোক প্রকৃত পক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া অসত্যকেই চায়। বিমুখমোহিনী মায়ার এইরূপই মহীয়সী শক্তি।

কিন্তু এইরূপ হরিসেবাবিমুখ জগতেও পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। এই জগৎ হইতেই জীবের সুকৃতি উৎপাদন করাইয়া সুকৃতিমান্ জীবকে ভজনোন্মুখী বা সেবোন্মুখী করিয়া দেন। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহারা জগতের অধিকাংশ এমন কি সমগ্র জগৎও যদি বিরোধী হয় বা অন্য পথে চলে, তথাপি ঐরূপ বহির্ম্মুখ জগৎকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট সাধুগণেরই শরণাগত হইবেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব-স্তব

(১)

জয় নিত্যানন্দ জয় !—ভরিয়া অবনী।
দাও রে আনন্দে আজি দাও জয়-ধ্বনি॥
জয় নিত্যানন্দ জয় !—গাহিয়া সঘনে।
বহরে পবন, আজি অখিল ভুবনে॥
দিক্‌পাল লোকপাল লোক শত শত।
অমর কিন্নর নর আদি জীব যত॥
তুলি কণ্ঠ কোটি কোটি, আনন্দে অপার;
জয় নিত্যানন্দ জয় !—বল বার বার॥
সহস্র কিরণ তুমি, সহস্র কিরণে।
দেয়া প্রাণ প্রতি অণু-পরমাণু-গণে॥
আকুল নিখিল সঙ্গে শত মুখে স্বর।
জয় নিত্যানন্দ ! বলি' তোল' নিরন্তর॥
পাষাণ-অন্তর ভেদি হউক উত্থিত।
নিত্যানন্দ জয় !—প্রেম-গভীর সঙ্গীত॥
পাষণ্ড পতিত পাপী, প্রতি ঘর সকল।
নিত্যানন্দ নামে আজ তারাও নির্ম্মল॥
মত্ত প্রেম-ভরে নব নৃত্য করি সুখে।
বলুক আনন্দে **জয় নিত্যানন্দ !** মুখে॥
জয় নিত্যানন্দ জয়—নিতাই—নিতাই।
চরাচরে সম-স্বরে এস সবে গাই॥
নাই—নাই—নাই ওরে, হেন প্রভু আর।
অভিন্ন গৌরাঙ্গ-চাঁদ প্রেম-অবতার॥
জন্মোৎসব আজি তাঁর, কি আনন্দ দিন;
কি ভাগ্য জীবের অহো, জগতে মলিন॥
প্রেমাধীন প্রভু সেই পতিত-পাবন;
আসিলেন শুভ লগ্নে এই অমুলগ্ন॥
হয় রে স্মরণ আজ কত কথা মনে।
শুনি যাহা গাহে সদা সাধু মহাজনে॥
কাঙ্গাল এ অভাজনে কি আছে সম্বল।
কেমনে কহিব ওরে, আমি সে সকল॥
কণ্ঠ-মণি কেবল সে একটী বচন।
রেখেছি যতনে ধরি বেদগুহ্য ধন॥
অমূল্য রতন হেন বৃন্দাবন ব্যাস।
কৃপা করি ভাগবতে করেন প্রকাশ॥
অমিয়-নির্য্যাস তাঁর দুর্ল্লভ অমরে।
মহাভাগবতজন শুধু পান করে॥
অমর-অক্ষরে ওই কোটি-চন্দ্রপ্রভা।
হের বাক্যমণি সেই ভাগবত-শোভা॥

"নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্তিতত্ত্ব জানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়।
সবে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্তিপদ পায়॥

হরি, হরি,—হায়, হায়, কহিব কি আর।
কি ধন কি ধন ওরে, নিতাই আমার॥
আবার আবার সবে বল ভাই বল।
জয় নিত্যানন্দ জয় !—ভরি ভূমণ্ডল॥

[২]

কে নর-নিন্দুক নিতাই'য়ের গুণ
গাহিবে জগত-মাঝে।
বিজ্ঞ বুধ কত জ্ঞানের গর্ব্বিত
আপন-ভ্রমে লাজে॥

(ওরে) আশা তবু মনে এ ক্ষুদ্র অধমে,
সে মহা-সাগর বারি।
করিতে পরশ; অমিত সাহস,
চরণ-শরণে তাঁরি॥

দাও হে শ্রীপদ পরম সম্পদ
প্রাণের নিতাই মোর।
বিনা কৃপা তব কি বল বৈভব
নাশিতে মোহের ঘোর॥

(অহো) কি মোহে মগন মায়াবশ জন,
ভুলিয়াছে হরি-সেবা।
কে জাগা'বে তা'র সে স্মৃতি আবার,
তুমি বিনা আর কেবা॥

হেন একব্রত　　প্রভু-সেবা-রত
কে তোমার মত আছে।
সেবার সাধনা　　হেন অতুলনা
শিখিবে সে কা'র কাছে॥

প্রভু হ'তে অন্য　　নহ তুমি গণ্য,
তবু ধন্য কত রূপে।
ব্যাপি চরাচর　　সদা সেবা কর
অখিল ভুবন-ভূপে॥

শয়ন, বাহন　　বসন, ভূষণ
চরণ-নূপুর আদি।
তুমি সে সকলি,　　সেবক-মণ্ডলী,
মুরলী মধুর নাদী॥

আদি ব্যূহ হ'তে,　　অখিল জগতে,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি তরে।
কত ভাব রূপ　　অনন্ত স্বরূপ,
সীমা তা'র কেবা করে॥

শ্রীরাম-সেবায়　　লক্ষ্মণ সহায়,
কৃষ্ণ সহ বলরাম।
শ্রীগৌরাঙ্গ-সনে　　নদীয়া-ভবনে
নিত্যানন্দ অভিরাম॥

আপনা পাশরি　　এ-রূপে আমরি,
কে তাঁ'রে সেবিতে পারে।
পায় অধিকার　　সেবায় তাঁহার
সকলে তোমারি দ্বারে॥*

এস এস সবে,　　আজি এ উৎসবে,
এই **মায়াপুর-ধামে**।
অবধূত-বর-　　জনম বাসর
করি গৌর-প্রিয়-স্থানে॥

---

* "সঙ্গী সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৪।৬৬।৭৬)

মিলি গৌর-জনে　　মহা-সঙ্কীর্ত্তনে
নিত্যানন্দ জয় গাহ।
চরণে তাঁহার　　সেবা-অধিকার
কাতরে কাঁদিয়া চাহ॥

চাহিতেও ভীত　　দূরে 'কৃষ্ণামৃত'
বড় কলুষিত-মতি।
রাখি পদ-তলে　　তোমরা সকলে
করিও তাহার গতি॥

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৩) কুমার

স্বয়ম্ভু, শ্রীহরির মুখে সৃষ্টির আদেশ পাইয়া, তাঁহাকে হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন, সেই ধ্যানপূত-চিত্ত হইতে বালার্কসদৃশ তেজঃপুঞ্জ-মূর্ত্তি চারিটি কুমার উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল,—সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন। তাঁহারা শ্রীহরির শক্ত্যাবেশ-অবতার। শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচার জন্য জগতে অবতীর্ণ। তাঁহারা আজন্ম সিদ্ধ, সর্ব্ববিৎ এবং সদা কৃষ্ণনামরত; তাঁহাদের মূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চন-কান্তি জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চবর্ষীয় বালকের মত। তাঁহারা চিরদিনই এইরূপ। সনৎকুমার তাঁহাদের প্রধান।

এই কৃষ্ণগতপ্রাণ পরমবিরক্ত পুত্রগণকে, ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির আদেশ করিলে, তাঁহারা সে পিতৃবাক্য পালন করিলেন না। যাঁহাদের সমগ্র মনঃপ্রাণ ও শরীর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবাতেই সদারত, তাঁহারা বিষয়ে মনোযোগ দিবেন কেমনে? তাঁহারা পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, চিরদিন উর্দ্ধরেতা, নিষ্ক্রিয় ও কৃষ্ণনামরত হইয়া অখিল জগতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের গতি ও শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। তাঁহারা মহাভাগবত বলিয়া আখ্যাত।

হরিবংশে, হরিবংশপর্ব্বে, সপ্তদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—মার্কণ্ডেয়মুনি-সকাশে সনৎকুমার আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

"বিদ্ধি মাং ব্রহ্মণঃ পুত্রং মানসং পূর্ব্বজং বিভোঃ।
তপোবীর্য্য-সমুৎপন্নং নারায়ণ গুণাত্মকম্॥
সনৎকুমার ইতি যঃ শ্রুতো দেবেষু বৈ পুরা।
সোঽস্মি ——————————————॥"
"যথোৎপন্ন স্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ—বেদে যে সনৎকুমারের নাম শুনিয়াছ, আমি সেই। আমি ব্রহ্মার তপোবীর্য্য-সমুৎপন্ন, নারায়ণ-গুণাত্মক, পূর্ব্বজ মানস-পুত্র। আমি জন্মকালে যেমন ছিলাম, চিরদিনই সেইরূপ আছি। তাই, আমাকে কুমার বলে; আমি সনৎকুমার বলিয়া খ্যাত।

তিনি মার্কণ্ডেয় মুনির প্রার্থনা মত তাঁহাকে অনেক কর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে একটি বিশেষ কথা আছে;—তিনি বলিয়াছিলেন, পুরাকালে ধর্ম্মপীড়ন (অর্থাৎ সনাতন ভাগবতধর্ম্ম-লঙ্ঘন) পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া সাতজন ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। তাঁহারা গুরুর অজ্ঞাতসারে শ্রাদ্ধান্নে পিতৃগণকে (ভগবন্নিবেদিত পবিত্র ভোজ্য না দিয়া) আমিষ নিবেদন এবং আপনারা তাহা ভক্ষণ করিয়া, প্রাণী হিংসক লুব্ধকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে, পশু-যোনি প্রাপ্ত হন।

সনৎকুমার সতত অপর তিন সহজ ভ্রাতার সঙ্গেই মিলিত হইয়া, অনন্তকল্পকাল অবাধে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করেন।

"কৃষ্ণেতি মন্ত্রং জপতি যস্য নারায়ণো গুরুঃ।
অনন্তকল্পকালঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ॥"
(ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ ১৩০।২৮)।

সনৎকুমারাদি মহর্ষিচতুষ্টয়ের অভিশাপেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল দর্পিত জয়-বিজয়ের অধঃপতন হইয়াছিল। তাঁহারা একদিন, শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম দর্শন-পিপাসায় একান্ত ব্যগ্র হইয়া, সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। তথায় অপ্রাকৃত অতি মনোহর দৃশ্যসকল দর্শন করিতে করিতে, তাঁহারা ছয়টী দ্বার অতিক্রম করিয়া, সপ্তম দ্বারে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিরীট-কুণ্ডলাদি-শোভিত চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দুইজন দ্বারপাল তাঁহাদিগকে রোধ করিলেন। তাঁহারা সেই পঞ্চবর্ষীয় বালকবৎ দিগম্বর ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া পরিহাস পূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করিয়া, তাঁহাদের যথেচ্ছগমনে বাধা দিলেন। সেই সদাপ্রশান্ত শুদ্ধসত্ত্ব মুনিগণ কাম-ক্রোধাদির সম্পূর্ণ অতীত হইলেও, তাঁহাদের সদা-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণ-সেবায় সহসা এইরূপ অভাবনীয় উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নয়নসকল অতিশয় কুঞ্চিত হইয়া অগ্নিময়-মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহাদের প্রতি, তখন অগ্রণী সনৎকুমার কহিলেন,—

"তোমরা না শ্রীহরির স্বধামস্থিত সেবক? তোমরা না তাঁহার সমধর্ম্মা পার্ষদ? তোমাদের এমন মতি কেন হইল? বৈকুণ্ঠেও বৈষ্ণবদ্বেষীর স্থান আছে না কি? আমাদি'কে শ্রীনাথের পাদপদ্মদর্শনে তোমরা বাধা দিলে কেন? তাঁহার দ্বার-রক্ষায় তোমাদের এত সাবধনতাই বা কি জন্য? তাঁহার কি কেহ শত্রু আছে, তাঁহাকে কি কেহ মারিতে আসিবে, না তাঁহার এক পদরজঃ বা পাদ-শোভিতা তুলসী ভিন্ন অন্য কোনও সম্পত্তি কেহ লুঠ্ করিবে,—তোমাদের দ্বার-রক্ষার উদ্দেশ্য কি? আর, এখানে তাঁহার একান্ত ভক্তজন ব্যতীত অপর কেহ কি আসিতে সমর্থ যে, তোমাদিগকে এইরূপ আচরণ করিতে হইবে? ভক্ত যাইবে তাহার আত্মজন শ্রীভগবানের কাছে —তাহাতে আবার বাধা কি? তাঁহার ভবনে তদীয় ভক্তগণেরই ত অবারিত দ্বার! তোমরা ত তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী নহ! তাহা হইলে তোমাদের এমন অসৎচেষ্টা কখনই হইত না। এমন উত্তমা গতি লাভ করিয়াও তোমাদের এত ভেদবুদ্ধি! তোমাদের অন্তরে এখনো এত মালিন্য! তোমাদের সংশোধন আবশ্যক। আমরা তাহাই চিন্তা করিতেছি। এই বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্যতা তোমাদের এখনও জন্মে নাই। যাও,—তোমরা স্থানচ্যুত হইয়া, যাহাতে কাম, ক্রোধ ও লোভ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সেই পাপীয়সী যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর!"

সর্ব্বনাশ! সহস্র বজ্র হইতেও ভীষণ, সেই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ শ্রবণ মাত্র দ্বারপাল-দ্বয়ের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল; মোহের ঘোর, অভিমান-মদিরার বিহ্বলতা কাটিয়া গেল; চৈতন্যের উদয় হইল;—অমনি তাঁহারা দণ্ডবৎ সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পাদমূলে লুঠাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিও, লক্ষ্মীসহ পদব্রজেই আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ

তথায় উপস্থিত হইলেন। রমাসহ সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া, তাঁহারই চরণ-দর্শন-লোলুপ মুনিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরমানন্দে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কমল-নয়নের সপ্রেম স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকলেরই সন্তাপ ও সংক্ষোভ হরণ করিল। তাঁহার চন্দনাক্ত চরণতুলসীর মকরন্দবায়ু প্রণত মুনিগণের নাসা-রন্ধ্রে অন্তরস্থ হইয়া তাঁহাদের চিত্তে প্রভূত হর্ষ এবং অঙ্গে উজ্জ্বল রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিল।

সনৎকুমার-প্রমুখ ব্রহ্মাত্মজ মুনিগণ সেই রূপ দর্শন করিতে করিতে, একবার মুখপদ্ম আর একবার পাদপদ্মে প্রেমমধু পান করিতে করিতে, সেই তন্ময় অবস্থাতেই শ্রীভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন,—"হরি হে, তোমার দেখা পায় কে? তুমি কোথা নাই? তুমি সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে রহিয়াছ; অন্তরে আছ, বাহিরে আছ;—তথাপি, বহির্ম্মুখ মূঢ় জনেরা দুষ্ট বুদ্ধির বশে অপরে মনোনিবেশ করিয়া, তোমার দর্শন পায় না। তাহাদের নিকট তুমি তোমার এই নিত্যস্বরূপ লুকাইয়া রাখ। কিন্তু, তোমার শরণাগত, তদেকচিত্ত ভক্তের কাছে তুমি লুকাইতে পার না। দেখা দাও; ধরা দাও; তাই, আমা-দি'কেও আজ এইরূপে যুগলে আসিয়া দেখা দিলে। আমা-দের চঃসহ দর্শন-পিপাসা পূর্ণ করিলে। গুরুরূপে আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখনই আমাদের কর্ণে তোমার নাম-গুণ-মহিমা উপদেশ দিয়াছেন, তখনই তুমি আমাদের অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছ; সে রূপ তুমি আর লুকাইবে কেমনে? আমরা বেশ জানি, তুমিই নিখিললোকের একমাত্র সেব্য—পরমতত্ত্ব। তোমার এই অচিন্ত্য-বৈভব আনন্দবিগ্রহই ভক্তগণের সর্ব্বস্ব। এইরূপেই তুমি তাঁহাদের নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন কর। তাঁহারা অখিল জগতে সকল সুখৈশ্বর্য্যই, এমন কি মোক্ষপদও তৃণ-তুচ্ছ-জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া, তোমারি সেবা-সাধনায় সদানন্দে বিরাজ করেন। কিন্তু, প্রভো, আজ আমরা বড় অপরাধ করিলাম; তোমার দর্শন-পিপাসায় অধৈর্য্য হইয়া তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম! আমাদের এই আত্মকৃত অপরাধ হইতে নরকবাস হইবে। তা' হউক; হরি হে, আমরা নরকেও যাইতে কাতর নহি; তবে, তোমার ঐ পাদপদ্মে প্রার্থনা করি,—যেন, আমাদের বাক্য ও মনঃ আত্ম-গুণ না ভাবিয়া তোমার ঐ চরণতুলসীর মত, তোমারি চরণসম্বন্ধে সর্ব্বত্র শোভা পায়। বাক্যে তোমার নাম, গুণ, মহিমা-কীর্ত্তন, আর মনে তোমার শ্রীচরণ-স্মরণ, যেন অবিচ্ছেদে, অবাধে, সর্ব্বত্র সুসম্পন্ন হয়। তোমার ঐ পরমদুর্লভ শ্রীপদপল্লব দর্শন করিয়া আজ আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমার চরণে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।"

(ক্রমশঃ)

(প্রেরিত পত্র)

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন্!

নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাড়ীর "ভেট-নীতি" নামক প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় স্থান দানে বাধিত করিবেন।

নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাড়ীর ভেট-নীতি।

"নবদ্বীপ" শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম ও আদিলীলার স্থান।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবশিক্ষার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। যখন তিনি গৃহাশ্রমে ছিলেন, তখন কোন পণ্ডিত ন্যায়ের টীকা লিখিয়া চৈতন্যদেবের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"চৈতন্যদেবের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" তাহাতে চৈতন্যদেব নিজকৃত টীকা গঙ্গার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এখন বুঝুন, তিনি কেমন প্রতিষ্ঠাশাত্যাগের শিক্ষা দিয়াছেন।

সেই নবদ্বীপধামে বর্ত্তমানে কি হইতেছে? যাঁহারা গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের পূজাধিকারী-বংশীয় ও গৌরগণ বলিয়া পরিচয় দানে গৌরবান্বিত হইতে চেষ্টিত, তাঁহারা অনেকেই গৌরাঙ্গদেবের আচরিত-ধর্ম্মের বিপরীতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নানা দেশ দেশান্তর হইতে লোক নবদ্বীপে যায়, গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের পূজারি-বংশীয় মহোদয়গণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সুনীতি শিক্ষা করিবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দেশের লোক ত্যাগের শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোক এখন ভোগের দিকে প্রধাবিত।

ব্রাহ্মণগণ চিরকালই ত্যাগী ছিলেন, সেজন্য ব্রাহ্মণ-রমণীগণ লাল সুতা হাতে বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহাই ছিল সধবার চিহ্ন। কোন সময়ে—মহামহোপাধ্যায় ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয়ের পত্নীকে তদানীন্তন নবদ্বীপের রাজরাণী একটু উপহাস করিয়াছিলেন; তদুত্তরে উক্ত তেজস্বিনী ললনা বলিয়াছিলেন, "যেদিন এই কুটীর-বাসিনী দুঃখিনীর হাতের লাল সুতাগাছি খসিয়া পড়িবে, সেদিন নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে।" বর্ত্তমানে বুঝি সেই সতীবাক্য প্রতিফলিত হইতে চলিল।

বৈষ্ণব কবিগণের মুখে শুনিয়াছি, "যেমন বাবা ডাক শিখাবার তরে বাবায় ছেলেকে বাবা বলে"—এই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ত্যাগধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য যত কিছু করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া জীবের মোহান্ধকার দূর হবে—এই মনে করিয়াই অনেক দূরদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়, এবং দর্শনীও যাহা দিবে, মনে মনে তাহা একটা স্থির করিয়া রাখে। দেবতাদর্শনে যাইতে দর্শনী দিবার বিধি ও আছে, দর্শনী না দিলে অধর্ম্ম হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন।

গরুড়-সংহিতায় বর্ণনা আছে—

রিক্তপাণির্ন সেবেত রাজানং দেবতাং গুরুম্।
স্বেচ্ছয়া চ প্রদাতব্যং দ্রব্যং কিঞ্চিৎ বিশেষতঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ী গেলে দর্শনের পূর্ব্বে ভেট পাঁচ আনা দিতে হয়। অনেক লোক আছে পাঁচ আনা দিতে অক্ষম, অনেক লোক আছে পাঁচ আনার বেশী দিবার কল্পনা করিয়া যায়, কিন্তু সেখানে গেলে সাম্যনীতির ন্যায় সকলকেই সমান ভেট দিতে হয়। এইরূপ ব্যবহারে ভাব ভক্তি রক্ষিত থাকিতে পারে কি?

মহাজনের বাক্য আছে—"ভাবে লাভ"।

রুদ্রযামাল গ্রন্থে কথিত আছে—

ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্॥

তারপর ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভেট না লইবারও নিয়ম আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহের পূজারিগণ বা তাঁহার সেবাইত বলিয়া নবদ্বীপে যত গোস্বামিবংশ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই ভোগ-বিলাসের দিকে ব্যস্ত। আর লোকের নিকট পরিচয় দিতেছেন, আমরা সেই ত্যাগী মহাপুরুষ বিগ্রহের পূজা-ধিকারী-বংশীয় বা গৌরগণ।

যে মহাপুরুষ নিজে জগাই, মাধাই কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াও তাহাদিগকে "হরিনাম-সুধা" অমূল্য ধন দান করিয়াছিলেন, এমন দয়াল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।—আর এখন কি দেখি, সেই গৌরাঙ্গের পূজারিগণ এবং তাঁহার সেবাইত মহাত্মগণ ভাণ্ডারে প্রচুর ধন মজুত থাকা সত্বেও অগ্রিম ভেট পাঁচ আনা গ্রহণ না করিয়া কাহাকেও গৌরাঙ্গ দর্শন করিতে দেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি, এই ধনেই কলির বাস। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপ পক্ষপাতিতা কখনও করেন নাই বা এইরূপ অর্থসংগ্রহের উপদেশও দেন নাই। জগতে এই নিয়ম সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা দেখিয়া সেই আচরণ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করে, প্রভুর বাড়ীর উল্লিখিত দৃশ্য দেখিয়া যদি সাধারণ লোক উক্ত ব্যবহারানুরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে জগতে পক্ষপাতিত্ব-দোষে হিংসা দ্বেষের সৃষ্টি উপজাত হইয়া অশান্তি ভোগই করিতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অযাচিতভাবে জীবের মঙ্গলের জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে হরিনাম-সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন, আর এখন তাঁহার স্বনামিষিক্ত পূজারিমহোদয়গণ যে অর্থে কলির বাস—সেই অর্থ হস্তস্পর্শ না করিয়া গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিতে দিতেছেন না। তবে আর কোথায় গিয়া জীব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত-ধর্ম্ম ও তাঁহার আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে? কোথায় গৌরাঙ্গদেবের পরবর্ত্তিগণ সাধারণ লোককে নিজে চেষ্টা করিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করাইয়া তাহাদের মোহ দূর করিবেন ও বৈষ্ণবাচার শিক্ষা

দিবেন, তাহা না করিয়া যে অর্থে কলি বসতি করে—সেই অর্থ হাতে না পাইলে গোরাঙ্গ দর্শন করাইতেছেন না, গৌরাঙ্গের স্থলাভিষিক্তগণের এই ব্যবহার কি ভ্রমপূর্ণ নহে?

বলা যাইতে পারে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা না করিলে চলিতে পারে না, এই চেষ্টা কি ধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আরোপিত করিয়া করিতে হইবে?

শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর, আহারের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন করে না।

স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

স্বধর্ম্মং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ আহারং নাপি চিন্তয়েৎ।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, জীব জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ থাকে না, যেমন সন্তান জন্মে, অমনি স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। তারপর যে শাস্ত্র দেখাইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ শূদ্রাদিসমাজের নিকট হইতে ধর্ম্মকার্য্য ইত্যাদির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ যদি শাস্ত্র বিশ্বাস না করেন, তবে অন্যান্য সমাজের লোক শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেই শাস্ত্র-নীতির সহিত ঐক্য রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিত; তাহা না হইলে, ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি লোকের বিশ্বাস স্থাপন হইতে পারে কি?

এক সময়ে যে ব্রাহ্মণের পদধূলি মহারাজাধিরাজের মস্তকে সসম্মানে স্থান প্রাপ্ত হইত, কেবল ব্রাহ্মণ-বংশধরগণের ভোগবিলাসের দিকে মতি আকর্ষণ করায় আজ সেই সম্মান পাইতে বঞ্চিতপ্রায়। বর্ত্তমানে অন্যান্য সমাজের লোকের নিকট ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ স্বার্থপর বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার ত্যাগ করার ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ সাধারণ লোকের নিকট প্রকৃত সম্মান পাইতেছেন না, ইহাতে কি ব্রাহ্মণ-বংশধরগণের প্রাণে আঘাত লাগে না! গৌরাঙ্গের সেবাইত ভক্তপ্রাণ ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ যদি বুঝিতে পারেন যে, নিজেদের আচার ব্যবহারের ফলে, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের অপব্যবহারে কলঙ্ক আরোপিত হইতেছে, তবে তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য নয় কি?

শিলচর জানিগঞ্জ ১৩৩২।২২ পৌষ — ভারতমাতার মূর্খ সন্তান— শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ দাস।

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"

(দ্বিতীয় দফা)

গত ২২শ সংখ্যক গৌড়ীয়ে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"র চিত্র পাঠকগণ দর্শন করিয়াছেন। চার্ব্বাক-প্রতিম ব্যক্তিগণ কিরূপ বেদান্তবিরোধিবাদকে সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসম্মতবাদ বলিয়া জাহির করে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা বলে যে, ঈশ্বর যাবতীয় বস্তুর দ্রষ্টা বা ভোক্তা নহেন, তাহারাই যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা! আমরা সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীগীতার "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি প্রমাণ, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য পীঠকের প্রমাণ, ভাগবতের প্রমাণ, উপনিষদের প্রমাণ, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের প্রমাণ প্রভৃতি বহু প্রমাণের দ্বারা "ঈশ্বর ভোক্তা নহেন" —এই চার্ব্বাকীয় নাস্তিক মতটী খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া সুধী-সমাজের নিকট দেখাইয়াছি।

ছুঁচা মারিয়া হস্ত দুর্গন্ধ করিবার ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই; তথাপি সজ্জনগণের অনুরোধে সাধারণের জন্য আমরা জগতে কিরূপ অসজ্জনের আস্ফালন ও কুনাট্য চলিতেছে, তাহারই একটী জলন্ত চিত্র দেখাইব।

"উর্জ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্টি নীচঃ পুনঃ পুনঃ" —অর্থাৎ উন্নত সজ্জনদিগকে দেখিয়া নীচব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ দ্বেষ করিয়া থাকে।—এই প্রবন্ধটী কিরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখাইতেছি। ভক্তিদ্বেষি-নীচব্যক্তিগণের কার্য্যই লোকবঞ্চনা। উহারা এক বস্তুকে আর এক রকম করিয়া লোকের নিকট প্রতিফলিত করিতে চায়। ভাগ্যহীন দুষ্কৃত ঐসকল বঞ্চক লোকের দ্বারা বঞ্চিত হয়; কিন্তু সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ বঞ্চকের ঐরূপ বঞ্চনাবৃত্তিকে ধরিয়া ফেলেন। তাঁহারা সাধুর কথা অমান্য করিয়া কখনও দার্দ্দুরিক কচ্ কচের কর্ণপাত করেন না।

কয়েকজন মৎসর ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের কিরূপ অর্থ-বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের ঐরূপ চেষ্টার দ্বারা তাহাদের সজ্জন-হিংসাপ্রবৃত্তিপূর্ণ হৃদয়টী কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোন ব্যক্তি বিচার করিতে

পারিবেন। সকলেই এই সাধারণ কথাটী জানেন যে, কোনও একটী শ্লোকের অনুবাদ ও সমগ্র অধ্যায়ের কথাসার এক বস্তু নহে অর্থাৎ শ্লোকের পশ্চাৎকথনের নামই অনুবাদ আর তাৎপর্য্যটী সংক্ষেপে আবৃত্তির নামই কথাসার। কেহ যদি সংক্ষেপ-তাৎপর্য্যের সহিত মূলশ্লোকের অনুবাদকে এক করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি কোনও দিন মনোযোগ দিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করে নাই; 'স্কুল পলান' ছেলে হইয়া কোন অসদুপায়ে কিছু নাস্তিকতার প্রশ্রয়দায়িনী অবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে মাত্র।

"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"—এই ভাগবতীয় প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অনুবাদে লিখিত হইয়াছে, —"যিনি আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন"—এই অনুবাদ শ্রীধরস্বামীর টীকানুযায়ী। যথা শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন:—"হৃদা মনসৈব, অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ।"

অন্যত্র প্রথম অধ্যায়ের কথাসার বা বর্ণনীয় বিষয়ের তাৎপর্য্য-সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, "ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবের আদিগুরু তচ্ছিষ্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয়তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।"

যে সকল ব্যক্তি চার্ব্বাকের মতানুসরণ করিয়া গীতা, ভাগবত, বেদান্তদর্শন প্রভৃতির বিরুদ্ধমতানুকূলে বলিয়াছিল যে, "ঈশ্বর ভোক্তা নহেন," তাহারা এই তাৎপর্য্যটীতে 'মণিময় মন্দিরে পিপীলিকার ছিদ্রানুসন্ধানে'র ন্যায় ছিদ্র দেখিতে পাইয়াছে! তাৎপর্য্য ও অনুবাদ যে একই ভাষার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে, এই সামান্য কথাটী ঐ সকল মূর্খলোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবার অবসর পায় না। ভগবান্ আদিকবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তত্ত্ববস্তু কোথায় প্রকাশিত হয়? হৃদয়েই তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে না কি? এই সাধারণ কথাটী যে কোন বালকও বুঝিতে পারে। কিন্তু ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকসম্প্রদায় "ব্রহ্মার হৃদয়ে কিরূপে ভগবত্তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল"—এই কথাটী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছে! অর্ব্বাচীন তাহারা ব্রহ্মসংহিতা আলোচনা করে নাই জানা যায়; অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্যই বা কি? যাহাদের নাই চক্রান্ত করিয়া নাস্তিকগণের এইরূপ প্রকাণ্ড ভ্রম তাহাদের বাক্যের দ্বারাই জগতের সুধীসমাজের নিকট প্রকাশিত করিয়া নাস্তিকের বিদ্যাবধি জগতে প্রচার করিয়া দিয়া থাকেন।

আর একটী অপূর্ব্ব বাক্যে কিরূপ নাস্তিকতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠকগণ শ্রবণ করুন্।

"তেনে ব্রহ্মহৃদা"—এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ ও সুদর্শনাচার্য্য "বেদম্"—এই অর্থ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর "স্বতত্ত্বম্"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল অবৈষ্ণব বা অসম্প্রদায়-সম্প্রদায় "ঈশ্বর ভোক্তা নহেন"—এরূপ শুদ্ধবৈষ্ণব-বেদান্ত-বিরোধি-সিদ্ধান্ত প্রচার করে, তাহারা বলে যে, "ভগবৎ বেদ বহুব্যাপারময়—কেবল ভগবত্তত্ত্ব নহে!" সুধী-সমাজ বিচার করুন্—ভগবানে ইহাদের কিরূপ খণ্ডপ্রতীতির উদয় হইয়াছে! ইহারা মনে করে, ভগবান্ একটী পরিচ্ছিন্ন খণ্ডবস্তু, তাঁহাতে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব বলিলে "বহুব্যাপারময় কর্ম্মকাণ্ডবহুল বেদ তদন্তর্গত বস্তু নহেন"—ইহাই না কি বুঝিতে হইবে! ঈশ্বর যাহাদের মতে ভোক্তৃতত্ত্ব হইতে পারেন না, সে সকল অবৈষ্ণব মূর্খের এইরূপ বিচারই স্বাভাবিক। শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভগবৎস্বরূপের একাংশমাত্র বিশ্বরূপ-প্রদর্শনকালে যাঁহার মধ্যে নিখিলবস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখাইলেন, আবার স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ যশোমতির নিকট মুখব্যাদান করিয়া যাঁহার মুখগহ্বরে নিখিলবস্তুর বর্ত্তমানতা জানাইয়া দিলেন, আবার ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ব্রহ্মবিমোহন লীলার দ্বারা যে ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শন করিলেন, সেই ভগবত্তত্ত্বে বিমোহিত ব্যক্তিগণই তাহাদের আসুরিক প্রবৃত্তি লইয়া সমগ্র বস্তুর অবস্থান দেখিতে পায় না! ইহা বিশ্ববিমোহিনী মায়ারই কার্য্য। সর্ব্বসচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ই অদ্বিতীয় ভোক্তা, ভগবত্তত্ত্বই অখণ্ড তত্ত্ব; কিন্তু নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মতে—"ভগবান্ ভোক্তা নহেন, ভগবত্তত্ত্বে সমগ্রবস্তুর অধিষ্ঠান নাই।" সেদিনকার একটী চিত্রে দেখা গিয়াছে যে, সম্বন্ধবস্তু ভগবত্তত্ত্বে পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব নাই! ভগবান্‌কে কেবল সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিলে পরমাত্মা ও ব্রহ্ম বাদ পড়িয়া যায়! মায়িক জীবের এইরূপই কুসিদ্ধান্ত বটে! 'ব্রহ্ম' অর্থে যদি

স্বীয়তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বলা হয়, তাহা হইলে নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মতে সেটী ভুল; কিন্তু ইহার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের উল্লঙ্ঘন হয়। কারণ 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থে শ্রীল জীবপাদ "সত্য জ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তিময়ং বৈভবম্"—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং চক্রবর্ত্তিঠাকুর 'স্বতত্ত্বম্'—এইরূপ টীকা করিয়াছেন। নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিলে শ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যার দ্বারা 'ব্রহ্ম' শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ হইয়া পড়ে এবং চক্রবর্ত্তিঠাকুরের টীকা ভুল হয়। আজকাল ফাজিল ছোকরাগণের সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের সিদ্ধান্ত অতিক্রম না করিলে কিরূপে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"—এই প্রবাদটীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে?

সুধী-পাঠকগণ, বঞ্চনাকারিগণের স্বভাব কিরূপ, তাহার আর একটী চিত্র দেখুন।—ইহারা লিখিয়াছে—দেবকীনন্দন প্রেসে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ভাগবতে মধ্বের টীকা আছে! পরন্তু দেবকীনন্দন প্রেসে মুদ্রিত ভাগবতে মধ্বের টীকা নাই—মধ্বের ভাগবত-তাৎপর্য্য নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠই সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন হস্তলিপি হইতে শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যে বঙ্গাক্ষরে মধ্বের ভাগবত-তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ বহু বহু লোকবঞ্চনামূলক কথার দ্বারা ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায়ের মৎসরতার চিত্রটী প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপ্রচারের মূলপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যার প্রতি অবৈধভাবে আক্রমণের ছল প্রদর্শন করাই অর্ব্বাচীন, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, দেহগেহাসক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ, ধর্ম্মব্যবসায়ী, সজ্জন-হিংসুক, মৎসর ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মরীচি-মালায় এই চরণটীর অনুবাদে লিখিয়াছেন—"যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করিয়াছেন ইত্যাদি"। বৈষ্ণবাচার্য্য-বিদ্বেষের ফল অবশ্যম্ভাবী। স্বল্পবাহিরদিয়ার জনৈক ব্যক্তি শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রতি এইরূপ অপরাধ করিয়াছিলেন।

ভূতগ্রস্তব্যক্তি নিজের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারে না। যদি সুস্থ ব্যক্তি সেই কথা জানাইয়া দেয়, তাহা হইলে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থব্যক্তিকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থাই প্রমাণিত করে। এতজ্জাতীয় কোন কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত বাক্যটী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কি বলিয়াছে শ্রবণ করুন। বাক্যটী এই:—

"মহা-মহা-ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও নিজ নিজ দৈহিক ও মানসিক বহুচেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) পাইতে গিয়া শুষ্ক ও ব্যর্থমনোরথ হয়।"

—এই কথাটী শ্রবণ করিয়া কয়েকজন অর্ব্বাচীন ফাজিল ছোক্‌রা বলে যে—"এই উন্মত্তপ্রলাপ অতি শোচনীয়। জ্ঞানগম্যবিষয়ে দৈহিক চেষ্টার যে কি প্রয়োজন, তাহা তজ্জাতীয় মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্র স্থান পায় না।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এবং আপবদ্বাক্ ঋষি এই সকল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।—

"অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে"

জ্ঞানগম্যবিষয়ে অসুরপ্রকৃতিব্যক্তিগণ দৈহিক চেষ্টা দেখাইয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহারা নিজেরা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঐ সকল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ভূতের প্রলাপ বকিয়া থাকে ও "কামুকা পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব দোষটী অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা দেখাইয়া নিজেদেরই গুণপণা ও দুরবস্থা প্রমাণিত করে।

যম, নিয়ম, ব্রত, তপস্যাদি দৈহিক ও মানসিক চেষ্টা ব্যতীত আর কি? শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥" ১৭।১৪

—অর্থাৎ তপস্যা ত্রিবিধ—দৈহিক, বাচিক ও মানসিক। এই শ্লোকে দৈহিক তপস্যার কথা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—ইহারা শরীর-সম্বন্ধীয় তপস্যা। আর—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥"

—১৭।১৫।১৬

—অর্থাৎ অনুদ্বেগকর,সত্য,প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য ব্যবহার এবং স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই সকল বাঙ্ময় তপ। আর চিত্ত-প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার, ব্যবহারে নিষ্কপটতা প্রভৃতি মানসিক তপ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

—ভাঃ ১।৬।৩৬

—অর্থাৎ নিরন্তর কামলোভাদি বিপদ্বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবা দ্বারা যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে নিগৃহীত হন, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

মহা-মহা-ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও যদি ঐরূপ শারীরিক বা মানসিক তপের দ্বারা ভক্তিবিবর্জিত হইয়া বহু বহু চেষ্টা করেন, তথাপি ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না—ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কিন্তু গীতা ও ভাগবতের বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, ভগবানকে পাইতে গিয়া কিরূপে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন আরোহবাদিগণ নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক চেষ্টা করিয়া থাকে! অতএব প্রমাণিত হইল যে, এই সকল ব্যক্তি বেদান্ত, শ্রীগীতা, ভাগবত প্রভৃতির বিরুদ্ধ মত বলিতে গিয়া "ভগবান্ ভোক্তা নহেন" বলিয়াছিল, এখন আবার দৈহিক চেষ্টা বা "শারীর তপ"—শ্রীগীতার এই সাধারণ কথাটী না জানিয়া নিজেদের শাস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছে। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—মনু ১৬৮

যাহারা বেদপাঠ পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রজীবি-কর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করে, কিম্বা 'টাকা, টাকা' করিয়া টাটানগরে ভ্রমণ করে, তাহারা যে শাস্ত্রবিষয়ে মূর্খতা প্রকাশ করিবে, ইহা কিছু অত্যাশ্চর্য্য নহে।

দৈহিক ও মানসিক বহু বহু চেষ্টা দ্বারা মহা-মহা-ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও ভগবান্‌কে পাইতে গিয়া কিরূপে শুষ্ক ও ব্যর্থমনোরথ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বহু বহু স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

—ভাঃ ১০।২।৩২

—এই শ্লোকে 'কৃচ্ছ্রেণ' শব্দের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বহুজন্মতপসা"। "কৃচ্ছ" শব্দ দ্বারা কি দৈহিক চেষ্টাও কিছু বুঝায় নাই? 'তপস্যা' বলিতে কি কেবল মানসিক চেষ্টাই? সুধী-সমাজ বিচার করুন্।

শ্রীচৈতন্যভাগবত কি লিখিয়াছেন, সুধী পাঠকগণ দেখুন—

"দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তা'রা মোরে কি তপে পাইল॥
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনা মোর শরণ লইলে নাহি পার॥
প্রভু বলে পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবে একাই॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

—এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পয়ঃপানকারী জনৈক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে যে "**পয়ঃপানে** কভু মোরে কেহ নাহি পায়"—এই কথাটী বলিয়াছিলেন, এই 'পয়ঃপান'-ব্যাপারটী কি মানসিক চেষ্টা না দৈহিক চেষ্টা? ইহার দ্বারা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর গীতা-ভাগবতবিরোধী অসুরপ্রকৃতি-জীবগণকে দেখাইলেন যে, যে সকল ব্যক্তি শরণাগত না হইয়া দৈহিক চেষ্টা বা মানসিক চেষ্টা দ্বারা ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে চায়, তাহারা কখনও ভগবান্‌কে পাইতে পারে না।

বর্ত্তমান শাস্ত্রানভিজ্ঞ ফাজিল ছোকরা-সম্প্রদায় এই সকল শাস্ত্র কখনও চক্ষে না দেখিয়া যে

ফাজ্‌লামি করিয়াছে, ইহার দ্বারা তাহাদের চরিত্র ও তাহাদের শিক্ষাদাতা জাতিগোস্বামিবর্গ অন্ধ গুরুব্রুবগণের চরিত্র অতিসুন্দরভাবেই প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বারান্তরে এই সকল ব্যক্তির আরও হাস্যাস্পদ মূর্খতা সুধী-সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিব। গোস্বামিচরণ ছাড়িয়া যে সকল মূর্খ ফাজ্‌লামি করিতে গিয়া জাতিগোস্বামিগণের আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণববিদ্বেষকেই তাহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার শেষ সীমা মনে করে। আমরা তাদৃশ বোকামির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

কলিবৈরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সপ্তাহে নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জনৈক জাতিগোস্বামীকৃত অন্বয়ানুবাদ-তাৎপর্য্যার্থ-সমেত একটী নবপ্রকাশিত ভাগবতের অতি-প্রারম্ভেই যে ভাগবতের বর্ণিত বিষয়বিরোধী, তত্ত্ববিরোধী, নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিরোধী একটা চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছি। অদ্য কিছু অন্বয়ানুবাদ তাৎপর্য্যকর্ত্তার লেখনী মধ্যে কিরূপ নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী স্বকপোলকল্পিত মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আভাস প্রদর্শন করিব।

তাৎপর্য্যকার তাঁহার তাৎপর্য্যের প্রারম্ভে গুরুবন্দনায় তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

বন্দে * * ফণিভূষণবিগ্রহম্।
* * গুরুঞ্চৈব * * * ॥

—ইহা হইতে জানা যায় যে, ফণিভূষণ-নামধেয় কোন পুরুষ তাৎপর্য্যকর্ত্তার গুরুদেব।

ইঁহার পূর্ণনাম নাকি শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। যদি তাহাই হয়, মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথা আমি যতদূর শুনিয়াছি এবং তাঁহার স্বলেখনীতে তিনি স্বয়ং যতদূর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত কিম্বা ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের অনুগত বা রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবাম্নায়ানুগত নহেন। আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়ের লেখনী উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে তাহা দেখাইতেছি। এই সরল সত্য কথা পণ্ডিত তর্কবাগীশ মহাশয়েরও অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

"ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্রের ১৩৩২ সনের ভাদ্র-সংখ্যায় "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—

(১) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিকগণ * * জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদবাদী।

(২) শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় * * মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন * * এবং তিনি যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করা যাইবে না।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানা শাস্ত্রগ্রন্থে জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের মতেও জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

(৪) জীব ঈশ্বরের শক্তি হইলে ঈশ্বর আশ্রয় আর শক্তি তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হয়। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতেও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপন্ন হয় না, কেবল ভেদই প্রতিপন্ন হয়।

(৫) মধ্বাচার্য্য জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও যে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করিয়াছেন।

(৬) শ্রীজীবগোস্বামী অধিকারী-বিশেষের জন্য অহংগ্রহোপাসনাও স্বীকার করিয়াছেন। * * * তিনি উহার নিন্দাও করেন নাই।

(৭) তাঁহার (শ্রীজীবগোস্বামীর) মতে ঈশ্বর

জগৎরূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই।

(৮) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী নহেন।

গত ৫ম সংখ্যার "ভারতবর্ষে" "নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা" শীর্ষক প্রবন্ধে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য মহামহোপদেশকাগ্রণী শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সকল নিকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটীমাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) ঈশ্বর ও তাঁহার বিগ্রহ একই পদার্থ হইলে, ঈশ্বর যখন অপরিচ্ছিন্ন, তখন বিগ্রহরূপে তিনিই আবার পরিচ্ছিন্ন হইবেন কিরূপে? যদি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির মহিমায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ অচিন্ত্যশক্তির মহিমায় দেহ ব্যতীতও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীজীবগোস্বামী যে তাঁহার কর্তৃত্বকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরেরও বিগ্রহকর্ত্তা বা দেহান্তর অনুমান করিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়?

(২) জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের দেহের অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার আত্মা বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন জড়দেহই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ কর্তৃত্বনির্ব্বাহের জন্য যে দেহ আবশ্যক, তাহা কর্ত্তা হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে।

(৩) (বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে) ঈশ্বরের যে অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ও হস্তপদাদি আছে এবং যাহা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সমস্তই ঈশ্বরের দর্শনাদি কার্য্যের সাধন থাকায়—"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে?

(৪) উক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের দর্শনাদি কার্য্যে কোন সাধন বা কারণ না থাকিলেও তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা বশতঃই দর্শনাদি করেন।

(৫) শ্রীজীবগোস্বামীও ঈশ্বরের দেহকে তাঁহার (ঈশ্বরের) কারণ বলিয়া ঐ দেহের নিত্যত্বানুমান করিয়াছেন। পরন্তু ঈশ্বরের স্বস্বরূপদেহে তাঁহার যে অপ্রাকৃত [চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়] এবং অপ্রাকৃত হস্তপদাদি আছে, তাহাও যখন পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরের স্বরূপ, ঐ সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। তখন উহাতে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন কি? এবং উহাতে দেহ প্রভৃতির কি লক্ষণ আছে?

(৬) পূর্ব্বোক্ত মতে ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের যে চরণসেবাই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া সাধনার দ্বারা তাঁহার পার্ষদ হইয়া ঐ চরণসেবাই করেন, সেই চরণও যখন তাঁহারই স্বরূপ,—উহা মানবাদির চরণের ন্যায় সংবাহনাদি সেবার যোগ্যই নহে, তখন কিরূপে যে সেই পার্ষদভক্তগণ তাঁহার চরণসেবা করেন, ইহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য।

(৭) প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতিও ঐ সকল শাস্ত্রবাক্যের সর্ব্বাংশে শাস্ত্রবাক্যের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৮) উক্ত সিদ্ধান্ত (শ্রীভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ব) সমর্থন করিতে তাঁহারাও (বৈষ্ণবাচার্য্যগণও) শাস্ত্রবাক্যের অনেকস্থলে গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৯) ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবানের নিত্যদেহের সাধক যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্বস্বরূপে দেহ সিদ্ধ হয় ইহা প্রতিপাদন করা আবশ্যক।

সুধীপাঠকগণ, তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর্য্যুক্ত উক্তিগুলির দ্বারা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তর্কবাগীশ মহাশয় বৈষ্ণবানুগত নহেন। (১) তিনি শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত মতকে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বলিয়া স্বীকার করেন না। (২) তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে মায়াবাদী বলেন এবং শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত মায়াবাদেরই একজন প্রচারক বলিয়া প্রচার করেন। (৩) তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মতকে শ্রীভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুযায়ী মত বলেন না। (৪) তিনি শুদ্ধাদ্বৈত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে যে আশ্রয় ও আশ্রিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইতে পারেন—এই কথা বলিয়া উঠিতে পারেন না। (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে জীব ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাও তিনি তাঁহার যুক্তির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না

(৬) তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদপ্রবর্ত্তক না বলিয়া মধ্বাচার্য্যের ন্যায় কেবল ভেদবাদী বলেন। (৭) তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে অহংগ্রহোপাসনা-মতসমর্থনকারী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। (৮) তিনি শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করেন না। (৯) তিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির কদর্থ করেন। (১০) তিনি ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ বা চিদ্বিলাসবাদ স্বীকার করেন না। (১১) তিনি সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের বিরুদ্ধে "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"—এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন,—

"অপাণি পাদ-শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি' লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

* * * *

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপে হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ

"গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ দেহ তাঁ'র স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম

জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই সকল বাক্যের প্রতিকূলে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা", "ভগবান্ নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহবান্ নহেন", "তাঁহার হস্ত-পদাদি সেবনযোগ্য নহে", "বৈষ্ণবাচার্য্য মধ্বাচার্য্য, শ্রীজীবাদি সকলেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহত্ব স্থাপন করিবার জন্য গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।" সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তর্কবাগীশ মহাশয় বৈষ্ণব নহেন।

নবপ্রকাশিত ভাগবতগ্রন্থের তাৎপর্য্যকর্ত্তা "অদ্বৈতা-শ্রয়সম্ভূত-রাধাবিনোদ শর্ম্মা" বোধ হয় এই ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কেই স্বীয় গুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমিও লোকপরম্পরা এইরূপই শুনিয়াছি, সুতরাং এতদবস্থায় সকলেই তাৎপর্য্যকর্ত্তার নিকট হইতে তাঁহার গুরুর সিদ্ধান্তই আশা করেন। কারণ গুরুভক্ত শিষ্যগণ গুরুমুখ-শ্রুতবাক্যই সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন।

কিন্তু পাঠকগণ সকলেই জানেন যে—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্।"

—ভাঃ ১২।১৩।১৮

—শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণেরই পরমপ্রিয় অমল পুরাণ।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।"

—অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরের উৎকর্ষ-সহনাক্ষম মাৎসর্য্যবিহীন, সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন। সেই নির্ম্মৎসর সদ্ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা সাযুজ্যাদি মুক্তিবাঞ্ছারূপ কৈতবের অবস্থান নাই।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্"—এই বাক্যে ভাগবতকেই একমাত্র অমলপ্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সুতরাং ভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিদ্বিলাসবাদই কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের নিত্যবিগ্রহত্ব, নিত্যনামরূপ গুণ-

লীলত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মধ্বাচার্য্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে এত আদর করিয়াছেন। আবার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণও ভাগবত-টীকামধ্যে ভগবৎশ্রীবিগ্রহ, গুণ, বিভূতি, ধাম, তৎপার্ষদ, ভগবত্তনুর নিত্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামীকে 'জগদ্গুরু,' 'স্বামী' প্রভৃতি বলিয়া বিপুল সম্মান দেখাইয়াছেন। তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকায় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও তাহাই বলিয়াছেন—"শ্রীধরস্বামিনো **বৈষ্ণবা** এব, তট্টীকায় ভগবদ্**বিগ্রহ গুণবিভূতিধাম্নাং তৎপার্ষদ তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তে"**।

এইরূপ অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগবতগ্রন্থ যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা বা তদনুগত দাসগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশেও তাহাই পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধপার্ষদ, ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা শ্রীমদ্রঘুনাথভট্টগোস্বামিপ্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন—**"বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"**

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ

গৌড়েশ্বর স্বরূপদামোদর প্রভু জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জানাইয়া দিলেন যে, চৈতন্যভক্তগণের আশ্রিত ব্যক্তির নিকট ভাগবত না পড়িলে কেহ কখনও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না। বৈষ্ণবগুরুর শিষ্যই ভাগবত-ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, অপরে নহে—

"যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥"
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥" চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপপ্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁ'র।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥
* * * *
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
* * * *
ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ

সুতরাং যখন নবপ্রকাশিত ভাগবতের তাৎপর্য্যকর্ত্তার গুরুদেব ভগবানের নিত্যবিগ্রহ, ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সৎসিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না এবং তদ্দ্বারা যখন তিনি নিজে বৈষ্ণব নহেন, ইহাও প্রমাণিত করেন, তখন তাঁহার শিষ্য যে সকল ব্যাখ্যাদি করিবেন, তাহা যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের অনুকূল হইতে পারে না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং এইরূপ তাৎপর্য্যকর্ত্তার তাৎপর্য্য পড়িয়া নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধসিদ্ধান্তই লাভ হইবে। কারণ বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন—

"অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ পুষ্টি-তুষ্টিকর বস্তু হইলেও সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে উহার সেবনফলে লোকের মৃত্যু অনিবার্য্য, তদ্রূপ হরিকথা পরম পবিত্র হইলেও অবৈষ্ণবের বা অবৈষ্ণবশিষ্যের মুখোদ্গীর্ণ হইলে তাহা হরিকথা নহে—হরিকথাবাধক। ঐরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করিলে বিষময় ফলই ফলিয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও গোপালভট্টগোস্বামিপাদ ব্যাসবাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ **ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥**

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০

অর্থাৎ মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তিনিও গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রনিষ্ণাত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষ নবপ্রকাশিত ভাগবতের তাৎপর্য্যকর্ত্তা যদি এইরূপ মহাকুলপ্রসূত সহস্রশাখাধ্যায়ী পণ্ডিতের শিষ্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রাকৃত-পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্র সংস্বরে বলেন যে, এরূপ ব্যক্তি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

"গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ ॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ

আমরা প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে অদ্য আর অন্য প্রসঙ্গ উঠাইলাম না। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দেখাইব যে, কিরূপ নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধিসিদ্ধান্তগুলি তাৎপর্য্যকর্ত্তার তাৎপর্য্য মধ্যে স্থান পাইয়াছে। (ক্রমশঃ)

[এতৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত পরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অথ শ্রীচৈতন্যভক্তনিন্দা

পাষাণঃ পরিসিঞ্চিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গুলং সরলায়তে ন বিবৃতঃ শ্বানস্য নৈবার্জ্জবম্।
হস্তাবুন্নয়তো বুধাঃ কথয়তোদার্য্যং বিধোর্মণ্ডলং
সর্ব্বং সাধনমস্য গৌরকরুণাশূন্যেন ভাবোৎসবঃ ॥ ৩৩ ॥

কোটী যুগ যব অমিয়াক রসে
পাষাণ সিঞ্চব কোই।
সর্ব্বোত্তম বীজ বপন করব
কভু ন অঙ্কুর হোই ॥ ১ ॥
শ্বানক লাঙ্গুল গোঘৃতে সিঞ্চব
সরল ন হোই যুগে।
চাঁদকি মণ্ডল পরশ ন কভু
বাঢ়াই দো কর যুগে ॥ ২ ॥
নিম্বমূল যদি গোরসে সিঞ্চব
শর্করা ভারিব ভারে।
তিত ছুটি মিঠ স্বাদ না হোয়ব
শত কোটী যুগ পারে ॥ ৩ ॥
সুরধুনী ধারে অঙ্গার ধোয়ব
ধরব গোরস মাঝ।
ধবল বরণ কভু না হোয়ব
বিফল সকল কাজ ॥ ৪ ॥
চৈতন গৌউর করুণ কটাখ্
ছোড়ি সে দোসর আন।
লাখ সুসাধনে সকল বিফল
কভু না মিলব কান ॥ ৫ ॥
হে বুধ শুনহুঁ বচন হামার
সহব তোঁহারে সাচ।
চৈতন্য-চরণ কুরু সমাশ্রয়
ছেড়ি মায়াময় নাচ ॥ ৬ ॥
যদি বা সকল সাধনে সুপটু
সিদ্ধি বা মিলন করে।
হে বান্ধব তঁহি পিয়াস না মিটে
দুখ রহুঁ চিরতরে ॥ ৭ ॥
হামার বচন শ্রবণে দেওবি
নিত্যানন্দ লাভ তাহে।
ভজ শ্রীচৈতন্য পদ পঙ্কজিনী
প্রেমমধু ভর যাহে ॥ ৮ ॥৩৩ ॥]

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে:—বিগত ৬ঠা মাঘ স্থানীয় প্রসিদ্ধ উচ্চবংশীয় শ্রীযুক্ত রাধানাথ দত্ত মহাশয়ের ভবনে সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াজন্মবাসরে পরাবিদ্যাদায়িনী শ্রীদেবীর অর্চ্চনোপলক্ষে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ঘটিকা পর্য্যন্ত নিত্যতত্ত্ববিষয়ক সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে মনুষ্যজীবনের বিশেষত্ব, তুল্যভত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীপাদপুরীগোস্বামীমহারাজ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মুসলমান সবডিভিসনাল অফিসার, ডেপুটী, মুনসেফ, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দেবীর সম্মুখে ভাড়াটিয়া

বারবনিতা ও ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ী কথকের কীর্ত্তন ও পাঠ হইবে জানিয়া গোস্বামীমহারাজ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা কাতর ক্রন্দন করিয়া উহার অপকারিতা সম্বন্ধে এমন আবেগময়ী ও অন্তঃস্থলস্পর্শিনী ভাষায় বলেন যে, সভাস্থ সকলে অধোবদন হইয়াছিলেন এবং অনেকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

পরিশেষে উকীল, মোক্তার, ছাত্র প্রভৃতি শত শত সহরবাসী প্রচারকবর্গের সহিত নগরকীর্ত্তনে অনুগমন এবং সহস্রকণ্ঠে মিলিত "হরেকৃষ্ণ" ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করেন। অসংখ্য বিচিত্র গ্যাস-আলোকে রাজপথ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া কীর্ত্তন-যাত্রার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিল। এমন অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন মেহেরকোণাবাসী কখনও শ্রবণ ও এমন শোভাযাত্রা কখনও সন্দর্শন করেন নাই।

৫ই মাঘ পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান মোক্তার শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের ভবনে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন হওয়ায় অনেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধবৈষ্ণবতার বিষয় উপলব্ধি করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্থানীয় গৌরভক্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে "জীবে দয়া" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছে। ৬ই মাঘ গৌরীপুর কাছারির স্থানীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত কাছারি-গৃহে "গীতায় জন্মমৃত্যুরহস্য" সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হয়। সবিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মেদিনীপুরে—গত ২৯শে পৌষ হইতে ৪ঠা মাঘ পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক, ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীমহারাজ কেশিয়াড়ী গ্রামে স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও নগর-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বহুল প্রচার করিয়াছেন। সত্যানুরাগী সজ্জনগণ শুদ্ধহরিকথা শ্রবণে গুরু ও গুরুত্রুব, শ্রীনাম ও নামাপরাধ, বৈষ্ণবের সদাচার ও অনাচার প্রভৃতি বহুবিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। প্রচার-কার্য্যে স্থানীয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ পতি, ডাঃ ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র প্রধান, লছমন সাউ ও কুঞ্জবিহারী কাবিলা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাখরাবাদ-নিবাসী ভক্তসুহৃৎ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দে মহোদয় প্রচারক-গণের সহিত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

—:•:—

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্যদিন ঘাটের লোকের ওপোরে যত অত্যাচারই করুক, কেও কিছু বোলতো না, আজ তারাও সব রেগে উটলো। বোল্লে—হাঁ ঠিক বটে, ওছেলেকে একটু শাসন করা দরকার, নইলে মাত্থায় চোড়ে গিয়েচে। বামুনের কাঁদে পা দিয়ে জলে ঝাঁপ দিলে, কি সাহস দ্যাখ দেকি! বামুন, দেবতা এ সব কিছুই মানে না। পূজো কোরচে সেই শিবলিঙ্গ চুরী! বা, বা, ছেলে বটে! আজ সকল লোকই নিমাইয়ের ওপোরে চোটে গিয়েছে—সকলেরই মনে হোচ্চে, নিমাইকে কেও শাসন করে কি মারে তো বেশ হয়, এমনিভাবে সব তর্জ্জন গর্জ্জন কোরচে। নিমাইয়ের ভ্রূক্ষেপও নেই, সে কিছুতেই ভয় পায় না, কাকে ভয়ও করে না, সে মজা কোরে জলে সাঁতরে বাড়াচ্চে।

নবদ্বীপের ঘাটে লোক তো কম নয়—হাজার হাজার লোক ছ্যান কোরচে। সুকু সবই আচে। কেও কেও বোল্লে, ও কোচি ছেলে, ওর কি আর অত বুদ্ধি আচে। বুদ্ধিই যদি থাকবে, তা হলে কি আর বলে যে কলিকালে আমিই নারায়ণ, আমি মহেশ, আমাকে পূজো কোল্লে নারায়ণের পূজা করা হয়। সবই নির্ব্বোধের কাজ। তা ওকে মেরে আর কি হবে? আক্কেলই যদি থাকবে, তবে আহ্নিক কোরচে যে সেই বামুনের কাঁধে চড়ে! আর একটুখানি ছেলে—রাগের টানে মারলে অক্কারগার লেগে মোরে গেলেও যেতে পারে। তার চেয়ে ওসব মারামারি হাঙ্গামা না কোরে সবাই মিলে ওর বাপের কাচে নিয়ে ফেল্লেই হবে; তিনিই শাসন কোরে দেবেন এখন। আর বাপ, মায় শাসন কোরলে কি মারলে কারো কিছু বোলবার থাকবে না।

কথাটা সব্বারই ভাল লাগল। সকলেই বোল্লে, ঠিক কথা, সেই ভাল। ওর বাপকে গোলে যাওয়া যাক। শাসন হয়ে যাবে, যদি না হয়, পরে দেখা যাবে। এই টুকু ছেলের সঙ্গে কারো পারবার যো নেই। একটা চড় মারলে তো একেবারে কেঁদো কোঁদো হয়ে যায়। সেই ছেলে শাসন হয় না? চলো সব ডাক যাক, বোলে নিমাইয়ের বাপের কাচে গ্যালো।

নিমাইয়ের বাপ বাড়ীতেই ছিলেন। সকলে গিয়ে ডাকাতে বাড়ীর ভেতোর থেকে বেরিয়ে এলেন। বোল্লেন, কি ব্যাপারটা কি? আপনাদের সকলেরই ভিজে কাপড় দেকচি! বুঝতে পারচিনে কথাটা কি? বা ব্যাদড়া বল্লে, কথা আর কি? নিমাই আপনার ছেলে তো? আপনি ছেলে শাসন করেন না কেন? এত বড় দুষ্টু ছেলে আমি কোথাও দেখিনি। আমি ভালমানুষ, গঙ্গা নেয়ে উঠে বোসে আহ্নিক কোরচি, আপনার ঐ ছেলে কোথা থেকে এসে আমার কাঁদের ওপোর দাঁড়িয়ে—এই ডাক আমি মহেশ, বোলে লাপ মেরে জলে পোড়ে সাঁতার দিতে দিতে একেবারে মাজ গঙ্গায় গিয়ে উপস্থিত। এমন ভয়ানক ছেলে তো দেখিনি! আপনি শাসন করেন না বোলেই তো এত আবদার করে। আমার এত রাগ হয়েছিলো যে, ধোরতে পারলে ওকে মারতাম। অনেকে নিষেধ কোরলে যে, তা নয়, বাপকে বোলে দিন, তিনিই শাসন কোরে দেবেন। আপনি এমন পণ্ডিত; আপনার ঘরে এমন ছেলে!

কথা শেষ হোতে না হোতে আর একজন বোল্লে, আঃ কি বোলবো মশাই, আমি নেয়ে উঠে আসচি, আমার গায়ে কুলকুচি কোরে দিলে। কি করি, আবার নাইতে হোলো। আর একজন বোল্লে, আর বোলবো কি মশায়! বিষ্ণুপূজার জন্য যে নৈবিদ্যি কোরে রেখেছিলাম, সে সব খেয়ে ফেলে দিলে। বোল্লাম তো বলে যার জন্য নৈবিদ্যি কোরেছিলে সেইই খেয়েচে, পুণ্যি হবে, তার জন্য দুঃখ কি? এই রকম নিমাই যার যা কোরেছিল, এক এক কোরে সবাই সে সব অত্যাচারের কথা বোলে দিলে।

মেয়েরাও গিইছিলো, তারা নিমাইয়ের মায়ের কাচে গিয়ে সব বোলতে লাগলো। একজন বোল্লে, আকো ঠাকুরুণ তোমার এমন দুষ্টু ছেলে, যে তার আর কি বোলবো? আমি শিবলিঙ্গ পুজো কোরে ধ্যানে কোরচি, তোমার ছেলে গিয়ে চুরী কোরে নিয়ে জলে ফেলে দিলে। এমন দুষ্ট ছেলে তোমরা শাসন কর না? ঘাটে গিয়ে যে দৌরাত্মিটে করে, তা আর তোমাকে কি বোলবো? যাতে ছেলের শাসন হয় তাই কর, নইলে ঝগড়া হবে, মা! এমন ছেলে পেটে ধরেছিলে, কি দুরন্ত! কি দুরন্ত।

যে সব মেয়েদের বিয়ে হয়নি, তারা সব ঘাটে নাইতে গিয়ে পুকুরপূজা করবো বোলে, ফুল নিয়ে যেতো, তাদের ফুল ছোড়িয়ে ফেলত, কাপড় চুরী কোরত, তারাও সব গিইছিলো, তাদের ভারি রাগ। বোল্লে, তোমার ছেলে কি রাজার ছেলে নাকি যে যা মনে কোরবে তাই কোরবে? আমাদের ফুল ছোড়িয়ে ফ্যালে, কাপড় চুরী করে, চাইলে খারাপ কথা বলে। এমন ব্যাদড়া ছেলে তো কোথাও দেখিনি! তোমার ছেলে শাসন কোরো, নইলে আর যদি কখনো খারাপ বলে, তবে চুলোচুলি ঝগড়া হবে বোলচি। তোমার ছেলে কি রাজা হোয়েছে নাকি? এই রকম কোরে নিমাইয়ের সব দৌরাত্মির কথা বোলে দিলে। নিমাইয়ের বাপ মা দুজনাই শুনে নিমাইয়ের ওপোর ভারি চোটে গ্যালেন। এত রাগ হোলো যে, এখনই যদি নিমাইকে পান তবে মারকে মারতে একেবারে মেরে ফ্যালেন আর কি। নিমাইয়ের বাপ তো তর্জ্জন গর্জ্জন কোরতে কোরতে ছড়ি হাতে কোরে বেরুলেন। নিমাইয়ের মাও রাগে গরগর কোরতে লাগলেন, পেলে খুব বোকবেন।

রাম ব্যাদড়া সব লোক সঙ্গে কোরে নিয়ে নিমাইয়ের বাপকে বোলবার জন্য ঘাট থেকে উঠে গেলে পর, নিমাই দেকলো যে সব চোলে গ্যাবো। আর কি? এখন জল থেকে উঠা যাক বোলে সাঁতরিয়ে ডাঙায় উটলো। যে সব মেয়েরা ঘাটে ছিলো, তারা সব নিমাইকে বোল্লে, তোমার বাপের কাছে গিয়েচে, এইবার পালাও, নইলে মেরে ফেলবে। নিমাই বুঝতে পাল্লে যে বাবা নিশ্চয়ই আসবে, আমি এইখানে বাড়ী যাই। এই মনে কোরে সব ছেলেদের বোল্লে, তোরা ভাই এইখানে থাক, আমি বাড়ী যাই। বাবা এসে যদি আমার কথা সুধোন তবে তোরা বোলিস, নিমাই এখনও আসেনি। প্যাটশালার ছুটী হ'লে নিমাই ও পড়

দিয়ে বাড়ী গ্যালো। আমরা ঘাটে এলাম। সে আসবে বোলে আমরা তার জন্য দাঁড়িয়ে আচি। সে বোল্লে, তোরা ঘাটে যা, আমি বাড়ীতে দপ্তর দোয়াত রেকে আসি। সে কি বাড়ী যায় নি? এই কতা বোলিস, বোলে নিমাই বাড়ী গ্যালো।

নিমাইয়ের বাপ গজরা'তে গজরা'তে ঘাটে এসে পোলেন, দেকলেন, ঘাটে নিমাই নেই। আর আর ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে আচে। তাদের বোল্লেন, তোরা সব দাঁড়িয়ে আচিস্, নিমাই কৈ? নিমাই কোতা গ্যালো? ছেলেরা বোল্লে, সে তো এখনো আসেনি, সে ও পত দিয়ে বাড়ী গ্যালো, আমরা এ পত দিয়ে ঘাটে এলাম। নিমাই বোল্লে, তোরা যা আমি আসচি। দেকুন গিয়ে এতক্ষণ সে বাড়ী গিয়েচে।

নিমাইকে ঘাটে দেকতে না পেয়ে, আর ছেলেদের মুকে নিমাই আসেনি শুনে নিমাইয়ের বাপ বাড়ী ফিরে গেলেন। বাড়ীতে বিশ্বম্ভর কখন আসবে, তাই দেকবার জন্য রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন। আর রাগের সঙ্গে বোকতে লাগলেন। নিমাইয়ের মা নিমাইয়ের ওপোরে কখন রাগ করেন না, আজ তিনিও রেগেচেন। নিমাই বাড়ী এলে খুব খানিক বোকবেন বোলে তিনিও পতের দিকে চেয়ে রইলেন, নিমাই কখন আসে দেখি। একটু খানিক পরেই নিমাই এসে পোলো। নিমাইকে দেকেই নিমাইয়ের বাপ মা দুজনেই অবাক হোয়ে গেলেন, এ কি! এখনি সব লোকে বোলে গ্যালো, নিমাই জলে পোড়ে সাঁতার কাটচে, সাঁতরিয়ে গঙ্গার মাজামাজি গিয়েচে। কৈ কিছুই তো বোধ হয় না। গায়ে দেকচি ধুলো মাটি লেগে রোয়েচে, লিকেচে সে কালি পর্য্যন্ত হাতে লেগে আচে, গায়েও কালি লেগে রোয়েচে, মুক গা সবই শুকনো, তবে জলে গ্যালো কেমন কোরে? তাড়াতাড়ি মাতায় হাত দিয়ে দেকলেন, মাতা শুকনো। নিমাইয়ের শুকনো চেহারা দেকে রাগটা একটু পোড়ে গ্যালো। জিজ্ঞাসা কোরলেন, হাঁ রে বিশ্বম্ভর! এতক্ষণ কোথা ছিলি?

বি। কোতা থাকবো? আমি এই বরাবর পাটশালা থেকে আসচি।

নি, বা। পাটশালা থেকে আসচিস? না ঘাট থেকে আসচিস?

বি। বা! আমি ঘাটে যাইনি। তবে কি রকম কোরে ঘাট থেকে এলাম?

নি, বা। সব্বাই বোল্লে ঘাটে গিয়ে দুষ্টুমী কোরচিলি?

বি। পাটশালার ছুটী হোলে সব ছেলেরা বেরিয়ে এসে তারা নাইতে গ্যালো, আমাকে ডাকলো, আমি পুঁতি রেকে আসি বোলে বাড়ী এলাম, তারা হয়তো আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আচে।

নি, বা। একজন তো নয়, বোধ হয় পঞ্চাশ জন বোল্লে, নিমাই ঘাটে গিয়ে বড় আবদার কোরচে। কারো কাপড় নিয়ে পালায, কারো শিবলিঙ্গ জলে ফেলে দেয়, কারো কাঁদে চোড়ে লাফ মারিস, এরকম কত কতা বোল্লে, সে সব কি মিথ্যে? এক দুজনের কতা হোলে মিথ্যে মনে কোরতাম, কিন্তু তা তো নয়। ঠিক কোরে বল।

নি। সোত্যি বাবা, এই দেকুন আমার মাতা গা কিছু ভিজে নেই, তা লোকে বোল্লে আর আমি কি বোলবো? কিছু না কোরেও যদি লোকে বলে, তবে এখন থেকে সোত্যি সোত্যিই কোরবো। আমি বাবা ঠিক বোলচি, আমি কিছু আবদার কোরিনি।

নিমাইয়ের বাপ বেশ পরক কোরে দেকলেন, নাওয়ার চিহ্ন কিছুই দেকতে পেলেন না। চুপ কোরে ভাবতে লাগলেন, ব্যাপারখানা কি। নিমাইয়ের মাও ভাবতে লাগলেন, কথাটা কি। ছেলের তো ছ্যানের কান গোল্লোই দেকিনে! কিছুই বুজলাম না, বোলে চুপ কোরে রোইলেন।

নিমাই মাকে বোল্লে, মা! আমি নাইতে যাবো, আমার গামচাখানা কৈ? নিমাইয়ের মা গামচা দিলেন, নিমাই নিয়ে নাইতে গ্যালো। (ক্রমশঃ)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৩শে মাঘ ১৩৩২, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ | ২৫শ সংখ্যা

সার কথা

গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

প্রভু কহেন, কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম সংকীর্ত্তন॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ

বৈরাগীর কৃত্য কি?

বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

যথাযোগ্য শব্দের অর্থ কি?

'যথাযোগ্য' এই শব্দ দুটীর মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার॥
শুদ্ধ-ভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥

—প্রেমবিবর্ত্ত

ভগবান্ কি কর্ম্ম-বাধ্য?

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম

শ্রীধরস্বামী কি মায়াবাদী?

প্রভু কহে, মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ, ও অন্ত্য ৭ম

ভৃগুপদাঘাতের তাৎপর্য্য কি?

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্তজয়॥

—চৈঃভাঃ অন্ত্য ১০ম

বর্ষার্দ্ধ শেষে

পারমার্থিক-কাল-গণনায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ **গৌড়ীয়** আজ ৪র্থ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধ অতিক্রম করিতে চলিলেন। গৌড়ীয় তাঁহার প্রকটকালের মধ্যে শ্রৌতভাগবতবাণীর অনেক কথা নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই ৪র্থ বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে আত্মধর্ম্মব্যাকুলনাভিলাষী পুরুষগণের জন্য অনেক বিশেষ আবশ্যকীয় কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"কেন ভজন হয় না?" "দয়া না সেবা," "বৈষ্ণব কি ভিক্ষু?" "নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলা" "প্রাকৃত সহজিয়া," "সাধারণ ভুল," "আমার নির্জ্জন ভজন", "ত্রিদণ্ডিগণ," "দৈববিপ্র", "জাতিসামান্যবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধে বর্ত্তমান মনোধর্ম্মিজগতের অনেক সমস্যা সুযুক্তিমূলে মীমাংসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "ঠাকুরের কীর্ত্তন", পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক, "গৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ডায়েরী" প্রভৃতি অমূল্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধে শুদ্ধসৎসিদ্ধান্ত ও মনোধর্ম্মের যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত, শুদ্ধপারমহংস্য ভাগবতধর্ম্ম ও কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপব্যক্তিগণের লোকদেখান কপট ধর্ম্ম তথা শুদ্ধহরিভজনপরায়ণ বর্ণাশ্রম বা দৈববৃত্তবর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং দেহাত্মবুদ্ধিজাত শুক্রশোণিতগত আসুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির পার্থক্য ও সুমীমাংসা অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত অনেক সাময়িকপ্রসঙ্গও এই বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীপত্রে স্থান পাইয়াছে। অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যেরূপ গৌরপ্রেমরসে সতত মগ্ন থাকিয়াও জগতে গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচারের জন্য 'পাষণ্ডদলনবানা'—

"প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

চৈঃ চঃ

—তদ্রূপ জগদ্গুরু নিত্যানন্দকিঙ্কর গৌড়ীয়ও নিত্যানন্দের আদর্শে নিত্যানন্দ-মনোঽভীষ্ট প্রচারকরূপ-সেবক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপদামোদরপ্রভুকে সমগ্র গৌড়ীয়ের মালিকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং গৌড়ীয়ের মূল পুরুষ বা ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর। শ্রীগৌড়েশ্বর প্রভু অসৎ সিদ্ধান্ত, রসাভাস, অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবানে প্রাকৃতবুদ্ধি বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবুদ্ধি, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মে সমন্বয়বুদ্ধিরূপ হরিবিমুখতা বা পাষণ্ডতাকে নিরপেক্ষভাবে নিরাস করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপদামোদরের কৃপা পাইতে হইলে গৌড়ীয়মাত্রেরই তদাদর্শে নিরপেক্ষ ও আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিরপেক্ষ ও আচারবান্ না হইয়া অপেক্ষাযুক্ত, অসদাচারী বা অসৎসঙ্গী হইলে মুখে গৌড়েশ্বরের অনুগত বলিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীস্বরূপ দামোদরের কৃপার অধিকারী হওয়া যায় না—শ্রীরূপের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতনরূপের কৃপা না পাইলে 'গৌড়ীয়' হওয়া যায় না। অগৌড়ীয় সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন-জন ভক্তিবিমুখই থাকিয়া যায়।

আত্মধর্ম্ম-প্রচারই গৌড়ীয়ের বিশেষত্ব। গৌড়ীয় লোকরঞ্জনের জন্য গুর্ব্বানুগত্য বা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্মের সমন্বয়বাদ প্রচার করেন না। **হরিতোষণই গৌড়ীয়ের মূল মন্ত্র।** হরিতোষণ বাদ দিলেই লোক-চিত্ত-তোষণ বা অপেক্ষাযুক্ত ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগে এই লোকচিত্ততোষণরূপ ব্যাপারটীরই প্রাবল্য। সাময়িকপত্র-প্রচার, পুস্তক-প্রচার, সঙ্গীত, কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা প্রভৃতির এখন উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন। যে স্থানে লোকরঞ্জনের প্রতি এইরূপ আদর, সে স্থানে অকৈতব-সত্য-কথা কীর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ জগতের কোটি কোটি লোক মধ্যে দুই একটী মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সকল জীবই বহির্ম্মুখ। সুতরাং তাহাদিগের রুচিপ্রদ কথা কিরূপেই বা অকৈতব সত্য-কথা হইবে? রোগী কুপথ্যেরই আদর করিয়া থাকে।

গৌড়ীয়ের কথা সময় সময় আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ ভবব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট তিক্ত বা মর্ম্মভেদিনী ছুরিকা তুল্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু উহা তিক্ত হইলেও বিষম-ব্যাধি-নিবারক ঔষধস্বরূপ, উহা তীক্ষ্ণ ছুরিকা তুল্য হইলেও আমাদের মনোধর্ম্মের গ্রন্থিসমূহ ভেদকারিণী ছুরিকা। আমরা ভবব্যাধিগ্রস্ত রোগী হইয়া যদি তিক্ত ঔষধ ও পরম মঙ্গলকারক চিকিৎসকের হস্তে ছুরিকা দর্শনে ভয় পাই, তাহা হইলে আমরা কখনও

ব্যাধির হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিব না। চিত্ত-তোষণ দ্বারা লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিতে পারিব, প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে না। গৌড়ীয়ের পাঠকসূত্রে আমাদের এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের আর একটী প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহা এই—**আনুগত্যই সঙ্গ**। গৌড়ীয়ের সঙ্গ করিতে হইলে আনুগত্য চাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি চাই। আনুগত্যবিহীন সঙ্গ করিবার ইচ্ছা গুরুর উপর গুরুগিরি মাত্র। উহা দ্বারা কখনও ভগবদ্ভক্ত বা ভগবদ্ভক্তির সঙ্গ লাভ হয় না।

গৌড়ীয় পাঠকালে আমাদের আরও একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক যে আমরা আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য "গৌড়ীয়" পাঠ করিতেছি। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ গুলি পাঠে আমাদের কোনও নিত্যমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যায় না। উহাতে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ থাকে, তাহাদের মূল্য তাৎকালিক মাত্র অথবা কোনও বিশেষ দেশকালপাত্রে আবদ্ধ কিন্তু শুদ্ধ পারমার্থিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয়ের কীর্ত্তিত-বিষয়সমূহের মূল্য সার্ব্বকালিক—উহা দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে—উহা আত্মধর্ম্মের কথা। উহাতে কোনও মিশাল বা ভেজাল কথা নাই। সুতরাং উহাতে আপাত-রমণীয়তা না থাকিলেও উহা দ্বারা চরমে নিত্যানন্দ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

গৌড়ীয়ের ভাব, ভাষা ও সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ বা প্রচলিত মনোধর্ম্মের ধারণার বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। আনুগত্যের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আনুগত্য ব্যতীত সঙ্গ হয় না। তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, এই শ্রীপত্রের ভাব ও ভাষা অনেক সময় একটী বালককেও আয়ত্ত করিয়া অপরকে বুঝাইবা দিতে সমর্থ আবার কত প্রবীণ মহামহোপাধ্যায়, জড়জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, মেধাবী, মনীষী, কৃতিব্যক্তিগণও উহার একটী সামান্য কথা ধরিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ বিচার দেখিতে পাই। আজ প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ এই দুইটী গ্রন্থরাজ বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছেন। ঐ গ্রন্থদ্বয়ের পরে বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের কিরূপ বহুল প্রচার হইল, লোকে পড়িয়া উহাদের অর্থ বুঝিতে পারিল; কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের কথা, ভাব, সিদ্ধান্ত, গ্রন্থকর্ত্তার মনোভাব অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। আবার যাঁহারা গ্রন্থ বুঝিয়াছি বা বহুবার পড়িয়াছি বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহারাও গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্মার্থ ধরিতে পারিলেন না। এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত বা কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কনের চণ্ডী যেরূপ লোক মধ্যে প্রচারিত ও বহুমানিত হইয়াছে নিত্যসিদ্ধব্রজপরিকর কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরিতাচরিতামৃত বা ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের সেরূপ আদর নাই কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে—এই সকল নিরস্ত-কুহক সত্য-প্রচারক—ভাগবতধর্ম্ম প্রচারকগণের কথা মনো-ধর্ম্মিরস-সমাজের প্রচলিত কথার সহিত মতভেদ উপস্থিত করে! তাই বর্ত্তমান যুগের অনেক মনীষী, অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নৈয়ায়িক, সাহিত্যিক, কবিগণের মনোধর্ম্মযুক্ত মতের সহিত ঐ সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্তের মিল হয় না।

আবার যাঁহারা মুখে ঐ সকল গ্রন্থের আদর করেন, তাঁহারাও ঐ সকল গ্রন্থের শ্রৌতসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে ঐ সকল গ্রন্থের কদর্থ করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক মনোধর্ম্মের সিদ্ধান্তগুলিকেই সমর্থন করিবার প্রয়াস দেখাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কদর্থ করিয়া কেহ প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়েন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—"যা'র যেই ভাব তা'র সেই সর্ব্বোত্তম"—এই সৎসিদ্ধান্ত বাক্যের কদর্থ করিয়া কেহ বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন, "স্থির হৈঞা ঘরে যাও না হও বাতুল"—এই কথার কদর্থ করিয়া কেহ বা গৃহব্রত ধর্ম্মকেই 'যুক্তবৈরাগ্য' মনে করিয়া থাকেন, কেহ বা "ভোজনে বাঞ্ছা," "নকুলস্থ বৈষ্ণবের পঙ্‌ক্তিতে না বুঝায়" প্রভৃতির বাক্যের নানা প্রকার কদর্থ করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বৈষ্ণবকে অবাঞ্ছা, পরমহংস-বৈষ্ণব ও দৈববর্ণাশ্রমস্থিত কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া মর্কটবেশো জীবিকা বা গৃহব্রতা-বস্থাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' মনোধর্ম্মের দ্বারা পড়িবার চেষ্টা দেখাইয়াও কাহারও কাহারও বুদ্ধিনাশ হয়। শ্রীচৈতন্য-

ভাগবতের অতি সরল সহজ কথাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং শুদ্ধ সৎসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে হইলে আনুগত্যই একমাত্র আবশ্যকীয় ব্যাপার।

গৌড়ীয় তাঁহার প্রকটকালের অত্যল্প সময়মধ্যেই সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষগণের দ্বারা সর্ব্বত্র বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয় পত্র বহুল প্রচারিত হইতেছে। বঙ্গদেশে এমন খুব কম স্থানই আছে, যেস্থানে বৈকুণ্ঠদূত গৌড়ীয় পদার্পণ করেন নাই। এ যাবৎ শুদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের এরূপ বহুল প্রচার ভারতবর্ষের কোথাও লক্ষিত হয় নাই। গৌড়ীয়—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

—শ্রীগৌরসুন্দরমুখপদ্মনিঃসৃত এই বেদবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

আজ বর্ষান্তশেষে আমরা গৌড়ীয়ের শুভানুধ্যায়ি গ্রাহক ও সেবকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত ও গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য ষড়্ গোস্বামী প্রভু, গৌড়ীয়ের বান্ধব শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ প্রমুখ গৌড়ীয়াচার্য্যগণের চরণকল্পবৃক্ষে আমাদের সকলের জন্য শুদ্ধভক্তিরূপ সুকল্যাণ ফল যাচ্ঞা করিতেছি। আমরা যেন গৌড়ীয়ের নিত্যানুগত থাকিয়া গৌড়ীয়ের উপদেশ স্ব স্ব জীবনে পালন করিতে পারি, গৌড়ীয়ের নিত্য-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারি।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

চৈতন্য চন্দ্রামৃত

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ॥ ৩৪॥

শচীগর্ভক্ষীরসিন্ধুমাঝে গৌরচন্দ্র।
প্রকট হইল যবে পাইল আনন্দ॥

বিস্তীর্ণ হইল প্রেম অমিয়া সাগর।
সুপ্রকাশ হৈল সর্ব্ব রতন আকর॥

শ্রবণ কীর্ত্তন আদি ভক্তি মণিরত্ন।
গোরাচাঁদ সেবি'জন পাইল করি যত্ন॥

সাধনসূত্রেতে গাঁথি যত সাধু জন।
ভাব-প্রেম-মালা কৈল কণ্ঠ আভরণ॥

হেলায় সকল দুঃখ দরিদ্রতা গেল।
প্রেমানন্দ সুখে সবে মগন হইল॥

কুবুদ্ধিতে অন্তে সেবি ভাগ্যহীন জন॥
লাভ কৈল ভুক্তি মুক্তি শুক্তিশিলা কণ॥

গোরাচাঁদ সুপ্রকটে দারিদ্র্য রহিল।
ওহো কি আশ্চর্য্য মায়া প্রবল হইল॥

মায়ামুগ্ধজন তবু বলিলে না শুনে॥
তাহা বিনা দীন কেবা এতিন ভুবনে॥ ৩৪॥

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে॥ ৩৫॥

প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে।
চৈতন্য-চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥ ৩৬॥

অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
সুপ্রকাশ হৈল প্রেমসিন্ধু।
সুসম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞান, গৌর সবে কৈল দান,
জ্যোৎস্না যথা দান করে ইন্দু॥ ১॥

অজ্ঞান অনর্থ পাপ, দূর হৈল সর্ব্ব তাপ,
সুপন্থা সবার হৈল দৃষ্ট।
ভক্তিমার্গে ধায় সব, দুখ না বাসয়ে লব,
পূর্ণ হৈল মনের অভীষ্ট॥ ২॥

ছাড়িয়া সকল মদ, চৈতন্যচন্দ্রের পদ,
যেই জন লইল শরণ।
প্রেমানন্দ সিন্ধু জলে, অবগাহি কুতূহলে,
নিত্যানন্দে হইল মগন ॥ ৩ ॥
গৌরাঙ্গ যে না ভজিল, মায়া মোহে সে মজিল,
মহান্ অনর্থ সিন্ধু মাঝে।
কাম ক্রোধাদিক যত, কুম্ভীরে গরাসে শত
আত্মঘাতী হৈল মূর্খরাজে ॥ ৪ ॥
প্রেম-সুধা-রসপান অভাবে অভাগ্যবান,
কুবিষয় তৃষ্ণায় ব্যাকুল।
অদান্ত ইন্দ্রিয় যত, জ্বালা দেয় অবিরত,
দুঃখনাশে অন্তর আকুল ॥ ৫ ॥
বিষয় তৃষ্ণার বশে, কামী হৈয়া নানা দেশে,
ধায় যথা দীন হীন জন।
ক্ষারপূতিগন্ধজলে পিএগ মরে ভাগ্য ফলে
লাভ নাহি হয় কভু ধন ॥ ৬ ॥
যদি তুচ্ছ ধন পায়, আত্মার কি সুখ তায়,
আত্মা নিত্য নিত্যানন্দ চায়।
জড় সুখ স্বর্গ ভোগে, নাহি যায় ভব-রোগে,
কাম্য ভোগে কাম নাহি যায় ॥ ৭ ॥
বুদ্ধিমান যদি হয়, করে গৌরপদাশ্রয়,
দীন হীন অকারণ বন্ধু।
করুণায় প্রকটিল, সর্ব্ব ঠাঁই বিস্তারিল,
মর্ত্তে প্রেমামৃতরসসিন্ধু ॥ ৮ ॥
নিজে পিয়ে অবিরত, পিয়ে অনুগত ভক্ত,
প্রেম ধনে ধনী ত্রিভুবন।
হেন গৌর অবতারে, সৌভাগ্য বঞ্চিল যারে,
দীন হৈতে দীন সেইজন ॥ ৯ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ

কাল—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাববাসর

(মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী ১২ই মাঘ, ১৩৩২।ইং ২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৬)

[দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীনাম যজ্ঞ]

যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীনামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন এবং শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অপর সাধন-প্রণালীর প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"

—ভাঃ ১২।৩।৫২

বর্ত্তমান কাল কলি। এই কালে ধ্যানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত, সুতরাং এখন বিষ্ণুর ধ্যান সম্ভবপর হয় না। আমরা অনেক সময়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়কেই চিন্তা করি; সুতরাং অধোক্ষজ ধ্যানের সম্ভাবনা অতি অল্পই। ধ্যান-প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিচার করা আবশ্যক যে, কে ধ্যান করিতেছেন, কাঁহার ধ্যান করিতেছেন এবং সেই ধ্যানই বা কি? ধ্যেয়বস্তু বাস্তব-সত্য বস্তু হওয়া আবশ্যক, ধ্যাতার বাস্তব নিত্যসত্তা থাকা আবশ্যক এবং ধ্যান ক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহত-গতি-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক; নতুবা ধ্যান হয় না।

বর্ত্তমানকালে বিক্ষিপ্ত-চিত্তবৃত্তিতে কলিবন্ধ, দুর্গ-হৃদয়ে ধ্যেয়বস্তু সর্ব্বদা রূপ-পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে সকল বিষয় আমরা আমাদের অক্ষজ ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ই আমাদের ধ্যেয়বস্তু হয়—নিত্যবাস্তব অধোক্ষজ সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হয় না। সত্যযুগে বাস্তব সত্যবস্তু ধ্যানের বিষয়ীভূত হইত; কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং সত্যের সাধন-প্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্ত-চিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। তাহার দ্বারা প্রকৃত ধ্যেয়বস্তুর ধ্যান হয় না—অন্যবস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিকসূত্রে যে সকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার অভাব-নিবন্ধন ধ্যান অসম্ভব।

ত্রেতাযুগের যজনকার্য্য যজ্ঞ দ্বারা সাধিত হয়। ত্রেতা-যুগের অনুশীলনের বিষয় মখ বা যজ্ঞ। যজ্ঞকার্য্যে চতুর্ব্বিধ পুরুষের আবশ্যক—ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও হোতা। সমিধ, আজ্য, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ। ত্রেতাযুগে

অসুরকুল-যজ্ঞবিধির প্রতি আক্রমণ করে নাই। পরে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন যজ্ঞবিধিও নানাভাবে আক্রান্ত হইতে থাকিল।

ত্রেতাযুগে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ লোক যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুরই আরাধনা করিতেন এবং যজ্ঞেশ্বরের অবশেষ দ্বারা দেবতা-বৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। অপরাপর লোক যজ্ঞদ্বারা পিতৃ ও দেবতা-গণের আরাধনা করিত। ইতরলোক যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা না করিয়া ইতর দেবতাকেও বিষ্ণু-পর্য্যায়ে-গণনা করিতে লাগিল। চার্ব্বাক্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পিতৃযজ্ঞে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। চার্ব্বাকব্রাহ্মণ বলিলেন যে, প্রতারক-ধূর্ত্তগণই পিতৃশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং যাজ্ঞবর্গকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা নিজ নিজ পরিজন প্রতিপালন করিবার জন্যই ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে হনন করা যায়, সে স্বর্গ-লোকে গমন করে। যদি তাহাই সত্য হয় এবং এই সকল বাক্যে যজ্ঞকারিগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞে আপনাপন পিতামাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন করে না কেন? তাহা হইলে ত' অনায়াসেই পিতা, মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকেও আর পিতামাতার স্বর্গের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলেই যদি মৃতব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে তাহার উদ্দেশ্যে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। আর যদি এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যাহার দ্বারা কিঞ্চিদুচ্চস্থিতেরই তৃপ্তি হয় না, তদ্দ্বারা আবার কিরূপে অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হইবে? অতএব পিতৃশ্রাদ্ধাদি কেবল ধূর্ত্তগণের উপ-জীবিকা মাত্র; বস্তুতঃ উহার দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না ইত্যাদি।

দ্বাপরান্তে কলিপ্রারম্ভে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও দৈব, পিত্র ও বিষ্ণুর উপাসনার ব্যাঘাত করিয়াছিল। যখন ত্রেতাযুগের যজ্ঞকার্য্যের বিধান আক্রান্ত হইল, তখন দ্বাপর প্রবৃত্তিকাল। তখন অর্চ্চন দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ব্যবস্থিত হইল। বিষ্ণুর আরাধনায় পশুবধ উদ্দিষ্ট হয় না। উষা, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায় দেব বা পিতৃকুলের পূজা প্রণালী—যাহা ত্রেতাযুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যা-দিতে পরিণত হইল। দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্য্যা। সাত্বতগণ যে ভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন, তাহাই বিষ্ণুপরিচর্য্যা প্রণালী। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত রবি, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানগম্য দেবতাগণের পরিচর্য্যাদি অসাত্বত সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইল।

কিন্তু সর্ব্বকালেই অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের সম্ভাব ও স্বভাবনিবন্ধন বহির্ম্মুখ জীবকুল সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যা প্রণালীকে বিকৃত করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুপূজা উপলক্ষ্য করিয়া ও দেবল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই সকল দেবল-সম্প্রদায় বিষ্ণুপূজার ছল করিয়া উদরভরণাদি কার্য্যে লিপ্ত হইল। বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে উদরপূজায় রত হইল। সেবার পরিবর্ত্তে ভোগে লিপ্ত হইল। কলিতে দ্বাপরের বিষ্ণুপরিচর্য্যা হইবার পরিবর্ত্তে উদর-পরিচর্য্যা, স্ত্রী-পুত্র সেবা, দেহসেবা হইতেছে দেখিয়া সাত্বতগণ অন্যব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ সংহিতার সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া বলিলেন—

> "দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
> কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পাঞ্চরাত্রিক বিধানা-নুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে কেবলমাত্র নামরূপ ভগবান্ হরির পূজা হইয়া থাকে।

দ্বাপরযুগের বিষ্ণুপরিচর্য্যা প্রণালীর ব্যভিচারের 'ছিট' বর্ত্তমান কালেও আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বাপরের সাত্বত গণের বিষ্ণুপরিচর্য্যার সহিত পাল্লা দিবার জন্য যেরূপ অসাত্বত পূজা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে উদরপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহারই নিদর্শনাবশেষ রহিয়াছে। এখনও বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে অক্ষজজ্ঞানগম্য নানাবিধ দেবদেবীর পূজারূপা দেবলবৃত্তি চলিতেছে! এখনও শ্রীনারায়ণপূজার পরিবর্ত্তে "শালগ্রাম দিয়া বাদামভাঙ্গা" কার্য্য চলিতেছে! বাহিরের দিকে

অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া লওয়া হইয়াছে। তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতি-পালন ও নানাবিধ ভোগ চলিতেছে।

দ্বাপরীয় অর্চ্চন কলিকালে হইবার উপায় নাই। কলিকালে নামদ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হইবে। কলিকালে কীর্ত্তনমুখে বিষ্ণুর অনুশীলন হইবে।

কলিতে যেরূপ সাত্বতগণ যাজিত দ্বাপরীয় অর্চ্চন প্রণালীর ব্যভিচার করিয়া আমরা উদরপূজা করিবার জন্য দেবল হইয়া পড়ি, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপ আচারে অবস্থিত হইয়া আমরা নামবিক্রয়ী হইয়া পড়ি। আমরা গ্রন্থ পড়ি, গ্রন্থ প্রকাশ করি—উদ্দেশ্য কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাসংগ্রহ। আমরা 'নাম' করিয়া অর্থ লই—উদর ভরণ করি। আমরা কীর্ত্তনকারী হই—উদ্দেশ্য কীর্ত্তন নয়—হরি-সেবা নয়—ভোগ। আমরা যদি অন্যকার্য্যে বেশী পয়সা পাই, অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাই, তাহা হইলে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া অন্যকার্য্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই। যদি কেহ বলে, ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা পাইবে না, তখন আমি পাঠ ছাড়িয়া দেই, তখন আমি বলি ভাগবত আর দুধ দেয় না; কেহ যদি বলে কীর্ত্তন করিয়া পয়সা পাইবে না, মন্ত্র দিয়া পয়সা পাইবে না, বক্তৃতা দিয়া অর্থ পাইবে না, তখন আমরা লোকের দ্বারে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিই, মন্ত্র দেওয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দিই, বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করি। কনককামিনী প্রতিষ্ঠা পাইলে আমাদের কপট-সেবা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের কীর্ত্তন, আমাদের ভাগবত পাঠ বা হরি নাম কলিসহচর কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাদি প্রাপ্তির জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল কখনও কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ বা শ্রীনাম নহে। ঐসকল নামাপরাধ, ঐসকল ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি। বণিগ্‌বৃত্তি কখনও সেবা নহে—ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

ঠাকুর দেখিয়া যদি কেহ ভেট না দেয়, তবে আমি ঠাকুর পূজা ছাড়িয়া দিই। আমার উদরভরণের জন্যই ঠাকুর পূজা, ভাগবত পাঠ, নামকীর্ত্তন। ঐইরূপ কথা মহাপ্রভুর সময়ে ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এই জন্য এপ্রকার কদর্য্য ব্যবসা করেন নাই। লোকে পর-যুগে ভাগবতবিক্রয়ী, মন্ত্রবিক্রয়ী, নামবিক্রয়ী হইবে, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপ ভাগবত, সাক্ষাৎনামী বা কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীনাম, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ভগবৎ স্বরূপ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে দাঁড় করাইয়া তদ্দ্বারা স্ব স্ব সেবা করাইয়া লইবে—এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বা ষড়্‌গোস্বামী জগতে হরিনাম প্রচার বা ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও চারিযুগের কৃত্য অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তন ন্যূনাধিক উদিত হইয়া থাকে। যখন জীব আত্মবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হরিসেবোন্মুখী হয়, তখনই ঐসকল কৃত্য শুদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন জীব মনোধর্ম্মে অভিভূত থাকে, তখন তত্তৎসাধন প্রণালীরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। মনোধর্ম্মের বশে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই ধ্যান করি, ইন্দ্রিয় ভোগানলে আহুতি প্রদানকেই আমরা যজ্ঞকার্য্য মনে করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকট নৈবেদ্য দেওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করি, জিনিষ গুলি কোন্ সময়ে বাড়ী লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় স্বজনকে দিব, নিজে ভোগ করিব, কীর্ত্তন করিবার সময় সুরতানলয়মানে আবদ্ধ থাকিয়া চিন্তা করি, কিসে আমার কীর্ত্তন শ্রোতৃবর্গের চিত্তের অনুকূল হইবে, তাহাদের কর্ণাভিরাম হইবে ইত্যাদি। তখন ভগবান্ স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যান, কৃষ্ণকর্ণোৎসববিধানের পরিবর্ত্তে আত্মকর্ণোৎসব বিধান করিয়া থাকি। আমার কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না, আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বা কামাগ্নিতেই ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে প্রত্যাহারাদি দ্বারা সংযত করিয়া পরে ধ্যান করিব এরূপ আশাও নিষ্ফল; কারণ মনোধর্ম্মী জীবের ধ্যানের দ্বারা বাস্তব নিত্য চিদ্বিগ্রহ ধ্যাত হইতে পারেন না। মনোধর্ম্মের ধ্যান ধ্যান নহে। নির্ম্মল আত্মবৃত্তির দ্বারাই ধ্যান সম্ভব। কলিকালে যজ্ঞবিধিরও সম্ভাবনা নাই। বহুদ্রব্যসাধ্য ও কালসাধ্য যজ্ঞে কলিজীবের ক্ষুদ্র পরমায়ু নষ্ট করিবার সময় নাই। কলিকালে দুর্ব্বলজীবের পরিচর্য্যাও সুষ্ঠুভাবে সম্ভবপর নহে। পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ আসনে বসিলেই পিঠের দাঁড়া ব্যথা হইয়া যায়, সকল সময়েও পরিচর্য্যা সম্ভবপর নহে, শৌচাশৌচাদি বিচার পরিচর্য্যায় বিশেষ আবশ্যক, কালাকাল বিচার আবশ্যক। কিন্তু হরিনামগ্রহণে কালাকালের বিচার নাই—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

এমন কি মলমূত্রাদি ত্যাগকালেও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা যায়। বাহ্যক্রিয়া অভ্যাসে হইয়া থাকে; হরিনাম করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রাকালে, জাগ্রতাবস্থায়, শয়নকালে আমরা হরিনাম গ্রহণ করিতে পারি। আভিজাত্যসম্পন্ন থাকিয়া বা নীচকুলোদ্ভূত হইয়া যে কোন অবস্থায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়। স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, যুবা, বালক, বৃদ্ধ সকলেই হরিনাম-গ্রহণের অধিকারী। নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, গণ্ডগোলে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, একা হরিনাম গ্রহণ করা যায়, বহুলোক একত্রে মিলিয়া হরিনাম গ্রহণ করা যায়, হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়। তথাপি এই ভগবন্নাম না করিয়া যদি আমরা আর কিছু করিয়া বসি, লোককে দেখাইবার জন্য গাত্রাবরণীর ভিতরে ঝুলিটী রাখিয়া আমার দৈন্য এবং প্রতিষ্ঠাশাহীনতার বিজ্ঞাপন প্রচার, অথচ অন্তরে লোক দেখান ভাবটী পূর্ণমাত্রায় থাকে, কপটতা করিয়া, অহংমমাদি বুদ্ধি লইয়া, অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব জানিয়া, সাধু নিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ করিয়া, অসাধুকে বহুমানন করিয়া, নাম বলে পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি বঞ্চিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

"এড়িয়ে বাঁচি ব্যাধের পাশ"

[অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর এবং কোলদ্বীপ বা নবদ্বীপ সহর দর্শনে]

(১)

'মিথ্যে কথা ছেঁচা জল;
কত দিন আর টিঁকবে বল?'
প্রবাদ বচন এইটে এখন
পদে পদে দেখ্‌ছি ঠিক্,
স্বার্থপর সংসার আজ
যতই কেন আটক্ দিক্।

(২)

নকল যখন বিকায় হাটে
আসল ব'লে চমৎকার,
'বাহোবা' দিয়ে বোকা লোকে
খদ্দের হয় খুব তাহার।

(৩)

নকল চিজের চক্‌চকানি
চোরের যেন চোখ-রাঙ্গানি;
চটক্ দেখে চম্‌কে উঠে,
ভুল করে লোক মূল কথার,
খাঁটি খাদ্ বুঝ্‌তে নারে,—
মোহের ঘোরে কি বিকার!

(৪)

কোন মহাজন কিন্তু, যখন
খোলা বাজারে খোদ্ রাজার,
করে আসল আমদানী মাল
সকল গুণে সবার সার,
তাক্ লে'গে যায়, সবাই তাকায়;
পলায় মোহের অন্ধকার!

(৫)

ন'দের মাঝে তেম্‌নি এখন
প্রবঞ্চনার পাশ কাটি,
পেয়েছে সব তীর্থ-যাত্রী
মহাতীর্থের মূল মাটি,
জন্মভূমি, মহাপ্রভুর
পূর্ব্ব পাড়ে জাহ্নবীর
শাস্ত্র-সিদ্ধ মায়াপুর
ধন্য ভূমি ধরণীর!

(৬)

হতভম্ব হাভাতেরা,
হাত গুটিয়ে চায় দূরে;

ভেট্ নি'য়ে পেট ভরায় তা'রা,
এবার বালি সে গুড়ে!
দলে দলে দেশ-বিদেশের
যাত্রীরা ওই একটানে,
'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে, ধায়
সেই মায়াপুর-শ্রীধামে!

(৮)

জয় জয়কার লক্ষ মুখে,
পরম সুখে যাত্রিদল,
বিনা ভেটে ভর্ত্তি পেটে
প্রসাদান্নে হয় সফল!
আপন চোখে 'কৃষ্ণামৃত'
দেখেছে, এক কৃষ্ণদাস
(তাই) বল্‌ছে ডে'কে ঊর্দ্ধ মুখে
"এড়িয়ে বাঁচি ব্যাধের পাশ!!'

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৪) কুমার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভক্তবৎসলপ্রভু আমার তখন কত আহ্লাদে, কত কত আদরমাখা মধুর বাক্যে সেই মুনিদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন,—ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ভাগবত মহাজন) আমার শরীর, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণের মুখেই আমি আহার করি, আমি আমা হইতেও ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্ ভাগবত মহাজনের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের পদরজ কিরীটসহ শিরে ধরি। সেই ভুবন-পূজ্য, মদ্গত-চিত্ত ভক্তের অপমান, অহো সে যে আমার সাক্ষাৎ অপমান হইতেও শতগুণ অধিক! সেই অপমানকারী আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ লোকপাল হইলেও, তাহাকে আমি সংহার করি। সে কখনও আমার প্রিয় হইতে পারে না। ইহাঁদের উপযুক্ত দণ্ডই নিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-দ্বেষী জয়বিজয় এখনই অধঃপতিত হউক!"

শ্রীভগবানের মুখে তাঁহারই যোগ্য এইরূপ বাক্য শুনিয়া, সনৎকুমারাদি মুনিগণ গদগদ্ কণ্ঠে করযোড়ে আবার বলিলেন,—"হরি হে, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণপাদপদ্মে উৎসর্গিতজীবন, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসজ্জন এমনিই বটে; কিন্তু, তাহা কিরূপে? কাহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া, কাহার কৃপালবে কৃতার্থ হইয়া, কাহার সর্ব্বজয়ী নাম-মহামন্ত্র অনুক্ষণ মুখে লইয়া, ব্রাহ্মণ এত বড় হইয়াছেন? অখিল বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী তুমি, তোমারও কাছে এত প্রশ্রয় পাইয়াছেন? কৃষ্ণ হে,—তুমিই যে তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব, তুমিই যে তাঁহাদের সদা সেব্য, সদা-স্মরণীয় পরমারাধ্য পরমদেবতা! তোমারি সম্বন্ধে, তোমারি গুণে ত তাঁহারা বড়! তাঁহাদের প্রতি, তোমার এই নিত্য-দাস ব্রাহ্মণের প্রতি, তোমার—অনির্ব্বচনীয় তুমি—অনন্ত-কোটি লোকের অদ্বিতীয় প্রভু তুমি—তোমার এই যে আদর, এই যে সম্মান, এই যে আচরণ, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত! কোথায় তুমি,—আর কোথায় আমরা? তবু, তোমারি গুণে, তোমারি অপার মহিমায় তুমি কত আপন, কত আয়ত্ত আমাদের!

"তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারই রক্ষার জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তুমিই ঐ ধর্ম্মের পরম গুহ্য ফলস্বরূপ। তোমারি কৃপায়, তোমারি সেবায়, মর্ত্ত্য জীব মৃত্যুকে জয় করে। যে লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য অখিল লোক লালায়িত, সেই লক্ষ্মী তোমার সতত সেবা করিতেছেন; তুলসীর সহ তোমার শ্রীচরণ পাইবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছেন। তুমি সমগ্র জগতে সকলের অধিপতি ও পালনকর্ত্তা। তোমার সদাসেবক ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার তোমারই উপযুক্ত। ইহাতে তোমার মাহাত্ম্য ক্ষীণ হয় না। ইহা তোমার লীলামাত্র। হে হরে,—এখন আমাদের এই নিবেদন,—তুমি ইহাঁদের প্রতি, অথবা আমাদের প্রতি, যথা ইচ্ছা মুক্তি বা দণ্ডবিধান কর।"

মুনিগণের বাক্যে, শ্রীভগবান্ আবার বলিলেন,—"মুনিগণ, কেন তোমরা অনুশোচনা করিতেছ? এই দণ্ড ইহাদের উপযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের প্রদত্ত এই অভিশাপ আমারই সৃষ্ট। ইহারা এখনি অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক।"

সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণগণ তখন পরমানন্দে তাঁহাদের প্রাণপতি পরমেশ প্রভুকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভক্তপ্রাণ প্রভুও আমার তাঁহার সেই প্রিয়তম ভক্তগণকে পরম আদরে বিদায় দান করিয়া, অবিলম্বে সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্যদ্বয়কেও তথা হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইলেন। মুনিগণও উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যথেচ্ছ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

(প্রেরিত পত্র)

মাননীয় "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন এই —

প্রিয় সম্পাদকমহাশয়! আশা করি অধমের দুটী কথা আপনার সুবিখ্যাত ভক্তিরসামৃতপ্রচারক "গৌড়ীয়ে" স্থান দিয়ে কৃতার্থ করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন না। "ফলেন পরিচীয়তে" এই ন্যায়ানুসারে একটী ধর্ম্মমত আমাদের জানিতে হইবে তাহার অনুচরবৃন্দের আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতি দ্বারা। আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে এমন ব্যভিচার ও কুকর্ম্ম নাই যাহা আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণবসম্প্রদায় দ্বারা সম্পাদিত ও সঙ্ঘটিত না হইতেছে। সমাজসংস্কার ব্যাপারে বিশেষ তথ্য নিতে যাইয়াই ইহার বিষয়ে সম্যক্ অবগত হইয়া আসিতেছি। এরূপ বৈষ্ণবও অনেক দেখিয়াছি যাহারা লোকচক্ষুর অগোচরে এমন সকল কাজই করিয়া থাকেন, যাহা অতি জঘন্য চোর বা ডাকাতরাও করিতে ঘৃণা বোধ করে থাক্‌বে। ফোঁটা তিলকের কোনই কুসুর করেন না। বাহ্যিক ব্যবহারে তাহারা পরমভাগবত বৈষ্ণব বলেই প্রতীতি জন্মে। এমনও দুচারটী বৈরাগীকে ধরিয়াছি যাহারা ভিক্ষায় বাহির হইয়া লোকের বাগান বাড়ীর বেগুন, কুমরা, এমনকি বাটীর লোকের অজ্ঞাতসারে ঘটি, বাটি, ঝোলায় ঢুকাইতেও বেশ প্রয়াস পাইয়াছেন। রেলওয়েতে কাজ করেন শিক্ষিত গৃহস্থ এমন একজন তথাকথিত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি ঠাকুর সেবা না দিয়ে জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন না। ফোঁটা তিলক ত স্পষ্টভাবেই রহিয়াছে। একবার একটা কাসারুর পার্শ্বেল হইতে পিতলের বিগ্রহ অপহরণ করিতে বিন্দুমাত্রই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বিশেষত্ব এই যে কাসারুর বাড়ীতে হয়তঃ সে বিগ্রহ অনাহারে, অনিদ্রায় ও অনর্চ্চনায় শুকাইয়া পড়িতেন; এখানে কিন্তু তিনি বেশ চর্ব্বচুষ্যলেহ্যপেয় ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ভক্তগণও প্রসাদ না পাইয়া ফেলেন না। তাঁহারা ইহা অনুধাবন করেন না যে গরু, ঘোড়া, মহিষ ও অশ্বাদি যাবতীয় পশুই ত ঘাস নিরামিষ খায়; তবে কেন তাহারা উগ্রতা, ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতার অভিনয় করে; আর পশুরাজ সিংহ কেবল মাংস ভক্ষণ করিয়াও কেন তত হিংস্র নয়। তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের অনুরাগী বলিয়া বৈরাগী হয়ে থাকেন তবে কথা স্বতন্ত্র। মানুষ আমরা, ইন্দ্রিয়াদি আমাদের দাস—ইহা তাহাদের মনে স্থান পায় না। যদি বিবাহাদি অপব্যয় হইতে আত্মরক্ষাকল্পে তাঁহারা সে ব্রত গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁহাদের কাজের সার্থকতা হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যভিচারে গা ঢালিয়ে দিয়ে চুরির সামগ্রীতে ঠাকুর সেবা দেওয়াতে পাপ কি পুণ্য তাহা কেবল ভক্তপ্রবররাই বলিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধির লোক আমাদের ধারণা করা খুব কঠিন। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সুতরাং এ জগৎস্থ পরিদৃশ্যমান পাপপুণ্যাদি যাহা তাহাও মিথ্যা, এ ধারণা করাও আমাদের পক্ষে অসহনীয়। শ্রীশ্রীকাশীধামে একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানকালে দেখা হইল। বৈকালে আসিয়া তিনি বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহার আস্তানায় নিয়া গেলেন। তাঁহার তিনটী সেবাদাসী। তাহাদের বয়স ও ভাবভঙ্গীর তাড়নায় তাহাদিগকে মূর্ত্তিমতী রতি বলিয়া ভ্রম হয়। আমার দুয়েকটী টিপ্পনী শুনেই তিনি বুঝ্‌তে পারলেন। তিনি উত্তর দিলেন কাশীখণ্ডে লেখা রহিয়াছে যে এখানে মৃত্যু হইলে জীব শিব হয়। তারপর—

একবার হরিনাম নিলে যত পাপ হরে।
জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে।

সুতরাং কাহারও অনুতাপের কোনই কারণ নাই। দয়ার সাগর ভগবান্ তাঁর জীবের প্রতি দয়াবান্।

শ্রীধাম নবদ্বীপে একজন ফোঁটা, তিলক ও কৌপিনধারী বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইল। বাড়ী জিজ্ঞাসা করায় তিনি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। কোন্ কুল উদ্ধার করিয়াছেন বলাতে, বেশ শান্তভাবে সগর্ব্বে উত্তর দিলেন "ব্রাহ্মণ কুল"। তাহার সেবাদাসী একজনা পরমরূপলাবণ্যবতী ষোড়শী বিধবা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি ছোট হরিদাসকে কোন মেয়ে লোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণাপরাধ-হেতু তাহাকেও বর্জ্জন করিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, এভাবে পরস্ত্রীতে সাধন ভজন করিতে তিনি কি তাহাকে সাহায্য করিবেন? বৈষ্ণব তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুঁটুলি হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত খুলে পরকীয়ার লক্ষণ পাঠ করিলেন। সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। তাহার দ্বারাই তাহার একখানা নকল করাইয়া নিলাম গ্রন্থকারের নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। বহিখানা অতি প্রাচীন বলেই ধারণা হইল। সে নকলখানাই অবিকল এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম।

উজ্জ্বলে পরকীয়ার লক্ষণ যথা।—

শ্লোক—রাগে নৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিনা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা না করিয়া আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই তাহারাই পরকীয়া।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
চারিবিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে।
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূ সনে এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

এক্ষণে ঐ ভাবের দোহাই দিয়া কত শত ভ্রূণ হত্যা যে হইতেছে তাহার হয়ত্তা রাখা দুষ্কর। আপনাদের প্রচারক পরম ভাগবত ভক্ত শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-মহাশয়ের শিলচরে প্রদত্ত বক্তৃতায় বৈষ্ণবধর্ম্মতত্বটা কি মহান ও উদার, বরং ইহার যে মুখ্য পথ তাহা বিষদ ও সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইল। তাই—I question to myself is it fair to judge a religion or a creed by the worst things done, or its followers or by the best or by the true teachings of the doctrines? Experience now shows that many Vaisnabic virtues are nowadays found among the non-Vaisnavists, whereas there are many non Vaisnabic evils that are found among so-called Vaisnavists and that I think that as a matter of fact the so-called Vaisnabas themselves stand in need of rectification to those virtues than the raw recriuts

সম্পাদকমহাশয়! আমার সানুনয় অনুরোধ যে, স্বকীয় ও পরকীয় তত্বটা বিষদভাবে আপনাদের "গৌড়ীয়ে" ব্যাখ্যা করিয়া দেখান। তাহাতে অনেক সরল ভাবুক যাহারা তথাকথিত দুষ্ট গুরু দ্বারা চালিত হইয়া অনন্ত নিরয়ের পথে ধাবিত হইয়াছেন তাহারা অন্ততঃ সাবধান হইতে পারিবেন। তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে বিষ্ঠাপূর্ণ কলসী গঙ্গা ও তুলসী পত্রের ছিটায় পবিত্র হয় না। তজ্জন্য আপনাকে কষ্ট নিতেই হইবে।

উপসংহারে আপনাদের শিলচরে প্রেরিত প্রচারক মহোদয়গণ সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা না বলিলেও অসম্পূর্ণ রহয়া যায়। ভক্তিসারঙ্গ মহাশয়ের সারগ্রাহী বক্তৃতায় যথেষ্ট নূতনত্ব ও পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ম্মবাদ, বৈষ্ণববাদ ও মানবীয় ধর্ম্মতত্বটা, জীবের উত্থান-পতনটা এবং তাহাদের বিভিন্ন স্তরগুলা সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অনেকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

৯ই জানুয়ারী, ১৯২৬ ইং।

বিনীত—

শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, পুরাণরত্ন
(ডি, এম, সি; এম, এ, এস, পি, আর)
পোঃ শিলচর, অম্বিকাপুর।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।
১০ই মাঘ, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

আগামী ১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা, যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। রবিবার ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে ৩॥০টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের স্থায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সম্পাদক—

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ
(এম্ এ, বি এল্)
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ
(রায় বাহাদুর)

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব গৌড়ীয় পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, ১২ই মাঘ, ১৩৩২।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ং—

আগামী ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে।

ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি) শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্,) শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্ এ) শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ৬ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা মেঘার চর, বেল পুকুর) ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৮ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী বুধবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর) ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেরডাঙ্গা) ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে গৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা ফাল্গুন ১৩৩২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ | ২৬শ সংখ্যা

পরিক্রমায় আহ্বান

উথলে আনন্দ-সিন্ধু সজ্জন-হৃদয়ে।
বরষাবসানে পুনঃ সেই ভাগ্যোদয়ে ॥
চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একত্র সাধন।
সুযোগ অপূর্ব্ব আর কোথা রে এমন ॥
সাধু-সম্মেলন হেন সদানন্দপুর।
সুলভ কোথায় আর এমন মধুর ॥
কি মহা-মহেন্দ্র-যোগ জগৎ-কল্যাণ।
করিতে সার্থক ধন, জন, দেহ, প্রাণ ॥
করিছে আহ্বান পুনঃ তাই গৌর-জন।
বাজায়ে মঙ্গল-শঙ্খ ভেদিয়া গগন ॥
এস সবে যোগদান কর অনিবার।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা উৎসবে আবার ॥
রাখ রাখ একবার বৃথা-কাল-ক্ষয়।
ভুলে যাও ভয়-পূর্ণ ভোগের আলয় ॥
অনিত্য সে বিত্ত, ক্ষেত্র, গৃহ-পরিক্রম।
রাখি' একবার কর নিত্যের সেবন ॥
নির্ভয়ে লইয়া মুখে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাম।
হও ধন্য সাধু-সঙ্গে হেরিয়া শ্রীধাম ॥
'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম গাহি সমস্বরে।
পাইয়া প্রসাদ অন্ন কাননে প্রান্তরে ॥
অন্তর্দ্বীপ-**মায়াপুর**-আদি দ্বীপ নব।
কর দরশন ভবে গোলোক-বৈভব ॥

"ভক্তি রত্নাকরে" যথা গীত সুধাময়।—
"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোল দ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্র দ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥"
"নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥"
"যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ **মায়াপুর** ॥"
নয় দিনে নবদ্বীপ ভ্রমিয়া উল্লাসে।
শুন গৌর-লীলা-কথা গৌরজন পাশে ॥
মহাতীর্থে এই সর্ব্বতীর্থ সমাবেশ।
তীর্থভূত সাধুসঙ্গে করহ প্রবেশ ॥
অভেদ জগতে নবদ্বীপ বৃন্দাবন।
অভেদ ব্রজেন্দ্রসুত শচীর নন্দন ॥
মাধুর্য্য হইতে তবু ঔদার্য্যে অতুল।
অদেয় অমেয় মধু দানের যে মূল ॥
সাধু-মহাজন বাক্যে তার পরিচয়।
জানিয়া বিশেষ সবে হও সুনিশ্চয় ॥
সাক্ষাৎ সে সব আর কর দরশন।
যে আছ যথায় এস—**স্বাগতং স্বাগতম্** ॥

মদীয় আচার্য্যদেবের দ্বিপঞ্চাশদতীতাবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

ভারতের অধিবাসী—মহাভারতের দেশের লোক—বহুশাখ, বিস্তীর্ণ বেদবিটপীর ছায়ায় বিশ্রামলব্ধ—দিগন্তবিস্তারিণী ব্রহ্মসূত্রের প্রভায় উদ্ভাসিত জনমণ্ডলীর মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই আছেন, যাঁহারা শ্রীব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীব্যাসের নাম শ্রবণ করিলেও আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্যাস-পূজাটী কি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কাহারও কাহারও নিকট 'ব্যাসপূজা' কথাটী একটী অভিনব অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, আবার যাঁহারা 'ব্যাসপূজা' কথাটী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও ব্যাসপূজার প্রণালী অর্থাৎ কি উপচারে, কি ভাবে শ্রীব্যাসের পূজা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উদাসীন ও অনভিজ্ঞ।

আচার্য্যগণ এই ব্যাসপূজা জগতে শিক্ষা প্রদান ও বিস্তার করিবার জন্য যুগে যুগে আচরণ করিয়াছেন। অনিমিষক্ষেত্র-নৈমিষারণ্যে শ্রীল সূতগোস্বামী মহারাজ শৌনকাদি ঋষিসঙ্ঘে ব্যাসমুখশ্রুত [illegible]-পরা শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনমুখে একদিন এই ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন। আবার মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বপাদ বদরিকাশ্রমে বসিয়া গীতাভাষ্য-কীর্ত্তনমুখে এই ব্যাসপূজার মঙ্গল আরাত্রিক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বদরিকা হইতে আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি শ্রীব্যাসের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরচনায় যে সকল শ্রৌতবাণী উদ্ধার করিয়া ব্যাসগুরুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সেই মাধ্যাহ্নিক আরাত্রিকের উজ্জ্বল প্রদীপ ও সৌগন্ধ, মায়াবাদ-দুর্গন্ধ বিদূরিত করিয়া সাত্বতগণের পরমোল্লাস সাধন করিয়াছে। আবার বিষ্ণুপদনিনিঃসৃতা সুরধুনীর কূলে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীবাসাদি-শুদ্ধ-ভক্ত-সজ্জারামে জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ যে ব্যাসপূজা-লীলা প্রচার করিয়াছেন এবং যে ব্যাসপূজায় স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর, স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫ম) তাহ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীব্যাস-পূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা। কি সূতগোস্বামী মহারাজ, কি আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বপাদ, কি জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সকলেই শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনমুখে ব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া কলিযুগের ব্যাসোক্ত বিষ্ণুপূজাপ্রণালীর সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীসূতগোস্বামি প্রভু—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং **কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ**॥"

—এই প্রণালীতে কীর্ত্তনমুখে ব্যাসপূজা করিয়া ব্যাস-বাক্য বা শ্রৌতপন্থায় ভজনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার দ্বারা আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর—

"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" —এই বাক্যের পূর্ব্ব প্রতিধ্বনিই সূচিত হইয়াছে এবং শ্রীব্যাসকর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমধ্বপাদও কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজা করিয়া শ্রীব্যাসপ্রচারিত মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যধৃত নারায়ণসংহিতার বাক্যেরই সার্থকতা সাধন করিয়াছেন—"কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।" আবার জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও কীর্ত্তনমুখে ব্যাস-পূজালীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহাই সম্পাদন করিয়াছেন। আচার্য্যগণের এই আচরণ লোকশিক্ষাকল্পেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং মঙ্গলেচ্ছু জীবমাত্রের এই ব্যাসপূজাই নিত্যকৃত্য।

অশ্রৌত বা তর্কপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রৌতপন্থা বা গুরুবাক্যগ্রহণই ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য। আরোহবাদের বহুমানন পরিত্যাগ করিয়া অবরোহ-পথে গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিসেবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ব্যাসপূজার উদ্দেশ্য। দ্বৈতবস্তুতে তদ্ভ্রাতৃজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইবার চেষ্টাই ব্যাসপূজার মর্ম্ম। পূর্ণদীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভ করাই ব্যাসপূজার প্রয়োজন। তর্কপন্থায় মনোধর্ম্মের দ্বারা ব্যাসানুগত্য হইতে পারে না—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"
"প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"
"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।"
"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

তর্কপন্থা বা মনোধর্ম্মের দ্বারা যে পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রজাপতির বিরোচন ও ইন্দ্র—এই দুইটী শিষ্যাভিমানি-পরস্পর চরিত্রের পার্থক্য দ্বারা তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। বিরোচন তর্কপন্থায় মনোধর্ম্মের দ্বারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়া বঞ্চিত হইলেন; আর ইন্দ্র প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহযোগে গুরুকৃপায় শ্রৌতপন্থায় সেই "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ"—এই চিদ্বিলাসময় অধোক্ষজ লীলাপুরুষোত্তমের বিষয় জানিতে পারিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই ব্যাসপূজার অধিকার কাহাদের? শ্রীব্যাসদেব ভারতগ্রন্থে বলেন,—

"সর্ব্বে বর্ণাঃ ব্রহ্মজাঃ ব্রাহ্মণাশ্চ।"

—ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সকলেই ব্রহ্মজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। সকলেরই ব্যাসপূজায় অধিকার। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু সেই কথাই বলিয়াছেন—"ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।"—ভক্তি বা আত্মবৃত্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার।

কিন্তু ব্যাসপূজার অধিকারী সকলে হইলেও ব্যাসপূজার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছি আমরা কয়জন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিবেচ্য। যেমন প্রত্যেক পুরুষের পিতা, এবং প্রত্যেক স্ত্রীর মাতা হইবার অধিকার আছে, কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালক বা পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার তৎকালে সে যোগ্যতা নাই, তদ্রূপ ব্যাসপূজায় সকল ব্রহ্মজের অধিকার থাকিলেও উহার যোগ্যতা অর্জ্জন করা আবশ্যক।

পূজা করিতে হইলে অথবা পূজার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই 'ভূতশুদ্ধি' আবশ্যক, কারণ শাস্ত্র বলেন—"ন অদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ অদেব কখনও দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারে না, প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করিতে পারে না; পূজ্য ও পূজকের সমজাতীয়ত্ব না থাকিলে পূজা হয় না। অচিতের দ্বারা চেতনের পূজা হয় না, আবার চেতন অচেতনের জ্ঞানগম্য বিষয় হইতে পারে না।

যাঁহারা বাহ্যপ্রক্রিয়াকেই ভূতশুদ্ধি জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মপথের পথিক। স্থূল-দেহের শুদ্ধিকেই তাঁহারা ভূতশুদ্ধি মনে করেন এবং বাহ্য শৌচ লাভ করিয়া পূজার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ জড়ের চেষ্টার দ্বারা চেতনের পূজা হয় না। জড়ের চেষ্টায় নশ্বর জড়বস্তুর পূজা হইয়া থাকে। কারণ কর্ম্মপথিকগণের ভূতশুদ্ধি বা বাহ্যশৌচ "কুঞ্জর শৌচবৎ" অথবা "সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ" অর্থাৎ যেরূপ হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলেও পর মুহূর্ত্তে আবার সে শুণ্ড দ্বারা গায়ে ধূলি মৃক্ষণ করিয়া থাকে, সুরাকুম্ভ যেরূপ স্রোতস্বিনী-জলে ধৌত হইলেও তাহার গন্ধ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ কর্ম্ম-চেষ্টার দ্বারা—স্থূলদেহের ক্রিয়াদ্বারা কখনও চেতনবস্তুর পূজার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" মুণ্ডক—১।২।১২

এইরূপে আমরা কর্ম্মমার্গের হেয়তা উপলব্ধি করিয়া অন্তঃশৌচ দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিবার জন্য জ্ঞানমার্গের পথিক হইয়া পড়ি এবং কর্ম্মনিন্দা বা ভোগনিন্দা করিয়া ত্যাগের বহুমানন করিয়া থাকি। শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফল্গুত্যাগ ও নির্ব্বিশেষ উপলব্ধিকেই চরম আদর্শ জ্ঞান করি। আমাদিগের অজ্ঞান-কর্ম্ম-সঙ্গিত্ব অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শাস্ত্র যে জড়বিশেষ বা ভোগত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলিকেই শেষ কথা মনে করিয়া আমরা বঞ্চিত হই। জড়সবিশেষের রাজ্য হইতে জীবের বুদ্ধি সহসাই চিৎসবিশেষ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহারা জড়সবিশেষ ধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়া চিৎসবিশেষ রাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন বা প্রবিষ্ট হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাই 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া পড়েন। শাস্ত্রের জড়-সবিশেষ ধর্ম্মত্যাগের কথাগুলি "অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়" তুল্য জানিতে হইবে। অর্থাৎ অরুন্ধতী নাম্নী সপ্তর্ষি-মণ্ডলস্থিতা

অতি সূক্ষ্মা তারকাকে নববধূর নয়নপথের পথিক করিতে হইলে, যেরূপ প্রথমতঃ তন্নিকটবর্ত্তী স্থূল তারকাগুলিতে ঐ নববধূর চক্ষুর্গোলক স্থির করিতে হয় এবং ক্রমশঃ যেমন স্বয়ংই ঐ অরুন্ধতী তাঁহার নয়ন-কোণে পতিত হয়, তদ্রূপ চিদ্বিলাস-ধামের হেয়-প্রতিফলন-স্বরূপ জড় সবিশেষ ধাম হইতে জীবের বুদ্ধি শুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে জড়-সবিশেষ ধর্ম্ম ত্যাগের কথা বলিতে হয়। যেমন, যদি কোন নববধূ অরুন্ধতীর নিকটবর্ত্তীর কোন একটা স্থূল-তারকাকেই অতিসূক্ষ্মা অরুন্ধতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তিনি যেরূপ অরুন্ধতীদর্শন হইতে বঞ্চিত হন, তদ্রূপ যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানপথের পথিক হওয়াকেই চরমলক্ষ্য মনে করেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হন মাত্র। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি-মুদস্য তে বিভো (১০।১৪।৪)

—অর্থাৎ হে ভগবন্! যাহারা শ্রেয়ঃপথ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলজ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশ ভোগই সার হয়। তাঁহারা তুষমধ্যে তণ্ডুলকণা অনুসন্ধান করিতে গিয়া, তণ্ডুল আর পাইতে পারেন না, তুষকেই তণ্ডুল মনে করিয়া বঞ্চিত হন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ (১০।২।৩২)

—হে পদ্মপলাশলোচন! যাঁহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' অভিমান করিয়া তোমাতে নিত্য ভক্তিবৃত্তি-যাজনে বিরত হন—যাঁহারা তোমার পূজাকে তোমার সঙ্গে পরিচয়কে পান্থ পরিচয় মাত্র জ্ঞান করেন এবং তজ্জন্য ত্রিপুটি বিনাশকেই বহুমানন করিয়া থাকেন, পূজ্য, পূজক ও পূজার নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বহুজন্ম তপস্যা করিয়া বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া অত্যুন্নত পদবীতে আরোহণ করিলেও সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হন।

সুতরাং যাঁহারা "ন অদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই ভূত-শুদ্ধির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া—শ্রুতির "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থাকেই চরম প্রয়োজন মনে করেন, তাঁহারাও ব্যাসের অনুগত নহেন। ব্যাসদেব তাঁহার অকৃত্রিম ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এইরূপ বিচারপ্রণালীর আদর করেন নাই। ব্যাসদেব-প্রতিপাদ্য, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামি-প্রচারিত বা শ্রীধরস্বামিপাদের দীপিকার আলোকে উদ্ভাসিত শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের কথাগুলিকে কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায় যদি তাঁহাদেরই মতপোষক কথা বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক ছান্দোগ্যোপনিষদের "প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচন" আখ্যায়িকাটির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার যত্ন করুন্।

যমাদি ক্রিয়াদ্বারা যে ভূতশুদ্ধির প্রণালী, তাহাও ব্যাসদেবের মনোঽভীষ্ট নহে। জাগতিক বিচারে ঐরূপ ব্যাপার কিছু অপূর্ব্ব ও প্রশংসনীয় হইতে পারে। যেমন যে ব্যক্তি প্রত্যহ চারিবেলা আহার না করিয়া থাকিতে পারেন না, তিনিই একজন দিবসচতুষ্টয়ের উপবাসি-ব্যক্তির গুণপনা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন, তাহা তদ্ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে; সেইরূপ যমাদি চেষ্টার দ্বারা যে বিভূতি লাভ হয় বা পতঞ্জলীর ধর্ম্মমেঘসঞ্চারে যে সমাধি লাভ হয়, তাহা জৈবজ্ঞানের নিকট পরমাশ্চর্য্যকর শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে হইলেও তাহার দ্বারা আত্মবৃত্তির সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে না—প্রকৃতপক্ষে আত্মার সাম্যলাভ হইতে পারে না—(ভাঃ ১।৬।৩৬)

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

মুকুন্দ-সেবাদ্বারাই আত্মা সাম্যতা লাভ করেন। কীর্ত্তনমুখেই ব্যাসপূজার যোগ্যতা লাভ হয়—প্রকৃত ভূতশুদ্ধি হয়। তাই—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো অভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥"

—ভাঃ ১।২।১৭

—যাঁহার নাম শ্রবণকীর্ত্তন পরম পাবন, এবম্বিধ সাধুদিগের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণ-শ্রবণকারি মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়ে পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥

—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্নব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন।

শ্রীহরি স্বীয়কৃত দাস্যসখ্যাদি ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের কামক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন। জ্ঞান, যোগ, তপ আদিতে সকলের অধিকার নাই। আবার যে অল্প সংখ্যক লোকের অধিকার আছে, তাহাদেরও ঐ সকল পন্থা দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল হইতে পারে না। যেরূপ দ্রব্যান্তর মিশ্রণের দ্বারা কুম্ভস্থিত জলের উপরিভাগ নির্ম্মল দেখাইলেও তাহার তলদেশে মলারাশি জমিয়া থাকে এবং কিঞ্চিৎ বিচলনে পুনরায় ঐ তলসঞ্চিত মলার সহিত জল মিশ্রিত হইয়া পড়ে, জ্ঞান, যোগ, তপাদি চেষ্টার দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিবার প্রয়াসও তদ্রূপ। আবার যেরূপ শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদীর তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে অনর্থরাশি বিদূরিত ও আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়; সুতরাং শ্রৌতপন্থায় শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে ও সঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণমুখে যে আমাদের ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার দ্বারাই ব্যাসপূজার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। ইহারই নাম দীক্ষা—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধাভিধেয়াচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর প্রতি উপদেশচ্ছলে জগতে এইরূপ ভূতশুদ্ধি বা দীক্ষার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কাল কলি। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন—

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটি-রুদ্ধঃ।"

কলি শব্দের অর্থ বিবাদ বা তর্ক। এই যুগে তর্ক পন্থারই আদর। শ্রুত্যুক্ত শ্রৌত পন্থার আদর নাই। শ্রুতির "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া (কঠ ১।২।৯· শ্রীব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১) বা মহাভারতের—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ" (মঃ ভাঃ ভীঃ পঃ ৫।২২) প্রভৃতি বাক্যের অনাদর করিয়া অক্ষজজ্ঞানে অধোক্ষজবস্তুকে মাপিবার প্রয়াস, অচিন্ত্য বস্তুতে তর্কের যোজনা প্রভৃতি চেষ্টাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তর্ক পন্থাই জীবের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান—গুরু অপরাধ। ইহার ন্যায় দুর্ব্বস্থা আর কিছুই নাই। অনাদিবহির্ম্মুখতার চরম সীমায় উপনীত হইলেই এইরূপ অচিন্ত্যবস্তুতে তর্ক-যোজনার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ গুরুতর অপরাধে—অনাদি বহির্ম্মুখতার চরম আদর্শে যখন জীব উপনীত হইল, তখনই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে আগমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে ভীষণতম পাপ হইতে থাকিলে যেমন রাজা নিম্নকর্ম্মচারিগণের উপর শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া আর রাজসিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারেন না, স্বয়ং সেই পাপনাট্যস্থলে আসিয়া শাস্তিবিধানের প্রযত্ন করেন, তদ্রূপ ভগবান্ও কলিহতজীবকে ব্যাসপূজা বা শ্রৌত-পন্থার মর্য্যাদা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দের সহিত গৌড়দেশের পূর্ব্ব শৈলে উদিত হইলেন। যুগপৎ সূর্য্যচন্দ্র সদৃশ দুই ভাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা বা কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক যাবতীয় অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন এবং ঐ দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার করাইয়া তদ্দ্বারা জীবকে ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক জীবের নিষ্কপট-প্রেমে বশ হইলেন। তাই শ্রীব্যাসদেব গাহিয়াছেন-

"কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥
ভাঃ ১।৩।৪৩

অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিকালে তত্ত্বদর্শনাক্ষম অজ্ঞানান্ধ লোক-দিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

—ইহার দ্বারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসপূজার মর্য্যাদাও দেখাইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে

শিখান না যায়॥” প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা আমরা সত্যসত্যই শ্রীগৌরসুন্দরের সমগ্র লীলা মধ্যে জলন্তভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চ-লীলাভিনয়টী ভাগবতগ্রন্থোক্ত বাক্যের অভিনয় মাত্র অর্থাৎ ভাগবতে যে সকল কথা অক্ষরাত্মকরূপে বিরাজিত, শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় তাহাই অভিনীত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রীতিভরে কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বিষয়ের সেবা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বিষয় হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাহা জগতে দেখাইলেন। এরূপ দেখাইবার কারণ এই যে, জীবগণ আশ্রয়তত্ত্ব। দ্বাপরযুগের বিষয়ের লীলার মর্ম্ম বুঝিবার তাঁদের সামর্থ্য হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলামধ্যে আমরা ভাগবত-লীলাভিনয়টী সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই। তিনি একদিকে যেমন বিধির পরমোপদেষ্টা-লীলা দেখাইয়াছেন, আবার অপর দিকে তেমনই অনুরাগের চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অজ্ঞান-কর্ম্ম-সঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার জন্য অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে গয়াশ্রাদ্ধাদির প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা লব্ধদীক্ষব্যক্তিগণকে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধ বা পরম-নির্ব্বাণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালীলাভিনয় করিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মকাণ্ডীয় গয়াশ্রাদ্ধ এবং বিপ্রপাদোদক-পানলীলাদি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী পাদের নিকট দীক্ষা লীলাভিনয় দেখাইয়া তিনি ঐ সকল কথা যে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের দ্বারা দীক্ষিত গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান দেখাইয়াছেন এবং আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর দ্বারা ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করাইয়া বৈষ্ণবের পক্ষে রাক্ষস-শ্রাদ্ধ-বিধির হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা নবদ্বীপের কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের নিকট হরিকথা প্রচার করাইয়া কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিই যে একমাত্র গুরু, তাঁহাতে জাতি কুলাদির-বিচার অপরাধের সেতু—তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা ঠাকুর উদ্ধারণের প্রতি কৃপা-লীলা দেখাইয়া এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে উদ্ধারণের হস্ত-পাচিত অন্ন ভোজন করাইয়া সদ্গুরুর ও বিদ্বসাধী শিষ্যের মধ্যে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা শিষ্যকে নীচ শূদ্র রাখিয়া নিজেরা গুরু বা পতিতপাবন হইতে চান, তাঁহারা বঞ্চক মাত্র এবং তাঁহাদের শিষ্যব্রুবগণও বঞ্চিত—ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আবার শ্রীসনাতনরূপের দ্বারা গ্রন্থাদি লেখাইয়া বৈষ্ণবগুরু ও আচার্য্যবর্গের প্রতি প্রাকৃত অজ্ঞ বিচারের হস্ত হইতে জীবগণকে নির্ম্মুক্ত হইতে বলিয়াছেন। আবার ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা দ্বারা মর্কট-বেষোপজীবী ফল্গুবৈরাগিকুলকে শাসন করিয়াছেন—

> “অসৎ সঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
> স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥”

প্রভৃতি বিধিবাক্যের দ্বারা বৈষ্ণব-সদাচার নিরূপণ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রচার মধ্যে আমরা দুইটী দিক দেখিতে পাই। একটী ‘Esoteric aspect’ বা অন্তরুদ্দেশ্য, আর একটী ‘Exoteric aspect’ বা বহিরুদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালে প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদর্শের সম্পূর্ণ ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে; ইহা কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত নহে। অর্থের লোভে, হাটে বাজারে রসগানের ছড়াছড়ি, রাস্তায় ঘাটে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠক ও বক্তা অপ্রাকৃত লীলাবলিকে কাব্য নাটকের অন্যতমরূপে জগতে প্রচার করিতেছেন। শুকাদি আত্মারাম মুনিগণের কীর্ত্তন ও শ্রবণযোগ্য রাসাদি লীলাকে প্রাকৃত পণ্যদ্রব্যের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কখনই শ্রীগৌর-সুন্দর বা গোস্বামিবর্গের অনুমোদিত নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরুদ্দেশ্য মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-আশ্রয় কিরূপে পরমপ্রীতিভরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বিষয়ের সেবা করিবেন, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। চিদ্বিলাসরসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থাটী অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের জানা ছিল না। জগতে কর্ম্মজ্ঞানাদির কথা ও ঐশ্বর্য্যমার্গের কথাই প্রচলিত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দাবস্থাটী কি, তাহাই

জানাইলেন। তাঁহার প্রচার জীবের অবিদ্যাধ্বংশ করিবার চেষ্টা মাত্র নহে। সমগ্র জীবকে আনন্দের আনুগত্যে— হ্লাদিনীর আকর্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্মের ন্যায় পরম উদার ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আর নাই। উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র যে সকল কথা আভাস ও বিন্দুরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর সাগররূপে প্রবাহিত করিলেন। তিনি শ্রীব্যাসের একনিষ্ঠানুগত্য প্রচার করিবার জন্য বলিলেন,—

ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ভগবান্ ব্যাসই অবগত আছেন। স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যমেঘদ্বারা ব্যাসসূত্রের নির্ম্মলপ্রভা আচ্ছাদিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীব্যাসদেব যে, নিজ সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যটী স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ গ্রন্থ। তিনি আরও বলিলেন যে, সর্ব্ববেদ-'প্রতিপাদ্য' মহাবাক্য প্রণবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক বাক্যগুলিকে মহাবাক্য বলিলে প্রকৃতপক্ষে ব্যাসানুগত্য হয় না। প্রণবই মহাবাক্য। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে প্রকাশিত, গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবৃত। সেই চতুঃশ্লোকী ভগবান্ ব্রহ্মার সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে শ্রৌতপারম্পর্য্যে শ্রীনারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে মধ্বমুনি, এইরূপভাবে ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজা চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই— —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণ-শক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র পরমাণে॥"

কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত জগতে অপরে কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে পারেন না। **গৌরশক্তি** ব্যতীতও তদ্রূপ অপরে শ্রীগৌরসুন্দর আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা প্রচার করিতে অসমর্থ। ঠাকুর হরিদাসের নামপ্রচারচেষ্টা দেখিয়া যেরূপ জনৈক ঢঙ্গবিপ্রের মাৎসর্য্যমূলে কেবল বৃথা অভিনয় করিবার প্রয়াস মাত্র হইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমানের প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলঠাকুরভক্তিবিনোদ ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলআচার্য্যদেব প্রমুখ গৌরশক্তিবর্গের প্রচার চেষ্টা দেখিয়া যে ঢঙ্গবিপ্রের ন্যায় অনুকরণ চেষ্টা হইতেছে, তদ্দ্বারা জগতের কিছু শুভোদয় হইতে পারে না। ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত বিরোচন যেরূপ দেহাত্মবাদকেই প্রজাপতির মনোহভীষ্ট বলিয়া জগতে প্রচারদ্বারা অনর্থরাশি বৃদ্ধি করাইয়াছিল, প্রাকৃত সাহজিকগণের চেষ্টাও তদ্রূপই। শ্রীগৌরশক্তিগণই নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন, করেন ও করিবেন। তাঁহারাই চৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক রূপানুগবর। আচার্য্য শ্রীলজীব প্রভৃতি চৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারিগণই রূপানুগ। ঠাকুর নরোত্তম, প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই গৌরশক্তি ও চৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক রূপানুগ। মদীয় আচার্য্যদেব সেই গৌরশক্তিস্বরূপ, রূপানুগবর, চৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচারক। আজ ব্যাসপূজার দিনে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির এমন কি আছে, যদ্দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিতে সাহসী হইতে পারি। তবে যে পরদুঃখদুঃখী প্রভু আমার, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এই সকল সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাইয়াছেন, আমাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে আজ আনন্দাশ্রু সেচন ব্যতীত অন্য কিছু অর্ঘ্য দেখিতে পাইতেছি না, আত্মনিক্ষেপ ব্যতীত অন্য কোন কুসুমাঞ্জলিও আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে না। অদোষদর্শী প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে সেই ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন, আমাকে ব্যাসপূজায় অধিকার দিউন,—আমি সকলের নিকট ইহাই প্রার্থনা জানাইতেছি।

গৌড়ীয়-সেবকবৃন্দের
উচ্ছিষ্ট-ভোজনাভিলাষী
জনৈক বরাক।

———

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরের প্রকট উৎসবে

সত্যগাথা

[১]

আসুর ভাবের মহা প্রলয়-প্লাবনে
ভাসিছে ভারত পুনঃ, কালের শাসনে !
অশনে বসনে আচরণে অনিবার
স্বধর্ম্ম সহজ সবে করি' পরিহার,
স্বেচ্ছাচার-বশে সুখ-আশে বিচঞ্চল
ধাইছে, অনলে যথা পতঙ্গ সকল !
সুরা-স্থনা-স্বর্ণ-আদি কলির আশ্রয়
হইতেছে সর্ব্বময় বিশ্ব করি জয় ॥
জলন্ত অনল-শিখা-সম শুষ্ক বনে
সবারে করিয়া গ্রাস, বিপুল বিক্রমে
বাড়িছে অধর্ম্ম বল কাল-সহচর ;
ছদ্মবেশে শত শত আরও ভয়ঙ্কর ॥
অনুচরগণ সেই, ঘের দুর্নিবার,
করিছে সর্ব্বত্র কিবা অনর্থ বিস্তার !
ব্যভিচার অবিচার অত্যাচার শত
তাণ্ডবে করিছে নৃত্য ভরিয়া জগত !

[২]

কি দুর্দ্দিন সমাগত ! হেন দুঃসময়,
কে তুমি মানবে মহাজন মহাশয়,
হইয়া উদয় আজি, জীবের কল্যাণে
ধরেছ অমোঘ অসি অসুর-সংগ্রামে !
সম্মিলিত সৈন্যগ্রামে স্ব-ধর্ম্মে উর্জ্জিত,
সুসজ্জিত বৈষ্ণবাস্ত্রে, অভীত, অজিত,
স্তম্ভিত করিয়া লোকে, পলকে অক্ষয়
অব্যর্থ আয়ুধে, দস্যু করিতেছ জয় !
সভয় অসুর-সৈন্য অধর্ম্ম-আশ্রিত
দূরগত, গুপ্ত অস্ত্রে বৃথা বিড়ম্বিত,
করিতেছে প্রাণরক্ষা প্রয়াস কেবল,
বৈকুণ্ঠ-বৈভবে তব হইয়া বিহ্বল !
প্লাবিল ভূতল, ঘন তব জয়-ধ্বনি
বাজিছে দুর্জ্জন-বক্ষে জলন্ত অশনি !

[৩]

না হ'তে অতীত বর্ষ সার্দ্ধ চারিশত,
সাঙ্গোপাঙ্গ যুগধর্ম্ম রক্ষায় আগত
অপ্রকটে পরতত্ত্ব-প্রভুর আমার,
দেখিতে দেখিতে অহো, কি মহা বিকার,
মেঘের সঞ্চার কাল-বৈশাখীর যেন,
করিল আবৃত পর-ধর্ম্মাকাশ হেন !
মোহান্ধনয়নে তাহে সত্য সে পরম
নিরস্তকুহক নিত্য, সহস্র-কিরণ,
হইল অদৃশ্য ; শত উৎপাত উত্থিত
বিপথে বিপন্ন পান্থে করিল চালিত !
বিধাতা-প্রেরিত প্রভঞ্জনরূপে ক্ষণে
হইয়া প্রকাশ তুমি তাহাতে সগণে,
করি' মেঘমুক্ত সনাতন-ধর্ম্মাকাশ
সত্য সে পরম পুনঃ করিলে প্রকাশ !

[৪]

হইল নিরাস বিঘ্ন, বিভীষিকা শত।
'আত্মসম্ভাবিত' ধর্ম্মধ্বজিগণ যত
সঙ্কোচিত। হর্ষিত শুদ্ধহরিজন
হেরি' রুদ্ধ ভক্তিপথ নির্ম্মল এখন,
ভূতল গগন পূর্ণ করি সমস্বরে
সদানন্দে আজি তব জয় গান করে !
মোহান্ধ জীবের তরে কি মহা-মঙ্গল
আসিলে আনন্দময়, তুমি মহীতলে !
কাম-পঙ্ক-মলে ম্লান কি অমূল্য মণি
করিলে নির্ম্মল হেন উজলি অবনী !
কে নহে আজি গো ঋণী তোমার চরণে ?
জ্ঞানাঞ্জনে কি দর্শন দিলে অন্ধজনে !
জীয়াইলে জীবন্মৃতে কি অমৃতে পুনঃ !
কোটি কণ্ঠে আজি তব কে গাহিবে গুণ ?

[৫]

"গৌড়ীয়" তোমার আজ গৌরবে পরম,
অজিতা বৈষ্ণবী শক্তি করিয়া ধারণ,

বিমুখ-মোহিনী মায়াশক্তি নিরসনে
সফল সম্মুখ যুদ্ধে, উজ্জ্বল ভুবনে !
ছিন্ন ভিন্ন ক্ষণে কুসিদ্ধান্ত মোহ-জাল
পাষণ্ড-বিজ্ঞান তা'র কৃপাণে করাল !
নাশিয়া দুষ্টের গর্ব্ব সর্ব্বনাশ-হেতু,
অম্বরে তাহার ওই দীপ্ত জয়-কেতু,
করিছে ঘোষণা সদা মহামেঘ-স্বরে—
"সত্যের বিজয় স্বতঃসিদ্ধ চরাচরে !'
রাজ অট্টালিকা হ'তে দরিদ্র কুটিরে,
সেই আজি বহি শুদ্ধ হরিকথা শিরে,
কুরস-কলুষ-বিষ বিকার নাশিয়া
বাঁচাইছে আর্ত্তজনে মহামৃত দিয়া !
ধরিয়া সুদৃঢ় সুবিচার-সম্মার্জ্জনী,
করিছে সংহার সাধু সাহিত্যের গ্লানি !

[৬]

গৌড়ীয় ভাষায় সর্ব্ব সম্পদে অতুল
সুসজ্জিত **"ভাগবত"** আজি সুবিপুল,
তোমারি কৃপায়, কি বিরাট আয়োজনে,
সুলভ সকলে, শোভে ভবনে ভবনে !
ভাগবতামৃত-পানে পিপাসিত জন
কৃতার্থ, তোমার জয় ঘোষে অনুক্ষণ !
অমূল্য রতন নিত্য ভক্ত-কণ্ঠ-মণি
ভাগবত-সিন্ধু-সার অমৃতের খনি—
"চৈতন্যচরিতামৃত" উদিত আবার
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-রূপে বিপুল আকার !
"অনুভাষ্য" অনুপম তাহাতে সফল
তোমারি কৃপার দান—কি নিধি নির্ম্মল !
কৈতব-কুহক-মুগ্ধ মানবে বঞ্চিত
দিলে গুপ্ত ধন কিবা করি উদ্ঘাটিত !

[৭]

ছাই ভস্ম ল'য়ে মত্ত ছিল এত দিন
বণিকের বঞ্চনায় সবে দীন হীন।
কাঞ্চন বলিয়া কাচে করিয়া আদর
ধরিল তাহাই বক্ষে ভ্রান্ত নারী-নর।
সুধা-বোধে বিষপান করি অবিরত,
করিল কেবল মুক্ত মরণের পথ !

সাধু সত্যব্রত তুমি, কোন্ শুভক্ষণে,
অনুসরি মহাজন-পন্থা প্রাণপণে,
মিথ্যার কুহক সেই করিলে সংহার,
দেখা'লে পরম তত্ত্ব সত্য সারাৎসার !
দলিয়া অপার বিঘ্ন-রাশি পদে পদে,
করিলে সুলভ দেব-দুর্ল্লভ সম্পদে !
গাহিছে সংসার আজি মহিমা তোমার,
গৌর-নিজ-জন তুমি ভবে অবতার !

[৮]

প্রকট উৎসবে　　তব, আজি সবে
　　সুযোগ্য সেবকগণ,
কত আয়োজনে,　　তোমার চরণে,
　　করে পুষ্প বরিষণ !
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া,　　তোমার হইয়া,
　　গুরুসেবা-মহাব্রত
লয়েছে সকলে,　　আদর্শ ভূতলে
　　জিতকাম মহারথ !
কি কথা তাঁদের ?—　　এই কাঙ্গালের
　　কি আছে সম্বল ধন !
প্রাণ দিয়ে গাঁথা　　এই সত্যগাথা
　　করি আমি নিবেদন।
দীন "কৃষ্ণামৃত"　　তব কৃপাশ্রিত,
　　নিজগুণে কৃপা করি,
কর অঙ্গীকার　　ক্ষুদ্র পূজা তার,
　　হই ধন্য দেহ ধরি !

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্দ্ধমান।

আচার্য্যপ্রবর অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-বাসরে—

ভক্ত্যর্ঘ্য

শুক্লতিথি আচার্য্যের প্রকট-বাসর,
পার্ষদ ভক্তগণ আনন্দে বিভোর,

হরি-সেবা-পরায়ণ
নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ
বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা ল'য়ে
পরমার্থ শিক্ষা দিয়ে
বিষ্ণুপাদ ব্যাসপূজার কৈল আয়োজন।
হরিনামে মত্ত যত রূপানুগ জন॥

(২)

ক্লেশের আকর ভূমি সংসার আলয়,
তরাইতে বদ্ধজীবে হইয়া সদয়,
কৃষ্ণ তাহে কৃপাকরি
ধরাধামে অবতরি
যুগধর্ম্ম অনুসারি
লোক-শিক্ষা দান করি
নিজ জনে গুরুরূপে দিল পাঠাইয়া।
নিত্য শুদ্ধ নাম-প্রেম প্রচার লাগিয়া॥

(৩)

মায়াবাদ, মনোধর্ম্ম করিতে বিনাশ।
সহজিয়া অপধর্ম্ম করিতে নিরাস॥
নানা ব্যভিচার পূর্ণ
বিপন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্ম
এমন দুর্দ্দিনে নিত্য
স্থাপন করিতে সত্য
গৌড় দেশে অবতীর্ণ গৌরাঙ্গের জন।
অধোক্ষজ কৃষ্ণভক্তি করিতে স্থাপন॥

(৪)

শত শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া,
কুসিদ্ধান্ত দুষ্টমত খণ্ডন করিয়া,
কৃষ্ণ-সেবা পরধর্ম্ম
জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম
বেদান্তের ভাষ্য তত্ত্ব
ভাগবত শাস্ত্র-অর্থ
প্রচার করিলে সত্য জগজন মাঝে।
পাষণ্ডী পড়ুয়াধম কিছু নাহি বুঝে॥

(৫)

মুকুন্দের শ্রেষ্ঠ তুমি ভকত-বৎসল,
প্রচারিছ আত্মধর্ম্ম শুদ্ধ সুনির্ম্মল,
তোমার চরণ ছায়
এভব তরিয়া যায়
পতিত অধম কত
ছাড়ি' ভুক্তি মুক্তি পথ
কত শত অভাজন ছাড়িয়া অনর্থ।
ভক্তিবীজ লাভ করি হইল কৃতার্থ॥

(৬)

অদোষদরশি প্রভো পতিত-উদ্ধার,
জগত তারিতে দেব তব অবতার,
আপনি আচরি ধর্ম্ম
লোকেরে শিখায়ে কর্ম্ম
নানা স্থানে মঠ স্থাপি
"শ্রীগৌড়ীয়" পরকাশি
যত চেষ্টা তব প্রভু তারিতে পামর।
পরম দয়াল তুমি করুণা-সাগর॥

(৭)

গৌড় দেশে অবতীর্ণ যত ভক্তগণ,
তাঁদের বিহারস্থলী তীর্থ অগণন,
গৌড়ভূমি-পরিক্রমা
সঙ্গে করি ভক্ত নানা
আশ্চর্য্য অদ্ভুত লীলা
ভক্ত মাঝে প্রকাশিলা
লুপ্ত তীর্থ মন্দিরাদি বিগ্রহ-সেবন।
পুণ্য চরিত কীর্ত্তি করিলে স্থাপন॥

(৮)

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন,
তোমার হৃদয়ে বসে যথা বৃন্দাবন,
তোমার স্মরণে হয়
অবিদ্যা বন্ধন ক্ষয়
নিত্যানন্দ অবতংস
চিদ্বিলাস পরমহংস
আচার্য্য প্রবর শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী
লও প্রভু ভক্তি অর্ঘ্য দাসের মিনতি॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণ-রেণু-ভিখারী
বরাক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের
দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকটমহামহোৎসব উপলক্ষে
গুরুপ্রশস্তি

(১)

জয় জয় গুরুদেব প্রভু দয়াময়।
তারিতে পতিত জন তোমার উদয়॥
কে আছে পতিত আর যে র মত দুরাচার?
যাচি করযোড়ে তাই চরণে আশ্রয়।
সেবি পদ হই ধন্য, বাঞ্ছা অতিশয়॥

(২)

প্রবল বিক্রমে যবে ল'য়ে দলবল।
অধর্ম্মে ছাইল কলি এই ধরাতল॥
পাষণ্ডী পাতকী যত, যমদণ্ড্য গৃহব্রত,
বৈষ্ণবের ভদ্রবেশে পুষ্পে কীট সম।
ব্যভিচারে ধর্ম্মে গ্লানি আনিল বিষম॥

(৩)

দুর্দ্দিনে এমন প্রভো তুমি কৃপা করি'।
নাশিলে সে ব্যভিচার যোগ্য দণ্ড ধরি'॥
প্রচারিতে সত্য ধর্ম্ম, বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম
আবির্ভূত হ'লে আসি' বৈষ্ণবের ঘরে।
আশৈশব কৃষ্ণনাম লইয়া অধরে॥

(৪)

আপনি আচরি ধর্ম্ম করিলে প্রচার।
পালিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য আকুমার॥
জীবের মঙ্গল তরে, ত্রিদণ্ড লইলে করে,
দেখা'লে পারমহংস্য বৈষ্ণবতা সার।
দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করিলে বিচার॥

(৫)

সপার্ষদ দীনভাবে গিয়া দ্বারে দ্বারে।
আচণ্ডালে হরিনাম বিলা'লে সবারে॥
সংকীর্ত্তনে, বক্তৃতায়, গ্রন্থপাঠে রচনায়,
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা শিখালে সতত।
সর্ব্বস্ব করিয়া দান ল'য়ে সেবাব্রত॥

(৬)

জীবমাত্রে কৃষ্ণদাস স্বরূপ সবার।
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক দিব্যজ্ঞান পরিবার॥
বৈষ্ণবগুরুর-শিষ্য অব্রাহ্মণ নহে শোচ্য
শাস্ত্রের প্রমাণ শত দেখাইলে সার।
বর্ণাতীত বৈষ্ণব সে বন্দ্য সবাকার॥

(৭)

"সজ্জন-তোষণী" তব "গৌড়ীয়" পত্রিকা।
কদর্থ-কুটীল-বন-বিনাশ-কর্ত্তৃকা॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, নবদ্বীপ আদি তুমি,
করাইলে পরিক্রমা পরম কৃপায়।
জীবহিতে কত কার্য্য করিলে ধরায়॥

(৮)

আচার্য্য ঠাকুর তুমি কৃপা-পারাবার।
দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষাবসানে আবার॥
খণ্ডকাল অনুক্রমে, অযোগ্য সেবকগণে
আবির্ভাব-মহোৎসবে আনন্দে অপার।
পূজে পাদপদ্ম তব দিয়া পুষ্প ভার॥

(৯)

বাসবাদি দেবগণ জানে না যাঁহারে।
তোমার মহিমা গুরো, গাহিতে কে পারে॥
করি দণ্ডবৎ নতি পদে, মোরা দীন অতি,
যাচিছে কাতরে, নিজগুণে কৃপা কর।
দাও সেবা জন্ম জন্ম পদ শিরে ধর॥
আশ্রিত চরণে মোরা অবোধ অধর॥

শ্রীচরণসেবাভিখারী

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীব্যাস-পূজায় অভিভাষণ

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত-শক্তির বিভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে শক্তিসমূহ অন্তর্নিহিত আছে। শক্তিমানের চেতনশক্তিতে যে নিজত্ব আছে তদ্বিপরীত তাঁহার অচিচ্ছক্তিতে সেই বৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিভাব বিরাজমান। ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তিতে কেবল-চেতন বা চিন্মাত্র অবস্থিত; তাঁহার তদ্বিপরীত শক্তিতে কেবল-অচিৎ অর্থাৎ গুণত্রয় অবস্থিত। উহাই বহিরঙ্গা-শক্তির বৃত্তিত্রয়। ভগবানের দ্বিবিধ অঙ্গের অন্তরালে তট-প্রদেশে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাতে জীবত্বের উপাদান নিহিত আছে। জীবগণ—পরিমিত ও অসংখ্য, আবার তাহারাই একতাৎপর্য্যপর ও চিন্ময়। জীবের সহিত অচিচ্ছক্তির বৃত্তিত্রয় ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণোত্থ সংখ্যাগত বহুত্ব ও বস্তুবিশেষের চতুষ্পার্শ্ব তাহাদের বৈশিষ্ট্য-সাধনের সহায়। অচিচ্ছক্তির পরিণামের পরিচয়-সাম্যে আমরা জীবে অসংখ্যত্ব ও অণুচিদ্ধর্ম্ম লক্ষ্য করি। বহিরঙ্গা-শক্তিধর্ম্ম তটস্থা-শক্তিধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যে জীবত্বে নাই,—এরূপ নহে। চিচ্ছক্তিবৃত্তি জ্ঞাতৃত্ব, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও অনুভবিতৃত্ব তটস্থা-শক্তিতেও বর্ত্তমান। এই জীব স্বরূপতঃ অণুচিৎ হইলেও অসংখ্য ও ত্রিগুণের সহিত ন্যূনাধিক মিলন-প্রয়াসী।

জীব অণুচিৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে অন্তরঙ্গা-শক্তির বৃত্তিত্রয় বহির্জ্জগতে অসংযত ও অবৈধভাবে গুণত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিকার-যোগ্য। বহিরঙ্গা-শক্তির দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইবার যোগ্যতায় অণুচিদ্ধর্ম্ম আশ্রিত, এজন্য অণুচেতন জীব গুণমায়া ও ভক্তিযোগমায়ার ভূমিকাদ্বয়ে বিচরণশীল। অণুচেতন জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি সম্বিদাশ্রিতা; তাঁহার জ্ঞাতৃত্বের অস্মিতায় নশ্বর প্রাপঞ্চিক অচিচ্ছক্তি-পরিণতিতে সম্বিদ্‌বৃত্তির পরিচালনে তিনি জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত। যে-সময়ে তাঁহার নিজ-জ্ঞাতৃত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তখনই তিনি নিশ্চেষ্ট ও তটস্থধর্ম্মে অবস্থান করেন। ভগবানের অচিৎ আধার আকাশে স্বীয় স্থূল অস্তিত্বের জ্ঞাতৃত্ব পরিচালন করিয়া ইন্দ্রিয়সাহায্যে বহির্বস্তুর ভোগরূপ জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম সময়বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে তিনি যে-সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে বলে। কর্ম্ম—অণুচিতের অনাদিধর্ম্ম, নশ্বর ভূমিকায় পরিচ হইবার যোগ্যতা-হেতু বিনাশ-যোগ্য। কর্ম্মপ্রবৃত্ত কর্ত্তা বৈ গুণত্রয়ের অভিমানে স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া ফে সত্ত্বগুণাবলম্বনে তিনি স্ব-রূপের কিছু পরিচয় পাইলেও নশ্বর তমোগুণমিশ্রভাবের অনুভূতিক্রমে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম ক সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তা রজস্তমোবৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয়তার জন্য হন না, তখনই তিনি সৎকর্ম্মনিপুণ সাত্ত্বিকভাবে প্রতি বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই সেবকের স্বরূপানুভূতি হয়। কোন্ সেবা করিতে তাঁহার নিত্যা বৃত্তি বর্ত্তমানা, তদনুসন্ধান- তিনি শক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানবান্ হন। সমগ্র জগতে ভোগপ্রবৃত্তি নিরস্ত হইয়া নিত্যভোক্তা ভগ সেবোপকরণরূপে স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করেন। রজস্তমে গুণী হইয়া সত্ত্বের ন্যূনাধিক বিলোপ-সাধনফলে ভগবৎসেবা-বিমুখিনী-বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তখনই নশ্বর বস্তুর সেবা তাঁহাকে ভগবৎসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত আবৃত করে। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, অনু ও ইচ্ছার সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া মিশ্র-গুণজাত ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থাতেই তাঁহার ক বিচরণ। জড়-ভোক্তার অভিমানে তিনি আপনাকে না জানিয়া 'স্থূল ও সূক্ষ্ম 'দেহদ্বয়'কেই 'দেহী' বলিয়া ধারণা ক যাঁহারা এরূপ বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত, তাঁহারাই ফলভোগ প্রচারক পূর্ব্বমীমাংসকের কর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলনের ইন্ধনস্বরূপ পড়েন এবং স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণ-বিচার বিস্মৃত হন। ফল বাদী কর্ম্মিসম্প্রদায় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে প্রাকৃত নশ্বরবস্তুর সেবায় যে-কালে জীব বিশুদ্ধসত্ত্বের আধারে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই কর্ম্মপথের অকর্ম্মণ্যতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অসম্পূর্ণতা বা ক্ষণ প্রভৃতি অবর ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময়ে অচিচ্ছক্তির অনুপাদেয় করাল দংষ্ট্রে পিষ্ট হইবার যোগ আদর করেন না। অণুচেতন জীব বাহ্যজগতে অচিদ্‌বস্তুর প্রবৃত্তি পরিহার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে স ব্রহ্মানুসন্ধান-কার্য্যকে আদর করেন, ইহাই জীবের অবিদ্যা-স্বরূপোদ্বোধিকা বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই জীব অণুচেতনের 'ভোগ্য'ভাব হইতে পৃথক্ হইবার আয়োজন ক

অণুচিৎ জীব গুণত্রয়-রাজ্যের অবরতা লক্ষ্য করিয়া ব অখণ্ড কালের করাল-কবলে বিলীন হইবার ইচ্ছা পোষণ ক

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের হস্ত হইতে বিমুক্তিবাসনাক্রমে চেতনের অনুভূতি-রাহিত্যই তখন তাঁহার মৃগ্য হইয়া উঠে। আবার, কেহ কেহ অনুভূতি রাহিত্যে অচিন্মাত্রাবস্থিতিকেই চিন্মাত্রাবস্থিতি বলিয়া বিবর্ত্তান্তর গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনকে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত হইতেই অণুচিৎ জীবের মুক্তিপিপাসা। সুতরাং কর্ম্মপন্থী ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, উভয়েই আরোহবাদী। একজন 'ভোগী' ও অপরজন 'ত্যাগী' নামে সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। উভয়েরই অণুচিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার লক্ষ্য করিতে না পারিলে অবিদ্যাগ্রস্ত জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে 'বিষভাণ্ড' বলিয়া বুঝিতে পারেন না। স্বিচ্ছক্তির অপব্যবহার ক্রমে ঐ ভোগী ও ত্যাগী ফল্গু কর্ম্ম ও বৈরাগ্যকেই বহুমানন করিতে থাকেন। যে-কাল পর্য্যন্ত তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমমাধুর্য্যময় ঔদার্য্যবিগ্রহের সৌন্দর্য্য দর্শনে আকৃষ্ট না হন, তৎকালাবধি বিষয়-বিষ্ঠার ভোক্তা, অথবা, ভোগ-ত্যাগ-রূপ নিরস্তেন্দ্রিয়তর্পণকেই 'আদর্শ' বলিয়া মনে করেন। কালক্ষোভ্য 'বুভুক্ষা' ও 'মুমুক্ষা,'—'ভোগ' ও 'ত্যক্তভোগ' মুক্তিতে পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানী, উভয়েরই অনিত্য চেষ্টা থাকে। 'ভুক্তি'-পিশাচী ও 'মুক্তি'-পিশাচী অণুচিজ্জীব শিশু প্রতীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না। নিদ্রার প্রাগবস্থায় যেরূপ সম্পূর্ণ শান্তির লক্ষণ দেখা যায় না, সুষুপ্তিতেই নিবৃত্তিলক্ষণ পরিস্ফুট হয়, তদ্রূপ প্রকৃত মুক্তি অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি না হইলে জীবের আত্মবৃত্তি নিত্যা হরিসেবার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। যে-কালে জীবের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা না হয়, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে 'অস্মিতা' স্থাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অথবা অচিন্মাত্রাবস্থিতিতেই উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মুক্তিকে ও ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রকারভেদ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য বদ্ধজীবের নাই। ভোগমুক্ত জীবের কাল্পনিক শান্তির ধারণা নানাপ্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয়। সুকৃতির অভাব হইতেই জীবের চিদ্ধর্ম্মের এরূপ অসদ্ব্যবহার। স্বতন্ত্রেচ্ছ জীব ভোগৈষণা ও ত্যাগৈষণার পাদতাড়িত হইয়া আরোহ-বাদী থাকাকেই স্বীয় কল্যাণের 'সেতু' বলিয়া মনে করেন। সুকৃতিমান্ বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত জীবের বাসুদেব-দর্শনে উপাধিগত ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তির তাড়না ভোগ করিতে হয় না। তিনি আত্মবৃত্তিতে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণরূপ অস্মিতায় দণ্ডপ্রেচ্ছ হইয়া নিত্যকাল সেবাময় থাকেন। তাঁহাকে 'আরোহ'-বাদিগণ 'অবরোহ' বা 'অবতার'-বাদী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন।

কিন্তু আরোহবাদী স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে তর্কপন্থায় যাহা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা তাঁহার কখনই যে নিত্য স্থাপ্য নহে, একথাও তিনি বুঝিতে পারেন। 'কালে যে তাঁহার স্থাপ্য নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে,'—এই নশ্বর জগতের রীতি সদা অপরিবর্ত্তনীয় শ্রৌতবাদ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। অপটু করণের সাহায্যে জীবের 'বিপ্রলিপ্সা' প্রবৃত্তি হইতে যে 'ভ্রান্তি' অথবা 'প্রমাদ' উপস্থিত হয়, তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" (ভাঃ ১০।১৪।৩) শ্লোকটী আরোহবাদের অনৈপুণ্যই প্রকাশ করিতেছে। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।৩২) "শ্রেয়ঃস্মৃতিং" (ভাঃ ১০।১৪।৪) এবং "তত্তেঽনুকম্পাং" (ভাঃ ১০।১৪।৮) শ্লোকগুলি আরোহবাদীর বক্ষে অমোঘ শেল বিদ্ধ করিতেছে এবং তৎপ্রতিকারার্থ "যমাদিভিঃ" (ভাঃ ১।৬।৩৬) ও "তথা ন তে মাধব" (ভাঃ ১০।২।৩৩) প্রভৃতি শ্লোক ভোগী ও মায়াবাদীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ জড়ীয় অবকাশের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণরূপ কার্য্যকে 'অবতারবাদ' বলা সেবা-বিমুখের ভাগ্যহীনতারই পরিচয় মাত্র। মায়িক রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবদ্বস্তুর অবতরণ বা অবরোহণ ঐ প্রকার নহে। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত অভিজ্ঞতা-বাদী যে সকল ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি-সাহায্যে বাস্তব-সত্যে তর্ক উপস্থাপিত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করেন, তাহাকে বাস্তব-সত্যবাদী বা অবরোহবাদী আদর করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে তাদৃশ সবলাভিমানিগণের দুর্ব্বলতাকে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন।

ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তব-সত্য ব্যতীত অন্ধকারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ-নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহারা শ্রৌতপন্থী; তার্কিক মাত্র নহেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে তাঁহারা সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে অসমর্থ। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যাঁহাদিগকে বাস্তব সত্য হইতে দূরে দাঁড় করাইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বের সন্ধানবিমুখজনগণকে অণুচিৎ ও বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ভক্তগণ, জড়ের সেবক বা 'মায়াবাদী' জানিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রার্থী বা অনুগত হইতে পারেন না।

ভগবৎসেবা-পর অবরোহবাদ বা শ্রৌতপন্থায় চলিতে চলিতে অচিন্ত্যভাবময় অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর নিকট জীব অপরাধী হইয়া সংসারবাসনা-সাগরে নিমজ্জিত হন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশপ্রদানলীলার অভিনয়সূত্রে নিম্নলিখিত কথার অবতারণা করিয়াছেন—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ, পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তা'র মধ্যে স্থাবর জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্, জল-স্থলচর বিভেদ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটিজ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলেই অশান্ত॥"

এই কথার দ্বারা ভক্ত ও ভক্তির সুদুর্লভত্ব প্রদর্শন করিয়া চিদচিৎ-সমন্বয়বাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন, পুনরায়—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুকি' যায় পাতা॥
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম-ফলরস করে আস্বাদন॥
এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

ইহা দ্বারা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী, কল্পিতজ্ঞানীর দল ইহা বুঝিতে না পারিয়া যে বিদ্ধভক্তিতে আদর করেন, তাহা 'শুদ্ধভক্তি' শব্দ-বাচ্য নহে। গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমে সম্প্রতি এই শুদ্ধভক্তির প্রচার ও যাজন কার্য্যে শ্রীগৌর-নিজ-জনগণ নিযুক্ত আছেন। শুদ্ধভক্তির বিরোধী প্রতীপগণ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ।

কি প্রকারে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীরূপানুগত্বে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তগণের আনন্দ বিধান করিবেন এবং শুদ্ধভক্তির চরম তাৎপর্য্য অন্তরঙ্গা ভক্তি যাজন করিবেন, এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারে অক্ষজ-জ্ঞানে নানা প্রকার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। শ্রীগৌর-সুন্দরের বহিরনুষ্ঠানের উপদেশকেই চরম লক্ষ্য জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রতি যে বিদ্বেষ-পোষণ দৃষ্ট হয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্তকৃত্যকে কল্পনাপ্রসূত জানিয়া বহিরনুষ্ঠানের প্রতি যে সমাদর লক্ষিত হয়, তাহাতে কোন সুফল আশা করা যায় না। সাধারণ ভ্রমগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা, যাহা গৌড়ীয় পত্রে ৪র্থবর্ষে ঊন-বিংশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাপঞ্চিক অনর্থাপনোদনের চেষ্টাগুলিতে উদাসীন হইয়া কেহ কেহ সিদ্ধি-প্রাপ্তির ভাণে বিপথগামী হন; আবার, কেহ কেহ অন্তরঙ্গা ভক্তির চেষ্টাগুলিকেও বাহ্যানুষ্ঠানের বিরোধিজ্ঞান করায় শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহযোগেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টের প্রচার সিদ্ধ হয়; আবার, তৎপরিহারেও কেবলা-ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া যায়। এই বৈষম্য অপনোদন করিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বৃত্তবর্ণ-বিচার এবং সুনীতি সংরক্ষণ-পূর্ব্বক প্রকৃত আশ্রমবিচার স্বীয় লীলায় জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রকটিত করিয়াছেন; তিনি ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধির কথাও

অমর্য্যাদা করেন নাই; আবার, তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উপদেশামৃতাদি' প্রয়োগ-গ্রন্থেও উহার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন এবং স্বয়ং দৈব বর্ণ ও দৈব আশ্রমধর্ম্মের সুষ্ঠু বিচার-প্রণালীর দ্বারা অদৈব বর্ণাশ্রমের কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছেন। "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের দ্বারা পরমার্থচ্যুত-জনগণের পরিণতি এবং শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগ-বিচার বুঝাইয়াছেন এবং তৎপ্রতিপক্ষে শ্রীরূপ-গোস্বামীর 'নামাষ্টকে' "যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি" শ্লোকের প্রচারদ্বারা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মফলভোগশূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবৈষ্ণবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও বৈষ্ণবের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃপূজার মধ্যে বৈষম্য দেখাইতে গিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়া-গমনাদি, বিপ্র-পাদোদকসম্মান প্রভৃতি এবং দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলার পরবর্ত্তিকালে সন্ন্যাস-গ্রহণ ও বিষ্ণুসেবায় প্রতিষ্ঠিত জনগণের অদৈব শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। দৈব-বর্ণাশ্রমের অভাবে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণের নিকট দেখাইবার সুযোগও করিয়া দিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীত্রয়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে নানাপ্রকারে দুর্দ্দশা ও পরমার্থ-বাধা প্রদর্শন করাইয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট উহার অকর্ম্মণ্যতা ও পরিহারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। পরমার্থবিমুখ বদ্ধজীব বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত্তের ধুর বহন করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমের পুনঃসংস্থাপন করিবার প্রেরণা দ্বারা বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তসমাজগঠনের সুযোগ দিয়াছেন; আবার, দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহিত অদৈব বর্ণাশ্রমের পরস্পর ভেদ এবং উৎকর্ষাপকর্ষও সকলকেই বুঝিয়া লইবার অবকাশ দিতেছেন।

সত্যযুগে ফেনপ, বৈখানস, বালিখিল্য, সাত্বত প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বৈদিক একায়নশাখীর অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং তদনুগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে পুনঃসংস্থাপন প্রভৃতিও তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠানের উপদেশের অনুকূল। শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শাস্ত্রবচন উদ্ধার করাইয়া তিনি উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করাইয়াছেন।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

বস্তুতঃ পারমার্থিক-জীবনে দৈববর্ণাশ্রমের পুনঃসংস্থাপনরূপ পরমার্থ-প্রচারের বাহ্যানুষ্ঠানও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টের অন্তর্গত। শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়ীয়গণের মধ্যে যাহাতে তাঁহার মনোঽভীষ্ট ভগবৎ-সেবার সুষ্ঠু প্রবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য সদ্ধর্ম্মমূলে নানাবিধ নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবা সাহায্য করেন নাই। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত গৌড়ীয়-মঠের প্রয়াসসমূহও পরমার্থের অনুকূল সমীরণেরই আবাহন মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ, অর্চ্চা-বিগ্রহ, হরিকথা-কীর্ত্তন, সার্ব্বকালিকী হরি-সেবা প্রভৃতিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার কোন প্রকার কুচেষ্টাকে মহাপ্রভু কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার আশ্রিত জনের মধ্যে বেদানুগ-শাস্ত্রে অমিত প্রতিভা-সম্পন্ন বহুশাস্ত্রদর্শীর সমাবেশ হইয়াছিল; আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সেই সকল শাস্ত্রালোচ সাধারণ্যে হীনপ্রভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান-কালে নিজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়গণ পরমার্থ-পথের প্রতিপন্থী নহেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত বাহ্যানুষ্ঠানপর হরিভক্তিবিলাস ও সাধন-ভক্ত্যঙ্গসমূহের পুনরায় সুষ্ঠু প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপদেই লক্ষ্য করিতেছেন। অ-পার সার্থিক সাধারণ বিশ্বাসের অনুগমনে পারমার্থিক অনুষ্ঠানে যে-সকল বাধা হইতেছে, সেইগুলি অপসারণ পূর্ব্বক চিত্তগত ভাবাবলীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবাই সকল সুকৃতিসম্পন্ন গৌড়ীয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য,—ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাধা হইবে না বৈষয়িক কপটতা, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার-জনিত বুদ্ধিবিপর্য্যয়, ইন্দ্রিয় তর্পণৈষণা৷তিশয্যে স্ত্রীসম্বন্ধী পাপাচার, অবৈধ উৎ— জিহ্বা-লাম্প হইতে জাত মানবেতর প্রাণীর মাংস-ভক্ষণ এবং ঈশসেবা-বৈমুখ সংগ্রহের জন্য 'জাতরূপে'র অধিকার পরমার্থ-বিরোধী জীবকুলে মঙ্গলশংসী বলা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই প্রপঞ্চে আগ জনগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে নামনামী অভিন্নজ্ঞানে নাম-ভজন ভগবদ্ভজন। জন্ম, ঐশ্বর্য স্বাধ্যায় ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির গর্ব্বে নিমজ্জিত হই দশ প্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিয়া শ্রীনামসেবা হইতে বঞ্চি হওয়া গৌড়ীয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। অপরাধসঞ্চ ফলে দেহারাম, জনিতৈষণা, লোকসংগ্রহ, বহ্বীশ্বরবাদ উৎকট অবৈধ লোভের আবরণে শ্রীনামভজনে ঔদাসী ও নানাপ্রকার নামগ্রহণ-ছলনারূপ কপটতা কোন গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গলই প্রসব করিতে পারে না, তজ্জন্যই গৌড়ী মঠের সেবকগণ মাদৃশ অনভিজ্ঞের অনুরোধক্রমে জগতে হরির প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আয়োজন করিয়াছে করিতেছেন ও করিবেন। এই সজ্জনদিগের চেষ্টাকে শ্রীগৌ সুন্দরের অনভিপ্রেত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণ আদর করেন না। তাদৃশ ভগবদ্বি

হির্ম্মুখচেষ্টাপর জীবগণ প্রভুর মনোঽভীষ্ট বাহ্যানুষ্ঠানে বাধা দিয়া স্ব স্ব অনর্থময় বিরূপ-নিজাভীষ্ট নির্জ্জনভজনের কল্পিত আদর্শকে বহুমানন করেন এবং তৎফলে তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্ত-কোটী হইতে বিচ্যুত হন মাত্র। তাঁহাদের ভক্তবিদ্বেষ স্বীয় ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্য হইতেই উদ্ভূত। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে আমরা কুলিনগ্রামবাসী শ্রীরামানন্দবসুর শ্রবণাধিকারে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ ভজনৈকপরতাই বিষ্ণুসেবার দ্বার বা বৈষ্ণবের কনিষ্ঠত্ব। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ মধ্যমাধিকারে ভজনের পথে অভিগমন এবং ভজনসমৃদ্ধ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে জীবের নামগ্রহণরূপ কৃষ্ণভজনপ্রয়াসারম্ভ। কেবল নামগ্রহণকার্য্যে শ্রুতনামেরই কীর্ত্তন হয়। নাম কীর্ত্তিত হইলেই অনর্থ অপগত হয়। এখানে 'অনর্থ'শব্দে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাকেই উদ্দেশ করে। ইন্দ্রিয়তর্পণৈষণাই অধোক্ষজ-সেবার প্রধান অন্তরায়, সুতরাং তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ-কার্য্য প্রতিহত হইয়া কৃষ্ণেতর ভোগ্য মায়িক বস্তুরই পশ্চাদনুধাবন-প্রবৃত্তি ঘটায়। বৃন্দাবন-স্মৃতি ও তদ্ধামাবস্থিত লীলায় প্রবেশাধিকার জড়ানুভূতির কৃত্রিম স্মরণের সহিত 'এক' নহে। ভগবানের অন্তরঙ্গা সেবা ও বাহ্য অনুষ্ঠানে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার অযোগ্য। অন্তর্দশায় কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃত্রিম সাধকের অষ্টকালসেবার সহিত 'এক' নহে; আবার বাহ্যানুষ্ঠান ও চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-পরিবর্জ্জনে যে ফল্গু বৈরাগ্য দেখা যায়, তাহাও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট নহে।

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ এই সকল কথার মধ্যে সুপ্রবিষ্ট বলিয়া তাঁহারাই শ্রীরূপানুগ; তাঁহাদের অনুষ্ঠানকে কোন পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা নিজকৃত্যের সহিত 'সম'জ্ঞান করিলেই তাঁহাদের বিদ্বেষ করিয়া 'নারকী' সংজ্ঞালাভের যোগ্য হইবেন; সুতরাং অযোগ্য সুদীন মাদৃশ বরাকের ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের অনুগমনে—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

এই শ্লোকেরই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই।

শ্রীরূপানুগগণের বিরোধিসম্প্রদায় শুদ্ধভক্তগণের যে সকল রাস্তাস্তবিরোধ গান করিয়া গৌর-সেবাবিমুখতার আস্ফালন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজে নিজেই অপরাধফলে প্রেমভক্তি হইতেই বিচ্যুত হইবেন; তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের কুবাক্যসমূহ বা কুচেষ্টাসমূহ শুদ্ধ-সেবকগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের কোন প্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে প্রতিকূলাচরণফলে অভিনব বৈকুণ্ঠের আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবকগণ জানেন। "যে বা মানে, যে না মানে, সব—তাঁর দাস" এই বস্তু-সিদ্ধির কথাটী আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের প্রণালীই রূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারের নিত্য আদর্শ হউক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ গৌড়ীয়-চরণ-সেবাবিমুখ অকিঞ্চন জীবাধম কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বগুরুগণ-সমীপে এই নিবেদন করিতেছে যে, গৌড়ীয়মঠবাসিগণ উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদের অনুগমনে যে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারী শ্রীরূপের নিত্য দাস্য। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম প্রদানই মহাবদান্য শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের জগদ্বাসীকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয়-প্রদান। সেই সেবাই শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং তাহাই 'ব্যাসপূজা'। আজ কত আনন্দের সহিত গৌড়ীয়-মঠবাসীর নব-নবায়মান অভিনব সৌন্দর্য্যময়ী মধুর বাণী শতসহস্রকণ্ঠে জীবের দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত হইতেছে শুনিয়া আমাদেরও শ্রীগৌরদাস্য উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে; আর আমরাও যেন হৃদয়ের সহিত—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥

—এই পরোপকার-সূচক শ্রীচৈতন্যবাণীকে মূলমন্ত্র জানিয়া আমাদিগকে গৌড়ীয়-মঠবাসিগণের নিজগণে গণনাপূর্ব্বক সেই পরমার্থ-পথেই এই প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিচরণ করি। শ্রীগৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত 'ব্যাসপূজা' বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।

——§——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই ফাল্গুন ১৩৩২, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীগৌরজন্মোৎসবে গৌরজন্মস্থলীতে আবাহন

"নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥"

হরি হরি হরি বোল—ভক্তকণ্ঠে উচ্চ রোল
খোল করতাল ধ্বনি সহ।
সুমধুর সুগভীর, উথলিয়া গঙ্গা-নীর,
বহে রঙ্গে পুনঃ শব্দবহ॥

সেই শুভদিন পুনঃ, সেই শুভ ফাল্গুন,
সেই মধু মধুর সঙ্গতি।
সেই অন্তর্দ্বীপ ধাম মায়াপুর অভিরাম
নদীয়ায় প্রভুর বসতি॥

কি আনন্দ আজি তাই! ভূমে ধন্য সেই ঠাঁই,
জাগাইতে সেই স্মৃতি সবে,
গৌর-জন অবহিত, গাহে আবাহন-গীত
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকট-উৎসবে॥

লক্ষ্যহারা হ'য়ে মূলে, লক্ষ শোক দুঃখে ভুলে
গোষ্পদ তুচ্ছ করা ধন।
কে আছ কোথায় ভাই, এসরে এস সবাই,
ল'য়ে সাথে প্রিয় পরিজন॥

পূর্ণিমার শুভক্ষণে, গৌর-জন্ম-নিকেতনে,
শ্রীঅঙ্গনে সেই শচী মা'র।
সেই নিম্ব-তরু-মূলে, যোগপীঠে গঙ্গাকূলে,
যথা সর্ব্বতীর্থ-সমাহার॥

মিলিয়া সজ্জন-সঙ্গে, গৌর-প্রেমোদধি-ভঙ্গে,
ভক্ত্যঙ্গ সাধনে সুবিহিত।
হও সবে পূর্ণকাম, লহ অবারিত দান,
নাম প্রেম প্রসাদ বাঞ্ছিত॥

বদ্ধ লুব্ধকের পাশে, বৃথা বিত্ত আত্মনাশ
সর্ব্বনাশ না করহ কেহ।
সাধু মহাজন-বাণী ধরি শিরে সার মানি,
দাও সত্যে ধন মন দেহ॥

গৌড়ীয়ক্রুব ও গৌড়ীয়

গৌড়ীয়ের সহিত অনেকে গৌড়ীয়ক্রুবের সামঞ্জস্য প্রার্থনা করেন। তাদৃশ সদৃশারোপকার্য্য সম্ভবপর নহে। আসলের সহ মেকি কখনই এক নহে। স্মৃতি বলেন---

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণোভবন্তি
ভ্রষ্টা স্ততোভাগবতা ভবন্তি॥

বেদপাঠের জন্যই উপনয়নসংস্কার। সংস্কৃত হইয়াও ঢঙ্গবিপ্র বেদবিমুখ হন। বেদহীন ঢঙ্গ আপনাকে স্মার্ত্ত মনে করেন। আবার স্মৃতি বুঝিতে না পারিয়া পুরাণ পাঠদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহই ঢঙ্গবিপ্রের কার্য্য হইয়া পড়ে। স্মার্ত্ত ঢঙ্গবৃত্তিক্রমে পঞ্চরাত্রবিরোধী হইলেই পারমার্থিক চত্বারিংশসংস্কারবিশিষ্ট অচ্যুতগোত্রীয় একায়নশাখী এবং দশসংস্কারযুক্ত বহু শাখী ঋষিকুল তাঁহার কল্পিত স্মার্ত্তমতের আদর করেন না। সুতরাং ঢঙ্গবিপ্র ভাগবতজীবী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্রসার হন।

ভাগবতজীবী ঢঙ্গবিপ্র ভাগবতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় মূর্খতা লোকসমাজে প্রচারের দম্ভ করিতে গিয়া অকর্ম্মণ্য হন। সেই কালে তিনি কৃষিকার্য্যকেই ঋষিবৃত্তি বলিয়া লাঙ্গলজীবী বিপ্র হইয়া পড়েন। সেই বংশের অভিমানে আবার যোগ্যতাহীন অবস্থায় জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়রহিত হইয়া ঢঙ্গবিপ্রের বৈষ্ণববিপ্রত্ব ব্যবসায়কেই চরমলাভ মনে করেন।

গৌড়ীয়কে যাঁহারা ঢঙ্গবিপ্রের পল্লীস্থ গ্রাম্যবার্ত্তার সহিত সমশ্রেণীস্থ মনে করেন, তাঁহাদের বিচার ভুল হয়। ঢঙ্গবিপ্রশ্রেণীর চেষ্টা আসলের নকল। নকলকে আসল বলিয়া লোককে ভ্রমপথে চালিত করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ঢঙ্গ-বিপ্রের গ্রাম্যবার্ত্তা কখনই বৈষ্ণব সাপ্তাহিক বা আচার্য্য-কুলের মুখপত্র হইতে পারে না। কেননা ইহাতে বৈষ্ণব-নিন্দা, গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতশাস্ত্রনিন্দা, নানাদেবদেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি, ভাগবতের অর্থবিকৃতি, প্রকৃতার্থে অনবধান, অহংমমভাবরূপ কুণপাত্মবাদ প্রচার, নামবলে পাপাচার, নামমাহাত্ম্যকে অতিশয়োক্তি অপরাধের অন্যতম মনন, অন্য শুভকর্ম্মসহ নামসেবন সাম্য প্রভৃতি অসৎকথা স্থান পায়।

বক্তৃতাব্যবসায়ী, পাঠব্যবসায়ী জাতিগোস্বামীর শিষ্য-পরিচয়ে ঢঙ্গবিপ্রতার অনুসরণকার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে জানিয়াও যাঁহারা উদরপোষক ব্যবসায়কে বণিগ্‌বৃত্তির পরিবর্ত্তে বিপ্রবৃত্তি মনে করে, তাহাদিগকে বিদ্বৎসমাজ আদর করিতে পারেন না। তথাপি কিছুদিন হইতে কাল্‌নার মৃত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নীলামি ইস্তাহার ও গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রচারকারী কাগজকে বৈষ্ণব সাপ্তাহিক বলিয়া প্রচার করেন। সুতরাং শশীবাবুর ঐপ্রকার কার্য্যকে শিষ্টাচার বলিয়া কেহই গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার পুত্র প্রাকৃত শব্দশাস্ত্রে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া ধরাকে সরা দেখিতেছেন। সাধারণ শিষ্টাচারবিধি তাঁহার আমলেই আসে না। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার প্রবেশ এত অল্প যে, ব্যাখ্যা ও টীকা প্রভৃতির কোন অর্থই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহার অধ্যাপক একজন ভাগবত-বিদ্বেষী মায়াবাদপ্রচারনিপুণ! গৌড়ীয় মঠের জনৈক প্রচারক সে দিবস সর্ব্বসাধারণের নিকট কাল্‌নায় তাঁহার ভক্তিবিমুখতা ও ভাগবতশাস্ত্রে অনধিকার স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করাইয়াছেন।

এই অধ্যাপকের ছাত্রাভিমানী ও জাতিগোস্বামি-শিষ্য মৃত শশিভূষণ বাবুর পুত্র বণিগ্‌বৃত্ত মূর্খপাঠককুলের পক্ষ হইতে তাঁহার গ্রাম্যবার্ত্তাবহে যে ভাগবতের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্যের কদর্থ করিতেছেন, তাহাতে বিদ্বৎসমাজে ইঁহার বালচাপল্যের কথা হাস্যমুখে আলোচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও সুজন পণ্ডিতগণ বলেন, গৌড়ীয় যদি

ঐ প্রমত্ত অনধিকারী ব্যক্তিকে একেবারে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে টাটানগরে টাকা টাকা করিয়া ভাগবত পাঠেরই প্রসারবৃদ্ধি হইবে। শ্রীযুক্ত কেনেডি সাহেব আরও ভ্রমপথে পতিত হইবেন। বৈঃ-দিগ্‌দর্শিনীর লেখকের ভ্রান্তি আরও বাড়িয়া যাইবে ও ইঁহাদের দ্বারা মূর্খ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সাধারণ লোকের অধোক্ষজসেবা-প্রবৃত্তি বাধা প্রাপ্ত হইবে।

কতিপয় বিদ্বৎসজ্ঞ বলেন, গ্রাম্যবার্ত্তাবহে পাণ্ডিত্যের নামে ও কল্পিত ভ্রমশোধনের নামে যে অসূয়া, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি রিপুর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, তদ্দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাবিমুখগণ অধিকতর অপরাধ সঞ্চয় করিবেন। আবার কেহ বলিতেছেন, ঐ শ্রেণীর কাজ্‌লামির শোধন করিতে গেলে ঢঙ্গশ্রেণীর সহিত ন্যূনাধিক সঙ্গ হইয়া পড়িবে। ঢঙ্গশ্রেণীর অনুকরণে শ্রীধাম মায়াপুর লইয়া যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক মিথ্যা বাদানুবাদ প্রসারিত হইয়া দিন দিন কপটতা বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অনভিজ্ঞতা ও অশিষ্টাচারের সমালোচনাতেও বণিগ্‌বৃত্ত ঢঙ্গগণের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

ঢঙ্গগণকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই গৌড়ীয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে জগতের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে, সুধী ভক্তগণের নিকট আমাদের সম্প্রতি তাহাই জিজ্ঞাস্য। উদরভরণাদি-ব্যপদেশ ও পরমার্থ দুইটী ভিন্ন বস্তু। তাহা কি গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের প্রোদ্দাম চাঞ্চল্যে চাপা পড়িতে পারে? আসল ও নকল কিছুদিন পরেই ধরা পড়িয়া যায়।

শ্রীধাম মায়াপুর গঙ্গার এক পারে এবং অপর পারে কুলিয়া; শ্রীচৈতন্যভাগবত স্পষ্টাক্ষরে তাহাই বলিয়াছেন। শশীবাবু জীবদ্দশায় শ্রীহট্ট সারুটিয়ার জনৈক ভেকধারীর প্ররোচনায় এই কথাটা উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ভেকধারীজীর অনুগত ছেলেটীও এখনও সেই দিকেই গোড় দেন। সুতরাং সত্য কিছুদিনের জন্য এই শ্রেণীর লোকের কৃপায় সাহিত্যসংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন। অন্তর্দ্বীপ শব্দের অর্থ বৈরাগীজীর এবং তদনুগ শশীবাবুর মতে বাহিরদ্বীপ। কলিতে সকলই সম্ভব! কলিতে ইঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া প্রথিত।

সত্যের প্রচারকের আসন, আসলকথার বক্তার বাগ্মিতা মেকি সাহিত্যের অবাস্তর উদ্দেশ্যে অদ্য আক্রান্ত। কাহা-দিগের দ্বারা,—এই কথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, সমশীলজনগণ তাঁহাদের উপযোগী দেবতার ভজন করেন। কৃষিকর্ম্মে নিষ্ফলব্যক্তি আজ ধর্ম্মের আবরণে, সাহিত্যের আবরণে নিজস্বরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনাম-নামী অভিন্নবস্তু; কিন্তু আজ নাম আভিধানিক সংজ্ঞামাত্র পরিবর্ত্তনশীলবস্তুর উদ্দেশে প্রযুক্ত। ইন্দ্রিয়তর্পণ আজ অধোক্ষজসেবা নামে পরিচয় দিতে ব্যস্ত।

বিদ্বেষীর গ্রাম্যবার্ত্তা আজ বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকের বেশে ভাগবত-ব্যাখ্যাতা। পয়সা লইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই ধর্ম্মার্জন। মূর্খতাকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া প্রচার কালধর্ম্ম। ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দ্দেশ যাহাদের নিকট গ্রীকভাষা, তাঁহারাই ঐতিহ্যের ও ভূগোলবিদ্যার মীমাংসক। ঢঙ্গবিপ্রের ক্রিয়া-কলাপ ঠাকুর হরিদাস বুঝিতে পারেন। অন্যের নিকট আসল ও নকলের ভেদপ্রতীতি নাই, তজ্জন্য তাহারা বালিশ। বালিশে কৃপাই বৈষ্ণবসেবা, আর বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা ও বৈষ্ণবসেবা।

শ্রীভাগবতের ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভের কদর্থকারী প্রাকৃত সাহজিক বা উপধর্ম্মধ্বজী'র বিচার গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তের সহ পরস্পর পৃথক। সারুটিয়ার ভেকধারী ও কালনার গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ যাহাতে শ্রীধাম বিপর্য্যয় ও অধোক্ষজ কৃষ্ণভক্ত-গণের বিদ্রোহাচরণ করিতে না পারে, তজ্জন্য জীবমাত্রেরই সঙ্গদয়তা আমাদের প্রার্থনীয়। পরমার্থীর আচরণে বিগ্রহজীবী, ধামজীবী, পাণ্ডিত্যজীবী, মন্ত্রজীবী, ভেকজীবী, সংবাদপত্রজীবী পাঠভৃতক প্রভৃতির দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

বুঝিয়া সকল সত্য সুজন-ইঙ্গিতে।
কহে "কৃষ্ণামৃত" সবে সতর্ক হইতে॥

মশক ও মধুকর

গুঞ্জরে মধুরে মহা-বঞ্চক মশক।
মানব-সমাজে যথা শঠ প্রতারক॥
মোহিত লোহিত-লোভে হইয়া ধাবিত।
হেরি পথে মধুকরে কহে সে গর্ব্বিত॥
"কোথা হে ত্বরিতগতি কোথা যাও উড়ি।
পেয়েছ সন্ধান বুঝি কোন মধুপুরী॥
কি মধুমাধুরী ছাই কর তুমি পান।
পাও কি তাহাতে সুখ আমার সমান॥
পর-পরিতোষে শুধু প্রয়াস তোমার।
উদর পূরণ মোর মহাব্রত সার॥
কেন ব'সে মন ভার, এস মোর সনে।
করি রক্ত-পান নক্ত-তমসাবরণে॥"
মশক-বচনে মহাশয় মধুকর।
কহিছে ডাকিয়া তারে—"আরে স্বার্থপর॥
উদর-সর্ব্বস্ব সদা আত্ম-সুখ-রত।
গুঞ্জনে মধুর কর বঞ্চনা সতত॥
অন্ধকারে নিজ পথ কর অন্বেষণ।
কুস্থানে তোমার প্রিয় ভ্রমণ ভবন॥
আমার জীবন-ব্রত তা'ত কভু নয়।
সারগ্রাহী সর্ব্বস্থলে আমি রে অভয়॥
সরল সুপথে মুক্ত আলোকে দিবার।
পরার্থে কেবল মোর অবাধ সঞ্চার॥
বহি শুদ্ধ মধুভাব ভুবন-মঙ্গলে।
রচি মধু-চক্র আমি নিজ দল-বলে॥
পাইয়া কুশলে তা'র তত্ত্ব ভাগ্যবান্।
হয় পূর্ণানন্দ সেই মধু করি পান॥
যাও তুমি নিজ স্থান, দাও মোরে পথ।
পূর্ণ করি প্রাণ দিয়া জীবনের ব্রত॥"
গেল চলি মধুব্রত, উড়িল মশক।
পরহিতব্রত সাধু, বিষয়ী বঞ্চক॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা একের মঙ্গল।
ইন্দ্রিয়-তর্পণতৃষ্ণা অন্যের কেবল॥

সাধু সাবধান

শুদ্ধ ভক্তি-কীর্ত্তন-মন্দির শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিত্য-বিজয়-বৈজয়ন্তী চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হওয়ায় কতিপয় স্বার্থান্ধব্যবসায়ী ও প্রচারকবেশী প্রতারকের হৃদয়ে মৎসরতাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সকল ব্যক্তি বহুদিন যাবৎই স্ব স্ব ধর্ম্ম-ব্যবসায় সংরক্ষণের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা অশিক্ষিত সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট বিকাইলেও, কোনও নীতিপুষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সমাজে স্থান পায় নাই। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতসমাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচারপুষ্ট প্রচারের প্রতি চিরকালই আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া কতিপয় বঞ্চনাপ্রিয় ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার রচিত অসত্য কথা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ মিথ্যা কথা রচনা করিবার কারণগুলি এই—

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচলিত লোকবঞ্চনাকার্য্যের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচার করেন।

(২) সত্যকথার বহুল প্রচার হইলে, বিশেষতঃ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে বিকৃতধারণা অপগত হইলে, বৈষ্ণবনামধারিব্যক্তগণের ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, মর্কটবৈরাগ্যের নামে গোপনে ব্যভিচার ও লাম্পট্য, লোক-দেখান ভগবদ্ভজন, নীচ অশিক্ষিত জাতির নিকট সত্য-কথাগুলি গোপন রাখিয়া তাহাদিগকে নিপীড়নপূর্ব্বক তাহাদিগের অর্থবিত্তাদি, আত্মসাৎকরণ প্রভৃতি অবৈধ-কার্য্যগুলি সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়া পড়িবে।

(৩) অনধিকারী স্ত্রী পুরুষের নিকট মুক্তপুরুষগণের কীর্ত্তনীয় ও শ্রবণীয় 'রাইকানু'র রসগান, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন ও তাহার দ্বারা লোকের আপাত-মনোরঞ্জন করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায় সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য লোকবঞ্চনাকর বলিয়া প্রচার।

(৪) পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য, মহাজন এবং বেদ, উপনিষৎ ও ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের আচরণ ও উপদেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী, অনর্থযুক্ত লৌকিক, কৌলিক, অসদাচারী গুরুব্রুবকে গুরুরূপে গ্রহণ করাইবার প্ররোচনা ও তৎফলে মনুষ্যজন্মের চরমমঙ্গলের পথকে নিরোধ করিবার চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্য লোকবঞ্চনা।

(৫) মিউজিয়াম, বায়স্কোপ বা রঙ্গগৃহের ন্যায় ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশশুল্ক, ভেটনীতি এবং সেই অর্থ দ্বারা ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা সেবাপরাধ।

(৬) ভাগবতব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, গ্রন্থব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি সচ্ছাস্ত্রনিষিদ্ধ বণিগ্‌বৃত্তির দ্বারা অর্থসংগ্রহ চেষ্টা ও অর্থসংগ্রহার্থ লোকের মনে যোগাইয়া চলা বা সত্যকথা গোপন করা প্রভৃতি নামাপরাধদ্বারা জীবের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, নরকগমনই হইয়া থাকে।

(৭) দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন। ইহাতে অদৈব স্মার্ত্ত-সমাজধুরন্ধাহিব্যক্তিগণের বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়িতেছে। দুঃখের বিষয় ইহাই যে তাঁহাদের পরমার্থপথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়, ইহা তাঁহারা সম্প্রতি বুঝিতে পারিতেছেন না।

(৮) কুসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি পরম অপরাধ। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত বৈষ্ণব সমান নহেন। বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার ধর্ম্ম—জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম—ইহা ঔপাধিক দেহ ও মনের বহুবিধ ধর্ম্মের অন্যতম নহে, ভাবপ্রবণতা বা সাময়িক মানসিক উচ্ছ্বাস অথবা কপটতামূলে বাহ্যভাবভঙ্গী প্রকাশ প্রাকৃত বিকার মাত্র,—ঐ সকল শুদ্ধভক্তের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইতে স্বতন্ত্র, বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্‌। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, অসদাচারী, উন্মার্গগামী ধর্ম্মব্যবসায়ী, জাতিগোস্বামী, অবৈষ্ণবস্মার্ত্ত-পদলেহী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী, মর্কট-বৈরাগী, বেষোপজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুখে নিজদিগকে মহাপ্রভুর অনুগত বলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ-প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের অবমাননাকারী।—এই সকল কথা সাধুশাস্ত্রবাক্যমূলে প্রচার।

(৯) বৈষ্ণবত্ব বা গোস্বামীত্ব শৌক্রবংশপরম্পরাগত ব্যাপার নহে, কারণ যাঁহারা ষড়্‌বেগ জয় করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, সেই সকল সংসারবিরক্ত-পুরুষগণই চিরকাল গোস্বামী বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন। 'গোস্বামিত্ব জাতিগত'—ইহা কোন আচার্য্যই শিক্ষা দেন নাই। ষড়গোস্বামির পূর্ব্বপুরুষ গোস্বামী নামে অভিহিত ছিলেন না বলিয়া ষড়গোস্বামীর গোস্বামী নামে পরিচিত হইবার কোন বাধা জন্মে নাই। গোস্বামিত্ব শৌক্রবংশপরম্পরায় হইতে পারে না—ইহা জানাইবার জন্যই ষড়গোস্বামী কোনও শৌক্রবংশ রক্ষা করেন নাই। বৈষ্ণবত্ব যখন আত্মার বৃত্তি, তখন উহা শৌক্র পারম্পর্য্যে পিতা হইতে পুত্রে আসিতে পারে না। হিরণ্য-কশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ আবির্ভূত হন; অসুরকুলে বলির ন্যায় সর্ব্বস্বসমর্পণকারী পরম বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, আবার কৃষ্ণের কুলে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করে।—এই সকল সত্য-কথা প্রচার।

(১০) অসদ্ব্যক্তিকে গুরু-বুদ্ধি পরিত্যজ্য। শাস্ত্রের শতশত বাক্য ও মহাজনগণের আচরণই তাহার প্রমাণ। বলি তাঁহার কৌলিকগুরু শুক্রাচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই।

(১১) বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি অব্রাহ্মণ নহেন। আবার তিনি কর্ম্মপর ব্রাহ্মণতার জন্যও ব্যস্ত নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, আর মহাভাগবত পরমহংস সেইরূপ দীক্ষিতব্যক্তির গুরুদেব। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বর্ণাশ্রমের অতীত। তাঁহাতে বা দীক্ষিতবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধহেতু নরকের সেতু—ইহাই নিখিল বেদশাস্ত্র বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। এই সকল কথা বহুলভাবে প্রচার।

(১২) নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম একবস্তু নহেন। ভগবান্‌ই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগচেষ্টা শুদ্ধভক্তির অন্তর্গত নহে—ইহাই শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীরূপগোস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যগণের প্রচার্য্য বিষয়।

(১৩) শৌক্রব্রাহ্মণতায় পুণ্যাধিক্য বা সামাজিক সম্মানাদি আছে, কিন্তু উহা কালক্ষোভ্য। আর ভগবৎ-

সেবাপর বৃত্তব্রাহ্মণতায় নিত্য আত্মার মঙ্গললাভ হয়। ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি, মহাভারতাদি স্মৃতি, ভাগবতাদি অমল পুরাণ, নারদপঞ্চরাত্রাদি সাত্বতপঞ্চরাত্র এই বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা বহু বহু নজির সহ প্রচার করিয়াছেন।

(১৪) ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য এক নহে। জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা এক নহে। ভগবান্ ও ভগবদুচ্ছিষ্টভোজী সেবাপরায়ণ ভক্তের ভোগ ও জড়াসক্ত ভোগীর ভোগ এক নহে। কৃষ্ণের সংসার ও মায়ার সংসার এক নহে। বহিশ্চক্ষে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা আকাশপাতালভেদ। একটী নরকের পথ, আর একটী বৈকুণ্ঠের পথ।

(১৫) ছলে বলে অর্থ সংগ্রহ, গাঁজা, তামাক, চা, মদ্যাদি পান, স্ত্রী-আসক্তি ও অবৈধস্ত্রীগ্রহণ, পশুবধ, স্বর্ণ প্রভৃতি কলিজনোচিত বস্তুর সেবা ধর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য নহে (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪০ দ্রষ্টব্য।) আচারহীন প্রচার দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় না, আচার্য্য স্বয়ং আচরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিয়া থাকেন ইত্যাদি বিষয় সাময়িক পত্রিকা, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, লেখনীমুখে জগতের সর্ব্বত্র প্রচার।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সকল সাধুশাস্ত্রানুমোদিত কথার বহুল প্রচার হওয়াতে অধার্ম্মিক ধর্ম্মব্যবসায়িকুলের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে। এমন কি, অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উঁহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়া ঐসকল পুতনাতুল্য কপটগুরুগণের করালকবল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টাও দেখাইতেছেন! এইরূপ প্রচার সমগ্র ধর্ম্মব্যবসায়িসমাজের হরিবৈমুখ্যের অন্তকস্বরূপ (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলপ্রদ) হওয়ায় তাঁহারা মিথ্যা দ্বারা সত্যকে জয় করিবার যে চেষ্টা দেখাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের ভয়াবহ পরিণামেরই প্রস্তাবনা মাত্র।

প্রচারের প্রারম্ভ হইতেই এই সকল ব্যক্তি সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কথা রচনা করিয়া সত্য প্রচারে বাধা দিতেছেন। ইঁহাদের কেহ,—"শ্রীগৌড়ীয় মঠ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু মানেন না," কেহ বা,—"গৌড়ীয় মঠ ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিগণকে মানে না"—এইরূপ নানা ঈর্ষামূলক মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ আবার কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণ লোককে উত্তেজিত করিবার জন্য—"গৌড়ীয় মঠ প্রৌঢ়ামায়াকে নিন্দা করেন," "নবদ্বীপ সহরকে কুলির দ্বীপ বলেন" প্রভৃতি বহু স্বকপোলকল্পিত কত কথাই না রচনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও সেবা ও শ্রীমঠের আচার প্রণালী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিত্যকালই এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠই প্রকৃত নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর পূজা জগতে প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। নিত্যানন্দৈকপ্রাণ ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যেরূপ অপ্রাকৃত বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুকে পূজা করিয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই আদর্শই গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দে প্রাকৃত বুদ্ধির প্রশ্রয় তাঁহারা দেন না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—"আচার্য্যের সেই মত সেই মত সার তাঁর। আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার॥" যাহারা অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া মুখে অদ্বৈতের অনুগত বলেন, তাঁহারা অসার মাত্র। জগদ্গুরু নিত্যানন্দ বা আচার্য্য অদ্বৈত প্রভু কেহই অবৈষ্ণব স্মার্ত্তের আনুগত্য করেন নাই। ঠাকুর উদ্ধারণের প্রতি পতিতপাবন নিত্যানন্দের ব্যবহার ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদানলীলাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গৌড়ীয় মঠ ভূসুর ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য সামাজিক সম্মান নিত্যকালই দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন। তবে সামাজিক ব্রাহ্মণতা ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার তারতম্য মানদ বৈষ্ণবগণ তত্তদনুযায়ীই প্রদান করিয়া থাকেন। পারমার্থিক যোগ্যতা না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে পারমার্থিক সম্মান দেওয়া বঞ্চনা মাত্র। গৌড়ীয় মঠ নিত্যকালই গোস্বামিবর্গেরই চরণযুগল বন্দনা ও তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করেন। ষড় গোস্বামীর নিত্য পাদবন্দনাই গৌড়ীয় মঠের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য-মঙ্গলাচরণ। তবে তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাস বা গোদাস গৃহব্রতগণকে 'গোস্বামী' বলিয়া ষড়্ গোস্বামীর সম্মান ও গোস্বামিত্বের আদর্শ ও সংজ্ঞা খর্ব্ব ও বিপর্য্যয় করেন না নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদ্যারূপিণী প্রৌঢ়ামায়াকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ চিরকালই শ্রীগৌরসেবিকা বলিয়া জানেন যাঁহারা বিদ্যার অবিদ্যাচ্ছায়ায় মুগ্ধ, তাঁহারা প্রৌঢ়ামায়ার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া থাকেন

প্রৌঢ়ামায়ার মহাপ্রসাদনির্ম্মাল্য দ্বারাই সেবাবিধি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই শুদ্ধভক্তির বিচারপ্রণালীই কীর্ত্তন করেন। প্রৌঢ়ামায়া হইতে যে প্রকার অপভ্রংশ নাম পোড়ামা হইয়াছে, তদ্রূপ কোলদ্বীপের অপভ্রংশ নাম কুলিয়া। কুলিয়া বলিলে কুলির দ্বীপ বলা হয়, এইরূপ কথা মাৎসর্য্যপরায়ণ দুষ্টব্যক্তিগণের রচনা মাত্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও ভক্তি-রত্নাকরের লেখক ঠাকুর নরহরি তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে কুলিয়া শব্দটী প্রয়োগ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন! 'পোড়ামা' বলিলে যেরূপ 'দগ্ধমাতা' বুঝায় না, তদ্রূপ 'কুলিয়া' বলিলেও 'কুলিশদ্বীপ' বুঝায় না। এই সকল অভিনব মিথ্যাকথা রচনা করিয়া ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ সজ্জন-গণের নিকট স্ব স্ব চরিত্রের পরিচয় দিতেছেন মাত্র। গতবৎসর এই সকল মিথ্যাকথা রটনা করিয়া তাহার প্রচারছলনায় শ্রীধামনবদ্বীপপরিক্রমার শত শত ব্যক্তিগণের উপর যে সকল লোষ্ট্রনিক্ষেপাদিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল, যাহা বহু-সম্ভ্রান্তব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া সাময়িকপত্রাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও নিরপেক্ষব্যক্তিগণ ধর্ম্মব্যবসায়িগণের চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। কতকগুলি স্বার্থান্ধব্যক্তি এবারও নাকি নানা-প্রকার মিথ্যা রচনা ঘোষণা করিতেছেন। মিথ্যাদ্বারা কখনও সত্যকে জয় করা যায় না—সত্যই নিত্যকাল জয়ী হন ও হইয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপযুক্ত পঞ্চদশ দফা প্রচার্য্য বিষয়ের বহুল প্রচার দেখিয়া বর্ত্তমানে দুই একটী নব্যগ্রন্থকার যে সকল সহস্র সহস্র কালভ্রম, পাত্রভ্রম, কুসিদ্ধান্ত ও অপসিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তক প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল পুস্তকের অকাট্য ভ্রমগুলি কতিপয় নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় তৃতীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা, শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শিত হওয়াতে, ঐসকল ভ্রম ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারকারী নব্যগ্রন্থকার অবৈধভাবে অপরের সাহায্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত-বিরোধ দেখাইবার প্রয়াস করিতেছেন! কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত ভ্রমের কোনই কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে পারেন নাই বা সংশোধন করিবারও চেষ্টা করেন নাই। অপিচ অকৃতজ্ঞের ন্যায় উপকর্ত্তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অভিযান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন!

প্রত্যক্ষভোগবাদীর ধারণার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে গিয়া বেদ শাস্ত্র চার্ব্বাকাদির নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাই চার্ব্বাক ও তদনুগগণ বেদের বহু ভ্রম দেখাইয়াছেন! প্রাকৃত অক্ষজবাদী কর্ম্মীর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া কর্ম্মিসম্প্রদায়ের নিকট শ্রীভাগবত গ্রন্থ অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন! তাই, আর্য্যসমাজী ও তৎসমশীল ব্যক্তিগণ ভাগবতের ভ্রম (?) দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, ঠাকুর বৃন্দাবন, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "ভাগবত যে না মানে, সে যবনসম," "তবে লাথি মার তা'র শিরের উপরে," "জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্ম-কাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড" প্রভৃতি প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কুকর্ম্মী নাস্তিক জড়সাহিত্যিকবর্গ এই সকল আচার্য্যের ভ্রম (?) দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন! আবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ লোকহিতকল্পে অসৎসিদ্ধান্ত প্রচারকারী ব্যবসায়িগণের শাস্ত্রযুক্তিমূলে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া কতিপয় স্বার্থান্ধব্যক্তি চক্ষবিপ্রের ন্যায় যে অভিনয় করিতেছেন, তাহা সজ্জনসমাজে কখনই আদৃত হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, উহার মূলে মৎসরতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। উহাদের অশিষ্টাচারপূর্ণ ভাষা ও কৈতুক ন্যায় ফাঁকি তাঁহাদের শাস্ত্রযুক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা কয়েকটী প্রবীণ পণ্ডিতের নিকট হইতে এতদ্বিষয়ে পত্র পাইয়াছি। ক্রমশঃ সেইগুলি গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ২০শ ও ২১শ সংখ্যার "কুতর্কভেদিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে ও ২২শ ও ২৪শ সংখ্যার 'অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করী' প্রবন্ধে ঐ সকল কল্পিত ভ্রমপ্রদর্শকের মূর্খতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়া উহাদের কুতর্ক এক একটা করিয়া খণ্ডিত বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। আমরা ঐ সকল অসম্ভ্রান্ত নগণ্যব্যক্তির নাম শ্রীগৌড়ীয় পত্রে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে অশিষ্টাচারী প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক নহি। উহাদের সহিত তর্কবিতর্কেও সজ্জনের পুণ্য ক্ষয় হয়। ঠাকুর বৃন্দাবন ইহাই বলিয়াছেন। ছুঁচা মারিয়া হাত দুর্গন্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।' সমানে সমানে বিচার চলে, উন্মত্ত, নির্ব্বোধ বালক বা শাস্ত্রযুক্তি বুঝিতে অসমর্থ, শিষ্টাচারবিহীন, অসদাচারী, পানাসক্ত, বৈষ্ণব-

সদাচারবিহীন, অসদাগুর্ব্বাশ্রিত, ব্যক্তির কথার কোন মূল্যই নাই। সুতরাং উহার প্রতিবাদ করা নির্ব্বাপিত অগ্নি বা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

বিপ্রলিপ্সা বা লোকবঞ্চনা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে। সত্যকথা ও সত্যসিদ্ধান্তপ্রচারই শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র মূলমন্ত্র। যদি কোন সহৃদয় ভক্তপণ্ডিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুভানুধ্যান-কল্পে কোন সাধু পরামর্শ দেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাহা সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রৌতবাণী জ্ঞানে নিত্যকাল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মাৎসর্য্যপরায়ণ আত্মসম্ভাবিত অসদাচারী, বণিগ্‌গণের কথা দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন ও নিত্যকাল কোটিকণ্ঠে অসত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

ওঁ সত্যমেব বিজয়তে—ওঁ সত্যং পরং ধীমহি।

প্রেরিত পত্র

আমরা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজের অধীনে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১১ই মাঘ সোমবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহা-মহোৎসবোপলক্ষে হাবড়া হইতে ট্রেনে কুলিয়া নবদ্বীপে আগমন করিতেছিলাম। ত্রিদণ্ডিস্বামী পর্ব্বতমহারাজ আপনমনে শ্রীহরিনাম করিতেছিলেন এবং আমিও তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিতেছিলাম। হাবড়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর এক ব্যক্তি অবিরাম গ্রাম্য কথা ও নানাভাবে তাহার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতেছে—ইহা অনেকেরই শ্রুতিপথে পতিত হইল। ঐব্যক্তি গ্রাম্যকথার উচ্চ কীর্ত্তন দ্বারা এরূপভাবে সকলের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল যে, উহাতে কয়েকজন ব্যক্তি ঐ বাগ্‌বেগযুক্ত গ্রাম্য-কথানিপুণ আত্মসম্ভাবিত পুরুষের চরিত্রটী বুঝিতে পারিয়া মৌনাবস্থায় হরিস্মরণ করাই শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন। ঐ ব্যক্তি কি কি গ্রাম্যকথা বলিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কারণ ভবঘুরে ব্যক্তিগণের মুখে সর্ব্বত্রই এই গ্রাম্যকীর্ত্তনই স্বাভাবিক। হরিকথা-কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিলে মানুষ গ্রাম্যকথা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতিরই কীর্ত্তনকারী হয়। ইহাকেই শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু "বাগ্‌বেগ" বলিয়াছেন।

ঐ ব্যক্তিটী কে এবং তাহার পরিচয় কি, আমি পূর্ব্বে তাহা কিছুই জানিতাম না বা ঐরূপ ব্যক্তির সহিত কোন দিন আলাপ পরিচয় করিবার জন্যও ইচ্ছুক হই নাই। কিন্তু ঐরূপ "ভবঘুরে" ব্যক্তির মুখে কতকগুলি 'ইঁচড়েপাকা' ধর্ম্মকথার ছলনা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ঐ ব্যক্তির চরিত্র তাহার নিজ ভাষায়ই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ঐ ব্যক্তি বলিতেছিল—"আমি সর্ব্বত্রই যাই, সকলের সঙ্গেই মিশি, সর্ব্বত্র যাই বলিয়া গোঁড়াগণ আমার উপর চটে, ব্রাহ্মণসভায় গেলে গোঁসাই চটে, আবার গোঁসাই-সভায় গেলে ব্রাহ্মণ চটে। আমি কিন্তু কোন বিচারের গোঁড়া নহি, সকল ধর্ম্ম মধ্যেই যাতে থাক্‌তে পারা যায়, তাহাই আমার ইচ্ছা। আমি agriculture ভালবাসি। আমি গ্রামের উন্নতির জন্য Jute merchant হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমি একদা কলিকাতায় একটী সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলাম, প্রাণ * * গোস্বামীও সেই সভায় পাঠ করে। আমি ৫৲ পাঁচ টাকা পাইয়াই ট্রামে চড়িয়া বাসায় ফিরি, প্রাণ * * গোস্বামী মহাশয় ১০৲ টাকা পান। তাঁহাকে স্ত্রীলোকগণ বাড়ীর ভিতর লইয়া যান। প্রাণ * * গোস্বামী তেলী মালী শুঁড়ির বাড়ীতে খান, কারণ তা'দের মন না যোগাইলে ত' তাহারা টাকা দিবে না। যদিও শ্রীমদ্ভাগবত একটী উৎকৃষ্ট ব্যবসায়, তথাপি স্ত্রীলোকের নিকট হইতে, শুঁড়ি, তেলী বাড়ী হইতে যে প্রাণ * * গোস্বামী টাকা আনেন, তাহা আমি ভাল মনে করি না।" এতদ্ব্যতীত ঐ ব্যক্তি বর্ত্তমান দেশনেতা ও পরলোকগত লোকমান্য দেশনেতৃবর্গের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। ঐ 'ভবঘুরে' আরও বলিল যে, তারকেশ্বরের স্বেচ্ছাসেবকগণ যা'র তা'র সঙ্গে বসিয়া চা খায়, কিন্তু সে চা খাইলেও নীচজাতির হাতের চা খায় না। এইরূপ বহু গ্রাম্যকথা আলোচনার সঙ্গে সে ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রতিও কয়েকটী মৎসরতাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহার চণ্ডালস্বভাবটী ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সম্বন্ধে মৎসরতাব্যঞ্জক কথা হইতেছে শ্রবণ করিয়া আমি শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৪।১৩, ১৭

শ্লোকের) কথা স্মরণ করিয়া ঐরূপ নিন্দক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "মহাশয়, আমি আপনাকে দু'একটী কথা বলিব, আশা করি, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি কিছু পূর্ব্বে যে এক মহাত্মার প্রতি মৎসরতামূলক বাক্য বলিতেছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষেরই একজন পদাশ্রিতাভিমানী। আপনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং জগতের অনেক অসাধুব্যক্তির সহিত সেই মহাপুরুষে সাম্যবুদ্ধি পোষণ করেন, তাহাও আপনার শিষ্টাচারবিহীন বাক্যবেগদ্বারা প্রকাশিত করিলেন। নামাপরাধিব্যক্তিগণ সাধু ও অসাধুকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন, কখনও বা প্রকৃত সাধুর নিন্দা করেন, অসাধুকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করেন, ব্রততপাদি কর্ম্মমার্গীয় ক্রিয়ার সহিত শ্রীনামসাধনকে সমান জ্ঞান করেন; সুতরাং তজ্জন্য আমার আপনাকে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি সেই মহাপুরুষের চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু জানেন কি ?" তদুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিল, "তাঁহার উপরে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার কার্য্যও আমি অনেকাংশে অনুমোদন করি।" তখন আমি বলিলাম, "আপনি এতদ্বিষয়ে কিছু অনুধাবন করিয়াছেন কি, না কেবল লৌকিক বিচারকেই আপনার মতামত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ? আমার মনে হয়, আপনি দুঃসঙ্গপ্রভাবেই বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রকৃতমনোঽভীষ্ট বুঝিতে না পারিয়া কেবল মৎসরতামূলে যে বৈষ্ণবাপরাধের প্রশ্রয় দিতেছেন, তদ্দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হইবে না। আপনি কোথায় অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচার করিতেছেন, আপনি কে, আমাকে কৃপা করিয়া বলিবেন কি ? আপনি যদি নিজকে কোনও পিতার সন্তান মনে করিয়া থাকেন এবং সেই নশ্বর পরিচয়ে পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বলিবেন যে, আপনি অদীক্ষিত। দিব্যজ্ঞানের নামই দীক্ষা—ইহাই দেশিক ও কোবিদগণের মত। 'আমি অমুক পিতার সন্তান, আমি দেহ, আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার'—এইরূপ বিচার, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে কুণপাত্মবাদীর বিচার। কুণপাত্মবাদিগণ যে সর্ব্বগ সাধুগণের নিন্দা করিয়া থাকেন, —ইহা শ্রীমদ্ভাগবতই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কুণপাত্মবাদি-ব্যক্তি শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না, ভাগবত জানেন না, ভাগবতের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, ভাগবতের বক্তা হইতে পারেন না। ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু, ভাগবতবক্তা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, ভাগবতবক্তা শ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই আদর্শই জগতে আচার দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। আপনি ইতঃপূর্ব্বেই আপনার নিজবাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি বক্তৃতা করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, পাঠ করিয়া তদ্বিনিময়ে টাকা লয়েন;—এরূপ আদর্শ কি কোনও আচার্য্য কোনও কালে দেখাইয়াছেন ? বণিগ্‌বৃত্তি কি ব্রাহ্মণবৃত্তি ? বৈষ্ণববৃত্তি ত' দূরের কথা! মহর্ষি অত্রি এইরূপ ভৃতক অধ্যাপকগণকে অপাংক্তেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আপনি যে আভিজাত্যের অভিমান করিতেছিলেন, তাহাই বা আপনার কোথায় ? অত্রির বিচারানুসারে ত আপনি ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। আমরা পূর্ব্বাশ্রমে আপনাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে, এক পংক্তিতে আহার করিলে, আমাদিগের স্মৃতির বচনানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত হইত।

এই সকল কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি দৈক্ষ ব্রাহ্মণ ?" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "আমি একজন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগুরু পরমহংস বৈষ্ণব-দাসানুদাসাভিলাষী মানবক মাত্র। আপনি যে শৌক্রব্রাহ্মণের কথা বলিয়া অত গর্ব্ব করিতেছেন, আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তি, সেই ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়া হরিবিমুখতা ধ্বংস করিবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যের একজন উচ্ছিষ্টভোজিকুক্কুর হইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ বহু বহু ভূসুরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যাঁহার পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত হইবার জন্য নিরন্তর লালায়িত থাকিয়াও তাঁহার নিকট সেবা লাভে সমর্থ হইতেছেন না, আমি সেইরূপ বৈষ্ণবাগ্রণীর একজন বিষয়াশী বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্দেশেই বহুমানন করিতেছি এবং ইহাই আমার জন্মজন্মান্তরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হউক্। আমরা আমাদের পূর্ব্বাশ্রমে অর্থাৎ যখন শৌক্রব্রাহ্মণপরিচয়ে পরিচিত ছিলাম, সেই সময়ে কোনও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির নিকট হইতে দানগ্রহণ করি নাই, সর্ব্বলোকপরিচিত কাশিমবাজারের মহারাজ আমাদিগকে স্বর্ণকুম্ভ দান করিতে চাহিলে আমরা তাহা

গ্রহণ করি নাই। আপনি পরলোকগত লোকপূজ্য রামচরণ মুখোপাধ্যায় ও শিবচরণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় দ্বয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমি পূর্ব্বাশ্রমে সেই বংশেরই একজন ছিলাম।

"হাড়মাসের থলীর অভিমান লইয়া কখনও হরিকথা হৃদয়ঙ্গম হয় না।"—এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, "এই সকল বৈকুণ্ঠরাজ্যের কথা রাখিয়া দিন।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "বৈকুণ্ঠকথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ-কথা ছাড়িয়া দিলেই গ্রাম্যকথা উপস্থিত হইবে। গ্রাম্যকথা-কীর্ত্তনকারিগণ কখনও শাস্ত্র বুঝিতে পারে না। তাহারা কাকতীর্থে বিচরণ করিয়া কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাই নিরন্তর ভক্ষণ করে। আপনি সদ্গুরুর কৃপালাভ করিলে এ' সকল কথা জানিতে পারিতেন। ব্যবসায়িগুরু, ষণ্ডামার্কের ন্যায় পাঠশালার গুরু, বাস্তশিক্ষাদাতাগুরু প্রভৃতি গুরুব্রুবগণ এই সকল কথা জানেন না। তাঁহারা নিজেরাই গৃহব্রত; সুতরাং তাঁহাদের শিষ্যবর্গকেও গৃহব্রত-ধর্ম্মেই নিযুক্ত করে। অন্ধ যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া অন্ধকার গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ গৃহব্রত গুরুব্রুবগণের শিষ্যেরও সেই অবস্থাই লাভ হইয়া থাকে।"

তদুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমি পচা গৃহীই থাকিব, পাঠ করিয়া বক্তৃতা করিয়া টাকা নিব।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "জীব স্বতন্ত্র। আপনি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবেন, তাহাতে অপরের বলিবার কিছু নাই। তবে এইমাত্র বলিবার আছে যে, আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইবার প্রয়াস করিবেন না। পচা গৃহী থাকিয়া, নামবিক্রয়ী হইয়া ভক্তিশাস্ত্র বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহার এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, যে ব্যক্তি দেহের জন্য এইরূপ শোকগ্রস্ত, শ্রুতি ও বেদান্ত তাহাকে শূদ্র বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রপ্রকরণ ও বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়-গার্গি-সংবাদ এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনার হিতার্থেই আমি এই সকল কথা বলিতেছি। যাহাতে ভবিষ্যতে আর আপনার বৈষ্ণবাপরাধ না হয়, তজ্জন্যই আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সমস্ত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। কারণ আমার ন্যায় পাষণ্ডব্যক্তির সজ্জনহিংসা করাই ধর্ম্ম। সজ্জনগণ যখন আমাদের ভোগে বাধাপ্রদান করেন, তখনই আমরা তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। আমার ন্যায় পাষণ্ডকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন—

> এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
> এই সব লোক যমযাতনার পাত্র॥
> কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্রঘরে।
> জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
> রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
> উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥
> এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
> ধর্ম্ম শাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
> শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
> বৈষ্ণবোবর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
> কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
> তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥
> ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
> তবে তা'র আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥
>
> —চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ

আপনি বৈষ্ণব-সদাচারটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, বৈষ্ণবোচিত বেষটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করাকে আপনার জাত্যভিমানের প্রতিকূল বলিয়া অদৈব সমাজানুগত্যকেই বহু মানন করিতেছেন, আপনি কলিসহচর মাদকদ্রব্য সেবন করেন, তাহা আপনার ভাষায়ই ইতঃপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে, আপনি ভাগবতব্যবসায়ের পক্ষপাতী, আপনি গৃহমেধীয় যজ্ঞের ইন্ধনস্বরূপ; এমতাবস্থায় আপনি কি করিয়া আপনাকে বৈষ্ণবাচার্য্যের বিচারপ্রণালী ও আচারপ্রণালীর একজন বৈধ সমালোচক মনে করিতে চা'ন? সর্ব্বপ্রথমে আপনি কে, দয়া করিয়া অনুধাবন করুন।"

—এই সকল কথা বলাতে, শুনা যায়, সেই ব্যক্তি নাকি মাদৃশ অযোগ্য বিষণ্ণীতে তৃণাদপিসুনীচতার অভাব লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ অশিষ্টাচারযুক্ত কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আমার পরমপূজ্য সতীর্থ-ভ্রাতা প্রবীণ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজকেও একটী নগণ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহ মধ্যে নানাপ্রকার অভদ্রজনোচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহা হউক, ঐরূপ ভাষা গ্রাম্য-কথানিপুণ ব্যক্তিগণের চরিত্রেরই প্রকাশিকা।

বিষশাখী বা গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরাধম আমি প্রাকৃত সহজিয়ার কপট তৃণাদপি সুনীচভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে—ইহাই সজ্জনগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের আচার ও প্রচারে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীরূপের কিঙ্করাভিমানে কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত-ব্রুবের অবৈধভাবে শ্রীরূপের প্রতি আক্রমণ এবং মহা-ভাগবত-পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীরূপের দৈন্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কপট "তৃণাদপি" ভাব জগতে প্রচার করেন নাই। পরন্তু পণ্ডিতব্রুবের অবৈধ মৎসরবৃত্তির যথোচিত দণ্ড বিধান করিয়া—

"ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্যরুষতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ ॥"
ভাঃ ৪।৪।১৭

—এই ভাগবতোক্ত গুরুদাসের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় শ্রীজীবের এই আচরণের কদর্থ করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপ্রভু শ্রীজীবকে এইজন্য শাসন করিয়াছিলেন;—প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উহা প্রাকৃতসহজিয়াদের মনঃকল্পিত রচনা ও শ্রীরূপ ও রূপানুগবর আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মে অপরাধনিদর্শনমাত্র।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর আচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৬৫ সংখ্যায়)—

"সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা"

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণবনিন্দকের জিহ্বা ছেদন করাই কর্ত্তব্য—এই কথা প্রচার করিয়া কিছু শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের বিরোধিমত-প্রচারক হন নাই। অথবা আচার্য্যবর্য্য রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম "ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"—এই কথা কীর্ত্তন করিয়া 'তৃণাদপি' শ্লোকের অমর্য্যাদা করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় 'তৃণাদপি' শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা কপটতা ও দাম্ভিকতাকেই তৃণাদপি সুনীচতা মনে করিয়া বঞ্চিত হন। এই সকল দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ছলনাময় তৃণাদপি সুনীচতা দাম্ভিকতারই পরাকাষ্ঠা ও কুন্টা।

প্রাকৃতসহজিয়া সম্প্রদায়ের 'তৃণাদপি সুনীচতা'র বিচার লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল ব্যক্তি অপরের বেলা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের বেলা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক কপচাইয়া থাকেন অর্থাৎ যেন গুরুবর্গ তাঁহাদিগের শাসনযোগ্য বস্তু। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না অথবা বিমুখমোহিনী মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না যে, অনভিজ্ঞ অক্ষজনীতিবাদের পীঠকে দাঁড়াইয়া 'তৃণাদপি' শ্লোককে ঐরূপ জাগতিক অক্ষজজ্ঞানগম্য নীতির অন্তর্গত মনে করিয়া, বৈষ্ণবকে—গুরুকে ঐরূপ অবৈধভাবে তাঁহার মনগড়া কপটনীতির শাসনযোগ্য মনে করিয়া তিনি তাঁহার নিজনীতিই নিজে ভগ্ন করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহারই 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ব্যাঘাত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল অর্কাচীনব্যক্তির ধারণা এই যে, 'বৈষ্ণব আক্রমণের বস্তু, আর আমি অবৈষ্ণব থাকিয়া বৈষ্ণবকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং আমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পরবর্ত্তিকালে শস্ত্ররূপে ন্যস্ত থাকিয়া বৈষ্ণবহিংসা করাইবার জন্যই সুদর্শনপ্রচারকারী ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর "তৃণাদপি" শ্লোক রাখিয়া গিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়াই অবৈষ্ণব থাকিব, তাহা হইলেই ঐ শ্লোকটী আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি 'তৃণাদপি' শ্লোকটী নিজে আচরণ কর?" তখন আমি কপট দৈন্য দেখাইয়া বলিব অথবা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া জানাইব—"আমি বৈষ্ণব নহি। ঐ শ্লোকটি যে বৈষ্ণবগণের জন্যই শাসনবাক্য। আমার পক্ষে কেবল ঐ কথাটীর অবৈধ সুযোগ লইয়া উহার দ্বারা বৈষ্ণব-হিংসা করাই ধর্ম্ম।" বর্ত্তমানে প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায়ের অবস্থাও তাই। ইঁহারা 'তৃণাদপি' শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই-রূপ ভাবেই বুঝিয়াছেন ও আচরণ করিতেছেন। ইঁহারা কপটদৈন্যের আবরণে দাম্ভিকতার চরমসীমায় উপনীত হইয়া প্রকৃত-বিষশাখী—প্রকৃত আচার্য্য শ্রীজীবের আদর্শ-গ্রহণকারী—প্রকৃত "কৈবল্যং নরকায়তে", "ক্রিয়াসক্তান্ ধিক্ ধিক্" প্রভৃতি বাক্যকীর্ত্তনকারী দণ্ডিস্বামীর অনুগত-ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের কল্পিত 'তৃণাদপিসুনীচতা' অর্থাৎ কপটতা ও দাম্ভিকতা শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের আত্মবঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। আমরা পুনঃ পুনঃ এই জন্য শোক করিতেছি ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই

সকল কপট 'তৃণাদপি সুনীচ', অন্তরে পরিপূর্ণ দাম্ভিক, কপট সাহজকসম্প্রদায়ের সুবুদ্ধি উদিত হউক। শ্রীগৌরসুন্দরের মুখনিঃসৃত বাণী—বেদবাণী ঐ সকল সাধুনিন্দাকারী, নামাপরাধী, প্রাকৃতসহজিয়ার পরম দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাদের জন্য আমাদের শুভ ইচ্ছার নৈরাশ্য সম্পাদন করিতেছে—

* * *

"যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবে এযুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত॥"

— চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

গুরুপাদরজঃপ্রার্থী—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।

মায়াপুরের মঠ।

অদ্য আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ সংকীর্ত্তনকারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীমায়াপুরের মঠ ও নবদ্বীপদর্শনে গিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ঐ নবদ্বীপে ঐ মঠের ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা আগন্তুক ব্যক্তিগণকে ষোড়শোপচারে প্রসাদ দিবার কথা আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, তথায় ভেট লইবার প্রথা নাই। অপিতু এইরূপ মূল্যবান্ প্রসাদ তিনি কখনও কোথাও পান নাই। সকলের যত্নও অসীম। রেলের নিকট নবদ্বীপে ভেটের জন্য তিনি কোন মূর্ত্তিই দর্শন না করিয়া প্রকৃত নবদ্বীপে মনঃপ্রাণস্নিগ্ধকারী নবদ্বীপে গমন করিয়া ব্রহ্মচারিগণের যত্ন পাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি করিলেন। এই জন্যই কি গোস্বামী প্রভুগণের গৌড়ীয় মঠ এত বিদ্বেষ? সে কার্য্য পারিবও না অথচ হিংসা করিতে ছাড়িবও না। একবনে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল; অন্য একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! এত হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনে কেন?"

উত্তর। বাঘে খাবে বলে।

প্রশ্ন। প্রাণ যাবে যে?

উঃ। মনুষ্যের রক্তের আস্বাদন জানিতে পারিবে।

প্রঃ। তাহাতে তোমার লাভ কি?

উঃ। আরও অনেক মানুষ ধ'রে খাবে।

সেই হিংসার কথা মনে হইল। মঠের একদিনের লোকসেবা লইবার ক্ষমতা নাই, কেবল হিংসা! ধন্য প্রবৃত্তি! ধন্য জন্ম।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গৌড়ীয়মঠে একবার (পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসবে) ভদ্রলোক ব্যতীত দুঃখী ৭০০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। ইহাতেও হিংসা হইবে না!

তজ্জন্য এ অভাজনের অনুরোধ যে হিংসুক লোকের ব্যবহারে চক্ষুকর্ণ না দিয়া হাতী গমনকালে যেরূপ কুকুরগণ তাহার পশ্চাতে চীৎকার করে কিন্তু হাতী দৃকপাতও করে না, আপনারাও তদ্রূপ আপনাদের কার্য্য করিয়া যাউন।

অভুচ্চকুকুতে ঘনধ্বনিমিহি গোমায়ুরতানি কেশরী॥

মাঘঃ ১৬।২৫

অথবা

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্॥

স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন—

সতীব যোষিৎপ্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষপি॥

মাঘঃ ১।৭২

আপনাদের মঠে ইংরাজও প্রসাদ পাইয়া থাকেন—এই সমুদয় অলৌকিককার্য্য দেখিয়া হিংসকগণ হিংসা করিতেছেন। আর ইহা ত চিরকাল হইয়া আসিতেছে; মহাপ্রভুর সময়ে কত ভক্তের প্রতি নির্য্যাতন! ইহা না থাকিলে লীলার পুষ্টতা হয় না। ভগবান্ আপনাদিগকে ও প্রভুপাদকে দীর্ঘজীবী করিয়া জগতের হিতসাধনকার্য্যে ব্রতী করুন। প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা একটা চণ্ডালেরও আছে।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন
আকুই, বর্দ্ধমান।

কলিবৈরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর)

গত ৪র্থ খণ্ড ২৪শ সংখ্যা গৌড়ীয় পত্রে অবৈষ্ণবগুরুর শিষ্য যে ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ, ইহা আমরা জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ গোস্বামিবর্গ এবং রূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষ্য ও সদ্‌যুক্তি সমূহ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। ভাগবতের একটী নবপ্রকাশিত সংস্করণের নিখিলবৈষ্ণবশাস্ত্রনিষ্ণাত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য ও গোস্বামিপাদগণের কথা স্বীকার করেন কিনা জানি না—মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ণবাদ্‌ গুরোঃ॥ যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্‌॥ গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১

গোস্বামী মহাশয় নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যভাগবতের দেবানন্দপণ্ডিতের আখ্যান পাঠ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ২১শ অধ্যায়ে দেবানন্দ পণ্ডিত সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥ দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়। যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥ কোপে বলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে। ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥ এ বেটার ভাগবতে কোন্‌ অধিকার। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥"

কৃষ্ণাবতার ভাগবত দ্বারা উদরপূরণচেষ্টা বা প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ কি কৃষ্ণকে নিজ সেবাবস্তুস্থান করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে একজন নিজ ভোগসম্ভার-সরবরাহকারি-ভৃত্যরূপে পরিণত করিবার কুচেষ্টা নহে! ইহা কি নামাপরাধ ও সেবাপরাধের অন্তর্গত ব্যাপার নহে? গীতা, ভাগবতব্যাখ্যাতা জগদ্‌গুরু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বা কোনও গৌরপার্ষদ গোস্বামী বা বৈষ্ণব কি এইরূপ অপরাধময় কদর্য্যব্যবসায়ের আদর্শ দেখাইয়াছেন? রূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ত বলিয়াছেন—"আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার॥" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ অমান্য করলে আমরা কি অসার পদবী লাভ করিব না? অসার হইয়া কিরূপে ভাগবতের অর্থসার বা তাৎপর্য্য লিখিতে সমর্থ হইব? গোস্বামী মহাশয় দয়া করিয়া আমার এই সন্দেহটী নিরাস করিবেন কি?

তাৎপর্য্যকর্ত্তা রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা আলোচনা করিলে বোধ হয়, অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। * * অদ্বৈতবাদে জ্ঞানসাধনায় পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। * * এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই শ্লোকটির আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, গ্রন্থকার "পরং ধীমহি" এই বাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যান করিতেছেন।"

তাৎপর্য্যলেখক রাধাবিনোদ গোস্বামীর উপযুক্ত স্বকপোলকল্পিত মতটী তাঁহার গুরু শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিলেও উহা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আচার্য্য শ্রীজীব, আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু, আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি জগদ্‌গুরু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের কথাগুলিই রাধাবিনোদ বাবু পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় 'ভারতবর্ষ' ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় * * মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন * * এবং তিনি যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত বা অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করা যাইবে না।"

সুধী পাঠকগণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাক্য ও রাধাবিনোদ বাবুর বাক্য একসঙ্গে মিলাইয়া দেখুন। রাধা-

বিনোদ বাবুর সিদ্ধান্তানুসারে ইহাই স্থির হইল যে, শ্রীধর-স্বামী একজন নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী ! !

এখন শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগোস্বামিগণ কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিচার করা যাউক। নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী শ্রীধর স্বামী সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল-পুরুষ পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—"* * মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী"—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ); "মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ) "অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তা'র মুখে। মায়াবাদিগণ যা'তে মহাবহির্ম্মুখে"—(চৈঃ চঃ মধ্য) "মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মহেতু কয়"—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ), "কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ আনন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥"—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য়)।

রাধাবিনোদ বাবু শ্রীধর স্বামিপাদকে নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া কি শ্রীমহাপ্রভুর উপর্য্যুক্ত বাক্যানুসারে স্বামিপাদকে একজন "কৃষ্ণ-অপরাধী" "মহাবহির্ম্মুখ" বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই ? "মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"— এইন্যায়ানুসারে তবে শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য বা টীকা পড়িলেও যে সর্ব্বনাশ হইবে ! কারণ রাধাবিনোদ বাবুর মতে শ্রীধর স্বামীর কথা নির্ব্বিশেষপর। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাবিনোদ বাবুর সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বলিয়াছেন— "শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি॥ শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখান।" —(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম)। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি "নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীর প্রসাদে ভাগবতের 'অর্থভক্তিসার' জানা যায়"—ইহাই প্রচার করিয়াছেন ? তিনি শ্রীরায় রামানন্দের নিকট লীলাচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছেন—"ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি" অর্থাৎ মায়াবাদী কখনও ভক্তিতত্ত্ব জানেন না। শ্রীধর স্বামী মায়াবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী হইলে কিরূপে তিনি ভক্তিতত্ত্বের মূলগ্রন্থ শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে পারেন ? আর ভক্তিতত্ত্বের প্রবর্ত্তক মূল পুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরই বা কেন ঐরূপ নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর প্রসাদে ভাগবতের সারার্থ গ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ? মহাপ্রভু কি শ্রীধরানুগত ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার আদেশ করিয়া নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর অনুগত হইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিয়াছেন ! তাহা হইলে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম প্রামাণিক গ্রন্থ ভাগবতটী নির্ব্বিশেষপর গ্রন্থ হইয়া পড়ে ! শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীধরানুগত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাহা হইলে যে রাধাবিনোদ বাবুর সিদ্ধান্তানুসারে নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ! দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি এইরূপ তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রীধরের প্রতি এরূপ সম্মানসূচক বাক্যই বা বলিলেন কেন ? ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন, তাই তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ ক্রোধলীলা প্রকাশ। কিন্তু শ্রীধর স্বামী শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন। তাই তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিপুলবৈষ্ণবাচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত শব্দপ্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের বা তদনুগমতাবলম্বী রাধাবিনোদ বাবুর সিদ্ধান্তানুসারে মায়াবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবানের চিচ্ছক্তি স্বীকার করেন না। যথা :—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতবাক্যে—"তা'রে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি"—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ), কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৫।২৭ শ্লোকের টীকায় এবং বহু স্থানে শ্রীধরস্বামিপাদ ভগবানের চিচ্ছক্তি স্বীকার করিয়াছেন। "বীর্য্যবান্" শব্দের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্তিযুক্ত"।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ মুক্তদশায় স্বাধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা ভগবৎশ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার পার্ষদগণের তনুর নিত্যত্বও স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের ১।৬।২৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"**অনেন পার্ষদ-তনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ সূচিতং ভবতি।**" প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে শ্রীধরস্বামিপাদের এইরূপ বহু বাক্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই জন্যই তত্ত্বসন্দর্ভ ২৭ সংখ্যার টীকায় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীধর স্বামী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব, যেহেতু তিনি তাঁহার টীকা মধ্যে ভগবদ্বিগ্রহ, গুণ, বিভূতি, নাম, ভগবৎপার্ষদ ও তাঁহাদিগের তনুর নিত্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

রাধাবিনোদ বাবু লিখিয়াছেন যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই শ্লোকটী আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, গ্রন্থকার "পরং ধীমহি" এইবাক্যে নির্ব্বিশেষ পরতত্ত্বের ধ্যান করিতেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল-জীব গোস্বামিপাদ এতৎ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সমগ্র সুধীসমাজ তাহা শ্রবণ করুন।—"**জন্মাদ্যস্যেত্যত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণানাময়মভিপ্রায়ঃ পরং পরমেশ্বরমিতি ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।**" "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে যে "পরং" শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'পরমেশ্বর'। অভেদ-বাদিগণের মতে যে "চিন্মাত্র ব্রহ্ম," তাহা নহে। ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রায়। অতএব আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শ্রীধর স্বামিপাদ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই শ্লোকটীর নির্ব্বিশেষ-পর ব্যাখ্যা করেন নাই বা গ্রন্থকার স্বামিপাদ রাধাবিনোদ বাবুর মতানুসারে "পরং ধীমহি" এই বাক্যে 'নির্ব্বিশেষ পরতত্ত্বের ধ্যান' করেন নাই। তিনি নিত্য সবিশেষ পরমেশ্বর বস্তুরই ধ্যান করিয়াছেন।

সুতরাং রাধাবিনোদ বাবু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাচার্য্যাগ্রণী শ্রীলজীব গোস্বামি প্রভু, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীলচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত নহেন। একথা তিনি তাঁহার স্বীয় লেখনী ও ভাষা মধ্যে নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন। কোন শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব চারিশত বৎসরের মধ্যে এরূপ কুসিদ্ধান্তের কথা বলেন নাই। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণই "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাধাবিনোদ বাবু যে শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, আমরা তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই সজ্জনসমাজে আরও বিশেষভাবে প্রদর্শন করিব। শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনও শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধরস্বামিপাদকে নির্ব্বিশেষতত্ত্বধ্যানপর বা নির্ব্বিশেষবাদী বলিতে পারেন না। যিনি বলেন, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও আচার্য্য গোস্বামিপাদগণের বিরুদ্ধে মায়াবাদী পঞ্চোপাসকের মত-প্রচারকারী শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত বা আচার্য্য গোস্বামি-গণের অনুগত কিংবা চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যের অনুগতও নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকলিবৈরী দাসাধিকারী

[এতৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য পরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ]

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে—গত ১২ই মাঘ গৌরমাঘী শুক্লাত্রয়োদশী দিবস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীধামে দিবসত্রয় শ্রীনামযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আবির্ভাবের পূর্ব্বদিবস অধিবাসকীর্ত্তন এবং আবির্ভাব-বাসরের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মঙ্গলারত্রিকমুখে শ্রীনামযজ্ঞের আরম্ভ হয়। শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীনামযজ্ঞ উদ্‌যাপনে ব্রতী হন। ভারতের বহুস্থান হইতে শ্রীধামে বহু ভক্তের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগমন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের ধ্বনি বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে শ্রীধাম সন্দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযোগপীঠে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রিগণ উক্ত দিবসত্রয় আগমন করিতে থাকেন এবং সকলেই কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ এবং মহামহোৎসবের বিচিত্রতাযুক্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সকলেই আসল ও নকল, খাঁটি ও মেকী, সেবা ও ব্যবসায়,—আলোক ও অন্ধকার—এই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল স্বার্থান্ধ ব্যবসায়িগণের অপস্বার্থে ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া তাঁহারা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কি তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় করাইয়া শ্রেষ্ঠমার্গের কথা বুঝাইয়া দিবেন না?

কলিকাতায়—গত ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যের দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ষীত

প্রকটভিত্তিতে কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপূজা ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে কীর্ত্তনমুখে পূজা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় শ্রীগুরুনিত্যানন্দের মঙ্গলাচরণ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে আবার খুলনানিবাসী শ্রীযুক্ত ভক্তিসিন্ধু প্রভু তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেন। তৎপরে পুনরায় ত্রিদণ্ডিগণের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ, ও ত্রিদণ্ড্যগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ একে একে আচার্য্যের কার্য্যাবলীর আলোচনামুখে বহু মানবজীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় পরমার্থ বিষয়ের আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সেবাতালিকার নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ হৃদয়স্পর্শী সুললিত স্বরে শ্রীমঠের প্রবীণ ভক্তবর শ্রীযুক্ত গোপালগোবিন্দ মহান্ত মহোদয়ের কৃত "ঠাকুরের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক কীর্ত্তনটী গান করেন। তৎপরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীআচার্য্যদেব শতশত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে "শ্রীব্যাসপূজায় অভিভাষণ" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করেন। তৎপরে আচার্য্য ও বৈষ্ণববর্গের আদেশে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'ব্যাসপূজা' শব্দটীর তাৎপর্য্য ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়ত্ব শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। বক্তৃতার অন্তে শ্রীরবীন্দ্র নাথ বসু নামক একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক মৃদঙ্গ-বাদ্যের নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া "রাধা কৃষ্ণ বল্ বল্ বল্ রে সবাই" এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি এল, মহোদয় সুললিত কণ্ঠে—"মন তুমি কিসের বৈষ্ণব"—এই উপদেশ ও সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ সঙ্গীতটী গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে ভারতী মহারাজ নামকীর্ত্তনের দ্বারা সভার কার্য্য শেষ করেন। কলিকাতার অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, বহু উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্যদেবের সুদার্শনিক মীমাংসা ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। আবার সভাভঙ্গের পর কীর্ত্তনমুখে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করিয়া শ্রীমঠকে সমবেতকণ্ঠে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের জয়ধ্বনিতে মুখরিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্ভাষণ ও ভক্তগণের প্রদত্ত নানাবিধ ভক্ত্যর্ঘ্য পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

বিগত ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছেন। পরিক্রমাকারিগণ অন্তর্দ্বীপ ও সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া অদ্য গোদ্রুমদ্বীপে আগমন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আগামী কল্য মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সোমবার দিবস কোলদ্বীপ (নদীয়া সহর) পরিক্রমা করিয়া মঙ্গলবার ঋতুদ্বীপ, (চাঁপাহাটী, বিদ্যানগর) বুধবার জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর) বৃহস্পতিবার মোদদ্রুম দ্বীপ (মামগাছি) শুক্রবার রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সেই দিবসই সকলে শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিবেন। শনিবার (দোলপূর্ণিমা) হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনাদি হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে স্ত্রীপুরুষ বহুভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। বিশ্ববাসিজনগণের এই ভক্ত্যঙ্গে যোগদান করিবার অধিকার এবং সকলকে এজন্য সাদরে আহ্বান করা হইতেছে।

পরিক্রমা উপলক্ষে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপাদ** ও তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ও সেবকবর্গ নির্দ্দিষ্ট দিবসে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে অবস্থান করিয়া পরিক্রমাকারিগণকে শুদ্ধহরিকথা শ্রবণ করাইতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী শনিবার "গৌড়ীয়" কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সুতরাং ২৮শ সংখ্যক গৌড়ীয় ২২শে ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে ফাল্গুন ১৩৩২, ৬ই মার্চ্চ ১৯২৬ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা মাহাত্ম্যম্

(১)

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুস্ত্রিজগতামেকঃ পতিঃ শাশ্বতঃ
জীবস্তচ্চরণাশ্রিতোঽণুপ্রমিতো দাস-স্বরূপঃ সদা।
মায়ানাম মহানদী সুবিষমা মধ্যং তয়োঃ সংস্থিতা
ভক্তির্নৌস্তরণে পরাস্তু শরণং শ্রীমান্ গুরুর্নাবিকঃ॥

(৩)

মাহাত্ম্যং সুমহাত্মনা প্রকটিতং ধাম্নঃ পরং প্রেমদং
গোস্বামিপ্রভুনাধুনা ভুবি জগন্নাথেন নিত্যস্থিতম্।
প্রত্যব্দং পরিতঃ ক্রমেণ প্রণয়াত্তজ্ঞানুগৈর্বৈষ্ণবৈঃ
সর্ব্বানর্থ-নিবর্হণেন পরমা ভক্তিস্ততো লভ্যতে॥

(২)

সা ভক্তির্বিধা বিভক্তি-পদবীং যাতা প্রবাদাখ্যয়া
পুণ্যেষত্র বিরাজতে ভুবি নবদ্বীপেষু সংসেবিতা।
অন্তর্দ্বীপমিহাত্মবেদনগৃহং মায়াপুরাখ্যং মহৎ
মূলস্যাস্য দলপ্রভক পরিতো দ্বীপাষ্টকং সংস্থিতম্॥

(৪)

তস্মিন্ শ্রীমহদুৎসবে চিরতরং সঙ্গাৎ সতাং বাঞ্ছিতাৎ
শ্রীনাম্নঃ পরিকীর্ত্তনাদ্ হরিকথা-পীযূষ-সংস্বাদনাৎ।
নিত্যং দিব্যমহাপ্রসাদ-সুবিধেঃ সম্মাননাৎ তৎক্ষণং
বদ্ধঃ শুদ্ধিমুপেত্য জীবনিবহো বৃন্দাবনং গাহতে॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব

(গৌরাব্দ ৪৩৯—৪৪০, বঙ্গাব্দ ১৩৩২, খৃষ্টাব্দ ১৯২৬)

গত ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবস উষাকালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ভক্তমণ্ডলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমণ-মানসে বহির্গত হন। ওঁবিষ্ণু-পাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীপাদতীর্থ, ভারতী, পুরী, আশ্রম, পর্ব্বত, বন, অরণ্য, গিরি প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণ তথা বহু সর্ব্বস্বত্যাগী গৌরসর্ব্বস্ব শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত বহু শত ধর্ম্মপিপাসু ভক্ত পঞ্চতত্ত্বাত্মক সাবরণ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র শ্রীনবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গীতি সমবেতকণ্ঠে মৃদঙ্গকরতাল সহযোগে কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরনামাঙ্কিত বিচিত্র পতাকা, ছত্র, চামর প্রভৃতি হস্তে ধারণ করিয়া গৌর ও গৌরজন পদাঙ্কিতা সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিতা চিন্ময়স্বরূপিণী গৌরলীলাভূমি পরিক্রমা করেন।

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি ষোলক্রোশ। ষোলক্রোশ-বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড়জগতের মায়িক পরিমিত বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম স্বরূপশক্তির সন্ধিনী প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অচিন্ত্যশক্তি ক্রমে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্ তদ্রূপ তদ্রূপবৈভব শ্রীধামাদিও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখভক্তগণের নিকট পরিধিবিশিষ্ট। ইহা মায়িক পরিধিযুক্ত নহে। সেবোন্মুখব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

এই ষোলক্রোশ নবদ্বীপের মূলগঙ্গার পূর্ব্ব পারে চারিটী দ্বীপ ও পশ্চিমে পাঁচটী দ্বীপ। পূর্ব্ব পারে চারিটী দ্বীপের নাম (১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর তাহার উত্তরে (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ; মায়াপুরের দক্ষিণে (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ; গঙ্গার পশ্চিম পারে (১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ (৪) মোদদ্রুম-দ্বীপ, (৫) রুদ্রদ্বীপ, (সম্প্রতি পূর্ব্বপারে)—সর্ব্বসাকুল্যে নয়টীদ্বীপ বা নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপ নববিধভক্তির স্বরূপ। অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদন; সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুম-দ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্যরূপা ভক্তির স্থান। এই সকল স্থানে পরিক্রমা অর্থাৎ বিচরণ করিলে তত্তদ্ভক্তির উদয় হয়। নববিধা ভক্তির যে কোন একটী কৃষ্ণতোষণের হেতু হইলেও আত্মনিবেদনই সর্ব্বমূল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ মহারাজের ~~উক্তিই তাহার~~ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরি-ক্রমা-বিধি মহাজনগণের বাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি হতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁ'রে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥"

—এইরূপ মহাজনগণের বিধানানুসারে প্রতিবৎসরই শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়া থাকে।

প্রথম দিবস ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ভক্তগণ আচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর আলয় হইতে সংকীর্ত্তনমুখে বহির্গত হইয়া সীতানাথালয় **অদ্বৈত-ভবন** দর্শন করেন। এইস্থান শ্রীবাসঅঙ্গন হইতে ১০ ধনু উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানেই আচার্য্য অদ্বৈতরায় জলতুলসীমুখে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে কৃষ্ণ-আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে জগতের দুঃখ জানাইয়াছিলেন। এই স্থানেই বৈষ্ণবগোষ্ঠী একত্রিত হইয়া বহির্ম্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা আলোচনা ও কিরূপে জগতের শুভোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী

করিতেন। এই স্থানটীকে অদ্বৈতাচার্য্যের টোল গৃহ বা অদ্বৈত-সভাও বলিয়া থাকে।

ভক্তগণ এই স্থান দর্শন করিয়া **শ্রীবাসঅঙ্গন** দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গন শ্রীযোগপীঠের শতধনু উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবাসঅঙ্গন সপার্ষদ গৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্ত্তন-স্থলী। শ্রীবৃন্দাবনলীলার রাসস্থলী ও শ্রীবাসঅঙ্গন একই বস্তু। এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই স্থানকে **"খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা"** বলিয়া থাকে। কীর্ত্তন বিরোধী-সম্প্রদায় এস্থানে কীর্ত্তনের খোল ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের কোন কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যক্তি কীর্ত্তনবিরোধ করিবার জন্য মাৎসর্য্য-মূলে শ্রীবাস অঙ্গনের দ্বারে ভবানীপূজার মদ্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য রাখিয়া বৈষ্ণবের নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মাৎসর্য্যপরায়ণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর স্বভাব সর্ব্বকালেই একইরূপ। ভক্তগণ এইস্থানে কীর্ত্তন নর্ত্তনাদি করিয়া ও শ্রীবাস-অঙ্গনের ধূলিদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া **যোগপীঠে** প্রবেশ করিলেন। এই যোগপীঠই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। এইস্থানেই মিশ্রবর নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথি সেবা করিতেন। এইস্থানেই তৈর্থিকবিপ্র অতিথিকে বালক-নিমাই কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অচ্ছেদ্য তুলসীবন বিরাজিত। এইস্থানে নিম্ববৃক্ষবর অদ্যাপিও বালক-নিমাইর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছেন। যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী-ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং লীলা বা দুর্গা শক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মালিঙ্গিত চিন্তামণি ভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব যুগলমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন, তৃতীয় কক্ষে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। কিঞ্চিদ্দূরে নিম্ববৃক্ষরাজ ; তন্মূলে একটী ক্ষুদ্র কুটীর —ইহাই শ্রীশচীমাতার সূতিকা গৃহ। এইস্থানে শিশু-নিমাই খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করিয়া আছেন। শচীমাতা পার্শ্বে উপবিষ্টা। ভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া মায়াপুরাধিষ্ঠাত্রীদেবী প্রৌঢ়ামায়া ও শ্রীমায়াপুর-ক্ষেত্রপাল বৃদ্ধ শিবালয়, বৃদ্ধ শিবঘাট, গৌরাঙ্গের নিজঘাট, মাধাইয়ের তপস্যা স্থান মাধাইয়ের ঘাট, বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বারকোণা ঘাট, পঞ্চ শিবালয় স্থান, শ্রীগৌরহরির কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থান শ্রীধর-অঙ্গন প্রভৃতি পরিক্রমা করিলেন। তৎপরে ভক্তচাঁদ-কাজির সমাধিদর্শনার্থ ভক্তগণ আগমন করিয়া সেই স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীধামমাহাত্ম্য শ্রীভাব-তরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লীলা কীর্ত্তন করিলেন। গৌরাঙ্গ-লীলার চাঁদকাজি শ্রীকৃষ্ণলীলার কংস ছিলেন। এইজন্যই মহাপ্রভু চাঁদকাজিকে মাতুল বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের কীর্ত্তনারম্ভে এই চাঁদকাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গৌড়রাজ্যেশ্বর হোসেন সাহার বলে নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিলেন। এই হোসেন সাহ কৃষ্ণলীলায় জরাসন্ধ ছিলেন। ভক্ত চাঁদকাজির সমাধির উপর চারি-শত বৎসরের পুরাতন গোলক চাঁপাবৃক্ষ শোভিত থাকিয়া এখনও ভক্তকে গৌরপাদপদ্মের নির্ম্মাল্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক অতীত স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই কাজির নগর বা অভিন্ন মথুরাধাম দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যেক স্থানেই প্রাচীন মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে তত্তল্লীলাস্থানোপযোগী সংকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও হরিকথা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস—ভক্তগণ ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার দিবস শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। এই দ্বীপে অংশিনী স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতী রাধিকার অংশ-স্বরূপিণী শ্রীপার্ব্বতী দেবী সেবোন্মুখতাক্রমে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপা ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা উপলব্ধি ও গৌরপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীপার্ব্বতীদেবী এই স্থানে শ্রীগৌরপাদপদ্মের ধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞজন শ্রীসীমন্তদ্বীপ কহেন। সাধারণভাষায় ইহাকে সিমুলিয়া বলে। সিমুলিয়া পরিক্রমা করিয়া ভক্তগন শরডাঙ্গা পরিক্রমার্থ গমন করিলেন। এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজিত। এইস্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। প্রাচীন একটী জীর্ণমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রার সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। এইস্থান পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ শোনডাঙ্গা, মেধার চর, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিলেন। বর্ত্তমান বামনপুকুর বা বেলপুকুরিয়া গ্রামে শচী-দেবীর পিতা শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাস ছিল। কাজিপাড়ায় তাঁহার বাসস্থান থাকায় মহাপ্রভু চাঁদকাজিকে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর স্নেহভাজন পুত্রোপম মনে করিয়া

চাঁদকাজিকে গ্রামসম্বন্ধে মাতুল বলিয়া ডাকিতেন। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় দিবস—৮ই ফাল্গুন গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। এই স্থানকে অপভ্রংশ ভাষায় গাদিগাছা বলে। এই স্থানে সুরভি গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয়মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এইস্থানে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ দ্রুম ছিল সুরভি গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করেন বলিয়া এই স্থানের নাম গোদ্রুম।

এই স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত সুরভিকুঞ্জ বিরাজিত। গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জ হইয়া ভক্তগণ **সুবর্ণ-বিহার** পরিক্রমার্থ গমন করিলেন। এই স্থানে সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণ সেন নামে এক নৃপতি ছিলেন। বৈষ্ণবরাজ নারদের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে বিষয় বিতৃষ্ণা ও কৃষ্ণসেবার স্পৃহা উদিত হয়। ইনি কলিযুগে গৌরলীলায় গৌরপার্ষদ বুদ্ধিমন্ত খাঁ রূপে অবতীর্ণ হন। সুবর্ণবিহার পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ সেই স্থানে সংকীর্ত্তনমুখে স্থানমাহাত্ম্য ও সুবর্ণসেন রাজার অপূর্ব্ব চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে স্বরূপগঞ্জ সমাধিকুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানটী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও তাঁহারই অভিন্ন সুহৃৎ অবধূতাগ্রগণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের পরমপ্রিয় ভজনস্থান। এই কুঞ্জের নাম ঠাকুর ভক্তিবিনোদের **'স্বানন্দসুখদকুঞ্জ'**। এই স্থানে এখন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি ও তাঁহার একজন প্রিয় সেবক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান। এই স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও ক্ষেত্রপাল শম্ভু নিত্যপূজিত হইতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার ভক্তিগ্রন্থাগার এই স্থানে নিত্যপূজিত হইয়া থাকেন।

অতঃপর ভক্তগণ গণ্ডকী নদীর তীরে অলকনন্দার পূর্ব্বপারে হরিহরক্ষেত্র দর্শন ও পরিক্রমা করিলেন। এই স্থানে গৌরীসহ শিব, গৌরাঙ্গ ভজন ও জীবের নির্য্যাণ-সময়ে জীবকর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। এই স্থান মহাবারাণসী ধাম। পরিক্রমার ভক্তগণ স্বানন্দসুখদকুঞ্জ হইতে হরিহরক্ষেত্র হইয়া গৌর-গীত-কলরবে শ্রীনৃসিংহপুর **দেবপল্লী** মুখরিত করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। এই দেবপল্লীকে সাধারণ ভাষায় 'দেপাড়া' বলিয়া থাকে। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে টিলার উপরে স্ব স্ব ভজনকুটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ভাগীরথী ও ভজনকুটি গুলি লুপ্ত হইলে এখন ঐস্থানে বহু ভজনটিলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজ করিতেছে। এখনও এই স্থানে সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটিলা, ইন্দ্রটিলা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে নৃসিংহ-কৃপা-প্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নৃসিংহসেবা প্রকাশ করেন। সেই মন্দিরই এখন এই স্থানে বিরাজিত রহিয়াছে।

চতুর্থ দিবস—মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় মাজিদা গ্রাম বলে। এই স্থানে ব্রহ্মার আদেশে সপ্ত ঋষি গৌরভজন করেন। মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্য-প্রভাসমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে এখনও সপ্তটিলা সপ্তর্ষির ভজনস্থলী বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে স্বগণ সহিত গৌর-গুণ-গাথা শ্রবণ করেন। অতঃপর ভক্তগণ **শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর** (বামন পোখেরা বা বামনপুরা) ও **উচ্চহট্ট** (হাটডাঙ্গা) প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করেন। সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপ ধামের এই স্থানে সত্যযুগে দিবোদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন। তাহার পুষ্করতীর্থে স্নান করিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধামকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং এই স্থানে পুষ্কর তীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য তীর্থে ভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন। উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা গ্রাম সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে দেবতাগণ হাট

বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে গৌর কথা আলোচনা করিতেন। এই জন্য ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

পঞ্চম দিবস—কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপ পরিক্রমা। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পরপারে **কুলিয়া** গ্রাম। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—"গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া"। "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়"। এই কুলিয়াই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিয়া খ্যাত। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু চাপাল গোপাল নামক শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী বিপ্রকে ও ভাগবতবক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এই জন্যই ইহাকে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" বা দেবানন্দের পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান শ্রীকুলিয়া পাহাড় নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার বরাহদেবের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিলে শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার সঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেন। এই স্থানে পরিক্রমার দিবস প্রায় সহস্র ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। গজপৃষ্ঠে বিচিত্র ছত্র, পতাকা, চামর বিবিধবাদ্য ও কীর্ত্তন দ্বারা পরিসেবিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও তদীয় নিজজনগণের অনুগমনে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর ভজন ও সমাধিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। নিম্নে একটী কবিতায় তাহার বর্ণনা প্রকাশিত হইল—

পঞ্চম দিবসের পরিক্রমা

কোলদ্বীপ বিজয়

প্রশান্ত প্রভাতে স্নিগ্ধ সুশীতল,
সুপ্তোত্থিত-প্রায় কুলিয়া-নগর,
শুনিল সহসা ঘোর কোলাহল—
হরি-ধ্বনি ঘন ভেদিয়া অম্বর!
হেরিল,—ভাস্বর সহস্র অধিক
বাল বৃদ্ধ নর নারী সম-স্বর
তুলি জয়-ধ্বজা, ভরি দশ দিক্
গাহে-জয় গান গঙ্গার উপর!
তরঙ্গে নাচিয়া তরঙ্গিণী-বুকে
তরণী সকল ভাসে তীর-ভূমে,
বহিয়া সে-শোভা- সম্ভার পুলকে;
উঠে প্রভাকর কুহেলিকা-ধূমে!
মন্থর-গমনে মাতঙ্গ-প্রবর
দৈবাদেশে যেন উদিল ক্ষণে;
দিয়া অভিবাদ সবে ঊর্দ্ধ-কর,
হইল প্রস্তুত আদেশ পালনে।
তীর-গত বীর- ব্রত গৌর-জন,
ঘোষিয়া নিশানে অঙ্কিত উজ্জ্বল,
"নবদ্বীপ ধাম- পরিক্রমা" পণ
হইল সৈকতে একত্র সবল।
ভরি জল স্থল, গগন-মণ্ডল
আবার আবার সেই হরিধ্বনি,
সেই জয় গান, সুগভীর তান,
বহিল, দুর্জ্জন-হৃদয়ে কম্পনি।
শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ যুগল
সিংহাসনে পূত প্রবেণী-উপর
স্থাপিত সুন্দর। সাধু বস্ত্রাদল
সৌভাগ্যে অপার সানন্দ অন্তর,
ধীর-পদ-চারে তীর অতিক্রমি
বীর-মদ-ভরে চলে পুরোভাগে;
বাজে রণভেরী বাঁশরী সুস্বর
জাগে সুপ্ত হিয়া দীপ্ত অনুরাগে!
গৈরিক-বসন প্রশান্ত বদন
ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণ
সাঙ্গোপাঙ্গ, সদা পাষণ্ডের ত্রাস,
সুহৃদ্ সজ্জোর, সুদিব্য-দর্শন,

অনীকিনী-মুখে মহারথ-সম
উর্দ্ধবাহু উচ্চে 'শ্রীগৌরাঙ্গ জয়!'
গাহিয়া সঘনে, অগ্রে সবাকার
অগ্রসর ক্রমে,—কি আনন্দময়,
কি শোভা আমরি, কি ভাব প্রভাব,
প্রতি অঙ্গে পূর্ণ প্রকট প্রোজ্জ্বল!
করি পাদ-ক্ষেপ সঙ্কীর্ত্তন সনে
চলে ভক্তগণ পশ্চাতে সকল।
মৃদঙ্গ দ্বাদশ, করতাল শত,
শৃঙ্গ শঙ্খ আদি এক-তান-লয়
বাজে বিমোহন, ভুবন প্লাবিয়া
মথিয়া মোহাশ আসুর হৃদয়!
স্তব্ধ নাগরিক বাল বৃদ্ধ-যুবা
নর-নারী, নেত্র পলক-বিহীন,
পথে ঘাটে গৃহে অলিন্দ উপর
হেরে সে বৈষ্ণব বৈভব অসীম।
নীরব নিশ্চল, বিপক্ষ সকল
সচকিতে পুনঃ পলকে তথায়,
দেখে চমৎকার, দৈত্য-রণে কাল
বিষ্ণু-সৈন্য-সম দেবের রক্ষায়
সুসজ্জিত রাজ- পুরুষ-চালিত
ভারত-সম্রাট-পালিত পদাতি
সেনা চতুস্ত্রিংশ, বৈষ্ণব-সেবায়
নিয়োজিত পথে, রণ মদে মাতি,
চলে সাথে সঙ্গ- গুণে সুমহান্
গাহে হরিনাম;—কৃপাণ শাণিত
শ্রীগৌর-নিহিত সেই ত এবার!
অখিলভুবন বিস্মিত স্তম্ভিত।
অবাধ, উন্মাদ, মহাসিন্ধু-মুখে
চলে যথা গঙ্গাস্রোত বেগবান,
ভাসাইয়ে মত্ত হস্তী ঐরাবতে,
চলে পরিক্রমা-পথে ভক্তগ্রাম।
উঠে সংকীর্ত্তন সঘন গগনে
গভীর গর্জ্জনে সজীব ভাষায়,—
"পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥"

পঞ্চম দিবসে, পরিক্রমা-পথে,
করি অতিক্রম 'কোল দ্বীপ' বলে,
সীমান্তে তাহার, রসাল কাননে,
উতরিল আসি এমতে সকলে।
সমবেত জনে, বিপুল সভায়,
লোক-হিত ব্রত ত্রিদণ্ডী সকল
শুনাইলা তথা, কোলদ্বীপ-কথা
'ভক্তিরত্নাকরে' অঙ্কিত অমল।
সহস্র-অধিক কণ্ঠে সুগভীর
উঠিল আবার হরিধ্বনি ঘন,
তুরী ভেরী আদি বাদ্যে নিনাদিত
হইল ঘোষিত বিজয় পরম!
অতুল উদ্যমে, আনন্দে অপার,
চলিলা দক্ষিণে এবার সকলে;
উতরিলা আসি দ্বিতীয় প্রহরে
'ঋতুদ্বীপ'-নাম পবিত্র সে স্থলে।
"চাঁপাহাটী" তার প্রচলিত নাম;
গৌর-গদাধর-মূর্ত্তি পুরাতন
শ্রীমন্দিরে তথা শোভে কি সুন্দর,
স্বরূপ সত্যের সাক্ষ্য সনাতন।
করিল বিশ্রাম এইস্থলে সবে;
শ্রীমহাপ্রসাদ সংযোগ অপার,
দিল পূর্ণ তৃপ্তি অবাধে সকলে,
ধন্য 'কৃষ্ণামৃত' পদে সবাকার!

ভক্তগণ **শ্রীসমুদ্রগড় তীর্থ** পরিক্রমা করিলেন। এইস্থানে ভগবান্ ভীমযুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেন রাজাকে শুদ্ধভক্ত জানিয়া দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে আগমন করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-লীলা দর্শন করেন, এই স্থান সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ।

ষষ্ঠ দিবস,—১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ঋতুদ্বীপপরিক্রমা। এই দ্বীপে চম্পাহট্ট, চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী গ্রাম বিরাজিত। পূর্ব্বে এই স্থানে চম্পক বৃক্ষের বন ছিল এবং এত প্রচুর পরিমাণে চম্পক পুষ্প আহৃত হইত যে, ঐ সকল ফুল হাটে বিক্রয় হইত ও ভক্তগণ দেবাচ্চর্নোদ্দেশে উহা ক্রয় করিতেন, উহা হইতেই এই স্থানের নাম চাঁপাহাটী বা চম্পাহট্ট হইয়াছে। এই চম্পক বন বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম

খদিরবনের অংশ স্বরূপ। এই স্থানে চম্পকলতা সখী নিত্য চম্পকফুলের মালিকা রচনা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথ এই স্থানে শ্রীগৌরগদাধর যুগল-মূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করেন। এখনও সেই দ্বিজবাণীনাথের সেবিত ভক্তনয়নমনোভিরাম প্রমাণাকার শ্রীগৌরগদাধর যুগল শ্রীমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য মঠের শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা যথাবিধি সেবিত হইতেছেন। এই স্থানে বসন্তসহিত ষড়ঋতু শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার চিন্তা করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ঋতুদ্বীপ হইয়াছে। চম্পহট্ট গ্রামে শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিপ্রবর দেব ঠাকুর পদ্মাবতী দেবীকর্ত্তৃক আহৃত চম্পকফুলের দ্বারা রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব-সেবা করেন এবং পুরটসুন্দর-দ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

সপ্তমদিবস, ১২ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীজহ্নুদ্বীপ-পরিক্রমা এই স্থানকে অপভ্রংশ ভাষায় **জান্নগর** বলিয়া থাকে। এই স্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। এই স্থানে জহ্নুমুনি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। জান্নগর পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ **বিদ্যা-নগর** পরিক্রমার্থ গমন করিলেন। এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। সর্ব্বযুগের সর্ব্বঋষি এই স্থান হইতেই বিবিধ-বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই বাল্মীকি কাব্য, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্র, বেদব্যাসাদি ঋষিগণ বহুবিধ পুরাণ রচনা করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হন। শ্রুতিগণ এইস্থানে বহুকাল শ্রীগৌরারাধনা করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যানগরে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরা-বিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্যানগর পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ পুনরায় শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগৌরগদাধরের ভোগ-আরাত্রিক-কীর্ত্তন ও মহা-মহোৎসব সমাপন করিলেন। অপরাহ্নে বহুসহস্র শ্রোতার সমক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য শুদ্ধভক্ত বক্তৃতামুখে বহু হরিকথা উপদেশ ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিলেন।

অষ্টমদিবস, ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—মোদদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা। রামলীলায় ভগবান যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহা বটবৃক্ষতলে কুটীর বান্ধিয়া বাস করেন। এই স্থান-দর্শনে ভক্তগণের সেবা-মোদ বৃদ্ধি হয় এই জন্য বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া থাকেন। মোদদ্রুম ও বৃন্দাবনলীলার শ্রীভাণ্ডীরবন একই তত্ত্ব। মোদদ্রুমদ্বীপ মধ্যে মামগাছী গ্রাম। এই স্থানে চৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবতরচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি। অদ্যাপি সেই ব্যাসপীঠ বহু তৃণগুল্ম লতা ও বৃক্ষরাজিতে আকীর্ণ থাকিয়া ভক্তহৃদয়ে শ্রীনৈমিষারণ্যের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এ স্থানেই শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটার অদূরেই শ্রীগৌরপার্ষদ পণ্ডঃপ্রভাবী চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়া-ছেন। স্বধামগত হরেকৃষ্ণ কবিরাজাদি অনেকেই এই সেবা পরিচালনা করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি সেবার বড়ই অযত্ন হইতেছে। মামগাছিতে আরও একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছেন। গৌরপার্ষদ শার্ঙ্গ ঠাকুর বা শার্ঙ্গ মুরারি বা শ্রীঠাকুর মুরারি (চৈঃ চঃ ১।১০।১১৩ দ্রষ্টব্য) প্রতি-ষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ অযত্নের সহিত এই স্থানে সেবিত হইতেছেন। ভক্তগণ এই সকল শ্রীপাট ও গুরুপীঠ সংকীর্ত্তন ও লীলাগ্রন্থ পাঠমুখে পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রী মাদদ্রুম দ্বীপস্থিত শ্রীমোদদ্রুমছত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাত্রে শ্রীগৌরলীলা কীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিপাদ এবং শুদ্ধ ভক্তগণের বক্তৃতামুখে বহুবিধ হরিকথা কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব হইল।

নবমদিবস, ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। এই স্থানে নীললোহিতাদি একাদশরুদ্র গৌরভজন করিয়া ছিলেন। কৈলাস ধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভামাত্র। অষ্টা-বক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরি-ত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছেন। এই স্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈতমতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ নবদ্বীপের এই সকল সর্ব্বতীর্থময় পরম পবিত্র স্থান নয় দিবসে পরিক্রমা শেষ করিয়া পুনরায় আত্মনিবেদন-

ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবসেই ফাল্গুন পূর্ণিমা গৌরজন্ম-মহামহোৎসব। জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন্যতম স্থান যোগপীঠ, আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন্যতম পুণ্যবাসর শ্রীশ্রীগৌরজন্মবাসর। এই কথা স্মরণ করিয়া প্রতি ভক্তের হৃদয়েই পরমানন্দের লহরী প্রবাহিত হইতে থাকিল। সহস্র সহস্র ভক্ত কীর্ত্তনমুখে মহামহোৎসব সমাপন করিয়া শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ করিলেন। শ্রীযোগপীঠ গৌরলীলা-কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া গন্ধবহ-সহযোগে যেন জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বসুকৃতিমান্ জীবহৃদয়ে গৌরগুণসৌরভ বিস্তার করিয়া দিল। সুপ্তহৃদয়ও আজ প্রবুদ্ধ হইল, পতিতও আজ ভাগবত হইল, বিমুখও আজ উন্মুখ হইল, হায়! কেবল বঞ্চিত হইল বৈষ্ণবাপরাধী ও ভক্তাপরাধী সম্প্রদায়!

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-বাসর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে কীর্ত্তনধ্বনি দিগন্ত ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে থাকিল। কেহ বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থ হইতে শ্রীগৌর-জন্মলীলাপাঠ, কেহ বা মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে সেই সকল কথা কীর্ত্তন, কেহ বা বক্তৃতামুখে স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার সার্থকতা, কেহ বা গৌর-গুণ-গাথা লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শত সহস্র ভক্ত, ধর্ম্ম পিপাসু, গৌরগুণ মুগ্ধ ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, রাজাপ্রজা নির্ব্বিশেষে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় শ্রীধামে কীর্ত্তনমহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিদিবসব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবে লীলাকীর্ত্তন ও অকৈতব-হরিকথা শ্রবণ, চতুর্ব্বিধ রস সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন এবং যাবতীয় শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া জনমাত্রেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বমুখেই শ্রীধামমায়াপুরের মূলপ্রদর্শক বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও পরমহংস কুলাগ্রগণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর ও তাঁহাদেরই অভিন্ন বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি শুদ্ধভক্ত্যাচার্য্যগণের জয় বিঘোষিত হইয়াছিল।

এই সকল কার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্পূর্ণ আনুগত্যে ও শ্রীধাম প্রচারিণী সভার শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর সুতত্ত্বাবধানে নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাব্রত, শুদ্ধদেবাত্মা আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম, পরম উৎসাহ, অসীম ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, অশ্রুতপূর্ব্ব অমানী মানদব্যবহার ও আশ্চর্য্য হরিসেবোন্মুখতার প্রভাবে এই বিপুল মহামহোৎসব অতি সহজে ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃত গৌরসেবকগণের সাহায্যে কপট বৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও অপরাপর ভক্তগণ কেবলা সেবাপ্রবৃত্তি সার করিয়া সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয় ও সহস্র সহস্র জনসাধ্য ব্যাপার অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা এই সকল মহাত্মাকে কি দিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। যে বদান্যবর মহাত্মগণ এই উৎসব কার্য্যে নানাবিধ আনুকূল্য প্রদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দচরণে তাঁহাদিগের নিত্যকল্যাণ কামনা করিতেছেন। সাময়িক পত্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের কথা জন-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা সেই সেই পত্রের সদাশয় সম্পাদকমহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। যে সকল ব্রহ্মচারী ও ভক্ত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে শ্রীমহামহোৎসবের বিবিধ সেবা করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের সেবোন্মুখতা আরও প্রবলতরা করুন্ ইহাই প্রার্থনীয়। বহু উচ্চকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বহু ঐশ্বর্য্যশালীব্যক্তি, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাদিগের যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্ত দীনের ন্যায় এই মহোৎসবের বিবিধ সেবা করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় নয়টী দ্বীপের ও মহামহোৎসবাদির যে সকল আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছে তাহার এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরপর সংখ্যায় গৌড়ীয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।

জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার দ্বাত্রিংশদ্-বার্ষিক

অধিবেশন-বিবরণী

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১৬ই ফাল্গুন ২৮সে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযোগ-পীঠের শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণী-সভার-দ্বাত্রিংশদ্-বার্ষিক অধিবেশন হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজকে এই সভার যোগ্য সভাপতি জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। জাগতিক বিচারে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি সর্ব্ববৈষ্ণবসারল্যগুণে বিভূষিত। তাঁহার তৃণাদপি সুনীচত্ব, অমানীমানদত্ব, নিষ্কপট সরলতা, হরিনাম পরায়ণতা, কৃষ্ণপ্রীতে সর্ব্ববিধ ভোগত্যাগ প্রভৃতি বৃত্তি আদর্শস্থানীয়। সুতরাং এইরূপ মহাত্মাকে এই ভক্তসভার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীসভার পক্ষ হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ও অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন।

সভাপতির অনুমতি-ক্রমে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ মহাশয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-সুদর্শন-বচস্পতি মহোদয় রচিত "শ্রীমায়াপুরাষ্টকম্" নামক একটী দেবভাষায় রচিত স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতির অনুমতিক্রমে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় গতবৎসরের শ্রীসভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

অতঃপর বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসভার সভ্যমণ্ডলী মধ্যে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাকে সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাল মহোদয়কে শ্রীসভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ প্রস্তাব শ্রীসভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন এবং শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয় তাহা সভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রাজগঞ্জ নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল মহোদয়কে সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাহা অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় তাহা শ্রীসভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ মহোদয়কে শ্রীসভার সভ্যপদে নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় তাহা শ্রীসভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় কাঁদির জমীদার ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যপরায়ণ শ্রীল নরেশ-চন্দ্র সিংহ মহোদয়কে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার কে চন্দ্ মহোদয় শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাহা সমর্থন করেন শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কলিকাতা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহোদয়কে সভার সভ্যমধ্যে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ তাহা অনুমোদন করেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় তাহা সভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা কাশীপুর নিবাসী পরমভাগবত ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে শ্রীসভার সভ্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্ম-চারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় তাহা অনুমোদন করেন ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয়

তাহা সভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাড়া মহাশয়কে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু মহাশয় তাহা অনুমোদন ও শ্রীযুক্ত রমানাথগোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা সভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় উলুবাড়িয়া নিবাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত বি, এল মহাশয়কে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাহা অনুমোদন ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ শ্রীসভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ উলুবাড়িয়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ তাহা অনুমোদন ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহাশয় সভার পক্ষ হইতে তাহা সমর্থন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুদর্শন মহারাজ উলুবাড়িয়া নিবাসী পরমভাগবত ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা অনুমোদন ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় তাহা সভার পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় শান্তিপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ মহোদয়কে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাহা অনুমোদন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার মহোদয় তাহা সভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় নিম্নলিখিত ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়গণকে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন (১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার; (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন বি, এ মার্চ্চেন্ট, ঢাকা; (৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু পোঃ মাঃ উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা; (৪) শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে স্বত্বাধিকারী মনোমোহন প্রেস ঢাকা; (৫) শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মার্চ্চেন্ট ঢাকা; (৬) রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্যারীলাল দাস বি, এল, শ্রীহট্ট, (৭) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছাতক; (৮) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ম্যানেজার গৌরীপুর ষ্টেট; (৯) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত চৌধুরী শিলচর; (১০) ও (১১) শ্রীযুক্ত রাইমোহন চৌধুরী ও রেবতীমোহন চৌধুরী জমীদার বালিয়াটী। শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম,এ মহোদয় সভার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীসভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয়, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল বর্দ্ধমান আমলাজোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যতিরাজদাসাধিকারী, শ্রীপাদ রাধাবল্লভব্রজবাসী, যশোহর নিবাসী পরলোকগত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের সাধ্বী পত্নীকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ উদার-হৃদয় জনগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারে যে সকল আনুকূল্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও নিত্যকাল করিবেন, তজ্জন্য তাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত। শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয় তাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে নিযুক্ত করিয়া যেরূপ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীনাম-প্রচারিণীসভায় গ্রন্থপ্রচারবিভাগে ও হরিকথা প্রচারাদিতে অক্লান্তভাবে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী মহোদয় প্রতি উৎসবে যেরূপ অক্লান্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ও ভাণ্ডার রক্ষা করেন এবং সর্ব্বসময়ে যেরূপ সেবোন্মুখতা প্রদর্শন করিতেছেন ও গ্রন্থাদি প্রচারে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন ও আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীগৌর ও গৌরজনগণের পরম কৃপাভাজন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল মহোদয় নানাবিধভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়া এবং অপরকে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত যতিরাজ দাসাধিকারী

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ সেবোন্মুখতা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি গৌর ও গৌরজনের কৃপাকটাক্ষে পতিত। শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী যেরূপ দক্ষতার সহিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া সর্ব্বসময়ে নিষ্কপট হরিসেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি গৌর ও গৌরজনের প্রিয়। পরলোকগত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের সাধ্বী পত্নী শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর হুলোর ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীধামবাসী-গণের যে সুবিধা করিয়া দিতেছেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের পরম কৃপাভাজন; সুতরাং তাঁহার আদর্শ সেবার জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তৎপরে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন---(১) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্রসিংহ জমীদার কাঁদি; (২) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এল্ আমলাজোড়া, (৩) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত, (৪) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৫) শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত, (৬) শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বসু জমীদার কাইগ্রাম, (৭) ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও (৮) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ পুলিশ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় যেরূপ সত্যপ্রচারে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও শুদ্ধভক্তিপ্রচার-কল্পে নানাবিধ ভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তিনি নিত্য ধন্যবাদার্হ। তিনি সরল, অমায়িক, অমানী, সত্যপিপাসু, অসত্যে বিতৃষ্ণাযুক্ত, ভক্তসুহৃৎ, বৈষ্ণবকুলোজ্জ্বলকারী একজন সজ্জন ব্যক্তি। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেবাবৃত্তি আরও জাগাইয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল মহোদয় আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম স্থাপনের জন্য বিশেষ সহায়তা করিয়া গৌরসুন্দরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে বৃত হইয়াছেন। তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ধর্ম্মপ্রাণ, উদার হৃদয়, বদান্যবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ-চন্দ্র গুপ্ত মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে গৌরকুণ্ডসংস্কারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া একাধারে গৌরসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও জনসেবার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি গৌর-সুন্দরের নিত্যাশীর্ব্বাদ-ভাজন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্। শ্রীধামে জলকষ্ট নিবারণ ও জলছত্র প্রদানের সহিত কোটি কোটি পুণ্যকর্ম্মেরও তুলনা হয় না। তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় গৌর-জন্মোৎসবে বৈষ্ণব ও সমাগত যাত্রিবর্গকে প্রসাদ প্রদানের ভারগ্রহণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী পরমা সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে গণিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মহাশয়ও উৎসবের ভার গ্রহণ করিয়া ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আনুকূল্য বিধানে উৎসাহ দেখাইয়া শ্রীগৌর ও গৌরজনের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্। শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বসু জমীদার, কাইগ্রাম প্রতিবৎসর পরিক্রমার সময় শ্রীরাধাগোবিন্দ বহন করিবার জন্য তাঁহার হস্তীটিকে প্রদান করিয়া একাধারে স্বীয় মঙ্গল ও পশু-কুলোদ্ভূত একটী আচ্ছাদিত চেতন জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিবার সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার বদান্যতায় একটী পশুও পৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে বহন করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কুলজাত সর্ব্ব-জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরও এইরূপ ভাগ্যোদয় হওয়া দুর্ঘট। সুতরাং তিনি বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য। তৎপরে শ্রীসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ মহোদয় নদীয়ার সুযোগ্য শাসন কর্ত্তা মিঃ এইচ্ গ্রেহাম ও সুযোগ্য পুলিশ সাহেব মিঃ এল, এন, বেভিন মহোদয়দ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন,—

অধুনা নবদ্বীপ সহর নামে প্রসিদ্ধ নবদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন কোলদ্বীপে গতবৎসর শুদ্ধ ভক্তগণের প্রতি যে কলিসুলভ তাণ্ডবলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই স্থানে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের পূত-চরণরেণু দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিল। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, বড়ই আত্মগ্লানি, লজ্জা ও ঘৃণার কথা যে এহেন ধামের প্রতি অপরাধকারিব্যক্তিগণ কি কলঙ্ক-কালিমা দ্বারাই না তাহাদের অঙ্গ লিপ্ত করিয়াছে! হায়, ধামাপরাধি, নামাপরাধিগণ! শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ গৌরজন তোমা-দের দ্বারে শুদ্ধভক্তির পসরা লইয়া উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন, আর তোমরা ইষ্টকবৃষ্টির দ্বারা শুদ্ধা ভক্তিদেবীর অভ্যর্থনা করিয়াছিলে! জগাই মাধাই একদিন পরম দয়াল নিতাই চাঁদের মাথায় কলসীর কাণা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, জগাই মাধাই যতই পাপী ও দুর্ব্বৃত্ত হউন্ না কেন, তাঁহারা ভক্তাপরাধী ছিলেন না। কিন্তু তোমরা অখণ্ডনীয় ও অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী—বৈষ্ণবাপরাধী। তাই তোমাদের কলসীর কাণায় তৃপ্তি হইল না, তোমরা ভক্তগণের উপরে ইষ্টক বৃষ্টি করিলে! গজপৃষ্ঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াও তোমাদের প্রাণ ভরিল না, তোমরা তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ভক্তগাত্রে স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সপরিবারে একত্র মিলিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে! জগাই মাধাই বৈষ্ণবাপরাধ করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের উদ্ধার হইল। তোমরা একে ধামাপরাধী, নামাপরাধী, তাহাতে আবার ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী, তাই তোমাদের দণ্ডস্বরূপ তোমাদের হরিবিমুখতাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তোমাদের কলিকলুষিত চিত্তে এইরূপ কুপ্রবৃত্তির কণ্ডূয়ন তোমাদিগকে কোন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, একবার কি ভাবিয়া দেখিবারও অবসর বিমুখ-মোহিনী মায়াদেবী কৃপা করিয়া তোমাদিগকে প্রদান করেন না? মায়াদেবী তোমাদিগকে যেস্থানেই লইয়া যাউন না কেন, তোমাদের শোচনীয় অবস্থায় দুঃখিত বৈষ্ণববৃন্দ তোমাদের অপরাধময়ী বুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাই তাঁহারা সদাশয় সরকার বাহাদুরের নিকট গত বৎসরের কথা জ্ঞাপন করিয়া শান্তির বিধান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তোমাদের মৎসরতাবৃত্তি সঙ্কোচিত হইতে দেখা যায় নাই, তোমরা পূর্ব্ব হইতেই কত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া শুদ্ধভক্তগণের বিরুদ্ধে কত জালচিঠি প্রস্তুত করিয়া, কত অযথা অপবাদ কীর্ত্তন করিয়া লোকসমূহকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহাতেও সন্তুষ্ট হও নাই। গজরাজ গমনকালে তৎপশ্চাতে কুক্কুরগণ যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে, তদ্রূপ যাত্রিগণকে পশ্চাদ্ভাগ হইতে কত না কুকথা বলিয়াছ, তাহাতেও তোমাদের মৎসরতার প্রবল পিপাসা মিটে নাই, নবদ্বীপ সহরের পোড়া মা তলায় বলীবর্দ্দবিহীন শুষ্ক তৃণ শকট সাজাইয়া রাখিয়া হরিকীর্ত্তনের বিরোধচেষ্টা দেখাইয়াছ, এই সকল ব্যবহার পুনঃ পুনঃ কি তোমাদের দুর্ব্বলতা, মৎসরতা, হিংসা, হরিবিমুখতা, তোমাদেরই সত্য সত্য নানাবিধ দোষ ও অবৈধ ব্যবহারের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? আবার নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বরাত্রে নিশীথকালে গোপনে হুলোর ঘাটের গগনস্পর্শী উচ্চনহবত ঘরটী ভাঙ্গিয়া দিয়া ঐ সকল দ্রব্য অপহরণ করিয়া সর্ব্ব সজ্জন সমক্ষে তোমাদের ভাবী পতনোন্মুখতা, তোমাদের হৃদয়বৃত্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছ না? আবার নবদ্বীপ সহরে যে সকল শ্রীধাম-পরিক্রমা ও নিত্যানন্দ জন্মোৎসবের বিজ্ঞাপন প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞাপন গুলিকে হস্ত দ্বারা ছিঁড়িতে না পারিয়া তদুপরি কালি মৃক্ষণ করিয়াছ! আরও একটা আশ্চর্য্য এই যে, ভদ্রলোকের ভবনগাত্রে সংলগ্ন বিজ্ঞাপনগুলি পরিষ্কারই রহিয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়িগণ তাঁহাদের মন্দিরগাত্রে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌর নাম অঙ্কিত দেখিতে অসহিষ্ণু হইয়া তাহার উপর হিংসা-তুলিকার দ্বারা মৎসরতাকালিমার দ্বারা প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিয়াছ। ভারতের বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সজ্জন ব্যক্তি, রাজকর্ম্মচারী, শাসনকর্ত্তা, ভক্ত, স্ত্রী পুরুষ সকলেই তোমাদের এই সকল কার্য্য দেখিয়া তোমাদের স্বভাবটী প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের শতশত বিরুদ্ধ চীৎকার এই সকল প্রত্যক্ষীকৃত সাক্ষ্যে। বিরুদ্ধে তৃণের ন্যায় দুর্ব্বল ও তুচ্ছীকৃত হইতেছে।

নদীয়ার সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা মাননীয় মিঃ এইচ্ গ্রেহাম জে, পি, আই, সি, এস্, মহোদয় শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমার দিবস যাহাতে জন সাধারণের শান্তি ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নদীয়ার সুযোগ্য পুলিশ সাহেব মাননীয় মিঃ এল্ এন্ বেভিন জে, পি, মহোদয় বহু অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও পুলিশের সহিত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাত্রিগণের প্রতি যাহাতে কোনও প্রকার পীড়ন না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। সুযোগ্য পুলিশ সাহেব মহোদয় ভক্তগণের সহিত শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা ও সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে থাকিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন ও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ধন্য সেই সরকার বাহাদুর, ধন্য সেই শাসনকর্ত্তা ও শান্তিরক্ষকগণ যাঁহারা এইরূপ ভাবে শ্রীমহাপ্রভুর

নিজজনগণের শান্তিবিধানচ্ছলে শ্রীভগবানের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আলোক সাহায্যে এই সকল অপূর্ব্ব চিত্র গৃহীত হইয়াছে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্। কিন্তু হায়রে বাঙ্গলা দেশ! যে ভগবানের লীলাভূমি বলিয়া তুমি জগতের নিকট মাথা উঁচু করিয়া চলিতে চাও, সেই ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ভক্তগণের প্রতি অত্যাচারে তুমি আর কতকাল উদাসীন থাকিবে? আজ এইরূপ সুশৃঙ্খলশাসন না থাকিলে শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট প্রচার বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্যই ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড ও তাঁহাদের শাসন প্রণালীকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্তারের সহায়রূপে এবং বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন।

তৎপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে যে সকল ভক্ত দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বস্ততার সহিত আনুগত্য ও প্রণিপাত সহকারে হরিসেবোন্মুখতা প্রদর্শন করিয়া হরিজনের বিশ্রম্ভভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌরনিজজনগণ সেবাধিকার প্রদান করিলেন। নিম্নে সেই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ সেবাধিকার পত্রের অবিকল প্রতিলিপি সমূহ উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—"সেবাধিকার

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি
তারিখ ১লা বিষ্ণু ৪৪০ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ ধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারী

(স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য অধিকারী ভক্তিরত্নাকর

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ রাধাবিনোদ অধিকারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় অধিকারী ভক্তিগুণাকর

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—সেবাধিকার

শ্রীপাদ দিব্যসূরি অধিকারী

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

সভাপতি মহোদয় এই সকল সেবাধিকারপ্রাপ্ত ভক্তগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী নির্ম্মাল্য,চন্দন মাল্য প্রভৃতি কৃপাবশেষদ্বারা ভূষিত ও চর্চ্চিত করিলে বিশিষ্ট ভক্তগণ ঐ সকল সেবাধিকারপ্রাপ্ত সেবকগণের সেবাগুণাবলী কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে ঐ সকল গৌরাশীর্ব্বাদ পত্র প্রেরণ করিবার জন্য সভাপতি মহোদয় আদেশ দিলেন।

তৎপরে যে সকল মহাত্মা প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে দীর্ঘকালব্যাপী অতি বিশ্বস্ততা ও সুষ্ঠুতার সহিত গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া গৌরজনগণের বিশেষ বিশ্রম্ভভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌরনিজগণ শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রৌঢ় সেবাধিকার প্রদান করিলেন। নিম্নে সেই সকল গৌরাশীর্ব্বাদপত্র উদ্ধৃত হইল—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—প্রৌঢ়সেবাধিকার

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী
সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য, পঞ্চরাত্রাচার্য্য

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

তারিখ ১লা বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪০ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—প্রৌঢ় সেবাধিকার

শ্রীপাদ গোস্বামী অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—প্রৌঢ় সেবাধিকার

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পুরাবিদ্যাবিনোদ বি, এ,

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ"—প্রৌঢ় সেবাধিকার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ সভাপতি

সভাপতি মহোদয় এই প্রৌঢ়সেবাধিকার-প্রাপ্ত ভক্তচতুষ্টয়কে প্রসাদী—চন্দন নির্ম্মাল্য দ্বারা চর্চ্চিত ও ভূষিত করিলে শ্রীপাদ যদুনন্দন অধিকারী বি, এ মহোদয় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিত্য গুরু-গৌরাঙ্গ সেবৈকপ্রাণতার কথা গদ্‌গদস্বরে অতি আবেগময়ী প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করিতে গিয়া বলিলেন—

"আমি জানি, আমি এই কার্য্যে কত অনুপযুক্ত। সত্য সত্যই বলিতেছি, আচার্য্যত্রিক প্রভুর গুণবর্ণনের ভাষা আমি এ জগতে খুঁজিয়া পাই না। জগতের ভাষা এখনও এত উন্নত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার গুণাবলী, গুরুদেবের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী পরাভক্তির কথা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশ করিতে সমর্থ। জগতের ভাষা জড়াবদ্ধ। জগতের ইতিহাসে অনেক মহাপুরুষ ও অনেক আদর্শ গুরু-ভক্তের কথা অধ্যয়ন করিয়াছি, অধ্যয়ন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু সত্য সত্যই শ্রীযোগপীঠে দাঁড়াইয়া ভগবান্ ও ভক্তের সম্মুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, এরূপ গুরুভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—এরূপ গুরুভক্তির তুলনা আমি কোথাও খুঁজিয়া পাই না। দিন নাই, রাত্রি নাই, লবমাত্র অবসর নাই, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, শয়নে, স্বপনে, বিচরণে, ধ্যানে জ্ঞানে, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা ব্যতীত আচার্য্যত্রিক প্রভুর অন্য কোনও চিন্তা কেহ কোনও দিন লক্ষ্য করেন নাই। তৎপরে শ্রীপাদভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গুরুগৌরাঙ্গসেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিরন্তর সেবা, অতি পাষণ্ড, পতিত, নাস্তিক অপরধর্ম্মাশ্রিতব্যক্তিগণকেও পতিত পাবন নিত্যানন্দের নিজজনের ন্যায় বিবিধভাবে সেবাধিকার প্রদান, গুরু-গৌরাঙ্গসেবার একনিষ্ঠা, ঐকান্তিক অনুরাগ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া ধর্ম্মাচারিগণকে তাঁহার উচ্চ-আদর্শে স্ব স্ব জীবন গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু যথার্থই ভক্তির সারগানকারী। ইনি সত্য সত্যই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী, ইনি সত্য সত্যই নিত্যানন্দান্বয় গোস্বামী, ইনি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপপুরী মহারাজের অশেষ সেবাগুণ ও শাস্ত্রাসদ্ধান্ত বিষয়ে নিপুণতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী মহাশয় ওজোস্বিনী ভাষায় শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রশংসা-বাক্য কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ভক্তিসূচক সম্মান প্রদত্ত হইল।—(১) অশেষ গুণালঙ্কৃত, শ্রীগৌরসেবোন্মুখ, সজ্জন-প্রিয়, সত্যৈকনিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্যব্যাকরণসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় তাঁহার লেখনী ও বাক্যের দ্বারা অধোক্ষজ ভক্তিদর্শন বা সুদর্শনের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে **"সুদর্শনবাচস্পতি"** এই ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত ও তাঁহার কাব্য পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে একটী সুবর্ণপদক প্রদান করিলেন। (২) পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বৈষ্ণব রীতিতে পারদর্শিতা ও দুষ্টমত নিরাকরণ করিয়া বৈষ্ণবজগতের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে **'প্রত্নবিদ্যালঙ্কার'**—এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন। (৩) শ্রীযুক্ত অনুপম অধিকারী মহাশয় আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকর ব্যবহার-জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গসেবায় তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধি নিযুক্ত করিয়া যে কিরূপে লৌকিক বৈদিক সর্ব্ব-বিষয়কেই হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহার আদর্শ দেখাইতেছেন, তজ্জন্য ধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে **"নয়কোবিদ"** উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। (৪) শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ দাস অধিকারী মহোদয় ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরনাট্যমন্দির—সারস্বতপীঠ নির্ম্মাণকল্পে যে সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন ও দেখাইতে-ছেন, তজ্জন্য ধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে **'সেবাবান্ধব'**

উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। (৫) শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী মহোদয় যেরূপ ঐকান্তিকতার সহিত শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারে আনুকূল্য বিধান করিয়া সেবারতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে **"সেবা-ভূষণ"** উপাধিতে অলঙ্কৃত করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

"অধোঽক্ষজে যস্য ভক্তির্দর্শনে বর্ত্ততে সদা।
তথা বৈষ্ণবসেবায়ামাসক্তিশ্চ প্রকাশতে॥
কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-সংজ্ঞিনে।
শ্রীমচ্ছচীন্দ্র-চন্দ্রায় শর্ম্মণে বিনীতাত্মনে॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎ সুবিদ্যাগুণী ততঃ।
উপাধিং প্রদদাত্যস্মৈ "সুদর্শনবাচস্পতিম্"॥
শাকে সমুদ্র-বেদেভ-নিশাকরমিতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং হি শ্রীগৌর-জন্মবাসরে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥"

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
কার্য্যাধ্যক্ষ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
সভাপতি

চত্বারিংশদধিকগৌরচতুঃশতাব্দাতীতে বিষ্ণুমাসস্য প্রথমদিবসে

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

"বৈষ্ণবৈতিহ্যবাদে চ প্রত্নতত্ত্বগবেষণে।
বৈষ্ণবব্রুব-দুষ্টানাং ভ্রান্তমতনিরাসনে॥
পরমো ভগবদ্ভক্তঃ শ্রীমান্ প্রমোদভূষণঃ।
চক্রবর্ত্তিসমাখ্যোঽসৌ পাণ্ডিত্যং সমদর্শয়ৎ॥
প্রদদাতি তস্মৈ ধামপ্রচারিণী সভা।
প্রত্নবিদ্যালঙ্কারেতি সদুপাধিং সদাত্মনে॥"
শাকে সমুদ্র-বেদেভ-নিশাকরমিতে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং হি শ্রীগৌরজন্মবাসরে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥"

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
কার্য্যাধ্যক্ষ
(স্বাঃ) ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

"শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ শ্রীমহাপ্রভু-বৈভবম্।
রক্ষয়ন্ ব্যবহারেন বুদ্ধেস্তৈক্ষ্ণ্যমদর্শয়ৎ॥
শ্রীমাননুপমো দাসাধিকারী যঃ সদাশয়ঃ।
উপাধির্দীয়তে তস্মৈ মহতে "নয়কোবিদঃ"॥
শাকে সমুদ্র-বেদেভ-নিশাকরমিতে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং হি শ্রীগৌরজন্মবাসরে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥"

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
কার্য্যাধ্যক্ষ
(স্বাঃ) ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
সভাপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"

"আকর-মঠ-রাজস্য স শ্রীচৈতন্যসংজ্ঞিনঃ।
নাট্য-মন্দির-নির্ম্মাণে ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশনে॥
অর্থসদ্ব্যবহারেণ 'দাসাধিকারী'-সংজ্ঞকঃ।
প্রীতিমদর্শয়চ্ছ্রীমানবিদ্যাহরণঃ পরাম্॥
তস্মাৎ তস্মৈ মহাপ্রীত্যা ধামপ্রচারিণী সভা।
উপনাম দদাত্যদ্য সেবাবান্ধব[ম্]।
শাকে সমুদ্র-বেদেভ-নিশাকরমিতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং হি শ্রীগৌর-জন্মবাসরে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥"

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
কার্য্যাধ্যক্ষ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
সভাপতি

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে ফাল্গুন ১৩৩২, ১৩ই মার্চ্চ ১৯২৬ | ২৯ শ সংখ্যা

সার কথা

শ্রীধাম কি পরিচ্ছিন্ন বস্তু ?

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম ।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম

অকিঞ্চনের লক্ষণ কি ?

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ ॥

চৈঃ চৈঃ মধ্য ২২শ

কৃষ্ণভক্ত কি নীচ ?

শুনি ঠাকুর কহে, শাস্ত্র এই সত্য হয় ।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ

শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ কি ?

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

অনর্থোপশমের উপায় কি ?

নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

সাধনের বিঘ্ন কি ?

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বিবরণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ সংখ্যার পর)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্"
"শ্রীচৈতন্যমঠাধীন-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়ে মঠে।
আনুকূল্য-বিধানেন সেবা-রতিপ্রদর্শনাৎ॥
ভাগবতোত্তম-শ্রীমদুদ্ধব-দাস-সংজ্ঞিনে।
উপাধিভূষণং দত্তং "সেবা-ভূষণ" নামকম্॥
শাকে সমুদ্র বেদেভ-নিশাকরমিতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং হি শ্রীগৌরজন্মবাসরে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
কার্য্যাধ্যক্ষ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
সভাপতি

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীচৈতন্য মঠের একজন একনিষ্ঠ আদর্শ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ জয়গৌরাঙ্গের অপ্রকটে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর শ্রীধামপ্রচারিণী সভাসম্বন্ধে কিছুকাল সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীল ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার দ্বাত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের

বক্তৃতার চুম্বক

আজ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সেবা-কার্য্যের লীলাভিনয় করিয়া তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা তাদৃশ সেবাকার্য্যের সাহায্যে বিধিশিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মহতের আচরণ অনুকরণ করাকে আমাদের সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিতেছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীধামসেবা সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সেবার প্রতিকূলে কোন চেষ্টা আছে, এমন কোন কথা নহে। আমরা তাঁহার সেবার অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেই বাসনা করি। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও হৃদয়ে বিপুল বাসনা পোষণ করি। পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহাতে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে—হরিসেবা-চেষ্টা-বিহীনস্থলে বিলাস বৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌর-জনের কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের এই সকল উপদেশ তখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। মনে করিয়াছিলাম, শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগ্যবুদ্ধি উপস্থিত হইবে। ভাবিয়াছিলাম, শ্রীধামকে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া কি প্রকারে ভজনে পারদর্শিতা লাভ করিব? মনে করিয়াছিলাম, শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িব। বর্ত্তমান সময়ে সেবার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও যাহাকে মায়ার ব্রহ্মাণ্ড বলে, সেই কলিকাতা নগরীতে শ্রীধামের সেবাবুদ্ধিতেই সেই স্থানে যাইবার বুদ্ধি করিয়াছিলাম। এই অপবিত্র শরীর লইয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দিবার যোগ্যতা হইল না। আবার কিরূপে শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ ও শ্রীধাম হইতে অন্যত্র গমন করিলাম তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অন্যত্র উপস্থিত হইলাম। বিলাসবৈভবে মত্ত হইবার জন্য বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অযোগ্য সেবককে অন্যত্র আনয়ন করেন নাই—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। শ্রীধামের কিরণ-প্রতিফলিত, উদ্ভাসিত কণ জ্ঞানেই আমি অন্যত্র বাস করি। যাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করেন,

শ্রীধামের কথা, পুণ্যময় ভারতবর্ষের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা, যে স্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, আলোচনা করেন, সেই সকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেই সকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস ক্ষেত্র।

একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

সেই ব্যষ্টি বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী, সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদশায়ীও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর অভিজ্ঞান এবং তাঁহাদের আধার ভূমিকা যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারা যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপাট।

কিন্তু আমি নিতান্ত সেবাবিমুখ, তাই বঞ্চিত হইয়াছি। আমি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কলিকাতা মহানগরীতে আছি। আবার কিরূপেই বা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য অন্যত্র বাস করি।—শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাকট্য-বিধানই উদ্দেশ্য। কলিকাতা মহানগরীও কিছু শ্রীগৌড়মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর সেবাভূমি ও সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহারভূমি 'বরাহনগর' এই কলিকাতা মহানগরীরই একাংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর শ্যামমঞ্জরী নাম্নী সখী শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। শ্রীবরাহনগর শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের মায়িক প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা, অপরের নিকট ভোগভূমিরূপে পর্য্যবসিত কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশ্রম্ভভাজন স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর মগ্ন। এইজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥"

শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহাবিষ্ণুত্রয়ের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু। সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মার হৃদয়। ব্রহ্মা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নিরস্তকুহক পরমসত্য—তাহাই বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত পরমভগবজ্জ্ঞান—তাহাই বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র—যাহার ব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধিসম্প্রদায় অন্যপ্রকারে করিয়াছেন—সেই ব্যাখ্যা সবিশিষ্ট হইলেই শ্রীনবদ্বীপধাম অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা। শ্রী-ই কমলা, গৌরনারায়ণের দক্ষিণে বিরাজিতা। প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামদেশে শোভিতা। লীলা বা দুর্গাশক্তি ধামময়ী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানপ্রতিপাদ্য-লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা। শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"আনের হৃদয়মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমা পূর্ণ কৃপা মানি॥"

যে যে দিন গুরুদেবের কৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই দিন অন্তরকম দেখি—

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা নগরীতে বাস করিয়াও যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতি হৃদয়েই শ্রীগুরুদেবের লীলা-বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয় না যে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। তাঁহাদের কীর্ত্তনমুখে চিদ্বিলাসের বিচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইলেই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকাবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন—মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না। আমি বিধিবাধ্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে বাধ্য। কিন্তু অপার করুণার সাগর শ্রীগুরুদেব আমাকে বহুমূর্ত্তিতে কৃপা করেন—বিপদ হইতে উদ্ধার করেন—ধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার ন্যায় হরিবিমুখের হৃদয়েও যে শ্রীধামস্বরূপ একেবারেই প্রতিফলিত হয় না তাহাও নহে। সশক্তিক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-প্রচার, বিধিরাজ্যের শ্রী, ভূ, লীলা পরিবেষ্টিত গৌরনারায়ণের পূজা দ্বারা যে অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিবার সুযোগ, আমার গুরু-

বর্গের সেবোন্মুখ জিহ্বা হইতে কীর্ত্তন শ্রবণ, গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমেই সাধিত হইতেছে।

আমাতে হরিবিমুখবৃত্তি থাকিলেও আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্। জন্মের প্রারম্ভেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গৃহে আমি ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিলাম। জন্মের পূর্ব্ব হইতেও হরিকথা—বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিবার অধিকার হইয়াছিল। আমার কি সৌভাগ্য! আমার সমগ্রজীবনে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে। হরিকথাকে কোনওদিন বিষয়কথা জ্ঞান করিতে পারি নাই।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার হিতৈষিবর্গ, আজ নানাভাবে শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীধাম-সেবা-প্রকটের মূলপুরুষ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ। এস্থল সেই মহাজনের প্রদর্শিত ভূমি। তিনি এইস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, ইহাই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর। তাঁহার অনুগত দাসাভিমানী ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তদনুসারেই শ্রীধামসেবার লীলাভিনয় করিয়াছেন। এই ধামবিদ্বেষিগণের প্রতিকূল আচরণের ফলে জগতের সমস্ত জীব ক্রমশঃ এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণ ভগবানের অনুকূল সেবকপ্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এইরূপ অঘ বক পূতনার প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে। অঘ, বক পূতনাগণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই; ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। তদ্রূপ স্বার্থান্ধ শ্রীধামবিদ্বেষিগণ নিত্য চিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না; উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে। পরন্তু ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম প্রচারের সহায়তাই করিবে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ নির্ব্বিশিষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ ধাম-বিদ্বেষি-গণের কথাও নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিদ্বেষিকুল অচিরেই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার নাম নিত্য, তাঁহার ধাম নিত্য। যাঁহারা শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, শ্রীধামের সেবা করিতেছেন, নামীর সহিত শ্রী, ভূ, লীলাশক্তির সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

তৎপরে নওগাঁ উচ্চপ্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীধাম পরিক্রমা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয় স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন—

নিখিল-ভুবন-সৃষ্টি-স্থিতি-নাশৈক-ধর্ম্মং
সুরনর-মুনিবৃন্দৈঃ সন্ততং বন্দ্যমানম্।
কলিযুগভব-পাপোদ্ধারণে বর্ত্তমানং
জয়তি জয়তি স শ্রীগৌরপাদাব্জযুগ্মম্॥

(২)

জয়তি জয়তি ধন্যা গৌড়ভূমির্বরেণ্যা
জয়তি চ নব-সংখ্যা সম্মিতং দ্বীপবৃন্দম্।
জয়তি পরমমন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরং যৎ
জয়তি জয়তি পীঠস্তত্র যোগাখ্যঃ পুণ্যঃ॥

(৩)

কুমত-কলুষ-নাশাৎ সজ্জনানন্দদাত্রী
শিবতমপদমস্মিন্ সন্ততং প্রাপয়িত্রী।
জগদহিত সুসক্তে দুর্জ্জনে কালরাত্রি
জয়তি জয়তি সংসৎ বৈষ্ণবী-শর্ম্মধাত্রী॥

(৪)

জয়তি পরমহংসশ্রেষ্ঠ-বংশাবতংসঃ
চরণ-শরণ-চিত্ত-ধ্বান্ত-হৃৎচিদ্বিলাসঃ।
সদয়হৃদয়বর্য্যঃ প্রার্থিসার্থৈকগম্যো
জয়তি জয়তি দেবো ভক্তিসিদ্ধান্তপাদঃ॥

(৫)

বসতি মনসি নিত্যং গৌররূপং পবিত্রং
বিরত বিষয়রাগাৎ চিত্রমস্মিন্ চরিত্রম্।
হরিচরণ-সুধায়াং যস্য চিত্তং হি মত্তং
জয়তি জয়তি ভক্তং সভ্যবৃন্দং সমেতম্॥

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রভট্টাচার্য্য মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা সভার কার্য্য সমাপন

করিলেন। প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর,(২) শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজ, (৩) শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ, (৪) শ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী মহারাজ, (৫) শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, (৬) শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস পর্ব্বত মহারাজ, (৭) শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ, (৮) শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, (৯) শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ, (১০)শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,(১১) শ্রীযুক্ত নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়, (১২) শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, (১৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার, কে হিন্দ, (১৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ পালিত, (১৫) শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৬) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৭) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (১৮) শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, (১৯) শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, (২০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ (২১) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, প্রধানশিক্ষক শান্তিপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়, (২২) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২৩) শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল, (২৪) শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, (২৫) ডাঃ কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, (২৬) শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী হেড্ পণ্ডিত, (২৭) পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ, (২৮) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, (২৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্য বেদান্ততীর্থ-সুদর্শনবাচস্পতি, (৩০) শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু বি, এ, (৩১) শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী সেবাভূষণ, (৩২) শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, (৩৩) শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা, (৩৪) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, (৩৫) শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার, (৩৬) শ্রীযুক্ত নটবর পোদ্দার, (৩৭) শ্রীযুক্ত সখিচরণ রায়, (৩৮) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, (৩৯) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, (৪০) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (৪১) শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ,(৪২) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, (৪৩) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী (৪৪) শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী, (৪৫) শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, (৪৬) শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় (৪৭) শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর, (৪৮) শ্রীযুক্ত অনুপমদাস অধিকারী, (৪৯) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভাদুড়ী, (৫০) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৫১) শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫২) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, (৫৩) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৪) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৫) শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য গণেশ আয়ার, (৫৬) শ্রীযুক্ত বামন দাস ঘোষ, (৫৭) শ্রীযুক্ত হরিবিনোদদাস অধিকারী, (৫৮) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত, (৫৯) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু পোষ্টমাষ্টার, (৬০) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, (৬১) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৬২) শ্রীযুক্ত অদ্বয়-জ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ. (৬৩) শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ বি, এ,।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥৩৭॥

জড়মায়া-শক্তি-জাত এ বিশ্ব নশ্বর।
জীব চিৎকণ, কৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর ॥
চৈতন্য বিশিষ্ট স্বভাবতঃ জীবগণ।
চেতনের বৃত্তি নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ॥
তাহা ছাড়ি' জীবের হয় ভোক্তা অভিমান।
মায়াজাত স্থূল-লিঙ্গ-দেহে 'আমি' জ্ঞান ॥
সর্ব্ববদ্ধ জীব হয় পঞ্চ পরকার।
যেমন চেতন বৃত্তি তেন আখ্যা তা'র ॥
আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত, আর মুকুলিত।
বিকচিতচেতন, আর পূর্ণ বিকচিত ॥
এইত সমগ্র বিশ্ব পূর্ণ জীবগণ।
স্বরূপ-বিস্মৃতি-ক্রমে প্রায় অচেতন ॥
তা'র মধ্যে পূর্ণ বিকচিত জীবগণ।
সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ ॥
জীবের দেখিয়া দুঃখ চৈতন্য ঈশ্বর।
সপার্ষদে অবতীর্ণ হৈল ধরা পর ॥

অচৈতন্য বিশ্বে কৈল চৈতন্য প্রদান।
পিতা হেন সর্ব্বজনে সদা কৃপাবান্॥
তাহে বিশ্ববাসী যদি না ভজে চৈতন্য।
অকৃতজ্ঞ সেই পাপী সর্ব্বদা অধন্য॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা যদি পণ্ডিত মহান্।
মহাপ্রভু না জানিলে সেইত অজ্ঞান॥
অচেতন প্রায় হৈয়া সংসারেতে ভ্রমে।
চৈতন্যহীনের শুভ নাহি কোন ক্রমে॥
শুষ্ককাষ্ঠ প্রায় দেহ চৈতন্য-রহিত।
যম-দণ্ড্য সেই জন জীবনেই মৃত॥
ভেক কোলাহল সম তা'র বিদ্যা পাঠ।
কালরূপি-সর্পমুখে ভাঙ্গে মায়া নাট॥
গলে বাস দিয়া সবে করি নিবেদন।
ভজ সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ ৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীহট্ট সারুটিয়ার ভেকধারী বাহিরদ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিয়া লোকের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছেন আজ আট নয় বৎসর। কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য 'বাহির' শব্দের অর্থ 'অন্তর' বলিয়াই ধারণা করিতে সুপটু। কিন্তু 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' বিপরীত অর্থ প্রকাশক। রামচন্দ্রপুর সর্ব্ববাদিসম্মত বাহির দ্বীপের ভূখণ্ড। আজ পর্য্যন্ত কেহই ধৃষ্টতা করিয়া ঐ স্থানকে অন্তর্দ্বীপ বা ভিতরের দ্বীপ বলেন নাই বা তাদৃশ মূঢ়তা করিতে সাহসী হন নাই। শ্রীমায়াপুরের হাতিকাটার মাঠকেই সকলেই ভিতর দ্বীপের মাঠ বলিয়া থাকেন। কেবল ভেকধারীটী কতিপয় ভ্রান্ত সাহিত্যিক গলাবাজী নিপুণ ব্যক্তির সাহায্যে বাহিরদ্বীপ শব্দের অর্থ অন্তর্দ্বীপ করাইবার চেষ্টায় ছিলেন।

———

চৈতন্যভাগবতের বাক্য "সবে মাত্র গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়" ইহার অর্থ করিতে গিয়া শ্রীহট্টসারুটিয়াবাসী বলেন সাতকুলিয়া বাগআঁচড়া গঙ্গার পশ্চিমে। সুতরাং গঙ্গার পূর্ব্বে দোগাছি গোয়াড়ীকৃষ্ণনগরই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর। তাঁহার কথামত ভৌগোলিক বিচারে উহাই স্থির হয় দেখিয়া ভ্রান্তি-শোধনের উদ্দেশ্যে ঐ ভ্রান্ত ভেকধারী আরও বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রপুরের কাঁকুড়ের মাঠই প্রাচীন নবদ্বীপের ভূমি এবং তাহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং গঙ্গার পশ্চিমে পারুলে মামগাছিই কুলিয়া। বিধির কঠিন নিয়তিক্রমে পূর্ব্ব ভৌগোলিক সংস্থান কিন্তু ভেকধারী জীর বিচারকে সমর্থন করে নাই। সারুটিয়াবাসীর অনুগত কাল্নাবাসী শশীবাবুর ছেলেটী, পাঁচতোপীর অধিকারীবংশের দিগ্‌দর্শিনীর ভ্রান্ত লেখক এবং কখন কখনও জলধরবাবুর বৈবাহিক জীউ ভেকধারীর অনুসরণ করেন।

সারুটিয়ার ভেকধারী নয় দশ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরকে ভৌগোলিক স্থান বিশেষ জানিবার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আনন্দবাজার কাগজে প্রেরিত পত্র হইতেই উহা জানা যাইবে। কিছুদিন পরে সেটা ভুল এবং তাহা সংশোধন করিতে বাধ্য হন। কুলিয়ার কৌলিককুলের জনৈক মৃত মোক্তারের অভিসন্ধি-মূলে কল্পিত লেখায় চালিত হইয়া শ্রীহট্টসারুটিয়াবাসীর তাদৃশ ভ্রম হইয়াছিল। কুলিয়ার মৃত মোক্তার মহাশয়ের অশ্লীল গালাগালি পুনরুচ্চারণ করিবার ভার দিয়াছিলেন একজন ভাড়াটিয়া বক্তার স্কন্ধে। তাহাতেই ভেকধারীজী শ্রীমায়াপুর স্থানের নাম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আবার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের সন্ধান না জানায় তৎকালে তাঁহার শ্রীমায়াপুরকে আধ্যাত্মিক করিবার প্রয়াস ছিল।

বাহিরদ্বীপকে অন্তর্দ্বীপ বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া প্রাচীন ঐতিহ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার কল্পনার অন্তরায় ও বিরোধী জানিয়া সে সকল কথা গোপন করাই পাঁচতুপি, কুলিয়া, কাল্না ও সারুটিয়াবাসীর দলের প্রধানকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতিবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এবং কলিকাতা সংস্কৃত

কলেজের প্রধানাধ্যাপক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় ভেকধারীর এই সকল কথা অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করেন।

পিতার পরলোকপ্রাপ্তিতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুইটী নিঃস্ব সন্তান শ্রাদ্ধে লোক নিমন্ত্রণ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা করেন। জ্যেষ্ঠটী কপট, কনিষ্ঠ সরল। জ্যেষ্ঠ কপটতা করিয়া নিমন্ত্রণে আহ্বান করায় নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণকে উপবেশন করাইয়া অপরের কদলীকানন হইতে কিছু পত্র ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, পরে লবণ ভিক্ষা করিয়া পত্রে দেওয়া হইল। কিন্তু খাদ্যের অভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া উঠিয়া যাইবার কালে জ্যেষ্ঠের প্রশংসা করিলেন না। তাহাতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের ব্যবহারের আদর না করায় জ্যেষ্ঠ বলিলেন, নিমন্ত্রণ করিয়া কেহ বা প্রশংসা অর্জ্জন করেন আবার কেহ বা সেরূপ প্রশংসা পান না। শ্রীমায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া একটী মাত্র প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া হিংস্রগণের একটী ভক্তিবিরোধি বৈরি সম্প্রদায়রূপে পরিণত হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি।

শ্রীহট্টের ধর্ম্মসভা কল্পনা করা বাহিরদ্বীপকে প্রাচীন অন্তর্দ্বীপ বলিয়া ভ্রান্তি সৃষ্টি করা বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্-সম্পাদকীয় ভ্রান্তির দোহাই দিয়া হিংসামূলে কতিপয় লোক সংগ্রহ করিবার পরিবর্ত্তে, প্রমাণসহ প্রকৃত ভৌগোলিক সংস্থান নিরূপিত করিবার প্রয়াসই আমরা ভাল মনে করি। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা জগতে কোন মঙ্গল প্রসব করে না। শ্রীলবৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীমজ্জগন্নাথদাস গোস্বামী ও তদনুগ গণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই অধোক্ষজ প্রতীতি এবং উহাই সকল অক্ষজজ্ঞান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। তদ্ব্যতীত অন্য অনুমান অসত্য এই ধারণা যে কাল পর্য্যন্ত না হয়, তৎকালাবধি অবান্তর উদ্দেশ্য হিংসা সত্যকে আবরণ করে।

"গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।" এই গৌরহরির আদেশবাণী অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা বৈষ্ণব বিদ্বেষী পরচর্চ্চাকারী সাময়িকপত্রকে হিংসামূলে বৈষ্ণব সাপ্তাহিক বলিয়া প্রচার করে, তাহাদিগকে আমরা শ্রীমহাপ্রভুর অনুগত বলিতে পারি না। গ্রাম্যবার্ত্তা চালাইতে গেলেই পরনিন্দা, বিষ্ণুনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা হইয়া পড়ে। সুতরাং কাল্নার গ্রাম্যবার্ত্তাবহকে বৈষ্ণবনিন্দক বলিয়া সকলেই বুঝিয়া লইয়াছেন। কুমিল্লার "সেব্য বিষ্ণুকলেবর প্রাকৃত" এতাদৃশ বিচার নিপুণ সম্প্রদায়ের কাগজও গ্রাম্যবার্ত্তাবহে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে হইতে 'বৈষ্ণব সঙ্গিনী' তাদৃশ কাগজ গুলিকে কোন্দল ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমরা এরূপ শ্রেণীর কাগজ পাঠীর সঙ্গ করি না। আমরা গ্রাম্য-বার্ত্তাবহগুলিও কখনও পাঠ করি না। ঐ শ্রেণীর অবৈষ্ণবতা বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিচার হইতে পৃথক্। আশা করি বৈষ্ণবসঙ্গিনী এই শ্রেণীর কাগজগুলিকে বৈষ্ণববিদ্বেষীয় চেষ্টাজ্ঞানে সাময়িক প্রবন্ধ রচনা দ্বারাই গ্রাম্য চেষ্টা রহিত করাইবার প্রবণ চেষ্টা করিবেন। সাময়িক হরিকথা ও হরিজন কথার প্রচার-দুর্ভিক্ষ হইতেই ভাগ্যহীনগণের দুঃসঙ্গের সম্ভাবনা। দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া হরিজন-কথার সঙ্গদানই সাময়িক কীর্ত্তন। গৌড়ীয় এজন্য বৈষ্ণবের এত আদরের আদর্শ সঙ্গ।

কেহ কেহ বলেন, গৌড়ীয় পত্রের গ্রাম্যবিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশ না করা ভাল। আমরা বলি, বৈষ্ণববন্ধুগণের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রচার হইতে এগুলি অনেক ভাল। কেহ বলেন, উহা সেবা-নীতি-বিরোধী। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ সাময়িকপত্র হরিসেবানীতি বিরোধী হওয়ায় ঐ বিজ্ঞাপনাপেক্ষা অনেকগুণে হেয়। উহারা হরিসেবায় হরিজন-সেবার অনুকূল গৌণ সহায়। বিজ্ঞাপনগুলি বৈদিক নহে, উহা লৌকিক। ভক্তিবিদ্বেষী সাময়িকপত্র বেদ-বিরোধী এবং লৌকিক। সুতরাং বিজ্ঞাপন অপেক্ষা হরি-সেবার অনুকূল নহে। হরিসেবার অনুকূল বিচারে গৌড়ীয়ের বিজ্ঞাপনগুলি বৈষ্ণবিদ্বেষীর লৌকিকী চেষ্টা হইতে অনেক ভাল। হরিসেবার প্রতিকূল পত্রগুলি বৈষ্ণব বিদ্বেষি-গণের পাঠ্যমাত্র। কোন হরিজনসেবক ঐ সকল বিদ্বেষ-কারীর প্রশ্রয় দেন না। তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করেন। তাহাদের কথা আলোচনা করাও হরিসেবার প্রতিকূল।" লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।" ভক্তিবিদ্বেষী

জীবের অপরাধ আনয়ন করে। বিজ্ঞাপনগুলি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর হইলেও গৌড়ীয় পত্রের সুসঙ্গপ্রদানের গৌণ সহায়। সুতরাং কোন্‌টী ভাল তাহা বিচার করুন্।

"উৎকৃষ্ট ব্যবসায়" !!

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সন্দর্শন করিয়া গত ১৯শে ফাল্গুন বুধবার দিবস ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে ট্রেণ উপস্থিত হইলে একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক একাকী আমাদের কক্ষমধ্যে উঠিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেসন হইতে ট্রেণটী মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিলে ঐ বালকটী একটী গান ধরিল। আমি গাড়ীর প্রথম কক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম, বালকটীও সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সুর করিয়া গাহিতে লাগিল—

"আমার হরিবোল বলা হলো না।"

একে বালকটী অল্পবয়স্ক, তাহাতে আবার তাহার মধুর কণ্ঠ সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ঐ গানের দিকেই সকলকে উৎকর্ণ করিয়া তুলিল। বালকটী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট একে একে গমন করিয়া ঐ কক্ষস্থিত সকলকেই যেন পরিক্রমা করিতে থাকিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি গাড়ীর একেবারে প্রথম সীমানায় উপবিষ্ট ছিলাম। সুতরাং বালকটীর পরিক্রমা শেষ করিয়া পুনরায় আমার নিকটই উপস্থিত হইতে হইল। বালকটী যখন সেই সীমানায় পৌছিল তখন তাহার গান থামিয়া গেল। দেখিলাম বালকটীর হাতভরা কতকগুলি তামার চাকৃতি। বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার গান থামিল কেন ? বালকটী উত্তরে বলিল, "আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।"

এখন আমার একটু পরিচয় দেই—আমি একজন মানবক। গুরুগৃহে বাস করিয়া কিছু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করি ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া থাকি। সুতরাং বালকটীকে দেখিয়া স্বভাবতঃই যেন আমার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৎস! তোমার হরি ভজন করিতে ইচ্ছা হয় ?" বালকটী তখনই বলিয়া উঠিল, "কেন, আমি যে এইরূপ উৎকৃষ্ট কায করিয়া বেড়াইতেছি, সকলকে হরিনাম শুনাইতেছি, ইহা কি হরিভজন নহে ?" আমি বলিলাম, "দেখ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইঁহারা কিরূপ ভাবে হরি ভজন করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ ছাড়া কি হরি ভজন হয় ? তোমার কি ঐরূপ সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার ইচ্ছা হয় না ? তুমি আমার সহিত যাইবে ? গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নিকট হরিভজন প্রণালী শিখিতে হয়।" তদুত্তরে বালকটী বলিল, "আমার যে গৃহ আছে। আমি প্রত্যহ হরিনাম শুনাইয়া অনেক টাকা পাই। আমি এক শতের অধিক টাকা জমাইয়াছি। এরূপ ভাল কায ছাড়িয়া আমি কোথায়ও যাইব না।"

সুধীপাঠকগণ, ভারতবর্ষ পরম পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থান ধর্ম্মকথায় মুখরিত, এই স্থানের অনিল, সলিল, প্রকৃতি ধর্ম্মরাগে অনুরঞ্জিত। কিন্তু আজ এস্থানের শোচনীয় অবস্থা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? এই স্থানের ধর্ম্মের ধারণা কিরূপ কলঙ্কিত, ধর্ম্ম এই স্থানে কলি-প্রাবল্যে উপজীবিকা মাত্র! ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়ই এই স্থানের কলি-দূষিত জনগণের নিকট উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বলিয়া বিবেচিত! অষ্টমবর্ষীয় বালক এই কলিকালে এইরূপ কুসংস্কার, অসাধুবৃত্তি, কলিজনের দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা লালিত, পালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট! ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায় অর্থাৎ নামাপরাধই কলিপ্রাবল্যে 'উৎকৃষ্ট ব্যবসায়' বলিয়া গণিত হইতেছে।

হরিজন ব্যতীত জগতে আরও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বিদ্বেষী ও (২) বালিশ। বিদ্বেষিগণ হরিজনের মঙ্গলোপদেশ শ্রবণ করে না বলিয়া, হরিজনগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া দয়া করিয়া থাকেন। আর বালিশ অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাছে বিদ্বেষীর বঞ্চনায় পতিত হন, এই জন্য হরিজনগণ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বিদ্বেষিগণের স্বরূপটীও জানাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সতর্ক হইবার উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে বিদ্বেষিদল তাহাদের অপস্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া হরিজনের বিরুদ্ধে অযথা চীৎকার করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণোপযোগি মনগড়া-কুপথ পরিষ্কার করে।

অনেক সময়ে এই বালিশ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ লৌকিক ধর্ম্মভীরু সরল প্রকৃতি ব্যক্তিগণ লৌকিক বিবেচনায় বিচার করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন,— "হাজারই হউক, অমুক ব্যক্তি ব্যবসায় করিলেও, বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিলেও, 'ভাগবত, হরিনাম বা মন্ত্র,—এই সকল হরিবিষয়কব্যাপার লইয়াই ত' ব্যবসায় করেন। ইহাত কোন লৌকিক নীতিবিগর্হিত কুকার্য্য নহে। ইহা শুক্লবিত্ত মধ্যেই পরিগণিত।"

বালিশ ব্যক্তিগণের লৌকিক বিচারোথ এই সকল কথার উত্তরে হরিজনগণ কোনও একটী ব্রাহ্মণের চিন্তা-স্রোত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, একদা একটী ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক আহার করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করা যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, মৎস্য ত্যাগ করা উচিত, কারণ মৎস্য সাত্ত্বিক আহার মধ্যে পরিগণিত নহে। মৎস্য ত্যাগ করিয়া তিনি ছাগমাংস ভোজনকে সাত্ত্বিক আহার মনে করিলেন! কারণ ছাগ অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পশুভক্ষণাদি না করিয়া তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক ভোজ্যানুসন্ধিৎসু ঐ ব্যক্তি পরে বিবেচনা করিলেন, ছাগমাংস হইতে গোমাংস আরও সাত্ত্বিক! কেননা, গাভীর মলমূত্র পর্য্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত! ইহা মনে করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ গোমাংস-ভোজনকে সাত্ত্বিক ভোজন বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন; কিন্তু এইরূপ সাত্ত্বিক ভোজন করিতে থাকিলে তাঁহাকে সামাজিকগণ সমাজচ্যুত করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তিনি গোমাংস ভোজনরূপ সাত্ত্বিকভোজন পরিত্যাগ করিয়া তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিকদ্রব্য কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার শ্রীগুরুদেব একজন বিশেষ সাত্ত্বিকদ্রব্যভোজী। সত্যসত্যই ঐ ব্রাহ্মণের গুরুদেব হবিষ্যান্ন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না। দুগ্ধ, ঘৃত আতপ অন্ন প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্যদ্বারা তাঁহার গুরুদেবের শরীর পরিপুষ্ট ও পরমকান্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ শরীর দেখিয়া সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। দেখিলেই মনে হইত যেন শরীর হইতে নিয়ত ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ক্ষরিত হইতেছে। উক্ত গুরুদেবের শরীর হইতে সর্ব্বদা গোবিন্দভোগ আতপ অন্নের সুগন্ধ নির্গত হইত। শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সাত্ত্বিক তনু, চক্ষু কর্ণ নাসিকার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ শিষ্যটী মনে করিলেন, আমার শ্রীগুরুদেবের এই সাত্ত্বিক দ্রব্যে পরিপুষ্ট পরম সাত্ত্বিকতনুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিকভোজ্য। ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের সাত্ত্বিক মাংস ভোজনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার মনে করিলেন এবং শ্রীগুরু-দেবের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনি আমাকে সাত্ত্বিকদ্রব্যভোজনে উপদেশ দিয়াছেন, আমি জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সাত্ত্বিকদ্রব্য খুঁজিয়া অবশেষে আপনার ভজনের তনুটিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিকবস্তু জানিতে পারিয়াছি। একে আপনি শ্রীগুরুদেব, আপনার দেহ শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে আবার আপনি ঘৃত দুগ্ধ হবিষ্যান্ন প্রভৃতি নিয়ত আহার করেন, চন্দন নির্ম্মাল্য প্রভৃতির দ্বারা আপনার দেহ সর্ব্বদা চর্চ্চিত ও ভূষিত থাকে, সুতরাং জগতে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক বস্তু আর কোথায় খুঁজিয়া পাইব? অতএব আমি আপনার সাত্ত্বিক তনুখানিকে ভোজন করিতে চাহি।"

শ্রীগুরুদেব উপযুক্ত শিষ্যের মুখে এরূপ উপযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া অন্য কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া তখনই তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিলেন। রাজকর্ম্মচারী ঐরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজনাভিলাষী মহাত্মাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার বাঞ্ছিত অমেধ্য খাদ্য প্রদান করিলেন!

সুধী পাঠকগণ, যাঁহারা নাম, মন্ত্র, ভাগবত-ব্যবসায়কে "উৎকৃষ্ট ব্যবসায়" মনে করেন, তাঁহাদিগের বিচার প্রণালীও এইরূপ। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের মাংসভোজন-প্রয়াসী। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবত্তনু। শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমন্ত্র সাক্ষাৎ গোপীজনবল্লভ। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি বালিশ-গণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া শ্রীগুরু ও ভগবানের দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকেই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়, শুক্লবিত্ত, সাধুজীবিকা প্রভৃতি মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকেন। ফলে তাঁহারা ঐ গুরুমাংসভোজনাভিলাষী ব্রাহ্মণের ন্যায় মায়াদেবীর দ্বারা সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাঁহাদের বাঞ্ছিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠারূপ অমেধ্য ভোজন করিয়া থাকেন। বিমুখমোহিনী মায়া ইঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে দেন না। প্রহ্লাদ

মহারাজের উপদেশ ইঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে না। ইঁহারা মৈথুনাদি-তুচ্ছগৃহমেধি-সুখে ব্যস্ত। ইঁহারা গৃহব্রত গোদাস, তাই গোস্বামীর আচরণ ইঁহাদিগের মধ্যে নাই। ইঁহারা গোস্বামীত্বকে শুক্রশোণিতগত জাতিত্ব মাত্র মনে করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বেষোপজীবী মর্কটবৈরাগী। ইঁহারা অপবর্গের হেতুসমূহকে ইন্দ্রিয়ভোগার্থ উপজীবিকায় পরিণত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> "মৌনব্রতশ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম-
> **ব্যাখ্যা**-রহোজপ-সমাধয় **আপবর্গ্যাঃ।**
> প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে **ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং**
> **বার্ত্তা ভবন্ত্যুত** ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥"
>
> —ভাঃ ৭।৯।৪৬

—মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, নির্জ্জনে বাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় গোদাসগণের ইন্দ্রিয়ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা হইতে বিরতি, ব্রত, পাণ্ডিত্য, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গোস্বামিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ করেন আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোদাস ঐ সকল দ্বারা নিজের ও তাহাদের দেহসম্পর্কীয় ভোগ্য স্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে। এতৎপ্রসঙ্গে এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর দশমস্কন্ধের ১।৪ শ্লোকের টীকায় এইরূপ ভাগবতব্যবসায়িগণকে পশুঘাতী বা ব্যাধ বলিয়াছেন। ভাগবত, নাম বা মন্ত্র দেওয়ার বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির ব্যাঘাত বা কিঞ্চিৎলাঘব হইলেই এই সকল ব্যক্তির কীর্ত্তন থামিয়া যায়। তাই চক্রবর্ত্তীঠাকুর বলিয়াছেন----

"কথঞ্চিল্লাভাদিক কামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।"

ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। ভক্ত ফলভোগী বা ফলত্যাগী নহেন। ভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর; কর্ম্মী আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর। যাঁহারা ভাগবত, নাম, মন্ত্র প্রভৃতি, কীর্ত্তন ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তৎফলস্বরূপ অর্থাদিলাভের আশা করেন এবং তদ্দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্মী। ভক্তগণ ষড়্বিধা শরণাগতিযুক্ত। সুতরাং তাঁহারা "অর্থ না হইলে কিরূপে জীবনধারণ করিব"—এইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের বিচারে আবদ্ধ নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৩।৮ শ্লোকে) শ্রীমন্নারদগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"ন শিষ্যাননুবধ্নীত" "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" অর্থাৎ প্রলোভনাদির দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য অনধিকারী, বিষয়ী, পতিতকে পূর্ব্ববৎ পতিত বলিয়াই বলপূর্ব্বক শিষ্যত্বে গ্রহণের অভিনয় এবং ভাগবত, মন্ত্র, নাম, প্রভৃতি বিক্রয়ের চেষ্টাই বৈষ্ণবব্রুব সমাজে 'উৎকৃষ্ট ব্যবসায়' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে! এইরূপ কার্য্য যে একটী বণিগ্‌বৃত্তি এবং সমাজের ও পরমার্থের পক্ষে অশেষ অকল্যাণের সেতু, তাহা অপরদেশীয় মনীষিবৃন্দেরও দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে।

Mr. M. T. Kennedy M. A. মহাশয় তাঁহার "Chaitanya Movement" নামক গ্রন্থে এই সকল ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The chief relation of the Goswami to his disciple is monetary one. They constitute his chief wealth. This is evident from the way in which a Goswami's disciples are divided by his sons, in case trouble arises among them at his death. The rich and the poor among the disciples are carefullly apportioned among the sons and they may then set up separate establishments.

The disciple has little to say to this shuffling, for he is enjoined by his religion to render absolute veneration to each generation of his Guru's family. Many Goswamis live entirely on the income derived from the gifts and fees paid by their disciples. In some cases, as with the Khardaha Goswamis, that means a position of affluence. ** For initiation, marriage and death ceremonies the usual fees due to the Goswami is Re 1—6. of this amount the faujdar receive four annas and chharidar two annas. Some Goswamis

combine business with their Guruship. Even though engaged in shopkeeping or what not, they continue their relation to disciples." (page 155-156)

বর্ত্তমানে ভাগবত-বিক্রয়, নাম-বিক্রয়, মন্ত্র-বিক্রয় রূপ কার্য্যগুলি যে কদর্য্য ব্যবসায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র, সাত্বতশাস্ত্র প্রভৃতির অননুমোদিত ও আচার্য্য গোস্বামিপাদ-গণের প্রচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ভক্তিবিরোধি-কার্য্য, তাহা একটু নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। স্মৃতিশাস্ত্রে মহর্ষি অত্রি ভৃতক পাঠক ব্রাহ্মণগণকে পতিত ও অপাংক্তেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২১শ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-নিন্দিত কর্ম্ম-বর্ণনে লিখিত হইয়াছে যে—

"শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রগণের পাচকবিপ্র, হরিনাম এবং বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্র 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্প যেরূপ বাহিরে সর্পাকৃতি থাকিয়া অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দংশন দ্বারা লোকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐরূপ বিপ্রগণও তাহাদের অনভিজ্ঞ মূর্খশিষ্যের ভীতি উৎপাদন করিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞের নিকট কোন বাহাদুরী দেখাইতে পারে না।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধাননগরী ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাগবত ও শিষ্যব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে যে ত্রিশটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১৬নং প্রশ্নটী এই,—"ন শিষ্যাননুবধ্নীত," "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত," যে গোস্বামী নাম-ধারী এই দুষ্কার্য্য করেন, তিনি সমাজের কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন?

ভাগবতব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় পাতিত্যবিধায়িনী উপজীবিকা ও অপরাধময় ভাগবতবিরোধী কদর্য্যব্যবসায় সংরক্ষণমানসে শাস্ত্রোক্ত বাক্যের কিরূপ কদর্থ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম উপদেশপ্রসঙ্গে "ন শিষ্যাননুবধ্নীত" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ঐ নিষেধ সন্ন্যাসীর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। শ্রীপাদজীবগোস্বামিচরণ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকায় নিবৃত্ত কোন ভক্তের পক্ষেও অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনারদাদিকে দিয়াছেন, সাধকের সম্বন্ধে বলা হয় নাই। ** "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" ভক্তিশাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। অন্যথা শ্রীগোস্বামিগণ এত গ্রন্থের অনুশীলন ও ব্যাখ্যা করিলেন কেন? এবং শ্রীপাদ গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী নরেন্দ্রসরোবরতীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন তাহাও বিরুদ্ধ হইয়া যায়।"

পরমভাগবত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুদ্ধগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের নিকট উক্ত প্রশ্নের শাস্ত্রীয় সুমীমাংসা প্রার্থনা করিলে, সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের পক্ষ হইতে দেবকাটাপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীপাদ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহোদয় শাস্ত্রপ্রমাণ, সদ্যুক্তি ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ উল্লেখ করিয়া এই প্রশ্নের বিস্তৃত সুমীমাংসা করেন। গৌড়ীয় পাঠকগণের অবগতির জন্য ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"ভক্ত্যঙ্গপালন করিবার পক্ষে যে স্থলে গুরুমহাশয়-গণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হইতেছে — ঐ ব্যবসায়ের বাধা পাইতেছে, সেখানে নানা অন্ধযুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া শোভনীয় নহে। * * যদিও শিষ্যানুবন্ধন সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, তাহা হইলেও উদাসীন এবং অপর অনিবৃত্ত গৃহস্থভক্ত-গণের সম্বন্ধেও ইহার উপযোগিতা আছে। ইহাই শ্রীল জীবপাদের টীকার তাৎপর্য্য। "অন্য"শব্দ 'নিবৃত্তের' বিশেষণ করিলেও ভক্তমাত্রেরই ভোগতৎপরতা নিষিদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥" ভক্তমাত্রেই নিবৃত্ত। ভক্তগণ কখনও প্রবৃত্তিমার্গের পথিক নহেন। নিবৃত্ত ভগবদুপাসকই ভক্ত। অনিবৃত্ত ব্যক্তি ভগবদুন্মুখীই হইতে পারে না। * * মেকিগুরু শিষ্য বা ভক্তদের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া, মন্ত্র প্রদান করিয়া, নিজ ভোগের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের বরণীয় হইতে পারে; কিন্তু উহা বৈষ্ণবাচার্য্যের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা, যাহা শিষ্য বা ভক্ত, গুরু ও ভগবানের জন্য

নিবেদন করিয়াছেন, নিজেন্দ্রিয় প্রীতি সংগ্রহোদ্দেশে, কৃষ্ণসংসার প্রতিপালন ছলনায়, ভোগ্যা রমণীর পদালঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য, পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে।"

ব্যাখ্যাজীবীর আদর কোন শাস্ত্রেই নাই। তাহাদের নিন্দা সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃতকাধ্যাপন ব্রাহ্মণকেও অপাংক্তেয় করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গোস্বামিগণ শাস্ত্র লিখিয়াছেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহারা কেহই অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভোগ্যা রমণীর পদাভরণ নির্ম্মাণ ও ভোগ্যারমণীর পুত্র-কন্যাদির বিবাহজন্য পদাভরণ নির্ম্মাণে শাস্ত্রব্যাখ্যা-প্রসূত কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। শাস্ত্রব্যাখ্যা অবশ্যই কর্ত্তব্য; তাহাই গুরু ও কীর্ত্তনকারীর অনন্যধর্ম্ম; কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা-জীবী হওয়া কখনই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, উহা কখনই মহাজনের পথ নহে। গোস্বামী মহাশয় কি বলিতে পারেন, কত ফুরণ লইয়া শ্রীল গদাধর গোস্বামী ঠাকুর নরেন্দ্রসরোবর তীরে মহাপ্রভুকে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনাইয়া-ছিলেন? গোস্বামী মহাশয় কি বলিতে পারেন, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীপাদ গৌরকিশোর গোস্বামী মহাশয়কে কত ফুরণ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন? তিনি কি বলিতে পারেন, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর কত টাকা ফুরণ লইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? আর শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সন্তানব্রুব মধ্যে যে শাস্ত্রব্যাখ্যা-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কোন্ ক্ষেত্রে প্রাকৃত অর্থ ব্যতীত শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে? যাহারা কনকাদিলাভরূপ অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র বিক্রয় করে, তাহারা আত্মঘাতী অথবা আত্মবঞ্চক। শাস্ত্রব্যাখ্যার ছলে পাপশরীর পোষণ করিবার জন্য, হরিবিমুখ হইবার জন্য অর্থসংগ্রহ করে মাত্র, কখনই শাস্ত্রব্যাখ্যা করে না। যাহারা বারওয়ারীতে নর্ত্তকনর্ত্তকীর ন্যায় ফুরণ লইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যার অভিনয় দেখায়, তাহাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা সাধনভক্তির ক্রিয়া নহে, তাহা কখনই ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে না, সে স্থলে শ্রবণকারীও মেকি। ঠিকাদার শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী নহে।"

এই সকল সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সচ্ছাস্ত্র প্রতিপাদিত সজ্জনানু-মোদিত সৎসিদ্ধান্ত ও সত্যকথা যদি কোনও অসদাচারী সম্প্রদায়ের অপস্বার্থের ব্যাঘাত ঘটায় বা তাহাদের শিষ্য-ব্রুবসম্প্রদায়ের অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামিপোষণের বিঘ্নোৎপাদন করে তথা সত্যানুসন্ধিৎসু ও সজ্জনগণের নিকট সত্যের পথ উদ্ঘাটন করিয়া দেয়, তজ্জন্য বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করা বা মিথ্যা কাপট্য ও মাৎসর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্ত্যাচার্য্যের প্রচারের বিরোধ চেষ্টা দেখাইলে জগতের সমক্ষে ঐ সকল গুরুব্রুব ও শিষ্যব্রুব সম্প্রদায়ের পরম দুর্ব্বলতা ও ভাবী পতনোন্মুখতাই প্রমাণিত করিবে। শুনা যায়, এই সকল কারণেই নাকি জাতিবৈরাগীবংশীয় অধিকারিগণের অনধিকারচর্চ্চাগত ঈর্ষামূলক কপট উত্তে-জনায় কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত একটী সত্যকথা প্রচারের বিরোধী নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী বর্ণ ব্রাহ্মণ-পরিচয়া-কাঙ্ক্ষী জাতি-গোস্বামিগণের মুখপত্রে জনৈক নাথ মহাশয়ের সম্পাদকতায় ও আনুগত্যে দু'একটী জাতি গোস্বামী তাঁহাদের এই কদর্য্য ব্যবসায় সংরক্ষণের জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। গৌরবিদ্বেষী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদাবলেহী জনৈক মৃত জাতি গোস্বামীর একটি পল্লীগ্রাম-নিবাসী শিষ্যের গ্রাম্যবার্ত্তাবহেও নাকি এইরূপ নামবিক্রয় ও ধর্ম্মের নামে বণিগ্‌বৃত্তি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হইতেছে। সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের চেষ্টা কয়দিন স্থায়ী হইবে জানি না। শাস্ত্র তারস্বরে বলেন, পরিণামে সত্যেরই বিজয়। সাধুগণের বিরুদ্ধে অসাধুগণের সহস্র চীৎকার অসাধুগণের অসাধুত্বই প্রচার করে। কৃত্রিম সাধুতা ধরা পড়িয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আমরা "শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী" ১ম সংস্করণ শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী প্রণীত, পোঃ অঃ নবদ্বীপ, গানতলারোড, মূল্য ৵০ আনা মাত্র; ডবলক্রাউন, ষোলপেজী সাইজ, প্রায়

তিন ফর্ম্মা একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকামধ্যে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত্রাবলী অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। মার্জ্জিত মধুর ভাষায় চরিত্র-চিত্রটী উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের আরও একটী বৈশিষ্ট্য দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম যে, গ্রন্থকার প্রামাণিক গ্রন্থ ছাড়া বর্ত্তমান-জীবন-চরিত-লেখক-সাহিত্যিকগণের ন্যায় কোনও 'আজগুবি' কিংবদন্তীর অবসর দেন নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনাথের প্রকটভূমি এবং তাঁহার লীলাস্থানাবলী তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে সকল মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ধর্ম্মপিপাসু আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সমভাবে সমাদৃত হইবে। মূল্য অল্প হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রন্থখানি গ্রহণ করা কষ্টকর হইবে না। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

"শ্রীকৃষ্ণ-কুসুমাঞ্জলি" শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় কবি কৃষ্ণামৃত কৃত, ১ম সংস্করণ, প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দে বি এ, বি এল, ১১০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ডবলক্রাউন, যোলপেজী, ১৫ ফর্ম্মা। এন্টিক কাগজে ছাপা। সিল্ক বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতস্রাবী মধুর শ্লোকগুলি বিশেষ সুদক্ষতার সহিত চয়ন করিয়া তাঁহাদের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্য-রচনাপ্রণালী অতীব প্রাঞ্জল, মধুর, ভাব ও ভাষায় সৌন্দর্য্য-ময়ী। গ্রন্থকার উৎসর্গপত্রে সত্যসত্যই লিখিয়াছেন—"এ নহে রচনা, প্রাণের প্রার্থনা, হৃদয় বেদনা মাখা।" পদ্যগুলি পড়িতে পড়িতে জগৎ ভুলিয়া যাইতে হয়। গ্রন্থকারের পদ্যানুবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি একজন ভক্তি-পিপাসু—বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট। পদ্যানু-বাদে মায়াবাদের কোনও দুর্গন্ধ নাই, ভাগবতের অনুবাদকের পক্ষে ইহা একটী বিশেষ গুণ। নাস্তিকতোত্তপ্ত বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া মরুভূমিতে শান্তি-সলিল সেচন করিয়াছে। গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

"শ্রীভুবনমঙ্গল হরিনাম"। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত শর্ম্মা ভক্তিবিশারদ, ১ম সংস্করণ, শ্রীনবদ্বীপ ধাম হইতে প্রকাশিত। ১২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০ আনা। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। এই গ্রন্থ পড়িয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের ভাষা ও উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ। গ্রন্থকর্ত্তা আরও কয়েকটী গ্রন্থের প্রকাশক। তবে গ্রন্থকার নামাপরাধ সম্বন্ধে এত সংক্ষেপে আলোচনা না করিয়া আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে অনেকের মঙ্গল হইত। বর্ত্তমানকালে প্রায় সকলেই নামাপরাধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন", "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার"। আশা করি গ্রন্থকার ২য় সংস্করণে এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীপাট যশড়া হইতে জ্যোতিন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাকাহিনী" মূল্য ৴০ আনা, একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীগৌড়ীয় পত্রে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরীতে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর পাটের যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাইত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে এই সকল তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রচার প্রসঙ্গ।

কালনায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পুরী ও ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ দ্বয় কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত গত ১৮ই মাঘ শ্রীঅম্বিকা কালনায় নিত্যানন্দ-নিজজনের অনুমোদিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন॥ সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥ রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল। রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥" —এই সকল শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাক্যের নিত্যসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আজও শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত শ্রীধামে

বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধীজনের অস্তিত্ব রাখিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ঐসকল বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধিসম্প্রদায় শ্রীধাম স্পর্শ করিতে পারেন না। স্বরূপ শক্তির ছায়াশক্তির সন্ধিনী-প্রভাবে দৃষ্ট জড়ভোগময় মায়িক স্থানই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবদিচ্ছায় অন্তরমোহন কার্য্য করিয়া থাকে। তাই শ্রীনিত্যানন্দৈকপ্রাণ দ্বাদশ গোপালের অন্ততম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের আবির্ভাবভূমি শ্রীঅম্বিকা কালনার অপার্শ্বস্থ স্থানে একটী জড়ভোগময় মায়িক দেশ ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষী ব্যক্তিগণের আবাসভূমিরূপে পরিণত থাকিয়া চিদানন্দময়ী গৌর ও গৌরজনলীলাভূমি এবং সীতার আকৃতিপ্রায় অনুকরণযোগ্য মায়াসীতার ন্যায় প্রাপঞ্চিক ভোগভূমি বা বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষিগণের ব্যবসায়-বিলাসক্ষেত্রের পার্থক্য প্রচার করিতেছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রইজন ত্রিদণ্ডিপাদ ঐরূপ ভোগভূমিতে অবস্থিত কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। যদিও ঐ সকল ব্যক্তি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের স্বরূপ দর্শন করিতে পান নাই, তথাপি অপ্রাকৃত গৌরজনসেবক ত্রিদণ্ডিপাদগণ ঐ সকল ভক্তিবিদ্বেষীর হরিবিমুখস্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গত ১৮ই মাঘ কালনার "কালীপদ সরকার এণ্ড কোং" গৃহে কালনা রাজস্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ হয়। তিনি তাঁহার প্রাকৃত পাণ্ডিত্য দ্বারা ত্রিদণ্ডিপাদগণের সৎসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার শ্লাঘা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বহুজনসমক্ষে তিনি যেরূপ অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই পণ্ডিত মহোদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন। তাঁহাকে ভাগবতের একটী শ্লোকের একটী শব্দের আদি অক্ষরের অর্থ করিতে বলা হইয়াছিল, তিনি তাহাতে অসমর্থ হইয়া এরূপভাবে তাঁহার প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের অকর্ম্মণ্যতার অভিনয় করিতে লাগিলেন যে, সম্মুখস্থ তৃতীয় ব্যক্তিগণ পণ্ডিত মহোদয়ের অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। তিনি সেই কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, "ভাগবত একটী সাধারণ পুরাণ পুস্তক; বৈষ্ণবেরা এই পুঁথিখানিকে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।" স্থানীয় লোকগণের নিকট শুনা গেল, এই ব্যক্তিই নাকি কালনায় গোপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভাগবতবিদ্বেষী ও গৌরবিদ্বেষীর গুরু। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! সুতরাং ভাগবতবিদ্বেষীর ছাত্র যে ভাগবতকে বিদ্রূপ করিবেন, এবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? উপস্থিত অনেকেই বলিয়াছিলেন—"গৌড়ীয় মঠের ভক্ত-পণ্ডিতগণের নিকট প্রাকৃত পাণ্ডিত্য খদ্যোতকের ন্যায় প্রতিভাহীন।

শ্রীমায়াপুরে—ত্রিপুরাধীশ্বরের পলিটিকাল ইন্‌স্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্, এ বি, এল, এম্ আর, এ, এস, এফ, আর ই এস মহাশয় এবার শ্রীমায়াপুর উৎসব দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন:—

উৎসব সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। বর্ত্তমানে ইহা একটী সুবৃহৎ ব্যাপার। আশা করি সহৃদয় ব্রহ্মচারি-বর্গের চেষ্টায় ইহার ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ সুষ্ঠুতা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তা অচিরেই সাধিত হইবে। পরিশেষে সর্ব্বদা কৃপা করিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণকল্পে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

ডি, আই জি আফিসের সি, আই, ডি বিভাগের সুদক্ষ প্রবীণ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহাশয় শ্রীমায়াপুর সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সহকারে বলিয়াছেন:—

শ্রীমায়াপুর যে শ্রীগৌর জন্মস্থলী ও তীর্থপ্রবর তাহা স্থানদর্শনেই সকলেরই প্রতীতি হইবে। বিশেষতঃ তথাকার ভক্তসেবকগণের অমায়িক ব্যবহার আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

নিজস্ব সংবাদদাতার তার

"Brahmanbaria and Haripur were proud of BHARATI MAHARAJAS presence for a week. All highly speaking of Bhagabata Path and lectures. His Holy personage attracted their attention and kirtan melted their hearts. Triumph of His Holiness has been the common topic here."

"ব্যাস-পূজা"

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-শক্তি-বৈচিত্র্য অখণ্ডকালান্তর্গত-খণ্ডকালের প্রারম্ভে উপাস্যবস্তু পুরুষোত্তম নরবপুধৃক্ নারায়ণ, উপাসনা-দেবী সরস্বতী এবং উপাসক-শ্রীগুরুদেব-ব্যাসের নিকট আমি সকল অহঙ্কার পরিহার করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছি। বেদ-প্রতিপাদ্য নরসিংহই স্বয়ংরূপে ভক্তানন্দ-কৃষ্ণ, অভিধেয়-বেদবাণীই গ্রন্থ-রূপিণী সরস্বতী এবং বেদজ্ঞ ও বেদপ্রকাশক ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ পঞ্চরাত্রসংবিস্তারকারী নারদানুগ কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপী কৃষ্ণচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপনকারীকে নমস্কার করি।

বৈয়াসিকী দেবী সরস্বতী আম্নায়-পারম্পর্য্যে বৈয়াসিকগণের উপাস্য বৈয়াসিক-অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বাৎসল্য-ভরে গুণজাতজগতে ব্যাসের সম্প্রদায়াবাহন-মুখে আমাদিগের নত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥

শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ে ব্যাসান্বয়ে শ্রীমন্মধ্ব-বংশ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হন। আধস্তনিক-বিচারে অষ্টাদশ-অধস্তনরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস-সম্প্রদায়-সংরক্ষণোদ্দেশে স্বীয় নিত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্টরূপ-কৃপা-ক্রমেই ভগবানের মহাবদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রভালোক-বিজয়ী সর্ব্বমাধুর্য্য-মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় উদার লীলায় যে 'জীবে দয়া' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই বৈয়াসিকগণের একমাত্র আরাধ্য ও পূজ্য। চতুর্দ্দশভুবনোদ্ধারকগণের মূলাশ্রয় পতিতপাবন অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ একদিন সেই শ্রীব্যাস-গুরু-পূজা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভৃত্যবর্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুর বৈয়াসিক-গণের কৃত্য, সুমেধোগণের শ্রীনামযজ্ঞের কথা সুকৃতিসম্পন্ন ব্রহ্মার অধস্তনগণের কর্ণকুহরে নিনাদিত করিয়াছিলেন, আর, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জল-তুলসীমুখে পাঞ্চরাত্রিক কৃত্য অর্চ্চনপদ্ধতির আচরণ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে উক্ত শাখাদ্বয়ের আরাধনাও ব্যাসপূজার অন্তর্গত। জগতের সমস্ত অমঙ্গল-নাশোদ্দেশে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারকত্রয় ভগ-বানের বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জগতের যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ, অনর্থমুক্ত, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাস-হরিদাসগণের বৃন্দাবনসেবাধিকার প্রদানের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ এবং তদনুগগণ, সকলেই শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপের আনুগত্য-ক্রমে সিদ্ধস্বরূপে বৈয়াসিকগণের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীব্যাস-পূজায় শ্রীনিত্যানন্দানুগ শ্রীগৌরবংশধর-গণেরই তজ্জন্য একমাত্র অধিকার। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকৈকপ্রাণ ভজনপরায়ণ পরমহংস-বৈষ্ণবাচারে শ্রীব্যাসপূজারই অধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" গুর্ব্বন্বয়াম্নায় বৈয়াসিকগণ শ্রৌতপন্থী, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টপ্রচারকারিগণ শ্রীরূপানুগত্যে থাকিবার নিত্যপ্রার্থী এবং তাহাতেই তাঁহারা নিত্য অবস্থিত।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম তৎকৃত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-প্রারম্ভে আমাদিগের সর্ব্বদা গায়ত্রীরূপে গান করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥"

শ্রীরূপের গৌরবগুরুগণের আশ্রয়িতব্য বস্তু ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন-গোস্বামীকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চবিলাসোন্মত্ত জীবকুলের অনর্থনিবৃত্তির উদ্দেশে ভজনানুগ বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলনের ভার অর্পণ করেন। সেই শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কটতনয় শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপাপাত্র শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং শ্রীগৌরকৃপালব্ধ মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের ভজনোদ্দেশসহ ভাগবতের ব্যাখ্যাতা করাইয়াছিলেন। বৈয়াসিকগণের পরমসেব্য শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী দৈন্যলীলা-প্রচারকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন ব্যাখ্যাননিবন্ধ রাখিয়া যান নাই। তিনি সমগ্র নিষ্কিঞ্চন-ভাগবত-পাঠকগণের হৃদয়ে ভাগ-বতের সকল উদ্দেশ্য স্ফূর্ত্তি লাভ করাইবার জন্য শক্তি সঞ্চার করাইয়াছেন, আর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কড়চা-গ্রন্থ হইতেই

শ্রীজীবপ্রভু "ভাগবত-সন্দর্ভ" ও "সর্ব্বসম্বাদিনী"র বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশেই তিনি শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারোচিত অনর্থোন্মোচিনী স্মৃতি সংরক্ষণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠোত্তমাধিকারের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোঽভীষ্টপ্রচারকারী শ্রীরূপই—শ্রীরূপমঞ্জরী। তিনিই ব্রজবিলাসের সুপ্রধানা সহচরী, পরন্তু সখ্যাধিকা সেবাপরা এবং উদারবিগ্রহ স্বয়ংরূপের বৃন্দাবন লীলার অধিকার-প্রদাত্রী; সেই জন্যই শ্রীরূপানুগবর কীর্ত্তন করিতেছেন

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥

শ্রীরূপানুগগণের সাধকরূপে সেবায় আমরা সদাচারসম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ অনুশীলনের প্রাকট্য সন্দর্শন করি। বৈষ্ণব-সদাচারবিশিষ্ট হইবার জন্য চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছেন; আবার অন্তরঙ্গসেবায় এই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের ফলস্বরূপ মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধরূপের অনুষ্ঠানে যে সকল চেষ্টা কথিত হয়, তাদৃশ কীর্ত্তন-শ্রবণকারী সাধকগণ প্রকৃত সিদ্ধির সহিত মিশ্রসাধনের যে সামঞ্জস্য প্রয়াস করেন, তাহা হইতে প্রপঞ্চে বিষময় ফল উদ্ভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তিতে জীবপ্রাকট্য; সেই জীব যখন স্বীয় তটস্থধর্ম্ম ভুলিয়া যান, তখনই তিনি অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিকেই বেদবাণী বলিয়া সারস্বত পূজা করিয়া থাকেন। আবার, যে কালে রূপানুগ সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হন, তখনই তিনি—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১৫০ অঙ্ক।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

—এই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর ভাষা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যাঁহাদের উহা বুঝিতে অসুবিধা ঘটে, তাঁহারা—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" ভাঃ ২।৮।৪

—এই ভাগবত শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের সারার্থ-দর্শিনী এবং শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভের "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃ-করণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্॥"—এই কথা উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট বুঝিতে কাহারা অসমর্থ? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-বৈয়াসিকসম্প্রদায় বলেন, যাঁহারা শ্রীরূপানুগ নহেন; রূপানুগ নহেন কাহারা?—যাহারা নিজদম্ভভরে মনো-গঠিত গৌরোপাসনা ও মেয়েলিশাস্ত্রের ভাবপ্রবণতায় মত্ত থাকেন এবং যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিয়াও শ্রীরূপানুগমে রুচিবিশিষ্ট হন না, তাঁহারা কখনই রূপানুগ নহেন। যাঁহারা অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশায় বেদবাণী বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারাই সাধক ও সিদ্ধের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই গৌড়ীয়-ব্রুব-পরিচয়ে পরিচিত হইতে গিয়া শ্রীরূপ-মতের বিপর্য্যয় সাধন করিয়া সাধারণ ভ্রম আবাহন করিয়া বসেন। যাঁহারা প্রাকৃত ভোগপরা স্ত্রীপ্রধান-চেষ্টায় বিভোর, তাঁহারাই হরিভজন করিতে আসিয়াও প্রাকৃত জগতের ভাবুকতাকে অপ্রাকৃত রসিক ভাবুকের সহিত সমদর্শনে আত্মম্ভরিতামূলে ভোগ ও ত্যাগ-সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টে বাহ্যদশায় কৃত্য ও অন্তর্দ্দশার সাক্ষাৎসেবা এবং বাহ্যাভ্যন্তর মিশ্রদশায় কীর্ত্তন, এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিতে না পারিয়া একের স্কন্ধে অপরের ভার চাপাইয়া দিয়া ভজনপথ হইতে বিচ্যুত হন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারের আবরণে কৃষ্ণকে অক্ষজ-জ্ঞান-গম্য বস্তুজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা না করিয়া তাঁহাকে অধোক্ষজ-বস্তু জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অক্ষভোগ্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া নিজের নশ্বর জড়সেবা করাইয়া লন; তাহা ব্যাসপূজা নহে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৬ই চৈত্র ১৩৩২, ২০শে মার্চ্চ ১৯২৬ | ৩০শ সংখ্যা

ভক্তি-রত্নাকর-রত্নরাজি

কলিতে লোক কেমন হইবে ?

"হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥"
"মিথ্যা সুখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান।
না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ॥"

(ভঃ রঃ ৭ তঃ)।

এ দুর্গতি ঘুচে কিসে ?

"——অলক্ষে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥"

(ভঃ রঃ ৯ তঃ)।

জীবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য কি ?

"বিপ্রগণে কহে শিব করিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য॥"

(ভঃ রঃ ১২ তঃ)।

প্রভুর উপদেশ কি ?

"প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও॥"

(ভঃ রঃ ১২ তঃ)

"আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বত্যাগ করি কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রাণপণ করি সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হ'বে বৈষ্ণবের দ্বারে॥"
বৈষ্ণবের দোষ দৃষ্টে হ'বে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ গান॥"

(ভঃ রঃ ঃ তঃ)।

ভক্তবাঞ্ছা কি অপূর্ণ থাকে ?

"ভক্ত মনে যে হয় তা না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত মনঃকথা॥"

(ভঃ রঃ ৫ তঃ)।

কার্ষ্ণজনের কি ভাবে দিনপাত হয় ?

"কৃষ্ণকথা বিনে কেহ রহিতে না পারে।
দিবারাত্রি ভাসে প্রেম-সমুদ্র পাথারে॥"

(ভঃ রঃ ৯ তঃ)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

"প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন"—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে গৌড়ীয়েরও এই দুইটী কৃত্য। বৈকুণ্ঠ রাজ্যের হেয় প্রতিফলন স্বরূপ এই জগতে নানাবিধ হেয়তা ও অবরতা বর্ত্তমান, সুতরাং কেবল প্রেমপ্রচারণ-কার্য্যটী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাপঞ্চিক জগতে সম্ভবপর নহে। প্রেম-প্রচারণের সহিত পাষণ্ডদলন কার্য্যটীও পাশাপাশি যুগপৎ বর্ত্তমান। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে প্রেমাবতার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিষ্মৎসর, পরদুঃখদুঃখী পুরুষগণের সময়েও পাষণ্ডগণের আবির্ভাব হইল কেন? আর ভক্তিশাস্ত্র-লেখকগণই বা 'পাষণ্ডদলন' কথাটী ব্যবহার করিলেন কেন?

প্রেমপ্রচারণ যেমন জীবের প্রতি অহৈতুকী দয়া, পাষণ্ড-দলন কার্য্যটীও তদ্রূপ অন্যভাবে জীবে দয়ারই পরিচায়ক। পাষণ্ডদলন কার্য্যটী অপ্রীতিকর হইলেও উহা আচার্য্যের কার্য্য। সর্ব্বযুগে সর্ব্ব আচার্য্যের সময়ে এই কার্য্যটী জগতে সংঘটিত হইয়াছে। সাধুজনের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ প্রত্যেক বিষ্ণুর অবতারেরই কার্য্য—ইহাই গীতার বাণী।

পাষণ্ডগণের কুমতখণ্ডন, কুনাট্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে গেলে পাষণ্ডকুল যে উদ্ভট চীৎকারে দিগন্ত নিনাদিত করিবে—এবিষয়ে কিছু আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু ঐরূপ উদ্ভট চীৎকার বা ভেক-কোলাহল যে কিছু কাল পরে থামিয়া যায়, তাহাও সত্য। নিত্য কৃষ্ণ-কোলাহলের ধ্বনি ভেককোলাহলকে অচিরেই পরাভূত করিয়া থাকে।

আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সত্যকথা বলিলে যদি পাষণ্ডকুল চীৎকার করে, মৎসরতাবশে অশিষ্টাচার প্রদর্শন, অভদ্র অশ্লীলভাষা প্রয়োগ বা নানা ভাবে অত্যাচার করিতেও প্রধাবিত হয়, তথাপি ঐরূপ উৎপীড়িত হইবার ভয়ে—এমন কি প্রাণভয়ে পর্য্যন্ত সত্যপ্রচার হইতে বা উচ্চকীর্ত্তন হইতে বিরত হওয়া পরদুঃখদুঃখী পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। স্বার্থপর ব্যক্তিই অপরের দ্বারা উপদ্রুত

চোর, দস্যু, দুর্ব্বৃত্ত, অসদাচারী ব্যক্তিগণ প্রথমে সদ্ব্যক্তিগণকে নানা প্রলোভনাদির দ্বারা তাহাদের দলে আনিতে চেষ্টা করে। উহাদের ঘৃণ্য প্রলোভনে পড়িয়া অনেক সময়েই অনেক সরল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিম্বা সবে মাত্র সাধুব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজেদের নিজত্ব হারাইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বৃত্ত-দলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ সাধু, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বৃত্তগণ কোনও প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে পারে না। ইহাতে দুর্ব্বৃত্তকুল অনন্যোপায় হইয়া ঐ সকল সাধুর স্কন্ধে স্ব স্ব দোষগুলি চাপাইবার প্রয়াস করে এবং ঐরূপ বৃথা প্রয়াস দ্বারা স্ব স্ব কৃত্রিমসাধুত্ব জগতে প্রচার করিয়া থাকে।

অসাধুর ঘৃণ্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সাধুগণ অসাধুর দলে প্রবেশ না করিলে ও জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য ঐ সকল অসাধুর অসাধুত্ব সর্ব্বজীবসমক্ষে নিরপেক্ষভাবে প্রচার করিয়া দিলে এবং তৎসঙ্গে স্বীয় আচরণ দ্বারা সাধুত্ব ও অসাধুত্বের পার্থক্য সকলকে বুঝাইয়া দিলে অসাধুগণ সাধুকে দলে আনিতে পারিল না বলিয়া যে কিরূপ কাপট্য ও মৎসরতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার একটি চিত্র নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা ধরিতে পারিবেন।—

কালনার মৃত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ গোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপরে প্রকাশিত পত্রটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যালয়ে এখনও সেই পত্রটী রক্ষিত আছে। তাহার হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরের অবিকল প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকাল দুঃসঙ্গবর্জ্জনরূপ বৈষ্ণব সদাচার আচার ও প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীমানের অসাধু সঙ্কল্পে কোনও সহানুভূতি বা যোগদান করেন নাই বলিয়া শ্রীমানের অবৈধ কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে।

উক্ত স্বাক্ষরকারীর বক্তব্য এই যে, সে এবং তাহার সমশীলব্যক্তিগণ (যেহেতু "আমরা"—এই বহুবচনের পদ প্রযুক্ত হইয়াছে) বিষ্ণুপ্রিয়াকে দমন করিয়া জগতে বড়ই বাহাদুরী দেখাইয়াছে! এইরূপ বৃথা স্পর্দ্ধায় যে কতদূর বাহাদুরী নিহিত আছে, তাহা সুধী সমাজই বিচার করুন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি। "বিষ্ণুভক্তিকে দমন করিয়াছি"—এরূপ কথা কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মুখ হইতে নির্গত হয়, সজ্জনগণ তাহা আপনারাই বলুন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদে পড়িয়াছিলাম যে, বিশ্বশ্রবানন্দন রাবণ "শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরী বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্রকে দমন করিয়াছি" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিল—ইহা শুনিয়া রামদাস নামক জনৈক রামভক্ত বিপ্রের মনে বড়ই দুঃখ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সেই রামদাস বিপ্রের মনোদুঃখ বিমোচন করিয়া বলেন যে, রাবণ কখনও চিদানন্দমূর্ত্তি ঈশ্বর-প্রেয়সীকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্পর্শ করা দূরে থাকুক্—"প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি।" রাবণ মায়াসীতা মাত্র হরণ করিয়া জগতে বাহাদুরী প্রচার করিতেছে।" রাবণের মত অতদূর শক্তিশালী না হইলেও সর্ব্বকালেই হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ছোট খাট এক একটী রাবণ হইতে চাহে!

ভগবান্ শক্তিমত্তত্ত্ব। ভগবান্ নির্ব্বিশেষবস্তুমাত্র নহেন। শক্তিমত্তত্ত্বের নিত্যশক্তি ও নিত্য সবিশেষ বস্তুর নিত্য নামরূপ-গুণলীলা আছে। যাহারা সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরের শক্তিকে 'দমন করিয়াছি' মনে করে, যাহারা নামরূপ-গুণলীলাময় গৌরসুন্দরের নিত্য নাম মন্ত্র স্বীকার করে না, তাহাদের কথা শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—চৈঃ চঃ আদি ৮ম।

"কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"

বিষ্ণু-প্রিয়া সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিকে দমন করিয়া গৌরসুন্দরকে মুখে মানা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ বাদ, আসুরিকতা বা গৌরবিদ্বেষ মাত্র। এইরূপ বিষ্ণুভক্তিকে দমন করা কার্য্যই যদি সাধুসঙ্কল্প বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাধুসঙ্কল্পের সহায়স্বরূপ ভগবানই (!) বা কোন্ শ্রেণীর ভগবান্ তাহাও সজ্জনমণ্ডলী বিচার করুন্। বিষ্ণুভক্তি দমন করা সঙ্কল্পের সহায় সয়তান। সুতরাং ঐরূপ সাধুসঙ্কল্পকারি ব্যক্তিগণের ইষ্টদেব 'সয়তান' বলিয়াই প্রমাণিত হইবে না কি?

ইংরাজী ভাষায় একটী প্রবাদ আছে—"Devils can quote scriptures" অর্থাৎ সয়তানগণও শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া থাকে। সয়তান-ভজনাকারি-ব্যক্তিগণের সাধুত্বের ধারণা কিরূপ, তাহাদের সাধুসঙ্কল্পই বা কিরূপ, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই।

শুনা যায়, কিছুদিন হইতে বিষ্ণুভক্তিকে দমন করিবার সঙ্কল্পকে সাধুসংকল্প বলিয়া বহুমাননকারী এবং ঐরূপ সংকল্পের সহায়ক সয়তানকে 'ভগবান্' বলিয়া কল্পনাকারী একদল স্বার্থান্ধ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নির্ম্মৎসর আচার্য্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মৎসরতা প্রকাশ করিয়া সজ্জনসমাজে তাহাদের চরিত্রটী বিশ্লেষণ করিয়া দিতেছে। যখন নিজেদের অসচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, লোকবঞ্চনা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতির প্রতিকূলে কোনও সদ্যুক্তি প্রদান করিবার কিছু না থাকে, তখনই এইরূপ ব্যক্তিগতভাবে সাধুর প্রতি আক্রমণের চেষ্টা হইয়া থাকে। কথায় বলে—"যা'রে দেখ্‌তে নারি তা'র চলন বাঁকা"। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি বিষ্ণুবিদ্বেষি দৈত্যগণ ভগবানের প্রতি কতই না কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সরস্বতীদেবী ইহাদের মুখোদ্গীর্ণ কুবাক্যগুলির মধ্যে অন্যরূপ অর্থ নিহিত করিয়াছেন।

শুনা যায়, কাল্‌না ও শ্রীহট্টের গৌরবিদ্বেষী, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তপদাবলেহী, বর্ণবিপ্র-জাতিগোস্বামি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষি-

গণের শিষ্যপরিচয়াকাঙ্ক্ষী দুইটী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ লণ্ডন সহরের "Billings Gate" এ পরিণত হইয়াছে। প্রথমেই মানুষের সভ্য হওয়া আবশ্যক। পশুত্ব বা জিঘাংসাবৃত্তি-মূলে যে শিষ্টাচারের লঙ্ঘন তাহা বিদূরিত না হইলে তাহাকে পৃথিবীর কোন সভ্যসমাজ মানুষ বলিয়াই স্থান দেয় না। সভ্যতা শিখিলে সৎকর্ম্মী হওয়া যায়। সৎকর্ম্মী ক্রমশঃ জ্ঞানী হইতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জ্ঞানী ভক্তপদবীতে আরোহণ করেন। এই সকল ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে সকল ভক্তরুব স্ত্রীসঙ্গী গৃহব্রতব্যক্তি বৈষ্ণবের হিংসা করিতে উদ্যত তাহাদিগকে ভাগবত 'খল' বলিয়া থাকেন। হরিপ্রিয় ব্যক্তিগণের দ্বেষ করাই এই সকল খলের স্বভাব।

সাধুগণকে দলে আনিতে না পারিলেই খলস্বভাবব্যক্তির ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ-চণ্ডালের বশীভূত হইয়া তাহারা গুরুব্যক্তির লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। যাঁহাকে একদিন **"দার্শনিক পণ্ডিত"** বলিয়া দলে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাঁহাকেই আবার উহাদের খলকুদর্শনে অনভিজ্ঞ বলিতে উহারা ত্রুটী করে না। সুদার্শনিক খলদার্শনিকগণের মতের বিরুদ্ধে যখন—"ঈশ্বরই একমাত্র ভোক্তা"—ইহা বলেন, তখন খল দার্শনিক-রুবগণ সুদার্শনিককে 'অবৈদান্তিক' বলিয়া তাহাদের মূর্খতা সপ্রমাণ করে। ইহা জগতের চিরন্তনী প্রথা। এইরূপ না হইলে চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ সাম্প্রদায়িকবক্তৃগণ বেদের ভ্রম দেখাইবার ধৃষ্টতা করিলেন কেন? আর্য্যসমাজিগণ ভগবত্তত্ত্ব ভাগবতে ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, সিদ্ধান্তে নানাবিধ ভ্রম আছে—ইহাই বা বলিতে সাহসী হইবেন কেন? ইহা ভগবদভিপ্রেত অসুরমোহনলীলা।

যে শ্রীধামের প্রচারে পাষণ্ডকুল মৎসরতানলে দগ্ধীভূত হইয়া ঢঙ্গবিপ্রের ন্যায় অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিবরণ ছাপিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়া পরমুহূর্ত্তে সেই শ্রীধামের বিরোধ করিবার চেষ্টা কি খলতার পরিচায়ক নহে? সাধুকে খলগণ স্বদলে আনিতে না পারিলেই সাধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

উক্ত পত্রখানিতে যে ঘৃণিত প্রলোভন ও গায়ে পড়িয়া 'ন্যাকামি'র ভাব দেখান হইয়াছে, তাহা একটু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ধরিতে পারিবেন। যাঁহার প্রতি এইরূপ ঘৃণিত প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাঁহার আজন্ম প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গবর্জ্জন। তাঁহার জগতে আসিবার মূল উদ্দেশ্যই অসৎসাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন করিয়া এক মহা-চিৎসমন্বয়বাদ প্রচার। তাঁহার প্রকৃত অনুগত শিষ্যবর্গের প্রতিজ্ঞা ও ব্রতও সেই দুঃসঙ্গবর্জ্জন।

আত্মধর্ম্ম চিরদিনই শুদ্ধসনাতন; নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তিগণের অমূল্য সম্পদ্রূপে জগতে বর্ত্তমান। যাহারা পানাসক্ত, স্ত্রীসঙ্গী, গৃহব্রত, এবং যাহারা কৃষিজীবিকাকে ও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া "বৃদ্ধবেশ্যাতপস্বিনী"র ন্যায় ভাগবতজীবী হইয়া স্ত্রীপুত্র ভরণ পোষণকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, তাহারা কোন্ সাহসে সুদার্শনিকগণের আচরণ ও বিচার-প্রণালীর সমালোচনার ধৃষ্টতা দেখায়, তাহা তাহারাই জানে। আকাশের দিকে থূৎকার নিক্ষেপ করা এইরূপ লোকেরই স্বভাবসুলভ বৃত্তি বটে।

অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উচ্চৈঃস্বর প্রচার-কারী আচার্য্যের ভাগ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিয়াছে। কি আচার্য্য শ্রীরামানুজ, কি শ্রীবিষ্ণুস্বামী, কি শ্রীমধ্ব, কি শ্রীনিম্বার্ক প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যই নির্জ্জন ভজনানন্দীর ন্যায় কাল না কাটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া পাষণ্ডকুল তাঁহাদিগের প্রতি অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিবার ফলেই প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দের প্রতি কলসীর কাণা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিবার ফলেই কুলিয়ায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপর ইষ্টক বৃষ্টি হইয়াছিল, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর হরিদাস বাইশবাজারে প্রহৃত ও সুজনহিংসক ঢঙ্গবিপ্রকুলের দ্বারা নানাভাবে উপদ্রুত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহার একটী বিশেষ সুফল আছে। ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারিগণের দাসাভিমানিবর্গের উৎসাহ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। দ্বিগুণ, চতুর্গুণ-ভাবে কীর্ত্তনস্পৃহা জাগাইয়া দেয়। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় গৌড়ীয় এইরূপ পরিবর্দ্ধিত উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া সমগ্রবঙ্গদেশে সর্ব্বসজ্জনহৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এইরূপ কীর্ত্তনের ফলে কত শত নরনারী, বালক যুবা,

জীবন স্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যত্বের চরম সোপান ভক্তিপদবী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আর কোনও আচার্য্যের সময় উচ্চকীর্ত্তনের ফলে একসঙ্গে এতগুলি পবিত্র জীবন—শুধু পবিত্রজীবন নয়—শুধু মনুষ্যত্ব নয়, মনুষ্যত্বের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না জানি না। ইহা—একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা। অলৌকিকত্ব ছাড়িয়া দিয়া বিচারমূলেও যে কোন নিরপেক্ষ পুরুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন যে, এই নবনবায়মান উৎসাহের দ্বারা প্রোৎসাহিত উচ্চকীর্ত্তনের ফলে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মাদ্রাজপ্রদেশ প্রভৃতি পৃথিবীর বহুস্থানের সুনির্ম্মল সুপবিত্র নিষ্কলঙ্কচরিত্র ব্যক্তি আজ সত্যকথা শ্রবণে উৎকর্ণ হইয়াছেন। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বরণ করিয়াছেন।

যাহারা 'শুক্র'কে আত্মা বলিয়া মনে করে, আর যাঁহারা দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্য চিদ্বস্তুকে আত্মা মনে করেন,—এই উভয়ের বিচারপ্রণালী চিরকালই পৃথক্। প্রথমশ্রেণী বলে, "মেরা বামুন চাম্" অর্থাৎ চাম্ড়াই ব্রাহ্মণ। এই শ্রেণীর ব্যক্তির পদাবলেহিগণ রিরংসাবৃত্তির মধ্যে বৈষ্ণবতাকে—গোস্বামিত্বকে—গুরুত্ব আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলেন, এইরূপ বিচার বিবর্ত্তবাদোত্থ। এইজন্যই বৈষ্ণবের সঙ্গে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তৎপদাবলেহী বৈষ্ণবব্রুব এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিরোধ। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের কোনও বিরোধ করিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহারা সত্যকথা কীর্ত্তন করেন মাত্র। সত্যকথা কীর্ত্তিত হইলে বিবর্ত্তবাদ বিধ্বংশ হয় দেখিয়া প্রথমশ্রেণীর ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির সহিত গায় পড়িয়া বিরোধ করে।

যাহারা পরমপূজ্য বিষ্ণুবস্তু শ্রীমদ্ভাগবতকে, ভগবন্নামগুণ লীলাকে বারলোকের মনোরঞ্জনকারী ও উপভোগ্য বস্তুরূপে পরিণত করিতে প্রয়াসী, যাহারা মাতাকে ভোগ্যা ঘোষা করিতে প্রস্তুত, যাহারা যুগিত্ব, শুঁড়িত্ব, তৈলিত্ব, বর্ণবিপ্রত্ব প্রভৃতিকে বৈষ্ণবত্ব বলিবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাহারা যে বিষ্ণুবস্তু—ভাগবতকে "ডাগবত" বলিবে, কু-সিদ্ধান্তকে 'সিদ্ধান্তরত্ন' বলিবে—এবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা ঐ সকল সুজনহিংসক (চৈঃ ভাঃ ১।১৬।৩০২), খরধর্ম্মী (ভাঃ ১২।২।১৬), খল, মৎসর ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ বা কথা বলিয়া গৌড়ীয়ের সুপবিত্র-স্তম্ভ কলঙ্কিত করিতে কোনদিনই ইচ্ছা করি না। সারমেয়ের চীৎকারে রাজহস্তীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোমলমতি ব্যক্তিগণ বিপথে চালিত হইতে পারেন—এইজন্যই সজ্জনগণের অনুরোধে আমাদের এই সকল কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে।

এই সকল ব্যক্তির অনেক কলঙ্কিত কীর্ত্তির কথা বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের কর্ণে আসিয়াছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন সজ্জনগণের শ্রবণের সম্পূর্ণ অযোগ্য সেই সকল কুকীর্ত্তি গৌড়ীয়ের সুপবিত্রস্তম্ভে প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন না হয় এবং তাহা দ্বারা যেন অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতে না হয়। আমরা বড়ই দুঃখিত যে কিছু কালের জন্য ঐ সকল অসম্ভাষ্য খলব্যক্তির কথা আলোচনা করিতে হইল। এজন্য আমরা সর্ব্বগুরুবৈষ্ণবের সমীপে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

আমি ভ্রান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা চরণ গোস্বামী)

জীব যে পর্য্যন্ত সত্যানুসন্ধান না করে, সে পর্য্যন্ত জীব ভ্রান্ত। অহংতা প্রযুক্ত আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি কর্ম্মী, আমি যোগী, আমি ভক্ত, আমি বৈষ্ণব, আমিই সকল বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছি; আর কাহাকেও গুরু ভাবিয়া আমার লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে না, আমি উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ্য শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, শ্রীগদাধর ইত্যাদি প্রভুবংশজাত। আমার পিতা পিতামহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও ভক্ত ছিলেন; সুতরাং আমি উত্তরাধিকারিসূত্রে জন্মগত দায়ভাক্ অনুসারে উক্ত সকলই পাইয়াছি, কি পাইব, অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোন প্রকার সিদ্ধান্তই জানিবার প্রয়োজন হইবে

৬

না, বংশপারম্পর্য্যক্রমে একজন নামধারী দীক্ষা-গুরু করণ বা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলেই কেহত্ত ব্রাহ্মণ অথবা গোস্বামী প্রভু হইয়া গেলাম- এই কল্পিত হইল আমার স্বভাবজ ভ্রান্তি।

এবম্বিধ ভ্রান্তিতে পড়িয়াই, শ্রীশ্রীহরিবিমুখ হইয়া কত চৌরাশী লক্ষ জন্ম কাটাইলাম। হরিবিমুখ হইয়াই মায়ার ক্রীতদাস হইয়াছি। মায়ার দাসত্বে ভোগফল প্রাপ্তির জন্য পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কত প্রকার দেহ ধারণ করিয়াছিলাম। অবশেষে কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতি-ফলে এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিলাম। মানব দেহ লাভ করিয়াই বা কি করিলাম? কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের স্বভাবসমূহের অধিকাংশই আমাতে বর্ত্তমান। বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন হয় না স্বভাবেই চাঞ্চল্য বুঝা যায়। সাধারণতঃ মানুষের গুণ কপটতা হীনতা সরলতা, সত্যবাক্যে বিশ্বাস, অসৎসঙ্গ ও অসত্য ত্যাগে যত্ন ইহার কোনটিই আমাতে নাই।

শূকর জন্মে যাহা দেহের অপকারক বোধে ত্যাগ করিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠাভিমানী মানব জন্মে অতি উপাদেয় বোধে জড় প্রতিষ্ঠা নাম্নী সেই শূকরের বিষ্ঠা, অতি যত্নে সংগ্রহের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছি। ইহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য দেহাত্মবুদ্ধিতে জড়েন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অপ্রতিহত গতির সুগম পন্থা আবিষ্কার, তাহা হইলে বোকা লোক সকলেই আমাকে একটা হোমরা চোমরা মনে করিয়া ভীত থাকিবে আর আমি অবাধে যেমন ইচ্ছা ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া লইতে পারিব, কেহই কিছু বলিবে না।

এমন কয়েকটা শয়তানের বুদ্ধি মাথায় স্থান লইয়া জগতে বুদ্ধিমান হইয়া পড়িলাম। আর ইন্দ্রিয় তর্পণোপকরণ সংগ্রহের জন্য বণিগ্ বৃত্তি আরম্ভ হইয়া গেল। অল্প-কয়েক দিনের ভিতরেই বৃত্তিটি বেশ প্রসার লাভ করিল। এই ব্যবসায়ে যেই হাত দেয়, সেই প্রচুর লাভবান হইয়া জাগতিক ইন্দ্রিয়-তোষণ ব্যাপারে কোন অভাব বোধ করে না।

কোথাও বা ঠাকুর বাড়ীর ভেট আদায়, কোথাও বা পাঠ-বক্তৃতায় অজস্র টাকা সংগ্রহ, কোথাও বা জড় রস-ভোগী অনর্থ পরায়ণের নিকট রাসলীলা কীর্ত্তন করিয়া মামুলী অর্থ আদায়, কোথাও গুরুরূপ সাজিয়া শিষ্যবৃন্দের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায়, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে আপাততঃ ব্যবসায়টি প্রায় সর্ব্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এই সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশই পায়ের মল, নাকের নথ, পোর্ট, টেট্‌লার ইত্যাদি রকমের অনেক প্রকারে এবং তেতালা চৌতালা অট্টালিকা খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি আসবাব পত্রেই ব্যয় হইয়া যায়। আর বাকি যাহা থাকে তাহা পরবর্ত্তিগণের ভোগের ইন্ধন স্বরূপ কুসীদ সংগ্রহের জন্য লাগান হয়।

এই প্রকার জড়ীয় রসে প্রমত্ত হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে যাইতে দুর্লভ মানবজন্মেরই দুই কুড়ি বৎসর চলিয়া গেল। কই 'সুখ' যাহাকে বলে তেমন কিছুত পাওয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না!

একদিকে ইন্দ্রিয়-তোষণ আর একদিকে কালের ভয়, কোন্ সময় জানি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ভোগ করিবে কে? একদিকে অর্থসংগ্রহ আর একদিকে দস্যু, চোর, অংশীদারগণের ভয়, কখন জানি কে ধরে? একদিকে প্রতিষ্ঠা আর একদিকে দুর্নামের ভয়, কি জানি কে কি বলে? তবে সুখ কোথায় কেবল যে হা হুতাশ! তাহা হইলে কি এই নশ্বর অহংতামমতাই আমার সর্ব্বনাশকারক? আমি নিশ্চয়ই ভ্রান্তিতে অবস্থান করিতেছি। আমি ভ্রান্ত।

'আমি ভ্রান্ত'—এই কথাটি কেবল ভাবিবার বিষয় ছিল বটে, কিন্তু জগতে এমন কোন বান্ধব ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, যিনি চাক্ষুষ বলিয়া দিতেন যে, হে জীব! তুমি অহংতা বুদ্ধিতে দেহাত্ম বোধ করিতেছ। তুমি ভ্রান্ত।

এখন বুঝিতেছি, যাহাদিগকে বান্ধব বলিতাম, গুরু বলিয়া মানিতাম, তাঁহারা হয় আমাকে ভয় করিয়া কিছু বলেন নাই, না হয় তাঁহারাও আমার মত ভ্রান্ত; নিজের ভুলই বুঝিতে পারেন নাই। আমার এই কথা শুনিয়া জাগতিক বুদ্ধিমান্‌গণ হাসিবেন। কিন্তু যে নিজে ভ্রান্ত তার আবার গুরুত্ব কোথায়? লঘুতায় যাহাকে জুড়িয়া রহিয়াছে, সে আবার কেমন গুরু?

এই প্রকারে মায়ার দাস হইয়া উহার লাথি খাইতে খাইতে যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব আমি প্রাণ যায় যায় এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমার একজন* পরম বান্ধব মহাত্মপ্রবর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়রূপে এই দীনের কুটীরে আবির্ভূত

চইলেন। আমি নিতান্ত পামর মহান্ত অতিথির সম্মান কোন দিনই জানি না। তবে ছোট বেলা হইতে শুনিয়াছি :—

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পরের ঘর॥"

এই মহান্ত অবশ্য আমার কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নিজগুণে আগমন করিয়াছেন! তাঁহার স্বকার্য্য কিছুই নাই। তাঁহার স্বকার্য্য বা স্বার্থ যদি কিছু থাকে, তবে আমাকে সর্ব্বজীবপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমার নিত্য মঙ্গল বিধান করা। ইহা আজ সাড়ে তিন বৎসরের কথা। দেখিতে দেখিতে গৌড়ীয় যেন আমাকে শক্ত করিয়াই ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি জোর করিয়াই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রান্তিমূলক সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিলেন, আর তথাকথিত বণিগ্ বৃত্তিধারিদের কোন কথাই কাণে সহ্য হয় না, যেন বিষ অপেক্ষাও তীব্রতর বোধ হয়, নিজের পশুত্বক্রমেই স্পষ্টতর ভাবে দেখা যাইতেছে।

তখন মনে হইতে লাগিল, "তবে আমি বুঝি মানুষ হইয়াও মনুষ্যোচিত পন্থা "সত্য" অবলম্বন করি নাই বলিয়াই কলির অনুচরগণ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।"

এখন বিশ্বাস হইতেছে শ্রীগৌড়ীয়গণ পরম কারুণিক হইয়া আমার মত ভ্রান্তজীবেরও যখন ভ্রান্তি দূর করিয়া সত্যানুসন্ধানে নিয়োগ করিবার জন্য প্রচেষ্ট হইয়াছেন, তখন বোধ হয় আর কাহারও কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না, আর কেহই তাঁহাদের করুণা পাইতে বঞ্চিত হইবেন না।

আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, আমার একমাত্র পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন, "যাঁহারা আমাদিগকে মারিতে চান, তাঁহাদিগকেও কয়েকজন সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হউক, যেন শ্রীমায়াপুরে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া যান।"

সহৃদয় গৌড়ীয় পাঠকগণ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, কলি যায়, এই পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারের নিষ্কপট ভাবের অহৈতুকী কৃপার কথা দুই একটীর বেশী শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আমার যদিও নিজ কাণে শোনার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তথাপি অনুভবের অভাব থাকায়, কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই।

একমাত্র পারমার্থিক পরোপকারী সুমহান্ গৌড়ীয়গণ! আমার জন্ম জন্মান্তরের ভ্রান্তি সম্যগ্ বিদূরিত করিয়া আপনাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুর করিয়া রাখুন। আপনাদের শ্রীপদ-রেণু মস্তকে ধারণ করিবার যোগ্যতা যেন পাই। আমি যেন ইহাই সম্যক্ বুঝিয়া লইতে পারি যে গৌড়ীয়গণের আনুগত্য ভিন্ন নিজে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইবার উপায় নাই। যেহেতু আমি যে ভ্রান্ত

(প্রাপ্ত পত্রাবলী)

১নং

উড়িষ্যা ডিভিসনের অবসর প্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ নামধন্য সুদক্ষ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রবীণ ভাগবত দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষকের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানির প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Cuttack. March 12, 1926

My dear Vidyabhusan Mahasay,

I humbly bow at thy feet. I am very glad to find that Sri Nabadwipdham Pracharini Sabha has recognised your valuable services in a befitting manner.

I have read through your edition of Srimad-Bhagabata I to III. You have made it easy for the average reader. The summaries & indexes have considerably enhanced the usefulness of the work.

I wish to present a bound volume of I to III (superior edition) to a friend of mine'. I shall take it from your office when I visit Calcutta next. Kindly keep it for me.

* * The other day when reading Kali Prasanna Sinha's translation of the Mahabharata (Basumati

Edition) it struck me that the public would be largely benefitted if the Gaudiya math staff could bring out an edition. In the present form it is difficult to digest the voluminous matter or find out reference. The learned assembly of Sri Gaudiya math would earn the gratitude of thousands of people if they would take up the work. My honest belief is that no one could do it better. * *

I was unable to pay a visit to the Math and to pay my respects to its noble workers during my last visit to Calcutta as my stay was very short. I hope to be able to go next month and my first and foremost duty will be to visit the Math.

With best regards
Your humble servant
(Sd) **Srikrishna Mahapattra.**

২নং

গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, শ্রীচরণেষু—

দেব !

২৮শ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। নবদ্বীপের স্থানগুলির নামের কারণ অভিব্যক্ত করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। চাঁদকাজীকে মহাপ্রভু "মাতুল" বলিতেন, কেন বলিতেন তাহা জানিতাম না। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাহার উল্লেখ নাই। অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হোসেন সাহ মহাপ্রভুকে কেন বিদ্বেষ করিতেন এতদিনে জানিলাম। ধন্য আপনার বৈষ্ণব গ্রন্থে অনুসন্ধান ! গোস্বামি-প্রভুগণ (?) মৎসর পূর্ণ হৃদয় লইয়া আপনাদের উৎকর্ষ সহনা-সহিষ্ণু হইয়া কেবল বিদ্বেষ করিতেই পারেন, কৈ, এ সমুদায় সন্ধান ত, তাঁহারা বাহির করিতে পারেন না ! লোক দেখান গৌরভক্ত সাজিবেন কিন্তু তাঁহার আদেশ "জীবে দয়ার" শ্রাদ্ধ করিয়া স্থূলদেহের পুষ্টির দিকে লক্ষ্য করিয়া জীব বধ করিয়া তামসিক ধর্ম্মের কার্য্য হিংসা না করিয়া কি করিবেন ! পরিক্রমাশুভকার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব আপনাদের সাহায্য করিবেন, তজ্জন্যই গৌরাঙ্গ-পুলিশ সাহেব আপনাদের সাহায্য করিয়াছেন ! ধন্য ইংরাজ রাজত্ব ! যেস্থানে সম্রাটও আইনের বাধ্য—Law is the king of kings, for more powerful and rigid than they, nothing can be Mightier than Law, by whose aid as by that of the highest monarch, even the weak may prevail over the strong"

A text of the Veda, translated by Sir William Jones.

এই জন্য রাজাকে দেবতা কহিয়াছেন "সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ" শ্রীভাগবতে ৪।১৪।১৯ অথবা—

"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" মনু-সংহিতায়াং ৭।৮ অথবা—"For Kings like gods, should govern every thing" "Shakspeare Lucrece,

আমার ন্যায় অভাজনদিগের উদ্ধার জন্য আপনাদের আশির্ব্বাদ তাহাতে অসুরগণ বিদ্বেষ করিবেন আশ্চর্য্য কি ? ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করিবেন। দৈত্যের বিদ্বেষে আপনাদের কি করিবে ?

সেবক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
আকুই বর্দ্ধমান, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩২।

প্রেরিত পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক

মহোদয় বরাবরেষু

সবিনয় নিবেদন এই,

দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৪র্থ সংস্করণের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় "বৈষ্ণব সমাজের অধোগতি" "শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন" এবং ৩৩৫ পৃষ্ঠায় "শেষ জীবন" সম্বন্ধে যে সমস্ত মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ রহিয়াছে তৎপ্রতি আপনার ও বৈষ্ণবমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে দীনেশ বাবু বৈষ্ণবদিগকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অতীব অসহ্য ব্যাপার। আশা করি অবিলম্বে ঐ ব্যাপারের একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় ! অবিলম্বে বিষয়টীতে বিশেষ মনোযোগী না হইলে বৈষ্ণবদাস বলিয়া আর পরিচয় দিতে পারিব না বা কোনও মহোৎসব ব্যাপারাদিতে যোগদান করিতে পারিব না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এইরূপ ব্যাপার আর কতকাল অবধি চলিতে থাকিবে জানি না। দেশের

শিক্ষা-সাহিত্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এইরূপ গ্লানি-জনক বাক্য আর কত কাল সহ্য করিবেন? আপনারা সাহিত্য প্রচারে অগ্রসর হইয়া নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে বৈষ্ণব সমাজ, বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব আচার্য্যের সম্বন্ধে যে সমুদয় গ্লানিজনক বাক্য আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে দেখাইয়া দিয়া সকলের কল্যাণ সাধন করিবেন। ডাক্তার দীনেশ বাবু গদ্যে এবং ডাক্তার রবীন্দ্র-নাথ পদ্যে গদ্যে বৈষ্ণব নামে কোন সার্থকতাই করেন নাই। দেশের ভাবী আশা বালকবালিকাগণ কত দিনে এই মোহ পাশ কাটাইয়া জীবন লাভ করিতে পারিবে, জানি না।

বিনীত সেবক
শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়

সম্পাদকীয় মন্তব্য

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লেখক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অক্ষজ-বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচার লইয়া অধোক্ষজ-গুরুবৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে যে সকল কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, তাহা কামুক অক্ষজ সাহিত্যিক সমাজে বহুমানিত হইলেও অধোক্ষজ অবরোহবাদিগণের শ্রৌত বিচারে অনেকটা সাহিত্যিক মহোদয়ের অনধিকার চর্চ্চাই প্রমাণিত করিতেছে। অক্ষজ ইন্দ্রিয় দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু দর্শন করিতে গেলে যে বিষময় কুফল ফলে ভোগান্ধ সাধারণ-ধীশূন্য সাহিত্যিক মহোদয়ের অথবা কেবল এই সাহিত্যিক মহোদয় কেন, জগতের সকল অক্ষজ জ্ঞানি ব্যক্তির মধ্যেই সেই দোষ বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। অক্ষজ ইন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুকে মাপিয়া লইতে পারে না। অধোক্ষজ বস্তু ঈশ্বর বস্তু, উহা ঈশিতব্য বা বশ্যবস্তু নহে। বশ্য বা ছোট বস্তুকে বড় বস্তু মাপিয়া লইতে পারে, ঈশ্বর জীবকে মাপিতে পারেন, গুরু শিষ্যকে মাপিতে পারেন, কিন্তু ঈশিতব্য জীব ঈশ্বরকে মাপিতে পারেন না বা লঘুশিষ্য গুরুকে মাপিতে পারেন না। যখন এই নিত্য বাস্তব বিচারের প্রতিকূলে চেষ্টা হয়, তখনই তাহা 'আরোহবাদ বা অক্ষজ চেষ্টা'। প্রাকৃত সাহিত্যিক-গণ এইরূপ অক্ষজচেষ্টার বশীভূত হইয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত তথা অপর বালিশজনের সমূহ অমঙ্গল করিতেছেন। এই জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র তারস্বরে শ্রৌতপন্থী হইবার জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, জীব অপরাধফলে, ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাবে সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না।

ডাঃ দীনেশ বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণ ৩৩৪ পৃষ্ঠায় যে বিচার করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন, "মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাকশব্জীর দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয় ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। * * পাঠক চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৩য় ও ১৫শ পারচ্ছেদে, অন্ত্যখণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে * * প্রদত্ত খাদ্য তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।"

আমাদের এস্থলে বক্তব্য এই যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের খাদ্য-তালিকা কামুক ঘৃণিত ভোগিকুলের জন্য নহে, উহার ভোক্তা স্বয়ং ভগবান্। জগতের "নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য ও উপাদেয় শাকশব্জী" ভোগীর ভোগানলের ইন্ধন যোগাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। উদর ও উপস্থলম্পট ভোগিকুলের ঐ সকল উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করিবার কোন অধিকার নাই। তাহাদের জন্য উপবাস, ও বায়ুভক্ষণের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে রহিয়াছে। যাহাদের জীবন হরিভজনের জন্য নহে, তাহাদের একটা তণ্ডুল কণা মাত্র গ্রহণ করিলেও চৌর্য্যাপরাধের ভাগী হইতে হইবে। যথা শ্রীগীতায়—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" (৩।১৩)। কিন্তু সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা শ্রীভগবানের জন্যই সমস্ত শ্রেষ্ঠ খাদ্য, সমস্ত শ্রেষ্ঠ দ্রব্য, জগতের সমস্ত বিলাস-সম্ভার, অট্টালিকা, রথ, যান এবং বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীগণের আবিষ্কৃত যাবতীয় বিলাসের বস্তু। শাস্ত্র তারস্বরে ইহাই বলিয়াছেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"
—ঈশোপনিষৎ ১ম মন্ত্র

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"
—গীতা ৯।২৪

—এই জন্যই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবান্‌কে প্রদান করিবার বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চার্ব্বাকপ্রতিম ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে হস্ত, পদ, চক্ষু, বর্ণ-রহিত বস্তু কল্পনা করিয়া এবং ভগবদ্ভক্তগণকে তাহাদের মৎসরতামূলক অপস্বার্থবিচারে সমস্ত উপাদেয় বস্তুর অনধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া যাবতীয় ভোগবিলাস তাহাদের ভোগানলের ইন্ধনস্বরূপে অবৈধ-ভাবে স্বায়ত্ত করিবার যে চেষ্টা দেখান, তাহার দ্বারা তাহাদের অধোগমনের পথই পরিষ্কৃত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

গুড়পায়স-সর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধি সূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদং॥

—অর্থাৎ গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলি, আপূপ, সংযাব, দধি ও সূপ—এই সমস্ত বস্তুর নৈবেদ্য সম্পত্ত্যনুসারে অর্পণ করিবে। (তাহা হইলে ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব রণিত কামুকের লোভ বাধা প্রাপ্ত হইবে)। কিংবা সংসারে যে যে দ্রব্য প্রিয় এবং যে যে দ্রব্য স্বীয় অতীব প্রীতিকর, সেই সকল আমাকে প্রদান করিলে তাহা অনন্ত ফলের জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। পুরুষের প্রীতিকর অধিকগুণশালী নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। বৌধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোঃ * * * *

—অর্থাৎ নানারূপ অন্নপান ও উত্তম ভক্ষ্যাদি বস্তুর দ্বারা হরিকে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। সাত্বত শাস্ত্র হইতে এই প্রকার অসংখ্য বচন উদ্ধৃত হইতে পারে।

'ঈশাবাস্য' শ্রুতি বলেন, এই বিশ্বে যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ভগবানের ভোগ্য। জীব সমস্ত বস্তুই ভগবৎপরিচর্য্যায় অর্পণ করিবে। হরিভজনার্থ জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, তাহা পরমেশ্বর দত্ত প্রসাদ বা উচ্ছিষ্টরূপে গ্রহণ করাই জীবের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। "কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥" —(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫)। ভাগবতে—(১১।৬।৩২) "ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্গন্ধবাসোলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥" যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহার বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টে ভোগ্য জ্ঞান নাই, পরন্তু সেব্যজ্ঞানই বর্ত্তমান। বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ভোগ করেন না, মহাপ্রসাদের সেবা ও সম্মান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের প্রত্যেক কার্য্য হরিভজন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর। বৈষ্ণব, কর্ম্মী বা নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর ন্যায় ভোগ বা ফল্গুত্যাগের প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য জীবন ধারণ করেন না। পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া সেবাময় জীবন যাপন করেন। বৈষ্ণব হরিসেবার জন্য বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করেন, বাষ্পীয়যানে আরোহণ করেন, অট্টালিকায় বাস করেন, শরীর মার্জ্জন ভূষণ করেন, কিন্তু উদ্দেশ্য আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। যথা—"আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥ কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ * * তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত। সেহ ত, কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥ এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তা'র ধন তা'র এই সম্ভোগ কারণ॥ এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)।

জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা মূলে আবিষ্কৃত যাবতীয় দ্রব্য দ্বারাই কৃষ্ণসেবা-নিপুণ বৈষ্ণব কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন। আর ভোগী ঐ সকল বস্তু ভোগ করিবার চেষ্টা দেখাইয়া নিরয়ের পথ পরিষ্কার করে। আবার ফল্গুত্যাগী হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক

উন্নতিতে ও সভ্যতার কল্যাণে বৈদ্যুতিক আলো, বাষ্পীয় যান মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভোগী বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা বারবনিতার মুখ, ভোগ্য স্ত্রী পুত্রের মুখ, রঙ্গালয়ে রঙ্গদর্শন অথবা উহা দ্বারা নানাবিধ ভোগময় বৈষয়িক কার্য্য করিয়া থাকে, তৎফলে ঐ ভোগীর ভোগবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র। আর ফল্গুত্যাগী উহাকে প্রাপঞ্চিক মায়িক বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সেবা-বঞ্চিত হয়। আর ভগবদ্ভক্ত সেই বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সজ্জিত করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সুখোৎপাদন অর্থাৎ সেবা করেন। নিজ প্রাকৃত চক্ষুকর্ণতৃপ্তিমূলে ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। যাঁহারা হরিসেবার ছল করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করেন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণও আর এক প্রকার কর্ম্মী। শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণই সেবা-প্রণালী জানেন। তাই তাঁহারা সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদনের জন্য, অল্প সময়ে বহু সেবার কার্য্য করার জন্য বাষ্পীয় যানে আরোহণ করেন। ভোগীর ন্যায় বাষ্পীয়যানে আরোহণ করিয়া বারবনিতার গৃহে বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন না। মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে ভগবদ্ভক্ত জগতে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভোগী কর্ম্মীর-ন্যায় উহা দ্বারা গ্রাম্যকথা বা নাস্তিক সাহিত্য প্রচার করেন না। অথবা প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারের অধীন হইয়া হস্তলিখিত তালপাতার পুঁথিই বিশুদ্ধ, মুদ্রাযন্ত্রের ছাপা পুঁথি অশুদ্ধ, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিপাদগণ কেহই ছাপার পুঁথি ব্যবহার করেন নাই, ছাপার পুঁথি ব্যবহার করিলে বৈষ্ণবতা লোপ পাইয়া যায়—এইরূপ প্রাকৃত সাহজিক বিচারও করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবের বিষ্ণু-সেবাই উদ্দেশ্য, যে কোন উপায় বিষ্ণুসেবার অনুকূল হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণ 'মোটরকারে' আরোহণ করেন নাই, বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রের পুস্তক ছাপেন নাই, সুতরাং কেহ যদি হরিসেবার জন্য বর্ত্তমান কালে মোটরকার বা ট্রেণে চড়েন, বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করেন, মুদ্রাযন্ত্র চালান, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর অনুগত নহেন, ইহাই সাব্যস্ত হইবে—এরূপ বিচার সেবাবিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়া বা কুকর্ম্মীর বিচার। অক্ষজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন কর্ম্মী বা প্রাকৃত সহজিয়া আত্মসাম্যে বৈষ্ণব দর্শন করিতে চান; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণবের চেষ্টা ও কর্ম্মীর চেষ্টায় আকাশ পাতাল ভেদ। একজন ভোগী আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে রত, আর একজন সেবক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর। এই সকল বিচার দুর্ভাগ্য বশতঃ অক্ষজবুদ্ধি থাকা কালে মূঢ় জীবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নৈবেদ্য তালিকার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কি চরিতামৃত মধ্য ১৫শ অধ্যায়প্রতিপাদ্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের বিচার প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই? অমোঘ একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান করিতে দেখিয়া এইরূপই বিচার করিয়াছিলেন। অমোঘ বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী, সুতরাং তাঁহাকে কেন এইরূপ নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন এত অধিক পরিমাণে ভোজন করিবার জন্য দেওয়া হইল? ভক্তপ্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জাগতিক বিচারে অতি প্রিয়জন স্বজামাতার এই অশিষ্টাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে—"লাঠি লইয়া মারিতে যাইল।" কেবল তাহাই নহে, ভট্টাচার্য্য জামাতাকে গালি, শাপ প্রভৃতি দিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন না। সার্ব্বভৌম গৃহিণী (ষাঠীর মাতা)—"ষাঠী রাণ্ডী হউক ইহা বলে বারবার।" ভট্টাচার্য্য আরও বলিলেন—"পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। পরিত্যাগ কৈল তা'র নাম না লইব॥ ষাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত। পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥" এইরূপ অপরাধফলে অমোঘ বিসূচিকা রোগে জীবন হারাইলেন। কেবল ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরহরি সার্ব্বভৌমের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া অমোঘকে প্রাণদান করিলেন এবং অমোঘকে বলিলেন, "সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥" মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেন ইহে বসাইলে। পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥"

হরিজনগণ—নির্ম্মৎসর, হরিবিমুখগণ—মৎসর। সাহিত্যিক ডাঃ দীনেশ বাবু মৎসরতামূলে জগদ্গুরু আচার্য্য-গণকে তাঁহার অধিকার বহির্ভূত যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা মৎসরতারই পরিচায়ক। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ নিজের দুরবস্থার কথা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ অনর্থ-

যুক্ত ব্যক্তিও স্বীয় মৎসরতাকেই উদারতা বলিয়া মনে করে। ইহারই নাম বিবর্ত্ত। জগতে শুদ্ধহরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই এরূপ বিবর্ত্তে পতিত। বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা মনে করেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের জন্য উত্তম বস্তুর আবশ্যক নাই। এই বিবর্ত্তবাদীর মধ্য হইতে কেহ বলেন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উত্তম খাদ্যের আবশ্যক কি? কেহ বা বলেন, বৈষ্ণব চেয়ারে বসিবেন কেন? কেহ বা বলেন, বৈষ্ণব বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করিবেন কেন? কেহ বা বলেন, বৈষ্ণবের আবার টেলিগ্রাম টেলিফোনের আবশ্যক কি? কেহ বা বলেন, বৈষ্ণবের আবার অর্থের প্রয়োজন কি?—ইত্যাদি। এই সকল কথার মূলে মৎসরতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। অনর্থ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মৎসর হরিজনগণ মৎসর বিবর্ত্তবাদীর এই সকল কথার উত্তরে বলেন যে, হরি ও হরিজনগণেরই এই সকল বস্তুর একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। হরিজন-গণ এই সকল বস্তুর দ্বারা হরিসেবা ও জগতের নিত্য-কল্যাণ করিতে পারেন, ভোগিকুল এই সকল বস্তুর দ্বারা নিজের অহিত, হিংসা ও জগতের সর্ব্বজীবের অকল্যাণ করেন। দেহারামী ভোগী উত্তম খাদ্য ভক্ষণ করিয়া উদর উপস্থের বেগে দিশাহারা হইয়া পড়ে। আর বৈষ্ণব-দাসগণ ঐ সকল উত্তম দ্রব্য নিজে ভোগ না করিয়া হরিভজন-পরায়ণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি সাধন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবই চেয়ারে শ্রেষ্ঠ আসনে বা সিংহাসনে বসিবার অধিকারী। ভোগী কামুক ব্যক্তি উত্তম আসনে বসিলে তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়ে। বিষয়ী জীবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—"* * * কৃষ্ণসেবা, **বৈষ্ণব সেবন**। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥" বৈষ্ণবসেবার দ্বারাই যথার্থ কৃষ্ণ সেবা হয়। কারণ—"বৈষ্ণবহৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। আমার পূজা হৈতে আমার ভক্তের পূজা বড়।" যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥" তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।" আবার বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে বহির্গত হইতে পারে না। ইহাই শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর উপদেশ—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" বৈষ্ণব উত্তম আসনে—সিংহাসনে বসিয়া হরিসেবা করেন, দেহসর্ব্বস্ব কামুক ভোগীর ন্যায় উহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন না। বৈষ্ণবেরই টেলিগ্রাম টেলিফোনের আবশ্যকতা আছে। 'তড়িৎবার্ত্তাবহ' গ্রাম্য বার্ত্তা বহন না করিয়া যদি বৈকুণ্ঠবার্ত্তা বহন করে, তবেই ত' উহার স্বার্থকতা, শুধু উহারই সার্থকতা নয়, যে মনীষী উহা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাঁহারা ঐ সকল পরিচালনা করিতেছেন, অজ্ঞাতভাবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইয়া যায়। বৈষ্ণব জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ সকল বিজ্ঞানা-বিষ্কৃত বস্তুর দ্বারা ভগবানের কথা প্রচারিত হইলেই সর্ব্ব-জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ঐ সকল দ্বারা গ্রাম্যবার্ত্তাবহন কার্য্য সম্পাদিত হইলে কতিপয় লোকের সাময়িক অপস্বার্থ সিদ্ধ হইলেও অপরাপর ব্যক্তির অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, মায়ার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগজ্জীবের ভোগোন্মুখতা বৃদ্ধি করিবে, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে, পরন্তু ঐ সকল নিরন্তর হরি ও হরিজনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবের সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করিবে, ইহাই ভগবানের মনোঽভীষ্ট। ইহাতে যে সকল বিবর্ত্তবাদী নিজের মায়িক সুখভোগ ক্ষুণ্ণ হইতেছে দেখিয়া বা তাহাদের অবৈধ প্রাপ্যভাগ কমিয়া যাইতে দেখিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি হিংসামূলে মৎসরতা প্রদর্শন করে, তাহারা দুর্ভাগা। বৈদ্য রোগীকে শাসন করেন দেখিয়া রোগীও যদি সুস্থ বৈদ্যকে শাসন করিতে উদ্যত হয়, তাহা হিংসাবৃত্তিরই পরিচায়ক। জগতের প্রাকৃত সহজিয়াগণ এই হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করুন, নতুবা কোনও কালে কামুকের মঙ্গল হইবে না।

বৈষ্ণব কখনও নিজে কোন বস্তু উপভোগ করিতে চান না। তিনি বলেন, উত্তম উত্তম কৃষ্ণ-প্রসাদে আমার অধিকার নাই। তিনি অপর বৈষ্ণবগণকেই ঐ সকল উত্তমদ্রব্য প্রদান করিতে উৎসুক, কিন্তু ভোগী নিজেই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রাস করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহাই বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—"প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে। পিঠাপানা অমৃত গুটিকা দেহ ভক্তগণে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১২শ)

বৈষ্ণবের চরিত্র ও উপদেশ বুঝিতে হইলে অধোক্ষজ-প্রতীতির আবশ্যক। অক্ষজজ্ঞানে উহা বুঝা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব বৈরাগ্যলীলা প্রকট করাইয়া তদ্দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, অনর্থযুক্ত সাধকগণের তাহাতে বিশেষ উপযোগিতা আছে। সাধক যদি ঐ সকল উপদেশ উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আরও অনর্থে পতিত হইবেন। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন। শাক পত্র ফল মূলে উদর-ভরণ॥ জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥" কিন্তু এই সকল উপদেশ লইয়া গুরুগিরি করিবার ভার অনর্থযুক্ত জীবের নাই। কারণ তাঁহারা অধিকার বিচার করিতে জানেন না, কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম চিনিয়া লইতে পারেন না। সাধক ও সিদ্ধের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবই উহার বিচার করিতে সমর্থ।

সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও সাধকের কথা, অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষীয় কথাগুলি নিত্য সিদ্ধ পুরুষ, ঈশ্বর ও তেজীয়ান্‌গণের উপর প্রযুক্ত করিতে গিয়া তাঁহার অধিকার উলঙ্ঘন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অক্ষজজ্ঞানে ঠাকুর নরোত্তমের 'অক্ষজলোক-ভোগা-দেওয়া' বাহ্য আচরণকে 'বৈরাগ্য', আর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুরও তদ্রূপ অন্যভাবে 'অক্ষজলোক-ভোগা-দেওয়া' বাহ্য ব্যবহারকে 'বিলাসিতা' বলিয়া বিচার করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন মাত্র। ঠাকুর নরোত্তমের বৈরাগ্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দুইবার দার পরিগ্রহ করিবার লীলায় কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই এক প্রকার যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আর শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈরাগ্যে কোনও পার্থক্য নাই। অক্ষজ লোকের ভ্রান্ত ধারণায় যে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব বিচার উপস্থিত হয়, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভু লোক-শিক্ষাকল্পে সেই লীলা-অভিনয় করিয়া অক্ষজজ্ঞানে বৈষ্ণবে তাদৃশ বিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অধোক্ষজ-বৈষ্ণবের পাতিত্য নাই, সৎকর্ম্মী, নির্ভিন্নজ্ঞানীরই পাতিত্যের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যথাশ্রীমদ্ভাগবতে—তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কনীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ (১০।২।৩৩) শ্রীচৈতন্যভাগবতের আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য। সাহিত্যিক মহোদয় লিখিয়াছেন যে শ্রীনিবাসাচার্য্য পূর্ব্বে বৈরাগ্যবান্ ছিলেন, "পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তিখানিও যেন বিলাসপঙ্ক-সংযোগে মলিন হইয়া পড়িল। তিনি বীর হাম্বীরের প্রদত্ত বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন।" সাহিত্যিক মহোদয়—"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই নীতির পীঠকে দাঁড়াইয়া নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরবস্তুগণকে যে মাপিবার প্রয়াস দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র। নিত্যসিদ্ধ অবৈষ্ণব সৎকর্ম্মীর ন্যায় কামুক বা ভোগী নহেন। তিনি স্বভোগার্থ কখনও কোন কার্য্য করেন না। তাঁহার শিষ্যানুবন্ধিত্ব বা জনানুবন্ধিত্ব নাই। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। পরমহংস-বৈষ্ণব কোটী স্ত্রী গ্রহণ করিলেও, সমগ্র বিলাস সম্ভার ধন প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি ঐ সকল বস্তুর দ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি সাধন করিতে পারেন—এ ক্ষমতা তাঁহার আছে। অবৈষ্ণব ভোগী কর্ম্মীর বা প্রাকৃত সহজিয়ার সে বল নাই। কর্ম্মী, ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়ার নিকট কনক ভোগের জনক স্বরূপ, আর বৈষ্ণবের নিকট তাহাই কৃষ্ণসেবার উপকরণ। প্রাকৃত সহজিয়া কর্ম্মীর নিকট স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, সকলেই যোষিৎরূপে পরিণত, সকলেই তাহার নানাবিধ কাম যজ্ঞের ইন্ধন স্বরূপ। আর বৈষ্ণবের কোটি স্ত্রী, যাবতীয় বস্তু অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহনের সেবার সামগ্রী। ইহাই বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর—যিনি কাঁচা তণ্ডুলমাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ লীলা দেখাইয়াছেন—যিনি সর্ব্বসাধারণের পুরীষোৎসর্গের স্থানে থাকিয়া

ভজন লীলা প্রদর্শন করিতেন, তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ত্রিতল অট্টালিকায় থাকিয়াও, তাঁহা হইতে অধিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট।" এ সকল কথার মর্ম্ম অভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বুঝিতে পারেন না। তাহারা গুরুবস্তুকে—ঈশ্বর বস্তুকে তাহাদের বদ্ধবস্তু জ্ঞান করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র অক্ষজজ্ঞানে মাপিয়া লইতে চান, তাহারা বঞ্চিত।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ বাবু যে সকল অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন মাত্র। তিনি নিত্যানন্দেশ্বরী জাহ্নবী দেবী এবং গৌর-পার্ষদগণের সম্বন্ধে যে সকল বাচালতাদ্যোতক বাক্য লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বড়ই অশোভনীয় হইয়াছে। ঐ সকল কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিলে ও সচেল গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। শ্রীজীব-পাদ ভক্তিসন্দর্ভে ভাগবতীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দকের এবং বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণকারীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে পুনঃ পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত আরও অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছি না।

সাহিত্যিক মহোদয় লিখিয়াছেন—"যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের দেহেও যেন সাংসারিক সুখের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। নরোত্তমবিলাসে দেখা যায় যে, জাহ্নবী দেবী ভোজনান্তে 'উষ্ণজলে' স্নান করিতেন। এক ব্রাহ্মণ পরিচারিকা "অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রে" তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া দিত, অপর এক পরি-চারিকা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। * * শেষে বৈষ্ণব গণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন, গদাধর—রাধিকা, রূপসনাতন—রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী এবং কবিকর্ণপূর—গুণচূড়া সখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল।"

যাঁহারা বাস্তব সত্যের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট। এইরূপ অপরাধময়ী দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের এতই 'পোড়া কপাল' যে ইঁহারা বাস্তব সত্যের কোন কথাই ইন্দ্রিয়তর্পণপরা ভোগময়ী বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইঁহারা ভগবানে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট, মৎসর, অপরাধী, প্রাকৃত সহজিয়া। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে আলবন্দারু ঋষি স্তোত্ররত্নে যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং মহাজনগণ যে কথা বলিয়াছেন, সেই কয়েকটী কথা সজ্জনসমীপে নিবেদন করিয়াই অসজ্জনের সঙ্গ হইতে বিরত হইবার বাসনা করি।

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥
উল্লংঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্ব-ভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।

—অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস প্রকৃতি বিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। দেশ, কাল, চিন্তা এই তিনটি সীমা দ্বারা প্রাকৃত সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গূঢ় স্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধসীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবল দ্বারা তুমি এই স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥ আপনা লুকাইতে নানা যত্ন করে। তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে॥ অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥"

সাক্ষাৎ আদি কবি ব্রহ্মারও পর্য্যন্ত যখন অধোক্ষজ-কৃষ্ণস্বরূপ বুঝিতে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কলিকালের ক্ষুদ্রজীব, অনর্থযুক্ত মূঢ় কামুক বদ্ধজীব প্রাকৃত সাহিত্যিকম্মন্য ব্যক্তি বা প্রাকৃত সহজিয়া কুলের যে ভ্রম উৎপন্ন হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কেন 'উষ্ণজলে' স্নান করেন,

তাঁহার আবার কেন পরিচারিকা থাকিবে, তিনি কেন আবার সূক্ষ্ম গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিবেন, তিনি কেন উত্তম দ্রব্য ভোজন করিবেন, তিনি কেন বৈদ্যুতিক আলো বা বাষ্পীয় যান ব্যবহার করিবেন—এইরূপ মৎসরতামূলক চিন্তাস্রোত অপরাধী দুর্ভাগা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে বড়ই প্রবল। কাল্‌নার গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও কুমিল্লার নাথসম্প্রদায়ের গৌরবিদ্বেষী পত্রিকার বিচার প্রণালীও এইরূপ। ইঁহাদের অপরাধের সীমা নাই। ইঁহারা বৈষ্ণবকে বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণের ন্যায় 'অসংযত-ভাষী,' 'ইতরভাষী,' 'অশিষ্ট সংজ্ঞাব্যবহারকারী', 'ক্রোধে ক্ষিপ্ত' প্রভৃতি বলিয়া স্ব-স্ব মৎসরতাপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারই উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের বিরুদ্ধে যেমন এই সকল কথা প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণ বলিয়াছেন, তদ্রূপ বর্ত্তমানের প্রাকৃত সাহজিয়াগণও বর্ত্তমান শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কায়মনো-বাক্য গুরু নিত্যানন্দ সেবায় সম্পূর্ণভাবে বিভাসিত। সুতরাং তাঁহার অনুষ্ঠানাবলীতে দোষারোপ করিবার সামর্থ্যভার সাহিত্যিকে বা অনভিজ্ঞনীতিবাদীতে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র ন্যস্ত করেন নাই। এই সকল সমালোচক যে-কালে জাগতিক ষড়রিপুর আধারে যথেচ্ছাচার নৃত্য হইতে বিরত হইবেন, সেই সময়েই তাঁহারা শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনকে গৌড়ীয়গণের একমাত্র গুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং স্ব-স্ব গুর্ব্বপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইবেন।" অনুতপ্ত হইলেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নরক হইতে মুক্ত হইয়া **অধস্তনের মঙ্গল কামনা** করিবার সুযোগ পাইবেন।

———

প্রচার প্রসঙ্গ

শান্তিপুরে—শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাই স্কুলের প্রবীণ প্রধান-শিক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—পরমভক্তিভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়, শ্রীচরণ কমলেষু। পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়, বিগত ১৮ই মাঘ সোমবার অপরাহ্নে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ তাঁহার কতিপয় গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে শান্তিপুর মিউনিসিপাল হাই ইংলিস স্কুলের রিভার্স টম্‌সন্ হলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সানুরোধ প্রার্থনায় গিরিমহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ শাস্ত্রপ্রমাণসহ মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। পূজ্যপাদ বক্তার আন্তরিক অনুরাগে এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী ভক্তিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শিশুরা পর্য্যন্ত নিস্পন্দ ও নিশ্চলভাবে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিল। গিরিমহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীমদাশ্রম মহারাজও কিছুক্ষণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শান্তিপুর পুণ্যধাম হইলেও অধুনা শুদ্ধভক্তির অভাবে শুষ্কমরুভূমিপ্রায়। পূজ্যপাদ মহারাজদিগের ন্যায় মহাপুরুষগণের পুনঃ পুনঃ শুভাগমন শান্তিপুরবাসিদিগের অশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। গত ১৬ই মাঘ শনিবার অপরাহ্নে উক্ত মহাত্মগণ স্থানীয় জমিদার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি উৎসব করেন পরদিবস ১৭ই মাঘ রবিবার প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হন। এই সকল মহাত্মগণের অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত নগর সঙ্কীর্ত্তন, সত্যধর্ম্মপ্রচার, সুমধুর ভাগবত ব্যাখ্যা ও আন্তরিকতায় শ্রোতৃবর্গ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দাসানুদাস শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস—শান্তিপুর। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬।

ত্রিদণ্ডগ্রহণ—গত ২রা চৈত্র মঙ্গলবার গৌর তৃতীয়া দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একনিষ্ঠ আদর্শ গুরু-গৌরাঙ্গসেবক, ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচারে সুনিপুণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সর্ব্বসারল্যগুণে বিভূষিত শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়কে শ্রীআচার্য্যদেব শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা, হরিচিন্তা ও হরিকথাকীর্ত্তনই ত্রিদণ্ডগ্রহণের উদ্দেশ্য। ত্রিদণ্ডিপাদের সন্ন্যাসের নাম—

শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব সাগর। স্মৃতির আজ্ঞানুসারে আমরা সেই ত্রিদণ্ডিপাদের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবা ভিক্ষা করিতেছি।

বনগাম অভয়াবাস হইতে শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন যে, তাঁহার আশ্রমে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ৯ই ফাল্গুন হইতে সাতদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক। তিনি ভাড়াটিয়া দ্বারা হরিকীর্ত্তনের ছল যে নামাপরাধ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"জাতি-গোস্বামীর মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া আমার এতদিনেও ভক্তির উদয় হইল না।"

মাননীয়, শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু, সবিনয় নিবেদনমিদং—মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বৈষ্ণব-সংবাদটী আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত "গৌড়ীয়" পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩৩২।১৫ই মাঘ। বশংবদ শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী। শ্রীপাট দেনুড়।

গত ১০ই মাঘ ভৈমী একাদশী তিথিতে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীপাট দেনুড় গ্রামে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর ভ্রাতৃ-বংশধরগণ কর্ত্তৃক অষ্টপ্রহর শ্রীতারক-ব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবসেবা, নগর-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সাত্ত্বিক কার্য্যের সহিত শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিন বর্দ্ধমান জেলার আউড়িয়া কলসা গ্রামেও শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিপুরায়—গত ২০শে ফাল্গুন দিবস ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গিরিমহারাজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া সহরে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া তিন দিবসকাল শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও নগরকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দিরে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী মহা-রাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধের প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং অনেকে এরূপ ব্যাখ্যা কখনও শ্রবণ করেন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা মহাশয়গণ প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

২৩শে ফাল্গুন তারিখে প্রচারকগণ হরিপুর গ্রামে উপনীত হইয়া স্থানীয় জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বহুজন সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীনভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদবাবু, শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বাবু ও তাঁহার ম্যানেজার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত করুণাময় বাবুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম ও শ্রীনামপ্রচারকার্য্যের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত করুণাময় বাবু বয়সে প্রবীণ না হইলেও উভয়েই সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, ও পারমার্থিক রুচিবিশিষ্ট। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে প্রচারকবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধুসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মপ্রচারে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করুন, আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রীমৎ গিরিমহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীশ্রীমদ্ভারতী মহারাজের বক্তৃতা, ভাগবত-পাঠ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপূর্ব্ব সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রবণ করিয়া হরিপুর, আদাঐর ও মাধবপুর গ্রামনিবাসী বহুভক্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবক্রবের তারতম্য বিচারে সমর্থ হন এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী জগতে বহুল পরিমাণে প্রচার হউক—সমস্বরে এইরূপ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

২৬শে ফাল্গুন বুধবার হরিবাসরদিবসে প্রচারকগণ স্থানীয় ভক্তগণ সমভিব্যাহারে হরিপুর, আদাঐর ও মাধবপুর গ্রামত্রয়ে শ্রীনগরসংকীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের স্বভাবসুলভ অনুরাগভরে সুমধুর কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যদর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৩ই চৈত্র ১৩৩২, ২৭শে মার্চ্চ ১৯২৬ | ৩১ শ সংখ্যা

সারকথা

কৃষ্ণার্থে ত্যাগ কি দোষাবহ?

স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা উলটি' নাহি চাহিলেন মুখ।
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগে ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

—চৈ ভাঃ মধ্য ৩য়

মহাপ্রভুর আজ্ঞা কি?

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

চৈতন্যগণের স্বভাব কি?

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম

জপ হইতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ কেন?

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥

—চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ

শীঘ্র প্রেমপ্রাপ্তির উপায় কি?

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

দুঃসঙ্গ কি?

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কাল—কলি। 'কলি' শব্দের অর্থ বিবাদ বা তর্ক। তর্ক দ্বিবিধ:—তর্কপন্থিগণের সহিত অপর তর্কপন্থীর তর্ক আবার অধোক্ষজ-অচিন্ত্যবাদী শ্রৌতপন্থিগণের সহিত অবৈধভাবে তর্কপন্থিগণের তর্ক-প্রয়াস। শেষোক্ত অবৈধ চেষ্টাটী হরি-বিমুখতা-মূলে পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা।

হরিবিমুখ-সমাজে নিত্যকালই দুই প্রকার শ্রেণী বর্ত্তমান। এক প্রকার সরল-নাস্তিক, আর একপ্রকার কপট-নাস্তিক। উদাহরণস্বরূপ চার্ব্বাক, বৌদ্ধাদিসরল ভাবে বেদ অস্বীকার করেন, আর মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ বেদ অমান্য করেন। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,——

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

বর্ত্তমান ধার্ম্মিক-ব্রুব-সম্প্রদায়েও এইরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর ব্যক্তি সরল-ভাবে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত প্রভৃতি অমান্য করেন; আর একশ্রেণী মুখে ঐ সকলের পরম ভক্তরূপে নিজদিগকে জানাইয়া কার্য্যতঃ উহাদিগের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—আর্য্যসমাজিগণ মুখেও বিষ্ণুবৈষ্ণব ভাগবত বা মহাপ্রভুকে মানেন না; আর বর্ত্তমান বৈষ্ণবব্রুবসমাজ কথায় বার্ত্তায়, হাবভাবে, আকারে প্রকারে ঐ সকল বস্তুর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ উঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব ভাগবত বা মহাপ্রভুর বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই করেন না।

কেহ বা মহাপ্রভুকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের ইন্ধন সংগ্রহকারী একটী বস্তুরূপে দাঁড় করাইয়া উহার দ্বারা অর্থসংগ্রহ, কেহ বা ভগবদ্বিগ্রহ ভাগবত, কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম প্রভৃতিকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিয়া বা পূজ্য-বস্তুকে লোকচিত্তরঞ্জনকারী বারবনিতারূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে উদ্যত। ইহা ভাগবত-বিদ্বেষ ও কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর-বিদ্বেষ ব্যতীত আর কি?

প্রাকৃত দৃষ্টান্তে মাতা পরম পূজ্যা। পূজ্যা মাতাকে বারলোকের মনোরঞ্জনকারিণী বারবনিতারূপে পরিণত করিয়া কেহ যদি দেহ-পোষণ ও ভোগবিলাসের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিকে নৈতিক সমাজ কি বলিবেন? তাঁহাকে কি 'মাতৃভক্ত' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। তদ্রূপ পরমপূজ্য ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীভাগবত, শ্রীনাম প্রভৃতির দ্বারা বহির্ম্মুখ বিষয়ীর মনোরঞ্জন করিয়া জীবনধারণের ছলে বিলাস-সন্ততি-সংগ্রহকারীকে কি ভাগবতভক্ত ও নামভক্ত বলা যাইবে? বৈষ্ণবগণ ঐরূপ ব্যক্তিকে ভাগবতা-পরাধী নামাপরাধী, গৌরবিমুখ পাষণ্ড সংজ্ঞাই প্রদান করিবেন।

আজকাল এইরূপ অপরাধিগণই ভাগবতের অর্থ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ বলিয়া বৃথা দম্ভ প্রকাশ করেন। ভাগবতাপরাধীর ভাগবতে প্রবেশাধিকারই নাই। তিনি আবার কি করিয়া ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝিবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতে 'মহা অধ্যাপক' বলিয়া পরিচিত দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা যে লীলা দেখাইলেন, ভাগ-বতাপরাধিকুল দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ধরিতে পারেন নাই। অধিকন্তু এই সকল ভাগবতাপরাধী ভাগবতশ্রেষ্ঠগণের অধোক্ষজ সিদ্ধান্তে ভ্রম দেখাইবার ধৃষ্টতা করিতেছেন! ইহা কলিকালোচিত ধর্ম্ম বটে।

কাল্নার গ্রাম্যবার্ত্তাবহের লেখক ও কুমিল্লার গৌরবিদ্বেষিণী পত্রিকার লেখকসম্প্রদায় নিজ নিজ ওজন ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহারা অনধিকার-চর্চ্চাকেই বাহাদুরী মনে করিবেন কেন? ভাগবতব্যবসায়ী নামাপরাধিগণের শিষ্যাভিমান করিয়া কোন্ সাহসে ভাগবত ও ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তে প্রবেশাধিকার হইয়াছে, মনে করিতেছেন? যাঁহাদের গুরুবর্গ কদর্য্যব্যবসায়ী, নামাপরাধী, তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কোন্ শ্রেণীর হইবেন, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনধিকারচর্চ্চায় সময় নষ্ট করাতে স্ব স্ব মূর্খতাই প্রমাণিত হইতেছে।

ভক্তিসন্দর্ভলেখক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবপাদের অনুগত না হইলে 'ভক্তিসন্দর্ভ' বুঝা যায় না। শ্রীজীবপাদের অনুগতব্যক্তি বদ্ধজীবের ন্যায় স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ চিন্তা বা কৃষ্ণসেবার ছল করিয়া, ভাগবতব্যবসায় দ্বারা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন না। শ্রীজীবের অনুগত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গী গৃহব্রত থাকিতে পারেন না। শ্রীজীবপাদ

ভাগবতকে, শ্রীনামকে লোকরঞ্জনকারিণী বারবনিতা বা যোষারূপে পরিণত করিতে বলেন নাই। সুতরা ভাগবতের সেবক না হইয়া ভাগবত বা ভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত বুঝিবার চেষ্টা প্রাকৃতসহজিয়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রাকৃত সহজিয়াসম্প্রদায়, এই সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করুন্।

বর্ত্তমানে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবৈষ্ণবরূপে ব্যক্তিগতভাবে গালিগালাজ করা একটা কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াকুল মনে করেন, যখন বৈষ্ণবাচার্য্য জীবকল্যাণের জন্য অবৈষ্ণব, বৈষ্ণবব্রুব, গুরুব্রুব, আচার্য্যব্রুবব্যক্তিগণের দোষোদ্ঘাটন করিতেছেন, তখন আমরা যখন তাদৃশ অপরাধী, আমরাও কেননা অধোক্ষজ বৈষ্ণবাচার্য্যকে আক্রমণ করিবার অধিকারী হইব? রোগী মনে করেন, যখন সদ্বৈদ্য আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, তখন আমরাও তাঁহাকে কেন বা শাসন না করিব? চোর মনে করে, সাধু যখন আমাকে 'চোর' বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে, তখন আমিও কেন না এই সুযোগে সাধুকে ছলনা-প্রভাবে 'চোর' বলিয়া প্রমাণিত করিবার যত্ন করিব? এইরূপ মৎসরতা হইতেই তর্কপন্থিগণের শ্রৌতপন্থা বা আচার্য্যলঙ্ঘনের চেষ্টার উদয় হয়।

বর্ত্তমান প্রাকৃতসাহিত্য ও গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি বৈষ্ণবাচার্য্যবিদ্বেষকে যেন একটা তাঁহাদের সাহিত্যসৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। আর তাহা নাই বা হইবে কেন? হরিবিমুখতাই নাস্তিক-সাহিত্যের প্রাণ। তাই গত কয়েক মাসের 'ভারতবর্ষ' নামক গ্রাম্যবার্ত্তাবহে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামি-চরণ ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অনধিকার-চর্চ্চা করা হইয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকায়ও নাকি দীনেশবাবু "বৈষ্ণবকবির মর্ম্ম কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে বহু বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্যিক মহাশয় তাঁহার প্রাকৃত-সাহিত্যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে 'অসংযত', 'ক্রোধে ক্ষিপ্ত' 'অশিষ্টাচারী', 'ইতরভাষী', 'নির্ব্বোধবালক' প্রভৃতি অনেক অপরাধজনক বাক্য বলিয়া জগদ্গুরু আচার্য্যের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছেন। আবার নিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী ও শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-প্রমুখ অধোক্ষজ বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্বের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন। আবার কাল্না ও কুমিল্লার ধর্ম্মের নামে বণিগ্বৃত্ত জাতি-গোস্বামিকুলের শিষ্যাভিমানি-সম্প্রদায় বর্ত্তমান শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যগণের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ * * পতন্তিপিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে" বাক্যের ফললাভের জন্য পিতৃবর্গকে বাসস্থান দিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি এই সকল ব্যক্তিকে নরক গমন হইতে উদ্ধার করিবেন না?

পরম কৃপালু শ্রীল-বৃন্দাবন ঠাকুর নিন্দক পাপিকুলের মস্তকে "লাথি মারিয়া" ইহাদিগের সহিত ইহাদের ঊর্দ্ধতন ও অধঃস্তন পুরুষগণকে উদ্ধার করিবার উদারতা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল ঘোর অপরাধিকুল সেই বৈষ্ণবঠাকুরের উদারতাময়ী বাণীকে 'কৃপা' বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারায় অধিকন্তু কৃপালু বৈষ্ণবঠাকুরের প্রতি মৎসরতামূলে নানাবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করায়, তাঁহাদের উদ্ধারের ছিদ্রটীকেও রুদ্ধ করিয়া কোন্ পথের যাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন আমরা জানিতে চাই। বৈষ্ণব সমাজ ইঁহাদের জন্য শোক করিতেছেন।

প্রার্থনা

গুরুদেব এই নিবেদন।
শ্রীচরণে তব অব কছু কহোঁ-
দেহ তঁহি শরবণ ॥ ১ ॥
সংসার সাগরে স্বকরম স্রোতে
ক ল বায়ে ভাসি যাই।
কাম ক্রোধাদিক কুম্ভীর কবলে
পড়িয়া সোয়াথ নাই ॥ ২ ॥
তুহু যব কৃপা করবি গোসাঞি
তব সো উপায় হোয়।
মায়া সুদারুণ দাম গলে বাঁধি
অব মারি ডারে মোয় ॥ ৩ ॥

প্রতিষ্ঠা আশায়ে নাশল সকল
আসলে পড়ল বাজ।
"প্রতিষ্ঠা বাঘিনী" তুয়া মুখবাণী
না শুনি খোয়ালুঁ কাজ ॥ ৪ ॥
অসত চেষ্টায়ে সতত ঘুরিনু
বসতি অসত পাশ।
তনু-মন-ধন সকল সোঁপিয়া
ভৈগেলুঁ মায়াকি দাস ॥ ৫ ॥
কাজর কুঠ্‌রি যো কোই পৈঠব
কৈছন সিয়ান হোই।
নিচয় তা দেহে রেখৈক লাগব
ঐছন এ মায়া যোই ॥
দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া শিখলুঁ
চিত দঢ়াইতে নারি।
সংসার কণ্টক পল্লব ভখিয়া
চার্ব্বিত চর্ব্বণ করি ॥ ৭ ॥
এ অধম দাস শ্রীচরণ পাশ
স্বরূপ কহত বাণী।
তুয়া পদে ভক্তি দান দেহ মোহে
যাহে সবনাশ শুনি ॥ ৮ ॥

—:*:—

প্রাপ্ত প্রবন্ধ

পূজ্যপাদ

গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু

অসংখ্যদণ্ডবন্নতিপূর্ব্বকনিবেদন—

আমি একজন সংসারমরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট পথিক। কোথাও শান্তি পাইতেছিলাম না। মন যেন কি হারাইয়া ফেলিয়া তাহা পাইবার জন্য সংসারময় পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছে এবং এই দুশ্ছেদ্য মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য উতলা হইয়া রহিয়াছে। আমার এইরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র আপনাদের প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র "শ্রীগৌড়ীয়" আজ দুই বৎসর যাবৎ তাহার নিজ নামে আনাইয়া আমাকে পড়িবার জন্য দিয়াছে। উক্ত শ্রীমান্ আপনাদের শ্রীপত্রিকার ২৩৩৯ নং গ্রাহক। "গৌড়ীয়" পাঠ করতঃ আমার মনে অনেকটা শান্তি আসিয়াছে। আমার মত পথভ্রষ্ট পথিক অনেকে আছেন তাঁহারাও যাহাতে উক্ত শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইয়া শান্তি লাভ করেন, এই বাসনায় গৌড়ীয় সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইলাম, ইহা আমার আবেগপূর্ণ হৃদয়ের কথা।

"আমাদের সামাজিক" অবস্থা

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই প্রকৃষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও পার্থিব লৌকিক পরিচয়ে আমরা জাতিতে বৈশ্য সাহা, কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদগ্রহণ প্রভৃতি বৈশ্যোচিত ব্যবসায়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে রাজা, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ধনবানের সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। এই সমাজ ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত। সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ গৃহস্থধর্ম্মে প্রবিষ্ট হয় নাই। শ্রীশ্রীকালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর পূজাও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে; কিন্তু শৈব শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ধর্ম্মাবলম্বী কেহই নহে। সকলেই বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী।—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই আমাদের উপাস্য দেবতা। একাদশী ইত্যাদি উপবাস, ব্রত, পার্ব্বণ গোস্বামিমতেই করিয়া থাকি। অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনেক সংস্কার গোবিন্দের প্রসাদদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের কুলগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদ গোস্বামিবংশীয় ও তচ্ছিষ্য গোস্বামিগণ বটেন। উপযুক্ত বয়সে কৌলিকপ্রথা-মত কৌলিক গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। কৌলিক-গুরুবর্গ নানারূপ উপদেশের অবতারণা করিয়া সমাজস্থ দাতৃমণ্ডলীর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। দাতৃমণ্ডলীর ধারণা ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাদের ইহকাল ও পরকালের শ্রেয়ঃ হইতেছে। ঐ সকল উপদেষ্টা গোস্বামী প্রভু ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপদেশবাক্যে লৌকিকভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আমাদের সমাজস্থ ধনবান্ সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে ও কথকথাতে ও তৎসঙ্গে লীলারস কীর্ত্তনাদি দিয়া বহু টাকা ব্যয় করিতে-

ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত সৎকর্ম্মদ্বারা দাতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগ বা সেবাপ্রবৃত্তি না আসিয়া ক্রমেই যেন তাহা স্বার্থপরতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িতেছে। সকলেই যেন আপনা-লইয়াই ব্যস্ত। এই সমস্ত স্বার্থময়ভাব ও বর্ত্তমান পাঠক, কথক, লীলারসকীর্ত্তনীয়া, সাধু, বৈষ্ণবদের উপদেশ ও আচার ব্যবহার, ধনলিপ্সা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে, আমাদের পারমার্থিক পথেও যেন ব্যবসায়ী বসিয়াছে। ভজনের বিষয়গুলি ব্যবসায়ের অধীন থাকায় তদ্দ্বারা বেশ উপার্জ্জনও চলিতেছে এবং এই বিশ্বজগৎটী যেন স্বার্থের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে—কে প্রকৃত বান্ধব ঠিক করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক গৌড়ীয়ের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য।

বালিয়াটি এ অঞ্চলের বৈশ্য সাহা সমাজের একটী কেন্দ্র স্থান। এখানে অনেক ধনবান্ ও সমৃদ্ধিশালী লোকের বাস। এখানে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক যথেষ্ট আছেন। স্থানীয় জমিদার "বৈশ্যসাহা"। এখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা এবং শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ স্থাপিত থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের ঐহিক ও পারত্রিক যথেষ্ট উপকার করিতেছে। কিন্তু এখানে হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার ও গদাইগৌরাঙ্গমঠের যে সেবক ব্রহ্মচারী আছেন তিনি অত্রস্থ তথা-কথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিষনজরে পড়িয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক, কথক, লীলারস-কীর্ত্তনীয়া, দীক্ষা-গুরুদের অধিকার অনধিকার লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মহালে প্রকাশ মঠের ব্রহ্মচারী রাধাকৃষ্ণ ভজন মানা করিতেছেন, গুরুবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ সমাজের কার্য্যাবলীতে নানারূপ দোষ দেখাইতেছেন,-লীলারস কীর্ত্তনে অনধিকারীরা অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে যেখানে সেখানে রস-কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা নিতান্ত গর্হিত বলিতেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কুৎসা রটাইতেছেন এমনকি আমাদের প্রেমের গুরু নিত্যানন্দ প্রভুকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা করেন না! প্রবাদ এইরূপ রটাইয়া ব্যবসায়ী-বৈষ্ণব-ব্রুবগণ সাধারণ লোকে যাহাতে তাহাদের ব্যভিচার ও ব্যবসায়ি-দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনিবার সুযোগ না পায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাইমোহন রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দের ও তাঁহাদের তরফের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মঠের উপর বিশেষ ভক্তি ও আগ্রহ রহিয়াছে। যাহাতে মঠে ভগবদ্ভক্তের সমাগম হয়—তৎপ্রতিও যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা আছে। মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় সমবেত ভক্তবৃন্দের ও ব্রহ্মচারীর তদ্গত চিত্ত ও অমায়িক স্বভাব দেখিলে বোধ হয় যেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এখানে কৃপাদৃষ্টি রহিয়াছে। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম, **তিনি সকলই মানেন, কিন্তু আসল ভিন্ন নকলে তাঁহার প্রীতি নাই।** বর্ত্তমানে বৈষ্ণবধর্ম্মে স্বার্থপরদের স্বার্থের জন্য আসলের সঙ্গে অনেক খাদ মিশিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ করিতে **অনেক স্বার্থান্ধব্যক্তির স্বার্থে আঘাত লাগিতেছে, কাজেই মঠের বিরোধীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে।** যাহা হউক যখন লোকে আসল নকল চিনিতে সমর্থ হইবে তখন এ সমস্ত গোলমাল কিছুই থাকিবে না। "আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই জানা দরকার যে"

বৈষ্ণবধর্ম্মটী কি?

শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই "বৈষ্ণবধর্ম্ম" বা "কৃষ্ণদাস্য"। জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ সনাতন বস্তু সুতরাং জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মই—সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ইহা কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম নহে। ইহা নিখিল চেতন বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম।—জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম, নিত্যসেবাবৃত্তি।

জীবের স্বধর্ম্মই ভগবৎ সেবা—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় পশিল॥

জীব তাহার স্বধর্ম্ম সেবা বৃত্তি ভুলিয়া যখন জগতে প্রভু সাজিতে যায়, তখন সে—প্রভু হইতে ত' পারেই না অধিকন্তু প্রকারান্তরে মায়ার দাস হইয়া পড়ে। নিজকে স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, ভৃত্যের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, সমাজের প্রভু বলিয়া অভিমানযুক্ত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই দাস ও অনুগত হইয়া তাহাদের সেবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া থাকে। যে দিন এই বিকৃতদাস্যবৃত্তিটী একমাত্র নিত্যবস্তু স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইবে, সেই দিন লুপ্ত নিত্যস্বভাব ফিরিয়া আসিবে। সেই নিত্যদাস্য স্বভাবই জীবের নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম

উহাই সর্ব্বজীবের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম এবং জীবের স্বধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।—

অতএব "সেবাই ধর্ম্ম"

অর্থাৎ ভগবৎসেবাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম :—কি ভাবে সেবা করিতে হয় তাহাও জানা দরকার।—

কৃষ্ণপ্রীতি ও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসুখান্বেষণই ভগবদ্ভক্তি বা "সেবাধর্ম্ম"। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। শরণাগত হইয়া সেবাই জীবের হরিভজন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কথঞ্চাহো তদ্ভজনং?" সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন কিরূপ? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে নৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥"

ভক্তিই ভগবানের ভজন। ভক্তি শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ইহাই প্রসিদ্ধ অর্থ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোকের এবং যাবতীয় কামনা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ভগবৎসেবেতর অনিত্যেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কামনা নিরাস পূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেম দ্বারা তন্ময়তাই ভগবদ্ভজন; ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য—এই ভজন প্রধানতঃ নববিধ। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নববিধা ভক্তিই কৃষ্ণভজনের অনুকূল। যথাঃ—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি॥

কিন্তু এই নববিধ ভজনের মূলে আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরণাগতিই সকলের মূল। এই মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অতএব হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্য-আনুগত্যই "কৃষ্ণসেবা বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম"। জীব যখন সাধু গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয় তখনই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের ভাব আসে। যথাঃ—

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি "স্বতন্ত্র" জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥

ভক্ত নিত্যকালই গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস তাহা হরিভজন নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে মায়ার ভজন বটে। কোন ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতিত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নাম সংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি তাহার কিছু মাত্র হরিভজন হইতেছে না, পরন্তু সেই ব্যক্তি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছে মাত্র। যেখানে প্রতিষ্ঠাশা, কনক কামিনী-সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয়, তাহা হরিভজন নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য। বদ্ধাবস্থায় জীবের গুরুর আনুগত্য ভিন্ন হরিভজনে প্রবেশলাভই হয় না। আবার সিদ্ধাবস্থায় যে সিদ্ধ-দেহে ভজন তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার মধুর ভাবে রসসেবায় গুরুরূপা সখীর আনুগত্য ব্যতীত রাধা-গোবিন্দের ভজন ভজনই নহে।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন-হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হরিভজন।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

যিনি হরি ভজন করিতে অভিলাষ করেন, তাহার লৌকিকই হউক, বৈদিকই হউক যে কোন কার্য্য হরিসেবানুকূলে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরির প্রীতির জন্য যাজন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বজাতির অধিকাংশই গুরু বৈষ্ণবে লৌকিকতায়ে আস্থাবান্; কিন্তু যে সমস্ত মহাত্মাদের শরণাগত হইয়া মনগড়া হরিভজনে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহারা প্রকৃত গুরু-বৈষ্ণব কিনা এবং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত অনর্থ-মুক্ত-পুরুষ কিনা, অথবা আমাদের মত অনর্থযুক্তবদ্ধজীব কিনা তৎসম্বন্ধে সমালোচনারই এখন দরকার। চকখড়ি গোলা, চুণগোলা বা আমাবাসে যদি কেহ দুগ্ধ বা ধান্য বাস বলিয়া

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন করিয়া তাহা ভোজন করে তাহার দ্বারা কি দুগ্ধ ও অন্নভোজনের ফল পাওয়া যাইবে ?

আমরা প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণব চিনিতে না পারিয়া পদে পদে প্রতারিত হইতেছি এবং অনেকের **উপজীবিকার ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছি।** উপযুক্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সম্পূর্ণরূপে তাহার আনুগত্য স্বীকার করতঃ পারমার্থিকপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বলিয়াই ভজন ঠিক হইতেছেনা। অন্ধগণের দ্বারা অন্ধ আমরা অন্ধকারগর্ত্তে নীত হইতেছি।

আমাদের ভজনের পথের উপদেষ্টা গুরু-করণ, বৈষ্ণবানুগত্য প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের পরিপাটী সকলই ঠিক আছে কিন্তু গোড়ায় "গলদ" রহিয়াছে। **ত্যাগীর পদে ভোগীকে নিযুক্ত করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে আমাদের তাহাই ঘটিতেছে ;** অতএব এরূপ গোড়ায় গলদ রাখিয়া কোন বিষয়েই পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিব না, ইহা ধ্রুব সত্য।—

"গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়"

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে দুইটী কার্য্যই প্রধান। একটী প্রেম-প্রচার অন্যটী পাষণ্ডদলন। যথা :—

প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

প্রেম প্রচার যেমন ভগবদান্যতার দৃষ্টান্ত, শুদ্ধভক্তি-প্রচার দ্বারা পাষণ্ডদলনও সেইরূপ জীবে দয়ার পরিচায়ক, গৌড়ীয় এই দুইটী মহৎকার্য্য উদ্‌যাপনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।—গৌড়ীয় আমাদের পারমার্থিকপথে নিঃস্বার্থ অনর্থমুক্ত পথপ্রদর্শক।

গৌড়ীয়ের আরাধ্য দেবতা একমাত্র ভগবান্ "ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ"। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধতত্ত্ব। তাঁহারই সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত তদ্ধামবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূবর্গ যে রাগানুগভক্তি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাই অভিধেয়। তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি অভিসন্ধিরূপ কপটতানির্ম্মুক্ত অমল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমাই প্রয়োজন। ইহাই চৈতন্য মহাপ্রভুর মত। তাহাতেই গৌড়ীয়ের আদর অন্য কোন মতে আদর নাই। গৌড়ীয়ের আদর্শ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-পরা সেবা"।

যেখানে সেবার নামে ভোগ বা জ্ঞান কর্ম্মাদি অন্যাভিলাষের আবাহন সেখানে গৌড়ীয়ের সহানুভূতি নাই। গৌড়ীয় নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের উপাসক এবং ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা এই দোষ-চতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত, নিষ্কিঞ্চন রূপানুগ-গৌরজনের নিত্য কিঙ্কর। শ্রীগুরুর নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যে কোনও ভ্রম থাকিতে পারে না, ইহাই গৌড়ীয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই আজ গৌড়ীয় সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যের সুদৃঢ় বিশ্বাসভূমিকায় নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া অবস্থিত। তাহার অপর দিকে দেবীধামের অসংখ্য জীবকুল অসংখ্য মনোধর্ম্মের অনাদি স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে।—

গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয় সুদর্শন বা অধোক্ষজ ভক্তি।

সুদর্শন বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র। উহা ভক্তের রক্ষক এবং পাষণ্ডকুলের সংহারক। উহা দুর্ব্বাসনাযুক্ত কুদার্শনিক দুর্ব্বাসার নিকট ভয়ঙ্কর, আবার হরি-সেবা পরায়ণ অম্বরীষের নিকট পরম প্রশান্ত সেব্যবস্তু। সুদর্শনের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। তাহারই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত! প্রতিপাদ্যবিষয় নির্ম্মৎসর সাধুজনপ্রিয়, জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম ভক্তি। গৌড়ীয় ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক বৈদান্তিক। স্বকপোলকল্পিত অসুর-বিমোহন কারী ভাষ্যানুগত নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিকব্রুব নহেন। গৌড়ীয় অপ্রাকৃত স্বধর্মপ্রচারক। শ্রীরূপানুগ ও শ্রীজীবপাদের সৎসিদ্ধান্তের প্রচারক গৌড়ীয় বিপ্রলম্ভবিগ্রহ রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক।—

গৌড়ীয় শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক, অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ ভক্তিমীমাংসক। গৌড়ীয় কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ধর্ম্মব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, শিষ্য-ব্যবসায়ী গুরু-ব্রুব ও বৈষ্ণবব্রুবগণের ভণ্ডামীর উদ্ঘাটন ও উৎসাদনকারী। —গৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য। "গৌর-বিহিত-কীর্ত্তন।" গৌড়ীয় নামমাহাত্ম্য, ভক্ত ও ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রচারক। গৌড়ীয় শ্রীকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু এবং নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর প্রবর্ত্তিত শ্রুতিপ্রতি-

পান্থ নামগানকারী। গৌড়ীয় শ্রীনাম, নামাভাস, ও নামাপরাধের যথাযথ ভেদপ্রদর্শনকারী। গৌড়ীয় অসাম্প্রদায়িক নামধারী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী নহেন। গৌড়ীয় চিৎসমন্বয়বাদী ও সৎসাম্প্রদায়িক। গৌড়ীয় একমাত্র পারমার্থিক অবরোহবাদী পত্র। পরমার্থীর আচরণে বিগ্রহজীবী, ধামজীবী পাণ্ডিত্যজীবী, মন্ত্রজীবী ভেকজীবী সংবাদপত্রজীবী হওয়া বা পাঠ ভৃতক (যাহারা বেতন গ্রহণে পাঠ করেন) প্রভৃতির দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অতএব গৌড়ীয় যে আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুকূল একমাত্র পারমার্থিক পত্র সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণই নাই। গৌড়ীয়ের উপাস্যদেবতা, গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম, গৌড়ীয়ের কর্ত্তব্য এবং আমাদের উপাস্য-দেবতা, ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই এক। সুতরাং আমাদের মত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়ের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে গৌড়ীয়ের আদেশ মত বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুদ্ধভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় তৎপক্ষে সকলেরই উৎসাহান্বিত হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ হইতে স্বার্থপর উপদেষ্টদের প্রভুত্ব দূর করিবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

গৌড়ীয় কি জন্য যে স্বার্থপরদের অপ্রিয় ও শত্রু হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন "কেবা কারে ভালবাসে স্বার্থনাশে যায় জানা" গৌড়ীয় ধর্ম্মের নিন্দক ইহা স্বার্থপরদের কথা। যাহাদের নিজের ধর্ম্মে আস্থা নাই সে অপরের ধর্ম্মকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ করে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। ধর্ম্ম উপজীবিকার বস্তু নহে। যাহারা ধর্ম্মের ভাণে জীবিকানির্ব্বাহের যোগাড়ে ব্যস্ত তাহারাই গৌড়ীয়ের বিরোধী শত্রু। কিন্তু আমাদের মত প্রবঞ্চিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জীবের পক্ষে গৌড়ীয় পরম শ্রেয়ঃ-পথ প্রদর্শক। সর্ব্বতোভাবে ইহারবহুল প্রচার প্রার্থনীয়।—

"দীক্ষা গুরু সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত।"

ভগবৎদীক্ষা-প্রভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখ মায়ামুগ্ধ জীব অর্থাৎ নরমাত্রেই দিব্যজ্ঞান বা নিজস্বরূপতত্ত্বকে অবগত হয়—শাস্ত্রে দীক্ষা শব্দের এইরূপ অর্থই প্রকাশিত আছে।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যে অনুষ্ঠান হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পাতক রাশির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয়, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানী নিঃস্বার্থ পরোপকারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বভাবতঃই কৃপাপরবশ হইয়া জীবের নিজ নিত্যস্বরূপতত্ত্বকে উপলব্ধি করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করাইয়া দেন। প্রচ্ছন্ন জড়ীয় ভোগবিলাসাদি নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কোন স্বার্থ সম্বন্ধের উহার সহিত কোন সংস্রব নাই। শাস্ত্র গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাকে নিঃস্বার্থ পরোপকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। তাঁহার নিজের ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, তাই তিনি শিষ্যকে ভগবদ্দর্শনে সাহায্য করিতে পারেন। গুরু ও ভক্তচূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত বিষয়স্পৃহা-শূন্য। তিনি যে কোন আশ্রমে বর্ত্তমানের অভি-নয় দেখাইতে তে পারেন। অর্থাৎ তিনি বৃহদ্ব্রতী, গৃহস্থ, বান-প্রস্থ, অথবা সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতে পারেন। কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে কেহ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিদের গুরু হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরু ষড়্বেগজয়ী হওয়া দরকার। শ্রীলরূপগোস্বামী বলেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ অর্থাৎ :—

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্ত ক্রোধ-বেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বা বেগ-দাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর।
এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয়।
সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥

অর্থাৎ কায়িক মানসিক বাচনিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করতঃ

সংযমী হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের দাস হইতে হইবে।—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে"

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাই নৈষ্কর্ম্য। যিনি কায়মনোবাক্যে নিখিলাবস্থায় শ্রীহরি-তোষণার্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন তিনি জীবন্মুক্ত গুরুপদবাচ্য॥

"শিষ্য সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত।"

ভগবদ্দীক্ষায় শ্রদ্ধাহীন, জড়ীয়ভোগবিলাসে প্রমত্ত, দীক্ষার আবশ্যকতা অনভিজ্ঞ, অনধিকারী, অসংযমী ব্যক্তিগণ দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত নহে। যাহার সত্যানুগত্য নাই তাহাকে সদগুরু কখনই দীক্ষা দান করিবেন না। বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে—নিত্য ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

দীক্ষিত হইবার সময় শিষ্যকে গুরুতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়—সেই শরণাগতিভাব আসিলে গুরু তাঁহাকে দীক্ষা দান করতঃ আত্মসমান করেন। অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতগোচর হইতে পারে না। তাই দীক্ষার প্রয়োজন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

দীক্ষিত ব্যক্তিকে যাহারা অদীক্ষিত ব্যক্তির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি বা তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহারা শ্রীমহাপ্রভু ও গোস্বামিবিরোধী। যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংসং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্। দীক্ষা প্রভাবে নরমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তিকে অদীক্ষিত অবস্থায় পরিচয় দ্বারা পরিচিত করিলে দীক্ষার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ও দীক্ষাবিধির উপযোগিতা সম্বন্ধে লালাবাবুর বিষয় জানাইতে আগ্রহ জন্মিল। কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ—প্রসিদ্ধ লালাবাবুর নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইনি একদিন বৈকালে জমিদারী পরিদর্শন করতঃ সন্ধ্যার সময় গ্রামের মধ্যদিয়া গৃহে ফিরিতে ছিলেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে "বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাও" বালিকার এই উক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে লাগিল। তিনি ভাবিলেন বেলাত আমারও গেল কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ? মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়নিহিত বাসনারাশি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা বৈরাগ্যের ভস্মে পরিণত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী সাজাইল। তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটা চতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ মন্দিরের-পোষণার্থে মথুরা জেলায়—১৫ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জমিদারী লইয়া মথুরার শেঠদিগের সঙ্গে ঘোরতর বিবাদ, শত্রুতা ও মোকদ্দমা হয়। এইসব মামলা মোকদ্দমায় লালাবাবুর পার্থিব সম্পৎ ও আত্মাভিমান প্রভৃতির উপর ক্রমই বীতশ্রদ্ধা জন্মে। তিনি যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করতঃ দিবারাত্র হরিনাম করিয়া দিনপাত করিতে থাকেন। তিনি চড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইলেন। একদিন লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে যাইয়া দীনভাবে দীক্ষা পাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সাধুর চরিত্র কি বিচিত্র, যে লালাবাবুর মত সংসারবিরক্ত, স্বনামখ্যাত ভগবদ্ভক্ত শিষ্য পাইলে দীক্ষাগুরুর বিলম্ব করাত দূরের কথা—দীক্ষাদান করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুকে বলিলেন "বাবা তোমার দীক্ষা-গ্রহণের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। বাবাজীর বাক্যে লালাবাবু দুঃখে ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন এবং কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ত্রুটী অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, বুঝিয়াছি যথার্থই আমার দীক্ষাগ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমি ব্যয়সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি ইত্যাদি আমার এই জ্ঞানইত যায় নাই আমাকে ধিক্। লালাবাবু তন্মুহূর্ত্তে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কুঞ্জে মুষ্টিভিক্ষা করতঃ দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে অহংবুদ্ধি যখন একেবারে

অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিলেন তখন আবার একদিন বাবাজীর কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন বাবাজী নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কিন্তু বাবাজী ধীরে ধীরে মধুর-সম্ভাষে বলিলেন "বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণে এখনও বিলম্ব আছে। লালাবাবু স্তম্ভিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার মত কুটিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবারও কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অপরাধের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি। মাধুকরী করিয়া দিনপাত করিতেছি। অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম লইতেছি তবুওত আমার মনের মলিনতা দূর হইল না। কৈ আমার পরম শত্রু শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ত যাইতে পারি নাই। এখনওত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব রহিয়াছে তবে আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? ধন্য শ্রীগুরুর মহিমা; শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার দাসের যোগ্য করিতেছেন এ উপেক্ষা নহে, ইহা দয়া।

লালাবাবু সকল কুঞ্জেই ভিক্ষা করিতে যাইতেন কিন্তু শেটবাবুদের বাটীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না। লালাবাবু যখন তাহার এই ত্রুটী লক্ষ্য করিলেন তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা, অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পরদিন মধ্যাহ্নকালে যমুনাস্নান করিয়া অতিদীনবেশে শেটবাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শেঠজী এই সংবাদ শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে সত্য সত্যই লালাবাবু দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার দীনবেশ ও বৈরাগ্য দেখিয়া শেঠজীর শত্রুতাভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের উভয়ের প্রেমাশ্রুতে বহুদিনের বিদ্বেষভাব ভাসিয়া গেল। শেঠজী যেমন লালাবাবু সহ ঠাকুর বাড়ীতে বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখেন সম্মুখে "কৃষ্ণদাস বাবাজী" লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহ বচনে কহিলেন "বাবা তোমার দীক্ষা-সময় উপস্থিত।"

দীক্ষাগুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর ও লালাবাবুর আচরণে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দীক্ষাগুরু ও দীক্ষাপ্রার্থী শিষ্য উভয়েরই নির্ম্মৎসর, নির্ম্মলহৃদয় ও নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে।

আমাদের কৌলিক দীক্ষাগুরুমধ্যে অধিকাংশই অনর্থযুক্ত সংসারী কাজেই এইগুরুতা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং অনেকের জীবিকা এই গুরুতার উপরই নির্ভর করে. এরূপ স্থলে কৌলিকগুরু বহাল রাখিয়া সেবোন্মুখ ভক্তের জন্য নিষ্কিঞ্চন গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যবস্থা থাকিলে কুলগুরুদেবদের মধ্যেও একটা সংশোধনের প্রেরণা জাগিতে পারে। শিষ্যদের মধ্যেও দীক্ষার উপযুক্ত হওয়ার জন্য একটা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে।

গৌড়ীয় আমাদের এই ভ্রম সংশোধন করিতে উদ্যোগী তাই কুলগুরু দেবেরা গৌড়ীয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া গৌড়ীয়কে অপাঠ্য ও ভজনের শত্রু বলিয়া বিধি দিতেছেন।

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক ও কথক সম্বন্ধে"

গৌড়ীয়ের উপদেশ।

বৈষ্ণবের পরম পারমার্থিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্" এই বাক্যে ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত যদি আচারবান্ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত ভাগবতগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দরের আদেশেও তাহাই পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার নিত্য সিদ্ধপার্ষদ ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন "বৈষ্ণবের পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন" "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥ তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে

নির্ম্মল ॥ মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায় ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥ গৌড়েশ্বর স্বরূপ দামোদর প্রভু জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন যে, চৈতন্যভক্তগণের আশ্রিতব্যক্তির নিকট ভাগবত না পড়িলে কেহ কখনও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না। বৈষ্ণবগুরুর শিষ্যই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, অন্যে নহে।

মহাকুলপ্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন তবে তিনিও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন ইহাই নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

মহাপ্রভু একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে। মর্ম্ম অর্থ না জানে ভক্তিহীন দোষে॥ কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে। ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥ এ বেটার ভাগবতে কোন অধিকার। গ্রন্থরূপ ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের মত জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ব্যক্তির যখন অক্ষজজ্ঞান-হেতু অধোক্ষজ ভাগবতের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসম্ভব হইয়াছে, তখন অনর্থযুক্তব্যক্তি দ্বারা পাঠ যে শুধু কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠাশায় হইয়া থাকে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভাগবত ব্যবসায়ী, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয় তাহা বাহ্যাকারে দেখিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা মায়া। শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। শ্রীহরির চরণকমলের মকরন্দকণাবাহী অনিল মহদ্ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্মজন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলারাশি দূর করিয়া দেয়।

নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট ত্রিদণ্ডিগণই ভাগবত-পাঠের যোগ্য। যাহারা সর্ব্বপ্রযত্নেই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করেন তাহারাই ভাগবতপাঠের উত্তমাধিকারী। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের বাক্য, বুদ্ধি ও চিন্তা মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন না অথবা নিজের চিত্ত-তোষণ ও অপরের চিত্তরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভাগবত পাঠ করেন এবং উহা উপজীবিকা মনে করিয়া শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্য তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহারা, পূজ্যবস্তুকে পরমারাধ্য শালগ্রামদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া উদরস্থ করাই যাহাদের নীতি ঐ সকল ব্যক্তি, ভাগবত ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়া উহার শ্রোতৃগণের সহিত নরকপথের পথিক হন। চৈতন্য ভাগবতে আছে

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥ **শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥**

দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যেও দেখিতে পাই :—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত। কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥ পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়। তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যে ব্যক্তি উদর ভরিয়া ভোজন করেন তিনি যে প্রকার বহির্দ্দেশে যাইয়া সন্তোষ পান, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত তিনি শাস্ত্রের উপদেশমত স্বয়ং আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবে দয়া করিতে সমর্থ। কিন্তু কখনও তিনি কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় প্রচারক-বেশে প্রতারক হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করতঃ লোক বঞ্চনা করেন না।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আজ্ঞা অমান্য করিয়া শ্রোতৃদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে "আগে ভজন পরে আত্ম-সমর্পণ" অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্ম-সমর্পণ, এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় প্রাকৃত চিন্তা বিশিষ্ট তাহারাও বদ্ধজীব। এইরূপ অবস্থায় এক অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্য অন্ধের যেরূপ গতি হইয়া থাকে এস্থলে তাহাই হয়।—

শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণে বাস্তব সত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ইহার অপর নাম 'পারমহংসী সংহিতা'। তাই কলির জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভু

"ভাগবত সম্মুখে ধরিয়াছেন—দুই ভাই জগতের কালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥ এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র আর ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র॥

যাহাতে উক্ত গ্রন্থ প্রকৃত বৈষ্ণবদ্বারা সমাজে অধীত হয় তাহাই গৌড়ীয়ের চেষ্টা। আমরা যে স্বার্থপর ব্যবসায়ী পাঠোপজীবীদের দ্বারা প্রতারিত হইতেছি তাহাই স্পষ্টভাবে সকলকে সতর্ক করিতে যাইয়া গৌড়ীয় পাঠক ও কথক গোস্বামীপ্রভুদের চক্ষুশূল হইয়াছে।—

"লীলারস কীর্ত্তন সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত"—

হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু। অকিঞ্চনগণের একমাত্রবিত্ত, পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব বিনির্ম্মুক্ত পরম সম্পৎ, উহা কপট ভোক্তা বা কপটবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। হরি নির্গুণ, হরিভক্তি ও নির্গুণ, যে স্থানে গাঁজা, তামাক, মদ্য, স্ত্রীসঙ্গ, বিষয়কথা ও ভাগবতপাঠ যুগপৎ হইতে পারে না। হরিবিষয়ে আলোচনা হইবে সে স্থান ও নির্গুণ স্থান হওয়া দরকার।

"লীলারস সাধারণের কীর্ত্তনীয় নহে"

ভাগবতে আছে "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" সংসার পিপাসায় যিনি নিবৃত্ত, অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠায় যাহার আসক্তি নাই তিনিই লীলারসগানের ও শ্রবণের অধিকারী। "নৈতৎ সমাচরেৎ জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" (ভাঃ ১০) মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বহিরঙ্গ ভক্তগণে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন অন্তরঙ্গভক্ত স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত নির্জ্জনে রসালাপ করিতেন অতএব ভগবানের অন্তরঙ্গভক্ত ভিন্ন লীলারসগানে বা শ্রবণে অধিকার জন্মে না। শ্রীবাসের খাণ্ডড়ীই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। যে লীলারসকীর্ত্তনসময়ে বহিরঙ্গলোক উপস্থিত থাকিলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম হইত না সেই লীলারস আজ পথে ঘাটে সর্ব্ব সাধারণের কীর্ত্তনীয় হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে সুর ও লয় দিয়া নায়ক নায়িকার জড়রসের সংমিশ্রণ গানগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্টি ও প্রীতিকর। সেইজন্য ঘাটে, পথে, থিয়েটারে, যাত্রাগানে, বাবুদের মজলিসে, বেশ্যাদ্বারে, গাঁজাখোরের আড্ডায়, জড়রসের সংমিশ্রণে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস বিকৃতাবস্থায় গান হইয়া থাকে। উহা লীলাকীর্ত্তন নহে তাহা ছুঁচোর কীর্ত্তন বিলাস বা ভোগ, নরকে যাইবার প্রশস্ত পথ।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে কভু প্রাকৃত গোচর"—লীলারস অপ্রাকৃত বস্তু ইহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ

সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণ লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেবল সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়ে এই স্বপ্রকাশ বস্তু শ্রীনামাদি স্বয়ং উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস-কীর্ত্তনে সেবাবুদ্ধি প্রবল থাকা দরকার।

আজকালের ব্যবসায়ী নামাপরাধিদলের যে রসকীর্ত্তন তাহা জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসায়ের কীর্ত্তন, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির কীর্ত্তন এবং জড়েন্দ্রিয় তোষণের কীর্ত্তন ইহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বা হরিভজনের লেশ মাত্র নাই

এই জন্য মহাপ্রভু **'তৌর্য্যত্রিক'** অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য এই তিনটীকে **ব্যসন** বলিয়াছেন। এ সমস্ত যদি নিষ্কিঞ্চন ভক্ত দ্বারা হরিভজনের অনুকূলে হয়, তবে ইহা দ্বারা শ্রে[illegible] জ্ঞান হইয়া থাকে। জগদানন্দ প্রভু বলিয়াছেন :—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

দুঃসঙ্গে অর্থাৎ বিষয়সুখে এবং কামিনী কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত থাকিয়া যে লীলারস কীর্ত্তন হইতেছে ইহাতে কেবল বিষময় ফলই উৎপন্ন হইতেছে। শ্রী[illegible] কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, এইরূপ—

কোটীজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

অনেকে সদাচারী বৈষ্ণব সাজিয়া লীলারসের গা[illegible] দাস্যভাবের অভিনয় দেখাইতে সকলের নিকট কাকুতি মিনতি, গড়াগড়ী, দশা, গাঁ কিঁ কি, কপট অশ্রু আকু বাকু হাব ভব দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যে অভিমানশূন্য নির্ম্মৎসর অনন্যশরণাগত পুরুষের সহজ বৃত্তি তাহা ইহারা একবারও ভাবেন না। **শরীর হইতে অভিমানটী যায় নাই** অথচ **দণ্ডবৎ কাকুতি মিনতির যে**

আধুনিক সাধুমহালে ছড়াছড়ি দেখি. ইহাও একপ্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রথা ও দেশাচার বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনর্থযুক্ত লীলারস-কীর্ত্তন দ্বারাই আমরা বেশী রকম প্রতারিত হইতেছি।—

গৌড়ীয় এইরূপ লীলারসগানের বিরোধী। এই পথে যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহাও বৃথা যাইতেছে এবং এই কীর্ত্তনে সমাজে ও দেশে পরকীয়া ভজনের বিকৃত ভাব প্রবেশ করিয়া বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছে। গৌড়ীয় তাহা নিবারণার্থে কৃতসংকল্প কাজেই কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী গৌড়ীয়কে শত্রু বলিয়া ধারণা করতঃ গ্লানি রটাইতেছে।

অষ্টপ্রহর চব্বিশ প্রহর পারীক্ষিৎ যজ্ঞাদি নাম সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত

কলিকালে কোন যজ্ঞাদির ব্যবস্থা নাই। একমাত্র নামযজ্ঞই কলির ব্যবস্থা "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে ভজে সেই তারে ধন্য"। শ্রীনামকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। নববিধ ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন সহিত সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উচ্চৈঃস্বরে হরিনামসংকীর্ত্তনে শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও স্মরণ এই ত্রিবিধ অঙ্গের ভজন হইয়া থাকে। অনুচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ করিলে স্মরণ ও কীর্ত্তন দ্বিবিধ অঙ্গের ভজন হয়। এই জন্য হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ হরিনামের একলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। হরিনামের এমনি শক্তি যে শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মুখে উচ্চারিত নাম একবার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিলে শ্রোতার মানসিক ভাব ফিরিয়া যায়। রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বেশ্যা ও জগাই মাধাই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

শ্রীনাম সেবোন্মুখ জিহ্বাতে স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি পায়। অতএব মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু হরিনাম সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে লইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত প্রাণপোনাভাবে সাধুসঙ্গে গ্রহণ করিলে তাহাতে নামাপরাধ প্রভৃতি কোন দোষই থাকে না।

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্।
জাতি কুলং শীলং চৈব অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

আমরা এই অষ্ট পাশাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমরা বদ্ধজীব কাজেই পাশ মুক্ত হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত হইতে হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

এই অষ্টপাশছিন্ন করিতে ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া মুক্তপুরুষের আশ্রয় লওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। আসক্তির বন্ধনে বদ্ধাবস্থায় যে আমরা অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর পারীক্ষিৎ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি তাহার মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা প্রবল থাকায় উহা কামনাতে পরিণত হয়। **ঐ ভাবে ভগবানের নিকট ধনজন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুপ্ত প্রার্থনা নিহিত থাকে কাজেই উহা একপ্রকার ব্যবসায়ী বুদ্ধিমাত্র।** এই ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া ভগবানের অনুগ্রহ পাই না, বরঞ্চ স্বার্থপর কতকগুলি ভণ্ড তপস্বীদের জীবিকার উপায় হইয়া নিজেরাই ঠকিয়া ততঃ নষ্ট ততো ভ্রষ্ট হই।

আমরা নিতান্ত অশিক্ষিত, অবিবেকী, স্বার্থপর ও অপরিণামদর্শী বলিয়াই আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমাদিগকে খেলার যন্ত্র করিয়া নিজ নিজ জীবিকা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

"নব্য বৈষ্ণব বা বৈরাগী সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত"

গৌড়ীয় বৈরাগীবিদ্বেষী নহে, **বৈরাগীর ভক্তই বটে। কিন্তু বহুরাগীর বিদ্বেষী॥** অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গি-অসাধুগণের সঙ্গবর্জ্জনকারী। প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ দেখিতে গেলে আমরা বুঝি যে বিরাগ শব্দ হইতে বৈরাগ্য শব্দের উৎপত্তি, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে যাহারা বিরাগবিশিষ্ট তাহারাই বিরাগী। তাহা হইলে বিরাগ বলিতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ বুঝায় তাহারই আলোচনার দরকার। যে পরিমাণে ভগবদ্ভজন লাভ হইবে সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি বা বিরাগের উৎপত্তি হয়। যিনি যে পরিমাণ কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি সেই পরিমাণ তদিতর বিষয়ে বিরাগযুক্ত হন। যেখানে যে পরিমাণ আলোক প্রবেশ করে, সেখানকার সেই পরিমাণ অন্ধকার দূর হয়, সুতরাং যথার্থ বৈরাগী হইতে হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে হইবে। কৃষ্ণ-

উন্মুখ বলিতে কৃষ্ণসেবাতৎপর জানিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণসেবাই একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী। বর্ত্তমানকালে কেবল বেষের দোহাই দিয়াই অনেকে বৈরাগী নামকরণ করাতে বিরাগীনামের অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বৈরাগীর বেষ—আশ্রমাতীত পরমহংসের বেষ "অলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বাচরেদ্বিধিগোচরঃ"—ইহাই পরমহংসের লক্ষণ।

আশ্রমাদি ব্যবস্থা কেবল কৃষ্ণবহির্ম্মুখের শাসন-জন্য। যিনি স্বতঃই কৃষ্ণোন্মুখ তাহাকে কোন শাসন বা বিধির অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই। পরমহংস বৈষ্ণব যে কোন আশ্রম চিহ্ন ধারণ করুন, বা না করুন তিনি স্বতন্ত্র নন। তিনি গৃহে থাকিলেও গৃহী নন, গৃহত্যাগী হইয়া বেড়াইলেও সন্ন্যাসী নহেন। তিনি পরমহংস গুরুর নিকটে থাকিয়া ভজননিরত থাকিলেও ব্রহ্মচারী নহেন। তিনি যে অবস্থাই থাকুন না কেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের, গৃহস্থোচিত সংযমের, বনচারীর মুনিধর্ম্মের, সন্ন্যাসীর ভোগরাহিত্য ইত্যাদি গুণের অভাব নাই। সুতরাং পরমহংস কোন আশ্রম-বিশেষের ব্যক্তি নহেন। বিশেষতঃ কোন নিয়ম বা বিধিতে তাঁহার আগ্রহও নাই এবং ব্যভিচারও নাই। পরমহংস গৃহে থাকিতে পারেন।

কোনও পরমহংস মুক্তপুরুষ গৃহে ছিলেন বলিয়া আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত কামুক ব্যক্তিও গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিবার জন্য পরমহংসাবস্থা ছল করিয়া গৃহে থাকিব এরূপ বিচার কেবল দুর্ব্বুদ্ধি নয় দুর্ভাগ্যও বলিতে হইবে। "ন মৌক্তিকং গজে গজে" যেহেতু গৃহমেধি ধর্ম্মটাই বদ্ধতামূলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এবং বিষয়ে অনাসক্ত না হইলে ভগবদ্ধর্ম্মই যাজন হয় না। পরমহংসেরা সর্ব্বপ্রকারের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই ভগবদ্বাণী তাঁহাদের জীবনাদর্শে প্রতিফলিত।

যে সকল বস্তুতে ভগবদিতর বুদ্ধি থাকে সেইগুলিতেই আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকে। সেই ভোগবুদ্ধিই আমাদের বদ্ধতা। এই ভোগবুদ্ধিরাহিত্য হইলেই আমাদের আসক্তি গেল। আমরা অনাসক্ত বা মুক্ত হইলাম। সুতরাং এই ভোগবুদ্ধি-ত্যাগের মূলে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান হওয়া দরকার। কিন্তু একথা সকলেই মনে রাখিবেন; কৃত্রিম উপায়দ্বারা ভোগবুদ্ধি দূর করা যায় না। যখন আমরা উপনিষদের

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদুচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু এই বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে। এই জ্ঞান প্রবল থাকিলেই ক্রমে ভোগবাসনার শিথিলতা আসে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে ইন্দ্রিয়ের তর্পণের বস্তু মনে করিয়া আমরা অনেকেই বৈরাগী বা বৈষ্ণব নামকরণ-করতঃ নানারূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত রহিয়াছি অথচ লোকে আমাদিগকে বৈরাগী, সাধু, বৈষ্ণব, বাবাজী ইত্যাদি নানা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছেন।

গৌড়ীয় এই সমস্ত কপটব্যক্তির সম্বন্ধকে তু সম্বন্ধজ্ঞানে বর্জ্জন করিতে আদেশ করেন।

অতএব সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট বিনীত নিবেদন, বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণব সমাজে,—বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেবাকার্য্য, দীক্ষাগুরু, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক ও কথক, লীলারসকীর্ত্তনীয়া, নাম, সংকীর্ত্তনমধ্যে বিভিন্ন মনোধর্ম্মের নাম লইয়া অষ্টপ্রহর (অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কীর্ত্তিত তারকব্রহ্ম নাম ছাড়িয়া, প্রাণগৌরনিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ, ভজ নিতাইগৌর রাধাশ্যাম ইত্যাদি মনোগড়া নামে) চব্বিশ প্রহর ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে, ইহার সংশোধন বিশেষ দরকারবোধে যে যেটুকু দরকার তাহা মহাশয়দিগকে জানাইলাম অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৌড়ীয়ের এক কোণে স্থান দিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আপনাদের শ্রীচরণশরণাগত বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকালীকুমার পোদ্দার।
জামুর্কী, জিলা ময়মনসিংহ।

আগামিবারে এই প্রবন্ধ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সং।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সতীর্থভ্রাতা শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় বিগতবর্ষে ফাল্গুন গৌরত্রয়োদশী দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ লাভ করিয়াছেন। সেই ভক্তপ্রবরের নিত্যস্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রকটস্থানে সম্প্রতি শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, ২রা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয় আদি-বার্ষিক মহোৎসব হইবে।

মহাশয়গণ কৃপা করিয়া মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক মাদৃশ অকিঞ্চনগণকে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ, চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর পোঃ, মেদিনীপুর, ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিলাস পর্ব্বত।

—:০:—

প্রচার-প্রসঙ্গ

বরিশালে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ও কতিপয় ভক্তসহ বরিশালে শুদ্ধ হরিকথা প্রচারার্থ শুভ বিজয় করিয়াছেন। গত ২৭শে ও ২৮শে মাঘ দুই দিবস বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় দুইটী বিরাট্ সভা আহূত হইয়াছিল। সহরের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামিজী মহারাজ 'সনাতন ধর্ম্ম' ও 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর বক্তৃতাশ্রবণে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রিত বরিশালের সুযোগ্য সিনিয়ার মোক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী মহোদয় প্রচারকবৃন্দকে তাঁহার গৃহে স্থান প্রদান করিয়া শুদ্ধ-হরি-কথাপ্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমরা আন্তরিকভাবে ইঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

যজানে—সত্যোকপ্রাণ বৈষ্ণবকুলোজ্জ্বলকারী পরমভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ জমিদার মহোদয়ের সাগ্রহ আহ্বানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার জন্য যজানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যা হয়। স্থানীয় সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ—পরমভক্তিমতী রাজকুমারী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী দাসীর বিশেষ আগ্রহে ও আন্তরিক যত্নে এবং পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের সেবাবৃত্তিতে যজানের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শতশত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রীমদ্-ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য উদয় হইয়াছিল। একেত' শ্রীমদ্ভাগবত শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুক্ত সুমিষ্ট রস, তাহাতে আবার সেই রসবিতরণকারী একজন সত্য-সত্য আচারবান্ ষড়বেগজয়ী গোস্বামী—ভাড়াটিয়া গৃহব্রত গোদাস নহেন, সুতরাং প্রহ্লাদচরিত্র বর্ণনরূপ তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। একদিকে রাজকুমারীর স্বভাবসুলভ বদান্যতায় (ঘন ঘন মহোৎসবসেবায়) গ্রামবাসী ছোটবড় সকলেই অল্প বিস্তর অনুগৃহীত, লালিত ও পালিত। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের "মীরাবাই" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত, অপরদিকে প্রহ্লাদচরিত্রের গৃহব্রত ধর্ম্মের ও গৃহমেধীয় কার্য্যের চুলচেরা ব্যাখ্যান—একদিকে রাণীমাতার পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণে অনুরোধ ও অপরদিকে "চোরের মা কে—নাই" চীৎকার ক্রন্দন এ বিরোধ সুতরাং ন যযৌ ন তস্থৌ, প্রকাশ্যে—"আমরা ঠাকুরবাড়ীর পুরাতন কর্ম্মচারী চিরকালই 'রাই কানুর গান' ও রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এরূপভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়া এবং কোন্টী সৎ এইরূপ বিচার দেখাইয়া এ পর্য্যন্ত কেহ আমাদিগকে বলেন নাই এবং আমরাও শুনি নাই। ধন্য রাজকুমারী! ধন্য নরেশ বাবু! ধন্য তাঁহাদের উত্তম ও অধ্যবসায়!"—এইরূপ বলিলেও ভৃতক পাঠক ও জাতিগোস্বামিগণ কিন্তু মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ভৃতকবৃত্তি ও ধর্ম্ম-

ব্যবসায়ের কথা বুদ্ধিমান্ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও তৎসংসর্গ হইতে সাবধান হইতেছেন।

প্রাপ্তপত্র

মাননীয় গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—বিগত ১১শে ফাল্গুন মুর্শিদাবাদে মজান গ্রামে বিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার জন্য শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিতত্ত্ব-পূর্ণ হৃদয়স্পর্শিনী ব্যাখ্যা শ্রবণে জনসাধারণের হৃদয়ে এক নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে। যদি মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাপুরুষের শুভাগমন হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ প্রকৃত শুদ্ধসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিধর্ম্মে যে অনুপ্রাণিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরম ভক্তিমতী, বৈষ্ণব-কুলোজ্জ্বলকারিণী রাজকন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী মহাশয়ার আন্তরিকতায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের যত্নে আমাদের ভাগ্যে এইরূপ মহাপুরুষের দর্শন লাভ হইয়াছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহাদের ভক্তি অচলা হউক। ইতি ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৬। বিনীত শ্রীহৃষীকেশ সিংহ, শ্রীগোপেন্দ্র লাল দত্ত, মজান, মুর্শিদাবাদ।

মুঙ্গেরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুঙ্গের সহরে শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে বিরাট্ সভামধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম ও বর্ত্তমানে উহার বিকৃতাবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। ডিপুটী, মুন্সেফ, শিক্ষক, ছাত্র, মার্চ্চেন্ট, ট্রেডার, দোকানদার প্রভৃতি জনবৃন্দে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামিজী ইংরেজী ভাষায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। পরে রাজকুমার ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে গোস্বামী মহারাজ আরও দুই ঘণ্টা কাল বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়। শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই আচারবান্ গোস্বামিজীর মুখে এরূপ নিরপেক্ষ সত্যকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। রাজকুমার বাহাদুর গোস্বামিজীর নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি দশ বৎসর যাবৎ মুঙ্গের সহরের কেন্দ্রস্থানে (বড়বাজারে) বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন ও এখনও বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় একজনও মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করিল না। আচারবান্ প্রচারকের অভাবই ইহার মূলীভূত কারণ। রাজা বাহাদুর স্বামিজী সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা অবিকল প্রকাশিত হইল।

Rajhati
18-3-26.

Tridandi Swami Bhakti Pradip Tirtha of Gaudiya Math, Calcutta, delivered a discourse on "Vaishnava Dharma" at the Temple of Love, Monghyr, which was a lucid, impressive and highly edifying exposition of the fundamental teachings of Mahapravu Sri Gouranga. Such preachers of religion are a great desideratum now-a-days when Godlessness is running rife all around.

(Sd.) Raghunandan Prasad Sing Raja M.L.A.

মুঙ্গের হইতে ধর্ম্মপ্রাণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, এম, এ, বি, এল, এম, আর, এস, (লণ্ডন) এড্‌ভোকেট মহোদয় লিখিয়াছেন—

TO THE EDITOR, GAUDIYA.

Tridandi Swami Bhakti Pradip Tirtha of Gaudiya Math, Calcutta, came to Monghyr and delivered three lectures on Bhakti in the Temple of Love, Town High School and in the house of Babu Narendra Nath Chakraburty, Sub-judge. His exposition of the life and teachings of Lord Srichaitanya and the principles of Vaishnava Philosophy was very greatly appreciated by the public. There is a note of sincerity in his speech which made a great impression on the audience. In these days it is very desirable that religious preachers like Swamiji sometimes come to help in the uplifting of the moral and religious life of the people.

(Sd.) Hem Chandra Basu.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি 'হত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২০শে চৈত্র ১৩৩২, ৩রা এপ্রিল ১৯২৬ | ৩২ শ সংখ্যা।

সারকথা

গুরুদাসের ভরসা কি ?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

নিত্যানন্দের লীলা কি ?

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

লীলা-বর্ণনে অধিকারী কে ?

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

প্রচারকের প্রতি প্রভুর আদেশ কি ?

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কি পৃথক্ ?

বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দকে ইহা বুঝে বিপর্য্যয় ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪শ

গুরুদ্বেষীর প্রতি কৃপা কিরূপ ?

এত পরিহাসেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১শ

পাষণ্ড কে ?

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥

চৈঃ চঃ আদি ৩য়

গৌর বিদ্বেষীর গতি কি ?

চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক সব সে সব বিলাস ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সতীর্থভ্রাতা

শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ-ব্রহ্মচারি-মহোদয়ের

প্রথম বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব উপলক্ষে

ভক্ত্যর্ঘ্য

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারীর নির্য্যাণ-দৃশ্য

কে তুমি আসিলে ভবে কোন মহাজন !
ভব-বন-দাবানল-নির্ব্বাপণবারি
বরষি' হরষে ভাব-ঘনে মহীয়ান্
গুরু-কৃপা-বল-মহাসাগর-সম্ভব,
করিলে শীতল ভব-তাপ-দগ্ধ কত
মায়া-বদ্ধ-গত জনে ! শুভক্ষণে কোন্
করি' আচরণ সত্য-স্বরূপ-বোধক
ব্রহ্মচর্য্য অনুপম—কৃষ্ণ-সেবা-পর
হে বৃহদ্‌ব্রতিবর, আদর্শ পরম
দুর্ল্লভ ভুবনে কিবা দেখাইলে তুমি !
সেই ধ্রুবলক্ষ্য ধরি', পরমার্থ-পথে,
সার্থক-জীবন কত, কি উচ্ছ্বাসভরে
গাহে তব গুণ-গান নির্য্যাণ মহান্ !
নহে যোগ্য তব স্থান আবিল এ ভূমি,
অকালে গিয়াছ তুমি তাই কাঁদাইয়া
রাখিয়া মোদের হেথা ! কি কহিব হায়,—

শুধু কি মেদিনীপুর, মেদিনী-মণ্ডল
হারাইল তোমাতে কি রত্ন সমুজ্জ্বল—
কি নিধি নির্ম্মল ! অহো, অমর-অক্ষরে
লিখি মর্ম্মগাথা কিবা **"গৌড়ীয়"** হৃদয়ে,
হইলে সহসা লোকচক্ষে অদর্শন
ইন্দ্রধনু সুদর্শন যথা ! কিন্তু, ধন্য,
ধন্য মোরা এই মর্ত্ত্য মলিন সংসারে,—
হে দীন-বান্ধব-বর, বৈষ্ণব-ঠাকুর,—
বিরহ-বিধুর বক্ষে কি ধ্রুব সান্ত্বনা !—
সফল করিয়া সেবা-কামনা তোমার !
স্বধাম হইতে আজি সেবানন্দময়
কর কৃপা দৃষ্টি দেব ;—তব ইচ্ছা-মত
প্রতিষ্ঠিত "শ্রীচৈতন্যমঠ"-শাখা-রূপে
"ভাগবত-জনানন্দ-মঠ" সুবিহিত—
বিমুখ-নিবাস-মরু-মাঝে মরূদ্যান
তৃষিতে তুষিতে করি সেবামৃত দান !
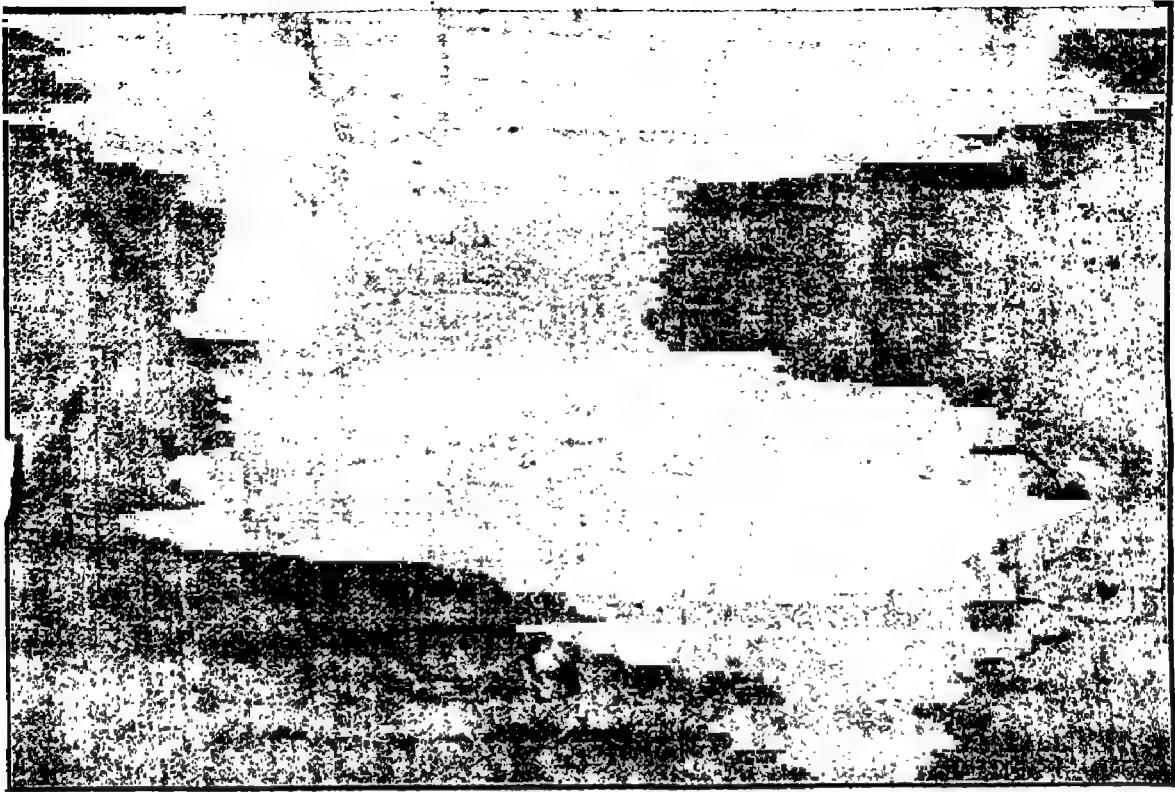
শ্রীভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণ

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ"

"তরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা-বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥"
—ভাঃ ৩৭।২০

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"
—শ্রীপ্রার্থনা।

ভাগবতজনানন্দ প্রভো! আজ তুমি কোথায়! তুমি কীর্ত্তন-প্রমোদ-ভাগবতজনগণের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী হরিনাম-কীর্ত্তনকারিরূপে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলে। প্রাপঞ্চিক কালগণনায় আজ বর্ষাধিককাল হইল তুমি প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হইয়াছ।

হে প্রভো, তুমি একজন ভগবচ্চিহ্নিত গৌরজন-সেবক। ভগবচ্চিহ্নিত সেবকগণ জগতে খুব কমই আবির্ভূত হন। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তাঁহাদিগের যুগে যুগে ভগবদিচ্ছায় আগমন। তোমার প্রপঞ্চে আগমনেরও একটী মহদুদ্দেশ্য ছিল।

হে বৈষ্ণবঠাকুর, ভিন্ন ভিন্ন মনঃকল্পিত মার্গের লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকগণ অবাস্তব অবস্তুকে সত্য বস্তু মনে করিয়া যে কিরূপ ভাবে বঞ্চিত ও ক্লেশগ্রস্ত হয়, সেই লীলা ও নানামত-বাদরূপ তিগ্মজন্তর করালকবল হইতে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া যায়, তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া জীব-শিক্ষা-কল্পেই তুমি প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলে।

হে করুণ! তুমি কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের হরি-কীর্ত্তনের সেবকরূপে ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণের আয়োজন করিয়া দিয়া নিত্য 'নিঃশ্রেয়সসদনে' চলিয়া গেলে। তোমার দাসে নিত্য আত্মবৃত্তি ভক্তি ব্যতীত অন্যচেষ্টা নাই। তাই বুঝি প্রপঞ্চের হেয়ভাবমিশ্রাবস্থা দেখিয়া তুমি এত শীঘ্র প্রয়াণ করিলে।

হে কীর্ত্তনোৎসাহিন্! হরিবৈমুখ্যরূপ মহাদাবাগ্নিতে জগৎ আবার প্রজ্বলিত। সর্ব্বত্র গ্রাম্যকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ

থাকিলেও হরিকীর্ত্তনের মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই দুর্দ্দিনে পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব সংসার-দাবানলস্পৃষ্ট-লোকপরিত্রাণের জন্য গৌড়াকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র করুণাকাদম্বিনী সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা হইতেই আজ বিভিন্ন ধারায় পরা-শান্তিদা নির্ম্মল-কীর্ত্তন-সলিলধারা বর্ষিত হইতেছে, এই সময় আমরা তোমার অভাব বড়ই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। অথবা তুমি তোমার অমৃতধামে থাকিয়া অলক্ষ্যে আমাদিগের উপর নিশ্চয়ই কৃপামৃত বর্ষণ করিতেছ, নতুবা আমাদিগের অশ্মসার হৃদয়ও এ সময়ে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে কেন?

হে গৌরপ্রিয়জন! তুমি যে গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একজন প্রিয়পাত্ররূপেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি ধরাধামে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে "অঙ্কুর কৃত্য" শীর্ষক একটী মাত্র প্রবন্ধে তোমার যে সকল হৃদয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহা ও তোমার যাবতীয় চেষ্টা হইতেই তুমি তোমাকে নিজস্বরূপ স্বয়ংই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। তুমি লিখিয়াছ——"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রতিকথা আমার হৃদয়ে সত্য ও আনন্দরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাকে আকুল করিয়াছে। তদীয় কৃপায় কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণপ্রীতিভিন্ন জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য কাম্যকামিগণের বিলাসব্যসনের উপকরণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। আরও জানিয়াছি, অচিরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজপার্ষদগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল ঠাকুর প্রদর্শিত মহাপ্রভুর জন্মলীলাদি স্থানে এমন কি সমস্ত বিশ্বে হরিনাম প্রচার করিতেছেন ও করিবেন।"

হে সত্যসঙ্কল্প! তুমি শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষালীলা অভিনয় করিবার বহুপূর্ব্বে যে নিত্যসত্য কীর্ত্তনাবতারের সত্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, তাহাই জগতের মঙ্গলের জন্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছ। উহা স্বপ্ন নহে, তোমার সেবোন্মুখ আত্মবৃত্তিতে স্বয়ং প্রকাশিত সত্য। তুমি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী ও তোমার ভবিষ্যদ্বাণী একই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টির তৃতীয় ধারায় এই ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করণে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই **কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।**" আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার প্রিয়জন তোমার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যত্ব আমরা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতেছি।

হে বৈষ্ণববর! তুমি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূসুরকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু কোনও দিন বিন্দুমাত্রও কেহ তোমার আভিজাত্যের অহঙ্কার লক্ষ্য করে নাই। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায়, সৌন্দর্য্য—এই চতুর্ব্বিধ লোককাম্য বস্তু তোমাতে পূর্ণ মাত্রায় ছিল কিন্তু কুন্তীদেবীর বাক্যানুসারে এই চতুর্ব্বিধ আভিজাত্য বহির্ম্মুখলোকের নিকট হরিকীর্ত্তনের প্রতিকূল হইলেও উহারা তোমার দাস্যে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার কীর্ত্তন-সেবার অনুকূলই হইয়াছে।

হে সৌম্য! তোমার মধুরমূর্ত্তি, অমানী মানদব্যবহার, নিষ্কপট সরলতা তোমাকে ঐহিক ও পারত্রিকজগতের সকলের নিকটেই অত্যন্ত প্রীতিভাজন করিয়া রাখিয়াছে।

হে সত্যসার! তুমি সামাজিকতা ও শিষ্টাচার-নিপুণতায় সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করিলেও "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—এই কথার মর্ম্ম জানিয়া গুরুবৈষ্ণবের বিরোধকারীর অসচ্চেষ্টাকে কোনও দিন প্রশ্রয় দাও নাই। তুমি বজ্রমন্ত্রে অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া বিরুদ্ধবক্তার জিহ্বাস্তম্ভনরূপ ছেদনক্রিয়া দ্বারা শ্রীল জীবপাদের আদেশবাক্যের মর্য্যাদা শিক্ষা দিয়াছ সত্যবিরোধিগণের প্রতি তোমার এইরূপ দণ্ড বা উপেক্ষা কৃপারই পরিচায়ক।

হে শান্ত! তুমি যথার্থ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছ। তুমি কৃষ্ণভজন বাদ দিয়া ফল্গুত্যাগীর শুষ্কব্রহ্মচর্য্য বা ভোগীর ইন্দ্রিয়চালনাকে কোনও দিন বহুমানন কর নাই। তুমি প্রপঞ্চে কৃষ্ণসেবানুকূল বৃহদ্ব্রতীর পবিত্রজীবন যাপন করিয়াছ।

হে অমানিন্! তুমি ধনীর সন্তান হইয়াও হরিসেবার জন্য দীনবেশ ধারণ করিয়াছিলে। আমরা দেখিয়াছি যে, তুমি শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার সময় হরিগুরু-সেবা

কার্য্যে আবিষ্ট হইয়া নগ্নপদে গৌরজনের পদাঙ্কানুসরণ করিতে। তোমার বৈরাগ্যের আদর্শ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

হে স্থির! তুমি গুরুগৌরাঙ্গসেবায় এতদূর প্রতিষ্ঠিত ছিলে যে, কোন প্রতিকূল অবস্থাই তোমাকে সত্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" যুগে তুমি ভূম্যধিকারীর সন্তান হইয়াও গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র অপমান বোধ কর নাই। পরন্তু পরমহংস-বৈষ্ণব-দাস সমগ্র ব্রাহ্মণের ইহাই একমাত্র বৃত্তিরূপে উপলব্ধি করিয়া ঐরূপ সেবাকার্য্যে পরম গৌরব অনুভব করিতে।

হে মৈত্র! তুমি অত্যল্পকালের মধ্যেই তোমার পরমারাধ্য প্রাণাভীষ্ট-দেবতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেবকগণকে তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছিলে। আজ তাঁহারা তোমার বিরহে কাতর।

হে পরমযোগিন্! তুমি প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বেই স্বীয় নিত্যলীলাপ্রবেশের কথা স্বরচিত প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছ। আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই যে তুমি এত শীঘ্র নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবে। তুমি শ্রীগৌড়মণ্ডল ও নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীব্রজপত্তন অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি ও গান্ধর্ব্বিকা-কুণ্ডতট প্রাপ্ত হইয়াছ।

হে দয়িতদয়িত! আজ তোমার এই বিরহ-উৎসবে তোমার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তোমার একটী সাধ ছিল যে, এই গণেশ্বরপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত একটী শাখা মঠ স্থাপন করিয়া সমগ্র কাজলী ও হিজলী প্রদেশের ভোগদাবতপ্ত জীবকে হরিনামামৃত-শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া সেবানন্দে উদ্বুদ্ধ করা। তাহা আজ সফল হইয়াছে। তোমারই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, তোমারই পথের অনুবর্ত্তনকারী, তোমার হাতে গড়া কতিপয় গুরুসেবানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী ও ভক্তের অক্লান্ত চেষ্টায় আজ তোমার বাসনা সফল হইয়াছে। তাঁহারা তোমার ইচ্ছাপূর্ত্তিরূপা সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া তোমার প্রতি কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন। আজ সেই শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের তোমার মনোঽভীষ্ট শুদ্ধ গৌরবিহিত-কীর্ত্তন প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

হে দীনজন-বান্ধব বৈষ্ণব ঠাকুর! তুমি তোমায় নিত্য চিন্ময়ধাম হইতে তোমারই অনুগত দাসাভিমানে গৌরব-বোধকারী এই দীনজনগণের সশ্রদ্ধ-স্মৃতিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা নিত্যকাল তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গৌরজন-সঙ্গে নিষ্কপটে শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারি। আজ এই বিরহ-উৎসবে তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়া যেন আমরা সাক্ষাদ্ভাবে তোমার পবিত্র সঙ্গানুভব করিতে পারিতেছি।

"শ্রুতোঃ ফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্র সঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাভিখারী

তোমার—সতীর্থভ্রাতৃবৃন্দ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়া
ন যঃ শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবোঽস্য রুচিতম্।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন য-
স্তিরশ্চৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ সমূঢ়ো নরপশুঃ॥ ৪০

গৌরহরি পরেশ্বর করুণানিধান।
অত্যন্ত অযোগ্য জনে প্রেম করে দান॥
অলৌকিক প্রেমের উন্মদ রস সার।
পরম উদার গোরা করেন বিস্তার॥
সঙ্গ দিয়া জীবের করে শ্রদ্ধার উদয়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে চেতন লভয়॥
সেই সব ভাগ্যবানে মহাচমৎকার।
দান করে প্রেমানন্দ দুর্লভ ব্রহ্মার॥

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়া সহায়কারিণী।
সখী মঞ্জর্য্যাদি সেবা-সুখ-শিরোমণি॥
তার অনুগত মহাপ্রেম সুখরাশি।
ব্রহ্মাদি অগম্য অতো ভুঞ্জে তাহা দাসী॥
গৌর যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
হেন প্রেমানন্দ দান করে সেইক্ষণে॥
উদার গৌরাঙ্গে যার মতি না হইল।
হায়! নরপশু মায়া তাহারে মোহিল॥
গৌরচন্দ্র পরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্।
কলিতে গৌরাঙ্গ বিনা গতি নাহি আন॥
কেহ কৃষ্ণ ভজি বলে চৈতন্য ছাড়িয়া।
কেহ গৌর ভজে কৃষ্ণচরণ ভুলিয়া॥
এই দুই ভক্তপ্রায় অতিশয় মূঢ়।
সাধ্য সাধন বস্তু নাহি জানে গূঢ়॥
গৌর-অনুগত হৈয়া কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণেরে ভজিব গৌর না ত্যজি কখন॥
গৌর-অনুগত জন প্রেম পায় আশু।
এ হেন গৌরাঙ্গ নাহি ভজে নর-পশু॥
জড়রস-মোক্ষাদিতৃণ করয়ে চর্ব্বণ।
গৌরপ্রিয় করে প্রেমামৃত আস্বাদন॥ ৪০

আমাদের বক্তব্য

(পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাপ্ত প্রবন্ধ" সম্বন্ধে বক্তব্য)

আমরা প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং অনেকাংশে সত্যাবধারণে পটুতা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রথমমুখে গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়ের যে কয়েকটী অংশ সুষ্ঠুভাবে ধরিতে পারেন নাই, আমরা নিম্নে তদ্বিষয়ে একটী সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করিলাম।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় স্বয়ংই তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম নহে, ইহা নিখিল চেতন বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম বা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম"। সুতরাং উহা কোনও জাতিবিশেষ, সমাজবিশেষ, দেশ, কাল বা পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ, এমন নহে। কোনও সমাজ-বিশেষের অধিকাংশ লোক যে হিসাবে নিজদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী মনে করেন তাহাকে সামাজিকতা, লৌকিকতা বা ব্যবহারমাত্র বলা যাইতে পারে। ব্যবহার ও পরমার্থ দুইটী পৃথক্ বস্তু। বৈষ্ণবতা কিছু ব্যবহারিক নহে, উহা আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী বৃত্তি। কোনও সমাজের প্রত্যেক লোকই যে শুদ্ধ বৈষ্ণবতা গ্রহণ করিবেন, এমন নহে। প্রত্যেক-লোক দূরে থাকুক, দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, পিতা বৈষ্ণব, সেই পিতারই পুত্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, আবার পুত্র বৈষ্ণব, পিতার বৈষ্ণবতার বিন্দুমাত্রও নাই, আবার এক পিতার চারিটী সন্তান, তন্মধ্যে একটী মাত্র বৈষ্ণব, আর বাকীগুলি মহাবিষয়ী ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। সুতরাং বৈষ্ণবতা কোনও একটী সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, রসিকানন্দ প্রভুর সময়ে পশুকুলোদ্ভূত জনৈক হস্তীর বৈষ্ণবতার বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'গোপালদাস' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ প্রভুর কৃপায় কুক্কুরকুলে আগত একটী জীবের বৈষ্ণবতা জন্মিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর পর্য্যন্ত কৃষ্ণোন্মুখতা হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া গোপালদাসের পূর্ব্বপুরুষ, অধস্তন বা জাতিভাই হস্তিগণ যে বৈষ্ণবতা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নহে। শিবানন্দ সেনের কুক্কুর বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া তখনকার অন্যান্য কুক্কুর-গুলির বংশ বৈষ্ণব হয় নাই। সমস্ত ব্যাঘ্র-সিংহাদিই হরিনামপরায়ণ হইয়া যায় নাই। প্রহ্লাদ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার কৌলিক ও লৌকিক গুরু যণ্ডামর্ক বা দৈত্য-সমাজ বৈষ্ণব হন নাই। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ও সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সকলে বৈষ্ণবতা লাভ করেন নাই। যিনি আনুগত্য সহকারে সর্ব্বাত্মার দ্বারা নিষ্কপটে হরিকে ভজনা করিবেন তিনিই বৈষ্ণব। এইরূপ আনুগত্য বা নিষ্কপটতা কোনও একটি বিশেষ সমাজের সকল বা অধিকাংশ লোকই যে গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমি

নিজে ভাল হইলে আমার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া সুকৃতিমান্ ব্যক্তিমাত্রই ঐ আদর্শ গ্রহণে উৎসুক হইবেন।

এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার॥" যিনি বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সমাজ দেহাত্মবাদী ব্যক্তির দেহসম্পর্কীয় সমাজের ন্যায় অত সঙ্কীর্ণ নহে। বৈষ্ণবের সমাজ পারমার্থিক সমাজ। বিশ্বের সকল বৈষ্ণবই তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু। তিনি সেই পারমার্থিক সমাজের সামাজিক। অবৈষ্ণব সমাজের কোনও ব্যক্তির সহিত তিনি নিজকে সম্পর্কিত মনে করেন না। এমন কি তিনি—"গৌরবিরোধী নিজজনে জানে পর"।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভাগবত কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সমস্বরে দুঃসঙ্গ উন্মূলিত করিয়া সৎসঙ্গে হরিভজনকেই বৈষ্ণবতা লাভের পথ বলিয়াছেন।—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এই সকল বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃসঙ্গের মূল "উৎসৃজ্য" সর্ব্বতোভাবে উৎপাটিত করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সাধুগণে আসক্ত হইতে বলিয়াছেন। দুঃসঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র আসক্তি বা দুঃসঙ্গের মূল সামান্য অংশে থাকিলেও পুনরায় ঐ দুঃসঙ্গরূপ বিষবৃক্ষ গজাইয়া উঠে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "কৌলিক দীক্ষাগুরুর মধ্যে অধিকাংশই অনর্থযুক্ত সংসারী। কাজেই এই গুরুতা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে কৌলিক গুরু 'বহাল' রাখিয়া সেবোন্মুখ ভক্তের জন্য নিষ্কিঞ্চন গুরুর নিকট শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকিলে কুলগুরুদের মধ্যেও একটা সংশোধনের প্রেরণা আসিতে পারে, শিষ্যদের মধ্যেও দীক্ষার উপযুক্ত হওয়ার জন্য একটা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে।" এরূপ বিচার দুঃসঙ্গের মূল বজায় রাখিয়া সৎসঙ্গগ্রহণাভিনয় মাত্র। প্রকৃত গুর্ব্বাশ্রয় বা সৎসঙ্গানুগত্য নহে। রোগী যদি সদ্বৈদ্যের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিতে গিয়া বলেন, "আমি আপনার ঔষধ সেবন করিব, কিন্তু আমার স্নেহময়ী জননীদেবী স্নেহভরে যে সকল কুপথ্যাদি প্রদান করিবেন তাহাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিব, এই বিচারও তদ্রূপ। ঔষধ ও কুপথ্য যুগপৎ গ্রহণ করিলে যেরূপ রোগীর উপর ঔষধের ক্রিয়া না করিয়া কুপথ্যের ক্রিয়াই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ অসদ্গুরুকে বহাল রাখিয়া অর্থাৎ দুঃসঙ্গের মূল রাখিয়া বা অসৎসঙ্গে আসক্তি রাখিয়া যদি সৎসঙ্গ গ্রহণের অভিনয় দেখান হয়, তাহাতে অসৎসঙ্গেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই তত্ত্ব। অদ্বয়জ্ঞানে ভেদ-বিচার দ্বিতীয়াভিনিবেশোত্থ বিচার মাত্র। কৃষ্ণই ত্রিবিধ গুরুরূপে জীবকে কৃপা করেন। (১) দীক্ষাগুরু, (২) শিক্ষাগুরু ও (৩) বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু। 'আমার দীক্ষাগুরু অনর্থযুক্ত সংসারী, ব্যবসায়ী, বিষয়ী, আমাকে স্বীয় আচরণের দ্বারা শিক্ষাদিতে অপটু সুতরাং অপর কোন ব্যক্তিকে আমার মনোমত বিচারে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া লইব এবং আমি অসদ্ব্যক্তিকে গুরুরূপে বহাল রাখিয়া গুরুকে সংশোধন করিব অর্থাৎ গুরু ও বলিব আবার গুরুর উপর গুরুগিরিও করিব, সোজাকথায় গুরুকে শিষ্য করিব'—এইরূপ বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই আমার যে গুরুত্যাগ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া জাগতিক অমঙ্গলের ভয়ে, সৎসাহসের অভাবে, বাস্তব সত্যের প্রতি অনাস্থায় নামমাত্র কৌলিক গুরু বজায় রাখিবার যে চেষ্টা দেখাইয়া থাকি তাহা আমাদের আত্মবঞ্চনা বা কৈতবমাত্র। আর ঐরূপ কৈতব লইয়া সৎশিক্ষা গুরুগ্রহণের অভিনয় ও আত্ম-বঞ্চনার অপর দিক মাত্র। ঐরূপ কৈতব লইয়া আমাদের প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম লাভ হয় না। তাই গোস্বামিপাদগণ বলিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

—অর্থাৎ অবৈষ্ণবের (আত্মবৃত্তি অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি হইতে ভ্রষ্ট, লোক-দেখান মালাতিলকধারী বৈষ্ণবব্রুবের) উপদিষ্টমন্ত্রের দ্বারা নরকে যাইতে হয়। সুতরাং পুনরায় বিধিপূর্ব্বক সম্যগ্‌ভাবে বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ"—অর্থাৎ ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগ দ্বারাও পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রীল

জীব গোস্বামী প্রভু ব্যবহারিক বা কৌলিক গুরু 'বহাল' রাখিয়া পারমার্থিক শিক্ষা-গুরু গ্রহণের পরামর্শ দেন নাই বা কোন বৈষ্ণব আচার্য্য এরূপ আচরণ করেন নাই। আমরা যদি সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্য দেব, জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ, আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বা গোস্বামিপাদগণের আচরণ লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, তাঁহারা কেহই ব্যবহারিক গুরু 'বহাল' রাখিয়া পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়ের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। সকলেই সদ্‌গুরুর আনুগত্য-লীলা প্রদর্শন করিয়া বদ্ধজীবকুলকে সেই আদর্শ অনুবর্ত্তন করিবার জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তি-আচার্য্যগণের সময়েও দেখিতে পাই যে, আচার্য্য শ্রীবলদেব প্রভু বা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কোনও নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতসন্তানব্রুবকে তাঁহাদের দীক্ষাগুরুরূপে বা শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করেন নাই। তাঁহারা যে সময়ে প্রকট ছিলেন, সেই সময় নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত বংশ্য ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাঁহারা অবলীলাক্রমেই কোন ও না কোন নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতবংশব্রুবের নিকটে অভিগমন এবং কৃপা ভিক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও এইরূপ অসদাচারের প্রশ্রয় দেন নাই, সকলেই সদ্‌গুরু গ্রহণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীরাধাদামোদর দাস নামক একজন কান্যকুব্জীয় কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৈষ্ণবাচার্য্যপাদ শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট কৃপা প্রাপ্ত হন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-বংশ্যগণ বর্ত্তমান থাকিতে আচার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তী ও বলদেব প্রভু এইরূপ আচরণ দ্বারা আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন? আর যাহাদের নিকট তাহারা দীক্ষালীলাভিনয় প্রদর্শন করিলেন, তাঁহারাও ঐ আচার্য্যদ্বয়ের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে কোনও 'কুলগুরু' ছিলেন না। কুলগুরুপ্রথা কোন বৈষ্ণব-আচার্য্যই স্বীকার করেন নাই। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সকলেই একবাক্যে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিবার জন্যই আদেশ করিয়াছেন।

তবে কোনও ব্যবহারিক গুরুর কুলে যদি কোনও সত্য সত্য মহাজন উদিত হন, তাঁহাকে যে অসদ্‌গুরু-পর্য্যায়ে গণনা করা হইবে তাহাও নহে। মোটকথা এই—বৈষ্ণবতা আত্মার বৃত্তি, উহা শুক্রশোণিতের বৃত্তি নহে। শুক্রশোণিতে বৈষ্ণবতা আবদ্ধ করিবার প্রয়াস প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার। হিরণ্যকশিপুর কুলে প্রহ্লাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া যে প্রহ্লাদকে অবৈষ্ণব বলিতে হইবে, তাহা নহে। আবার শ্রীবিষ্ণুর পরম বিশ্রম্ভভাজন ভক্ত ভৃগুর পুত্ররূপে শুক্রাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে বলির ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসু শিষ্য কুলগুরু বলিয়া সেই অসদ্‌গুরুকেই গুরুপদে 'বহাল' রাখিবেন, তাহাও নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সন্তানব্রুবগণের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন —"দ্বিধাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্।" অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী দ্বিবিধ—সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহী। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যজীবনগণকে প্রণাম করি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু "পাতনা" বা তুষ "উড়াইয়া" শস্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অসার তুষকে তণ্ডুল বলিয়া গ্রহণ করিলে দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনে বঞ্চিত হইতে হইল। অতএব সাবধান! সাধু সাবধান্!! "তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।"

প্রেরিত পত্র

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন এই যে—

সুপ্রসিদ্ধ "আনন্দ বাজার' পত্রিকায় বিগত ১৬ই ফাল্গুনের সংখ্যায় "বৈষ্ণব কবির মর্ম্মকথা" নামক প্রবন্ধটী প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য কি? ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। চিদানন্দময়ী মধুরলীলার স্বপ্রকাশত্বের হানি করিয়াছেন। "বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সহজিয়া প্রেমের সাধনা চলিয়াছিল" এ কোন গবেষণা? "সহজিয়া প্রেমলীলার জন্য বহু নর-নারী প্রলুব্ধ হইয়াছিল" এই কি বাংলার ও বৈষ্ণব কবির মর্ম্ম কথা? প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের প্রকাশ হইয়াছে— "শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা হাওয়ায় উড়িয়া আসে নাই"— এটি কোন সিদ্ধান্ত? আনন্দবাজার পত্রিকায় এমন

প্রবন্ধও অবশেষেস্থান পাইল ! বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। যে-ধন কত কান্নার পর আপনি বাংলার ভাগ্যে প্রকাশ পাইল, আজ কিনা সেই শ্রীশ্রীযুগলবিলাসরূপধন "প্রাকৃত হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে" বলিয়া 'আনন্দ বাজার' পত্রিকা হেন দৈনিকে স্থান পাইল !

কোথায় আছ গোস্বামিগণ ! কোথায় আছ বৈষ্ণব-কবিগণ ! কোথায় আছ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুদ্বয় ! কোথায় আছ শ্রীশ্রীরাধাভাব-কান্তি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ ! এই ভীষণ যুগে আবার প্রকাশ পাও ! বাংলার সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, এই প্রেম নৃলোকে না হয়" আজি সহজিয়া প্রেম সাধনার চরম ফল হইয়া দাঁড়াইল।

"গোবিন্দ দাসের কড়চা' অবলম্বনে ডাক্তার দীনেশ বাবু, অতি কৌশলে শ্রীচৈতন্যচরিত্র চিত্রিত করিয়া এবং সহজিয়াগণের ঘৃণিত কীর্ত্তি অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্ত বিলাস নামক পুস্তক অবলম্বনে গোস্বামীদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে এক একটি নায়িকার নাম জুড়িয়া দিয়া কি ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন ! আবার "বৈষ্ণব কবির মর্ম্মকথা" নামক প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় ও তৎপ্রণীত "বৈষ্ণব কবিতায়" পদ্যছন্দে বৈষ্ণব কবির মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাব-ব্যাধিগ্রস্ত দেখিয়া আজ তাহার ভাগ্যে যে দুই জন ডাক্তার চিকিৎসার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে সহজিয়া প্রেমসাধনা ও সহজিয়া-প্রেমের লীলা আবার বাংলার ঘরে ঘরে চলিবে ? শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলা ত' কথার কথা। শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন যথা—

"রাধা কৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর" আজ বাংলার নর নারী—সহজিয়া প্রেমসাধনায় ও সহজিয়া-প্রেমলীলায় তাহা লাভ করিবে, এই কি শিক্ষা ! এই কি দীক্ষা !

রাধা—পূর্ণশক্তি ; কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ ॥

ইহাই বৈষ্ণবের মর্ম্ম বস্তু ও উপাস্য। আমাদের উপাস্য নিয়া এইরূপ বিদ্রূপ করায়, বাংলার প্রসিদ্ধ দুই জন ডাক্তার, একজন গদ্যে আর একজন পদ্যে গদ্যে, কেবল আপনাদের রুচির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু ডাক্তারদ্বয়ের সুমতি দিউন ! ভাগ্যে থাকিলে জাতি আপনিই বাঁচিবে। কথায় বলে— "মূর্খ বৈদ্য যমের স্বরূপ"

বিনীত সেবক
শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়
ফরিদাবাদ, ঢাকা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" কিন্তু কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট-ব্যক্তিগণের স্বভাবই এই যে, অপ্রাকৃত-বস্তুকেই প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিয়া অর্থাৎ মাপিয়া বা ভোগ করিয়া লইবার চেষ্টা। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিবার চেষ্টাকেই সাত্বতগণ 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি' বলিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত বস্তুতে যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই—এই কথা প্রাকৃত-ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে না। তাহারা মনে ভাবেন, যখন আমরা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক বা মনের দ্বারা সব বুঝিয়া লইতে পারি, তখন অপ্রাকৃতবস্তু বলিয়া আবার কি থাকিতে পারে ; কিন্তু অপ্রাকৃতরসের রসিকগণ বলেন,—"অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ) অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বে বা সিদ্ধান্তে অভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, অন্যাভিলাষী বা মিছাভক্তগণের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে আচার্য্য শ্রীরূপপ্রভু ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অপ্রাকৃত কামদেব মন্মথমন্মথ ভগবানের মধুর লীলাকথা আজ কাল একটা খেলো জিনিষ, হাটে বাজারের পণ্যদ্রব্য এবং লোকের বিলাসিতার বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু রাসপঞ্চাধ্যায়ের অতি প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "**তত্তাদৃশভক্তৈরেবৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। শ্রীশুক উবাচ পাঠেতু * * তত্তাদৃশ চিত্তৈরেব শ্রোতব্যমিদমিতি ব্যঞ্জিতম্** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিক মধুরলীলা শ্রীল শুকদেব-

গোস্বামী প্রভুর ন্যায় ষড়্বেগবিজয়ী ভগবৎপ্রেমিক, ইতর-বাসনা-শূন্য, নিবৃত্ততৃষ মুক্তভক্তগণই শ্রবণ করিবার অধিকারী, ইহা সূচিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের আত্মবৃত্তি জ্ঞান কর্ম্ম অন্যাভিলাষ প্রভৃতি নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমকোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ চিত্তেই এই সকল মধুর লীলার কথা শুনা যায়। সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"
—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

—যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র, তাহারা কখনও ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলা মনের দ্বারাও অনুকরণ করিবে না। কারণ তাহাদের মন অনর্থযুক্ত। রুদ্রই কালকূট পান করিতে সমর্থ, অরুদ্রব্যক্তির উহা পান করিবার প্রয়াস মৃত্যুর চেষ্টা মাত্র। বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধ-প্রচারের মূলপুরুষ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"যে সকল ব্যক্তি স্থূলদেহ-গত-সুখকে বহু-মানন করতঃ চিন্ময়-দেহ-গত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এসব কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না। কেননা, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় **অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন' নয় আদর করিয়া সহজিয়াভাবে অধঃপতনলাভ করিবেন।"** (চৈতন্যশিক্ষামৃত ২য় ভাগ ৩য় সংস্করণ ৭৪ পৃঃ।)

বর্ত্তমানযুগে শ্রীমদ্ভাগবতের আদেশ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ, আচার্য্য গোস্বামিপাদগণের উপদেশ ও মহাজন-গণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলাকে নানাভাবে বিলাসের দ্রব্যরূপে পরিণত করায় জগতে যে কতভাবে নাস্তিকতা ও ব্যভিচারের পূতিগন্ধ বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী, অপ্রাকৃত-চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য-কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কতিপয় পবিত্রতমচরিত্র অন্তরঙ্গভক্তের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন, আজ সেই লীলা কামুকগণের বিলাসের বস্তুরূপে পরিণত। আজ প্রাকৃত জড়সাহিত্যিকগণ অপ্রাকৃত চিৎসাহিত্যকে অবৈধরূপে তাঁহাদের ভোগ্যবস্তু ধারণা করিয়া নিজেরা চিরবঞ্চিত ও জগতের প্রতি হিংসা-পরায়ণ। প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণের ধারণা—প্রাকৃতই অপ্রাকৃতে পরিণত হয়। এইরূপ বিচার নাস্তিকতা বা বৌদ্ধবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপ্রাকৃতের হেয় প্রতিফলনই প্রাকৃত। প্রতিফলিত বস্তু বলিয়া অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু উহা অপ্রাকৃত নহে। প্রাকৃতে হেয়তা, অবাস্তবতা, বঞ্চনা, অবরতা, নশ্বরতা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। সুতরাং ছায়াকে সত্য-বস্তু মনে করিলে বা ছায়ার অনুসরণ করিলে কখনও সত্যবস্তু লাভ হইতে পারে না।

"বৈষ্ণবকবির মর্ম্মকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন কবিশেখর মহাশয় যে সকল প্রাকৃত সাহজিক বিচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রবন্ধের বর্ণে বর্ণে, প্রতি শব্দবিন্যাসে নাস্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে নাকি? একথা তিনি বা তাঁহার ন্যায় সমানচিন্তা-স্রোতবিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ বুঝিতে পারিবেন কিনা জানি না। তিনি তাঁহার প্রাকৃত গবেষণা হইতে যে অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা অনুমান করিতে বসিয়াছেন, উহাতে তিনি "শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া ফেলিয়াছেন" মাত্র। তিনি যদি বুঝিতে পারিতেন যে, ভক্তি আত্মার নিত্যা শুদ্ধা অপ্রতিহতাবৃত্তি, উহা প্রাকৃতসাহিত্যিক বা কবির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা নহে, তাহা হইলে তিনি ঐ সকল কথার অবতারণা করিতেন না। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা। গোলোকের প্রেমধন উন্নতোজ্জ্বলরস জগতে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ এরূপভাবে বিতরণ করেন নাই। তিনি যদি প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আগমনের কারণ ও তাঁহার বৈশিষ্টগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি হইত না। তিনি চৈতন্যভক্তগণের চরণে নানাবিধ অপরাধ করিয়া চৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চৈতন্যদেবকে প্রাকৃত সাহিত্যিক চিন্তাস্রোতে লইয়া বুঝি-বার চেষ্টা করিয়া অচৈতন্য বস্তুকেই বুঝিয়াছেন, চৈতন্যকে একটুও বুঝিতে পারেন নাই! আশা করি, তিনি এই সকল কথা অনুধাবনপূর্ব্বক তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিবেন এবং তাঁহার সাহিত্যপুস্তকাদিতে যে সকল বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধজনক কুসিদ্ধান্তপর বাক্য

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলি সংশোধিত করিবার জন্য অচিরেই সচেষ্ট হইবেন।

মহতের দণ্ডই দয়া

মহতের দণ্ড কি দয়া নহে? দুর্জ্জন নিজ দুষ্কর্ম্মের দ্বারা জীব-জগতে যে ঘোর অশান্তি উৎপাদন করে; যাহা হইতে সে আপনিও আপনার অনন্ত দুঃখের কারণ হয়; তাহা রোধ করিবার জন্য যদি কোন জগদ্ধিত মহাত্মা ঐ দুর্জ্জনকে তাহার উপযুক্ত কোনও দণ্ড প্রদান বা তাহার বিধান করেন, তবে তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত 'জীবে দয়া'-রূপ পরম ধর্ম্মই কি প্রত্যক্ষ হয় না? তাহা কি প্রতিহিংসা-পর পাষণ্ডের, অথবা স্বভাব-ক্রূর কুজনের পরপীড়ন-সদৃশ পাপাচার? ব্যাধিতের অঙ্গে বিজ্ঞ ভিষকের যে আবশ্যক অস্ত্রোপচার, কিম্বা, গঠনকার্য্যে গঠনীয় ধাতুপিণ্ডাদির উপর সুদক্ষ শিল্পীর যে আঘাত, তাহা কি আততায়ীর অস্ত্রাঘাত অথবা ধ্বংসকারী দস্যুর দণ্ডাঘাত হইতে অভিন্ন? তাহা কখনই নহে। প্রকৃতিস্থ জন কখনও এরূপ দর্শন করেন না। বাহ্য দর্শনে বা মোহান্ধ নয়নে ঐ উভয়বিধ ব্যাপার একই প্রকার দেখাইলেও, পরিণামদর্শী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ঐ দ্বিবিধ বিষয়ে স্বর্গ-নরক প্রভেদই প্রত্যক্ষ করেন।

অভিন্ন-বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তদীয় অমিত বৈভব বৈষ্ণবগ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে, চিরোজ্জ্বল জীবন্ত ভাষায়, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দাকারী মহাপরাধী পাষণ্ডের প্রতি, তাহার এবং সমগ্র জীব-জগতের পরম-হিতার্থ, যে সকল অনন্যসম্ভব, অপূর্ব্ব উচ্চোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেও মায়া-বঞ্চিত মূঢ়জন, তাঁহার অবৈষ্ণবোচিত দম্ভাদি দোষ দর্শন করিয়া অনন্ত কুম্ভীপাকের পথ প্রশস্ত করে। তাঁহার সেই অব্যাহত মহাবাক্যের প্রতি বর্ণে যে কি পরম-মঙ্গল মহামৃত অজস্রধারে অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা-প্রাপ্ত ভাগবত মহাত্মা ব্যতীত অন্য আর কে প্রত্যক্ষ করিবে,—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া কৃতার্থ হইবে?

ঐ শুন,—ঐ শুন সুধী পাঠক, সেই মেঘ-মন্দ্র মহাগম্ভীর সুগভীর শব্দ অনন্ত-প্রবাহে অনন্ত গগনে নিত্য প্রবাহিত হইতেছে,—দুর্জ্জনের দুর্ভেদ্য মোহ-পর্ব্বতে প্রদীপ্ত দম্ভোলির ন্যায় প্রবেশ করিতেছে,—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮, অন্ত্য ৬ অঃ)।

একবার নহে, বারবার এই উক্তি আছে। এমন একটি নহে, বহু আছে। আমরা এই বিষয়টি লইয়া আজ একটু আলোচনা করিব। দেখিব,—জগন্মঙ্গল মহাভাগবতের জীব-হিত-কল্পে এই রূপ দণ্ডবিধি দণ্ড্য জনের প্রতি কি অহৈতুকী কৃপার পরিচয় স্থল। আর, যে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম-রজের কণা মাত্র পাইবার জন্য ভুবন-বন্দিত দেবতাগণ, আভাস মাত্র অঙ্গ-স্পর্শ পাইবার জন্য পতিত-পাবনী জাহ্নবীও যত্নবতী; সেই সর্ব্বজন-সেব্য বৈষ্ণবের কৃপাদণ্ড, শ্রীকর প্রহার বা শ্রীপদপ্রসাদ, অবিদ্যা ব্যাধি-গ্রস্ত দুঃস্থ জীবের যে কি দুর্ল্লভ অমোঘ মহৌষধ তাহাও মহাজন-চরিত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিব।

পাঠক, মনে হয় কি,—শ্রীধাম নীলাচলে, সেই রথযাত্রার দিনে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শনে আত্মহারা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান অমাত্য—তাঁহারি পার্শ্বগত সেই হরি-চন্দনের গণ্ডে গৌর গত-জীবন শ্রীবাসের সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত? স্মরণ কর,—

"হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥

ভাগ্যবান্ তুমি ইহাঁর হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১৩শ অঃ)।

হায়, উচ্চপদের অহঙ্কারে মত্ত হরিচন্দন দীনবেশ শ্রীবাসের মহিমা কি জানিবে? সে তাহার রাজাকেই বড় বলিয়া জানে; তাঁহার রাজোচিত ঐশ্বর্য্যই তাহার বুদ্ধিতে একমাত্র বহুমান্য ও বাঞ্ছনীয় বস্তু। তাই, আজ সে সেই রাজার সম্মুখে—তাঁহার মুখ-দর্শন-পথে ঐ কাঙ্গাল বৈষ্ণবকে প্রতিবন্ধক-রূপে দর্শন করিয়া, সেই অবরোধ অপসারিত করিতে বল প্রয়োগ করিল। সে জানিত না, কোন্ অপরাজিতা মহাশক্তির প্রতিকূলে কত ক্ষুদ্র কি শক্তি লইয়া সে বিজয়াভিলাসী হইয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; অধিকন্তু, সে একজন বিদেশী ভিক্ষুর দ্বারা সেই লক্ষ লক্ষ লোক-সমক্ষে প্রহৃত হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে জগৎ অন্ধকার দেখিল। তাহার উচ্চ সম্মানে সেই অভাবনীয় আঘাত, পলক-মধ্যে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। প্রহারের প্রতিদানে তৎক্ষণাৎ সেও একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইতে উদ্যত হইয়া উঠিল। তাহার মূর্খতা লক্ষ্য করিয়া মহাশয় মহারাজ প্রতাপরুদ্র, কিন্তু, শিহরিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণব-মহিমা অন্য আর কে বুঝিবে? তিনি অবিলম্বে তাঁহার সেই মোহান্ধ অমাত্যকে নিবারণ করিয়া অতি দীন ভাবে কহিলেন,—

"ভাগ্যবান্ তুমি ইহাঁর হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই, তুমি কৃতার্থ হইলা॥"

শ্রীবাসের এই শ্রীকর-প্রসাদ হইতেই হরিচন্দনের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। তখন তিনিও বুঝিয়াছিলেন, সেই কাঙাল গৌরজন তাঁহাকে প্রহার করিয়াও কি উপহার দিয়াছিলেন,—কত দয়া করিয়াছিলেন!

এইরূপ আর একটি কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

রাজগড়ে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ নামে এক মহাপ্রতাপ দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। পরম-সৌভাগ্য-ক্রমে একদা শ্রীল শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ ঠাকুর সশিষ্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ঐ দুর্দ্দান্ত রাজাকে পরম বৈষ্ণব করেন। পরে, একদিন রাজা শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে ভাগবতামৃত পান করিতে ছিলেন; এমন সময়, তাঁহার এক কর্ম্মচারী কোন রাজকার্য্য লইয়া তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ভাগবতে অমনোযোগী হইয়া সেইদিকে লক্ষ্য করিলেন। অমনি প্রভু রসিকানন্দের প্রিয়শিষ্য দ্বিজবর শ্রীরামকৃষ্ণ সভামধ্যে উঠিয়া রাজাকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিলেন, যে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সর্ব্বনাশ!—চক্ষের পলকে ঝন্ ঝন্ শব্দে সর্প-জিহ্বাসম শতাধিক উলঙ্গ অসি সেই অসমসাহসী দ্বিজ-রাজের শিরোলক্ষ্যে উদ্যত হইয়া উঠিল! মার্—মার্ শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল! ঘোর কোলাহলে মহা-রাজের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; তিনি অবস্থা বুঝিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া তীব্রভাবে সকলকে নিবারণ করিলেন। এবং সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন;—

"সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ বিনা আর যত গরল ভক্ষণ॥
কৃষ্ণকথা সন্নিধে যে অন্য কথা শুনে।
সেই বড় মহাপাপী পড়ে ঘোরতমে॥
শ্বান শূকর হেন বুদ্ধি জানিহ তাহার।
স্বর্ণ স্থালি অন্ন ছাড়ি ঝুটা খাইবার॥
অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল ভোজন।
কৃষ্ণ-কথা ছাড়ি অন্য দিকে হৈল মন॥
উচিত এ দণ্ড অপরাধ অনুসার।
আজ রামকৃষ্ণ ভাই করিল উদ্ধার॥
অতি বড় স্নেহ মোরে জানিনু অন্তরে।
চৌরাশী হইতে মোরে করিল উদ্ধারে॥"
(রসিকমঙ্গল দঃ বিঃ ১৬শ লঃ)।

পরম-দয়াল দ্বিজবর তখন মহারাজকে গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবল প্রেমাশ্রু-ধারে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহারও নয়ন-বিগলিত প্রেমপ্রবাহে দ্বিজবর সিক্ত হইলেন। অবশেষে অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া মহারাজ তাঁহার সতীর্থ দ্বিজবরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"আহা, আমার এই কঠিন অঙ্গে আঘাত করিয়া এই কোমল করে কত না ব্যথা হইয়াছে!" আ-মরি-মরি,—এমন না হইলে, হরিজন বৈষ্ণবে এত প্রীতি না হইলে, কেহ কি হরিভক্তি লাভ করিতে পারে?

হায়রে মোহান্ধ হৃদয়,—তোমাকে আর কি বলিব? তোমার আজ এত অধঃপাত হইয়াছে, অবিদ্যাকুহকে তুমি আজ এত মুগ্ধ—এত অন্ধ হইয়াছ, যে, এমন পরম সুহৃদ সর্ব্বহিতৈষী বৈষ্ণব চরিত্রেও তুমি অযথা দোষ দর্শন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছ! তোমারি হিতার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই সকল জীবন্ত, জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও তুমি বুঝিবে কি,—দুষ্টের প্রতি মহতের দণ্ডও তাঁহার কত দয়া, কত মহত্ত্বের পরিচয়-স্থল; তাহার অভাবে কত অশান্তি কত অনর্থ অবশ্যম্ভাবী!

প্রাপ্তপত্র (রহস্য)

শ্রীল স্বরূপদামোদরের

হৃৎপিণ্ডফাটানোপলক্ষে

৪৯৭শ সনেটের খানিক

ছোড়ল তনু ফুফা নীরোগ হই।
হৃৎপিণ্ড ফাটাওল ছিলিম্ পিই॥
কুছ নাহি রোগ থা উন্‌কো দেহে।
কুছ নাহি ভোগ থা উন্‌কো গেহে॥
বর্গি বংশ মে পয়দা হুয়ে
রস গান শুন্ কর্ চল্ গয়ে॥
বর্গি বর্গি হাম্ কো বোল্।
বংশ চালানে নাহি কুছ গোল্॥
মারাটি ট্রি বর্গি ডর্‌তা লোক।
মাল্‌পো থাকে ছোড়ব শোক॥
ডেরা মেরা হায় বরমপুর লাগ্॥
লাব্‌রা খাতা ছোড়তা ছাগ্॥
হরি ভজো যব্ বোল্‌বে কোই।
আওবং অঞ্চল তব্ পাকড়ই॥
চৈতন্যচরণ বিস্‌কো সার।
মৈঁ নাহি ধর্‌তা উন্‌কো ধার॥
সংসার সার ভজন্ হামারা।
স্বরূপ গোঁসাই গুরু তোহারা॥
হৃৎপিণ্ড স্বরূপদামোদরকা।
জরুর ফাটাওঙ্গে হাম বীর লেড়কা

[ব্যাপার কি ভাল বুঝা যায় না। পরে আলোচ্য।]

গৌঃ সঃ

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫ সংখ্যার পর]

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি-
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

নামী শ্রীভগবান্ অহৈতুককৃপাপরবশ হইয়া নামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামে তাঁহার সকলপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। 'বহু প্রকার' শব্দে ভগবানের মুখ্য ও গৌণনাম, মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, গোপীজনবল্লভ; ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতিই মুখ্যনাম। আংশিক বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণনাম। ভগবানের মুখ্যনামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন। তাহাতে সকল শক্তি একাধারে অর্পিত আছে, গৌণনামসমূহে বিবিধ শক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

জগতের সকল শ্রেণীর লোকেরই হরিনামে অধিকার। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস উভয়েই নামাচার্য্য। নামসংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে একথা বলেন নাই, "তুমি যবনের ঘরে জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে হরিনাম করিও না।" তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন, "তোমরা উভয়েই সমভাবে জগতের প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিনাম প্রচার কর।" পূর্ব্ববিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত পরস্পর

ব্যবহার করেন, তবে তাঁহার ব্রাহ্মণতা নষ্ট হইয়া যায়। নিত্যানন্দপ্রভু উপাদায়। কংসবণিক, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, নবশাখ কিম্বা বিভিন্ন জাতির যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিতে হরিনাম প্রদান করিলেও পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু কিছু পতিত হন না। নিত্যানন্দ প্রভু কখনও উদরচেষ্টায় বা অর্থাদির লোভে নামাপরাধ প্রদান করেন না। তিনি শুদ্ধ-শ্রীনাম-দানে সমর্থ। তাই তিনি পতিতপাবন—জীবোদ্ধারণ। আর যাহারা 'অহংমম ভাব' লইয়া অর্থবিত্তাদির লোভে হরিনাম প্রদানের ছলে 'নামাপরাধ' প্রদান করেন, তাঁহারা নীচজাতির সংসর্গ-হেতু পতিত হইয়া যান। হরিদাস ঠাকুরও আচার্যের কার্য্য করিতে অযোগ্য ন'ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্ব্বজীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আভিজাত্য বা সামাজিক মর্য্যাদার সহিত পারমার্থিক উচ্চাবচভাবের সম্বন্ধ নাই। পারমার্থিকই প্রকৃত আভিজাত্যসম্পন্ন। অপারমার্থিকের সামাজিক মর্য্যাদা ছলাভিজাত্য-মাত্র, উহা হরিনাম গ্রহণের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত ও কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহাই উক্ত হইয়াছে।

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥"
"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।"
"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

"শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর জাতির মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে নাই। নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হরিনাম কীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই"—এরূপ কথা মূল পুরুষের আচরণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দাস কুলীনগ্রাম বাসী শ্রীরামানন্দ প্রভু বিশেষ মর্য্যাদাযুক্ত কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ ঠাকুরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে কুলে মহাভাগবত অবতীর্ণ হন, সেই কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন শতপুরুষ উন্নত হইয়া থাকেন, মধ্যম ভাগবত আবির্ভূত হইলে উর্দ্ধ ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ উন্নত হন, আর কনিষ্ঠ ভাগবত আবির্ভূত হইলে উর্দ্ধ ও অধস্তন তিনপুরুষ উন্নত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণব কর্ম্মফলের বাধ্য নন। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং ফলং কর্ম্ম শুভাশুভম্" প্রভৃতি বিধি ভক্তের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। পাপফলে কুষ্ঠরোগীর ঘরে অনেক সময়ে জীবের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্মলাভ হয়, আবার পুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপ্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট সামাজিক আভিজাত্য-লাভ হয়, কখনও বা শ্রীমানের ঘরে যোগভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মফলবশতঃ জীব জন্মগ্রহণ করেন। এই সকলই প্রাক্তন কল কর্ম্মমার্গের কথা। বৈষ্ণবের পক্ষে সেরূপ কথা নহে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন —

যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাও কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বা পাপ পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, কিন্তু নামস্ফূর্ত্তিমাত্রে সেই সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে অপগত হইয়া থাকে—এই কথাই বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তবে যে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হন, ব্যবহারিক চক্ষে মূর্খ রোগগ্রস্ত প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও মহদুদ্দেশ্য আছে। লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল উচ্চকুলেই আবির্ভূত হন, বলিষ্ঠ ও জাগতিক পণ্ডিতরূপেই বিরাজিত থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবেন। তাই ভগবান্ সকল লোকের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া অজ্ঞ জীবের প্রতি দয়া করেন। ইহা খেদার পালিত শিক্ষিত হস্তিনী প্রেরণ করিয়া বন্যহস্তী ধরিবার ন্যায় জানিতে হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিয়াছেন, —

"শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ২য়

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, ধন, কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে করিতে হইবে না যে, "ঐ ব্যক্তি পাপযোনি লাভ করিয়াছেন, কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নীচ-শূদ্র, কুলে উদ্ভূত হইয়াছেন।" পরন্তু জানিতে হইবে যে তিনি নীচকুল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা রহস্য করিয়াও বলিয়া থাকি, —"ইনি কোন্ কুল পবিত্র ক'রেছেন!" কোন মহাপুরুষ কলিযুগের একমাত্র সাধন প্রণালীতে যদি সিদ্ধিলাভ করেন, তবে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

বাগনানে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ পুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত বাগনানে হরিকথা প্রচার করিবার জন্য শুভ বিজয় করেন। স্বামিজী মহারাজ গত মাঘ মাসের শেষভাগে বাগনান পুরাতন হাই ইংলিশ-স্কুলে 'ভাগবত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল এম, এ, ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী তথা অপরাপর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই 'ভাগবত' সম্বন্ধে স্বামিজীর অপূর্ব্ব গবেষণা ও উপলব্ধির কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। তৎপর দিবস স্বামিজী গুণানন্দপুর ভিঃ পিঃ স্কুলে বক্তৃতা করেন। তৎপর বড়র ও খোলনা গ্রামে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বীরভূমে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ গত এক সপ্তাহ কাল বীরভূম জিলার অন্তর্গত কীর্ণাহার ও লাভপুর গ্রামে শ্রীহরির বীর্য্যবতী কথা কীর্ত্তন দ্বারা বিষয়বিষানলদগ্ধ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা রতি ভক্তির উদয় করাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভক্তিভাজন হইয়াছেন। পরদুঃখদুঃখী বিষয় পিপাসুগণের হরিবিমুখজনের পরমসুহৃদ্ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ গুরুসেবাপরায়ণ পুরীগোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা লাভপুর বাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ধনীদরিদ্র, ছোটবড়, হিন্দু মুসলমান নরনারী সকলেই সাশ্রুনয়নে শ্রবণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছেন। লাভপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরমযোগ্য ষষ্ঠী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও শ্রীযুক্ত জলধর ঘোষ রায় চৌধুরী সার্কেল অফিসার মহোদয়ের আন্তরিক উৎসাহে লাভপুরের ঠাকুরবাড়ীতে দুই দিবস ভাগবত পাঠ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামীদ্বয় তাঁহাদের শ্রীগুরুদত্ত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমদ্বন মহারাজের বক্তৃতা ও সকলকেই বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও মহিলাগণকে প্রবুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির পথে যথেষ্ট আকর্ষণ করিয়াছেন।

উক্তস্থানে প্রচার শেষ করিয়া শ্রীদ্ পুরী মহারাজ ও বন মহারাজ সিউরী সহরে শুভাগমন করিয়াছেন। তথায় বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহে রমারঞ্জন টাউনহলে ১৬।৩।২৬ তারিখে বক্তৃতা করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ভক্তগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। সিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত জয় লাল উকিল, সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীনির্ম্মল নাথ বন্দোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উদারহৃদয় উচ্চপ্রাণ ব্যক্তিগণ হরিকথা কীর্ত্তনপ্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্।

গত ২রা চৈত্র পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সিউরী "রামরঞ্জন টাউন হলে" বহু জজ্, সব্‌জজ্, ডেপুটী, মুন্সেফ উকীল মোক্তার জমিদার তালুকদার এবং বহুশিক্ষিত সাধারণ সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় মণ্ডিত সভায় জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বিবর্ত্তবাদ ও শক্তিপরিণামবাদের শাস্ত্রযুক্তিপ্রমাণে শুষ্ঠু বিচার ও বাগ্মিতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতৃমাত্রই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ছাতকে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা এবং গৌড়ীয়পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দাবয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ছাতকে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন,

গৌরীপুর ষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যপ্রিয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের মুখে হরিকথা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের লোকহিতকর কার্য্যের প্রতিও বিশেষ উৎসাহ আছে। তাঁহারা বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল করুন্!

জামালপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ জামালপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই স্বামিজীর শুদ্ধকথামৃত পান করিয়া নূতন জীবন লাভ করিতেছেন। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারী মহোদয় প্রচারকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করুন্।

ভুমরিয়ায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ গুরুসেবানিরত কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ভুমুরায়ে পদার্পণ করেন। তাঁহারা তথায় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় অনেকব্যক্তি নানকের মত গ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি অনেকটা উদাসীন ছিলেন। স্বামিজীর কৃপায় সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের নির্ম্মলত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্বামিজী শ্রৌতযুক্তিমূলে বিভিন্ন মতবাদসমূহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া শুদ্ধাভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসিমাত্রেই স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের চেষ্টা ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতপ্রবর স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিত শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রচারকার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ।

"প্রতিষ্ঠা উৎসব—কাঁথি মহকুমার গড়চীরুলিয়া নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ যুবক জমীদার ভবানীচরণ পাহাড়ী গত বৎসর নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অকালে প্রয়াণ করিয়াছেন। ভবানীচরণ দেশভক্ত সদুৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি উক্ত মঠের সেবকরূপে আত্মনিয়োগ করায় মঠ হইতে তাঁহার নাম শ্রীভাগবতজনানন্দ রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই ভবানীচরণের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার জন্মপল্লীতে "শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ" নামে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই মঠ নবদ্বীপধামের মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধীনে পরিচালিত হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম, আগামী ১৯শে চৈত্র শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস ব্যাপী এই মঠের উৎসব চলিবে। এতদুপলক্ষে বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয় বহু পণ্ডিত ও ভক্তশিষ্য সহিত ১৯শে চৈত্র উক্ত মঠে উপস্থিত হইবেন। এই উৎসবে ভগবৎ ও ভক্তগুণ কীর্ত্তনাদি হইবে। ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহাশয় সকলকে এই মহোৎসবে যোগদান জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমরা আশা করি, উৎসবকার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইবে।" নীহার ১৬ই চৈত্র ১৩৩২ সন।

কতিপয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী সদাচারপালনেচ্ছু গৃহস্থ বৈষ্ণববিধানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্য করায় অদৈব স্মার্ত্তসমাজের করালকবলে নিষ্পেষিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নিকট যে ব্যবস্থা পত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নিম্নে সেই-ব্যবস্থা পত্রটী উদ্ধৃত হইল—"বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থঃ শ্রীমহাপ্রসাদেনৈব বৈষ্ণবশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ তন্নিমিত্তে চ মহোৎসবে বৈষ্ণবব্রাহ্মণানেব ভোজয়েৎ। এবং সদ্ধর্ম্মবিহিতবৈষ্ণবশাস্ত্রানুষ্ঠানমবৈধমিতি বক্তুং ন কেনাপি শক্যতে। তদবিরোধিভিরপি সামাজিকপ্রতিকারকামিভিরত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদীনি পারমার্থিকশাস্ত্রাণ্যনুসর্ত্তব্যানি অয়মেব বিশুদ্ধদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ। সাত্বত শাস্ত্রবিহিতকৃত্যস্য বিরোধিনাং সংসর্গো দুষ্টত্বেনাবশ্যমেব পরিহরণীয়মিতি। শ্রীগৌড়ীয় মঠস্থ ভক্তিশাস্ত্রবিদাং ব্যবস্থা॥"

মুদ্রাকর প্রমাদ

৪র্থ খণ্ড ৩১ সংখ্যা ১৪ পাতার প্রথম স্তম্ভের দ্বাদশ পংক্তিতে "**স্বতন্ত্র নন**" স্থানে কেবল "**স্বতন্ত্র**" শব্দটী হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৭শে চৈত্র ১৩৩২, ১০ই এপ্রিল ১৯২৬ | ৩৩শ সংখ্যা

সারকথা

প্রধান সাধনপঞ্চক কি?

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস—এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ

সাধকের বিষয়ীর অন্ন ত্যজ্য কেন?

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণের ফল কি?

(তাতে)বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যান॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ

অনুকূলবিচার আবশ্যক কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে যা'তে কৃষ্ণ পায়।

—চৈঃ চঃ আদি ৮ম ও মধ্য ২৪শ

জীবের স্বভাবধর্ম্ম কি?

জীবের স্বভাবধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন।
তাহা ছাড়ি' আপনারে বলে নারায়ণ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন প্রভু বলে আপনারে॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়

বৈষ্ণবগৃহিণীগণের আচরণ কি?

বৈষ্ণবগৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম ও ৯ম

প্রতিবাদ

বহুলোকের ভোগোন্মুখ-মনোরঞ্জনকারিণী গ্রাম্যবার্ত্তা বহনকারী সাময়িক পত্রগুলির অধোক্ষজ বৈষ্ণবাচার্য্য লঙ্ঘন করা যেন একটা কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। নাস্তিক-সাহিত্য-প্রচার ও তদ্দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের ভোগোন্মুখিনী বৃত্তির উদ্দামগতিকে সহায়তা করাই ঐ সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহের মুখ্য উদ্দেশ্য। নশ্বর জগতের রঙ্গরস ও নানাবিধ ভোগ-বিলাস-বৈচিত্র্যের চিত্র অঙ্কন করাই এই সকল গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের আভ্যন্তরীণ চেষ্টা। বিচিত্রতার মধ্যে সকল রকমই থাকা আবশ্যক। তাহা না হইলে ভোগের পিপাসা নিত্য নবনবায়মান ভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—রসগোল্লা বা সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য বড়ই প্রীতিকর; কিন্তু সকল সময়ে ঐ সকল মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিতে থাকিলে উহাদের মাধুর্য্য ভোক্তার নিকট হ্রাস হইয়া যায়, তাই সন্দেশ ভোজন করিবার লালসা বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে তিক্ত, টক প্রভৃতির আস্বাদন গ্রহণ করিয়া মুখের একঘেয়ে স্বাদটা ফিরাইয়া লইতে হয়। গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ বা নাস্তিক সাহিত্যগুলির অবস্থাও তদ্রূপ।

"ভারতবর্ষ" নামক একখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ অনেকদিন যাবৎই বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রতি অনধিকারোচিত মতামত ও কটাক্ষ করিয়া মহদ্বল্লঙ্ঘনাপরাধপঙ্কে পতিত হইয়াছে এবং এইরূপ হরিবিমুখতা প্রশ্রয় দেওয়ায় জগতের হরিবিমুখ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ও বিস্তার লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ-লোকের শোচনীয় দুরবস্থা উপলব্ধি করিবার ইহা একটী প্রধান সাক্ষ্য।

কিছুকাল হইতে এই গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য মহামহোপদেশক শ্রীগৌরপার্ষদ রূপানুগ-প্রবর শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ প্রভুপাদ, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও অন্যান্য শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য সম্বন্ধে যে সকল অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে, তদ্বিষয়ে আমরা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে "গৌড়ীয়" পত্রে বহুদিন হইতেই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। গত ফাল্গুন, ১৩৩২ সালের "ভারতবর্ষে" "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার শেষ-শ্লোক" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞতাদ্যোতক কটাক্ষ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তদ্বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে প্রতিবাদ করিতেছেন।

গত ফাল্গুন সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার শেষশ্লোক' লেখক রায় শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'একং মাং শরণং ব্রজ' নতু ধর্ম্মজ্ঞান-যোগং দেবতান্তরাদিকম্' তাঁহার মতে এই শব্দগুলির দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞানযোগ দেবতান্তরাদি নিরস্ত হইল। তচ্ছিষ্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'একং নতু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিকং শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব'—তাঁহার মতে শিবাদির উপাসনা নিরস্ত হইল। ইহাকে কেহ "গোঁড়ামি" বলিবেন কিনা জানিনা। **আমি বলি, প্রতীকোপাসনায় ভক্তিযোগের অতিমাত্রার বন্যায় গীতার ব্যাখ্যা কতদূর ভাসিয়া যাইতে পারে, তাহা দেখিবার জিনিস বটে।** এই 'এক' 'কেশবো বা শিবো বা' অথবা সোপাধি বা নিরুপাধি ব্রহ্ম * * শ্রোতৃমহোদয়গণ তাহার অর্থ স্থির করিবেন। গীতার মত উদার গ্রন্থ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন, যে যে ভাবেই উপাসনা করুক্ না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ নানাভাবে পূজা করিলেও তাহারা আমাকে অনুসরণ করে * * শ্রোতৃমহোদয়গণ বিচার করুন, **শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের অর্থের সঙ্গে ভগবানের উক্তির মিল আছে কিনা, এরূপ টীকা বা ভাষ্যপাঠে মনে হয় যে, অনেক সময় ভাষ্যকার বা টীকাকারগণের প্রকাশিত পথ নিরাপদ নহে।"**

রায়বাহাদুর বি, এল মহোদয়ের ভাষা ও বিচার প্রণালী হইতে বুঝা যায় যে, যখন আচার্য্যবর্য্য শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর অর্থের সঙ্গে ভগবানের উক্তির মিল নাই, তখন নিশ্চয়ই রায়-বাহাদুর মহাশয়ের অর্থের সহিতই ভগবানের উক্তির মিল আছে! শ্রীপাদ-বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর ন্যায় ভাষ্যকার বা টীকাকার মহাজনগণের প্রকাশিত পথ যখন নিরাপদ নহে, তখন নিশ্চয়ই রায়বাহাদুর বি, এল মহাশয়ের প্রদর্শিত পথই নিরাপদ—একথা প্রবন্ধ লেখক

নিজেই একটু কুটিলতার সহিত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক্ এখন শাস্ত্রযুক্তি মূলে বিচার হউক্ রায়বাহাদুর মহাশয়ের পথ কতদূর নিরাপদ।

বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাহি যে, বিচারটী শ্রুতিনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রৌতপারম্পর্য্য বা অবরোহবাদের বিচারই গ্রহণীয়। অশ্রৌতপন্থী আরোহবাদীর বিচার বিচারই নহে, উহা কেবল লোকবঞ্চনা ও কপটতা মাত্র।

ঐরূপ বিচার প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোনও একটী আইন ব্যবসায়ী বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বাদীর পক্ষ লইয়া বিচারকের নিকট বহু বিচারযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদি কিছুক্ষণ পরেই অপর পক্ষ অধিক অর্থ দিতে অগ্রসর হন, তবে তিনিই বাদীর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত গোপনে বাদীর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন পর মুহূর্ত্তেই আবার সেই সকল যুক্তিকে খণ্ডন করিবার প্রণালী দেখান। এইরূপ যুক্তি বা বিচারের কোন মূল্য নাই। যে যুক্তি বিচার সত্য ও মিথ্যা—উভয় পক্ষই সমর্থন করিতে পারে, শ্রৌতপন্থী অবরোহবাদিগণ সেরূপ যুক্তি বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বাস্তব সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া যে কথা, যে নিত্যসত্য, যে বেদবাণী, যে শ্রুতি প্রচার করেন, জগতের কোনও পরিবর্ত্তনতা, দেশকাল পাত্রের কোনরূপ ব্যবধান সেই একমাত্র নিত্য বাস্তবসত্যকে বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ নহেন। আচার্য্যগণ সেই সত্যের কথাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের মনোধর্ম্মের ভাল মন্দের বিচারে মনগড়া স্বকপোলকল্পিত কোন মত প্রচার করিয়া জগদ্ বঞ্চনা করেন নাই। এরূপ ঘৃণ্যবৃত্তি প্রসারিত করিবার জন্ত তাঁহারা ভগবদাদিষ্ট হইয়া আচার্য্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হন নাই। ভ্রান্ত বদ্ধজীব আমরা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষে দুষ্ট আমরা, ধর্ম্মরাজ্যের বহুদূরে অবস্থিত আমরা, দেবীধামের মায়িকজীব আমরা, মনে করি, স্বতঃপ্রকাশ নিত্যসত্য বুঝি আমাদের মাপিয়া লইবার বস্তু, অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বুঝি আমাদের ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে প্রতিফলিত! বিরজা ব্রহ্মলোকাতীত বস্তু বুঝি দেবীধামনিবাসী নানা-ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয় কার্য্যে লিপ্ত আমাদিগের খেয়ালের অধিগত! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নিত্যসত্য অধোক্ষজ বস্তু সে জাতীয় বস্তু নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শ্রুতি এইরূপ বাক্য বলিতেন না—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

গীতোপনিষদও তারস্বরে অন্তভাষায় সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন না—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"
"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেন না যে, অধোক্ষজ সত্যনিরূপণে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"।

রায় বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমি বলি," "আমার মনে হয়"। তিনি কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, সেই 'আমি' ও 'আমার' কে? তিনি যদি সাহিত্য, আইন বা জাগতিক কোনও বিষয়ে এইরূপ কথা বলিতেন, তাহা হইলে জগতের লোক তাঁহাকে একজন প্রামাণিক বা authority স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি করিতেন না। কিন্তু শাস্ত্রের কথা বা অধোক্ষজ-ধর্ম্মরাজ্যের কথা বলিতে কত অধিক যোগ্যতার আবশ্যক এবং কত অধিক জাগতিক অনর্থের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, শিক্ষিত ব্যক্তির বিচার করা উচিত ছিল। ভ্রম-প্রমাদ করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাযুক্ত "আমি" কখনও শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিতে পারেন না। ঐরূপ "আমি" মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জগতের কোটী কোটী মনোধর্ম্মিজীবের মনঃকল্পিত বিচারকেই শাস্ত্রীয় বিচার বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শাস্ত্রের বাস্তব সত্য তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'মাং' শব্দের দ্বারা একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ ভগবত্তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া রায় বাহাদুর মহাশয়ের মতে ইহা 'গোঁড়ামি' হইয়াছে। আমরা বলি, তিনি তাঁহার নিজের অসৎ সাম্প্রদায়িকতা অসদ্ গোঁড়ামিটী ধরিতে পারেন নাই। ভগবানের

সত্যকথা, শ্রুতির কথা পুনরাবৃত্তি করার নাম 'গোঁড়ামি' নহে। নিজের মনগড়া অসৎ মতকে, খামখেয়ালকে, স্বকপোলকল্পনাকে 'উদারতা' বলাই অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা অসদ্ গোঁড়ামি। গীতার বক্তা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্। তিনি বলিতেছেন, 'মাং' আমাকে। এরূপ অবস্থায় ভগবানের শ্রৌতবাণীর অনুসরণে সাক্ষাৎ কর্ত্তা বা বক্তাকে 'মাং' শব্দের নির্দ্দিষ্ট বস্তু না বুঝিয়া অন্য বস্তুকে—মনঃকল্পিত 'সোপাধি বা নিরুপাধি ব্রহ্মকে' 'মাং' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যে নিতান্ত অসৎসাম্প্রদায়িকতা ও নিতান্ত অসদ্-গোঁড়ামি, তাহা অসৎসাম্প্রদায়িকগণ বুঝিতে পারেন না দেখিয়া সৎসাম্প্রদায়িকগণ বড়ই দুঃখিত।

রায় বাহাদুর মহাশয় যাহাকে 'প্রতীকোপাসনা' বলিয়াছেন, শুদ্ধভক্তাচার্য্যাগ্রণী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও তদনুগগণ সেইরূপ "প্রতীকোপাসনা"কে পৌত্তলিকতা বা 'ব্যুৎপরস্ত' বলিয়া নিত্যকাল পরিত্যাগ করেন। পঞ্চো-পাসক মায়াবাদিগণ ঐরূপ প্রতীকোপাসনার পক্ষপাতী হইয়া 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা' প্রভৃতি কথা বলিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণ উহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ের অধিক জানিতে হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-রচিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'সিদ্ধান্তরত্ন' ভাষ্য পীঠক আলোচনা করা আবশ্যক।

"ভক্তিযোগের অতিমাত্রার বন্যা" কথাটীর দ্বারা রায় বাহাদুর মহাশয় যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত আচার্য্যগণ তাহাকে ভক্তির 'ভ'ও বলেন নাই। ভক্তি জীবাত্মামাত্রেরই নিত্যা, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী বৃত্তি। মায়াবাদী পঞ্চোপাসকগণ বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ যাহাকে 'ভক্তি' মনে করেন, তাহা মনোধর্ম্ম, ভাবুকতা, মনের উচ্ছ্বাস, মিছাভক্তি, ভক্তির বিরোধিবৃত্তি বা ভক্তির নামে 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি' বলা যাইতে পারে।

"গীতার মত উদার গ্রন্থ নাই"—একথা খুবই সত্য। কিন্তু এই স্থানে 'উদারতা' বলিলে যদি সহস্র মনোধর্ম্মি-লোকের সহস্র মনের খেয়াল বুঝায়, তাহা হইলে উহাকে 'উদারতা' না বলিয়া 'উচ্ছৃঙ্খলতা,' আখ্যা প্রদান করাই সমীচীন। যদি কেহ বলেন, "রামচন্দ্র পরম উদার নৃপতি ছিলেন," তাহা হইলে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, যিনি উচ্ছৃঙ্খল মনের উদ্দাম বৃত্তির তাড়নায় যে ভাবেই চলুক না কেন, রামচন্দ্র তাঁহার সেই উচ্ছৃঙ্খলতাকেই 'রাজভক্তি' বলিয়া প্রশ্রয় দিয়াছেন? 'উদারতা' শব্দে তাহা বুঝায় না। সত্যই পরম উদার বস্তু। সত্য একটী, বহু হইতে পারে না। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন। কেহ যদি বলেন, সূর্য্যদেবের উদয়ের দিক্ নির্ণয় সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন্ না কেন, সবই সমান অর্থাৎ সূর্য্যদেব পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকেই উদিত হন, এরূপ অসত্য কথার প্রশ্রয় দেওয়াকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ কখনও উদারতা বলিবেন না।

ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"—যাঁহারা যেরূপ ভাবে আমাতে প্রপন্ন হন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা করিয়া থাকি। এইরূপ উক্তির দ্বারা কি বুঝা যায়? রায় বাহাদুর মহাশয় আইনজ্ঞ। তিনি কি বলিতে চান যে ইহার দ্বারা সাধু ও অসাধুকে একই শ্রেণীতে একই পর্য্যায়ে গণনা করা হইয়াছে? কোন রাজা যদি আইন প্রচার করেন, "যে ব্যক্তি আমাকে যেরূপে ভজনা করিবে, আমিও তাহাকে সেইরূপে ভজনা করিব।"—ইহা দ্বারা কি এইরূপ বুঝা যায় যে, যিনি রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবেন, কিম্বা রাজার বিরোধি-চেষ্টা করিবেন অথবা কপটতা করিয়া 'রাজভক্ত' বলিয়া লোকের নিকট জানাইবেন অথবা অজ্ঞানিবন্ধন স্বয়ং রাজাকে 'রাজা' না বলিয়া অপর ব্যক্তিকে 'রাজা' বলিয়া বরণ করিবেন, আবার কেহ বা স্বয়ং রাজাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিবেন—এই সকলকেই কি রাজা একরূপ ভাবে পুরস্কার বিধান করিবেন? সাধারণ যুক্তি বলেন যে, রাজার ঐরূপ আইনের মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে আচরণ করিবে, রাজাও তাহাকে সেইরূপ ভাবে পুরস্কৃত করিবেন। কাহাকেও অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যজ্ঞানে নিজের সেবা দান করিয়া পুরস্কৃত করিবেন, কাহাকেও বা নানাবিধ দণ্ডের দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামি-পাদ লিখিয়াছেন, "যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া

নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তান্ অহং তথৈব তদপেক্ষিত ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি।" সকাম উপাসক ও নিষ্কাম উপাসকের ফলপ্রাপ্তি এক নহে। মায়ার সেবক ও শুদ্ধভগবৎসেবক এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। অজ্ঞানতা বা কৈতবমূলে যে ভগবানে ভক্তির ছল প্রদর্শিত হয়, তাহার সহিত শুদ্ধআত্মবৃত্তি ভক্তি এক নহে। অধোক্ষজ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পূর্ণতত্ত্ব ও স্বয়ং ভগবান্—ইহাই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ। অন্বয়ব্যতিরেক ভাবে শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রুতি পরম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই সকল বেদবাণী জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীনতম বেদ মন্ত্র "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি বাক্যে সেই বিষ্ণু-তত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সংহিতাদি সিদ্ধান্তগ্রন্থ "ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ" প্রভৃতি বাক্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ংরূপতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতায় সাক্ষাৎ সেই ভগবান্ নিজমুখে বলিতেছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ," একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গীতা ৭।৭), "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" (৯।২৪), "তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্" (৯।২৩) অর্থাৎ আমিই একমাত্র পূর্ণতত্ত্ব আর সকল তত্ত্বই আমারই অন্তর্গত। সুতরাং যে যাহা কিছু পূজা করে, উহা অদ্বয়তত্ত্ব আমার পূজা হইলেও পূজকের দিক হইতে ঐরূপ চেষ্টা অবৈধ। গীতায় ১১শ অধ্যায়ে যে কৃষ্ণস্বরূপের প্রাকৃত একাংশ প্রকাশ বিশ্বরূপ-প্রকটন, তাহাতেও অর্জ্জুন বলিতেছেন, "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব! দেহে" অর্থাৎ হে দেব, আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা-গণকে দেখিতেছি, সুতরাং এই সকল বাক্যের অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া লক্ষণা বা মনঃকল্পিত অর্থের দ্বারা স্ব স্ব অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করিলে সাত্বতগণ ঐরূপ বিচার প্রণালীকে বহুমানন না করিয়া অন্যায় গোঁড়ামি বলিবেন। প্রবন্ধলেখক মহোদয় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সিদ্ধান্ত-রত্ন ভাষ্যপীঠক, প্রমেয় রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক প্রভৃতি বিচার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে শ্রীল বলদেব প্রভু ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের চরণে এরূপ অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু, ভাগবতলেখক শ্রীব্যাসদেব, ভাগবতকীর্ত্তনকারী শ্রীশুকদেব ও নিরন্তর ভগবানের অত্যন্ত নিজজন নিত্যমুক্ত পুরুষগণের বিচার প্রণালী অপেক্ষা প্রবন্ধ লেখক মহোদয়ের বিচারকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারিলাম না। যাঁহারা ভগবানে সতত যুক্ত, ভগবানে প্রীতিপূর্ব্বক নিরন্তর ভজনা-কারী, ভগবৎকথা কীর্ত্তনকারী, সেই সকল ভগবদভিন্ন তনু, ভগবন্মন্দিরস্বরূপ ভাগবতগণের অর্থের সঙ্গে ভগবানের উক্তির মিল নাই, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ নিরাপদ নহে, আর অনধিকারী মনোধর্ম্মীর প্রদর্শিত পথ নিরাপদ—এরূপ কথাও কোন সদ্যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারিলাম না।

প্রবন্ধলেখক-মহোদয়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিবার অভিপ্রায়ই বা কি? যথা:—"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বারা গীতার অর্থ সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত যে গীতার পরে রচিত ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। দুইগ্রন্থ একজনের রচনা কিনা সে কথা উত্থাপন না-ই করিলাম।"—এই সকল কথার দ্বারা বুঝা যায় প্রবন্ধলেখক শ্রীমদ্ভাগবতকে একটী প্রাকৃত গ্রন্থ-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন। সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে গ্রন্থকে অমল প্রমাণ বলিয়াছেন, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি বৃদ্ধ আচার্য্য জগদ্গুরু গোস্বামিগণ যাঁহাকে একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নাস্তিক জগতের ভ্রমপ্রমাদকরণাপাটববিপ্র লিপ্সা চক্রনেমিতে ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য বা বিচার প্রণালী যে অধিকতর ন্যায্য ইহাও স্বীকার্য্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য নিত্য-সত্য। উহা প্রাগৈতিহাসিকযুগেরও বহুপূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে ভাগবতগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই সত্যেরই সন্নিবেশ করিয়াছেন। গীতা যেখানে পরিসমাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সেই স্থানেই প্রারম্ভ।

দ্রষ্টব্য। কালনা ও কুমিল্লার শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষী যে সকল ব্যক্তি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অভিমতকে প্রামাণিক মনে করিয়া জগতে অসত্য, কৃত্রিমতা ও নাস্তিকতার প্রসার বৃদ্ধি করানকেই বাহাদুরী মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রবন্ধটী ধীর ভাবে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য।

সদাচার

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী,
বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন)

যে ব্রাহ্মণ মৎস্য খান, তিনি কখনও বিষ্ণু স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু একণ কয়টি ব্রাহ্মণ সদাচারী হইয়া বিষ্ণুপূজার্থ যত্ন করেন? "মৎস্যাশী ন স্পৃশেদ্ বিষ্ণুম্।"

অসদাচারীর নিকট বিষ্ণু স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন না, বিষ্ণুপূজার ঘরে ঢুকিয়াও তাঁহার জড় মায়ার পূজা হইয়া যায়।

অনেক শ্রীভাগবতপাঠী দেখিয়াছি—তিনি মৎস্য ভক্ষণ করেন; অস্মদ্দেশে অনেক বৈষ্ণব (?) মৎস্য আহার করিয়া থাকেন, নিরামিষাশী বৈষ্ণব নাই বলিলেও চলে। তাঁহারা মৎস্যকে শাক সব্জী বলিয়া জানেন! মুখে "হা গৌরাঙ্গ" বলেন কিন্তু গৌরাঙ্গের শ্রীমুখের বাণী—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন।
এই তিন ধর্ম্ম বিনা নাহি সনাতন॥"

পালন করেন না। কত গোস্বামী প্রভু ও কত সাত্বত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠীরও? মৎস্য—পূষ্য-শক-পূর্ণ মৎস্য ভিন্ন উদর পূর্ণ হয় না। পশ্চিমদেশের লোক মৎস্য ভক্ষণ হেতু আমাদের মায়া মমতা-হীন-পাষণ্ড-দেশের-লোককে "চামার" কহিয়া থাকেন, কারণ তথায় চামার ভিন্ন অন্য লোকে মৎস্য ভক্ষণ করে না। কথায় বলে "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব"; শ্রীভাগবত ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কহিয়াছেন, যথা—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

শ্রীভাগবতে ৪।২১।১২

পৃথুরাজার আজ্ঞা পৃথিবীর কোন স্থানেই প্রতিহত হইত না; তিনি দণ্ড ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে সকলকেই শাসন করিতে লাগিলেন।

অন্যত্র—"মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্ দ্বিজানাম্॥"

ঐ ৪।২১।৩৭

পৃথুরাজা কহিয়াছিলেন যে, আমার অনুরোধ যে, যেন কোন রাজকুলের তেজ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের কুলে কখনও আপন প্রভাব প্রকাশ না করে। ঐ সকল ব্যক্তিগণের কুল বিনা সমৃদ্ধিতেও তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যা এই তিন প্রকার তেজদ্বারা আপনিই সর্ব্বদা দীপ্তি পায়। এই শ্লোকের-টীকায় পূজ্যপাদ বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের স্থান উচ্চে রাখিয়াছেন, কারণ তিনি লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবব্রাহ্মণানন্ত্যাং নির্দ্দিশ্যতি"। পুনরায়

"অজিতদেবতানাং বৈষ্ণবানাং কুলে দ্বিজানাং কুলে চ।"

অস্মদ্দেশে বিখ্যাত পরম ভাগবত বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বালসী গ্রাম নিবাসী অধুনা গোলোকবাসী জগদ্বন্ধু গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠারম্ভে প্রথমে বৈষ্ণব বন্দনা করিয়া পরে ব্রাহ্মণ বন্দনা করিতেন, যথা—

মহাযশা মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্॥
মহাভাগবতান্ বন্দে বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
হরিনামপরা যে চ হরিভক্তিপরায়ণাঃ।
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষে সনাতনান্॥

উক্ত গোস্বামী প্রভুপাদের কিঞ্চিৎ জীবনী বলিলে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি কালনার সিদ্ধদশাপ্রাপ্ত ভগবান্ দাস বাবাজীর শিষ্য ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন, তাহাতে বাবাজী মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, "তোমার বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন নাই, বৈষ্ণব সেবা কর"। প্রভুপাদ প্রতিদিন সমুদায় বৈষ্ণবের জন্য পাক করিতেন এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পত্রও ফেলিয়া দিতেন। দ্বাদশ বৎসর পর বাবাজী মহাশয় কহিয়াছিলেন "আর বৈষ্ণব সেবার প্রয়োজন নাই, তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে তাহাই বাক্যস্ফুরণ হইবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা যেরূপ

কোথাও শুনি নাই বা কোন পুত্রকে দেখি নাই। আমার বাটী হইতে তাঁহার বাটী ৩ ক্রোশ দূর ছিল; যখন যাইতাম অধিক দিন থাকিতাম; তিনি এরূপ নিরভিমান ছিলেন যে, প্রথম সাক্ষাতে আমার প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রণাম করিতেন। আমি প্রণাম করিলে তিনি কহিতেন—

"হরিভক্তিং বহন্নেষঃ নরেন্দ্রাণাং শিরোমণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ৩য় লহর্য্যাং।

রাত্রে এক বিছানায় শয়ন করাইতেন; সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখন উঠিতাম তখনই দেখিতাম যে তাঁহার বক্ষের উপর হস্তে মালায় নামব্রহ্ম জপ করিতেছেন। তাঁহার ভক্তির বিষয় "হিন্দুপত্রিকা"তে লিখিয়াছি; সুতরাং পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চ—বেদেও বৈষ্ণবের কথা আছে যথা—"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞস্বয়মেবৈনং তদ্দেবতয়া তেন ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১।৩।৪

উপনিষদে ও বৈষ্ণবের কথা আছে, যথা—

"বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণাবর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্॥" অথর্ব্বশির উপনিষদি ৫।

যখন বেদে বিষ্ণুর কথা আছে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১।৭।৮, অথর্ব্ববেদসংহিতায়াং ৭।২৬।৭, শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ৬।৭

অতো দেবা অবন্তু নোয়তো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতোধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পাপশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥

তদ্বিপ্রাসো বিপন্য বো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ-পরমং পদম্॥

(ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ১ম অষ্টকে ২য় অধ্যায়ে ৭ম বর্গে) তখন তাঁহার ভক্তগণ বৈষ্ণব; সুতরাং বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে।

বৈষ্ণব অচ্যুতগোত্র; তজ্জন্যই চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রাহ্মণের উপরে বৈষ্ণবের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব গুরু হইবেন। বিশেষতঃ আমাদের পরম ভাগবত পূজ্যপাদ শ্রীলপরমহংস মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরকে শিষ্য করেন না। তাহাতেই অসদাচারী ব্রাহ্মণব্রুবগণ বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। নীচমন, ঈর্ষাস্বভাব, অন্যের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। স্বভাব ত্যাগ করা কঠিন। মেঘ ত্রিভুবনের কটু, কষায়, তিক্ত জল পান করিয়া দিবার সময় সুমিষ্ট জল প্রদান করেন, এবং সর্প দুগ্ধ পান করিয়া দিবার সময় বিষই প্রদান করিয়া থাকে।

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে কিমিতিপরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোয়ং লবণজলবার্দ্ধেঃ কমমৃতং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥

ইহা কেবল স্বভাব। স্বভাব ত্যাগ করা যায় না

সতীব যোষিৎপ্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি॥

মাঘ ১।৭২।

এই ইতর স্বভাবে অন্যের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না।

উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতা মনিশস্তথাপ্যহো গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥২২

সেই হৃদ্রোগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, তাহা হৃদয়ে অবসর না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে—

পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃস্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ॥২৩॥

মাঘ ১৬ সর্গে।

কিন্তু এ ঈর্ষাতে তাঁহার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না—তিনি নিজের কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার ন্যায় মহানুভব যদি সামান্য কারণে টলিত হন, তাহা হইলে মহতে ও ইতরে পার্থক্য কি?

ক্রম সানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ॥

রঘুবংশে ৮।৯০।

এক্ষণকার গুরুব্রুবগণে ও তাঁহাতে পার্থক্য স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে। গুরুব্রুবগণের শিষ্যের ধনে দৃষ্টি; কিন্তু তাঁহার শিষ্যসন্তাপহরণে দৃষ্টি; তিনি শিষ্য হইতে অর্থ গ্রহণ

করেন না ; অপিতু দুঃখী শিষ্যকে পরম অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন ; গুরুব্রুবগণ শিষ্যের অর্থ লইয়া পরিবার পোষণ করেন কিন্তু তাঁহার ধনী শিষ্য তাঁহার অনুমতিতে সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করেন। তিনি বহুশাস্ত্র জানেন সুতরাং ইহা জানেন যে, যাহা দেহের প্রীতিকর তাহা দুঃখবৃক্ষের বীজ উৎপন্ন করে—

যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি॥

সাংখ্যদর্শনে ৬।৮ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

তিনি নিজের ভোগার্থ কখনও অর্থ গ্রহণ করেন না, কারণ বিষয় আপাতরমণীয় কিন্তু পরে তাপ প্রদান করিয়া থাকে—

আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্তঃ পরিতাপিনঃ॥ ভারবিঃ ১১।১২

কিংবা—দুর্জ্জয়া হি বিষয়া বিদুষাপি॥

নৈষধচরিতে ৫।১০৯

কিম্বা—ন বিষং বিষমিত্যাহুর্বিষয়ং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেহহরং বিষম্॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে ২৯।২৩

বিষকে বিষ বলা যায় না, বিষয়কেই বিষ বলা গিয়া থাকে, বরং অধিক, কারণ বিষ এক জন্মকে নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্ম জন্মকে নষ্ট করে। কারণ চিরকাল বিষয় চিন্তা করিলে সংস্কার বশতঃ মৃত্যুকালেও বিষয়চিন্তা করিয়া বিষয়ীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ ভগবান্ কহিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

গীতায়াং ৮।৬

কিম্বা—যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥

পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭।

অথবা—যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

শ্রীভাগবতে ১০।১।৪২

অর্থাৎ দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিসময়ে বিবিধ বিষয়াত্মক মন ফলাভিমুখ কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, মায়া কর্ত্তৃক নানাদেহরূপে বিরচিত পঞ্চমহাভূতগণের মধ্যে যে যে দেহে সমধিকরূপে অভিনিবিষ্ট হয়, সেই দেহেই 'আমি' এইরূপ বোধ করিয়া জীব দেহ ও মনের সহিত সেই দেহে জন্মগ্রহণ করে।

কিম্বা—কা শ্রীঃ কৃষ্ণরতির্ন বৈ ধনজনগ্রামাদিভূয়িষ্ঠতা।

অলঙ্কারকৌস্তভে ৮ম কিরণে পরিসংখ্যা অলঙ্কারে।

শ্রী কি ? শ্রীকৃষ্ণে রতিই শ্রী, ধনজনগ্রামাদিবহুলতা শ্রী নহে।

যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে এতদিন অনেক বিষয় করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে দেখিয়াছি তাঁহার জিহ্বা তাঁহার জপ্য ভগবন্নাম উচ্চারণ করিত কিন্তু কি নাম তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। যিনি বাল্যকালেই বিষয়কে, "মলবৎ ত্যজো' সে মহানুভব দেবোপম ব্যক্তি কখনই বিষয়কীট হইতে পারেন না বা বিষয়ে লালসা করিতে পারেন না।

তাঁহার জীবন পরের উপকারের জন্য। বৃক্ষ যেরূপ স্বীয় মস্তকে প্রখর ভানুতাপ সহ্য করিয়া আশ্রিত ব্যক্তিকে শীতল করেন।—

অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥

শকুন্তলে ৫ম অঙ্কে।

নবদ্বীপপরিক্রমা কালে দেখিয়াছি যে যান থাকিতেও তিনি পদব্রজে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণের সহিত গমন করিতেন। কঠিন মাটিতে যে, সে কোমল পদতলে আঘাত লাগিতেছে সে দিকে তিনি লক্ষ্য না করিয়া, যাহাতে আমার ন্যায় পাষণ্ডের হরিনামে রুচি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। ভগবানের জন্মও নাই কর্ম্মও নাই, তবে তিনি যে লোকের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন তাহা লোক শিক্ষার জন্য।

তাঁহার গুণ এ সামান্য জীব কি বর্ণনা করিবে ? গুণের শেষ নাই বলিয়া বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥

রঘুবংশে ১০।৩২॥

তাঁহার জন্ম কেবল লোকের উপকারের জন্য—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকঃ হেতুস্তেজন্মকর্মণোঃ ॥

ঐ ১০।৩১।

এক্ষণকার গুরুব্রুবগণের কথা আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ভগবানে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ; কিন্তু মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ গোস্বামিব্রুবগণ (?) মৎস্যাহার পূর্ব্বে কি ভগবানে নিবেদন করিয়া থাকেন? যদি নিবেদন না করেন তাহা হইলে সে দ্রব্য কিরূপ পবিত্র তাহা কথিত হইয়াছে—

ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্ন বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ২।৪৩।

এরূপ ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীকে লোকে গুরু করেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য। শরীর নরক—

মাংসাসৃক্‌পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭।৬৩।

অন্যত্র

অস্থি স্থূণং স্নায়ুযুতং মাংস শোণিত লেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥
শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯ অধ্যায়ে; মনুঃ ৬।৭৬-৭৭;
সাংখ্য দর্শনে ৩।৭৫ সূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুঃ।

অন্যত্র

মেদোঽস্থিমাংসমজ্জাসৃক্ সঙ্ঘাতেঽস্মিন্ ত্বচাবৃতে।
শরীরে বাস্তু কা শোভা সদা বীভৎসদর্শনে ॥

নাগানন্দে ৫অঙ্কে

(ক্রমশঃ)

বিরহ-মহামহোৎসব

গত ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রেল শুক্রবার দিবস হইতে তিন দিবস মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত গড়চিরুলিয়ায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দ প্রভুর আদি বার্ষিক মহামহোৎসব বিরাট ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতজনানন্দ প্রভু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে এই চিরুলিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-জমিদার-বংশে আবির্ভূত হন। অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সত্যানুরাগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয় আশৈশব পরদুঃখে বিগলিত হইত। তিনি আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-পালনে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বুঝিতেও পারিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয় ভিন্ন শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের বা স্বদেশ ও সমাজহিতৈষিতার কোন মূল্যই নাই। ইহা তিনি তাঁহার আচরণ দ্বারা বিপথগামী অক্ষজবাদী জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় একান্ত ভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন। গতবৎসর সেই মহাত্মা শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমায় আচার্য্যানুগমন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষের প্রকট-কালে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, কাজলী ও হিজলী প্রদেশে তাঁহার নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেব-প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ-ভক্তিকথা প্রচার-কল্পে একটী মঠ স্থাপিত হয়। সেই মহাত্মার প্রকট-কালীয় সেবৈষণার পূর্ত্তি ও তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহারই প্রকট-ভূমি গড়চিরুলিয়ায় তাঁহারই নামানুসারে "শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৯শে চৈত্র ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সপার্ষদে সেই মহাত্মার বিরহ-মহামহোৎসবোপলক্ষে সেই মঠে শুভ বিজয় করেন। শুক্রবার দিবস উষাকালে, সপার্ষদে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর 'কন্টাই রোড্' ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ-পুরী মহারাজ কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীল ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীলঠাকুর কন্টাইরোড ষ্টেশন হইতে 'সাতমাইল' নামক স্থান পর্য্যন্ত মোটর-যানে আগমন করিলে

তথায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজের অনুগমনে চিরুলিয়াবাসী প্রায় দুই তিন শত ভদ্রলোক সঙ্কীর্ত্তনযোগে সভক্ত শ্রীলপ্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। হস্তী, শিবিকা, পতাকা, বহুবিধবাদ্য ও সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া সপার্ষদ শ্রীলপরমহংস ঠাকুরকে 'শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠে' অভ্যর্থনা করা হয়। স্থানে স্থানে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত তোরণ রচিত হইয়াছিল এবং নহবতের সুমধুর ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণকোলাহল এবং জয়ধ্বনি সকলের হৃদয়ে শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছিল।

শ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের নিকটস্থ হইলে সেবাসমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ও সহকারী সম্পাদক স্থানীয় ব্রাহ্মণ-জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন পাহাড়ী ও অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত মাইতি প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল পরমহংসঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। কাঁথি হইতে কণ্টাইরোড পর্য্যন্ত এবং মেদিনীপুরের বিভিন্নস্থানে স্থানীয় সেবাসমিতি শ্রীল পরমহংসঠাকুরের আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছিলেন সুতরাং চিরুলিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর অবিরাম সকলের নিকট অকাতরে হরিকথামৃত বিতরণ করিয়াছেন।

শুক্রবার অপরাহ্ণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেবাসমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহাশয় প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র শ্রোতৃমণ্ডিত-সভায় একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন।—

অভ্যর্থনা সঙ্গীত

এসেছে মোদের মঙ্গলময়,
আজি গো করুণা করিয়া।
শূন্য আসন পূর্ণ করিল,
পুণ্য মূরতি বসিয়া॥
যুক্ত করিয়া যুগল হস্ত
মুক্ত করিয়া সকল কণ্ঠ,
এস আনন্দে ভকতবৃন্দ
মঙ্গল-গান গাহিয়া॥
প্রেম-প্রতিম ভকতপ্রাণ,
দয়াময় তুমি অতীব মহান্
শুদ্ধ-প্রেমের পীযূষধারা
শ্রবণে দেহ গো ঢালিয়া॥

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন পাহাড়ী মহাশয় চিরুলিয়া-বাসীর পক্ষ হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর, ত্রিদণ্ডিপাদ ও ভক্তবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ (শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের নাম) বিশেষ মর্য্যাদা-সম্পন্ন কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কুলে, ধনে, মানে, রূপে, পাণ্ডিত্যে এবং সর্ব্বোপরি সচ্চরিত্রে তাঁহার তুলনা পাওয়া বড়ই দুর্লভ। তিনি জমিদারের সন্তান হইলেও প্রজাবর্গ ও গ্রামস্থ ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। নিজের যাবতীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, নিজের মান সম্মানের দিকে না তাকাইয়াও তিনি সকলের দুঃখ-নিবারণ-কল্পে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও ত্রুটী করিতেন না। সত্যপ্রিয়তা ও সরলতা রূপ দুইটী অলঙ্কার যেন ভগবান্ তাঁহাকে নিত্য কাল হইতেই পরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সকলের সর্ব্ব অনুরোধ, সকল অভাব অভিযোগের কথা শ্রবণ করিতেন বটে, কিন্তু সত্যের পথ হইতে তাঁহাকে কোন ব্যক্তিই বিচলিত করিতে পারিতেন না। পাহাড়ী মহাশয় আরও বলিলেন—"এক সময়ে তাঁহার পিতা, আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামস্থ সকল লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ভবানীচরণ আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, কখনও আমার কথা অমান্য করিতেন না, কিন্তু তিনি আমার ঐ প্রস্তাব শুনিলেন না। তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রজাবর্গ, গ্রামের সমস্ত লোক একদিকে আর ভবানীচরণ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আর একদিকে। কেহই তাঁহাকে সেই প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তিনি কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের নিকট পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির নিকট কন্যা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের কন্যারত্নটীকে জলে নিক্ষেপ না করেন। তিনি তাঁহার জীবনের যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোনও প্রকার বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিবেন না।" ভবানী চরণের এইরূপ সঙ্কল্প দেখিয়া আমরা তখন ভবানীচরণকে

আমাদের অবাধ্য ও অবিনীত মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমরা কোথায় আছি, আর তিনিই বা কোথায়! তখন আমরা তাঁহাকে আমাদের কনিষ্ঠস্থানীয়, আমরা তাঁহার গুরুবর্গ—এরূপ মনে করিতাম কিন্তু এখন দেখিতেছি, তিনিই আমাদের নিত্যকালের গুরু ও শিক্ষাদাতা। আমরা তাঁহার অযোগ্য শিষ্যস্থানীয় হইবারও সাহস করিতে পারি না। ভবানীচরণ অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন যে, তিনি যেন ক্রমশঃই কি এক দিব্য আলোক দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপ বলিবার কিছু দিন পরেই তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গমন করেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয় মঠের ভক্তিপ্রচারের কোন কথাই জানিতাম না। তিনিই শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের কথা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহান্ত পুরুষ ও তাঁহার অনুগত ঋষিতুল্য ত্রিদণ্ডি-পাদগণের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাতে ভক্তিকথা প্রচারিত হয়, যাহাতে সকলে শ্রীহরিকীর্ত্তনে রত হন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও গ্রামস্থ অল্পবয়স্ক বালকগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' ও 'গীতাবলীর' গান শিক্ষা দিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে চিরুনিয়াবাসীর মধ্যে অনেকেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গীতাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান নাস্তিকতার প্রশ্রয়দায়িনী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দকে ও গ্রামস্থ বালকগণকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রেরণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদের অভিভাবক বর্গকে অনুরোধ করিতেন। ভবানীচরণের বিদ্যোৎসাহিতাও অতুলনীয় ছিল। আমি তাঁহাকে বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ও বেদান্তগ্রন্থাদি আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার মধুরমূর্ত্তি একবার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভবানীচরণের অশেষগুণ বর্ণন করিবার ভাষা আমার নাই। আমি কেবল তাঁহার কিছু বাহ্য পরিচয় মাত্র প্রদান করিলাম। যে সকল মহাত্মা আজ এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার পারমার্থিক জীবনের কথা আমাদিগকে শুনাইয়া কৃতার্থ করিবেন।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন পাণ্ডা মহাশয় এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণী কান্ত মাইতি মহাশয় সভামধ্যে উঠিয়া বলিলেন যে, "ভবানীচরণ আমার একজন প্রিয়বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র, সত্যানুরাগ ও সরলতা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি আজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, যাহাতে প্রতিবৎসর এই মহাত্মার বিরহোৎসব উপলক্ষে এইস্থানে এইরূপ বৈষ্ণববৃন্দের শুভাগমন ও হরিকথার আলোচনা হয়—তদ্বিষয়ে সকলেরই আগ্রহ ও প্রযত্ন থাকা আবশ্যক।"

অতঃপর শ্রীল পরমহংসঠাকুরের আদেশে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ" শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর এই প্রিয় সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ "গৌড়ীয়" ৪র্থ খণ্ড ৩২ সংখ্যা হইতে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং তৎপরে "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় "ভক্ত্যর্ঘ্য" শীর্ষক কবিতাটী পাঠ করেন এবং শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর নির্য্যাণ ও মহাপ্রয়াণ দৃশ্য অঙ্কিত চিত্রপট ও "ভক্ত্যর্ঘ্য" শীর্ষক মুদ্রিত কবিতাটি সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করা হয়।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলেন যে, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভু আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই গ্রামস্থ ব্যক্তি বা তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত বহুলোক তাঁহাকে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সহাধ্যায়ী বা সহকর্ম্মী যেরূপ ভাবেই দেখুন্ না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে যে আদর্শ ও শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের

ধারণা এইরূপ হইতে পারে যে, তিনি যখন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদেরই দেহসম্পর্কীয় কেনও এক ব্যক্তি অথবা তিনি বোধ হয় পূর্ব্বে দেশভক্ত, সমাজহিতৈষী কোনও ব্যক্তি ছিলেন, পরে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠপদবী ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। পরন্তু তাহা নহে। তাঁহার ঐরূপ অভিনয় আমাদের শিক্ষার জন্য; তিনি আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ ব্যক্তি যাহাতে ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি-মার্গ—দেশহিতৈষিতা, নিষ্কামকর্ম্ম-প্রবৃত্তি, নির্ভেদ-জ্ঞানালোচনা, যোগচেষ্টা প্রভৃতিতে প্রধাবিত না হয়, তজ্জন্যই তাঁহার নিজের জীবনে এইরূপ অভিনয় করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, "ওহে বিভিন্ন মার্গে আরোহণেচ্ছু আরোহবাদী অজ্ঞানবিমূঢ় লক্ষ্য-হীন ভ্রান্তপথিককুল! তোমরা দেখ, ভক্তিমার্গ ব্যতীত অপর পথে চলিলে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হয়, সেই সকল পথে কেহ কোনও দিন নিত্যশান্তি বা মানব জীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারেন না। তোমরা সাব-ধান!!" তাঁহার এই শিক্ষাটী তাঁহার রচিত "বন্ধুর কৃত্য" প্রবন্ধে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি যে কতদূর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবৈকব্রত ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যক হয় না। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি আজ হরিজনগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব-ভূমিতে লইয়া আসিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব আজ তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, আমি সভামধ্যে তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন যে, "যিনি হরির দাস্যে নিখিল অবস্থায় কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করেন, তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। আজ শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রপঞ্চে প্রকট থাকিলে অনেক বিবর্ত্তবাদিজীব হয়ত' তাঁহাকে জীবন্মুক্ত মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু জীবকুলের সেই অপরাধকে প্রশ্রয় দিবার সুযোগ প্রদান না করিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ জীবন্মুক্তিরও পরাবস্থা বস্তুসিদ্ধিরূপা বিদেহমুক্ত্যাবস্থা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে হরিভজনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন।" ভগবানের নিজজনগণ তাঁহারই আলিঙ্গিত বিগ্রহস্বরূপ। তাই শ্রীভগবান্ আজ শ্রীভাগবত-জনানন্দকে নিজজন জানিয়া স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব আরও বলিয়াছেন যে, "ভাগবতজনানন্দ জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ভক্তই প্রকৃত মহাযোগিপুরুষ। তিনি প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে তাঁহার নিত্যলীলা প্রবেশের কথা তাঁহার প্রাপঞ্চিক লীলার জীবনের প্রথম হইতে শেষ-দিনের ঘটনাগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন; ইহা রাজযোগী বা হটযোগীর বুজরুকীর নহে। ইহা ভগবদ্-ভক্তের অনুগামী ঐশ্বর্য্য। 'কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত,' মেদিনীপুরবাসী বহুলোকের মধ্যে ভাগবতজনা-নন্দের সত্যকথা শুনিবার কর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল।"

সুধীগণ শ্রীল আচার্য্য-দেবের এই সকল কথার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মদীয় আচার্য্যদেব একদিন এই চিরুলিয়ারই নিকটবর্ত্তী বালিঘাই নামক স্থানে প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়া বৈষ্ণব-মর্য্যাদার বিজয় কেতু প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণত্বের চরম সোপানই বৈষ্ণবত্ব, ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকই বৈষ্ণব। ভগবদ্দর্শনের অন্তর্গতই ব্রহ্মদর্শন। অবরোহ-বাদীর ভগবদ্দর্শনে কিছু ব্রহ্মদর্শনের অভাব নাই। কারণ লক্ষেশ্বরের সহস্র মুদ্রার অভাব থাকে না। কিন্তু আরোহ-বাদীর ব্রহ্মদর্শন চেষ্টা নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ বৈষ্ণবতা বাদ দিয়া ব্রাহ্মণতার অধিষ্ঠান নাই। ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণতা হইতে বিচ্যুতি ঘটে। ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবের আনুগত্য করিলে তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ ভাব বিদূরিত হইয়া চরম প্রয়োজন লাভ হয়।

মদীয় আচার্য্যদেবের এই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীভাগবতজনা-নন্দের দ্বারা মেদিনীপুরে—মেদিনীপুর কেন, সমগ্র মেদিনী-মণ্ডলে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব পনর বৎসর পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীভাগবতজনানন্দ তখন অতি অল্পবয়স্ক বালকরূপে সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেবোন্মুখ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পরজীবনে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী নির্ব্বিশেষবাদী বা অদৈবস্মার্ত্ত সমাজের আনুগত্য না করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের আচার বৈষ্ণবানুগত্য নিজ জীবনের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা

দৈবব্রাহ্মণসমাজ মাত্রেই আদরের সহিত বরণ করিবেন। আর অদৈব ব্রাহ্মণব্রুবসমাজের পক্ষে ইহা তাঁহাদের মৎসরতা-বহ্নির ইন্ধনস্বরূপ হইবে। আমি শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুর চরণে সকাতরে নিবেদন জানাইতেছি যে, আমার ন্যায় গুরুর অযোগ্য কিঙ্করাভিমানী ব্যক্তি যেন তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর গুরুসেবাব্রতকেই জীবনের সার মনে করিতে পারে।"

শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ এবং তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করেন অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর"— শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর "বন্ধুর কৃত্য" শীর্ষক প্রবন্ধধৃত ঠাকুর মহাশয়ের এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর "শ্রীমহাপ্রসাদ" সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে। অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সভাভঙ্গে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিন শনিবার প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীল পরমহংস ঠাকুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন, মধ্যাহ্নে সহস্র সহস্র সমাগত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে আবার হরিকথার আলোচনা ও অপরাহ্নে সভার অধিবেশন হয়। সভায় অনেক সুবক্তা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরও "গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরমহংস ঠাকুরের আদেশে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত মহাজন দাস অধিকারী এম, এ মহাশয় কিছুকাল বক্তৃতা করেন। শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। সভান্তে পুনরায় সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণ কার্য্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রোৎসাহ ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকার এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজের ঐকান্তিকী চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঁথির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এই উৎসব কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কার্য্যকরী-সমিতির সহকারিসম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন পাহাড়ী ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত মাইতি মহোদয় এবং চিরুলিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী বহু উচ্চহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই মহোৎসবের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন্। এই উৎসব-সেবায় শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর স্নেহ-ভাজন শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দাস অধিকারী ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়া শ্রীভাগবত জনানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

রবিবার দিবস প্রাতঃকালে পরমহংস ঠাকুর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থ সেবকমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ আহ্বানে ও আগ্রহাতিশয্যে তথায় শুভবিজয় করেন। সভক্ত পরমহংস ঠাকুর বাষ্পীয়যানসহযোগে সাউরী উপস্থিত হইলে নিত্যধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের কৃপাপাত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভক্তিরত্ন মহাশয় ও শ্রীভক্তিতীর্থ মহাশয়ের পুত্র চতুষ্টয় এবং অন্যান্য সেবকবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রপন্নাশ্রমে লইয়া যান। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভক্তিরত্ন মহাশয়ের রচিত অভিনন্দন সঙ্গীতটী নিম্নে প্রকাশিত হইল—

অভিনন্দন-গীতি

বিশুদ্ধ ভকতি- প্রচারক-বর,
জয় সরস্বতী প্রভু জয় জয়।
বৈষ্ণব-মর্য্যাদা করিতে স্থাপন
ধরা-অবতীর্ণ তুমি মহাশয়॥
আচার্য্য-কেশরী তোমার হুঙ্কার,
শুনিয়া কম্পিত পাষণ্ড দুর্ব্বার।
শুদ্ধ-ভক্তিদান, পাষণ্ড দলন
করিয়া তারিলে জীবে দয়াময়॥
তুমি গৌরজন গৌরাঙ্গ আদেশে
প্রচারিলে শুদ্ধাভক্তি সবিশেষে।
ওহে দীনসখা দিলে দীনে দেখা,
স্বাগতং স্বাগতং করুণানিলয়॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর প্রপন্নাশ্রমে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তৎপরে আশ্রমে স্থাপিত শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত প্রপন্নাশ্রমের একটী ফটো তুলিয়া লন। তৎপরে সকলেই বাখরাবাদ নামক স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য গমন করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাস অধিকারী মহাশয়ের উৎসাহ ও আগ্রহে বাখরাবাদে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভামধ্যে শ্রীযুক্ত মহাজন দাস অধিকারী এম, এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ত্রয় বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর অতি করুণ ভাষায় আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তি, ভজন, ভজনীয়বস্তু ও সাধনক্রম সম্বন্ধে অনেক অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। ভগবদিচ্ছা হইলে উহা ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাস অধিকারী মহাশয় সেই দিন প্রাণ ঢালিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই, তিনি ধন্যাতিধন্য।

শ্রীধামমায়াপুর দর্শনে।

(১)

এই কি রে যোগ-পীঠ সেই মায়াপুর।
জন্ম লীলা-স্থল মোর গৌরাঙ্গ প্রভুর॥
এই কি রে সেই ধন্য পুণ্য ভূমিতল।
মিলিত পরম তীর্থ যথায় সকল॥
খেলিলেন যথা রঙ্গে ল'য়ে সহচর।
শচীমা'র প্রাণ-ধন নিমাই সুন্দর॥
এই কি এই কি মিশ্র জগন্নাথ পুর।
এইখানে কিরে মোর প্রাণের ঠাকুর॥
শৈশব হইতে নব-যৌবন-অবধি।
বহাইলা কি আনন্দ অমিয় জলধি॥
মা'র সনে, প্রিয়া সনে, সঙ্গিগনে আর।
করিলেন কত লীলা প্রেম-পারাবার॥
ধন্য ভূমি, ধন্য স্থল, ধন্য বায়ু জল।
ধন্য তরু, তৃণ, লতা, ধন্য রে সকল॥
প্রতি অণু পরমাণু মরি মরি হায়।
ল'য়ে কি সৌভাগ্য স্মৃতি সার্থক ধরায়॥
কোথায় সে প্রেমাঞ্জন-ছুরিত-লোচন।
কোথায় সে ভাব ভক্তি সম্পদ পরম॥
অতি হীন অভাজন আমি রে মানবে।
হেরিব কেমনে হেন বৈকুণ্ঠ-বৈভবে॥
জড় চক্ষে জড় দৃশ্য দেখে শুধু যাই।
সকলি রয়েছে সেই দেখিতে না পাই॥
"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

(২)

হয় রে স্মরণ আজি যবে শ্রীনিবাস।
খেতরি হইতে আসি এই পুণ্যবাস॥
কি আর্ত্তি লইয়া অহো, কি প্রেমে বিহ্বল।
ভাসাইলা এই ভূমি ঢালি অশ্রু জল॥
হা গৌরাঙ্গ বলি পড়ি প্রভুর অঙ্গনে।
কান্দিলা কতই ভৃত্য ঈশানের সনে॥
পাষাণ ফাটিয়া গেল ক্রন্দনে দোঁহার।
শুষ্ক মরুভূমি মোরা কোথায় আমার॥
মনে পড়ে আজি আর সেই সব কথা।
ঈশানের শ্রীমুখের অমিয়-বারতা॥
কান্দিতে কান্দিতে আহা, ঈশান আমার।
ভৃত্য পুত্রোপম সেই নিমাই-মাতার॥
লয়ে সাথে শ্রীনিবাসে কতই আদরে।
দেখা'ল সকল স্থল এক এক ক'রে॥
হায়রে, নিমাই-মাখা সেই সব স্থল।
প্রতি পদে দোঁহে কত করিল বিহ্বল॥
হা নিমাই! হা নিতাই! হা গৌরাঙ্গ! বলি
কান্দিয়া কান্দিয়া তাঁরা দেখিলা সকলি॥

(৩)

দেখি আজও সেই সব, সেই নিকেতন।
বহে ভাগীরথী তীর ধোয়া'য়ে চরণ॥
"শ্রীবাস অঙ্গন" সেই, প্রতি অঙ্গ যার।
প্রভু-পাদস্পর্শ পুলকিত অনিবার॥
সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি তাঁর আজিও যথায়।
করে সিক্ত ভক্ত-হিয়া কি প্রেম-সুধায়॥
"অদ্বৈত ভবন" সেই,—আচার্য্য প্রবর।
গভীর হুঙ্কারে যথা বিদরি অম্বর॥
বৈকুণ্ঠের সুখাসন করিয়া চঞ্চল।
বৈকুণ্ঠ-পতিরে আনি এই ভূমণ্ডল॥
যুগধর্ম্ম সুনির্ম্মল করিলা স্থাপন।
বহাইলা শুদ্ধ ভক্ত প্রেমের প্লাবন॥
পূরবে অনতি দূরে সেই সুখধাম।

"চন্দ্রশেখরের গৃহ,' যথা ভগবান ॥
অপূর্ব্ব সে অভিনয়ে রুক্মিণীর বেশে।
নাচিলেন সাঙ্গোপাঙ্গে সুমধুর হেসে ॥
মরি, মরি, কি সুন্দর, আত্মহারা জনে।
জাগাইতে সেই ভাব সেই স্মৃতি মনে ॥
শুদ্ধ আয়োজনে শুদ্ধ ভক্ত মহাজন।
যথাস্থানে যথারূপ বিগ্রহ পরম ॥
করিয়া স্থাপন রেখেছেন সযতনে।
দিয়াছেন নিত্য-সেবা-ভার যোগ্য জনে ॥
নহে ইহা দেবলের 'দেখানো ঠাকুর'।
নহে ইহা ধনলোভী বণিকের পুর ॥
নাহি হেথা দেব দ্বারে হস্ত-পসারিয়া।
পথ দিতে দ্বারপাল পরার্থ হরিয়া ॥
নাহি হেথা দুর্জ্জনের দেহি দেহি রব।
প্রবঞ্চনা আদি শত আসুর বৈভব ॥
বৈকুণ্ঠ বিভব সাধু ভক্ত মহাজন।
জীবের মঙ্গলে মাত্র দিয়া দরশন ॥
করিয়া কীর্ত্তন শুদ্ধ ভাগবত-কথা।
করেন বিনাশ বদ্ধ-জীবের জড়তা ॥

(৪)

হরি, হরি,—হেরিলাম কি দৃশ্য নয়নে।
কি সুধা করিনু পান অজস্র শ্রবণে ॥
শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধ সাধু ভক্ত সহ।
মজিলাম কি আনন্দ-নীরে অহরহ ॥
সাক্ষাৎ সে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে।
জন্ম-মহোৎসবে তাঁর, সাধুসঙ্গ-সুখে ॥
স্বপনের মত অহো, তিনটি দিবস।
দিয়া গেল প্রতি অঙ্গে কি পুণ্য-পরশ ॥
মায়াবশ নিমজ্জিন হৃদয়ে আমার।
করিল সুদৃঢ় কত মালিন্য সংহার ॥
কি ভাগ্য অপার! হায়, কহিব কেমনে।
নাহি ভাষা সে বৈকুণ্ঠ-বিভব বর্ণনে ॥
ধন্য 'ভক্তিরত্নাকর' ভক্তিরত্নাকর।
ধন্য প্রভু নরহরি ভাগবতবর ॥
গাহিলেন তিনি সত্য অমর ভাষায়।
স্বল্প সে সংবাদ অতি দুর্লভ ধরায় ॥
অক্ষয় উজ্জ্বল তাহে এ-অমৃত-বাণী।
গাহে নিত্য ভক্তগণ হ'য়ে যুক্ত-পাণি ॥
"নবদ্বীপ মধ্যে 'মায়াপুর' নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা সে কেবা নাহি গায়।
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।"
ধন্যরে ধন্যরে ধন্য হেন মায়াপুর ॥
কত দূর হ'তে আজ ভক্ত শত শত।
দেবল-বঞ্চনা-মুক্ত আসে অবিরত ॥
উঠে লক্ষ কণ্ঠে ভক্তিবিনোদের জয়।
তাঁহারি বৈভবে আজ অধর্ম্মের ক্ষয় ॥
মিথ্যা মায়া মেঘ হ'তে সত্যের উদয়।
দেব-যুদ্ধে দানবের ঘোর পরাজয় ॥
বিজয়-পতাকা-মূলে লুঠাইয়ে তাঁর।
কাঙ্গাল এ 'কৃষ্ণামৃত' আনন্দে অপার ॥
মাখি ভক্তপদধূলি পরমার্থ-বল।
গাহে জয়গাথা এই ভরি ভূমণ্ডল ॥

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

পরলোকে রায় যতীন্দ্রনাথ

টাকীর স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহোদয় আর ইহলোকে নাই। তিনি গত ২৪শে চৈত্র বুধবার দিবস তাঁহার গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় টাকী মুন্সী-পরিবারের মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। যদিও তিনি ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি সাধু অনুষ্ঠানে ও সৎকার্য্যে উৎসাহ যুবক

অপেক্ষাও অধিক দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার ঔজ্জ্বল্যের কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনিই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য জগতে প্রচার করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ ও প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় আজ গৌড়ীয়জগতে চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পিপাসুগণের পিপাসার শান্তি বিধান করিতেছে। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুবৃহৎ তৃতীয় সংস্করণ সন্দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্য পাঠ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ভাগবতের সংস্করণ তিনি আর কোথায়ও দর্শন করেন নাই।' তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহক ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৌড়ীয় পাঠ করিতেন। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগার শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। তিনি গৌড়ীয় পত্রে শ্রীযুক্ত কেনেডী সাহেবের পুস্তক, বৈ—দিগ্দর্শনী ও আজকালকার মনোধর্ম্মী সমাজের নানাবিধ অসৎ সিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তকের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। নব্য মনোধর্ম্মিসমাজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিপাদ করিবার জন্য তিনি নিজে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদককে কতকগুলি বিষয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার ইহধামে অবস্থানকালে গৌড়ীয় সেই সকল বিষয়গুলি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গৌড়ীয়ে সেই সকল বিষয় ক্রমশঃ আলোচিত হইবে, তিনি পরলোক হইতে নিশ্চয়ই আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক উৎসবে আগমন করিতেন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা-উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচার, জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে পরমোৎসাহের সহিত ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচার, শ্রীল ঠাকুরের অগাধ পাণ্ডিত্য, সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যগবেষণা, বৈষ্ণবদর্শন ও সিদ্ধান্তে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতির কথা তিনি শতমুখে কীর্ত্তন করিতেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যে, যাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পারষদে ঈশ্বর-সেবা-বিহীন সাহিত্য-চর্চ্চা-স্পৃহার পরিবর্ত্তে সেশ্বর-সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য সকলের আগ্রহ জন্মে তাহার ব্যবস্থা হয়। এই অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের যে কোন একটী শিষ্যকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তিনি গত আচার্য্য-প্রকটোৎসবে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গিয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ শ্রীগৌড়ীয় মঠের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁহার গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বকার্য্যে প্রোৎসাহ, গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দকে পরমাত্মীয় জ্ঞান—এখনও আমাদের স্মৃতিচক্ষে ভাসিতেছে। আমরা রায় যতীন্দ্রনাথকে হারাইয়া একজন গৌরজনের প্রতি প্রীত ও শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বান্ধবকে হারাইয়াছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল হউক্। আমরা তাঁহার পুত্র ও পরিবার-বর্গের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূজনীয় পিতা, স্বামী ও স্বজনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তিময় জীবন যাপন করুন্। তাহা হইলেই রায় যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত পূজা বিহিত হইবে। ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু।

দুর্য্যোগে বিলম্ব

কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গার ফলে এই সপ্তাহের গৌড়ীয় যথাকালে প্রেরণ করা ঘটিল না। আশা করি গ্রাহকবর্গ ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৩, ১৭ই এপ্রিল ১৯২৬ | ৩৪শ সংখ্যা।

সারকথা

(শ্রীগুরু-তত্ত্ব)

১। "শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব।"

২। "শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী।"

৩। "শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত।"

৪। "শ্রীগুরুদেব প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু।"

৫। "শ্রীগুরুদেব নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।"

৬। "শ্রীগুরুদেব অভেদবিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তনু।"

৭। "শ্রীগুরুদেবের সেবায় পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।"

৮। "নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের ভক্তনরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান্।"

৯। "শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয়-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-তত্ত্ব।"

১০। "শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।"

১১। "শ্রীগুরুদেব স্বয়ংপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।"

১২। "শ্রীগুরুদেব বলদেব নিত্যানন্দাভিন্ন স্বরূপ; শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

১৩। "শ্রীগুরুদেব নিত্য কৃষ্ণের সেবক; শ্রীবলদেব নিত্যকাল দশবিধভাবে কৃষ্ণ-সেবক।"

১৪। "শ্রীগুরুদেব মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ; রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন-বার্ষভানবী।"

রাজা শ্রীবীরহাম্বীর *

[১]

"নীরব নিশীথ হের, সুপ্ত চরাচর।
যাও শীঘ্রগতি সবে, যোগ্য অবসর ॥
ক্লান্ত পথশ্রমে তারা নিদ্রা-বিচেতন।
শকট সহিত কর সর্ব্বস্ব হরণ ॥
না হ'তে প্রভাত রাতি, অতি সাবধানে।
আন, ধনরত্নরাজি সব এই স্থানে ॥"—
মন্ত্রকক্ষে দস্যুগণে ডাকিয়া ভয়াল।
করিল আদেশ বীর হাম্বীর ভূপাল ॥
দস্যুদলপতি রাজা বনবিষ্ণুপুরে।
পাইয়াছে সমাচার,—আসিছে অদূরে ॥
বহুধনরত্নসহ বৃন্দাবন হ'তে।
মহাজন কয়জন এই বনপথে।
পথমাঝে এবে সবে করিছে বিশ্রাম।
তাহারি সন্ধানে করে এই আজ্ঞা দান ॥
ধায় দস্যুগ্রাম তবে সেই লক্ষ্যস্থলে।
দেখে গিয়া নিদ্রাগত সবে ভূমিতলে ॥
আনন্দে সকলে তবে সতর্ক হইয়া।
পলাইল রত্নসহ শকট লইয়া ॥
কে ইঁহারা ? কোন্ রত্ন করি আহরণ।
শকট ভরিয়া, করে গৌড়ে আনয়ন ॥
হরি, হরি,—করিতেও স্মরণ সে কথা।
আনন্দে উথলে হিয়া আসে বিহ্বলতা ॥
প্রাণের পরাণ মোর প্রভু গৌরহরি।
রূপ-সনাতনে তাঁর কত কৃপা করি ॥
পাঠাইলা বৃন্দাবনে করিতে উদ্ধার।
লুপ্ত মহাতীর্থ, আর করিতে প্রচার ॥
অনর্পিত-পূর্ব্ব প্রেমভক্তিভরা ধন।
ভক্তিগ্রন্থরাজি পরমার্থ-নিরূপণ ॥

* "ভক্তিরত্নাকর" সপ্তম তরঙ্গ এবং "নরোত্তম বিলাস" তৃতীয় বিলাস দ্রষ্টব্য।

জনমিল তাহাতেই শ্রীগ্রন্থ অপার।
অমূল্য রতন সম, নাহি তুল্য যার ॥
সেই গ্রন্থ-রত্ন-ভার রাখিল যতনে।
শ্রীজীব, শ্রীরূপ-সনাতন-অদর্শনে ॥
আপনিও কতশত গ্রন্থবিরচিয়া।
সঞ্চয় করিল তথা ভাণ্ডার ভরিয়া ॥
ভাগ্যবান্ শ্রীনিবাস কতদিন পরে।
উত্তরিল ব্রজপুরে ব্যাকুল অন্তরে ॥
শ্যামানন্দ নরোত্তম মিলিল তথায়।
সকাতর রূপ-আদি-বিরহ-ব্যথায় ॥
তাঁদের বিদায়কালে জীব সুপ্রভাতে।
শকট ভরিয়া গ্রন্থরত্ন দিল সাথে ॥
হইল আদেশ তাহা গউড়ে আনিতে।
পাষণ্ডদলনে যোগ্য জনে বিলাইতে ॥
উপনীত এত দূরে সেই রত্নরাজি।
ভাগ্যোদয়ে দস্যুরাজ লুটাইল আজি ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করে হাহাকার।
কি হইল !—সর্ব্বনাশ !—এ কর্ম্ম কাহার ॥
হরিল না কেন গো, যে সবাকার প্রাণ।
প্রাণ ল'য়ে যাক্ আসি গ্রন্থ করি দান ॥
ত্যজিতে পরাণ সবে সঙ্কল্প করিল।
বনমধ্য হ'তে ক্ষণে কে যেন কহিল ॥
"ভয় নাই !—রাখে হরি, মারে কোন্ জন।
আছে গ্রন্থ বিষ্ণুপুরে রাজার ভবন ॥
করিয়া শ্রবণ মহা-আনন্দে অমনি।
করে শ্রীনিবাস আদি ঘন হরিধ্বনি ॥
চলিলা তখনি তিনি রাজার সদনে।
পাঠাইয়ে নবদ্বীপে সহচরগণে ॥

[২]

রাজপুরে হেথা বীর হাম্বীর ভূপতি।
শকট হইতে ভার ল'য়ে ত্বরাগতি ॥
দেখে চমৎকার কিবা উজ্জ্বল-অক্ষর।
মঞ্জুষা ভিতরে বহু গ্রন্থ মনোহর ॥
কি নিধি অমূল্য অহো, অতুল রতন।
কি শক্তি তাহাতে ত্রিজগতে অনুপম ॥

হইল দর্শন মাত্র নৃপতি নির্ম্মল।
অরুণ উদয়ে নব যথা নভোস্থল॥
কি ভাবে অপূর্ব্ব পুনঃ ভরিল হৃদয়।
কাতর হইয়া রাজা দস্যুগণে কয়॥
"বল্ সত্য, ওরে রক্তমুখ, মহীধর।
হরিলি যাঁদের ধন কানন-ভিতর।
দিস্‌নি ত দুঃখে তাঁহাদের কোন বাধা।
আছে ত কুশলে তাঁরা,—বল্ সত্য কথা॥
মহা-মহাজন ওরে, তাঁহারা সকল।
বৈকুণ্ঠের পরিকর, করে নানা ছল॥
অমূল্য রতন সত্য এই গ্রন্থাবলী।
ভাগবত-কথামৃতে সার্থক সকলি॥
করিয়াছি সর্ব্বনাশ,—প্রাণ-প্রিয়তম।
কি ধন তাঁদের ওরে করেছি হরণ॥
হায়, হায়, এতক্ষণ হয় ত তাঁহারা।
ত্যজেছে জীবন শোকে, ফণী মণিহারা॥
যাহরে, যাহরে ত্বরা ছুটিয়া সকলে।
যাইরে আমিও তথা বস্ত্র বাঁধি গলে॥
চরণ-কমলে লুঠি আনি সর্ব্বজনে।
যাচি ক্ষমা ভিক্ষা দিয়া সর্ব্বস্ব চরণে॥
কহে দস্যুগণ—"রাজা, কোন ভয় নাই।
কুশলে আছেন তাঁরা, আনি দেখ যাই॥
ধাইল সকলে ক্ষণে উচ্চনাদ করি।
অধীর হাম্বীর রাজা কাঁদে ভূমে পড়ি॥
হইল আমরি, ক্ষণে কিবা তন্দ্রাবেশ!
অপূর্ব্ব-দর্শন রূপ দেখিল নরেশ॥
কনক-পর্ব্বত জিনি পুরুষপ্রবর।
কি ছাঁদ বদন চাঁদ ফাঁদ মনোহর॥
মৃদুহাসি সুধারাশি আসিয়া সম্মুখে।
ধীরে কয়,—"ভাগ্যোদয়, কাঁদ কোন্ দুখে॥
জন্মে জন্মে হও তুমি আমার কিঙ্কর।
ওই দেখ, দ্বারে তব মোর পরিকর॥"
দেখিতে দেখিতে তথা উঠে হরিধ্বনি।—
"জয় নিত্যানন্দ, জয় গৌরগুণমণি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় গদাধর।
জয় রূপ-সনাতন পণ্ডিতপ্রবর॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপ্রিয় জন।
জয় নবদ্বীপ জয়, জয় বৃন্দাবন॥"—
চমকিয়া দেখে সবে দিব্য কলেবর।
ভূমে উপনীত যেন নবীন ভাস্কর॥
মহাভাগবতবর প্রভু শ্রীনিবাস।
স্মিতানন সমুদিত নৃপতি-আবাস॥
উঠে দ্রুত-গতি নরপতি বাহু তুলি।
পড়ে শ্রীনিবাস-পদে লুটাইয়া ধূলি॥
সঁপিল সর্ব্বস্ব রাজা তাঁহার শ্রীপদে।
কাঁদিয়া যাচিয়া নিল পরম সম্পদে॥
সবংশে সাধুর পদে সব বিকাইয়ে।
হাম্বীর হইল স্থির কৃষ্ণনাম নিয়ে॥
ধন্য ধন্য মহাবীর হাম্বীর ভূপতি!
লুঠিলে কি ধন আজি তুমি মহামতি!!
করি কোটি কোটি নতি তোমার চরণে।
অনন্ত প্রণতি আর সেই মহাজনে॥
দস্যু ও এমন কৃপা-কটাক্ষে যাঁহার।
পাইল দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি সারাৎসার॥
নতি পুনঃ বারম্বার সেই মহাধনে।
এমন মলিন মন যে ধন দর্শনে॥
হইল নির্ম্মল ওরে, পাইল সম্বল।
সেবিতে বৈষ্ণব, বিষ্ণুবস্তু সুমঙ্গল॥
দস্যুরূপে আমিও ত স্তেয়-আচরণে।
ভ্রমি মায়াবনে বৃথা ইন্দ্রিয়-তর্পণে॥
বৈষ্ণব-চরণে ভারি হেন শুভ যোগে।
রক্ষা কর আমারেও দারুণ দুর্ভোগে॥

অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের

ভ্রমপ্রদর্শনা

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার]

গৌড়ীয় পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, আমি "বৈ-দিগ্দর্শনী" নামক একখানি অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিতেছিলাম এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ঐতিহাসিক

তথ্য ও যুক্তিমূলে সমালোচিত বিষয়ের সম্বন্ধে কোনও প্রতিবাদ থাকিলে তাহাও উপস্থিত করিবার জন্য উক্ত-ন) গ্রন্থকারের নিকট একখানি মুক্তপত্রও প্রেরণ করিয়াছিলাম। ঐ পত্রখানি 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক-মহোদয়গণ কৃপাপূর্ব্বক ৪র্থ খণ্ড ২২শ সংখ্যার শ্রীপত্রে স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমি উক্ত নব্যগ্রন্থকার মহোদয়ের নিকট প্রায় ১৫।১৬ দফা প্রশ্নের উত্তরপ্রার্থী হইয়াও উহার কোনও উত্তর পাই নাই। দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহার গ্রন্থের যে সকল ভ্রম দেখাইয়াছি, তিনি তাহার একটী ভ্রমও এখনও পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অপিচ শুনা যায় যে, তিনি নিজকে একজন বৈষ্ণব ঐতিহাসিক বলিয়া প্রচার করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন! এইরূপ ভ্রমনিপুণতাই কি বৈষ্ণব ঐতিহাসিকতা? শুনা যায়, তিনি আরও লিখিয়াছেন, "কি সাহিত্যিক, কি ঐতিহাসিক, কি ভক্ত, সকলের নিকট গ্রন্থখানি সমভাবে আদৃত হইয়াছে এবং শ্রীব্রজমণ্ডল, নীলাচল ও গৌড়মণ্ডলের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আচার্য্য, গোস্বামী ও পণ্ডিতবর্গ সকলেই একবাক্যে এই অপূর্ব্ব (!!) গ্রন্থখানির গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন।" আরও শুনা যায়, তিনি তাঁহার গ্রন্থের কয়েকজন 'সুপারিশ'-পত্রদাতাও নাকি যোগাড় করিয়াছেন! আজ আমরা উক্ত সহস্র সহস্র ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের কয়েকটী ভ্রম নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। বৈষ্ণব, সজ্জন ও সুধী-পাঠকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ হইতেই উক্ত নব্যগ্রন্থকার কিরূপ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক এবং তৎসঙ্গে ঐ গ্রন্থখানি কিরূপ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কিরূপ ভক্ত, বৈষ্ণব আচার্য্য, গোস্বামী ও পণ্ডিতবর্গের নিকট সমাদৃত হইয়াছে, তাহারও পরিচয় পাইতে পারিবেন। যাঁহারা ঐ গ্রন্থখানির প্রশংসাকর্ত্তা তাঁহারও বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবব্রুব, শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তনিপুণ কি আসুরসিদ্ধান্তজ্ঞ তাহাও উৎকৃষ্ট প্রমাণমূলে অবগত হইতে পারিবেন।

নিম্নে কয়েকটী নমুনা প্রদত্ত হইল—

(১) রামানুজ ৯৩৬ শক চৈত্র মাসে **১০১৭ খৃষ্টাব্দে** মাদ্রাজ হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে পেরাম্বুদুরগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রামানুজ তাঁহার নূতনগুরু **যমুনা মুনির** আদেশে তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। (১-২ পৃঃ)

(২) শ্রীমধ্বাচার্য্য সনককুলজাত **'অচ্যুত প্রচ'** নামক আচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (৪র্থ পৃঃ)

(৩) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের **বৈষ্ণব** এবং মধ্বাচার্য্য হইতে **সপ্তদশ** সংখ্যক। যথা—১। মধ্বাচার্য্য, ২। পদ্মনাভ, ৩। নরহরি, ৪। অক্ষোভ্য * * ১২। **ব্রাহ্মণ**। (৫ পৃঃ)

(৪) রজকিনী রামমণি বা **রামী চণ্ডীদাসের ভজনের সঙ্গিনী** ছিলেন। (৭ পৃঃ)

(৫) চোলরাজ, রামানুজস্বামীর **মতবাদ, যবন** হরিদাস, **গৌর** ব্রাহ্মণ, **শঙ্করারণ্যপুরী**, মধ্বেজিভট্ট, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ **পয়ার** গ্রন্থ, কিশোরীভজন ও কামসাধন-প্রণালী, নরহরি গৌরাঙ্গদেবকে **নাগরীভাবে** ভজনা করিতে থাকেন, সুন্দরানন্দ ঠাকুরের জ্ঞাতিবংশ আছেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও বিদ্যাপতি-মিলন; জাতিবৈরাগীগণ। (১-১৩, ১৪৮ পৃঃ)

(৬) মধ্বাচার্য্য উদিপি, সুব্রহ্মণ্য ও মধ্যতলে তিনটী মঠ স্থাপন করেন (৪ পৃঃ)

(৭) মুরারিগুপ্ত ভগবানের সহিত জীবের **অভেদ জ্ঞানের মতাবলম্বী** থাকায় ইত্যাদি (১১ পৃঃ)

(৮) রূপগোস্বামী **লজ্জিত** হইয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে **বাধ্য** হইয়াছিলেন। (৩৪ পৃঃ)

(৯) লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী **সর্পাঘাতে দেহত্যাগ** করেন। (৩৬ পৃঃ)

(১০) বিবাহের পর বরকন্যা একত্রে বাসরঘরে যাইবার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর **পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিয়া রক্তপাত** হয়। ঘটনাটী ভাবী অমঙ্গলসূচক। (৩৭ পৃঃ)

(১১) **পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য** শ্রীনিমাই গয়াযাত্রা করিলেন। (৩৮ পৃঃ)

(১২) মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষভোজনে নারায়ণীর **গর্ভসঞ্চার হয়। লোকনিন্দায় উৎপীড়িত হইয়া** নারায়ণী * * আশ্রয় গ্রহণ করেন। (৪৩ পৃঃ)

(১৩) মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূলসেবনে মুকুন্দপত্নী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। (৪৪ পৃঃ)

(১৪) বর্দ্ধমান সংরে কাঞ্চননগর মহাল্লানিবাসী

গোবিন্দদাস কর্ম্মকার নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার আশ্রয়েই রহিয়া যান। (৪৭ পৃঃ)

(১৫) তীর্থদর্শন উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু ঐই বৈশাখ দাক্ষিণাত্য উদ্ধারে বাহির হইলেন সঙ্গে চলিলেন, কৃষ্ণদাস বিপ্র এবং গোবিন্দ কর্ম্মকার। (৫১ পৃষ্ঠা)

(১৬) পুরুষোত্তম প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তন কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস লইলেন। নাম হইল স্বরূপ দামোদর (৫১ পৃঃ)

(১৭) বেঙ্কট ভট্টের ত্রিমল্ল ও প্রকাশানন্দ নামে দুই সহোদর। (৫২ পৃঃ)

(১৮) জয়ানন্দ শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। (৫৬ পৃঃ)

(১৯) গোপীনাথ যথারীত অশৌচ পালন করিলেন এবং মাসান্তে সর্ব্বসমক্ষে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলেন। (৬১ পৃঃ)

(২০) মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নাম রাখিলেন **প্রবোধানন্দ**। (৬৫ পৃঃ)

(২১) শ্রীস্বরূপ দামোদর অচেতন হইলেন, আর চেতন হইল না। **হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইল।** (৭৭ পৃঃ)

(২২) শ্রীজাহ্নবা দেবী **বন্ধ্যা** ছিলেন। * * (৮২ পৃঃ)

(২৩) পরম দয়াল গৌরচন্দ্র ভেক দিয়া **নেড়া ও নেড়ীর সৃষ্টি করিলেন।** * * শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে খড়দহে আনয়ন করিয়া সেবা প্রকাশ করেন। (৮২ পৃঃ)

(২৪) প্রেমদাস বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। (১২৯ পৃঃ)

(২৫) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ **পূর্ব্বে বঙ্গবাসী শৈব পণ্ডিত** ছিলেন। (১৩০ পৃঃ)

(২৬) জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম,—এই **মহানাম**। (১৬১ পৃঃ)

(২৭) শ্রীললিতা দাসী * অবগুণ্ঠনবতী বৈষ্ণব সেবিকা। (১৬২ পৃঃ)

(২৮) সার্ব্বভৌমের **কনিষ্ঠ** শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীরূপসনাতনের দীক্ষাগুরু।

(২৯) রসময়কলিকা ও বহু রসকীর্ত্তনের পদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর রচিত। (১৮ পৃঃ)

(৩০) বল্লভাচার্য্যের নিবাস প্রয়াগের সন্নিকট আম্বুলী গ্রামে। (৬৪ পৃঃ)

(৩১) "কড়চা মঞ্জরী" নামক গ্রন্থ রামচন্দ্র গোস্বামীর রচিত। (৮১ পৃঃ)

(৩২) গোপীজন বল্লভ ও রামকৃষ্ণের পিতা শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। (৮২ পৃঃ)

(৩৩) শ্রীজয়ানন্দের গ্রন্থ রচনা ও আবির্ভাব ১৪৬১ শক। (৮৬ পৃঃ)

(৩৪) মাধবাচার্য্যের পুত্র গোপালবল্লভ মৈত্র (৮৭ পৃঃ)

(৩৫) **সিদ্ধ** শ্রীশ্যামদাস ঠাকুর **সংসার ত্যাগ** করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হয়েন। শেষ কালে **দারপরিগ্রহ** করিতে বাধ্য হয়েন, কিন্তু তিনি **স্ত্রীসম্ভাষণ** করেন **নাই**। **ঋতুকালে** তাঁহার স্ত্রীকে শ্যামদাস একটি **শ্রীফল ভক্ষণ** করিতে দেন। উহা হইতেই তাঁহার **স্ত্রী গর্ভবতী** হয়েন। * * সিদ্ধ শ্যামদাস ঠাকুর হইতে অধস্তন চারি পুরুষ পর্য্যায়ক্রমে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। (৯৩ পৃঃ)

(৩৬) শ্রীবীরচন্দ্রের **দ্বিতীয়া** পত্নী নারায়ণী গর্ভে একমাত্র পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। (১০৮ পৃঃ)

(৩৭) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দের আবির্ভাবকাল ১৫২৬ **শক**। (১১৫ পৃঃ)

(৩৮) শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব শক ১৫৩১ (১১৭ পৃঃ)

(৩৯) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট মন্ত্রান্তরে তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। (১২০ পৃঃ)

(৪০) ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় নায়িকারূপে অবধারণ করিয়া, তদনুরূপ ভজন সাধনের প্রচলন করেন এবং সেই জন্য শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যবর্গের সহিত ইহার মনোমালিন্য হয়। (১২০ পৃঃ)

(৪১) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে গিয়া **স্বকীয়**বাদী বৈষ্ণবদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া পরকীয়মত **স্থাপন** করিয়া আসিলেন। (১৩০ পৃষ্ঠা)

(৪২) গৌড়মণ্ডলে স্বকীয়বাদ স্থাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতকে জয়পুর

রাজসভা হইতে গৌড়ে প্রেরিত হইল। সর্ব্বত্র জয় করিয়া শ্রীপাটপানিহাটী গ্রামে আসিয়া, এই পণ্ডিত প্রভু রাধামোহনের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলেন। (১১০ পৃঃ)

(৪৩) বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তরে ব্রাহ্মণপল্লী নামক পল্লী ছিল এবং তাহার উত্তরে বৈদিক পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাস গৃহ ছিল। (১৩২ পৃঃ)

(৪৪) ১৬৩১ শক পর্য্যন্ত নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেন। এই সময় হইতে ভাগীরথী নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে বহিতে আরম্ভ করেন। (১৩৫ পৃঃ)

(৪৫) (১৭৮৪ শকে) এই সময়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ মালঞ্চপাড়ার সেবাইতগণের নির্দ্দিষ্ট পালানুসারে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।—(১৩৭ পৃষ্ঠা)

(৪৬) শ্রীবৃন্দাবনের চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের তিনটী প্রধান শিষ্য—শ্রীভগবান দাস বাবাজী, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী। (১৪৪ পৃষ্ঠা)

(৪৭) চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে মধুরভাবে ভজন করিয়া তাঁহার প্রেম সেবা করিতেন। (১৪৫পৃষ্ঠা)

(৪৮) বর্দ্ধমান জেলার শ্রীজিয়ড় নৃসিংহঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী নাগরীভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজন শিক্ষা করিয়াছিলেন। —(১৪৬ পৃষ্ঠা)

(৪৯) শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব শ্রীধাম নবদ্বীপ মধ্যস্থ মায়াপুরে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু প্রতিষ্ঠিত লুপ্ত মঠের পুনরুদ্ধার ও তথাকার নিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিয়া সবিশেষ গৌরবভাজন হইয়াছেন। —(১৭২ পৃঃ)

নব্যগ্রন্থকারের মাত্র উনপঞ্চাশটী ভ্রমের নমুনা প্রদান করিলাম। তিনি এইরূপ কত উনপঞ্চাশ ভ্রম করিয়াছেন উহার ইয়ত্তা করা যায় না। গৌড়ীয় পত্রের ৪র্থ বর্ষের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ সংখ্যায় ঐ সকল অগণিত ভ্রমের কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা আমার ঐ সকল প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন নাই, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ঐগুলি পাঠ করিলে নব্যগ্রন্থকারের বৈষ্ণব ইতিহাস, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, বৈষ্ণবসাহিত্য, বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণব আচার ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অভিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রতি পদে পদে মারাত্মক ভ্রম, সিদ্ধান্ত-বিরোধ কালজ্ঞান-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শুনা যায়, ঐ পুস্তকখানি নাকি নব্যগ্রন্থকারের কিরূপ চেষ্টায় 'লাইব্রেরীর কপি' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং ঐ পুস্তকখানিকে নব্যগ্রন্থকার মহাশয় এম, এ পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচন করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। এইরূপ অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ পুস্তক পড়িয়া এম, এ পরীক্ষার্থী কেন, নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের বালকও যে কোন প্রকারে লাভবান্ হইতে পারিবে না। পরন্তু কতকগুলি ভ্রম মস্তকে লইয়া ভাবী কালে হয় নাস্তিক, নয় প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া সুধীসমাজের নিকট গর্হিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। কি ভাষা, কি ইতিহাস, কি সিদ্ধান্ত কোনও দিক হইতেই পুস্তকখানির কোনও রূপ মূল্য আছে বলিয়া কোনও নিরপেক্ষ পণ্ডিতব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারেন না। পুস্তকখানি এতদূর কদর্য্য বঙ্গভাষায় লিখিত যে, এই পুস্তকখানির ভাষা পড়িয়াও বোধ হয়, স্কুলের বালকগণ বিদ্রূপ করিবে। ডাঃ দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে নানাবিধ সিদ্ধান্ত বিরোধ ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রম থাকিলেও সাহিত্যের দিক হইতে তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা না করিলে নিরপেক্ষতার হানি হয়। কিন্তু নব্যগ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, প্রবন্ধবিস্তারভয়ে আমরা তাহার নমুনা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। তবে দীনেশবাবুর বৈষ্ণববিরোধী সাহিত্যের আদরও আমি কখনও করি না।

বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে নব্যগ্রন্থকার পদে পদে ভুল করিয়াছেন। তিনি অনুমানের আশ্রয় লইয়া খামখেয়ালিভাবে যে সকল তারিখ নির্ণয় ও কতকগুলি অপ্রামাণিক পয়ারী জাল সহজিয়া পুঁথি হইতে যে সকল আজগুবী ঘটনা আহরণ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়-প্রচলিত কিংবদন্তী ও গালগল্প হইতে যে সকল অশ্রাব্য কথার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বালকগণের সময় ও শক্তি ক্ষয় ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? নব্যগ্রন্থকারের লেখনী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোনও সংস্কৃত প্রামাণিক গ্রন্থের কোনও সংবাদ রাখেন না বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ ধার ধারেন না। চারিসম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়েও তিনি কোনও খবর রাখেন না। তিনি যে স্থানে চারিসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিবার জন্য চেষ্টা

করিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার লেখনী হইতে বেফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার অজ্ঞতা ধরা পড়িয়াছে। তিনি চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈতী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের কোন কথাই জানেন না বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সাত শত আচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্য রাজবিষ্ণুস্বামীর পর্য্যন্ত কোনও খবরই তিনি অবগত নহেন। তিনি রামানুজের কথা লিখিতে বসিয়াছেন, কিন্তু রামানুজসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থখানি তাঁহার আদৌ দেখা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাঁহার গ্রন্থখানিকে এম, এর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু ছাত্রবৃত্তির সপ্তম শ্রেণীর বালকেরও যে ভুল সম্ভবপর নহে, তাঁহার গ্রন্থখানিতে শত স্থানে সেইরূপ ভুল প্রবেশ করিয়াছে। তিনি শতস্থানে বিয়োগ কষিতে ভুল করিয়াছেন!

আর বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিলে, তিনি পদে পদে যে সকল সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব বিরোধপূর্ণ বাক্য তাঁহার নব্য পুস্তকের সর্ব্বত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেরই সচেল গঙ্গাস্নান করিতে হয়। আমরা উপর্য্যুক্ত উনপঞ্চাশ দফায় ঐ সকল তত্ত্ববিরোধিবাক্যের কয়েকটী মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে প্রবেশ করেন নাই, সেই সকল সাধারণ পাঠক ঐ সকল তত্ত্ববিরোধ ধরিতে পারিবেন না। এই জন্য আমি (গৌড়ীয় সম্পাদকগণের অনুগ্রহ হইলে) পরবর্ত্তী সংখ্যায় গৌড়ীয়ে ঐ সকল তত্ত্ববিরোধিবাক্য বিশ্লেষণ করিয়া সুধীসমাজের নিকট প্রকাশ করিব। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাঃ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নিজকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবিশেষ অভিমান না করিয়া তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় পার্ষদগণের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরোধিবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াও বহু বহু স্বনামপ্রসিদ্ধ লোকবরেণ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশীয় সাহিত্যিক পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন ও বঙ্গসাহিত্যজগতে একজন বিশেষ প্রথিতনামা ডাক্তাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তথা তাঁহার তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তবিরোধী সাহিত্য-গ্রন্থকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চপরীক্ষার পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যপুস্তক ও লাইব্রেরী বহিরূপে নির্ব্বাচিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এমন কি ঐ বৈষ্ণববিরোধী গ্রন্থখানির জগতে এতদূর আদর হইয়াছে যে, তিনি বঙ্গভাষায় ঐ গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণ নিঃশেষিত করিয়া ইংরাজী ভাষায় পর্য্যন্ত উহার অনুবাদ করিয়াছেন। নব্য ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থের লেখক মহোদয় কি ঐরূপ সত্যবিরোধিনী "ধৃষ্টা-স্বৈরচরমণী" তুল্যা প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার জন্য বৈষ্ণ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তির কাছ কাটিয়া কতিপয় "যোগাড় করা" সুপারিস পত্রের সাহায্যে সিদ্ধান্তবিরোধী, তত্ত্ববিরোধী, সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক ও কালনিরূপণ ভ্রমপূর্ণ, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন? অন্যান্য, তাঁহার এইরূপ আচরণের কথা সুধীসমাজে হাস্যমুখে সমালোচিত হইতেছে।

যাঁহারা তাঁহার এইরূপ ভ্রমপূর্ণ পুস্তকখানির প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এইবার ঐ নব্যগ্রন্থটীর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গ্রন্থের প্রশংসাকারিব্যক্তিগণের পরিচয় ও বৈষ্ণবতার ভজনটীও ধরা পড়িবে। আমি আগামী বারে এই সকল কথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত করি।

[উক্ত প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে পরে আলোচ্য]

—গৌঃ সঃ

চৈতন্য-চন্দ্রামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩২ সংখ্যার পর)

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতিকতি সতাং নাগানুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥

শ্রুতিস্মৃতিইতিহাস আগমপুরাণে।
ভগবৎ অবতার অসংখ্য বাখানে ॥
গৌরহরি সম কেন প্রভাব কোথায়।
অতএব গৌরহরি পরেশ্বর তায় ॥
যদি কি প্রভাব? শুন তার কথা।
পরম-ঈশ্বর বিনা কেবা প্রেমদাতা ॥

পদ্মনাভ হরি তাঁর বহু অবতার।
মঙ্গল প্রদাতা সবে অন্যথা কি তার॥
কিন্তু কৃষ্ণ বিনা কেহ নহে প্রেমদাতা।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসে তরুলতা॥
বহু সাধ্য সাধনায় অবতারগণে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ দিল কোন জনে॥
কৃষ্ণচৈতন্যের সনে তুলনা নহিল।
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম যারে তারে দিল॥
কৃষ্ণচৈতন্যের দয়া যে করে বিচার।
ভাগ্যবান্ জন চিত্তে পায় চমৎকার॥
অলৌকিক রীতি আর অদ্ভুত বিক্রম।
বহুস্থানে প্রকাশ গৌর কৈল যথাক্রম॥
মাধুর্য্য প্রভাব আর ঐশ্বর্য্য বৈভব।
ষড়্ভুজ দর্শন আদি বহু অসম্ভব॥
নির্ম্মৎসর কত সাধু গৌরপ্রিয় জন।
অনুভব কৈল কেহ করিল দর্শন॥
জীবের সহজধর্ম্ম সুনির্ম্মল প্রীতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দান করে যদি তথি॥
অতএব গৌর বিনা কেবা প্রিয়তম।
হেন গৌরে হরি বুদ্ধি না করে অধম॥
হরি চর কলিকাল প্রবল হইল।
বিমুখমোহিনীমায়া সবে মুগ্ধ কৈল॥ ৪১॥

"সাধু বেশে কলির চর!"

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী]

বর্ত্তমান কাল কলি। এই কালে কলির একচ্ছত্র রাজত্ব বলিলেও শেষ হয় না। কারণ কলির যে কয়টী স্থান (১) দ্যূত—তাস, পাশা, দাবা, শতরঞ্চ, দশপঁচিশ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি; (২) পান—তামাক, গাঁজা, সিগারেট, বিড়ি, ভাঙ্গ, আফিম, চরস, চণ্ডু, মদ ইত্যাদি; (৩) স্ত্রী—স্ত্রৈণ হওয়া, অবৈধ উপপত্নী গ্রহণ ইত্যাদি; (৪) সূনা—মৎস্য, মাংস, কর্কট, ডিম্ব, ইত্যাদি জীবহিংসা ও (৫) কনক—উপার্জ্জিত অর্থে শুধু নিজ-ইন্দ্রিয় তোষণ-চেষ্টা এবং অসদুপায়ে উপার্জ্জন ইত্যাদি (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৩৯)—কলির এই স্থানপঞ্চকের কোনও না কোনও একটীতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন।

তবে ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সাধারণ ভাবে জগতে বিচরণ করেন, সত্যান্বেষি-ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাদিগের বেশ-ভূষা চাল চলন দেখিয়াই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ হইতে সতর্ক হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবক্রব বা মেষ শাবকের আবরণে নেক্‌ড়েবাঘ তুল্য তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সুকঠিন। বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন অজ্ঞ, সরল ও অন্ধবিশ্বাসি-ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধু সঙ্গ করা বর্ত্তমানকালে অধিকতর সুকঠিন। আর ইঁহাদের প্রভাবও শেষোক্ত ব্যক্তিগণের উপরই অত্যধিক।

এই সমস্ত বঞ্চক, কপট, ভণ্ডদের হাত হইতে সমস্ত জীবকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ত্তমান "শ্রীগৌড়ীয়" সাক্ষাৎ কলিবৈরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে সত্যকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা প্রকৃত সত্যপিপাসু তাঁহারাই ইহা পরম উপাদেয় বোধে গ্রহণ করিবেন; আর যাঁহারা বাস্তবিকই কলির চর তাঁহারা কেহ বা মুখে 'হয় হয়', আর কেহবা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সত্য-প্রচারকারী বৈষ্ণবগণের সহিত শত্রুতাই করিবেন।

সেদিন, শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীজন্মোৎসব শেষে শ্রীমায়াপুর ধাম হইতে ফিরিতেছিলাম। আমরা যখন রাত্রি ৮ টায় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন রাণাঘাট যাওয়ার ট্রেণখানা ষ্টেশনে উপস্থিত। আমি ও আমার সঙ্গী আর একজন পরমভাগবত বৈষ্ণব একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিটের পর গাড়ীখানা ষ্টেশন ছাড়িয়া রাণাঘাট অভিমুখে চলল; এমন সময় দেখিলাম, আমারই পাশে একটী মালা-তিলক-ধারি-ব্যক্তি একটী বিড়ি জ্বালাইয়া আনন্দের সহিত টানিতে থাকিলেন। তাহাতে যদিও আমাদের বিশেষ উপদ্রবের কারণ হইল, তথাপি সর্ব্বসাধারণের গাড়ী জানিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে সহ্য করিয়া চলিলাম।

বেশধারী আপন কার্য্য সমাধা করিয়া, আমাদের উপর নেত্রপাত করিলেন। "আপনারা কোথা হ'তে এলেন, কোথা যাবেন" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

আমরাও অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় না করিয়া জাগতিক শিষ্টতার খাতিরে যথাযথ উত্তর দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথা থেকে এলেন, কোথায় যাবেন"? ঐ প্রকার দুই একটি প্রশ্নের পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি নবদ্বীপ-সমাজ-বাড়ী থেকে এলাম, পাবনা যাচ্ছি। এই সব মেয়েমানুষ আমার সঙ্গের। ইহারা সমাজবাড়ীর নবরাত্র উৎসবে আমার সঙ্গেই গিয়াছিল। আমি অদ্বৈত বংশের, * * * আমারও একান্ত ইচ্ছা মায়াপুরে অদ্বৈত-ভবনের সন্নিকট একটি স্থান করিয়া, এই যে (গলায় ঝুলান দেখাইয়া) আমার সঙ্গে গিরিধারী আছেন, তাঁহাকে স্থাপন করি এবং গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা অর্চ্চন করি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত এবিষয়ে আমার অনেক পরামর্শ হইয়াছিল। বর্ত্তমান অদ্বৈত-ভবন স্থানটিই আমার নেওয়ার কথা ছিল।" ইঁহার কথার ভাবে বুঝা গেল যে, মায়াপুরের উন্নতি দেখিয়া "অদ্বৈত-ভবন" নাম দিয়া তিনি সে স্থানে একটি দোকান খুলিতে ইচ্ছুক।

আমি বলিতে বাধ্য হইলাম, "আপনি শ্রীশ্রীগিরিধারী দেবকে গলায় ঝুলাইয়া, বক্ষে ধারণ করিয়া বিড়ি খাইলেন এ কেমন?" তিনি বলিলেন, "আমার গুরুর আদেশ আছে," এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার শ্রীগুরুর পরিচয় লইবার আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। কারণ তখনই বুঝা গেল, গুরু যিনি তিনি কখনও সেবাপরাধ-জনক এত গর্হিত, শিষ্যের অমঙ্গলকর ও শ্রীভাগবত-মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী আদেশ দিতে পারেন না। যদি কেহ এরূপ আদেশ দেন, তবে তিনি গুরু নহেন; গুরুব্রুব মাত্র।

আমার সঙ্গের পরম ভাগবত বৈষ্ণবমহোদয় কলির স্থান পঞ্চকের কথাগুলি অতি সুমধুর ভাষায় বুঝাইয়াছিলেন।

যাহাকে বুঝাইলেন, তিনি 'হয় হয়' করিয়াই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' অবস্থায়—কোন প্রকারে রাণাঘাটের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সহৃদয় গৌড়ীয় পাঠকমণ্ডলি! বুঝিয়া লইবেন যে, দেশের কি দুরবস্থা। আজকাল মহাপ্রভুর ভক্তের বেশ ধরিয়াই মহাপ্রভুর আচার প্রচারের বিরূপ লঙ্ঘন হইতেছে। কত প্রচ্ছন্নাসুর-ধর্ম্মাবলম্বী যে এই কলিকালে দেশ বিদেশে কলির চররূপে ফিরিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

জীবনে সাধন ভজন না করা ভাল; তবু মেষচর্ম্মাবৃত নেকড়ে বাঘের হাতে পড়িয়া জীবন দেওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। শ্রীশ্রীগিরিধারী বক্ষে ধারণ করিয়া সামান্য শিষ্ট বুদ্ধিতে এই প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে, মনুষ্যাকৃতির মধ্যে এমন কোন জীব আছে, ইতঃপূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।

প্রভো! এই প্রকার 'লোকদেখানো গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচারী' স্ত্রীসঙ্গী, মর্কটবৈরাগী ও বৈষ্ণবব্রুবগণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইহারা ওঃ, আত্মবঞ্চিত হইয়া কিরূপ লোক বঞ্চনাই না করিতেছে।

প্রাপ্ত পত্রাবলী

পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রণী ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাশয়ের সমীপেষু—

মহাশয়, "কৃষ্ণাবতার রহস্য" প্রণেতা আয়ুর্বিজ্ঞান-পারদর্শী প্রবীণ শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় অধুনা "গৌরাঙ্গলীলারহস্য" পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। আপনি অবশ্য পাইয়া থাকিবেন, ৪৫০ বৎসর পরে মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণকে তাঁহার চিকিৎসাধীনে আনিয়া বায়ু উন্মাদগ্রস্ত রোগী ও ভক্ত-প্রধান আদি-পার্ষদ * * শ্রীলবৃন্দাবন দাসকে তদ্রূপ বায়ুরোগী ও অন্ধবিশ্বাসী সাব্যস্ত করিয়াছেন। উহার প্রতিবাদ আপনি ও ভবৎসদৃশ সাধক ভক্তগণ করিবেন। আমরা এখানে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ পাল প্রভৃতি সৎসঙ্গিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া নিবেদিতেছি যে কি কি প্রামাণ্য পুস্তকের সাহায্য লইব, আমাদের উপদেশ দিবেন। * *

(স্বাক্ষর) প্রণত শ্রীরাধানাথ পতি
উকীল মিরবাজার, মেদিনীপুর পোঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার প্রচারকগণ পরম দয়ালু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে পাষণ্ডদলন-সেবায় ব্রতী হইবার পূর্ব্বে জগতে যে পাষণ্ডতার তাণ্ডব নৃত্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং প্রচারের ফলে বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যে পাষণ্ডীগণের ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, সজ্জনবৃন্দের

শুভেচ্ছায় অচিরেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা বারান্তরে উক্ত অস্পৃশ্য পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

গৌঃ সঃ

পরম সম্মানার্হ

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপে নিবেদনমেতৎ—মহাশয়, দয়া করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টি আপনাদের শ্রীপত্রে প্রকাশিত করিয়া জীবজগতের হিতসাধন করিবেন।

ভবদীয়
শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণপুর, বর্দ্ধমান।

অপূর্ব্ব পত্র

সম্প্রতি আমি যে একখানি অপূর্ব্ব পত্র পাইয়াছি, তাহা, সকলের অবগতি ও সাবধানতার জন্য নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম। পত্রখানি পাঠ করিলেই, সকলে ইহার গূঢ়াভিসন্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

(পত্র)

নং ২২০ তাং ১।১২।৩২
শ্রীশ্রীনদীয়াধর্ম্ম সভা।
পোঃ বাগাঁচড়া নদীয়া।

মাননীয়েষু—

আপনার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ অত্র সভার পণ্ডিত মণ্ডলী আপনাকে "বিদ্যাভূষণ" ও "কাব্যবিনোদ" উপাধিদ্বয় প্রদান করিবেন। এই উপাধি পত্র ২০ জন অধ্যাপক ও উপাধ্যায় দ্বারা স্বাক্ষরাদিমতে আপনাকে প্রদান করা যাইবে। আগতে উপাধি-পত্র মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ ও সভার পণ্ডিতবর্গের সম্মানার্থ ১০৲ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া সভার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেই আপনার উপাধি পত্র আপনার নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। সভার এই শ্রদ্ধার দান আপনি সানন্দে গ্রহণ করিবেন এই বিশ্বাসে আজ আপনার উপাধি পত্র রচনা করিয়া মুদ্রণার্থ প্রেসে দেওয়া হইল। আগতে টাকা কয়টি পাঠাইয়া উক্ত উপাধি পত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। আশা করি আপনার ন্যায় সৎসাহিত্যিকের নিকট আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। ইতি।

(স্বাক্ষর) শ্রীসুধাংশুশেখর বিদ্যারত্ন, ভারতী, কাব্য-বিশারদ, ন্যায়রত্ন, কর্ম্মাধ্যক্ষ, নদীয়া ধর্ম্মসভা, বাগাঁচড়া
পোঃ—নদীয়া।

আ-মরি-মরি,—কি মধুর উক্তি! কি উদার যুক্তি! কি মোলায়েম্ দর চুক্তি! আর কি চমৎকার চালাকী! পোড়া কপাল আমাদের সাহিত্য সাধনার!—১০৲ দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিয়া "পণ্ডিতমণ্ডলীর" (?) সভা হইতে উপাধি-রত্ন খরিদ করিতে হইবে! আহা, এমন উপাধির লম্বা 'লেঙ্গুর' আঁটিয়া নামের বহর লম্বা করিয়া বৃন্দাবনে বিহার না করিলে কি কেহ 'বীর' বলে? হায়রে হায়,—এমন 'বীর' বা 'বাহাদুর' খ্যাতির প্রলোভনে যিনি এই সকল দোকানদার দুঃখীরাম বাবাজীদের চটকে ভুলিয়া, ঘরের কড়ি জলে ফেলেন, কৃষ্ণসেবার ধন ইন্দ্রিয়তোষণে অপব্যয় করেন, তিনি তাঁহাদের হাতে যে কিরূপ বোকা বনিয়া যান, তাহা বলিবার কি ভাষা আছে? তাঁহার জন্য দুঃখ রাখিবার কি ঠাঁই আছে? ধিক্ তাঁহাদিগকে, ধিক্ তাঁহাদের প্রবৃত্তিকে, যাঁহারা জালিয়াতের এমন জাল-উপাধি-রূপ অতি অপদার্থ বস্তুও অতি গৌরবে গলায় বাঁধিয়া আপনাদের পরমানন্দময় নিত্য-স্বরূপ-পরিচয়কে পাংশুজালে মাণিক্যাবরণের ন্যায় বিরূপ করেন! আর, উপাধি বা নাম-সম্মানই বা কে দিতে পারেন? তাহা পরমভাগবত অকিঞ্চন সদ্গুরু-মণ্ডলীই ত দিতে পারেন! অন্যের দেওয়া সে বস্তু সজ্জন কখনও গ্রাহ্যও করেন না। আহা, স্মরণ হয় আজ:—

> পরম আদরে বক্ষে ধরি নরোত্তমে।
> শ্রীজীব গোসাঞি কহে সজল নয়নে॥
> "কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়।
> আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুর মহাশয়॥"

আবার শ্রীনিবাসকে—

> "কোলে করি কান্দে গোসাঞি, দিলে প্রাণ দান।
> মোর প্রভুর শক্তি তুমি ইথে নাহি আন॥
> আজি হৈতে তোমার নাম শ্রীনিবাস আচার্য্য।
> ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন লাগি করাইবে কার্য্য॥"

অন্যত্র দুঃখী কৃষ্ণদাসের ভজন-প্রভাবে ভক্তমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন,—

"সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ।
আজি হৈতে তোমার নাম হইল শ্যামানন্দ।"
(প্রেম বিলাস)

অধিক আর কি বলিব? পরমশ্রদ্ধাস্পদ "শ্রীগৌড়ীয়" পাঠকগণ ইহা হইতেই অধুনা 'ধর্ম্মের বাজারে' কেমন 'বিকি-কিনি' চলিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

ভবদীয় সেবকানুসেবক
কবি কৃষ্ণামৃত শ্রীগৌচরণ দেবশর্ম্মা।
(শ্রীকৃষ্ণপুর)

উপর্য্যুক্ত "অপূর্ব্বপত্র" লেখক শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবুকে আর একজন সত্যপ্রিয় সাহিত্যিক লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীসীতারামশরণং

মহাশয়!

আপনার অনুগৃহীত পোষ্টকার্ডখানি পাইয়া সাতিশয় বাধিত হইলাম। কিন্তু এ দীনজনকে ১৫৲ টাকা দিয়া উপাধি গ্রহণরূপ অপরাধ হইতে মুক্তিদান করিলে আরো বিশেষ বাধিত হইব। আমি পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় কোন সাহিত্য সাধনা করি নাই এবং মহাত্মা গোস্বামী তুলসী দাসকৃত গ্রন্থাবলী সাধারণ সাহিত্য বলিয়া আমার ধারণা নাই। উহা বেদের সারাংশ বলিয়াই আমার ধারণা সুতরাং তাহা যে আমি গোস্বামী প্রভুর কৃপায় জনসমাজে যৎকিঞ্চিৎ মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছি, তাহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার অতএব সবিনয় নিবেদন, আমাকে কোন উপাধি না দিয়া জনসমাজে ইহার বহুল প্রচারকল্পে সাহায্য করিলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। ইতি।

প্রণতঃ শ্রীমদনমোহন চৌধুরী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য

পরম ভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস বি, এল মহোদয়ের নিকট প্রেরিত সুধাংশুবাবুর একখানা পত্র পূর্ব্বে একবার শ্রীপত্রের ৪র্থ খণ্ড ২২শ সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল সুধাংশু বাবুর লিখিত আরও দুইখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। উপরে প্রকাশিত "অপূর্ব্ব পত্র"দ্বয় ও পত্র গ্রাহকদ্বয়ের নিজ ভাষায় সমালোচনা হইতেই সুধীপাঠকবৃন্দ বুঝিতে পারিবেন যে, আজকাল ধর্ম্মের নামে কি প্রকার ব্যবসায় চলিতেছে! অনেক সরল ধর্ম্মভীরু, সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি আজকাল ধর্ম্মব্যবসায়িগণের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হইতেছেন। ইহা কলিকালোচিত ব্যাপার হইলেও বড়ই দুঃখের কথা। শুনা যায়, এই সুধাংশু বাবুই নাকি সুপুরাতন শ্রীধামমায়াপুরের বিরুদ্ধে একটা কবিতা লিখিয়া "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক একখানি পত্রে বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে উক্ত পত্রের প্রতিবাদ আসাতে 'সোনার গৌরাঙ্গে'র সম্পাদকদ্বয় ঐরূপ পত্র প্রকাশ করায় সর্ব্ববৈষ্ণবের নিকট ও সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহাশয় তৎসম্পাদিত ও প্রকাশিত "আচার ও আচার্য্য" নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান আচার্য্যব্রুবগণের অসদাচার ও ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার ব্যবসায়ের কথা শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করেন। সেই গ্রন্থ খানিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজের শাস্ত্রযুক্তিমূলে ত্রিশটী প্রশ্নের মীমাংসা, শ্রীযুক্ত প্রাণ গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত উত্তর ও উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত উত্তরের উপর মহাজনগণের আচরণ ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। শুনা যায়, ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রাণ গোপাল গোস্বামী মহাশয় নাকি "সোনার-গৌরাঙ্গ" নামক পত্র-সম্পাদকের উপদেষ্টা ও ঐ পত্রখানির নিয়ামক। শুনা যায়, 'আচার ও আচার্য্য' নামকগ্রন্থে ব্যবসায়ী কথক, পাঠক, গুরুব্রুব ও তাঁহাদের অসদাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হওয়ায় ধর্ম্মব্যবসায়িগণের 'আঁতে ঘা' পড়িয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে, এই কারণেই নাকি "সোনার গৌরাঙ্গ" পত্রের সম্পাদক অসত্যকে আক্রান্ত দেখিয়া অবৈধ ভাবে সত্যকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন! এবং নিজের পূর্ব্বকথা অর্থাৎ "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন"—

এই কথাটী উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন ! একদিন যে সুধাংশুবাবুর কবিতাটী তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত করার জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, **"গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলে, কখনও কবিতাটী মুদ্রিত করিতাম না।** পাঠক বৈষ্ণববৃন্দ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের অযোগ্য দাসানুদাসকে ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব—ইহাই চরণে কাতর প্রার্থনা। * * ভিতরের গূঢ় অভিসন্ধি না জানায় ঐ পদ্যটী প্রকাশ করিয়া পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। আবার একান্ত প্রাণে বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে **ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি**", সেই সুধাংশুবাবুরই প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা তখন সুধাংশুবাবুই যাহার প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এইরূপ কোনও ভেকধারীর কীর্ত্তি কলাপ প্রকাশিত করিয়া "সোনার গৌরাঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক কি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় মোহগ্রস্ত হন নাই ? এবার সাকুটিয়ার ভেকধারীর গূঢ় রহস্য ও গূঢ় অভিসন্ধি জানিয়াও কি অসদ্গুরুব্রুবগণের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার এইরূপ অবৈধ চেষ্টা ? তিনি যখন নিজমুখেই তাঁহার পত্রিকা মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, **"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তি প্রমাণদ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি উচ্চ শিক্ষিত ও ভজনানন্দী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্যবংশে তাঁহার জন্ম। অর্থলোলুপ হইয়া তিনি ভেটের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবেন, ইহা আমার মত মূর্খ মনে করিতেই পারে নাই * মনে করিয়াছিলাম, আজ কাল হয়ত' কেহ আবার নূতন ঠাকুর বাড়ী করিয়া মায়াপুর নাম দিয়া ভেট আদায় করিতেছেন,"** তখন এই সকল কথা একমুখে বলিয়া অন্য মুখে আবার পরবর্ত্তিকালে অপরের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নূতন সৃষ্টি করা নকল মায়াপুর-প্রচারকারিগণের সহায়তা করা কি অস্থিরতা, কপটতা, অপস্বার্থান্ধতা নহে ? সুধীসমাজ বিচার করুন্। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর "ভজনানন্দী ও অর্থস্পৃহাবিহীন" হইয়া, "অকাট্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা" এবং অধোক্ষজ দৃষ্টিপরায়ণ তদানীন্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-সার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর, সিদ্ধচৈতন্যদাস প্রভৃতি মহাত্মগণের আদেশ ও নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং নানাবিধ অলৌকিক প্রমাণ বলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লুপ্ত প্রকট স্থান যে চিন্ময় ভূমি লোকলোচনের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে কোনরূপ ভ্রম, প্রমাদ, অক্ষজদ্রষ্টার ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা ধর্ম্মব্যবসায়িগণের ন্যায় বঞ্চনেচ্ছা প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। একথা 'সোনার গৌরাঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদকও একদিন নিজলেখনীর দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আজ ধর্ম্মব্যবসায়িগণের প্ররোচনায় পড়িয়া সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছেন, ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়। যাঁহারা আজকাল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় চালাইবার জন্য, ব্যবসায়ের ক্ষেত্র নব্য কল্পিত মায়াপুর সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রাত্যহিক জীবন ও তাঁহাদের হরিভজনোন্মুখতা আর ভজনানন্দী গৌরজন গৌরৈকপ্রাণ নিত্য-গৌ-সেবৈকব্রত শ্রীল-ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রটী তুলনা করিলে আসল ও নকল, ব্যবসায়-মূলে ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সেবা, প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি চিন্ময় শ্রীধাম মায়াপুর ও নূতন সৃষ্টিকরা মেকি-মায়াপুর ধরা পড়িবে। শুনা যায়, যাঁহারা এই মেকি-মায়াপুর খাড়া করাইবার উদ্যোগী ও সমর্থনকারী, তাঁহারা অনেকেই ধর্ম্মব্যবসায়ী, ভাড়াটিয়া মর্কট-বৈরাগী অথবা কোনও না কোন ভাবে ধর্ম্মব্যবসায় ও ব্যবসায়িগণের সহিত সংশ্লিষ্ট।

শ্রীগৌর-প্রকটভূমি শ্রীধামমায়াপুর সর্ব্বশুদ্ধভক্তগণের দ্বারা সমাদৃত ও সেবিত হইয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি, বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি মহাজনগণ সেইস্থানে সপার্ষদে কতই না কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরেরও কি ইচ্ছা যে, তিনি চারিশত আট বৎসর পরে আবার সমগ্র জগতের নিকট তাঁহার শ্রীধাম প্রকাশ করিবেন বলিয়া পুনরায় তাঁহার প্রকটযোগ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইল। ১৪০৭ শকের ন্যায় গ্রহণযুক্ত ফাল্গুনী পূর্ণিমা আবার শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৮ অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই শ্রীমায়াপুরে ধামসহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাপ্রকটে শ্রীধামে যেরূপ বিরাট মহামহোৎসব হইয়াছিল, শ্রীপাটখেতুরীর মহামহোৎসবের ন্যায় উহাও বৈষ্ণবজগতের

একটী চিরস্মরণীয় ব্যাপার। সজ্জন-তোষণী ৬ষ্ঠখণ্ড পাঠে জানিতে পারিবেন যে, তদানীন্তন যাবতীয় শুদ্ধবৈষ্ণব ও নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলীই শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠের প্রামাণিকতায় দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠের এইরূপ অভ্যুদয় ও প্রচার দেখিতে পাইয়া কতকগুলি স্বার্থপর ধর্ম্মব্যবসায়ী কনককামিনী প্রতিষ্ঠা-লোলুপ চঙ্গবিপ্রতুল্য ব্যক্তির মাৎসর্য্যের উদয় হয়। তাঁহারা মনে করিতে থাকেন, যখন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমি আবিষ্কৃত হইল, তখন আর তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রকে লোকে অধিক আদর করিবেন না, ভেট আদায় করিয়া অর্থসংগ্রহের সুবিধাটী ক্রমশঃ লাঘব হইয়া পড়িবে। কেহ বা মনে করিতে থাকিলেন, তাঁহাদের স্থানীয় ভূমিখণ্ডের দর কমিয়া যাইবে। কেহ বা মনে করিলেন, প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইবে। কেহ বা মনে করিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থান হইতে যেরূপ নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্যবসায়ের, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের সমূহ ক্ষতি হইবে! এইরূপ ভাবিয়া স্বার্থান্ধব্যক্তিগণ কিছু কাল পরে একটী মেকী মায়াপুর সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অনুগত ভক্তবৃন্দকে এই প্রকৃত শ্রীধামমায়াপুরের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যেমন কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীগৌরসুন্দরকে তদীয় অধোক্ষজ প্রতীতিসম্পন্ন নিজজনগণ সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করায় বঙ্গদেশের কয়েকটীস্থানে কতকগুলি অক্ষজবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকজন নকল অবতার সাজাইয়া তুলিলেন তদ্রূপ দিব্যসূরিগণের অধোক্ষজপ্রতীতিমূলে প্রচারিত শ্রীধামের অভ্যুদয় দেখিয়া মেকি মায়াপুর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও শুদ্ধ ভজনানন্দী সিদ্ধ মহাপুরুষ বা মহাজন ঐরূপ নকলবস্তুকে আদর করেন নাই।

অধোক্ষজপ্রতীতিই অপ্রাকৃত শ্রীধামদর্শন ও তাঁহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীলরূপসনাতন প্রভুদ্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের ন্যায় অবিবেচক প্রাকৃত সাহিত্যিক, প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ধর্ম্মব্যবসায়ী, বিষয়ী, ভাড়াটিয়া, স্ত্রীসঙ্গী, মর্কট-বৈরাগী বা কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন নাই। এই শ্রীধামমায়াপুর যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং যাঁহাদের আদেশ ও অনুপ্রেরণা লইয়া তিনি এই সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সকল নিত্যসিদ্ধগৌরজনগণের নিঃসং-প্রতীতি, নিরপেক্ষতা, সত্যানুরাগ, নির্ম্মৎসরতা, সচ্ছাস্ত্র ও সৎসিদ্ধান্তনিপুণতা, নির্ম্মল চরিত্র, বাস্তবসত্যে দৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি সেবৈকপরায়ণতাই শ্রীধামমায়াপুরের অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ।—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব॥"
—চৈঃ চঃ আদি ২য়

ধর্ম্মের ছলে অসত্য, বিদ্ধা ভক্তি, মিছা ভক্ত, সঙ্কীর্ণ-অসৎসাম্প্রদায়িকতা, স্মার্ত্তজাতিগোস্বামিবাদ, ধর্ম্মব্যবসায়-বাদ ও প্রাকৃতসহজিয়াবাদ প্রভৃতি প্রচারকারিণী, শুদ্ধভক্ত ও ভক্তিবিদ্বেষী পত্রিকাগুলির ওজন বুঝিতে সাধারণ লোকের একটু বিলম্ব হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই ধরিয়া ফেলেন যে, যখন এরূপ পত্রিকাগুলির লেখক, সম্পাদক, নিয়ামক সকলেই ধর্ম্মব্যবসায়ী, অথবা ঐরূপ অপব্যবসায়ের পক্ষপাতী ও অনুমোদনকারী তখন ঐ সকল পত্রিকায় কিছুতেই নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারিত হইতে পারে না।

গত ১২ই চৈত্র ১৩৩২ **আনন্দবাজার পত্রিকায়** জনসাধারণের পক্ষ হইতে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্ন লিখিত সংবাদটী প্রকাশিত করিয়াছেন—

নবদ্বীপে অনাচার

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি পবিত্র নবদ্বীপধাম, সংস্কৃত বিদ্যা ও বিজ্ঞজনগোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থল পূত নবদ্বীপ আজকাল তথাকথিত গোস্বামিগণের পাপকলুষিত আচার ব্যবহারে কিরূপ নরকবৎ ঘৃণোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। পবিত্র ধর্ম্মের নামে যে সকল পাশবিক অত্যাচার নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসম্মত। এক একটী বিগ্রহমূর্ত্তি ঘরে রাখিয়া দর্শনার্থিগণের নিকট ভেট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে পয়সা লইয়া পয়সা উপায়ের পথ সৃষ্টি

করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা অকথ্য ও অশ্রাব্য। হিন্দুধর্ম্ম হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল নিথর হইয়া ধর্ম্মের নামে এই সকল পাপানুষ্ঠান নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। * * নবদ্বীপ ধামের অনাচার অত্যাচার নিবারণ জন্য, আমরা * * জনসাধারণের তীব্র-দৃষ্টি ও প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা নবদ্বীপের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলে, হিন্দু সমাজ সোৎসাহে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে—এরূপ আশা আমরা করিতে পারি।

পুনরায় ২৫শে চৈত্র তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটী প্রকাশিত হইয়াছে—

আমি একবার শ্রীনবদ্বীপ গিয়াছিলাম। সে ৩।৪ বৎসরের কথা, তখন সেখানে বাবু দেবেন্দ্রনাথ বাগ্চি চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি নিজেও ভোটের উৎপাত উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমি তখন কাউন্সিলের মেম্বর ছিলাম। এই কথা শেষে প্রচার হওয়ায় আর কোন স্থানে আমাদের ভেট লয় নাই। কোন কোন ঠাকুরবাড়ী এমনভাবে প্রস্তুত যে সামনে থেকে ঠাকুর দর্শনের উপায় নাই। ভেট দিলে তবে ভিতরে যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে, রিক্তহস্তে দেব দর্শন করিবে না, তাই বলে জোরপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট ভেট দিতে না পারিলে দর্শন হইবে না ইহা সমীচীন নহে। সকলেই সাধ্যমত প্রণামী দিবে, তবে ভেট কেন? সেখানকার চেয়ারম্যান বলেছিলেন যে, ঐ ঠাকুরবাড়ীগুলি সাধারণের উপাসনার স্থান বলে ট্যাক্স মাপ, কিন্তু বিনা ভেটে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, সামঞ্জস্য হয় কিরূপে!

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (রায় বাহাদুর)

বিরহ-প্রকাশ

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্, এ, বি-এল মহোদয়ের আকস্মিক প্রপঞ্চলীলাসম্বরণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা আন্তরিক বিরহ-প্রকাশ করিতেছেন। পরলোকগত ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অন্যতম বিশিষ্ট সম্পাদক ছিলেন। শ্রীধামমায়াপুরের সেবা-প্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে "ভক্তিভূষণ" উপাধিতে বিভূষিত করেন। সকলেই শ্রীগৌর জন্মোৎসবের আমন্ত্রণ পত্রে সম্পাদকগণের মধ্যে ভক্তি-ভূষণ মহোদয়ের নাম দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনা করিতেছেন।

প্রেরিত পত্র

ভক্তিধর্ম্মমণ্ডল" হইতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দেব গোস্বামী পঞ্চশাস্ত্রী ভক্তিরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

মহাশয়, এ দীন বিগতবর্ষ হইতে "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া শ্রীপত্রিকা পাঠে পরমানন্দিত হইতেছে এবং আপনাদের সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। মদীয় ক্ষুদ্রতম বুদ্ধিতে "শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব" বার্ত্তা নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি। আশা করি, উহা মহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীপত্রিকায় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট ও সংশোধিত হইয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবার অনুমতি পাইবে। ইতি ২৮ শে চৈত্র ১৩৩২।

শ্রীগৌড়ীয়-গ্রাহক
২৫৯১ নং

প্রচার প্রসঙ্গ

নারমায়—নারমার জমীদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ও দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ও সশ্রদ্ধ আহ্বানে আগামী রামনবমীর দিবস হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী সুবক্তা ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপপুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজ, শ্রীযুক্ত মহাজনদাস অধিকারী এম্, এ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত শুভবিজয় করিবেন, প্রত্যহ "রায়-হাবেলীতে" কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে। স্থানীয় জমিদার মহাশয় এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করিতেছেন।

শ্রীগৌর জন্মভিটায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও দৈনন্দিন ব্যয়ের তালিকা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৮, সন ১৩৩১ সাল।

চাউল ৪৪৮৶১৭॥ ডাল ১৬২॥৶৫ বাজার তরকারী ৩০৪॥১২॥ মসলা ৪৮৷৴৫ তৈল ১৫৬৷১৫ ঘৃত ২৫০৸১০ ময়দা ৫৬৷৶৫ চিড়ামুড়কী ৩৫৶১০ চিনি, গুড় ও মিষ্টান্ন ৪০৩৴১৭॥ দধি দুগ্ধ ১৭৭৲১০ কাষ্ঠ ১২০॥৶১৫ কেরোসিন ৫৩৴১০ করকচ ১০॥০ পারিশ্রমিক ২২৩৴০ পূজারী ৭৮৸৶৫ পাথেয় ১১৯৷৵১২॥ পোষ্টেজ ৫॥৵০ বাসন ৩০৸৵১০ বিবিধ ১২১৷৵১০ পাতা ১৩৸০ অস্থায়ী দোকানাদি ১৯৮৷৶১৫ পাঙ্গনা ১৭৷১০ গৃহমেরামত ২১০৲১৭॥ চিকিৎসা ১৶০ বস্ত্রাদি ৪০৶৫।

মোট—৩২৮৭৲১৭॥০

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের আয়ের তালিকা

শ্রীযুক্তা যুগলকিশোরী দেবী ১০০০৲ শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ১০০ ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার ৫০৲ সংগৃহীত ১১৪॥৶০ খুচরা প্রণামী ৬৩৭॥৶০ উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয় ২৫৷৴৫ মাসিক বৃত্তি ৪৮৪॥৶০।

২০৲ টাকা হইতে ১৲ হিসাবে সংগৃহীত ৬১৫৲

২০৲ হিঃ×২ জন ৪০৲ ১৫৲×১ জন ১৫৲ ১২৲×১ জন ১২৲ ১০৲×৫ জন ৫০৲ ৯৲×২ জন ১৮৲ ৭৲×১ জন ৭৲ ৬৲×১২জন ৭২৲ ৫×২১জন ০৫৲ ৪৲×১০ ৪০৲ ৩৲×১০ ৩০৲ ২৲×৫৯ ১১৮৲ ১৲×১০৮ ১০৮৲। হাওলাত জমা গৌড়ীয় মঠ ২৫১॥৵১২॥

মোট ৩২৮৭৲১৭॥

সংগৃহীত।

মাং জগন্নাথ দাস অধিকারী লোহাগড়া ৮৷৶০ মাং ভূপেন্দ্র নারায়ণরায় নারায়ণগঞ্জ ২২৷৴০ মাং ত্রৈলোক্য নাথ রায় সাউরী প্রপন্নাশ্রম ৫৪৲ মাং নটবর মুখোপাধ্যায় কোয়ামারা ৩০৲ মোট—১১৪॥৶০

প্রণামী—৬৩৭॥৶০
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়—২৫৷৴৫
মাসিক বৃত্তি—৪৮৪॥৶০
খুচরা—১৮৶০

ত্রিপুরা রাজষ্টেট্ ৩০০৲ শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত ৫৫৲ শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ ২৭৲ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাগ ২১৲ শ্রীযুত কুমুদকান্ত ভৌমিক ২০৲ রামগোপাল দত্ত ১৮৲ নৃপেন্দ্রনাথ রায় ১৬৷০ রাধানাথ দাসাধিকারী ১২৲ বৈষ্ণব দাস বাবাজী ৬৲ মণিমোহন মিত্র ৫৲ ত্রৈলোক্যনাথ রায় ২৷৶০ মদনমোহন ভক্তিমধুকর ১৲ ক্ষেত্রহরি ব্রহ্ম ১৲ মোট—৪৮৪॥৶০

২০৲ টাকা হিসাবে ২ জন ৪০৲

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসৌদামিনী ঘোষ

সতীশচন্দ্র বাবুর স্ত্রী ১৫৲ রাধামাধব নারায়ণ দেব হিকিম ১২৲ টাকা।

১০৲ টাকা হিঃ ৫ জন ৫০৲

জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল, গৌরহরি মিত্র, গোপীনাথ দাসাধিকারী, মোহিতবালা দেবী, প্রসন্নময়ী দাসী।

৯৲ টাকা হিসাবে ২ জন ১৮৲

ত্রিবিক্রম অধিকারী, শ্রীপতি রায়।
হরিসাধন অধিকারী ৭৲।

৬৲ টাকা হিসাবে ১২ জন ৭২৲

শ্রীরামগোপাল দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু, জনার্দ্দন দাসাধিকারী, অশ্বিনীকুমার বণিক্য, অমূল্যকুমার সরকার, বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, মদনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিমধুকর, গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস, নটবর পোদ্দার, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার।

৫৲ টাকা হিঃ ২১ জন ১০৫

উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ব্রজমোহন দাস, প্রভাতচন্দ্র দত্ত, মন্দাকিনী দাসী, বসন্তকুমার ঘোষ, জে, বি দত্ত, রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মাতা, বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নিমানন্দ দাসাধিকারী, রোহিনীকুমার ঘোষ, অপূর্ব্বসুন্দরী দেবী, নিবারণচন্দ্র মিত্র, কালীগোপাল মজুমদারের স্ত্রী, কাদম্বিনী ঘোষ, রাজবালা দাসী, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী, বিহারীলাল বণিক, রমেশচন্দ্র ঘোষালের মাতা, নিত্যলাল মিশ্র, গোবিন্দপ্রসাদ সেন গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৪৲ টাকা হিসাবে ১০ জন ৪০৲

হরিপ্রসন্ন দাস অধিকারী, পঞ্চানন রায়, হেমন্তকুমারী দাসী, প্রবোধকুমার সাহা, ভৃগুরাম ব্রহ্মচারী, সত্যপ্রকাশ অধিকারী, আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা, রাধারমণের বড় ভগ্নি, অটলচন্দ্র সাহা, নরনারায়ণ দাসাধিকারী।

৩৲ টাকা হিসাবে ১০ জন ৩০৲

মাং হরিপ্রসন্ন দাস অধিকারী, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমণীমোহন রায় চৌধুরী, নীরদাসুন্দরী দাসী, শম্ভুচরণ বণিক্য, সুরেন্দ্রনাথ রায়, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী, কুসুমকুমারী দেবী, হরিবিনোদ দাসাধিকারী, নবদ্বীপ দাসাধিকারী।

২৲ টাকা হিসাবে ৫৯ জন ১১৮৲

শ্রীবনমালী মণ্ডল, গোপীনাথ প্রধান, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শশধর দে, গণেশচন্দ্র দে, ললিতমোহন হালদার, বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর দাস, নারায়ণচন্দ্র নন্দী, হরিপদ সাহা, ফেলারাম মজুমদার, বিরাজ বাবুর ভগ্নি, রজনীডাক্তারের স্ত্রী, জগৎতারা দাসী, শরতের মাতা, সুরমাময়ী বসু, ভুবনেশ্বরী দাসী, গিরিবালা দাসী, কুমুদবিহারী ভৌমিকের ভগ্নী, স্বর্ণময়ী দাসী, কাদম্বিনী দাসী, হেমন্ত দাসী, প্রমোদিনী দাসী, শ্রীরামদাস দাস, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী, স্বর্ণময়ী দাসী, ফণীভূষণ বিশ্বাসের মাতা, বসন্তকুমারী দাসী, সত্যবতী দাসী, সৌদামিনী দাসী, শচীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার দাস অধিকারী, ললিতমোহন দাস অধিকারী, হরিপদ দাস, উমানাথ তত্ত্বনিধি, যশোদানন্দন দাসাধিকারী, কালীপ্রসন্ন কর, রাসবিহারী সাহা, ক্ষেত্রকুমারী ঘোষ, মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দাস, সন্তোপান্ত দাসাধিকারী, শ্রীকরুণাকর ব্রহ্মচারী, ভাগবত দাসাধিকারী, শর্ব্বরীকান্ত গুপ্ত, নেপালচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ লুই, অমলাপ্রসাদ দত্ত, কিরণবালা দেবী, দামোদর স্বরূপ, কৃষ্ণসুন্দর, দেবেন্দ্রনাথ দাস, সুরবালা দাসী, রাখালচন্দ্র ঘোষ, শ্যামলাল সমাজদার, কেশবচন্দ্র দে ভক্তিরত্ন।

১৲ টাকা হিসাবে ১০৮ জন ১০৮৲

মধুসূদন জানা, বিপিন সামন্তের মাতা, সুধীরবাবুর মাতা, শরৎচন্দ্র মাইতি, যদুনাথ বিশ্বাস, হরপ্রসাদ দাস, জগদানন্দ অধিকারী, ক্ষুদিরাম মিত্র, শৈলবালা মিত্র, যামিনীকান্ত মিত্র, কুমারেশচন্দ্র ঘোষ, কুসুমকুমারী দাসী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দাস অধিকারী, মোহনচন্দ্র দাস, ঈশ্বরচন্দ্র কুবিরাজ, মন্মথনাথ সাহা, গিরীন্দ্রনাথ রায়, মন্মথনাথ দাস, প্রমীলাসুন্দরী দাসী, অরবিন্দের মাতা, ত্রৈলোক্যের মাতা, আনন্দ মণ্ডল, সরোজিনী দাসী, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজুবালা দত্ত, সরযুবালা বসু, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উমেশের স্ত্রী, রমেশের মাতা, উমেশের মাতা, পুলিনবিহারী মণ্ডল, ক্ষীরোদাসুন্দরী, গোকুলচন্দ্র গুড়ে, সুবাসিনী দাসী, সুকুমারী দাসী, গোলাপসুন্দরী দাসী, বসন্তকুমার সরকার, শ্রীকৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী, বিধুমুখী দাসী, নীরদাবালা দাসী, ক্ষীরোদা দাসী, রাসমণি দাসী, সরোজনাথ বসু, শ্যামাসুন্দরী, নিস্তারিণী, স্বর্ণময়ী, কিশোরী দাসী, রাসবিহারী সাহা, সরোজের মাতা, রসিকলাল নাগ, স্বর্ণময়ী দেবী, শম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র মণ্ডল, স্বর্ণময়ী, পুষ্পকুমারী, যুধিষ্ঠির মণ্ডল, রজনী মণ্ডল, বিনোদিনী দাসী, বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, সুরবালা দেবী, শ্যামাচরণ দত্ত, দাশরথী চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী, মতিলাল সাহা, অটলবিহারী সাহা, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, আনন্দচন্দ্র কবিরাজ, মোহন মালাকার, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, রামদয়াল দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী, রতিকান্ত মণ্ডল, বরদাকান্ত মল্লিকের মাতা, বনমালী মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী দাস অধিকারী, সর্ব্বেশ্বর মল্লিক, প্রাণনাথ পাল, প্রমোদাসুন্দরী দাসী, শ্রীহীরালাল ঘোষ, গৌর বেরা, অধিকারীর স্ত্রী গোলাপসুন্দরী দাসী, ব্রজবাবুর শাশুড়ী, মনোমোহন দাস প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী, নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, নরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী অদ্বৈতচন্দ্র পাল, নিত্যানন্দ মালকো, অক্ষয় অধিকারীর স্ত্রী, অনাথবন্ধু দাস, সনাতন ব্রহ্মচারী, জগন্নাথ দাস অধিকারী, অন্নদা দাসী, নিস্তারিণী দাসী, অক্ষয়কুমার চন্দ, প্রমথনাথ বসুর মাতা, প্রমথনাথ জুমাদারের মাতা, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, শিশিরকুমার ঘোষ কণ্ঠবর সাহা, পূর্ণচন্দ্র দানা, বিষ্ণুচরণ প্রতিহাররাজ, রামসুন্দর নরনারায়ণ দাস অধিকারীর স্ত্রী, রাসবিহারী দাস অধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই বৈশাখ ১৩৩৩, ২৪শে এপ্রিল ১৯২৬ | ৩৫ শ সংখ্যা

সারকথা

এক নহে

১। গুরু ও গুরুব্রুব
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ
৩। ভোগ ও যুক্তবৈরাগ্য
৪। বৈষ্ণবের ভিক্ষা ও ভোগীর উদরান্নের চেষ্টা
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম (সু ও কু)
৬। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ ও মর্কট-বৈরাগ্য
৭। বৈষ্ণবের একাদশী পালন ও স্মার্ত্তের একাদশী
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)
১০। মূল উৎপাটন ও শাখাকর্ত্তন
১১। অরুচি ও আসক্তিহীনতা
১২। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ
১৩। পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহসেবা
১৪। মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুভূতি
১৫। কাম ও প্রেম
১৬। মন ও আত্মা
১৭। বণিগ্‌বৃত্তি ও প্রীতিসেবা
১৮। জড়রাগ ও চিদ্রাগ
১৯। মাতার স্নেহ ও ধাত্রীর পরিচর্য্যা
২০। পূতনা ও যশোদা

চির-নূতন

কবি গাহিয়াছেন

"নূতন কিছু কর,
একটা নূতন কিছু কর"

মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মানব "নূতনে"র জন্য কিরূপ লালায়িত!—নূতনের জন্য তাহার কি প্রগাঢ় আসক্তি!—আজ শিশু যে মৃণ্ময় পুত্তলিকাকে সোহাগভরে অঙ্কে রাখিয়া সুপ্ত বাৎসল্য-ভাবের সূচনা করিতেছে, কাল হয় ত দেখিব, তাহা প্রাঙ্গণ-কোণে ভগ্নস্তূপে শায়িত আছে,—যে রূপকথা শ্রবণ করিবার জন্য বালক বালিকা আহার নিদ্রা ভুলিয়াছে, কাল আর তাহা তাহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইবে না; যে দৃশ্য আজ যুবকের মনঃপ্রাণ হরণ করিল, কাল আর সে তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিবে না;—এই প্রকার কুসুমবিহারী ভ্রমরের ন্যায় মানবের মন অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে "নূতনে"র জন্য ধাবিত হইতেছে।

প্রকৃতি দেবীও তাঁহার কর্ম্মশালায় নিত্য "নূতনে"র সৃষ্টি করিবার জন্য অহর্নিশ ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। ঐ যে দিগন্তব্যাপী শ্যামলক্ষেত্র তরঙ্গবৎ ক্রীড়া করিতেছে, পরে তথায়ই আবার কর্ত্তিতাবশেষ শুষ্ক তৃণগুচ্ছ আমার পদতল ক্ষত বিক্ষত করিবে! ঐ যে ক্ষীণকায়া তটিনী মরমে মরিয়া জীর্ণ দেহখানি বহন করিতেছে, পরে তাহাই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ঢল ঢল মাতিয়া স্ফীতবক্ষে বেলাভূমি প্লাবিত করিবে। ঐ যে বিটপী ভিখারিণীর ন্যায় বিগতশ্রী ও নিরাভরণা হইয়া কাতরপ্রাণে চাহিয়া আছে, উহাই আবার বসন্তসমাগমে মলয়ানিল-সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া হরিদ্ বসনাঞ্চল উড়াইয়া শর্ শর্ রবে তাহার নবসম্পদের বার্ত্তা ঘোষণা করিবে।

জীব প্রাক্তনবশে পঞ্চভূতনির্ম্মিত যে 'নূতন' বস্ত্র পরিধান করিতেছেন কালক্রমে তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া অপর 'নূতনের' উপকরণ সরবরাহ করিতেছে। প্রকৃতির এই 'নূতনে'র সহিত আমি জীব নিত্য, শাশ্বত, স্থাণু, অচল হইয়া কি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি? যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই বস্তুকে 'নূতন' ভ্রমে আমি আলিঙ্গন করিতেছি কেন? উত্তরে নূতনের কুহকে ভ্রান্ত বহু চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক, পরোপকারী মানব বহুবিধ ভ্রমাত্মক কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে চিরনূতন ধামের বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ এই নয়ন-মনোমোহনকারিণী বসুন্ধরা, যে চির-উজ্জ্বল, চির-আনন্দময় দেশে এই জড় তপন, জড় চন্দ্রতারকার আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, যে চিরনূতনের রাজ্যে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি বিরাজ করে না, যে রাজ্যে ভোগময় দৃষ্টির ফলে জড় বস্তুর প্রতি গ্রহণ ও ত্যাগের বিচিত্রতা আদৌ পরি-লক্ষিত হয় না, আমি সেই রাজ্যের অধিবাসী। আমার প্রভু চিরনূতন, আমার সখা চিরনূতন, আমার মাতাপিতা প্রিয়জন সকলই চিরনূতন, এক চির-নূতন আধারেই আমার সকল সম্বন্ধের বস্তু নিত্যনবনবায়মানরূপে বিরাজ করিতেছেন।

প্রকৃতির এই নূতনের দেশে প্রভু, বন্ধু, মাতাপিতা সকলেই পুরাতন হইয়া যায়, সকলেই আমায় ছাড়িয়া যায়, সকলেই আমাকে বিভিন্নভাবে ভোগের জন্য অহর্নিশ লালায়িত এবং আমিও সকলকে ভোগের জন্য ব্যস্ত! কিন্তু সেই চির-নূতনের দেশে এক চির-নূতন ভোক্তা নিত্যকাল সকলকে ভোগ করিতেছেন। সকলে চির-নূতনের সেবায় নিত্য ব্যস্ত রহিয়া এই 'নূতনের' খেলা বিস্মৃত—গ্রহণ ও ত্যাগের অভিনয়ে উদাসীন।

ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব। ভারত নিরস্তকুহক সবিশেষ পরসত্য বস্তুর ধ্যানকারী। ভারত 'টাকা' বা 'মাটীর' উপাসক নন—'টাকা' বা 'মাটী'র ধ্যানে নিরত রহেন; টাকা বা মাটীর সাধন ভারতের সাধনা নহে। টাকার সহিত মাটীর সমন্বয়সাধন ভারতের বিশেষত্ব নহে। চির-নূতনের সহিত প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সমন্বয় সাধন কোন মহাজন কোন কালে করেন নাই। জীবমাত্রেই চির-নূতন রাজ্যের নিত্য-অধিবাসী, জীবমাত্রের গঠনে কোন মায়িক উপাদান নাই, মায়িক ভেদ নাই, মায়িক দেশ-কালের ব্যবধান নাই—এই পুরাণকথা বিস্মৃত হইয়া আজ আমরা মহাভ্রমে পতিত। আমরা আমাদের স্বভাব ভুলিয়া প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল ভাবের স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়াইতেছি এবং ধ্বংসশীল পরিবর্ত্তনশীল মায়িক বস্তু-

গুলিকে নিত্য নূতন বোধে ভোগের জন্য ধাবিত হইয়েছি!

প্রার্থনা

হরি-হরি কো কহুঁ ইহ দুখ ওর।
সংসার দাবানলে দহ দহ অন্তর
ধস ধস জিউ করু মোর॥ ১॥
মদন কদনে দিবা নিশি হাম গোয়ায়লুঁ
কভু নাহি মিটত আশ।
ঘড়ি ঘড়ি বৈঠত ঘড়ি উতরত
নব নব মুরতি প্রকাশ॥ ২॥
চঞ্চল চিত অতি মতি রতি মায়াময়
দিনে দিনে করত উদাস।
কালবায়ে দেহ-তরি—উধাও সো ধাওত
অব মঝু নিচয় বিনাশ॥ ৩॥
পাওয়লুঁ সুদুলহ—জনম চূড়ামণি
অযতনে রতন সমান।
আহার বিহারে সোই পশু হেন বিতায়লুঁ
ধিক মঝু মানব জ্ঞান॥ ৪॥
ভুবন ভবনে ভব—ভ্রমণে সভয়চিত
সোঁউরিয়া অভয় চরণ।
অব শুন মাধব—নিদান বচন মম
তুঁহি হাম লইলুঁ শরণ॥ ৫॥
পতিত পামরবর হামে সব ছোড়ত
পতিতপাবন কহুঁ তোয়।
এ অধম দাস আশ পদপঙ্কজ—
দয়া নাহি ছাড়বি মোয়॥ ৬॥

গৌড়ীয় মঠ

[পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন]

অস্মদ্দেশের পীঠস্থান বোঁয়াই; তথায় বসন্তচণ্ডী আছেন। সুতরাং তথায় শনি ও মঙ্গলবারে মেলা হইয়া থাকে। তথায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় আছেন। তিনি অতি পবিত্র লোক। তথায় অদ্য গিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট হইতে গৌড়ীয় তৃতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে অস্মদ্দেশপ্রসিদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-কারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দাস অধিকারী মহাশয় মায়াপুর মঠে যেরূপ সৎকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া কহিলেন—

১৩২৯ সালের ২৫ সে বৈশাখ তারিখে তিনি ও ঐ গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় রেলের নিকট নবদ্বীপ দর্শনে গিয়াছিলেন। ৮।৯ টায় শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীতে দর্শনে গিয়া প্রসাদ পাইবার প্রার্থনা করায় শ্যামবর্ণের একটি গোস্বামী (বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর) তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া কিছু দিতে হইবে না বলিয়া ১২ টার সময় যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে যাওয়ায় উক্ত গো-স্বামীপ্রভু প্রসাদের মূল্য ১৷০ লাগিবে কহিয়াছিলেন। তিনি ঐ মূল্য দিতে অসমর্থ হওয়ায় আর প্রসাদ পান নাই। হায়! গো-স্বামী প্রভু! তুমি না ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের শরীর দয়াপূর্ণ জানেন কি? ব্রাহ্মণের লক্ষণ শ্রবণ করুন—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
দানং শ্রুতঞ্চৈব ধৃতিক্ষমা চ মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥
মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৪৫ অধ্যায়ে।

অন্যত্র—যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনীষিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
ঐ বনপর্ব্বণি ২০৫ অধ্যায়ে।

দ্বিপ্রহরে একটি মনুষ্যকে "প্রসাদ দিব" বলিয়া সামান্য মৃত্তিকা বিকার অর্থের অভাবে কিছু প্রসাদ না দিয়া নিজে উদর পূরণ করিলেন। বেশ ত জীবে "আত্মসম জ্ঞান" শিক্ষা করিয়াছেন! "দানের" কার্য্যও করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ দশশ্রেণী—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রি সংহিতায়াং॥

ইহার মধ্যে চণ্ডালব্রাহ্মণ যথা—

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

আপনি যখন নির্দ্দয় হইয়া দ্বিপ্রহরে একটি মনুষ্যকে অন্ন দিব বলিয়া দেন নাই, তখন কি আপনি চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ নহেন?

বাক্য ব্রহ্ম, সে জ্ঞান আছে কি?

বাগ্ বৈ ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৪ । ১ । ২)

পশ্চিম দেশে বলে—

"বাৎ আউর্ বাপ্ এক্ হোনা চাহিয়ে।"

অথবা এদেশে কহে "হাকিম বদ্ হয় কিন্তু হুকুম বদ্ হয় না।" আপনি ব্রাহ্মণ; শ্রীচৈতন্যভাগবত মানেন বোধ হয়! তাহাতে লেখেন—

কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

(আদি খণ্ডে ১৪ অধ্যায়ে।)

বরাহপুরাণ হইতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন যথা—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা বেদেও কথিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং ৮ । ৪ । ১৯ শুক্লযজুর্ব্বেদ……৩১ । ১

অথর্ব্ব বেদ…… ১৯ । ৬ । ৬

এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের যজ্ঞে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ সমাগত ভক্তব্রাহ্মণগণের পদধৌতের ভারগ্রহণলীলা দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে॥ (ভা ১০ । ৭৫ । ৫)

এই জন্য ভগবান্ কহিয়াছেন যে, আমি যজ্ঞে চরু, পুরোডাশাদি ভক্ষণে সেরূপ আনন্দ লাভ করিনা, যেরূপ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া খাইয়া আনন্দ লাভ করি—

নাহং তথাদ্মি যজমান হবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং।
তুষ্টস্য মষ্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ॥

(ভাঃ ৩।১৬।৮)

স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে ৪।১০।

কিন্তু এ মাংস কিম্বা মৎস্যাশী ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুব নহেন। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না—

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তু ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৮৯ অধ্যায়।

গলায় দড়ি থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না; কারণ কলিকালে ব্রাহ্মণের লক্ষণ কহিয়াছেন—বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি (ভাঃ ১২।২।৩)

হস্তে দণ্ড থাকিলেই দণ্ডী হয় না—বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ (ভাঃ ১১।১৮।১৭)

গাত্রে ভস্ম মাখিলেই যদি যোগী হয় তাহা হইলে কুকুরও একটা যোগী। ভক্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন—

অদ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৯।১১।)

ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্রকামনার জন্য নহে—

ব্রাহ্মণোঽস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥

(ভাঃ ১১।১৭।৪২)

একটা ঠাকুর রাখিয়া তাহার দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা এবং ভেট না দিলে গলে অর্দ্ধচন্দ্র দানও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

ভিক্ষা করিয়াও যে ক্ষুধিতকে অন্নদান করিতে হয় তাহাও জানেন না কি? না জানুন মনও বলিয়া দেয় না কি? ধন্য কঠোর মন! প্রতিশ্রুত অন্নদান না করিয়া প্রাণটাও কাঁদিল না! এখানে "প্রসাদ" না বলিয়া "অন্ন" শব্দ প্রযুক্ত হইল, কারণ যে নিতাই চাঁদ কলসীর কানার আঘাত লাভ করিয়াও জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, নিতাই চাঁদের সম্মুখে এই সমুদয় চণ্ডালোচিতকর্ম্ম কিম্বা পাশবিক চরিত্র দেখিয়া তিনি কি আর তথায় আছেন? তিনি কি অসদাচারী বৈষ্ণবব্রুবগণের স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ও অলঙ্কারের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রভৃতি বহির্ম্মুখ মায়িক কার্য্যের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন?

গোস্বামী প্রভু! একবার গৌড়ীয় মঠের গোরাচাঁদের ক্ষমতা দেখিয়া আসুন। যত লোক আসুন, কোথা হইতে যে প্রসাদ আসিয়া জোটে কেহ ঠিক করিতে পারি না! লক্ষ্মী যাঁর গৃহিণী তাঁহার অভাব কি? বড়ই আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। চিরকাল কূপমণ্ডুক হইয়াই থাকিবেন?

সংসারটা একবার দর্শন করুন। লোকে উপরোধে ঢেঁকিও গিলে, আর আপনি পরদুঃখকাতর ব্রাহ্মণ হইয়া এ অভাজনের একটা কথার উপরোধও রক্ষা করিতে পারিবেন না? আর গৌড়ীয়ের গৌরাঙ্গের পূজা কে করেন তাহাও দেখুন। যাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ, সেই শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ যে পূজা করেন, সে পূজা আর কে করিবে হইবে না? প্রতিবেলায় কত লোক পাত পাড়েন, একবার গিয়া দেখিয়া আসুন এবং কিরূপ প্রসাদের আয়োজন তাহাও দেখুন।

আপনিও গোস্বামী (?) তিনিও গোস্বামী, তবে শব্দের ত অনেক প্রকার অর্থ তাহাও জানেন ত? কিন্তু তিনি প্রকৃত গোস্বামী হইয়াও গোস্বামী বলেন না। তিনি তাঁহার শিষ্যকে একটু তৃষ্ণার জলও দিতে বলেন না—তৃষ্ণা পাইলে গেলাস পানে চাহেন, ক্ষুধা হইলে বলেন যে চলতে কষ্ট হয়, তথাপি খাইতে দাও, একথা কখনও কহেন না। তিনি এত নিরভিমান যে, একবার কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবকুমারের রোগে সে বাসা হইতে তাঁহার পাদোদক লইবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু তিনি দেন নাই! তৃণাদপি সুনীচেন যে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। কিন্তু এরূপ গোস্বামিব্রুব দেখিয়াছি যে, তিনি শিষ্যবাটী গমন করিয়াছেন, একটী ভৃত্য তাঁহার পদধৌত করিয়া দিয়েছে, তাহাতে তিনি কহিতেছেন "আহা! এ জলও ফেলে!"

(ক্রমশঃ)

অব্যবস্থায় অনর্থ।

মহানগরী কলিকাতার বক্ষে আজ কি ভীষণ কাণ্ড! হিংসা রাক্ষসীর কি বিকট তাণ্ডব নৃত্য! নরদেহে নারকীয় স্বভাবের, পাশবিকী বৃত্তির কি বীভৎস বিকাশ-লীলা! প্রেমভক্তি ও দয়া ধর্ম্মের পূর্ণ-প্রকাশ-ক্ষেত্র মানব আজ শোণিতপায়ী হিংস্র পশু হইতেও হীন পদবীতে অধঃপতিত হইয়া, কি কুৎসিত কাম-ক্রোধাদির ক্ষুন্নিবারণে উন্মত্ত! শাস্ত্রের শাসন, ধর্ম্মের বন্ধন, রাজ্যের নিয়ম, সদর্পে অতিক্রম করিয়া, তাহারা আজ যথেচ্ছাচারে আত্মহারা! হিন্দু মুসলমানের, মুসলমান হিন্দুর দেবালয় ধ্বংস করিতেছে, রমণীর মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছে, বক্ষের শোণিতপাত গৃহের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। অশ্রুস্রোত, রক্তস্রোত, অগ্নিশিখা, অস্ত্রের ঝনঝনা, দণ্ডের তাড়না, আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর ক্রন্দন ও গর্জ্জন, ইতস্ততঃ পলায়ন ও প্রধাবন, দিকে দিকে দুর্দ্দর্শ দৃশ্যাবলী দর্শকমাত্রেরই হৃৎকম্প উৎপাদন করিতেছে। শান্তিরক্ষক কামান বন্দুক ও সশস্ত্র সৈন্যাদি নিয়োগ করিয়াও সহজে এই অশান্তির মহাবেগ নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। চারিদিকে একটা বিষম বিশৃঙ্খলা মহাচাঞ্চল্য উপস্থিত!

এমন কেন হয়? ধর্ম্মের প্রতি, জীবনের প্রতি, রমণীর প্রতি, অর্থের প্রতি পরস্পরের এই যে আক্রমণ, এই যে নিধন, হরণ বা অপবিত্রীকরণ প্রয়াস,—ইহার মূলকারণ কি? অথচ একের সেবা ও সন্তোষে যাহা সকলেরই সযত্নে রক্ষণীয়, যাহা সকলেরই সমান সম্মান ও সমাদরের বস্তু, যাহা তোমাতে ও আমাতে একেরই গুণগত ভাবভেদ মাত্র, তাহার প্রতি এইরূপ আক্রমণের বা হিংসার হেতু কি? বিষয়টি গুরুতর; গভীরভাবে ভাবিয়া দেখ, আমরা এই ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিকারে গুণভেদে যে সকল বিভিন্ন, বাহ্যদর্শনে নানারূপ ভাব প্রত্যক্ষ করি, এবং গুণবৈষম্যবশতঃ যাহাদের প্রতি রাগ বা দ্বেষ পোষণ করি, তাহারা মায়িকদর্শনে, মোহান্ধনয়নে, নানারূপ দেখাইলেও, তাহাদের একটি পরম ভাব আছে। ঐ পরমভাবে সকলেরই একটি অপ্রতিহত ঐক্য, অলৌকিক সাম্য, অবিচ্ছেদ প্রেমসম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। জীবের যদবধি ঐ অদ্বয় পরমভাব প্রত্যক্ষ না হয়, তদবধিই সে নানা ভাবে ভেদ দর্শন করিয়া রাগ দ্বেষের বশে বিবিধ অনর্থেরই কবলগত হয়, এবং তাহাতে দুঃখই ভোগ করে। এই অনর্থের বশেই জীবগণ পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিয়া, সকলেই সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হয়; সকলেই স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

ঐ অদ্বয় পরমভাব প্রেমাঞ্জননির্ম্মল ভক্তি-বিলোচন ব্যতীত প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং এই অনিত্য অসুখ লোকে, সত্য সুখ লাভ করিতে হইলে; অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইতে হইলে পরম ঐক্যে, পরম সাম্যে, পরম প্রেমসম্বন্ধে মিলিত হইয়া, সহস্র বাহ্যভাব বিভিন্ন অবস্থাতেও এক অখণ্ড আত্মানন্দ উপভোগ করিতে হইলে, সকলকেই সর্ব্বপ্রযত্নে এই

ভক্তিবিলোচন লাভ করিতে হইবে। সে চক্ষুঃ উন্মীলন করিবে কি? সদ্গুরু—সর্ব্ববিৎ সাধুমহাজন! সেই সাধু মহাজনের শরণ গ্রহণ ব্যতীত, নানা-অনর্থযুক্ত সহস্র প্রলোভনে লক্ষ্যচ্যুত—বিপথ-ধাবিত, অতি হেয় ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য পরস্পরের বক্ষঃ-শোণিত-পান-রত, পশুবৃত্ত মানবগণ কখনই সাধুবৃত্ত হইতে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি। কিন্তু, কিছুতেই আমাদের চৈতন্য লাভ হইতেছে না।

ব্যাধি নির্ণয়, চিকিৎসার নানারূপ ব্যবস্থা লইয়া সহস্র চিকিৎসকের অভ্যুদয় এবং বিবিধ উগ্র-মধুর ঔষধ প্রয়োগ হইলেও ব্যাধি এক চুল সারিতেছে না; কদাচিৎ তাহা কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত থাকিলেও, পরক্ষণেই তাহা আবার শতগুণ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; সকল প্রয়াস ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইতেছে, সকল চিকিৎসকই আপনার অযোগ্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু এমন কেন হইতেছে; কোন্ ছিদ্রে অনর্থ প্রবেশ করিয়া, সকলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে;—তাহা ত আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। ঐ অনর্থ নিবারণের যথার্থ উপায় কি, তাহাও ত আমরা একবার অন্বেষণ করি না।

ইহা এইবার একবার স্থিরভাবে ভাবিবার, সাবধানে অন্বেষণ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ অনেক চিন্তাশীল সুধীজনের হৃদয়েই ইহার উদয় হইয়াছে, অনেকেরই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে,—

"হয়েছে ব্যাধির সত্য স্বরূপ নির্ণয়।
ব্যবস্থা এসব কিন্তু অনুকূল নয়॥"

'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' বা চিদ্ধর্ম্মে ও জড়ধর্ম্মে অথবা মনের ধর্ম্মে ও আত্মার ধর্ম্মে অভেদ বাদ; শাস্ত্রকে, ধর্ম্মকে স্ব স্ব প্রবৃত্তির ও রুচির অনুকূল করিয়া গড়িয়া লওয়া; অন্তরের মালিন্য নাশে কোনও যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, বহির্ব্যাপার বা জড় বিষয় সমূহের সংযোগ বিয়োগ দ্বারাই পরস্পরের একতা সম্পাদন প্রয়াস;—বিভিন্ন রুচির ব্যবস্থাপকদের এই সকল ব্যবস্থার কোনটিই আমাদের অনুকূল নহে; সকলগুলিই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃপ্রতিকূল। আমাদের পূর্ব্বতম তত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা কেহই কোনও দিন এ সকল স্বেচ্ছাচারের অনুমোদন করেন নাই। আত্মধর্ম্ম—মহাজন-পথ পরিহার করিয়া, অনাত্মধর্ম্মে অধুনা এই সকল অব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইতেই এই সমস্ত উৎপাত ও অনর্থ উপস্থিত হইতেছে। এরূপ অবিবেক অব্যবস্থায় এরূপ অনর্থ ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা চিরদিন হইয়াছে, চিরদিন হইবে।

এক্ষণে, এই অনর্থ, অশান্তি ও উৎপাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম, মহাজনানুমোদিত পথে, যাহাতে আমাদের মনোমল বিধৌত হইয়া, মনোধর্ম্মের বশে বস্তুর বহিরাবরণে রাগদ্বেষদ্বন্দ্ব দূর হইয়া, আমরা সদ্গুরু-কৃপা-প্রাপ্ত শুদ্ধ ভক্তিবিলোচনে সর্ব্বত্র সেই অদ্বয় পরমভাব প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহারি অকৈতব সেবা-বৃত্তিতে সর্ব্বথা সমতা লাভ করিতে, পরম প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি তাহারি সিদ্ধান্ত-সম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াই কবি বড় ব্যথায় প্রার্থনা করিতেছেন;—

"বিপথে তাঁহারা চাহে যে প্রেম-বন্ধন।
অধর্ম্মে চাহে যে শুদ্ধ প্রেমের মিলন॥
দেখাও সে নহে সাধ্য; সিদ্ধ পথ তার।
দেখাও সে সনাতন পুনঃ একবার॥
"কোন্ সূত্রে হয়েছিল সবে এক প্রাণ।
যখনও নাচিয়াছিল ল'য়ে কৃষ্ণ নাম॥
কোন্ সূত্রে ঐক্য হ'য়ে কা'র পাদমূলে।
লুঠাইল দ্বিজ শূদ্র আভিজাত্য ভুলে॥
"প্রবল প্রতাপরুদ্র রাজ-অধিরাজ।
পতিত, পাষণ্ড, আর পণ্ডিত সমাজ॥
বাঁধা পড়ি কোন্ সূত্রে, কিবা আকর্ষণে।
ছুটেছিল একলক্ষ্যে অখিল-ভুবনে॥
"ভুলেছে ভুলেছে সব, হয়েছে বিহ্বল।
বিকারে বিষম, দৈব-আঘাতে প্রবল॥
সন্তান সকল ওই ভারত-মাতার।
এস নাথ, সেই স্মৃতি জাগাও আবার॥
"দেখাও দেখাও আর পথের সে আলো।
অন্ধকারে অন্ধ মোরা দেখি পুনঃ ভাল॥
স্বরূপ আপন, আর সর্ব্বতমোহর।
পরম স্বরূপ তব পূর্ণ পরাৎপর॥

রাখি পরাপর পদ, সর্ব্বমূলাধার।
সঁপিয়া সর্ব্বস্ব সেবি চরণ তোমার॥

শ্রীধামদর্শন

অপরাহ্ন সময় ; সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, পশ্চিমাকাশ ঈষদ্ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময় কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথে, দুইটী বন্ধু পরস্পর কথাবার্ত্তায় মনের আনন্দে অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। বিশ্রাম নাই, চলিতে চলিতে হঠাৎ সম্মুখে একটী মনোরম উদ্যান দেখিয়া উভয়ে যুগপৎ একটী লৌহবেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। দুইটীই সহাধ্যায়ী বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রীতি আছে। বিশেষতঃ উভয়েই গ্রাজুয়েট। আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্বিত। বেঞ্চে বসিলে, নিকটে সুশীতল সরোবরের স্নিগ্ধ সমীরণে উভয়ের শ্রান্তি দূর হইল। উভয়ের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন হইতেছিল। তা' কখনও ইংরাজী, কখনও বাঙ্গালা কখনও বা সংস্কৃতে আলাপ চলিয়াছে। সে যেন অফুরন্ত কথার ফোয়ারা। নিম্নে পাঠকবৃন্দের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উহারই কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইল। নরেশ বাবু তাহার বন্ধুটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই পরেশ! অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।'

নরেশ। কি ভাই, পরেশ, ভাল আছ ত? অনেক দিন পরে দেখা।

পরেশ। হ্যাঁ, ভাই নরেশ, বেশ আছি। তোমার দেহ মন কেমন?

নরেশ। (সহাস্যে) 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" কেমন থাকবে? দেহ মনের ধর্ম্ম ত নশ্বর, "আত্মার ধর্ম্মই নিত্য ও সত্য" উহার কোন খোঁজ দিতে পার কি? অনেক দেশ ত ঘুরে এলে! কোন নূতন সংবাদ দিতে পার কি? ভাই! শুনেছি তুমি বহু তীর্থাদি ভ্রমণ করে এসেছ, এবিষয় আমাকে ত কিছুই বলনি, একেবারে গোপন! তোমার এ কেমন ভাব তা বুঝতে পারলুম না।

পরেশ। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) তাইত' তুমি সব জেনে ফেলেছ! আমি তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছি, একথা তোমাকে কে বল্লে? আমি সম্প্রতি মথুরা, বৃন্দাবন হয়েই এখানে এসেছি, পথে তোমার সঙ্গে দেখা।

নরেশ। ফুল ফুটলে কি জানতে বাকী থাকে! গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে যে। আর এ সুসংবাদ আমি পাব না, এই কি তোমার বিশ্বাস!

পরেশ। তা ভাই! আমি কাঞ্চী, কাঞ্চী! দ্রাবিড়, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, নীলাচল, ডাকুরজী, দ্বারাবতী, হরিদ্বার, অযোধ্যা, কনখল, প্রভাস, পুষ্কর, জয়পুর, যোশীমঠ, কেদার, বদরী নারায়ণ, বোম্বে, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মথুরা, বৃন্দাবন চারধাম পর্য্যন্ত দর্শন করে এসেছি; এবার কিছু বাকী রেখে আসি নাই। সমস্ত ধাম এবং তত্রস্থ ঠাকুর, দেব মন্দির সব দর্শন করেছি।

নরেশ। অ্যা! বল কি!! এত স্বল্প সময়ে এ'রি মধ্যে সবস্থান, তীর্থাদি, শ্রীবিগ্রহাদি সব দর্শন ক'রে এলে?

পরেশ। হ্যা ভাই! দুঃখের বিষয় তোমাকে এ সংবাদটা দিয়ে যেতে পারি নাই,—অতি ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে পড়েছি, তাই যাবার মুখে, তোমাকে জানিয়ে যেতে পারি নি; মাপ করো ভাই! এ অধম যে সমস্ত স্থান দর্শন করেছে, তা সব বর্ণন কর্লে, একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা হয়। তবে দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন লাভ ক'রে যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রে তীর্থ পর্য্যটনাদি না হলো তবে এ জীবন বৃথা বই আর কি! ভাই এসমস্ত না দেখলে, তোমার হৃদয় কখনও প্রশস্ত হইবে না।—আর প্রাকৃতিক দৃশ্য! কি চমৎকার!! নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশ, বিশাল বারিধি, তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা, মেঘমন্দ্রসদৃশ গম্ভীর গর্জ্জন! অভ্রভেদী গগনচুম্বী, স্ফটিকসদৃশ শ্বেতপর্ব্বতশৃঙ্গ, উপত্যকা, গিরি, নদী সুরম্য কানন, উষ্ণ প্রস্রবণ, এ সব না দেখলে এ চক্ষুর সার্থকতা কোথায়? তবে বালাজী দর্শন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে, শ্রীবৈকুণ্ঠ কিনা! প্রায় ৭০০।৮০০ ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে সর্ব্বোপরি পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠে তবে চক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তির দর্শন লাভ হলো।

নরেশ। ছিঃ, ছিঃ,—তুমি দেখ্‌ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের, দু'এক পাতা পড়ে ও সব জড় বিদ্যায় মোহিত হয়ে, একেবারে অন্ধ হয়েছ দেখ্‌ছি—তোমার বুদ্ধি, শুদ্ধি একেবারে

লোপ হয়েছে। কেন না যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থানে বৃন্দাবন সেই স্থানে আনন্দঅশেষ।

জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
(হরির) ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥

"অহঙ্কারে ফুলে উঠে, সমস্ত পৃথিবী পর্যাটন ক'রে যদি তীর্থ এবং ঠাকুর দর্শন করা যেত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? সকলেই পরাগতি লাভ করতে সমর্থ হতো'। মহাজনদের শ্রীমুখের বাণী কি একেবারেই ভুলে গিয়েছ।

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেই স্থানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

তোমার ভুল হয়েছে? এ-স্থূল জড় চক্ষে কখন শ্রীধাম দর্শন হয় না।

পরেশ। কি আশ্চর্য্য! এমন কথাতো ইতঃপূর্ব্বে আর কখন কাহারও মুখে শুনিনি, ভাই। তোমার চেহারা ও মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি—এ সূক্ষ্মভাব আমি এতক্ষণ ধরতে পারিনি, তুমি এ সকল কথা জানলে কি করে? কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গে কি তোমার দর্শন হয়েছে?

নরেশ। আর দর্শন কি করে বলি। আমরা এই চক্ষে সাধু মহাত্মা শুদ্ধ-বৈষ্ণব বা শ্রীধাম কি দর্শন করতে পারি? দু'পাতা ইংরেজী সংস্কৃত প'ড়ে মনে করি, আমার দর্শনাদি যত কিছু সব হয়ে গ্যাছে—জানবার আর কিছু বাকী নাই, এখন সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে, ভোগময় প্রাকৃতিক দৃশ্য সব দর্শন করে, "দেহমনে"র আনন্দ বর্দ্ধন করলে কিংবা বিবাহ করে, সংসারী হয়ে বংশ রক্ষা করলে, গৃহপরিবার প্রতিপালন করলেই—পশুরাও যা করে—পশুর ধর্ম্ম আচরণ করলেই বুঝি জীবনের সব উদ্দেশ্য সফল হয়ে গ্যালো; কেমন এই না!

পরেশ। ভাই! তোমার সঙ্গে কথায় আর পেরে উঠব না। তুমি বড় বাচাল হয়ে উঠেছ, দেখছি! সে থাক; তুমি যে বললে এ চক্ষে কখন তীর্থ দর্শন হয় না, তা' আবার কোন্ চ'ক্ষে দর্শন হয়! বলে দাও না ভাই!

নরেশ। হ্যা আমি বাচাল হয়েছি বটে! কেননা "মূকং করোতি বাচালং" শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। পঙ্গুও অনায়াসে গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়। যে বোবা কথা বলতে পারে না, সেও বাচাল হয়। আমি আচার্য্যানুগমনে গত ৬ই ফাল্গুন হ'তে নয় দিবস শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেছি। ঐ সব সাধু মহাত্মাদের শ্রীমুখে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন এবং শ্রীহরিকথা শুনে এ অধমের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হয়েছে। তুমি তীর্থ দর্শনচ্ছলে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এলে বটে, কিন্তু আমি বলতে পারি, তোমার প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় নাই "তীর্থ ফল সাধুসঙ্গ" তাই যদি না হলো তবে তোমার ঐ সমস্ত ভ্রমণ পণ্ডশ্রম মাত্র। উহাতে কিছুমাত্র লাভ হয় নাই। তুমি বোধ হয় জটাজুটধারী গঞ্জিকা সেবনে প্রমত্ত ধূম্রউদ্গীরণকারী সাধু দেখে মুগ্ধ হয়েছ।

পরেশ। হা ভাই! তুমি যা বলছ, তা সব সত্য। আমি বৃথাভিমানে মত্ত হ'য়ে ভবঘুরের মত অনর্থক ভ্রমণ করেছি।—আর তীর্থাদি দর্শন ক'রে এসেছি বলে, মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের যে উদয় না, হয়েছে একথাও বলতে পারি না। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করবো না ভাই। আমি শুধু জড়ীয় প্রতিষ্ঠার জন্যই সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত তীর্থাদি ঘুরে মরেছি। সত্য কথা বলতে কি? আমার সাধুসঙ্গ হয় নাই, শ্রীধাম এবং ভগবদ্দর্শন ত' দূরের কথা। হয়ত কত লোক বলবে, পরেশ কত বড় ধার্ম্মিক হয়েছে, চারধাম করেছে; কেহ বা বলবে ভারতবর্ষ ঘুরে কত জ্ঞানসঞ্চয় করেছে, খবরের কাগজে, পত্রিকায় আমার দেশভ্রমণকাহিনী ছাপা হ'বে, কত লোক ভাববে। একি সোজা কথা! তাই শুধু বাহাদুরী লইবার জন্যই আমার এই অভাবনীয় আয়োজন, বুঝতে পেরেছ ভাই! প্রকৃত শ্রীভগবানে কিম্বা সাধু বৈষ্ণবে আমার প্রীতি নাই। কেবল জড়প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাই তোমার সাধুসঙ্গে যে এমত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন তা বুঝতে পারি নাই। এখন ভাই আর লুকুলে চলবে না, তুমি নিজে দয়া করে ধরা দিচ্ছ, এখন আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে হয়, এবং অপ্রাকৃত শ্রীধাম কি করে দর্শন করতে পারি, তা'র কিছু উপদেশ প্রদান কর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রৌতবাণী

১। শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পর-দুঃখদুঃখী মহাভাগবতই জগল্রাতা শ্রীগুরুদেব।

২। শ্রীগুরুদেব কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মন্ত্রবিক্রয়ী বা ধর্ম্মব্যবসায়ী নহেন।

৩। গুরুপাদপদ্ম নিত্য, গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব, তাঁহারাও নিত্য।

৪। ভক্তগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভক্তপূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণপূজার ছলনা দাম্ভিকতা।

৫। ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয়, প্রেমা প্রয়োজন।

৬। চিল্লীলামিথুন রাধাকৃষ্ণই হরি, তিনিই একমাত্র ভোক্তা।

৭। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ—লীলারস আস্বাদন নিমিত্ত দুই রূপ ধারণ করেন।

৮। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন।

৯। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, গৌড়ে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর।

১০। বৈষ্ণবগণই শুদ্ধ শাক্ত—মধুর রসে চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।

১১। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জীব শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, কেবল বিষয়ী।

১২। একই শক্তি চিৎস্বরূপে চিচ্ছক্তি ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি।

১৩। মায়াবৈচিত্র্য চিদ্বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিফলন।

১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই; কারণ উহা সর্ব্বজীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম।

১৫। জগতে প্রচারিত ধর্ম্মসমূহ

বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

১৬। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা অহৈতুকী ভক্তিই হরিভজন।

১৭। নামাশ্রয়ভজনই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; নামে নববিধভজন অবস্থিত।

১৮। নাম ও নামী অভিন্ন; নাম ও নামাপরাধ ভিন্ন বস্তু; নামাপরাধ সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

১৯। ভক্তিই জীবাত্মার সহজধর্ম্ম, ভক্তি মনোধর্ম্ম নহে।

২০। ভক্তি নিরপেক্ষা, মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী; ভক্তিই ভক্তির ফল।

২১। দিব্যজ্ঞানলাভই দীক্ষা; দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানের অভিনয় দীক্ষা নহে।

২২। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা, ফল্গুত্যাগ ও যুক্তবৈরাগ্য এক নহে।

২৩। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি ও প্রসাদে স্থূলবুদ্ধি অপরাধজনক।

২৪। মনঃকল্পিত উপাসনাই পৌত্তলিকতা; অধোক্ষজ-ভক্ত পৌত্তলিক নহেন।

২৫। অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণব-আচার; স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তই অসৎ।

২৬। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই কাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম, প্রেমই পরমপুরুষার্থ।

২৭। শ্রীভাগবতই শ্রুতিসার ও একমাত্র অমল প্রমাণ।

২৮। ভগবত্তার অন্তর্গতই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব; বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণত ও যোগিত্ব অনুস্যূত।

২৯। হরিকথাপ্রচারই জীবে দয়ার চরম আদর্শ।

৩০। সর্ব্বক্ষণ হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়ো জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎ
প্রাপ্তোঽনীশবাদঃ শিবশিবগহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে ॥৪২॥

করুণ কটাক্ষে যার ধর্ম্ম অর্থ কাম আর
মোক্ষাদিরে তুচ্ছ বোধ হয়।
সকল আনন্দকন্দ জীবে দেয় প্রেমানন্দ
গৌরাঙ্গ সমান কেহ নয় ॥১॥
বিষ্ণুমায়া তোমাকে নমস্কার।
দুর্জ্ঞেয় প্রভাব তব, আমি আর কি কহিব,
জীবে কৈলে শবের আকার ॥২॥ ধ্রু
হরি হরি শিব শিব, অচেতন প্রায় জীব,
চৈতন্য চরণ পাশরিয়া।
গৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহে, অদ্ভুত সাহসে কহে
তব মোহে মোহিত হইয়া ॥৩॥
বেদের সিদ্ধান্ত গূঢ়, বুঝিতে না পারে মূঢ়
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে গৌরতত্ত্ব।
বেদ কহে "রুক্মবর্ণ" "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,
প্রবর্ত্তন কৈল সর্ব্ব সত্ত্ব ॥৪॥
শ্রুতিসার গীতা কহে, "আদিত্যবর্ণ" বলি তাহে
সে পুরুষ মায়ার অতীত।
"ত্বিষাই কৃষ্ণ" বর্ণ যার, ভাগবতে কহে সার
কলি যুগে বর্ণ হ'বে পীত ॥৫॥
সুবর্ণবর্ণ হেম দেহ, চন্দনে চর্চ্চিত সেহ
অঙ্গদাদি করেন ধারণ।
মহাভারতের বাণী, সন্ন্যাস করিল যিনি
শান্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ॥৬॥
উপপুরাণ সৌর, কহে বর্ণ স্বর্ণগৌর,
সুদীর্ঘাঙ্গ গঙ্গাতীরে বাস।
দয়ালু কীর্ত্তনকারী কলিযুগে গৌরহরি
করিবেন প্রেমের প্রকাশ ॥৭॥
"কৃষ্ণবর্ণ" মন্ত্র কহে, "স্বপ্নধী অগম্য" তাহে
এইরূপে সর্ব্ব শ্রুতি শাস্ত্র।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিভু শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্ব প্রভু
গূঢ়রূপে কহেন সর্ব্বত্র ॥৮॥
সর্ব্বেশ্বর গৌরচন্দ্র যদি নাহি কহে মন্দ
হরি হরি কি কহিব হায়।
অনীশ্বরবাদ ভবে জীব প্রাপ্ত হৈল তবে
বিশ্ব হৈল অচৈতন্য প্রায় ॥৯॥
উঠ জাগ জীবগণ না রহিও শব হেন
প্রাপ্যবর লহ বিচারিয়া।
অচেতন দশা ত্যজি' চৈতন্যচরণ ভজি'
প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেম লভ গিয়া ॥

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্‌যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
নচেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ ॥৪৩॥

অষ্টাবিংশ কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়।
গোপীপতি কৃষ্ণ অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
সর্ব্বেশ্বর—কৃষ্ণ, রাধা—কান্তাশিরোমণি।
কান্তাকান্ত্যে অঙ্গ ঢাকা গৌর গুণমণি ॥
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বিপ্রলম্ভ রসে।
স্বীয় গূঢ় বাঞ্ছা পূরে অশেষ বিশেষে ॥
সর্ব্বজনপরিচিত এই গৌরহরি।
যে জন না ভজে তা'র কিসের চাতুরী ॥
ধিক্ সে উজ্জ্বলকুল সর্ব্ব সদাচার।
বাগ্মিতায় ধিক্ ধিক্ বেদপাঠ তার ॥
অঙ্গের সৌন্দর্য্যে ধিক্ নবীন বয়স।
ধিক্ সে সম্পত্তি আর বহু মান যশ ॥
দ্বিজত্বেও ধিক্, ধিক্ বিমল আশ্রম।
সর্ব্ব ক্রিয়া কর্ম্ম তা'র বৃথা পরিশ্রম ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি গৌরাঙ্গ না ভজে।
সর্ব্বক্রিয়া করিলেও নরকেতে মজে ॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সবে ভজ শ্রীচৈতন্য।
অবহেলে কৃষ্ণপ্রেম লভি হও ধন্য ॥৪৩॥

প্রাপ্ত পত্রাবলী

(১)

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

প্রায় এক পক্ষ কাল হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভাগলপুরে বিভিন্ন পল্লীতে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খলিফাবাগে, পরলোকগত রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে ও গঞ্জনপুরে, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে ও মোশাকচকে শ্রীশ্রীহরিসভামন্দিরে ও আদমপুরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে এ যাবৎ কাল শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের সহিত মিলিত হইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাও প্রচার কার্য্য করিতেছেন। স্বামীজির উপদেশ কেবল বচনেই পর্য্যবসিত নহে; তাঁহার নিজের জীবনে ঐ উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি দেখাইতেছেন; সুতরাং তাঁহার উপদেশের ফল যে সমধিক মাত্রায় হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তিনি উপধর্ম্মগুলির দোষ ক্ষালন করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার উপদেশ দিয়া হিন্দু জনসাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন; সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান তাঁহার সচ্চেষ্টাকে শুভ ফল প্রদান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ভাগলপুর	বিনীত
২রা বৈশাখ	শ্রীকেদার নাথ গুহ
সন ১৩৩৩ সাল,	প্লিডার, ভাগলপুর

(২)

পূজ্যপাদ গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন্—গত ২২শে চৈত্র কলিকাতা "গৌড়ীয় মঠ" হইতে পূজ্যবর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী ও ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজদ্বয় আর দুইজন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত মহাজন দাস অধিকারী এম্ এ-মহাশয় ময়ূরভঞ্জষ্টেটের অন্তর্গত এই গোরুমহিষাণি নামক স্থানে কৃপাপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন। এইস্থানে ইতঃপূর্ব্বে কখনও এরূপ শুদ্ধভগবদ্ভক্ত আগমন করেন নাই। তাঁহাদের আগমনে এইস্থান বাস্তবিকই পবিত্র হইয়াছে। গোরুমহিষাণি খনির সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতি ভূষণ মিত্র মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এখানে "বাইরামজি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন" নামক গৃহে তাঁহাদের কীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পুরী মহারাজ ও বন মহারাজদ্বয় ওজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী মধুর ভাষায় অশ্রুতপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করিলে পর সকলের হৃদয় যেন কি একটি অভিনব ভাবে পূর্ণ হইল। ম্যানেজার মিত্র মহাশয় ও বি-পি-কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বসু মহাশয়দ্বয় এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ বিনীতভাবে আরও হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন ও স্বামিজীদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি, মনোধর্ম্ম, ভ্রান্তমতবাদ প্রভৃতির তারতম্য প্রদর্শন এবং জীবের নিত্য মঙ্গল কিরূপে হয়, তাহা ক্রমাগত চারিদিন কীর্ত্তন করেন। এই স্থানের ম্যানেজার মিত্র মহাশয়ের কৃপাতেই আমরা ইঁহাদের নূতন বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আর এখানকার মাইনিং ফোরম্যান শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ধন্যার্হ। কারণ তিনিই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের প্রচারের সাহায্য করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইঁহাদের প্রচারিত বিষয় শ্রবণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও সাহায্য করিলেন। আশা করি এই মহান্ত সকল নিজ কার্য্য না থাকিলেও যেন প্রত্যব্দ এপ্রদেশে শুভগমন করেন। ইতি।

একান্ত অনুগত

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষাল, ষ্টেশন মাষ্টার, গোরুমহিষাণি।

(৩)

গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন এই,

গত ২৬শে চৈত্র শুক্রবার দিবস স্থানীয় শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠরক্ষক শ্রীপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বালিয়াটীর নিকটবর্ত্তী ভাটারা গ্রামে শ্রীযুক্ত বনমালী বসাক মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীহরিবাসর উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীহরিবাসর উপলক্ষে সমাগত ভক্তমণ্ডলী শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজকে বলেন "আপনারা ষড়্ গোস্বামী ও নিতাই গৌরাঙ্গ প্রভুদ্বয়কে বহুমানন করেন না।" তদুত্তরে মহারাজ শাস্ত্রের সুযুক্তিমূলে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন "আমরা ষড়্ গোস্বামীর প্রবর্ত্তিত পথ ও মত স্বীকার করিয়া থাকি এবং তাঁহাদের মতবহির্ভূত কোনও কথা গ্রহণ করি না; আমাদের গুরুদেব ষড়্ গোস্বামীর মত পুনরায় সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যাঁহারা ষড়্ গোস্বামীর পদাঙ্কানুসরণকারী একমাত্র তাঁহারাই প্রকৃত নিতাই-গৌরাঙ্গ-ভজনপরায়ণ।"

অতঃপর মহারাজ সমবেত ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধক্রমে হরিকথা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের তৈর্থিক বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করেন। হরিকথাকীর্ত্তন-প্রভাবে সমবেত ভক্তমণ্ডলী সকলেই মহারাজের প্রতি বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এবং সকলের মনের ভ্রান্তি হরিকথার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। হরিকথা কীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, তখন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন "প্রকৃত সাধুসঙ্গ আমাদের জীবনে ইতঃপূর্ব্বে আর হয় নাই, আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের যে পূর্ব্ব সংস্কার ও ভুল ধারণা ছিল তাহা এখন দূর হইল। আমরা অপরের মুখে ঝাল খাইয়া আত্মবঞ্চিত হইতে চলিয়াছিলাম; এখন সাক্ষাৎ আপনার শ্রীমুখে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ অর্জ্জন করিয়া জীবন সার্থক মনে করি।" ইতি ২৯ চৈত্র, ১৩৩২ সন।

বিনীত সেবক
শ্রীরবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী
বালিয়াটী, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

(৪)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন এই,

"বৈষ্ণব কবির মর্ম্মকথা" নামক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আপনার প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠে বৈষ্ণবমাত্রেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। এখানকার সকলেই এইজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সৎসাহিত্য আলোচনায় ও সৎসিদ্ধান্ত স্থাপনে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু আপনাকে উত্তরোত্তর নব নব শক্তি প্রদান করুন।

বিগত ২৩-৩-২৬ ইং তারিখে রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশ বাবু আমাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই "গোবিন্দ দাসের কড়চার" সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ একটী দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে আপনার নিকট বিনীত নিবেদন এই, আপনি আপনার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয়টী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিগত ১৫-৭-২৫ ইং তারিখে মাননীয় মিষ্টার এইচ্, ই, ষ্টেপলটন্ এম্, এ, বি, এস্ সি, আই, ই, এস্ প্রিন্সিপ্যাল্ প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা মহোদয় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন। যথা:—

"He (Dinesh Babu) has not apparently seen the manuscript himself. It is obviously desirable before any further discussion takes place to find the manuscript and place it in the hands of experts for their opinion as to its exact date and comparative authenticity."

অতঃপর মাননীয় শ্রীযুক্ত কাশীমবাজারাধিপতি মহোদয়কে এই বিষয় লিখিলে তিনি বিগত ৪-৮-২৫ ইং তারিখে লিখিয়াছেন যথা:—

"I am glad to peruse what Mr. Stapleton has written. It meets with my approval that you have demanded through the medium of newspapers the production of the authentic manuscript of Govinda Das's Karcha."

তৎপর ৫-৮-২৫ ইং তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকার মারফতে ও ডাক্তার দীনেশ বাবুর নিকট পৃথক্ চিঠিদ্বারা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চাওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ যাবৎকাল তাহার কিছুই না করিয়া আজ আমাকে পত্রে লিখিতেছেন যে, তিনি সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ ২য় সংস্করণ বাহির করিতেছেন। অথচ ৪-৭-২৪ ইং তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন। যথা:—

"গোবিন্দ দাসের ২৫০ বৎসরের পুঁথি জয়গোপাল গোস্বামী চাহিয়াছিলেন। তাহা অমৃতবাজার আফিসে ছিল। অনেকেই দেখিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস্ত কিছুই নাই।......................আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। আপনি সহসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গোঁড়াদলের কথা শুনিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইবেন না।"

কিন্তু অমৃতবাজার কার্য্যালয় হইতে যে উত্তর পাইয়াছি তাহা এই :—

"জয়গোপাল গোস্বামী অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে মহাত্মা শিশির কুমারের নিকট যে গোবিন্দদাসের কড়চার পাণ্ডুলিপি দিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন পুঁথি ছিল না। জয়গোপাল গোস্বামী বলিয়াছিলেন, তিনি উহা নকল করিয়া আনিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তখনও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।"

মহাত্মা শিশির বাবু যে পাণ্ডুলিপির নকল লইয়াছিলেন তাহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকার বলিয়া কোন কথা ছিল না। ....তিনি কোনও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দেখিতে পান নাই।"

বিগত ৫-৬-২৫ ইং তারিখে "Forward" পত্রিকায় বাবু মন্মথ কুমার রায়, বি এল্, বি সি, এস্ রঙ্গপুর গাইবান্ধা হইতে লিখিয়াছিলেন :—

"Pandit Joygopal got another complete manuscript of the Karcha and edited his book according to that."

এতদ্ভিন্ন ডাক্তার দীনেশ বাবু বিগত ১৩৩১ সন ফাল্গুন সংখ্যায় বসুমতীতে নানা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি তিনি বাহির করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে মুদ্রিত পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইবার দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা ডাক্তার দীনেশ বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, পবিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে অসত্য প্রচারের পক্ষে এবং জগদ্বাসী সকলের ভুল ধারণা জন্মাইবার পক্ষে তিনি অগ্রসর না হয়েন, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বুঝিতে দিউন যে, তিনি এক গোবিন্দ দাসের কড়চা খাড়া করিতে যাইয়া কি ভীষণ ভাববিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। সাহিত্য দুষ্ট থাকিলে জাতি দাঁড়াইতে পারে না। ইহা অবিসংবাদিত সত্য কথা।

বিনীত

শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়

(৫)

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

চতুর্থ খণ্ড ৩১শ সংখ্যক গৌড়ীয়ে বরিশালের প্রচার-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া বড়ই অতৃপ্ত হইলাম। শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের পাঠান্তে কীর্ত্তনে সভাস্থ আবালবৃদ্ধ বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক যোগদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই দৃশ্য বরিশাল দীর্ঘকাল দর্শন করে নাই। মহারাজের কীর্ত্তন সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং সভাস্থ সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তৎপর দিবস উষাকাল হইতে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহারাজ বরিশালের পথে পথে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুমধুর উচ্চ কীর্ত্তন দ্বারা গৃহবাসীদের মোহতন্দ্রা দূরীভূত করিয়া সকলকে কীর্ত্তনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরে মহারাজ কীর্ত্তনমুখে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর মহাবদান্যতা ও উদারতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতী মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এত দূর আগ্রহান্বিত হইয়াছেন যে, প্রতিদিন বহুলোকে শ্রীল ভারতী মহারাজের পুনরাগমনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত শুদ্ধ-ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া এবং ভারতী মহারাজের ন্যায় আচারবান্ শুদ্ধ নিরপেক্ষ প্রচারক পাইয়া বরিশাল আজ ধন্য।

দাসাধম—

শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত

বরিশাল, ৭।৪।২৬

(৬)

To

The Editor,

The "Gaudiya" Calcutta.

Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj of Sri Gaudiya Math, Calcutta with three Brahmacharins has graced this city with a visit and is putting up in the Thakurbari of the Late Radha Charan Babu. In the Thakurbari as well as in other public places he has been explaining the Srimat Bhagabata He has sacrificed all mundane pleasures for the propagation of Sri Krishna's religion of the Srimat Bhagabata as revealed to us by Lord Gouranga. In his daily discourses, quite in conformity with the Bhagabata path he is showing his vast erudition in the Vedas, the Upanishads, the Vedanta, the Shankhya and other branches of Hindu religion and philosophy. Coupled with his great learning his deep Bhakti has charmed all who have the good fortune to hear him once His life and character truly depict what Sri Krishna Chaitanya Deva wanted his followers to be. Those who are prejudiced against Vaishnavism and who have not sunk deep into the sweet religion of Prem and Bhakti, those who have studied Vaishnavism through Vaishnava beggars and so-called Bairagis and other corrupt practices of the so-called followers of Lord Gouranga will be profitted by seeing and hearing Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, who will shed a divine lustre into all hearts—a lustre that will dispel all their doubts and show them Who is Gouranga and what is true Vaishnavism. Being a staunch Vaishnava himself the Swamiji has exposed those who have led the lofty religion of Sri Gouranga into a filthy degeneration. We know that the heart of a true Sadhu devoted towards the welfare of humanity is hard as a stone towards vice and corruption and is soft as a feather towards purity and morality. How very humble is the heart of the Swamiji when he says that he is a servant of us all and is doing nothing but what a faithful servant should do to warn his beloved master against theft and other injuries. He appeals to all to be on the guard against thieves and hypocrites who may enter into our homes any moment and ruin us in the name of Sanatana Dharma

The Proprietor of the Behar Chemical Works, a humble follower of Sri Gouranga, has made suitable arrangements in his house from where the Swamiji is delivering his lectures for the last three days and all local gentlemen of light and leading, Beharees and Bengalis, Hindus and Mohammedans are gathering strong and hearing him with rapt attention. It is gratifying to note that ladies also come in large numbers to listen to his preachings.

The Swamiji was given a good reception and hearing in Monghyr and Jamalpur by the local gentry and he will shortly leave this town with his party for Patna. May God give the Swamiji a long life and make his noble mission a success.

Jatindra Nath Sen,
Bhagalpur.
19-4-26.

নিমাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ সংখ্যার পর)

নিমাইয়ের বাপ আর মা দুজনাই এই ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারলেন না। নিমাইয়ের বাপ বোল্লেন, সকলে যে কথা বোল্‌ছে তাই বা কেমন কো'রে অবিশ্বাস করি? একজন তো নয়? আবার নিমাইকেও যেমন দেখলাম তাতে সে যে চলে গিয়েচে, এ কথা তো কোন রকমেই বোলতে পারিনে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার আর কি নিমাই মানুষ নয়। কৃষ্ণ ছলনা কোরে আমার ঘরে আছেন?

না কোন মহাপুরুষ আমার ঘরে জন্ম নিয়েচে? কিছুই তো মনে কোরতে পারচি নে। এই রকম অনেক ভাবা চিন্তার পর ব্যাপা হোয়ে গিয়েচে দেখে নিমাইয়ের মা ঠাকুরের ভোগ এনে দিলেন। নিমাইয়ের বাপ ঠাকুর ঘরে ভোগ দিতে গেলেন।

নিমাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই সব ছেলেদের সঙ্গে মিশলো। ছেলেরা নিমাইকে দেকে বড় খুসী হোলো। সব্বাই বোল্লো, নিমাই ভাই তুই ভারি চালাক। আজ খুব মারটে বেঁচে গিইচিস্। চল ভাই আর কাজ নেই এবার ছ্যান করে সব বাড়ী যাই। এই বোলে সব ছেলে খানিক ক্ষণ সাঁতার দিয়ে নেয়ে সব বাড়ী চলে গ্যালো

সব জায়গাতেই নিমাইয়ের এই রকম আবদার। বাড়ীতে এত আবদার কোরতো যে, তার মা বাপ অনেক রকম বোকে ঝোকে তা ভাল কোরতে পারেন নি। নিমাই তো তার মাকে একটু ভয়ও কোরতো না। কোন রকম কোরে না পেরে, যা হয় কোরুক বোলে শেষে ছেড়ে দিইছিলেন। নিমাই কিন্তু ওর দাদা বিশ্বরূপকে বড় ভয় কোরতো। বিশ্বরূপের সঙ্গে কখন দ্যাকা হোলে, ঘাড় হেঁট কোরে ভাল ছেলের মত চুপটী কোরে থাকতো। মুখ ফুটে একটী কথাও বোলতে পারতো না। বিশ্বরূপ নিমাইকে কখন বোকতোও না, কোনদিন তাকে তাড়া তুড়িও দিতো না, কখন গায়ে হাত তো দিতই না। তবুও নিমাই যে তাকে কেন ভয় কোরতো, তা আমি বোলতে পারিনে।

নিমাই কাকো ভয় কোরতো না, আর তার যে রকম আবদার ছিল, বিশ্বরূপের সে রকম ছিল না। বিশ্বরূপ নেহাৎ ভাল মানুষ একেবারে গো-বেচারা বোল্লেই হয়। কারো সঙ্গে ঝগড়া মারামারি, কি কারো কোন রকম অপচয় কোরতো না। সব সময়ই পুতি পড়া ছাড়া আর কিছুই কোরতো না। পাঠশালা থেকে এসে, দুটো যা পেলো খেয়ে দেয়ে, পুতি নিয়ে বোসতো। সকল শাস্তেরেই তার বেশ দখল হোইছিল। বিশ্বরূপের আর একটা গুণ ছিল, যে শাস্তেরই হোক, তা থেকে কেষ্ণ-ভক্তিতই খুজে বের কোরতো, আর সকলের কাচেই ঐ কেষ্ণ-ভক্তির কথাই বোলতো। বিশ্বরূপের সঙ্গে যে সব ছেলে পোড়তো, তারাও কেষ্ণ-ভক্তি জানতো না—তারা তনতোর মনতোর নিয়েই থাকতো, কাজেই বিশ্বরূপের সঙ্গে এদের বড় একটা মিল ছিল না। পাঠশালা থেকে গিয়ে বিশ্বরূপ ঘরে বোসে বোসে একাই শাস্তোর পোড়তো।

যে সময়ের কতা বোলচি, তখন নবদ্বীপে যে সকল লোক ছিল, তা শুদ্ধ নবদ্বীপের কতাই বা বোলি কেন, সব দেশের লোকই, কেষ্ণই যে ভগবান, কেষ্ণই যে সব তোয়ের কোরচে, কেষ্ণর হুকুমেই যে সব জগৎ সংসার চোলচে, তা তারা জানতো না। তোমরা বোলবে, বা—বা! কেষ্ণ কি একা এই সব জগৎ সংসার তোয়ের কোরতে পারে? পারে। কেষ্ণর সব কতা যদি তোমরা শোন, তোমাদের গা শিউরে উঠবে, তোমরা তখন বোলবে, হাঁ ঠিক সবই কোরতে পারে বটে। কিন্তু কেষ্ণ সব কোরতে পারলেও কোরতে না করেনি। সবই চাকর দিয়ে কোরিয়েচে। এ সংসারে যত দেকচো সবাই তার চাকর। এক এক জনের ওপরে এক একটা কাজের ভার দিয়ে, তাকে সেই কাজ কোরবার মতলব আর ফিকির বোলে দিয়েচে সে সেই ফিকিরে তার কাজ কোরল, এখনও কোরচে। তুমি আমি আর যত সব জীব জানোয়ার দেকচে পাও সবই সেই কেষ্ণর চাকর।

(ক্রমশঃ)

বিগত ৮ই বৈশাখ ধানবাদনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কামাদেব দাসাধিকারী মহোদয় বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তিনি বহুশুদ্ধ বৈষ্ণবকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৩, ১লা মে ১৯২৬ | ৩৬শ সংখ্যা

সারকথা

বৈষ্ণব—

স্থাবর জঙ্গমের নিস্তারের উপায় কি ?

পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে, প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥
উচ্চ-সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থির-চর-জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় ৬৬-৭১,৭৪

কীর্ত্তন-প্রচারে সমর্থ কে ?

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র প্রমাণে॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম ১১ ও ১৪।

অনুরাগভরে সেবা কিরূপ ?

অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে, তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটী সুখ পোষ॥
গোবিন্দ কহে, আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিংবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয় মানি॥
এই সব হয় ভক্তি-শাস্ত্র-সূক্ষ্ম-মর্ম্ম !
চৈতন্যের কৃপায় জানি সেই সব ধর্ম্ম॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম ৬৮ ও ৯৫-৯৬

মহাভাগবতের ভজন কিরূপ ?

গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এই মাত্র জানে॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ ১৩২-১৩৩।

আত্মরক্ষা।

ভারতের প্রধানতম নগরী কলিকাতায় কয়েক দিবস যাবৎ মানবে মানবে ভীষণ নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। হিন্দু নামে কতকগুলি মনুষ্যদেহ মুসলমান নামে কতকগুলি মনুষ্যদেহকে এবং মুসলমান নামে কতকগুলি মনুষ্যদেহ হিন্দু নামে কতকগুলি মনুষ্যদেহকে বিনাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর দেহের উপাদান এক—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চভূত—উভয়ের পরিণতি এক, কিন্তু প্রত্যেকের অভ্যন্তরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা বা চালক সাজিয়া যে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে অপর দেহের বিনাশসাধনে নিযুক্ত করিতেছে, তাহার নাম মন। এই মন দেহটীকে দেশবিশেষ, কালবিশেষ, সমাজবিশেষ, অবস্থাবিশেষে 'হিন্দু', 'মুসলমান', 'খৃষ্টান' ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত করিতেছে এবং একের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌ বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বোধ করিতেছে। ফলে, একের নিকট অপরে বিধর্ম্মী বা শত্রু বলিয়া পরিচিত হইতেছে। হিন্দু বলেন, আমার মন্দির বড়, মুসলমান বলেন, আমার মস্‌জিদ বা দরগা বড়। হিন্দু বলেন, মুসলমান ধর্ম্ম বিধর্ম্ম, এই বিধর্ম্ম হইতে সকলকে উদ্ধার করিয়া হিন্দু করিতে পারিলেই খুব বড় কাজ করা হইল। দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, তাহার ফলে ভারতের নানা অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং মুসলমান-নামধারী দেহটীকে হিন্দু নামে আখ্যাত করিয়া দেহের বাহ্যিক বেশভূষাদি বদলাইয়া কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার পার্থক্য জন্মাইয়া মুসলমানকে হিন্দু করাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। আবার মুসলমানগণ কতকগুলি হিন্দু নামে পরিচিত দেহকে ঐ ভাবে মুসলমান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। ফলে, বর্ত্তমান অমানুষিক নৃশংসতার ঘৃণ্য দৃশ্য সভ্যনগরী কলিকাতার রাজপথে উজ্জ্বল দিবালোকে অঙ্কিত হইতেছে। ভারতের মানবরচিত ইতিহাস আলোচনা করিলে এইপ্রকার নৃশংসতার ও কাপুরুষতার অভিনয় হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতব্যাপী যে "হিন্দু-মোস্‌লেম-ইউনিটী" বা "হিন্দু মুসলমানের সম্মেলন বা একতা" বলিয়া যে একটী আন্দোলন চলিতেছিল, "ছুঁৎমার্গ পরিহার"-রূপ যে ব্যাপার অহরহঃ শোনা যাইতেছিল, তাহার পরিণতি কি এই হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—রক্তপাত !! প্রায় দুই সপ্তাহাধিক কাল অতিবাহিত হইল, কোথাও কেহ ত এই বিপৎসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন না! কেহ ত হিন্দু মুসলমানের একতা করিতেছেন না! দিনের পর দিন গুপ্তহত্যার প্রকোপ যেন বাড়িয়া চলিতেছে !!

ভারতের ধর্ম্ম হিন্দুর বা মুসলমানের পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য, কল্পিত মনোধর্ম্ম নহে। সনাতন, নিত্য, পুরাণ, সার্ব্বজনীন বা জৈবধর্ম্মই ভারতের ধর্ম্ম, বেদ এবং বেদানুগ নিখিলশাস্ত্র নিত্যকাল সনাতনধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। এই সনাতন ধর্ম্ম বিভিন্ন দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন মনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। যে জীব বা আত্মা প্রত্যেক মানবদেহে অবস্থান করেন বলিয়া জড় দেহ ও মন চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল দেখায়, সেই জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং বিভিন্নজাতীয় বস্তু। এই জীব নিত্যচেতন, জন্মমরণহীন, অশোক, অজর, এবং মনুষ্য, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র বৃহৎ দেহে প্রবেশ করিলেও কোনপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হন না, নিত্য এক অবস্থায় থাকেন। ইঁহার ক্ষয়-বৃদ্ধি-পরিণাম না থাকায় ইনি অব্যয়, অমর, অপরিণামী বা সৎ। কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অ-সৎ। 'সৎ'এর ধর্ম্ম বা স্বভাব এবং 'অসৎ'এর ধর্ম্ম বা স্বভাব এক হইতে পারে না। সৎকে অসৎ বা অসৎকে সৎ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা আমাদিগকে কোন দেশে জাত বা কোন কালে আবদ্ধ বোধ করি, বা মন ও দেহকেই জীব বোধ করিয়া স্বীয় বা জীবাত্মার ধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, তখনই এইপ্রকার দেশগত, কালগত বা জাতিগত ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া আমাদিগকে পরিচিত করি, তখনই আমরা স্বাধীন-পরাধীন, সুখী-দুঃখী, স্বদেশীয়-বিদেশীয়, প্রভু-দাস, রাজা-প্রজা, স্বজাতি-পরজাতি, স্বধর্ম্মী-পরধর্ম্মী, ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা প্রকার সাময়িক অনিত্যফলপ্রদায়ক ভোগ-প্রতিষ্ঠামূলক কার্য্যে ব্রতী হই। বেদ গান করিতেছেন—

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব

চক্ষুরাততম্। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" সূরি বা শুদ্ধ-জীবাত্মা সেই বিষ্ণুর পরম পদ নিত্যকাল দর্শন করেন। জীবাত্মা যখন এই দর্শনের বিষয় অবগত থাকেন, তখনই তিনি নিজকে বৈষ্ণব (বিষ্ণু-স্ব) বলিয়া জানেন এবং যখন ইহা ভুলিয়া যান, তখনই নিজকে অবৈষ্ণব বা কোন দেশকালজাত বা দেশ-কাল ধর্ম্মের অন্তর্গত বস্তু বোধ করেন। সুতরাং বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের এই পার্থক্য ভুলিয়া, বৈষ্ণবতার ও অবৈষ্ণবতার সমন্বয় করিয়া আমরা আজ এই নৃশংসতার পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অবৈষ্ণব-অভিমানী বদ্ধজীব নিত্যকাল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছে। দেহের নানা প্রকার ব্যাধি, শোকতাপ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তাপরাশি যখন আমাদিগকে জর্জ্জরিত করে, কিংবা যখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতি আধিদৈবিক তাপরাশি আমাদিগকে বিপন্ন করে কিংবা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্পাদির আক্রমণজনিত আধিভৌতিক তাপ যখন আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে, তখন আমাদের ন্যায় অপর এক শ্রেণীর ত্রিতাপগ্রস্ত মনুষ্য আমাদের ত্রিতাপের ফল দুরীকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু কৈ তাঁহারা ত ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ বিনষ্ট করেন না! বা তাহার আক্রমণের পূর্ব্বে আমাদিগকে নিরাপদ বা অভয় স্থানে লইয়া যাইতে পারেন না! কলিকাতার এই আধিভৌতিক উৎপাতের কালে সেই সকল সেবাব্রতগণ কোথায়? এইবার কি তাঁহারা সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলেন?

এই গুপ্তহত্যাকারীদের বা আততায়িদের হস্তে পড়িয়া প্রাণনাশ বা ভোগ্যবস্তুর নাশ হইবে জানিয়া অবৈষ্ণব সকলেই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের ভোগের যন্ত্র স্বীয় দেহ ও ভোগ্য বস্তু স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা প্রভৃতি ও গৃহ-বিত্ত-পশু প্রভৃতি সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। নিজের ভোগের যন্ত্রটী নষ্ট হইলে বা ভোগ্য বস্তু নষ্ট হইলে যে ক্লেশ বা অসুবিধা হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া অবৈষ্ণবগণ আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল।

এই হিংসা বা বিদ্বেষের ফলে কলিকাতার রাজপথ প্রত্যহ মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হইতেছে। দেহ ও মনে যাঁহারা অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদিগের মধ্যে ভয়ের মাত্রা এত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কেহ জীবিকার উপায় হইতে বিরত হইয়া গৃহকোণে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, কেহ বা আততায়িগণের আক্রমণ হইতে দূরে থাকিতেছেন, আবার কেহ বা আক্রমণকারিগণকে বধ করিয়া বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইলাম—মনে করিতেছেন। কেহ বা যা'কে তা'কে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া নিজকে রক্ষা করিতেছেন। এই ভাবে আত্মরক্ষার অভিনয় চলিতেছে! কিন্তু যাঁহারা দেহ ও মনেতে অভিনিবিষ্ট নহেন অর্থাৎ যাঁহাদিগের দ্বিতীয় অভিনিবেশ না থাকায় স্বীয় নিত্যস্বরূপে অবস্থিত, বা যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা তাঁহাদিগের দেহ, মন, আত্মা ও এই এই সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি, গৃহ, ধনাদি—শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের "আমার" বলিতে আর কিছুই নাই। এজন্য অবৈষ্ণবাভিমানী জনগণের ন্যায় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ না হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে যে সকল বস্তুর প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল বস্তুর সংরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যত্নবান্ আছেন। 'আমার' বস্তু আমি যে ভাবে স্বতন্ত্রতার সহিত রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারি—আমার নিকট ন্যস্ত বা গচ্ছিত বস্তু আমি সেইভাবে নষ্ট বা রক্ষা করিতে পারি না। যাঁহার দ্রব্য, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ঠিক বিষয়প্রহরীর ন্যায় আমাকে ন্যস্ত বস্তুর সংরক্ষণ করিতে হয়। এই দুই-জাতীয় সংরক্ষণ দৃশ্যতঃ বা বাহিরের বিচারে এক প্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে। এই হেতু অবৈষ্ণবাভিমানিগণ বৈষ্ণবদিগকে ভীত বা ভীরু না দেখিতে যত্নবান্, কাপুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত হন না। অনেকে এই প্রকার ভ্রমেতে পতিত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলেন।

বৈষ্ণব নিয়ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় নিরত। কেহ তাঁহার সেবায় বাধা প্রদান করিলে, তিনি অবৈষ্ণবের ন্যায় রক্তপাতাদি করিয়া বা নৃশংসতার অভিনয় করিয়া বৈষ্ণবতার পরিচয় প্রদান করেন না। তাঁহারা অশান্তি-প্রদাতা বা বিঘ্নজননকারীর চেষ্টা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। অবৈষ্ণবের সঙ্গত্যাগ করেন। কখন কখনও বা বদ্ধজীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া দয়া করিবার ছলে পলায়নের অভিনয় করিয়া থাকেন! জগাই মাধাই যখন নদীয়ার রাজপথে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসকে পাইলেন, তখন প্রভু ও ঠাকুর পলায়নের অভিনয় করিলেন। সাধারণ দেহমনে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যে প্রকার ভয় প্রদর্শন

করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার অভিনয় করিলেন। কিন্তু ফলে কি হইল? "দুই পাষণ্ড হইল দুই মহাভাগবত"। এই পলায়নের আকর্ষণে পড়িয়া দুই গোব্রাহ্মণস্ত্রীহত্যাকারী মদ্যপায়ী নিত্যকালের তরে পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া মহাভাগবত হইলেন। নদীয়ার পাষণ্ডগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস পাইত, তখন তিনি শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকিতেন। বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষারূপ দয়া করিতেন। যদি বদ্ধজীবগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা ঠাকুর হরিদাসের পলায়ন অভিনয়কে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বার রুদ্ধ করিবার অভিনয়কে তাঁহাদিগের দ্বিতীয় অভিনিবেশজাত ভয়ের কার্য্যের সহিত এক মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্য অপরাধী হইবেন এবং হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্বারকা-ধামে একদা শ্রীনারদ বীণা বাজাইয়া সুমধুর শ্রীহরিনাম করিতে করিতে আগমন করিলে, শ্রীবসুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! হে অচ্যুতাত্মন্! মর্ত্ত্যবাসিজনগণ কি উপায় অবলম্বন করিলে সকলপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম গান পূর্ব্বক আপনার ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন?"

উত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন, "মর্ত্ত্যজীব ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিলে নিত্যকালের জন্য ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।" মর্ত্ত্যজনগণ সুখদুঃখের চক্রে নিত্যকাল আবর্ত্তিত হইতেছেন। দেবতাগণ যে ভাবে ভজিত হন, সেই ভাবে সুখদুঃখ প্রদান করেন। তাঁহারা বস্তুর ছায়ার ন্যায় কর্ম্মসচীবমাত্র। বস্তুর আকার অনুগামী ছায়া হইয়া থাকে, দেবতাগণও মনুষ্যের উপাসনার তারতম্যানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সুখে বা দুঃখে থাকিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যিনি সুখী বোধ করেন, তিনি যে প্রকার সর্ব্ববিষয়ে ভীত, যিনি দুঃখী বোধ করেন, তিনিও সেই পরিমাণে ভীত। সুখী ও দুঃখী দুইই প্রতিনিয়ত অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সমানভাবে ভয় প্রাপ্ত হইতেছেন। ধনী ধন-সংরক্ষণের ভয়ে ভীত, নির্ধন ধনের অভাবে ভীত; পিতা পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভয়ে ভীত, যিনি অপুত্রক তিনি পুত্র না হওয়ার দরুণ নরকাদি-ভয়ে ভীত। মর্ত্ত্যবাসী এইরূপ বিভিন্নভাবে সকল অবস্থাতেই ভীত। যে কাল পর্য্যন্ত না ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করেন, সেইকাল পর্য্যন্ত ভয়ের তাড়নায় অনবরত অস্থির থাকিবেন।

মর্ত্ত্যবাসীর ভাগবতধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই জীব এই বিপৎসঙ্কুল মর্ত্ত্যধামে বিঘ্নরাশির মস্তকে পাদচারণ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবেন। আর দ্বিতীয় পথ নাই। মহাজন এই পথই প্রদর্শন করিয়াছেন। জড়বস্তুর সেবা, জড়বস্তুর আলোচনা, উদরান্নের জন্য ব্যস্ততা—দুঃখ দূর করিয়া সুখপ্রাপ্তির চেষ্টা—দেহ-মনের উপর অপর দেহ-মনের কাল্পনিক কর্ত্তৃত্বের দূরীকরণ-প্রয়াস, এক দেহকে সম্পূর্ণভাবে জাতির অন্তর্গত বোধ করিয়া বিভিন্নজাতির অন্তর্গত অপর দেহের সম্মেলনচেষ্টা দ্বারা কখনই মর্ত্ত্যজীব ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না—ত্রিবিধ তাপে নিত্যকাল জর্জ্জরিত হইতে থাকিবেন—এক তাপের অবসান হইতে না হইতে অপর তাপের উদয় হইবে। বন্যার আক্রমণ থামাইতে না পারিতে, দুর্ভিক্ষের আক্রমণ, আবার ঘূর্ণিবায়ুর আক্রমণ, আবার প্লেগের, আবার বসন্তের আক্রমণ আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা, আবার যুদ্ধ, আবার আত্মীয়-বিয়োগ, ইত্যাদি বহুবিধ ভয়ের কারণ দেখা দিবে। সুতরাং একমাত্র **ভয়ের ঔষধ শ্রীভাগবতধর্ম্ম** আচরণ এবং ইহাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

উপদেশ-সংগ্রহ

স্ব-ভক্তগণকে নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করিবার জন্য ও অনর্পিত চর উজ্জ্বলকৃষ্ণ-প্রেমা জগতের সর্ব্বজীবে প্রদান করিবার জন্য অপার করুণাময় ভগবান্ অভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লোকশিক্ষার্থ ও "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" এই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনিকে গুরুবৈষ্ণবত্বে অঙ্গীকার করিলেও তাঁহাদের তত্ত্ববাদশাখার অধস্তনগণের উপাসনা-প্রণালী ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উপদিষ্ট

শুদ্ধাভক্তি এক নহে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম অধ্যায় পাঠে জানিতে পারি, যথা—

"তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠগমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে, শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ পুরুষার্থ-সীমা॥
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি কভু নয়॥
পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥
প্রভু কহে, কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-বিরচিত তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় তত্ত্ববাদশাখাস্থ বৈষ্ণবমতের সহিত যে ভেদচতুষ্টয় লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা, এই—

"ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মত-বিশেষঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণভক্তের মোক্ষ, ভক্তগণের মধ্যে দেবগণই প্রধান, ব্রহ্মার সাযুজ্য এবং লক্ষ্মীদেবী জীবকোটীর অন্তর্ভুক্তা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতজন ঐ সকল বিচারে মত-সাম্য প্রদর্শন করেন না। এ স্থানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বমুনির সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন, অপর তিনটী সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঐ মত কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম হইতে অনেক দূরে থাকে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় তত্ত্বসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন, "কেনচিৎ শঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে শঙ্করস্য তু তত্যাজ ইত্যৈতিহ্যমস্তি" অর্থাৎ কোন সময় শঙ্করের সহিত শ্রীল মধ্বমুনির বিবাদ উপস্থিত হইলে শ্রীল ব্যাসদেব মধ্বমুনির মতই স্বীকার করিয়া শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণের কোন কথা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই, যথা শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অধ্যায়—

"সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে॥"

অর্থাৎ তত্ত্ববাদিগণ মায়া-বাদিগণের ন্যায় সত্যবস্তুকে মায়ার অন্তর্গত বিচার করেন না, তাঁহারা জীব ও জড়জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র বলেন না, কিন্তু "সদং বস্তু সত্যম্" ইতি বাদত্ত্বাবাদস্তদুপদেষ্টৄণামিত্যাশঃ॥ এইত গেল বৈদিক সিদ্ধান্তবিচারের কথা। রসতত্ত্ব বিচারেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ সম্প্রদায়ের অবলম্বন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দীক্ষাদাতা শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতিতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রেমভক্তিরসের আবির্ভাব হয় নাই। মধুর রসের কথা শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বাক্যে পাওয়া গেলেও তাহা তৎকালে অধিক বিস্তার লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদিগণকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণকে উপেক্ষা করিয়াছেন এরূপও নহে। তাঁহাদের প্রতিও শ্রীল গৌরসুন্দর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই, এমন কি, তাঁহাদিগকে "ভক্তোকরক্ষক" বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন। এসব কথা চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য-প্রেপমপর্য্যায়োদিত শ্রীল বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অবলম্বন শ্রীধর স্বামী। ইঁহার ভাগবতটীকা মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা পাওয়া যায়—অনেকেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তদুভয়ের সাম্য বুদ্ধি করিয়া থাকেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল বল্লভাচার্য্যও ন্যূনাধিক সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানীর অভাব নাই। পাণ্ডিত্যের স্বভাব এই যে, তাঁহাদের শ্রৌতপন্থা বা আনুগত্য ধর্ম্মের শৈথিল্যনিবন্ধন নিজাধিকারেই সকল কথা বিচার করিতে

চান। কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা উভয়েই বস্তু স্বীকার করেন। কেবলা-দ্বৈতবিচারে বস্তুর শক্তি ও কার্য্য বিবর্ত্তজনিত মিথ্যা-প্রতীতিমাত্র। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদে বস্তু, বস্তুশক্তি ও কার্য্যের প্রতীতি সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বেদসম্মত। কেবলাদ্বৈতবাদ অনেকটা বেদাশ্রিত নহে। বেদশাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত সংখ্যাগত ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের উভয় কথাই শ্রবণ করা যায়। বেদের একদেশদর্শনফলে কেহ কোন একটী মতবাদ গ্রহণ করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদের বিচার সর্ব্বাংশে সুষ্ঠু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিম্বার্ক স্বামী দ্বৈতাদ্বৈত বিচার প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতচিন্তা বিচারেও শ্রৌতপথের অসম্পূর্ণ বিচার লক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে সর্ব্বশাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সর্ব্ব-শাস্ত্রের সমন্বয় ও বিচারের সুষ্ঠুতা একমাত্র উঁহাতেই লক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহা-বদান্য, যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রদত্ত হয় নাই সেই উন্নত উজ্জ্বল পারকীয় মধুর রসমাধুর্য্য জগতের সর্ব্বজীবে প্রদান করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সেই রসের আবির্ভাব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্য দ্বিতীয় পর্য্যায়স্থ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁহার বাক্যমধ্যে মধুর রসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই কথাই পুনরায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অবতারের ও উপদেশের বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই বিষয়টী অতীব গূঢ়, তাহা সাধারণের মনোধর্ম্মের গোচর নহে, যাঁহারা মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করতঃ উক্ত বিষয়টী বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে পারেন। আমরা এইস্থানে উহার দিগ্দর্শন মাত্র প্রদর্শন করিব।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাক্যে গোপীর আনুগত্য কৃষ্ণ-সম্ভোগপিপাসা অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শনলালসা, কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শন-লালসা প্রভৃতি ভাবসমূহ স্পষ্টীকৃত হইলেও আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার চরম শ্রীমতী রাধিকার মহিমা ও তাঁহার দাস্য মাধুর্য্যের উপলব্ধি তাঁহাতে ছিল না। রাধাদাস্যমাধুর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্যই কীর্ত্তন করেন নাই। রাধার দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণলীলায় সম্যক্ প্রবেশাধিকার হয় না। রাধার দাসীগণ ব্যতীত অন্য গোপীগণের সমর্থা রতি নাই। সমর্থা রতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হইতে পারে, তাহা রাধার কৃপায় তাঁহার দাসীগণমধ্যেই সম্ভব; অন্যের কথা কি, তাহা চন্দ্রাবলীতেও রসোৎকর্ষের জন্য কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভব হয় না। কৃষ্ণরূপদর্শন-লালসা, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শনলালসা সাধারণীরতি অর্থাৎ কুব্জা-পরিকরগণের মধ্যেও লক্ষিত হয়, তাহাতে পারকীয় ভাবের কথা থাকিলেও তাহা মহিষীগণের ভাব হইতেও ন্যূন। তাহাতে সম্ভোগপিপাসা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার উদ্দেশ আছে বলিয়া তাহা রাধা বা রাধার দাসীগণের ভাব হইতে দূরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে অবস্থিতি-লীলা প্রদর্শন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহার সহিত অন্যের বাক্যগুলি বিচার করিলে তাঁহার বাক্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল তদীয় কর্ণামৃতে ৪৩শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

> আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালম্।
> দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী॥

এই বাক্যে তাঁহার কৃষ্ণসম্ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবল। অবশ্য তাহা বহু সুকৃতির ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের মহত্ত্ব তদপেক্ষা আরও অনেক গুণে অধিক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

> আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
> মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
> যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
> মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপাদসেবানিরতা কৃষ্ণদাসী, তিনি আমাকে আত্মসাৎ করুন অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ, তাঁহার অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমার কোন সেবাবৃত্তি দেখাইতে পারি, নিজ সুখদুঃখে উদাসীন থাকিয়া কামদেবের কামনা পূরণেচ্ছাই প্রেমের স্বরূপ, তাহা চৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে প্রবলরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যলীলার

আরও বৈশিষ্ট্য এই যে বিষয় ও আশ্রয়গত ভগবত্তায় ছোট বড় পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবানুভূতিতে আশ্রয়গত লীলার অণুত্বের বা ক্ষুদ্রত্বের ধারণা প্রবেশ করে। পূর্ব্বতত্ত্বাচার্য্যগণের বিচারেও তাহাই দেখা যায়। মধুর-রসতত্ত্বাচার্য্যগণ বিষয়জাতীয় ভগবানে যতদূর অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় তাদৃশ দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে—

আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় প্রেমাধিক্য বশতঃ বিষয়-জাতীয় ভগবত্তাপেক্ষা আশ্রয়ের শ্রেষ্ঠতা। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের সত্যতা ও বিচারের গাম্ভীর্য্য বুঝিতে পারিব।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী দাসাধিকারী

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৪) কুমার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮শ সংখ্যার পর)

একদা, মহাভাগবত মহারাজ পৃথুর রাজসভায় শুভাগমন করিয়া, এই সনৎকুমার-প্রমুখ মুনিগণ তাঁহাকে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, এই দুঃখময় সংসারে নিশ্চয় মঙ্গল লাভের যে অমোঘ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে চিরোজ্জ্বল হইয়া জীবহিত সাধন করিতেছে। তথায়, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি মহর্ষি সনৎকুমারের শ্রীমুখে সর্ব্বশেষে আবার যে দুইটি অতি মধুর মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা মহার্হ মণিমালায় মহীয়স মধ্যমণির ন্যায় চিরদিন জল জল করিতেছে :—

"যৎপাদপঙ্কজ-পলাশ-বিলাস ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥"

(শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৯—৪০)।

অর্থাৎ,—ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-অঙ্গুলি-দলের আনন্দরূপ অন্তরে ধ্যান করিয়া, ভক্তগণ যত অনায়াসে হৃদয়ের কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন; যোগমার্গে যতিগণ ইন্দ্রিয় জয় এবং বিষয় বর্জ্জন করিয়াও, তত সহজে তাহা পারেন না। অতএব, ভক্তিমার্গে সেই শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দই ভজনা কর।

"কামক্রোধাদি ভাস্কর কুম্ভীর পূর্ণ ভীষণ ভবার্ণবে, ঐ যতিগণ মহাক্লেশে উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াসী হন মাত্র; কিন্তু, ভক্তগণ তাঁহাদের ভজনীয় শ্রীহরির চরণরূপ ভেলায় অবহেলায় ঐ দুস্তর ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হন। তুমিও ঐ শ্রীচরণাশ্রয়েই এই ব্যসনবারিধি অতিক্রম কর।"

একবার বিশ্রবা-নন্দন রাক্ষস-রাজ রাবণও,পরম সৌভাগ্য ক্রমে, সনৎকুমারের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য যুগের শেষ সময়ের কথা। ঐ সময় শাপভ্রষ্ট দুরাত্মা রাবণ বলদর্পে দর্পিত হইয়া আপন প্রতিদ্বন্দ্বী বলীর অনুসন্ধিৎসা বশে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে মুনিবর, এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কে? মুনি, ঋষি ও দেবতারা সকলেই যাঁহার আশ্রিত এবং যাঁহাকে পূজা করেন তিনি কেমন?"

উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন,—"বৎস,—শ্রীহরিই সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলের ঈশ্বর। সমগ্র বিশ্ব সংসারের সনাতন বীজ তিনিই। তিনি যেমন তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন, তেমনি ভগবদ্বিমুখ বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম-বর্ণ; পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবসনে ও সুন্দর বনমালাদি ভূষণে ভুবনমনোহর। তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, চন্দ্র মণ্ডলে শশচিহ্নের মত শোভমান্। বিজয়লক্ষ্মী সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। যজ্ঞ, তপস্যা, সংযম, দানাদি কোনও সাধনা দ্বারাই কেহ কদাচ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপায় তদ্‌গতপ্রাণমনাঃ তৎপরায়ণ ভক্তগণই কেবল নির্ম্মল

হইয়া তাহার এই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।" যথা,—

"ন হি যজ্ঞ-ফলৈস্তাত ন তপোভিস্তু সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানেন ন চেজ্যয়া॥
তদ্ভক্তৈ স্তদ্গতপ্রাণৈ স্তচ্চিত্তৈ স্তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞাননির্দ্দগ্ধকিল্বিষৈঃ॥" *

(বাঃ রামায়ণঃ উঃ ৪৪।১৫-১৬)।

তারপর তিনি আরও বলিলেন,—"সত্য অবসান হইতে চলিয়াছে। অচিরেই ত্রেতাযুগ প্রবেশ হইবে। ত্রেতার প্রথমেই জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

এইরূপে সনৎকুমার হইতেই তাঁহাদের অভিশাপে পাপ-যোনি-প্রাপ্ত রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরাম তত্ত্বজ্ঞাত ও শ্রীরাম-চিন্তায় প্রেরিত হইয়া, দ্বেষভাবে তাঁহাতেই চিত্ত যোগ লাভ করিলেন। কৃষ্ণ-হৃদয় মহাত্মাদের স্বভাব এই রূপই; তাঁহারা সমভাবে সকলেরই কল্যাণ-পথ মুক্ত করিয়া দেন।

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ নূতন দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া, পুর প্রবেশের দিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মুনি ঋষি, ও দেবতা দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সনৎকুমারও তিন কোটী শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথা,—

"সনৎকুমারো ভগবান্ জ্ঞানিনঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষো দিগম্বরঃ॥"

(ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃঃ ১০৪।৩১)।

তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

* শ্রুতিতেও সুস্পষ্ট ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যো
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

(কঠ ২য় বল্লী ২৩)।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫ সংখ্যার পর)

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদ-বরৈঃ
সরোমাঞ্চং দৃষ্টো যদনুচর-বক্রেশ্বরমুখাঃ।
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরসসদাবেশবিবশো।
কৃতার্থাস্তং গৌরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু॥ ৪৩॥

মহান্ আশ্চর্য্য কিবা আহা মরি মরি।
আনন্দ চিন্ময় রস চমৎকারকারী॥
গৌরাঙ্গের অনুচর বক্রেশ্বর আদি।
সুমধুর রসেতে আবিষ্ট নিরবধি॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি নানাভাব অঙ্গে।
নিরবধি ভাসে সুখসিন্ধুর তরঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দাদিক সব তুচ্ছ করি মানে।
বৈকুণ্ঠের সুখ নহে ইহার তুলনে॥
গৌরপ্রিয়জন প্রেম-সিন্ধুতে সাঁতারে।
বিষ্ণুশ্রেষ্ঠপারিষদ স-রোমাঞ্চ হেরে॥
সেইত গৌরাঙ্গে অহো ভাগ্যহীনজন।
কেমনে ভজিবে পদে লইয়া শরণ॥ ৪৪॥

দত্বা যঃ কমপিপ্রসাদমথ সংভাষ্য স্মিতশ্রীমুখং
দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্তকুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপিনাত্যাদরঃ
সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্॥ ৪৫॥

পূর্ণপ্রেমামৃতরস স্বয়ং অবতারী।
প্রকট হইল ভবে শ্রীগৌরাঙ্গহরি॥
দরশন দিয়া জীবে ভাগ্য করে দান।
সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে তার আকর্ষিয়া প্রাণ॥
সুমধুর মৃদুমন্দ মুখ হাস্য শোভা।
অমৃত মধুর বাণী জনমনোলোভা॥
"ওহে ভাই, বল কৃষ্ণ, লহ মোরে কিনি।"
মধুর সম্ভাষি কহে গৌরগুণমণি॥
দূর হৈতে নেহারিয়া স্নিগ্ধ দরশনে।
প্রেমদান করে কা'রো আকর্ষিয়া মনে॥
এহেন গৌরাঙ্গে যেই অত্যাদর করি।
ভজন না করে তার দুষ্কৃতি বিচারি॥

অত্যাদর শব্দেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কহে।
"দেশবাসী" "বুদ্ধিমান্" সন্ন্যাসী বুদ্ধি নহে॥
কুতর্কে কর্কশবুদ্ধি যত দুষ্টগণ।
গৌরাঙ্গে না ভজে তা'রা চতুর্ব্বিধ জন॥
"মূঢ়" "নরাধম" আর "মায়াহৃত-জ্ঞান"।
"অসুর-স্বভাব" সর্ব্ব কুপণ্ডিতাখ্যান॥
চৈতন্য যে বস্তু "মূঢ়" বুঝিতে না পারে।
চৈতন্য না ভজি জড়কর্ম্মাঙ্গ বিস্তারে॥
জড়কাব্যকলাতে আসক্ত 'নরাধম'।
চৈতন্য না ভজে পাঞা উত্তম জনম॥
"মায়া-অপহৃতজ্ঞান" সাংখ্যাদিক করি।
জড়মায়া শ্রেষ্ঠ মানে কুযুক্তি বিস্তারি॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি প্রেমদত্ব ধর্ম্ম।
দেখি শুনি চৈতন্যের নাহি বুঝে মর্ম্ম॥
চৈতন্য পুরুষ বিনা শক্তি অচৈতন্য।
মোক্ষদা কল্পিয়া—নাহি ভজে শ্রীচৈতন্য॥
"অসুর-স্বভাব" সর্ব্ব নির্ব্বিশেষবাদী।
কুটিল কুযুক্তিবাণ হানে নিরবধি॥
আনন্দ চিন্ময় রসে ঝলমল অঙ্গ।
অসুর-স্বভাবে নাহি ভজে শ্রীগৌরাঙ্গ॥
অন্তঃশাক্ত বাহিরেতে শৈব ধর্ম্মে রত।
সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রোতা-অভিমত॥
ভাগবত ভক্তি বিনা অর্থে ব্যাখ্যা করে।
গৌরাঙ্গের অঙ্গে কেহ লাঠি ফেলি মারে॥
অহো কি করুণ মোর গোরাঙ্গ সুন্দর।
হেন জীব হিত কিসে বাঞ্ছে নিরন্তর॥
মূঢ়রে সৌন্দর্য্যে মোহি—আর নরাধমে।
কৃষ্ণগীতিকাব্যে মোহি কৈল নরোত্তমে॥
মায়াহৃতজ্ঞানে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রেমদান করে জড় বুদ্ধি ছাড়াইয়া॥
অসুরস্বভাব জনে সুদর্শন দিয়া।
প্রেমেমত্ত করে তার অজ্ঞান নাশিয়া॥
পরম করুণ প্রেমদাতা-শিরোমণি।
সব ছাড়ি ভজ গোরার চরণ দু'খানি॥

ধাম দর্শন

(৩৫শ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

নরেশ। আমি কিছু সাধু নই যে, তোমাকে উপদেশ করবো; তবে সাধুমুখে সদ্গুরুর শ্রীমুখে যে সমস্ত হরিকথা শ্রবণ করেছি, তা কিছু বলতে পারি। যাদের শ্রীহরিকথা শুনতে শ্রদ্ধা নেই, তাদের নিকট বলতে নিষেধ আছে। কেননা অমূল্য "মুক্তার হার" কোন মর্কটের গলদেশে প্রদান করলে তাহার যেমন দুর্দ্দশা হয়, সেইরূপ অভক্তের নিকট এই সুধামাখা শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন করলে, তাহার কোন মর্য্যাদাই রক্ষা হয় না।

পরেশ। তোমার পায়ে পড়ি ভাই! আমাকে সেই অমূল্য উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে এই অকূল ভবসাগর, অনায়াসে গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হতে পারি! ধন্য— তোমার জীবন! তুমি সাধুসঙ্গে, সাধুর অনুগমনে শ্রীধাম পরিক্রমা ক'রে, অমিয় শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ ক'রে, জীবন ধন্য এবং পবিত্র করলে, আর আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ নমুখের মহামণি চিনতে না পেরে, মনের খেয়ালে বহুদূরে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করেছে। ধিক্ আমাকে! বোধ হয় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভাই! আমার মনের ভিতর যেন দাবানল জ্বলছে! কিসে সেই দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তুমি তাহার বিধান কর।

নরেশ। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ তুমি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার অর্থাৎ দেহমনের তৃপ্তি সাধনের জন্য, নানা দেশ, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, ঝরণা, শ্রীমন্দির শ্রীবিগ্রহাদিকে স্বীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার বস্তু মনে করিয়া, মহা-অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছ? তুমি যাহাকে বস্তু মনে করিয়াছ, তত্ত্বতঃ বাস্তব বস্তু তাহা নহে; ভোগোন্মুখী বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবোন্মুখ না হইলে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ শ্রীধামের সেবা করিবার প্রবৃত্তি না থাকিলে, অনন্ত কোটী জন্ম এইরূপ ভ্রমণ করিলেও কখন "শ্রীধামের স্বরূপ" নির্ণয় করিতে পারিবে না।

পরেশ। আমি ভাই অতি অজ্ঞ; তুমি সাধুসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছ। এখন শ্রীধাম বৃন্দাবন এবং

নবদ্বীপে প্রভেদ কি, তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন ক'রে আমার সংশয় ও মোহ দূর কর।

নরেশ। স্থির হও, এত উতালা হচ্ছ কেন? যাঁহারা প্রকৃত শুদ্ধভক্ত, এইরূপ সাধুর সঙ্গ কর, তবে সমস্তই জানতে পারবে।"

"চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপবিলাস।
গোপগোপীসঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ শ্লোকটী কেন লিখিলেন! তবেই বুঝিতে পারিতেছ যে, এ জড় চক্ষে কখনই চিন্ময় ধামের দর্শন হয় না, জড় চক্ষু দ্বারা এই মায়িক দেবীধাম বা চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জড় জগৎ দর্শন হয়। কিন্তু চিন্ময় ধাম শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ বা চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহাদি কখন দর্শন হয় না। চক্ষু তিনটী, আমরা বহিশ্চক্ষু দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, কানন,, অট্টালিকা, প্রভৃতি দর্শন করি। অন্তশ্চক্ষু দ্বারা অন্তর্জগৎ দর্শন করি যথা,—স্বর্গলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ইন্দ্রলোক চন্দ্রলোক ইত্যাদি দর্শন করি। আর আত্মচক্ষুদ্বারা আত্মলোক অর্থাৎ চিজ্জগতের দর্শন লাভ করি।

পরেশ। ভাই নরেশ, এমন কথা ত আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন কাহারো মুখে শুনি নাই। শুধু পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা-অভিমানে বৃথা অহঙ্কৃত হয়ে, নিষ্ফল জীবন অতিবাহিত করেছি। এখন যে ক'দিন বেঁচে থাকি, আর অনর্থক সময় নষ্ট না ক'রে—শুধু ছিবির বলদ না হ'য়ে, সৎসঙ্গে সার গ্রহণ করিবার জন্যই যত্ন করিব। দেবদুর্ল্লভ-মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে, শুধু পশুর মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আর বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

নরেশ। এখন দেখ্‌ছি, তোমার ক্রমশঃ আত্ম চৈতন্যের উন্মেষ হচ্ছে। আমারও তোমার মত এমনি অবস্থা ছিল বটে! কিন্তু যেদিন হতে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরধামে, শুদ্ধবৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ করি, সেই দিন হতেই আমার হৃদয়ের বহুদিনের সঞ্চিত গাঢ় অন্ধকাররাশি যেন অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠালোকের দিব্য জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং আমার জীবন ধন্য এবং পবিত্র বলে মনে হচ্ছে। ভাই! পরেশ। তুমিও যদি আমার সঙ্গে কোন দিন সেই কলিকল্মষহারী প্রফুল্লানন শ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমিয় শ্রীহরিকথা শ্রবণ কর তবে তোমারও এ মোহকালিমা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হ'বে।—তোমার হৃদয় দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হবে, একথা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি।

পরেশ। আর শপথ করতে হবে না ভাই! আমি তোমার কথা বেদবাক্যসদৃশ বিশ্বাস করি, ত' জান। এখন সম্প্রতি এ দেহতরী ভবসমুদ্রে নিপতিত; কাণ্ডারীবিহীন হয়ে ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হচ্ছে; এখন যদি তোমার কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয় তা হ'লে আর এ ভবসমুদ্র মধ্যে প'ড়ে খাবি খেতে হবে না। অনায়াসেই তীরে উত্তীর্ণ হয়ে দিব্যধামে গমন ক'রে নিত্যসেবা লাভ করতে পারব সন্দেহ নাই।

নরেশ। সত্য কথা, শ্রীগুরুদেব আমাদের অজ্ঞানান্ধ-কারাবৃত চক্ষু সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞানরূপঅঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মোচন করেন। শ্রীমদ্‌গুরুকৃপাপ্রভাবেই সম্যক্‌রূপে আমাদের পাপের ক্ষয় হয় এবং দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত কখন আমরা পরমমঙ্গলময় পথের সন্ধান পেতে পারি না।

পরেশ। তোমার মুখে এই সব অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ ক'রে, আমার সকল সন্তাপজ্বালা দূরে গেল। এখন আমার কয়েকটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান ক'রে আমার হৃদয়ের সংশয়গুলি দূরীভূত কর। প্রথম প্রশ্ন এই যে, গৌরমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে প্রভেদ কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শ্রীধাম পরিক্রমা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে শ্রীনবদ্বীপ শব্দের অর্থ কি? (ক্রমশঃ)

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)

নাগরী ভায়া!

নাগরী ভায়া শুন্‌লাম নাকি ভজ্‌ছ তুমি গোরা।
মনের মাঝে ছুটছে নাকি রসের ফোয়ারা॥
কিন্তু ভায়া রাগ ক'রনা বল্লে দু'টো কথা।
গোরায় ছেড়ে রসের নাগর পে'লে না আর কোথা॥

মনে মনে ভাব্‌ছ গোরায় বড় বাসি ভালো।
মনের গড়া গোরারূপে হৃদয়খানা আলো॥
যা' ক'রে হো'ক ভজ্‌বিনা কেন দয়াল গউর হরি।
মনের মাঝে দেখা দিয়ে রা'খবে দয়া করি॥
কিন্তু ভায়া ভুল্‌ ক'রেছ, গোরায় বুঝতে গিয়ে।
বাজের মত কঠিন গোরা কমল-কোমল হিয়ে॥
ভক্তিবিরোধ কুসিদ্ধান্ত আর যে রসাভাস।
গউর বলে, শুনলে আমার বুকে বাজে টাস্‌॥
কিন্তু দেখ নাগরী ভায়া দুটোই তোমার প্রিয়।
বল্লেও তুমি বুঝতে নার ভাব্‌ছ অমিয়॥
পরম উদার গোরাচাঁদে মধুর ভাবে ভজ।
ন'দে নগরের, নাগরী সেজে, গোরায় নাগর সাজা।
বিপ্রলম্ভের গড়া তনু গৌর রসে ভরা।
সম্ভোগরসে ভজ্‌তে গিয়ে ছুটাও কামের ধারা॥
প্রেমের ভাণে ছুট্‌ছ ভায়া কুটিল কামের রীতে।
গোরার সুখে জলাঞ্জলি আপনার সুখ চিতে॥
এইত অবতারের লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বিনে।
শচীর দুলাল গোরা কভু চায়না নয়ন কোণে॥
কিন্তু তুমি নাগরী সেজে বস্‌লে পথের ধারে।
বন নইলে, কুঞ্জ কোথা, পা'বে নদে পুরে॥
অভিসার করবে যখন রাত্রে গঙ্গাতীরে।
গোরা তখন শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তন-প্রচারে॥
ন'দে নগরের ঢিট্টু নাগরিক্‌ নাগরী একা পেলে।
যা কর্‌বে তা করবে ভায়া শিউরি মনে হ'লে॥
নাগাচে কানাচে যদি বুল তুমি দিনে।
চোকের কোণে চাইবে না'ক ব্যভিচারিণী পানে॥
পুতনার মত ঢুকতে যদি যাও শচীর ঘরে।
হাবে ভাবে চিনে বাস্থু দিবে দূর করে॥
তাই বলি শোন নাগরী ভায়া ছেড়ে কামের রীত।
গোরার আচার বিচার নিয়ে গোরার কর প্রীত॥
গোরায় যদি ভজ্‌বে কর গোরার অনুকূল।
গোরার কৃপায় কৃষ্ণসেবা সকল সাধনমূল॥
শুদ্ধভাবে ভজ্‌লে গোরা ছেড়ে কুটিনাটি।
অচৈতন্য জীবের দশা তখন হবে ছুটি॥
অধিকারিভেদে শুদ্ধভজন বিচার করি।
নাগরী ভায়া মন্‌ দিয়ে শোন ধৈর্য্য ধরি॥
কনিষ্ঠ শ্রদ্ধালু জনা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
অর্চ্চনমার্গে ভজবে ভায়া কোমল শ্রদ্ধা দিয়া॥
মধ্যম ভক্ত শাস্ত্রযুক্তো আচার বিচার নিয়ে।
শ্রবণ কীর্ত্তনে গৌর ভজে দৃঢ় শ্রদ্ধা দিয়ে॥
উত্তমশ্রদ্ধ পরম উদার গোরায় স্মরণ করে।
শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তি হৃদয় মাঝে স্ফুরে॥
রূপ রঘুনাথ আনুগত্যে এই ত' ভজন-ধারা।
সম্প্রদায়ে আস্‌ছে চলে গুরুপরম্পরা॥
নব্য ভাবে সভ্য হ'য়ে ভব্য ভাবছ নিজে।
জড় যজ্ঞেতে হব্য ঢাল্‌লে লভ্য হ'বে কি যে!!
কুটিনাটি ছেড়ে ভায়া সরল কর মন।
মহাজনের পথে ভজ গোরার চরণ॥
দাঁতে কুটা নিয়ে বল্‌ছি শোন নাগরী ভায়া।
প্রেমে গোরা ভ'জে অধম দাসে কর দয়া॥

শ্রীদামোদর স্বরূপ দাস

সমালোচনা

মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ প্রবীণ উকিল ধর্ম্মপ্রাণ সত্য-পিপাসু শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি মহাশয়, সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল প্রভৃতি সত্যানুসন্ধিৎসু মহোদয়-গণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট যে 'গৌরাঙ্গ-লীলারহস্য' নামক একখানা "অস্পৃশ্য পুস্তকের" সমালোচনা করিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—যে পত্রখা'ন গৌড়ীয় ৪র্থ খণ্ড ৩৪শ সংখ্যার ৯ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে —সেই পত্রের কথিত বিষয়ানুসারে আমরা উক্ত পুস্তক-খানির সমালোচনা করিবার জন্য সচেষ্ট হই। আমরা গত পৌষ ১৩৩২ সনের ভারতবর্ষ নামক পত্রে 'সাহিত্যসংবাদ' শীর্ষক নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মধ্যে উক্ত পুস্তকখানির নাম দেখিতে পাই। মনে করিয়াছিলাম, ঐ পুস্তকখানিতে বোধ হয় কিছু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ভক্তগণের প্রাণে আঘাত লাগি-য়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুস্তকখানির প্রথম পাতা হইতে শেষ পাতা পর্য্যন্ত যে সকল কথা লেখা রহিয়াছে, উহা পাঠ করিয়া মনে হয়, এতজ্জাতীয় পুস্তক কোন সদ্বিবেচক ব্যক্তির দ্বারা কখনও রচিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান নাস্তিক সাহিত্যজগতে যে কিরূপ ঘৃণ্য, অশ্রাব্য প্রলাপের সন্নিবেশ

থাকিতে পারে এবং তাহা আবার পাঠ্য পুস্তক বলিয়া যে কলির রাজ্যে প্রচারিত হইতেও পারে, তাহার প্রকৃষ্ট চিত্র উক্ত পুস্তক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'ভারতবর্ষ' নামক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ খানি যত বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষিনী কথা প্রচারের প্রশ্রয়দাতা। যদি কোন বুদ্ধিমান্ বিচারনিপুণ ব্যক্তির রচিত পুস্তক হইত, তাহা হইলে আমরা শাস্ত্রযুক্তিমূলে ঐ গ্রন্থখানির সমালোচনা করিবার জন্য নিশ্চয়ই উৎসাহান্বিত হইতাম। কিন্তু এই পুস্তকখানি যেরূপ উন্মত্ত প্রলাপে পরিপূর্ণ তাহাতে মনে হয়, ঐ অস্পৃশ্য পুস্তকখানির লেখক কোনও সুস্থব্যক্তির পরামর্শ বা যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন না।

আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ শ্রীরামানুজ আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বিষয় প্রামাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতেই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিচার সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু অস্পৃশ্য 'গৌরাঙ্গলীলারহস্য' নামক পুস্তকপ্রণেতা তাঁহার জড়বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিবেন না। তিনি তাঁহার অস্পৃশ্য পুস্তকে কতকগুলি জড়বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অধোক্ষজ-লীলারহস্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভীষণাদপি ভীষণা অপরাধময়ী বুদ্ধির প্রেরণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা এই অস্পৃশ্য পুস্তকে যে চিত্র দেখিতে পাইলাম, সেইরূপ আর একটী চিত্র কাল্না ও কুমিল্লার শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহে চিত্রিত হইয়াছে শুনা যায়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় এইরূপভাবে বলা যায়—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

'অস্পৃশ্য গৌরাঙ্গলীলারহস্য'-প্রণেতা সাত্বত শাস্ত্রের প্রমাণ অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পক্ষপাতী হইয়া যেরূপ রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বেদবিরোধী ব্যক্তিগণের রুচি বলিয়াই বেদ-বিশ্বাসিগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আবার কাল্না ও কুমিল্লার গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি শাস্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া যেরূপ রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর উপর্য্যুক্ত পয়ারটীর শেষচরণ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহদ্বয় শাস্ত্র মুখে মানিয়া শাস্ত্রবিরোধী নাস্তিক্যবাদের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে। উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহদ্বয়ের চেষ্টা 'গৌরাঙ্গলীলারহস্য' নামক অস্পৃশ্য পুস্তক-প্রণেতার বেদবিরোধিনী চেষ্টা হইতেও অধিক ঘৃণ্য।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্বন্ধে যে সকল অসংযত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা 'গৌরাঙ্গলীলারহস্য' প্রণেতার প্রলাপবাক্য আরও অধিক গর্হণীয়। ঐ পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া অনেকে সচেল গঙ্গাস্নান ও ঐ পুস্তকখানিকে মিউনিসিপালিটীর পয়ঃপ্রণালী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ঢাকা ফরিদাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় এইরূপ অস্পৃশ্য পুস্তকের বিরুদ্ধে কি আন্দোলন উপস্থিত করিবেন? সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব তথা সমস্ত সুধী-সমাজের পক্ষ হইতে এইরূপ পুস্তক যাহাতে আর প্রচারিত হইতে না পারে তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঐ পুস্তকখানির ৪০০ পৃষ্ঠার অধিক অশ্রাব্য উন্মত্তের প্রলাপে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শুনা যায়, এইরূপ প্রলাপপূর্ণ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। যদিও পুস্তকখানির লেখক রায় বাহাদুর দীনেশ বাবুর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নহেন, তথাপি ঐ পুস্তকখানি জগতের বহুব্যক্তির বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধসম্বর্দ্ধনে প্রশ্রয় প্রদান করিতে পারে জানিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ হইতে ঐ পুস্তকখানির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় 'বৈ—দিগ্দর্শনী' নাম্নী একখানি অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরোধিনী পুস্তিকার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সমগ্র সজ্জন সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যদিও কলিকালে শ্রীভক্তিমার্গ কোটিকণ্টকরুদ্ধ, নাস্তিকতার কীর্ত্তন ও আস্ফালনে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত, তথাপি সুকৃতিমান্ বালিশজনের মঙ্গল তথা সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সুধীগণ সচেষ্ট হউন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ প্রায় ২ মাস কাল যাবৎ বিহার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি জামালপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুরে হরিকথা প্রচার করিয়া এখন পাটনায় প্রচার করিতেছেন। ভাগলপুরে প্রচারকার্য্যে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ মহোদয়প্রমুখ সত্যপিপাসু সাধুহৃদয় ব্যক্তিগণের আন্তরিক উৎসাহ, আগ্রহ ও যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ শ্রীপাদ গোস্বামীজীর শুদ্ধভক্তিপ্রচারে অতুলনীয় যত্নের ও আচারযুক্ত প্রচারের কথা পাটনার 'Search Light' ও 'Behar Herald', দিল্লীর 'Hindustan Times', দারভাঙ্গার 'New Life', লাহোরের 'Observer' প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রে বিঘোষিত করিয়াছেন। কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকাতেও স্থানীয় রিপোর্টারের একটী বাঙ্গলা রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে। গোস্বামিজী এখন পাটনা সহরে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শুদ্ধহরিকথা প্রচার করিতেছেন। আগামী সপ্তাহে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

ত্রিপুরা মেহারণ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চক্রপাণি দাসাধিকারী মহাশয় গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে শুদ্ধবৈষ্ণবমতে শ্রীমহাপ্রসাদনির্ম্মাল্য দ্বারা ঢাকা শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও তদুপলক্ষে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সম্মেলন—কাঁথি মহকুমার অধীন চিরুলিয়া গ্রাম নিবাসী পরলোকগত ভবানীচরণ পাহাড়ী মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জন্মস্থান চিরুলিয়াগ্রামে, গত ১৯ শে চৈত্র শুক্রবার হইতে ২১ শে চৈত্র শনিবার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের নানাস্থান হইতে শতাধিক বৈষ্ণবসন্ন্যাসী ও বহু ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। এই বিরাট্ বৈষ্ণবসম্মেলন দর্শনের জন্য কাঁথি মহকুমা ও অন্যান্য স্থানের বহুলোক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। —"হিজলী হিতৈষী"

প্রাপ্ত পত্র

সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক বিজ্ঞপ্তি—

মহাত্মন্! আপনাদিগের সহিত আমার কদাপি আলাপ নাই। কিন্তু আমি জানি যে, ভবদ্গণ অতীব কৃপালু ও আশ্রিতবৎসল। সুতরাং এই হেতুমাত্র গ্রহণ করিয়া আমার ন্যায় সংসারকীট নারকী পতিত ব্যক্তিও শরণ লইবার জন্য আগ্রহান্বিত। এ অধম বৈষ্ণবসম্মান কিরূপে করিতেহয়, তদ্বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব এই বিষয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি, শাসনবাক্য দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্তির অভিলাষী। এক্ষণে অদ্য ২।১টী কথা লইয়া ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী হইতেছি। অথচ এইরূপে অনেকবারই আপনার প্রয়োজনীয় সময় ও করুণার অপব্যবহার করাইতে বাধ্য হইব। অবশ্য সর্ব্ব বিষয়েই প্রাপ্তস্থানে যথোচিত ব্যবহারপ্রার্থী। শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে আদর দিলেই শুধু কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় না অধিকন্তু একটী জীবের কত কোটী জন্মের ফল ধ্বংস করা হয়। যাহা হউক অদ্য হইতে আশ্রিতকে শ্রীচরণের সেবক নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

গত ১ বৎসরের অধিক হইল আমি গৌড়ীয় পত্রিকা সাদরে পাঠ করিয়া আসিতেছি। এই পত্রিকাটী নামমাত্র বাবু শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী হেডমাষ্টার, তমলুক হ্যামিল্টন্ স্কুল ঠিকানায় প্রতি সপ্তাহে আইসে কিন্তু অধমই একমাত্র পাঠক। অনেককেই ইহার বিরুদ্ধে কতকথা বলিতে শুনলেও অজ্ঞাতসারে হতভাগ্যকে যে এত অধিক আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে তাহাতেই সৌভাগ্য মনে করিতেছে। পত্রিকা সাহায্যে আজ জগৎ সমক্ষে যে নির্ভীক সত্য প্রচার দ্বারা জীবগণের মঙ্গল বিধানে সমর্থ হওয়া যায় তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ঐ পত্রিকাটী আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি। গৌড়ীয় প্রেস হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তক একপ্রকার হস্তগত হইয়াছে। আরও যাহা বাকী আছে ধীরে ধীরে গৃহীত হইবে। অতএব দয়া পূর্ব্বক শ্রীপত্রিকা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজি পাঠাইতে থাকিবেন। বহুদিন হইতে আকাঙ্ক্ষা আছে যে, শ্রীমঠে গিয়া আপনাদের শ্রীচরণধূলি অঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হই, কিন্তু মায়াবন্ধন ও তুচ্ছত্যাদি চাপিয়া রাখিয়াছে।

আর একটী গুরুতর কার্য্যের জন্য ভবৎসমীপে প্রার্থনা রহিয়াছে। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের বাবু গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে তাঁহার এই সেবকাধমের উপর সংস্কৃত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকাব্যম্ ও আস্তিক্যদর্শনম্ সম্পাদনের নিমিত্ত অনু-বাদাদি কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই কার্য্য প্রকৃত ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত সংসিদ্ধান্তনিপুণ বৈষ্ণব পণ্ডিতের পক্ষেই খাটে কিন্তু এই নারকী অধমকে এই গুরুতমভার চড়াইয়া যে কিরূপ অবিচারের কাজ করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্য আশা করিতেছি শ্রীমঠে গেলে ভবদীয় সাহায্যে ও উপদেশে কতকদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতে পারি। কাব্যখানির বঙ্গানুবাদ চলিতেছে। মূল, টীকা ও অনুবাদ পুনর্লিখিত করিয়া মুদ্রণ জন্য প্রস্তুত করাইয়া ভবৎসমীপে উপদেশার্থে উপস্থিত হইব। দর্শনটীর সংস্কৃতভাষ্য লিখিত হইতেছে। ১ম ও ২য় পাদ সমাপ্ত হইয়াছে, তৃতীয় পাদ শেষ করিয়া কৃপাদেশের নিমিত্ত লইয়া যাইব আশা করিতেছি। যাহা হউক যদি পত্রান্তরে ভবৎ-সমীপ হইতে আশ্বাসবাণী পাই, তবেই শ্রীমঠ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সাহস করিব। আশা করি শ্রীচরণের কুশলাদিসহ শ্রীমঠের সংবাদ দানে কৃতার্থ করিবেন।

ক্রমে পর পর পত্রে সর্ব্বাভিলাষ নিবেদন করিব। বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে এইরূপ নারকীকে উদ্ধার না করিলে আপনা-দিগের দয়ার সদ্ব্যবহার কোথায়? আজ ভবদীয় অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া যে অপরাধ করিলাম তজ্জন্য গললগ্নীকৃত-বাসে সকৃতাঞ্জলি কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

অযোগ্য সেবাকাঙ্ক্ষী—নন্দলাল রায়, পণ্ডিত

হ্যামিল্টন্ স্কুল।

ভয়!

কলিকাতা সহরে আজ সর্ব্বত্রই ভয়! সকলেরই বিষণ্ন বদন, চকিত নয়ন, সতর্ক পথানুসরণ। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনও গৃহস্থই গৃহ ত্যাগ করিয়া, কোথাও যাইতে-ছেন না। অনেক পথ ঘাট বাজার প্রায় জনশূন্য; সদা কোলাহলপূর্ণ স্থানও শ্মশান-সদৃশ নির্জ্জনতায় নীরব—নিস্তব্ধ। সকল স্থলেই একটা অভাবনীয় ভীতির অখণ্ড রাজত্ব। যে স্থলে দু'চারি জন বন্ধু বান্ধব মিলিত হইতেছে, অথবা পরিচিত জনের সহিত পথিকের সাক্ষাৎকার হইতেছে সেই স্থলেই ভয়াবহ সংবাদের আদান প্রদান হইতেছে। কেহ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"হা ভাই, তুমি কি কিছু দেখিয়া আসিলে—ও-পথে যাইব কি?" তাহার উত্তরে অপর জন ভয়ের কথাই বলিতেছে। ভরসার কথা কদাচিৎ কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে। ওখানে আততায়ীর শাণিত ছুরিকাঘাতে কে হত হইল!—এখানে দুর্জ্জনের দারুণ দণ্ডাঘাতে কাহার মস্তক বিদীর্ণ, অথবা পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হইল! এইরূপ লোমহর্ষণ সংবাদই সকলের মুখে ও সকল সংবাদ-পত্রে সর্ব্বস্থলে ঘোষিত হইয়া অবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়েই একটা মহাভয় জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা এই সময়ে নিভৃতে এই ভয়ের কথাই একটু আজ ভাবিয়া দেখিব।

"ভয়" কি? হানি জন্য আশঙ্কা। এই আশঙ্কার স্থল প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। এই জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রাণহানি হইতেও যে আর একটি হানি, আর একটি অনিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি-কর, তাহা সহজে কেহ অনুধাবন করিতে পারে না। তাহা কি? তাহা আত্মার হানি, আত্মার অধোগতি। শ্রীগীতায় "নাত্মানমবসাদয়েৎ" (৬.৫)—এই বাক্যে, জীবকে শ্রীভগবান্ এই বিষয়েই সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে ভয় কয় জনের আছে যে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে, তজ্জন্য যোগ্য আশ্রয় ও উপায় অবলম্বন করিবে? হায়, অবোধ জীব,—তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, সর্ব্বপ্রযত্নে পালনীয়, অতুলনীয় বস্তুকেই অজ্ঞানে অনাদরে সর্ব্বনাশী দস্যুতস্করের করে সঁপিয়া দিয়া, অথবা তাহাকে তাহাদের অনায়াস-লভ্য-রূপে অরক্ষিত রাখিয়া, কি ছাইভস্ম রক্ষার জন্যই না সারাজীবন কেবল ভয়েই মরিতেছ? তা'ত হইবেই! শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে;—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃস্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

পদ্মালয় ব্রহ্মা প্রাণপতি শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হরি হে, যদবধি জীব তোমার অভয় চরণে একান্ত শরণ

গ্রহণ করিতে না পারে, তদবধিই সে (জীব) ধন জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের হানি চিন্তায় ভয়, হানি-জনিত শোক, ইন্দ্রিয়সুখ-বিষয় লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অত্যন্ত লোভ, আশাভঙ্গ বেদনা, এবং অনিত্য বিষয়ে 'ইহা আমার' এইরূপ অসুখ-পরিণাম অসৎ আগ্রহ হইতে তাপ ভোগ করে। অর্থাৎ, তোমার অভয় চরণে একান্ত আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতি ব্যতীত মায়ামুগ্ধ জীব এই ভয়াদি-জনিত সন্তাপ হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না।

একবার চারিদিকে চাহিয়া সাবধানে পর্যবেক্ষণ কর,—এই যে ভয় আজ ভীষণ ভাবে সকলকে আক্রমণ করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে যে শত শত অনর্থ বদন ব্যাদন করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ আত্মোৎসর্গ, ঐ শরণাগতির একান্ত অসদ্ভাব! তীব্র মোহ-মদিরায় মত্ত মানব ভুলিয়াছে আজ,—কে তাহার অভয় আশ্রয়, কোথায় তাহার সত্য শ্রেয়ঃ, কোন্ পথ তাহার সেই শ্রেয়ঃ লাভের সম্পূর্ণ অনুকূল, আর কে সে আপনি। এই বিষম ভুল হইতেই তাহার এই মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে সহস্র বিভীষিকা ঐ মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তড়িদ্বেগে সন্নিহিত করিতেছে। তাহার প্রতিকারে, বিহ্বল অবস্থায় অনুকূল ভাবিয়া যে পথ যে উপায় আজ সে অবলম্বন করিতেছে, তাহাই হিতে বিপরীত হইতেছে। সে অপরকে নষ্ট করিতে নিজ অস্ত্রে আত্মঘাতী হইতেছে; এক শত্রু সংহার করিতে সহস্র শত্রুর বলাধান করিয়া স্বহস্তে সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতেছে।

উপায় কি? এই মহাভয়ে, বিষম দুর্দ্দিনে, এই দুঃস্থ বিপর্য্যস্ত জীবের রক্ষার উপায় কি? জড় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ইহার বিভিন্ন উপায় ত চিরদিনই উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, তাহার ফল ত কোনও দিনই স্থায়ী হইল না! সুতরাং সে-রূপ একটা আপাতঃশুভকর উপায়ের চিন্তায় অযথা কালক্ষেপ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। আমরা নূতন কিছু উদ্ভাবনার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও প্রয়াসী নহি। আমরা চাহি কেবল, সহস্র অনর্থের মূলচ্ছেদকারী, সহস্র বিসংবাদের একান্ত নিরসনকারী মহামঙ্গলের সেই মহাজন সেবিত সনাতন সদুপায় বা সাধুপন্থার পরম-স্মৃতি আবার এই মোহমুগ্ধ মানব-হৃদয়ে নব ভাবে জাগাইয়া তুলিতে।

স্মরণ কর, শ্রীমদ্ভাগবতে—একাদশ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ, ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে মহাত্মা বসুদেবকে কি অমূল্য উপদেশ, সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার কি অনন্য সম্ভব অপূর্ব্ব উপায়, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। —তিনি বলিয়াছেন:—(শ্রীভাঃ ১১।২।৩৩)।

"মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয় মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্ম ভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥"

এই অনর্থ-বহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণ কমল সেবাই (অর্থাৎ তাঁহার সেবা-বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই) জীবের সর্ব্বথা অভয় স্থল। অনিত্য দেহাদি বিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া সতত সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন-চিত্ত জীবগণ ঐ অভয়-পদ-সেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে।

তারপর বলিতেছেন;—জীব এই সহস্র শঙ্কাপূর্ণ সংসারে, সেই সর্ব্বানর্থহর হরি-পাদপদ্মে কৃতাশ্রয় হইলে, আপন পথে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও, কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হয় না। কোনও বিঘ্ন বা ভয়, তাহার গন্তব্যে বাধা জন্মাইতে বা তাহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। পারিবে কেন? সে যে তাহার সকল কর্ম্ম কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাপদের অতীত হইয়াছে। সে যে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কিছু চাহে না, আর কিছু জানে না, আর কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় না; তাহার অন্তর বাহির যে কৃষ্ণময়! আহা, কৃষ্ণগত-জীবন জনের আবার ভয় কি?—ভাবনা কি? যত ভয়, না, যত দুঃখ তাহারই, যে দৈবাহত জন আপন স্বরূপ ভুলিয়া, তাহার জীবন-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া, ভিন্ন বিষয়েই আসক্ত হইয়াছে। (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ত ভয়। 'দ্বিতীয়াভিনিবেশ' কি? আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক পালক ও প্রিয় জন,—এইরূপ অভিনিবেশের অন্যথা। ভগবদ্বিমুখ আত্মবিস্মৃত অভাজনেরাই

দুরত্যয়া মায়ার বশে এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের কাল-কবলে অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু, সাধু-গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত আত্মতত্ত্ববিৎ ভাগ্যবান জনেরা, পরম-শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে, একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহারই ভজনা করিয়া সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত হন।

এই পরম ভাগবত মহাত্মাদের আবার ভয়ের কারণ কি থাকিবে? তাঁহাদের প্রাণপতি যে তিনি, একমাত্র যিনিই জীবের একান্ত অভয় পদ, বিবশে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও বিপন্ন জন সদ্যঃ বিপন্মুক্ত হয়, স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে। (শ্রীভাঃ ১।১।১৪)।

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

মনে নাই কি, সেই মহাতেজস্বী মহর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবল-জাত স্বপদদগ্ধিকারী অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় মহাত্মা অম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, যখন সমগ্র পৃথিবী থর থর কাঁপিয়া উঠিল, তখন সেই কৃষ্ণ-হৃদয় নরপতি কি করিলেন? "ন চচাল পদান্নৃপঃ।" স্বীয় স্থান হইতে পদমাত্রও টলিলেন না! অটল অচল-শৃঙ্গের ন্যায় স্বস্থানেই স্থির রহিলেন।

তারপর, সে দিন, সেই প্রবল-প্রতাপান্বিত যবন সম্রাটের রাজসভায়, উদ্যত অসি শতাধিক রক্ষিগণের মধ্যে, আমাদের নামাচার্য্য সেই মহামহিম হরিদাস যখন হরিনাম ত্যাগ করিতে, কিম্বা উলঙ্গ অসির মুখে প্রাণ দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনিও তেমন মহাসাহসীদের ন্যায় দৃঢ়পদে স্থির থাকিয়া বীরগর্ব্বে উত্তর করিলেন।—চৈঃ ভাঃ ১।১১।

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

কাহার কথা বলিব? বলিবই বা কেমনে?—এমন শত সহস্র ইতিহাস অনাদিকাল অমর ভাষায় এই অপূর্ব্ব অভয় সংবাদ শতদিকে ঘোষণা করিতেছেন। জগদ্গুরু শিব স্বয়ং বলিয়াছেন।—(শ্রীভাঃ ৬।১৭।২৮)।

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে তাঁহারাই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। কারণ, কেবল তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয় স্থল, অকালবিপ্লুত অমৃতময় পদ; তাঁহাদের পতিই প্রকৃত পতিপদবাচ্য।—(শ্রীভাঃ ৫।১৮।২০)।

"স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্॥"

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিতেছেন,—যিনি স্বয়ং নির্ভয় অর্থাৎ কালের অতীত ও স্বয়ং সকলের কাল-স্বরূপ; যিনি সর্ব্বত্র কালভীত জন সমূহের একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা; যিনি আপনাতেই আপনি পূর্ণ, স্বতন্ত্র; যাঁহা হইতে বা যাঁহার স্বৈশ্বর্য্য হইতে অধিক কিছু নাই; তিনিই সকলের পতি হইবার যোগ্য। তিনিই সর্ব্বপ্রাণপতি পরমেশ শ্রীহরি।

হায়রে মূঢ়মতি,—সেই অভয় পতিকে ভুলিয়া, অন্যাসক্ত হইয়াই আজ তোমার এই মহাভীতি, মহাদুর্গতি! চারিদিকে তোমার কেবল কালের বিভীষিকা! প্রতিক্ষণে অকারণে কারণে স্বপ্নে জাগরণে তুমি কেবল ভয়!—ভয়! করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ; জীবন্মৃত হইয়া আছ। নানা রাগ-দ্বেষে মজিয়া, সুধাবোধে বিষ ভোজনে জ্বলিয়া মরিতেছ। অহো,—এই দুঃসহ সন্তাপ আর কত ভোগ করিবে? এস, এস,—যদি সকল দুঃখ, সকল ভ্রান্তি, সকল ভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে, সেই অব্যয় অভয় পদে অবিচ্ছেদ সেবানন্দ লাভে কৃতকৃত্য হইবে, তবে এস ভাই, এস,—আজ আমরা এই দারুণ দুর্দ্দিনে—ভক্ত মহারাজ প্রহ্লাদের বাক্যে, সেই প্রাণ-প্রভুর পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া প্রার্থনা করি,—সজলনেত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি;—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো'জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ,
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥"
(শ্রীভাঃ ৭।৯।২৪)।

জানিচে কেশব, কি বল বৈভব,
ভবে সবে সাধ করে।
নহে নিরাপদ ব্রহ্মারও সম্পদ,
হয় ধ্বংস কাল করে॥
তুমি কাল-কাল, এ বিশ্ব বিশাল,
কটাক্ষে কর হে ক্ষয়।
তোমার চরণ যে লয় শরণ,
সে-ই ভবে করে জয়॥
অভয় কেবল সে-ই সর্ব্বস্থল
তব পদতল ধরি।
কিছু নাহি চাই, যাচি শুধু তাই
রাখ পদে দাস করি॥

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩, ৮ই মে ১৯২৬ | ৩৭শ সংখ্যা

১। ধর্ম্ম এক, দুই বা নানা নহে।

২। জীবমাত্রেরই একটা ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৩। বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবাত্মার নিত্য ধর্ম্ম।

৪। অহৈতুকী, নিত্যা ও নির্ম্মলা হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থ-ধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম নামে বিখ্যাত।

৫। জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে শুদ্ধ ও বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৬। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম এক, অদ্বিতীয় ও নিত্য।

৭। বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বিবিধ কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ।

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতে বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু পঞ্চোপাসকের মতে যে কল্পিত বিষ্ণুর উপাসনা, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে।

৯। ব্রহ্মপ্রবৃত্তি ও পরমাত্মপ্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক বন্ধনমোচন বা সমাধিসুখ-বাঞ্ছারূপ নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া উদিত।

১০। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম কোনও হেতুমূলে জাত বা মানবকল্পিত নহে উহা সমগ্র শুদ্ধজীবাত্ম স্বরূপের নিত্য স্বভাব।

১১। অতএব কেহ মানুক, আর নাই মানুক, স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব

১২। সৌভাগ্যোদয়ে জীব স্বীয় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বীয় নিত্যসিদ্ধস্বরূপের নিত্যচেষ্টা বা নিত্যসেবানন্দে মগ্ন হয়।

১৩। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীন পরমোদার একমাত্র নিত্যধর্ম্ম।

ভাবিবার কথা

যখন আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় বহির্মুখতার স্রোতমধ্যে সংসারসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ-ভঙ্গে নানাবিধ উত্থান ও পতনের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আমাদের কর্ণধার বিহীন জীবনতরণীখানিকে ভাসাইয়া দেই, যখন আমরা নশ্বরাপর ছায়া-ছবিকে—অস্থির, চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল অবাস্তব-বস্তুকে—'ধ্রুব-নক্ষত্র' মনে করিয়া পথহারা ভ্রান্ত পথিকের মত বিভীষিকাময়ী তামসী যামিনীতে কণ্টকাকীর্ণ সংসারারণ্যের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি যখন আমরা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, কলা, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায়, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বস্তুকে সম্বল করিয়া ঐ সকল বস্তুতে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া দম্ভভরে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-শঠা-কামিনীর ক্রোড়তলায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমরা কর্ম্মবীরত্ব, ধর্ম্মবীরত্ব দেশহিতৈষিতা, কর্ম্ম ত্যাগ, কৃত্রিম বিবিক্তা প্রভৃতির ছলগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া প্রমত্ত হই এবং নিজদিগকে পরম-সুবিবেচক মনে করিয়া শ্রৌতবাণীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করি, অথবা শ্রৌতবাণীর নির্ম্মলা প্রভাকে উপাধিরহিত ও সেবোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে ধারণ করিতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষ-যুক্ত ঔপাধিক মলিন মনে স্বরূপ বস্তুর ছায়াকেই বাস্তব বস্তু ভ্রমে গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হই, যখন আমরা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্ট মনুষ্য-কল্পিত ও নির্দ্দিষ্ট পুরুষগণকে 'মহাপুরুষ' মনে করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করি অথবা অজ্ঞানকে বহুমানন করিয়া অন্যায় গোঁড়ামি বা উচ্ছৃঙ্খলতাকেই উদারতা মনে করি, তখন আমাদের সাধুশাস্ত্রের শ্রৌতবাণী ভাবনার অবসর হয় না। আমরা নিজদিগকে যতই কেন না 'ভাবুক', 'চিন্তাশীল', 'বুদ্ধিমান', 'জ্ঞানবান', 'প্রাজ্ঞ', 'সুবিবেচক', 'বিবেকী' 'ধর্ম্মপরায়ণ' 'সত্যাশ্রিত' মনে করি না কেন আমাদের 'গোড়ায় গলদের' কথা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না। আমরা প্রমত্ত—উন্মত্ত-ক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমাদের এইরূপ প্রমত্ততা, উন্মত্ততা, ক্ষিপ্ততা তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর হয়? আমরা মনে করি, 'আমরা ভাবি', 'আমরা চিন্তা করি', 'আমরা গবেষণা করি', কিন্তু আমাদের ঐ চিন্তা ঐ ভাবুকতাও যে, একটা রোগলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অসুস্থব্যক্তি, উন্মত্তব্যক্তি যাহা ভাবেন, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তা করেন, যাহাকে তাঁহার গবেষণার ফল বলিয়া মনে করেন, তাহাও যে তাঁহার পরিবর্ত্তনশীল মনেরই ধর্ম্ম—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা আজ যাহাকে ভাল মনে করি কাল তাহাকে মন্দ বলি, আজ যাহাকে 'মহাপুরুষ' বা 'মহাত্মা' বলি, কাল তাঁহাকেই আবার আমা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করি। ইহাই মনোধর্ম্মের স্বভাব! বর্ত্তমান মনোধর্ম্মী জগতের ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও আমরা শ্রৌতবাণী মধ্যে এই সকল কথা শুনিতে পাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজকে একদিন মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীলতা ও আত্মধর্ম্মের নিত্যত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন — ভাঃ ১১।২৮।৪)

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥

প্রায় সার্দ্ধচারিশতাব্দি পূর্ব্বে একদিন বাঙ্গালীর ঠাকুর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গুরু বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে সেই শ্রৌতবাণী শিক্ষা দিয়াছেন— চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে জগতে দুই প্রকার প্রতীতিবিশিষ্ট লোকের কথা বলিয়াছেন—(১) অর্ব্বাক্ প্রতীতিযুক্ত (২) অর্ব্বাক্প্রতীতিযুক্ত। অর্ব্বাক্প্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী, তন্মধ্যে কেহ কিঞ্চিদ্দূরদর্শী। কিন্তু বিজ্ঞপ্রতীতিসম্পন্ন ব্যক্তি সুদূরদর্শী। অর্ব্বাক্প্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমানের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগসুবিধাকে বহুমানন করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বিরত হইয়াও ভবিষ্যতে অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনায় নিজদিগকে পোষণ করিতে যত্নবান্ হইয়া জগতের নিকট মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য উদ্যোগী হন। ইহাদের ধারণা পরিবর্ত্তনশীল সমাজ বা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য বিমোচন করাই মানবজীবনের মহান উদ্দেশ্য।

জগতে সবল হইয়া বাস করা, স্বাবলম্বী হওয়া, অপরের আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করা, স্বচ্ছন্দে, সুস্থশরীরে, মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, "আমি স্বাধীনদেশের লোক, আমার দেশে মানবের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সকল দেশ আমার দেশের নিকট ঋণী," ইত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জগতে বাস করাই মানব-জীবনের পরাশান্তি। এরূপ সুখস্বপ্ন—এইরূপ আকাশকুসুম কল্পনা, মোহনিদ্রাগ্রস্ত—মায়াতন্দ্রাগ্রস্ত আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়াছে—এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে, আমরা 'স্বপ্নকে' বাস্তবসত্য মনে করিয়া, 'আকাশকুসুমকে' পরম সত্য জ্ঞান করিয়া আল্‌নস্কারের ন্যায় তন্দ্রা মধ্যে এক মিনিটেই একজন সামান্য বণিক হইতে ক্রোড়পতি শেঠ হইয়া পড়িতেছি। আবার অতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমাদের নগণ্য ভঙ্গুর বাণিজ্যোপকরণগুলিকে তন্দ্রার ঘোরে এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি! ভঙ্গুর কাচ পাত্রগুলি আমারই পদাঘাতে আহত হইয়া যখন উহাদের অন্তিমদশার চীৎকার আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করায়, তখন কিছুকালের জন্য আমার মোহতন্দ্রাটী ভাঙ্গিলেও, নিদ্রার আবেশ আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে না। আমি অবশেষে পুনরায় তন্দ্রাদেবীর বাহু-লতায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তাই মহামায়া আমাকে সত্যকথা শুনিবার বা ভাবিবার অবসর দেয় না।

বর্ত্তমান সময়ে এটী একটী বিশেষ ভাবিবার কথা। আমাদের পরিচালকগণ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর দেন না। তাঁহারা বলেন, 'সর্ব্বাগ্রে অভাব, অসুবিধা বিদূরিত কর। পরে ধর্ম্ম করিও। কেহ বা বলেন, জগতের অভাব অসুবিধা দূর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ধারণা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য বা দুর্ব্বলসম্প্রদায়বিশেষের গোড়ামী।

মোহনিদ্রাকামিনীর বাহু-লতাশ্রিত জীবের এইরূপ উক্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগীতোপনিষদ জীবের এইরূপ চিত্তবৃত্তির একটী চিত্র অতিসুন্দর শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(গীঃ ২।৬৯

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

সর্ব্বভূতের চিত্তবৃত্তি একদিকে প্রধাবিত আর সমস্ত-জীবের চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে একটী সংযমী অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি অন্য দিকে উন্মুখী। জগতের নিখিল প্রাণীর নিকট যেটী মহানিশা, ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সেইটী জাগরণের কাল। আবার যেটী জগতের সমস্ত প্রাণীর জাগ্রদবস্থা অর্থাৎ ব্যস্ততার সময়, নিবাস্তরিব তাহাতেই উদাসীনতা। আত্মপ্রবণবুদ্ধি—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবকুলের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রেতেই জাগরিত থাকিয়া অধোক্ষজানন্দ অনুভব করেন। বিষয় প্রবণাবুদ্ধিতে জড়-মুগ্ধ-জীব জাগ্রত থাকিয়া ঐন্দ্রিয়বিষয় শোকমোহাদির অনুভব করেন। কিন্তু ইহা স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ।

মোহনিদ্রাভিভূত জীব কিছুতেই এই সকল কথা ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহার-রসে এরূপ প্রমত্ত যে নিজের দুর্দ্দশার কথা অপরে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলেও, উহা আদর করা দূরে থাকুক তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন।

বর্ত্তমান জগতের উচ্চহৃদয়, দেশহিতৈষী, সমাজনেতা, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরগণ অকিঞ্চন গৌড়ীয়ের এই সকল কথা ভাবিবার অবসর পাইবেন কি? বহির্ম্মুখ সমাজের যেরূপ চিন্তাস্রোত চলিতেছিল ও চলিতেছে তাহাতে বাস্তব সত্য-নিষ্ঠার কথা গৌড়ীয়কে অতি সতর্কতার সহিত বলিতে হয়। কারণ গৌড়ীয়ের আদি-কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।"

* * *

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।

* * *

জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে।

* * *

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।

এবং গৌড়ীয়ের শ্রীকবিরাজ—

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ॥"

—প্রভৃতি যে সকল পরমহিতকারিণী শ্রৌতবাণী অমন্দোজ্জ্বলস্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান চিন্তাশীল আত্মসম্ভাবিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট

প্রবাহের ন্যায় গা' টা লয়া দিয়াছে, সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলে তাহার অভাব, অসুবিধা, চির-অশান্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, পুরাণের পর নূতন বিপৎপাত আরও বাড়িয়া চলিবে। বিশ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন, কৃষ্ণৈকশরণ, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যে আত্মবৃত্তি—ভক্তি-যাজনের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য চেষ্টায় আমাদের কোন দিন মঙ্গল হইবে না। ইহাই বিশেষ আগ্রহ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিবার কথা।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ খণ্ড, ২১শ সংখ্যার পর)

৮ই হইতে ৯ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩১ সন

তৎপর দিবস ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার দ্বাদশী দিবস শ্রীল-পরমহংস ঠাকুরের আদেশে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারিগণ, এবং পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ মালদহের প্রত্যেক গৃহে হরি-নাম ও হরিকথা প্রচার করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মালদহ হইতে ট্রেণে উঠিয়া সকলেই ৭টার সময় গোদাগারী ঘাটে পৌছেন। গোদাগারীঘাট হইতে ফেরি ষ্টীমারে উঠিয়া ৮ ঘটিকার সময় লালগোলাঘাট এবং তথা হইতে ৮-২০ মিনিটের ট্রেণে আরোহণ করিয়া পর দিবস ভোর ৩৷০ ঘটিকার সময় রাণাঘাট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রায় ৬৷০ ঘটিকার সময় রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম-জংসনে ৮৷৷০ টার সময় গাড়ী বদলাই। ৯৷০ টার সময় ঝিকরগাছা ষ্টেশনে পৌছেন। ঝিকরগাছা হইতে পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ আচার্য্যানুগমনে শ্রীকানু ঠাকুরের পাট সন্দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করেন। পূর্ব্বেই শ্রীকানু ঠাকুরের পটরক্ষক গোস্বামিগণ শ্রীলপরমহংস ঠাকুর বহু ভক্তসঙ্গে শ্রীপাট সন্দর্শনে আগমন করিবেন জানিতে পারিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্ব হইতে পরিক্রমা-কারিবৈষ্ণববৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী সংকীর্ত্তন মণ্ডলী প্রেরণ করেন। প্রায় ১১ ঘটিকার সময় ভক্তগণ শ্রীকানু ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হন। ঝিকরগাছা ষ্টেশন হইতে কপোতাক্ষ নদ দিয়া নৌকাপথেও শ্রীপাট বোধখানায় পৌছান যায়। ঝিকরগাছা হইতে স্থলপথে শ্রীকানু ঠাকুরের শ্রীপাট প্রায় ২৷৷০ মাইল।

শ্রীকানুঠাকুরের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা, ১১শ পরিচ্ছেদে এইরূপ দেখিতে পাই—

> শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
> শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয়॥
> আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
> নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণসনে॥
> তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
> যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত-পুর॥

কেহ কেহ শ্রীকানুঠাকুরকে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলেন। ঠাকুর কানাইর উদ্ধতন চতুর্থ পুরুষ শ্রীকংসারি সেনের নাম 'গন্ধর্বারি'। দেবকীনন্দন বৈষ্ণব-বন্দনায় ঠাকুর কানাইর উদ্ধতন পাঁচ পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

> "শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
> সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ এক মনে।
> নিরন্তর প্রেমোন্মাদ, বাহ্য নাহি জানে।
> ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
> কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥"

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্রই কানুঠাকুর। কানুঠাকুরের বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'দাস পুরুষোত্তম' বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় 'স্তোককৃষ্ণ' তিনিই কানুঠাকুরের পিতা; কিন্তু গৌর গণোদ্দেশে, বৈদ্যবংশোদ্ভূত সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমই 'নাগর-পুরুষোত্তম' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই নাগর-পুরুষোত্তম ব্রজলীলার 'দাম'-নামক সখা। কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে 'সুখসাগর' নামক গ্রামে পুরুষোত্তম ঠাকুরের বাস ছিল। পুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী জাহ্নবা দেবী ও পুরুষোত্তমের সহধর্ম্মিণী জাহ্নবা উভয়ে 'সই' পাতাইয়াছিলেন। ঠাকুর কানাই-এর আবির্ভাবের পরেই পুরুষোত্তম-পত্নী জাহ্নবা অপ্রকট হন। নিত্যানন্দ প্রভু পুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নী-

বিয়োগবার্ত্তা শুনিয়া পুনরায় বধের গৃহে আগমন করেন এবং দ্বাদশ দিনের শিশুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপাট খড়দহে লইয়া যান।

কানুঠাকুরের বংশধরগণের মতানুসারে ১৪৩০ শকে, বাং ৯১৫ সালে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বৃহস্পতিবারে রথ-যাত্রার দিনে ঠাকুর কানাই আবির্ভূত হইয়াছেন। কানু-ঠাকুরের বংশধরগণ বলেন, বৃহস্পতিবারে ঠাকুর কানাইয়ের আবির্ভাব-দিবস বলিয়া তাঁহারা বৃহস্পতিবারে কখনও বিদেশ যাত্রা করেন না। শিশুকাল হইতেই ঠাকুর কানাইয়ের কৃষ্ণভক্তিপরায়ণতা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নাম 'শিশুকৃষ্ণ দাস' রাখিয়াছিলেন।

'শিশুকৃষ্ণ দাস' পঞ্চম বর্ষে ঈশ্বরী জাহ্নবা মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রমুখ ব্রজবাসিগণ 'শিশুকৃষ্ণ দাসের' ভাবাদি দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণপদের একটী নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন, "যে স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।" যশোহর জেলায় বোধখানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। তদবধি ঠাকুর কানাই বোধখানায় আসিয়া বাস।

ইঁহাদের বংশপরম্পরায় আর একটী জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে সদাশিব কবিরাজের কোন পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক 'প্রাণ-বল্লভ' শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন, এই 'প্রাণ-বল্লভ' এখনও বোধখানায় সেবিত হইতেছেন।

'বর্গীর হাঙ্গামার' সময় ঠাকুর কানাই-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ ভিন্ন বংশীবদনপ্রমুখ অন্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'ভাজনঘাট' নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠাকুর কানাই-এর কনিষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে 'হরিকৃষ্ণ গোস্বামী' নামক জনৈক ব্যক্তি 'বর্গীর হাঙ্গামা' মিটিবার পর বোধ-খানায় আসেন। ইনি 'প্রাণবল্লভ' নামে আর একটী নূতন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও বোধখানা গ্রামে ঠাকুর কানাই-এর জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশ্যগণের মধ্যে প্রাচীন 'শ্রীপ্রাণবল্লভে'র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ্যগণের মধ্যে নূতন প্রতিষ্ঠিত 'প্রাণবল্লভে'র সেবা হইতেছে। ভাজনঘাটে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, কানুঠাকুর খেতরির উৎসবে জাহ্নবা দেবী ও বীরভদ্র প্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানুঠাকুরের বহু শৌক্রব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শৌক্র-ব্রাহ্মণ-শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান চারিজনের নাম এইরূপ উল্লিখিত আছে—

> "তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
> শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ।
> দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।
> যেনৈব রচিতা পুণ্যা শ্রীমদ্বৈষ্ণববন্দনা॥"

এই মাধবাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর স্বামী। পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহসমূহ সুখসাগর গ্রাম-ধ্বংসের পর চান্দুড়িয়ায় আনীত হইয়া বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশ্যগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অন্যান্য বিগ্রহের সহিত সেবিত হইতেছেন। পুরুষোত্তম-ঠাকুরের শ্রীপাট "বসু-জাহ্নবার পাট" নামে অভিহিত।

কানুঠাকুরের শিষ্যগণ মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর ধারে গড়বেতা নামক গ্রামে বাস করেন। সাম-বেদীয় কৌথুমী শাখার রাঢ়ী শ্রেণীর 'শ্রীরাম' নামক একটী ব্রাহ্মণ শ্রীঠাকুর কানাই-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

বর্ত্তমান পুরাতন-প্রাণবল্লভবিগ্রহের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামিমহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ করিলেন এবং সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র দ্বারা শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করি-লেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গৌড়ীয়ের গ্রাহক হইলেন। বোধখানার বহু ব্যক্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামি-মহাশয় বর্ত্তমান কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসমাজ ও শৌক্রব্রাহ্মণ পরিচয়াকাঙ্ক্ষি গোস্বামিগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর, শ্রীকানু ঠাকুরে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতে পর্য্যন্ত ত্রুটী করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, যাঁহারা ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণের চরণে এইরূপ অপরাধ সঞ্চয়

করিতেছেন, তাঁহারা বৈষ্ণবনামে পরিচয় দিবার অযোগ্য। তাঁহারা গুরুবর্গ, আচার্য্যবর্গ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধবক্তা। গুরুতে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিরয়ের সেতু। তবে পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পর পুরুষে যদি বৈষ্ণবাচার ও বৈষ্ণবতা না থাকে, তবে কেবল শৌক্র-পারম্পর্য্যে যে তাঁহারা বৈষ্ণবের সম্মান পাইবেন, তাহাও শাস্ত্র ও সাধুগণ স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবতা আত্মার বৃত্তি উহা শৌক্রগত ব্যাপার নহে। যিনি বৈষ্ণব তাহাতে জাতিবুদ্ধি অপরাধ, কিন্তু যিনি দেহ ও মনে আবদ্ধ হইয়া স্বরূপবিভ্রান্ত জীবের ন্যায় আচরণ করিবেন, পাষণ্ড কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসমাজের আনুগত্য করিবেন, তাঁহার সামাজিক সম্মান প্রাপ্য হইলেও, সুধীসমাজ তাঁহাকে পারমার্থিক সম্মান প্রদান করিবেন না।

শ্রীধামদর্শন

(৭ম খণ্ড, ৩৬শ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

নরেশ। এ ত' ভাল প্রশ্ন ? আমরা মধুময় হরি-কথা ছেড়ে ভেকের মত কত বাজে প্রলাপ করি আর কালসর্পসদৃশ যমদূত এসে, অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে দংশন করে। কিন্তু যে স্থানে হরি-কথা হয়, সেখানে কালের কাল মহাকালের সাধ্য নাই যে প্রবেশ করে। মহাজনগণ বলেন, যেদিন সাধুসঙ্গে হরিকথা হয়, সেই দিনই সুদিন, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত দিনই দুর্দ্দিন জানতে হবে।

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর গৌড়ীয়ের মহাজন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন —

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস"।

বস্তুতঃ গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল তত্ত্বতঃ সম্পূর্ণ অভেদ। ভক্তবৃন্দ কখনও ভেদবুদ্ধি করেন না। চৌরাশী ক্রোশ যেরূপ ব্রজমণ্ডল, তদ্রূপ চৌরাশী ক্রোশ শ্রীগৌড়মণ্ডল। উভয়েই অভেদ। শ্রীকৃষ্ণলীলা আর শ্রীগৌরলীলা তত্ত্বতঃ এক বস্তু, শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ দিব্যচক্ষে ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। এই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভিতর যেমন ষোল ক্রোশ শ্রীবৃন্দাবনধাম, তদ্রূপ এই চৌরাশী ক্রোশ শ্রীগৌড়-মণ্ডলের মধ্যে ষোল ক্রোশ পরিমিত স্থান শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে আবার যেমন "নন্দভবন" শ্রেষ্ঠ ; যেস্থান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি। সেইপ্রকার শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর মিশ্রভবন শ্রেষ্ঠ, সেস্থানে শ্রীশচীগর্ভ সিন্ধুতে শ্রীগৌরহরি উদিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই নয়টী দ্বীপের মধ্যে এই অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরই শ্রেষ্ঠ।

"অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥
তার মধ্যভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়ে আনন্দ লাভ করিবে প্রচুর॥
"ব্রহ্মপুর বলি শাস্ত্রগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে তাহা মায়াপুর ভায়॥"

(ভক্তিরত্নাকর)

আবার নন্দভবন হইতে যেমন শ্রীরাসস্থলী শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ মিশ্রভবন হইতে শ্রীবাস-অঙ্গন-অভিন্ন-রাসস্থলী শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী হইতেও যেমন শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গন হ'তেও শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন শ্রেষ্ঠ। কেন না, এই স্থানই অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধন, গোকুলপতির ক্রীড়াভূমি।

শ্রীগোবর্দ্ধন হ'তেও যেমন শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন হইতেও ইহার অল্প নিম্নদেশে অবস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কেমন নরেশ ! এখন বুঝতে পাচ্ছ যে শ্রীগৌর-মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে কোন প্রভেদ নাই ? এই তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শুন।

নরেশ। হাঁ ভাই ! তোমার সিদ্ধান্তসকল মধুর হ'তেও সুমধুর, এ সমস্ত কথা শুনলে আর কথা শুনা থাকে না। এখন দয়া ক'রে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বল। শ্রীপরিক্রমা কাহাকে বলে ? আর জড়চক্ষে ধাম দর্শন হয় না কেন ?

নরেশ। আমি যদি সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে, সম্বন্ধবিহীন হয়ে শুধু স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে শ্রীধাম দর্শন করতে যাই, তবে শ্রীধাম কখন দর্শন হবে না। বিদ্যা দুইপ্রকার—(১) পরা বিদ্যা (২) অপরা বিদ্যা অথবা শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, আয়ুর্ব্বেদ,

ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, ছন্দ, প্রভৃতি যাহা দ্বারা খাওয়া, দাওয়া, থাকা, বিলাসসম্ভোগ হয়—তাহাই অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাসাপেক্ষ ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে, কোন বিদ্যা, বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

আমি নিজ ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধিবলে সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বকে নিজের মাপ কাঠিতে মাপিয়া লইতে পারি—ইহা মনে করা নিজের মূর্খতা বই আর কিছু নহে। আমি যদি এই মেটেবুদ্ধি ল'য়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাই, তবে এই জড়চক্ষে কি দেখবো? চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে পাথরের পুতুল মনে করিব, ভগবদ্দর্শনের পরিবর্তে বানর এবং ময়ূর পাখী দর্শন হ'বে, নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন না হ'য়ে, লাটসাহেবের বাগান বাড়ী দর্শন হ'বে। শ্রীধামনবদ্বীপে গেলে, ধামদর্শনের পরিবর্তে কাঠের গৌরাঙ্গ, মাটির গৌরাঙ্গ, কোঠাবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদি ভোগময় জড়বস্তু দেখিতে পাইব। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের গৌরাঙ্গ দর্শন না করিলেই কলিকাতা বা কমিল্লার সোনার গৌরাঙ্গ দর্শন হ'য়ে পড়বে। অসৎসঙ্গ ছাড়িলেই সোনা, মাটির ব্যভিচারকে গৌরদর্শনভ্রম ছাড়িয়া যাইবে।

ভোগোন্মুখবুদ্ধি থাকিলে শ্রীশালগ্রামে প্রস্তর, অর্থাৎ শিলাবুদ্ধি হ'বে, শ্রীমহাপ্রসাদে ডালভাতবুদ্ধি হ'বে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি হ'বে অর্থাৎ ইনি, মালা-বৈষ্ণব, ইনি মুচি-বৈষ্ণব, ইনি জাতি-বৈষ্ণব, ইনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ইত্যাদি ভ্রান্তবুদ্ধি হ'বে ; শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি হ'বে। এই সমস্ত বুদ্ধি নরক গমনেরই সুপ্রশস্ত পথ।

পরেশ। আমি কখন ও এইরূপ শুদ্ধ বিচার শ্রবণ করি নাই, তুমই সত্য সত্য একাগ্রমনে সাধুমুখে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেছ, তাই এখন সত্যকথা কীর্তন করতে কোন বাধা হচ্ছে না। এখন পরিক্রমা কাহাকে বলে, তাহা বিস্তারিত রূপে বল, যাহাতে এই দুর্জয় অভিমানরূপ দারুণ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারি। কারণ আমরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, আমাদিগকে একটু চোখে আঙ্গুল দিয়ে ভাল করে না বুঝাইলে কি আমরা অত সূক্ষ্ম কথা বুঝতে পারি?

নরেশ। ভাই, যখন নববধূ গৃহে প্রবেশ করে, তখন স্বামী-স্ত্রী যুগল হ'য়ে, পরস্পর আঁচলে গেরো দিয়ে, গৃহ-পরিক্রমা করে থাকে, এ সে পরিক্রমা নয়, কেন না এ গৃহ নিত্য নয়। বৈষ্ণব ঠাকুর পরম করুণাময়, যথার্থ যদি কেহ জীবের কল্যাণ সাধন করেন, তিনিই সত্যি সত্যি বৈষ্ণব। যে স্থানে হিংসা, দ্বেষ, মৎসরতা নাই, জড়ীয় সুখে যিনি উদাসীন, যেখানে পার্থিব ভালবাসার স্থান নাই ; বৈকুণ্ঠজ্যোতিতে যাহার শ্রীবদনমণ্ডল সদা উদ্ভাসিত, অকৈতব বিমল কৃষ্ণপ্রেম যাহার হৃদয়ে অবস্থিত, তিনিই কৃপালু এবং যথার্থ বৈষ্ণব, তিনিই জীবে যথার্থ দয়া বিতরণ ক'রে থাকেন। এ পরোপকার, এ দয়া যে কি পদার্থ জন্ম জন্ম কঠিন সাধনা করলেও তাহার একবিন্দু মাত্র, আমরা বুঝতে সমর্থ হবো না। কেন না, "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান"—অর্থাৎ জীব বহির্মুখ হ'য়ে, কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণস্মৃতি সব ভুলে গ্যাছে, তাই জীবের এই দারুণ দুর্গতি। অনাদিকাল হইতে শ্রীহরিসেবা ভু'লে জীব মায়ার বন্ধনে ক্লিষ্ট, তাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ জ্বালায় অহর্নিশ দগ্ধ। জঠর-যন্ত্রণা, রোগ-শোকদ্বারা অভিভূত হয়ে নানাকষ্ট পাচ্ছে। সমস্ত জীবের এই দারুণ দুর্দশা দেখে "এক বৈষ্ণব" ব্যতীত আর কাহারও প্রাণ প্রকৃতভাবে পরদুঃখে দুঃখিত হয় না। তিনি জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই দুঃখিত। কিসে জীব, এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত হ'তে উদ্ধার পায়, সে জন্য কারুণিক বৈষ্ণব ঠাকুর সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে মায়াকবলিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এই পরিক্রমায় আহ্বান করছেন ; কিন্তু মায়াবন্ধন-জড়িত জীবের কর্ণকুহরে সে আকুল আহ্বান পৌঁছিতেছে না। তথাপিও পরম কারুণিক বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় নিরাশ না হইয়া, জীবের মঙ্গলকামনার বশবর্ত্তী হয়ে, তাঁহার নিজ জনকে প্রত্যেক দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে প্রেরণ ক'রে, জীবের কৃষ্ণকর্ণদর্শ এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ ক'রে বলছেন, ওহে জীব! একবার জাগ, নয়ন উন্মীলন কর! আর কত কাল এ প্রকার মায়াপিশাচীর ক্রোড়ে শয়ন করে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকবে? একবার বদন ভ'রে গৌর হরি ব'লে এস! জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ বল, প্রাণভরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে এই "শুভ পরিক্রমায়" যোগদান ক'রে ধন্য

হও। কেননা এ গৃহ-পরিক্রমা নয়, শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র ক'রে তাঁরই চতুর্দ্দিকে শ্রীধাম পরিক্রমা করতে হ'বে। বারোমাসই আমরা শ্রীভগবান্‌কে ভু'লে, অন্য বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, তাই বৈষ্ণবঠাকুর দয়া ক'রে, করজোড়ে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বল্‌ছেন, এস ভাইসকল! বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ নয়টী দিন তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাই। অর্থাৎ এই নয়টি দিন শ্রীনবদ্বীপে এসে নয়টি দ্বীপে আচার্য্যানুগমনে পরিক্রমা কর। তোমরা সকলেই এই পরিক্রমায় যোগদান ক'রে, ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন কর। তা'হলে কি হবে? শুদ্ধবৈষ্ণব মুখে শ্রীভাগবত পাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তনাদি শুন্‌লে, তাঁদের সঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা এবং শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান কর্‌লে—জীববৃন্দের আর এ দুর্দ্দশা থাকবে না, তখন সাধুসঙ্গে জীব অনায়াসে এ দুরন্ত ভবজলধি গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হ'য়ে নিত্যধাম গোলোক, বৃন্দাবনে, নিত্যসেবাসুখ লাভ ক'রে নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হ'বে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা

শ্রীগুরু-চরণ করুণা-সিন্ধু।
দীন-হীন-জন জীবন-বন্ধু ॥ ১ ॥
শ্রীগুরু-করুণা সকল সার।
শ্রীগুরু-মহিমা সকল-পার ॥ ২ ॥
সকল দেবতা হইতে বড়।
সংসার-তরণে তরণি দড় ॥ ৩ ॥
ভব-দাব দাহ কামাদি ছয়।
শ্রীগুরু-স্মরণে করে বিজয় ॥ ৪ ॥
মায়া-কলরবে পূরিত শ্রুতি।
শ্রীগুরু-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি ॥ ৫ ॥
মায়াপাতে ভব-সংসার-হাট।
শ্রীগুরু কীর্ত্তনে ভাঙ্গে সে নাট ॥ ৬ ॥
শ্রীগুরু স্মরণে মাতিল মন।
শ্রীগুরু-চরণে সঁপে জীবন ॥ ৭ ॥
এ অধম দাস আপন হারা।
শ্রীগুরু চরণ নয়ন-তারা ॥ ৮ ॥

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৫) কপিল

"দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা ॥"

(শ্রীলঘুঃ ভাঃ)।

কপিল—পিতা কর্দ্দম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।১২।২৭)।

ব্রহ্মা কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তিনি সরস্বতী তীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া, সুদীর্ঘকাল ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। গরুড়-বাহনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া, তাঁহার দিব্য চক্ষের গোচর হইলেন। কৃতার্থ কর্দ্দম পরমানন্দে তাঁহাদের পাদবন্দনা এবং স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন,—"প্রভো, আমি সকাম; পিতার প্রজাসৃষ্টির আদেশ পালনে সুযোগলাভ-কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি। সকাম উপাসনা নিন্দনীয় হইলেও, আমি তোমারই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। জানি আমি, সকাম বা নিষ্কাম যে কোনও ভাবে তোমার চরণ আশ্রয় করিলেই, তুমি আশ্রিত জনের সকল গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে শ্রীপাদ সেবাই দাও।"

শ্রীহরি কর্দ্দমের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—"বৎস,—আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না

আমি আপনিই আমার প্রাণাধিক ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করি। তোমারও যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি-প্রধান মনু ও তৎপত্নী শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবহূতি সহ তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাহা হইতেই তুমি পিতৃ-বাক্য পালন করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। আর, আমার এক বিশেষাংশ তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহূতি-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া, আমাতে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ কর। তাহা হইলেই কর্ম্মমুক্ত হইয়া, সময়ে আমাকেই পাইবে।" শ্রীহরি লক্ষ্মী সহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর, মনু ও শতরূপা, কন্যা দেবহূতি সহ উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বগুণান্বিত সুপাত্র কর্দ্দম-ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দ্দম ঋষি সেই দিব্যকন্যা পত্নী সহ মিলিত হইয়া, কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটি পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটি জন্ম গ্রহণ করিলে, অন্তরীক্ষে অমরবৃন্দের দিব্যবাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীত শ্রুতি-গোচর হইল। মরীচি-আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দ্দমকে কহিলেন,—"বৎস, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্ত্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ যোগ্য পাত্র লাভ করিয়া পতিব্রতা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটী ভগবদংশে অবতীর্ণ। জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার নাম হইবে কপিল।" আর তিনি দেবহূতিকে কহিলেন,—"মা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; তুমি কৈটভারি হরির জননী হইয়াছ। এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।"

ব্রহ্মা স্বজন সহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম যথাসময়ে কন্যাদিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া, সংসার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া, আবার পূর্ব্ববৎ বিজন বন-বাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন সফল করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহূতি করযোড়ে সকাতরে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্, আপনি ত হরিসাধনায় চলিলেন। কিন্তু, আমার গতি কি হইবে?"

কর্দ্দম কহিলেন,—"রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিত হইতেছ? স্বয়ং গতি-পতি তোমাকে 'মা' বলিয়া গৃহে আসিয়াছেন; তোমার আর দুঃখ কি? তুমি ভক্তিভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনিই তোমাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন।"

মহাভাগ কর্দ্দম, মহাসত্ত্ব কপিল-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ পুরুষবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্,—বহুজন্ম ভক্তিযোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তুমি স্বীয় ভক্তগণেরই সদা শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর। সেই ভক্তগণের সম্যক সমৃদ্ধি সাধন জন্যই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তদের মান বৃদ্ধি কর; তাই নিজ বাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমি তোমার সর্ব্বসম্পন্ন শ্রীপদে শরণ লইলাম, তুমি আমার হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহমেধীয় ধর্ম্মে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।"

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—"লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং সকলে তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে; তাই আমি আমার অঙ্গীকার মত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার আগমন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের যে অতি গূঢ় মহাপথ, কাল-প্রভাবে আসুর ভাবের আবর্জ্জনায় রুদ্ধপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে আমি এইরূপে আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব, কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া, নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, কালভয়-নিবারণ অমোঘ ঔষধ স্বরূপ পরা-বিদ্যা, কাল-কবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও অকাল-বিপ্লুত অভয়-পদ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থা হইবেন।"

কর্দ্দম-ঋষি পুত্র-রূপী শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্য-যাত্রা করি-

লেন। পুত্র কপিল সহ দেবহূতি সেই বিন্দুসরোবরতীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-সকাশে গিয়া কহিলেন,—"হে প্রভো, আমার বিষয়াসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি আমার বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে দুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। ত্রাণ পাইতে, পরম সৌভাগ্য তোমাকেই এখন অবলম্বনরূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব, তাহাতে আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আদ্য ভগবান্, সকলের ঈশ্বর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার-মগ্ন লোকসমূহের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। আমি তোমারি মায়ায় আত্মহারা হইয়া, মোহকূপে মজিতেছি। তুমি রক্ষা কর আমাকে; আত্মজ্ঞান দিয়া মোহ দূর কর আমার। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।"

মাতার অদোষ—অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব প্রফুল্লমুখে পরম সুখে কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়; তাহার গতি-পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর সেই চিত্ত শ্রীভগবানে রত হইলেই, জীব মোহমুক্ত হইয়া পরম-পদে প্রবেশ পথ প্রাপ্ত হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই জীবকে নানারঙ্গে নাচায়; বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিযোগে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল শুভযোগ উপস্থিত হয়; প্রবলা প্রকৃতিও হীনবলা হয়। স্বয়ং শ্রীভগবানে এই অনন্য ভক্তি-যোগ ব্যতীত জীবের পরম-মঙ্গল-জনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

"হরিপরায়ণ সাধুদের মহিমা অসীম। যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি অপরের অক্ষয়-পাশ-স্বরূপ, সেই প্রসঙ্গই হরিজনে নিযুক্ত হইলে পরা-গতি লাভের কারণ হয়। সাধুগণ আমার সুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে, তাঁহারা ত্যজ্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আমার প্রসঙ্গেই অবিচ্ছেদে কাল হরণ করেন। আমার নাম, আমার কথা আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধু-সঙ্গই অসাধু-জনের যাবতীয় কুসঙ্গ দোষ নষ্ট করিয়া, তাহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাগমে সতত হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথাই হয়; শ্রীহরির মহিমাই সহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত হয়; তাহাতে চিত্ত, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহাতেই রত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত হইলেই, অচিরে অতি বহির্ম্মুখ চিত্তও ভক্তি-রস-সিক্ত হইয়া মলমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন এই অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তি-প্রবাহিনী ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে। সেই প্রবল বেগেই সদাযুক্ত জীব আমাকে তাহার এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়।"

(ক্রমশঃ)

স্মরণ-মঙ্গল

সৌভব যে'মন শ্রীগুরু চরণ
প্রেম ভকতি ধাম।
তোমার লাগিয়া ধরিল আসিয়া
পতিত পাবন নাম॥ (ও নিতাই)॥

অজ্ঞান-তিমিরে নয়ন জোর,
চিরকাল অন্ধ আছিল তোর;—
তত্ত্বজ্ঞান দিয়া দিল প্রকাশিয়া
নাম-নবঘন শ্যাম। (হরে কৃষ্ণ)॥

এমন মানব জনম দুর্লভ,—
এতভাগ্যে তব হো'য়েছে সুলভ;—
ভব-পারাবার, গুরু কর্ণধার
না কৈলে বিধাতা বাম। (আশ্রয়)॥

অভয় শরণ চরণ তাঁর—
সকল ছাড়িয়া ভজরে বীর
জ্ঞান কর্ম্ম আশ অন্য অভিলাষ
যতেক শতেক কাম। (ও ছাড়ি)॥

ভজরে করুণানিধান গুরু,
প্রেম-ভক্তি-দাতা কল্প-তরু;
আচরি প্রচারি স্থাপিল বিচারি
শ্রীগৌর-মনোভিরাম। (ও গুরু)॥ ৫॥

গুরু অনুকূল করহ গ্রহণ,
প্রতিকূল সব করহ বর্জ্জন;

মুকুন্দের প্রেষ্ঠ গুরু-দেবশ্রেষ্ঠ
স্মরহ সকল যাম। (ও মন্) ॥ ৬ ॥
শ্রীগুরু প্রসাদে কৃষ্ণের প্রসাদ,
গুরু অপ্রসন্নে সকল বিষাদ ;
গুরু-কৃপা-বলে কাট অবহেলে
সংসার-বন্ধন দাম (হেলায়রে) ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা যদি অভিলাষ ;
ছাড়রে সকল মায়ার বিলাস ;
এ অধম দাস চিতে নিতি আশ
শ্রীগুরু-চরণে ধাম ॥
(এই ত অভিলাষ হে—) ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অথ দৈন্যরূপস্বনিন্দা ॥

বঞ্চিতোঽস্মিবঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥ ৪৬ ॥

বঞ্চিত হইনু আমি বঞ্চিত হইনু ।
বিশ্ব গৌর-রসে মগ্ন, আমি না পাইনু ॥
আনন্দচিন্ময়রস অখণ্ড আকার ।
অচিন্ত্যশক্তিতে রস হয় দ্বিপ্রকার ॥
গৌররস শ্যামরস এই দুই রস ।
শ্যামরস সম্ভোগ সে কৃষ্ণে করে বশ ॥
গৌররস বিপ্রলম্ভ সাধু সমীচীন ।
কৃষ্ণে শব করি নিত্য করয়ে অধীন ॥
প্রশান্ত গম্ভীর শ্যামরস সুমধুর ।
গৌররস উন্মাদক বিরহ প্রচুর ॥
বৈচিত্র্যবিহীন সুনির্ম্মল শ্যামরস ।
গৌররস প্রাবল্যেতে শ্যাম অন্তর্গত ।
সাধুগুরু-সম্মানিত শাস্ত্র সুসঙ্গত ॥
কভু যদি বল করি উঠে শ্যামরস ।
প্রেমের বৈচিত্র্যভাবে ঢাকে গৌররস ॥
বিপ্রলম্ভরসে কৃষ্ণে লোভ ধক্‌ধকি ।
গৌরাঙ্গ হইল স্বীয় শ্যামবর্ণ ঢাকি ॥
শ্যামানন্দদায়ীর গৌররস সে নির্দ্দোষ ।
বিচিত্র আনন্দে শ্যামরসে করে পোষ ॥
অবিচিন্ত্য ভেদাভেদ দুই রসে হয় ।
আস্বাদ্য-স্বাদকভেদে বিষয় আশ্রয় ॥
"শ্যাম-অঙ্গ" শ্যামরসের কেবল বিষয় ॥
"গৌর-অঙ্গ" গৌররসের কেবল আশ্রয় ॥
শ্যামরস-মধুপান শ্যাম নিত্য করে ।
গৌরাঙ্গ সে গৌররসে নিতুই বিহরে ॥
শ্যাম যদি গৌর রস বাঞ্ছা কভু করে ।
গৌরাঙ্গীর ভাবকান্তি অঙ্গেতে আবরে ॥
আশ্রয়-জাতীয় রস না পায় বিষয় ।
আশ্রয়-জাতীয় ভাবকান্তি হৈলে হয় ॥
গৌরাঙ্গাধিকৃত হৈয়া এই রস রহে ।
অতএব সাধুজন গৌররস কহে ॥
গৌরাঙ্গানুগত জন গৌররস পায় ।
হেন রস স্পর্শ মোরে না হইল হায় ॥
যদি বল স্পর্শ নহে কি তার কারণ ।
আমার দুর্ভাগ্য কহি শুন দিয়া মন ॥
শ্রদ্ধাবান সাধু-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈয়া ভক্তি নিষ্ঠা হয় ॥
রুচি ও আসক্তি—ক্রমে ভাব দশা পায় ।
স্থায়িভাব প্রকাশিত হইবে তাহায় ॥
বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ।
এ চারি মিলনে হয় রসের মাধুরী ॥
অনর্থ নিবৃত্তি কিন্তু না হৈল আমার ।
বঞ্চিত ইহাতে আমি, কি সংশয় আর ॥
কর্ম্মজ্ঞান চেষ্টা মোর আর মিছা ভক্তি ।
অনর্থ জন্মায় জড়ে আনিয়া আসক্তি ॥
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা রসাভাস আর ।
জন্মিয়া তাহাতে সব কৈল ছারখার ॥
কর্ম্মী হৈয়া জড়রস ভোগে করি আশ ।
ভাগ্যদোষে গলে পরি কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥
জ্ঞানী হৈয়া নির্ব্বাণেরে রস কভু বলি ।
জল ভ্রমে মরীচিকা পাছে পাছে বুলি ॥
কভু আমি মিছাভক্তি করিয়া প্রকাশ ।
রস বলি প্রচার করি সে রসাভাস ॥

'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ আর রসাভাস''।
এ-সব শুনিতে প্রভুর না হয় উল্লাস॥'
মহাজনবাণী ইহা বেদের সম্মত।
এই দুই দোষে আমি হইনু বঞ্চিত॥
যদ্যপি গৌরাঙ্গ নাহি লয় অপরাধে।
তথাপি এ দুই দোষে ভক্তিরস বাধে।
হইনু হইনু আমি হইনু বঞ্চিত।
না পাইনু গৌর-রস পরশ কিঞ্চিৎ॥ ৪৬॥

প্রশ্ন

১। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের বিবাহক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশপ্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা কিনা?

২। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কি ভাবে ও কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কিনা? মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব-গণের পক্ষে করণীয় কিনা?

৩। মহাগুরু নিপাতে মালা তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি করা যায় কিনা?

৪। শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

৫। অন্য দেবদেবীর পূজা কি প্রণালীতে গৃহী বৈষ্ণব-গণের করণীয়?

শ্রীসুরেন্দ্রকিশোর কর,—উকীল, বাজিতপুর।

উত্তর

১। বিবাহাদি কার্য্য দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারেই করিয়া থাকেন। শ্রীল পাদগোপাল ভট্ট গোস্বামী তদীয় সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় বলিয়াছেন,—"তত্রাপি শাল-গ্রামস্থ শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদি সর্ব্বকর্ম্মাণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়াৎ গণেশাদি পঞ্চদেবান্ আদিত্যাদি নবগ্রহান ইন্দ্রাদি-লোকপালান গৌর্য্যাদি-মাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ কিন্তু বৈষ্ণবাদীন্ পূজয়েৎ॥" অর্থাৎ শালগ্রামস্থ নারায়ণ-পূজা দ্বারাই বিবাহাদি সকল কর্ম্মে অপর দেবতার পূজা সিদ্ধ হয়; যেহেতু, নামাপরাধ ও সেবাপরাধ ভয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-লোকপালসমূহ, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবেন না, কিন্তু বৈষ্ণব-দিগকে পূজা করিবেন। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি করা উচিত নহে। বিস্তার গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্যেও একমাত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজাই বিহিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ৯ম বিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ২৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণেতর তেলি, মালি প্রভৃতি বুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিজনিত প্রবল বৈষ্ণবাপরাধে অনন্ত কালের জন্য নরক গমন করিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।

মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ব্যবস্থা সর্ব্বগৃহস্থবৈষ্ণবের জন্যই সাত্বত-শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় মহারম্ভে চিত্ত আসক্ত হইলে ভক্তিবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া পড়ে; অতএব ঐ সকল কার্য্য ভক্তির প্রতিকূল জানে পরিত্যাগ করা উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৫।১৪ অধ্যায় আলোচ্য।

৩। গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এই সকল কথার প্রয়োগই বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। "মহাগুরু নিপাত" প্রভৃতি বাক্য গুরুদেবে মর্ত্ত্যজীববুদ্ধিবিশিষ্ট অবৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐরূপ বাক্য কখনও ব্যবহার করেন না।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্য অশুদ্ধিবিচার অপ্রাকৃত বস্তুর উপরও আনিতে গিয়া মহা-অপরাধে পতিত হন। শ্রীতুলসী প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নহেন। মালাতিলক গুরুদাস-বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুতে সমর্পিত অঙ্গে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। মালাকে যাঁহারা অলঙ্কারজ্ঞানে বিচার করিয়া কাষ্ঠবুদ্ধি করেন, অথবা শ্রীহরির মন্দিরস্বরূপ দ্বাদশ তিলককে যাঁহারা অন্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট উপনীত হন নাই, জানিতে হইবে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাকৃত কর্ম্মের অন্তর্গত নহে—উহা বৈধী ভক্তি। সুতরাং উহাতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ন্যায় অশৌচাদি কালাকালের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের অশৌচ অর্থাৎ স্থূললিঙ্গদেহে আত্ম-বুদ্ধিজনিত শোক নাই।

৪। একাদশীর দিন শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে বৈষ্ণব-গণ তৎপর দিবস বিষ্ণু ও বৈষ্ণব পূজা করিয়া তদীয় নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃলোকের সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।

৫। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদেরই নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—ইহাই নিখিল বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বিষ্ণুর পূজা-দ্বারাই নিখিল দেবদেবী, পিতৃপিতামহের, মনুষ্যের, স্থাবর জঙ্গমের তৃপ্তি হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে যেরূপ উহার সমস্ত অঙ্গেরই তৃপ্তি সাধিত হয়, পৃথকভাবে আর পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় জল দিতে হয় না, প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাতে পৃথগ্‌ভাবে আহার প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই সকলের তৃপ্তি হয়।

তবে যাহারা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেবদেবীগণকে বিষ্ণুর দাসদাসীজ্ঞানে, বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সকল দেবদেবীতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি হয়, তবে নামাপরাধ হেতু শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ যে অন্যান্য দেবদেবীর কল্পিত উপাসনা করেন, তাহা মায়াবাদ-হলাহল ও শ্রীগীতার "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" এই বাক্যানুসারে 'অবৈধ'। তাঁহারা ঐরূপ উপাসনাফলে কখনও ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারেন না। অন্য দেবদেবীর নিকট বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্তি বর ব্যতীত অন্য কোনও কামনা করিবেন না।

যথা—সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৩২শ সংখ্যায়-অন্যদেবার্চ্চনে মহান দোষঃ। তথাহি শ্রীনারদীয়পুরাণে যথা—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনিজ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাস ৮৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মবচনে

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।"

নির্য্যাণ-সংবাদ

পরমভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধবচন্দ্র দাসাধিকারী সেবাভূষণ মহোদয় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন—

"প্রভু কহে, দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

শ্রীপাদপদ্মে শতকোটী ভূমিগত প্রণামপূর্ব্বক দাসাধমের নিবেদন এই—আজ বলিতে প্রাণে দুঃসহ বেদনা পাইতেছি—আমাদের অভিন্নগুরুদেব রামরাজেন্দ্রপ্রভু আমাদিগকে রাখিয়া, প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-নিত্যসেবায় চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যকে তাঁহার শিক্ষা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। দুর্জ্জন কৃষ্ণবিমুখ আত্মীয়স্বজন, আসুরিক সমাজ, বৈষ্ণবব্রুব, বাউল-সমাজের সহিত অক্লান্ত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া রামরাজেন্দ্র নিজ সঙ্ঘের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অভিন্ন-শ্রীনিতাইচাঁদ গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে পরম-সত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার শোচাদেশ দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইল। জীবনে তাঁহার সেবার আগ্রহ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার উপাস্যদেবের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি অতুলনীয়। আপনারা আপনাদের নিজজনকে গ্রহণ করুন আর পরমকারুণিক গুরুদেবকে এই সংবাদ দানে আমাকে অনুগৃহীত করুন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীউদ্ধবচন্দ্র দাসাধিকারী
রামামৃতগঞ্জ।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ রামরাজেন্দ্রপ্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সহিত প্রায় একমাসেরও অধিককাল হইবে না কুচবিহার রাজ্যে শুদ্ধহরিকথাপ্রচারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় যেরূপ উৎসাহ ও যত্ন দেখাইয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেই সেবোৎ-সাহদর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বপদান্তিকে নিত্যসেবা প্রদান করিয়াছেন। তিনি একজন গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠ সত্যৈকপ্রাণ শুদ্ধবৈষ্ণবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহস্থ-ভক্তের মধ্যে এরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবতায় অনুরাগ বড়ই বিরল।

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৫ সংখ্যার পর

এই যে চারমুকো বেহ্মা ঠাকুর দেকতে পাও, ওটা যার মূর্ত্তি, সেও সেই কেষ্ণর চাকর। চারহাতওয়ালা বিষ্ণু ঠাকুরটী যার চেহারা, সেও সেই কেষ্ণর চাকর। শিব ঠাকুরটী যার চেহারা, তিনিও সেই কেষ্ণর চাকর। তারপর কালী, দুর্গা যার যার চেহারা তারাও সব সেই কেষ্ণর চাকরাণী। এই সব দেব দেবী দিয়ে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত কাজ কোরিয়ে নেন। কেষ্ণ মজা কোরে গোলোক দামে বোসে এই সব জগৎ-সংসারের সমস্ত কাজ কোরিয়ে নিচ্চেন। তখন এই নবদ্বীপে আর অন্য জায়গায় যে সব বামুন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা সব এ ভেতোরকার কতা বুজ্‌তে পারতেন না, কেও মনে কোরতেন বেহ্মাই জগতের কর্ত্তা, তিনিই সব কোরচেন। কেও মনে কোরতেন বিষ্ণু ঠাকুরই জগৎ সংসার সব কোরেচেন। কেও বোলতেন শিব ঠাকুরই সব। আবার কেও কেও বোলতেন দুর্গা ঠাকরুণই এ জগতের সব তোয়ের কোরেচেন। কেও মনে করেন কালী ঠাকরুণই সব কোরচেন কিন্তু আসল কথা কেও বুজ্‌তেন পেরে, এই সব দেব দেবী পূজো কোরতেন। ভাগবত পুঁথখানা বেশ কোরে বুজে পোড়তে পারলে সব গোল চুকে যায়, কিন্তু এমনি সব পণ্ডিত যে পোড়ে তা কেও বুজ্‌তে পারতো না, ঐ শিব দুর্গা কালী-সকলে এই সবেরই পূজো কোরতো। এখনও নবদ্বীপের লোকেরা ভাল কোরে বুজতে পারে নি। তোমরা ভগবানের রাসযাত্রার সময় যদি নবদ্বীপ সহরে যাও, তো এ কতা যে ঠিক, তা বুজতে পারবে। রাসের সময় ভগবানের রাসলীলা দেকাবে, তা থাকায় না, ঐ সেই কালী দুর্গার মূর্ত্তি থাকায়। সে সব কালী ঠাকরুণ যদি তোমরা থ্যাক, তোমরা অবাক হোয়ে যাবে, বোলবে বা—বা! এ কি মূর্ত্তি! এক একখানা তো কম উঁচু নয়, চোদ্দ হাত পনর হাত লম্ব', যেন মাথার ছটাখানা অ কাশে ঠেকচে।

নবদ্বীপে তখন বামুন পণ্ডিত বিস্তর ছিল, সব্বাই সব সময়ই শাসতোরের কতা নিয়ে থাকতো। কিন্তু থাকলে কি হবে? আসল কথা কেউ বুজ্‌তো না, আর সকল লোকেই ভুল বুজ্‌তো। কে যে ভগবান তা দুচারজন ছাড়া আর কেউ বুজ্‌তো না। সব লোকই কালী দুর্গা মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজো কোরতো, রাত্তির জাগ্‌তো। আর এই সব পূজো কোরলে আর রাত্তির জাগলেই খুব ধর্ম্ম হবে ভগবানকে পাওয়া যাবে, এইটেই সকলের বিশ্বাস। বিশ্বরূপ ভাগবত আর অন্য শাস্তোর পড়ে বুজ্‌তে পারলে যে এ সব কিছুই নয়, কেষ্ণ পুজো না কোরলে আর কেষ্ণকে না ডাকলে কারো দুঃখু দূর হবে না—নরক ভোগ ঘুচবে না। সেইজন্য বিশ্বরূপ কারো সঙ্গে মিশ্‌তো না, একা এক ঘরে কোণে পুঁতি পোড়তো। বিশ্বরূপ ভাগবতে যে বেশ দখল কোরেচে, নবদ্বীপের সব পণ্ডিতই তা বুঝতে পেরেছিলেন। ভগবানকে কেও ডাকে না, লোকের মিচেমিচি পুজো দেখে মনে বড় দুঃখ পেতে লাগলো। সকল লোকই আপন আপন ছেলে মেয়ে টাকা পয়সা নিয়ে ব্যস্ত। কেও ভগবানকে ডাকে না, ভগবানকে ভক্তি করে না, ও মনের কষ্ট বোলবারও লোক পায় না, বিশ্বরূপ এইসব কষ্টে দিন কাটাতে লাগলো। এক একবার মনে করে। যাক এ পাপ সংসারে আর থাকবো না, এসব পাপী লোকের সঙ্গে যাতে না থাকতে হয়, তাই কোরবো—বলে চোলে যাবো

নবদ্বীপে বামুন পণ্ডিতের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের বড় অভাব ছিল—বৈষ্ণব খুব কম ছিল। সেই সব বৈষ্ণবের ভেতোর অদ্বৈত আচার্য্য সব চেয়ে বড় ছিলেন। এনার আসল বাড়ী শান্তিপুরে, বারেন্দ্র শ্রেণীর বামুন। আগে নাম ছিল কমলাক্ষ মিশ্র। বিশ্বরূপ যেমন ছোট ব্যালাতে ভাগবত আর অন্য অন্য শাস্তোর বেশ শিখেছিল, ইনিও সেই রকম ছোট ব্যালাতে সব শাস্তোর শিকে ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী বোলে একজন খুব কেষ্ণভক্ত সন্ন্যাসী খুব ভজন সাধন করে ভারি কেষ্ণভক্ত হোয়েছিলেন। ওঁর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীই ওঁকে অদ্বৈত আচার্য্য নাম দিয়েছিলেন। নবদ্বীপে যা দু চার জন কেষ্ণভক্ত ছিল, শান্তিপুরে আসলেই কেও ছিল না। কাজেই ইনিও মোনের কতা কারো কাছে বোলতে পেতেন না। নবদ্বীপে কেও কেও আছে শুনে, নবদ্বীপে এসে বাড়ী কোরেছিলেন। ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

THE EXPRESS. APPRIL 29.

Swami Bhakti Pradip Maharaj who is still in Patna and delivering his valuable discourses every evening in the Natmandir of the Sabjibagh Hari Sabha delivered a lecture in the P. W. D. quarters on Monday evening. He was to have held a discourse on Prahlad's teachings based on Srimadbhagwat in the house of Babu Annada Charan Ghose Registrar, Patna Secretariat yesterday evening. He will be glad to hold similar discourses in the house of any other gentleman who may requisition his services.

THE EXPRESS, PATNA, APRIL 22

Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj of Sree Gaudiya Math of Calcutta with his three Brahmachari disciples arrived in Patna last Thursday evening and were accommodated in the new Hari Sabha building in Sabjibagh. In the evening the Swamiji delivered learned lecture on Vaishnava religion which was preceded and followed by devotional kirtans of his followers. As notice of his coming was not properly circulated, the audience on Thursday evening was not large, but those who attended heard with rapt attention his learned exposition of the Vaishnava Shastras. The lectures and kirtans are to be continued for three days more from the 23rd to 25th instant at 7 P. M. every evening. The Swamiji is an experienced Graduate of the Calcutta University and can speak English well All Hindus and specially those interested in Vaishnavism are invited to attend.

THE EXPRESS, PATNA

WEDNESDAY, APRIL 21, 1926.

&

The Amrita Bazar Patrika, 20th April, 26.

A correspondent writes to the Patrika from Bhagalpur....Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj of Sri Gaudiya Math of Calcutta with three Brahmachary followers has come here and is putting up in the Thakurbari of the late Radha Charan Babu. In the Thakurbari as well as in other places he has been explaining the Srimat Bhagwat. We learn that the Swamiji is an M. A. of the Calcutta University and he has sacrificed all mundane pleasures for the propagation of Sri krishna's religion of the srimat Bhagwata as revealed to us by Lord Gouranga. In his daily discourses, quite in conformity with the Bhagawata Path he is showing his vast erudition in the Vedas, the Upanishads, the Vedanta, the Shankhya and other branches of Hindu religion and Philosophy. Coupled with his great learning, his deep Bhakti has charmed all who have the good fortune to hear him once. His life and character trully depict what Sri Krishna Chaitanya wanted his followers to be. Those who are prejudiced against Vaishnavism and who have not sunk deep into the sweet religion of Prem and Bhakti, those who have studied Vaishnavism through Vaishnava beggars aud Bairagis and corrupt practices of the so-called followers of Lord Gouranga will be profitted by seeing and hearing Bhakti Pradip Maharaj, who will shed a divine lustre into their hearts--a lustre that will dispel all their doubts and show them who is Gouranga and what is true Vaishnavism. Being a staunch Vaishnava himself the Swamiji has mercilessly attacked those followers of his own sect who have led the lofty religion of Sri Gouranga into filthy degeneration and in this direction, which is also an end of his mission, he has spared nobody.

The Swamiji was given a good reception and hearing in Munghyr and Jamalpur by the local gentry and he will shortly leave this town with his followers for Patna. He is studying Hindi to make his propagation a success in Bihar and is hopeful of starting a branch Math in Behar and fervently appeals to all for help and encouragement. Will the educated and wealthy class listen to his appeal ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ১৫ই মে ১৯২৬ | ৩৮ শ সংখ্যা

সারকথা

প্রকৃত বৈদিক-মত কি ?

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ॥'
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-জ্ঞান।'
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

বেদান্তের মত কি ?

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

একমাত্র সেশ্বর শ্রৌতমত কি ?

'পরম-কারণ-ঈশ্বর' কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'-সার॥
চৈতন্য-গোসাঞির যেই কহে, সেই মত সার
আর যত মত, সেই সব ছারখার॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গ কিরূপ ?

'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে'।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

কোন্‌মার্গে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয় ?

পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—'কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

পূর্ণভগবদ্বিগ্রহ কে ?

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥
ব্রহ্ম—অঙ্গ-কান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষপ্রকাশে
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

ফল ফলিতেছে !

এতদিনে নিরপেক্ষ-সত্যকথা-প্রচারের ফল ফলিতেছে ! এই শুদ্ধ-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আচারবান্-প্রচারকবৃন্দ ভারতের সর্ব্বত্র অনুক্ষণ অক্লান্তভাবে যে সত্যকথা বিতরণ করিতেছেন—তাহার ফল এত দিনে ফলিতেছে।

বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন,—

"ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা-হীন কৃষ্ণগাথা সব॥"

ভগবদর্পিতকায়মনোবাক্য কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট' পুরুষগণের কীর্ত্তন—চেতনের কীর্ত্তন। তাঁহাদের আত্মবৃত্তি উন্মেষিত —প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের কীর্ত্তন—চেতনের ক্রিয়া,—উহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু জড়ান্ধ ব্যক্তির কীর্ত্তনের ন্যায় জড়ের কীর্ত্তন নহে।

চেতনের কীর্ত্তন চেতনের উপর কার্য্য করে, আচ্ছাদিত-চেতন ও সঙ্কুচিত-চেতনকে মুকুলিত-চেতন করিয়া থাকে, মুকুলিত-চেতনকে ক্রমশঃ বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত-চেতন করিয়া দেয়।

চেতনের কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, জড়ের কীর্ত্তনে জড়াভিনিবিষ্ট ভোগোন্মুখ দেহ ও মনের তর্পণ হয়। বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও জড় ও চেতনের কীর্ত্তনের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল-পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ লোক ধরিতে পারেন না।

গ্রামোফোনেও কীর্ত্তন করে, আবার হরিরসমদিরামত্ত কৃষ্ণৈকশরণ শুদ্ধভক্তের সেবোন্মুখ-জিহ্বাগ্রে অবতীর্ণ গোলোকের নিত্যনামরূপী শ্রীহরিও সজ্জন-সমাজে কীর্ত্তিত ও সেবিত হন। পূর্ব্বোক্তটী ব্যসন-বিলাস বা জড়বিলাস, দ্বিতীয়টী ভক্তিবিলাস বা চিদ্‌বিলাস।

বিবর্ত্তবাদী দেহ ও মনোধর্ম্মাসক্ত-প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় জড়বিলাস ও ভক্তিবিলাসকে এক মনে করেন। বাস্তববস্তু ও তাহার বিকৃত-হেয়-প্রতিফলনকে—স্বরূপ ও তচ্ছায়াকে সমজাতীয় মনে করেন—অথবা তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি-দোষ-দুষ্ট চক্ষে উভয়ের পার্থক্য দর্শন করিতে সমর্থ হন না।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণ—ব্রজবাসী—কৃষ্ণশক্তি। তাঁহারাই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও কীর্ত্তনকারী। তাই শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥"

বর্ত্তমানে গৌরনিজজনগণ ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আবার যে শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের বন্যা আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বহু বহু সুকৃতিমান্ জীবের সুপ্তচেতন-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—হইতেছে ও হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমার ন্যায় বহু আচ্ছাদিত ও সঙ্কুচিত-চেতনের সুপ্ত স্বরূপবৃত্তি অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণদাস্য-স্বভাব উন্মেষিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া কতিপয় মৎসর-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে মৎসরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, ইহা একটি বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ—উৎসাহের কারণ এইজন্য—ইহার দ্বারাই স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সত্য কথা প্রচারের ফল ফলিতেছে।

"সত্য কথা বলা উচিত"—এই নীতি প্রচার করিলে যেমন অসত্যবাদি-সম্প্রদায় এই নীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে, তখন সহজেই সত্যবাদিগণ মিথ্যাবাদি-সম্প্রদায়কে ধরিয়া ফেলিতে পারেন, "মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে," "ঈশ্বরকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি নীতি প্রচারিত হইলে যেমন তদ্‌বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারি-ব্যক্তিগণের প্রতিবাদ হইতেই তাহাদের চরিত্র ধরা যায়, তদ্রূপ "ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, ব্যবসায় করিও না", "বিষ্ণু, বৈষ্ণবে ভোগ-বুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি করিও না"—ইত্যাদি ভক্তিরাজ্যের প্রাথমিক নীতি-প্রচারকারিগণের বিরুদ্ধবাদি-ব্যক্তিগণের চরিত্রও সুধীব্যক্তিগণ সহজেই ধরিতে পারিতেছেন।

সুতরাং সুধীসমাজ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাঁহারা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ! শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে যে কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আত্মমঙ্গলেচ্ছু নিষ্কপট কোনও ব্যক্তিরই অসুবিধার কারণ কিছুই থাকিতে পারে না। তবে পরবঞ্চনা ও তৎসঙ্গে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে

আত্মবঞ্চনাকারি-সম্প্রদায়ের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অন্তরায় হইতেছে বলিয়া সেই সম্প্রদায় শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদী হইয়া স্ব স্ব স্বরূপের উদ্ঘাটন ও তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার নিরপেক্ষ-সত্যকথা-প্রচারের বিশেষ সফলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছেন। প্রচারকগণের পক্ষে ইহা বড়ই শুভলক্ষণ ও পরমোৎসাহের কথা।

যেখানে প্রাতিকূল্য নাই, সেখানে আনুকূল্যের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি কম। যেখানে অন্ধকার নাই, সেখানে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ। ভৌমব্রজে পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি প্রতীপকুল না থাকিলে কৃষ্ণের মহত্ত্ব ব্যতিরেকভাবে আর কে-ই বা এত প্রচার করিত? এমন কি অপ্রকটলীলায় বাস্তবস্বরূপে পূতনাদি না থাকিলেও তত্তদ্ভাব কৃষ্ণসেবার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিতেছে।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ষষ্ঠবৃষ্টির ষষ্ঠধারা ও শ্রীকৃষ্ণসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত পূতনা-বধাদি ২১টী নৈমিত্তিক-লীলার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক-লীলা প্রতিভাত হইতেছে, সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন"।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

পূতনা—ভুক্তিমুক্তিশিক্ষক কপট গুরু; ভুক্তিমুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণও—পূতনাতত্ত্ব। কুটীনাটি, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যা ব্যবহারই—বকাসুর। ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধিই—অঘাসুর। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাই—প্রলম্বাসুর। ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলাই—অরিষ্টাসুর। 'আমি বড় ভক্ত, আচার্য্য বা আচার্য্যসন্তান'—এইরূপ অভিমানই কেশী নামক দৈত্যাদি।

বালকৃষ্ণ পূতনার ন্যায় কপট-গুরুকুলকে বিষ্ণুর দ্বারা বিনাশ করেন। আচার্য্যেও বিষ্ণু অবতীর্ণ, তাই আচার্য্য কপটগুরুব্রুবকুলের কপটতারূপ-পূতনাতত্ত্বকে সর্ব্বাগ্রে বিনাশ করেন। পূতনা-বেশী (পূতনার যেরূপ যশোদার ন্যায় বেশ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কপট-মাতৃ-স্নেহ-প্রদর্শন, কপট গুরুব্রুবকুলেও তদ্রূপ গুরুর ন্যায় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য ছল-শিষ্য-প্রীতি প্রভৃতি প্রদর্শন) গুরুব্রুবকুলের তাহাতে বিশেষ অসুবিধা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে বিঘ্ন ঘটে। তাই তাঁহাদের চীৎকার!

সাধু সাবধান!! তাঁহাদের চীৎকার বা বিরুদ্ধ কথায় পড়িয়া তোমাদের হৃদয়ে নবোদিতা কৃষ্ণভজনস্পৃহা হইতে বিচ্যুত হইও না। মায়াবীর বাহ্য আকারে ভুলিয়া আত্মমঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইও না। সাধু সাবধান!! বুদ্ধিমান্ হইয়া কৃষ্ণভজন কর—কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণ কীর্ত্তন কর। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজনের জন্য উদ্গ্রীব হও—

> "কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
> অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
> "সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।"
> "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর॥"
> "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
> সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধুগণ আমাদের মনের বিশিষ্ট আসক্তিরূপগ্রন্থিকে ছেদন করেন—ইহাই সাধুর লক্ষণ।

তাই বলিতেছিলাম, প্রচারের ফল ফলিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে অন্যাভিলাষী, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যতিরেকভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। যেমন পূতনাবধাদি হইতে প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের অবতরণ-বার্ত্তা জানিয়া ভক্তগণ আনন্দে অধীর হন, তদ্রূপ কপটতা, স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, জড়-প্রতিষ্ঠাশা, ধূর্ত্ততা, শাঠ্য, ছলভক্তি প্রভৃতি ভক্তিরাজ্যের অনর্থরাজির অপগমে জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারিত হইতেছে জানিয়া নিষ্কপট-শুদ্ধ-ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই। জয় ভক্তজনরক্ষক প্রতীপকুলভয়ঙ্কর শ্রীসুদর্শনের জয়!! জয় সুদর্শনধৃক্ শ্রীহরির জয়!! জয় প্রহ্লাদেশ, অভক্তভয়ঙ্কর, ভক্তভজনবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃকেশরীর জয়!!!

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৫) কপিল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেবহূতি বলিলেন—'আমি স্ত্রীজাতি; আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে। আমি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিযোগ বল। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাও উপদেশ দাও।"

কপিল-দেবের হৃদয় স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইল। মাতার অভিপ্রায় মত তিনি আবার বলিতে লাগিলেন ;— "মাতঃ, আনন্দ-মূর্ত্তি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীভগবানেই শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের লৌল্য স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু, তাঁহারই গুণময়ী মায়া শক্তি তাঁহাকে অন্তরাল করিয়া, সম্মুখে প্রাকৃত রূপ-রসাদি ধরিয়া, জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়েই বদ্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গে, ইন্দ্রিয়বর্গের ঐ স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তি বিষয় হইতে আবার তাঁহাতেই উন্মুখ হয়। ইহাই অভিসন্ধি-শূন্যা শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি, মুক্তি হইতেও মহীয়সী। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তিবাঞ্ছা কখনও করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত। আমার আনন্দচিন্ময় মদনমোহন রূপেই তাঁহারা একান্ত আসক্ত। ইহাতেই, তাঁহারা ঐ মুক্তির প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও, ঐ ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি, দাসীরূপে তাঁহাদের সেবা করে। তাঁহারা মুক্তলোক বা সিদ্ধ-লোক অতিক্রম করিয়া, শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষুর সদাবাঞ্ছিত ঐ সাযুজ্য-মুক্তি বা মোক্ষপদও কাল-বিপ্লুত। কিন্তু, আমার অমল ভক্তিপথের প্রিয়তম ভক্ত-গণ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া, কালের সম্পূর্ণ অতীত অভয় পদ অধিকার করেন। আমার অনিমিষ-কাল-চক্র কদাচ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ও সুনির্ম্মল ভক্তিযোগই জীবের পরম মঙ্গলের অদ্বিতীয় মহাপথ। মাতঃ, তুমিও সর্ব্বপ্রযত্নে এই পথ আশ্রয় কর।"

"শ্রীহরিই সর্ব্ব-কারণ কারণ। কেহ স্থূলবুদ্ধি-বশে জড়া প্রকৃতিকেই জগতের মূলকারণ বলে। কিন্তু, তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষই মূল কারণ। তাঁহারই বীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতে প্রথম এই অখিল জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চমহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ, পায়ু, ও উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঐ প্রকৃতি—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকৃতির গুণ,—একত্রে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সগুণ; পরম পুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ; তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি বলে প্রকৃতি-জাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। জলাশয়-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁহাকেই পরমাত্মা—পরম-পুরুষ বলে। তাঁহারই অণু-রূপ একাঙ্গ বা অঙ্গাভাস, প্রকৃতির গুণে অহঙ্কার-যুক্ত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নির্গুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখ-দুঃখাদি দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত হন। আবার সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া নির্গুণস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তীব্র ভক্তিযোগ হইতেই বদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য-সেবায় স্বরূপে অবস্থান করে।

"মাতঃ, অতঃপর, এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক্ মুক্তি পাইবার জন্য কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি, শুন। ভক্তিযোগীরা ধ্যান যোগে অন্তরে পরমাত্মার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামল-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্তগণ যে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাহা অনুত্তম অতি সুন্দর নবকিশোর মূর্ত্তি। সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধরিয়াই শিবও 'শিব' নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

দেবহূতি কহিলেন,—"হে ভগবন্, ভক্তিযোগ-কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে

ভুলিয়া সংসার ঘোর মোহ-নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে; তুমি তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য পরম যোগ-প্রকাশক সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছ।"

মাতার এই সুভাষিত সুন্দর বাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন;—"মাতঃ, ভক্তি দুই প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ; ফল-কামিগণের ভক্তি সগুণ; আর, সকলের হৃদয়-বিহারী শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণমাত্রই, যাঁহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গঙ্গাজল-ধারার মত অন্যলক্ষ্যহীনা হইয়া অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরি-পাদপদ্মেই ধাবিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্ম্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ, মুক্তিকে 'পিশাচী' নামে অভিহিতা এবং ভুক্তিরই প্রকারভেদমাত্র জ্ঞান করিয়া, ত্যাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই চাহেন না। এই অকৈতব ভক্তিযোগকেই 'আত্যন্তিক' বা শুদ্ধ-ভক্তিযোগ বলা হয়। আমার এই ভক্তগণ, আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসেবা, সরলতাচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ইন্দ্রিয়-দমন, হরিকথা-শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণ দ্বারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন।

"যাহারা দ্বেষ-হিংসাদির বশে ইন্দ্রিয়তোষণ জন্য জীবগণের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চ্চনার ছলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না স্বীয় হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ হয়, তাবৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা বিধান কর্ত্তব্য।

"হে অনঘে, এই জগতে অনন্ত কোটি জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চতুর্বর্ণাত্মক ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ-জন শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেও, যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল অর্পণ করিয়া, সর্ব্বথা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরি-পরায়ণ ভাগবতজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের অক্ষয় আসন।

"হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও, পরিণামে দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হয়। হরিবিমুখ বিষয়ীরা, মায়ার-কবলে ত্রিতাপময় সংসারে, আর যমদণ্ডে যন্ত্রণাময় নরকেই, পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। গর্ভবাস কালে তাহার আপন দুঃখ-দুর্গতির কথা মনে হয়; তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কত কাঁদে; বলে,—"হরি হে, আমার দুঃখ দূর কর; আমাকে রক্ষা কর; আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়-সেবা করিব না। আমাকে এবার ক্ষমা কর।" কিন্তু, ভূমিষ্ঠ হইয়াই, সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়; আবার সেই বিষয়-কূপেই মগ্ন হয়; হরিভজন করে না; হরিভক্তের নিকট যায় না; পরন্তু, তাঁহার (ঐ হরিভক্তের) দ্বেষ করে। সুতরাং তাহাকে (সেই হরিবিমুখ হরিভক্তদ্বেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই যাইতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-পথেই বৃথা যাতায়াত করিয়া কল্প-কল্প-কাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও পথে কেহ অনিত্য-স্বর্গাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও, পুণ্যক্ষয়ে জন্মান্তে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে, আবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই, চতুর ব্যক্তি, সাধুসঙ্গে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন, এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরম ভক্তিযোগে হরিভজনায় রত হন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া, আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।"

ভগবান্ কপিলদেব নীরব হইলেন। ভাগ্যবতী দেবহূতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মোহপাশ-মুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহূতি বলিলেন,—"হে ভগবন, ধন্য, তোমার ভক্তগণই ধন্য! চণ্ডালও তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া, তোমার একটীবার নাম গান করিবামাত্র ধন্য ও পবিত্র হয়। তোমার নাম যাঁহার রসনায় সদা বর্ত্তমান, তাঁহার কথা আর কি বলিব? অতি নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনিই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি, আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।"

কপিলদেব কহিলেন;—"মা, আমি তোমাকে যে

উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ-মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অকৈতব-ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃত্য হয়।"

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি উত্তর মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল চরিত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কৃষ্ণে মতি দৃঢ়া হয়।

বিশুদ্ধভক্তিযোগের বা অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশদাতা কপিলদেব, শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। ইঁহার উক্তির প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্‌ভাব-ভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা কপিল হইতে ভিন্ন। নিরিশ্বর সাংখ্য প্রণেতা কপিল অন্য একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তকঃ॥" (বনঃ পর্ব্বঃ ২২০-২১)। অত্র নীলকণ্ঠ টীকায়াম, "অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্ধর্ম্মো যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ॥" অনেকে ভ্রমবশে এই নিরীশ্বর জীবতত্ত্ব কপিলের সহিত আমাদের আলোচ্য ভগবদবতার কপিলের নামের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন। "তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি।"

শ্রীভগবানের "আবেশ" দ্বিবিধ—

(১) "ভগবদাবেশ",—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।

(২) "শক্ত্যাবেশ',—যথা, নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা সনকাদি।

যাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের কোনও এক শক্তির বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই 'শক্ত্যাবেশ" বলে। যেমন, নারদে ভক্তি-শক্তি; পৃথুতে পালনী শক্তি; চতুঃসনে জ্ঞান শক্তি; ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। মহত্তম জীব মাত্রেই শক্ত্যাবেশ ও অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবদাবিষ্ট জীবে এই শক্তি অধিকতর ভাবে প্রকট হয়। তাই তিনি আপনাকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবত পাঠে জানা যায় যে, দেবহূতি-নন্দন কপিলের বাক্য যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীহরিতে মতি দৃঢ়া হয় এবং তিনি ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন। কিন্তু নিরীশ্বর কপিলের মতে,—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (সাংখ্যদর্শন ১৷৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিবে, নয় 'বদ্ধ' বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই (সাংখ্যদর্শন ১৷৯৩)। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে?' তদুত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতেছেন,—ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অণিমাদিসিদ্ধযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনাপর। ইহা ব্যতীতও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলমতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ; কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে যথা—

> কপিলো বাসুদেবাংশ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
> ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
> তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
> সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
> সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতম্॥

সুতরাং, কপিল দুইজন,—একজন ঈশ্বরাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ; তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরী' নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ব-বেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয় করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরী' নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব-বেদবিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। দেবহূতি-নন্দন কপিলই সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা,

তিনি যদিও 'সাংখ্যদর্শন' নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবাদিত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তি-যোগেরই কথা পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি-মুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ৩।১১-১৪)। **নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-বাদী ; ভগবদাবেশবতার** কার্দ্দমি কপিল **ষড়্-বিংশতি-তত্ত্ববাদী**। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি-কপিলোক্ত সাংখ্যমত-গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া 'সাংখ্যদর্শন' নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি সত্যযুগের কার্দ্দমি কপিলের ষড়বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সার-সঙ্কলন হইলেও উহাতে মত-পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক্যমত। পরাশর পুরাণে লিখিত আছে—

"অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কনাদপ্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শনের শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশ সকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে ; অসুরগণের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।"

প্রাপ্ত পত্রাবলী

(১নং পত্র)

মাননীয় গৌড়ীয়-সম্পাদক-মহোদয়গণ, নিম্নলিখিত প্রতি-বাদটী আমি আমাদের স্থানীয় 'জনশক্তি', 'যুগবাণী' ও 'পরি-দর্শক' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। কৃপা পূর্ব্বক আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক পত্রখানিতে ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, প্রকাশে বিলম্ব করিবেন না। ইতি।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল (শ্রীহট্ট বাসী)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক-মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, ২৬শে মার্চ্চ তারিখের 'যুগবাণী' নাম্নী শ্রীহট্টের একখানি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাস যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং দুরভিসন্ধি-মূলে লিখিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বক্তিয়ার খিলিজির সময়ের আক্রান্ত নবদ্বীপ-নগর বাদ দিয়া গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে 'রামচন্দ্রপুর' নামক স্থানে নূতন নবদ্বীপ বসাইবার চেষ্টা করিয়া আমাদের শ্রীহট্ট জেলায় একজন বাবাজী কয়েক বৎসর হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের বিরুদ্ধে একটী বৈষ্ণবপল্লী বসাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। যাহারা এই সকল বিষয়ে কিছুই অনুসন্ধান করেন না, এরূপ কতকগুলি লোকের সাহায্যে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বিগত শতাব্দীর সত্তর নদীয়ার কতিপয় স্থানকে অবৈধভাবে 'মায়াপুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তথায় কতিপয় মাড়োয়ারীর গোশালা স্থাপন করাইয়াছেন। তিনি সেখানে গঙ্গা-গোবিন্দের রাম-সীতার মন্দিরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রচলন করিবার কিংবদন্তীকে প্রমাণ বলিয়াছেন ; 'প্রাচীন নদীয়ার কথা' নামক একখানি গ্রন্থ হইতে উক্ত বাবাজীর ভ্রান্ত ধারণা সকল ধরা পড়িয়া যায়। উহা শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী নামক এক অনুসন্ধানকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের অনুসন্ধান-প্রণালী প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রসম্মত।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কোনও অপর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল অসত্য কথাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণের চেষ্টা হয়, তাহা সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ কখনই আদর করেন না। বক্তিয়ার খিলিজীর সময়ের নদীয়া-নগর—মহাপ্রভুর সময়ের নদীয়া নগর—অর্থাৎ চাঁদকাজীর সমাধি-বিশিষ্ট নদীয়ানগরই প্রাচীন নবদ্বীপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর নদীয়ার পয়োবস্তি-জমীকে চাঁদ কাজীর সময়ের নবদ্বীপ বলা যাইতে পারে না। উহা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীয় রামচন্দ্র রায়ের স্থান ; তদ্ব্যতীত মায়াপুর ও বামন-পুকুরের নিকট কৃষ্ণনগর, করিয়াটী, রামজীবনপুর ও তারণবাস প্রভৃতি স্থানের কথা প্রাচীন প্রামাণিক ইতিহাস

ও কাগজগুলিতে উল্লেখরূপে বর্ণিত আছে। বাবাজী সেই-গুলি গোপন করিয়া বেলপুকুরের নায়েবের সহিত যোগদান পূর্ব্বক মহাপ্রভুর সময়ের প্রাচীন নবদ্বীপকে স্থানান্তরিত করিবার যত্ন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে। এসকল বিষয়ে যেরূপ প্রমাণ আছে, তাহা বাবাজীর কাল্পনিক প্রমাণগুলি অপেক্ষা অনেকগুণে বলবান্। সাকটীয়ার বাবাজী মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে বৈষ্ণবদিগের সহিত বিদ্বেষ করিতে গিয়াই যে কাল্পনিক 'মিঞাপুর'কে প্রাচীন 'মায়াপুর' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, উহা রামচন্দ্রপুরে মাদ্রাসার জমি মাত্র। সেই মাদ্রাসার কথা কয়েকটী প্রাচীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে।

অনেক আগন্তুককে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সদানন্দভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেই মাদ্রাসার জমিকে 'নূতন মিঞাপুর' বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, ঐ প্রকার অনুমানের কোনও প্রকৃত প্রমাণ নাই। মায়াপুরের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সকলেই রমজান মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির সন্তান এবং তাঁহাদিগের কুটুম্ব। উঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপের কবিরাজ-পাড়ায় শালিগ্রা হইতে আসিয়া কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে বাস করিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের পাঁচ পুরুষ তথায় বাস হয় নাই। আবার ঐ মায়াপুর গ্রামে 'বৈরাগীর ডাঙ্গা,' "মুরারি গুপ্তের স্থান" প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া আজও চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইয়া দিতেছে। ভূকৈলাসের প্রাচীন ঘোষাল মহাশয়ের কাশীযাত্রা-প্রসঙ্গে ভক্তিবিনোদ-মহাশয় নির্দ্দিষ্ট মায়াপুরই প্রাচীন 'কবিরাজ পাড়া' বলিয়া লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। রেণেলের ম্যাপেও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে কতিপয় বৃক্ষ অঙ্কিত আছে এবং উহা প্রাচীন নবদ্বীপের পল্লী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিল্বপুষ্করিণী নিবাসী পণ্ডিত মহোদয়গণ শ্রীমায়াপুরকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া সাক্ষ্য দেন। দুই শত বৎসরের পূর্ব্বলিখিত ভক্তিরত্নাকর, শত বর্ষের পূর্ব্বলিখিত বিল্বপুষ্করিণীর ভট্টাচার্য্যগণের ব্যবস্থা-পত্র, যাবতীয় পুরাতন রেকর্ড-কাগজ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের সকল অনুসন্ধান দ্বারাই ভক্তিবিনোদ-মহাশয়ের কথাই অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে কতিপয়ব্যক্তি সহজিয়া ও বাউলদিগের বিচারে অবস্থিত হইয়া প্রকৃত সত্যানুসারী বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধ করিবার জন্য প্রকৃত স্থানের আবিষ্কার-বিষয়ে অনর্থক গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছিলেন। মৃত মদন-গোপাল গোস্বামী পাঠ-বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবন যাপন করাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করায় উহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এরূপ প্রমাণিত হইলে তিনি প্রকৃত সত্যের সহিত বিবাদ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার একজন তন্তুবায় মোক্তার শিষ্যের দ্বারা অন্যায় পূর্ব্বক যে বাগ্‌বিসম্বাদ স্থাপন করান, তাহাই স্বধামগত লোক-নাথ গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু পাঠ-বক্তৃতাব্যবসায়ী মল্লিক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা হইয়া উক্ত মৃত মদন গোপাল গোস্বামীর অনুসরণ করায় তিনিও সেই তন্তুবায় মোক্তার মহাশয়ের গালাগালিপূর্ণ অশ্লীলতা বাবাজী মহাশয়ের যোগে প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু থিওসফিকেল সোসাইটীর কর্ম্মচারী মল্লিক মহাশয় মায়াবাদ প্রচার কল্পে বৈষ্ণবগ্রন্থ ও বৈষ্ণব ইতিহাস প্রভৃতির সহিত বিদ্বেষ স্থাপন করিতে গিয়াই ভৌগোলিক সত্য অপলাপ করিতে বসিয়াছিলেন।

আমি শ্রীহট্ট প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া গৌরবান্বিত। আমার স্বদেশবাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় এবং প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাজীব লোচন দাস মহাশয় সত্যকথার অনুমোদন করিয়া শ্রীহট্টের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সাকটীয়ার বাবাজী মহাশয় তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও মাৎসর্য্যযুক্ত চিত্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল কথার দ্বারা শ্রীহট্ট বাসীর সত্যনিষ্ঠায় কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, তাহা আমি প্রকাশ্যভাবে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভক্তিবিনোদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল সত্য কথার বিপর্য্যয় হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সভার মূলস্তম্ভ পরলোকগত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি, পরলোকগত হাইকোর্টের জজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইসচেন্সলার সুপণ্ডিত স্যার গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক নবদ্বীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ পি এচ্চ, ডি প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত বাবাজী মহাশয়ের কথা আদর না করিয়া সকলেই সত্যের আদর করিয়াছেন। কাসীম বাজারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় স্বরচিত একখানি গ্রন্থ লিখিয়া উহার অনুমোদন প্রার্থনা করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা ঐ গ্রন্থকে শুদ্ধভক্তির বিরোধী বিদ্ধভক্তির অনুমোদনকারী বলিয়া নির্ণয় করায় তিনিই শুনা যায়, শ্রীগজেন্দ্র সিংহ দ্বারা শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার ভৌগোলিক সংস্থানের কল্পনামূলে বিরোধ উপস্থিত করান। মুর্শিদাবাদের পরলোকগত রাম প্রসন্ন ঘোষ, পরলোকগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিত-গণ এবং মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপনিবাসী পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল মহাশয় সকলেই সারুটীয়ার বাবাজী-উত্থাপিত কাঁকড়ের মাঠকে 'প্রাচীন মিঞাপুর' বলেন নাই।

সারুটিয়ার বাবাজী শ্রীমায়াপুর হইতে বিতাড়িত মৃত তারক ব্রহ্ম গোস্বামীর দ্বারা যে মুসলমানের কবর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল বলিয়া কাল্পনিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া চালাইতে চাহেন, তৎপ্রতিকূলে মায়াপুর গ্রামের ও নিকটস্থ বল্লাল দীঘী ও বামন পুকুর গ্রামের হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই মুক্তকণ্ঠে এখনও সাক্ষ্য দিতেছেন।

স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু ধামযাত্রী ভদ্রলোক জানিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটায় অচ্ছেদ্য তুলসী বন ছিল। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ এখনও ঐস্থানকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। এতৎ-বিষয়ে বহু ধামযাত্রী ব্যক্তি এখনও সাক্ষ্য দিতেছেন। মন্দিরের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে বহুদূরে কবর থাকার ছলনা অবলম্বন করিয়া কতিপয় স্বার্থান্ধব্যক্তি নানা অসত্যকথা রটনা করিয়াছে।

স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে অবৈধভাবে অন্যায় পূর্ব্বক উত্তেজিত করিবার চেষ্টা এবং শ্রীহট্টবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণকে প্রাচীন নবদ্বীপের অধি-বাসিগণের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা সমীচীন বোধ করি না। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিবাসিগণ কোনও দিনই শ্রীহট্টবাসী হিন্দুজাতিকে অপমান করেন নাই। এই অসত্য কথা যিনি সংবাদপত্রে প্রচার করেন ও নানাস্থানে বলিয়া বেড়ান, তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় করাই কর্ত্তব্য।

সারুটিয়ার বাবাজী মহাশয় 'শ্রীহট্টের অধিবাসী' বলিয়া গৌরব করিতে গিয়া তাঁহার কার্য্যে যে সকল অবিচার হইতেছে, তাহা গোপন না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ডি, আই, জি পুলিস বিভাগের কেরাণী শ্রীযুক্ত মুরারি লাল অধিকারী এই সকল সংবাদ না জানিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা বড়ই অশোভনীয়। আমাদের শ্রীহট্ট করিমগঞ্জের গৌরব রায় তারকচন্দ্র দত্ত বাহাদুর মহোদয় মুরারি বাবুকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিলেই শ্রীহট্টবাসি-গণের নিকট সত্য কথা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল
(শ্রীহট্টবাসী)

অশ্রৌত দর্শন

(২নং পত্র)

অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনাধ্যাপক-বর—

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক-মহাশয়-সমীপেষু

মহাশয়,

'বঙ্গবাসী' পত্রে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সাহিত্য-সম্মিলনের অভি-ভাষণ-(২) পাঠে আমার যে দু'একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনার দার্শনিকপাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া আমার পত্রখানি প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার অধিকার না থাকায় সেই ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহে কি আছে, তাঁহার জানা নাই। সুতরাং বিভিন্নদার্শনিক-সমূহের মত সঙ্কলন করিয়া একখানি কোষগ্রন্থ সংগৃহীত হইলে তাঁহার ন্যায় কৌতূহলবিশিষ্ট তর্কনিষ্ঠ হৃদয় বিচার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অক্ষজ-জ্ঞানের বিচারকারী যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার প্রতি-

কূলে বিচারের সম্ভাবনা আছে—একথাও তিনি জানেন। তর্কবাগীশ মহাশয় দৃঢ়রূপেই জানেন যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মত কোন দিন বিনষ্ট হইবে না ও হইতে পারে না —এই কথা তিনি অভিভাষণেও জানাইয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন, "আর একটী বাদ আছে, তাহার নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ।" পণ্ডিত মহাশয়ের শব্দশাস্ত্রে প্রচুর অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি অচিন্ত্য-যুগপৎ-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চিন্তা আবাহন কেন করিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের চিন্ত্য ব্যাপার। তাই বলিয়া 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থাপ্তিতে কেন তিনি দারিদ্র্য দেখাইলেন? শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর লিখিত "স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব"—ইহার তর্কবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ 'বাদ' রূপে পরিণত কিরূপে হইল? ইহাও কি তর্কান্তর্গত মত না বাস্তবসত্য-সংখ্যান। কামল রোগীর নিজদর্শনোপযোগি-বর্ণ-নির্দেশের ন্যায় শ্রীজীবের বাস্তব-সত্যাভিধান তর্কান্তর্গত করিলেন। যদি তিনি শ্রীমধ্বাদিত শ্রৌত ও তর্কপন্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া থাকিলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। কার্য্যকারণবাদের আলোচনার অভাব হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সংজ্ঞায় জীবেশ্বর-পরিহারৈকম্য এবং গৌণজগতের উপাদান-কারণাত্মক ঈশ্বর সহ কার্য্যাত্মক দৃশ্য-জগৎ-সম্বন্ধীয় ভেদাভেদসঙ্কোচ। বিশেষতঃ শ্রৌতপন্থাকে প্রচ্ছন্ন-তর্কপন্থীর সগুণ-উপাসনা বলিয়া মনে করিতে গিয়া অভ্যঙ্কর বাসুদেব শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করা তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিচক্ষণতার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আরও তিনি বলেন শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ ও শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত বাদ প্রভৃতিও দ্বৈতবাদ। তর্কবাগীশ মহাশয়ের "আমি" 'দ্বৈতবাদ-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতেছি', সুতরাং রামানুজের ও নিম্বার্কের বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিও দ্বৈতবাদ। পণ্ডিত মহাশয় শাঙ্কর দর্শন ব্যতীত অন্যপ্রকারে 'অদ্বৈত' শব্দের প্রয়োগ করিতে নারাজ। এরূপ বলপ্রয়োগ কি শব্দ-শাস্ত্রে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য মাত্র নহে! তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাস্তব-সংজ্ঞার উদ্দেশ কেবলাদ্বৈতীর পরিভাষা-মঞ্জুষায় আবদ্ধমাত্র। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' শব্দদ্বয় সংখ্যাগত-ভেদমাত্র নির্দ্দেশক। বস্তুর বহুত্ব ও বস্তু-শক্তি-বহুত্বের অবৈধভাবে ব্যবহার-জন্য যে ভ্রান্তির উদয়ক্রমে একতাৎপর্য্য-পরত-রূপ বিবর্ত্ত তাহা হইতে মুক্ত হওয়া কি যায় না?

আর একটি কথা এই যে শান্তিপুরের রাধামোহন-গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভের টীকাকার রূপ উক্তিতে তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিষম বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। 'বঙ্গবাসী' বা 'ভারতবর্ষ' নামক সাধারণ-পাঠ্য-কাগজে এই প্রকার ভ্রান্তির প্রতিবাদ করিতে গেলে অধিক ফল লাভ আশা করা যায় না। রাধামোহনের জীবদ্দশা ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভ হওয়া দূরে থাক্, অষ্টাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিলেও কালগত-ভ্রম প্রবেশ করিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদয়কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ভট্টাচার্য্য-গোস্বামী তাঁহার ছাত্র এবং মধুসূদন গোস্বামীর পুত্র, পরমানন্দের পৌত্র এবং অদ্বৈত প্রভুর প্রপৌত্র।

শ্রীঅমূল্য কুমার সরকার
বারাণসী

সম্পাদকের উক্তি

তর্কবাগীশ মহাশয় তর্কপথ অবলম্বন করিয়া শ্রীল জীব-গোস্বামীর ভাষা হইতে যে উপাদান-কারণ ঈশ্বর ও জগৎ-কার্য্যের সম্বন্ধে ভেদাভেদের প্রয়োগ নির্ণয় করিয়াছেন এবং জীব ও ঈশ্বর-সম্বন্ধে ভেদাভেদ নহে বলিবার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমাদের বোধ হয় তাহা শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তীর অনূদিত সর্ব্বসংবাদিনীর ভ্রমপূর্ণ-ব্যাখ্যা পাঠ-নিবন্ধন। মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা যাহা তাঁহার আয়ত্ত তাহাতেই সময়ক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ অথচ দর্শন-পাঠ কৌতূহলী হইয়া জার্ম্মাণ ও অন্যান্য ভাষা-লিখিত গ্রন্থসার সংগ্রহেই উদ্গ্রীব! উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, তিনি নিজ ঘরের দুয়ারে বাঙ্গালায় রচিত সুবহুল-প্রচারিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি শ্রোত্রিয় ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট সেবোন্মুখচিত্তে না শ্রবণ করিয়া এরূপ বৈষ্ণব-দর্শন-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন কেন? মধ্যলীলা ২০শ অধ্যায়ে জীব-স্বরূপ-বর্ণনে শ্রীচৈতন্যদেবের

শ্রীসনাতনের প্রতি উক্তিতে তিনি স্পষ্টই পাঠ করিতে পারিতেন যে, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" এই ভেদাভেদ-প্রকাশ ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধেই কথিত। আরও তর্কবাগীশ মহাশয় যখন সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভ করেন নাই, সেইকালে বঙ্গভাষায় রচিত জৈবধর্ম্ম-প্রবন্ধে প্রচারিত দশমূলে ও তদনুবাদে তাঁহার আত্মমত-শোধনকল্পে যে শ্লোক লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা থাকিলে অথবা প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে তাঁহাকে বেফাঁস কথায় লগ্ন হইতে হইত না।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ

সকলং শব্দে "চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ।

তর্কবাগীশ মহাশয় "বিশিষ্টাদ্বৈত" ও "দ্বৈতাদ্বৈত" শব্দে দ্বৈতবাদমাত্র বুঝিলেন ও অপরকে বুঝাইলেন কিরূপে? নির্ব্বিশিষ্ট না হইলেই অদ্বৈত-তত্ত্বের সম্ভাবনা নাই এরূপ জড়জগৎ পরিদর্শনকারীর জড়ীয় তর্ক, 'বিশিষ্ট' ও 'দ্বৈত' শব্দ যোগ সত্ত্বেও 'অদ্বৈত' শব্দ 'দ্বৈতবাদ'-দ্যোতক বলায় শাব্দিক-পরিভাষাজ্ঞানের অভাব জানিতে হইবে। যদি যথার্থ-বোধক-ই হইত তাহা হইলে তাদৃশ দার্শনিকদ্বয়ের তর্কবাগীশ মহাশয়ের অপেক্ষা শব্দশাস্ত্রে কিছু কম অধিকার ছিল ইহাই কি জানিতে হইবে? তাঁহাদের ঐ 'অদ্বৈত' শব্দে বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের দ্বৈতবুদ্ধি নিরাস করিতে তাঁহারা অসমর্থ হইয়াছেন? তর্কবাগীশ মহাশয় নিজ-কপোল কল্পিত-মতবাদ-স্থাপনোদ্দেশ্যে বিভিন্ন অদ্বৈত-দর্শনকে কেবলাদ্বৈত-দর্শন হইতে পৃথক্ বলিবার অভিসন্ধিতেই যে অশ্রৌত-প্রচ্ছন্ন-তর্কপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এই নিগূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখানে তাঁহার অভিসন্ধির বিশদ আলোচনা করিবার সুযোগ কম সুতরাং প্রবন্ধান্তরে আলোচনাপেক্ষায় অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ তাঁহার বিচার মতে সদানন্দের কাল্পনিক দুর্ব্বল বিচার দ্বৈতবাদের মুদ্গর সদৃশ বলিয়া বিবর্ত্ত ধারণা উপস্থিত করিয়াছে।

১৪৮৯ শকাব্দার রাঢ়ীয়-শ্রীনিবাস-কারিকা-মতে বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ষ গণনা-প্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন। ১৫২১ শকাব্দায় রাঘবানন্দের দিনচন্দ্রিকা প্রচারিত হয়। হরিহরতনয় ১৫২১ শকাব্দার পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রের কাল তজ্জন্য উনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি কোলব্রুক সাহেবের প্রকটকালীয় বন্ধু হইতে পারেন না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশকে উনবিংশ-শতাব্দী বলা ঐতিহ্যভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীমহেশ্বর বিশারদের তনয় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম কয়জন ছিলেন এবং তাঁহাদের অবস্থিতির প্রমাণ তর্কবাগীশ মহাশয় কিরূপ পাইয়াছেন, জানিতে পারিলে তাঁহার কোথায় ভ্রম হইয়াছে, দেখান যাইতে পারে।

মধ্বমতের ভেদসিদ্ধান্ত বলদেব তত্ত্বানন্দকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া 'বিশিষ্টাদ্বৈত' বা 'দ্বৈতাদ্বৈত' শব্দে 'দ্বৈতবাদ' বুঝাইবে ইহা কোন ন্যায়? ঈশ্বরজীব ব্যক্তিগত অভেদ প্রভৃতি প্রলপিতবাক্য না বলিতে পারিলেই দ্বৈতবাদ-চূর্ণকারী মুদ্গরাঘাতে ক্লিষ্ট করিয়া সদানন্দানুগত্য করিতে হইবে এরূপ নহে। বৌদ্ধপালগ্রন্থের অশ্রৌত দ্বৈতবাদের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদের সাম্য প্রয়াস কখনই হইতে পারে না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য কুষ্টিয়ার পরিচিত শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী মহামহোপাধ্যায়ের কুতর্কজালে পতিত হওয়া ক্লেশ না পান, ইহার অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনে আলোকিত করা আবশ্যক।

(৩নং প্রাপ্ত)

পরম ভক্তভাজন

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনাদের শ্রীমঠের প্রচারকপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ গত ২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত নারমা গ্রামে অবস্থিতি করিয়া এই দীন গ্রামখানিকে পবিত্র করিয়াছেন, এই কয়েক দিবস যাবৎ তাঁহাদের শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ-পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-মূলক-বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গ পরম পরিতোষ লাভ

করিয়াছেন, তাঁহাদের আগমনোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল, উভয় পক্ষীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাদের শ্রীমুখের গভীর যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব-কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন, বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সাধুগণের উদার ভাব, অমায়িক আচরণ, অমৃতময়ী ভাষা ও শাস্ত্রীয় নিগূঢ় তথ্যের সরল-প্রকৃত-বর্ণন জন-সাধারণের মনে এরূপ ধর্ম্মপিপাসার উন্মেষ করিয়াছে যে, মায়িক জগতের আকর্ষণী-শক্তি মোহান্ধবদ্ধজীবের পক্ষে প্রবল-বল-সম্পন্না না হইলে অনেকেই ভোগ লালসাময় অনিত্যসংসারকে পদাঘাত করিয়া নিত্য-সত্যবস্তুর সন্ধানে ধাবমান হইত, অস্মদ্দেশীয় ভেকধারী তথা-কথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচরণে লোকের মনে ধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহার কতকাংশ প্রতিকার হইয়াছে। আপনাদেরই অনুকম্পাবলে এই কামকাঞ্চন-ভোগ-লিপ্সু অধমগণের ভাগ্যে এইরূপ সৎসঙ্গ লাভ ঘটিয়াছিল, পুনরায় সঙ্গলাভের আশায় আশান্বিত রহিলাম। আশা করি, কৃপায় বঞ্চিত হইব না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কতিপয় ভক্তসম্প্রদায়-বিদ্বেষি-ব্যক্তি "বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-পরিব্রাজক-গণের গোযান-বাহন শাস্ত্র-গর্হিত, এবং গোজাতি বিষ্ণুর অংশভূতা'' আদি নানাবিধ কুটতর্কের দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া মঠস্থ সৎসাধুগণের প্রতি অনাসক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তন্নিমিত্ত প্রার্থনা, আপনারা আপনাদের পারমার্থিক পত্রিকায় এই গোযান-বাহন শাস্ত্র বিরোধী কিনা, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা দ্বারা লোকের সন্দেহ দূর করিবেন।

পরিশেষে আমার নামে "গৌড়ীয়" পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিয়া আমাকে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিবেন।

একান্তবশংবদ অনুগ্রহাকাঙ্খী—
শ্রীঅঘোরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন

বক্তব্য

বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ৩য় বিলাসের ২৫শ সংখ্যায় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ও "সদাচার-স্মৃতি" নিবন্ধ-গ্রন্থে পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দ-তীর্থ শ্রীমধ্ব মুনি পদ্মপুরাণোক্ত বৃহৎ-সহস্র-নাম-স্তোত্রের বচন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

অর্থাৎ অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুকেই তাঁহার নামরূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তন দ্বারা স্মরণ করিতে হইবে, কখনও বিস্মৃত হইতে হইবে না অর্থাৎ বিষ্ণুব্যতীত মায়িক নাম, রূপ, গুণলীলার কীর্ত্তন দ্বারা মায়িক বস্তুর স্মরণে ব্যাপৃত হইতে হইবে না। নিখিল-বিধি-নিষেধ ঐ দুইটী মূলবিধি ও নিষেধেরই অনুগ।

সুতরাং বিষ্ণুস্মরণই একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধি এবং বিষ্ণুর বিস্মরণই—একমাত্র নিষেধ।

কর্ম্মজড়স্মৃতির অনুগত ব্যক্তিগণ উপরি-উক্ত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য তাঁহাদের কর্ম্মজড়াবদ্ধ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ বাহ্যবিধিনিষেধ-পালনেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া বিধি ও নিষেধের মূলকে হারাইয়া ফেলেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত (৬৷৩৷২৫) শ্লোকে শ্রীযমরাজ যমদূতগণকে বলিতেছেন যে, সনাতন-ধর্ম্ম সাক্ষাৎ সনাতন-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রণীত—উহা মানুষের মনোধর্ম্মের কল্পিত ব্যাপার নহে। ঐ সনাতন-ধর্ম্ম বিদ্যাধর, চারণাদির কথা ত' দূরে থাকুক, কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবগণ, কি সিদ্ধসঙ্ঘ, কি অসুর-গণ, কি মানবকুল কেহই জানেন না। কেবল ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, জনক, প্রহ্লাদাদি দ্বাদশজন বৈষ্ণব সেই পবিত্র, গুহ্য ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ সনাতন-ধর্ম্ম অবগত আছেন। শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনই—জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি; তাহাই পরম ধর্ম্ম, জীবাত্ম-স্বরূপের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, ভগবন্নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবেই যদি আনুসঙ্গিক ভাবে নিখিল কলুষ বিধ্বংসিত হয়, তবে দ্বাদশ-বার্ষিকাদি-প্রায়শ্চিত্ত-বিধায়ক স্মৃতির আবশ্যকতা কি? তদুত্তর এই যে, মন্বাদি জৈমিন্যাদি স্মৃতিকারক 'মহাজন' নামে পরিচিত পুরুষগণেরও মতি দৈবী মায়ায় অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াছে, তাই যেমন বৈদ্যগণ মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধের সন্ধান না জানিয়া রোগ-নিবারণের জন্য ত্রিকটুকনিম্বাদির ব্যবস্থা করেন, তদ্রূপ দ্বাদশ-বৈষ্ণব ব্যতীত অপর মহাজনগণ গুহ্য ভাগবতধর্ম্মের কথা না জানিয়া দ্বাদশ

বার্ষিকাদি নানাকর্ম্মবহুল প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মধুপুষ্পিত ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদরূপ ত্রয়ী বা ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রয়ীতে মহাজনের বুদ্ধি জড়ীকৃত। সেই কর্ম্মজড়তা বিস্তারশীল মহাকর্ম্মরাজ্যে ঋষিকে নিযুক্ত করে। যে সকল সুবুদ্ধিজন এই কর্ম্মকাণ্ডীয় নির্ব্বুদ্ধিতায় আবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বাত্মা দ্বারা অনন্ত-ভগবানে ভক্তিযোগ বিধান করেন, তাঁহাদের কর্ম্মজন্য দণ্ড নাই; ভগবৎ-কথা-দ্বারা তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত রাজ্য অতিক্রম করিয়া নিষ্কামিকতা লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল ভগবৎপ্রপন্ন হরিজন আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের উচ্চতমস্তরস্থিত দেব ও সিদ্ধগণের দ্বারা পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই হরির অস্ত্রদ্বারা রক্ষিত হরিজনগণের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায় বিচারাধীন করিতে গমন করিও না। তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রশংসার্হ বা দণ্ডার্হ নহেন।

"বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকগণ" হরিকীর্ত্তন করিবার জন্যই সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের হরিস্মরণ হয়। কীর্ত্তন ব্যতীত নিজেন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছায় তাঁহাদের কোনও কর্ম্ম নাই। তাঁহারা যে কিছু কার্য্য করেন—তাহা সকলই হরিকীর্ত্তন বা হরিস্মরণের অনুকূল। হরিস্মরণের প্রতিকূল ব্যাপারকে তাঁহারা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা দেহগেহাসক্ত—যাহাদের হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য উপাধির কর্ত্তব্যে 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি' রহিয়াছে অর্থাৎ যাহারা অসৎকর্ম্মী বা সৎকর্ম্মী, তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা সঙ্কুচিত করিবার জন্যই শাস্ত্রে বহু বিধি ও নিষেধের অবতারণা।

গো-শকটে আরোহণ করিয়া বৈষ্ণবগণের হরিস্মরণ প্রতিহত হয় নাই। গো-শকটে আরোহণ না করিয়া যদি পদব্রজেও কেহ গমন করেন, অথচ তাহাতে হরিস্মৃতির অভাব থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্য বৃথা পরিশ্রম মাত্র। পণ্ডশ্রম অজ্ঞকর্ম্মিসম্প্রদায়ের নিকট বহুমানের বস্তু হইলেও বুদ্ধিমান্ ভক্তগণ উহাকে আদর করেন না।

গোজাতি বিষ্ণুর অংশ একথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুসেবা হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবের হৃদয়ে নিত্যকাল বিষ্ণু বিরাজিত। ভক্ত-ভাগবতগণ বিষ্ণুরই শ্রীমন্দির-স্বরূপ। বৈষ্ণবকে বহন করিলে বিষ্ণুর সহিত বিষ্ণুর মন্দিরকেই বহন করা হইল। প্রাকৃত ব্যক্তিগণের এইরূপ বিচারের অভাব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১১।২।৪৭ ও ১০।৮৪—

"ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

"যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

ক্ষেত্র কর্ষণকালে মইএর উপর আরোহণ করিতে হয় এবং বৃষ যখন উহা টানিতে থাকে তখন গো-যান আরোহণের সমান অপরাধে লিপ্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ ঐরূপভাবে ক্ষেত্রকর্ষণোৎপন্ন ধান্যাদি দ্বারা ভোগ্য-স্ত্রীপুত্র বা নিজ দেহের পোষণ মহা অপরাধজনক। যদি বল, ঐরূপ কার্য্য ত' কৃষকগণই করেন, আমাকে স্বয়ং করিতে হয় না। সেইরূপ যুক্তিও ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ তুমি ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয়-দাতা। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে পাপের প্রশ্রয়দানকারীকেও পাপের ভাগী হইতে হয়। তোমার যুক্তি অনুসারে জনকাদি শ্রেষ্ঠ মহাজন কি স্বহস্তে গোদ্বারা কর্ষণাদি কার্য্য করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন?

জনকাদি সনাতনধর্ম্মজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হরিসেবার জন্য কৃষিকার্য্য করিতেন। তাই তাঁহাদের আচরণে কোনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু দেহগেহাসক্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যে কৃষিকার্য্যাদি করেন, গাভী হইতে দুগ্ধ দোহন করেন অথবা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারাবলম্বনে দুগ্ধ পান হইতে বিরত থাকেন, কেহ বা কৃষিকার্য্যোৎপন্ন দ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া ফলমূলাদি মাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন অথবা গোশকটে আরোহণ করেন বা তাহা হইতে বিরত থাকেন,—এই উভয় প্রকার আচরণে বাহ্য পাপ পুণ্যের দুর্ব্বল ও পরিবর্ত্তনশীল মনোধর্ম্মোত্থ বিচার থাকিলেও হরিসেবা-তাৎপর্য্যময়তার অভাবে, তাঁহাদের সকল চেষ্টাই—বৃথা পণ্ডশ্রম। সাত্বতস্মৃতি শাস্ত্র ঐ সকলকে অধর্ম্মের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শুদ্ধ-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ গো-শকটে আরোহণ করিয়া হরিকার্য্যার্থে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেন।

বৈষ্ণবগণ হরিসেবার্থ যে কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে কোনও অন্যায় স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণবগণ পাপ

পুণ্যের অধীন নহেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অক্ষজনেত্রে যদি অনন্যভজনাকারী পুরুষকে সুদুরাচার বলিয়াও প্রতিভাত হয়, তথাপি তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়াই জানিবে। কারণ তাঁহার অধ্যবসায় সুন্দর অর্থাৎ তিনি ভগবানে একান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ বিষয়কেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন—গীতা ৯।৩০

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৪৮ সংখ্যায় আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "অসন্তো ভক্তবক্তবিষ্ণুকৃত্যান।" যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥"

পাদ্মে—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

ইতি * * * নারসিংহে—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান হরিচরণ প্রণতান নমস্করোমি॥"

তত্ত্বৈবামৃত-সারোদ্ধারে—

"ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যো দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম॥"

অসৎ কাহারা?—যাহারা বিষ্ণুকৃত্যবিহীন। স্কন্দ পুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মবাক্যেও রহিয়াছে যে,—হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যিনি তোমার ভক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বপাপাচরণশীল। হে ভগবন্, তোমার অভক্ত-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়া গণ্য হয়। তোমার অভক্ত সর্ব্বধর্ম্মাচরণপর হইলেও চিরকাল নরকে বাস করিয়া থাকে। আর তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও বিমুক্ত হয়েন।

পদ্মপুরাণে ভগবানের উক্তিতেও রহিয়াছে—

যাহা সাধারণ লৌকিক-স্মৃতি বা নীতিতে 'পাপ' বলিয়া বিবেচিত—এইরূপ কার্য্যও আমার জন্য ভক্তগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে 'ধর্ম্ম' বলিয়া গণ্য হইবে। আর আমার সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা আমার প্রভাবে পাপরূপেই পরিণত হয়।

নৃসিংহপুরাণেও যমরাজের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—দেবতাগণের আরাধ্য—বিধাতা কর্ত্তৃক যমরূপী আমি লোকের হিত ও অহিত সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছি। যাহারা হরি ও গুরুচরণে-বিমুখ তাদৃশ মানবগণই আমার শাসনের যোগ্য। কিন্তু যাহারা হরি ও গুরুচরণে প্রণত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি।

স্কন্দপুরাণে অমৃত-সারোদ্ধারেও উক্ত হইয়াছে যে—ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি কিম্বা অন্য কোনও দেবতাই বৈষ্ণব-মহাত্মগণের নিগ্রহে সমর্থ নই।

সদাচার স্মৃতি-গ্রন্থ ৩০শ সংখ্যায় বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বমুনি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়াছেন—

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরেঃ॥"

হে অচ্যুত, তোমার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও 'ধর্ম্ম' বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং তোমার অভক্তগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়া পরিগণিত হয়।

সুতরাং এই সকল সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণ ও আচার্য্যবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া সাধারণ বিধিনিষেধ হরিগুরুসেবাপর বৈষ্ণবগণের উপর অবৈধভাবে প্রয়োগ করিতে সাহসী, তাঁহারা কৃপার পাত্র—কর্ম্মজড়মতি—দৈবীমায়াবিমোহিতধী। বৈষ্ণবগণের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে 'সত্য' জানিতে ব্যাকুল হইলে, ভগবান তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন।

(৪নং পত্র)

পরম ভাগবত

পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় সমীপেষু,—

শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণে অনন্ত-কোটি-সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক-নিবেদনমিদং—আমি আপনাদের গৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহক।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে আমার নিবাস। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ভক্তিপথের পথিক ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়াও বহুদিন যাবৎ কোনও বৈষ্ণবের দর্শন বা কৃপা লাভ করিতে পারি নাই। আমার বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর। এ যাবৎ কাল বৈষ্ণব-নাম-ধারী নানাপ্রকার বঞ্চিত ও বঞ্চকের পাল্লায় পড়িয়া স্বধর্ম্ম-পালনে অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়াপড়িয়াছিলাম। শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম কয়েক বৎসর যাবৎ শুনিতেছিলাম বটে কিন্তু তাহাও উঁহাদেরই অন্যতম মনে ভাবিয়া গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকটও গমন করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় নাই। পাত্রসায়ের নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, তাঁহারই চেষ্টায় গত দুই বৎসর যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। পরিক্রমা কালে যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, তাহা মনে হইলে চিরকালের জন্য আপনাদের পাদপদ্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুর্দ্দৈব প্রবল হওয়ায় সে ভাব চিরস্থায়ী হয় না। শুনা যায়, নিত্যানন্দ প্রভু না চাহিতে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম-ধন বিতরণ করিতেন। গ্রন্থে পড়িয়া ইহা মাত্র 'কথার কথা' বলিয়াই মনে করিতাম। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা-মহামহোৎসব দর্শন করিয়া উক্ত কথার সার্থকতা কোথায় তাহা বুঝিয়াছি। কত অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মাদৃশ কত শত শত পতিত পাষণ্ডীকেও সমান আদরের সহিত চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন, আমাদের পাষাণহৃদয়োত্থ কত প্রকার কূট তর্কের সুমীমাংসা করিবার জন্য আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছেন, অপর বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার কটু বাক্য সহ্য করিয়াও নানা প্রকারে তাহাদিগকেও কৃপা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই ত' দয়ার পরাকাষ্ঠা। এই প্রকার দয়াল ঠাকুর, এই প্রকার সহিষ্ণু না হইলে এই ঘোর কলিকালে হরিভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবার কাহার যোগ্যতা আছে? আপনারা জয়যুক্ত হউন। আপনাদের বিরুদ্ধ পক্ষের কথাও আমি কিছু কিছু জানি। কিন্তু, ইহাও জানি যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের বিরুদ্ধবাদী তাহাদের অধিকাংশই অসচ্চরিত্র, কপট, ছলভক্ত, পরশ্রীকাতর, অসদাচারী ও নারকী। সুতরাং তাহা-দের স্বভাবসুলভ হরিভক্তি ও হরিভক্তের বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যের দ্বারা আপনাদের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ব্যতিরেক ভাবে তাহারাও আপনাদেরই সেবক। কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, অঘাসুর বকাসুর, ও পূতনাদি অষ্টাদশ অসুর যেরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাপুষ্টির সহায়, জগাই মাধাই যেরূপ নিত্যানন্দ প্রভুর অমন্দোদয় দয়ার পরিচয় আংশিকভাবে বহির্ম্মুখ-মানব-সমাজে প্রকাশ করিবার সহায়, তদ্রূপ এই সকল অসৎসম্প্রদায় আপনাদের প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিতেছে। কেন না, এই সকল অসংখ্য আসুরিকবৃত্তিসম্পন্ন কলিদোষদুষ্ট পাষণ্ডগণের অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণে আপনাদের শ্রীমুখ হইতে যে ভক্তি-সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, তাহা আমাদের বড়ই প্রীতিপদ হয় এবং আমাদেরও নানা সংশয়াদি দূরীভূত করে। সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত-দোহনে সহায়ক বলিয়া ইঁহারাও আপনাদের অপাশ্রিত নিত্য দাস। তবে যেন মনে করিবেন না যে, আমি এই প্রকার ভক্তির প্রতিকূল-চেষ্টার অনুমোদন করি। আমি বৈষ্ণব-নিন্দকের পরিণাম জানি।

আপনারা পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর, ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে আপনাদের অবতার। মাদৃশ অপরাধী ও নারকীর নিমিত্ত আপনাদের শ্রীগুরুমহারাজের নিকট আর্ত্তি নিবেদন করিলে আমার মঙ্গল হইবে—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে আশান্বিত হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি। সময়ে সময়ে শ্রীমঠস্থ প্রচারকবৃন্দকে এই প্রদেশে প্রেরণ করিয়া মরুভূমিসদৃশ ও হরিনামের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাঁকুসকলকে সাধু উপদেশ ও হরিনামামৃতপান করাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আগামী স্নানযাত্রা ও রথযাত্রাদি উপলক্ষে আপনাদের শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যে মাসব্যাপী মহামহোৎসবাদি হইবে তাহার আনুকূল্য বাবদ যৎকিঞ্চিৎ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাত্র আপনাদের শ্রীকরকমলে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তন্মধ্যে ২৫৲ পঁচিশ টাকা পাঠাইলাম। বাকী টাকা পুরুষোত্তম ধামে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনার শ্রীহস্তে অর্পণ করিব। আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

দাসাধম—

(স্বাক্ষর) শ্রীহরি পদ দাস। সাং পাত্রসায়ের।

প্রচার প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত পত্র)

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক-মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

বৈষ্ণব সম্মান-পুরঃসর অসংখ্য-দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বকনিবেদন,—গত কল্য ৩রা মে সোমবার, জেলা রংপুরের এলাকার ডিমলা থানার অন্তর্বর্ত্তী দারাজগঞ্জ বন্দরে তথাকার সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে, পূজ্যপাদ বাগ্মীপ্রবর শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম-বক্তা ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ধর্ম্ম-সভায় আহূত হন। সভায় সমাগত হিন্দু, মুসলমান সুশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নায়েব, মাড়োয়ারী ইত্যাদি প্রায় ৫৫০, ৬০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

অপরাহ্ণ ৫ টায় নাম-কীর্ত্তনের পর স্বামীজি "জীবের আত্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী ও সুমধুর হওয়াতে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। স্থানীয় একজন মাড়োয়ারী এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, স্বামীজি যাহাতে আরও অন্ততঃ ১০ দিন বক্তৃতা দেন তজ্জন্য সাবশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণেরও ঐ প্রকার প্রার্থনা। কাজেই অদ্যও তথায় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া স্বামীজি স্বীকৃত হইয়াছেন।

বক্তৃতা অন্তে তারক-ব্রহ্ম-নাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তিত হন। তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে হিন্দুমুসলমানগণ অধিকাংশই যোগদান করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি স্থানীয় একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক হরিনাম-উচ্চারণের সহিত সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে বাহ্য-সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আমি যদিও সাধন-ভজন-বিহীন মূর্খ, তথাপি স্পষ্টই বুঝিতেছি, ইহা একমাত্র কলিপাবনাবতারী সর্ব্বজীব-ত্রাতা শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কলি-কলুষপূর্ণ জগতের সর্ব্বজীবের মঙ্গল-বিধানার্থ তাঁহারই নিজ জন প্রেরণ দ্বারা অপার অনুকম্পা। ইঁহারাই সেই শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিজ জন, তাহাতে আর বিন্দু মাত্রও নিজ মঙ্গলকামী সুবুদ্ধিমান্‌গণের সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না। ইঁহাদের এত বৈভব স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়াও যাহারা মৎসরতাবশে স্বীকার করিতে প্রাণে কষ্ট পায় ও দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গ-লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে, এই কলিযুগে একমাত্র সেই দুর্ভাগারাই বঞ্চিত—আত্মঘাতী।

হায়! আমরা অভিমান করি "গোস্বামী", যাহারা সত্য সত্যই 'গোস্বামী' দেখার মত সৌভাগ্য পায় নাই, তাহারাই 'গোদাস' হইয়া নিজকে 'গোস্বামী' বোলাইয়া জগতের বোকা লোককে বঞ্চনা করে ও বঞ্চিত হয়।

শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপাভিখারী

(স্বাক্ষর) শ্রীরাধাচরণ দাস (গোস্বামী)

খুলনায়— গত ১২ই বৈশাখ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ টুটপাড়ায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ দাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু মহোদয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিসিন্ধু মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তনে ও ত্রিদণ্ডিস্বামীজির শ্রীমুখে শুদ্ধ-ভক্তিকথামৃতপানে উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামিজী মহারাজ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের অগ্রজ পরম ভক্তিমান্, সেবানুরাগী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে খুলনা সহরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নিষ্কপট সেবানুরাগ ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারে প্রযত্ন ও উৎসাহ আদর্শস্থলীয়। তৎপরে ক্রমান্বয় দুই দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামিজী খুলনার উত্তর পারে বেলফুলিয়া গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসাধিকারী ভক্তসুহৃদ্‌গণের আলয়ে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ গত ১৭ই বৈশাখ দৌলতপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার শুভাগমনে দৌলতপুরবাসী পুনরায় শুদ্ধভক্তিপীযূষ পান করিয়া নবজীবন লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২২শে মে ১৯২৬ | ৩৯ শ সংখ্যা

শ্রৌতবাণী

১। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার,—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক।

২। শুদ্ধবৈষ্ণব—পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ।

৩। "বিচিত্র-বিলাসের কথা অবগত নহি"—এইরূপ দৈন্যই বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণাভিমান।

৪। ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকই—বৈষ্ণব।

৫। ব্রাহ্মণতাই বৈষ্ণবতার অধিকার বা সোপান।

৬। বৈষ্ণবতাই ব্রাহ্মণতার ফল।

৭। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্ববাদি-সম্মত।

৮। ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের সম্মান লৌকিক।

৯। সহস্রমুদ্রা যেরূপ লক্ষমুদ্রার অন্তর্গত, তদ্রূপ বৈষ্ণবতায়ও ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত।

১০। ভগবৎ-প্রতীতির অন্তর্গত যেরূপ অসম্যগ্ ব্রহ্ম-প্রতীতি ও আংশিক পরমাত্ম-প্রতীতি তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তেও ব্রাহ্মণত্ব ও যোগীত্ব অনুস্যূত।

১১। পরমহংস-বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরুদেব।

১২। পরমহংস বৈষ্ণবের দাসই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠ, চিরুলিয়া

কাল—২রা এপ্রিল, ১৯২৬

[নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভুর প্রথম-বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব-উপলক্ষে-শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠে মহতী সভা-মধ্যে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর "মহাপ্রসাদ", "গোবিন্দ", "নাম" ও "বৈষ্ণব" সম্বন্ধে দুই দিবসে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই চুম্বক প্রদত্ত হইল।]

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"
"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

শ্রীমদ্বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিলাম। বৈষ্ণবগণের শেষবাক্যে শুনিলাম, তাঁহারা কৃপা-প্রসাদ ভিক্ষু। বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু—'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদ-রূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্পত্তি আছে, তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান করিতে পারেন। যে ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি, সেই ভগবানের সেবাব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁহাদের নিকট প্রসাদ (optimist সম্প্রদায় যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ কথা বলিতেছি না)—সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্র জগৎকে প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ ভগবদ্ভক্তগণের জন্য লালায়িত।

কে ভগবানের প্রিয়তম, কে ভগবানের প্রসাদের মালিক—এ বিষয়ে আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যযুক্ততার উপরই নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্ভক্ত যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে "মহাপ্রসাদ" বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই "মহা-মহাপ্রসাদ"।

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণচেতাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এমন কি ভারতীয় সামাজিক বিচারে দুই প্রকারে মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাঁহারা কর্ম্মফল-প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও তাঁহাদিগকে অবৈধরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, (২) আর যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত, শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণই নিত্য শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যলাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। একপ্রকার বিচার এই যে, হাজার হাজার বিমূঢ় লোক যেরূপ মতপোষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ করা উচিত নহে। দ্বিতীয় প্রকার বিচার এই যে, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃত সত্য বিচার করা আবশ্যক। ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

সত্য হউক, অসত্য হউক—তাহা বিচার করিব না, অনেকগুলি লোক যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা করিব না—এইরূপ জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'সুকৃতি' হইতে বঞ্চিত না হই। "জনপ্রিয়তা"ই—প্রয়োজনীয়তা—এইরূপ বিচার মায়াবিমুগ্ধ-বুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বর-বস্তু—পরমসত্যবস্তু। 'জন-প্রিয়তা'কে প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিলে সত্যস্বরূপ-ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়। জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎ-প্রসাদের অবজ্ঞার ফলে আমরা গোপনে অমেধ্যবস্তু গ্রহণ করি। ভগবৎপ্রসাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা ও ভগবৎ-প্রসাদ যাহা নহে—তাহাতে আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে, 'ভগবান্' নয় যাহা—'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন, "মৎস্যাদঃ" হইয়া পড়ি, 'পশুহিংসা' করি। ঐগুলি (মৎস্য-মাংসঅমেধ্যাদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ, উহা

হিংসামূলে উৎপন্ন। আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐ সকল অমেধ্য-গ্রহণ দেখিতে পাই না। পতিসুখে বঞ্চিত আর্য্যস্ত্রীগণ বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না, তাহা কখনও গ্রহণ করেন না—ইহা সামাজিকগণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলির দ্বারা অর্পিত বস্তু যদি "প্রসাদ" হইত, তবে চতুর্থাশ্রমী বা বিধবাদিগকে উহা দেওয়া যাইতে পারিত। কোনও ভাললোক কোনও হিংসার প্রশ্রয় দেন না। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, "তবে কেন শাস্ত্রে বিধিমূলে ঐরূপ হিংসা-কার্য্যের প্রবেশাধিকার দেখিতে পাওয়া যায়?" তদুত্তরে সাত্বত-শাস্ত্র বলেন, যাহাদের অত্যন্ত শুক্রশোণিতের জন্য লোভ রহিয়াছে, তাহাদের শুক্রশোণিতের প্রবলাবুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐ সকল বিধির উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে "অমেধ্য" "ভগবৎপ্রসাদ" বলিয়া গৃহীত হয় না।

ভগবানের প্রসাদ ভগবদ্দাসগণ গ্রহণ করেন। "ভগবানের দাস" বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্য-বস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—"ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, মাঝে একটা ঠাকুর খাড়া করাইয়া ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া লোককে ভোগ্য দিব—ভোগের আগেই 'প্রসাদ' বলিব—এইরূপ কার্য্য দ্বারা সত্যস্বরূপ-ভগবান ও ভগবদ্ভক্তকে ফাঁকি দিতে পারিব"—তাঁহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ লাভে বঞ্চিত। একটী 'বিশেষ-অনুগ্রহ' আর একটী 'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'। 'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহে' সকলের ভাগ্য বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহামহাপ্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তি-বিলাস' নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি-নিবন্ধ গ্রন্থের সহিত মহামহো-পাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিনিবন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একজনের বিচার-সম্মত-বিধি আর একজনের দণ্ডবিধি। একজন বলেন, ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বর-সেবার অনুকূল বস্তু গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা বিষ্ণু-স্মরণই 'বিধি', বিষ্ণুবিস্মরণই 'নিষেধ'। বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল হইলেও উহাই নিষেধ। আর একজন বলেন, ঈশ্বর কেহ মানুক্ আর নাই মানুক্, দেশজ পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। Vox populi Vox Dei"—এই ন্যায়ে সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধা হইলেও তাহাতে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। 'অনেকগুলি লোক বিচারে ভুল করিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহা গ্রহণ করিব'—এইরূপ ন্যায় মনোধর্ম্মিসমাজে আদরণীয় বা প্রচলিত থাকিলেও উহা আত্মবঞ্চনার প্রকার-ভেদ মাত্র।

বহুপূর্ব্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে—কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ মতই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশীয় জনৈক মনীষী যখন সমস্ত লোকের বিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যপ্রচার করিলেন যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, তখন এইরূপ জনসাধারণের মতবিরোধী সত্যকথা প্রচারের ফলে তাঁহাকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক সময়ে 'অসত্য' বাধা হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সত্য-কথা প্রকাশিত হইবার পরেও "জনপ্রিয়তা"র জন্য 'অসত্য'ই গ্রহণ করিব"—এইরূপ বিচার নীতি-বিগর্হিত।

পারমার্থিককুল বলেন,—ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্যদ্রব্য 'স্থূল'বস্তু হইলে—'বিষ্ঠা', 'তরল' হইলে—'মূত্র'।

মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াছেন, ভগবৎপ্রসাদ হউক আর নাই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন,—দ্রব্য শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার ভোগোন্মুখ, মনের বিচার। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী, (চৈঃ ভাঃ ২।২৩) ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির চরিত্রে (চৈঃ ভাঃ ২।২৩) আমরা উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

ভগবান্‌কে কে দিতে পারেন? আর কে-ই বা দিতে পারেন না? শ্রীমদ্ভাগবত (১।৮।২৬) বলেন—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরঃ॥"

—ভগবানকে ডাকিয়া ত' খাওয়াইবেন, তাঁকে ডাক্‌তেই যে পারে না। এইজন্য শাস্ত্র বলেন, "গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবাদ্ জলম্"—

পাচিত অন্ন না পাইলেও বৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্তু প্রসাদ জলও লইতে হইবে।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচার—জড়জগতের বস্তুগত। শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) বলেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

এইরূপেই বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীতে পরমার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরমার্থ প্রতিহত হইবার বিচার গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই সাম্প্রদায়িক-ভেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

তবে পারমার্থিকব্রুবগণের আচরণ দর্শনে "পরমার্থ সত্যের বিচার ভ্রমযুক্ত"—এইরূপ বিচার সুষ্ঠু-বিচার-প্রণালী নহে। কোনও বস্তু আমার দর্শনে আসে নাই বলিয়াই যে তাহার কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, এরূপ নহে।

"তাতস্য কূপঃ"—এই ন্যায়ানুসারে "আমার ঠাকুর দাদা এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, সুতরাং পঙ্কোদ্ধার না করিয়া আমিও সেই জল পান করিব এবং উক্ত জল পান করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে আমাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্খজন প্রিয়তারূপ বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিব"—এরূপ বিচার বুদ্ধিমানের বিচার নহে। "ধামা চাপার" গল্প অনেকেই জানেন। কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে অত্যন্ত বিড়ালের উৎপাত হইয়াছিল। উক্ত গৃহস্থের পুত্র-বিবাহ-বাসরে একটী বিড়াল বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিলে গৃহকর্ত্তা উহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ধামা দ্বারা উহাকে চাপা দিয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্তে সেই দেশের গৃহস্থ মাত্রেই বিবাহ-বাসরে—"ধামা চাপা"র ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন। এমন কি যাঁহার বাড়ীতে বিড়ালের অসদ্ভাব হইল, তিনি অন্য জায়গা হইতে বিড়াল ভাড়া করিয়া বিধি পালনে সচেষ্ট হইলেন। জন-প্রিয় অনভিজ্ঞ লোকের আচার দেহ ও মনোধর্ম্মের বিচারে বা অবিচারে গ্রহণ করা উচিত নহে।

মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ—ভারবাহী, তাঁহারা সারগ্রাহী নহেন। ভারবাহীসূত্রে শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিগত হওয়া যায় না। মনোধর্ম্মী অসৎকে 'সৎ' ও সৎকে 'অসৎ' বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার বিচারের 'ভাল' ও 'মন্দ' উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম। একটী গল্প আছে যে, একদা একজন ব্যবসায়ি-গুরু শিষ্যের বাড়ী গমন করিয়াছিলেন। গুরুর ভোজন সমাপ্তির পর শিষ্য গুরুকে একটী হরীতকী প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলে গুরু হরীতকীটী ছাড়াইয়া দিবার জন্য শিষ্যকে আদেশ করেন। শিষ্য মহোদয় হরীতকীর উপরের অংশটী 'খোসা' ভাবিয়া উহাকে ছাড়াইয়া গুরুদেবকে হরীতকীর মধ্যভাগ অর্থাৎ কেবল বীজাংশটী প্রদান করিলেন। গুরুমহাশয় হরীতকী ভক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরদিন গুরুভক্ত শিষ্যমহোদয় পূর্ব্বদিনের কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া গুরুদেবকে একটী এলাচি প্রদান করিতে আসিলে গুরুদেব দেখিলেন, শিষ্য-প্রবর এলাচের শস্যটা বাদ দিয়া কেবল খোসাগুলি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে! মনোধর্ম্মীর বিচারও এইরূপ। মনোধর্ম্মী বস্তুকে "অবস্তু" বলিয়া পরিত্যাগ করেন, 'অবস্তু'কে "বস্তু" বলিয়া গ্রহণ করেন।

'বিপ্রলিপ্সা' বলিয়া মানবের একপ্রকার দুর্ব্বলতা আছে। আমরা জ্ঞানকৃত পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্তার্হ। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না যে, তিনি যে যানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাতে চাপা পড়িয়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার গাড়ীর নিম্নে চাপা পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১৩৪ সংখ্যা ধৃত বৃঃ বিঃ পুঃ বাক্য)

—মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থের এই বাক্যটী উদ্ধার করিয়া ইহা "বৈষ্ণবপর" বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অপ্রসাদের উপর যে বিচার-প্রণালী দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি প্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ। একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেব 'চান্দ্রায়ণ ব্রত' করাইয়াছিলেন। ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ফলে উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের কুক্কুট ভোজনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং তিনি রাজধানীর বিলাস-ভোজনাগারে—কুক্কুট ভোজনে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া

পড়েন। যখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ঐ ব্রাহ্মণ-তনয়ের ঐরূপ আচরণের কথা তাঁহার পিতৃদেবকে জানাইলেন, তখন বিচক্ষণ পিতাঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—"এখন আমার পুত্র ছেলেমানুষ। বড় হইলে ঐ রোগটা কাটিয়া যাইবে!"

ভগবান্ যাহাকে সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই, সে কখনও প্রসাদ গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আচার্য্য গোস্বামিপাদ শ্রীপ্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ-প্রদান করিবে এবং সদাচারী ও অভিজাত্য-সম্পন্নাভিমানী কর্ম্ম-জড়গণকে অনিবেদিত দ্রব্য-দান, সামাজিক সম্মান ও অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করিবে—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরেনৈর্বেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"

—(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৩ সংখ্যাধৃত প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্র বাক্য)

অধোক্ষজ-বিমুখ মায়াবিমোহিত-বুদ্ধি মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা বঞ্চক ও বঞ্চিত। যাবতীয় অদৈবপর শাস্ত্রবিধি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পারমার্থিক শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন না, কারণ আলোচনা করিলেই বিপদ উপস্থিত হইবে। কেহ কেহ ভোগবুদ্ধিতে ঐ সকল আলোচনা করিয়াও কর্ম্মজড়ীকৃতবুদ্ধি-বশতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রের সত্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন না। "কাজীর নিকট হিন্দুপর্ব্ব জিজ্ঞাসা" যেরূপ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের নিকট পারমার্থিকের বিচার জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

—যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি লৌকিক বা বৈদিক যে কোন ক্রিয়াই করিবেন, তাহা হরিসেবার অনুকূলরূপেই করা উচিত। হরিসেবার প্রতিকূল কার্য্যে আগ্রহ কর্ম্মজড়-বিজড়িতবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরিসেবা হয় না। হরিজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া কখনও আমরা হরির প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। আবার যাঁহারা মুখে নিজদিগকে 'হরিজন' বলেন, অথচ হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির আনুগত্য করেন, হরি-সেবার প্রতিকূল আচরণগুলিকেই "সদাচার" বলিয়া লোক-বঞ্চনাপূর্ব্বক—"আমাদের আচরণ অনুকরণ কর"—প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কোমলমতি লোকদিগকে বিপথগামী করেন, এইরূপ ব্যক্তির অনুগমন করিলে কখনও আমরা হরির প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। যাঁহারা সত্য সত্য হরি-সেবক, অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনও প্রকারেই মঙ্গল হইতে পারে না।

ভক্তের মুখে ভগবান ভোজন করেন—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ!॥"

(শ্রাদ্ধে শ্রীভগবদ্বাক্য)

—এই সকল বিচার দ্রব্যশুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি না। ভগবদুচ্ছিষ্ট-প্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ অভাবগ্রস্ত বস্তুকে—কুক্কুরকে পবিত্র করেন;

কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পত্যতে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

(স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড ১৮।১৯)

কুক্কুরের স্পর্শে তাহা অপবিত্র হইয়া যায় না। পতিত-পাবন বস্তু পতিতকেই পাবন করেন, নিজে পতিত হইয়া যান না। একথার সাক্ষ্য এখনও শ্রীপুরুষোত্তমে অনাদি-কাল হইতে প্রচারিত। জগন্নাথ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজ-মান। তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত 'মহাপ্রসাদ' বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট 'মহা-মহাপ্রসাদে' যাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন প্রভৃতি, বিচার করেন, তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা।—

"বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যে নাম্নোঃ কলুষ-দহনয়োরন্ন-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকীঃ সঃ॥"

কর্ম্মজড়মতি উৎকৃষ্ট-বৈয়াকরণ ভগবানের নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান সেই বৈয়াকরণের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত আত্মপত্রগুলের পাচিত ঘৃত-সংসৃষ্ট অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে কোনরূপ অন্ন যে কোন প্রকারেই প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান প্রীতিভরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পাছে আমাদের বিষয়কথা ও গ্রাম্যকথা থামিয়া যায়, পাছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শ্রীভগবান আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া পড়েন, পাছে আত্মা পবিত্র হয়— এই ভয়ে আমরা কেহ কেহ মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার পরিবর্তে "উইলসন হোটেলের" প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াকেই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। আবার কেহ কেহ আস্তিকতার আবরণে নাস্তিকতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য পূর্ব্বেই ভগবানকে হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই। তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ সাজাইয়া নিজেরা ভোগের সুবিধার জন্য সাকার ও সবিশেষ হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগ্যবস্তুগুলিকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হই। "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১৯) —এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বিমুখমোহিনী মায়াদেবী আমাদিগকে বুঝিতে দেন না। তাই আমরা ভগবানের অপ্রাকৃত-নিত্য-রূপকে অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া পড়ি। কেহ কেহ আবার—"আমরা আগে খাইব, ভগবান্‌কে দিতে গেলে যদি আমার ভোগ্য গরম খাদ্য জুড়াইয়া যায়"—এরূপ বিচারের অনুসরণ করিয়া ভোগের আগেই 'প্রসাদ' করিয়া বসি! কেহ কেহ আবার—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্", (১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত, ২০শী ঋক্) "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮) প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে কপচাইয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। পরন্তু নির্ব্বিশেষবুদ্ধি লইয়া পঞ্চোপাসক চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি; এবং বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর অপ্রসাদকেই 'প্রসাদ' বলিয়া মনে করি, কখনও বা অন্য দেবতার প্রসাদ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর অনুকূল জানিয়া তাহাতেই আসক্ত হই। শাস্ত্রের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না—

"বিষ্ণো নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

(হ: ভ: বি: ৯ম বি: ৮৭ সংখ্যাধৃত পাদ্মবচন)

ভগবানের মালিক—বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি কি ?—
"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

"ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য করেন" —এই সত্যবিশ্বাস ভুলিয়া গিয়া আমরা বিপদে পতিত হই। সুতরাং যাঁহারা ভগবদনুগ্রহ-প্রার্থী, তাঁহাদের প্রসাদই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়। ভগবৎ-প্রসাদ-লব্ধ জনগণের চরণে আমি প্রণত হই।

গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতা

শ্রীগৌরসুন্দর বৈকুণ্ঠবস্তু অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন; প্রাকৃত জগতের বস্তুমাত্র নহেন। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন, অথবা মায়িক জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'ন্যূন' কিংবা 'অধিক' মনে করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তপদবাচ্য নহেন। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তিনি তাঁহার গৌর-লীলায় কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা অধিক করুণাময়ী লীলার প্রকটকারী। জীবের বুদ্ধি দুই প্রকার, চিদ্বিষয়িণী ও অচিদাশ্রিতা। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে গৌরকৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্যের অনুভূতি নাই, তজ্জন্যই অচিদ্-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কখন 'গৌর' ছাড়িয়া 'কৃষ্ণ'-ভজনের চেষ্টা, কখন বা 'কৃষ্ণ' ছাড়িয়া 'গৌর' ভজনের চেষ্টা দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐ দুই প্রকার চেষ্টাই উৎপাত-বিশেষ, বহির্ম্মুখগণের অসচ্চেষ্টা মাত্র। এই অচিদাশ্রিতা বুদ্ধি থাকাকালে গৌর-ভগবানে একান্ত প্রপন্ন হইলে গৌর-কৃপায় আমাদের অচিদ্‌বুদ্ধি দূরীভূত হয় এবং চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। তখন আমরা কৃষ্ণচন্দ্রে গৌর এবং গৌরসুন্দরেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি।

গৌর-কৃপায় চিন্ময়-বিপ্রলম্ভ-রস-রসিক জীবের চিদ্বিষয়িণী

বুদ্ধির উদয় না হইলে ব্রজে সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার সৌভাগ্য হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী তদীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দাম-নামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্।
হন্ত প্রেম-মহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভো র্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্নত্বয়ি॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ৮২)

অর্থাৎ হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রভাব-বিশিষ্ট নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল মনোহর মূর্ত্তি চিন্তাই কর, কিন্তু যদি তোমাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি না হয়, হায়, তাহা হইলে সেই মহাপ্রেমরসোজ্জ্বল-বিষয়ে তোমার আশাও সম্ভব হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেবাপরাধী বা নামাপরাধী ব্যক্তি বহুজন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও নামপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাঁহারা চৈতন্যের আনুগত্যে তাঁহার শিক্ষানুসারে নামভজন করেন, তাঁহাদের নামাপরাধ শীঘ্রই বিদূরিত হয় এবং নামের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তির কোন বিঘ্ন থাকে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (১।৮।৩১) বলিয়াছেন—

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

উপরি-উক্ত শ্লোকটীর নিগূঢ় অর্থ এই যে, গৌরানুগত্য ছাড়িয়া যাঁহারা মধুর রসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও অথবা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়স্থ ভজন-পরায়ণ ভক্তগণও চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর-উজ্জ্বল পারকীয় মধুররস লাভ করিতে পারেন না। এস্থলে গৌর-ভজনের একান্ত আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, গৌরভগবান্ কি কৃত্রিম বস্তু? তিনি কি আমাদের জড় ভোগের বস্তু বা মনগড়া ঠাকুর যে, আমরা তাঁহাকে নিজ মনের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া আমাদের ইচ্ছানুসারে ভোগ্য-জ্ঞানে তাঁহার কল্পিত সেবা (?) করিতে পারিব?

আমরা জানি, সেব্যবস্তুর প্রীতির নিমিত্তই সেবা—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা ও ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আচরণ; কিন্তু সেব্যবস্তুর ইচ্ছার প্রতিকূলে সেবার বিপরীত চেষ্টাকে 'সেবা-প্রবৃত্তি' বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা, ভোগী কামুকের চেষ্টা মাত্র। শ্রীল গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ সঙ্গী গোস্বামিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥"

(প্রেম-বিবর্ত্ত)

আমরা মুখে গৌরানুগত্য দেখাইব, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিব না, কল্পিত আচার্য্য গুরুব্রুবের শিক্ষানুসারে আমাদের মনঃকল্পিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবার ছল করিব; যেহেতু, তাহাতেই আমাদের ভোগোন্মুখ চিত্তের সন্তোষ! ইহা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা কি নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ইহা অবশ্য সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

ভাগবতগণের দুই প্রকার বিভাগের কথা শাস্ত্রে লক্ষিত হয়। একটী পাঞ্চরাত্রিক বা অর্চ্চনমার্গীয় অন্যটী ভাগবত-মার্গীয়। এই দুই মার্গে অবস্থিত হইয়া ভাগবতগণ গৌরাঙ্গ-যুগলের সেবা করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গের যুগল অর্চ্চনমার্গে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাবিগ্রহে সেবিত হন। আবার ভাব-মার্গে বা ভাগবত-মার্গে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরহরি-'গৌর-গদাধর'-রূপে সেবিত হইয়া থাকেন। গৌরানুগত ভক্তগণ ভাগবত বা ভাবমার্গের পথিক হইলেও তাঁহাদের মতে কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন স্বীকৃত হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির আদরবুদ্ধি প্রবল। অর্চ্চনমার্গে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার পূজা করিতে করিতে তাঁহার জড়বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ভাগবত-মার্গে গৌরাঙ্গ-যুগল অর্থাৎ গৌর-গদাধরের সেবাধিকার লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবানু-গত্যে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-অর্চ্চনের ফল। একান্ত গৌরভক্ত গোস্বামিপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ গৌরসেবার ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাদ্রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ॥

(চৈঃ চন্দ্রামৃত ৮৮ শ্লোক)

অর্থাৎ বহুসুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি **শ্রীগৌরহরিতে যে পরিমাণ ভক্তিলাভ করেন, শ্রীরাধার চরণ-কমল-সম্বন্ধীয় প্রেম-সুধা-সমুদ্র** অকস্মাৎ **তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশভাবে উদগত হইবে।** কিন্তু যদি

তাহা না হইয়া ফলস্বরূপ কৃত্রিমভাবে বিপ্রলম্ভ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নাগর' সাজাইয়া নাগরীভাবে তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার বাসনা বলবতী হয়, তাহা হইলে কি উহাকে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার পূজা বলা যাইবে? তাহা কখনই বলা যাইবে না, যেহেতু শাস্ত্র বলেন, "ফলেন ফল-কারণমনুমীয়তে" অর্থাৎ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।

আবার ভাবমার্গেও গৌরাঙ্গযুগলের-সেবা এইরূপ—"বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের পুষ্টিকারক—ইহাই নিত্যসত্য। বিপ্রলম্ভভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। এই ভজন-প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া ভক্তগণকে উপদেশ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গৌর-গদাধরের আনুগত্যে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে রাধাকৃষ্ণের-ভজন করিয়া থাকেন। উহাই গৌরভজন।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥"
(চৈঃ চঃ ১।৫।২২৯)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবসকল পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্ত্যাশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণ নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। ভবিষ্যকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ ও কপট তৃণাধিপ সুনীচ প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনা-গর্ভজাত নিজ কল্পিত ইন্দ্রিয়তর্পণের আধার জানিয়া গৌরকে দুর্ভাগা-জীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে,—একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীচরণ-যুগল। ইহাই অত্যন্ত গুহ্য অর্থাৎ গৌরচরণাশ্রিত ভক্তগণেরই একমাত্র গোচরীভূত। অভক্তগণের মনো-ধর্ম্মোত্থ নূতন নূতন ভজন-প্রণালীর হল শাস্ত্রে কথিত হয় নাই বলিয়া উহা 'বেদগুহ্য' হইবে—এইরূপ বাক্য নিতান্ত অলীক, হাস্যাস্পদ ও অপসিদ্ধান্ত মাত্র

শ্রীল গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি অবতারী, তাঁহার হৃদয়ে যাবতীয় অবতারগণের বিশ্রাম। এইজন্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছেন; কেহ তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানরূপে, কেহ বা নারায়ণরূপে, কেহ বা নৃসিংহরূপে, কেহ বা রামচন্দ্ররূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু মাধুর্য্যজ্ঞানে ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণরূপেই দর্শন করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণই একমাত্র সেই রসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকারিণী। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত কেহই এমন কি লক্ষ্মী, সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণও সেই সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ব্রজগোপীগণের যে ভাব, তাহা কি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে ছিল না? তদুত্তর এই যে, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী, তাহা গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

"শ্রীসনাতন মিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী॥
গৌঃ গঃ ৪৭ সংখ্যা

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই সম্প্রতি 'সনাতন' নামে অভিহিত হইয়াছেন, ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে ১ম অঙ্ক ৩৭ সংখ্যায় কথিত হইয়াছে—সেই দেবদেব পৃথিবীর-অংশ স্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া জগতে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া সেই প্রেয়সীকেও পরিত্যাগ করিবেন। আবার জানকী ও রুক্মিণী এই একত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী—ইহাও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ৪৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। শ্রী, ভূ ও লীলা-শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব একমাত্র শ্রীনারায়ণই লক্ষিত হন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর আচার্য্যগণও ব্রহ্মসম্প্রদায়স্থ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্ব্বে এই শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তি-সেবিত নারায়ণেরই উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই লক্ষ্মীর আনুগত্যে নারায়ণকে মধুর রসের উপাস্য বস্তু জানিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা নারায়ণকে সার্দ্ধদ্বিতয় রসের উপাস্যবস্তু বলিয়াই জানিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-প্রধানমার্গে নারায়ণভক্তগণ সার্দ্ধদ্বিতয়রসে শ্রী, ভূ ও লীলাশক্তি-

সেবিত নারায়ণের সেবা করিবেন, তাহাতে কোন বাধা নাই, কিন্তু তাঁহাকে ব্রজগোপীর ন্যায় মধুর রসে উপাসনা করিতে গেলে যে তত্ত্ব বিরোধ ও রসাভাসদোষ উপস্থিত হয়, তাহা মধুর-রস-তত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন। কেননা, ব্রজগোপীগণের যে ভাব-মাধুর্য্য তাহা লক্ষ্মী, জানকী বা রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণেও লক্ষিত হয় না; সুতরাং তাহা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে কিরূপে লক্ষিত হইবে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজ গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥
(চৈঃ চঃ ১।১।৭৯-৮০)

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ভক্তিশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পূজা নিষেধ করিতেছি না, কিন্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অবৈধভাবে উপাসনা অথবা পারকীয় নদীয়া-নাগরী ভাবে গৌর-উপাসনা, সেবার বদলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা না বলিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং তাহাই নিষিদ্ধ হইতেছে মাত্র। "মায়িকভজন, মনঃকল্পিত কৃত্রিম-গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন পরিত্যাগ করিতে বলিলে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অবমাননা করা হইবে, তাহাতে পাষণ্ডতা দোষ আসিবে"—এরূপ কথা কোন মনোধর্ম্মী বলিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন শুদ্ধভক্তের তাঁহার কথাই মনোধর্ম্মী হইয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? বৈষ্ণবপ্রবর ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই প্রকার অবৈধ উপাসনা নিষেধ করিতে গিয়া কি তাঁহাদের মতে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণে অপরাধ করিয়াছেন?

এই মত চাপল্য প্রভু করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহা-মহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ নাগর" হেন স্তব নাহি বলে॥
(চৈঃ ভাঃ ১।১৫।২৮ ৩০)

গৌর-নাগরীর অপবাদ-সমর্থনকারী কেহ হয়ত' এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন, যে "নবদ্বীপ-সুধাকরকে মধুর রসে উপাসনা না করিলে নবদ্বীপধাম, নবদ্বীপ-পরিকর সব অনিত্য হইয়া যায়, নবদ্বীপধাম, নবদ্বীপ-পরিকর ও নবদ্বীপ-লীলা যদি নিত্য হয় এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যদি মায়াকল্পিত, প্রাকৃত, অনিত্যবস্তু না হন, তবে তাঁহার আনুগত্যে তাঁহার সখীভাবে বা তাঁহার দাসীভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মধুরভাবে উপাসনা হইবে না কেন?" ইহার উত্তর এই যে, লক্ষ্মীনারায়ণকে বা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে সেবা করা দাস্যভাবমাত্র, মধুরভাব নহে। বলপূর্ব্বক কৃত্রিম মধুরভাবে বা নাগরভাবে উপাসনা না করিলেই যে তাঁহাদের পরিকর, ধাম ও লীলার অনিত্যতা সাধিত হইবে, ইহার কারণ কি? নারায়ণ, নৃসিংহ, রাম প্রভৃতি ভগবানের অবতার সকলকে কেহ মধুরভাবে উপাসনা করেন নাই বলিয়া কি তাঁহারা অনিত্য? আবার নিত্য হইলে তিনি মধুররসের উপাস্যবিগ্রহ না হইলেও তাঁহাকে সেইভাবে উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ বিধিই বা কোথা হইতে আসিল? শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংরূপ বিপ্রলম্ভ-লীলাময় স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহাকে স্বয়ংরূপ-সম্ভোগলীলাময়-ব্রজ-নাগরভাবে উপাসনা করা যাইবে না. বিপর্য্যয় করিলে স্বয়ংরূপ-পরিবর্ত্তন-জন্য কাল্পনিকরূপের অবৈধ আরোপ হইবে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ব্যতীত আর অন্য কোনরূপে —অর্থাৎ মথুরানাথ বা দ্বারকেশরূপে প্রকাশিত হইলে তাহা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও মধুররসের বিষয় হন না। রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট নারায়ণরূপে প্রকটিত হইলে গোপীগণ তাঁহার মধুর প্রেমে আকৃষ্ট হন নাই। ইহা কোন ভাগবত পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, "দণ্ডকারণ্যবাসিমুনিগণের রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কামিনীভাব উদয় হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাদের কোন অপরাধ হয় নাই, সেইরূপ রস-রাজ গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া যদি কাহারও মনে কামিনীভাব উদিত হয়, তবে তাহাতে কি দোষ হইবে?" ইহার উত্তর এই যে, এই কামিনীভাব দাস্যের স্তরে স্থিত বলিয়া মধুরভাবে যোগ্যতার অভাব জ্ঞাপকমাত্র। দণ্ড-কারণ্যবাসী মুনিগণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের হৃদয়ে কন্দর্পভাবের উদয় হইলে তাঁহারা সেই-ভাব রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে

(দণ্ডকারণ্য মুনিবৃন্দকে) "কৃষ্ণাবতারে তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" অর্থাৎ 'দাস্যরসে মাধুর্য্যসাফল্য-ভাবের সম্ভাবনা নাই' জানাইয়াছিলেন মাত্র। এবং এই বর প্রভাবেই তাঁহারা পরিবর্ত্তিতরসে রসিক হইয়া ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। এতদ্দ্বারাও জানা যায় যে, গৌরলীলায় সম্ভোগরসের রসিকগণের অবৈধ প্রবেশ-কামনা নিরস্ত হইয়াছে। গৌরানুগত্যেই কেবল মধুর রসে জীবের প্রবেশাধিকার হয়। গৌরানুগত্য বঞ্চিত হইয়া রসবিপর্য্যয়ে জীবের অধোগতি হয় মাত্র।

অঘবকাদির কৃষ্ণোপাসনা প্রতিকূল নির্ব্বিশেষ-বিচার-মূলে সিদ্ধ হইলেও তাহা কৃষ্ণ-সেবা নহে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া নির্ব্বিশিষ্টবিচারকে চালাইতে গেলে আসুরগতি লাভ ঘটে। আবার অনুকূল গৌরানুশীলন বলিয়া প্রাকৃতসহজিয়ার জড়ভোগবাদরূপ সম্ভোগরস দ্বারা বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিলে তাদৃশী গতি লাভ ঘটিবে।

আরও দণ্ডকারণ্যবাসি-মুনিগণ সেব্যবস্তুকে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের সেবা-লালসা জানাইয়াছিলেন লৌকিক-বিচার-মূলে ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা নহে; কিন্তু গৌর-নাগরীর ন্যায় মনোধর্ম্ম কাম-তৃপ্তির জন্য সেব্যের অননু-মোদিত ও অবাঞ্ছিত নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর সেবার ছল দেখান নাই। অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যবাসিমুনিগণের বাসনা আত্মার বৃত্তি, আর গৌর-নাগরীর বাসনা মনগড়া মনোধর্ম্ম কামপ্রবৃত্তি। যেহেতু—

"স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"

শ্রীরামচন্দ্র লীলার বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতে গৌর-নাগরীর তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস প্রতিষেধ-কল্পে 'রামলীলায় মুনিগণের অভিলাষ পূরণ হইতে পারে না' জানাইয়া "কৃষ্ণাবতারে তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে" এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু মনোধর্ম্মী গৌর-নাগরীগণ গৌর-সুন্দরের ঔদার্য্যলীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসের প্রয়াসী অঘ-বকেরন্যায় সেবাবিরোধী মাত্র বিচারপর, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ন্যায় সংযত নহেন।

আরও দণ্ডকারণ্যবাসি-মুনিগণের শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই ঐরূপ স্পৃহা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু গৌরনাগরীর গৌরের কোন সম্বন্ধ বা সন্ধান না পাইবার পূর্ব্বেই জড়ীয় ইন্দ্রিয় চেষ্টা-মূলে যে ভোগবাসনা উদিত হইয়াছে, তাহা দাস্যের বিপরীত জড়-কাম মাত্র। যদি বল, আমাদেরও গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া নাগরী-ভাব উদিত হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, গৌরসুন্দরের প্রকট লীলায় কোন গৌরভক্তের ঐরূপ ভাব উদিত হয় নাই, হইবার কারণও নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের বাক্য তাহার প্রমাণ। যাহার উদিত হইয়াছিল তাহাকে লোকে গৌরসুন্দরের বিদ্বেষী জানিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া দিয়াছিল। গৌরহরিও ছোট হরিদাসকে তাড়াইয়া দেন। "অতএব মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

যদি কোন গৌরনাগরী-মতবাদসমর্থনকারী কেহ বলেন যে,—

"যেখানে পারকীয়রস, সেখানেও শ্রীমতীর সখীগণ স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, এবং শ্রীগুণমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখ্যভাবসংমিশ্রিত দাসীগণও স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, তবে বিশুদ্ধ স্বকীয়রস-প্রধান নবদ্বীপের সখী ও দাসীগণের কথা কি?" শ্রীমতীর দাসীগণ পারকীয়-বিচারপরা কৃষ্ণসুখাভিলাষিণী নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুচরগণ গৌরসুখাভিলাষিণী হওয়ায় তাঁহারাও বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় কৃষ্ণসুখাভিলাষিণী গৌরবিদ্বেষিণী বা বিষ্ণুপ্রিয়াবিদ্বেষিণী নহেন। সুতরাং নবদ্বীপের সখীর ও দাসীর সতীত্বধর্ম্ম-বিনাশিনী চেষ্টা গৌরসুন্দরের লীলার আনুকূল্য নহে। গৌরহরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং তাঁহার দাসদাসী সকলেই গৌরসুখাভিলাষিণী অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাপর।

আরও এই বাক্যের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা একটী তত্ত্ব বিচার করিব। সুধীপাঠকবর্গ এই তত্ত্বটী বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করুন। এই কথা মনগড়া কথা নহে, কিন্তু ভগবানন্দী গৌরপার্ষদ, গৌর-প্রিয়ভক্ত, শ্রীল নরহরি ঠাকুরের সুসিদ্ধান্ত। শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয় তদীয় 'ভজনামৃত' গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন, "ভজন করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন, তত্ত্ব না জানিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসীদিগের নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক।

১। কৃষ্ণের অনেকগুলি শক্তির প্রভাব দেখা যায়, তন্মধ্যে কে আদ্যা শক্তি বা প্রধানা প্রকৃতি?

২। কৃষ্ণবনিতা রুক্মিণী ও রামবনিতা জানকী ইঁহারা লক্ষ্মীরূপা; ইঁহাদের প্রতি ভজনপ্রয়াসীর কি ব্যবহার করা উচিত? (৩) শ্রীরাধাই বা কি তত্ত্ব? (৪) এই সমস্ত শক্তিদিগের মধ্যে কোন্ শক্তি বীজস্বরূপা এবং কোন্ শক্তিই বা কৃষ্ণসৌভাগ্যের বিশেষ-ভজন-স্বরূপা আমরা এই সকল কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

ইদানীং পূর্ব্বপক্ষাণাং প্রথমতঃ সিদ্ধান্তানাকর্ণয়ন্তু। যদা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বদেহাৎ সকলাঃ শক্তীর্নিঃসার্য্য গুণাংশ্চ পৃথক্ কৃত্বা বিনোদবিলাস-বিগ্রহেণাবতারং কুরুতে তদা আদ্যা-শক্তিরপি একা প্রকৃতিঃ বৈভবাদ্যবতারাদি-সর্ব্ববনিতাং প্রকাশ্য স্বয়ং বিলাসময়ী উদাসীনা নির্গুণাভাব-কলা বৈদগ্ধ্যাদিপণ্ডিতা অনির্ব্বচনীয়া প্রধানগুণময়ী রাধারূপা-বির্ভবতি। * * *

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবৈভবময়ী রাধাসাম্যং ন লভত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বহুধোক্তা যথা—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥

রাধা তু নির্গুণা কৃষ্ণো নির্গুণঃ সমতা কথং।

কিন্তু বৈকুণ্ঠ বিভবে লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাধিকারিণী সর্ব্বদেবরত্ন শিরোভূতা বৈকুণ্ঠনাথস্য পরমপ্রেয়সী বৈকুণ্ঠনাথোঽপি তস্যাং লম্পটঃ। কিন্তু অবতারে লক্ষ্মীরূপা জানকী রুক্মিণী চ রাজরাজেশ্বরী বৈভবানুমানানুমানেন ঈশ্বরস্য পরমপ্রেয়সী তস্যাং তস্যামীশ্বরোঽপি লম্পটঃ। * * *

রুক্মিণ্যাদি মহিষীণাঞ্চ ভাবস্থলেতি বিচারিতবান্ তথাচ শ্লোকঃ কোপি পৌরাণিকঃ।

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাপি
প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণ যমুনাতীর বানীর কুঞ্জে আভীরস্ত্রী
নিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছামুরারেঃ॥

ইহার অর্থ এই যে—কৃষ্ণ যখন স্বদেহ হইতে কলা সহিত সেই পরাশক্তিকে বাহির করিয়া গুণ চতুষ্টয় পৃথক্ করতঃ বিলাসবিগ্রহে নারায়ণাদিরূপে অবতীর্ণ হন, তখন সেই পরাশক্তি বৈভবাদিগত অবতারগণের সর্ব্ব বনিতাকে অর্থাৎ পরব্যোমাদিগত লক্ষ্মী প্রভৃতিকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং বিলাসময়ী উদাসীন অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম তিরস্কারী মহা-রাগময়ী নির্গুণভাবকলা বৈদগ্ধ্যাদি পণ্ডিতা অনির্ব্বচনীয় প্রধান গুণময়ী শ্রীরাধারূপে লক্ষিত হন। * * *

বৈকুণ্ঠ বৈভবময়ী লক্ষ্মী রাধাসাম্য লাভ করিতে পারেন নাই,—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে কথিত হইয়াছে, যথা রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ প্রাপ্তাশিষ ব্রজসুন্দরী-গণের প্রতি যে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ তাহা অত্যুত্তম রতি-প্রাপ্ত শ্রীদেবীর প্রতিও প্রদত্ত হয় নাই, পদ্মগন্ধযুক্তা স্বর্লোকস্থিতা দেবীদিগের কথা কি? বৈকুণ্ঠবিভবে লক্ষ্মী সর্ব্বদেবশিরোরত্নস্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথের প্রেয়সী। নারায়ণ লক্ষ্মীকে স্বকীয় রমণী বুদ্ধিতে নিতান্ত মগ্ন। বিলাস প্রাংশ প্রভৃতি অবতারতত্ত্বে এবং লক্ষ্মীরূপা জানকী রুক্মিণী প্রভৃতি রাধার শক্তি প্রকাশে স্বকীয় সংস্পৃষ্ট বিধিবাধ্য-ভাব। নারদ ঋষি রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের ভাব বিচার করিলেন। তাহাতে এই পৌরাণিক শ্লোকটী বিদ্যমান। "রত্নকান্তি প্রতিফলিত সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকার মন্দিরে রুক্মিণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত প্রবল পুলকোদ্ভেদবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ যমুনাতীরস্থ বানীর কুঞ্জে আভীর রমণীগণের নিভৃত চরিত ধ্যান পূর্ব্বক যে মূর্চ্ছা হয়, তাহা এই বিশ্বকে পালন করুক্। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষাৎ স্বকীয় রমালিঙ্গনে কৃষ্ণের ততদূর রসোদয় হয় না, যতদূর ব্রজে গোপীগণের সঙ্গে হইয়া থাকে।

এখন বিচার্য্য এই যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। আবার ভক্তগণ ভাবভেদে রুক্মিণী ও বলিয়া থাকেন যথা:—

"যেন কৃষ্ণ রুক্মিণী এ অন্যোন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥
(চৈঃ ভাঃ ১।১৫।৫৮)

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যদি রুক্মিণী বা ভূশক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহার ভাবের সহিত রাধাভাবের বা গোপীভাবের সাম্য কিরূপে হইতে পারে? শ্রীরাধাতে বা শ্রীরাধার সখী শ্রীরূপমঞ্জরীতে যে ভাবমাধুর্য্য তাহা স্বকীয় রসপ্রধান বিষ্ণুপ্রিয়াতে থাকিতে হইবে—এরূপ বিচার রসতত্ত্বানভিজ্ঞ মনোধর্ম্মীর বিচার মাত্র, রূপানুগ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের বিচার

নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রূপানুগত্যে গৌর-নাগরীর প্রতিকূলে কি কীর্ত্তন করিতেছেন সুধীসমাজে বিচার করুন।

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শতধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
(চৈ চঃ ২।২৫।২৬৪)

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলামৃতসারই শ্রীচৈতন্যলীলা। শ্রীচৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথগ্ বুদ্ধি করিয়া নব কল্পনা প্রভাবে বর্ত্তমান কালের উদ্ভাবিত "নদীয়া-রাণী ও গৌর নাগরী-লীলা" সৃষ্টি করিবার চেষ্টা। থিয়সফিষ্ট দলের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ভক্তিবিরোধি বাউল সহজিয়াদলে শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃত বৃত্তির ছাঁচে ঢালিয়া, কেহ রাজনৈতিক নেতা, কেহ বা নাগরীর লম্পট ধারণা করিয়াছেন। শ্রীগোলোকের নিত্যলীলাই প্রকটকালে প্রপঞ্চে উদিত হন। তৎকালে গৌরস্বরূপ-তাৎপর্য্যপর শ্রীরূপাদি গৌরলীলার পার্ষদবর্গ কেহই যখন গৌরনাগরী লীলা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই, এবং সেই ভাবে তখন মধুর রসোপাসনা হইতে পারে বলিয়া অনুমোদনকরেন নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই চৈতন্য লীলা নহে, ভক্তিবিদ্বেষী আধুনিকের কল্পিত নাগরী ভজন গৌর-সেবা নহে। কল্পনা সরোবরে অবগাহন করিয়া কোন ফল নাই, শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই গৌর-ভক্তি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু কোটী হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন মনে করেন, তাহাদের কৃষ্ণ-লীলামৃতসার চৈতন্যলীলা বুঝিবার সুযোগ কিরূপ হইবে? চৈতন্যলীলাত' সাধু-গুরু-প্রসাদেই আস্বাদন করিতে হয়, ইন্দ্রিয়পর লোভীর মৎলব মাত্র নহে। সেই লীলা গুরুতে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নামাপরাধীর ত' আস্বাদ্য নহে। রূপানুগ প্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সে-ই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥ চৈঃ চঃ ২।২৫।২৭০

কোন পণ্ডিত প্রবর বলিয়াছেন,—

"নির্ম্মৎসর শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এই মাৎসর্য্যের উদয় কেন হইয়াছে যে আধুনিক ভাগবতগণকে বা গুরুপাদুকাকে পর্য্যন্ত পীঠে পূজন করিলে দোষ হইবে না, কিন্তু প্রধান দোষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চনে। হায়! হায়! একি দুর্ব্বুদ্ধি"।

এস্থলে "গুরুপাদুকা পর্য্যন্ত" এই সকল বাক্য হইতে শ্রীগুরুদেবের মহিমা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অপেক্ষা ন্যূন ইহাই মনে হয়; কিন্তু "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" প্রভৃতি বাক্যে গুরুদেব বিষ্ণুবস্তু, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইয়াও বিষ্ণুর আশ্রয়জাতীয় লীলার প্রকটকারী। দ্বৈতবুদ্ধি বিশিষ্টব্যক্তি-গণের মধ্যে জাগতিক বিচারানুসারে, বিষয় ও আশ্রয়ের অনুভূতিতে বৃহত্ত্বের লঘুত্বের ধারণা প্রবেশ করে; সুতরাং তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবকে ক্ষুদ্র মনুষ্য বুদ্ধি করিতে হইবে না। মৎসরতাবশে যদি কেহ গুরুদেবে তাদৃশ বুদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধবশতঃ বিশুদ্ধ ভজনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে অর্থাৎ গৌরনাগরী প্রভৃতি অবৈধমার্গে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সদ্‌গুরুকৃপায় জীব বিশুদ্ধ ভজনমার্গ লাভ করে। গুরু কৃপাতেই কৃষ্ণ-লীলামৃত-সার চৈতন্য লীলার অনুভূতি হয়।

সদ্‌গুরু কি গৌরনাগরী? তিনি গৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহাকে সম্ভোগ করাইবার জন্য ব্যস্ত? কই, চৈতন্যের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীগুরুদেবত' ঐরূপ অবৈধ উপাসনায় ব্যস্ত নহেন। ভক্তরাজ মহামহা-মহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুরুর মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া স্বরচিত গুর্ব্বষ্টকে বলিয়াছেন,—

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্যলীলা-গুণরূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

এই শ্লোকে গুরুদেব গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহাদের রূপগুণ লীলারস আস্বাদনে নিত্য ব্যস্ত আছেন।—এইরূপ অচিন্ত্য-ভেদাভেদের উপদেশ এই শ্লোকে পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় লীলার প্রকটকারী অভিন্ন-বার্ষভানবী। এই জন্য গোস্বামিবর্গ তাঁহাকে

"মুকুন্দপ্রেষ্ঠ" বলিয়া থাকেন। আবার ভক্তগণকেও প্রাকৃত দৃষ্টি সাহায্যে দর্শন করিতে হইবে না—

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত জনস্য পশ্যেৎ" (উপদেশামৃত)

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ
আত্মা হইতে কৃষ্ণভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥

(চৈঃ চঃ)

কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, যথা—"যাঁহারা নিজের পরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ ভাবকে পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বকে পূর্ণরূপে জানেন তাঁহাদের মনে এ কুতর্ক উদিত হয় না। ইহার উত্তর "সর্ব্বসম্বাদিনীতে" শ্রীল জীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন; স্ব সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব নামানং শ্রীভগবন্তং—প্রভু সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা" —এস্থলে বক্তব্য এই যে "গৌরসুন্দর যখন পূর্ণবস্তু তখন তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইবে তাঁহাকে নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া লওয়া যাইবে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না, চোর, ডাকা'ত, লম্পট গাঁজাখোর তাহারা নিজ নিজ প্রিয়বস্তুর অনুরূপে গৌরসুন্দরকে গড়িয়া লউক না কেন, তাহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারিবে না. গৌরনাগরী তাঁহাকে লম্পট নাগর সাজাইবেন, তাহাতে কোন সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবে না, ইহাই কি গৌরভক্তদিগের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত? কই গৌরভক্তগণ ত' এরূপ কথা বলেন না। তাঁহারা কি বলিতেছেন, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন—

"গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধ জনে॥

*　*　*　(চৈঃ ভাঃ ১।১০।৩১)

গৌরসুন্দর সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা বলিয়া কি তিনি আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি উপ-সম্প্রদায়েরও অধিদেবতা? শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী বলেন—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই,
সহজিয়া, সখী ভেকি, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি
অতিবড়ি, গোপীছাড়ি, গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা বলে এসবের সঙ্গ নাহি করি॥

আউল বাউল প্রভৃতি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণব আচার। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গৌরনিত্যপার্ষদ গোস্বামিগণের আনুগত্যে গৌরভক্ত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃপরঃ॥

শ্রীকলিবৈরি দাসাধিকারী

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

কৈবল্য সকলপুমর্থমৌলিরকৃতায়াসৈর্মহাসাদিতো-
নাসীদেষাং পদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা বিশ্বমজীবনং ধিগপি মে বিদ্যাং ধিগাশ্রমং
যদ্দৌভাগ্যপরাবরৈর্মম চ তৎসম্বন্ধ গন্ধোঽপ্যভূৎ॥৪৭॥

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেমমহাধন।
চৈতন্য প্রকটে নাহি লভে কোন জন॥
গৌরাঙ্গ-পদারবিন্দ-রজঃ-শুদ্ধ-শক্তি।
পরশে জগতবাসী লেভে পাইল রতি॥
হায় হায় ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
ভক্তি বিনা বৃথা প্রাণ করিয়ে ধারণ॥
ধিক্ শাস্ত্রাদিক জ্ঞান বিদ্যা যে আমার।
গর্দ্দভের মত মাত্র বহি শুধু ভার॥
ধিক্ ধিক্ ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাস-আশ্রম।
গৃহব্রত হৈয়া আমি করি বৃথা-শ্রম॥
বিদ্যা-ধন-জন রূপ কুলাশ্রম বল।
আমার দুর্ভাগ্য মাত্র করয়ে প্রবল॥
"মোরসম বিদ্যা কা'রও নাহিক ভুবনে।
রূপেতে কন্দর্পসম শ্রেষ্ঠ ধনে জনে॥
মহান্ কুলেতে আমি হইনু প্রসূত।
সর্ব্বাশ্রমে সর্ব্বযজ্ঞে হইনু দীক্ষিত॥"

এই মদে মত্ত আমি রহি রাত্রদিন।
মত্তের মঙ্গল কভু নহে সমীচীন॥
ইহকাল পরকাল ভোগের সাধনে।
সর্ব্বদা প্রমত্ত নাহি পাইনু প্রেমধনে।
অহঙ্কার বর্দ্ধিত হৈয়া মোরে কৈল অন্ধ।
তাই না পাইনু প্রেম সম্বন্ধের গন্ধ॥
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, রসাভাসের জননী।
কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা মিছা ভক্তি রে'ত মানি॥
জনম ঐশ্বর্য্য বিদ্যা আদি মদ হৈতে।
কর্ম্ম জ্ঞান চেষ্টা জন্মে বিপদ যাহাতে॥
প্রাকৃত সম্পদ মোর হইল বিপদ।
দুর্ভাগ্যে বঞ্চিত আমি হৈনু গৌরপদ॥ ৪৭॥

উৎসমপজ্জগদেন পুরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ।
বিন্দুমাত্রমপি নাপ্ মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতম্॥ ৪৮॥

গৌরাঙ্গ-করুণা বিনা কেহ প্রেমধনে।
কভু নাহি প্রাপ্ত হয় ভাগ্যহীনজনে॥
তাহার দৃষ্টান্ত ভবে আমি ত উজ্জ্বল।
সর্ব্বদা প্রমত্ত জড় বিষয়ে কেবল॥
গৌরচন্দ্র করুণার মহান্ অর্ণব।
প্রকটিত জলধর গৌরভক্ত সব॥
শ্রীস্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ,
রূপ সনাতন আদি মুরারি মুকুন্দ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ বিদ্যুৎ ঝলকে।
হেরিয়া পড়ুয়া পাপ-পাষণ্ডী চমকে॥
গৌরাঙ্গ-ইচ্ছায় মেঘ সর্ব্বত্র বর্ষিল।
জগত ব্যাপিয়া সর্ব্বস্থান উচ্ছলিল॥
অদ্ভুত আমায় বিন্দু না হৈল পতন।
হায় হায় ধিক্ মোর দুর্ভাগ্য জীবন॥
জগতের মধ্যে কিন্তু আমি একজনা।
তবে কেন না পাইনু করুণার কণা?
তাহার দৃষ্টান্ত উচ্চ পর্ব্বত শিখরে।
বর্ষিলেও জলবিন্দু তাহে নাহি ধরে॥
সেইরূপ গর্ব্বেতে উন্নত মোর শির।
গৌরাঙ্গ-করুণা-ধারা তাহে নহে স্থির॥
অহঙ্কার-শূন্য যত অকিঞ্চন ভক্ত।
গৌরাঙ্গ-করুণা মাত্র লভিতে সমর্থ॥

হে গৌরাঙ্গ! গর্ব্ব নাশি' করহ করুণা।
জগতে আমার সম নাহি দীন জনা॥

প্রচার প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত বিবরণ)

মেদিনীপুর নারমায় কৃপা-বিতরণঃ—

মেদিনীপুর জেলার নারমা গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ, কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত গত ৯ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রভাতে নারমা গ্রামে পদার্পণ করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে কতিপয় হরিকথা-শ্রবণপিপাসু ব্যক্তি সমবেত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ পুরী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর বচনসুধায় সিঞ্চিত করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বহু অনভিজ্ঞ বালিশ জনের হৃদয় পবিত্রভাবে অভিষিক্ত করেন। ভোগদণ্ড-নিবাসী শ্রীযুত কালীপদ কাব্যতীর্থ নামক জনৈক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ঐ দিবসের আলোচনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শাস্ত্রযুক্তিমূলে মীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ প্রকাশ করেন।

পরদিন শুক্রবার প্রাতে স্থানীয় অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ ভারতরত্ন মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার খুল্লতাত-তনয় কনিষ্ঠভ্রাতা ও পুত্রের উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদগণ তাঁহার বাটীতে গিয়া উপনীত ব্রাহ্মণ-বালকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন। অপরাহ্নে—ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমবেত জনগণকে হরিকথা উপদেশ দান করেন। অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার সময় সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীনাম কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাত হন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সমবেত ভক্ত শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর সহিত সাধু ভক্তগণের পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ গত বৎসর কৃপা করিয়া পদধূলি প্রদান করতঃ সকলের পরিচিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে অন্যান্য মহাপুরুষগণের পরিচয় পাইয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পুলকিত হন। এ পরিচয় লৌকিক বা ব্যবহারিক পরিচয় নহে, পারমার্থিক পরিচয়। মোহান্ধ জীবের সহিত নিত্য মুক্ত শুদ্ধভক্ত তথা ভগবানের পরিচয়। এমন শুভ অবসরে কয়জন তাঁহাদের সত্যকার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন জানি না! অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ পুরী মহারাজ প্রকাশ-বিগ্রহ অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সারভূত প্রথম শ্লোকটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতঃ মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার কথা প্রচার করেন। মহাপ্রভু কলিহত জীবগণের প্রতি অত্যন্ত দয়া-পরবশ হইয়া যে মহারত্ন বিনামূল্যে বিতরণার্থ দিয়া গিয়াছেন, তাহা জাতি-বর্ণ-অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীপাদ পুরী মহারাজ নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করেন, কিন্তু হায়! শূকর রত্ন লইয়া কি করিবে?—তাহার মূত্রপুরীষেই যে আনন্দ!! তৎপরে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বহুবিধ জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রদান করতঃ ঐ দিনকার বক্তব্য শেষ করেন। অবশেষে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ব সাধারণের প্রাণমন নাচাইয়া দিয়া রাত্রি ১০টার সময় সভাভঙ্গের অনুমতি প্রদান করেন।

শনিবার ১১ই বৈশাখ প্রভাতে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু 'জীব জাগো' 'জীব জাগো', বলিয়া যে হৃদয়দ্রাবিণী সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাহাতে দু'একটি জীবের তন্দ্রা যে তরল হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তৎপরে অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে সমাগত মেদিনীপুর ভেমুয়া-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত অধ্যাপক শ্রীযুত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নবকান্ত কাব্য-সাংখ্য-তর্ক-দর্শনতীর্থ বড়সাবড়া-নিবাসী শ্রীযুত প্রিয়নাথ সরস্বতী প্রমুখ কতিপয় অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত কিঞ্চিৎ শাস্ত্রালাপ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অল্পকাল মধ্যে জনৈক নবীন অধ্যাপক বহুবিধ তর্কজাল সৃষ্টি করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানের জন্য অতি মাত্রায় উন্মুখ হইয়া উঠেন। কিন্তু শ্রীপাদ বন মহারাজের অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রভাবে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইলেন, যেখানে 'যঃ পলায়তি' নীতির অনুসরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। অন্যান্য অধ্যাপকগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের সুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় শ্রোতৃ-মণ্ডলী অনেকেই আসিতে পারেন নাই। অবশেষে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সভার অধিবেশন অসম্ভব হইয়া উঠে। তথাপি অর্দ্ধশতাধিক ভক্ত সমবেত হইয়া শ্রীপাদ বন মহারাজের সমীপে উপনীত হইয়া সংসারাবদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক মনোমুগ্ধকরী সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় 'জীব ও ভগবানে সম্বন্ধ', 'জীব কি চায়?' 'গৃহস্থ ও গৃহব্রতে পার্থক্য', 'জীব ভগবানকে চায় না তাহার কারণ', 'কৃষ্ণ'-বহির্ম্মুখ জীব মায়ার শাসনাধীনে কত কষ্ট পায়', 'ভগবান জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী করিবার জন্য সাধু বৈষ্ণব-গণকে প্রেরণ করিয়া জীবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপাদন করিয়া দেওয়ার জন্য কত ব্যস্ত', 'মায়াকূপে নিপতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীভগবান সদ্গুরুরূপী রজ্জু কূপমধ্যে পাতিত করিয়াছেন, শুধু রজ্জুটিকে ধরিয়া থাকা ভিন্ন মায়াপাশ-মুক্তিকামী জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই', 'ভগবৎ প্রাপ্তির অতি সহজ সাধ্য উপায়—সাধু ভক্তের সেবা, ভক্ত কৃপা করিলেই ভগবানকে দিতে পারেন, ভগবান ভক্তেরই বশ, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাভাগবত-বৈষ্ণবই সদ্গুরু, সদ্গুরুর শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য, কিরূপে শরণাগত হইতে হয় ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। আমরা নারকী —অতীব পাষণ্ড! মুখে ভগবানের নাম করি; কেহই ভগবানকে সত্য সত্যই চাই না। নতুবা সেদিনকার শ্রীপাদ বন মহারাজের হৃদয়াকর্ষিণী অশ্রুত-পূর্ব্ব বাণী শুনিয়া আমরা অনেকেই তাঁহার পশ্চাতে পাগলের মত ছুটিয়া যাইতাম।

১২ই বৈশাখ রবিবার:—পূর্ব্বদিবসাগত অধ্যাপকগণ অদ্য প্রাতেও আগমন করেন এবং কিছুক্ষণ আলাপাদির

পর ত্রিদণ্ডিপাদগণের পদরজঃস্পর্শে এই গ্রাম ও দেশ পবিত্র হইয়াছে—এরূপ ভাব ব্যক্ত করেন।

অপরাহ্নে সাধারণ সভা :—এই দিনকার সভায় কোতাইগড়ের জমিদার শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত অপর্ণাকিঙ্কর পাল এম, এ, শ্রীযুত ডাঃ অদর চন্দ্র পাল প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীনাম সুললিত স্বরে কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ বিদ্বজ্জন-চমৎকারিণী ওজঃস্বিনী ভাষায় শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাপরাধ, লীলারস-কীর্ত্তনে সাধারণের অযোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা ও বক্তার যোগ্যতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বহু উপদেশ প্রদান করেন। সর্ব্বসাধারণে ইঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বৈকুণ্ঠ বাবুর অর্থ সাহায্যে গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রৌতবাণী' বিতরণ করা হয়।

১৩ই বৈশাখ সোমবার :—প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বহুজিজ্ঞাসুর বহু প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

দীর্ঘ পঞ্চদিবস কাল অবিরত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ এ অঞ্চলের স্থাবর জঙ্গম বহুজীবের প্রচুর সুকৃতি উৎপাদন করিয়া দিয়া সোমবার রাত্রিযোগে হরিকথা প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করেন।

(প্রাপ্ত পত্র)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

জানাইতে বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, আপনাদের গৌড়ীয় মঠস্থ তীর্থ মহারাজ ৩ জন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১লা এপ্রিল ভাগলপুর শুভাগমন করেন। মহারাজ ১ পক্ষ কালের অধিক স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার ও শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিতে আসিতেন। উঁহাদের মধ্যে কেদার নাথ গুহ, নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, তারক নাথ বসু ও গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মধ্যে মধ্যে এইরূপ শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিতে পারিলে ভাগলপুরবাসী আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

কৃপাপ্রার্থী—ললিত মোহন হালদার

পোঃ সুপোল—জিলা ভাগলপুর

২৬।৪।২৬

Sri Paribrajakacharya Tridandi Swami Srimad Bhakti Swarup Puri Goswami and Srimad Bhakti Hridoy Bon Maharaj followed by two Brahmacharins came here on the 30th April, 1926 and were cordially received both by the Railway employees of the colony and the public of the Town. They were kind enough to deliver some very very good instructional lectures in the Indian Institute on the 1st and 2nd May, 1926 in Bengali and English attended by inspiring Harikirthans on "Sanatan or Jaiva Dharma" which was attended to by a good many of the Railway employees and the public, who were delighted to hear the Swamijis' discourses & lectures.

The recidents of Chakardharpore wish all success to the Gaudiya Math and pray to the Almighty that the labours of the Math Authorities shall not go in vain.

(Sd) P .S. S. Iyer,
Dist. Comrl. Officer's
Office, Chakardharpore

6-5-26

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২৯শে মে ১৯২৬ | ৪০শ সংখ্যা।

সারকথা

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সার কি?

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
—চৈঃ চঃ ২।৯।৩৬১-২

মুক্ত-জীবের কৃত্য কি?

আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥
—চৈঃ ভাঃ ২।১৭।১০৪-৫

বিষয়ীর স্বভাব কি?

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যা'তে হয় ভববন্ধ॥
—চৈঃ চঃ ৩।৬।১৯৮-৯

ভক্ত কি বিধির বাধ্য?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
—চৈঃ ভাঃ ২।১৬।১৩৮-৯

কৃপা কি শাস্ত্র-শাসনাধীন?

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে॥
—চৈঃ চঃ ২।১০।১৩৭-৮

'ফেলামৃত' কি?

প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত।
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তা'র 'ফেলা' নাম।
তা'র এক লব পায় সেই ভাগ্যবান॥
—চৈঃ চঃ ৩।১৬।৯৭-৮

ফেলামৃতের অধিকারী কে?

সামান্য ভাগ্য হৈতে তা'র প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যা'তে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
'সুকৃতি' শব্দে কহে কৃষ্ণ-কৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যা'র হয় 'ফেলা' পায় সেই ধন্য॥
—চৈঃ চঃ ৩।১৬।৯৯-১০০

আমার দুর্দ্দৈবের কথা !

ঔদার্য্যলীলা-প্রকট-কারী স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনা-বতার-শ্রীগৌরসুন্দর আমার ন্যায় কোটি-অনর্থযুক্ত দুর্ম্মতি জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় হইয়া প্রপঞ্চে স্বপার্ষদ ও স্বধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ-জীবকে অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-প্রদান করিবার জন্য তদীয় নিজজন কোন এক আদর্শ মহাজনকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালে মনুষ্যজন্ম লাভ করিবার সৌভাগ্য পাই নাই, তথাপি ত্রিকালসত্য মহাবদান্য গৌরকিশোর বর্ত্তমানকালেও তাঁহার মহাবদান্যতা বিস্তারে কোনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। তাই তিনি তাঁহারই অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ পতিতপাবন কোনও এক মহাজনকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমি ভুবনৈকবন্দ্য জগদ্‌গুরুর পদতলে বসিবার সুযোগ পাইয়াছি। বহু সুকৃতিফলে আমার এ সুযোগ ঘটিলেও আমি এই অর্থদ-সুযোগটীকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমি আমার প্রাপ্ত-সুযোগ বা অধিকারেই পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছি। আমি স্বতন্ত্র জীব, করুণাময় শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে যে স্বতন্ত্রতারূপ মহামণি প্রদান করিয়াছেন, আজ আমি তাহার অপব্যবহার করিতে উদ্যত! তিনি কৃপা করিয়া আমাকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই অধিকার হইতে কিরূপে আরও উন্নত অধিকারে প্রবেশ করিব, সে বিষয়ে একেবারেই উদাসীন! কোনও পুত্রকে তাহার স্নেহময়পিতা যদি কিছু অর্থ প্রদান করেন, সুবুদ্ধি পুত্র সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমে বিপুল ধনের অধিকারী ও পিতার বিশ্রম্ভভাজন হইতে পারে, কিন্তু কুবুদ্ধি দুঃশীল পুত্র প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে বিরত থাকায় অধিক ধনের অধিকারী হওয়া দূরে থাকুক, শীঘ্রই পিতার অবিশ্বাস-ভাজন হইয়া প্রাপ্তাধিকারটুকু হইতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয়। আমার অবস্থাও তাই হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব আমার বর্ত্তমান যোগ্যতানুযায়ী আমাকে হরিভজনের যে অধিকারটুকু প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহারও প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি, কখনও বা ঐ অধিকারটুকু পাইয়াই নিজকে 'পরিতৃপ্ত' মনে করিতেছি। এই **জড়ীয় পরিতৃপ্তিই** আমার হরিভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্টপ্রচারক-বর শ্রীগুরুদেব ও বিপ্রলম্ভলীলা প্রকট-কারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলারহস্য বুঝিতে অসমর্থ হইতেছি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণান্বেষণলীলা আমার বিচারের বিষয়ীভূত হইতেছে না। কখনও আমি একটু উচ্চ আসন ও প্রতিষ্ঠা পাইয়াই নিজকে তৃপ্ত বোধ করিতেছি, কখনও বা প্রসাদ-সেবার ছলে উত্তম খাদ্য-ভোজন, গুরু-গৌরাঙ্গসেবার ছলে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণই আমার তৃপ্তির সাধক হইতেছে। কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ—শুদ্ধ-কীর্ত্তন-প্রচার-কারী শ্রীগুরুদেব আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পা'বে মোর সঙ্গ॥"

—শ্রীগুরুদেবের এই আদেশবাণী আমার দুর্দ্দৈববশতঃ আমি **সেবা** না করিয়া অন্যভাবে গ্রহণ করিতেছি। আমি মুখে 'গুরুগৌরাঙ্গের প্রচারক' বলিলেও আমি আমার নিজকেই প্রচার করিতেছি। কীর্ত্তনে আমার কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদভিন্নতনু কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরু-দেবের সঙ্গলাভ ঘটিতেছে না। কীর্ত্তনকে আমি আমার 'ভজন' বলিয়া সেবা করিতে পারিতেছি না। মনে করিয়া রাখিয়াছি, আমার নিজের 'কীর্ত্তন' শুনিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা নাই, অপরকে শুনাইবার জন্যই আমার কীর্ত্তন। কীর্ত্তনদ্বারা কতটুকু কীর্ত্তনবিগ্রহ বা কীর্ত্তনকারী গুরুদেবের মনোঽভীষ্টপ্রচার-সেবা হইতেছে, তাহা একবারও আমি ভাবিতেছি না। আমি কীর্ত্তনের সময় বলিয়া থাকি—

"কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥"

কিন্তু সেই কীর্ত্তনীয় বিষয়গুলি আমার কৈতবযুক্ত হৃদয়ে স্থান পায় না। কীর্ত্তনকারী গুরুদেব যে কীর্ত্তন-দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরূপে আমার হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠিত হইবার জন্যই আমাকে কীর্ত্তন-শ্রবণ করাইয়া উক্ত শ্রুত-বিষয় কীর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদান অর্থাৎ—"গুরু হঞা তার' এই দেশ"—এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। আমাকে সেবায় সুষ্ঠুভাবে অধিকার প্রদান করিবার জন্যই যে অবঞ্চক শ্রীগুরুদেব আমাকে "আত্মসম" করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমি মনে করিতেছি, আমি 'গুরু' হইয়া পড়িয়াছি! মুহূর্ত্তের জন্যও 'সেবা' বাদ দিয়া যে, আমার কোনও 'গুরুত্ব' থাকিতে পারে না, তন্মুহূর্ত্তেই যে আমার অধিকার-বিচ্যুতি;—ইহা আমি একবারও ভাবি না। আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শিক্ষা হইতে এতদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছি যে, দিনান্তে একবারও ভাবিয়া দেখিনা আজ কতটুকু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় অধিকার পাইয়াছিলাম, আজ কতটুকুই বা আমার চিত্ত সেবোন্মুখী হইয়াছিল। ভাবা দূরে থাকুক, আমি এতদূর জড়তৃপ্ত হইয়া রহিয়াছি যে, কোন বিষয়েই আমার কোন চিন্তাভাবনা নাই। কীর্ত্তনাখ্যভক্তিদ্বারা অনুক্ষণ হরিচিন্তা করিবার জন্যই স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সংসার, সাংসারিক-চিন্তা, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখানে আসিয়া সাংসারিক চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-মঙ্গল বা হরিভজনের চিন্তা হইতেও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি কত প্রবন্ধ লিখি, উচ্চ আসনে বসিয়া কত লোকের কাছে কত কথা বলি, বক্তৃতা দিই; কিন্তু দিনান্তে একবারও ভাবি না, শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহা কি আমি পালন করিতেছি? প্রবন্ধ লেখা, 'বক্তৃতা' করা কি আমার 'গুরুসেবা' না 'কপটতা'? আমার লিখিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতার প্রতি বর্ণ ত' সর্ব্বপ্রথমে আমারই নিকট শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেব ত' সেইগুলি সর্ব্বপ্রথমে আমারই মঙ্গলের জন্য—আমারই প্রাত্যহিক জীবনে পরিপালনের জন্য আমাকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং আমি শ্রুতবিষয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি কিনা ও হইয়াছি কিনা, তজ্জন্য ত' প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি মুখে আমাকে হরিকথা-কীর্ত্তনের অবসর প্রদান করিয়া একাধারে আমার ও আমারই ন্যায় অবস্থাপন্ন বহুজীবের মঙ্গলের জন্য যত্নবান হইয়াছেন। কই, আমি কি শ্রীগুরু-দেবের এই করুণাময়ী-লীলার কথা একবারও ভাবিয়া দেখি?

আমি অপরের নিকট শত শত প্রবন্ধে, শত শত স্থানে পাঠে বক্তৃতায়, "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং সম্ভবান্তে" শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া থাকি, সময়ে সময়ে আমার জড়তৃপ্তির চিন্তাস্রোত লইয়া মনে ভাবি—এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে 'পুরাতন' হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্লোকটীর উদ্দিষ্টবিষয় আমার ভোগোন্মুখ চিত্তে একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। যদি এই শ্লোকটী আমি সেবো-ন্মুখ হইয়া একবারও আবৃত্তি করিতাম, তাহা হইলে ত' "সুদুর্লভ", "অর্থদ" "অনিত্য"—এই কথাগুলি আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত। আমি কি জড়-পরিতৃপ্তি লইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম? "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ"—এই শেষ চরণটী যদি সত্য সত্য আমার হৃদয়ে স্থান পাইত, তাহা হইলে কি আমি শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে কৃষ্ণান্বেষণচেষ্টায় ব্যাকুল না হইয়া স্বসুখান্বেষণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতাম?

বহুভাগ্যফলে ভুবনৈকবন্দ্য পরম পাবন গুরুদেব লাভ করিয়াও যদি আমি আমার নিত্যমঙ্গল-সংগ্রহে উদাসীন থাকিলাম, তাহা হইলে আমার মত আর বঞ্চিত কে? শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া স্বয়ং ও তাঁহার একান্তানুগত প্রিয়জনের দ্বারা সর্ব্বদা আমার নিকট যে সকল মহান্ আদর্শ উপস্থিত করিতেছেন, আমি মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও অসূয়া পরবশ হইয়া শ্রীগুরু ও গুরু-পার্ষদবৃন্দের সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অধিকন্তু আমি কার্য্যতঃ গুরুসেবায় উদাসীন থাকিয়াও নিজকে একজন গুরুর সেবক, কখনও বা গুরুর প্রিয়তম পার্ষদগণের অন্যতম বলিয়া প্রচার করিবার জন্যই বিশেষ উৎসাহযুক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই অবৈধ-উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া গুরু ও বৈষ্ণবগণকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় 'অল্পজ্ঞ' ও 'অদূরদর্শী' মনে করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য নানাবিধ কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুদেবের প্রিয়তম জনকে আমার সেবাবিমুখতা জানিতে না দিয়া আমার

সেবাবিমুখতা বা প্রতিষ্ঠাশাকেই 'শ্রীগুরুসেবা' বলিয়া চালাইবার জন্য আমি নিজেই আমার নিজের প্রচারক হইয়া পড়িয়াছি। অধিকন্তু আমি একবারও নিষ্কপটভাবে আমার সেবার অযোগ্যতা চিন্তা বা আমার হৃদয়ের অনর্থগুলি সরলভাবে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণকে জানাইতে পারিতেছি না; ভয়—পাছে আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব হয়। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠতমের নিকট 'আমি বড়ই সেবারত',—দেখাইবার জন্য কতই না কৌশল বিস্তার করিতেছি। হায়! হায়! ইহা অপেক্ষা শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আর কি হইতে পারে? আমি যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালটিই কাটিতে উদ্যত হইয়াছি! আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার বিপরীতই আচরণ করিতেছি! আমি মুখে 'প্রাকৃত-সহজিয়া'কে গর্হণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাকৃত-সহজিয়ার চিত্তবৃত্তিকে 'অসৎসঙ্গ' জ্ঞান করিতে না পারায় নিজেই যে নিন্দিতের চিত্তবৃত্তি সংগ্রহ করিতেছি! শ্রীগুরুদেব আমাকে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে 'সদাচার' শিক্ষা করিবার জন্যই "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই উপদেশ আমাকে জানাইয়াছেন; কিন্তু আমি ঐরূপ উপদেশে আমার নিজের কোনও মঙ্গল না দেখিয়া অর্থাৎ উহার দ্বারা যে আমার অসৎসঙ্গে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গে আসক্ত হইতে হইবে—ঐরূপ বিচার না করিয়া কেবল একজন 'পরচর্চ্চক'ই হইয়া পড়িয়াছি! সেবোন্মুখতার অভাবে প্রকৃত উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অবান্তর উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করিয়াছি।

সুষ্ঠুরূপে সেবার অধিকার প্রদান করিবার জন্যই জগদ্‌গুরু গুরুদেব আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"। কিন্তু আমার ন্যায় মর্কটতুল্য-ব্যক্তি গজমুক্তার আদর করিতে পারিল না। "সেবাধিকার"কে আমার ভোগ্য-প্রতিষ্ঠা-সত্তার মনে করিয়া আমি নিজকেই শ্রীগুরুদেবের আসনে আসীন মনে করিলাম। তাই "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া গুরু-সেবককে গুরু-সেবায় নিযুক্ত না করিয়া আমারই নিজ সেবায় নিযুক্ত করিলাম! মুখে 'গুরুসেবকানুসেবক' কথাটী বলিলেও অন্তরে জানিয়া রাখিয়াছি, "ইহারা আমা হৈতে বৈষ্ণবতায় অনেক ন্যূন, সুতরাং ইহাদিগকে গুরু-সেবায় নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ ইহাদের মঙ্গল করা, 'কনিষ্ঠে আদর' প্রদর্শন করার পরিবর্ত্তে আমার সেবায় নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ"! ইহা অপেক্ষা শ্রীগুরুসেবাবিমুখতা আর কি হইতে পারে! আমি কি ইহা একবারও ভাবিয়া দেখি?

আমি আপনার দোষে আপনিই বঞ্চিত—অতি-বঞ্চিত! আমি বঞ্চিত হইতে বড়ই অভিলাষী—বড়ই আগ্রহান্বিত! বৈষ্ণবের "বঞ্চনা" আমি এতদিন বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিয়াও ধরিতে পারিলাম না! আমার বৈষ্ণব-সঙ্গ হয় নাই। বৈষ্ণব আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কতই না সম্মান-সূচক বাক্য বলেন, কিন্তু সেই সময় আমি আমার দুর্দ্দৈব ও দুর্দ্দশার কথা না ভাবিয়া মনে করি, আমি যখন বৈষ্ণবের সম্মানের পাত্র হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমায় আর পায় কে? আমি জগদুদ্ধারের জন্য বিচরণ করি, আমার সেবায় জগৎ কৃতার্থ হইবে, আমিও ক্রমে ক্রমে 'বাউল', 'অতিবাড়ী' হইয়া দলের নেতা হইতে পারিব! গুরু হইতে আমার বড়ই অভিলাষ! 'শিষ্য' হইতে একবারও চাই না!! হায়! বৈষ্ণবের বঞ্চনাকেই আমি আমার প্রতি বৈষ্ণবের স্নেহাধিক্য মনে করি, কিন্তু বৈষ্ণবের প্রকৃতকৃপাটীকে আমি 'কৃপা' বা 'স্নেহ' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তাই, বৈষ্ণব যদি কখনও অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া আমার হৃদয়ের অনর্থগুলি আমাকে জানাইয়া দেন, তখন আমি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হই, তাঁহাকে একজন হিংসুক ভাবিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

"ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
অমানী, মানদ, কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে॥"

আমি আমাকে এই উপদেশের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করি না। কখনও বা আমি আমাকে এই উপদেশের অতীত ভাবি, কখনওবা যুক্তবৈরাগ্যের ছলে এই উপদেশ হইতে গা' ঢাকা দিয়া থাকিবারই চেষ্টা করি। আমি স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু কৃষ্ণসেবেতরবাসনা-রূপা যোষিৎ আমার বুদ্ধিকে বিপথগামিনী করিয়াছে। আমি 'স্থূলভাবে 'গ্রাম্যকথা' পরিত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু নানা প্রজল্প, বৈষ্ণব-নিন্দা, বৃথা হাস্যপরিহাস, আমার প্রতি

শ্রীগুরুদেবের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবার আদেশ হইতে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

আমি মনে ভাবি,—আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবমহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি যে আমার নিজ-স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া আশ্রিত হইতে পারি নাই, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না! অপরের নিকট হইতে সম্মান—প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আমি নিজকে শ্রেষ্ঠব্যক্তির অনুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও আমি আমার দুষ্ট মনেরই অনুগত হইয়া রহিয়াছি। কখনও আমি অসূয়াপরবশ হইয়া মনে ভাবি,—আমার সতীর্থ যখন গুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী সেবার ফলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভভাজন হইয়াছেন, তখন আমিও "ঢঙ্গবিপ্রে"র ন্যায় সেবার ছল দেখাইয়া কেননা সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভভাজন হইতে পারিব? শ্রীগুরু ও গুরুসেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইতেই যে আমার এরূপ অনর্থের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি আমার দুর্দ্দৈব-ফলে বুঝিতে পারিনা যে, শ্রীগুরুদেবে এই-রূপ 'মর্ত্ত্যবুদ্ধি' ও শ্রীগুরুসেবকে এইরূপ 'অসূয়াবুদ্ধি' লইয়া কখনও গুরুকৃপালাভ করিতে পারিব না। গুরুর সেবককে উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও আমি আমার সুবিধা করিয়া লইতে পারিব না। আবার কপটতা করিয়া শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবকের ন্যায় আচরণ করিলেও অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব আমার সেই 'ঢঙ্গবিপ্রে'র তুল বৃত্তিকে ধরিয়া ফেলিবেন। আমি চিরতরে শ্রীগুরুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব।

শ্রীগুরুদেব কত করুণাময়ীলীলা-প্রকটকারী, তাহা আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বুঝিতে পারি না। তিনি একদিকে যেমন নিষ্কপট সেবোন্মুখব্যক্তিগণকে তাঁহার অনুগ্রহে সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন, অপরদিকে আবার সেবার ছলপ্রদর্শনকারী ঢঙ্গবিপ্রতুল্য কপটব্যক্তিগণের প্রতি নানা ভাবে নিগ্রহ ও উদাসীনতা দেখাইয়া আমাকে নিষ্কপট হরিসেবোন্মুখ হইবার জন্যই নিরন্তর শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এই লীলা স্মরণ করিয়া "জগদ্গুরু" মাধবেন্দ্রপাদের আশ্রিত শ্রীঈশ্বরপুরী ও আশ্রিতম্মন্য শ্রীরামচন্দ্রপুরীর কথা স্মরণ হয়। শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামীপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁ'রে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন"॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব-নিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুইদ্বারে শিক্ষাইল জগজ্জন॥

* * *

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম

জগদ্গুরু-শ্রীগৌরসুন্দর ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ রামচন্দ্রপুরী-নিগ্রহ-লীলা দ্বারা জগতে যে শিক্ষাপ্রদান করিলেন, তাহা কি একবারও আমার চিন্তার বিষয়ীভূত হয় না? হায়! হায়! অপরাধ-ফলে আমার চিত্ত এতই বজ্রসম কঠিন হইয়াছে যে, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অভূতপূর্ব্বা ও অশ্রুতপূর্ব্বা করুণাময়ী-লীলাধারায় আমার এ কঠিন হৃদয় এখনও দ্রবীভূত হইতেছে না। আমাকে এ বিপদ হইতে কে রক্ষা করিবে? পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের শিক্ষানুসারে স্খলিতজনের এক-মাত্র আশ্রয়, পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে পুনরায়-নিষ্কপটে শরণগ্রহণ ব্যতীত আমি আর অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছি না। বৈষ্ণবগণ, আমাকে কৃপা করুন, আমাকে নিষ্কপট করুন, গুরুপাদপদ্মসেবাপ্রার্থী হইয়া যেন আমি নিষ্কপটে বলিতে পারি—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়া'ন না যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥
অদোষদরশি, প্রভো পতিত-উদ্ধার।
এইবার এ'অধমে করহ নিস্তার ॥"

শ্রীধাম-দর্শন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ৩৭ সংখ্যার পর)

তবেই দেখ পরেশ, বৈষ্ণবের ন্যায় আর কৃপালু এ জগতে কে আছে ?

মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান পর ঘর ॥

দিবানিশি জগতের মঙ্গলের জন্য সাধুরা ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাকৃত দেহ-মনের আনন্দবর্দ্ধক কোন ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যবস্থা দেন না কিংবা যে কার্য্যের জন্য জীবের অশেষ যন্ত্রণা—আধি, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণাদি দুঃসহ যন্ত্রণা, সেই আপাতরমণীয় সুখ অথবা স্বর্গসুখাদি ভুক্তি বা আত্ম-বিনাশরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি, কিম্বা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি জীব-স্বরূপবিরোধী কোন প্রলোভনীয় বস্তুও দান করেন না। তাই তাঁহারা জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য এই পরি-ক্রমায় কাতর ক্রন্দনে সমগ্র জীবকে—"বিশ্ববাসীকে তার-স্বরে আহ্বান ক'চ্ছেন।" বলত' পরেশ! ইহা বৈ জীবের আর কিসে নিত্য মঙ্গল হ'তে পারে ?

পরেশ। আহা! কি মধুর, তোমার সুধামাখা অমৃতময়ী কথাগুলি শুনে, আমার 'বহির্ম্মুখ বাহস্মৃতি' যেন ক্রমশঃই শিথিল হইতেছে। এখন আমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর 'শ্রীনবদ্বীপ'-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিশদ-ভাবে বর্ণনা কর, যাহাতে আমি অতি সহজে তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি।

নরেশ। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মানে (New Island) অর্থাৎ নূতন দ্বীপ নয় শ্রীগৌরনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তি। যথা— শ্রী, ভূ ও লীলা। এই লীলাশক্তি শ্রীধামময়ী হইয়া জীব-কুলকে কৃপা করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণা। নয়টী দ্বীপ যথা— (১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ, (৯) রুদ্রদ্বীপ,—এই নয়টী দ্বীপ লইয়াই শ্রীনবদ্বীপ। শ্রীভাগবতোক্ত শ্রবণং, কীর্ত্তনং, বিষ্ণোঃ স্মরণম্, পাদসেবনম্, অর্চ্চনং, বন্দনং, দাস্যং, সখ্যং, আত্ম-নিবেদনম্।—**"এই নববিধা ভক্তিদীপ্ত স্থানই শ্রীনবদ্বীপ-ধাম।"** অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের স্থান। এস্থানে আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন ক'রে অর্থাৎ শ্রীধামসেবার জন্য কায়, মন, প্রাণ, বাক্য—সর্ব্বস্ব নিবেদন ক'রে, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে, তাঁহার অনুগমনে শ্রীধাম পরিক্রমা ক'র্‌তে হয়। এইরূপ সেবোন্মুখ পুরুষের হৃদয়েই শ্রীধাম কৃপা ক'রে নিজ 'অপ্রাকৃত স্বরূপ' প্রকাশ করেন, নতুবা জীব আনুগত্যভাব ত্যাগ করিয়া, স্বীয় চেষ্টা-বলে এ জড় চক্ষে ও জড় মনে কখনও শ্রীধামের স্বরূপ ও মহিমা দেখিতে কিম্বা জানিতে সমর্থ হয় না।

পরেশ। কি আশ্চর্য্য কথা! আমি পরিব্রাজক হ'য়ে কত তীর্থ ভ্রমণ ক'রেছি; কত সাধু, কত মহাত্মা, কত জটাজুটধারী ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখেছি, কত মৌনব্রতধারী মুনি এবং তপস্বী দেখেছি, কত পঞ্চতপা, কত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দেখেছি; কাহাকেও বা হেঁট মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে কত কৃচ্ছ্র-সাধনাদি ক'র্‌তে দেখেছি, হরিদ্বার হ'তে বদরীনারায়ণ যেতে পথিমধ্যে হৃষীকেশে কত সাধু দেখেছি; কিন্তু এমন মনঃপ্রাণহারিণী সুসিদ্ধান্ত বাণী কখন ত' জীবনে শ্রবণ করি নাই। হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে, কুম্ভমেলায় কত লক্ষ লক্ষ সাধু দেখেছি, কিন্তু এমন সদুপদেশ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা ত' কখনও শুনি নাই। তাঁ'দের ভজনের সহচরস্বরূপে দেখেছি,—বড় বড় গাঁজার কল্‌কে, ধূম্রোদ্গীরণ আর ত্যাগী বলে দম্ভ। আমার মত বদ্ধ কলিহত দুর্ব্বল জীব ঐ প্রকার সাধন-প্রণালীর অনুকরণ করতে গিয়ে, হয় ফুস্‌ফুসের রোগে পতিত হইবে, না হয় গাঁজা খাওয়া শিখে তাহাকেই ভজন সাধন মনে করিয়া বসিবে।

নরেশ। এই অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের স্থান; বলি মহারাজ, শ্রীবামনদেবের পাদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তাঁহার কালান্তক অভয় শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ ক'রে, জীবন সার্থক ক'রেছিলেন।

দ্বিতীয় দ্বীপের নাম সীমন্তদ্বীপ। এই দ্বীপে শ্রবণ ক'রতে হয়। এই স্থানে পার্ব্বতী দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম লাভ কর্‌বার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে কত তীব্র সাধনা ক'রেছিলেন, তাঁহার সেই ভক্তিযোগময়ী তপস্যায় প্রীত হ'য়ে শ্রীগৌরসুন্দর পার্ব্বতী দেবীকে দর্শন প্রদান করেন। পার্ব্বতী দেবী তাঁহার সীমন্তে গৌরপদধূলি ধারণ ক'রে জীবন সার্থক করেন। সেই জন্য এই দ্বীপের নাম সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। এখানে সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীহরিকথা শ্রবণ ক'রলে জীবের আর অকল্যাণ হয় না, তাই একাগ্রমনে এখানে শ্রৌতবাণী শ্রবণ ক'রতে হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ এক শ্রবণাঙ্গ-ভক্তিযাজন করিয়াই শ্রীহরিপাদপদ্ম সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ। এখানে মহাজনেরা ইহাকে গোদ্রুম দ্বীপ বলিয়া থাকেন; গুরুমুখেশ্রুতবাক্য কীর্ত্তন ক'রতে হয়। মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে এখানে ভাসিতেছিলেন, কোন আশ্রয় না পেয়ে, চিন্তা ক'চ্ছিলেন, আমি এ বিপদে কোথা যাই? এমন সময়ে সুরভি গাভী মার্কণ্ডেয় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করেন। এখানে একটী অক্ষয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রথমে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-নিবেদন না হ'লে শ্রবণ হয় না। দ্বিতীয় সীমন্ত দ্বীপে শ্রবণ না ক'রলে, গোদ্রুমদ্বীপে কীর্ত্তন হয় না, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। কলিকালে অন্যান্য ভক্তি কর্ত্তব্য হইলেও কীর্ত্তনমুখেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে শীঘ্র ফলোদয় হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কলিজীবের জন্য কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় দেহ-মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া যে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র; কেননা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ত্যাগ ক'রে সেবোন্মুখ জিহ্বায় হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ অসম্ভব। মহাজন গাহিয়াছেন—"কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে।" কীর্ত্তন করিব না, অথচ লীলা স্মরণ হইবে, এ সকল দেহাত্মবাদী সহজিয়ার মত। ভোগোন্মুখ মন যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহা জড়চিন্তা; সেবোন্মুখ শুদ্ধ মনে স্বতঃই অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। বাহ্য কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা স্মরণ করিতে হয় না। বর্ত্তমানে আমরা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখন আমাদের নানাভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি ইচ্ছাই প্রবল। সদ্গুরুর কৃপালাভ ক'রে তাঁহার আনুগত্যে শ্রীহরির সেবোন্মুখ সময়ে কীর্ত্তন ভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত অনুভূতি জীবের পক্ষে অসম্ভব। কেননা, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" (চৈতন্য চরিতামৃত)। প্রাকৃত দেহ-মনের চিন্তা এবং অপ্রাকৃত "জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ নিত্য স্বভাব" সমপর্য্যায় ভুক্ত নহে। যাঁহারা এই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্যাপারকে এক করিতে চান, তাঁহাদের নামই প্রাকৃত সহজিয়া। ইঁহারা অন্ধকার-সদৃশ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা কামকে নির্ম্মল স্বপ্রকাশ-সূর্য্য-সদৃশ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা প্রেমের সহিত এক করিতে বসেন বলিয়া ইঁহারা ভ্রান্ত বিবর্ত্তবাদী। ইঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য-অভাবেই দেহ-মনের বিচার দ্বারা অবস্তুকেই বস্তু বলিয়া প্রতারিত হন। ইঁহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।

চতুর্থ মধ্যদ্বীপ—স্মরণের স্থান। প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীহরির স্মরণ-প্রভাব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তবেই দেখ, কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হয়। ক্রমপন্থা পরিত্যাগ ক'রে কখন সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তারপর হ'চ্ছে পঞ্চম কোলদ্বীপ—পাদ-সেবনের স্থান। এই স্থানে লক্ষ্মীদেবী, পাদ-সেবনদ্বারা শ্রীহরির তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে, শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতপ্রমাণ একটী প্রকাণ্ড কোল বা বরাহমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঐ ভক্ত বিপ্রকে দর্শন দান করেন। সত্যযুগে এই স্থানে বরাহদেব বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী দানবরাজ হিরণ্যাক্ষকে তাঁহার করাল দংষ্ট্রাঘাতে বিনাশ সাধন করেন এবং দেব, ঋষি ও ভক্ত-তপস্বিগণের ভীতি অপনোদন করেন।

তৎপরে ষষ্ঠদ্বীপ ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনের স্থান। এই-স্থানে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ক'রতে হয়। পৃথুরাজা অর্চ্চন-প্রভাবেই ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করেন। এই স্থানে শ্রীজয়দেব গোস্বামী পরমাভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতীর আহৃত চম্পকপুষ্প দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চন ক'রে গৌর-হরির কৃপা লাভ ক'রেছিলেন।

এর পর সপ্তমদ্বীপ—জহ্নুদ্বীপ, ওইটী বন্দনের স্থান। পরমবৈষ্ণব অক্রূর মুনি বন্দনা-প্রভাবেই জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-

চন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। এই স্থানে জহ্নুমুনি শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শন পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া পরিশেষে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। সগর বংশীয় ভগীরথ তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিবার সময়, এই স্থানে জহ্নুমুনির পুষ্পফল ইত্যাদি পূজোপকরণসমূহ, গঙ্গার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, ক্রোধপরবশ হইয়া মুনিবর গঙ্গাদেবীকে অঞ্জলিতে পান করিয়া ফেলেন। অবশেষে ভগীরথ উপায়বিহীন হইয়া মুনিবরের পদদ্বয় ধারণ করিয়া রোদন করিলে জহ্নুমুনি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় জানুদেশ চিরিয়া গঙ্গাদেবীকে বহির্গতা করিয়া দেন। এই স্থান অতি পুণ্যময়, এই স্থানে বন্দনমুখে গৌরসেবা করিলে জীবের গৌরকৃপা লাভ হয়।

তারপর অষ্টম দ্বীপ—মোদদ্রুম দ্বীপ, এস্থান দাস্যভক্তির স্থান। ভক্তরাজ হনুমান একনিষ্ঠ দাস্য-প্রভাবে শ্রীরঘুনাথের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামলীলায় ভগবান্ রামচন্দ্র যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে একটি মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে বাস করেন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয়, এই জন্য বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুম দ্বীপ বলিয়া থাকেন।

নবম দ্বীপের নাম হচ্ছে—রুদ্রদ্বীপ। এই রুদ্রদ্বীপ 'সখ্যের স্থান" বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীঅর্জ্জুন সখ্যভাবেই শ্রীকৃষ্ণের করুণা লাভ করেন। এই স্থানে নীল-লোহিতাদি একাদশরুদ্র গৌর ভজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসীক্ষেত্রও বলিয়া থাকেন। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ (নীরস) শুষ্কজ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তি-পথ আশ্রয় করেন এবং এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্ম-ধ্যানে রত হন। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সাযুজ্য প্রভৃতি—পঞ্চকন্যাগণ কঠিন তপস্যা করে শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবালাভ করে ধন্যা হন। ওহে পরেশ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ নববিধা ভক্তিদীপ্ত স্থানই, এই অপূর্ব্ব ঔদার্য্যময়ী চিন্ময় ভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ বলিয়া মহাজনেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমন করিয়া এই নয়টী দ্বীপ অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিলে জীবের আর জন্ম, জরা, মৃত্যু-পরিব্যাপ্ত অশেষ যন্ত্রণাময় সংসার-গারদ ভোগ করিতে হয় না। নিত্যধামে নিত্য সেবানন্দ লাভ ক'রে জীব পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সাধুসঙ্গ বিনা, কখন এ জড়চক্ষে শ্রীধাম দর্শন করা যায় না। ইহা অতি সত্য কথা তুমি জেনে রেখো। পরেশ, ভাই, তোমাকে আর অধিক কি ব'লবো, তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি আজ ধন্য হ'লেম। তোমার মুখে শ্রীধাম-কাহিনী শুনে আমার জীবন পবিত্র হ'লো। তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম; অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো, তাই তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। রাত্রিও অধিক হ'য়েছে; আমি ভ্রমণকার্য্য সমাধা করে সম্প্রতি ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে অবস্থান ক'রছি—হঠাৎ পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো। অদ্য সুপ্রভাত। কেননা যে দিন সাধু-সঙ্গে শ্রীহরি কথা হয়, সেই দিনই সুদিন। তুমি এখন কোথায় আছ ?

নরেশ। আমি গ্রে ষ্ট্রীটে কোন উকীলবাবুর বাসায় আছি। তিনি বেশ ভক্ত লোক, তাঁহার সঙ্গে আলাপ ক'রলে তুমিও বেশ সুখী হবে। **ওকালতীও কি প্রকারে হরিসেবার অনুকূল হয়,** তা তাঁর কাছে বিশেষভাবে জানতে পারবে। কথাটী তোমার নিকট একটু উদ্ভট বটে, কিন্তু জান্বে, ওকালতী হোক, ডাক্তারী হোক, কবিরাজী হোক—যিনি যে ব্যবসা এবং কার্য্য করুন্, ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই দেহ, মন, প্রাণ দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা ত্যাগ ক'রে যদি সমস্তই শ্রীহরিসেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তিনি ক্রমশঃ মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এক স্থানে লিখিয়াছেন—

> প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
> মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
>
> শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
> বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

তবে আজ এই পর্য্যন্ত। রাত্রিও অধিক হইয়াছে। ভবিষ্যতে পুনরায় এসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বিশেষ আলোচনা হবে। তবে এখন আসি নমস্কার।

পরেশ। দণ্ডবৎ ভাই, তোমার চরণে অসংখ্য কোটী কোটী দণ্ডবৎ। এ অধমকে ভুলো না ভাই। এই অনুরোধটী যেন সর্ব্বক্ষণ তোমার স্মরণ থাকে। (শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।)

প্রাপ্ত-পত্র

শ্রীল গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—
অশেষ-দণ্ডবৎপ্রণতিপুরঃসরনিবেদনম্—

আমি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ের ৩২৬৮ নং গ্রাহক। আমার জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতবশতঃ শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের চরণে লেশমাত্র ভক্তির উদয় হইল না। আমার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমার একজন পরম বান্ধব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ কর (শ্রীপুর হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার) মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক জীবহিতৈষণাবৃত্তি-বশতঃ আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাকে একখণ্ড 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় আরও ২।১ খণ্ড পাঠের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত হইল। তাঁহারই নিকট হইতে লইয়া একে একে সমগ্র ৩য় খণ্ড পাঠ করিলাম। আমি বৈষ্ণব-কৃপার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও শ্রীগৌড়ীয়ের অহৈতুকী কৃপার অসীমশক্তি সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। তারপর ৪র্থ খণ্ডের ১ম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইয়া নিয়মিতভাবে গৌড়ীয় পাঠ করিয়া আসিতেছি। গৌড়োদয়ে যুগপৎ উদিত দুই বিচিত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল প্রভা অবশেষে প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন এক সুগভীর পর্ব্বতকন্দরের অন্তরতম প্রদেশে বিস্তৃত হইল। হায়! না জানি কতদিনে সে তমোরাশি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে!

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের নানাপ্রকার কাল্পনিক মীমাংসা করিয়া কেবল মনোধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছি, সুসিদ্ধান্তের অভাবে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না। ইহার নির্ম্মৎসর কৈতবশূন্য উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণববৃন্দের চরণে শরণাপন্ন হইলাম। আশা করি তাঁহাদের কৃপাকণালাভে বঞ্চিত হইব না।

১। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত কি? 'দ্বৈত'-'অদ্বৈত'-'বিশিষ্টাদ্বৈত' প্রভৃতি দার্শনিক পরিভাষার সম্যক্ অর্থ কি? পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত কোন্ অংশে পার্থক্য ও কোন্ অংশে ঐক্য?

২। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবদুচ্ছিষ্ট ব্যতীত জড়রসে উদরভরণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই—গৃহস্থের পক্ষে যে সমস্ত অশৌচ প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত অশৌচ উপস্থিত হইলে দীক্ষিত-গৃহস্থগণ বিষ্ণু-নৈবেদ্যপাকের কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন? বৈষ্ণব অবশ্য অমেধ্যতুল্য অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। অশৌচকালে দীক্ষিত স্ত্রীলোকগণই বা কি করিবেন?

৩। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ কি?

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥"

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীফণিভূষণ বসু
দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রী—হাইস্কুল।
১৩৩৩।৮ই বৈশাখ।

উত্তর

১। চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত একটী ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। প্রবন্ধান্তরে চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের দার্শনিক মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সহিত উহার তুলনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত

অনুসারে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার, তাহার বিবরণ এই :—(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য **বিশিষ্টাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য **শুদ্ধদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য **দ্বৈতাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী **শুদ্ধাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক।

(১) রামানুজ মতে 'চিৎ' ও 'অচিৎ' এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) মধ্বমতে 'জীব' 'ঈশ্বর' হইতে পৃথক্ তত্ত্ব কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। (৩) নিম্বাদিত্য-মতে 'জীব' 'ঈশ্বর' হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) বিষ্ণুস্বামী মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য-পৃথক। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলেই মূলতত্ত্বে 'বৈষ্ণব'। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক-অসম্পূর্ণতা দূর করতঃ বিজ্ঞান-শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামী সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এই মতকে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক' বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মত—তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষালাভ করিয়া বৈষ্ণব জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদে'র মূল বলিয়া প্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করিয়া শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দ-নিত্য-বিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—তদীয়সর্ব্বস্বত্ব এবং শ্রীনিম্বার্কের নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধমত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

কেবল 'ভেদ' বা 'অভেদ'-বাদ তথা 'শুদ্ধাদ্বৈত' বা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'—এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশসম্মত কিন্তু অন্য দেশবিরুদ্ধ। কিন্তু "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ"-বাদ বেদের সর্ব্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত।"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা,
৯ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীল প্রভুপাদ "বৈষ্ণবদর্শন" শীর্ষকপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন—"বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে, ঈশ্বর 'চিৎ' ও 'অচিৎ' ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্যপ্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তি-মান্ সবিশেষ-বস্তু। স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয়, বিশেষত্রয়ে নিত্য বিরাজমান।

শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য-সেব্য-সেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়-রূপ জড়বস্তু সেব্যসেবক-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচ প্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্ব্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রীরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেখানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেত্তৃ-রূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত-সত্তা দর্শনের সত্যদর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হন্তারকও হয় না। বিভু-চৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। ভগবদ্বস্তুর অংশ—'জীব', বস্তুর শক্তি—'মায়া', তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই

"বস্তু" শব্দবাচ্য, উহারা বস্তু হইতে স্বতন্ত্র নহে।—এই বিশ্বাস "শুদ্ধাদ্বৈত" নামে প্রসিদ্ধ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে—শ্রীজীব গোস্বামীও তদীয় ভগবৎসন্দর্ভ ১৭শ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে বলিয়াছেন যে—

"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব-স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি তৎ-প্রতিচ্ছবি-রূপেণ।"

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি (১) স্বরূপ, (২) তদ্রূপবৈভব, (৩) জীব ও (৪) প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থায় কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দ-মাত্র বিগ্রহ-ই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্যবদ্ধ' অনন্ত জীবগণই জীব। 'মায়া' প্রধান' ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান' শব্দ বাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরম তত্ত্বের একত্বও সেইরূপ নিত্য। বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব। কেন না, জীব-বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

বস্তু-শক্তি-বিচারে ভেদ ও অভেদ ধারণা। বস্তু-শক্তির বিবিধত্ব ও শক্তিমদ্ বস্তুর একত্ব। একবস্তু-জ্ঞান বস্তুস্বরূপভাবে সিদ্ধ নহে। শক্তির বৈচিত্র্য দ্বারাই ঈশ্বর ও জীবের ভেদাভেদ ধারণা। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর Co-relative terms. বস্তুর বিচিত্রতার পরিচয়ে বিষয় ও আশ্রয়-বিচারে ভেদ আবার আলম্বন বিচারে অভেদ। কিন্তু নির্ব্বিশিষ্ট বস্তুর "ভেদ" ও "অভেদ" সম্ভবপর নহে। যেহেতু জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভাবে ভেদাভেদ-বিশেষ লক্ষিতব্য নহে। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'—শব্দে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। তাহা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। মনোধর্ম্মে একই কালে বিপরীত ধর্ম্মের ধারণা সম্ভবপর নহে। অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই 'সৎ' ও 'অসৎ' হইতে পৃথক্। উহা সংখ্যা ও কালাতীত। অণুচিৎ সহ বিভুচিৎ চিদ্‌বিচারে অভেদ, বিভু ও অণুত্বের পরিমিতিতে ভেদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট। অচিৎ পরমাণুগণ পরস্পর সীমাবিশিষ্ট, চিৎসমান ধর্ম্ম-হেতু খণ্ডিত হইবার অযোগ্য। অচিৎএর ধারণা লইয়া চিদ্‌বস্তু মাপিয়া লইবার প্রয়াসে সংখ্যাভেদ, কালভেদ প্রভৃতি গৌণভাবে সমধর্ম্ম বিপন্ন করাই চিদ্‌বস্তু হইতে বিদায়গ্রহণ।

নির্ব্বিশেষবাদী 'অচিন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। তাঁহার মনোধর্ম্মের ধারণায় যাহা 'অচিন্ত্য' বা 'চিন্ত্য' বলিয়া মনে হয়, তাহাও তাঁহার মনোধর্ম্মের 'চিন্ত্য' বলিয়া 'অচিন্ত্য' শব্দবাচ্য নহে।

কেবলাদ্বৈতী নির্ব্বিশেষবাদীর সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের পার্থক্য কি?—কেবলাদ্বৈতবাদী শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শুদ্ধবিচারের সহিত ভিন্ন। কেবলাদ্বৈতবাদী 'মায়া'কে 'অবস্তু', 'বস্তু'কে 'নির্ব্বিশেষ', 'জীব' ও 'ব্রহ্মে ত্রিবিধ ভেদহীন 'অভেদ', জগৎ 'অসত্য-জৈবজ্ঞানের বিবর্ত্ত জন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়, জ্ঞানপ্রাকট্যে অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাভাব প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতাবরোধি-বিচার-বিশিষ্ট। কেবলাদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন-বাহত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধভেদদর্শন-রহিত, তিনি দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শন-রহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতী 'শক্তিপরিণামবাদ'-কেই তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিবর্ত্তবাদী নহেন। বিশিষ্টাদ্বৈতীর সহিত শুদ্ধাদ্বৈতীর পার্থক্য বস্তু-শক্তির পরিণাম ও বস্তু পরিণামের বিচার মধ্যে আবদ্ধ। কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাভাব, বস্তু ও মায়াবিচার, চিন্মাত্রবিচার, জগন্মিথ্যাত্ব প্রভৃতির অকর্ম্মণ্যতা, শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতী বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকা (ভাঃ ১।১।১, ১০।৮৭।২ প্রভৃতি) এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্ততত্ত্বসার ও লোকাচার্য্যের তত্ত্বত্রয়, অর্থপঞ্চক প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের "তত্ত্ববিবেক", "তত্ত্বোদ্যোত", "তত্ত্বসংখ্যা" প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন, মায়াবাদ-খণ্ডন, তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং নিম্বার্কীয় বেদান্তকামধেনু, দশশ্লোকী পারিজাতভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২। শুদ্ধবৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত বৈষ্ণব—"গৃহস্থই", হউন্ বা "ত্যাগীই" হউন, তাঁহার

"অশৌচ" নাই। তথাপি গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোক-ব্যবহার-রক্ষার্থে যে কোনও দিবস বিষ্ণু-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদির দ্বারা শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে পারেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র 'গৃহস্থবৈষ্ণবের'ও কর্ম্মজড়াভিনিবেশ বা কর্ম্ম-জড়গণের অদৈববিধি অপালনজনিত-প্রত্যবায় বুদ্ধিও নাই। সুতরাং তিনি ভক্তির অনুকূল বিচারেই যাবতীয় বিধি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন।

৩। এই কয়েকটী পদ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটী পদেশ্রীল-ঠাকুর মহাশয় নিজ নৈষ্ঠিক ভজনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগৌরলীলার পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিজের অবিক্ষেপসাতত্য (নৈরন্তর্য্য) বলিতে গিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার 'ভজন-বল-সম্পত্তি', শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বীয় 'প্রভু', শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার 'সম্বল', গদাধরকে স্বীয় 'বংশ' এবং শ্রীগদাধরানুগত নরহরিকে 'বিলাস-সম্ভার' ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু-গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রজরাজনন্দন ও বার্ষভানবীর লীলা-বিলাসপর জীবনধন।

শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীজগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীবের অন্য কোনও সম্পত্তি নাই। তাঁহার পদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লব্ধ হয়। 'অধন' বা অনর্থের নিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দকৃপা। বদ্ধজীবগণ অনর্থরূপ অধনকে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ-দাস্যে নিযুক্ত হন।

তাঁহারা প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্বের ছলদাম্ভিকতা পরিহার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নিত্যপ্রভু' জানিলেই তাঁহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রকাশমান হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-যুগল-কিশোর। তদ্ব্যতীত প্রাণ-হীন দেহ-ধারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সেই যুগল-সেবাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেবাহীন অভক্ত প্রাণহীন-চেষ্টা-বিশিষ্ট।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণই জীবের হরিভজনের বল। ভগবৎ-সেবাই আচার্য্যের শক্তিমত্তা। দুর্ব্বল জড়াভিমানী বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর কারণার্ণবশায়ীর উপাদান কারণ-শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীগৌরসেবা করিবার জীব-গণের আদর্শ। তাঁহার জলতুলসী-হুঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে স্বীয় দাস্যের সুযোগ প্রদান করেন।

শ্রীগদাধরাদি শক্তি অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী। শ্রীরূপানুগগণ মধুররসে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মধুররসের সেবকগণের প্রধান শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নাভিরাম হইয়া শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার অনুগত নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় ব্রজরসের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস-বিগ্রহ-রূপে গৌড়মণ্ডলে সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর সেইকালে শ্রীনবদ্বীপ নগরে ব্রজলীলার মধুররসে শ্রীগৌর-সুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের হৃদ্‌গতভাবের পোষণ করেন। চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য অন্তরঙ্গ-মধুর-রসের ভক্তসমাজে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের ভজনাদর্শ। তিনি ব্রজের মধুমতিসখী। শ্রীগদাধরের কুলেই ব্রজের মাধুর্য্যগত সেবাধিকার সহ শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা বিহিত হয়। বিপ্রলম্ভরসাভিব্যক্তিতে ব্রজলীলার সম্ভোগ-রসের আদর্শ-ভ্রম জীবের অনর্থোৎপাদনের হেতু। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের পরস্পর যোগ্যতা-বিচারে সম্ভোগের পুষ্টিই বিয়োগ রস। প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভজনরহিত কল্পিত-রস-স্রষ্টাদিগের রসবোধের অভাবে যে অবৈধ-সম্মিলন-প্রয়াস বাচাল দলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপী। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ অবৈধ উৎকট প্রয়াস গর্হণ করিয়া বদ্ধজীবকুলকে সতর্ক করিয়াছেন।

'নদীয়া নাগরী'-বাদ বা 'গৌরনাগরী'-বাদ-গর্হণ-মূলে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই সকল বাক্য নিদর্শন-রূপে কার্য্য করে। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলাকে রসাভাস-দোষে দুষ্ট করিবার প্রয়াসের প্রশংসা করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যের বিকৃত প্রতিফলন রস-বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও জীবকে মুক্তভূমি হইতে প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীগদাধর ও নরহরির অন্তরঙ্গ ভক্তোচিত ব্রজলীলার আনুগত্য শ্রীরূপগোস্বামী কথিত—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ সাধনভক্তি-লঃ ১১৮ শ্লোক)

—শ্লোকের সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। যাঁহারা বৈষম্য দর্শন করেন, তাঁহাদিগকেই মায়াদেবী স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-দ্বারা আচ্ছন্ন করেন।

প্রতিবাদ পত্র।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীহট্টের "যুগবাণী" ২য় বর্ষ ১১ সংখ্যা ১২ই চৈত্রের পত্রের ৭ম পৃষ্ঠায় শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ দাস মহাশয় 'মায়াপুর'-শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ঈর্ষামূলক অসত্যপূর্ণ বলিয়া আমি শ্রীহট্টের বিভিন্ন পত্রিকায় এই প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের নিরপেক্ষ সত্যকথা-প্রচারকারী পত্র মধ্যে এই "প্রতিবাদ" প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

শুনা যায়, "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঁচথুপী-নিবাসী নন্দদুলাল অধিকারীর পুত্র শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের প্ররোচনাক্রমে লিখিত হইয়াছে, ইহা মুরারিবাবুর লিখিত প্রবন্ধ হইতেই জানিতে পারিয়াছি। মুরারিবাবু প্রকৃত ঘটনার কোনও সংবাদই রাখেন না বলিয়া তাঁহাকে এইরূপ উদ্বেগযুক্ত হইতে হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক আমার জনৈক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে, সাহিত্য-পরিষৎ-সভার সিদ্ধান্তে কল্পিত-স্থান কাঁকড়ের মাঠ রামচন্দ্রপুরকে প্রাচীন মায়াপুর বলিয়া নির্ণীত হয় নাই এবং তাদৃশ ভ্রান্তিযুক্ত ধারণা ভূগোল-সংস্থান-বিদ্যা কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুহৃৎ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় 'নবদ্বীপ-দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব" নামক সুবৃহৎ প্রতিবাদ পুস্তকদ্বারা উক্ত ভ্রান্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া প্রকৃত সত্য স্থাপন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়ায় যে কয়েকটি ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই অমূল্য বাবুর বৈবাহিক রায়বাহাদুরের ভারতবর্ষ কাগজে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন বাঁচাইয়া যেরূপ গাত্রজ্বালা নিবারণ করিয়াছেন, তাহা নবদ্বীপ ও কলিকাতা প্রদেশের সমগ্র বিদ্বৎ-সমাজের জানিতে আর বাকী নাই। শুনা যায়, বর্ত্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সহরের কতিপয় বিগ্রহ ব্যবসায়ীর আবেদনক্রমে মুরারি বাবু বা কুমিল্লার নাথ মহাশয় তথা শ্রীহট্টের যোগেন্দ্র বাবু 'সোনার গৌরাঙ্গে' যে সকল প্রবন্ধের প্রকাশ-কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে কেহ কেহ সত্য গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছেন।

গোলোকপ্রাপ্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় যে সকল নদীয়া কালেক্টারীর প্রাচীন রেকর্ড ও রেণেলের ম্যাপ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের চিটা, এসিয়াটিক রিভিউ কাগজ, কুইন কুইনিয়াল সার্ভের খস্‌ড়া ও কাগজ, রেভিনিউ বোর্ডের এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত কাগজাদি জেলাজজ মুরসাহেবের রায়, মাননীয় রেম্পানি সাহেবের আপীল প্রভৃতি অসংখ্য কাগজ পত্রের প্রকৃত সত্য প্রমাণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিকূলে সারুটীয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র সিংহ—যিনি বর্ত্তমানে 'সারুটীয়ার' ভেকধারী বলিয়া পরিচিত, তাঁহার অনুসন্ধান রহিত শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য নায়েব-প্রদত্ত ইলিম্‌সেকের চিটা প্রভৃতি কাগজ প্রমাণরূপে কখনই গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই যাবতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর একমাত্র অবিসংবাদিত মত। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যচর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয়ই প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক যাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থের আধুনিক কালের একমাত্র প্রামাণিক আচার্য্য। তাঁহার গবেষণা-সিদ্ধ প্রমাণের প্রতিকূলে অদ্যাবধি কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা অপর কেহই কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। ব্যক্তিগত ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, বক্তৃতাপাঠ-ব্যবসায়ী, বেষোপজীবী প্রভৃতি ধর্ম্ম-পণ্যজীবি-সম্প্রদায়, শ্রীগজেন্দ্র সিংহের যে ভ্রান্তির সমর্থন করিতেছেন বা করিবার ইচ্ছা

করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের একটু আলোচনা করিলেই তাঁহাদের ভ্রম জানিতে পারিবেন।

'শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা' অথবা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোনও ভক্ত সমাধিস্থানে প্রদত্ত কোনও টাকা পয়সা অদ্যাবধি গ্রহণ করেন নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে জানি। আমি স্বয়ং নবদ্বীপের গানোৎসবের সময় দুই দিবস দুইটী পয়সা কাজির সমাধিতেই কাজির বংশধরগণকে ভিক্ষাস্বরূপ দিয়াছিলাম। তাহাতে হিন্দুভ্রাতৃপক্ষের কোনও ব্যক্তিই কোনও আপত্তি করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা ও সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ পয়সা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, মৌলানা শিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর পবিত্র সমাধিকে বিশেষ সম্মান করেন, উহাকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিবার বাধা দিয়াই থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কাজীর বংশধরগণের দু'এক পয়সা ভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবেন, এরূপ কোনও কথা হওয়া অসম্ভব।

যাহারা জীবের বা দেবতার কপিত অর্থ আত্মসাৎ করে, তাহারা দেবল বা ধর্ম্মধ্বজী। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ আদর্শ নিরপেক্ষ ধর্ম্ম সংরক্ষণ এবং দেবল ও ধর্ম্মধ্বজিগণের এই সকল কথিত কুপ্রবৃত্তি দমনোপযোগী অর্থ সাহায্য শ্রীহট্ট হইতেও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট্টের 'জনশক্তি', 'পরিদর্শক', "যুগবাণী" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ তাঁহাদেরই প্রশংসাসূচক বাণীর গান করিয়াছিলেন বলিয়াই কতিপয় ব্যক্তি দুরভিসন্ধি মূলে বিপরীতভাবের অসত্য কথার আবাহন করিতেছেন। ২৪শে কার্ত্তিকের "জনশক্তি", ২৭শে কার্ত্তিকের "যুগবাণী"ও ২৯শে কার্ত্তিকের "পরিদর্শক" পত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দকে সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীহট্ট, কলিকাতা, নদীয়া, গোয়ালপাড়া, চব্বিশ পরগণা, ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, প্যারিশ, কামস্কাট্কা বা যে কোনও স্থানের যে কোনও লোকের সহিত জাতিধর্ম্মবিশেষ লক্ষ্য করিয়া কোনও বিবাদের সম্ভাবনা নাই ও হইতে পারে না। তজ্জন্যই দুরভিসন্ধি মূলে এই নিরপেক্ষ নির্ব্বিবাদী সম্প্রদায়ের সহ বিরোধ করিবার উদ্দেশে মৎসরদলের সম্প্রতি নানাপ্রকার অবৈধ চেষ্টার উদয় হইয়াছে। উহা মৎসরতা বা ভগবানে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নিবেদক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সচ্চাষী রোড্, কাশীপুর, কলিকাতা।

দ্বাদশ বৈষ্ণব
(৬) মনু

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-ধ্যানরত স্বয়ম্ভুর অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে মনু এবং অপরার্দ্ধ হইতে শতরূপা জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ম্ভু মনুকে সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। মহাত্মা মনুর ঔরসে সাধ্বী শতরূপার গর্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা উৎপন্ন হইল। পুত্রদ্বয়ের নাম,—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। আর কন্যাত্রয়ের নাম,—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। মনু, রুচির সহিত আকূতি, কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহূতি, এবং দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ দিলেন। ইঁহাদের সন্তানেই জগৎ প্রজা-পূর্ণ হইল। পরম-ভাগবত পুত্র প্রিয়-ব্রতের সহিত বিশ্বকর্ম্মাদুহিতা বর্হিষ্মতীর, এবং উত্তান-পাদের সহিত সুনীতি ও সুরুচি নামিকা দুইটি কন্যার বিবাহ হয়। মনুর আজ্ঞায়, তাঁহার দুই পুত্রই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। পুত্রদিগকে রাজ্যভার দিয়া তিনি হরি-সাধনায় গমন করেন।

মনু-পুত্র উত্তানপাদের মহিষী সুনীতির গর্ভে পরম হরিভক্ত মহাত্মা ধ্রুবের জন্ম হয়। শ্রীভগবানের নিকট বর লাভের পর, ধ্রুব ভবনে ফিরিয়া, যথাসময়, পিতৃদত্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যপালন করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া এক মহাবল যক্ষকর্ত্তৃক নিহত হন। ইহাতে ধ্রুব, যক্ষগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি যক্ষালয়ে গিয়া অমিত-বিক্রমে যক্ষগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া সংহার করিতে লাগি-লেন। অসংখ্য যক্ষ তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন তাঁহার পিতামহ মনু এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎকালে দুস্তর বিষয়-বিষ-জলাশয় গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, ঊর্দ্ধলোকে

মহর্ষিগণ সহ শ্রীহরির আরাধনায় অবস্থিত ছিলেন। তিনি হরিপরায়ণ ধ্রুবের এইরূপ মতিভ্রমের সমাচার প্রাপ্তি মাত্র মহর্ষিগণ ঙ রণমত্ত মহাবীর পৌত্রের সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই অসৎ উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

মনু বলিলেন, —"বৎস, তুমি এ কি করিতেছ? একের অপরাধে এত নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণবধ করিতেছ! দৃশ্যমান দেহে আত্মাবোধ করিয়া, পশু বা পশুবৎ প্রাণীরাই পরস্পরকে হিংসা করে, বধ করে। কিন্তু, তোমার মত ব্যক্তির কি ইহা কর্ত্তব্য? শ্রীহরির শরণাগত সাধুদের কি এই পথ? তুমি সর্ব্বভূতের প্রাণ-স্বরূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া, তাঁহার দুরারাধ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। হরিপরায়ণ সাধুগণ 'হরিভক্ত' বলিয়া তোমার গুণকীর্ত্তন করেন। তুমি আবার এত আত্মহারা হইয়া এমন অপকর্ম্মে রত হইলে কিরূপে? হরিভক্তের নিকট শত্রু মিত্র, মান-অপমান, সম্পদ-বিপদ,—তুল্যরূপে দৃষ্ট হইয়া কোনরূপ সংক্ষোভ ঘটাইতে পারে না। সর্ব্বজীবে, সকল বিষয়ে তাঁহাদের সমদৃষ্টি। ইহা হইতেই সর্ব্বপ্রাণময় পরমেশ শ্রীহরি, তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। বৎস,—ভাবিয়া দেখ দেখি,—কে কাহার আত্মীয়, কে কাহার পর, আর কে বা কাহাকে বধ করিতে পারে? শ্রীভগবানই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূলীভূত কারণ। "রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে?"—এ-কথা যে বালকের মুখেও শুনা যায়! সকল জীবই স্ব-স্ব-কর্ম্মের অধীন হইয়া কালচক্রে জন্ম-মৃত্যু-মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা অন্যথা করিবে কে? শ্রীহরিই এই অখিলবিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা, অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। তাঁহার ত্রিগুণা মায়াশক্তিই বাহজগতে কার্য্য করিতেছে। তাঁহার ঐ মায়াই মৃত্যুরূপে হরি-বিমুখ জনকে গ্রাস করিতেছে। পুনঃ পুনঃ গিলিতেছে, আবার উগরিতেছে। কিন্তু, শ্রীহরি স্বীয় ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইয়া ঐ মৃত্যুরূপিণী মায়া-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভাব দেবগণ, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের মত, তাঁহারই পূজা-উপহার সতত মস্তকে বহন করিতেছেন।

'তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবং
সর্ব্বাত্মনোপৈহি জগৎপরায়ণম্।
যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি
গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ॥'
(শ্রীভাঃ ৪। ১১। ২৭)

"বৎস,—পঞ্চবর্ষ বয়সে তুমি স্নেহময়ী জননীকে ত্যাগ করিয়া যে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির সর্ব্ব-সম্পন্ময় শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে; এবং যাঁহার কৃপায় ত্রিলোকীর মস্তকোপরি পরম দুর্ল্লভ স্থান লাভ করিয়াছ; তাঁহারই আরাধনায় রত হও। সমগ্র জীব জগতের প্রাণ প্রিয়তম আত্মজন একমাত্র তিনিই। কাহাকে আত্মীয় ভাবিয়া, মোহের বশে কি করিতেছ? এ-চিত্তবিকার পরিহার কর। ক্রোধ জীবের পরম শত্রু। হিতকামী ব্যক্তির কদাচ ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া উচিৎ নহে। আর দেখ,—পরম বৈষ্ণব ভগবান্ গিরিশের ভ্রাতা ধনাধিপ কুবের। যক্ষগণ কুবেরেরই আশ্রিত। তুমি বৈষ্ণব-অপরাধ করিতেছ। শীঘ্র যাও, সেই বৈষ্ণব-শিরোমণি শিব-সকাশে গিয়া, তাঁহার পূজা ও পাদবন্দনা করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা কর।"

মহাত্মা মনু এইরূপে পৌত্র ধ্রুবকে রক্ষা করিয়া সগণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধুশীল ধ্রুব অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।

মহাত্মা মনু যখন শতবর্ষব্যাপী দুশ্চর তপস্যায় হরি-আরাধনা করিতেছিলেন, তখন তিনি এই সকল কথা চিন্তা করিতেন,—"হায়, জীবগণ বিষয় লইয়া কত মুগ্ধ হইয়া আছে; যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র আছেন; যিনি সকলের চৈতন্যস্বরূপ; যিনি সর্ব্বদা সকলকে রক্ষা করিতে-ছেন; যিনি মূলাধাররূপে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার কথা একবারও তাহারা ভাবিতেছে না। অহো, জীবগণ,—তোমরা করিতেছ কি? বিষয়ের জন্য লোভের বশে তোমরা পরস্পর কত দ্বন্দ্ব করিতেছ! কেন, অমূল্য জীবন এমন বৃথা ক্ষয় করিতেছ কেন? যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর, তবে সেই সর্ব্বাশ্রয় স্বতন্ত্র শ্রীহরির আরাধনা কর। হরিহে, —তোমার অনন্ত বৈভব, অপার মহিমা; তুমি সর্ব্বোপরি সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণ, স্বপ্রকাশ ও সত্যস্বরূপ। প্রভো, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে সেবা দাও। আমার জন্ম সফল কর।"

তপস্যারত মহাসত্ত্ব মনুকে অসহায় ও অবশ ভাবিয়া,

এক সময়, তাঁহাকে কয়েকটি রাক্ষস গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীহরি তাহাদিগকে সংহার করিয়া স্বীয় শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা মনুর দেবহূতি কন্যায় শ্রীকপিল এবং আকূতি কন্যায় শ্রীযজ্ঞ, এই দুইটী বিষ্ণুর অবতার প্রকটিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

কালঃকলির্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃকিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥ ৪৯॥

যদি বল, "নির্ব্বেদেতে কিবা প্রয়োজন।
শুদ্ধভক্তিমার্গে রতি' করহ ভজন"॥
তাহে শুন, গৌরহরি, মোর নিবেদন।
যাহাতে বঞ্চিত আমি হই প্রেমধন॥
কাল-কৃত-দোষে আমি অজিত-ইন্দ্রিয়।
নানাবাদে, ভক্তি-পথে রুদ্ধ হৈল শ্রেয়ঃ।
অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কাল হৈল কলি।
আমার ইন্দ্রিয়-বর্গ তাহে হৈল বলী॥
প্রাকৃত-বিষয়ে সদা করি' আকর্ষণ।
আমার শত্রুতা সদা করয়ে সাধন॥
অজিত-ইন্দ্রিয় আমি ষড়্বেগের দাস।
কুবিষয় ভুঞ্জিবারে করি নানা আশ॥
'অর্থ লাভ' অভিলাষ সর্ব্বদা অন্তরে।
কপট বৈষ্ণব-বেশে ভ্রমি ঘরে ঘরে॥
দ্যূত-পান-স্ত্রী-হিংসা, কনক অপর।
কলিস্থান পঞ্চকেতে আমার আদর॥
দয়া, সত্য, শৌচনাশ, সদা মদে মত্ত।
সাধুর শত্রুতা করি, জীবহিংসা রত॥
কিম্বা 'কলি' শব্দের অন্য অর্থ যে 'কলহ'।
জগতে প্রত্যক্ষ তাহা হয় অহরহঃ॥
নানাবাদ-শুষ্কতর্ক-পন্থায় আদর।
তাহাতে হইনু আমি কলি সহচর॥
চার্ব্বাকের শিষ্য হৈয়া দেহে 'আত্মা' বলি।
প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি জড়সুখে ভুলি॥
ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মা মাত্র সৎ।
বৌদ্ধ হৈয়া বলি কভু জগতে অসৎ॥
জৈন হৈয়া বলি আত্মা শরীর প্রমাণ।
সম্যক্‌চরিত্র, সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌-জ্ঞান॥
প্রকৃতি-পুরুষ-অবিবেক হৈতে দুঃখ।
প্রকৃতি অধীন পুরুষ বিবেকেতে সুখ॥
কপিলানুগত হই;—কভু পাতঞ্জল।
যম-নিয়ম-আসনাদি-সাধনে চঞ্চল॥
আত্মাবিভু বিলক্ষণ দেহেন্দ্রিয় হৈতে।
নববিশেষ গুণাশ্রয় কণাদের মতে॥
গৌতমের মতে ষোড়শ পদার্থ বিচারি।
প্রমাণ প্রমেয় ...... বাদবিতণ্ডাদি করি॥
বেদ-উক্ত শুভকর্ম্মে দুঃখ হয় হানি।
জড়সুখ-লাভে বহু জৈমিনিরে মানি॥
ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন।
মতিভ্রমে মায়াবাদে বহু করি মান্য॥
প্রচ্ছন্ন সেশ্বর নিরীশ্বর নানাবাদ।
বেদের বিরুদ্ধ বহু প্রজল্প বিবাদ॥
চিজ্জড়াদি সমন্বয় কুতর্ক-কণ্টকে।
রুদ্ধ হৈল ভক্তি-পথ হেরে মরি শোকে॥
ভক্তি, ভক্ত, ভগবানে জগৎ বিমুখ।
সর্ব্বদা অসৎ চেষ্টা বাঞ্ছে জড়সুখ॥
কি করিব, কোথা যা'ব, পরাণ বিকল।
দুর্লভ মানব জন্ম হইল বিফল॥
হে চৈতন্যচন্দ্র, যদি দয়া না করিবে।
তবে আজ এই দীন নিশ্চয় মরিবে॥
অণুচৈতন্য জীব, আমি নিত্যদাস।
তুমি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, প্রভু স্ব-প্রকাশ॥
তব সেবা ছাড়ি' আমি কুমার্গেতে ধাই।
চেতনের ধর্ম্ম ছাড়ি' স্বাস্থ্য নাহি পাই॥
জানিয়া না জানি, কান শুনিয়া না শুনে।
নির্হেতুক কৃপা আজ কর নিজ-গুণে॥ ৪৯॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ৫ই জুন ১৯২৬ | ৪১ শ সংখ্যা

সারকথা

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ?

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥

—চৈঃ ভাঃ ৩।১।২৬৭-৬৮

বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

আর যদি নিন্দ্যকর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে—এই যে উপায়।
কোটি-প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥

—চৈঃ ভাঃ ৩।৩।৪৫৭-৫৮

সংসারোত্তরণের উপায় কি?

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার'।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার'॥

—চৈঃ চঃ ২।১৮।১৯৩-৯৪

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি?

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন'॥
তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান॥

—চৈঃ চঃ ২।১৮।১৯৬-৯৭

অবৈষ্ণব ও বিদ্ধজ্ঞানী কর্ম্মীর দশা কি?

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

—চৈঃ চঃ ২।২২।২৮-২৯

সুখে সংসার পারের উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব-সার॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার॥

—চৈঃ চঃ ২।২৫।৫৭ ; চৈঃ ভাঃ ৩।৩।৪৬৩

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ

ভারতবাসীর নিকট বৈষ্ণবক্ষেত্র-বারাণসী একটী পরম-পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সুরেশ্বরী-ভাগীরথী এই স্থানে বিষ্ণুপাদোদক প্রদান করিয়া বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সন্তোষ বিধান করিতেছেন। এই স্থান সনাতন-ধর্ম্ম-বিদ্ বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর পুরী। তাই এই স্থান পুরাকাল হইতে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। শঙ্করাবতার আচার্য্যশঙ্কর ভগবানের আদেশে বিমুখমোহনার্থ মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-বাদ প্রচার-করিলেও উহাতে তাঁহার আন্তরিক সন্তোষ হয় নাই। তিনি আজ্ঞাপালনকারী দাসসূত্রে ভগবদাজ্ঞা পালন করিয়া-ছিলেন মাত্র। তিনি এতদিন যেন নিজকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞান করিয়া পথপানে তাকাইয়া ছিলেন, কবে আবার সনাতন-ধর্ম্মবক্তা ভগবান্ স্বয়ং কাশীপুরীতে আগমন করিয়া বিশুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচার করিবেন, কবে তিনি তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন, কবে আবার কাশীপুরী ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে ধন্যা হইবে, কবে বৈষ্ণব-ক্ষেত্র আবার হরিনামের রোলে মুখরিত হইবে। তাঁহার মনের সাধ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ পূর্ণ করিলেন! তিনি কাশীতে আসিয়া দুইটী কার্য্য সাধন করিলেন—একটী শ্রীসনাতন-শিক্ষার ছলে সমগ্র জীবকে প্রকৃত-সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব-কথন আর একটী একদণ্ডি-সন্ন্যাসী-শিক্ষার দ্বারা তর্ক-পন্থা বা আরোহবাদ-খণ্ডন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রায় সার্দ্ধ-চারি-শতাব্দী-পূর্ব্বের কাশীধামের একটী চিত্র প্রদান করিয়াছেন—

"তবে নিজ-ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥"

(চৈঃ চঃ ১।৭।৩৯-৪০)

মহাবদান্য জগদুদ্ধারণ শ্রীগৌরসুন্দর কাশীর মায়াবাদি-গণের নিন্দা উপেক্ষা করিয়া এইবার মথুরায় গমন করিলেন। মথুরা হইতে পুনরায় তিনি কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখনই তাঁহার আকর্ষণে তদীয় পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কাশীতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই প্রভু-সেবক মিলনের একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীগৌর-সুন্দর কাশীধামে দুই মাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীসনাতন প্রভুকে উপদেশ প্রদানের ছলে জগজ্জীবের নিকট বেদান্তগ সেশ্বর শ্রৌতধর্ম্ম বা প্রকৃত সনাতন-ধর্ম্মের সন্ধান প্রদান করেন।

ভারতবাসী কাশীধামকে "সনাতন-ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ" বলিয়া বৃথা অভিমান করিলেও কলিযুগ-পাবনাবতারী সনাতন-ধর্ম্মবক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ও তদীয় নিজজন শ্রীল সনাতন প্রভুর মহাবদান্যতা ও কৃপাব্যতীত এতদিন আপামর-সাধারণে সনাতন-ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মকেই অনেকে সনাতন-ধর্ম্মরূপে মনে করিয়া নির্ব্বিবাদের আবাহন করিয়া-ছেন, দৈবী-মায়ায় বিমোহিত ও ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিজড়িত-বুদ্ধি হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ-ধর্ম্ম-প্রধান কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বাদ, কখনও বা 'বেদাশ্রয়' নাস্তিক্যবাদকে বৈদিক ধর্ম্ম, 'বেদান্তের ধর্ম্ম' বা 'সনাতন-ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন, মনো-ধর্ম্মের বিচারে বিমুখমোহনপর শাস্ত্রসিদ্ধান্তকেই 'বৈদিক সিদ্ধান্ত' মনে করিয়া—"মায়াবাদ, 'পঞ্চোপাসনা' প্রভৃতি অক্ষজ-মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাধময়ী নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধির ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" প্রভৃতি বিচার করিয়াছেন এবং 'নির্ব্বিশেষবাদই' চরম লক্ষীভূত বস্তু হওয়ায় মনো-ধর্ম্মোত্থ যে কোন একটী পথকে নির্ব্বিশেষ-প্রাপ্তিরূপ-উপেয় লাভের 'উপায়' বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর ও পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন প্রভু জগজ্জনের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় হইয়া এই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম নিরাস পূর্ব্বক আত্মধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তনমুখে জানাইয়া দিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যেরূপ কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী প্রচারের কেন্দ্রস্থল হইয়া ধন্য ও জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, কাশীধামও তদ্রূপ 'গৌর-সনাতন-সংবাদ' বা 'গৌরগীতা' প্রচারের কেন্দ্র-স্থলরূপে জগজ্জনের পরম গৌরব ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরেশ্বর বিশ্বম্ভরের

পাদপদ্মপরাগ ধারণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। সুরধুনী গঙ্গাও তথায় কলিযুগে পুনরায় গৌর-ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শলাভ করিয়া মহাতীর্থ-রূপে পরিণত হইয়াছেন।

কাশীধামেই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করেন। সম্বন্ধতত্ত্ব-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব, জীবের নিত্যকৃষ্ণকিঙ্করত্ব এবং কৃষ্ণশক্তির নিত্যত্ব জানাইয়া দেন। তিনি বঞ্চিত-নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণশক্তির নিত্যত্ব স্থাপন করেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার একটী চিত্র এইরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। একদিন মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের গৃহে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ক্রোধে বলিতে লাগিলেন—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বঅঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময়-মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥"
(চৈঃ ভাঃ ২।৩।৩৭-৪০)

ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে অসুর-মোহনপর নির্ব্বিশেষবাদ-প্রচারক শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিলেও তিনি তাঁহার শুদ্ধস্বরূপে 'বৈষ্ণব'। সুতরাং সেই "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—বৈষ্ণবাগ্রগণী শঙ্কর মনো-ভীষ্ট বেদান্তের একমাত্র নিগূঢ় সিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শিবক্ষেত্রে প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবরাজ শঙ্করের আন্তরিক অভিলাষই পূরণ করিয়াছেন। শিবের অংশতত্ত্ব সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জল-তুলসীমুখে হুঙ্কার দ্বারা গৌরসুন্দরকে ধাম ও পার্ষদ সহ প্রপঞ্চে আনয়ন করিবার সার্থকতা হইয়াছে। যে সকল মূঢ়জীব বেদ-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপাদপদ্মকে শিবাদি অধীন ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত সমান জ্ঞান করিতেছিল, শিবাদিদেবতাকে স্বতন্ত্র ভগবান্ কল্পনা করিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণ-বের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিল এবং তৎফলে কেহ-কেহ বা আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষগতিকেই চরম শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অধঃপতিত ও বঞ্চিত হইতেছিল, তাহাদের আদর্শে যাহাতে ভবিষ্যতে সুকৃতিমান্ সত্যলিপ্সু ব্যক্তিগণ আর বঞ্চনা বৈতরণীতে পতিত না হন, তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কাশীধামে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিলে বহ্বীশ্বরবাদ বা বেদের ঐকদেশিক-মতকে বরণ করিতে হয় না। পরন্তু বেদের সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে মান্য করা যায়।

শ্রীগৌরসুন্দর এই কাশী ধামেই জীবগণকে জানাইলেন যে—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বয়ং ভগবান্; অংশী স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের অংশ বা কলাস্বরূপ-গুণাতীত স্বাংশই বিষ্ণুস্বরূপ। বিষ্ণু—ঈশতত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি। ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ বশ্যতত্ত্ব ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি।—

"ব্রহ্মা, শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে—রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীব তত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্ল-যোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
শিব—মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত, 'বিষ্ণু'—পরমেশ॥"
—শ্রীসনাতনশিক্ষা

এই কাশী পুরীতে শ্রীগৌরসুন্দর আরও জানাইলেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি-সর্ব্বঅংশী-কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দ 'পর' নাম।
ঐশ্বর্য্যপূর্ণ যার গোলোক নিত্যধাম॥"
- শ্রীসনাতনশিক্ষা

জগন্মিথ্যাত্ব ও চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যরাহিত্য প্রভৃতি নির্ব্বি-শেষ-মতবাদের অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি, আর॥

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ, শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপ-শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণসমাশ্রয়॥

—শ্রীসনাতনশিক্ষা

তিনি আরও জানাইলেন—

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা-যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক-অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস॥

—শ্রীসনাতনশিক্ষা

জ্ঞানিগণের বাঞ্ছিত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণাঙ্গপ্রভা এবং যোগিগণের আরাধ্য পরমাত্মা কৃষ্ণাংশ-বৈভব মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর এই কাশীধামেই শ্রীসনাতনশিক্ষার ছলে জগজ্জীবকে জানাইলেন,—শুদ্ধভক্তিই একমাত্র নিখিল-জীবাত্মার ধর্ম্ম; উহারই অপরনাম 'সনাতনধর্ম্ম'। জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যসিদ্ধভাব কৃষ্ণপ্রেমা। সনাতন আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইতে হইলে, একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে 'উপায়' বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহা কখনই নিরাপদ পথ নহে। ভক্তিই একমাত্র নিরপেক্ষা। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি প্রথমাবস্থায় ভক্তির অপেক্ষা লইয়া চলিলেও উহারা স্বাধীনভাবে কোনও নিরাপদস্থানে লইয়া যাইতে পারে না। কর্ম্মজ্ঞানযোগ—এই তিনটাই অভক্তিমার্গ। ভুক্তিলাভার্থ কর্ম্মমার্গে বিপদাশঙ্কা। বিভূতি বা সিদ্ধিলাভার্থ যোগমার্গ ও সাযুজ্যলাভার্থ-জ্ঞানমার্গে আত্মবিনাশরূপ পরমবিপদাশঙ্কা। উহারা কখনও জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি নহে। ভক্তিই জীবের আত্মবৃত্তি ও একমাত্র বিশ্বজনীন-সনাতন ধর্ম্ম।

'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাঁহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'!
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে', 'কৃষ্ণবশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি'॥"

—চৈঃ চঃ ২।২০।১৩১-৬

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনেই সর্ব্বার্থ সাধিত হয়। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেই নববিধা ভক্তি অনুস্যূত। কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমা উপাস্য। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামিগণ 'অশান্ত' হইয়া নিজদিগকে যে 'শান্ত' ও 'মুক্ত' অভিমান করেন, ফ বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুকে পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈব মা তৌর্য্যত্রিকাদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিসাধনপর হইলে উহ ভক্তি। 'ফল্গু'ও'মুক্ত', 'বদ্ধ'ও'মুক্ত' বাহ্য আকৃতি একইরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহারা এক নহে। ত শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও অবরোহবাদ বা শ্রৌ পারম্পর্য্যেই যে শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্ম সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশি হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তাৎকালিক কাশীর মা বাদী একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের নেতা শ্রীপ্রকাশানন্দকে কথা বলিলেন,—

"প্রভু কহে শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি, করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭

এইরূপে স্বয়ং ভগবান্ মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর কা বাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের অপরাধ স্খালন কা তাঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাই ছিলেন। প্রভুর বদান্যলীলায় ভক্তগণের হৃদয় আন পরিপূরিত হইয়াছিল।

প্রভুর পদার্পণে কাশী ধন্যা হইয়াছিলেন।—

"চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন॥

বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম

কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখজীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-স্পৃহা-ফলে মহারত্নের সন্ধান পাইয়াও তৎপ্রতি উদাসীন হইল; 'অক্ষজজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে বুঝিয়া লইব'—এইরূপ হরি-বিমুখতোথ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পুনরায় অক্ষজজ্ঞানের পরিপুষ্টি-সাধক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদ প্রভৃতি বিমদ্ধ-মোহনপর মতবাদকেই "সনাতনধর্ম্ম" মনে কল্পনা করিয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষারূপ বেদকল্পতরুর রসময় প্রপক্কফল নির্য্যাস আস্বাদনে বঞ্চিত হইল। ত্রিকাল সত্য সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যলীলামৃতধারা নিত্যকালই জীব-গণের উপর বর্ষিতা। তাই, তিনি কখনও বা নিজে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে কৈতবরাশি হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সনাতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করেন, কখনও বা তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতারগণের দ্বারা শুদ্ধভক্তি আচার ও প্রচারলীলা করাইয়া সুকৃতিমান জীবগণের মঙ্গলসাধন করেন। যাঁহারা অন্যকৃত্যরহিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীগৌর-সুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিতে ব্যস্ত, তাঁহারাই গৌরনিজ-জন বা গৌরশক্তি—গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ। এই সকল গৌরনিজজন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ ধামসহ অবতীর্ণ সাবরণ গৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তির কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছেন। গৌরসুন্দর কেবল বঙ্গবাসীর আরাধ্য ভগবান্ নহেন, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত-ধর্ম্ম কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র নহেন, শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচারলীলা নৈমিত্তিকমাত্র নহেন; পরন্তু সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সকল পাত্রে সমভাবে একমাত্র বরণীয়—ইহা বিশ্ববাসিগণকে জানাইবার জন্য এবং—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—শ্রীগৌরসুন্দরের এই শ্রীমুখবাণী-ব্যক্ত তদীয় মনোঽ-ভীষ্ট-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্যই গৌরনিজজনগণ গৌর ও গৌরভক্তপদাঙ্কিত ভূমি কাশীপুরীতে আচার্য্যের আনুগত্যে "শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ" নামে একটী শুদ্ধভক্তি বা সনাতনধর্ম্ম প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গত ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং, ১৩ই মে, ১৯২৬ ইং ১৫ই মধু-সূদন, গৌরপ্রকটিতাব্দ ৪৪০ তারিখে গৌর ও গৌরভক্তের পদাঙ্কিতা বৈষ্ণবপুরী কাশীতে এই শ্রীমঠ প্রকটিত হইয়া-ছেন। কাশীতে বহুবিধ মতবাদ প্রচারের বহুকেন্দ্রের অন্যতমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই মঠ তথায় শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায় প্রকাশিত হন নাই, পরন্তু বিশ্ববাসী জীব-মাত্রের নিত্যআত্মধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মের আচার প্রচার দ্বারা—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি'—কর পর-উপকার॥"

—এই আদেশবাণী পরিপালনের জন্যই এই শ্রীমঠ স্থাপিত হইয়াছেন। সনাতন-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম আচার-প্রচার করাই 'শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে'র উদ্দেশ্য। তর্কপন্থা ও শ্রৌতপন্থা, চতুর্ব্বর্গের কৈতবতা ও কৃষ্ণপ্রেমার পরম-পুরুষার্থতা, চিন্মাত্র ও চিদ্বিলাসবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও শক্তি-পরিণামবাদ, একদণ্ড ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস, অদৈববর্ণাশ্রম ও বিষ্ণুসেবাপর দৈববর্ণাশ্রম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম ও নিত্যধর্ম্ম, পাষণ্ডতা ও মহাবদান্যতার পার্থক্য অধোক্ষজ-কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য ব্যতীত অপরে কীর্ত্তন করিতে পারেন না। জীব মৎসরতাযুক্ত মত্ততা ও অহঙ্কারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিকে বরণ করিলেই 'শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে'র নিত্য শোভা দর্শন ও মহাবদান্যতা উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শিবপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন—

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবপন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥"

—ভাঃ ২।২।৩৩

অর্থাৎ এই সংসারে আবদ্ধ জনগণের অপবর্গের নানা-বিধ পথ থাকিলেও যে অনুষ্ঠান হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগের আবির্ভাব হয়, তাহা অপেক্ষা সমীচীন সুখকর ও নির্ব্বিঘ্নপথ আর নাই—ইহা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে।

জীবের বঞ্চনা-প্রবৃত্তি বা বঞ্চিত হইবার অভিলাষ থাকিলে 'শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে'র প্রচার্য্য এই ভাগবতী-বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমাদের মনে হয়, এই অনিত্য অথচ দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনে বঞ্চক ও বঞ্চিতের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটভাবে যুগধর্ম্ম-

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা গৌরসুন্দরের আরাধনা করাই শ্রেয়ঃ। 'শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে'র সেবকগণ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপকৃতবাসে এই কথাই প্রচার করিতেছেন।

মৎসরতা পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে'র শুদ্ধসংকীর্ত্তন যজ্ঞে কীর্ত্তনযজ্ঞপুরুষ সাবরণশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করুন। আর অনন্তকোটিকণ্ঠে দিগন্তকম্পিত করিয়া বলুন, জয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়! জয় শ্রীসম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন প্রভুর জয়! জয় গৌরচরণরজঃস্পর্শে ধন্যা পুরী শ্রীকাশীর জয়! শ্রীগৌরপাদপ্রক্ষালনতোয়া ভাগীরথীর জয়! জয় বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর জয়! জয় অনন্তকোটি ভক্তবৃন্দের জয়!!

হরি হরি বোল, গৌর হরি বোল!
আবার প্রাণ ভরিয়া গাও, গৌর হরি বোল
নিতাই-হরি বোল, অদ্বৈত হরি বোল!

প্রশ্নপত্র ও উত্তর

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ভক্তিশাস্ত্রালোচনাকারী কোনও একটি শাস্ত্রকুশল ব্যক্তি সতরটি প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর আমি নিতান্ত অসমর্থ হইলেও প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, আকাশ অনন্ত, আমি রাঙ্গাটুনী পক্ষী, আমার সাধ্যমত আমি উড়িতে পারি। এই ন্যায়াবলম্বনে ভক্তের দাসসূত্রে আমার এই কার্য্যে প্রয়াস।

(১) রাসাদিলীলা কি অপ্রকটলীলাতেও আছে, না ভৌমব্রজেই প্রকটিতা?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, কর্ম্মফলবাধ্য নায়ক যে সকল ক্রিয়ার আবাহন করেন, তাহাই কর্ম্মভূমিতে ভোগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহা ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে জাত; সুতরাং উহার নিত্য প্রাকট্যভাবে লীলাশব্দে অভিহিত হইবার যোগ্যতা নাই। বদ্ধজীবেরই ভোগপ্রবৃত্তিমূলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান। নিবৃত্তানর্থ পুরুষ ভোগময় ইতরব্যোম পরিহার করিয়া গুণাতীত পরব্যোমে অভিযানে সমর্থ। তিনি লীলায় প্রবিষ্ট হইলে ভগবৎসেবোপকরণ হইয়া ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে সমর্থ হন। তৎকালে তাঁহার সেবানুষ্ঠানকে নশ্বর প্রপঞ্চের ক্রিয়ামাত্র মনে করিতে হয় না। এই প্রপঞ্চে অভাব, হেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম-সমূহ লীলাশব্দের ব্যঞ্জনা প্রদর্শনে অসমর্থ, তজ্জন্য অনেকে 'রাসলীলা' শব্দ ব্যবহার করিয়াও তাদৃশী লীলাকে অনিত্য প্রপঞ্চান্তর্গত মায়িক ক্রিয়া মনে করেন; কিন্তু লীলাশব্দ জড়েন্দ্রিয়জ্ঞানে পরিমিত নশ্বরভাববিশেষ নহে। ভৌমব্রজ ও গোলোক বা নিত্যপ্রকটিত ধাম উভয়ের মধ্যে লীলাগতবৈচিত্র্যবিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, একটি প্রপঞ্চান্তর্গত হওয়ায় বৈকুণ্ঠের নিত্যকালের পরিবর্ত্তে খণ্ডিত কালাভ্যন্তরে প্রকটিত; অপরটি নিত্যকাল অভাবধর্ম্ম-রহিত হইয়া চিচ্ছক্তি-বিলাসে অপ্রতিহতভাবে সংরক্ষণকারী; সুতরাং প্রশ্নকারী নিত্যলীলাবিগ্রহ ভগবানের প্রাপঞ্চিক লীলাকে নিত্যধামে অপ্রকটিত প্রভৃতি সন্দেহের বিবর্ত্তে পতিত হয়েন। বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে অবরতা ধর্ম্মের অভাবে নিত্যচিদ্বিলাস রাসলীলা বর্ত্তমান; জড়ভোগময় মায়িক রাজ্যে প্রাকৃত কর্ম্মফল-ভোগ বদ্ধজীবকে নিয়ন্ত্রিত করে। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী স্বীয় বেদান্তভাষ্যাভ্যন্তরে লিখিয়াছেন যে, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য্যের বাক্য শ্রুতিস্তবের ২১শ শ্লোকে তৎসম্প্রদায়স্থ শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। "কৃত্বা" শব্দের প্রয়োগে জড়াভিনিবিষ্ট-বিচারক খণ্ডিত কালের ক্রিয়া-বোধে যে বিবর্ত্ত উপস্থাপিত করেন, তজ্জন্যই বৈদান্তিকপ্রবর বিষ্ণুস্বামী "মুক্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়া খণ্ডকালধারণা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। নিত্যধামের ভগবল্লীলাকে প্রপঞ্চসাম্যে দর্শন করিবার উৎকট তাড়নায় "লীলা" শব্দের প্রয়োগ সত্ত্বেও উহাতে ভাগ্যহীনের নিত্যানিত্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। রাসলীলায় কোনও প্রাপঞ্চিক ক্লেশের আবাহন হয় নাই; গোপীগণের বিরহ প্রাকৃত নায়িকার বিরহের ন্যায় ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত নহে; সুতরাং গোপীগণের বিপ্রলম্ভচেষ্টায় যে রাসস্থলীতে কৃষ্ণ বংশীধ্বনিপ্রভাবে অভিসার এবং রাসস্থলী হইতে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, তাহা নিত্য সম্ভোগেরই উৎকর্ষবর্দ্ধনমাত্র। ইহাতে—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসম্বৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

এই সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী মুনির বাক্যে যে সংক্লেশ-নিকরা-

করত্ব জীবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা মুক্তভগবৎসেবকের সম্বন্ধে নহে। ভগবদ্বিমুখ ভোগপর কর্ম্মজগতে জীবের ক্লেশযোগ্যতা তটস্থাশক্তিসম্পন্ন জীব সম্বন্ধে। ভগবৎ-পরিকর অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারিণী নিত্যা গোপীর বৃত্তিতে উহার সম্ভাবনা নাই। পরিকরগণ নিত্য এবং ভগবানের অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং রাসলীলা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায়, তাহাকে কেবল ভৌমব্রজের অন্তর্গত ক্লেশনিকরাকর মাত্র জানিতে হইবে না। অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন মল্ল প্রভৃতি অথবা অঘাসুরাদি অষ্টাদশ অসুর অবর প্রপঞ্চ রাজ্যে খণ্ডকালাবৃত জীববিশেষ হওয়ায় এবং তাদৃশ প্রতিকূল অনুশীলনকারীর গোলোক বৈকুণ্ঠাদিতে অবস্থান সম্ভবপর না হওয়ায় তত্তদ্ভাবময় বিগ্রহের তাৎকালিক অধিষ্ঠানে বাস্তব সত্তার অবকাশ ছিল না। কিন্তু অপ্রাকৃত অনুশীলন-কারিণী গোপীগণের বিপ্রলম্ভরসপ্রাকট্যলীলায় তাদৃশী আশঙ্কা করিতে হইবে না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভক্তি-সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে রাসলীলার নিত্য প্রাকট্য উপলব্ধি হইবে। ভৌমব্রজে জীবন্মুক্ত কৃষ্ণসেবানুরত জনগণের উপযোগিতার আধিক্য থাকিলেও ইহা গোলো-কেরই নিত্যাভিনয়ের খণ্ডাভিনয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। জড়জগতে কর্ম্মফলবাদাবলম্বি-নায়ক-নায়িকাগণ যেরূপ নশ্বর রাজ্যের অভিনয়কারী, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বীয় পরিকরের সহিত ভৌমব্রজে যে অবতরণ-লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা সমপর্য্যায়ে দর্শন করা শোভনীয় নহে। যদ্যপি কাহারও বিচারে ভগবল্লীলাকে অনিত্য বোধ ঘটে, তাহা হইলে লীলার বিপরীত ভাব জড়ত্ব তাঁহাকে নরকগামী করিবে মাত্র।

গোলোকের বা বৈকুণ্ঠের বিকৃতপ্রতিফলনে কর্ম্মবাদ অবস্থিত। পরম করুণাময় ভগবান্ সপরিকরে যে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্যজীবের ভোগ মাত্র নহে। লীলাবতরণ বিকৃত-প্রতিফলন নহে। অপরাধিকুল ভগবদ্-অবতরণ-কার্য্যকেও কর্ম্মাধীন করি-বার প্রয়াস করে। তাদৃশী চেষ্টা তাহাদিগকে নিত্য-কালের জন্য কৃষ্ণবিমুখ করিয়া জৈমিনীদর্শনে কর্ম্মবীর করায় ও যমদণ্ডে দণ্ডিত করায়।

শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাগ্যহীন জনগণ নিজ-কর্ম্ম-বিপাকে যে প্রাকৃত (?) গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ এবং ভগবানের লীলা সম্বরণের সহিত রাসলীলান্তে সাধনসিদ্ধা গোপীগণের নিত্যধামে গমন, প্রভৃতি আলোচনা করিয়া রাসলীলার অনিত্যত্ব কল্পনা করেন, তাহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মূর্খতা-বিজৃম্ভিত। গোলোকে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান নিত্যকাল আছে। সম্ভোগ-রসপুষ্টির জন্য নিত্যসিদ্ধাগণের গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি লীলাপ্রদর্শন প্রাপঞ্চিক হেয়তায় আবদ্ধ করেন নাই। যাঁহারা নিত্যমুক্ত নহেন, তাঁহারা বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হয়েন বলিলে আত্মধর্ম্মে খণ্ডকালগত বদ্ধধর্ম্ম আরো-পিত হয়; কিন্তু নিত্যমুক্ত জীবের নিত্যবদ্ধভাব সেইকালে শুদ্ধ হয়। যে দ্রব্যে যে ভাব অনবস্থিত তাহা কালপ্রভাবে বিদেশীয় দ্রব্য সাহচর্য্যে উৎপত্তি লাভ করে, ইহা নিত্যভক্তি-বিচারে বিপরীত কর্ম্মকাণ্ডীয় নশ্বর ভূমির বিচার মাত্র। নিত্যভাব প্রাকট্য ও অপ্রাকট্য লীলাদ্বয়ে বৈষম্য প্রদর্শন করিলেও অনিত্য নহে।

প্রশ্নকারক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—(২) মূল সঙ্কর্ষণ ও মহা-সঙ্কর্ষণে পার্থক্য কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আদি চতুর্ব্যূহে যিনি মূলসঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ-প্রকাশে তিনি মহাসঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত। গোলোকে অর্থাৎ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় আদি-চতুর্ব্যূহ অবস্থিত। তাঁহা-দের প্রকাশ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব, দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ সহ আদি চতুর্ব্যূহ বিরাজমান। 'মূল-সঙ্কর্ষণ' বলিতে 'বলদেবকে' বুঝায় এবং মহাসঙ্কর্ষণ বলিতে মহাব্যোমস্থিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে বুঝায়। মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত মহাসঙ্কর্ষণ বলদেবের স্বরূপ। বলদেবই মূল আকর বস্তু। অর্থবত্রয়ে এই বলদেবরূপ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ, কলা ও বিকলারূপে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর ত্রিবিধ পুরুষাবতার গোলোক বৈকুণ্ঠাদি প্রকটন কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টিকার্য্যের ক্রিয়াশক্তির পরিচালক হইয়া অবস্থান করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তিমদ্-রূপে বাসুদেবের প্রাকট্য বিধান করেন এবং ক্রিয়াশক্তি যাবতীয় প্রাকট্য ও সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। মূল-সঙ্কর্ষণতত্ত্ব ব্যাপ্তিকার্য্যের লীলা প্রদর্শন করেন। মূলসঙ্কর্ষণ মাধুর্য্য শক্তিপ্রভাবে গোলোক এবং ঐশ্বর্য্যশক্তিপ্রভাবে পরব্যোম ধারণ ও পোষণ করেন এবং মায়াশক্তিপ্রভাবে

ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করেন (চৈঃ মধ্য ২৪।২২)। গোলোক-ভূমিকায় যে বস্তু বলদেব, মূল-সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, সেই বস্তুই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায় মহাসঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ। মূল-সঙ্কর্ষণ দ্বিভুজ, মহাসঙ্কর্ষণ চতুর্ভুজ।

(৩) লীলাবতারের অবতারী কি গর্ভোদশায়ী না কারণার্ণবশায়ী? মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহকে লীলাবতার বলে। সকল লীলাবতারের মূল-অবতারী কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সমানধর্ম্মী প্রকাশতত্ত্ব মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব সকল অবতারের বীজস্বরূপ। মহাবৈকুণ্ঠ-স্থিত মহাসঙ্কর্ষণ সকল অবতারের অবতারী; তাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী-মহাবিষ্ণু পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতারের অবতারী। গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু সকল লীলাবতারের অব্যবহিত কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে চৈঃ চঃ আদি ৫।১০ সংখ্যায় "সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ" বলিয়া উল্লিখিত আছে, আবার আদি ৫।৮২ সংখ্যায় "আদ্যাবতার মহাপুরুষ ভগবান্ সর্ব্ব-অবতার-বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম" বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু যিনি বলদেবের কলা, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যিনি বলদেবের অংশ, মহাসঙ্কর্ষণ যিনি মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেবের রূপ, তিনি লীলাবতারসমূহে সকলেরই অবতারী বলা যাইবে। আবার কৃষ্ণ বলদেবেরও মূল কারণ, এজন্য ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

রূপ, তাঁহার অংশ, অংশাংশ, অংশাংশাংশ, পর পর অপরের ক্রমান্বয়ে প্রকাশ। (ক্রমশঃ)

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৭) প্রহ্লাদ

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ আবির্ভূত হইবেন, মাতৃগর্ভে আছেন। দৈত্য-অরি দেবরাজ ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া, প্রহ্লাদের আসন্ন-প্রসবা সগর্ভা মাতা কয়াধুকেই ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। উদ্দেশ্য,—গর্ভস্থ দৈত্যকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহাকেও বধ করিবেন। কিন্তু, বধ করে কে কাহাকে? "রাখে হরি মারে কে?" সহসা দেবর্ষি নারদ আসিয়া, ধাবমান মহেন্দ্রের গতিরোধ করিলেন। কহিলেন,—"করিয়াছ কি? ইন্দ্র, কাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ? ইনি যে হিরণ্য-কশিপু-পত্নী পরমভাগবতী কয়াধু! ইঁহার পবিত্র গর্ভে এক পরম বৈষ্ণব রহিয়াছেন। ছাড়,—ছাড়;—এখনি ইঁহাকে পরিত্যাগ কর! বৈষ্ণব-অপরাধ হইলে, বৈষ্ণবের অঙ্গে আঘাত করিলে, আর কি তোমার রক্ষা আছে?" ইন্দ্র মহাভয়ে তৎক্ষণাৎ কয়াধুকে ত্যাগ করিলেন; এবং তাঁহাকে পরম ভাগবতের আশ্রয়-স্থল জানিয়া, ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে পরম যত্নে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। হিরণ্যকশিপু তখন মন্দরাচলে ঘোরতর তপস্যায় রত ছিলেন। তাই দেবর্ষি, কয়াধুকে বলিলেন,—"চল মা যত দিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, তুমি নিরাপদে আমার আশ্রমেই বাস করিবে।"

প্রহ্লাদ-জননী নারদের আশ্রমেই রহিলেন। সাধ্বী সতী ইচ্ছা-প্রসব কামনা করিয়া পরম সুখে সাধু-সেবা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান্ প্রহ্লাদের ত' গর্ভাবাস হইতেই সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটিল! দেবর্ষি নারদ সেই গর্ভস্থ শিশুকেই লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার মাতাকে নিগূঢ় ভগবত্তত্ত্ব-উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহ্লাদ, গর্ভে থাকিয়াই, শুকদেবের মত, সম্পূর্ণ চিত্তযোগে সেই সমুচ্চরিত মধুর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহা স্ত্রীজাতি কয়াধুতে তেমন কার্য্যকরী না হইলেও, প্রহ্লাদের হৃদয়ে উর্ব্বর ভূমির প্ররূঢ় পত্র-পল্লবে সমৃদ্ধ তৃণতরুর মত, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি যথাসময় ভূমিষ্ঠ হইলেন কিন্তু সেই সর্ব্বার্থ-সাধন মহামন্ত্র কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণতত্ত্ব একটুও বিস্মৃত হইলেন না। সাধু-মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনাম, কয়াধুর কর্ণপথে অন্তরস্থ হইয়া গর্ভস্থ প্রহ্লাদের শ্রবণযোগে একবার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াই তথায় সুদৃঢ় পাষাণখোদিত রেখার মত অক্ষয় হইয়া রহিল। মহামহিম মহাভাগবত প্রহ্লাদ গর্ভমধ্যেই কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, কৃষ্ণনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন! কয়াধু ক্ষণে ক্ষণে সেই কৃষ্ণনামধ্বনি শুনিয়া চমকিতা হইতেন!

কঠোর তপস্যায় দুর্লভ বর লাভ করিয়া অধিকতর দুর্জ্জয় হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। সংবাদে জ্ঞাত হইয়া দেবর্ষি কয়াধুকে তথায় রাখিয়া আসিলেন। তিনি শুভক্ষণে সুপুত্র প্রসব করিলেন।

পিত্রালয়ে পরমযত্নে শিশু প্রহ্লাদ শশিকলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তাঁহার বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। দৈত্যরাজ, প্রহ্লাদকে যথানিয়মে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার দুইটি পুত্র—ষণ্ড ও অমর্ক শিশুর শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। শিশুটি যে সামান্য নহে, তাঁহার চরম শিক্ষা, পরম দীক্ষা যে বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহা আর জানিবে কে? ষণ্ডামর্ক পড়াইতে আরম্ভ করিলেন; প্রহ্লাদও পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু, সে পড়াত' তাঁহার ভাল লাগে না; তাঁহার অন্তরে যে পরাবিদ্যার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে; অপরাবিদ্যার বিফল বাক্য আর ভাল লাগিবে কেন? তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিভোর হন; কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময় হন; ভগবদ্বিমুখ গুরুবাক্য কর্ণে প্রবেশ করে না।

একদিন দৈত্যরাজ, প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, বল দেখি, তুমি কি ভাল বলিয়া মনে কর?"

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"মিথ্যা মমতাপূর্ণ, আত্মার অধঃপাতের কারণ, গৃহান্ধ-কূপ পরিত্যাগ করিয়া, বহির্ম্মুখ জন-সঙ্গবর্জ্জিত বনে গিয়া হরিসাধনা করাই আমি ভাল মনে করি।"

দৈত্যরাজ পুত্রের মুখে বিপক্ষ হরির স্তুতিবাদ শুনিয়া ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন,—"পরবুদ্ধিতে এই রূপেই বালকদের বুদ্ধিভেদ ঘটে। যাও, এই বালককে পুনর্ব্বার গুরুগৃহে লইয়া যাও; সাবধানে রক্ষা কর শিক্ষা দাও; ছদ্মবেশী বিপক্ষীয়েরা যেন আর ইহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে।"

প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে নীত হইলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ সত্য বল দেখি, এত বালকের মধ্যে তোমারই এমন বুদ্ধিভেদ কেন হইল? ইহার কারণ কি?" উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন—"সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীহরিই ইহার কারণ" ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। নানাবিধ ভয় দেখাইয়া ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক শাস্ত্রসকল পাঠ করাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তাহাতে মনোযোগ দিলেন না; হরিপদ চিন্তাতেই নিবিষ্ট হইয়া পরম নন্দে রহিলেন। ষণ্ডামর্ক মনে করিলেন, বালক এবার বেশ মনোযোগী হইয়াছে। কিছুদিন পরে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন,—এবার বেশ শিক্ষা হইয়াছে। তখন আবার তাঁহাকে দৈত্যরাজের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তিনিও পুত্রকে কোলে লইয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা প্রহ্লাদ, বল দেখি, এতদিন তুমি গুরুর কাছে যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে উত্তম কথা কি পাইয়াছ? একটু বলত' শুনি।"

ষণ্ডামর্কের সেই বহির্ম্মুখী বিদ্যায় উত্তম আর কি ছিল? কি বা থাকা সম্ভব? অপরের মায়িক বুদ্ধিতে তাহার কোনও বিষয় উত্তম বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা সজ্জনের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন? তিনি, যে বাক্যে শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তন নাই তাহা ব্রহ্মার বাক্য হইলেও তাহা ত্যাগ করেন। প্রহ্লাদেরও হৃদয়ে ঐ সকল বিফল বিদ্যা কোনও শিক্ষাই স্থান পাইল না। ঐ বিফল বিদ্যায় গর্ব্বিত আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। পারিবেন বা কেন? প্রহ্লাদের গুরু যে সেই বিশ্ব-বৈষ্ণব-গুরু, গোবিন্দগত-প্রাণ, মহাপ্রাণ নারদ; প্রহ্লাদের শিক্ষা যে সেই সর্ব্ববিৎ, সেই নিখিলতত্ত্ববিৎ মহাত্মার শ্রীমুখবাক্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। পিতার বাক্য শ্রবণ মাত্র, স্বতঃই যেন প্রহ্লাদের ঐ হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হইয়া বদন-কমলে এই অমূল্য অমিয়বাণী উদ্গত হইল,

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"শ্রীহরির নাম-গুণগান শ্রবণ, কীর্ত্তন; তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ; তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন;—এই নববিধ ভক্তিযোগে ভগবদ্ভজনই জীবের উত্তম শিক্ষা।"

আবার সেই কথা। সর্ব্বনাশ! হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, ষণ্ডামর্ককে কহিলেন,—"রে দুর্ম্মতি ব্রহ্ম-

বন্ধো, এই সকল অনর্থকর অসার বাক্য এই বালককে কেন শিখাইলি? দেখিতেছি তোরা আমার ছদ্মবেশী শত্রু।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের আয়ব্যয়তালিকা।

১৩৩২ সাল চৈতন্যাব্দ ৪৩৯।

আয়-তালিকা।

সংগৃহীত (ক) তালিকা	১৮৬/১৫
" (খ)	১৪৩২৲
খুচরা	১৪৪৲১৫
প্রণামী	১৩॥/১০
গত বৎসরের মজুত	১০৬/০
	১৭৮৬॥/০

ব্যয় তালিকা

দৈনন্দিন সেবা	৮২৪৲
মহাপ্রসাদাদি	৫৯৫॥০
পাথেয়াদি	১৩৭॥/০
গৃহ শুল্ক, ট্যাক্স ও মেরামতাদি বিবিধ	২০৯।৵০
বিবিধ	১৬।৵১৫
ডাক খরচ	৩॥৵৫
	১৭৮৬॥/০

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দেব শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়
" অতুল চন্দ্র দেব শর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
" কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
" রামগোপাল বিদ্যাভূষণ

সংগৃহীত (ক তালিকা)

শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ

গৌড় গাঁ	১৭৸৵১৫
বারিপদা	২৬/০
উদালা	৪৫॥৵০
নীলগিরি	৬॥০
কটক	৪০৶০
কপ্তিপদা এষ্টেটের কর্ম্মচারীগণ	১১৲

শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বাবু

ভদ্রক ফৌজদারী কোর্ট	৯৸৵০
" দেওয়ানী কোর্ট	১॥০
" সব্‌রেজিষ্টারী অফিস	১৲
" সেটেল্‌মেণ্ট অফিস	১।৵০

শ্রীযুক্ত গোকুল বাবু মোক্তার

ভদ্রক	৮৲

শ্রীযুক্ত হৃদয়চৈতন্য-ভক্তিরত্নাকর

আমলাজোড়া	১৭৲
একুন	১৮৬/১৫

সংগৃহীত (খ তালিকা)

১০০৲ হিঃ ১ জন ১০০৲

ময়ূরভঞ্জ এষ্টেট্, বারিপদা

৮০৲ হিঃ ১ জন ৮০৲

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র পরাক্রম বাহু
বিরাট ভুজঙ্গ মান্ধাতা কপ্তিপদা রাজ

৭০৲ হিঃ ১ জন ৭০৲

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন

৫০৲ হিঃ ৩ জন ১৫০৲

মহান্ত মহারাজ এমার মঠ, রাজাবাহাদুর মুরঙ্গী, রাউৎ-রায় শ্রীদাম চন্দ্র ভঞ্জদেও।

৩২৲ টাকা হিঃ ১ জন ৩২৲

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ রায়।

৩০৲ হিঃ ১ জন ৩০৲

শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর মাতা।

২৫৲ হিঃ ১ জন ২৫৲

জমিদার গণেশচন্দ্র পণ্ডিত, কটক।

২০৲ হিঃ ১ জন ২০৲

শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর।

১৫৲ হিঃ ৩ জন ৪৫৲

১। মহান্ত মহারাজ রাঘবদাস মঠ, ২। যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ৩। গোষ্ঠবিহারী সিংহ।

১২৲ হিঃ ৩ জন ৩৬৲

১। হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ২। কালীচরণ বাগ, ৩। জনৈক শ্রীভক্ত।

১০৲ হিঃ ২১ জন ২১০৲

১। গুণেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ২। চৌধুরী রাধানাথ পাহাড়ী ৩। লেডী চাটার্জ্জি, ৪। কুমার মন্মথনাথ দেব, ৫। দয়ানন্দ দাস ধাওয়া, ৬। মুরলি মোহন নায়েক, ৭। সুরেন্দ্রনাথ সেন ৮। ধরণীধর জানা ৯। ইন্দ্রনারায়ণ পতি, ১০। অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র, ১১। প্রসন্নময়ী দাসী, ১২। মহান্ত মহারাজ (দক্ষিণপার্শ্ব মঠ) ১৩। মহান্ত মহারাজ (উত্তরপার্শ্ব মঠ) ১৪। সৌদামিনী দেবী, ১৫। প্রভাবতী দেবী, ১৬। বিনোদিনী মিত্র, ১৭। বসন্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। অধোক্ষজ দাসাধিকারী ১৯। কৈলাস বাবুর স্ত্রী, ২০। কৈলাস বাবুর ভ্রাতৃবধূ, ২১। গোষ্ঠ বিহারী সিংহ।

১। কুঞ্জবিহারী সামন্ত রায় ৭৲

৬৲ হিঃ ৩ জন ১৮৲

১। নরেন্দ্রনাথ সাউ, ২। মোহিনীমোহন মুখার্জ্জী, ৩। ললিতকুমার সিংহ।

৫৲ হিঃ ২৯ জন ১৪৫৲

১। নগেন্দ্রনাথ বক্সী, ২। নতীন্দ্রনাথ পাল, ৩। লালমোহন দত্ত, ৪। গোকুল বিহারী দাস, ৫। কুঞ্জ বিহারী কামিলা, ৬। বিক্রমচন্দ্র সিং, ৭। ঝাড়েশ্বর সিংহ ৮। শঙ্করচন্দ্র সাউ, ৯। গজেন্দ্রনাথ পাড়ে, ১০। গয়া প্রসাদ চৌধুরী, ১১। পীতাম্বর সাউ, ১২। বিনোদবিহারী হালদার, ১৩। রাধাশ্যাম মহান্তি, ১৪। শ্রীচন্দ্র ঘোষ, ১৫। কুমুদকান্ত ভৌমিক, ১৬। মন্মথনাথ দেবের মাতা, ১৭। জগজ্জননী দাসী, ১৮। নরেন্দ্র কুমার ঘোষ, ১৯। ইন্দ্রনারায়ণ দে, ২০। হরিলাল বাবুর মাতা, ২১। পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর খুড়ীমাতা, ২২। মহান্ত মহারাজ ত্রিবলীমঠ ২৩। ত্রিবিক্রম দাসাধিকারী, ২৪। সুদাম বিপ্র, ২৫। কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, ২৬। চারুচন্দ্র সাহা, ২৭। গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস, ২৮। অনঙ্গশশী রায়, ২৯। করুণাকর ব্রহ্মচারী।

৪৲ হিঃ ৭ জন ২৮৲

১। হরি গিরি, ২। কানাইলাল রায়, ৩। রাধানাথ মহাপাত্র, ৪। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রমণী মোহন রায় চৌধুরী, ৬। কৈলাস চন্দ্র দে, ৭। প্রভাবতী দেবী।

৩৲ হিঃ ১২ জন ৩৬৲

১। কৃষ্ণ কুমার, ২। ঠাকুরদাস অধিকারী, ৩। বিজয়চন্দ্র সেন, ৪। উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৫। বৃন্দাবন চন্দ্র সাউ, ৬। লছমন সাউ, ৭। সীতানাথ বাউল, ৮। গোপীনাথ অধিকারী, ৯। হৃদয়নাথ রাণা, ১০। বিনোদিনী দাসগুপ্তা, ১১। ভোগময়ী দেবী, ১২। রাসবিহারী চট্ট রায়।

১। চারুচন্দ্র মাইতি ২॥০

২৲ হিসাবে ৭৬ জন ১৫২৲

জনৈক ভক্ত, জনৈক ভক্ত, বি, রায় চৌধুরী, মানসরঞ্জন সিংহ, ডাক্তার পশুপতি বসু, ডাঃ জানকীনাথ সিংহ, হেমচন্দ্র সান্ন্যাল, ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া, চৌধুরী সতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জ্জি, গয়াপ্রসাদ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দাস, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সামন্ত মধুসূদন দাস ও রাধাপ্রসাদ দাস, কুঞ্জবিহারী দাস, চারুশীলা দাসী, সুবোধচন্দ্র দের মাতা, নরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্যামাচরণ ঘোষ, হৃদয়চৈতন্য দে, মুকুন্দপ্রসাদ দাস, চারুচন্দ্র রায়, ঘনশ্যাম মহাপ্তি, দৈত্যারিপ্রসাদ দাস, আশুতোষ ধর, মদনমোহন কর, পূর্ণচন্দ্র মুখো, সুবোধলাল পাল, লালমোহন রায়, সরোজিনী সর্ব্বাধিকারী, কৈলাসচন্দ্র প্রধান, অরুণচন্দ্র বেজ, কৃষ্ণমোহন সুর, রমেশচন্দ্র রায়, নারায়ণচন্দ্র পাল, দিননাথ চন্দ, কেদারনাথ দত্ত, গোপালচন্দ্র দাস, রাধানাথ পতি, উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক ভক্ত, ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, সুভাষিণী ভৌমিক, রাজেন্দ্রনাথ কুমার, কুমারী কর, মৃণালিনী দেবী, মহান্ত লক্ষ্মী-ভদ্র মঠ, গোবিন্দসুন্দরী চৌধুরী, জয়কালী চৌধুরাণী, ভুবন-মোহিনী ঘোষ, রজনীকান্ত সরকার, শ্রীহরিগিরি উকিল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত, রাধাকৃষ্ণ পটনায়ক,

কালুচরণ, রামানুজ দাস, সদানন্দ মঠ, মাধবানন্দ মহাপাত্র, নারায়ণপ্রসাদ দাস, রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস, দক্ষবালা দাসী, দুর্গাচরণ জগত্‌দেব রাউ, রজনীকান্ত ঘোষ, মদনমোহন পট্টনায়ক, মহান্ত মহারাজ (এমার মঠ), নলিনীচন্দ্র মিত্র, পাঞ্জাবি মঠ, জ্যোতির্ম্ময় দাসাধিকারী, ভাগ্যধর বিশ্বাস, বিনোদিনী মিত্র, বসন্তকুমারী দত্ত, মহেন্দ্রনাথ কুলপী, আশুতোষ কুলপী, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, সতীনাথ দত্ত, রামচন্দ্র কুলপী, শীতলকুমারী দেবী।

৸৹ হিঃ ৪ জন ৬৷৹

কাঁথিকোর্ট মেচ, ব্রহ্মময়ী দাসী, সেটেলমেণ্ট অফিস ক্লার্ক—নগেশ্বর, অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৷৹ হিঃ ২ জন ৷৷৹ টাকা

বেরা ব্রেগুস, ঈশ্বর গড়াই।

১৲ হিঃ ২৩৭ জন ২৩৭৲

হরিদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেশ্বরী প্রমদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী, হরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্যামবিহারী নন্দন, হরিদাস সিংহ, রবীন্দ্রকুমার অধিকারী, রামরূপ সিংহ, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কার্ত্তিকচন্দ্র মুখার্জ্জি, জনৈক ভক্ত, কাশীবাসী, মোহিনীমোহন সাউ, রেণুরঞ্জন সেন, অমিয়নাথ ঘোষ, আশুতোষচন্দ্র মিত্র, নিরঞ্জন বিশ্বাস, জনৈক ভক্ত, বিপিনবিহারী নাগ, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বক্সীর মাসীমাতা, নারায়ণচন্দ্র বসু, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, ত্রিলোচন সরকার বি, এ, ভূদেব মজুমদার, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমন্তকুমার ঘোষ এচ, আর, পি এল বেরার, মনোমোহন সিংহ, পরেশনাথ দে, রামচন্দ্র দাস, ভূপতিনাথ সিংহ, দাশরথী গিরি, ভীমচরণ পরিয়া, মহেন্দ্রনাথ কাল, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বানার্জ্জি, কৃষ্ণপদ শেঠ, পুলিনবিহারী মিত্র, সুরেশচন্দ্র দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, হরিপ্রসাদ দাস, জয়নারায়ণ দাস, হেমচন্দ্র সরকার, রমণী বাবু, রমণী বাবুর আত্মীয়, রায় বাহাদুর বিপিনচন্দ্র দে, পদ্মলোচন দাস, যদুনাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র রায়, নিত্যেশ্বর চন্দ্র চন্দ, সুপ্রকাশ চন্দ্র দত্ত, কিশোরী মোহন দাস, ভগবানচন্দ্র দাস, আশুতোষ ঘোষ, মহাদেব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তামণি পুষ্টি; অবিনাশ চন্দ্র বসু, ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ দে, সাধুচরণ রথ, কৃষ্ণবন্ধু দাস, নটকৃষ্ণ মহান্তি, পীতবাস পট্টনায়েক, তরুণ চন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র মহাপাত্র, বসন্তচন্দ্র সাহা, গোপীনাথ দাস, সত্যপ্রসাদ সেন, হরিপদ রায়, ললিতকুমার চৌধুরী, জনৈক ভক্ত, কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক, পুলিনবিহারী মিত্র, নির্ম্মল চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, বলাইচন্দ্র বসু, জ্ঞানেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রকাশচন্দ্র তর্করত্ন, অরুণচন্দ্র দাস, মৃত্যুঞ্জয় কর, হীরালাল সাউ, হটিচরণ খাটুয়া, যদুনাথ মহাপাত্র, রাজেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ বেরা, রামজয় পাণ্ডব দাস, রজনী কান্ত দাস, ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি, যদুনাথ রাণা, মধুসূদন দাস, মালতী দাসী, ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, শ্রীধর সাউ, রাধাকৃষ্ণ সাউ, ভাগবতচন্দ্র আদিত্য, দিননাথ আচার্য্য, ভোলানাথ ঘোষ, এচ, আই, ত্রিলোচন ভুইয়া, তারাপ্রসাদ দাস, রজনীকান্ত রাণা, বিপিন বিহারী মাইতি, দুর্য্যোধন কামিলা, পরমেশ্বর দাস, নটবর চন্দ, দিননাথ রাণা, কীর্ত্তিবাস সাউ, রজনীকান্ত রাণা, বিপিনবিহারী মাইতি, দুর্য্যোধন কামিলা' পরমেশ্বর দাস, নটবর চন্দ, দীননাথ রাণা, কীর্ত্তিবাস সাউ, গোবর্দ্ধন সাউ, হারলোল ঘোষ, আশুতোষ দত্ত, জগবন্ধু সিংহ, লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহরলাল দত্ত, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শিবপ্রসাদ সিংহ রায়, অতুলচন্দ্র দাস, নগেন্দ্রনাথ কালী, বিনোদবিহারী মুখার্জ্জি, হরিচরণ মহান্তি জীবনবালা দেবী, উপেন্দ্র কর, হরিবল্লভ ঘোষ, জয়নাথ দেবনাথ সাহা, মনোমোহিনী দাসী, কান্তকুমারী দাসী, হরিমোহন দাস সিংহ, শান্তিদেবী, হরিনারায়ণ প্রামাণিক, পীতবাস উকিল, হারাধন দাস, কৈলাসচন্দ্র সেন, কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ, ক্ষেত্রমোহন গিরি, বিপিনবিহারী মাইতি, লক্ষ্মীনারায়ণ খাটুয়া, হরেকৃষ্ণ পৈরা, পদ্ম পৈরা, কালাচান্দ গিরি, গৌরমোহন গিরি, রামকৃষ্ণ মাইতি, কৃষ্ণচন্দ্র পৈরা, সনাতন দাস, সূর্য্য বৈষ্ণবী, মাণ, চিন্তা, ভুটী, যমুনা, করুণাদাসী, জ্ঞানদা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, মন, জয়নারায়ণ দাস, রাধানাথ, হনুমান মারবারী, বালেশ্বর দাসের আড়ৎ, বরেন্দ্রকুমার বসু, তারকনাথ দাস, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চিন্তামণি বসু, যজ্ঞেশ্বর গিরি, রামমণ্ডল চৌধুরী, নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মুন্সেফ, রমানাথ বসু, উদয়নারায়ণ মহান্তি, গঙ্গানাথ গুন্দি, সরোজিনী দাসী, অলকাসুন্দরী দাসী, যতিশ্বরী দাসী, গোপীনাথ নয়ান, জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র, গঙ্গাধর নন্দ, পঞ্চানন রায়, হরিগোপাল চক্রবর্ত্তী, তারাপ্রসাদ চৌধুরী, যদুনাথ মিত্র, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়,

অমরনাথ মুখার্জ্জি, রামদেব শীল, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রকুমার সাহা, নটকৃষ্ণ মহান্তি, রাসবিহারী ব্রহ্মচারীর মাতা, ধনেশ্বর লাহিড়ীর মাতা, চিন্তামণি ভক্ত, অভয়চরণ সমাদ্দার, তারকচন্দ্র বিশ্বাস, উমেশচন্দ্র সিংহ, অনাথ কবিরাজ, বঙ্কেশচন্দ্র রায়, রুদ্রনারায়ণ গিরি, নন্দাইবাবুর দিদি, গণেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, গোপীনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ হাতী, পরশুরাম নন্দী, রাজেন্দ্রনাথ সাউ, বৃন্দাবন দাস, রঘুনাথ কুণ্ডু, রাখালচন্দ্র গুচ্ছেৎ, বিক্রম দে, বিষ্ণু সাউ, হরিপ্রসাদ সাধুখাঁ, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, বিভূতিভূষণ রায়, রঙ্গ, চুণিলাল কর, রজনীভূষণ দে, দামোদর হংসরাজ, নাম্বুলাল লক্ষ্মীনারায়ণ, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণ নেয়ার্যা, নারায়ণ দাস দত্ত, বারলাইব্রেরী (ভদ্রক) কামিনী দাসী, কৃষ্ণ দাসী, দামিনী দাসী, প্রমোদিনী দাসী, গোবিন্দমোহিনী দাসী, গোপীনাথ পাহাড়ী, বিপিনবিহারী মাইতি, হরিচরণ সাউ, গোকুলচাঁদ হংসরাজ, বৰ্দ্ধমান কুলচাঁদ, বাচুভায়ে নাহয়া, ফকিরমোহন দাস, জগজ্জীবন পঞ্চানন, ভাগবত প্রসাদ মহাপাত্র, রামকৃষ্ণ বসুষ্টেট, ভৈরব দাস, পঞ্চানন সিকদার, ক্ষেত্রনাথ পাঠক, হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য, নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র, রামব্রহ্ম চৌধুরী।

প্রচার প্রসঙ্গ

প্রাপ্ত-পত্র

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়ের শ্রীচরণকমলেষু
প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে মাসাবধি শ্রীশ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া ধন্য করিয়াছেন। নিম্নে এতদঞ্চলে দুই স্থানের প্রচার প্রসঙ্গ পাঠাইলাম। কৃপা করিয়া প্রকাশ করিবেন।

রংপুরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র গোস্বামী (ভক্তিসারঙ্গ) প্রভু গত ৩১শে বৈশাখ গোমনাতি গ্রামে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, বহু হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতার সম্মুখে জৈব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গ্রামবাসীর অনুরোধে পর দিন স্থানীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণী বল্লভ চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে বৃহৎ সভায় পুনরায় বক্তৃতা হয়। এরূপ ভাবের উপদেশ আমরা কখনও শুনি নাই। সুপ্ত জীবকে এইভাবে উপদেশ দিয়া জাগ্রৎ করিবার জন্য সকলেই ইঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন।

(২)

দারাজগঞ্জের ধর্ম্মপ্রাণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীল ভারতী মহারাজ গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ডিমলা (রংপুর) গ্রামে শুভ বিজয় করেন। তত্রস্থ ক্ষত্রিয় সমাজের সুযোগ্য নায়ক শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার সিংহ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রাজ কাছারীতে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইদিন বক্তৃতা হয়। মহারাজজী তাঁহার স্বভাবোচিত লোকচিত্তাকর্ষক ওজঃস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা যে পাষাণ হৃদয়ও স্পর্শ করিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি অনেক ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু নির্ভীকভাবে অসৎ মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সত্য সত্য কথার আন্তরিক ভাবে প্রচার ইহা সকলেরই প্রথম শ্রবণ। বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতের যেরূপ অবস্থা,—গুরুব্রুব, মন্ত্রব্যবসায়ী, ভাগবতজীবী বিগ্রহজীবী প্রভৃতি অধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্যকারিগণ সরলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে যে প্রকারে ঠকাইতেছে, তাহাতে এরূপ জীবন্ত প্রচার বহুলভাবে আবশ্যক। শ্রীযুক্ত কামিনী বাবু স্বামীজীর পরার্থে জীবন উৎসর্গ ও বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ সভার সদুদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে একটী কূপ খননের ভার লইয়া শ্রীশ্রীগৌরভগবানের সেবাদর্শ দেখাইয়াছেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা শ্রেয়ঃ আচরণ যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বাগ্মী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত রাজকাছারীর সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রচারকার্য্যে আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

অবশেষে প্রার্থনা, দয়া করিয়া আমাদের ন্যায় পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য মাঝে মাঝে প্রচারকবৃন্দকে

পাঠাইবেন, ইহা আমার লোক-দেখান অনুরোধ নহে। কেননা গত শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার আমি সপ্তাহ কাল যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এতদিন জানিতাম না যে, নবদ্বীপ নয়টী দ্বীপ লইয়া গঠিত ও এত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং গুহ্য পারমার্থিক ঘটনা-সম্বলিত বিশেষতঃ আপনারা যে ভাবে যাত্রিদিগকে হাতে ধরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ, সুমধুর ব্যবহার ও অতি দুর্লভ ধর্ম্মোপদেশ দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদের শ্রীশ্রীচরণে জীবনোৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আপনাদের অনুগত ভৃত্য
শ্রীরাই মোহন সোম। নাজীর
কোচবিহার

স্বধামগত শ্রীভৈরব চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের স্বনামধন্য পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ সিংহ মহাশয় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীবিগ্রহ ও ভক্তসেবার উদ্দেশে একটী কূপ নির্ম্মাণ-ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আপাততঃ এককালীন দুই শত টাকা ভিক্ষা প্রদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বংশানুক্রমে এইরূপ শ্রীধামসেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া শ্রীহরি ও হরিজনগণের প্রীতিবিধান করিতে থাকুন। ইহাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

যশোহর, খুলনা, ঢাকা, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার নিবাসী নিম্নলিখিত টিম্বার মার্চেন্ট ও ভদ্রমহোদয়গণ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠে যে নূতন নাটমন্দির নির্ম্মিত হইতেছেন তাঁহার সেবাকার্য্যের জন্য শাল কাষ্ঠ ভিক্ষা দিয়া গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের তালিকা মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করিবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। মহাজনগণ যখন সময় বুঝিয়া তাঁহাদের সেব্য শ্রীভগবানের নাম, ধাম, বিগ্রহ ও ভক্তগণের সেবাসৌষ্ঠবের জন্য নানাবিধ আয়োজন করেন, ভক্তিপথের পথিকগণের তখনই তাঁহাদের প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূলে প্রাণ, বাক্য, বুদ্ধি, অর্থ ও দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিবার উপযুক্ত অবসর পান। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতি অর্জ্জন করিবার ইহাই প্রধান সুযোগ। এই প্রকার সুকৃতিরাশি পুঞ্জীভূত হইলে ক্রমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ও অনর্থ নিবৃত্তি লাভ করিয়া আমরা ভজনপথে প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকি। শ্রৌতপন্থাবলম্বিগণের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজন হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

পরমভাগবত ... মোহন রায় ভাড়া সমেত ৪০ কিউবিক ফুট

	ললিত মোহন দত্ত পোদ্দার	২৫ কিঃ ফুঃ
৩।	গঙ্গাগোবিন্দ সাহা	২৫ কিঃ ফুঃ
	সূর্য্য কান্ত সাহা	১৫ কিঃ ফুঃ
	মথুরেশ রায়	১০৪ কিঃ ফুঃ
	বিধু ভূষণ সমদ্দার, রসিক লাল দত্ত	১২৭ কিঃ ফুঃ
৭।	গিরিশ চন্দ্র দে	২৭ কিঃ ফুঃ
	উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	৩৮ কিঃ ফুঃ
	কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	২৫ কিঃ ফুঃ
	যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	২৫ কিঃ ফুঃ
১১।	জ্ঞানদা মোহন রায় চৌধুরী	২৫ কিঃ ফুঃ
১২।	হীরালাল, দুর্গাপ্রসাদ আগরওয়ালা	২৫ কিঃ ফুঃ
১৩।	হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪০ কিঃ ফুঃ
১৪।	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	২৫ কিঃ ফুঃ
১৫।	কিরীট প্রসাদ সিংহ	২৮ কিঃ ফুঃ
১৬।	কেবলরাম, রাম চরণ আগরওয়ালা	৩৯ কিঃ ফুঃ
	অক্ষয় কুমার রায়	৫৫ কিঃ ফুঃ
১৮।	গিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৭ কিঃ ফুঃ
১৯।	বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়	২০ কিঃ ফুঃ
২০।	অযোধ্যা মিশ্রি, ভগবান্ দাস তেওয়ারি	২০ কিঃ ফুঃ
২১।	রাম কুমার আগরওয়ালা	২০ কিঃ ফুঃ
২২।	হেম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬ কিঃ ফুঃ

২৩। " হরদয়াল গোয়াল ২০ কিঃ ফুঃ
২৪। " Union Saw Mill Timber Company ২০ কিঃ ফুঃ
২৫। " বিপিন বিহারী বিশ্বাস ২৫ কিঃ ফুঃ
২৬। " অমৃত লাল দাস কুরী ১৫ কিঃ ফুঃ
২৭ " কাইঙ্গলি চরণ সাহা বণিক। ২৫ কিঃ ফুঃ

স্বধর্ম্মানুরাগী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জীবন মোহন রায় মহাশয় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের সেবা উদ্দেশে একটী কূপ খননের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আপাততঃ দুই শত টাকা ভিক্ষা দান করিয়াছেন। প্রাচীন ভক্ত জীবনমোহন বাবু সত্যনিষ্ঠ, বিনয়ী, স্বধর্ম্মানুরাগী ও সদাশয় ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কালীমোহন বাবু অল্পবয়স্ক হইলেও পিতার যাবতীয় সদ্গুণাবলী লাভ করিয়াছেন। জীবন মোহন বাবু সপরিবারে শ্রীধাম নবদ্বীপ সন্দর্শন করিয়া কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে শেষ জীবন যাপন করিতে পারেন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সাধু ইচ্ছার প্রশংসা করি।

দেওয়ানগঞ্জে—পরম ভাগবত পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ও শ্রীরাইমোহন সোম মহাশয়গণের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়ের সহিত দেওয়ানগঞ্জে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া সকলেরই পরমানন্দ বিধান করিতেছেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যস্থলে দয়ার্দ্রচিত্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নয়নাভিরাম সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভাপূর্ণ সুসিদ্ধান্তযুক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমস্বরে মুহুর্মুহুঃ আনন্দব্যঞ্জক হরিধ্বনি করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী প্রভু বাল্যাবধিই বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত ও বহুগুণে বিভূষিত। স্থানীয় সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে পরম ভক্ত বলিয়া জানেন এবং আমরাও বহুদিন হইতে তাঁহার অশেষ সদ্গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। অধুনা সাধুসঙ্গ পাইয়া তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি শ্রীহরিকথা প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আহারনিদ্রার কথা ভুলিয়া যান এবং পাষণ্ডদলনবানা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাভিনয় বর্ণন করিতে ও তদনুগ ভক্তবৃন্দের সেবা করিতে তিনি পরমানন্দ অনুভব করেন। তিনি আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রী ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীকাশীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন।

কাশীতে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ বারাণসী ক্ষেত্রে "শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে" হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদিমুখে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় শিক্ষিত ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই এরূপ আচারবান্ প্রচারকগণের মুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী ও অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

কোলস্থুর—বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আট দিবস কাল কোলস্থুরে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবের শ্রীমন্দিরে "সম্বন্ধ" "অভিধেয়" ও "প্রয়োজন" তত্ত্ব সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপপুরী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ যুক্তিপূর্ণ মধুর ভাষায় বক্তৃতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামিজীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে সৎসিদ্ধান্ত স্থাপনকৌশলে সর্ব্বসাধারণ বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত স্ফটিকচন্দ্র মণ্ডল মহোদয় সপরিবারে প্রচারকগণকে যত্ন সহকারে সেবায়, হরিকথা প্রচার ও সেবার আনুকূল্য সংগ্রহে অসাধারণ শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতি ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মণ্ডল মহাশয়ও অক্লান্তভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্ণয়নয়োর্যন্নাভবদ্‌গোচরো-
যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজরসস্তদ্ যন্ন লোকোত্তরং।
এতাবন্মম তাবদস্তু জগতীং যেঽদ্যাপ্যলং কুর্ব্বতে
শ্রীচৈতন্যপদে নিধায় মনসঃ সর্ব্বং প্রসঙ্গোৎসবঃ॥ ১০

গৌরপদ অরবিন্দ-মকরন্দ রস।
শুদ্ধভক্তি বিনা কভু না হয় পরশ॥
সজ্জনের সঙ্গ বিনা নহে শুদ্ধাভক্তি।
সাধুসঙ্গ মাগে বহু করিয়া কাকুতি॥

মহাপ্রভু গৌরহরি সজ্জন-মনোহারী,
সুপ্রসিদ্ধ এ তিন ভুবনে।
আশ্চর্য্য মধুররূপ ঔদার্য্যের স্বরূপ,
দুর্ভাগ্যে না হেরিনু নয়নে॥১॥
গৌরহরিপাদপদ্ম কৃষ্ণপ্রেমরসসদ্ম,
আস্বাদন না হইল কভু।
হায় কি দুঃখের কথা, দারুণ হৃদয়ব্যথা,
এবে দয়া কর মহাপ্রভু॥২॥
আমার দুর্ভাগ্যবশে যেবা গেল রঙ্গরসে,
যাক্—যেবা আছে অবশেষ।
ওহে প্রভু গৌরহরি, দুইহাত মাথে ধরি,
এ প্রার্থনা করি পরমেশ॥৩॥
তুমি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সচ্চিৎ-আনন্দসান্দ্র,
তবপদপঙ্কজ আকার।
তাহাতে নিবিষ্ট মন যেই সব সাধু জন,
সকল জগৎ অলঙ্কার॥৪॥
কিম্বা পাদপদ্মমধু- পান করি' মত্ত সাধু,
অন্য যেবা ধর্ম্ম অচৈতন্য।
ভুক্তিমুক্তি জড়রাগ- ঘৃণায় করিয়া ত্যাগ
গাঢ়ভাবে ভজে শ্রীচৈতন্য॥৫॥

সেই সব সাধুজন, তব প্রেম নিষ্কিঞ্চন,
তাহার প্রসঙ্গ যেন হয়।
"প্র"শব্দেতে ভুক্তি মুক্তি, ছাড়ি' অন্য অনুরক্তি,
সাধুজনে অত্যাসক্তি কয়॥৬॥
সাধুর প্রসঙ্গে রঙ্গে, আনন্দের তরঙ্গে,
নাম-রূপ-গুণ-লীলাগণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন হ'বে, মন প্রাণ জুড়াইবে,
আনন্দেতে করিব সেবন॥৭॥
শ্রদ্ধা শুদ্ধ ভক্তিরতি, ক্রমে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি,
আনন্দ উৎসব হ'বে নিতি।
সজ্জনের সঙ্গরীতি, আমার বড়ই প্রীতি,
হোক তব ভক্তজন প্রতি॥৮॥
অন্তরে ত্যজিয়া গৌরা মুখে গৌরা ভজে যা'রা
তাহে যেন নহে মোর মন।
অসৎসঙ্গীর সঙ্গ তা'র সঙ্গে যা'র সঙ্গ
স্বপ্নে সঙ্গ না হোক কখন॥৯॥
তোমার ভক্তের ভক্ত তাহে যেন অনুরক্ত
তা'র সঙ্গে হো'ক মোর বাস।
তুচ্ছকর গোড়কবি' গলায় বসনধরি'
এ প্রার্থনা করে এই দাস॥১০॥

ভ্রম সংশোধন।

গৌড়ীয়---৩৫ সংখ্যা ৫ম পৃঃ 'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রবন্ধের ৬ লাইনে হইবে "ঘড়ি ঘড়ি বৈঠত"—

"ঘড়ি ঘড়ি উতরত।"

গৌড়ীয়—৩৭ সংখ্যা ১২ পৃঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পদ্যানুবাদের ৮ লাইনে "কৃষ্ণ শব" স্থানে "কৃষ্ণবশ" হইবে ও ১২ লাইনটী আদৌ ছাপায় উঠে নাই তাহা "বিবিধ বৈচিত্র্য গুণে পূর্ণ গৌর রস॥" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ১২ই জুন ১৯২৬ | ৪২ শ সংখ্যা

সারকথা

ভক্তের কবিত্ব কি জড়বিদ্যার প্রভাব ?

প্রভু বোলে, "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥

—চৈঃ ভাঃ ১।১১।১০৫-৭

প্রাকৃত-সহজিয়ার-কবিত্ব কিরূপ ?

যথা তথা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যা'র হয় প্রাণ ধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥

—চৈঃ চঃ ৩।৫।১০২, ১০৬-৭

অপরাধীর লাভপূজাদি কি ভক্তি ?

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥

—চৈঃ চঃ ২।১৯।১৫৮-১৬০

আচার্য্য-সন্তানব্রুব কি যমদণ্ড্য নহে ?

সৃজাইল জিয়াইল তা'রে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তা'রে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তা'রে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে॥
চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই মৈলে দণ্ডে যম॥

—চৈঃ চঃ ১।১২।৬৮-৭০

গোস্বামিত্ব কি বংশগত ?

ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
'সুখ' করি' মানে বিষয়-বিষের মহা-পীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যা'তে হয় ভব-বন্ধ॥

—চৈঃ চঃ ৩।৬।১৯৭-৯

বৈষ্ণব-দ্রোহী বিষ্ণুসন্তানের গতি কি ?

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নহে, কহি গুপ্ত, শুন মন দিয়া॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

চৈঃ ভাঃ ২।৩।৪৪-৪৫, ৫০

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরূপ-শিক্ষায় দেখিতে পাই—

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

— চৈঃ চঃ ২।১৯।১৭৫

শ্রীচরিতামৃতে আদি ৮ম পরিচ্ছেদেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যে দৃষ্ট হয়—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ ১।৮।১৬

কিন্তু বর্ত্তমান কালের কোনও কোনও নামাপরাধি-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপানুগাচার্য্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় সাধন করিতে প্রস্তুত!

শুনা যায়, কয়েক দিন হইল উক্ত শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তের বিরোধ-"সাধন" করিবার জন্য একখানা কাগজের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ কাগজখানা কি শৌক্র-স্মার্ত্ত-জাতিগোস্বামি-কুলের অনুগ জাতিবুদ্ধিজীবীর নামাপরাধ-ব্যবসায়ের মুখপত্র না বিজ্ঞাপন? "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক নামাপরাধ-ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন—পত্রিকাখানিরই বা অকাল বিনাশের কারণ কি? শুদ্ধভক্তি ও আচার্য্য বিদ্বেষই কি উহার কারণ?

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।"

'গৌড়ীয়'—সর্ব্বজ্ঞমুনির অনুগ নাম-কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর ও ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহোপাসক শ্রীধর স্বামীর অনুগমনে ভাগবতধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকারী। 'গৌড়ীয়'—ত্রিকালদর্শক, গৌড়ীয়-পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, 'গৌড়ীয়' কিছু-দিন পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, প্রাকৃত সহজিয়া বিদ্ধভক্তকুলের পরস্পরের প্রণয় স্বার্থবিজৃম্ভিত। পরস্পরের মধ্যে কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার হানি ঘটলেই তাহাদের অবৈধ প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায়। ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। গৌড়ীয় ৪র্থ খণ্ড ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধভক্তি ও ভক্ত-বিদ্বেষফলে কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার একখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ অকালে কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, আবার গৌড়ীয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইতে না হইতেই আরও একখানা শুদ্ধভক্তি-বিদ্বেষিণী পত্রিকা বিনাশের পথে চলিয়াছে।

শুনা যায়, একখানা বিদ্ধভক্তিপ্রসারিণী পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষের জন্য এত প্রণয়, এত গলাগলি ভাব হঠাৎ ভগ্ন হইবার কারণ কি? ইহার মধ্যে কি "তিলোত্তমা" কেহ আছেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা-যোষিতের অসাধ্য ত' কিছুই নাই। সুন্দ ও উপসুন্দের আখ্যায়িকা বোধ হয় সকলেই জানেন? অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন, প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক "সাধনা" এখন কি "সাধনা" করে দেখা যাইবে। তবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন, নামাপরাধিগণ যদি কোটী জন্মও "সাধনা" করেন বা ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা লইয়া যদি কেহ বহু জন্মও "সাধনা" করেন, তবে ঐরূপ অবৈধ সাধনা দ্বারা কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ হইবে না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিজীবী ও অসদ্ব্যবসায়ি-গুরুক্রুবের শিষ্য পরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত-সহজিয়া নামাপরাধি-সম্প্রদায়ের এই সত্য কথাটী মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে না। ইহা তাঁহাদের অপরাধেরই বিষময় ফল।

শুদ্ধ নাম ও শ্রীধাম-প্রচারের ফলে কতিপয় নামমন্ত্রা-পরাধবিক্রেতা ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায়ী ও ধামা-পরাধী ব্যক্তির স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাই তাঁহারা তাঁহাদের উদরভরণের যন্ত্ররূপে পরিণত নামাপরাধকেই 'নাম' ও মেকি কল্পিত ভোগময়জড়ভূমিকেই 'ধাম' বলিয়া অবৈধ বিচার প্রদর্শনে সমাজকে বিপথগামী করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দুর্ভাগা জীব ইহাতে বঞ্চিত হইলেও ইহার দ্বারা সত্যের স্বতঃপ্রকাশিকা নির্ম্মলা প্রভা সুকৃতিমান জীবের নিকট আরও উজ্জ্বলভাবে বিস্তারিত হইবে।

রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যপাঠক ব্যক্তিগণ কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য 'ভাগবত পাঠক' বলিয়া পরিচিত হইবার ধৃষ্টতা করিতেছেন। কাব্যামোদী প্রাকৃতসহজিয়াগণ ভাগবতের দশম স্কন্ধের অপ্রাকৃত-লীলা কথাকেও কাব্যের অন্যতম বিচার করেন। স্ত্রীলোক, বিষয়ী, বহির্ম্মুখ, ভোগী

ব্যক্তিগণই ঐ সকল পাঠকের অধিকাংশ শ্রোতা। ঐ সকল কাব্যামোদীর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে আদৌ প্রবেশ নাই। তাই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহাদের মুখ ও লেখনী হইতে "নেফাঁস" কথা বাহির হইয়া পড়ে। "আচার ও আচার্য্য" গ্রন্থে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি একখানা শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধান্ত গ্রন্থের কিরূপ বিকৃতবিদ্ধভক্তিপুষ্ট অনুবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। জড়কাব্যামোদী পণ্ডিতব্রুবের রঘুবংশাদি কাব্যে অধিকার থাকিলেই 'সন্দর্ভ' বুঝা যায় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' বলিয়া অপেক্ষা থাকিত না।

'আইনজ্ঞ' বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীনবীন চন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যক্তির আইনপারদর্শিতার পরিচয় পাইয়া অনেকেই নাকি স্তম্ভিত ও দুঃখিত হইয়াছেন, শুনা যায়। "I am monarch of all I survey"—কথাটী কোনও কবির কল্পনার ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ কল্পনারাজ্যে বিচরণ করা কি আইনজ্ঞ বা বিচারপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়? শ্রীহট্ট জিলায় শ্রীনবীন চন্দ্র পাল কি একজনই আছেন? অথবা সেস্থানে যত "শ্রীনবীন চন্দ্র পাল" সকলেই আইনব্যবসায়ী হইতে বাধ্য—এইরূপ assumption (স্বীকার) এর মূল কি? এইরূপ নূতন আইনের সন্ধান উকীল পাল বাবুর মুখেই নূতন শুনা গেল। শ্রীহট্টবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার আইন-ব্যবসায়ী 'মিতা' মহাশয়ের হাস্যাস্পদ ও লজ্জাকর ভ্রান্তি-বিলাসটী ভঞ্জন করিবেন কি? পরম ভাগবত শ্রীনবীন চন্দ্র পাল মহাশয় অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্বার্থপ্রিয়জনের অবৈধ ও মৎসরতামূলক প্রবন্ধের সুতীব্র প্রতিবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করিয়া শ্রীহট্টবাসী নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণকে আলোকিত করিয়াছেন। ইহাতে উদ্ধার-সমিতির উকীল মহাশয়ের স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইবার কারণ কি? তবে কি তিনি শ্রীগজেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অসত্য ও ভ্রমপূর্ণ অন্যায় পক্ষ সমর্থনকারী কেহ হইবেন? "ন্যায় ও অন্যায় উভয় পক্ষেরই ওকালতী করিতে পারি"—এরূপ কথা সাধারণ্যে কাহারও দ্বারা প্রকাশিত না হওয়াই ভাল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব আগত প্রায়। স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তগণ সমবেত হইতেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত প্রতি বৎসর এই উৎসবে যোগদান করিয়া একমাসকাল অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, সংকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন বন্দন, পরিক্রমা রথযাত্রা-দর্শন, ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-মহোৎসব-সম্পাদন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন। আগামী স্নানযাত্রা হইতে উৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

জাতি-গোস্বামিবাদ

নিরপেক্ষ আলোচনার উপকরণ—

মহাজনগণ বলেন, কোনও বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে হইলে, শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ সারগ্রাহি সাধুগণের বাক্য, সচ্ছাস্ত্রের নির্দেশ, গুরুবর্গের আচরণ ও আদেশবাক্যকে সেবোন্মুখ হৃদয়ের উপলব্ধির সহিত মিলান আবশ্যক। সেবা-বিমুখ কুতর্ক-পরায়ণ হৃদয় সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যাবলীর মধ্যে পরস্পর ভেদদর্শন করিয়া আরও অধিকভাবে তর্ক ও সন্দেহ-জালে বিজড়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেবোন্মুখ-হৃদয় প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া সাধু, শাস্ত্র ও গুরু-দেবের বাক্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ও ঐক্যতান দর্শন করিতে পারিয়া শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন।

নিরপেক্ষ আলোচনার আবশ্যকতা—

নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা সত্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও অসত্যে বীতস্পৃহা উদিত হয়। পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা সত্য হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে আমাদের সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার উদয় হয়। শুদ্ধভক্তিতে অনুরাগ ও বিদ্ধা বা ছলভক্তিতে বীতরাগ, সৎসঙ্গে আসক্তি ও অসৎসঙ্গের প্রতি উদাসীনতা সহজেই জন্মিয়া থাকে। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিরাজ্যের উন্নতাধিকারে গমনেচ্ছু পুরুষগণের জন্য অনু

কূল বিচারের আবশ্যকতা নির্ণয় করিয়াছেন। মধ্যম অধিকারে বিচার আবশ্যক, কনিষ্ঠাধিকার হইতে উত্তমাধিকারে যাইতে হইলে আমরা মধ্যম অধিকার অতিক্রম করিয়া একেবারেই উত্তম অধিকারে উপনীত হইতে পারি না। "বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে॥"—(চৈঃ চঃ ৩।১৩ শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর এইরূপ আচরণ মহাভাগবতাধিকারেরই সহজ আচরণ। কনিষ্ঠাধিকারী বা মধ্যমাধিকারী কৃত্রিমভাবে কপটতা পূর্ব্বক ঐরূপ আচরণ অনুকরণ করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরাধপঙ্কে পতিত হইবেন। কেহ ঐরূপ বিচারের ভাণ দেখাইলে তাহার হরিবিমুখ-হৃদয়ের সহজবৃত্তি অনুসারে বৈষ্ণবে 'অবৈষ্ণব-বুদ্ধি' এবং অবৈষ্ণবে 'বৈষ্ণব-বুদ্ধি' রূপ অপরাধ-বিবর্ত্ত তাহাকে নরকের-পথে পাতিত করিবে। ঐ ব্যক্তি "সতাং নিন্দা"—এই সর্ব্বপ্রথম নামাপরাধটীর করালকবলে পতিত হইয়া কলিযুগের একমাত্র ভজন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং ভক্তিরাজ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে আমাদিগের নিরপেক্ষ আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। অসৎ মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের অসাধুভাব ঐ নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা উদ্ঘাটিত হয় বলিয়া অসদ্ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ আলোচনাকে "নিন্দা" বলিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিরপেক্ষ আলোচনা 'নিন্দা' নহে ; নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে বিরত হইয়া মনোধর্ম্ম ও অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা অধোক্ষজ-বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার 'চেষ্টাই—'পরচর্চ্চা', 'সাধুনিন্দা' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ'।

মতবাদ প্রসারের কারণ—

সুকল্যাণ-লাভের পথ কোমলপুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত নহে। উহা চিরকালই কোটিকণ্টকরুদ্ধ। ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাগর নানামতবাদরূপ নক্রমকরাদি-হিংস্র জলজন্তু-সঙ্কুল। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারমুখে গৌরবন্দনা করিতে গিয়া সিদ্ধান্তসাগরকে "নানামতবাদ-গ্রাহ-ব্যাপ্তম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌরভক্তাগ্রগণী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ" বলিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যখন দ্বাপর যুগে এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন, তখনও স্নেহময়ী যশোদার 'কাচ' কাচিয়া পুতনা প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী জীব ধর্ম্মরাজ্যের কপট-গুরু-ব্রুবের আদর্শের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারণাদি নৈমিত্তিক-লীলার মধ্যে যে কয়েকটী অসুরের নাম শ্রুত হয়, উহারা এক একটী কৃষ্ণবিরোধি-মত-বাদের মূর্ত্তিমান নিদর্শন ব্যতীত আর কি? আবার কলিযুগপাবনাবতারিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র যখন নদীয়ায় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিলেন, তখনও ধর্ম্মধ্বজিগণ গোপনে গোপনে নানামতবাদ সৃষ্টি করিতে থাকিল। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।—

"রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্ম দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, 'বিপ্র', কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তা'রে সবে বলেন শিয়াল॥" ইত্যাদি

—চৈঃ ভাঃ ১।১।৮৬-৮৭

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থপাঠেও জানা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কতিপয় 'অসার' ব্যক্তি, বঙ্গকবিপ্রমুখ সিদ্ধান্তবিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছলকবিগণ, রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ হরিগুরুবিদ্বেষী সন্ন্যাসিগণ, কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কৃষ্ণদাস বিপ্র ও বলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা, শিশ্ন ও উদরলম্পট ছলত্যাগী ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু ব্যক্তিগণ উদিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালের লেখনীতেও এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং,
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হাস্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য।
চূড়াধারীতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যে নেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিবড়্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি।
আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে বর্ত্তমানে প্রচলিত মতবাদ—

তোতারাম দাস জী নামক জনৈক মহাত্মা

আমাদিগকে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে কতিপয় অসৎ-সম্প্রদায় বা মতবাদের একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত-জাত-গোঁসাই॥
অতিবড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এসবার সঙ্গ নাহি করি॥"

শ্রীতোতারাম দাস বাবাজীর অপ্রকটের পরে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আরও যে কত প্রকার অপসম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নূতন নূতন উদ্ভব হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উপরি-উক্ত মতবাদ-প্রচারকারী মনোধর্ম্মী অবৈধ-সাম্প্রদায়িকগণ কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল-শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত স্পষ্টভাবে বিরোধ করায় তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমণ্ডলী হইতে অবিসংবাদিতরূপে খারিজ হইয়াছেন। কিন্তু আবার কেহ কেহ 'লোকদেখান গৌরভজার' অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রচ্ছন্ন শত্রুরূপে অবস্থান করিলেও সাধারণবাহ্যদর্শিব্যক্তিগণের নিকট "গৌড়ীয় বৈষ্ণব" বলিয়াই পরিচিত ও সম্মানিত হইতেছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রচ্ছন্ন শত্রু। একমাত্র কৃষ্ণই যেরূপ কপটবেশা বালঘাতিনী পূতনাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে অপরে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই, তদ্রূপ ঐসকল প্রচ্ছন্ন-ভক্তিবিরোধিদলকে অনভিজ্ঞ সাধারণে 'বৈষ্ণব'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিলেও শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারক আচার্য্যগণের নিকট তাহাদের স্বরূপ অবিদিত নহে। 'জাতিগোস্বামী' নামক একটী সম্প্রদায় এইরূপ অবৈধভাবে ধর্ম্মজগতের কোমলমতি বালকগণকে বিপথে চালিত করিয়া এতদিন বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষি-রূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল।

জাতি-গোস্বামিবাদের-নিরর্থকতা—

জাতিগোস্বামিবাদরূপ অবৈধমতবাদ সাধুশাস্ত্র-মহাজন কেহই সমর্থন করেন নাই। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বা আচার্য্য গোস্বামিগণ কেহই এইরূপ মতবাদ জগতে প্রচারিত হউক—ইহা ইচ্ছা করেন নাই। (১) প্রথমতঃ আমরা অন্য বিচার ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই যে, জগদ্গুরু সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবিষ্যতে শৌক্রপারম্পর্য্যে স্মার্ত্তজাতি গোস্বামিবাদের ধারা প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার জগতে প্রসার লাভ করিবে পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া তিনি যোগ্য-গুরু-গ্রহণরূপ শাস্ত্রাচার ছাড়িয়া শৌক্রপারম্পর্য্যে অযোগ্য-গুরু-করণপ্রথা আদৌ স্বীকার করেন নাই। তিনি যে ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা বা আম্নায় জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শৌক্রপারম্পর্য্য বা অযোগ্য-গুরুক্রবের কোন অবকাশ দেন নাই। যোগ্যশিষ্য ও সদ্গুরুপারম্পর্য্যে যে আম্নায়ধারা প্রবাহিত হয়, তাহাকে স্বীকার করিয়া তিনি শৌক্র-পারম্পর্য্যে প্রবাহিত স্মার্ত্তজাত-গোস্বামি-মতবাদের মূলে কুঠার নিক্ষেপ করিয়াছেন।

(২) আচার্য্যগণের আচরণই ইতর জীবের অনুসরণীয়। মর্ত্ত্যজীবের মনগড়া আচরণ কালপ্রভাবে হরিবিমুখসামাজিক-প্রথা রূপে পরিণত হইলেও পারমার্থিক সামাজিক-গণ বা সত্যানুসন্ধিৎসুগণ উহাকে কখনই স্বীকার করিবেন না। স্মার্ত্তজাতি গোস্বামিবাদ কৃষ্ণবিমুখ-সমাজের বহুবিধ অনর্থের একটী অন্যতম অনর্থরূপে বিরাজিত থাকিলেও মূল আচার্য্য গোস্বামিগণের আচরণে বা শিক্ষায় ঐরূপ কোনও ব্যবহার দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৩) মূল আচার্য্য গোস্বামিগণ অর্থাৎ যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে 'ষড়্গোস্বামী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই শৌক্রপারম্পর্য্যে গোস্বামিত্বের ধারা প্রবাহিত করিবার কোনও চেষ্টাই দেখান নাই। 'গোস্বামী' শব্দটী চিরকালই উদাসীন, ত্যক্তগৃহ, ষড়্বেগাবজয়ী সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনকারী আচার্য্যগণেরই প্রাপ্য সংজ্ঞা। ষড়্-গোস্বামীর গোস্বামিত্ব এইরূপ ভাবেই জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর জগতের সমক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উক্ত গোস্বামিগণের পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত শৌক্রবংশগত উপাধিসূত্রে তাঁহারা 'গোস্বামী' উপাধি ধারণের যোগ্যতা লাভ করেন নাই এবং পরবর্ত্তিকালে যাহাতে জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায় 'গোস্বামিত্ব'কে শৌক্রগত-ব্যাপারে পরিণত করিয়া 'উহা গোস্বামিগণের অনুমোদিত'—এরূপ বলিবার সুযোগ না পান, তজ্জন্যই পরমহংসগোস্বামিগণ জগতে কোনও প্রকার শৌক্রবংশ ধারার অবকাশ প্রদান করেন নাই।

(৪) শৌক্রবংশধারায় গুরুপরম্পরা বজায় রাখিবার চেষ্টা বলি-বিরোধি-অসুরগুরু-শুক্রাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রয়াস হইলেও শ্রীবিষ্ণু জীবকুলকে হরিবিমুখতা হইতে উদ্ধার

করিবার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। "বিষ্ণুসন্তান-দিগকে বৈষ্ণবের মর্য্যাদায় দৃষ্টি করিতে গিয়া লোকে হরি-বিমুখ হইয়া পড়িবে, তজ্জন্যই তত্তদ্বংশ অপ্রকটিত হওয়ার কথাই অপ্রাকৃত-বিষ্ণুলীলার রহস্য। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণলীলায় নিত্য বিষ্ণুসন্তানগুলিকে মৌষললীলায় অপ্রকটিত করাইলেন, নিজের স্বয়ংরূপ শ্রীবিগ্রহকে উদ্ধব-ব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ হওয়ার লীলা দেখাইলেন, শ্রীগৌর-লীলায় শৌক্রসন্তানের অবকাশ দিলেন না, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান শ্রীল বীরভদ্রের শৌক্রসন্তান-লীলার অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই দেখাইলেন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বৃত্তবৃত্তী লীলাভিনয়কারি-সন্তান ও তদনুগ সন্তান ব্যতীত অন্য সকলগুলিকেই ত্যক্তপুত্র করিলেন, নরকা-সুরকে কৃষ্ণলীলায় বধ করিলেন, এই সকল দেখিয়াও যদি কেহ শৌক্রসন্তান বা অধস্তনগণে বিষ্ণুসম্বন্ধ দর্শন করেন, তাহা মায়াময়—প্রাপঞ্চিক-লোকদিগের তমোৎপত্তির কারণ মাত্র জানিতে হইবে।"

(৫) ভগবান্ মৎস্যদেব, ভগবান্ কূর্ম্মদেব ও ভগবান্ বরাহদেব প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া প্রকটলীলার পরবর্ত্তি-কালে বহু অধস্তন অর্থাৎ মৎস্য, কচ্ছপ ও শূকর রাখিয়া গিয়াছেন। লবকুশ হইতে উদয়পুরের রাণাবংশ উদ্ভূত বলিয়া কিংবদন্তী চলিতেছে। পৃথিবীর গর্ভে বিষ্ণুসন্তান নরকাসুর উদিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুসন্তান হইলেও তাঁহাদের শৌক্রবংশ-পরম্পরা বা শিষ্য-পরম্পরায় পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুর মর্য্যাদা সংশ্লিষ্ট হয় না। আচার্য্য-শৌক্র-সন্তান বলিয়া যে তাঁহারা আচার্য্যরূপে গৃহীত হইবেন, এরূপ পদ্ধতি শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত নহে। শাস্ত্রপাঠিমাত্রেই জানেন যে, বিষ্ণুর গৃহেও অসুরের জন্ম ও অসুরেরগৃহেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দশমস্কন্ধের (ভাঃ ১০।২।৩) বৈষ্ণবতোষণী-ধৃত হরিবংশোপাখ্যান এবং ভাঃ ১০।৮৫।৩৯) শ্লোক পাঠে জানা যায় যে দেবকীর গর্ভে কতিপয় অসুরের প্রবেশ হইয়াছিল। পৃথিবীর গর্ভে বিষ্ণু-(বরাহ) সন্তান নরকাসুরের জন্ম হইয়াছিল। মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈত-প্রভুর সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কতিপয় গৌরবিদ্বেষী 'অসার' ব্যক্তিও জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাই তাহার প্রমাণ। বীরভদ্রপ্রভুর শিষ্য-গণের নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় বা 'বাউল' আখ্যা চলিয়া আসিয়াছে। স্বধামগত কালীপ্রসন্নসিংহের হুতুম পেঁচার নক্সায় 'কাঁদেবাড়ি বলরামের গুরুপ্রসাদিমত' আচার্য্য-সন্তানব্রুব ব্যক্তিতেও আবদ্ধ ছিল দেখা যায়। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন (চৈঃ ভাঃ ২।৩।৪৩-৫০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরাহাবেশের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল॥
দৈব-দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥"

(৬) অদৈবস্মার্ত্ত বা বেদবিরোধিগণের বিচার এই যে, 'অচিৎ' হইতে 'চিৎ' এর উৎপত্তি হয়। যাহারা আত্মধর্ম্ম ভক্তিকে কেবলমাত্র শোণিত-ধারায় প্রবাহিত বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া ও বিষ্ণুবিরোধি-কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ-প্রচারকারী। এইরূপ অদৈব-বিচার-প্রণালী হইতেই স্মার্ত্তজাতিগোস্বামিবাদ প্রসূত হইয়াছে। ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি-দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর মুঞি জরদগব॥
কুকুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ ২।২৩।৪৭৬, ৮৭৮)

অনেকে উদর ভরণের লোভে, কেহ বা প্রতিষ্ঠা বা কামিনী সংগ্রহের ইচ্ছায় বিষ্ণুর বংশ বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য লালায়িত হন। ইঁহাদের বিচার প্রণালী এই যে, 'শ্রীলব-কুশ হইতে রঘুবংশের, শ্রীপ্রদ্যুম্নাদি হইতে যদুবংশের বিস্তারের ন্যায় জাতি-গোস্বামিগণের শৌক্রবংশের বিস্তার হইয়াছে।' এই সকল কথা সমর্থন করিবার জন্য ইঁহারা স্বকপোল-কল্পিত নানাবিধ জাল পুস্তক রচনা করিয়া জন-সমক্ষে প্রচার করাতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের নামে ঐরূপ জাল পুঁথি রচিত হইয়া পরে প্রকাশিত হইবে জানিতে পারিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস

"উদরভরণ লাগি এবে পাপী সব" প্রভৃতি বাক্য তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

(৭) যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বা অদ্বৈতপ্রভুকে পরবর্ত্তিকালে ব্যাভিচার ও অসদাচার-প্রচারের প্রশ্রয়দাতৃ মূলপুরুষরূপে দাঁড় করাইবার জন্য উদ্যোগী, তাঁহাদের অপরাধ বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের দুইটী প্রধান অঙ্গস্বরূপ সাক্ষাৎ বলদেব-নিত্যানন্দ ও মহাবিষ্ণ্বতার অদ্বৈতপ্রভুর দেহ প্রাকৃত-জীবের ন্যায় রক্তমাংসগঠিত,সুতরাং বিষ্ণুকলেবর প্রাকৃত—তাঁহারা যে কোন্ পথের পথিক তাহা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। মূলসঙ্কর্ষণ-বলদেবতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু-পুরুষাবতারের উপাদানকারণ-বিষ্ণু অদ্বৈতপ্রভুর আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জড়দেহ ছিল না। তাঁহারা অপর জড়দেহের সহিত কখনও প্রাকৃতসম্ভোগ করেন না বা তাঁহারা প্রাকৃত-বিরহরূপ জড়রসে মগ্ন হন না। যাঁহারা ঐ সকল বিষ্ণুবস্তুর অপ্রাকৃত শরীরে নিজকল্পোচিত প্রাকৃতশরীরের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া নিজদিগের প্রাকৃত শরীরের উৎপত্তি ঐসকল বিষ্ণুবস্তু হইতে সংঘটিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিষ্ণুর চরণে অপরাধী। তাঁহাদিগকে 'আচার্য্য' নামে অভিহিত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের কোপদৃষ্টিতে পতিত। তথাপি তাঁহারা ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্মানের অধিকারী থাকিতে পারেন। বিষয়ীর বিষয়বুদ্ধি নিত্যানন্দাদ্বৈতকৃপায় বিদূরিত হয়; কিন্তু যাঁহারা নিত্যানন্দাদ্বৈতচরণে ঐরূপ অপরাধকেই গৌরবের বিষয় মনে করেন এবং তাঁহাদের ভজনচেষ্টাকে অধস্তনগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপকরণ মাত্র জানেন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাদিগকে কখনও কৃপা করেন না। এইরূপ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়-যোগে অধস্তনগণের পূর্ব্বমহাজনকে তাঁহাদিগের সেবক বুদ্ধিকরা 'বৈষ্ণবতা' নহে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—ভগবানের এই প্রতিজ্ঞানুসারে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দৈবী মায়া দ্বারা ঐসকল অপরাধীকে 'প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, জীবহিংসন' প্রভৃতি অনর্থ সাগরে নিমজ্জিত করাইয়া শুদ্ধভক্তির পরিবর্ত্তে ভোগ-প্রবৃত্তিরূপা বিদ্ধাভক্তিতেই চিরবিস্মৃত রাখেন।

(৮) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতা 'হাড়াইওঝা' মৈথিল ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভুত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছেন। খড়দহশাখায় নিত্যানন্দসন্তান-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাকে বঙ্গীয় রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের একপিতার সন্তান গণের মধ্যে দুইপ্রকার 'গাঁই' হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান কালে কতিপয় নিত্যানন্দসন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী 'বাড়ুরী গাঁই' এবং অপর কতকগুলি 'বটব্যালী' বলিয়া থাকেন। কিংবদন্তীমতে বীরভদ্রপ্রভুর কোনও সন্তান ছিল না। তিনটী রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণশিষ্যকে পুত্ররূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের অধস্তনগণ নিত্যানন্দ বংশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং এখনও তাঁহাদের 'বিভিন্ন গাঁই'—একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ঐ অধস্তনগণের মধ্যে বীরভদ্রীয় সামাজিক দোষের কথা আজও উল্লিখিত হয়। সুতরাং বীরভদ্রপ্রভুর শিষ্যত্রয়ের উৎপথগামী অধস্তনগণ কর্ম্মফলবাধ্য মর্ত্ত্যজীব হইয়া যদি অবৈধভাবে নিজদিগকে এক একজন 'ছোটখাট নিত্যানন্দ' বলিয়া পরিচয় দিবার বাসনা করেন, তবে তাহা হরিবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু নহে—শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের কথাই ঠিক—"দেখিয়াছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার" আরও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনী হইতে জানা যায় যে,শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আত্মজ বুধ্ধ্‌তীলীলাভিনয়কারী শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভুর মতের প্রতিকূলাচরণকারী কেহ কেহ অদ্বৈত-আচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা করিলেও অদ্বৈতপ্রভু তাহাদিগকে 'পুত্র' বলিয়া স্বীকার না করিয়া 'ভক্তিবিদ্বেষী' বলিয়াই জানিয়াছেন। সেই সকল ভক্তিবিদ্বেষিদলের কেহ যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে 'ঢঙ্গবিপ্র' সাজেন, তাহা হইলে তাঁহারা লোকবঞ্চনা-কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিলেও শুদ্ধভক্তি আচার-প্রচারে যে নিপুণ হইবেন, এমন কোন কারণ নাই। যদি শৌক্রবংশ-ধারাই ভক্তিলাভের বা আচার্য্য ও গোস্বামি-পদবী গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হইত, তাহা হইলে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে উদ্ভুত, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষী 'স্বতন্ত্র' ব্যক্তিগণকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু 'অসার' নামে সংজ্ঞিত করিতেন না। স্মার্ত্তজাতিগোস্বামিবাদসমর্থনকারিব্যক্তিগণের মতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতপ্রভুর উৎপথগামী পুত্রগণকে 'গোস্বামী', 'প্রভু-সন্তান' বা 'আচার্য্য-সন্তান' বলিবার পরিবর্ত্তে 'অসার',

(চৈঃ চঃ ১৷১২৷১০) 'জীবন্মৃত', 'যমদণ্ড্য', 'পাষণ্ড', 'বিমুখ' (চৈঃ চঃ ১৷১২৷৭০-৭১) প্রভৃতি বাক্য বলিয়া কি অবিচার করিয়াছেন ?

(৯) অবৈধ সামাজিক-জাতি-গোস্বামি-মতবাদকে পারমার্থিক না বলিয়া একটী অবৈধ-সামাজিক-মতবাদ বলাই শ্রেয়ঃ, কারণ 'গোস্বামী' শব্দটী কোন পারমার্থিক-শাস্ত্রেই জাতিগত উপাধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'গোস্বামী' শব্দটী বৈরাগ্য-প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গুণগত সংজ্ঞা।

(১০) জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর 'সামান্য অপরাধে' ছোট-হরিদাসকে দণ্ডিত করিবার লীলা দেখাইয়া, অদ্বৈতাচার্য্যের নাম দিয়া 'বাউলিয়া বিশ্বাসে'র মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিবার চেষ্টাকে গর্হণ ও তজ্জন্য উক্ত 'বাউলিয়া বিশ্বাস'কে দণ্ডিত করিয়া যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, বর্ত্তমানে সেই সকল আদর্শ বিকৃত করিবার জন্য যাঁহারা বিচরণ করেন অর্থাৎ যাঁহারা কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার লোভে নাম, মন্ত্র, হরিকথা, ভাগবত-পাঠ প্রভৃতিকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়া উহাদিগকেই 'সদাচার' বলিয়া প্রচারিত করেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে কতদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহা সুধীসমাজই বিচার করিতে পারিবেন। জাতি-গোস্বামি-গণের অনুগত মধ্যে সাধারণতঃ দুইশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—একশ্রেণী ধর্ম্ম-ব্যবসায়কেই উৎকৃষ্ট ব্যবসায় মনে করেন অর্থাৎ বারবনিতার আচারকেই 'সতীধর্ম্ম' মনে করেন, আর একশ্রেণী অহিফেন, গঞ্জিকা, কুক্কুট, ডিম্ব, চা প্রভৃতির দোকানদার সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়াও 'গোস্বামী' উপাধিকে অটুটভাবে প্রচারিত রাখিতে চেষ্টা করেন !

(১১) 'জাতি-গোস্বামি'-বাদটী চন্দনকাননে কণ্টকতরু-সদৃশ। ইহা হইতে সমাজে যে কতরূপ অনর্থ উদিত হইয়াছে এবং কোমলমতি ব্যক্তিগণ যে কতভাবে বঞ্চিত ও বিপথে চালিত হইয়াছেনও হইতেছেন, তাহার তালিকা ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে প্রদান করা অসম্ভব। ঐসকল কদর্য্য ব্যাপার 'গৌড়ীয়' পত্রের স্তম্ভে চিত্রিত করাও বড়ই ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে বোধ হয় এমন গ্রাম নাই, জনপদ নাই, যেখানে জাতি-গোস্বামি-গুরুব্রুবের ও শিষ্যব্রুব-গণের নানাপ্রকার কলঙ্কিত তাণ্ডবনৃত্য না দেখা যায় !

(১২) 'জাতি-গোস্বামী'-বাদটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু, জগদ্‌গুরু-শ্রীনিত্যানন্দ, আচার্য্য-শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে পরমোদার বিমলধর্ম্ম প্রচার করিলেন, যে মহাবদান্যতা প্রদর্শন করিলেন, 'জাতি-গোস্বামী' বাদ সেই পরমোদার ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন শত্রুরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায়ই জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"— কিন্তু 'জাতি-গোস্বামী'-বাদের প্রচার্য্য বিষয় হইল— "আমরাই বংশপরম্পরায় গুরু থাকিব এবং শিষ্যগণকে তদ্রূপ বংশপরম্পরা-ক্রমে শিষ্যই রাখিব তাঁহারা কোন কালেই 'গুরু' হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।" ইহা প্রাচীন কালের 'ক্রীতদাস' প্রথার ন্যায় আর একটী স্বার্থান্ধমত-বাদ মাত্র। এইরূপ শৌক্রপারম্পর্য্যে গুরু ও শিষ্য প্রথা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসমাজে প্রচলিত থাকিলেও শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোনও কালে কোথায়ও প্রচলিত হয় নাই। যে কোনও কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই গুরুকৃপালাভ করিয়া পুনরায় সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরুপদে বৃত হইবেন—ইহাই আচার্য্যগণের আচরণ ও শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সৎ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, পুরাণ ও সাত্বত শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে এই কথার সত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি হইবে। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও আভিজাত্য-সম্পন্ন কুলিন গ্রামবাসী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতির গুরুরূপে বৃত হইয়া-ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে নামাচার্য্য ও জগদ্‌গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ-জ্ঞানে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র-প্রদান-লীলা দেখাইয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়কে জগদ্‌গুরুর আসনে আসীন করিয়াছেন। কিন্তু স্মার্ত্ত-জাতি-গোস্বামিগণ অনেকেই বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের পাদলেহনবৃত্তি অবলম্বন করিতে গিয়া শুরুবর্গের আচরণের বিরুদ্ধে প্রচার ও তৎসঙ্গে শুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া অপরাধ- সঞ্চয় করিবেন, করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(১২) জাতিগোস্বামিগণ গুরুবর্গের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা বোধ না করিলেও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের প্রদত্ত ফাঁস গলা পাতিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই পরমার্থ-বিদ্বেষি-সমাজের অনুগমন করিয়া তাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনে অনেকেই মৎস্যাদি-ভোজন, রাক্ষস-প্রেতশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া-

সম্পাদন, স্মার্ত্তের অধীন হইয়া যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের কৈঙ্কর্য্য করিতেছেন।

(১৩) তাঁহারা অনেকেই যে টুকু বৈষ্ণবের বাহ্য আচার পালনের অভিনয় দেখাইতেছেন, তাহা ঢঙ্গবিচারে মূর্খপ্রতারণারূপ কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, জাতি-গোস্বামী গুরুব্রুবগণ কেহ কেহ 'রামাবাগদীর যাত্রার দলে নারদ সাজার ন্যায়', গৃহে একপ্রকার আচরণ ও শিষ্য-ভবনে গিয়া অন্য প্রকার আচরণ দেখাইয়া থাকেন। অনেক গুরুব্রুব আছেন, যাঁহারা গৃহে মৎস্য ও অমেধ্যাদি ব্যবহার করেন, নানা প্রকার কদাচার করিয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যগৃহে গমন করিয়া অর্থাদির জন্য বকধার্ম্মিকের সজ্জা গ্রহণ করেন আবার কেহ কেহ শিষ্য-ভবনে গিয়াও নানা প্রকারে জিহ্বাও উদরাদির লাম্পট্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন না।

(১৪) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী, নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি।
এক ফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি॥"

—চৈঃ চঃ ১।৯।২৭-২৮

কিন্তু বর্ত্তমানে নামাপরাধিগণ নামপ্রেম-প্রচারকের অভিনয় দেখাইতে গিয়া নাম-প্রেম-প্রচারের পূর্ব্বেই তাহার অভীষ্ট-প্রয়োজন মূল্য 'ফুরণ' করিয়া ল'ন। এরূপ কার্য্য কতদূর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের বিরোধী, তাহা সুধী-পাঠকগণ বিচার করিবেন।

জাতিগোস্বামিবাদিগণ এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া বলিয়া থাকেন, নাম-বিক্রয়-দ্বারা নামাপরাধ না করিলে আমাদের ও আমাদের কলিগত গুরুগণের দগ্ধোদর পূরণ এবং ভোগ্য পুত্র-কন্যার ও স্ব-স্ব ভোগবিলাসের যথেষ্ট ইন্ধন কিরূপে সংগৃহীত হইবে? এইরূপ উত্তর হরিবিমুখ-সংসারোন্মত্ত-অন্ধ কাম-ক্রোধ-লোভে পচ্যমান বদ্ধজীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও শাস্ত্রোপদেষ্টা আচার্য্যের আসনে আসীন-অভিমানী ব্যক্তিগণের দুরবস্থা-বিজ্ঞাপী।

(১৫) এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কখনও বা শিষ্যগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন,—"গুরুর দোষ দেখিতে নাই, গুরু যাহাই থাকুন্ না কেন, অন্ধ বিশ্বাস করিয়া চলিলেই বিশ্বাসের বলে বিষও অমৃত হইবে! চাথড়ি গোলা পান করিয়াও দুগ্ধ পানের ফল ঘটিবে!!" যদি এইরূপই বিচার শাস্ত্র ও মহাজনগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইত, তাহা হইলে পরমহিতকারিণী শ্রুতিদেবী 'শ্রোত্রীয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' সদ্গুরু'র নিকট 'অভিগমন' করিবার জন্য অনর্থমুক্ত জীবকে আহ্বান করিতেন না। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রদর্শিত অমল প্রমাণ ভাগবত-ভাস্কর "শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত, শান্ত সদ্গুরু"তে প্রপন্ন হইবার জন্য আদেশ করিতেন না। তাহা হইলে জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা—"আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখামু সবারে" ও শ্রীগীতার ভগবদ্বাক্য "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত-দেবেতরো জনঃ"—এই কথাগুলির কোনও সার্থকতা থাকিত না। আবার আচার্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তি বিলাসে—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫ বাক্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামীও শাস্ত্রোদ্ধার করিয়া বলিতেন না—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

আর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও বলিতেন না—

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি-কর্ত্তব্যঃ॥"

—ভঃ সঃ ২১০ সংখ্যা

জগদ্গুরু মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ও সদ্গুরু-গ্রহণলীলা জীবের জন্য প্রদর্শন করিতেন না।

(১৬) 'জাতিগোস্বামি'বাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিকালের শুদ্ধ-ভক্ত্যাচার্য্যগণও স্বীকার করেন নাই।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কেহই কোনও নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতবংশীয়ব্রুব জাতি গোস্বামীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া 'জাতিগোস্বামিবাদ প্রচলনের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। শুদ্ধভক্তি-প্রচারক কোন বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য এই 'জাতিগোস্বামি'বাদের নিরর্থকতা প্রদর্শনকল্পে যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ভগবানে সততযুক্ত ভক্তগণ তাঁহার সেই লীলার রহস্য এক প্রকার এবং বঞ্চিত দুর্ভাগা অভক্তগণ ভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি 'ভক্তিসন্দর্ভ' ২৩৮ সংখ্যাধৃত শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভুর বাক্য—"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচন-বিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।"

—জগতে প্রচার করিবার জন্য অর্থাৎ বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরুব্রুবকে পরিত্যাগ করাই বিধি, ইহা জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রথমে কোনও একটী অর্থ ও প্রতিষ্ঠাকামী জাতিগোস্বামীকে তাহার কুপ্রবৃত্তিতে বাধা না দিয়া উচ্চ আসন প্রদান করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যখন মহাপুরুষের এই গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া প্রতিষ্ঠা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তৎফলে বৈষ্ণব-গুরু-বর্গের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে থাকিলেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য সেই বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তির আর মঙ্গল হইতে পারে না জানিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(১৭) জাতি-গোস্বামিগণের অনেকেই কিরূপ বৈষ্ণবের প্রতি অসম্মানপ্রদর্শনকারী, তাহা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, এই সকল জাতিগোস্বামী যখন শিষ্যভবনে গমন করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের ভৃত্য কার্য্য করিবার জন্য সঙ্গে ত্যক্তগৃহ ভেকধারী দু'একটী তল্পীবাহী রসুয়া 'বাবাজী' থাকেন। যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐরূপ কৌপীনবহির্ব্বাসাদি বেষ নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-পরমহংসের বেষ। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগোস্বামিগণ ঐ বেষ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যাভিমানী গৃহব্রত ব্যক্তিগণ ঐরূপ পরমহংসবেষের মর্য্যাদা কর' দূরে থাকুক্ ঐরূপ বেষধারীকে তাঁহাদের তামাকসাজা-(!) ভৃত্যরূপে পরিণত করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

(১৮) জাতিগোস্বামিবাদিগণ অধিকাংশই গৃহব্রত ও গৃহব্রতধর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদাতা; সুতরাং তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া কেহ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ শিক্ষা করিতে পারেন না। "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃস্বতো বা"—এই ভাগবতীয় শ্লোকটী গৃহব্রত-জাতিগোস্বামিবাদের মূলোচ্ছেদনের কুঠার স্বরূপ।

(১৯) 'জাতিগোস্বামিবাদ' জগতে কিরূপ অনর্থ উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তথাপি বিগত ২৫শে এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ৫ম পৃষ্ঠায় জনৈক জাতিগোস্বামীর সম্বন্ধে যে (বৃত্তান্ত) বাহির হইয়াছে, তাহা বড়ই লজ্জাকর। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ যে 'বসন্তকুমার গোস্বামী' নামক এক মহাশয় ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে 'সুরেন সাহা' নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করার অপরাধে দিনাজপুরের সেসন জজ বাহাদুর কর্ত্তৃক ৫ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন! এইরূপ বিগর্হিত কার্য্যই কি জাতি-গোস্বামিবাদের অকর্ম্মণ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে?

(২০) জাতি-গোস্বামিবাদের নিরর্থকতা পাশ্চাত্য-দেশীয় মনীষিগণের পর্য্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যথা—

It must be kept clearly in mind that, while in theory the Gosvamis of the sect may be Brahmacharis (celibates), actually they are almost entirely Grihasthas (householders), and not ascetics. * * *

In point of scholarship, the Gosvamis as a whole are uneducated men. * * Of the most influential body—the Nityananda Gosvamis of khardaha—very few are educated even in Sanskrit, and fewer still have recived a Western education * * Some Gosvamis combine business with their guruship. Even though engaged in shopkeeping or what not, they continue their relation to disciples.

For spiritual guidance and any real moral and social leadership in all that makes for the

progress and well-being of society, the Gosvamis as a whole are not qualified. The principle by which they function in Vaishnava society is thoroughly vicious, the basis of their guruship being inheritance rather than qualifications for leadership. No matter how worthless, ignorant and good-for-nothing a Gosvami's son may be, he becomes the object of the same reverence which his father received.

• • •

A source of considerable income is revealed by the fact that most of the public women of Calcutta are disciples of these Gosvamis. Often the property of these unfortunates is made over at death to their gurus, and this, in addition to the generous yearly fees received from them, makes no inconsiderable share of the income that flows in to the coffers of these Gosvamis."

—The Chaitanya Movement Page 150,156 & 158

উপসংহার—

কোনও ব্যক্তিবিশেষের গর্হিত ব্যবসায়ের ক্ষতি করা বা সমাজবিশেষের হেয়তা প্রতিপন্ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। নির্ম্মৎসর সাধুজনের অনুবর্ত্তিব্যক্তিগণ কখনই ঐরূপ বৃত্তিকে আদর করেন না। তবে জগতের মঙ্গলোদ্দেশে ও দুঃসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য এবং অপরকে সাবধান করাইবার জন্যই মধ্যম অধিকারী কোন্‌টী সৎ ও কোন্‌টি অসৎ তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। কোনও সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের যদি কিছু ব্যবহারিক সম্মান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে যোগ্যতামত তাহা প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তবে পারমার্থিক না হইলে কাহাকেও পারমার্থিকসম্মান প্রদান করা বা কাহারও পারমার্থিক সম্মান আশা করা অবৈধ চেষ্টা মাত্র। 'জাতি গোস্বামিবাদ'রূপ অনর্থ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বলিয়া উহা আদরের বস্তু নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি জাতি-গোস্বামিকুলে বা জগতের যে কোন স্থানে, যে কোন সমাজে কোনও ভক্তিমান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার ভক্তিবৃত্তি দর্শনে (কুল বা জাতির উচ্চতা বা অবরতা বিচার না করিয়া) সামাজিক সম্মান ব্যতীত পারমার্থিক সম্মান প্রদান না করিলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হইতে হইবে। কিছু দিবস পূর্ব্বে গোস্বামিকুলে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় নামক একজন শাস্ত্রকুশল বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সদাচারী ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণই ইঁহার আজীবন বৈষ্ণবে বিশেষ শ্রদ্ধা ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বিশেষ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইঁহার বংশ-পরিচয় প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ইঁহাকে বহু ভক্তি-গ্রন্থপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। গোপীবল্লভপুরের রসিকানন্দমুরারি-বংশে পরলোকগত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী মহোদয় একজন শুদ্ধভক্তি প্রচারে বিশেষ উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। এই সকল ব্যক্তি বাস্তবিকই পারমার্থিক সম্মানের পাত্র। কিন্তু যাঁহারা এই সকল ব্যক্তির আদর্শ গ্রহণ না করিয়া ছলাভিজাত্যের বা জাতীয়তার বৃথা গর্ব্বে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করেন, যাঁহারা নাম-মন্ত্র বিক্রয়রূপ নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া প্রচার করিতে সচেষ্ট, যাঁহারা শুদ্ধভক্তিপ্রচারের প্রচ্ছন্ন শত্রু, যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলে কখনও আমাদের মঙ্গল হইবে না—ইহাই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহারা বাহ্যে বৈষ্ণবের কপটবেষ ধারণ করিলেও বেষোপজীবী, বিপ্রলিপ্সাপরায়ণ ব্যবসায়ী মাত্র। ইঁহাদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ইঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর চরণাশ্রয় করাই শাস্ত্রীয় বিধি।

"চিন্তাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥"

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়, বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের গৌড়ীয় পত্রে ৭৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র পাল মহাশয়ের

যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি বর্ণ সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ বিচারে সত্য এবং অবিসংবাদিত। সাকুটিয়ার শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র সিংহ ওরফে বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক অত্রস্থ স্বার-মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত রমণী রঞ্জন মিত্র মহাশয় যেরূপ ভাবে অত্যাচারিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ে অত্রস্থ আদালতে ঐ মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত কাগজ পত্র আমার দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহা হইতে আমি জানিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় যে সকল কথা পত্র দ্বারা শ্রীহট্টের প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে তদ্দেশবাসিসত্যনিষ্ঠজনগণের জন্য জানাইয়াছেন, তাহাই একমাত্র সত্য। লেখক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল মহাশয় শ্রীহট্টে ওকালতি করেন না। শ্রীহট্টবাসী পাল মহাশয় সেই নামধারী উকিল মহাশয়ের সহিত এক ব্যক্তি নহেন,- একথা প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের সহিত আলাপে জানিয়াছি। শ্রীহট্টে গৌরজন্ম-ভূমির স্মৃতি-মন্দির উদ্ধার সমিতির সহিত প্রবন্ধ-লেখক-মহাশয় কোনও সহানুভূতি রাখেন না এবং সেই সমিতির কার্য্য-কলাপের সুতীব্র প্রতিবাদ করেন। শ্রীহট্টবাসিলেখক পাল মহাশয় আপনাকে 'উকিল' বলিয়া পরিচয় দেন নাই সুতরাং লেখক মহাশয়ের সহ উকীল মহাশয়ের কোন প্রকারেই ভ্রম হইতে পারে না। স্বদেশ-হিতৈষণা-মূলে অসত্যের পক্ষগ্রহণকরিতে হইবে না এবং বিদেশীয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুর্শিদাবাদনদীয়াবাসীর স্বদেশীয় স্মৃতিমন্দির উদ্ধার বাদ দিয়া অন্য অভিসন্ধিতে যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইবে,তাহা শ্রীনবদ্বীপের সম্বন্ধে বিদেশহিতৈষণারূপ অত্যাচারে পর্য্যবসিত না হয়, ইহা প্রত্যেক গৌড় দেশবাসী, নবদ্বীপ যশোহর-মুর্শিদাবাদ হুগ্লী-জেলা-নিবাসী সত্যনিষ্ঠ জনগণের স্বদেশ-হিতৈষণা। যশোহর জেলার মামুনসিয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যা-বাচস্পতি মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কিছু কিছু উদ্ধার করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, গৌড়ীয় মঠের অসংখ্য মনীষী এবং বিদ্বৎসংসৎ যে সত্য-বিচারে সম্প্রতি উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সকল চেষ্টাই হিংসামূলে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে প্রতিপন্ন হইবে। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের রামচন্দ্রপুর কাকড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম সীতার মূর্ত্তি সম্প্রতি কাঁদি গ্রামে রামচন্দ্রপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে একথা নদীয়া ও মুর্শীদাবাদ জেলার সকলেই জানেন। এই ঐতিহাসিক-সত্য বিপর্য্যয় করিবার জন্য জগতে এমন কোন অসত্য কথা প্রচারিত হইতে পারে না, যদ্দ্বারা শ্রীরাম সীতার মন্দিরকে শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দির বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারে। সাকুটিয়ার বাবাজী উদ্ধৃত 'near' ও "is said to be" শব্দের অভিনব অর্থ তাহার ন্যায় কোন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করেন না। যাঁহারা রাম সীতার ভগ্ন মন্দির উদ্ধারকে গৌর-জন্মভূমি উদ্ধার কবিবার প্রয়াসের সহিত জড়িত করিবার চেষ্টা করেন,তাহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। রাম-সীতা-মন্দির উদঘাটনের বোরিং যন্ত্রের ও নিদয়া ঘাটের ফটিক ঘোষ গোপ প্রভৃতির বাক্যবশে যাহারা "কাকে কাণ লইয়া যায়" ন্যায় অবলম্বন করেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট ঐ সকল ছিদ্র-কপর্দ্দকের মূল্য নাই। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার গবেষণাঘটিত সকল কথা বিস্তৃত ভাবে জানিতে দিয়া আশা করি শ্রীহট্টবাসীকে আলোকিত ও উদ্ধার সমিতিকে উদ্ধার করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস।
(বি এল, উকীল যশোহর)

প্রেরিত সমালোচনা

অদ্য বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত মফঃস্বলের মুদ্রিত এক খানি গ্রন্থ আমার হস্তে পড়িল। গ্রন্থখানি সন্দর্ভের এক অংশ। মূলগ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বে উহাতে যে ভূমিকাটী সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাই প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিলাম ভূমিকার লেখক প্রথম পংক্তির কয়েকটী অক্ষর লিখিতে না লিখিতেই ভুল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উদরভরণার্থ কাব্যপাঠে কিছু অধিকার হইলেই যে সেইরূপ ছলপাণ্ডিত্য লইয়া অক্ষজজ্ঞানে ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের কথা বুঝিয়া লওয়া যায় না—অদ্য তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইতেই যাবতীয় উৎপাত উপস্থিত হয়। এইরূপ উৎপাত আজ নূতন নহে। মহা-

প্রভুর প্রকটলীলায় বঙ্গদেশীয় বিপ্রের কথা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমিকা-লেখক লিখিয়াছেন,—"সন্দর্ভকার আকুমার ব্রহ্মচারী......ইত্যাদি।" ভগবৎপার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপানুগ গোস্বামী মহোদয়কে "আকুমার ব্রহ্মচারী" প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় বিশেষণে অন্বিত করিয়া তাঁহার কিছু মহিমা বৃদ্ধি করা হয় নাই বরং তাহাতে তত্ত্ববিরোধ ও ভগবৎপার্ষদে সামান্যমর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধই সঞ্চিত হইয়াছে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীরূপানুগ গোস্বামী প্রভু ভগবৎপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব এবং ভগবানের বিলাসবৈভব। বৈষ্ণবকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া ধারণা করিতে হইবে না; তিনি পরমহংস, বৈষ্ণব স্বভাবতঃ তৃণাদপি সুনীচ ও মানদধর্ম্মে অবস্থিত। তিনি জগজ্জীবকে সম্মান দিবার উদ্দেশ্যে দৈন্যবশতঃ নিজকে কখনও কখনও বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু তাহাতে দুর্ব্বাসার ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞানবাদী, বর্ণাভিমানী ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হন এবং অম্বরীষের ন্যায় বৈষ্ণব-গুরুকে জাতি-সামান্য-বুদ্ধি ও আশ্রমোপজীবী জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে শত শত অপরাধ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ঐরূপ বর্ণ ও আশ্রম পরিচয়ে পরিচিত নহেন। যেহেতু তিনি বর্ণ ও আশ্রমের অতীত পারমহংস্য-ধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত। বৈষ্ণবের নামান্তর 'পরমহংস' বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মের নাম 'পারমহংস্য ধর্ম্ম'। তিনি যে সকল শাস্ত্র অনুশীলন করেন, তন্মধ্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রধান। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয়গ্রন্থ, এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে—"পারমহংসী সংহিতা"।

স্বয়ং ভগবান্ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীল গৌরসুন্দর জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জগদ্গুরু রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া 'দণ্ডগ্রহণ' প্রভৃতি লীলা দ্বারা আপনাকে আশ্রমান্তর্গত নিয়াধিকারীর পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক "তৃণাদপি সুনীচতা" রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে বল পূর্ব্বক বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে না। যেহেতু তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—আমি বিপ্র নহি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভাসিত নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দাস-দাসানুদাস।

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডগ্রহণ প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন-ধারণলীলা দ্বারা পাছে জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মফলবাধ্য মর্ত্ত্য-জীবগণ ভগবান্ গৌরসুন্দরকে আশ্রমান্তর্গত জীববিশেষ মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে, তজ্জন্য পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের 'দণ্ডভঙ্গলীলা' প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সব কথা চরিতামৃত মধ্য ৫ম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু হায়! কলির কি প্রভাব! একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু করুণাপরবশ হইয়া জীবকে অপরাধকবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে 'দণ্ডভঙ্গলীলা' প্রদর্শন করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দচরণে অপরাধী মাদৃশ জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মফল-বাধ্য ক্ষুদ্রজীবগণ স্বয়ং ভগবদভিন্ন তনু ভগবৎপার্ষদপ্রবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুকে বর্ণ ও আশ্রমান্তর্গত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া আবার সেই গুরুগৌরাঙ্গের চরণে অপরাধ করিবার আয়োজন করিয়াছে! শ্রীল রূপানুগ গোস্বামী ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। নিত্যসিদ্ধকে 'আকুমার ব্রহ্মচারী'র পরিচয়ে পরিচিত করিবার চেষ্টা দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়াস ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের জীবনচরিত বা তাঁহাদের প্রকটলীলার পরিচয় কি উপায়ে জানা যাইবে? তদুত্তর এই যে, বৈষ্ণবগণেরই জিহ্বায় নিরন্তর শুদ্ধা সরস্বতী বিরাজিতা! তাঁহাদের ভাষা শুদ্ধসিদ্ধান্তপরিপূরিত। তাঁহাতে কোন বহির্ম্মুখ-হৃদয়ের ভাবজ্ঞাপক অপরাধযুক্ত শব্দবিড়ম্বনার অবসর নাই। ভূমিকা-লেখক বৈষ্ণবভাষা ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিষয়ে প্রথম পংক্তিতেই যেরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতে অনধিকারী কাব্যপাঠকের এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় নাই।

ভূমিকার অন্যস্থলে অনুবাদক লিখিয়াছেন—"এই স্বরূপটীই শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; এই স্বরূপটী যে ধামে আছেন, তাহাও নির্ব্বিশেষ, তাহাতে চিচ্ছক্তি আছেন সত্য; কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস নাই।" (ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠ।

সময়—৩রা এপ্রিল, ১৯২৬, শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ।

[পূর্ব্বে গৌড়ীয় ৩৯শ সংখ্যায় "মহাপ্রসাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে।]

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

বর্ত্তমানকালে এই চতুর্ব্বিধ বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে নানাবিধ অনর্থ গ্রাস করিয়াছে। 'মহাপ্রসাদ', 'গোবিন্দ', 'নাম' ও 'বৈষ্ণব' এই চারিটী বস্তুই "বিষ্ণু"। কিন্তু আমরা মায়ার জগতে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই বস্তুবিজ্ঞানে বিশ্বাস হারাইয়াছি। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—যাহার দ্বারা মাপা যায়, তাহাই "মায়া" কিন্তু উপরি-উক্ত চারিটী বস্তু মাপিয়া লইবার বস্তু নহে। বৈষ্ণবকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" আমরা অনেক সময়ে "গোবিন্দকে" মাপিয়া লইতে চাই! এদিকে শব্দটী বলি "বৈকুণ্ঠ", ('কুণ্ঠ' অর্থাৎ মায়িকধর্ম্ম-রহিত), আবার তাঁহাকে মাপিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হই! যে ডালে বসি, সেই ডালই কাটিয়া ফেলি। চতুঃসীমাযুক্ত বস্তুকে মাপিয়া লওয়া যায়। "গোবিন্দ"বস্তু সেই জাতীয় বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিবার ধৃষ্টতা করিলে উহাকে কুণ্ঠধর্ম্মে প্রবেশ করাইবার চেষ্টাই দেখান হয়। তাই সাত্বত-শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ইঁহারা অধোক্ষজ-বস্তু, ইঁহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তু, ইঁহারা অন্যের দ্বারা লালিত পালিত হইয়া সম্বর্দ্ধিত হন না। 'শ্রীগোবিন্দ'—স্বতঃপ্রকাশ বাস্তব-বস্তু, অন্য আলো জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় না।

"গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ"—'গো' অর্থে 'বিদ্যা' 'ইন্দ্রিয়', 'পৃথিবী' ইত্যাদি।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্, বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো,
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥"

—শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ

—এই সকল বেদোক্ত স্তবে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগি বস্তু ধারণায় গোবিন্দের বাহিরের দিকের 'চেহারা' বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্তবের দ্বারা আমরা গোবিন্দের ভেদ-অংশের কথা, কুণ্ঠ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের পরিতৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র; তিনি পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্য্যামি-রূপ, ও (৫) অর্চ্চারূপ।

(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার রূপ নশ্বর পরিবর্ত্তনীয়রূপ নহে—কাল্পনিকরূপ নহে। তিনি আমার কারখানার গঠিত একটী দ্রব্য বিশেষ নহেন। তিনি স্বতঃস্বরূপবিশিষ্ট। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—এরূপ মনোধর্ম্মি-জীবীর কাল্পনিক বিচার স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপবিশিষ্ট অধোক্ষজ-গোবিন্দে প্রযুক্ত হয় না। গোবিন্দই সমস্ত বহিঃপ্রজ্ঞাগ্রাহ্য দেবতাগণের গোষ্ঠী 'গোবিন্দ' অগ্নিকে দাহিকা শক্তি, সূর্য্যকে তেজঃশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি সকলের মূল—পরাৎপর বস্তু। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা তাঁহাকেই পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণ-কারণ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

ব্রঃ সং ৫।১

কাল সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে 'গোবিন্দ' বর্ত্তমান ছিলেন, গোবিন্দ হইতে কাল সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিবর্ত্তবাদী হইয়া মনে করি, কালের মধ্যে 'গোবিন্দ' সৃষ্ট হইয়াছেন। আবার কখনও বা বলি, আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানজ সামাজিক কারখানায় আমরা দয়া করিয়া গোবিন্দকে

গড়িয়াছি! 'আমাদের কারখানার 'গোবিন্দ'—'আমাদের মনের ছাঁচে গড়া গোবিন্দ' প্রকৃত অধোক্ষজ-গোবিন্দ বা স্বরূপ-তত্ত্বের সহিত এক নহেন। আমাদের মনগড়া কথার দ্বারা আমরা গোবিন্দের শরীরকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। তিনি স্বতন্ত্র। কাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না। তাঁহা হইতে কাল প্রসূত হইয়া গোবিন্দ ব্যতীত গোবিন্দের বহিরঙ্গ-প্রসূত অন্য বস্তুর পরিচ্ছেদ সাধন করে। "অধোক্ষজগোবিন্দ is not a concoction of human mind "গোবিন্দই একমাত্র পরমেশ্বর-অধোক্ষজ বস্তু"—ইহা যিনি আমাদিগকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন, গোবিন্দ নিত্য-চিন্ময়-বিগ্রহস্বরূপ—অচিতের হেয়তা, জড়ের জাড্য ও অস্বতন্ত্রতা স্বরাট্‌পুরুষ গোবিন্দের পাদপদ্মে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া আরোপিত হইতে পারে না—এই নিত্য সত্য যিনি আমাদিগকে জানাইয়া দেন, তিনিই পরমহিতকারী দিব্য-জ্ঞান-প্রদাতা বৈষ্ণবশ্রীগুরুদেব।

জড়জগৎ গোবিন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন, অক্ষজজ্ঞানের অভ্যন্তরে গোবিন্দ অন্তর্যামিরূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন, বেদোক্ত বহু-দেবতা আবৃত বিষ্ণুরই জীবেন্দ্রিয়োপযোগিবাহ্য-পরিচয়ই প্রদান করেন। যখন আমরা বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি দেহ ও মনোধর্ম্মের এষণাদ্বারা আচ্ছন্ন হই, তখনই বিষ্ণুমায়া আমাদের নিকট তত্তৎফলদাত্রী দেবতারূপে প্রকাশিত হন। শ্রীগোবিন্দ যে প্রকৃত্যাতীত চিচ্ছক্তি বিশেষরূপে গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি যে সম্বিদ্বিগ্রহ তাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর জড়ধর্ম্ম থাকা কালে গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দ-বিগ্রহ (Unceasing Love); তাঁহাতে কোনও চিদ্বিপরীত-মিশ্র অচিৎ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। কিছুকালের জন্য যেটী আমাদের অক্ষজজ্ঞানে "সত্য" বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা Apparent truth I Local truth —উহা Positive বা Absolute Truth হইতে পারে না। অনাদি কালের বিচারে গোবিন্দের আদিতে কোনও বস্তু ছিলনা। গোবিন্দসেবা-বিমুখ জনগণের জন্য জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অখণ্ডকাল গোবিন্দ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবজ্ঞানের অজ্ঞেয় জড়ের অনুভবরাজ্যের অতীত কাল—ব্রহ্মার অহোরাত্র মাত্র নহে—এইরূপ অখণ্ডকাল গোবিন্দ হইতে সৃষ্ট।

'কার্য্যের পিতামাতা কে?—কারণ কে?—আবার তাহার কারণ কে?' যখন আমরা ইহার অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি তাহা—শ্রীগোবিন্দ। 'কারণকেই' যখন 'কার্য্য' বলিয়া উপলব্ধি করি, তখন দেখি সকল কারণের কারণ সেই গোবিন্দ—ইহাই স্বরূপের পরিচয়।

(২) "পরস্বরূপ বা "পরতত্ত্বস্বরূপ" বলিতে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু, বেদাদি নিখিলশাস্ত্র বিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত লোচনে বিষ্ণুর পরম পদই দর্শন করেন।

(৩) "বৈভবরূপ"—গোবিন্দের প্রকাশমূর্ত্তি বৈভব-প্রকাশ মূলনারায়ণ বলদেব প্রভু আমার। সকল বিষয়ের মূলকারণ—Individualityর Propagating Prime causeই বলদেব, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্য তিনি শিঙ্গাধৃক্। "প্রকাশ" অর্থে তত্ত্বপরতা, "বিলাস' অর্থে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা বুঝা যাইতেছে, "প্রভুত অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্যযুক্ত, "বিভুতা" অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতাবিশিষ্ট (All embracing, extending energy)—এই সকল পরিভাষাগুলি পরিমিত বাক্যের ভাষা দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেও উহার প্রকৃত অর্থ কখনই সম্যগ বুঝা যাইবে না। 'বিভু' ও 'প্রভু' পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। বৈভব-প্রকাশের যিনি প্রকাশী তিনিই—"বিভু" আর যিনি প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই—"প্রভু"। 'বিভু' ও 'প্রভু'তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। 'প্রভু'—বাসুদেব; 'বিভু'—সঙ্কর্ষণ। 'বিভু' ও 'প্রভু'র একদিক—তৃতীয়দর্শন প্রদ্যুম্ন; 'বিভু ও প্রভুর অন্যদিক চতুর্থদর্শন অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় সকল চতুর্ব্যূহের অংশী-স্বরূপ আদি চতুর্ব্যূহ, তাঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশ পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে এই চতুর্ব্যূহের নাম দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। ইহা আদি চতুর্ব্যূহের ন্যায় প্রকাশরূপ তুরীয় ও বিশুদ্ধ। পরব্যোমে বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ। কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি বলদেব—মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে মহা-সঙ্কর্ষণ, তাহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ মহাবিষ্ণু অবতার। তিনি রাম, নৃসিংহাদি অবতারের

কারণ, গোলোক বৈকুণ্ঠের কারণ, ভূমার কারণ ও বিশ্বের কারণ। গৌরসুন্দরের বৈভববিচার-ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্ধবৈষ্ণবাখ্যায় পরিচিত হইয়া আউল, বাউল, সহজিয়া গৌরনাগরী প্রভৃতি।

(৪) "অন্তর্য্যামিরূপ"—(ক) প্রকৃতির অন্তর্য্যামী করণার্ণবশায়ী, (খ) হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী, (গ) ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্য্যামি-পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা।

(৫) "অর্চ্চারূপ"—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"

—ভাঃ ১১।২৭।১২

শ্রীগোবিন্দ অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া জড়লোক অর্চ্চার দেহ ও দেহীতে ভেদ বুদ্ধি করিয়া বঞ্চিত হয়। Henotheism অর্থাৎ পঞ্চোপাসনা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ পৌত্তলিকতা বা বৃৎপরস্তের চরম সীমা। গণদেবতা হইতে শাক্যসিংহবাদ প্রসূত হইয়াছে। "ললিতবিস্তর" গ্রন্থে ৩৩কোটীগণদেবতার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে শাক্যসিংহকে বর্ণনা করা হইয়াছে। জগৎ বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণ-জ্ঞানহীন বদ্ধজীবের মাটীয়া বুদ্ধিতে মাটির পূজায় ব্যস্ত। অধিকাংশ লোকই materialist জড়োপাসক বা Henotheist অর্থাৎ পঞ্চোপাসক চিজ্জড়সমন্বয়বাদী।

ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিই সমস্ত বাহ্যজ্ঞানের জগৎ হইতে জীবকে অপসারণ করিতে পারেন। বৈষ্ণবের পূজাবাঞ্ছিত ব্যক্তিই অর্চ্চক। ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা, রামচন্দ্রের পূজা অপেক্ষা বজ্রাঙ্গজীর পূজা বড়। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া, বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুপূজার আবাহন করিলে কয়েকদিন পরে জড়চিন্নির্ব্বেদবাদী অথবা বৃৎপরস্ত বা পৌত্তলিক হইয়া যাইতে হয়। "অর্চ্চন"—বাহ্য উপাচার-মুখে ও "ভজন"—ভাবপথে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের নামভজনের বিষয় উপলব্ধি নাই, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন না।

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্বরূপ সকলেই সমানধর্ম্মা। দীপ হইতে যেরূপ বহু দীপের প্রজ্বলন, তদ্রূপ। মূলদীপ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। যেমন, প্রথম দীপ হইতে প্রজ্বলিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদিনের যে কোনও একটী দীপ সমস্তবস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, ও পঞ্চম বিষ্ণুর যে কোনও একটী স্বরূপে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই কেবল লীলাগত ভেদ মাত্র। কিন্তু বিষ্ণু হইতে বিকৃত হইয়া যদি ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হন, তবে তাঁহার বহির্দর্শনকে সাবরণ জানিয়া আর বিষ্ণুর সহিত সমতত্ত্বে গণনা করা যাইতে পারে না। যেমন দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হইলে, দধিকে আর দুগ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করা যাইতে পারে না। ক্ষীরোদকশায়ী পর্য্যন্ত দুগ্ধ অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্ব। ক্ষীরকে অম্ল সংযোগে বিকৃত করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যেখানে বিষ্ণুত্বের সহিত মানবের কাল্পনিক জ্ঞান মিশাইবার চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহাই Henotheism বা পঞ্চোপাসনা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

নিবেদন

(হিন্দী হইতে অনূদিত)

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ—বেদান্ত-প্রচারক—প্রেমাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত "সনাতনধর্ম্ম" সংরক্ষণ-উদ্দেশে এবং উক্ত ধর্ম্মের আচার ও প্রচারের জন্য বর্ত্তমান কালে কাশীক্ষেত্রে, ১১।১ নং কুদই চৌকাতে "শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ" স্থাপিত হইয়াছেন। সমস্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজনগণের এই বিষয়ে সহানুভূতি করা উচিত।

এই মঠের প্রচারকগণ বেদ ও তদনুগ শাস্ত্রালোচনা এবং উহার সুগভীর তত্ত্বসন্ধান, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন এবং লোকোপকারার্থ সাময়িক পত্র ও শাস্ত্রাদি প্রচার করিতেছেন। এই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ দ্রব্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ।

উক্ত সৎকথা প্রচারক সন্ন্যাসিমহোদয় শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ প্রভৃত "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রত্যহ ভাগবতধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন।

অতএব সকল সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা এই শুভ অনুষ্ঠানে কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করেন।

১। মাধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য—গোস্বামী শ্রীদামোদর শাস্ত্রী ২। গোস্বামী শ্রীললুজী ৩। রায় গোবিন্দ চন্দ্র জী ৪। রায় বটুক প্রসাদ ৫। কৃষ্ণদাস ৬। বাবু দামোদর দাস (এম্, এল্ সি) ৭। (রায় বাহাদুর) বৈদ্যনাথ দাস ৮। বাং কেশব দাস ৯। বাং রামপ্রসাদ চৌধুরী ১০। রাধারমণ সাহ ১১। রায় বাহাদুর শ্রীললিত বিহারী সেন রায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৩, ১৯শে জুন, ১৯২৬ | ৪৩ শ সংখ্যা

সারকথা

পরমা ভক্তি কি ?

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেই করিয়ে ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্মী-জ্ঞানী-ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,'
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তি পরম-কারণ॥
—শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি ?

এই গুপ্ত-ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
পাইয়া মনুষ্য জন্ম, যে না শুনে গৌর-গুণ,
হেন জন্ম তা'র ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষ-গর্ত্ত পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥
—চৈঃ চঃ ম্ধ্য ২।৮১-৮২ ও আদি ১৩।১২২

কলির দুষ্ট মত কি কি ?

কখন বাউল ব্রত, কখন নাগরী মত,
নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা,
নাগরীর গৌরভক্তি ধ্বজা॥
কলিজন হ'য়ে কেহ, আপনাতে গৌর দেহ,
প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু,
কামিনী-কাঞ্চন আমি সার॥
গৌর-ভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরি,
পারকীয় গৌর প্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌর-ভজা, লইয়া জড়ের মজা,
মাতিল আনন্দে কুতূহলে॥
কেহ বলে, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া
রূপানুগ পথ ত্যাগ করি'।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি', থিয়সফি কামভজি
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি'॥
—অনুবৃত্তি

দুষ্টমতে লোকের রতি কেন ?

পার্ষদের সেই মত, তা'তে আমি নহি রত,
তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে দুখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ,
তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই॥
কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত,
প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপশিক্ষামৃত যেই, গৌরশিক্ষামৃত সেই,
অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে॥
— অনুবৃত্তি

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" মাসিক পত্রের ১২৯ পৃষ্ঠায় "বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি" (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ) শীর্ষক প্রবন্ধে জনৈক সত্যানুরাগী ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—

"সুখের বিষয় গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ পাষণ্ড-দলনকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ফরিদপুর, কাসাভোগ, এই সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। সেখানে তাঁহাদের গতায়াত নাই কেন? সর্ব্বাগ্রে সেখানে গিয়া তাঁহাদের পাষণ্ড-দলন কার্য্যারম্ভ করিলে আমরা পরম সুখী হইব।"

এই প্রবন্ধ লেখকের নাম আমরা জানিতে পারি নাই, তবে তিনি যিনিই হউন্ না কেন, বিমলবৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় খানিকটা আর্দ্র হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "গৌড়ীয়" ও "গৌড়ীয় মঠে"র সেবকগণ—গৌড়ীয়ের পতিতপাবন-ঠাকুর, গৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ গৌরাদেশে গৌড়দেশে গৌরমনোহভীষ্ট-কীর্ত্তন-প্রচারকারী শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অনুগমনে "পাষণ্ড-দলন ও প্রেম-প্রচারণ"-সেবায় সতত নিযুক্ত। অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে বিষ্ণু-সেবাই 'প্রেম প্রচারণ ও পাষণ্ডদলন'। যাঁহারা মনে করেন, কেবল প্রেম-প্রচারণই আবশ্যক, পাষণ্ডদলন-কার্য্যের কোন আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা"—যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতের অতি প্রারম্ভে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবের নিকট আলোচনা করিলেই ঐরূপ সাধারণ ভুলটী (Common error) অপনোদিত হইবে।

পাষণ্ডদলন কার্য্যটী—ব্যতিরেক-প্রণালী (destructive method) আর প্রেম-প্রচারণটী অন্বয় প্রণালী (constructive method)। যেমন উৎকৃষ্ট-সৌধ সিকতা-স্তূপের অসার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কৈতবাচ্ছন্ন জীবের নিকট প্রেম-প্রচার করিলেও উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়ক না হইয়া তাহাদের বহির্ম্মুখ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ কামাগ্নিরই ইন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং "গৌড়ীয়" উক্ত প্রবন্ধ-লেখক-মহোদয়ের "পাষণ্ডদলন" করিবার শুভেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট-নিত্যানন্দানুগত ব্যক্তিই পাষণ্ড-দলনকার্য্যে সমর্থ—'লোকদেখান মুখে নিত্যানন্দ-নানা', কার্য্যতঃ নিত্যানন্দ-বিরোধী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালিপ্সু, স্ত্রীসঙ্গী, গৃহব্রত, আচারহীন প্রচারকগণের অসত্তৃষ্ণা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ কখনও তাহাদিগকে পাষণ্ডদলন-কার্য্যের যোগ্যতা প্রদান করে না। সুতরাং ঐরূপ আচারহীন প্রচারকের দ্বারা পাষণ্ডদলন কার্য্য না হইয়া জগতে প্রচ্ছন্ন-পাষণ্ডের সংখ্যাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পতিতপাবন-ই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন, সবলই দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে সমর্থ হন, কিন্তু পতিতপাবনের ছলপ্রদর্শনকারী স্বরূপতঃ পতিতব্যক্তি, আত্মসম্ভাবিত সবলাভিমানী ঢঙ্গবিপ্র স্বরূপতঃ অনর্থ তুর্ব্বলহৃদয় কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের লোভে পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই সেই জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ও তৎসঙ্গে আরও একটী পতিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

"গৌড়ীয়" ফরিদপুর কাসাভোগের অবৈধ ঘৃণ্য আচারের বিরুদ্ধে বহুপূর্ব্বেই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ৩য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' এ বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। কুরুচিসম্পন্ন দেহগেহাসক্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সচ্ছাস্ত্র, সাধু ও গুরুবর্গের সদাচারের কথা গ্রহণ করিবার যোগ্যতাহীন। তবে কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ফরিদপুর অঞ্চলে 'গৌড়ীয় মঠের' প্রচারকগণের প্রচারের ফলে ও 'গৌড়ীয়ে' কাসাভোগের ঐরূপ ঘৃণ্য অসদাচারের শাস্ত্র-যুক্তিমূলক তীব্র সমালোচনার ফলে অনেক সুকৃতিমান্ কোমলশ্রদ্ধব্যক্তির মঙ্গল হইয়াছে, তাঁহারা ঐসকল ঘৃণ্য আচার যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগব্যক্তিগণের কিম্বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কখনই অনুমোদিত নহে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ অসৎসঙ্গ হইতে দূরে রহিয়াছেন ও অপরকে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় অনর্থযুক্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের লক্ষণ বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—

"দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কা'র বাধ্য নাহি হয়।

শুনিলে না শুনে কাণ,　　জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়॥”
——শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

হরিবিমুখসমাজে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই কথাটী বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ-সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, “গৌড়ীয়” ও “গৌড়ীয় মঠে”র প্রচারক-গণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণ-মানসে আমাদিগকে কতরূপেই না উপদেশ প্রদান করিতেছেন, আমাদের হৃদয়ের হরিবিমুখতা বিদূরিত করিবার জন্য কতরূপেই না যত্ন করিতেছেন তথাপি আমরা আমাদের হরিবিমুখতারূপ অনর্থকেই ‘বৈষ্ণবতা’ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত! প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, জাতিগোস্বামিবাদ, বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-স্মার্ত্তবাদ ধর্ম্মব্যবসায়বাদ, নামাপরাধকেই ‘নাম’ বলিয়া-প্রচারপূর্ব্বক লোকবঞ্চনা-বৃত্তি, বিগ্রহ-ব্যবসায়, ধামাপরাধিগণের ধাম-বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা, জাতিবৈরাগিবাদ, মর্কটবৈরাগিবাদ, গৌরনাগরীবাদ, গৃহব্রতবাদ, বাউল ও সখীভেকীবাদ প্রভৃতি মতবাদ, কপটভাবুকতা, বিদ্ধবৈষ্ণব ও শুদ্ধবৈষ্ণবকে সম-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস প্রভৃতি হরিবিমুখতাকে দমন করিবার জন্য, “গৌড়ীয়” ও “গৌড়ীয় মঠের” প্রচারকগণ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে—“শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ।”

সত্যপ্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বা-লঙ্কার মহোদয় “গৌড়ীয়” পত্রে বৈ-দিগ্‌দর্শনী নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের শত শত অমার্জ্জনীয় ভ্রম শাস্ত্রযুক্তি-মুখে প্রদর্শন করিলেন, কিরূপ সরলভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, ঐ পুস্তকখানিতে কিরূপ সহজিয়ামতবাদ, কিরূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ অপরাধ, বিদ্ধবৈষ্ণব ও শুদ্ধবৈষ্ণবকে সমপর্য্যায়ে গণনা বা মুড়িমিছরিকে একদরে চালাইবার চেষ্টা, গৌড়ীয়ের পরম উপাস্য শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ প্রভু প্রমুখ আচার্য্য-গোস্বামিগণের প্রতি নানা প্রকার প্রাকৃতবুদ্ধি, মর্কট বৈরাগি-বাদ, জাতিবৈরাগিবাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ, গৌরনাগরীবাদ প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নামের কলঙ্ক ও গ্লানি সমূহকে ‘বৈষ্ণবতা’ বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে; ঐ পুস্তকে কিরূপ স্থান ভ্রম, কাল ভ্রম, পাত্র-ভ্রম প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি শুনা যায়, ঐরূপ বিগর্হিত পুস্তকের প্রচারের দ্বারা কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তের বিরোধাচরণ করিয়া ‘বাহাদুরী’ লওয়ার চেষ্টাকেই ‘বৈষ্ণবতা’ বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! এইরূপ ভক্তিবিরোধাচরণরূপ ‘বাহাদুরী’ কি শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ‘নিষিদ্ধা-চার, কুটিনাটি, জীবহিংসন (সত্যকথা হইতে জীবকে বঞ্চনা ।), লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৈষ্ণবাপরাধোত্থ অনর্থ নহে? আমরা কি সত্যসত্যই ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিতে চাই? আমরা কি সত্যসত্যই ভাগবতার্কের নির্ম্মলালোকে আমাদিগের হৃদয়গুহার তমোরাশি অপসারিত করিতে ইচ্ছুক? আমরা কি সত্যসত্যই আত্মোপকার ও পরোপ-কারের জন্য ব্যাকুল, না কেবল কনক-কামিনী ও জড় প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যস্ত? যদি সত্যসত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইত, যদি আমাদের শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্মে একটুও নিষ্কপট অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে আমরা জড়স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারে কায়মনোবাক্য সমর্পণ ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য চেষ্টা বা অন্যাভিলাষকে আদর করিতাম না। যেখানে জড়ীয় স্বার্থ, সেখানেই পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা; কিন্তু যেখানে সকলের ‘কৃষ্ণই’ একমাত্র স্বার্থ, কৃষ্ণের জন্যই যাবতীয় চেষ্টা, সেই স্থানে শুদ্ধ-কৃষ্ণান্বেষণ, শুদ্ধকৃষ্ণসেবানুসন্ধিৎসা ব্যতীত অন্য কোনও রূপ বিমুখবৃত্তি থাকিতে পারে না। সেই স্থানেই শ্রীগৌরকৃষ্ণের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যলীলার বিমলপ্রেমামৃত-ধারা শতধারে বর্ষিত হয়। সেস্থানে অসত্যের প্রশ্রয়-চেষ্টা নাই, মিছা ও বিদ্ধাভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলিবার অবৈধ প্রয়াস নাই। বৈষ্ণবকে ‘অবৈষ্ণব’ ও অবৈষ্ণবকে ‘বৈষ্ণব’ বলিবার চেষ্টারূপ অপরাধের আবাহন নাই, সেই স্থানে মৎসরতা, হিংসা, বৈষ্ণবনিন্দা, জীবহিংসন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়কেই ‘ভক্ত্যঙ্গ’ বলিয়া সমর্থন, পাপ, অপরাধ ও অনর্থকেই ‘ভক্তি-বৃত্তি’ বলিয়া স্থাপন প্রভৃতি কোন বহির্ম্মুখী চেষ্টার অবকাশ নাই।

যাহা হউক সত্যসূর্য্যের স্বপ্রকাশিকা প্রভা রোধ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। আমরা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-প্রবৃত্তি লইয়া স্বতঃপ্রকাশ অপরিচ্ছিন্ন সূর্য্যকে আবৃত

করিবার চেষ্টা দেখাইতে পারি কিন্তু তাহাতে সূর্য্য ঢাকা পড়ে না। আমার চক্ষু বা আমারই ন্যায় বঞ্চিত হইবার যোগ্য কোন একটী দুর্ভাগা ব্যক্তিবিশেষের চক্ষু আবৃত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্য অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল তাহার দিগন্তপ্রসারিণীপ্রভা বিস্তার করিতে থাকিবে।

* * *

শ্রীরামকেলী-তীর্থসংস্কার-সমিতির উৎসবের একখানি বিজ্ঞাপনপত্রে প্রকাশ যে, সেইস্থানে একটী সভার অধিবেশন ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সভার সভাপতি হইবেন নাকি একজন বৌদ্ধ-শাস্ত্রাধীতী, আর বক্তা ও গায়ক হইবেন নাকি ত' একজন গৃহব্রত ভাড়াটিয়া কথক ও ছড়া কীর্ত্তনীয়া! আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট শুদ্ধ-ভক্তির আচার্য্যবর্য্য, শুদ্ধভক্তিরাজ্য-রক্ষার তিন জন মূল সেনাপতি শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুবরের লীলাক্ষেত্র ও গৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্কিত ভূমিতে "বাউল সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ গান শ্রবণ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।"

'বাউল-সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ (?) গান' কিরূপ বুঝা গেল না। শ্রীরূপ, সনাতন বা শ্রীজীব বা তদনুগত কোনও মহাজন ত' এপর্য্যন্ত বাউল সম্প্রদায়ের গানকে'বিশুদ্ধ' বলিয়া 'আখ্যা' প্রদান করেন নাই। রূপানুগ-আচার্য্যবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রকটভূমি খেতুরীতে উৎসবের ছলে সহজিয়াগণের তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া বহুদিন হইতে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, আজ আবার শুদ্ধভক্তির মূল পুরুষ শ্রীরূপসনাতন-শ্রীজীবের লীলাভূমিতে বাউলের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল! ঐরূপ বিদ্ধভক্তির প্রসারের পরিবর্ত্তে শ্রীচাঁদ বাউলের বাউলসুরের শুদ্ধভক্তির সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে সঙ্গীতপ্রিয় গৌরবিমুখ বাউলগণের গৌর-ভক্তি বাড়িতে পারে।

এওত' এক কলির চেলা!

মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল ভাক্ত কাজের বেলা।
সহজ-ভজন ক'র্‌ছেন সাধু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা॥
সখীভাবে ভ'জ্‌ছেন তারে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে, মহাজনকে দিচ্ছেন শলা॥
'নব রসিক' আপনে মানি,' খাচ্ছেন আবার মনকলা।
(চাঁদ)বাউল বলে,দোহাই ওভাই, দূর কর এই লীলা খেলা॥

* * *

'বাউল' 'বাউল,' বল্‌ছে সবে, হচ্ছে 'বাউল' কোন্ জনা।
দাড়ী চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) কর্‌ছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত' তায় পারবে না॥
যদি 'বাউল' চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎ-সঙ্গ সর্ব্বমতে, ছাড়রে মনের বাসনা॥
বেশভূষা রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হওরে রত,
নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা॥
মুখে 'হ'র কৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
(শুদ্ধ) নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ বাউল ত' (আর) দেখে না

* * *

শ্রীরূপ সাগরের পঙ্কোদ্ধার না হওয়া ভাল ছিল, কেলি-কদম্বমূল তৃণগুল্মলতাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ থাকা ভাল ছিল, তথাপি শ্রীরূপসাগরের পঙ্কোদ্ধারের নামে শুদ্ধভক্তির মূল-মহাজন শ্রীরূপের লীলাভূমিতে বিদ্ধভক্তি ও ছলভক্তিরূপ পঙ্করাশি ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ-চেষ্টা দ্বারা শুদ্ধভক্তি-রসামৃত-সাগরের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা-প্রদর্শন করা ভাল হয় নাই; রামকেলীসংস্কারের নামে 'অভক্তি' বা বিদ্ধাভক্তিপ্রচার-দ্বারা নিত্য সংস্কৃত বিরজার অতীত চিন্ময়ধামের নিকট সেবাপরাধ অর্জ্জন করা ভাল হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয়, কেলি-কদম্বমূল এতদিন তৃণগুল্মলতাচ্ছাদিত থাকিয়া অভক্ত ও প্রতীপকুলকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন। যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শনদান ও শিক্ষাপ্রদানের ছলে জীবকে কৃষ্ণপ্রীতির জন্য কৃষ্ণেতর বিষয় মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্থে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদুদ্ধারণ শ্রীনিত্যানন্দ, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস আচার্য্য প্রমুখ ঈশ ও ঈশভক্তগণ শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই স্থানে বিদ্ধভক্তগণের নামাপরাধ কীর্ত্তন, গৃহব্রত ভাড়াটিয়ার কথকতা, বৌদ্ধ বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমত বা কপ্ল জ্ঞানাদিবিদ্ধা মিছাভক্তির প্রচার ও বাউলের কীর্ত্তন দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার ও করাইবার চেষ্টা'রামকেলী সংস্কারের'

পরিবর্ত্তে অনংস্কৃত করিবার চেষ্টারই কি সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে না? আশা করি, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ বি,এল মহাশয়ের ন্যায় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকল কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবেন। যদি 'শ্রীরাম-কেলীসংস্কার সমিতিতে নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তির আনুগত্য অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ সেবাপরাধজনক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। একথাগুলি তিনি অন্যভাবে না লইয়া বন্ধুভাবে আলোচনা করিলেই আমরা বিশেষ সুখী হইব এবং আমাদের বিশ্বাস তাহাতে গৌরমনোঽভীষ্টপ্রচারক শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীবের মনোঽভীষ্ট-সম্পাদনের চেষ্টাও করা হইবে নতুবা অন্যাভিলাষ বা জ্ঞানকর্ম্মাদি-চেষ্টার আবাহন করিয়া শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সর্ব্বপ্রথম আজ্ঞাটী লঙ্ঘন করিলে আমাদিগের চিরতরে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

*　　*　　*

আধুনিক কাহারও কাহারও মত এই যে, বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের লুপ্ততীর্থাদির উদ্ধার, সেবা-সংস্কার, সেবা-সংরক্ষণ ও সেবা-প্রকাশাদি কার্য্যের ভার গ্রহণ করা উচিত নহে। তাঁহাদের মতে ঐসকল ভগবৎসেবার কার্য্যগুলিও বৈষয়িক কার্য্যের অন্যতম! কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

> "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
> মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

পদ্যানুবাদ—

> "শ্রীহরি-সেবায়,　　যাহা অনুকূল,
> 　　বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

অর্থাৎ হরিসম্বন্ধিবস্তুকে 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগ করা হরিবিমুখতা বা সেবা-ঔদাসীন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ ফল্গুত্যাগ ভগবচ্চরণে অপরাধী নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান-যুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ হরিসেবানুকূল বিষয়গ্রহণ করিয়া হরির প্রীতি সাধন করাই 'অভিধেয়' বা ভক্তি।

তাই, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

> "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
> সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

জীবন্মুক্তের লক্ষণে আরও বলিয়াছেন,—

> "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
> নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় হরির দাস্যে সতত চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত-পুরুষগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট। শ্রীল রূপসনাতন প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন আচার্য্য গোস্বামিগণের আচরণেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। অভক্ত বিষয়িগণ কৃষ্ণেতর কুবিষয়ের বিষয়ী আর ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র পরমবিষয় নিখিল আশ্রয়ের অদ্বিতীয় বিষয় কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী কুবিষয়িগণ—'অশান্ত'; কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়িগণ—'নিষ্কাম,অতএব শান্ত'। 'শান্ত' বলিতে কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগই বুঝাইতেছে। অক্ষজবাদি ফল্গুত্যাগীর 'শান্ত' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আর অধোক্ষজ-ভক্তের প্রকৃত ধারণা এক নহে। 'শান্ত' বলিতে কৃষ্ণসেবার জন্য 'লৌল্য' অর্থাৎ লোভ বা চঞ্চলতার অভাব বুঝায় না; পরন্তু কৃষ্ণ-ভক্ত নবনবায়মান ভাবে কৃষ্ণবিষয় সেবার্থে সর্ব্বদা ব্যাকুল, উৎসুক ও উৎসাহবিশিষ্ট। উহা প্রাকৃত 'চঞ্চলতা' নহে, পরন্তু সেবালৌল্য।

শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন

(৯ই চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩৩২)

পরিপ্রশ্ন—

(১) শ্রী, ভূ ও নীলা কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর—

ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা এই তিনটী শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা

বিচরণ ভূমিই— লীলা শক্তি, ইঁহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে, ইনি জগতের আধারস্বরূপা। গৌর নারায়ণে এই তিনটী শক্তিই বর্ত্তমান। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—"ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারেন না"—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মী-প্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৫ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি স্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন; অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন,তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকা স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'সনাতন রাজ-পণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপূর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্যবিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানু-নন্দিনীর সহচরী, ভক্ত পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈদপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহ-রূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপবিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে "গোপী" "গোপী বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস, নিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের আজ্ঞা দিলেন।

২নং প্রশ্ন—

শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি রাধিকা হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সম্ভোগ রস বর্ত্তমান?

উত্তর—

শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট; কিন্তু তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে ঐ ভাব ওতপ্রোত রূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ দ্বারা বাহিরে পর্য্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্ব্বতোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী সেই বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাদ্বিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ॥

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশিত করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এই স্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরসের সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর গদাধরের ভজনপ্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহ স্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই; কিন্তু তিনি আশ্রয় জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাবরূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌরনাগরী-বাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

৩নং প্রশ্ন—

মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব ছিলেন কি? যদি থাকেন, তাঁহারা কে?

উত্তর—

মহাপ্রভুর সময়ে সাধনসিদ্ধ জীব না থাকার কোন কারণ নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন (গৌঃ গঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য বিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫) তাঁহাদিগকে 'সাধনসিদ্ধ' বলা যায়। প্রভুপার্ষদবিচারেদ তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিকচক্ষে বিদ্ধদর্শনে 'সাধনসিদ্ধ' বলিয়া মনে হইতে পারে।

৪নং প্রশ্ন—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কি বলিব? তাঁহাকে ত' কেহ কেহ ব্রহ্মা বলেন। তবে তিনি কি সাধনসিদ্ধ?

উত্তর—

ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন, ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ঠাকুর হরিদাস। চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র—তুলসী পত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্যবহির্ম্মুখ পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

৫নং প্রশ্ন—

জগাই মাধাই কি সাধনসিদ্ধ অথবা নিত্যসিদ্ধ?

উত্তর—

জয় বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন। (গৌঃ গঃ ১১৫) তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

৬নং প্রশ্ন—

ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ"—এই স্থানে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী" বলিতে কাহাদের বুঝিব?

উত্তর—

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ ভাবের সহায়ক, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী।" যাঁহারা গৌরমনোহভীষ্টের পূরণকারী, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী।" যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই "গৌরাঙ্গের সঙ্গী।" নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণদেশে প্রচারকালে গ্রামকে গ্রাম সকল লোককে

বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণকার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্গ করেন নাই তাঁহাদিগকে কি প্রকারে "গৌরাঙ্গের সঙ্গী" বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর ভক্ত হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী; কারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত। মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভ-ভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় "নিত্যসিদ্ধ"।

৭নং প্রশ্ন—

গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক ভাবটী কি?

উত্তর—

গোলোক—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। সেখানে প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই। সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদি কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলা পুষ্টির জন্য সেই স্থানে তদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকর ভাবরূপে বর্ত্তমান। নন্দযশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণসেবোৎকর্ষ নবনবায়মান ভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটী মূলভাব মাত্র তথায় বর্ত্তমান আছে; পরন্তু উহা ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব স্বরূপে তথায় নাই।

৮নং প্রশ্ন:—

জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যচিদ্‌বৃত্তির ন্যায় অচিদ্‌বৃত্তিও আছে কি?

উত্তর—

জীবাত্মার কোনও অচিদ্‌বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। যে স্থানে বদ্ধজীবে অচিদ্‌বৃত্তি পরিলক্ষিত হইতেছে সেইস্থানে জীবাত্মস্বরূপ সুপ্ত বা শুদ্ধ। চিদাভাস-মনই সেই স্থানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্মস্বরূপের সেবাবৃত্তি বা চিদ্‌বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

৯নং প্রশ্ন—

যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্ব্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিতের ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদীর যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যক কি?

উত্তর—

ইহা মায়াবাদীর যুক্তি হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্যজীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবারূপা নিত্যা বৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও মায়াবাদী-বলেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই হইয়া থাকে। কালাধীন-হরিবৈমুখ্য নাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যা সাধন-ভক্তিতে প্রকার ভেদ আছে। যে সকল অঙ্গযাজন দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। উদাহরণ, যেরূপ একটী দর্পণে বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশি জমিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ঐ আদর্শে আর মুখ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ আদর্শ কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই বা উহা হইতে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতাও বিলুপ্ত হয় নাই। মুখ প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ঐ আদর্শের উপর হইতে ধূলিরাশিগুলি ঝাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে। এই 'ঝাড়িয়া দেওয়া' কার্য্যটী সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া ফেল, তাহা হইলেই জীবাত্মস্বরূপের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। যেমন সঞ্চিতশক্তিবিশিষ্ট একটী ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বলিয়া তৎকালে 'ইঞ্জিনের' ক্রিয়া শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে! অনর্থাপগমে সেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে। কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্যা ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ

যেমন একটী আম্র ফলের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা। পক্ক ফলটী কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু সাধন-ক্রিয়া সে জাতীয় বস্তু নহে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন একটী কাঁচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে। হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল। ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া অন্তরস্থ মধুকে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিতে হইবে না। কেবল মধুর আবরণী স্বরূপ কাচভাণ্ডটীই ধোয়া আবশ্যক। তদ্রূপ আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, "সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ।" সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনো নিগ্রহ করিবার জন্য। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। জগতের সর্ব্বত্রই "সাধন-ভক্তি" ও "সাধন-ক্রিয়া"র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ বুঝিতে না পারায় নানাপ্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধনপ্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সকলই জীবের অনর্থ-বৃদ্ধি করিবার হেতু।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর]

দুষ্কর্ম্ম-কোটিনিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-
দুর্ব্বাসনা-নিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতি-কোটিকদর্থিতস্য
গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥৫১॥

যদি বল, হেন মোর সাধু ধরাতলে।
খুঁজিয়া করহ সঙ্গ, কি কাজ বিকলে॥
তাহে শুন, ভক্তির সুকৃতি মোর নাই।
যা'র বলে সর্ব্ব ছাড়ি' সাধু পাশে যাই॥

মহামহা পাতকাদি জগতেতে যত।
কোটি কোটি দুষ্ট কর্ম্ম কৈনু আমি কত॥

হেন পাপ নাহি যাহা না করিনু আমি।
এ হেন পাতকী কোথা না দেখিবে তুমি॥

সুদুরন্ত দুর্ব্বাসনা বিকট নিগড়।
তাহাতে আবদ্ধ আমি হইয়াছি দৃঢ়॥

সাধুসঙ্গ করিবার না পারি যাইতে।
তব কৃপা-বল বিনা না পারি ছাড়িতে॥

যদি বল, করিতেছ মহান্ দুষ্কৃত।
তবে তাহা নাশিবারে কর প্রায়শ্চিত্ত॥

তাহে শুন, মতি মোর ক্লেশে পরাভব।
অজিত ইন্দ্রিয় হেতু শান্তি নাই লব॥

প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমার কুমতি।
কুৎসিত অর্থেতে সদা ধায় ইতি-উতি॥

কর্ম্মদ্বারা দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় নাহি হয়।
বেণুমূল হেন শতশাখা উপজয়॥

কিম্বা যদি বল, তবে কর যোগ ধ্যান।
তাহে আমি মন্দমতি নাহি সেই জ্ঞান॥

শম-দম-তপ-ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য সত্য।
যম-নিয়ম জ্ঞানে যোগ, বৈরাগ্যাদি কৃত্য॥

তাহে মোর মন্দমতি না হয় পবিত্র।
তব কৃপা বিনে মোর সব বিড়ম্বিত॥

হে গৌরাঙ্গ, তব কৃপা যাবৎ না পায়।
তাবৎ কর্ম্মের বশে ইতি-উতি ধায়॥

তোমার করুণা পায় ভাগ্যবান্‌জন।
কেবল ভক্তিতে কৃষ্ণ করয়ে ভজন॥

সকল কদর্থ ছাড়ি' লভে প্রেমভক্তি।
তব কৃপা বিনা কেহ না হয় সুমতি॥

অতএব হে গৌরাঙ্গ, করুণার সিন্ধু।
তোমা বিনা কলিযুগে কেবা আছে বন্ধু॥ ৫১

দ্বাদশ-বৈষ্ণব

(৭) প্রহ্লাদ

রাজসেবক ব্রাহ্মণেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"হে ইন্দ্রশত্রো, এ সকল কথা ইহাকে কেহই শিখায় নাই। এ ছেলের পেটে পেটে বুদ্ধি। আপনিই এ-সব শিখিয়াছে।"

তখন দৈত্যপতি পুত্রকে বলিলেন,—"হাঁ রে দুষ্ট,—তোর এ দুর্ম্মতি কোথা হইতে হইল? তো'কে এ শিক্ষা তোর গুরু ত' দেন নাই; তবে কিরূপে পাইলি?"

পিতার প্রশ্নে প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—"পিতঃ, যাহারা বিষয়ে বিমুগ্ধ, গৃহে একান্ত বদ্ধ, তাহাদের বুদ্ধি স্বতঃ বা পরতঃ কোন রূপেই কৃষ্ণে আসক্ত হয় না। তাহাদের কৃষ্ণে মতি কোথা হইতে হইবে? তাহারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়ের বশে সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণই করে। বিফল বিষয়-সেবাতেই পুনঃ পুনঃ জীবন পাত করিয়া থাকে। আর, যে গুরুর কথা আপনি বলিতেছেন, তাঁহারাও ত' ঐরূপ বিফল বিষয়েই মগ্ন; এ তত্ত্ব, এ শিক্ষা তাঁহারাই বা কোথায় পাইবেন, যে তাহা অপরকে দিবেন? অন্ধ কি অপর অন্ধকে সুপথ দেখাইয়া গন্তব্যে লইয়া যাইতে পারে? সে আপনার সহিত অপরকেও নষ্ট করে। তেমনি ঐ গুরু-পদ-প্রাপ্ত পণ্ডিত-ম্মন্য বিষয়ী ব্যক্তিরাও তদনুগত অভাগ্য শিষ্যদিগকে ভ্রান্ত পথে লইয়া ভয়াল কাল-সাগরেই মগ্ন করে; আর, আপনিও ডুবিয়া মরে। নিষ্কিঞ্চন সাধু গুরুর পদরজে অভিষিক্ত না হইলে, শ্রীহরির অভয়পদে মতি কাহারও হয় না; কাল ভয়ও যায় না।"

আর সহ্য হইল না; অসুরপতি অবিলম্বে পুত্রকে কোল হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া আদেশ করিলেন,—"এই দুরাত্মাকে এখনি সংহার কর।" কিন্তু, হায়, সংহার করিবে কে, কাহাকে? কাল-কাল শ্রীহরির সর্ব্বভয়হর চরণ-কমলে যে একান্ত শরণ লইয়াছে; সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া যে সেই চরণ-সেবাতেই সদারত রহিয়াছে; শ্রীহরির অভিন্ন-স্বরূপ হরিনাম যাঁহার জিহ্বায় নিরপরাধে নিয়ত নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার একগাছি কেশমাত্রও উৎপাটন করিতে পারে, এমন শক্তিমান শত্রু কে? মহাবল দৈত্যদিগের শত শত শিতধার ভয়াল খড়্গ সেই শিশুর অঙ্গে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তথাপি তাহাতে কেহ একটি ঈষৎ রেখাপাতও করিতে পারিল না। তারপর, কালকূট, অভিচার আদি আরও কত উদ্যোগ আশ্চর্য্যরূপে ব্যর্থ হইল; কেহই প্রহ্লাদের কিছুই করিতে পারিল না। অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ হইতে পাতিত হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন। তিনি অনলে পুড়িলেন না; জলে ডুবিলেন না; অনাহারে শুষ্ক হইলেন না; ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াও রুদ্ধশ্বাস হইলেন না। তাঁহার অঙ্গের রূপ লাবণ্য উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি অজর অমরবৎ পরমানন্দে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দৈত্যরাজের এবার বড় ভয় হইল। সন্দেহ হইল,—প্রহ্লাদ অমর নাকি? আর তিনি তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিলেন না। ষণ্ডামর্ককে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রহ্লাদকে এখন যত্ন পূর্ব্বক সংসারী রাজাদের ত্রিবর্গ-সাধন ধর্ম্মশিক্ষা দান করুন।"

আবার সেই ছাইভস্ম শিক্ষা; আবার সেই অমেধ্য ভোজনের দুর্গন্ধ উদ্গার! অঙ্গে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত; মুখে সুতীব্র কালকূট; বক্ষে দুর্ব্বহ পাষাণভার; কৃমিপূর্ণ কারাগারের ঘোর অন্ধকার;—অহো, তাহাও যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ ছিল! কিন্তু এই শৌরি-চিন্তা-বিমুখ-জন-সঙ্গ, আর তাহাদের মুখের অসার বাক্যপূর্ণ অসৎপ্রসঙ্গ যে ঘোরতর হইয়া উঠিল! তথাপি তাহা ভগবদিচ্ছা জানিয়া, ভগবচ্চিন্তায় সকল ভুলিয়া ভক্তকুলমণি প্রহ্লাদ সেই স্থলেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সেই গৃহাসক্ত ব্রাহ্মণেরা গৃহকর্ম্মে স্থানান্তরে গমন করিলে, দৈত্যবালকেরা খেলা করিবার উত্তম সুযোগ বুঝিয়া, প্রহ্লাদকেও তাহাদের সঙ্গে লইল। প্রহ্লাদ বড় কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না, সতত আত্মভাবেই বিভোর হইয়া জড়ের মত থাকিতেন। দৈত্যবালকদের অবস্থা বুঝিয়া আজ তাঁহার দয়া হইল; তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে বসিয়া, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরাও

তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, অন্যাসক্তি ত্যাগ করিয়া একমনে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মধুর বাক্যে মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন,—"ভাই সকল, এই মনুষ্য-জন্ম আমাদের কত দুর্লভ; কত জন্মের পর আমরা এই পরম সুযোগ লাভ করিয়াছি; আর কত দ্রুত হইয়া বহিয়া যাইতেছে,—হায়, হায়, এমন সুযোগ যাহাতে সফল হয় তাহা না করিয়া, যদি আমরা বিফল কর্ম্মেই ইহা ব্যয় করি, তবে আমাদের কত ক্ষতি বল দেখি? এ ক্ষতি কি আর কিছুতে পূরণ হইবে? হইবে না। এস ভাই, এমন দুর্লভ জীবন আর হেলায় হারাইও না; যাহাতে জীবন সার্থক হয়, তাহাই করি। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই মানব-জীবনের একমাত্র সাফল্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহাতেই জীবনের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনুষ্যদেহই প্রয়োজনসাধক। এই দেহ কিন্তু অনিত্য; কখন যে ইহার পতন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাই, কালবিলম্ব না করিয়া, কৌমার কাল হইতেই আমাদের কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই দেবদৈত্যাদি সকলের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সকলে সর্ব্বথা তাঁহারই শরণ লও। সর্ব্বদা তাঁহাকেই স্মরণ কর। তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সকল বিদ্যা, সকল কর্ম্ম তাঁহারই সেবায় সার্থক হয়। নতুবা সমস্তই ব্যর্থ। আমি তোমাদিগকে নূতন কথা বা আমার মনোমত কথা কিছুই বলি নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই নির্ম্মল জ্ঞান নারদকে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর আমি পরম সৌভাগ্যে সেই সর্ব্ববিৎ নারদের শ্রীমুখ হইতেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি।"

তারপর কৌতূহলী বালকগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রহ্লাদ, কিরূপে নারদের মুখে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। পরে, তাহাদিগকে আরও কত অমূল্য উপদেশ দান করিলেন। বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণে মতি যাহাতে আসক্ত ও দৃঢ় হয়, সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্মই সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীসদ্‌গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুশাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন, শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা, তদীয় পাদপদ্ম ধ্যান, সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি জ্ঞান, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার এবং সমস্ত লব্ধবস্তু কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ,—এই সমস্তই ভগবদ্‌ভজনের অঙ্গ। ইহা হইতেই কামাদি ইন্দ্রিয় জয় এবং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ হয়। তোমরা সকলে আজ হইতেই এই সনাতন সর্ব্বমঙ্গল ভাগবত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; ইহা হইতেই তোমরাও আমার মত মঙ্গল লাভ করিবে। কুল, মান, রূপ, গুণ, নিষ্ঠা, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি যদি কৃষ্ণভক্তিহীন হয়, তবে নিশ্চয় জানিও—তাহা কিছুই নহে। কেবল ভক্তিতেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়।"

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,
স্বর্গদ্বার, (পুরী)
১লা আষাঢ়, ১৩৩৩।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, গৌরাব্দ ৪৪০, শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠে" বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, শুক্রবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাদশ বার্ষিক বিরহমহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)।

অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ নব্যগ্রন্থের

ভ্রম-প্রদর্শনী

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার]

"গৌড়ীয়" পত্রের ৪র্থ খণ্ড ৩৪শ সংখ্যায় আমি বৈ-দিগ্‌দর্শনী লেখক মহাশয়ের অসংখ্য ভ্রমের মধ্যে ৪৯ দফা ভ্রমের তালিকা প্রদান করিয়াছি। বৈ-দিগ্‌দর্শনীর লেখক মহাশয় এরূপ অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়া যে বৃথা জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়জনক। তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে কত প্রকার যে ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা একটু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ধরিতে পারিবেন। তিনি কালভ্রম, স্থান-পাত্র ভ্রম ত, করিয়াছেনই, ইহা ব্যতীত তাঁহার পুস্তকে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতি এতদূর প্রাকৃতবুদ্ধি এবং 'মুড়িমিছরীর সমন্বয়-চেষ্টা' প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু, বড় গোস্বামী ও প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষায় বলিতে গেলে উহাকে 'ভক্তিবিদ্বেষ' আখ্যা দিতে হয়। যাহাতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাদৃশ অপরাধে লেখকের দণ্ড হওয়া আবশ্যক। আমরা অদ্য উক্ত লেখকের শ্রদ্ধাভক্তি-বিদ্বেষের দু' একটী নমুনা প্রদান করিব।

আমি যে সকল ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা গৌড়ীয় পত্রের ৪র্থ বর্ষ ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ ও ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সকল প্রদর্শিত ভ্রমগুলি যে অকাট্যশাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বিষয়েও আমি বহুস্থান হইতে পত্র পাইয়াছি। গৌড়ীয় পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণের নিকটও এ বিষয়ে বহুপত্র আসিয়াছে, শুনিতে পাইয়াছি। 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় আমার সমালোচনা পাঠে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বৈ-দিগ্‌দর্শনীর প্রদর্শিত ভ্রমগুলি যে অমার্জ্জনীয় ভ্রম, তাহা তিনি গৌড়ীয় কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট গত ২৩শে আশ্বিন, ১৩২২ তারিখের একখানি পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন। গৌড়ীয় পাঠকগণ সেই পত্রখানি ৪র্থ খণ্ড ৯ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা, ফরিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ৩০।১০।২৫ তারিখে শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি বৈ-দিগ্‌দর্শনীর ভ্রমগুলি যে অকাট্যভ্রম, তাহা বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। এমন কি, তিনি আগরতলার ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বধামগত রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের বাক্যদ্বারা এ জীবাধমের প্রদর্শিত যুক্তিই ঠিক এবং বৈ-দিগ্‌দর্শনীর সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ ও 'মিথ্যা, 'ঘৃণিত' 'বিকৃত সহজিয়াবাদিগণের কল্পিত'—ইহা বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত পত্রখানি গৌড়ীয় পত্র ৪র্থ খণ্ড ১২শ সংখ্যা ২৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা হইতে স্থানীয় হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ গোস্বামী মহোদয় বাং ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩২২ তারিখে গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি এ জীবাধমের কথা উল্লেখ করিয়া এরূপ লিখিয়াছেন,—"নব্যগ্রন্থের সহস্র-ভ্রমপ্রদর্শনীর লেখক শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় উক্ত সাহিত্যসংস্কার সম্বন্ধে ব্রতী হওয়ায় আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি উক্তকার্য্যে উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হউন। মহাজনবর শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীশ্রীবিদ্যাপতি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাজনগণের চরিত্রে যে, সহজিয়াভাব আরোপিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুষ্ট ও লম্পট লোকের রচিত অপসিদ্ধান্তপূর্ণ এই সকল পুস্তক বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে, তজ্জন্য এই সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।" এতদ্ব্যতীত আরও বহু সজ্জনের পত্র ও অনুমোদন আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি কোন অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিপুরুষ মহোদয় এ অধমের প্রদর্শিত নব্যগ্রন্থের ভ্রমগুলি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এইরূপ অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ, অপসিদ্ধান্তপূর্ণ, সহস্র কালভ্রম, স্থানভ্রম ও পাত্রভ্রমপূর্ণ পুস্তকের দ্বারা জগতের অমঙ্গলবৃদ্ধি হইবে মাত্র, পরন্তু কাহারও কোনও মঙ্গল হইবে না।"

বৈ-দিগ্‌দর্শনীর লেখক 'যামুনাচার্য্য'কে 'যমুনামুনি' বলিয়াছেন, 'অচ্যুত প্রেক্ষ্য'কে 'অচ্যুতপ্রচ' বলিয়াছেন, জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ১৮শ অধস্তন—ইহাই শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্য গ্রন্থপ্রারম্ভে, প্রমেয় রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু বৈ-দিগ্‌দর্শনীর লেখক তাঁহাদের সত্যমতের বিরুদ্ধে কাল্পনিক মত

সৃষ্টি করিয়া জগদ্‌গুরু মহাপ্রভুকে একজন "মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব" এবং "মধ্বাচার্য্য হইতে সপ্তদশ সংখ্যক" বলিলেন। প্রথমতঃ জগদ্‌গুরু স্বয়ংরূপ অবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "বৈষ্ণব" বলা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতাই প্রতিপাদন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সকলাচার্য্যের প্রদর্শিত গুরুপরম্পরার সংখ্যার বিরুদ্ধে 'সপ্তদশ সংখ্যক' বলা একটী অমার্জ্জনীয় লজ্জাকর ভ্রম। 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম-মাধ্বগুরু-পরম্পরাতে কেহ উল্লেখ করেন নাই। ব্রহ্মণ্যতীর্থের কথাই উল্লিখিত আছে। বৈ দিগ্‌দর্শনী লেখক 'ব্রহ্মণ্যতীর্থের' নাম 'ব্রাহ্মণ' করিলেন। তিনি সহজিয়াগণের মতানুসরণ করিয়া বৈষ্ণবের হৃদয়ে আঘাত দিবার মানসেই শেল বিদ্ধ করিয়া জাল পয়ারী পুঁথির অপসিদ্ধান্তপূর্ণ মত পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মানিত চণ্ডিদাসকে রজকিনী স্ত্রীসঙ্গী প্রাকৃত সহজিয়ারূপে প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি চারি শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মতপ্রচারক শ্রীরামানুজস্বামীর মতকে আচার্য্য-গুরু-বিদ্বেষের অভিপ্রায়ে "মতবাদ" বলিলেন। তিনি বোধ হয় শ্রীরামানুজার্য্যের কোনও গ্রন্থ পাঠ করেন নাই বা শ্রীল জীবগোস্বামীর সন্দর্ভ ও সম্বাদিনী গ্রন্থে ভগবদ্রামানুজাচার্য্যের কথা কিছুই পাঠ করেন নাই অথবা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুধৃত আলবন্দারু ঋষিপ্রণীত স্তোত্র-রত্ন-বাক্যও পাঠ করেন নাই। তিনি ঠাকুর হরিদাসে জাতিবুদ্ধি করিয়া শ্রীব্যাসদেবের পদ্মপুরাণোক্ত বাক্য—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ" এবং গৌরলীলার ব্যাসের বাক্য—"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"—লঙ্ঘন করিলেন। তিনি "গৌর-ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া বর্ণবিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং "শঙ্করারণ্য পুরী" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করিয়া সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের আশ্রম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেন। তিনি মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে যে দু'একটী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আকরগ্রন্থ কিম্বা মধ্বাচারিসম্প্রদায়ের কোনও গ্রন্থ আদৌ দর্শন করেন নাই। অপরের কথা নকল করিতে গেলে অনেক সময়ে অসুবিধায় পড়িতে হয়, ইহা অনেক নব্য গ্রন্থকার জানেন না। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি পর্য্যন্ত বৈ-দিগ্‌দর্শনী লেখকের দেখা নাই বলিয়া তাঁহার বাক্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের পদ্যানুবাদ গ্রন্থকে তিনি "শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ পয়ার গ্রন্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' ত্রিপদী ছন্দ বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। তিনি শ্রীগদাধরমদবতার শ্রীল মুরারি গুপ্ত প্রভুকে অভেদ-মতাবলম্বী বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থটীও তাঁহার অধ্যয়ন হয় নাই। তিনি সহজিয়াগণের কিংবদন্তী ও কতকগুলি সহজিয়া-গ্রন্থের মত অনুসরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অভিধেয়াচার্য্য শুদ্ধভক্তির মূল গুপ্ত রূপানুগগণের মালিক, সর্ব্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরমবন্দ্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে লোকচক্ষে ঘৃণিত করিবার অভিসন্ধিতে একজন প্রাকৃত সহজিয়ারূপে খাড়া করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রূপগোস্বামী লজ্জিত হইয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" সহজিয়াগণ শ্রীল রূপ প্রভুর চরণে এইরূপ অপরাধজনক বাক্য প্রয়োগ করিলেও কোনও শুদ্ধ-বৈষ্ণব কোনও দিন একথা স্বীকার করেন নাই। স্বতন্ত্র পুরুষ গুরুদেব শ্রীশ্রীল রূপাচার্য্যপাদকে 'লজ্জিত' করান ও 'বাধ্য' করান যে কত বড় গুরুতর অপরাধের কথা, তাহা প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া বুঝিতে না পারিলেও তাঁহারা শ্রীরূপ প্রভুর চরণে অপরাধ করিয়া চিরকালের তরে শ্রীরূপ রূপানুগগণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ আচার্য্য গুরুবর রূপানুগবর শ্রীজীব গোস্বামীর চরণেও যে কতবার অপরাধ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বৈ-দিগ্‌দর্শনীতে লিখিত হইয়াছে যে, "লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেন"—এইরূপ কথা কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থলেখক-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি লিখিতে পারেন, এত দিন জানিতাম না! কলির প্রাবল্যে এতদূর বিষ্ণুবিদ্বেষের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে হইল! লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর দেহ কি প্রাকৃত? সর্পাঘাতে মৃত্যুকে 'অপমৃত্যু' বলা যায়। অবশেষে কলিকালে এমন লোকও আছেন, যিনি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিলেন—গৌর-নারায়ণের চিচ্ছক্তি বৈকুণ্ঠ বস্তু শ্রীলক্ষ্মী দেবী প্রাকৃত বদ্ধজীবের ন্যায় অপমৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন! এইরূপ প্রাকৃত ধারণা বা পাষণ্ডতা "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল"

নামক জাল পুঁথিতে মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। সকল আচার্য্য, গোস্বামিপাদগণ কেহই এইরূপ প্রাকৃত বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য শ্রীল সনাতন প্রভুর পরিপ্রশ্নের উত্তরের ছল করিয়া ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত জানাইলেন। তিনি শ্রীসনাতন প্রভুকে—

"মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান।
মহিষী-হরণ আদি, সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

—চৈঃ চঃ ২।২৩।১১১—১২

মহাভারতের মৌষললীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা সমস্তই মিথ্যা। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরলোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। এতদ্বিষয়ে শ্রীল রূপপ্রভু, শ্রীল জীব প্রভু ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এই বৈষ্ণব আচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৌরনারায়ণের নিত্যাশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে যে অশ্রাব্য কথা বৈ-দিগ্দর্শনীর নব্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তাহা কখনই কোনও বৈষ্ণবের পাঠ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণবগণ এইরূপ গ্রন্থের কখনও আদর করিতে পারেন না। যাঁহারা এই গ্রন্থের আদর করেন বা এই গ্রন্থের সুপারিশ পত্র প্রদান করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি তাহা বিচার করিবার ভার সুধী পাঠকবৃন্দের উপরেই প্রদত্ত হইল। আরও দেখুন, শ্রীলক্ষ্মী দেবীর বিজয় সম্বন্ধে এইরূপ কথার আভাসও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লক্ষ্মী দেবীর বিজয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর **বিরহে**।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নামে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর **বিচ্ছেদে** বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায় কোন ক্ষণ॥
ঈশ্বর **বিচ্ছেদ** লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥"

—চৈঃ ভাঃ ১।১৪।৯৯-১০৫

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিলেন—

"প্রভুর **বিরহ-সর্প** লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হইল॥"

—চৈঃ চঃ ১।১৬।২১

প্রাকৃত বুদ্ধি-বিমোহিত-ধী প্রাকৃত-সহজিয়া-কুলের চিন্তাস্রোত রক্তমাংসের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকেন—তাঁহারা নিত্যানন্দের দেহকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন—নিত্যানন্দের রক্ত" (!!) বংশধারায় প্রবাহিত এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করেন, কেহ বা চিচ্ছক্তি শ্রীলক্ষ্মী দেবী তাঁহাদেরই মত বাতপিত্ত-কফাত্মক কুণপ অর্থাৎ থলী-বহনকারী কেহ ছিলেন—এরূপ পাষণ্ড বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের মনে হয়, লক্ষ্মী দেবীকে বোধ হয় প্রাকৃত সর্পে দংশন করিয়াছে। তাঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর "বিরহ-সর্পের" মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, হরিভক্তি-বিদ্বেষী অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণেরই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দেহে প্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয়। তাই বিষ্ণু অসুর বিমোহনের জন্য জগতে মৌষললীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

SPECIAL MEETING
OF

THE VISWA-VAISNAVA-RAJA-SABHA.

At a special meeting of the Viswa-Vaisnava-Raja-Sabha held on the 5th June, 1926, the King-Emperor's birth-day, the following resolutions were passed :—

(1) That this Sabha learns with alarm and danger, the prescription of a book entitled "*Vaisnava-Digdarshini*" by one Murari Lal Adhicary by the Syndicate of the Calcutta University for the M.A. Standard (Bengali Branch) and apprehends serious loss to the cause of Vaisnava History and literature.

(2) That the first few pages of the said book were minutely and carefully criticised by Babu Pramode Bhusan Pratnavidyalankara in the 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, 13th & 34th issues of the "Gaudiya" Vol. IV and he proved thereby that the said book was nothing but a bundle of glaring and gross mistakes and that the author has not the slightest knowledge of the Vaisnava History and Chronology.

(3) That by the adoption of the said book by the most learned Syndicate of the Calcutta University, the standard of the M.A. course (Bengali) has been awfully and enormously lowered.

(4) That out of regard to the Vaisnava Community and good wishes to the Student Community in general, the authorities of the Calcutta University be humbly moved to strike off the name of the book from the list of M.A. Text-books and proper notices be issued by them to the heads of all Schools and Colleges in and outside Bengal and India stating the dangerous mistakes of the book and the fearful future of all readers of the Vaisnava History of this nature.

(5) That in case the Calcutta University insists on the prescription of a book on Vaishnava History and Chronology of a true and sound nature this Sabha is ready to supply one at an early date.

(6) That a copy of these resolutions be forwarded to all Universities and educational centres throughout the world.

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে স্থানীয় প্রধান শিক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ও গৌড়ীয়-গ্রাহক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তিন দিবস শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ রঞ্জন সিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত ননীলাল বসু ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত স্বরজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণের শুদ্ধভক্তি প্রচারে সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোস্বামী মহারাজ অতঃপর রঘুনাথবাড়ীর শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরঘুনাথ জিউর মন্দিরে "বর্ত্তমানকালে মঠের অবস্থা" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। মোহান্ত শ্রীঅচ্যুতরামানুজ দাস ও মন্দিরের ম্যানেজার শ্রীহরেকৃষ্ণ মাইতি মহাশয় স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

বারাণসীতে—কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ, বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ, সুবক্তা শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা ও গৌড়ীয়পত্রের অন্যতম সম্পাদক নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিতগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গপ্রভু প্রভৃতি প্রচারকগণ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সহিত বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীগৌর ও গৌরজনপদাঙ্কিতভূমি শ্রীকাশীপুরীতে আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের কথা হিন্দী, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে একপক্ষের অধিককাল বক্তৃতা ও কীর্ত্তন মুখে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কেদারঘাটে ১দিন, কুচবিহার রাণীর দেবালয়ে ৩দিন, কুচবিহার রাজছত্রে ১দিন, রায় বাহাদুর গোবিন্দচন্দ্রজীর শ্রীরাধা-

গোবিন্দের মন্দিরে ২দিন হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সনাতন গৌড়ীয়ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ভবনে তাঁহারা বেদান্তের অকৃত্রিম শুদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতনশিক্ষা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দশোপনিষৎ, গোবিন্দভাষ্য, মধ্বভাষ্য প্রভৃতিও তাঁহারা বিভিন্নস্থানে ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ প্রস্থানে আবার শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের নির্ম্মল স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞমুনির সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামিপাদের ভাষ্যের অনুগত ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা বিদ্ধাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। শ্রীবিশ্বনাথ মন্দিরের প্রধান অধিকারী শ্রীযুক্ত মহারাজ মহাবীর প্রসাদ ত্রিপাঠী, ২। শ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরের মহান্ত শ্রীমন্মহারাজ শিবনাথ পুরীজী, ৩। দি অনারেবল্ রাজা মতিচাঁদ বাহাদুর সাহেব, ৪। শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়াচার্য্য গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী, ৫। শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়াচার্য্য গোস্বামী লল্লুজী শাস্ত্রী, ৬। রায় সাহেব রামচন্দ্র নায়েক কালিয়া, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কার এবং জমীদার, ৭। রায় সাহেব রামপুরী গোস্বামী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং চেয়ারম্যান বেনারস ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, ৮। রায়সাহেব নরোত্তম দাস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার, ৯। রায় নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ১০। রায় ললিত বিহারী সেন রায় বাহাদুর, বেনারস মহারাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ১১। রায় বটুকপ্রসাদ বাহাদুর, ১২। বৈদ্যনাথ দাস বাহাদুর, ১৩। জিতেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, জমিদার, চৌখাম্বা বেনারস, ১৪। সুধীরকুমার বসু বি, এল, জমিদার, ১৫। রায়সাহেব অধরচন্দ্র মুখার্জী, ১৬। রায় গোবিন্দচন্দ্র জী, ১৭। রামকৃষ্ণ দাস, ১৮। বাবু কেশব দাস, ১৯। বাবু রামপ্রসাদ চৌধুরী, ২০। বাবু রাধারমণ সাহা, ২১। মিঃ দামোদর দাস এম, এল, সি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ গত ৯ই জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর রবিনন্দন প্রসাদ সি, এল্, এম্, এল্, সি মহোদয়ের ভবনে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত বহু উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রোতৃবৃন্দের পরানন্দ বিধান করিয়াছেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে সকলেই যুক্তপ্রদেশবাসী হওয়ার দরুণ বক্তৃতা হিন্দি ভাষায় হইয়াছিল বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজ বক্তৃতা ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নামকীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অগ্রণী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বটুক প্রসাদ ক্ষত্রি, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুদূর বঙ্গদেশ হইতে শুভাগমন করিয়া যুক্তপ্রদেশবাসীদিগের মধ্যে হিন্দি ভাষায় শুদ্ধা ভক্তিকথা প্রচারিত হইতে দেখিয়া সুবক্তা ও সুপণ্ডিত ত্রিদণ্ডি আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন মহারাজকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করেন এবং যাহাতে এই প্রদেশে বহুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবান্ তাঁহার এই শুভেচ্ছা পূর্ণ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সভান্তে স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত রবিনন্দন বাবুও স্বামিজীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন্। রায় বাহাদুর রবিনন্দন বাবু "শ্রী" সম্প্রদায়ের একজন পরম বৈষ্ণব।

গত ১০ই জুন স্বামিজীদ্বয় কাশীবাসিগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল সর্ব্বজনপ্রিয় স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুয়া পাণ্ডা মহোদয়ের গৃহে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাণ্ডাজী পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে "শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ" স্থায়ীভাবে হরিকথা প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সাহায্য করিতে নিজেকে ধন্য মনে করিবেন বলিয়া নিবেদন করিয়াছেন। ইহা পাণ্ডাজীর মহৎ হৃদয়েরই পরিচায়ক।

নির্য্যাণ

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠে অপ্রকট হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই আষাঢ়, ১৩৩৩, ২৬শে জুন, ১৯২৬ | ৪৪শ সংখ্যা

সারকথা

ত্রিদণ্ডবেষ কি প্রভুর অনুমোদিত ?

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া ।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯

ভক্তিপ্রচার কি প্রভুর অভিপ্রেত ?

মথুরাতে পাঠাইল রূপসনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে ॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১৬৪-১৬৬

সকলেই কি স্বরূপতঃ বৈষ্ণব ?

কেহ মানে, কেহ না মানে—সব তাঁ'র দাস ।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৩-৮৪

মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কিরূপ ?

সন্ন্যাসী পণ্ডিতের করিতে গর্ব্বনাশ ।
'নীচ' 'শূদ্র' দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে, রায় করি' বক্তা ।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৪-৮৬

ভক্তিপ্রচারক, আচার্য্য কি 'নীচ' ?

শুনি' ঠাকুর কহে, শাস্ত্র এই সত্য হয় ।
সেই 'নীচ' নহে, যা'তে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥
দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥
প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে ।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

ঐ অঃ ১৬।২৮, মঃ ১১।১০, ২০।৫৬

শুদ্ধভক্ত কে ?

সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি' ।
আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগ-ভাগী ॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ ।
অচিরাতে মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৭৫-৭৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই জুন ১৯২৯ তারিখের ঢাকা হইতে প্রকাশিত "পঞ্চায়েৎ" নামক একখানা সাধারণ লোকপাঠ্য সংবাদ-পত্রের ৭ম পৃষ্ঠায় "গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক জাল-পুঁথির সম্বন্ধে রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানযুগের নবীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে ডাঃ দীনেশ বাবুর গৌরব কিম্বা নব্য-বঙ্গ-সাহিত্যোদ্যানরচনায় তাঁহার কুশলতা ও নিপুণতা প্রভৃতি অস্বীকার করা বা কাঙ্ক্ষিত জড়প্রতিষ্ঠায় অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা 'মানদ'-ধর্ম্মযাজী নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টভোজি-দাসসূত্রে আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই।

তবে গৌড়ীয়ের মূল মহাজন—যাঁহার নিকট শ্রীমন্মহা-প্রভু সর্ব্বপ্রথমে "তৃণাদপি" শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে নামসাধনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীমন্মহা-প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ সেই শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে "যদ্বা তদ্বা কবি" অর্থাৎ প্রাকৃত-সাহিত্যিককে যেরূপভাবে "তিরস্কার" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২৮), "হংস মধ্যে বকরূপে" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২৯) পরিণত করিয়াছিলেন সেই আচরণে আমরা তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতা'র অভাব লক্ষ্য করি না। আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে আমরা ইহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে ষড়বেগবিজয়ী গোস্বামিবর্য্য শ্রীল স্বরূপদামোদর বা শ্রীল স্বরূপ ও রূপের আলিঙ্গিত বিগ্রহ 'গুরুদেবতাত্মা' শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীল রূপের মনোঽভীষ্টের বিপরীত আচরণ করিয়াছেন বা তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত 'তৃণাদপি' শ্লোক বুঝিতে পারেন নাই, আর সেই শ্লোকটী বুঝিয়াছেন আমাদের গ্রাম্য-সাহিত্যিক ডাক্তার বাহাদুর!

সাহিত্যিক রায় বাহাদুরের আমরা কোন দোষ দেই না। কারণ তিনি যে সকল প্রাকৃতরুচিসম্পন্ন সাহিত্যকে 'বৈষ্ণব সাহিত্য' মনে করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি বাদ দিয়া আরোহ-চেষ্টায় যে সকল অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য নিজে নিজে প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট 'সত্য' প্রকাশিত হয় নাই। স্বচ্ছ-কাচভাণ্ডস্থিত মধু দেখিয়া মক্ষিকা যেরূপ মধু আহরণে ব্যস্ত হয় এবং স্বচ্ছকাচাবরণে রক্ষিত মধুর সংস্পর্শ না পাইয়াই 'মধুর উপর বসিয়াছি' মনে করে, আমাদের মনে হয়, প্রাকৃত-সাহিত্যোদ্যানের মাকাল ফলের রসপিপাসু রায় বাহাদুর সাহিত্যিক ডাক্তার মহাশয়েরও সেই দশাই হইয়াছে।

তিনি 'প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদ'কেই 'অপ্রাকৃত সহজ-আত্ম-ধর্ম্ম বা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আরও মনে হয়, তিনি যাঁহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে 'প্রমাণিক' মনে করিয়াছেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণা পাইয়াছেন, তাঁহারা পশুপক্ষিপ্রেমে কৃষ্ণভ্রান্ত, তাঁহারা মার্টিনো, কেয়ার্ড, পলকেরাশ প্রভৃতির সহজিয়া-মতবাদকে বৈষ্ণবধর্ম্মের সন্ধান-দাতা মনে করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবসাহিত্য প্রদান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রাকৃত—তাই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের খবর দিতে পারেন নাই—তাঁহারা বঞ্চিত, তাই অপরকেও সেই পথে লইয়াছেন।

যদি তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত পত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণা সম্বন্ধে এরূপ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত বাক্যসমূহ স্থান পাইত না। তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইলে আমাদিগকে শত শত প্রবন্ধ বিস্তার করিতে হয়।

এইরূপ ভ্রম যে কেবল তিনি করিয়া থাকেন তাহা নহে, হরিবিমুখব্যক্তিগণের শতকরা কিঞ্চিন্ন্যূন শতজনই এইরূপ ভ্রমে পতিত। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই হরিবিমুখ সুতরাং অধিকাংশেরই এরূপ ভ্রম। 'গৌড়ীয়' ৪র্থখণ্ড ১৯শ সংখ্যা ৪৩৮ পৃষ্ঠায় 'সাধারণ ভুল' (common error) শীর্ষক প্রবন্ধে সমগ্র জীবের একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক আত্মধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবের যে সকল ভ্রম হয়, তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ দীনেশবাবুর ভুলগুলি ঐ তালিকা অতিক্রম করে নাই। সুতরাং আমরা তাঁহাকে কিছু দোষ দিতে পারি না।

ডাক্তার তাঁহার পত্রমধ্যে তস্ত কলঙ্কিত করিয়া লিখিয়াছেন—"সনাতন পাণ্ডিত্যের অপরাধে জীবকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।" প্রাকৃত সহজিয়াগণের কল্পিত এই জাতীয় বহুবিধ কথা বহু শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের সম্বন্ধে বিশেষতঃ শুদ্ধ-

ভক্তিরাজ্যরক্ষার বীর-সেনাপতি শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বিরুদ্ধে নায়কীগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। 'গোবিন্দদাসের কড়চা,' 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মবিরোধী জালপুঁথি ও লালদাসের ভক্তমাল প্রভৃতি প্রাকৃত-সহজিয়া-চিন্তাস্রোত-পরিপূর্ণ অস্পৃশ্য পুঁথিগুলিতে ঐরূপ অপরাধময়ী কথায় ও কিংবদন্তীর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পরবর্ত্তিকালে শ্রীল ঘনশ্যামচক্রবর্ত্তী-রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও প্রাকৃতসহজিয়াগণ ঐরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরোধী বিবিধ প্রক্ষিপ্ত গল্পের সন্নিবেশ করিয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবগণ স্ব স্ব অবৈধমত প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবিধ দুষ্টমত-যুক্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর গীতিকা রচনা করিয়া এবং ঐসকল-শুদ্ধভক্তিবিরোধিনী গীতির পশ্চাতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি নরহরি সরকার ঠাকুর, গোবিন্দ কবিরাজ, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি মহাজনগণের জাল ভণিতা সংশ্লিষ্ট করিয়া ঐসকল গান মূর্খ ইন্দ্রিয়পর অবৈষ্ণব-সমাজে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কোন দিনই কোন রূপানুগশুদ্ধবৈষ্ণব ঐসকল কুসিদ্ধান্ত ও বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়তর্পণপর গান বা সিদ্ধান্তের আদর করেন নাই বা করেন না। যে সঙ্গীত বা যে কথায় গৌরকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, যাহাতে বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ গৌরসুন্দরের ও তদ্ভাবের পরিপোষ্টা শ্রীগুরুও বৈষ্ণবগণের আত্মেন্দ্রিয়ের উল্লাস নাই, তাহাকে কখনও শুদ্ধভক্তগণ আদর করেন না।

ডাক্তার বাহাদুরের যদি সত্যসত্য একটুও শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ হইত, তাহা হইলে তিনি এই সকল কথা শুনিবার অবসর পাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি যে সকল ব্যক্তি বা স্থান হইতে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে ধারণা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি বা সাহিত্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রাকৃত-ভাবুকতাই পরিলক্ষিত হয়।

তিনি শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন, গত ২০শে মাঘ সন ১৩৩২ সালের 'সম্মিলনী' নামক একখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ মধ্যেও 'অমূল্যধন রায় ভট্ট' নামক জনৈক কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী ব্যক্তি সেই জাতীয় কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'বৈ—দিগ্‌দর্শনী' নামক একখানি অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ ক্ষুদ্র নব্যগ্রন্থেও আচার্য্য-গুরু গোস্বামিগণের চরণে প্রাকৃত-বুদ্ধি-মূলক এই জাতীয় বহু সহজিয়া গাল-গল্পের সন্নিবেশ আছে। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত প্রবন্ধাদি মধ্যেও প্রাকৃত ভাব-পরিপূর্ণ বহু কথা 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের' নামে বাজারের প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে বিকাইয়াছে। তার পর আধুনিক প্রাকৃত-সাহিত্যিক বা 'যথাতথা গ্রাম্যকবি'গণের প্রবন্ধাদির কথা ত' বলিবারই নহে। তাঁহারা তাঁহাদিগের ভোগোন্মুখী চিত্ত-বৃত্তিতে যাহাদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বক্তা, লেখক, অভিজ্ঞ, প্রামাণিক এবং যে ধারণাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের 'আদর্শ' বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাতে যে জগতে প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদেরই আদর ও প্রসার হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রাকৃতসহজিয়াগণ শ্রীরূপের বিলাস-বিগ্রহ শ্রীল জীবগোস্বামি-চরণ চরণে 'তৃণাদপি-সুনীচ'তার অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীল রূপে যে 'তৃণাদপি-সুনীচতা' দর্শন করেন, তাহা কি তাঁহাদের অপরাধময় ইন্দ্রিয়তর্পণপর-কাপট্য নহে? কারণ ঐ সকল চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সহজিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার শ্রীল রূপপাদের ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীল রূপপাদকে 'একঘেয়ে' 'গোঁড়া' প্রভৃতি বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকে। সাহিত্যিক-নামধারী প্রাকৃতসহজিয়াগণ বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের 'ব'ও বুঝেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-(স্থূল ও সূক্ষ্ম) তর্পণকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন। 'তৃণাদপি-সুনীচ' শ্লোকের অর্থ তাঁহারা বুঝেন না।

যখন 'তৃণাদপি-সুনীচ' শ্লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূল হয়, তখনই তাঁহারা 'তৃণাদপি-শ্লোকের' প্রচারক হন, কিন্তু নিজেরা তাহা আচরণ করেন না। কখনও বা লোক-বঞ্চনার জন্য 'কপটতৃণাদপি-সুনীচ' সাজেন। তাঁহাদের হৃদ্‌গতভাব এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার নিজজনগণকে দণ্ডিত করিবার জন্যই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অস্ত্ররূপে 'তৃণাদপি' শ্লোকটী তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা 'আচার্য্য', 'গুরু' ও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডবনৃত্য প্রচলন করিবেন, বৈষ্ণবতার নামে 'পাষণ্ডতা' ও 'ভণ্ডামীর' আবাহন করিবেন, মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় জগতে প্রচার করিয়া উহাকেই 'উদার ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করিবেন, কিন্তু তাহাতে যদি বৈষ্ণবদাসগণ

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজি কুক্কুর-স্বত্বে তাঁহাদিগের ঐ সকল অবৈধকার্য্যে বাধাপ্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হন, চীৎকার করিয়া কোমলশ্রদ্ধজনগণকে সতর্ক করিয়া দেন, তখন ঐ সকল মনোধর্ম্মী চিজ্জড়সমন্বয়বাদী প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলিয়া উঠিবেন—"আমাদের হাতে তোমাদেরই মহাপ্রভুর দেওয়া 'তৃণাদপি' শ্লোকাস্ত্র আছে। সাবধান! আমরা যা ইচ্ছা তাই করিব, জগৎ হইতে ভক্তি ও ভক্তকে উড়াইয়া দিব, আমাদের মনের খেয়ালকে—ইন্দ্রিয়তর্পণকে—উচ্ছৃঙ্খলতাকে 'প্রাণের অনুরাগ', 'সরলবিশ্বাস,' 'সত্য' ও 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি বলিয়া চালাইব, তোমরা অবিচলিতচিত্তে চুপ করিয়া থাকিবে। যেহেতু আমরা সাহিত্যিক-কুঞ্জর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। যদি একটুও ওষ্ঠ স্পন্দিত কর, অমনি আমরা আমাদের দলের জগদ্ভরা হাজার হাজার ব্যক্তিকে ডাকিয়া তোমাদিগকে বোকা বানাইব! বিচারে—শাস্ত্রসিদ্ধান্তে না পারিলে তোমাদিগকে দুর্দ্দমনীয় বলিব! আমার মনোধর্ম্মের অস্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্তপর কথা হইলেই, উহাকে 'গোঁড়ামী,' 'সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি বলিব !!"

কিন্তু মনোধর্ম্মী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এইরূপ কপটতা ও দুষ্টবুদ্ধি কৃষ্ণভজন-চতুর বৈষ্ণবদাসগণ ধরিয়া ফেলেন। বৈষ্ণবদাসগণ কখনই হরিগুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদালঙ্ঘন সহ্য করিবেন না। বজ্রাঙ্গজী কখনই বিশ্বশ্রবা-নন্দন রাবণের দ্বারা রামচন্দ্রের বিদ্বেষ সহ্য করেন না। লঙ্কাদগ্ধ করাই তাঁহার 'তৃণাদপি" সুনীচতার' চরম আদর্শ, প্রাকৃতসাহজিক বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে "তিরস্কার" করাই গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর বাক্যসংযোধারণ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাভিমানীর প্রাকৃতপাণ্ডিত্যের গর্ব্ববিনষ্ট করিয়া গুর্ব্বপরাধকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করাই 'গুরুদেবতাত্মা আচার্য্য' শ্রীল জীবের 'তৃণাদপিসুনীচতা'র আদর্শ প্রচার, কীর্ত্তনবিরোধীর গৃহ ভাঙ্গিবার জন্য আদেশ, "কীর্ত্তনবিরোধী পাপী করিমু সংহার" (চৈঃ ভাঃ মধ্য। ১৩) প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ, আচার্য্যস্বামিবিরোধী বল্লভের গর্ব্বনাশ প্রভৃতি 'তৃণাদপি' শ্লোক-প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণগুলি 'কপট-তৃণাদপি-সুনীচ' প্রাকৃতসহজিয়াগণের ভোগোন্মুখী বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন করায়। আবার শ্রীনিত্যানন্দের পরমপ্রীতিভাজন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের—

"তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে" প্রভৃতি বাক্য দুর্ভাগা বৈষ্ণবাপরাধী প্রাকৃতসহজিয়া সমন্বয়বাদিগণকে 'তৃণাদপি' শ্লোকের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না দিয়া উহাদিগকে কলিযুগের একমাত্র সাধন ও সাধ্য শ্রীনামভজন হইতে দূরে রাখিয়া নিরয়পথের পথিক করিয়া দেয়।

অতএব আমরা ডাক্তার বাহাদুরের কোনই দোষ দেই না। হরিবৈমুখ্যের স্বভাব স্বতন্ত্রতা রত্নের অপব্যবহার-কারী জীবকে যে দিকে লইয়া যায়, জীব দুর্দ্দৈববশে সেই দিকেই ধাবিত হয়। দুর্দ্দৈবগ্রস্তের 'ভাল কথা' 'তিক্ত' বলিয়া মনে হয়। আমরা বারান্তরে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর পত্রে—অথবা কেবল দীনেশ বাবুর কেন, সমগ্র হরিবিমুখ মানবজাতির হৃদয়ে যে সকল ভ্রম উদিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহারই চিত্র ও তৎসঙ্গে তাহার সমালোচনা শ্রৌতপারম্পর্য্যপর শব্দ-প্রমাণের সাহায্যে বিস্তার করিব।

* * * *

আর এক শ্রেণীর প্রাকৃতসহজিয়া ও কর্ম্মবীরাভিমানী চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ মনে করেন, কৃষ্ণার্থে-অখিল-চেষ্ট পুরুষগণ কেন-ই বা তাঁহাদের কায়, বাক্য ও মনোগত চেষ্টাকে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়ে নিযুক্ত করিবার ন্যায় জীবের অক্ষজ-ইন্দ্রিয়ভোগপর অনুকূলবিষয়ে নিযুক্ত করেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ধারণা এই যে, বৈষ্ণবগণ যখন কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারাই কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়-তৎপর, তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহাদেরই ন্যায় অসৎকর্ম্মী বা সৎকর্ম্মী। তাঁহারা যখন গুরুবর্গের পাদসম্বাহন করেন, নানাবিধ পরিচর্য্যা করেন, সর্ব্ববিধভাবে অধোক্ষজ-ভক্ত ও ভগবানের সেবা করেন, তখন কেন-ই বা তাঁহারা হাসপাতাল খুলিয়া, 'সেবাশ্রম' (?) খুলিয়া হরিবিমুখ জীবগণের সেবা না করিবেন? শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যখন শ্রীপাদ-মাধবেন্দ্রপুরীর—

"স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।২৩)

তখন কেনই বা কর্ম্মবীর আমরা গুরুকৃষ্ণসেবাপর-ঈশ্বরপুরীকে আমাদের গণ্ডীর মধ্যে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তাঁহাদ্বারা 'মেথর-মুর্দ্দাফরাসের' কার্য্য করাইবার বীরত্ব

না দেখাইব ! যখন জগদ্গুরু শ্রীল গৌরসুন্দর জীবকে বৈষ্ণবের সেবা শিক্ষাদানকল্পে—

"নিজ-ভয়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে॥"

—চৈঃ ভাঃ ২য় অঃ

—প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রীতিকরকার্য্য করেন, তখন কেনই বা কর্ম্মবীর আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিয়া স্থানে স্থানে এক একটী সেবাশ্রম খুলিয়া না লইব ! আর দরিদ্র-আমরাই যখন সমন্বয়বাদীর মতে 'নারায়ণ' তখন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণববিদ্বেষি-সমন্বয়বাদীর সমভাবে সেবা না করিবেন-ই বা কেন ! আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর দস্যুবৃত্তিইতো নারায়ণসেবা ? এইরূপ বিচার জৈমিনীর অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল থাকিলেও কোনও বৈষ্ণবাচার্য্য উহার প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীল মাধবেন্দ্রের সেবা বা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের বৈষ্ণব-সেবা-লীলা কিছু কর্ম্মবীরাভিমানী ব্যক্তিগণের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্ম নহে। পরন্তু উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর ভক্তির অনুকূল অধোক্ষজচেষ্টা। শ্রীল রূপসনাতনপ্রভু লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছেন, শাস্ত্রপ্রচার করিয়াছেন, মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবন হইতে কর্ম্ম-ফলবাধ্য কৃষ্ণবিমুখজীবকে উদ্ধার করিয়া ঐ সকল জীবের প্রতি অকরুণা প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ মাতালকে শুঁড়ি-বাড়ী যাইবার সাহায্য করিয়া কপট-উদারতারূপ হিংসা করেন নাই, মঠাদিস্থাপনের পরিবর্ত্তে 'সেবাশ্রম' বা 'হাসপাতাল' স্থাপন করেন নাই, ভক্তিশাস্ত্রাদি-প্রচারের পরিবর্ত্তে গ্রাম্যসাহিত্য প্রচারকে জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করেন নাই।

কেহ যদি আশঙ্কা করেন,—'তাহা হইলে জগতে কিরূপে হরিবিমুখলোকের অবস্থান হইবে, কিরূপে হরিবিমুখতা চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে', আবার কোন কোন-প্রাকৃতসহজিয়া যদি আশঙ্কা করেন, 'ভাল খাওয়া দাওয়ার সংস্থান না থাকিলে কিরূপেই বা ধর্ম্ম কর্ম্ম হইবে, কিরূপেই বা ভক্তগণের ভিক্ষা জুটিবে'—এরূপ আশঙ্কারও কোনও কারণ নাই। কারণ জগৎটী হরিবিমুখ জীবেরই আগার স্বরূপ ; সুতরাং এই স্থান হইতে হরি-বিমুখতা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা নাই। তবে অত্যন্ত করুণাময় মহাবদান্য ভগবানের পরদুঃখদুঃখী নিজ-জনগণ ভক্তরূপে বহির্ম্মুখ জীবগণের আত্যন্তিক ক্লেশ-মোচনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি হিংসা না করিলে, মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহা-দিগকে আমাদের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সেবা করিলে (পরন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদিগের সেবা করাইয়া কৃষ্ণেভোগবুদ্ধিরূপ অপরাধ না করিলেই) আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

অসৎকর্ম্মী হইতে জগতে সৎকর্ম্মীর শ্রেষ্ঠতা থাকিতে পারে, পাপী হইতে পুণ্যাত্মার মহত্ত্ব থাকিতে পারে, ভোগ হইতে ফল্গুত্যাগ বা অযুক্ত-বৈরাগ্যের উচ্চতা থাকিতে পারে। কিন্তু উহারা সকলেই প্রাকৃত—ঐ সকল দ্বারা কখনও অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রীতি উৎপন্ন হয় না।

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

—উপদেশামৃত, ১০

—অসৎকর্ম্মী হইতে সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্তগণ হরির প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্ত হইতে প্রেমনিষ্ঠভক্তগণ হরির আরও অধিক প্রিয়, আবার প্রেমভক্তগণ মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, ব্রজগোপীগণ মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী, সেরূপ শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। পরম সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণই রাধাকুণ্ডতটে বাস করিয়া কৃষ্ণদয়িতের আনুগত্যে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।

এতাদৃশ পরমসুকৃতিমান্ পুরুষগণকে অকৃতী—কর্ম্ম বা ধর্ম্মবীরগণ তাঁহাদের ভোগানুকূল চেষ্টার সহায়ক মনে করিতে পারেন না। স্বতন্ত্রকৃপাময় বৈষ্ণবগণ ত্রিতাপা-নলদগ্ধ ও হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের পরম-মঙ্গলার্থ হরিকথাপ্রচার করিয়া ঔদার্য্যলীলাপ্রকটকারী গুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-সাধন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন বলিয়াই যে তাঁহারা গৃহদাহনির্ব্বাপণ বা দুর্ভিক্ষ-অপনোদন প্রভৃতি অকৃতসৎকর্ম্মীর অধিকারোচিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া

কর্ম্মবীরগণের হরিবিমুখমনোধর্ম্মের তুষ্টি সাধন করিবেন এবং হরিসেবা বিস্মৃত হইবেন—এরূপ আশা করা বড়ই দুরাশার কথা।

আমরা আচার্য্যপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থের চরিত্রে দেখিতে পাই যে, যখন সেই আচার্য্যপাদ মধ্বমুনি দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন মহারাষ্ট্র-রাজ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে গমন করিতে হইয়াছিল। 'মহাদেব' নামক তথাকার জনৈক রাজা স্বীয় জনবর্গের দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতে ছিলেন। রাজার আদেশ ছিল, যে ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া গমন করিবেন, তাঁহাকে কিছু সময়ের জন্য পুষ্করিণী খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা সে ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডযোগ্য হইবেন। সশিষ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সুতরাং মধ্বাচার্য্যের উপরও সেই আদেশ হইল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বকীয় মধুপুষ্পিত বাক্যে বঞ্চিত, জৈমিনীর অনুগত কর্ম্মী রাজাকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, আমরা কখনও খনন কার্য্যে অভ্যস্ত নহি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্বহস্তে খনন কার্য্যটী দেখাইয়া দিলে, আপনার আদর্শ অনুকরণ করিতে পারি।" রাজা কোদালি লইয়া মৃত্তিকাখনন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলে সশিষ্য মধ্বাচার্য্য দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা খননাবস্তার মধ্বাচার্য্যের আর সন্ধান পাইলেন না।

ভগবদ্ভক্তগণ বঞ্চিত ও বঞ্চিত হইতে অভিলাষী কর্ম্মবীরগণকে এইরূপ-ই বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মবীর-গণ নিজদিগকে যতই বুদ্ধিমান্ মনে করুন্ না কেন, কৃষ্ণভজনপরায়ণ সুচতুর বৈষ্ণবগণের অনুগত না হইলে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা বায়সের ন্যায় নিরর্থক হয়। তাঁহারা কর্ম্মবীরসূত্রে যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাঁহারা জগতে যে সকল শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন, পুষ্করিণীখনন, কূপখনন পথনির্ম্মাণ প্রভৃতি হিতকর কার্য্য করেন, সেই সকল যদি ভগবানের অভিন্ন-কলেবর ভগবানের ভক্তি বা নামপ্রচারকারী বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তবেই ঐ সকল চেষ্টা কর্ম্মবীরগণের কর্ম্মমল নিদূরিত করাইয়া তাঁহাদিগকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের যোগ্য করিয়া থাকে এবং ক্রমে ঐ সুকৃতি পরিপুষ্ট হইলে তাঁহাদিগের নিত্যমঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত হয়। আশা করি, কর্ম্মবীরগণ তাঁহাদের মাৎসর্য্যভাব দূরে পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তের সেবা-সৌভাগ্যলাভের জন্য ভগবানের নিকট নিষ্কপটে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—কর্ম্ম হইতে ছুটী পাইবার আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবে আহ্বান

ধন্য রে পুরুষোত্তম! অখিল ভুবনে।
বিজ্ঞান-আলোক কিবা দিল শুভক্ষণে॥
এই স্থানে বিষ্ণুস্বামী ভুবনমঙ্গলে।
করিল প্রচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলে॥
এই স্থানে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।
ঘটাইল মায়ারাজ্যে কি মহা প্রমাদ॥
এই স্থানে রামানুজ তুলিয়া হুঙ্কার।
বিশিষ্ট-অদ্বৈত-বাদ করিল প্রচার॥
এই স্থানে—এই মহা কেন্দ্রে তার পর।
মধ্বাচার্য্য, মুক্তাকাশে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর॥
করিলা স্থাপন দৃঢ় শুদ্ধ-দ্বৈত-মত।
করিয়া সর্ব্বত্র মোহ-তমঃ পরাহত॥
ছিল খণ্ড-মেঘ যত সত্যের আকাশে।
ছিল অন্ধকার যত জ্ঞানের আবাসে॥
পলাইল ত্রাসে সব দূর দূরান্তরে।
অমিত প্রভাবে তাঁ'র, তৃণ যথা ঝড়ে॥
এই সূত্রে শুদ্ধ-গুরু পরম্পরা ক্রমে।
মাধ্ব-আচার্য্য তবে, শুভ-আগমনে।
এই নিকেতন ধন্য, যোগ্য ক্ষেত্রে কত।
ছড়াইলা ভক্তিবীজ ভাগবত-মত॥
উদয় মাধব পুরী হইল তখন।
ভক্তিকল্প-পাদপের অঙ্কুর প্রথম॥
সে অঙ্কুরে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রকটিত।
অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃক্ষরূপে বিস্তারিত॥

পরম আনন্দপুরী সন্ন্যাসি-প্রবর।
মধ্য মূলরূপে তাঁ'র রস পুষ্টিকর॥
সহস্র-প্রশাখ-শাখ সহিত বিশাল।
স্কন্ধরূপ সেই বৃক্ষে স্বয়ং নন্দলাল॥
গৌরাঙ্গ-স্বরূপে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রয়।
অচিরে আসিয়া পুনঃ হ'লেন উদয়॥
পূর্ণাঙ্গ সকল দিগ্ হইল নিমেষে।
অপূর্ণ অভাব পূর্ণ হইল নিঃশেষে॥
মহাভাবাবেশে মত্ত গৌর-গুণ-মণি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি প্রেমধনি॥
লইয়া সকলে হেথা আপনি নাচিয়া
মজাইলা লোকচয় কি আনন্দ দিয়া
পূর্ণ নাম-যজ্ঞে এই স্থলে হরিদাস।
প্রভুর চরণে চির বাঁধিলা আবাস॥
এই স্থলে মরি, মরি,—কা'র কথা বলি
ডুবিল কি রসে গৌড়-ভকত-মণ্ডলী।
কত স্রোতে শত দিকে এই স্থল হ'তে।
বহিল কি প্রেম-ধারা অখিল জগতে॥
অদূর অতীতে পুনঃ সেই স্রোতে ভাসি'
ভকতিবিনোদ প্রভু এই ক্ষেত্রে আসি'।
বিমুখ সমাজে শুষ্ক-মরুভূ-সমান।
করিলেন পুনঃ এই স্রোত বহমান॥
সেই স্রোতে নব বারি বরষার মত।
আনি' অনুবন্ধে তাঁ'র মহা-ভাগবত॥
ক্ষেত্র-জাত, জগতের কি মহা-মঙ্গল।
সাধিলা সুযোগ এবে, ভাসিল সকল॥
ভক্তি-পথ-আবর্জ্জনা যতেক জঞ্জাল।
মুক্ত সাধনার ক্ষেত্র সম্মুখে বিশাল॥
এস ভাই, এস আজি যে আছ যথায়।
এই মহা ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সেবায়॥
জীবন বহিয়া যায় বিষয়ে বিফল।
বিপন্ন বিপথে মোরা বড় অসম্বল॥
পরম-সম্বল সর্ব্ব-অনর্থ-বারণ।
এস শুভযোগে এই করি আহরণ॥
দিয়া দেহ মন ধন যেমন যোগ্যতা।
করি হরি-সেবা, করি শুনি হরি-কথা॥
সাধু-সঙ্গে প্রেমরঙ্গে তেমতি আবার।
করি নৃত্য-সঙ্কীর্ত্তন রথাগ্রে তাঁহার॥
মিলি সবে 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নিবাসে।
রায় রামানন্দ যথা পরম উল্লাসে॥
বিরচিয়া সেই মহানাটক উত্তম।
দিলেন এ-নাম এই স্থানে অনুপম॥
মহামহোৎসব মাসব্যাপী অবিরাম।
সেই স্মৃতিমাখা মহাতীর্থে অবিরাম॥
কর সবে যোগদান যে আছ যেমন।
সাদর আহ্বান সবে দীন আবেদন॥

গোস্বামী ও জাতি-গোস্বামী

'গোস্বামী' কাহাকে বলে?—

'গোস্বামী'—কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর উপাধি। 'গো' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়। যাহারা ইন্দ্রিয়কে বশে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই—'গোস্বামী' অর্থাৎ বন্ধ-মোক্ষবিৎ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর অন্য কেহই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না, অপরে অশান্ত। কৃষ্ণের অপর একটী নাম 'হৃষীকেশ'। 'হৃষীক' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের অধিপতিই গোবিন্দ বা হৃষীকেশ। কৃষ্ণভক্তই তাঁহার যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অপরে লোকের নিকট 'জিতেন্দ্রিয়' বলিয়া বাহাদুরী করিলেও তাহারা তাহার উপযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নিষ্কপটভাবে ভগবানে শরণাগত হয় নাই, সে কখনও 'জিতেন্দ্রিয়' বা 'গোস্বামী' পদবাচ্য হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু আবোহবাদী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীকে 'অশান্ত' (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ) বলিয়াছেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—'অশান্ত,' সুতরাং 'গোস্বামী'পদবাচ্য নহেন। ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও নিরপেক্ষ যুক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট। আশ্রয়হীন ব্যক্তির পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না। তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে একটী বিজ্ঞপ্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় (ভঃ রঃ সিঃ ৩।২।৬)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

—'হে ভগবন্! কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই না আমি পালন করিয়াছি, তথাপি উহাদের আমার প্রতি দয়া, আমারও কোন লজ্জা অথবা উহাদের সঙ্গবর্জ্জনে ইচ্ছা হইল না। হে যদুপতে! এখন আমি উহাদের দাস্য পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। আপনার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম। এখন আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন।'

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদাশ্রিত; সুতরাং তাঁহাদের ভগবচ্চরণ-বিমুখ আরোহবাদিগণের ন্যায় পতন নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৬।৩১—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভ-হতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥"

অর্থাৎ নিরন্তর-কামলোভাদি-রিপু-বশীভূত-অশান্তমন মুকুন্দসেবা দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিলে, তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে পদ্মপলাশলোচন! যাঁহারা বিমুক্ত (আমিই ব্রহ্ম-) বলিয়া অভিমানী, তাঁহারা ভক্তিকে অনিত্য ব্যাপার (অর্থাৎ উপায়মাত্র, উপেয় নহে) মনে করায়—অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাঁহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তিকে নিত্যাবলম্বনীয় না জানাতে সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হন।

কিন্তু অধোক্ষজভক্তের আত্মসুখসম্পাদনের ছলনা-মূলেও গোবিন্দ-সুখ-তাৎপর্য্য; আর আরোহবাদীর গ্রহণ বা আত্মসুখ-বিসর্জ্জনরূপ কষ্ট-ত্যাগের-মূলেও ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
—এই ত'-অনন্যভক্তিকথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা ॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ-কা'র বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদমাৎসর্য্য-দম্ভ-সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
'আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধভক্ত-দ্বেষি-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ -ইষ্টলাভ-বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথাতথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্রকাম, অনর্থাদি-যা'র নাম,
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥

* *

আপনি পলা'বে সব, শুনিয়া 'গোবিন্দ'রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা'বে, মহানন্দ-সুখ পা'বে,
যা'র-হয়-একান্ত ভজন ॥

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতের প্রথমশ্লোকে "গোস্বামীর" সংজ্ঞা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বাচো বেগং মনসো ক্রোধবেগং,
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং সঃ শিষ্যাৎ।

ইহার পদ্যানুবাদ এই—

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ-তা'র নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম ॥
সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বা-বেগ-দাস।
অতিরিক্ত-ভোক্তা যেই উদরেতে আশ ॥
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ—কামের কিঙ্কর।
উপস্থ-বেগের বশে কন্দর্পতৎপর ॥

এই ছয় বেগ যা'র বশে সদা রয়।
সে জন 'গোস্বামী' করে পৃথিবী বিজয়॥

মোট-কথা যিনি বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীর বেগ মন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই "গোস্বামী" অর্থাৎ মদর্শী, পণ্ডিত, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। এই জন্যই যাঁহারা কায়, মন ও ক্যের বেগকে দণ্ডিত করিয়া উহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রেন, সেই সকল বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিগণই "গোস্বামী" নামে ভিহিত হন।

বাগ্‌বেগ দ্বিবিধ :—(১) ব্যক্ত বাগ্‌বেগ ও (২) ব্যক্ত বাগ্‌বেগ। মনোধর্ম্মীর মনঃ-কল্পনা-প্রসূত প্রলাপ জল্পনা কিম্বা প্রাকৃত-সহজিয়ার অপরাধময় বাক্য ক্তবাগ্‌বেগের অন্তর্গত। আর নির্ভেদ-জ্ঞানী, যোগী। নির্জ্জন-ভজন-ছলপ্রদর্শনকারী-প্রতিষ্ঠাপরায়ণ প্রাকৃত-হজিয়ার বাক্ রুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তা বা অনুভব অব্যক্ত বাগ্‌বেগে'র অন্তর্গত। ভগবানের অহৈতুকী সবোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই বেগসহনের ফল।

মানসবেগও দ্বিবিধ :—(১) অবিরোধ প্রীতি ও ২) বিরোধযুক্ত ক্রোধ। অবিরোধ-প্রীতিবেগ আবার বিধ—(১) ব্যক্ত ও (২) অব্যক্ত। ব্যক্ত অবিরোধ-প্রীতির দৃষ্টান্ত যথা :—(ক) মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি খ) কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও (গ) অন্যাভিলাষীর মতে শ্বাস। অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগের উদাহরণ যথা :—র্ম্মী-জ্ঞানী-অন্যাভিলাষীর কৃষ্ণেতর-চেষ্টা দেখিয়াও তদ্বিষয়ে দাসীনতারূপ কৃষ্ণেতর চেষ্টার প্রশ্রয়দান। নিরন্তর হরিগুরু-ষ্ণব সুখৈষণাই মানসবেগ সহনের ফল।

শারীরবেগ ত্রিবিধ :—(১) জিহ্বাবেগ, (২) দরবেগ ও (৩) উপস্থবেগ। পশুমাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ক্রশোণিতজাত অমেধ্য দ্রব্যভোজন, অতিরিক্ত লঙ্কা ম্ল ও মিষ্ট প্রভৃতি গ্রহণ করিবার স্পৃহা, গুপারী প্রভৃতি মুখলোপকরণ, তাম্বূল, ধূমপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি াদকদ্রব্য-সেবন-স্পৃহা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। বিষ্ণুনৈবেদ্য-শনে জিহ্বাবেগ বিদূরিত হয়, পরন্তু ভগবানের বিলাস-হচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজজড়ভোগপর রসনায় রিতৃপ্তির জন্য প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। পরন্তু গোপালের সেবা বাঞ্ছায় শ্রীমাধবেন্দ্র রী গোস্বামীর গোপীনাথের ক্ষীরপ্রসাদ আস্বাদনের বাসনা কৃষ্ণপ্রীতি-ইচ্ছা ও যথার্থ জিহ্বাবেগ ধারণের ফল। মর্কট বৈরাগী বা প্রাকৃত সহজিয়ার ধনীগৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি গ্রহণ করিবার স্পৃহাও জিহ্বা-বেগের অন্তর্গত। আবার হরিসেবনোদ্দেশে নারকী-নিন্দিত হরিপ্রসাদকে বিলাসসহচর মনে করিলে ফল্গুবৈরাগ্য হইয়া থাকে। (২) উদরবেগ জিহ্বাবেগেরই সহচর। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। (৩) উপস্থবেগ দ্বিবিধ :—(ক) বৈধ ও (খ) অবৈধ। শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশিচর্য্যাপালনপর হইয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ দমন না করিয়া ধর্ম্মপত্নীকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের যন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারা কাম-কিঙ্কর। (খ) অবৈধ উপস্থবেগ যথা :—পরস্ত্রীগ্রহণ, অষ্টবিধমৈথুন-পিপাসা, মর্কট-বৈরাগী বা প্রাকৃতসহজিয়ার মিথ্যাচার প্রভৃতি।

গোস্বামিগণ এই সকল কায়, মন ও বাক্যের বেগকে সর্ব্বতোভাবে দমন করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত।

'গো' শব্দের আর এক অর্থ 'পৃথিবী' বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। যাঁহারা পৃথিবী—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবিষয় অর্থাৎ প্রাকৃতরূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সমূহ জয়-করিয়া অপ্রাকৃত-কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণরস, কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গোস্বামী'।

'গো' শব্দের আর একটী অর্থ 'বিদ্যা'। যাঁহারা অবিদ্যা বা মায়ার দাস, তাঁহারা 'গোস্বামী' নহেন। পরন্তু যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যার আকরস্বরূপা-কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির সেবক, তাঁহারাই গোস্বামী। "বিদ্যা ভাগবতাবধি"—ভগবানে সেবাবুদ্ধি-লাভ করাই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। শুদ্ধবিদ্য কায়-মনোবাক্যে হরিসেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণই 'গোস্বামী'। বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনে যাঁহারা সতত যুক্ত মঠবাসী মঠ-সেবক—তাঁহারাই 'গোস্বামী'।

'জাতি-গোস্বামী' শব্দের অর্থ কি?—

কলি-প্রাবল্যে অনাদিবহির্ম্মুখজীবসমূহ যখন 'কুণপাত্ম-বাদী' হইয়া পড়িলেন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মদেহকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করিয়া বিবর্ত্তগ্রস্ত হইলেন, তখন স্বরূপভ্রম-বশতঃ জীবে নানাবিধ অনর্থের বিস্তার হইতে থাকিল।

কৃষ্ণ-বিস্মৃত-জীবের দেহাত্মবুদ্ধি এবং কৃষ্ণোন্মুখ জীবের আত্মগত-বিচারই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদী বহির্ম্মুখ জীব গোপরস্বধর্ম্মকেই বহুমানন করেন এবং যোষিৎসঙ্গবিচারে আবদ্ধ থাকেন। কলিপ্রাবল্যে সর্ব্বত্রই বৃত্তগত বা গুণগতবিচার লোপ হইয়া দেহগত বিচার বা স্ত্রীসঙ্গবিচারই বিস্তারিত হইতেছে। তাই, 'ব্রহ্মচারী' আখ্যাটি পর্য্যন্ত কালপ্রভাবে বংশগত হইতে দেখা গেল, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর উপাধি 'ভারতী', 'গিরি' প্রভৃতি পর্য্যন্ত কালপ্রভাবে শৌক্রবংশগতব্যাপার হইয়া চলিল, বৈরাগ্য-সূচক 'বৈরাগ্য' উপাধিটি কালপ্রভাবে শৌক্রজাতিগত হইল আবার নিষ্কিঞ্চন জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণের 'গোস্বামী' বা অধিকারি—উপাধিটীও স্ত্রীসঙ্গ ব্যাপারে আবদ্ধ অর্থাৎ শৌক্র-বংশগত করিবার চেষ্টা হইল। এইরূপ অবৈধ চেষ্টা সাধু-শাস্ত্র-বিগর্হিত হরিবিমুখোপ চেষ্টা মাত্র। উপরে 'গোস্বামী'শব্দের যে সমস্ত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অজিতেন্দ্রিয়-গৃহব্রত-ব্যক্তির 'গোস্বামী' উপাধি ধারণটি 'সোণার মৃন্ময়পাত্র' বলার ন্যায় নিরর্থক। অনধিকারী গোস্বামিক্রবকে ভাষায় 'জাতিগোস্বামী' 'জাতিবৈষ্ণব' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গোস্বামিত্ব কোনও শৌক্রজাতিগত বা বংশগত ব্যাপার হইতে পারে না।

গোস্বামী ও জাতিগোস্বামিবাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

নিম্নে প্রকৃত গোস্বামীর সদ্গুণ ও জাতিগোস্বামীদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

(১) গোস্বামিগণ—জিতেন্দ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকব্রত, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ—অজিতেন্দ্রিয় বা অদান্ত-গো, ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদির ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য ধনীর দ্বারে, শিষ্যের দ্বারে সারমেয়বৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা কৃষ্ণৈকব্রত হইবার পরিবর্ত্তে গৃহৈকব্রত; তথাপি জাতিগোস্বামী তথা জাতিবৈরাগীর মধ্যে 'গোস্বামী' হইবার কোন ব্যাঘাত নাই।

(২) গোস্বামিগণ—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট—জীবন্মুক্ত পুরুষ, আর জাতি-গোস্বামি-জাতি-অধিকারি-জাতিবৈরাগি-বাদিগণ স্বভোগার্থে অখিলচেষ্ট, কর্ম্মফলবাধ্য সাংসারিকজীব।

(৩) গোস্বামিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগানুশীলনপর।

(৪) গোস্বামিগণ অবঞ্চক, নির্ম্মৎসর; জাতি মাত্রে গোস্বামিগণ বঞ্চনা ও মৎসরতাকে 'গোস্বামি মত' বলেন।

(৫) গোস্বামিগণ উত্তম হইয়াও 'অমানী' ও 'মানদ' আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ পারমার্থিক জগতে কোন স্থান না পাইলেও আত্মসম্ভাবিত ও অপরের মস্তকে পদ প্রদানে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

(৬) গোস্বামিগণ আত্মবিচারনিষ্ঠ, জাতিগোস্বামিবাদিগণ কুণপাত্মবাদী বা স্থূল-সূক্ষ্মদেহগত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আসক্ত, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের মুখাপেক্ষী।

(৭) গোস্বামিগণ দেহারামী, গেহারামী বা স্ত্রীসঙ্গী নহেন, আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ গেহারামী, দেহারামী, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গীর অনুগত।

(৮) গোস্বামীর বংশ যোগ্য, অধিকারী, সেবোন্মুখ-বিশ্রম্ভশিষ্যগত; আর জাতিগোস্বামীর বংশ অযোগ্য, অনধিকারী হরিবিমুখশৌক্রসন্তানগত।

(৯) গোস্বামী জীবের সন্তাপহারক, পরদুঃখদুঃখী ও জীবে দয়াময় আর জাতিগোস্বামিবাদিগণ শিষ্যের বিত্তাপহারক, নিজেই নানাবিধ অভাবসাগরে পতিত, কামক্রোধাদি দুঃখে পীড্যমান ও জীবহিংসক অর্থাৎ জীবের আত্মবিষয়ক মঙ্গল করিতে অসমর্থ।

(১০) গোস্বামী পতিতপাবন, আর জাতি গোস্বামিবাদী বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী ও পতিতগণের সঙ্গদোষ-হেতু পতিত।

(১১) গোস্বামীর সমগ্রবস্তুতেই গুরুদর্শন, সমগ্রবস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি; আর জাতি মাত্রে গোস্বামীর সমস্তবস্তুতেই ভোগ্যজ্ঞান বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, নিজে প্রকৃত-শিষ্য না হইয়াই সকলকে অবৈধ উপায়ে শিষ্য করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট।

(১২) গোস্বামী সমগ্রজগৎকে হরিসেবায় নিয়োগ করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতি-গোস্বামিবাদী নিজের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্বসূত্রে অপরের উপর প্রভুত্বের ছলনা দেখাইতেও ঐরূপ অবৈধচেষ্টা ভোগমূলা।

(১৩) গোস্বামীর গুরু বা আচার্য্যের কার্য্য কৃষ্ণ-প্রীতি-মূলক, আর জাতিগোস্বামিবাদী গুরুব্রুবের চক্ষবিপ্রের ন্যায় আচরণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর।

(১৪) গোস্বামী কৃষ্ণৈকশরণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং জনসঙ্গ দ্বারা অভিভূত হইবার অযোগ্য; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিমাত্রে গোস্বামী যোষিৎসঙ্গে ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ দ্বারা অভিভূত, তাই কখনও বা ধর্ম্মের ছল করিয়া পাঠ, দীক্ষা বা বিগ্রহদেবায়েৎরূপে ঠিকাদারীসূত্রে লব্ধার্থদ্বারা স্বীয় পদাভরণ নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, স্বীয় সন্তানের জিহ্বাবেগের প্রশ্রয় দিবার জন্য মৎস্যাদি অমেধ্যদ্রব্য-সংগ্রহ, কখনও বা পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার জন্য কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের পদাবলেহনে নিযুক্ত।

(১৫) গোস্বামিগণ শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত—তাঁহারা অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত নহেন; আর হরিবিমুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিবাদী অন্যাভিলাষী অর্থাৎ একমাত্র পরমার্থ কৃষ্ণ ব্যতীত জড়ীয় কনককামিনী প্রতিষ্ঠারূপ অর্থের জন্য লালায়িত, তাঁহারা কর্ম্মীর অনুগ, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে জ্ঞানি যোগীরও মনোরঞ্জন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

(১৬) গোস্বামিগণ ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির উপাসক—রূপানুগ; বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ ভোগ্যাঙ্গীর উপাসক, স্বীসঙ্গীর সঙ্গীর উপাসক, প্রাকৃতরূপ বা জাতরূপের অনুগত। গোস্বামিগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত আর জাতিগোস্বামিবাদী প্রাকৃত-সহজিয়া।

(১৭) গোস্বামিগণ স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও ভক্তবৎসল, আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অপেক্ষাযুক্ত অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অধীন বিষয়ীর বা শিষ্যের ইন্দ্রিয়যন্ত্রের ইন্ধনপ্রদাতা, বিষয়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা-ছলনাযুক্ত।

(১৮) গোস্বামিগণ ষড়্‌বিধা শরণাগতিযুক্ত—'ভগবানই আমাকে রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাসময়ী শরণাগতির স্বরূপ লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে সকল সময়েই বর্ত্তমান; আর অজিতেন্দ্রিয় জাতিগোস্বামিগণ শরণাগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা "আমার অর্থ না হইলে কিরূপে চলিবে"—এইরূপ বহির্ম্মুখবিচার-বিশিষ্ট। তাঁহাদের ভক্তি-অনুকূলবিষয় গ্রহণ করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প নাই এবং প্রতিকূল বর্জ্জন করিবার উপযুক্ত বলও হৃদয়ে নাই, তাই, তাঁহারা ধর্ম্মের অধীন দৈবসমাজে বাস না করিয়া অদৈব-বহির্ম্মুখ-সমাজের অধীনত্ব অবলম্বে রত।

(১৯) গোস্বামিগণ সর্ব্বদা হরিজন ও হরিসেবকের সহিত কৃষ্ণকোলাহলপূর্ণ নির্গুণস্থানে বাস করেন; আর বহির্ম্মুখ-জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ হরিবিমুখ স্ত্রীপুত্রাদির গ্রাম্য কোলাহলপূর্ণ নিরয়প্রাপক গৃহে বা কর্ম্মজড় সমাজে ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ হইয়া বাস করিতে ভালবাসেন।

(২০) গোস্বামিগণ ব্যবসায়ী বা বণিক নহেন; জাতিগোস্বামিবাদী অপরাধময়শাস্ত্রবিগর্হিত ব্যবসায় ও বণিগ্‌বৃত্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ।

(২১) গোস্বামিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব, তাঁহারা পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গ করেন না; আর বহির্ম্মুখ জাতিগোস্বামিগণ 'বিদ্ধবৈষ্ণব', বা 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকিয়া পঞ্চোপাসকের অনুগত ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের শাসনাধীন হন।

(২২) গোস্বামিগণ কৃষ্ণরসামৃতসাগরে নিমজ্জিত, কৃষ্ণবিষয়ে লিপ্ত; আর বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ দুঃখপূর্ণ সংসারসাগরে নিমজ্জিত ও বিষয়বিষের পীড়ায় জর্জ্জরিত।

(২৩) গোস্বামিগণ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, উপশান্ত ও নিষ্কাম, সুতরাং সমগ্র জগতের 'গুরু' বা 'আচার্য্য' হইবার যোগ্য, আর বহির্ম্মুখ জাতিগোস্বামিগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অনিপুণ বলিয়া শিষ্যের সন্দেহ দূরীকরণে অসমর্থ, কখনও বা শিষ্যকে অসৎসিদ্ধান্ত জানাইয়া বঞ্চনা করিতে প্রস্তুত, বহির্ম্মুখ জাতিমাত্রে 'গোস্বামী'-নামধারিগণ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব হইয়াও লোকবঞ্চনার জন্য নিজদিগকে 'ঈশ্বর', 'মুক্ত' প্রভৃতি বলিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ধাবিত এবং তাঁহারা নানা-বহির্ম্মুখ-কামনা-যুক্ত, সুতরাং তাঁহারা 'আচার্য্য' বা 'গুরু' হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

(২৪) গোস্বামিগণ আচারবান্‌, সুতরাং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্রজীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন, আর বহির্ম্মুখ-জাতিমাত্রে গোস্বামিগণ আচারহীন, তাঁহাদের আদর্শ অনুকরণ করিলে জীবের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিই প্রবলা হইয়া উঠে।

(২৫) গোস্বামিগণ 'গোস্বামিব্রুব' নহেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজকে 'গোস্বামী' বলেন না বা অপরের দ্বারা বোলান না, তাঁহারা নিজকে 'বরাক', 'জীবক', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' 'পুরীষের কীট হইতে নখিষ্ঠ' প্রভৃতি নিষ্কপট-দৈন্যযুক্ত বাক্য বলিয়া অমানী-মানদধর্ম্ম ও দৈন্যলীলা আচরণে আত্মসম্ভাবিত-বহির্ম্মুখ-জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন ; আর গোস্বামিব্রুব অযোগ্য জাতি গোস্বামিগণ প্রকৃত গোস্বামিগণের সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে কখনও বা স্ব স্ব নামের পশ্চাতে 'গোস্বামী', কখনও বা নিজেই নিজকে 'বড়' মনে করিয়া প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত গোস্বামিগণে জাতিবুদ্ধি করেন এবং শিষ্যদিগকে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের অনুগমনে কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় ব্রাহ্মণাদি-জাতি-দায়ে আবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ও তৎফলে কর্ম্মমার্গের আবর্ত্তে পতিত হন।

(২৬) গোস্বামিগণ নিজদিগের কর্ম্মকাণ্ডীয়মাহাত্ম্যময় জাতির পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন বা দীক্ষিত শিষ্যদিগের জাতির অভিমান-সংরক্ষণে সাহায্যকারীও নহেন— তাঁহারা সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য, নিজদিগকে 'গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণের অনুগত দাসানুদাস' বলিয়াই জানেন ও শিষ্যগণকেও সেই মহাপ্রভুর শিক্ষা বা সম্বন্ধজ্ঞানই প্রদান করেন, পরন্তু কুণপাত্মবাদী জাতিমানে গোস্বামিগণ নিজদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদিগকে তেলি, মালি, সগী তাঁতি প্রভৃতি রাখিতেই ব্যস্ত।

(২৭) গোস্বামিগণ কখনও 'বৈষ্ণবব্রুব' নহেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

আর গোস্বামিব্রুব জাতিগোস্বামিবাদী বৈষ্ণবব্রুব, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য—"অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।"

(২৮) গোস্বামিগণ নামমন্ত্রব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী বা শিষ্যব্যবসায়ী নহেন। যথা :—শ্রীনারদ গোস্বামী, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ ; আর বহির্ম্মুখ জাতি-গোস্বামিগণ ভগবানে শরণাগত নহেন বলিয়া নাম-মন্ত্রাপরাধ-ব্যবসায়ী ভাগবত-ব্যবসায়ী, শিষ্য ব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী।

উপসংহার—অন্ধকার ও আলো পাশাপাশি থাকিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্ধকারকে পরিত্যাগ করিয়া আলোই গ্রহণ করেন, 'চূণ'-গোলা ও ক্ষীর, কৃত্রিম স্বর্ণ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণ এক-স্থানে থাকিলেও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ক্ষীর ও বিশুদ্ধ স্বর্ণই গ্রহণ করিয়া থাকেন. তদ্রূপ যাঁহারা দুর্লভ ও অনিত্য এই পরমার্থদ মনুষ্য জন্মে নিত্য মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইতে অভিলাষ না করেন, তাঁহারা প্রকৃত 'গোস্বামী' অর্থাৎ অধোক্ষজ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আনুগত্য করিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা

"বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক" নামক একখানি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। গ্রন্থখানি "শ্রীশ্রীসনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" হইতে "শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বি, এ ও শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" গ্রন্থপ্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীহরেশ্বর দাস এম, এ, বি, এল, গোয়ালপাড়া, আসাম। গ্রন্থখানি ডবলক্রাউন ১৬পেজী সাইজে ১৯১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত একটী বিস্তৃত-ভূমিকাও গ্রন্থখানিতে সংযুক্ত আছে মূল্য ১, একটাকা। আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট সামগ্রী গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত ১১শটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে— (১) বৈষ্ণব সম্প্রদায়, (২) গুরুতত্ত্ববিচার, (৩) ঈশতত্ত্ববিচার (৪) জীবতত্ত্ববিচার, (৫) ভক্তিতত্ত্ববিচার, (৬) শ্রীনাম তত্ত্ববিচার, (৭) প্রয়োজনতত্ত্ববিচার, (৮) মায়াবাদবিচার (৯) সমন্বয়বাদবিচার, (১০) সহজিয়া মত বিচার, (১১ বৈষ্ণবাচার বিচার।

গ্রন্থলেখক আসামদেশীয় কোন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই আসামদেশীয় বহুকবি আসামের শঙ্করদেবের বহু-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্করদেবের প্রচারিত বিদ্ধবৈষ্ণবমতের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিতশুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের পার্থক্য বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে গ্রন্থকার বহুশাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া শঙ্করদেবের মায়াবাদ

দুষ্ট-মত খণ্ডন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, গ্রন্থখানির মধ্যে পঞ্চোপাসক বিষ্ণুপূজক ও শুদ্ধবৈষ্ণবের তারতম্য, আউল, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি বিদ্ধ-বৈষ্ণব-মতবাদের সহিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব মতের পার্থক্য প্রভৃতিও তিনি বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তিনি বর্ত্তমানে প্রচলিত নানাবিধ মতবাদকে বহুশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থাপনই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের রচনা ও বিশ্লেষণ-প্রণালী অতীব সুন্দর। সুদূর আসামপ্রদেশেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর দেখিতে পাইয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত, সুতরাং কেবল আসামপ্রদেশে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্র এইগ্রন্থ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে অনেকে গ্রন্থ লেখেন বটে, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ও বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম সমপর্য্যায়ে গণিত হয়, অনেক স্থলে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদেরই বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসাম হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানিতে সেই দোষটী নাই, ইহা বড়ই সুখের কথা। গ্রন্থ-লেখক প্রথম সংস্করণে মনে হয়, মুদ্রাকরপ্রমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নাই, যাহা হউক একটী সংশোধন-পত্র সন্নিবেশিত হওয়াতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসুব্যক্তি-মাত্রকেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বিষয় জানিতে পারিবেন। গ্রন্থটী সরল ভাষায় রচিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে বুঝিবারও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সহস্র মুদ্রাব্যয়ে শত আকর গ্রন্থ খরিদ করিয়া পাঠকগণ নিজ নিজ অহঙ্কার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া হরি বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। সেই সত্যনিষ্ঠ পাঠকের এত অল্পব্যয়ে এত অধিক সম্পত্তিলাভ বিচার করিলে আমরা এই গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ও আসাম দেশে গৃহপল্লীর স্থায় প্রতিগৃহে এবং প্রত্যেকের হস্তে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

প্রেরিত সমালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪২ সংখ্যার পর)

উক্ত বাক্যে ভূমিকালেখক কোথায় ভুল করিয়াছেন, পাঠকগণ এখন তাহাই অনুসন্ধান করুন। অনুবাদক বলিতেছেন,—"তথায় চিচ্ছক্তি আছেন সত্য"; কিন্তু এ স্থলে বক্তব্য এই যে, অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে পৃথক্ অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ শক্তিরও শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান সম্ভব হয় না। তাহা হইলে এই ব্রহ্মলোকে যে চিচ্ছক্তি অবস্থান করিতেছেন, সেই শক্তির শক্তিমত্ত্ব কে? মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মে ত' 'শক্তি' স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি, 'চিচ্ছক্তি' না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪০

আবার ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে যেমন তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বের হানি হয়, সেইরূপ আবার ব্রহ্মকে শক্তিও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তদ্দ্বারা তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রতিকূল হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কথিত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'বস্তু' বা 'বস্তুর স্বরূপ' বলা যাইবে না; কিন্তু উহা বস্তুর গুণ বিশেষ। কেন না 'বস্তু' বলিলে বস্তু-মাত্রেরই যে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটী বিশেষ আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব 'ব্রহ্ম' বা 'পরমাত্মা' কেবলমাত্র এক একটী বৃত্তিগম্য।

ভূমিকা লেখক অন্যত্র 'ব্রহ্মের ধাম'—এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রহ্মের ধাম' বলিয়া কোন বাক্য হইতে পারে না। সিদ্ধান্তশাস্ত্রে 'ব্রহ্মধাম' শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'ব্রহ্মধাম' বা 'সিদ্ধলোক' সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
'সিদ্ধলোক' নাম তা'র প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৫।৭২-৭৪

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২৮।৪৭) শ্লোকের টীকায় মহা-মহোপাধ্যায় ভক্তরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥"

"ইতি অর্জ্জুনং প্রতি স্বয়ংকৃষ্ণেন তেজোবিশেষং তে প্রাপ্তাঃ।" অর্থাৎ অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তি অনুসারে শমশীল, ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ 'ব্রহ্মধাম' অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গকান্তি বা তেজো-বিশেষকে লাভ করেন। এইত' গেল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কথা। আবার বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্য যতিরাজ শ্রীল রামানুজের আনুগত্যে শ্রীমদ্বীর-রাঘবাচার্য্য তদীয় ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মাখ্যমিতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ব্রহ্ম-লোকাখ্যমিত্যর্থঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বলিতে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ 'ব্রহ্মের ধাম' এরূপ অর্থ না করিয়া মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় অর্থাৎ ব্রহ্ম নামক লোক—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—কেন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ "ব্রহ্মের ধাম" এইরূপ অর্থ করিলে কি দোষ হয়? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ধাম—তদ্রূপ-বৈভব; যথা—শ্রীভগবৎসন্দর্ভে,—

"একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে।"

—অর্থাৎ পরতত্ত্ব ভগবান্ স্বীয় স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তিবলে স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন। 'ব্রহ্মের ধাম' বলিলে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহার ধাম অর্থাৎ তদ্রূপবৈভব স্বীকার করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিও আপনা হইতে সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে মায়াবাদিগণ তাঁহাদের ব্রহ্মকে আর নির্ব্বিশেষ রাখিতে পারেন না। শক্তির পরিণাম তদ্রূপ-বৈভব বা তদীয় ধামের স্বীকারে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম সশক্তিক হইয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে কেবলাদ্বৈতবাদেরও হানি হয়। কেবলাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর তদীয় উপনিষদ্ভাষ্যে 'ব্রহ্মলোক' বলিতে কি অর্থ করিয়াছেন, পাঠকবর্গ অনুসন্ধান করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মুণ্ডক উপনিষদে ৩।২।৬২ মন্ত্রের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিতে-ছেন :—

"ব্রহ্মলোকেষু" * * * *
সাধকানাং বহুত্বাৎ ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ। অতো বহুবচনং, ব্রহ্মলোকেষিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ অর্থাৎ ব্রহ্মই—লোক ব্রহ্মলোক; সাধকগণের বহুত্বনিবন্ধন 'ব্রহ্মলোক' শব্দে বহু বচন প্রদত্ত হইয়াছে, ফলতঃ উহার অর্থ 'ব্রহ্মে'। এস্থলেও শঙ্কর ভূমিকালেখকের ন্যায় 'ব্রহ্মধাম' স্থলে 'ব্রহ্মের ধাম' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করেন নাই। অতত্ত্বজ্ঞ গুরুব্রুবকে সিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরু জ্ঞান করিলে যে গুর্ব্বজ্ঞারূপ অপরাধ হয় এবং সেই অপরাধের ফলে যাহা ঘটিয়া থাকে ভূমিকা-লেখকের লেখনীতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে মাত্র।

এই সমালোচনার মূলে কোন প্রকার হিংসা নাই, বস্তুতঃ ইহা জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই জানিতে হইবে। কেননা, কনিষ্ঠাধিকারী কোমলশ্রদ্ধব্যক্তিগণ ঐ সকল অপসিদ্ধান্ত পূর্ণ বঙ্গানুবাদ পড়িয়া নিজের মঙ্গললাভের কথা দূরে থাকুক, স্বতঃ পরতঃ অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকেন। ঐরূপ গ্রন্থ পড়া অপেক্ষা চিরকাল অনভিজ্ঞ হইয়া থাকাও ভাল। নাস্তিক বিষয়াসক্ত মতজ্ঞিয়াগণের অনুগমনে কেহ কোনও দিন নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, সিদ্ধান্তে সুনিপুণ ব্যক্তিগণের চিত্ত কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য, বিষয়-সম্ভোগে-উদাসীন। যাহারা ভাগবতাদি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ পরিবার স্ত্রী-পুত্রাদি ভরণ পোষণে নিযুক্ত থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে-অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে নিজের অখিল চেষ্টায় নিযুক্ত করেন, বাহ্যে তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহা 'ভক্তি' নহে কিন্তু উৎপাত বিশেষ।

শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণরত পণ্ডিতা-ভিমানী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া তদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

"উপশমফলাদ্বিদ্যাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাং
ভবতি বিফলোহয়ং প্রারম্ভস্তত্র কিমদ্ভুতম্।
নিয়ত বিষয়া হেতে ভাবা ন যান্তি বিপর্য্যয়ং
জনয়তি যতঃ শালেবীজাৎ ন জাতু যবাঙ্কুরম্॥

অর্থাৎ যে বিদ্যা হইতে উপশম অর্থাৎ বহির্বিষয়ে বিরতি-লাভ হয়, সেই বিদ্যা হইতে যাঁহারা ধন প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যাহার যে স্বভাব তাহা কখনও অন্যথা হয় না। কেন না ধানের বীজ হইতে কখনও যবের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। অতএব যাঁহারা বিদ্যা অভ্যাস করিয়া কেবল ধনের আশা করেন, তাঁহাদের পরাভব হওয়াই উচিত। (ক্রমশঃ)

[সম্পাদকীয় মতামত পরে প্রকাশ্য]

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রেরিত পত্র

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহোদয়, শ্রীচরণা-বুজেষু—দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ—

মহোদয়! অস্মদীয় বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির পরিপাকে কুসিদ্ধান্তবাদী বৈষ্ণবক্রনগণ শাসিত বর্ত্তমান তাম্রলিপ্ত প্রদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আচার্য্য ও প্রচারক-বৃন্দকে কয়েক দিনের জন্য পাইয়া অতীব সৌভাগ্যমন্য হইয়াছি। তাঁহাদের নিম্নোক্ত প্রচার-প্রসঙ্গ পত্রস্থ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

পুরাণ-বিশ্রুত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের বিহারক্ষেত্র শ্রীমন্মহা-প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাসুঘোষের সিদ্ধপীঠ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের পাদপূত তাম্রলিপ্তপ্রদেশ একদা শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাল্যশিরোমণি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দানুগত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতিপ্রিয়স্থলী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ অধিবাসিবৃন্দ এইস্থানে শ্রীশ্রীনামমহিমা ঘোষণার্থ নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-সমাজ ও বিবিধ অপধার্ম্মিক অনাচারী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের ছলে প্রবলপ্রতাপে প্রদেশটীকে নানাপ্রকার আবিলতায় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, অধঃকৃত অসদাচারশীল মর্কট-বৈরাগিদলের কুমতে ভুলিয়া সরলপ্রাণ অধিবাসিবৃন্দ বঞ্চিত রহিয়াছে। মন্ত্রবণিক্, শ্রীমদ্ভাগবতজীবী, অর্থ বিনিময়ে রসকীর্ত্তনকারিগণের দৌর্জ্জন্যে স্থানটী একান্ত হরি-বিমুখ ও দুর্ভাগ্য হইয়াছে; তাহাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বর্ত্তমান কালের একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্থানীয় মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদার শীল মহাশয়-গণের সুযোগ্য নায়েব বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবা-পরায়ণ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত সত্যজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাগ্রহপ্রার্থনাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজদ্বয়কে প্রেরণ করায়, তাঁহারা ব্রহ্মচারিগণ সহ বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দিবস তাম্রলিপ্তে পদার্পণ করিয়া উক্ত জমিদারের কাছারি বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ননীলাল বসু আমমোক্তার মহাশয় অতীব যত্নে উঁহাদের অতিথিসংকার-কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। হ্যামিল্টন্ স্কুলের স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ চক্রবর্ত্তী বি, টি, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ও সুব্যবস্থায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সায়ংকালে শ্রীমৎ পর্ব্বতমহারাজের সুললিত কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভারতী মহারাজের সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শুদ্ধভক্তিবিষয়িণী ওজস্বিনী বক্তৃতায় উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমুদয় সিদ্ধান্তাবলী শ্রবণ করিয়া পুলকিত হন। জৈবস্বভাবের উদ্বোধনার্থ শুক্রবার প্রত্যূষে নগরসংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ ভারতীমহারাজের গৌড়ীয়-বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ও গ্লানি-নিরসনে অদ্ভুত ত্যাগ ও তেজঃ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং জীবের স্বভাবের উদ্বোধনহেতু এই প্রকার আচার্য্যের দীর্ঘকাল সঙ্গ ও সদুপদেশ যে একান্ত আবশ্যক—তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। প্রকৃত জীবে দয়ার আদর্শ ইঁহাদের দ্বারাই প্রদর্শিত হইতেছে, এই বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। নাম-মহিমা প্রচারকার্য্যে প্রধান সহায়ক উক্ত স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত পঙ্কজাক্ষ সিদ্ধান্ত বি, এ ও মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র জানা মহাশয়দ্বয়ের পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য; অধিকন্তু শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর মঠের মোহান্ত মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমদ্গোবিন্দগোপালানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় ব্রহ্মচারিগণ সহ মহারাজদ্বয়কে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্র প্রসাদান্ন দ্বারা সম্মানিত করেন। উঁহারা তাঁহার বিনীত ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়া যাহাতে শ্রীপাটের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ

স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে উহার ভবিষ্যৎ ব্যবহারাদি বিষয়ে ও মঠের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনে অনুরোধ করেন।

গোস্বামিজী মহারাজগণ ২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার নগর হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে রঘুনাথবাটী গ্রামে হরিনামপ্রচারার্থ উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যানুগ কোন শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীশ্রীরামসীতা ও হনুমদাদি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়া যান। কাশীযোড়ার রাজবংশ প্রচুর ভূসম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া সেবার সৌষ্ঠব বিধান করেন। অধুনা ঐ সম্পত্তির বার্ষিক আয় আনুমানিক ত্রিশসহস্র মুদ্রা। শনিবারে বৃষ্ট্যাদি দুর্য্যোগ বশতঃ অল্প সময়মাত্র শ্রীহরিকথা আলোচিত হন। পরদিন স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র সম্মুখে এরূপ মঠপ্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য, বর্ত্তমানকালের মঠের দুর্দ্দশা, মঠাধিপতিদিগের চরিত্রহীনতা, সম্পত্তির অপ-ব্যবহারাদি প্রকৃত দোষসমূহের উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উহা দূরীকরণের উপায় ও বর্ত্তমান কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে মঠাধ্যক্ষ ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে সতর্ক করা হইল। বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত অচ্যুতানুজ দাস ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মাইতি মহাশয় পীড়িত থাকিলেও অতীব আগ্রহের সহিত ভারতী মহারাজের তেজঃপূর্ণ উপদেশামৃত হরিকথা মুখে শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন এবং এতাদৃশ প্রচারকের অভাবে মঠের আধুনিক দুর্দ্দশা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে; গৌড়ীয়মঠের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মশিক্ষাদিদ্বারা সংস্কার সাধন একমাত্র পন্থা, —এইরূপ স্থির করিয়া উপদেশ পালন করিতে কৃতসংকল্প হন। পরদিবস শ্রীশ্রীরঘুনাথের বিচিত্র প্রসাদান্নদ্বারা পারণ সমাপন করিয়া তমলুকে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। ঐদিন সায়ংকালে কতিপয় ভক্ত বাসায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন ও মহারাজের নিকট হরিকথা মুখে মীমাংসা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

সেবকাধম—

শ্রীনন্দলাল রায় (কাব্যতীর্থ বি, এ)

মথুরী—প্রধানপণ্ডিত

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুরবৃন্দাবনের আবির্ভাবোৎসব তাঁহার শ্রীপাট দেন্দুড়ে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ—গত ১০ই আষাঢ় ২৫শে জুন শুক্রবার শ্রীশ্রীস্নানপূর্ণিমা দিবস হইতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব প্রায় এক-মাসব্যাপীকাল অনুষ্ঠিত হইবে। ভক্ত ও ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট তিথিতে উৎসবের বিশেষ বিশেষ অধিবেশন ও মহোৎসবাদি সম্পন্ন হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বিপ্রলম্ভলীলা প্রকটকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্য-লীলাভূমি। ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনা-বতার শ্রীল গৌরসুন্দর এইস্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া আশ্রয়তত্ত্ব-জীবকুলকে পরমদিব্য শ্রীকৃষ্ণা-ন্বেষণ শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। এইস্থানে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বরূপ রামরায়ের সহিত কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসব শ্রীশ্রীনিত্যপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রায় রামানন্দপ্রভুর **শ্রীজগন্নাথবল্লভে** মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর, শ্রীগুণ্ডিচা অতি নিকট এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরও অধিক দূর নহে, সুতরাং এবার শ্রীপুরুষোত্তমযাত্রিগণ যাহাতে সর্ব্ব-ক্ষণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসব ও মহোৎসবাদিতে যোগদান করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীজগন্নাথবল্লভে উৎসবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র—বৈষ্ণব-গণের কৃষ্ণান্বেষণস্থলী, তাহাতে আবার শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অত্যন্ত নিজজন শ্রীরায় রামানন্দের ভজনস্থলী সেবোন্মুখভক্ত-গণের হৃদয়ে কৃষ্ণান্বেষণস্পৃহা প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া দিবেন। অতএব আমরা সমগ্রবৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। এই উৎসবে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা, গৌরবিহিতসংকীর্ত্তন, বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন, আলো-চনা ও ইষ্টগোষ্ঠী এবং মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা বিশ্ববাসী জীবমাত্রকেই এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি।

গোদ্রুমে বাষ্পীয়যান—৩০শে জুন হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্যতম দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে রেল ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায় শ্রীধাম-যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই আষাঢ়, ১৩৩৩, ৩রা জুলাই, ১৯২৬ | ৪৫ শ সংখ্যা

সারকথা

সুকৃতিমানের প্রতি প্রভুর আদেশ কি

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
প্রভু কহে, কভু তোমায় না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি, কর জীবেরে নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন অঙ্গীকার॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮ ২৯,১৪৭-১৪৮

তীব্রতম দুঃখ কি?

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪, ৭।৪৮

মহান্তের স্বভাব কি?

মহান্তের স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩৯

ভক্তের দেহ আদরের কেন?

প্রভু কহে,—তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১

মহানুভবের স্বভাব কি?

প্রভু কহে,—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৭৭-৭৮

'কৃষ্ণনামে'র মুখ্য অর্থ কি?

প্রভু কহে, 'কৃষ্ণ'-নামের বহু অর্থ নাহি মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন' মাত্র এই জানি॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।৭৯

স্বকীয় ও পরকীয়-বাদ

শ্রীকৃষ্ণ অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকল-ই অবিচিন্ত্য। অনর্থযুক্ত মানব বা দেবাদি ত' দূরের কথা, শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপও উহার অণুচিদ্ধর্ম্ম নিবন্ধন আরোহপন্থায় অবিচিন্ত্য ভগবানের লীলারস উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তবে শুদ্ধ নির্ম্মলাত্মা যখন হ্লাদিনী বা কৃষ্ণশক্তির কৃপায় উদ্ভাসিত হয়, তখনই সেই আত্মস্বরূপ কৃষ্ণলীলারস আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে।

সর্ব্ব অপ্রাকৃত রসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মধুররস অপার, অতুল, অসমোর্দ্ধ ও দুর্ব্বিগাহ। কিন্তু কৃষ্ণের দুইটী অসীম গুণ জীবের পক্ষে বড়ই ভরসাস্থল। একটী—তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা, আর একটী—তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা-প্রভাবে তিনি অপার, অসমোর্দ্ধ, দুর্ব্বিগাহ তত্ত্বকেও অনায়াসে প্রপঞ্চে আনয়ন করিতে পারেন। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রভাবে তিনি তুচ্ছ প্রপঞ্চে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এবং প্রপঞ্চের হেয়তা ও অবরতার সহিত সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃষ্ট বা অনভিভূত থাকিয়াও ঐ সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট-তত্ত্ব প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রবিশিষ্ট ভক্তগণের অপ্রাকৃত সুদর্শনের বিষয়ীভূত হয়।

বিশেষতঃ কলিযুগের জীবের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, কারণ এই যুগে স্বয়ং মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারস বিতরণ করিবার জন্য ঔদার্য্যময় বিগ্রহরূপে প্রকটিত। আবার জীবের সৌভাগ্যের পথ এই যুগে এত সহজভাবে আবিষ্কৃত যে, স্বয়ং বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের ভাবে অবতীর্ণ হইয়া লোকশিক্ষক।

কিন্তু ভগবানের এত অধিক করুণাসত্ত্বেও আমাদের দুর্দ্দৈব প্রবল হইলে, আমরা বিবর্ত্তবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট হই। "এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"—ঔদার্য্যলীলা-প্রকটকারী লোকশিক্ষক গৌরসুন্দরের এই উক্তি আমাদেরই দুর্দ্দৈবজ্ঞাপক। দুর্দ্দৈব জীবকে বিবর্ত্তে পাতিত করিয়া অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হইতে প্রাকৃত সহজধর্ম্ম-সমূহে অনুরাগবিশিষ্ট করাইয়া দেয়। তাই জগতে প্রাকৃত-সহজিয়ার দুই প্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—এক প্রকার—নীতিবাদী, আর এক প্রকার—নীতি-উল্লঙ্ঘনকারী ব্যভিচারী। নীতিবাদিগণ অদ্বিতীয় ভোক্তা রসিকরাজ লীলা-পুরুষোত্তমের লীলাবলীকে তাঁহাদের প্রপঞ্চগত ক্ষুদ্র পাপপুণ্যবিচারের গণ্ডীমধ্যে মাপিতে গিয়া পরমা শ্রী-যুক্তা শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহাদের মাপকাঠির 'শ্লীলতা অতিক্রম করিয়াছে' বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা ব্যভিচারযুক্ত অক্ষজ মনোধর্ম্মের বিচারের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিতে গিয়া 'নাস্তিক' হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির' উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া "গাছে না উঠ্‌তে এক কান্দি"—এই ন্যায় অবলম্বন করেন—

> "অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
> স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্ম্মধুরো ময়া॥"
>
> —উঃ নীঃ গৌণসম্ভব প্রঃ ২৩

—অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার—প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রবেশ অসাধ্য, অপার কেননা, অপ্রাকৃত-রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, তাহা পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্ব মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও সেই অধোক্ষজতত্ত্ব প্রাপঞ্চিক শব্দমলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। যদি ভগবান্ স্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাঁহাদের পক্ষে প্রতীতি-দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই রস-সমুদ্র দুর্ব্বিগাহ। কেবল সেবোন্মুখ পুরুষ তটস্থ হইয়া জগতে তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিতে পারেন। সেবোন্মুখতাক্রমে জীবের চিদ্বিষয়িনী বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়।

শ্রীরূপের এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমরা যে বলপূর্ব্বক 'রূপানুগ' হইতে চেষ্টা করি, তাহা আমাদের দুর্দ্দৈব মাত্র। কখনও বা জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে আমরা শ্রীল রূপপাদের উক্ত বাক্য অবহেলা করিয়া থাকি। যাঁহারা জ্ঞাতসারে উক্ত বাক্যের

অবহেলা করেন, তাঁহারা গুর্ব্বপরাধী ; সুতরাং দূর হইতে দণ্ডবদ্‌যোগ্য। আর যাঁহারা অজ্ঞাতসারে উক্ত বাক্যের বিরুদ্ধ-পথে চলেন, তাঁহারা বিপথগামী, সুতরাং কৃপার পাত্র।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিমুখতার সহজবৃত্তিই এই যে, তাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া 'অপ্রাকৃত' বুঝিবার চেষ্টা করেন। একশ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতি-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অশ্রৌত মনোধর্ম্মে বিচার করেন,—প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতার উদ্ভব হইয়াছে—পশুপক্ষী ও স্ত্রীপুরুষের প্রেম হইতেই কল্পনাবশে অপ্রাকৃত রাজ্যের বিচিত্রতার ছবি গৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা এই জগৎকে নিত্য চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলনরূপে গ্রহণ না করিয়া হরিবিমুখতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকল্পে চিজ্জগতের নিত্যলীলার অবতরণকে বিকৃত হেয় প্রতিফলন বলিয়া কল্পনা করেন। তাই তাঁহারা ভগবানেরও চিন্ময়-নিত্য-নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকেও জড় ভোগ্যের অন্যতম জানিয়া প্রকৃতির দ্বারা অভিভাব্য জ্ঞান করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-ভাগবত-বিরোধী সিদ্ধান্তেরই আদর করেন। আধুনিক গ্রাম্য কবি, প্রাকৃত সাহিত্যিক প্রভৃতি এই শ্রেণী মধ্যে গণ্য। আর এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া মুখে 'শক্তি পরিণামবাদ' স্বীকার করিলেও, শ্রুতির কথা মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রাকৃত ধারণায় 'অপ্রাকৃত' বুঝিবার জন্য কৌতূহলবিশিষ্ট। তাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধি-বিজড়িত হইয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায় দুর্ব্বিগাহ অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব বুঝিতে চান, দেবীধামে থাকিয়া বিরজার পরপারের সন্ধান লইতে চান, আত্মার সহজধর্ম্মকে অনাত্মার অর্থাৎ ভোগোন্মুখ দেহ ও মনের সহজধর্ম্মের সহিত এক ভাবেন।

এই সকল ব্যক্তি 'স্বকীয়' ও 'পরকীয়' শব্দের তাৎপর্য্য এবং এই তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে যে অপ্রাকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে আমাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় উদ্ভাসিত ও অপ্রাকৃততত্ত্বের উদ্দেশ লাভ করা উচিত। তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রপঞ্চগত বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা বা অনুমানবলে ঐসকল অধোক্ষজ-সেবাপর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদিগকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া অপ্রাকৃত-সহজতত্ত্বের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য্যের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে যতটুকু শ্রবণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই কিয়দংশ আচার্য্যের আদেশমাত্র পালনের জন্য নিম্নে ব্যক্ত করিলাম।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সর্ব্বরস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর-রস কহি তা'র নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ॥

—চৈঃ চৈঃ আদি ৪র্থ

আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মই—আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় নাই। কিন্তু পররামতাধর্ম্মে রসবৈচিত্র্যতা ও রসোৎকর্ষের জন্য বহুবিধ পৃথক্ সহায়ের অবস্থান আছে। আত্মারামতা ও পররামতা উভয়ই নিত্য ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন 'আত্মারাম', অপরদিকে তেমনই 'পররাম'। এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত লীলাপুরুষোত্তমের পক্ষেই স্বাভাবিক। কৃষ্ণলীলায় এককেন্দ্রে আত্মারামতা, আবার তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পররামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের নিরপেক্ষভাব ও শুষ্কতা, আবার পরকীয়েরদিকে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রসের অধিকতর প্রফুল্লতা।

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" (ভাঃ ১০।৩৩।১৬), "রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি-লীলয়া" (ভাঃ ১০।৩৩।১৯), "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" (ভাঃ ১০,৩৩,২৫) প্রভৃতি ভাগ-

বতীয় বচনদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, 'আত্মারামতাই' কৃষ্ণের নিজধর্ম্ম। কৃষ্ণ—অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া আত্মারাম কৃষ্ণকে ক্রীড়া করান। কৃষ্ণের এক পরাশক্তিই রসবিলাসের জন্য অনন্তশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। ঐ অনন্তশক্তি পরাশক্তিরই কায়ব্যূহ বা বিস্তার। রাসক্রীড়াতে এক কৃষ্ণ যতসংখ্যক, গোপী-শক্তিও ততসংখ্যকরূপে প্রকাশিতা। সকল-ই কৃষ্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করান, লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথক্-ভাবে সাজান এবং রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান প্রদান করেন। এই অচিন্ত্য-চিচ্ছক্তির অচিন্ত্যব্যাপার ক্ষুদ্রজীব বা ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতার বুদ্ধির অগম্য।

কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি তথায় প্রবল থাকায়, দাস্যরস পর্য্যন্তই তথায় রসের সুন্দর গতি অর্থাৎ সেই স্থানের মধুররসসাদৃশ্যও দাস্যের স্তরে স্থিত। আবার স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্লভতা ও চমৎকারিতা হয় না দেখিয়া তিনি আত্মশক্তিকে শতসহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া বিলাস করেন।

বিকৃতপ্রতিফলনরূপ প্রাকৃত জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিজ্জগতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব নিত্যসিদ্ধ। প্রাকৃত জগতে বিবর্ত্তবুদ্ধি-ক্রমে যে বিকৃত বহুবিষয় ও বহু বিকৃত আশ্রয়রূপ অভিমান উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ভোগবুদ্ধি প্রভৃতি জঘন্যতা ও হেয়তার চিত্রই নিত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে একমাত্র নিত্যসিদ্ধ বিষয়ের অনন্ত আশ্রয়স্বরূপ অভিমান নিত্যসিদ্ধ থাকায় তথায় আশ্রয়ের মধ্যে পরস্পর যে সকল প্রতিযোগিতাদিভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ ও চিদ্রসবিচিত্রতার সহায় এবং চমৎ-কারিতার পুষ্টিকারী।

নশ্বর জড়জগৎ চিন্ময়ের হেয়-বিকৃত-প্রতিফলনস্বরূপ। বিকৃত হেয় প্রতিফলনে সকলই বিপরীত। আদর্শে আমরা যখন আমাদের প্রতিবিম্ব দেখি, তখন আমরা আমাদের দক্ষিণহস্তকে বামহস্তরূপে এবং বামহস্তকে দক্ষিণ-হস্তরূপে দেখিয়া থাকি। জলাশয়ে পতিত বৃক্ষপ্রতি-চ্ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বৃক্ষের মূলদেশ ঊর্দ্ধদিকে ও ঊর্দ্ধদেশ নিম্নদিকে প্রতিফলিত হইয়াছে। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতে বিকৃতপ্রতিফলনে যেটী অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত, অপ্রাকৃত জগতে বস্তুর নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধ মূলস্বরূপে তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। এইরূপ বিচার নহে যে, প্রাকৃত জগতের 'নিকৃষ্ট ব্যাপারটী' সেই স্থানে 'উৎকৃষ্ট' বলিয়া স্থাপিত। যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের অভ্যুদয় বা অচিতেই চিচ্ছক্তিবিশেষ বর্ত্তমান কল্পনা করেন, সেই সকল আরোহবাদী হরিবিমুখ ব্যক্তি এইরূপ বিচারে পতিত হইয়া বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি হইয়া পড়ে; পরন্তু যাঁহারা অবরোহবাদী, তাঁহারা জানেন, জগতে বিকৃত প্রতিফলনরূপ ভোগভূমিতে পার-কীয় বলিয়া যে কথা প্রচলিত, তাহা নরকপ্রদ; কিন্তু নিত্যপ্রকট অহেয় উপাদেয় নিত্যাকর সেবাভূমিতে এক মাত্র বিষয়জ্ঞাতক বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাকে 'পারকীয়' অভিধান প্রদান করেন এবং যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা বস্তুতঃ 'অপারকীয়' শব্দবাচ্য ব্যভিচারপূর্ণ, ঘৃণাস্পদ ও দণ্ডযোগ্য ব্যাপার। 'পর' শব্দে একমাত্র কৃষ্ণকে বুঝায়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুই 'পারকীয়'। কৃষ্ণই একমাত্র যখন বিষয় এবং আর বাদ বাকী সকলই আশ্রয়, তখন বিবর্ত্তবুদ্ধি-ক্রমে জীব স্বরূপতঃ আশ্রয় হইয়া যে পুরুষ বা নিজকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান করে, তাহা তাহার অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিমুখতা মাত্র। জড় জগতে বিষয়ের বহুত্ব ধারণা প্রভাবে অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস রাজ্যের অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বহুবিষয়ের অন্যতম জ্ঞান অপরাধময়। আবার কৃষ্ণই যেস্থলে একমাত্র নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ বা ব্যভিচারপুষ্ট বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সামান্য কোন জীব যখন 'নায়ক'পদবী প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে বিষয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় পর-রসকে প্রপঞ্চ মধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুলললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত অক্ষজ-বিচার স্থান পাইতে পারে না।

শ্রী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে (কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৯) শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"মায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

—প্রকটলীলায় ব্রজগোপীদের পত্যভিমানিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবত্তার মাত্র। গান্ধর্ব্ববিবাহাদিও মায়িক-প্রত্যয় মাত্র। মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতি-অভিমানি-গণের সহিত কৃষ্ণ-স্বরূপ-শক্তি ব্রজ-বনিতাগণের কখনই মিলন হয় নাই। বস্তুতঃ একমাত্র শক্তিমদ্বিগ্রহের স্বরূপ-গত শক্তি গোপীগণের অন্যত্র স্বরূপতঃ বিবাহ না থাকায় তাঁহাদের উপপত্নীত্ব বা পরদারত্ব নাই।

তথাপি পরোঢ়াত্ব অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না হইলে অপূর্ব্ব রসোদয়ের প্রাকট্য কখনই স্বভাবতঃ হয় না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কথাটী অনুভব করিতে পারিবেন। অপরের পক্ষে আলোচনা-প্রসার নিষ্প্রয়োজন।

চিচ্ছক্তি-যোগমায়া গোলোকস্থ নিত্য-আকর-স্বরূপ-প্ররোঢ়া-অভিমানকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপশক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে আনয়ন করিয়া সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ-শক্তিগণের বিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নশ্বর-বিষয়-ভোক্তা-পতির পরিবর্ত্তে, নিত্যপতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া 'নিত্যানুরাগৈক-বিষয়' বলেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞা স্বরূপ-শক্তিগণ যোগমায়া দ্বারা নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহাতে রসের উৎকর্ষ ও স্বেচ্ছাময় লীলা-পুরুষোত্তমের ইচ্ছাশক্তির পরমোৎকর্ষই লক্ষিত হয়;—এরূপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। অপ্রাকৃত বিষয়ে অদ্বয়জ্ঞানাভাবে আসুর-ভাব-বিমূঢ়-জনগণ জড় জগতের বহু-বিষয়-সমাকুল অবরতাময় ঔপপত্যের দোষ গুলি কৃষ্ণলীলায় দর্শন করিয়া কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন মাত্র।

কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি গোপীগণ 'পর' অর্থাৎ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয়। অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ-ই তাঁহাদের ভোক্তা হইতে পারে না। যোগমায়ার প্রভাবে অভিমন্যু প্রভৃতি মায়াকলিত অবতারগণ সেই সকল গোপীকে তাঁহাদের বিবাহিত পত্নী বলিয়া অভিমান করেন, অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণেতরতত্ত্বকে বঞ্চনা করাই ব্রজগোপীদের জড়ভোগরত কৃষ্ণসেবাবিমুখ-পতি-বঞ্চনা। সুতরাং ঐরূপ পতি-বঞ্চনা করিয়া একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য-বিধান করাই পারকীয়ত্ব বা কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিত্যাবস্থিতি।

অতএব গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয়রসের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। তথায় পারকীয়-সার—যে স্বকীয় নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পারকীয় নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ, তদুভয়ে এক রস হইয়া উভয় বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজ-মান। গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব শুদ্ধ নির্ম্মল রূপে যুগপৎ অবস্থিত।

বিশুদ্ধ গৌড়ীয়মতে অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ পারকীয় ভজনই স্বীকৃত উহাই শ্রীজীবের স্বকীয়-বিচার। কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীল রূপানুগবর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য চিদ্‌বিলাস-গুরু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী চরণের মতানুযায়ী পারকীয়রসের অনুমোদনকারী ছিলেন না বলিয়া তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তি মনে করেন, জড়ীয় ব্যভিচার নিরসন কল্পে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি তাঁহাদের ন্যায় ব্যভিচারপর রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে!

প্রকট-কালে স্বীয় অনুগতাভিমানিগণের মধ্যে কোনও কোনও অভক্তকে জড়বিচার-ধর্ম্মপর স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারিব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং জড়ভোগপর হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু পারকীয়-বিচার-সৌন্দর্য্যের অনুকূলেই স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত-পারকীয়ব্রজ-রসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেননা, তিনি স্বয়ং রূপানুগবর সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি রসিককুলচূড়ামণিগণ সেই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের 'শিক্ষাগুরু'পদে বরণ করিয়াছেন। মূঢ় প্রাকৃতসহজিয়াগণ

চিদ্বিলাসকে অচিদ্‌ভোগ্যবস্তু-সাম্যে যে ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হয়, তন্নিরাকরণই স্বকীয়-বিচার-প্রদর্শন মাত্র।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন রুচি-প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা এবং কোন কোন স্থলে অপ্রাকৃত পরকীয়বাদের সুষ্ঠু প্রতীতির জন্য অপ্রাকৃত-স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'তাঁহার উজ্জ্বল-নীলমণির' 'লোচনরোচনী' টীকায়—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া" প্রভৃতি বাক্যেই সেই কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পাছে অনধিকারিগণ এত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তত্ত্ব প্রাকৃতবুদ্ধিতে বুঝিতে গিয়া বিকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করে, সেই আশঙ্কায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তিনি জীবের মঙ্গলকামনায় এত সাবধান হইলেও অনাদি-বহির্ম্মুখ গুরুদ্রোহী স্বতন্ত্র জীব নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছে। প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত চরমতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দুষ্ট-মত-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অনর্থযুক্ত প্রাকৃত জীবের পক্ষে রসতত্ত্ব আলোচনা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩০) বলেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনাশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

—অরুদ্র ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ কালকূট পান করিতে যাওয়া মৃত্যুর চেষ্টা মাত্র, তদ্রূপ অমুক্ত ব্যক্তিরও রসতত্ত্ব মনের দ্বারাও আলোচনা করা আত্মবিনাশের হেতুমাত্র। বর্ত্তমানে যে সকল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ—এইরূপ অনধিকার-গত চেষ্টায় প্রবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা এক বুঝিতে অন্য বুঝিয়া বাহাদুর মনে করিতেছে। যাহারা অপ্রাকৃত নির্ম্মল পরম চমৎকার-ময় পারকীয়-রসকে প্রাকৃত-জগতের 'ঘৃণ্য'-'দণ্ডাহ'-ব্যভিচারের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে চায়, তাহারা ধার্ম্মিক ত' দূরের কথা, পশু ও পিশাচাদি ইতর জীব হইতেও নিকৃষ্ট। তাহাদিগের সঙ্গ দুঃসঙ্গ বোধে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ খণ্ড ৩৭ সংখ্যার পর]

(৯ই ফাল্গুন শনিবার হইতে ১১ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৩১)

পরিক্রমাকারিভক্তগণ ৯ই ফাল্গুন রাত্রে কানুঠাকুরের শ্রীপাট বোধখানা হইতে 'ঝিকরগাছা' ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেণে যশোহর আসিয়া পৌঁছিলেন। ১০ই ফাল্গুন রবিবার দিবস যশোহর হইতে প্রাতে ৭॥ টার সময় মোটর-লরীতে প্রায় ২৩ মাইল পথ পরে কোটচাঁদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন, কোটচাঁদপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদক-শায়ী-দাস অধিকারী মহাশয়ের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইল। সেই দিবসই বেলা ৪ ঘটিকার সময় কোটচাঁদপুর হইতে নৌকাযোগে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ভক্তগণ মহেশপুর আসিয়া পৌঁছিলেন। নৌকাপথে কোটচাঁদপুর হইতে মহেশপুর ৬ মাইল, বাঁধারাস্তা দিয়া আসিলে প্রায় ৯ মাইল। এই মহেশপুর গ্রাম ই বি, আর লাইনে মাজদিয়া (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেসন হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্বদিকে। এই গ্রাম পূর্ব্বে নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল, অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত।

মহেশপুর গ্রাম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দপ্রভুর শ্রীপাট। শ্রীল সুন্দরানন্দঠাকুর ব্রজলীলায় দ্বাদশগোপালের অন্যতম সুদাম (গৌঃ গঃ ১২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল সুন্দরানন্দঠাকুর সম্বন্ধে এরূপ উক্তি আছে—

'প্রেমরস-সমুদ্র 'সুন্দরানন্দ' নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১১।২৩) লিখিয়াছেন,—

"সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য-নর্ম্ম।
যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ-ধর্ম্ম॥"

১০ই ফাল্গুন সোমবার দিবস প্রাতে শ্রীল পরমহংস অনুগমনে পরিক্রমাকারিভক্তবৃন্দ নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে

করিতে শ্রীল সুন্দরানন্দঠাকুরের শ্রীপাট দর্শনার্থ শুভবিজয় করিলেন। শ্রীল সুন্দরানন্দপ্রভুর শ্রীপাটে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে একমাত্র শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐ ভিটাটির উপরে শ্রীতুলসীবন ও একটী নিম্ববৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। এখন সুন্দরানন্দপ্রভুর জন্মভিটার অব্যবহিত নিকটেই রসিকদাস বাবাজী নামক জনৈক বাউল প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ স্থানীয় জমিদারগণের অনুমতিতে বাস করিতেছেন। গ্রামের অন্যত্র শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের একটী সেবা স্থানীয় জমিদার-গণের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। ঠাকুরের জন্য জমিদারী ও বৃত্তি আছে, দেবলের দ্বারা পূজা হয়। ইহার নিকটে বেত্রবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় জমিদারগণের মধ্যে কেহ কেহ জানাইলেন যে, এই স্থানে পৌষী কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব-মহামহোৎসব ও অষ্টপ্রহরাদি হইয়া থাকে। শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর বৃহদ্ব্রতী-লীলাভিনয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোনও শৌক্র বংশ নাই। এই স্থানে স্থানীয় জমিদার ও বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে শ্রীল পরমহংসঠাকুর কিছু হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি সংখ্যায় সেই সকল উপদেশের চুম্বক প্রদত্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্রাবলী

(১নং)

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় বরাবরেষু—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রতিবাদ-পত্রখানা আপনার পারমার্থিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য পত্রিকায়ও এই প্রতিবাদ-পত্রখানা পাঠাইলাম।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণচরণ দে।

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত "সোনার-গৌরাঙ্গ"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকার ২৯৭ নং গ্রাহক। আমি নিয়মিতভাবে আপনার পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকি। আপনার পত্রিকা ব্যতীত আমি "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী", 'ভক্তি', 'পল্লীবাসী', 'মাধুকরী', 'গৌড়ীয়', 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ', 'গৌরাঙ্গ-সেবক', 'বীরভূমি' প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিষয়ক পত্রিকারও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত আছি। আমি এতদিন জানিতাম যে, বৈষ্ণবগণ পরচর্চ্চক বা পরনিন্দক নহেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াও আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে বৈষ্ণব-নিন্দার মত অপরাধ আর নাই। সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষমা করেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শচীদেবীর অদ্বৈত প্রভুর নিকট সামান্য মনোগত অপরাধটী পর্য্যন্ত অদ্বৈত-প্রভুর দ্বারা স্খালন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রেম-প্রদান করেন নাই। জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস-ভক্ষণ, ডাকা-চুরি, পরগৃহদাহ, নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য, চকার-বকার উচ্চারণ—সব অন্যায়-কাজই করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবের নিন্দারূপ মহা-অপরাধটী না করাতে তাঁহাদের প্রতি গৌরনিত্যানন্দের কৃপা হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পড়িয়াছি—

"যে সভায়-বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম-থাকিলেও তা'র হয় ক্ষয়॥"

চৈতন্যভাগবত মধ্য ১৩

আপনারা প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া বলেন, কিন্তু আপনার পত্রিকার অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে, ঐ সকল প্রবন্ধ অত্যন্ত বিদ্বেষমূলে লিখিত হইয়াছে। প্রবন্ধের ভাষা ও ভাব দেখিয়া অনেকেরই দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনারা ঐ সকল প্রবন্ধ কোনও স্বার্থভ্রষ্ট-ব্যক্তি দ্বারা প্ররোচিত হইয়া অথবা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক-গণের প্রতি বিদ্বেষ-মূলেই প্রকাশিত করিয়াছেন। আরও মনে হয়, ঐ সকল প্রবন্ধ আপনার বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকারী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া লোক-চক্ষে আপনি আপনাকে বিশেষ খর্ব্বই করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য বা বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রতি এরূপ বিদ্বেষপোষণ করিলে জগতের

কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কাহাকেও আদর করিতে পারেন না। আপনাদের ঐ সকল প্রবন্ধ পড়িয়া আমার কিন্তু 'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়-মঠে'র প্রচার্য্য বিষয়ের সম্বন্ধে একটুও শ্রদ্ধার লাঘব হয় নাই, বরং আরও দৃঢ় হইয়াছে। আমি আপনার পত্রিকার ন্যায় গৌড়ীয়েরও একজন নিয়মিত পাঠক। আমি বহুবিধ-ধর্ম্ম-বিষয়ক পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাঠ করি। কিন্তু গৌড়ীয়ের নিরপেক্ষতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সমস্ত জগৎ—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যদি অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করে কিম্বা বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি যেন গৌড়ীয় তাঁহার হৃদয়ে কি এক মহান্ বল সঞ্চয় করিয়াছেন, যে তিনি সেই নিরপেক্ষ-সত্য লইয়া একাকী সেই সত্যের দৃঢ়ভিত্তিতে অনন্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত। মনে করিবেন না, আমি গৌড়ীয়-মঠের কোনও একটী সভ্য বা শিষ্য। আমি যেমন আপনার পত্রিকার একটী গ্রাহক, গৌড়ীয়েরও তেমন একটী গ্রাহক মাত্র। তবে নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি মৌখিক অনুরাগ প্রকাশ করাকেই যদি কেহ পক্ষাবলম্বন বলেন, তাহা হইলে আমি সেই দোষে দোষী। গৌড়ীয়ের আর একটী বিশেষত্ব এই দেখিয়াছি যে, তাঁহার বাক্যের বিপর্য্যয় নাই। তিনি একবার যে কথা 'সত্য' বলিয়া জানিয়াছেন বা প্রচার করিয়াছেন, কখনও কোন অবস্থাই তাঁহাকে সেই সত্যের বিরুদ্ধবক্তা করিতে পারে নাই। তাঁহার কথার পরিবর্ত্তন নাই—ইহাই একটী তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার ন্যায় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির পত্রিকায় কথার বিপর্য্যয় দেখিতে পাইলাম। আপনার পত্রিকাতেই কিছুদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম যে, আপনিই একবার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর যে গোলোক-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক অকাট্যযুক্তিমূলে জগতে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আপনিই লিখিয়াছিলেন এবং অন্যের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আমি এপর্য্যন্ত বহুবৈষ্ণব সাধু মহাত্মার নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাশয়-প্রকাশিত মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি—ইহাই শুনিয়া আসিতেছি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমার ন্যায় সংসারী জীব এখনও সেই শ্রীধাম-দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই। আপনার এইরূপ কথা-বিপর্য্যয়মূলে কোনরূপ অভিসন্ধি আছে বলিয়া কি কোন নিরপেক্ষ পাঠক সহজেই ধারণ করিতে পারেন না?

দ্বিতীয়তঃ আপনি আপনার পত্রিকায় গৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যের বিরুদ্ধে যে সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কি বৈষ্ণবোচিত কিম্বা অন্ততঃ লৌকিক সভ্যতা-জ্ঞাপক? ঐসকল উক্তি পড়িয়া কেহই আপনার পত্রিকার গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন না। প্রথমতঃ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ সন্ন্যাসী—ত্যাগী, তাঁহারা ভগবানের সেবা ও নামপ্রচার করিবার জন্য জগতের যাবতীয় মায়ামোহ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছেন।

আমরা গৃহী—সংসারী, মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া আছি, ভগবানের জন্য ত' কিছুই ত্যাগ করিতে পারি নাই। সুতরাং আমরা যদি সংসারী হইয়া 'ভগবানের উদ্দেশ্যে ত্যাগীর' নিন্দা করি, তাহা কি আমাদের অনধিকারচর্চ্চা নহে? দ্বিতীয়তঃ যে মহাত্মার নিন্দা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, নিরপেক্ষভাবে সেই মহাত্মার মহত্ত্ব আলোচনা করিলে যে কোনও ব্যক্তি অতি সহজে বুঝিতে পারেন যে, সেই মহাত্মার আজীবনব্যাপী ভক্তিচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই কেহ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। আমরা সাংসারিক জীব, বৈষ্ণবের বাহ্য বেশ ধারণ করিলেও জীবনে অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ও করিতেছি—যাহার স্মৃতি ও যে অভ্যাস এখনও ভুলিতে বা ছাড়িতে পারি নাই। তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে মহাত্মার বিমলচরিত্র, উচ্চ আদর্শ, মহাপ্রাণতা, সুগভীর পাণ্ডিত্য, সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভা, অভূতপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, সহস্র সহস্র নির্ম্মল-চরিত্র ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমাদের অধিকার কত কম। বৈষ্ণব-বিচার বাদ দিয়া সাধারণ এই সকল লৌকিকবিচারেও আমরা কোনও আদর্শ-ত্যাগী মহাপ্রাণ মহাপুরুষের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকারী নহি। তা'র পর আপনার পত্রিকায় গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থসম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, উহার মূলে সমালোচকের কোনও স্বার্থ বা স্বার্থক্ষতির কারণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৌড়ীয়ে সর্ব্বপ্রথমে "বৈঃ-দিগ্দর্শনী" নামক

একখানা গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই সমালোচনা-লেখক বৈষ্ণব জগতের মঙ্গলের জন্য নিরপেক্ষ-ভাবে ঐ গ্রন্থের ভ্রমগুলি সর্ব্বসাধারণে জানাইয়া দিতে-ছিলেন ; কিন্তু উহার কিছুকাল পরেই দেখা গেল যে, আপনার পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থের লেখক তাঁহার ভ্রমের কোন 'কৈফিয়ৎ' না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি বৃথা অপ্রা-সঙ্গিক বিদ্বেষমূলক কথা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করি-লেন এবং তাহার কিছুকাল পরেই আরও একটী ব্যক্তি গৌড়ীয় পত্রিকার জীবহিতকর আচরণের হিংসামূলে অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয়ের বিদ্বেষ ও হিংসার চিত্রটী বেশ ভাল করিয়া বাহ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। উক্ত প্রবন্ধলেখক বিদ্বেষমূলে আদর্শ ও মহান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে যে সকল ইতরভাষা প্রয়োগ করিয়া-ছেন, তাহাতে কি আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে ? আমরা কিন্তু আপনার এই চেষ্টাকে কখনও প্রশংসা করিতে পারি না। সূর্য্যকে কেহ ঢাকিতে পারে না। ছত্রদ্বারা আমাদের চক্ষু ঢাকিলেও সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সূর্য্য ঢাকা পড়ে না। প্রভুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামীকল্প শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্যের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে গিয়া আমার মনে হয়, আপনারা নিজেই নিজকে লোকচক্ষে হীন করিতেছেন। আমি দুঃখের সহিত এই কথা গুলি আপনাকে জানাইতেছি। আমি এতদিন চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণব-পত্রিকা মধ্যে এরূপ বিদ্বেষপূর্ণভাব 'তৃণাদপি সুনীচধর্ম্ম' প্রচারক মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে মনে করিয়াই আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আরও একটী কথা আপনাকে সরলভাবে জানাইতেছি যে, আমার মনে হয় গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ আপনাদের কোন সাধুস্বার্থের ক্ষতি করেন নাই বা কাহারও স্বার্থনষ্ট করিবার স্পৃহা তাঁহাদের আদৌ নাই। তবে তাঁহারা সত্য প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—তাঁহারা কেন, সমগ্র সাধুশাস্ত্রও ইহাই বলেন যে; যোগ্যব্যক্তিই আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। কেবল জাগতিক পাণ্ডিত্য, কুল বা ধন থাকিলেই যে ধর্ম্মরাজ্যে তিনি বড় হইবেন, এমন কোন কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। আবার একব্যক্তি আচার্য্যের যোগ্য হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার পুত্রের বা পৌত্রের আচার্য্যত্ব-গুণ থাকিবে এরূপ কোনও বিধির নিয়ম বা শাস্ত্রশাসন নাই। আপনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার বংশ-পরম্পরাগত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলেই যে গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবেন, এরূপ কোনও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। হয়ত' আপনি গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, আপনার পৌত্র গণিতশাস্ত্রবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াও অন্য কোন বিশেষশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিতের কথা শুনা যায় না।

Pitt (পীট) এর দুই পুরুষ রাজনীতি শাস্ত্রে কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পীটবংশধরগণ সকলেই তদ্রূপ হন নাই। জাগতিক পাণ্ডিত্য বা কুলাদি থাকিলেই যে তিনি ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠব্যক্তি হইবেন, ইহা কোথাও নাই। আমরা জাগতিক উদাহরণেও দেখিতে পাই যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে বহু চিকিৎসালয় থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কখনও বলেন না যে, 'আমি চিকিৎসা-শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, সকলে আমারই নিকট চিকিৎসিত হউক'। প্রবলপরাক্রান্ত ভারত সরকার কখনও বলেন না যে, যেহেতু আমরা ধনে, জনে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আমিই হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। তদ্রূপ কোনও ব্যক্তি কুলে বা জাগতিক পাণ্ডিত্যে বড় হইলেই যে তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবেন, এমন নহে। তাঁহার জাগতিক কুল বা জড়পাণ্ডিত্যের জন্য লৌকিক সম্মান থাকিতে পারে। স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক যদি কোনও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, তাহা হইলেই যে তিনি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারিবেন, এরূপ নহে।

Integral calculus অথবা Metaphysics কিম্বা Ethics এ পারদর্শিতা লাভ করিলেই যে তিনি ধর্ম্মরাজ্যের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা হইবেন, এরূপ নহে। পরন্তু যিনি যত ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন, তিনি ততদূর বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণের ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, কামিনী-কাঞ্চন বা জাগতিক যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই।

এই সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা আমি একমাত্র গৌড়ীয় পত্রিকাতেই পাঠ করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়ের গলদের কথা এত খুলিয়া—এত চুলচেরা বিশ্লেষণ

করিয়া আরম্ভ' কেহ দেখান না। আজ যদি 'গৌড়ীয়' বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দূরীকরণার্থ প্রচারক্ষেত্রে উদিত না হইতেন, তাহা হইলে কে-ই বা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের বিমলতার কথা ও শুদ্ধতার কথা জগতে জানাইত? কে-ই বা নাম মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায় প্রভৃতি যে মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত নহে বুঝাইয়া দিত, কে-ই বা আচার-প্রচারবান্ সদ্‌গুরুই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়, সর্ব্বক্ষণ হরিভজনই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটে হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবাই যে জীবের ধর্ম্ম, ইহা কে জানাইত? কে-ই বা নিত্যানন্দপ্রভু, হরিদাসঠাকুরের ন্যায় আবার জগতের প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিকথা প্রচার করিত? আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, বাহ্য আচারই বুঝি 'বৈষ্ণবতা', 'ডিঙ্গাইয়া চলা'ই বুঝি 'সদাচার', এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম কপটভাবে লোক দেখাইবার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন, কম্প, দশায় পড়া প্রভৃতি-ই বুঝি সাত্ত্বিক বিকার; আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী মর্কট-বৈরাগী জাতি-গোস্বামী, জাতিবৈরাগী—যেরূপই হউক না কেন, ইহারাই বুঝি 'বৈষ্ণব', আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, কেবল লৌকিক-আচার-মত অযোগ্য কুলগুরুর নিকট হইতে একটু 'কাণে ফুঁ' নিয়া হাতের জল শুদ্ধ করাই বুঝি 'বৈষ্ণব হওয়া', আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, যে সর্ব্বক্ষণ দশবিধনামাপরাধ করিয়া 'নামাক্ষর' উচ্চারণ করাই বুঝি নামকীর্ত্তন, আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বুঝি জগতে প্রচারিত অন্যান্য বহু ধর্ম্মের মতই আর একটী ধর্ম্ম, আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম,—পঞ্চোপাসনা, স্মার্ত্তের অধীন থাকিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করা ও তৎসঙ্গে একটু মালাতিলক করিলেই বুঝি 'বৈষ্ণবতা' রক্ষা করা যায়, আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম,—বিষয়ে মত্ত, স্ত্রীতে আসক্ত, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে রত, অর্থের লোভে লুব্ধ, যশের সন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়াও অনধিকারী অপক্কাবস্থায় রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার কথা শুনা যায়, কীর্ত্তন করা যায়। আমরা এতদিন মনে করিতাম, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর, দুর্ব্বল পুরুষত্বহীন ব্যক্তি ও অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই ধর্ম্ম, আমরা এতদিন জানিয়া রাখিয়াছিলাম, ব্যভিচারই বৈষ্ণবধর্ম্ম, কিন্তু আজ গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়মঠের আদর্শচরিত্র, সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব, সর্ব্বস্বত্যাগী প্রচারকগণ আমাদিগের সেই সকল ভ্রান্ত ধারণা সংশোধিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমানযুগে একমাত্র গৌড়ীয়মঠ যে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত মঠের আচার্য্য ও প্রচারকবর্গের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্ত্তে যদি আমরা তাঁহাদের বিরোধাচরণ করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে কি সহজেই অনুমিত হইবে না যে, আমরাই তত্তদোষে অভিযুক্ত? 'সত্য'কে কি কেহ এইরূপভাবে বিদ্বেষাচরণ দ্বারা ঢাকিতে পারে? বরং উহাতে সত্যপ্রচারের সহায়তা-ই করা হয়।

এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, আপনার পত্রের নিয়ামক মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ব্যবসায়ের বস্তু বলিয়া সমর্থন করেন অর্থাৎ তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রাদেশের বিরুদ্ধে ভাগবত পড়িয়া ও মন্ত্র দিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি বৈষ্ণবের মৎস্যাদি অমেধ্য গ্রহণ করাকেও 'মনুষ্য-জাত্যুচিত' বলিয়া সমর্থন করেন, তিনি নামাপরাধকে 'নাম' বলেন, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত বৈষ্ণবকে সমান জ্ঞান করিয়া দীক্ষিত-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন অর্থাৎ দীক্ষিত বৈষ্ণবও তেলি, মালী, যুগী, কায়েত, বামন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণের লৌকিক-বিচারে আবদ্ধ এরূপ মনে করেন, তিনি না কি স্মার্ত্তের বিচারের অধীন হইয়া মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও বৈষ্ণবে অবিশ্বাস করেন, শিষ্যগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ পঞ্চোপাসনাদি পরিত্যাগ করাইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবাচার প্রভৃতি প্রচলন করাইবার পরিবর্ত্তে তাহাদের অসদাচারের সমর্থন করেন, অনধিকারিব্যক্তির নিকট তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি লীলাকীর্ত্তন করাকে 'অপরাধ' মধ্যে গণ্য করেন না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তির চরিত্রদোষ থাকা কালেও তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ঐ সকল আচারকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার বলেন না। তাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়াই কি আপনাদের গৌড়ীয় মঠের প্রতি বিদ্বেষ?

আমি আপনার পত্রিকার একজন শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকসূত্রে নিরপেক্ষভাবে এই সকল কথা লিখিলাম। আপনার পত্রিকায় যখন বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক প্রবন্ধগুলিও প্রকাশিত হইতে বাধা হয় না, তখন আমার কয়েকটী নিরপেক্ষ কথা আপনার পত্রিকায় নিশ্চয়ই স্থান পাইবে। বিশেষতঃ আপনার পত্রিকার আবরণীর উপর লিখিত আছে যে, আলোচনাপ্রসারের উদ্দেশ্যে আপনারা সকল প্রকার প্রবন্ধই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপনার পত্রিকায় গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও শ্রীধাম মায়াপুরের বিরুদ্ধে যে সকল বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকটও প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিলাম।

(স্বাক্ষর) বিনীত নিবেদক—
শ্রীকৃষ্ণচরণ দে, গ্রাহক নং ২৯৭
৪৪নং লালচাঁদ মোকিমের গলি
নবাবপুর, ঢাকা

(২নং পত্র)

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক—
মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার "গৌড়ীয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইব।

সম্পাদকীয় বিদ্বেষ ও অনুদারতা

কালনার "পল্লীবাসী" নামক পত্রে সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে উক্ত পত্রিকার কয়েকখানি মাসিক বিশেষ সংখ্যা পাঠাইয়া দেন। আমি কৌতূহলবশে পত্রিকাগুলি পাঠ করিতে যাইয়া দেখিলাম, উহাতে কলিকাতার গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে কতকগুলি কুৎসা ও কটাক্ষপূর্ণ নানাপ্রকার মন্তব্য আছে। বিশেষতঃ উক্ত মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সম্বন্ধে কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কদর্য্য ভাষা সমন্বিত প্রতিকূল অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অসাধারণ ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ ভক্তি গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে হইলে, কেবল পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, পরন্তু শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎকৃপার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই প্রাচীন মহাত্মগণও বলিয়া গিয়াছেন,—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। "পল্লীবাসী" সম্পাদক মহাশয় প্রবীণ না হইলেও বিলক্ষণ পটু, তাহা আমি জানি। তিনি যদি কোন প্রকার কুরুচি বা বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান না করিয়া গম্ভীরভাবে উক্ত সংস্করণের ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিতেন, তবে আমার দুঃখের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দু বাবু উক্ত সংস্করণের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিতে যাইয়া গৌড়ীয় মঠাধিপতি পূজ্যপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের উপরও নানাভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে লোক-সমাজে হেয় বা হীন করিবার কুৎসিত চেষ্টা প্রকটিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টাকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত ব্যতীত আর কি মনে করা যাইতে পারে? গৌড়ীয় সমাজের কোন কোন আচারকে শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া তিনি আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী নিরপেক্ষ ধার্ম্মিক মহাজনগণ সেরূপ আচার সমর্থন করেন কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। যাহা হউক, যাঁহারা আপনাদিগকে আজ কাল 'নেতা' বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় পাইলে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইতে হয়।

আমি 'গৌড়ীয় মঠ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। পরে "পল্লীবাসীর" মন্তব্য সমুদয় পাঠ করিয়া গৌড়ীয় মঠের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার প্রবল বাসনা হয়। ভগবৎকৃপায় আমি উক্ত মঠের কয়েকজন সহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক এবং পরিশেষে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি। এই পরিচয় ফলে, আমি 'গৌড়ীয়মঠের' তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, উক্ত মঠ-সংক্রান্ত প্রত্যেক প্রচারক ও কর্ম্মী পুরুষের ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিকতা অতীব প্রশংসনীয় এবং মঠাধীশ পূজ্যপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধা ভক্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা নিতান্ত আন্তরিক। ফলতঃ তাঁহার নিরতিশয় ধর্ম্মপ্রাণতা এবং

জীবহিতার্থে তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা সন্দর্শনে আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছি। যিনি ধর্ম্মের জন্য, বিশেষতঃ সংসার-দাবানল-দগ্ধ দুঃখী-জীবের অশান্ত-হৃদয়ে শান্তি বিধান উদ্দেশ্যে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন এবং যাঁহার নৈতিক চরিত্র ও জীবন সর্ব্বদা কলঙ্কপরিশূন্য তাঁহাকে অবশ্যই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে অযথা গ্লানি ও কটাক্ষ সমদর্শী ও নিরপেক্ষ প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই নিতান্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভরসা করি, এখন হইতে সকলে আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ককালিমা বিদূরিত করিতে প্রাণপণে প্রয়াসী হইবেন এবং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সর্ব্বজনবরেণ্য মহিমমণ্ডিত ধর্ম্মকে স্মৃতি ও স্বধর্ম্মস্থিত জীবমাত্রেরই অবলম্বনীয় রূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রযত্নশীল হইবেন।

আচার্য্যকল্প মহাপুরুষগণের শ্রীচরণে মাদৃশ দীন হীনের এই সানুনয় ও বিনীত নিবেদন।

বৈষ্ণব কৃপাভিখারী বৈষ্ণবদাসানুদাস
(স্বাক্ষর) শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস
শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক।
শান্তিপুর, ৯ই আষাঢ় ১৩৩৩ সাল।

(৫নং পত্র)

মাননীয়

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার নিম্নলিখিত প্রতিবাদ-পত্রখানি আপনার ভারত-বিখ্যাত বৈষ্ণব পত্রে প্রকাশিত করিলে বিশেষ আনন্দিত ও বাধিত হইব।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাল্না হইতে প্রকাশিত 'পল্লীবাসী' নামক একখানি পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, আপনাদের মঠ হইতে সভাষ্য সান্বয় একটী ভাগবতের সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। আপনাদের ঐ ভাগবতের সংস্করণ খানির বিদ্রূপাত্মক শিষ্টাচার-বর্জ্জিত একটী সমালোচনা পড়িয়া আমার মনে স্বভাবতঃই একটু কৌতূহল উদিত হয়। আমি কয়েকদিন পরেই আপনাদের প্রকাশিত প্রথম কয়েকখণ্ড 'ভাগবত' আনিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করি। আপনাদের ভাগবতের সঙ্গে ঐ সমালোচনা মিলাইয়া দেখি যে, সমালোচক যে যে স্থানে সমালোচনার ছলনায় ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি শিষ্টাচার-বিবর্জ্জিত গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানগুলি সমালোচক আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। ভাগবতের বিবৃত্তি ও তথ্য বুঝিতে অপারক হইয়াই তিনি হয় ত' পূর্ব্বজাত কোন বিদ্বেষ ও হিংসা মূলে ঐরূপ শিষ্টাচারবর্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ যে স্থানে প্রকৃত সমালোচনা আবশ্যক, সে স্থানে শাস্ত্রযুক্তিই যথেষ্ট হইতে পারে। শিষ্টাচার-বর্জ্জিত বিদ্রূপাত্মক ভাষার বাহুল্য ও শাস্ত্রযুক্তির দরিদ্রতা দেখিয়া আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিলাম উক্ত সমালোচকের সমালোচনার ছলে বিদ্বেষতৃষ্ণা চরিতার্থ করাই একমাত্র প্রয়োজন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনাদের ভাগবতের ন্যায় এরূপ উৎকৃষ্ট সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। আমি আপনাদের ভাগবত পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া আপনাদের ভাগবতের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। হিংসা মানুষকে কিরূপ পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া তোলে আপনাদের ভাগবতের হিংসামূলক সমালোচনা পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল।

আমি গোপেন্দু বাবুর সম্বন্ধে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে জানি যে তাঁহার ভাগবত শাস্ত্রে অধিকার খুবই কম। শুনিয়াছি, তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেরম্ব নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন। তিনি নাকি ভাগবতকে বেদ হইতে ন্যূন ও বৈষ্ণব দলের একখানি পুরাণ পুঁথি মাত্র জ্ঞান করেন। তাঁহার পরলোকগত পিতা শশী বাবু, শুনা যায়, ভাগবত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না। আর তাঁহার বাল্যকালেই তাঁহার পিতার গুরুদেব বক্তৃতাপটু-ভূতক, ভাগবতের কথকথাব্যবসায়ী মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। সুতরাং গোপেন্দু বাবু তাঁহার বাল্যকালে মদন গোপাল গোস্বামীর কথা কিছু বুঝিতে পারেন নাই। স্বধামগত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রকাশিত একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখিয়াছি। তাহাতে যে সকল সিদ্ধান্ত ভ্রমাদি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, গোপেন্দু বাবু কোন মতেই ভাগ-

বতের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন নাই। তবে শুনিয়াছি, তিনি অর্থার্জ্জনের জন্য স্থানে স্থানে ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়ান। সেরূপ ভাগবত ব্যাখ্যারও কোন মূল্য নাই। কারণ ঐরূপ ব্যাখ্যা অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোক ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনার্থই হয় আমি এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। আমার পূর্ব্ব পুরুষের অনেক শিষ্য আছে, আমাকে সে সকল শিষ্য রক্ষা করিতে হয়। সুতরাং আমি ভাগবত-ব্যবসায়ী ও গুরু-ব্যবসায়িগণের ভিতরের কথা সবই জানি। আমার মনে হয়, গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ ভাগবত পড়িয়া অর্থার্জ্জন করাকে অত্যন্ত হেয়, নীচ ও শাস্ত্র-বিগর্হিত অপরাধকজনক পতিতের কার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বলিয়াই গোপেন্দু বাবু অন্য উপায় না দেখিয়া ভাগবত সমালোচনার ছল করিয়া তাঁহার সমশীল ব্যক্তিগণের কলঙ্ক দূরীকরণে যত্নবান হইয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের ভাগবতে এই সকল কথা শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় মঠের ভাগবতের সহস্র সহস্র গ্রাহক সংখ্যা হইয়াছে জানিয়া পাছে এই সকল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাগবতের গ্রাহকবর্গের সত্যের প্রতি আদর হয়—এই জন্যই বোধ হয় গোপেন্দু বাবু কতগুলি শিষ্টাচার-বর্জ্জিত ভাষার বলেই ভাগবতের সুসিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছি, তাঁহার পিতৃদেব শশীবাবু নাকি তাঁহার জীবিতাবস্থায় একদিন নবদ্বীপ সহরে গোলোকপ্রাপ্ত শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসবে কোনও কারণে বিশেষরূপে ভৎর্সিত লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন এবং গোপেন্দু বাবু নিজেও নাকি গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে তাঁহাদের মত সমর্থন-কারী করিবার ইচ্ছায় বহু তোষামোদাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় আজীবন সত্যানুরাগী ব্যক্তি ঐরূপ দুষ্ট গৌরবিদ্বেষী স্মার্ত্ত মতকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে কোনও স্থান না দেওয়ায় গোপেন্দুবাবু মণিময়-মন্দিরে পিপীলিকার ছিদ্রান্বেষণের ন্যায় ভাগবতের সমালোচনার ছল উঠাইয়া তাঁহার বহুকালসঞ্চিত গাত্রদাহ নিবারণ করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন। শুনিয়াছি, গোপেন বাবুর বৈষ্ণব-সদাচার নাই। তিনি চা, তামাকাদি কলিদোষদুষ্ট দ্রব্য পান করিয়া থাকেন। ভাগবতে অনুরাগ অপেক্ষা তাঁহার পাটের কল স্থাপন, কৃষিবিদ্যার উন্নতি প্রভৃতির প্রতিই বিশেষ ঝোঁক। সুতরাং এমতাবস্থায় তিনি ভাগবতের তাৎপর্য্য কতটুকু বুঝিতে সমর্থ তাহাই সন্দেহ। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া''-গৌরাঙ্গ পত্রিকায় ও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা পড়িয়াছি। তিনি নাকি গৌর-মন্ত্র ও গৌরনামবিদ্বেষী!

শুনিয়াছি, গোপেন্দু বাবু নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ঐরূপ সমালোচনা করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তবে কয়েকজন গোস্বামীর (?) অনুরোধে ও প্ররোচনায় ঐরূপ কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্ররোচনায় পড়িয়া তাঁহার পিতৃ ও গুরুতুল্য আদর্শ মহাপুরুষ, সূক্ষ্মদর্শী সুপণ্ডিত বৈষ্ণব মহাত্মগণকে বিদ্বেষ করা কি তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে? বৈষ্ণবের সম্মান করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে আদর করাই বৈষ্ণবের স্বভাব। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শিব ও বিষ্ণুর ন্যায় পরস্পর নতিপ্রিয়। বিষ্ণুর অধীনত্ব বা বিষ্ণুর সেবা ছাড়িয়া দিলে যেমন শিবের 'শিবত্ব' থাকে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবসেবা বিমুখ হইলে অধঃপতিত হন। বৈষ্ণবের সেবাতেই বিষ্ণু সেবিত হন, বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুসেবা দাম্ভিকতা। ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ভগবান্ ভৃগুর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নিজেই নিজের অঙ্গে পদাঘাত করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাইয়াছি—

> মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
> করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
> জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
> কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥

চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৯ম অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা, হরিনদীগ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ, চন্দ বিপ্র, রামচন্দ্র খাঁ ও অমোঘের মাৎসর্য্যপর চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গোপেন্দু বাবু কৃত-অপরাধের জন্য অনুশোচনা ও বৈষ্ণবচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

> "সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
> কৃষ্ণের বসিতে যোগ্য এই স্থান হয়॥
> মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলে।
> পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥

আশা করি, সহজ ক্ষমাশীল উদার বৈষ্ণবগণও ইহার

প্রতি সকরুণদৃষ্টি হইয়া ইঁহাকে ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইতি

নিবেদক :—
শ্রীহরিপদ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
দেউলে, ২৪ পরগণা
১২ই চৈত্র ১৩৩২ সন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

উপরি-উক্ত পত্রখানি বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইলেও আমরা ভাগবতবিদ্বেষীর কথা গৌড়ীয়-স্তম্ভে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া সজ্জন পাঠকগণের অপ্রীতি উৎপাদন করিবার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু অজ্ঞানান্ধ জীবকে গ্রন্থ ও ভক্ত-ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়া জীবের কৈতব বিনাশ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি গৌর ও গৌরনাম-বিরোধী, তাহাদিগকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'দৈত্য' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উহাদের স্বভাবই 'দুই-ভাগবত'-বিদ্বেষ। ইহারা উলূক সদৃশ, তাই ভাগবতার্কের নির্ম্মল প্রভা সহ্য করিতে পারে না; ভাগবতকে তাহাদের ভোগ্য সামগ্রী জ্ঞান করে এবং ভক্ত ভাগবতের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্ব্বাসা-অমোঘাদির ন্যায় মৎসরতা প্রকাশ করে।

নদীয়া শান্তিপুর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান ও প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরদাস বি, এ মহাশয় ও ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দে মহাশয় প্রেরিত এবং মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বহুদিন পূর্ব্বের পত্রখানি একসঙ্গেই প্রকাশিত হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয় আমরা আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় একজন সদাচারী ভক্ত ব্রাহ্মণের বিশ্বাস ও বিচার অমূলক বা ভিত্তিহীন নহে। তিনি গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ২৯শ সংখ্যায় কাল্নার প্রচার-প্রসঙ্গটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন। যাঁহাদের গুরুবর্গ বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ নিত্য ভগবদ্‌বিগ্রহ জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে বেদের পরবর্ত্তি-কালে মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত, বেদ হইতে ন্যূন, স্বল্প প্রামাণিক পুঁথি মাত্র জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শিষ্যবর্গ যে ভাগবতের ভক্তি-সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তা-চার্য্যের বিরোধ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে ভাগবতের (?) সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কতটুকু,—যতটুকু দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়—ভোগ্যা স্ত্রী পুত্র বা দণ্ডো-দরের তর্পণ বা জড়প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বৈষ্ণববিদ্বেষী বৃহস্পতির ন্যায় প্রাকৃতপাণ্ডিত্যবিশিষ্ট হইলেও ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীবাসের চরণে অপরাধী দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যায়িকাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগবত-বিদ্বেষীকে ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদকরিতে বলিয়াছেন, তদুত্তরে ভাগবত (৪।৪।১৩) বলিতেছেন—

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥

—যাহারা এই জড় দেহকেই "আত্মা" বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণু সমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, উঁহারা নিন্দকের তেজো নাশ করিয়া থাকেন। অতএব অসতের মহদ্-বিদ্বেষই শোভনীয়; কারণ তাহার দ্বারা উহাদের সমুচিত ফল-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

"ভক্তস্বভাব—অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥

* * *

প্রধানশিক্ষক মহোদয় ও তাঁহার প্রেরিত প্রবন্ধে সমর্থন শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২১) হইতেই পাইবেন—

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ
সমৃদ্ধিভিঃ পুরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢুমঞ্জসা
পরং পদং দ্বেষ্টি যথাঽসুরা হরিম্॥

অর্থাৎ নিরহঙ্কার পুরুষগণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া যাহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবশ হয়, তাহারা অসুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষই করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপরের প্রতি দ্বেষ করিতে থাকে।

নিম্নলিখিত পত্রখানির সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে "গৌড়ীয়" ৩০ সংখ্যা ৬৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—

[illegible]

(৪ নং পত্র)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়, বরাবরেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

শ্রীযুক্ত * * অধিকারী মহোদয় প্রণীত " * * দিগ্‌দর্শনী" নামক বহি খানা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্-এ ক্লাসের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এইরূপ দেখিলাম। ঐ পুস্তকে "গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামক জাল পুস্তকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে। মাননীয় ডাক্তার দীনেশ বাবু নিজ রচিত পুস্তক সমূহে ঐ কড়চা খানায় এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে, ঐ কড়চা অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হইলে তাঁহার নির্ম্মিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-সৌধ একেবারে চুরমার হইয়া যাইবে। কাজে কাজেই ডাক্তার দীনেশ বাবু ঐ কড়চার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অকূল সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তি একখণ্ড কাষ্ঠ পাইলে যেরূপ যত্নের সহিত আঁকড়াইয়া ধরে, আজ ডাক্তার দীনেশ বাবুও "গোবিন্দ দাসের কড়চা" লইয়া সেরূপ দশায় পতিত হওয়ায় ঐ কড়চা সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উক্ত কড়চার সমর্থন করেন, তাহাই তিনি অতীব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। "বৈ * * দিগ্‌দর্শনী" নামক বহিখানা পাঠ্য হওয়ার একমাত্র কারণ "গোবিন্দ দাসের কড়চা'র সমর্থন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে ডাক্তার দীনেশ বাবুই সর্ব্ব প্রধান। এই ব্যাপারে ডাক্তার দীনেশ বাবু পৃথিবী বিখ্যাত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাথা হেঁট করাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছেন। "গোবিন্দ দাসের কড়চা" তাঁহার জীবন ব্যাপী সাহিত্য আলোচনার একমাত্র অবলম্বন। আমরা শীঘ্রই দেখাইয়া দিতেছি যে, বৈষ্ণব সাহিত্য, তিনি যে ভাবে ঐ কড়চা অবলম্বনে খাড়া করিয়াছেন, তাহা অতি বিকৃত ও অসত্য। কাজে কাজেই বঙ্গ-সাহিত্যও এই ভাবে যারপর নাই অসত্য প্রচারে ভাবদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জানাইতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত না বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গ হইতে গোবিন্দ দাসের কড়চার এবং অন্যান্য জাল পুথির ঘটনাবলী তুলিয়া দিতে সমর্থ হই, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা এই কার্য্যে জীবন তিল তিল করিয়া বিসর্জ্জন দিব।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন জাতি নাই, যাহার রাষ্ট্রীয় উত্থান পতন না হইয়াছে। কিন্তু কোন জাতির মধ্যেই এমন পাষণ্ড জন্মে নাই যে, নিজ জাতীয় সাহিত্যকে এমন ভাবে অসত্যের দ্বারা দুষ্ট করিয়াছে। মাস খানিক পূর্ব্বে ডাক্তার দীনেশ বাবু আমাদিগকে এক সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়াছেন যে, "বিগত ত্রিশ বৎসর কাল গোবিন্দ দাসের কড়চা

অবলম্বনে অনেকেই পুস্তক লিখিয়াছেন, কেবল একাকী তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা কেন অভিযোগ চালাইতেছি।" তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, এই গুরুতর ব্যাপারের জন্য তিনিই দায়ী অর্থাৎ গোবিন্দ দাসের কড়চাকে একমাত্র তিনিই নিজ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য মধ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া এবং ঐ কড়চার অলীক ঘটনাবলী প্রচুর পরিমাণে নিজ রচনা মধ্যে প্রশংসা সহ উদ্ধৃত করিয়া একটা পূতি-গন্ধময় বৃথা অসত্যের দ্বারা বঙ্গ-ভাষা-জননীর অঙ্গ বিষাক্ত করিয়াছেন।

তিনি পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া জীবনে যাহা ঘটাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দীনেশ বাবুকেই authority গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ যে সত্য ভূমি ভারতবর্ষ, এখানে মেকি জিনিষ বেশী দিন চলে না, সকল দিকেই মেকির অকাল পতন দেখা যাইতেছে। "গোবিন্দ দাসের কড়চা"র বর্ণিত বৰ্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে ইদানীং গোবিন্দ দাসের স্মৃতির উৎসবের যোগাড় চলিতেছে, জানা গেল।

এমতাবস্থায় পৃথিবীস্থ সত্যপ্রিয় সমগ্র সাহিত্যিকগণের নিকট ডাক্তার দীনেশ বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিষয় বুকভরা সাহসে ঘোষণা করিতেছি। বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব সাহিত্যে যাঁহারা গ্লানি আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিজ নিজ ভ্রম স্বীকার করা উচিত। আপনার শ্রীপত্রিকা এ পর্য্যন্ত সাহিত্য সংস্কার বিষয়ে যাহা করিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আপনি বৈষ্ণব সাহিত্য সংস্কারে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হউন, ইহাই প্রার্থনা। সত্যের জন্য যাঁহাদের জীবন তাঁহাদের কিসের ভয়। অভয়-গোবিন্দপদ তাঁহাদের চির আশ্রয়। বিনীত

শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়, ঢাকা।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৩ সালের "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" এই প্রতিবাদ পত্রটী প্রকাশিত হইয়াছে—

(৫ নং পত্র)

গৌড় জন্মভূমি স্মৃতি-মন্দির !

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৩ সন দৈনিক পত্রিকার ৯ম পৃষ্ঠার স্তম্ভে যে 'শ্রীনবীনচন্দ্র পাল, উকিল শ্রীহট্ট'—এই নামে স্বাক্ষরিত একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'গৌড়ীয়' পত্রের ৭৮৭ পৃষ্ঠায় যে অকাট্য যুক্তিমূলক প্রতিবাদ পত্রখানি (১নং পত্র) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমারই নিজের লিখিত। আমি মুক্তকণ্ঠে এইকথা বলিতেছি। আমি উক্তপত্রে আমাকে কেবল শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী বলিয়াই আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছি, 'আইন ব্যবসায়ী' বা 'উকিল' বলি নাই। কিন্তু আমার উকিল মিতা মহাশয় কিরূপ আইন পড়িয়া শ্রীহট্ট জেলার নবীনচন্দ্র পাল বলিতে একমাত্র তাঁহাকেই ধারণা করিয়া বসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ বলপূর্ব্বক অন্যায় কল্পনা তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। তিনি সাধারণে ঐরূপ পত্র প্রকাশ করিয়া নিজকে লঘু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আমি অন্যায় বা অসত্যের সমর্থন করাকে স্বদেশপ্রেম বা দেশহিতৈষিতা মনে করি না, আমি নবীন উদ্ধার সমিতির অন্যায় চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল তাজপুর, শ্রীহট্ট।

প্রচার প্রসঙ্গ

To The Editor,
"THE GAUDIYA"

Sir I feel great pleasure in sending you a report regarding the preaching of "Harikatha" by Srimad Asram Maharaj at Nayapara in the residence of Prof. Haridas Saha M. A Principal, Intermediate College, Dacca. This esteemed gentleman invited the TridandiSwami to deliver a lecture on the 22nd June,—Sree Akadashi day which is observed with high esteem by the Vaishnava kingdom. On this Srimad Asram Maharaj and Sripad Purna Prajna Brahmachari along with this humble reporter enthusiastically proceeded to the residence of the Professor. Asram Maharaj delivered a lecture on "Kaji Uddhar" from Sree Chaitanya Bhagabat for three consecutive hours before a large gathering. In the course of his lecture he also threw some light on Vaishnavism in consequence of which the stagnant ideas of the audiance about the Vaishnava Phylosophy were dismantled to a great extent. The people of Nayapara and some of Saturia amazingly and cheerfully listened to the learned lecture of the Maharaj. The lecture being over, the audiance highly delighted the Maharaj by their Sweet Sankirtan. The deep respect of the Professor towards the Tridandi Swami is noteworthy and is a model to the socalled Vaishnab society here. We, on behalf of the Gadai Gauranga Math, Baliati, offer our heartfelt thanks to Hari das Babu for his ardent love and interest for the cause of preaching the doctrines of Sree Chaitanya Mahaprabhu.

Yours etc,
Sd. R. M. Roy.
Baliati, Manickgange, Dacca.
Dt. 22rd June, 1926.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৩, ১০ই জুলাই, ১৯২৬ | ৪৬শ সংখ্যা

দ্বাদশবার্ষিক বিরহোৎসবে

হা হা প্রভু, কোথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর!
কোথা সে মধুর বাণী ভাব-সুমধুর॥
কোথা সে মধুর-মূর্ত্তি কৃষ্ণনেত্রোৎসব।
আচার প্রচারে রত অমিত-বৈভব॥
কোথা গেলে হায়, প্রভো, শুভক্ষণে আজ।
ভুবন-মঙ্গল তুমি সাধি' নিজকাজ॥
আসি' এ' শ্রীক্ষেত্রে গৌর-পদানুসরণে।
বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশে কৃষ্ণ-অন্বেষণে॥
উন্মাদ হইয়া যথা যাপিলা জীবন।
শ্রীস্বরূপ, গদাধর আদি গৌরগণ॥
তুমিও তেমন এই ধন্য নিকেতনে।
রচিয়া ভজন-কুঞ্জ মগন ভজনে॥
দেখাইলে বিশ্বজনে বাঞ্ছিত সে ধন।
একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম অমূল্য রতন॥
গৌর-নিজজন তুমি যে আসিলে ভবে।
দুর্দ্দিনে দারুণ দিলে কি আনন্দ সবে॥
গৌরাঙ্গের দেওয়া সেই অনর্পিতচর।
উন্নত-উজ্জ্বল-রস পরাৎপরতর॥
কালের প্রভাবে পুনঃ গ্লানিযুক্ত যবে।
নির্ম্মুক্ত করিলে তুমি নবীন-বৈভবে।

ভাণ্ডারে অক্ষয় তব গ্রন্থরূপে শত।
বহে সে অমিয়-সিন্ধু সাত্বত সম্মত॥
উজ্জ্বল তোমার স্মৃতি হৃদয়ে হৃদয়ে।
অব্যয় তোমার কীর্ত্তি আলয়ে আলয়ে॥
অশেষ তোমার গুণ-গাথা সর্ব্বস্থলে।
গাহে শুদ্ধভক্তগণ ভাসি' প্রেমজলে॥
কাঁদে প্রাণ তথাপিও কি উচ্ছ্বাসে আজ।
অপ্রকট-দিনে এই তব, ভক্তরাজ॥
মরি, মরি, এই দিনে করিলা প্রয়াণ।
গৌর-মহাশক্তি গদাধর গৌরপ্রাণ॥
গৌরশক্তি তুমিও সে মহাযোগে হায়।
প্রবেশিলে নিত্যমুক্ত গোলোক-লীলায়॥
বিরহে তোমার মাত্র সান্ত্বনা এ' সার।
বিলাস-বৈভব-সঙ্গ-প্রসঙ্গ তোমার॥
মুছি' শোক-অশ্রুধার এস ভক্তগণ।
গাহ গুরু-গৌরাঙ্গের জয় অনুক্ষণ॥
কর কৃপাবলোকন দয়াল ঠাকুর।
ভাসুক ভুবন গোরা-প্রেমে সুমধুর॥
হোক্ দূর শুষ্ক-ভক্তি-পথ-অন্তরায়।
আবার সে প্রেমবন্যা বহুক ধরায়॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রেমামরতরু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, প্রেমকল্পবৃক্ষের স্কন্ধরাজ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-প্রভু, প্রেমতরুর প্ররুষ্টাঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, প্রেমবিটপীর মূলস্বরূপ নবজন সন্ন্যাসী ও প্রেমকল্পতরুর শাখাপ্রশাখাস্বরূপ গৌরভক্তবৃন্দ সকলেই জগতে প্রেমভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। "শুদ্ধভক্তির" সংজ্ঞা মহাপ্রভুর স্ববিলাসরূপ শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' শ্লোকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ঐ 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' শ্লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুরই মুখোদ্গীর্ণ শ্রৌতবাক্য। রূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদে শ্রীরূপশিক্ষা পরিচ্ছেদে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
> আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
> এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
> পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

সুতরাং প্রেমলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 'প্রেমস্বরূপ' শ্রীরূপপাদের প্রতি প্রেমাবতার মহাপ্রভুর এই শিক্ষাচ্ছলে জগজ্জীবের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। অন্যথা কেহই স্ব-স্ব-মনঃকল্পিত পথ বা মনোধর্ম্মের অনুসরণ করিলে প্রেমলাভে সমর্থ হইতে পারিবেন না।

শুদ্ধভক্তি নিরপেক্ষা; তিনি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার। শুদ্ধভক্তির প্রচারকগণও নিরপেক্ষ। 'নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়'—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। জগতের অসংখ্য মনোধর্ম্মী লোক মনোধর্ম্মের ইন্দ্রিয়তর্পণপরা কথাকে বহুমানন করিলেও শুদ্ধভক্তির নিরপেক্ষ প্রচারক কখনই শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলিপ্সাপরায়ণ মনোধর্ম্মীর ন্যায় মনোরঞ্জনকর বাক্‌চাতুর্য্যের অবতারণা করেন না বা ভ্রমেও তাঁহার জিহ্বাগ্রে অসৎসিদ্ধান্তপর কোনও বাক্য উপস্থিত হয় না। যিনি শ্রৌতসিদ্ধান্তে অনাদর করেন, তিনি স্বরূপ ও রূপের কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন না, কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্ত পরীক্ষকরূপে এবং সমগ্র গৌড়ীয়ের মালিকরূপে রাখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীস্বরূপের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের পক্ষে মহাপ্রভুর কৃপালাভ দুরাশা।

কৃষ্ণসেবৈষণা ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা বা কৃষ্ণে অন্য-দেবসামান্য বুদ্ধি, আত্মফলভোগপর কর্ম্ম, ফলত্যাগপর নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বা যোগাদি অভ্যাস কিম্বা কংস-জরাসন্ধাদির ন্যায় প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণস্মরণ প্রভৃতি অনুশীলন দ্বারা ভগবৎ-প্রেমালাভ হয় না; পরন্তু ঐ সকল মল পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত একমাত্র স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের অনুশীলনেই চতুর্ব্বর্গ-ধিক্‌কার-কারী কৃষ্ণ-প্রেমালাভ হয়।

গৌরনিত্যানন্দাশ্রয়ে আমাদের গোলোকের প্রেমধন লাভ হয়। মুক্তকুলের উপাস্যমান কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ বা কৃষ্ণলীলা অনর্থযুক্ত অমুক্ত আমাদের জিহ্বাগ্রে বা ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু ঔদার্য্যলীল'-প্রকটকারী গৌর-নিত্যানন্দের প্রদর্শিতপথে আনুগত্যসহকারে অগ্রসর হইলে আমাদের সহজেই অনর্থমুক্তি তদনন্তর শুদ্ধ কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রয়োজন-প্রেমালাভ হয়। এই জন্যই রূপানুগ গোস্বামী বলিয়াছেন—

> চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
> নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
> স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
> তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"

দুর্দ্দৈববশতঃ এই বাক্যের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বিপথে চালিত হন এবং বিপথগামী হইয়া কখন প্রাকৃত সহজিয়া, কখন স্মার্ত্ত, কখন সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসক, কখন গৌরনাগরী, কখন আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কখনও বা—"দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত আসল ভাক্ত কাজের বেলা"—এইরূপ কত কি বহুরূপিণী মায়ার বহুরূপ স্বীকার করেন। এই জন্যই গৌর-পার্ষদ গোস্বামী বলিয়াছেন—

> 'গোরার আমি' 'গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
> 'গোরার আচার', 'গোরার বিচার' লইলে ফল ফলে॥

'গোরার আচার' 'গোরার বিচার' বাদ দিয়া গৌরানুগত্য

হয় না, সুতরাং চৈতন্যনিত্যানন্দের নামও জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে পারে না।

চা—বাগানের club house সেদিন নাকি জনৈক ভূতক-পাঠক উক্ত পয়ারের এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনা গেল। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটী এই—"চৈতন্যনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিয়া যিনি যে উপাসনাই করুন্ না কেন, তত্তদুপাস্তেই তাঁহার প্রেমলাভ হইবে, শিবোপাসক শিবে প্রেমলাভ করিবেন, কালীর উপাসক কালীতে প্রেমলাভ করিবেন, ইত্যাদি।—এইরূপ সিদ্ধান্তরত্নটী নাকি প্রসিদ্ধ ভূতক-পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া গেল।

এইরূপ শুদ্ধভক্তিবিরোধী অশ্রৌতসিদ্ধান্তরত্ন দ্বারা মনোধর্ম্মী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী বহুলোকের মনোরঞ্জন এবং তন্নিবন্ধন ভূতক-পাঠক মহোদয়ের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেও উহা গৌরনিত্যানন্দৈক-প্রাণ গোস্বামী ও আচার্য্যবর্গের শ্রৌতসিদ্ধান্তরত্নের সিদ্ধান্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার শ্রৌতসিদ্ধান্তরত্নের তৃতীয়পাদে উক্ত অশ্রৌতসিদ্ধান্তকে বহু শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

পরতত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটী বিমল প্রেমের একমাত্র অধিক উপযোগী ভাব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ত' কথাই নাই, এমন কি কৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়রূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য বিরাজিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত এই কথাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলায়ও আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌরসুন্দর নানামতবাদগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব-পূর্ব্বমত সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করাইয়া 'বৈষ্ণব' করাইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও এইরূপ উপদেশ দেন নাই যে, "তুমি কালী বা শিব ভজিতে ভজিতেই প্রেম লাভ করিতে পারিবে, এমন কি তিনি তত্ত্ববাদী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামোপাসক শ্রীবৈষ্ণবগণকে পর্য্যন্ত কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা প্রদান করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যকে ও বৌদ্ধগণকে তাঁহাদের নাস্তিকমত পরিত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছিলেন—চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম।

দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল **বৈষ্ণবে** ॥

*　　*　　*

প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল শাক্ত-শৈবগণে।

*　　*　　*

সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল।

কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশজ বিবর্ত্তোত্থ অপর তত্ত্বকে প্রেমের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণ ব্যতীত অপর তত্ত্বে অপ্রতিহতা অহৈতুকী আত্মবৃত্তি 'প্রেমভক্তি' প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে (পূর্ব ২।১৫) শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—যে কাল পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপা পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ কাল ভক্তিসুখের লেশমাত্রও উদিত হয় না। যাহা ভক্তির ন্যায় দেখায়, তাহা ভক্তি নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ কাপট্য বা মিছা ভক্তিপদবাচ্য অসার বস্তু মাত্র।

শ্রীল রূপপাদ পঞ্চরাত্র বাক্য উল্লেখ করিয়া "প্রেমের" এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

(পূর্ব্ব ৩।২)

অর্থাৎ অন্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুতেই যে একমাত্র মমতা তাহারই নাম 'প্রেম'। এইরূপ 'প্রেম'কেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ 'ভক্তি' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রৌতবাক্যের সহিত ভূতক-পাঠক মহোদয়ের উপরি উক্ত উক্তির মিল আছে কি? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভক্তি মুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাংভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥ ভ র পূ ৩।২•

অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ নিখিল কামনা হইতে বিমুক্ত হইয়া যে বস্তুকে অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় গোপ্য সম্পত্তিরূপে স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন এবং যাহা ভজনশীল ব্যক্তিগণকেও সহসা দেওয়া হয় না, সেই ভাগবতী রতি-ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-নিবন্ধন শুদ্ধভক্তি হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থিত কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর এই বাক্য দ্বারাও কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ ভুতক-পাঠক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

রূপানুগ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—

'রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি-রীতি নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরয়ে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার এ ছার জীবনে॥
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ॥
জগৎব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মুরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥"

ভুতক-পাঠক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ও রূপানুগ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল মনঃকল্পিত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বহির্ম্মুখ লোকের চিত্তরঞ্জন হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রেম-ভক্তির মূল মহাজন শ্রীরূপ বা শুদ্ধ প্রেমভক্তির প্রচারক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাক্যকেই বেদবাক্যরূপে অবধারণ করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিবেন—

"তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ।

* * *

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণের বাক্য যেমন এক সূত্রে গাঁথা ও একসুরে সাধা, তদ্রূপ কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনো-ধর্ম্মোত্থ-সিদ্ধান্তও প্রায় একই প্রকার। স, ম শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনৈক ভুতক-কথক শ্রীমদ্ভাগবতে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'পঞ্চোপাসনা'-কেই 'ভক্তি' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি ভাগবত-সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধরূপানুগ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে লিখিয়াছেন,—

"কোনটী বা শ্রীরাধাগোবিন্দপক্ষে, কোনটী নারায়ণ-পক্ষে, কোনটী সূর্য্যপক্ষে, কোনটী শিবপক্ষে, কোনটী দুর্গাপক্ষে এইরূপ বিভিন্নসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিভিন্ন ভাবে পরতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দকে আস্বাদন করিয়াছেন।"

ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ পুরুষমাত্রেই উপরি উক্ত বাক্যে কিরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পরতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ শুদ্ধভক্তিদ্বারাই সেবিত হন। পঞ্চোপা-সনারমূলে যে পঞ্চদেবতার যে কোন একটীকে 'স্বতন্ত্রভগবান্' বা 'পরতত্ত্বরূপে' কল্পনা করা হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদেরই একটী প্রকার বিশেষ। তাহাতে শ্রীভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব বা লীলা পুরুষোত্তমত্ব, ভগবানের নিত্য পরিকর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি স্বীকৃত হয় নাই। "সাধকানাং হিতা-র্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" এই ন্যায়মূলে যে উপাসনা পদ্ধতি-তাহা নিত্যা, শুদ্ধা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' নহে। সুতরাং উহাদ্বারা কখনও প্রোজ্ঝিতকৈতবভাগবত-ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক সত্যস্বরূপ পরমতত্ত্বকে আস্বাদন করা যায় না। ভুতক-কথক মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, সন্দর্ভ, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, বৃহদ্ভাগবতামৃত, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক প্রভৃতি সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি বৈষ্ণবসদ্গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি লইয়া আলোচনা করিলে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

* * *

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "বৈষ্ণ-সাহা-সুহৃদ" নামক একখানি মাসিকপত্রে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ও "গৌরগীতি" শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণস্বরূপ বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

"তুমি দুর্গা, তুমি কালী,
তুমি ব্রজের বনমালী,"

"তুমি হে শচীর বালা নদীয়া-নাগর।"

ভগবান্ আমাদের খানাবাড়ীর 'রাইয়ত' বা আমাদের মনে ধর্ম্মের কারখানার তৈয়ারী কোন কাল্পনিক বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি বাস্তব বস্তু, অধোক্ষজ পুরুষোত্তম। তাঁহাকে আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের রুচি বা কল্পনানুসারে যে যাহা বলিব তিনি তাহাই হইবেন, শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত তাহা কখনও অনুমোদন করেন না। তিনি অবিচিন্ত্যা পরাশক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁহার নিত্য-স্বরূপ, তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছায়, তাঁহারই সন্ধিনীশক্তি দ্বারা নিত্য-প্রকটিত। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ অধোক্ষজ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন।

তিনি পরাশক্তিপতি অদ্বয়তত্ত্ব হইলেও অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত কুত্রাপি অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকিলেও তাঁহার এক পরাশক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিতা —(১) অন্তরঙ্গা, (২) বহিরঙ্গা ও (৩) তটস্থা। 'শক্তি' ও 'শক্তিমানে' অচিন্ত্যভেদাভেদ বেদান্তশাস্ত্রে স্বীকৃত। কিন্তু অন্তরঙ্গার সহিত বহিরঙ্গা শক্তির একাকার বা অন্তরঙ্গার সহিত তটস্থা বা তটস্থার সহিত বহিরঙ্গাশক্তির একাকার করিবার চেষ্টা দেখাইলে শ্রৌতমতবিরোধী, ভক্তিবিদ্বেষী মায়াবাদী চিজ্জড়সমন্বয়বাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়, আবার সেইরূপ শক্তিমান্‌কেও শক্তিতত্ত্বের সহিত একাকার করিলে মায়াবাদ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

জগতে পূজিত দুর্গা, কালী বা শিবাদি দেবতা স্বয়ংরূপ "ব্রজের বনমালী"র সহিত একতত্ত্ব নহেন। আবার "ব্রজের বনমালী"ও আমাদের মনগড়া বস্তু বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন নহেন। অনাত্ম-অস্মিতায় জগতে পূজিত দেবতা-বৃন্দ বিকৃত প্রতিফলিত দেবীধামের অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে ভুক্তি মুক্তিপ্রদান করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের দণ্ডপ্রদান করেন মাত্র। বিরজার নিম্নদেশে অবস্থিত দেবীধাম বা কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের দুর্গস্বরূপ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়া দুর্গা পরাশক্তির ছায়ারূপে বিকৃত প্রতিফলিত রাজ্যে অবস্থান করিলেও তাহা পরাশক্তির সহিত স্বরূপগত এক বস্তু নহে। সন্দর্ভে এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। জড়মায়াকে যোগমায়া বা চিচ্ছক্তির সহিত একাকার করিলে যেরূপ পাষণ্ডতা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ব্রজনাগরের লীলাবৈশিষ্ট্য অবৈধভাবে রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকারকারী গৌরাবতারে যোজনা করিবার চেষ্টা করিলেও তত্ত্ববিরোধ, রসাভাস ও পাষণ্ডতা দোষ উপস্থিত হয়। অতীন্দ্রিয় গোপবধূবিট্ সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীশ্যাম-সুন্দরকে অপ্রাকৃত কাঞ্চনপঞ্চালিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত, ব্রজনাগরীর ভাবে প্রমত্ত, বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ গৌরসুন্দরের লীলার সহিত একাকার বা সাঙ্কর্য্য করিবার চেষ্টা দেখাইলে যে সিদ্ধান্তবিরোধ রসাভাসাদিদুষ্ট পাষণ্ডতা উপস্থিত হয়, তাহা পুনঃপুনঃ আলোচনা সত্ত্বেও গোস্বামী-মহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই ব্যথা অনুভূত হয়।

শ্রীক্ষেত্র

সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের নাম দেখিতে পাই, যথা—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কি চ তে দশঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১।৩।২৪) বুদ্ধের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনামাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেবদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহন নিমিত্ত 'বুদ্ধ' এই নামে অঞ্জনপুত্ররূপে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। বৈষ্ণব কবিরাজ জয়দেবও শ্রীগীতগোবিন্দের প্রারম্ভে দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রেও বুদ্ধের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অর্চ্চাবতার যেরূপ জগতে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধেরও অর্চ্চা প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসকগণ যেরূপ বৈষ্ণব নামে পরিচিত, তদ্রূপ দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধের শুদ্ধ স্বরূপানুভূত উপাসকগণেরও বৈষ্ণবনামে পরিচিত হইতে কোন বাধা নাই; অথচ বরাহ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুর উপাসকগণ যেরূপ নিজদিগকে বিষ্ণুর অনুগত 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন, বুদ্ধের অনুবর্ত্তিগণ বুদ্ধকে সেইরূপ বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করেন না ও নিজদিগকে বিষ্ণুর অনুগত বৈষ্ণব অভিমান না করায় তাঁহারা সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণ হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। নিজদিগকে অবৈষ্ণব অভিমানে বিভূষিত করিতে গিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

'যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ।'

দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অস্মিতায় বুদ্ধের অনুগামিগণ বুদ্ধকে অবিষ্ণু ও নিজদিগকে অবৈষ্ণব অভিমান করিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবমাত্রেই বুদ্ধকে বিষ্ণু বলিয়াই জানেন। বুদ্ধকে বৈষ্ণবগণ কখনও বেদবিরোধী বা বেদের প্রতিকূল প্রচারক বলিয়া মনে করেন না, কারণ বুদ্ধ 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদবাক্যই জগতে প্রচার করিয়াছেন। বিষ্ণুর কার্য্যই জগৎপালন বা সত্তা-সংরক্ষণ। বুদ্ধদেব 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া সেই স্থিতিকার্য্যই জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বেদনিন্দক নহেন, পরন্তু অর্ব্বাচীনজনবহুমানিত বেদের হিংসাবহুল কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দক তাঁহার তথাকথিত সেবকগণ। শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও কর্ম্মকাণ্ডের বহু নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈঃ চঃ মধ্য ৯ ম, ২৬৩

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বা ভাগবতীয় "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য সেবা নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা" (ভাঃ ১১।৫।১১) —এই সকল বেদশাস্ত্রানুগত বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীবুদ্ধের 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' প্রচারে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে অবৈষ্ণব, ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিজড়িত-মতি দৈবীমায়াবিমোহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় অত্যন্ত তামসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণই বুদ্ধের এই স্থিতিসংরক্ষক সাত্ত্বিক প্রচারকে তাঁহাদের তামসিক ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া বৌদ্ধগণের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের ঘাড়ে অযথা 'বেদনিন্দক' আখ্যা চাপাইয়াছেন। একদিকে যেমন অবৈষ্ণবাভিমানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিমোহিত হইয়াছেন, অপরদিকে আবার ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বিমোহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় অবৈষ্ণবগণও কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং অবৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণের সহিতই বিষ্ণ্বাবতার বৌদ্ধের বিরোধ, বৈষ্ণবগণের সহিত বুদ্ধের কোনও বিরোধ নাই। বরং বুদ্ধ 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সহায়তাই করিয়াছেন।

অনাদিকাল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দশাবতার মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই জন্য শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রকে দশাবতার-ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়, (স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড ৫৫।১৪ দ্রষ্টব্য)। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কেই অনেক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের কল্পিত নির্ম্মিত প্রতীক-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

সাংখ্যায়ন ভাষ্যঃ—"আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্যদেবতা শরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং তৎআলভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ তেন দারুময়েণ দেবেন উপাস্যমানেন পরংস্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে যে অপৌরুষেয় দারুব্রহ্ম সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপাসনা করিলে লোকসমূহ পরম বৈষ্ণব-লোকে গমন করেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পত্য-নির্ম্মাতা তারানাথও অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করিয়া উক্ত বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে ২১।৩ শ্লোকেও এইরূপ বাক্যেরই প্রতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকল খণ্ডে ২১শ অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে যে, "এই

দারুব্রহ্ম অর্চ্চাবতারটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধ" (২১।৫)। স্কন্দপুরাণোক্ত উৎকলখণ্ডে আরও লিখিত আছে যে,—এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই ধাম সৃষ্টি বা প্রলয় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সত্যযুগে অবন্তী-নগরে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে এক পরমভাগবত রাজর্ষি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পরম ভাগবত মহারাজই দেবর্ষি নারদের আনুগত্যে ভক্তবৎসল শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের লুপ্ত সেবা পুনরায় প্রকট ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-সৌষ্ঠব-কল্পে মন্দির ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। আজও পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচার নিকট 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের পূর্ব্বে নীলাচলপতি শ্রীপুরুষোত্তম 'নীলমাধব' নামেও আখ্যাত হইতেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদিগের যে সকল তীর্থস্থান ছিল, ঐ সকলও বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল, এমন কি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে থাকিল। উৎকল রাজ্যেও বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহাতে সুদীর্ঘকাল দারুব্রহ্ম বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সনাতন ধর্ম্মজগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধগণ আর্য্যগণের তীর্থ ও দেবতাকে 'দূষিত' (?) করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে 'দন্তপীঠ' স্থাপন ও শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মূর্ত্তিকে 'বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ' আখ্যা প্রদান করিলেন। এমন কি আর্য্যগণের অনুকরণে উঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ঐ ত্রিমূর্ত্তির রথাদি উৎসবও করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কেরল ও চোল রাজ্যের প্রাগ্ ভাগে পাণ্ড্য-প্রদেশ নামে একটী প্রসিদ্ধ জনপদ আছে। এই দেশে পাণ্ড্যবিজয় নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার 'দেবেশ্বর' নামে একজন সুবুদ্ধিমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও পুরোহিত ছিলেন। এই মন্ত্রীর পরামর্শে পাণ্ড্যবিজয় বৌদ্ধগণের হস্ত হইতে উৎকল রাজ্য অধিকার এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে খৃষ্ট পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ প্রভাব বিদূরিত করেন। পাণ্ড্যবিজয় দেবেশ্বরের সহিত পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তিকে মন্দির হইতে অন্যত্র লইয়া তথায় শ্রীবিগ্রহের যথাশাস্ত্র অভিষেক ও উৎসবাদি করেন। এখনও 'পাণ্ডাবিজয়' নামে একটী উৎসব শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচলিত আছে। সিংহাসন হইতে রথারোহণকে 'পাণ্ডাবিজয়' বা উড়িয়া ভাষায় 'পাহাণ্ডি' বলে। এই 'পাণ্ডাবিজয়' শব্দটীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ১৩।৫ ও ১৪।৬১, ২৪৬, ২৪৭ সংখ্যায় উল্লেখ আছে। 'পাণ্ডা' শব্দে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। বোধ হয়, 'পাণ্ডা' শব্দটীও 'পাণ্ড্যবিজয়ের' নাম হইতেই উৎপত্তিলাভ করিয়াছে।

পাণ্ড্যবিজয় রাজার মন্ত্রী ও পুরোহিত দেবেশ্বর বা দেবস্বামীর পুত্রই আদি বিষ্ণুস্বামী। এই সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীর সাতশত অধস্তন সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরীতে বাস করেন। শ্রীপুরুষোত্তম সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম নহে, এস্থলেও বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়স্থ প্রায় একশত ত্রিদণ্ডী এককালে অবস্থান করিয়া জগন্নাথের সেবক ছিলেন। তাঁহাদের গৃহস্থ শিষ্যগণই বর্ত্তমানকালে পাণ্ডাবংশ।

পঞ্চম শতাব্দীতে 'ফাহিয়ান" নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছেন যে, ঐ স্থানে তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম অদূষিত-রূপে প্রচারিত রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণদিগের কোনও দৌরাত্ম্য নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শঙ্কর ভারতের ধর্ম্মগগনে উদিত হইয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করেন। লিঙ্গাইত বা শিবস্বামী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবে রুদ্র-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শেষবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত ও বিদ্ধাদ্বৈত মতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে অনেকটা অসমর্থ হইলে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় কিছু দিনের জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। সেই হইতে আদি বিষ্ণু-স্বামী-সম্প্রদায়ের কথা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালেও লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর প্রভৃতি দুই একটী ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের যে প্রাদুর্ভাব না হইয়াছিল, ইহাও নহে। শ্রীধর স্বামী বিদ্ধা-দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির ভাষ্য ও নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্লোকাদি রচনা করেন। লক্ষ্মীধর 'নামকৌমুদী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্করাচার্য্য রুদ্রসম্প্রদায়ান্তর্গত বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের

দশনামী অথবা অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণের দশটী নাম গ্রহণ করিয়া দশনামী সন্ন্যাস-প্রথা স্বগণে প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, এই দশনামী সন্ন্যাসীর প্রথা শঙ্করই সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা সম্প্রদায়-বৈভব বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ। শঙ্করাচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবকে পঞ্চোপাস্তের অন্যতম রূপেই গ্রহণ করেন এবং পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে, ভোগবর্দ্ধন বা 'গোবর্দ্ধন' নামে একটী মঠ স্থাপন করেন। সপ্তমশতাব্দীতে 'হুয়েন সাং' নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তমদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, "সেই সময় বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে।"

একাদশ-শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী লক্ষ্মণদেশিক রামানুজ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবাসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করেন এবং নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দারুব্রহ্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন। তিনি এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী মঠ স্থাপন করেন। উহা সম্প্রতি রামানুজকোট বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজাচার্য্যের জনৈক প্রিয়-শিষ্যের নাম গোবিন্দ। গোবিন্দের সন্ন্যাসের নাম তামিল-ভাষায় এম্বারুমানার "এম্বার' অর্থাৎ "মন্নাথ"। এই শব্দটীর পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া "এম্-আর" বা 'এমার' পদ সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরামানুজীয়গণ গোবিন্দের নামানুসারে তাঁহার মঠের নামকরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, রিঁউয়ার রাজার প্রতিষ্ঠিত মঠ বলিয়া উহা সাধারণতঃ রেঁওয়া শব্দস্থানে এমার শব্দ ব্যবহৃত হয়।

রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে বিগ্রহের সন্নিকট একটী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ধর্ম্মবাহনকুকুর মূর্ত্তি ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য ঐ কুকুর মূর্ত্তিকে শ্রীবিগ্রহের নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দেন এবং শ্রীমন্দিরের সেবার সৌষ্ঠব বিধান করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরে অদ্বৈতপ্রভু, ঠাকুর হরিদাস, স্বরূপ দামোদর ও তদনুগত গোস্বামিগণ ও তাঁহার যাবতীয় গৌড়ীয়ভক্ত এইস্থানে আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবের' পরমসম্মানিত ও সেবিত ক্ষেত্ররূপে জগজ্জীবের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এমন কি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র আপনাকে নবদ্বীপচন্দ্রের চরণে বিক্রীত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের প্রধানকার্য্যাধ্যক্ষ রায় রামানন্দ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাদি এই নীলাচল-ক্ষেত্রে গৌরসুন্দর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলাপ্রদর্শন করিবার পর ২৪ বৎসরের মধ্যে—

"অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২

পূর্ব্ব ৬বৎসরের মধ্যেও তিনি নীলাচলে গমনাগমন করিয়াছেন। এই নীলাচলে এককালে সুকৃতিমান্ জীব যুগপৎ 'চলাচল', 'দুই ব্রহ্ম' ও গৌর-শ্যামরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সাগরে নদ-নদীমিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর বহুদেশস্থ ভক্তগণ মহাপ্রভুর পদামৃত-সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-আশ্রয়—ব্রজনাগরী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানু-নন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া ও তদ্রূপ পৃথগ্‌ভাবে আবার বৃষভানুনন্দিনীর ভাবস্বরূপা শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর কৃষ্ণবিরহোন্মাদ-দশা প্রদর্শন করাইয়া জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলাদ্বারা কৃষ্ণ-আরাধকের চিত্ত কিরূপ অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত—শুদ্ধ—নির্ম্মল—বৃন্দাবনস্বরূপ হওয়া উচিত, তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে জগতে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নির্য্যাণান্তে তাঁহার চিদানন্দময়দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য, ভক্তগণের দ্বারা তাঁহার পাদোদক-গ্রহণ করান ও স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের বিরহোৎসবের জন্য স্বহস্তে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব সম্পাদন প্রভৃতি লীলাদ্বারা ভক্ত-

ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা শ্রৌতমতের নামে অশ্রৌত-মতদুষ্ট শাঙ্কর বেদান্ত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বেদান্তসিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শাঙ্কর-বেদান্ত-মতগ্রস্ত বৈদান্তিককে শুদ্ধ বৈদান্তিক-আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্ব-ভৌমের ন্যায় নৈষ্ঠিক স্মার্ত্তের দ্বারা মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাচলে জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয়া দয়ার কতই না আদর্শ বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং নীলাচলক্ষেত্র যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণেরই আপনার আদরের ও সেবার বস্তু এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এখনও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে কাশীমিশ্রের ভবনে গম্ভীরা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনস্থলী বিরাজ করিতেছেন। এখনও শ্রী রায় রামানন্দের প্রতিষ্ঠিত গৌরপদাঙ্কিত 'জগন্নাথবল্লভ-উদ্যান' বিরাজিত থাকিয়া সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্রস্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। নবরাত্র যাত্রার সময় মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথবল্লভে অবস্থান করিতেন। কোন সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমা-যামিনীতে আশ্রয়ের ভাবে প্রমত্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার দিব্যো-ন্মাদ প্রকাশ করিতে করিতে—

"অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ পরিচ্ছেদে এই সকল অপ্রাকৃত-লীলার বিস্তৃত বিবরণ অনর্পমুক্ত অপ্রাকৃত-রসিক-পুরুষগণের উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও জগন্নাথবল্লভ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ যে একমাত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবেরই স্থান এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবের দ্বারা এ স্থানের সেবার উজ্জ্বলতা পুনঃস্থাপিত হওয়া বৈষ্ণব মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আজও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তগণ সহিত জলক্রীড়াস্থলী জগন্নাথ-বল্লভেরই অতি সন্নিকটে 'শ্রীনরেন্দ্র সরোবর' ও 'গুণ্ডিচার' নিকটে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' বিরাজ করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী, সমুদ্রতীরে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, মামু-ঠাকুরের সেবিত 'টোটা গোপীনাথ' পরবর্ত্তিকালের গঙ্গামাতা মঠ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনে গরুড়-স্তম্ভের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতেন বলিয়া তাঁহার শ্রীপদযুগলের দুইটী আলেখ্য অর্চ্চা ঐস্থানে বিরাজিত ছিল। উক্ত পদাঙ্কদ্বয় বর্ত্তমান কালে মন্দিরের বাহিরে মন্দির-প্রাকারের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে উচ্চ বেদীর উপর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শুনা যাই-তেছে, এখন উঁহার সেবাবিষয়ে বিশেষ অযত্ন হইতেছে। দক্ষিণ-দ্বার-দেশের নিকট 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডপ' নামে একটী স্থান আছে। উৎকল পাণ্ডা-সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যত্নেই সেই স্থানটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিও বিরাজিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই পুরুষোত্তমে আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত একটী মঠ বিরাজিত ছিল। এখন সেই মঠ অপ্রকাশিত হইলেও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দের প্রতিষ্ঠিত একটী সমৃদ্ধ সেবা তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র যে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরই তীর্থস্থান ও সম্পত্তি—এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

আবার বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি প্রচারের একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের মন্দিরের অতি সন্নিকটস্থ পবিত্র ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এই স্থানে বহুবৎসর ভজনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই ভজনকুটীতে "শ্রীপুরুষোত্তম মঠ" ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা আজ ৫ বৎসর যাবৎ প্রকটিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিজয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলায় যেরূপ ভক্তগণ সহিত এই জগন্নাথবল্লভে বিহার করিতেন এবং ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন, সেই স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের দাসানুদাসাভিমানী গৌরজনগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য আনয়ন করিয়া প্রত্যহ সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতাদি লীলাগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতামুখে গৌরলীলা-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের যাজন করিতেছেন। সর্ব্ব-

সাধারণের এই উৎসবে যোগদান একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। গত ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার দিবস এই স্থানে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ এই বিরহ মহামহোৎসব ও রথযাত্রা-উৎসব দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ খণ্ড ৪৫ সংখ্যার পর]

(৯ই ফাল্গুন শনিবার হইতে ১১ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৩১)

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

প্রীতির ধর্ম্ম ও অপ্রীতির ধর্ম্মের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। যাঁহারা মনে করেন, প্রেমধর্ম্মের মধ্যেও কিছু অপ্রীতিকর কথা রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যেই কিছু অপ্রীতিকর ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। আত্মধর্ম্মই—'প্রেমধর্ম্ম' বা প্রীতির ধর্ম্ম আর মনোধর্ম্মই অপ্রীতির ধর্ম্ম। বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের নিত্যা শুদ্ধা অহৈতুকী প্রীতি ও আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের শুদ্ধা প্রীতিই—প্রেমধর্ম্ম। প্রেমধর্ম্মের মধ্যে চিরঐক্যতান (Harmony) বিরাজিত। প্রেমধর্ম্মের যাজন হইতে বিচ্যুত থাকিলেই আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকি। কৃষ্ণই এক-মাত্র মূল বিষয় এবং যাবতীয় কার্ষ্ণই একমাত্র সেই মূলবিষয়ের আশ্রয়। সাপত্ন্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মানবজাতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবক, ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যের আর কোনও অসুবিধা থাকে না। তখন জীব স্বস্ব নিত্য-সিদ্ধস্বরূপ অর্থাৎ নিজকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম উদিত হয়।

জগতে প্রীতিধর্ম্মের কথা নাই। সর্ব্বত্রই বিরোধময় সঙ্ঘর্ষ-ধর্ম্ম। এস্থলে একজনের প্রীতিতে অপরের অপ্রীতি উৎপন্ন হয়, একজনের লাভে অপরের ক্ষতি হয়। যেমন —কেহ ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যাদি প্রীতির সহিত ভোজন করেন, তাহাতে ভোজনকারীর সাময়িক প্রীতি উৎপন্ন হইলেও ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যের প্রীতির উদয় হয় না।

এক মানুষ অন্য মানুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও হিংসা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহাতে অপর মনুষ্যের প্রীতি হয় না। গৌরসুন্দরের জনগণ কখনও অপরকে উদ্বেগ দেন না। কিন্তু প্রাকৃতব্যক্তিগণ অখণ্ড ভগবদ্বস্তুর সহিত বিরোধ করিয়া খণ্ডবস্তুর সহিত বিরোধ করেন। আমরা অনেক সময় 'বরং দেহি', 'ধনং দেহি', 'দ্বিষো জহি' প্রভৃতি লোকের প্রীতিকর কথা বলিয়া নিজকে ও অপরকে বঞ্চনা করি।

কৃষ্ণ সমস্ত জীবকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রপঞ্চে দুই প্রকারে আমাদের নিকট আগমন করেন——(১) অর্চ্চারূপে ও (২) নামরূপে।

কপটব্যক্তিগণ ষোড়শোপচারে পুত্রপৌত্রাদিলাভের জন্য অর্চ্চা-আরাধনা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ঠাকুর-সেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তি। ইহাকে সেবা বলা যায় না। যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম সেবা, যাহাতে নিজের সুখ-সুবিধা হয়, তাহারই নাম ভোগ। বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি এইরূপ, যথা—

> নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
> যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
> এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
> ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

যাঁহারা জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ বা যাঁহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা এই কথা নিষ্কপটে বলিতে পারিবেন না। 'বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তি বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা; কিন্তু বর্ত্তমানে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এইরূপ অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা যদি কপটতা করিয়া কোটি জন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটি জন্ম খোল বাজাই, কোটি জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মমার্গের পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের

নিষ্কপট সেবা ব্যতীত আমাদের কিছুই হইতে পারে না। অর্চ্চা ও নাম-আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি কপটতাই না চলিতেছে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ঠকানকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন।

এই গ্রামের কথাই আমি কিছু বলি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমদাতা শ্রীল নিত্যানন্দের সঙ্গী শ্রীল সুন্দরানন্দ-প্রভু এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার একটা বিকৃত প্রতিফলনমাত্র দৃষ্ট হয়। এখন সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরনিত্যানন্দের প্রীতির জন্য আর হরিকীর্ত্তন হয় না; ওলাউঠা-নিবারণ, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগের জন্যই হরিকীর্ত্তনের বাহ্য আকার মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয় দুইটী পৃথক বস্তু। ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবক যে সে হইতে পারে না! দশ টাকার বেতনে ভগবানের 'সেবা' করিতে পারে না, বিশ টাকা দিয়া 'নাম হয় না', পঞ্চাশ টাকা দাখিল করা হইলে হরিকথার বক্তৃতা হয় না, পাঠ হয় না—উহাতে ভাষাবিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদ হইতে পারে, উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, উহার নাম ভোগ বা কর্ম্মমার্গ।

আপনারা জানেন যে, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা দ্বারা জগৎ চালিত হইতেছে। প্রকৃত মানবের ধর্ম্ম—ভোগের বা ত্যাগের চেষ্টা নহে। আমরা অনেক সময় ত্যাগের খোসা পরিয়া ভোগীর নিকট হইতে কিছু ভোগ করিতে ধাবিত হই; আবার ভোগী চান, "ত্যাগীর নিকট হইতে ভোগের জিনিষ কিছু গ্রহণ করিতে পারি কি না।"

আমরা আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির চরিত্রে একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই যে, তিনি একদা শিষ্য সঙ্গে বদরিকা যাইতেছেন। মহারাষ্ট্রপ্রদেশের মহাদেব নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন, তিনি আনন্দতীর্থকে সেইপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া পুষ্করিণী খনন করিতে বলিলেন। কর্ম্মী রাজা জানিতেন না, সাধারণের উপকারের কার্য্য বাজে লোকের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের হাতে যদি কোদাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল জগতের পরম হিত খর্ব্বিত করা হয়, জগতের যত কিছু শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, সকলই বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা। ঐ সকল বস্তু ভোগীর সেবায় লাগিলে পণ্ডশ্রম ও জগদ্বিনাশের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। যেকাল-পর্য্যন্ত বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এইরূপ দৃঢ়-প্রতীতি না হইবে, তাবৎকালপর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গল হইবে না; এইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅর্চ্চার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। তবে নিজের উদরভরণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য নহে।

আমরা সকল জীবের দ্বারে দ্বারে এই ভিক্ষা করিতেছি যে, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করুন। এখনকার বৈষ্ণব-বেশধারিগণের ব্যবহার সামান্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত, এমন কি প্রাকৃত ব্যবহারজ্ঞ পর্য্যন্ত সমালোচনা করিবার যোগ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, ইহাদের আচার বৈষ্ণবোচিত হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য মনুষ্যোচিতও নহে। অপ্রাকৃত হওয়া দূরে থাকুক, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও ঘৃণ্য ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। সকল সময় মঙ্গলের পথের চেহারা-গুলিই মঙ্গলের পথ নয়। কপটতা করিয়া অনেকেই যাত্রার দলের নারদ মুনি সাজিতে পারেন, অর্চ্চন কার্য্য সত্য সত্য ভাললোক করুন, সত্য সত্য নিষ্কপট লোক কীর্ত্তন করুন, কেবল সুর-গান-লয়-তাল ভাল জানা আছে—এরূপ ব্যক্তির মুখে হরিনাম হয় না। যিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব গুরুর পাদাশ্রয় করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তিনিই কীর্ত্তনাধিকার পাইতে পারেন।—১২৮৪ সালেও সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাটে লোকের বাস ছিল। সৈয়দাবাদের গোস্বামিগণ শ্রীল সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। এই মহেশপুরে স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ী ছিল। এই গ্রামটী পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এইরূপ হরিকথা উপদেশ করিবার পর শ্রীলঠাকুরের আদেশে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় বক্তৃতামুখে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তৎপরে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ

বি, এ, মহোদয় নিত্যানন্দ-মহিমাসূচক কয়েকটী কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থানীয় একজন ভক্তভবনে উপস্থিত হন, সেইস্থানে কীর্ত্তন মহামহোৎসব হয়। অপরাহ্নে প্রচারকগণ মহেশপুরের প্রতি গৃহে গৃহে গমন করিয়া 'হরিকথা' ও 'গৌড়ীয়' এবং 'ভক্তিগ্রন্থ' প্রচার করেন। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় মহেশপুর হইতে মোটরলরিতে পরিক্রমাকারিভক্তগণ ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া টুঙ্গিনামক একটী গ্রামে উপস্থিত হন। ঐ টুঙ্গীতে পরমভাগবত হরিগুরু-সেবৈকনিষ্ঠ শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে রাত্রে ভক্তগণ মহামহোৎসব করেন এবং তথা হইতে দুই মাইল দূরে মাজদিয়া ষ্টেসনে পৌছিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে তমলুক হইতে ৪ মাইল উত্তরে মথুরীগ্রামে নাম-প্রচারার্থ শ্রীল ভারতীমহারাজ স্থানীয় প্রধানভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রায়, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র আদক ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী শাহু বি, এল, মহোদয়গণের সাগ্রহাহ্বানে পদব্রজে গমন করেন। ঐ স্থানে ৩ দিবস প্রত্যহ প্রায় ৪।৫ শত বিশিষ্টভক্তসমীপে ক্রমে আত্মধর্ম্ম, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ও নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনসহ বিশুদ্ধ সাত্বতধর্ম্মের গ্লানি-বিষয় আলোচনা ও তদ্দূরীকরণোপায় বহু দৃষ্টান্ত সহ গুরুগম্ভীরভাষায় সকলের হৃদয়ঙ্গম করান হয়। বাসায় প্রত্যহ সকাল বিকালে বহুভক্ত স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মহারাজের স্বাভাবিক মধুর ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অনেকের ভক্তাভিমান দূরীভূত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বিশুদ্ধসাত্বতধর্ম্মপ্রচারক এতাদৃশ মহাজন বহুশতাব্দী এতৎপ্রদেশে আগমন করেন নাই। বিশ্বাস গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত গৌরহরি বেরা ও বৈকুণ্ঠনাথ সী প্রমুখ ভক্তগণ মহারাজের সংসঙ্গে অতীব প্রীত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গমনার্থ অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকদিবস ব্রহ্মচারিগণ ও মহারাজ হরিগুণগান প্রচারে গ্রামগুলি পূত করিয়া ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত রমানাথ মণ্ডল নামক জনৈক ভক্তের আহ্বানে তিনমাইল পশ্চিমে নয়াপসানগ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও বক্তৃতামুখে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া এবং নিজ আচরণে 'অমানী মানদ' স্বভাব জ্ঞাপনপূর্ব্বক বহু ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। পথিমধ্যে বালকবৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ পাইলেই তাঁহাদের মুখে হরিনাম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ প্রত্যক্ষ করাইলেন। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ পুনরায় মথুরীগ্রামে আগমন করিয়া উপস্থিত সজ্জনগণের নিকট প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভক্তিধর্ম্মের মূলসূত্র ও নিগূঢ়তত্ত্বাবলী প্রচার করিয়া গ্রামবাসীকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রতিবৎসর অবকাশমতে শ্রীভারতীমহারাজকে এতৎপ্রদেশে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥ ইতি

প্রণতঃ—
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীপাটদেন্দুড়

কাশীধাম—বারাণসী হইতে প্রকাশিত গত ১২শে জুন, ১৯২৬ সংস্করণে "The Mahashakti" নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মঠ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমতটী প্রকাশিত হইয়াছে।—

Sree Sanatan Gaudiya Math at Benares—To the great fortune of Benares, the Math has newly been established at 11/1 D, Kodai ki Chowki. Casting aside the rind of fruitive acts and the seed of dry wisdom, the luminaries of the Math are approaching every denizen of the city with the ambrosial juice of the Veda Shastras. There is no denying the fact that the disinterested endeavour of the devotees will ere long draw-out the fallen from the dusty oblivion of pure Vaisnabism. We are happy to see the Mission gaining sympathy by leaps and bounds from all quarters.

ছাপরায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ

কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারক সূত্রে ছাপরাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন-পত্রটী প্রচার করিতেছেন——

Notice is hereby given to the public that a meeting will be held in the town Hall, Chapra on Saturday, the 26 th June, 1926. at 6 P. M. The meeting will be addressed by Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarbaswa Giri Maharaj of Sri Sanatan Gaudiya Math, Benares. The Subject i Sanatan Dharma. There will also be Sankirtan before and after the lecture. All are cordially invited to attend.

Sd. Mahendra Prasad
(Chairman Chapra municipality)
Sd. Chandra Deo Naryan
(Zeminder & Vakil)
Sd. Bhupenra Nath Chakrabartty
(Vakil)
Sd. Monindra Nath Chatterjee
(Vakil)

পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ বিগত ২৫শে জুন, ১৯২৬ তারিখে ছাপরার প্রসিদ্ধ উকিল পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। সহরের অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে জুন, ১৯২৬ তারিখে গিরি মহারাজ স্থানীয় টাউন-হলে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার বহু কৃতবিদ্য-সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন মুসলমান ব্যারিষ্টারও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর শুদ্ধভক্তিধর্ম্মকথায় বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

২৭শে জুন, ১৯২৬ তারিখে প্রাতে স্বামিজী মহারাজ স্থানীয় জেলা জজ-বাহাদুর পরমভাগবত শ্রীযুত অনন্তনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। জজ বাহাদুর এবং স্থানীয় বহু সজ্জন ব্যক্তি স্বামিজী মহারাজের ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। শ্রোতৃগণমধ্যে বেথিয়া রাজ এষ্টেটের য্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হাজারিলাল বাবুর হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জজবাবুর আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী মহারাজ পর দিবসও তদীয় ভবনে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামিজী মহারাজ শ্রীযুক্ত সরযূপ্রসাদ বাবু নামক এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় বহু হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী ও অন্যান্য সজ্জন সমক্ষে হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

পুরুষোত্তমে—শ্রীজগন্নাথবল্লভোদ্যানে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট মহা-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থমহারাজ, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাসপর্ব্বত, শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং বহু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তথায় উৎসবানুষ্ঠান ও ভক্তভগবানের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সঙ্কীর্ত্তন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, পরিক্রমা ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

উড়িষ্যায়—শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচারকগণ উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধধর্ম্ম জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজ এবং অন্যান্য প্রচারকগণ হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪র্থ খণ্ড ৪৫শ সংখ্যক গৌড়ীয়ের ১৫শ পৃষ্ঠায় যে ৪নং প্রেরিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম চারি পংক্তির পর নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ-নিবন্ধন ছাড় পড়িয়াছে। আশা করি পাঠকগণ নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি তৎসঙ্গে যোজনা করিয়া পাঠ করিবেন। (এম, এ ক্লাসের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এইরূপ দেখিলাম)—এই বাক্যের পর কয়েকটী পংক্তি বসিবে—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনার শ্রীপত্রিকার স্তম্ভে ঐ পুস্তকখানার যে সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত ও অকাট্য হইলেও একটীমাত্র কারণে উহা পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস

[১]

চিন্তামগ্ন 'মধ্যগেহ' মলিন-বদন,
উদাস-নয়ন-পদ্ম, নিভৃত ভবনে
ভাবিছেছে নিজ মনে,—"কয় দিন আজ
দেখি না ত কোন কাজ; থাকে না ত ঘরে;
কচিৎ আহারে আসি, কত আনমনে
অল্পক্ষণে ক'টি অন্ন মাত্র মুখেদিয়া,
কোথা সে চলিয়া যায় পলকে আবার,
সন্ধান না পাই আর! অন্ধের নয়ন,
অন্ধকারে ধ্রুবতারা জীবন আমার
শিশু সুকুমার সেই;—এ অল্প বয়সে
কি ভাব-পরশে হেন মানসে তাহার
বিকার প্রবল হেরি! বিরলে বসিয়া
বিজন-কাননে, কভু দেবতা-মন্দিরে,
কিম্বা নদী-তীরে, ঘন-বন-অন্তরালে
কি ভাবে সে একমনে! বুঝিতে না পারি,
ব্যাধি না বৈরাগ্য ইহা দুর্লভ সংসারে।
নহে ব্যাধি; নিরাময় দিব্য দেহ তা'র
যোগ্য দেবতার শুধু। শৈশবে এমন
কুসুম-কোরক-সম বালক-হৃদয়ে
বৈরাগ্য বিষম সেই সংসারের ত্রাস
হয় কি প্রকাশ তবে, মেঘ-মুক্তাকাশে
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর সম?"—কুঞ্চিত ললাটে
কাঁপিল শঙ্কায় বৃদ্ধ পুত্রগত প্রাণ।
হয় দিন অবসান এমনি চিন্তায়।
চিন্তাকুলা বেদবতী পুত্র-পাগলিনী
জননী; জীবন-পদ্মে জীবন তাঁহার
একটি কুমার সেই। কি মন্দ কপাল
কি হ'লো তাহার হায়! কেন গো সে আর
'মা' ব'লে তেমন সেই প্রাণ-ভরা ডাকে
আসে না তাহার বুকে? ক্ষুধায় আহার
চাহে না তেমন আর কোন্ অভিমানে?
কি ধ্যানে থাকে সে ভোর ভুলিয়া ভুবন
ভুলি আত্ম-পরিজন? কেন অশ্রু-ভারে
ছল-ছল হেরি তা'র নয়ন-কমল?
কি কহে অস্ফুট স্বরে আপনার মনে?
কি চাহে সে?—বাত-বেগে তরঙ্গের মত
একের পশ্চাতে আর ভাবনা কতই
করে তোলপাড় সেই মাতারও হৃদয়
পুত্র-স্নেহ-ময় মরি! পুত্র সে তাহার
ত্যজিয়া সংসার হেথা, সুযোগ পাইয়া
উধাও হইয়া যায় নিজ লক্ষ্য পথে,
মহাব্রতে অবিচল! মহাসত্ত্ব সেই,
নিত্য-হরি-সেবা-রত শুদ্ধ হরি-জন
পবন পাবন ভবে মানব-আকারে,
আসে নাই মায়াডোরে লইতে বন্ধন;
আসে নাই ভোগ-সুখে থাকিতে মগন;
আগমন হেথা তার প্রভুর ইচ্ছায়,
ছিন্ন করি শত খণ্ডে শঙ্কর-রচিত
মায়াবাদ মোহ-জাল, শুদ্ধ-ভক্তি-পথ
মহাজন-নিষেবিত নির্ভয় আপার
দেখাইতে আনিবার গন্তব্যে পরম
অনন্ত-সাধন। তাই, উদ্যম অপার
আজি সে তাহার। ত্যজি স্নেহের ভবন
সর্ব্ব-সুখ-ময় সদা-বাঞ্ছিত জগতে,
সাগর-সঙ্গম-পথে মহানদ সম,
ওই দেখ, ল'য়ে বক্ষে ব্যাকুলতা কিবা
চলেছে বালক সেই বাসুদেব-নাম
গুরু-পদ-অন্বেষণে, সঙ্কল্প-সাধনে!
ছুটিল সংবাদ ক্ষণে, শব্দবহ-মুখে
খর-রবি-কর-তাপ নিদাঘে যেমন

উন্মুক্ত গগন-পথে পথিকে দহিতে,
নিশিত শায়ক কিম্বা ধনুর্ম্মুক্ত যথা
মৃগের হৃদয়ে দূর বনে গতিশীল।
শুনিল দম্পতি, দীপ্ত দম্ভোলির মত
বাজিল হৃদয়ে সেই সংবাদ দারুণ,
কহিল কে আসি—"ওগো, যাও ত্বরা করি,
একাকী কোথায় বাসুদেব তোমাদের
যায় চলি দূর পথে!"—উঠিল চমকি
চকিত-নয়ন পিতা মাতা মুহূর্ত্তেকে,
কাঁপিল হৃদয় ভয়ে; কহিল জননী—
"সে কি গো, কি শুনি, হায়, একি সর্ব্বনাশ,
দুধের ছাওয়াল মোর জানে না ত পথ,
একাকী কোথা সে গেল? যাওগো এখনি;
যায় নি এখনো দূর; ধ'রে আন তারে;
বুকে ক'রে বাঁচি আমি বাসু-ধনে মোর!"
কি মায়া-মোহের ঘোর! হায়রে সংসার,
ইন্দ্রজাল কি তোমার! কি ছলে বিষম
বিষয়-মগন জনে কি নিধি ভুলা'য়ে
মজায়েছ কি অসার ছাই-ভস্ম দিয়ে!
যথার্থ যে আত্মজন, যাঁহার কারণ
অপরে আপন ভাবি এত ভালবাসা
মূলাধার যে সবার, যাঁহা হ'তে সব;
স্মৃতি-পথ হ'তে দূরে রাখি তাঁহারেই,
মুগ্ধ মোহে তোমারই এই জীবগণ
ল'য়ে মলা-মাটি শুধু সমগ্র জীবন
করে ধূলা-খেলা একি! কঠিন কি হায়!
ধায় বেগে 'মধ্যগেহ' গৃহ পরিহরি;
হরি, হরি,—দেহে তার প্রাণ বুঝি নাই,
যন্ত্রে পঞ্চালিকা যেন বিবশ বিহ্বল
চলে গো কেবল; ফেনময় মুখে আর
কহে বার বার—"বাপ্ বাসুদেব মোর,
কোথা গেলি, কোথা গেলি!—কেন এলি তুই,
কেন রে এ আশাতরু রোপিলি যতনে,
নৈরাশ্য-পীড়নে যদি সহসা এমন
করিনি নিধন তা'রে? হায়, ভগবন্
এই কি তোমার দান! দ্বাদশ বরষ
কঠোর তপস্যা করি, কৃপায় তোমার
পেয়েছি যে ফল, তার এই পরিণাম!"
উতরি অনন্তেশ্বর-মন্দিরে এখানে,
মহাত্মা-অচ্যুত-প্রেক্ষ-যতির চরণে
সুখাসনে 'বাসুদেব' বসিয়া বিরলে
কাতর প্রার্থনা তা'র করিছে জ্ঞাপন—
"কর কৃপা, দাও পথ, ভাগবতবর!
দুস্তর সংসার মাঝে পাশবদ্ধ আমি,—
মুক্ত কর মোরে স্বামি;—হইয়া সহায়
ল'য়ে চল মহাপথে সত্যে সে পরম!
দাও শক্তি, অনুত্তম তত্ত্বে সে অদ্বয়
ঢাকিয়াছে যে দুর্জ্জয় মায়া-আবরণ
শতধা বিদীর্ণ করি উড়াই তাহারে;
বদ্ধ মোহ-কারাগারে দুঃস্থ জীবগণে
দিই সে অমিয়-ধন অদ্বিতীয় লোকে!"
"সিদ্ধকাম হও বাপ!"—বক্ষে ধরি তা'রে
আনন্দে অচ্যুতপ্রেক্ষ ঢালে অশ্রুজল;
অনল-পরশে তার প্রমাদ গণিয়া
পলায় সভয়ে 'কলি' 'মিথ্যা' সখী সনে
চিত্তবনে কামান্ধের কৃষ্ণবেশধর!
নীরব প্রান্তর বন, স্তব্ধ চরাচর।
"বাসুদেব!—বাসুদেব!—বাসুদেব বাপ্!"
সহসা উঠিল ধ্বনি প্রতিধ্বনি-সহ
নীরব কাননে সেই। শুনিয়া চমকি
দেখিল অদূরে বাসু বৃদ্ধ, পিতা তা'র
আসে উন্মত্তের প্রায় ঊর্দ্ধ-মুখে চাহি!
বুঝিল বালক ক্ষণে,—'পথিকের মুখে
পাইয়া সংবাদ পিতা পুত্রস্নেহে ভোর
এসেছে সন্ধানে মোর।' পলকে চক্ষের
ত্যজিয়া আশ্রম পুত্র আসিল প্রান্তরে
পিতৃ-সম্ভাষণে। পিতা পুত্রমুখ হেরি
পাইল জীবন যেন শবদেহে যাহা,
কতই প্রাণের কথা কহিল কাঁদিয়া;
লইয়া যাইতে তারে চাহিল তখনি
বিহ্বলা জননী, পাশে আবাসে তাহার।
কিন্তু, চমৎকার একি!—শিহরি সভয়ে

কম্পিত-হৃদয়ে বৃদ্ধ দেখিল চাহিয়া,
কোমল কিশোর চক্ষে কি অগ্নি উজ্জ্বল,
দীপ্ত মোহানল সম, দগ্ধ করি সব
জড়তা মমতা মোহ মায়িক জনের,
জ্বলিতেছে অবিচল। পুত্র সে তাহার
নহে যেন এ-বালক, বৈরাগ্য সাক্ষাৎ!'
হইয়া পশ্চাদ্গত, গভীর বিস্ময়ে
পরক্ষণে 'মধ্যগৃহ' পুত্র-মুখে তাঁর
শুনিল নির্ঘাত বাণী অশনি অধিক।

মোহ-নিদ্রা করি দূর, মহাবাক্য সেই
পশি মর্ম্মে মর্ম্মে মোহ-মুগ্ধ জনকের,
জানাইল কুমারের প্রতিজ্ঞা অটল—
করিবে সে গৃহত্যাগ জীবের মঙ্গলে,
লইবে সন্ন্যাস, গৃহে ফিরিবে না আর!
উড়িল পিতার প্রাণ,—এ কি সর্ব্বনাশ!
শৈশবে সন্ন্যাস হেন হায় রে তাঁহার
একমাত্র তনয়ের, সাধনার ধন,
সংসার-বন্ধন এক অখিল ভুবনে!
সহিতে পাবে কি কেহ? কাতরে কতই
করে ধরি বার বার কত কথা বলি
বুঝাইল পুত্রে পিতা রাখিতে আবাসে
স্নেহপাশে অবিচ্ছেদ, কিন্তু, সে-সকল
হইল নিষ্ফল ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রায়,
স্নেহ-স্পর্শ কিম্বা হায়, শব-দেহে যথা;
অবিচল বাসুদেব। বিশ্ব-বিনিময়ে
নহে বিন্দু টলিবার প্রতিজ্ঞা তাহার।

বহে ঘন অশ্রুধার বৃদ্ধের নয়নে
কম্পিত বচনে পুনঃ কহি সে উচ্ছ্বাসে,—
"রক্ষা কর্, ওরে বাপ্, জীবন মোদের।"—
পড়িল পুত্রের পদে। প্রশান্ত মূরতি,
নির্ম্মম তেমতি, স্থির বহ্নিশিখা সম,
দৃঢ়স্বরে বীর শিশু কহিল অমনি—
"আপনি দেখা'লে পিতঃ, ভবিষ্যৎ মোর,
শিশু-পুত্র-পদে তব হইয়া পতিত;
সন্ন্যাসে উচিত এই ধর্ম্ম আচরণ;
প্রবুদ্ধ জনকও তাঁর পুত্রে সুকুমার
করে নতি এ-প্রকার।"
আসিল না আর
শুষ্ক সে পিতার মুখে একটি বচন।
শূন্যমনঃ, শূন্যময় হায় রে সকল,—
নিশ্চল ব্রাহ্মণ, শোক-বিহ্বল হৃদয়ে
অটল অচল মূর্ত্তি পুত্রমুখে সেই
নিরখিয়া প্রাণময়ী প্রতিজ্ঞা প্রোজ্জ্বল।
প্রজ্ঞান-প্রতিভা-পাশে, হতাশ নিশ্বাসে
নীরবে বিদায় হ'য়ে ফিরিল ভবন।

(ক্রমশঃ)

বিগত ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ, বি, এ, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, রাসবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গমন করিয়াছেন। বিগত শুক্রবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-অপ্রকট মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সবিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আগামী রবিবার শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সপরিকর কটক যাত্রা করিবেন। তথায় শুদ্ধহরিকথা প্রচার-কেন্দ্র একটি ভক্তি-মঠ সংস্থাপনার্থে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৩, ১৭ই জুলাই, ১৯২৬ | ৪৭শ সংখ্যা

সার কথা

প্রভুর অবতারের প্রয়োজন কি ?

সর্ব্বকাল ভক্তসঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে ।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥
এই তান স্বভাব শ্রীভক্তবৎসল ।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৭২,৭৪

প্রভুর ভোজনের সামগ্রী কি ?

ভিক্ষা করে প্রভু—প্রিয়বর্গ-সন্তোষার্থ ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ ॥
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে ।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।১১১-১১২

ভজনের ফল কি ?

তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন ।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন ॥
তোমা' লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল ।
তোমা' লাগি' সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥
তোমা' লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল ।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।৬৯-৭১, ৭৬

শ্রীগৌরে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় না কেন ?

ভট্ট কহে,—তাঁর কৃপালেশ হয় যারে ।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নহে যারে পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১০২-১০৩

শ্রীচৈতন্যাবতারের বৈশিষ্ট্য কি ?

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার ।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার ॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে ।
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪।১২০-১২১

সাধনক্রম কি ?

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর ।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।১০-১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয়ের ভাষা ও চিন্তাস্রোত বর্ত্তমান প্রচলিত সর্ব্বসাধারণের ভাষা ও চিন্তাস্রোত হইতে স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, গৌড়ীয়ের ভাষা এতদূর দুর্ব্বোধ ও দুর্ব্বিগাহ যে অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি ত' দূরের কথা উচ্চ শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও উহার অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। আমরাও এই কথার অনুমোদন করি। তবে আমরা ভাষার কাঠিন্য হেতু 'গৌড়ীয়ের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা দুরূহ'—এ কথা স্বীকার করি না। ভাবই ভাষার জনক। ভাব ব্যতীত ভাষা প্রাণহীন, অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বর মাত্র। 'গৌড়ীয়ে'র সেরূপ শব্দাড়ম্বর প্রদর্শনের প্রয়াস নাই। "আমাদের প্রযুক্ত শব্দার্থ বুঝিতে হইলে 'মাহেশ ব্যাকরণ' পড়িতে হইবে"—'গৌড়ীয়' এরূপ কথা বলেন না। 'গৌড়ীয়ের' ভাষা অত্যন্ত-প্রাকৃত-বিজ্ঞান লইয়া বুঝা যায় না। 'পাণিনি', মাহেশ, অমরকোষ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কণ্ঠস্থ থাকিলেও গৌড়ীয়ের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির বিষয় হয় না।

গৌড়ীয়ের ভাব না বুঝিতে পারিলে গৌড়ীয়ের ভাষা যে 'দুর্ব্বোধ' ও 'দুর্ব্বিগাহ' বোধ হইবে—ইহা অতি সত্য। গৌড়ীয়ের শ্রৌত-চিন্তা-ধারা অশ্রৌত-জাগতিক-সর্ব্বসাধারণের মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এমন কি এরূপ বিরুদ্ধ (revolutionary) যে জাগতিক অশ্রৌত-চিন্তা-প্রণালী বা মনোধর্ম্মে চিরাভ্যস্ত জগতের বহু লোক এই জন্যই গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষাকে 'অভিনব' ও 'দুর্ব্বিগাহ' বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। আবার আমরা সর্ব্বক্ষণই দেখিতে পাই যে, দ্বাদশ বর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত, এমন কি নিরক্ষর বহু ব্যক্তিও গৌড়ীয়ের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে করিতে অতি সহজে গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম ও অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইতেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়ের ভাষা কঠিন নহে, গৌড়ীয়ের শ্রৌত-সিদ্ধান্ত—যাহা গৌড়ীয়-ভাষার প্রাবট্য-হেতু—তাহাই অশ্রৌতপন্থী সাধারণের চিন্তাস্রোত হইতে ভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ ও দুর্ব্বিগাহ।

অধিক কি, 'অশ্রৌত' ও 'শ্রৌত', 'মনোধর্ম্ম' ও 'আত্মধর্ম্ম', 'প্রাকৃত' ও 'অপ্রাকৃত' 'অক্ষজ' ও 'অধোক্ষজ' 'কাম' ও 'প্রেম', 'স্বকীয়' ও 'পরকীয়' 'পররাম' ও 'আত্মারাম' প্রভৃতি গৌড়ীয়ের পারিভাষিক শব্দগুলি সাধারণ সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় না। যদিও কদাচিৎ কোন সাহিত্যগ্রন্থে ঐ সকল শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গেও গৌড়ীয়ের উদ্দিষ্ট পরিভাষার আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ, নির্ব্বিশেষবাদিগণ যাহাকে 'শ্রৌত-সিদ্ধান্ত' বলেন, গৌড়ীয়ের অভিষ্ট-দেব শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে 'অশ্রৌত-সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট "বিবর্ত্তবাদে"র পরিভাষা ও নির্ভেদজ্ঞানীর সর্ব্বত্র প্রচলিত 'বিবর্ত্তবাদে'র পরিভাষা এক নহে (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৩ ও মধ্য ৬।১৭৩ দ্রষ্টব্য)। সাধারণে প্রচলিত 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাস্তিক' শব্দের বিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ। সাধারণে যাঁহাকে বিশেষ আস্তিক বলিয়া সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাস্তিক' বলিয়া তৎসঙ্গস্থানে দূর হইতে বর্জ্জন করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮, মধ্য ২৪।৯৫ দ্রষ্টব্য)। সাধারণের প্রচলিত মত—'ভক্তি' একটী মনের ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়ের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ।

গৌড়ীয় বলেন, 'মনোধর্ম্ম' কখনও 'ভক্তি' নহে, অপ্রতিহত আত্মধর্ম্মই ভক্তি (ভাঃ ১।২।৬)। "অক্ষজ" ও "অধোক্ষজ" শব্দদ্বয় বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "অধোক্ষজ" শব্দটী যেরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব ও অবিচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি গুণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ, তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন সাধারণ সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ সেরূপ সমর্থ নহে। সুতরাং এই স্থানে 'গৌড়ীয়' দরিদ্র-সাধারণ-বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে সুষ্ঠু-ভাবদ্যোতক কোনও শব্দ খুঁজিয়া না পাইয়া যদি প্রচুরসম্পত্তিশালী স্বীয়-গুরুস্বরূপ-ভাগবত-সাহিত্যের সুষ্ঠুভাবগর্ভ শব্দ-ভাণ্ডারের শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে গৌড়ীয়ের ভাষা সাধারণের বিচারে 'দুর্ব্বোধ' হইলেও আমাদের মনে হয়, বঙ্গসাহিত্যে ঐরূপ পরিভাষার প্রচলন দ্বারা দীনা, অসম্পূর্ণা, ক্ষীণবীর্য্যা, বারবিলাসিনীরূপে পরিণতপ্রায়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিই সাধিত হইবে।

বঙ্গভাষার অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। সম্ভোগ

প্রিয় ব্যক্তিগণের হস্তে পড়িয়া যাবতীয় "ঈশাবাস্য" প্রকৃতির ন্যায় ভাষা-সুন্দরীও এখন বারবিলাসিনীরূপে পরিণতা। একমাত্র কৃষ্ণভোগ্যা বাণীকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করিয়া যাহারা তাহা দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহারা বঙ্গসাহিত্য-জননীর সেবক ত' দূরের কথা প্রচ্ছন্নশত্রু। যেমন গৌড়ীয়যুগে গুণরাজ খাঁ, 'চৈতন্যলীলার' ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন, কবিরাজ গোস্বামী, লোচনদাস, ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শত অপ্রাকৃত কবি বঙ্গবাণীকে কৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গ-পদ্য-সাহিত্যের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগেও অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শুদ্ধভক্তি-প্রচারক, নির্ম্মৎসর-সমালোচক, অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক 'গৌড়ীয়' ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনমুখে বঙ্গ-গদ্য-সাহিত্যকে বিলাস-ব্যভিচার-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া উঁহাকে গৌরকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত ও তৎসঙ্গে দীনা অসম্পূর্ণা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধা, সবলা, লোক-চিত্তরঞ্জনা বারবিলাসিনী-প্রায়া হইতে না দিয়া কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী, সজ্জনা-নন্দবিধায়িনী, জয়শ্রী-চিত্তানন্দ-বর্দ্ধিনী ও শ্রীযুতা করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন।

'গৌড়ীয়' শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ ভক্তি-রস-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর অনুগত। 'গৌড়ীয়' বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপদামোদরের কঠোর শাসন ও তিরস্কার-শিক্ষা হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, অগৌড়ীয়-ভাষা ও সিদ্ধান্ত প্রাকৃত সাহিত্যিক বা 'যদ্বা তদ্বা গ্রাম্য কবি' বা তদনুগ ব্যক্তিগণের রুচির অনুকূল ও চিত্তবিনোদনকারী হইলেও উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণকর নহেন। গৌড়ীয়ের ভাষা গৌর-বিহিতা বলিয়া সজ্জনতোষণী ও ভক্তিবিনোদ-কারিণী।

অগৌড়ীয় সাধারণে প্রচলিত ভাষায় যাহাকে "গৃহস্থ" বলেন, গৌড়ীয় ভাষায় তাহাকে "গৃহব্রত" বলা হয়। গৌড়ীয় বলেন, অন্ধকারপূর্ণ জড় জগতের ভোক্তৃরূপে অবস্থিত ব্যক্তিগণ 'গৃহব্রত' আর নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের আশ্রিত কৃষ্ণসেবৈক-ব্রত, হরিমেধা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট অম্বরীষাদির ন্যায় কৃষ্ণসেবাময়-গৃহে বাসকারী ব্যক্তিগণ-ই "গৃহস্থ"। সুতরাং গৌড়ীয়ের "গৃহস্থ" ও অগৌড়ীয়ের "গৃহস্থ" সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিপরীত। অগৌড়ীয়ভাষা বলেন, অমুক বৈষ্ণব জাতিতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তেলি, মালী, তাঁতি, শুঁড়ি, মুচী যবন ইত্যাদি! অগৌড়ীয়-ভাষা বলেন, অমুক বৈষ্ণব, অমুক তারিখে জন্মিয়াছে, অমুক তারিখে মরিয়াছে, কখনও বা অগৌড়ীয় মার্জ্জিত ভাষায় বলিয়া থাকেন, অমুক লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছে, স্বর্গধামে গমন করিয়াছে ইত্যাদি! কিন্তু গৌড়ীয় ঐরূপ সাধারণে প্রচলিত, প্রাকৃতবুদ্ধি পরিপূর্ণ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট অশুদ্ধ, শুদ্ধ, অমার্জ্জিত বা মার্জ্জিত অগৌড়ীয় ভাষা ব্যবহার না করিয়া বলেন, 'বৈষ্ণব' ও কর্ম্মকাণ্ডীয় জাত্যাদি-বিশেষণ পরস্পর বিরুদ্ধ, বৈষ্ণব বা ভাগবত, সাত্বত, পরমহংস—জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, প্রকট-অপ্রকটলীলা মাত্র, বৈষ্ণবের দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, বৈষ্ণবের দেহ দেহীতে ভেদ নাই, উহা অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়। (বৃহদ্ভাগবতামৃত ৩।৪৫, ও চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ অগৌড়ীয়-গণ মনে করেন, বৈষ্ণবেরা 'জন্ম' ও 'মৃত্যু'কেই 'প্রকট' 'অপ্রকট', 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' প্রভৃতি ভাষান্তরে প্রয়োগ করেন মাত্র বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাকৃত সাধারণের ভাবের সহিত বৈষ্ণবের উদ্দিষ্ট ভাবের সম্পূর্ণ পার্থক্য-নিবন্ধন উক্ত পরিভাষারও ভিন্নতা লাভ করিয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীলঘুভাগবতামৃত আলোচ্য।

গৌড়ীয় বলেন, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ' ও 'আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ' একবস্তু নহে। গৌড়ীয় বলেন, 'কাম' ও 'প্রেম' এক নহে। অগৌড়ীয় বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, সাধুভক্তগণের মধ্যে থাকিবে কেন? গৌড়ীয় বলেন, কৃষ্ণকামপূর্ত্তি বাঞ্ছাই প্রেম, গোপিগণের কামই প্রেম, উহা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, ভক্তদ্বেষিজনে ক্রোধই ভক্ত্যঙ্গ ও তৃণাদপি সুনীচতা, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণজনের প্রতি মোহ-ই ভক্তি।

অগৌড়ীয় বলেন, ভোগ ও ত্যাগই জীবের বাঞ্ছনীয়, কখনও বা বলেন ভোগ মন্দকরী হইলেও ত্যাগই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। কিন্তু গৌড়ীয় বলেন, 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয়ই বিষ্ঠার ন্যায় বর্জ্জনীয়, সেবাই বাঞ্ছনীয়, সেবাতে ভোগ বা ফল্গুত্যাগের আবাহন নাই। এইরূপ অগৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ের চিন্তাপ্রণালী পরস্পর স্বতন্ত্র হওয়ায় গৌড়ীয়ের ভাষা অগৌড়ীয় ও গৌড়ীয়-ব্রুব (অর্থাৎ যাঁহারা মুখে

'গৌড়ীয়' বলিয়া নিজদিগকে বলেন বা বোলান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গৌড়েশ্বর স্বরূপদামোদরের ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুগত নহেন) গণের নিকট 'অভিনব,' 'দুর্ব্বোধ' বলিয়া বোধ হয়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ কথাটী শ্রীচরিতামৃতের পরিভাষা ব্যতীত কোনও অগৌড়ীয় সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব গৌড়ীয়ের ভাষা ও ভাব সুখবোধ্য করিতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া পুনঃ পুনঃ গৌড়ীয়ের সঙ্গ করা আবশ্যক। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর- 'গৌড়ীয়' "আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারিতেছে না বলিয়া আমি 'গৌড়ীয়' পড়িব না, গৌড়ীয়ের মোড়ক খুলিব না"—এইরূপ বিচার আত্মঘাতীর বিচার মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজ আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত হইলেও উপরি-উক্ত বিচারের বশবর্ত্তী তথা-কথিত বহু উচ্চশিক্ষিত, ভাষাজ্ঞ সাহিত্যিক ব্যক্তির নিকট আজও দুর্ব্বোধগ্রন্থরূপে বিরাজ করিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং তাহার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন,—

"অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"

চৈঃ চঃ আদি ৪।২৩৫-৩৬

আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের গ্রাম্য-সাহিত্য কত-পরে রচিত হইয়া বাংলার দ্বারে দ্বারে সুখপাঠ্য হইতেছে, কিন্তু বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃতধারা, ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহিণী শ্রীচৈতন্যভাগবতকথা প্রায় সার্দ্ধত্রি-শতাব্দি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াও এতদিন দুর্ব্বোধ পুঁথিরূপে মঞ্জুষাবদ্ধ রহিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গের এমন সময় গিয়াছে যখন বঙ্গজননীর বহু কৃতিসন্তান, অনেক শিক্ষিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তিও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এখনও কয়জন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারেন জানি না। বহু উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিতব্যক্তির মুখে আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, বহুবার শ্রীচরিতামৃত যত্নসহকারে পড়িয়াও তাঁহারা আদিলীলার কয়েকটী পরিচ্ছেদের কোনও অর্থই করিতে পারেন নাই। এখনও বঙ্গমাতার সন্তানগণ—যাঁহারা লজ্জার খাতিরে 'শ্রীচরিতামৃতের ভাষা ও অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি' বলিয়া মুখে স্বীকার করেন, তাঁহারাও যে অধিকাংশ স্থানেই "উল্টা বুঝিলি রাম"—এই ন্যায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য প্রতি পদে পদে পাওয়া যায়। দার্শনিক সিদ্ধান্ত ত' দূরের কথা এমন কি অনেক তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক কথাগুলির পর্য্যন্ত যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ভুল করেন।

অতএব "গৌড়ীয়ের' কৃপায় 'গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তে প্রবেশ লাভ না করা পর্য্যন্ত কেবল প্রাকৃতভাষা-বিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, জনমত, মনোধর্ম্ম, অক্ষজজ্ঞান, ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা, সাহিত্যা-মোদ-প্রবৃত্তি লইয়া গৌড়ীয়ের ভাষা বুঝা যাইবে না। আবার গৌড়ীয়ের মালিক শ্রীল স্বরূপ দামোদরের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে তাঁহার কৃপায় বালকও অনায়াসে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর সারগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৬শ সংখ্যার পর]

(১২ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩১ সন)

শ্রীগৌড়-মণ্ডল- পরিক্রমা-কারী ভক্তগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে ১২ই ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাজদিয়া ষ্টেশন হইতে বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া দুই ষ্টেশন পরে রাণাঘাট এবং রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া রাণাঘাটের পরের ষ্টেশন বীরনগরে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান বীরনগর বা উলা গ্রাম বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল পুরুষ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট স্থান। উলাগ্রাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি লীলাভূমি নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত। বীরনগর ষ্টেশন হইতে শ্রীল ঠাকুরের প্রকট-ভূমি এক মাইলেরও কম।

চিত্রগুপ্ত হইতে ৮৭ পর্য্যায়ে ভরত, ৮৮ পর্য্যায়ে ভরদ্বাজ, তদধস্তন অঙ্গিরা, তদধস্তন বৃহস্পতি উদ্ভূত হন এবং ১৪৯ আধস্তনিক পর্য্যায়ে শিবদত্তের পুত্র পুরুষোত্তম, বঙ্গরাজ-আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কনকদণ্ডী নাম লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকার বৌধায়ন-শিষ্যান্বয় শ্রীমন্নারায়ণ স্বামিকৃত "সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহিমাষ্টক" নামে একটী শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তপূর্ণ অষ্টকের কনকপ্রভা নাম্নী অত্যুৎকৃষ্টা টীকা রচনা করেন। রচনাকাল ৮৬৫ শকাব্দা। উক্ত সটীক মহিমাষ্টকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাণ্ডুলিপি শ্রীগৌড়ীয় মঠে সংরক্ষিত আছে। ভক্তগণের ইচ্ছা হইলে ঐ অমূল্য রত্নটী প্রকাশিত হইবে। সেই পুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তন বিনায়ক ও তৎপুত্র নারায়ণ দত্ত উভয়েই রাজমন্ত্রীত্ব করেন এবং পঞ্চদশ পর্য্যায়ে কামদেবের পুত্র রাজা কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণ-নামে অত্যুত্তমা রুচিসম্পন্ন হন। ইঁহার মণ্ডপে অবধূত প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করেন।

কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম পুরুষে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্ত্তি মদনমোহন দত্ত উদ্ভূত হন। মহানুভব মদনমোহনের নাম বঙ্গবাসীর নিকট-ই সুপরিচিত। তিনি বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র সমূহে দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, বহু স্থানে জলাশয়াদি খনন এবং গয়ার প্রেতশিলার সোপান-সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া চিরস্মরণীয় পুরুষরূপে বিঘোষিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনুর বদান্যতা ও সৌখ্য কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা-বাসীর নিত্য গৃহকথার অন্যতমতা লাভ করিয়াছিল। মদন মোহনের প্রপৌত্র আনন্দচন্দ্র। আনন্দ চন্দ্রের পুত্ররূপে ও উলার স্বনামধন্য সম্ভ্রান্ত ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তৌফি মহাশয়ের দৌহিত্র-রূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের সম্মুখে অবতীর্ণ হন।

ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের মাতামহ পরলোকগত মুস্তৌফি মহাশয় তৎকালে নদীয়া জেলার একজন সর্ব্বপ্রধান সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, দিঘাপাতিয়ার রাজা তখন তাঁহার প্রজা ছিলেন। উলার মুস্তৌফি বংশ সামাজিক আভিজাত্য, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই উলা গ্রামেই শ্রীল ঠাকুর ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৩৫২ হৃষীকেশ মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বাসুদেব বারে অবতীর্ণ হন।

বৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডীয় পাপ পুণ্যের বিচারের অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণব কখনও কোন জাতি, কুল, সমাজে আবদ্ধ নহেন। ভগবদিচ্ছায় বৈষ্ণব যে কোনও কুলে, যে কোনও স্থানে আবির্ভূত হইয়া তত্তৎকুল ও দেশকে পবিত্র করিতে পারেন। পূর্ব্বদিক যেমন সূর্য্যোদয়ের কারণ বা জনক নহে, তদ্রূপ কোনও জাতি, কুল বা দেশ বৈষ্ণবের আবির্ভাবের কারণ বা জনক স্বরূপ হইতে পারে না। বৈষ্ণবের জনক-জননী নাই, জন্ম-মৃত্যু নাই, কর্ম্মকাণ্ডীয় জাতি-কুল নাই। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত প্রাপঞ্চিক ব্যক্তি অজ্ঞানে যাহা দর্শন করেন, তাহা কর্ম্মকাণ্ডীয় জনগণের উপর প্রযুক্ত হইলেও বৈষ্ণবের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাস ও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস সমস্বরে বলিয়াছেন,—

'ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।'

পদ্মোত্তর-খণ্ড

'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি র্যস্য নারকী সঃ॥'

পদ্ম-পুরাণ

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম, বৈষ্ণবের কভু নহে।

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৭৭-১৭৮

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১০০, ১০২

* * *

শ্রীভগবান্—

শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া 'বৈষ্ণব' সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৪৯-৫১

* * *

জাতি, কুল—সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপিহ সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ-বাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৭-৪০

ঠাকুর হরিদাস চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত—যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও পরমপাবনী পবিত্রতমা—

"গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।"

পুণ্যবান্ ভূসুর ও দিব্যসূরিগণও ঠাকুর হরিদাসের স্পর্শ বাঞ্ছা করেন—

"হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ"

আরও—"স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্ম পাশ॥"

তবে বৈষ্ণববিদ্বেষি "ঢঙ্গ বিপ্র" বা "হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ" বা "রামচন্দ্র খানের" মঙ্গল হয় না। সকলের নিস্তার আছে, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর নিস্তার নাই।

ঠাকুর বৃন্দাবন আরও বলিয়াছেন—

...— হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তাঁরে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
সকৃৎ যে বলিবেক 'হরিদাস' নাম।
সত্য সত্য সে যাইবেক কৃষ্ণধাম॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ

ঠাকুর হরিদাস চতুর্বর্ণের বহির্ভূত মনুষ্যকুলে উদ্ভূত না হইয়া যদি পশু বা অসুরকুলেও উদ্ভূত হইতেন, তথাপি তিনি সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পূজ্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যদি আভিজাত্যসম্পন্ন কোন কুলে উদিত না হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা নীচ কুলেও প্রকটিত হইতেন, তথাপি তাঁহারা গোস্বামী, জগদ্‌গুরু—সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞ-ব্রাহ্মণের মাথার মণি, গুরুদেব শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালি কুলে, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণ বণিক কুলে, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সদ্‌গোপকুলে, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু খণ্ডাইৎকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তত্ত্বজাতি বা কুলের কোনও ব্যক্তি নহেন। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর সম্ভ্রান্ত আভিজাত্য-সম্পন্ন, আঢ্য বংশে অবতীর্ণ না হইয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা হীন কুলেও আবির্ভূত হইতেন কিংবা গৌড়মণ্ডলে কেন, ভারতবর্ষের পাণ্ডবপরিত্যক্ত, গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত কোন দেশে অবতীর্ণ, এমন কি যদি কামস্কাট্কা বা ল্যাপলেণ্ড প্রদেশেও উদিত হইতেন, তথাপি তিনি তাঁহার ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা-হেতু দেশ-কাল জাতি ও বর্ণের অতীত, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের অতীত, যাবতীয় অক্ষজ প্রাপঞ্চিক বিচারের অতীত রাজ্যে অবস্থিত—

"স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্"

তিনি স্বয়ং ভগবানের অভিন্নকলেবর ভগবানের ন্যায়ই পূজার পাত্র। তিনি শ্রীল ব্যাসদেব ও আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদের বিচারে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বাক্যম্

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আবার একজন সর্ব্ব-বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এককোটি বেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, আবার সহস্র বৈষ্ণবাপেক্ষা একজন একান্তী অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য-দেবতার উপাসনা করেন না—এইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই আচার্য্য গোস্বামীপ্রভু শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বৈষ্ণব-স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থে পাদ্মবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ, ন গুরুস্যাদবৈষ্ণবঃ॥

বিপ্রক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু এই সকল বেদবাক্য আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ধোকোদ্ধারার্থ যবনকুলে অবতীর্ণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস আভিজাত্যসম্পন্ন কুলীনগ্রামী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতির আচার্য্যের কার্য্য করিয়া উক্ত শাস্ত্রবাক্যের প্রচার ও মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ষড়্গোস্বামীর অন্যতমরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র বৈষ্ণবজগতের আচার্য্যগুরুরূপে নিত্য পূজিত ও নমস্কৃত হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণ পাপ বা পুণ্যফলে কোনও নীচ বা উচ্চ জাতিতে আবির্ভূত হন না। পরন্তু ভগবদিচ্ছায় ইতর জীবকে উৎসাহিত করিবার জন্য নীচকুলাদিতে প্রকটিত হন। আজ যদি শ্রীরূপসনাতনপ্রভু, দাসগোস্বামী, রায় রামানন্দ, শিখিমাহিতি, ঠাকুর নরোত্তম, ঠাকুর উদ্ধারণ, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি আচার্য্যবৈষ্ণবরাজগণ বিভিন্নকুলে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্যময় জাতিকুলের নিরর্থকতা প্রচার না করিতেন, ভক্তরাজ খোলাবেচা শ্রীধর প্রভৃতি যদি প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যের হেয়তা ও ভক্তের অনন্যাভূত ঐশ্বর্য্যের মহিমা জগতে বিঘোষিত না করিতেন, তাহা হইলে অনাদি-বহির্ম্মুখ কর্ম্মপ্রবণ জীবের মতি, ভক্তি-ভক্ত ও ভগবানে আকৃষ্ট না হইয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় নাস্তিকতা ও অপরাধ-পঙ্কেই আরও প্রবলবেগে নিমজ্জিত হইত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

ভাঃ ১।১১।৩৩

প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের অর্থাৎ সমর্থ পুরুষের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরম সমৃদ্ধ উলা নগরে আবির্ভূত হন। ১২৬৩ সালে ভীষণ মহামারীতে উলা নগর জনহীন হইয়া পড়ে। ঐ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "বিজন গ্রাম" নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করেন—রচনা কাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।

এই উলানগরের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'স্বলিখিত জীবনী' মধ্যে লিখিয়াছেন,—"গ্রামে চৌদ্দশত ঘর ভাল ব্রাহ্মণ। কায়স্থ বৈদ্য অনেক ছিল। মুস্তৌফী মহাশয়েরাই গ্রামের প্রধান শ্রী। গ্রামের লোকের অন্নাভাব ছিল না। তখন অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া গান, বাদ্য ও গল্পাদি করিয়া বেড়াইতেন। পেট-মোটা ব্রাহ্মণ যে কত ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রায় সকলেই রহস্যপ্রিয়, মিষ্টভাষী ও বিচার-পরায়ণ। কালাবতী গান ও তবলা শিক্ষায় প্রায় সকলেই পটু। অনেকেই একত্রিত হইয়া কোন স্থানে গান বাদ্য করিতেন, কোন স্থানে পাশা বা দাবা খেলিতেন। গ্রামটা আনন্দময় ছিল। কাহার কোন বিষয় আবশ্যক হইলে মুস্তৌফী মহাশয়দের বাটী হইতে অনায়াসে পাইতেন। ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা সকলেই লইয়া যাইতেন। গ্রামটা এত বড় যে তৎকালে ৫৬ জন চৌকীদার গ্রামে কার্য্য করিত। চাকরী বাকরী করিয়া খাইতে হইবে, এ কথা উলার ভাল লোক জানিতেন না। কি সুখের সময় ছিল। এমন দিন থাকিত না যে, কোন না কোন প্রকার সাধারণ উৎসব না হইত।" (২৩-২৪ পৃষ্ঠা) কথিত আছে যে, কর্ত্তাভজাদলের আদিগুরু আউলে চাঁদ এই উলাগ্রামে মহাদেব বারুইর গৃহে প্রথমে পরিদৃষ্ট হন।

শ্রীল পরমহংসঠাকুরের অনুগমনে গৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-কারী ভক্তবৃন্দ মহানগর-সংকীর্ত্তনে দিগন্ত কম্পিত করিয়া উলানগরে প্রবেশ করিলেন এবং যে স্থানে শ্রীল ভক্তি-বিনোদঠাকুরের প্রকট-স্থান বিরাজিত, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত—

"শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,

প্রেম-লতিকার মূল ॥”

গৌর আমার, যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে
সে সব স্থান, হেরিব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

-এই গানটী সমস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সভক্ত পরমহংস-ঠাকুর শ্রীল ঠাকুরের জন্মভিটা প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীল পরমহংসঠাকুর সকলকে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মভিটা ও বাল্য-লীলা-ভূমি-সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই স্থানে দ্বাদশটী শিবমন্দির ও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার দুইটী সুবৃহৎ মন্দির অত্যন্ত জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মুস্তৌফীবংশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের মাতামহ পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফি মহোদয়ের সাতমহল বাড়ী ছিল। তথায় সর্ব্বপ্রকার আনন্দোৎসব হইত। তাঁহার অতুল বৈভব, শত শত দাস, দাসী, দ্বারবান, প্রকাণ্ড ভদ্রাসন, বহু ঐশ্বর্য্য ছিল। জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্নাবশেষগুলি এখনও ইহার সত্যতা প্রচার করিতেছে। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সূতিকাগৃহের ভিটা এখন জঙ্গলাচ্ছাদিত। ভক্তগণ সেই স্থানে গমন করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম স্নানাহ্নিক ও মহামহোৎসব সমাপনের পর শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ উলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক ও গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘপতি নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ওঁ বিষ্ণুপাদ গৌরজন শ্রীমদ্-ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের বর্ত্তমানকালে আবির্ভাবের কারণ, তাঁহার কার্য্যাবলী ও সেবাপ্রকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বিশেষ পাণ্ডিত্য-গবেষণাপূর্ণ একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সভায় স্কুলের যাবতীয় শিক্ষক, ছাত্র ও গ্রামের বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

পিঞ্জর-বন্ধন-মুক্ত বিহঙ্গের মত
মুক্তপথ মহানন্দে, আনন্দে পরম
চলে বাসুদেব এবে, উড়ুপী হইতে,
শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে দক্ষিণ ভ্রমণে ;
সঘনে বদনে উঠে ঘন হরিধ্বনি
কাঁপাইয়ে অরণ্যানী অনন্ত গগন।
কি মনোমোহন দৃশ্য ! দিব্য দরশন
দাশরথি রামচন্দ্র রঘুকুলমণি
রাজপুর হ'তে যথা বিশ্বমিত্র সনে
চলে বনে বনে ; কিম্বা, একচক্রা হ'তে
সন্ন্যাসীর সাথে সেই ব্রাহ্মণ কুমার
নিতাই আমার প্রাণ, নবীন কিশোর,---
কি ভাবে বিভোর ভ্রমে তীর্থধামে যথা ;
দ্বাদশ বর্ষীয় বুধ বায়ু-অবতার
শিশু-বাসুদেব আজি চলে সেই মত
একব্রত, যতিবর-অচ্যুতের সাথে।
উতরিয়া নেত্রবতী বিপুল-বাহিনী,
'মাঙ্গালোর'-পর-পারে 'কুপিডিহি' মঠে
উপজি' উভয়ে তবে, কতদিন পরে,
করেন বিশ্রাম তথা। ভাগবত কথা,
কি মধুর, কি গভীর, রোমাঞ্চ-শরীর
শুনে একমনে সদা সাধুর শ্রীমুখে
স্বাদু সুধা-সমধিক। বন-ফল মূলে,
সুপক্ক তণ্ডুলে কভু প্রভু-প্রসাদিত
হয় দিনপাত সুখে ; শয়ন ভূতলে,
শস্পতলে, কিম্বা শ্যাম-পল্লব-শয্যায়।
কোথায় সে গৃহসুখ সোহাগ মাতার,
স্নেহ-স্নিগ্ধ জনকের লালন পালন
লোক-বিমোহন ?—তা'র কিছু নাই মনে ;
সূর্য্যোদয়ে দিবাগমে ভুলে যায় যথা
দীপালোক লোকচয়, ভুলেছে সে সব
সুখোদয়ে অভিনব দুর্ল্লভ-সংসারে।

কান্দে কিন্তু অনাহারে বৃদ্ধ পিতামাতা
অন্ধকার গৃহকূপে বিরহে দারুণ,
হারাইয়ে প্রাণ-পুত্রে ; ইহামূত্রে সেই
সম্বল কেবল। কভু ভাবে নাই তা'রা,—
আশ্রয় পরম কিবা, আলয় অলয়
অদ্বয়, অখিল লোকে লক্ষ্য জীবনের,
মূল-তত্ত্ব সকলের, সম্বন্ধ যাঁহার
দেয় সম্পূর্ণতা সবে সর্ব্বার্থরূপিণী।
হায়রে মোহিনী মায়া মোঘাশা প্রসূতি,
মোঘ জ্ঞানবতী বুদ্ধি !—বিচল ব্রাহ্মণ
ত্যজিয়া ভবন ত্বরা ছুটিল আবার,
যথা সে তাহার প্রাণ—প্রাণের অধিক
প্রিয়তম পুত্র-ধন। কহিল কাঁদিয়া
বিদায় সময় শোকবিহ্বলা ব্রাহ্মণী :—
"যাও গো, আবার যাও, যে পথে কুমার
গিয়াছে আমার ;—ওগো, আন একবার,—
দেখি মুখখানি তা'র একবার আমি !"
চাহি পথ পাগলিনী রহিল দাঁড়ায়ে,
পাঠা'য়ে মথুরা-পথে অক্রূরের রথে
রামকৃষ্ণে, নন্দরাণী হায়রে, যেমন
প্রতি আগমন আশা পোষিয়া হৃদয়ে
ছিল পথ নিরখিয়ে। চলিল ব্রাহ্মণ।
দীর্ঘপথ অতিক্রম করি বহু ক্লেশে,
লইয়া সন্ধান, ক্রমে নেত্রবতী পারে
উপজিল কান্তারে সে 'কুপিডিচি' মঠে।
দেখিল তথায়, দিবা-দরশন সেই
সন্তান তাহার বসি প্রশান্ত-বদনে
পাদপীঠে সন্ন্যাসীর, শ্রীমুখে তাঁহার
শুনিতেছে সুধাসার ভাগবত-কথা।
কথা অবসানে তবে, চাহিতে অঙ্গনে
দেখিল বালক,—কিবা নেত্রে অপলক
চাহি মুখপানে তার পথশ্রান্ত পিতা
দাঁড়াইয়ে প্রাঙ্গণের পুষ্প-তরু-তলে,
ভাসে বক্ষঃ অশ্রুজলে। যথাবিধি তাঁরে
আশ্রমে লইয়া পুত্র, প্রভুর ইঙ্গিতে,
করিল সৎকার। সুস্থ হইলে তখন,

একান্ত-মিলনে তাঁর তনয় ধীমান্
কহিল কাতরে—"পিতা, কেন বৃথা আর
দাও বাধা সন্তানের শ্রেয়ঃপথে তব ?
এই কি গো, পুত্র স্নেহ, পুত্রের মঙ্গলে
প্রয়াস তোমার ? পিতা,—পিতৃধর্ম্ম এ কি ?
যার প্রতি এত মায়া মমতা তোমার,
নিরন্তর অশ্রুধার গলে যার তরে,
রুদ্ধ করি যার তবে গতি-পথ নিজ
মুগ্ধ মনসিজ-মোহে মজিছ সংসারে,—
কোন্ প্রাণে আজি তা'রে করিয়া বঞ্চিত
করগত সুধা হ'তে, হাতে তুলি কেন
দাও হালাহল হায় ? হ'য়ো না নিদয়,
অমূল্য সময় ক্ষয় করিও না আর ;
বৃথা চেষ্টা এ তোমার ! যাও নিজ স্থানে,
আত্মকর্ম্মে দাও মনঃ দিন ব'য়ে যায়।"
শুনে কি তথাপি হায়, অবশ হৃদয়
মোহময় ? মদিরায় হইলে বিহ্বল,
বিপথে প্রবল পদ-চারণ মত্তের
মানে কি বারণ ? সেই বিজ্ঞান-বচন
চাঁদমুখে বালকের, স্রোতে তৃণ-প্রায়
ভাসিল কোথায় ক্ষণে, পাইল না স্থান
বৃদ্ধের হৃদয়ে বদ্ধ দৃঢ় মায়া-পাশে,
কাল-স্রোতে সর্ব্বনাশে বেগে ভাসমান।
"বাপ্ রে আমার, বাপ্ বাছু-ধন মোর,
রাখ্ রে জীবন দু'টি, ফিরে চল ঘরে !
মরে তোর বৃদ্ধা মাতা, বিন্দুবারি মুখে
দায় নাই সপ্তদিন আজ ;—একবস্ত্রা
আছে পড়ি ধরাসনে পথ চাহি তোর !
হ'স্‌নে কঠোর আর,—ফিরে চল্ ঘরে !"
কি আবেগ-ভরে অহো, অস্থিময় বুকে
অস্থিময় বাহুপাশে বাঁধিয়া সন্তানে,
প্রাণান্ত ব্যথায় বিপ্র কহিল কাঁদিয়া।
পলকে সরিয়া দূরে, দৃঢ়স্বরে পুনঃ
কহিল কুমার ;—"কেন বাঁধিতে পিঞ্জরে
বিফল প্রয়াস পাশমুক্ত বিহঙ্গমে ?

অনন্ত গগনে সে যে উড়েছে উধাও,
ত্যজিয়া সান্তের মোহ, অনন্তের পথে !
ক্ষান্ত হও দ্বিজবর ! যাও ঘরে তুমি ।
যাই আমি নিজ পথে । নাই ক্ষুধা যার
জড় ভোগ-সুখে, তার মুখে সে সকল
প্রয়োগ বিফল ; হও বিরত তাহাতে ।
শ্রেয়ঃলাভ হয় যা'তে দেখ সেই পথ ।"
না বুঝে কিছুই দ্বিজ ; কহে বারবার
সেই এক কথা তার কতই প্রকারে,
মোহজ বিকারে ঘোর । অবিচল-মতি
প্রশান্ত মূরতি পুত্র বাসুদেবও তার,
করে ব্যর্থ বারবার বিবুধ-বচনে
বৃথা অনুযোগ সেই । অসহ্য এবার,
ধৈর্য্যহারা ক্রমে হায়, হতাশ ব্রাহ্মণ
আরক্তনয়নযুগ তুলিয়া ললাটে,
তুলি ঊর্দ্ধে বাহুদ্বয়, কহিল ডাকিয়া ;—
মরিব এখনি আমি, দেখ্ বাসুদেব,
এখনো অবাধ্য মোর হ'স্ যদি তুই,
করিস্ যা' ইচ্ছা এই !"—"হো'ক তাই তবে !"—
হইল উত্তর ;—দীপ্ত নয়নে বালক
মুহূর্ত্তে করিয়া ছিন্ন পরিধেয়-বাস,
পরিয়া কৌপীন সম, কহিল নির্ভয়ে,—
"মর তবে দেখি তুমি !—এই দেখ আমি
সঙ্কল্প করিতে পূর্ণ সুদৃঢ়-নিশ্চয়,
অন্যথা হ'বার নয় !"—নির্ব্বাক্ ব্রাহ্মণ,
নিশ্চল নয়নদ্বয়, কম্পিত শরীর ;
উচ্চশিরঃ, ঊর্দ্ধশিখ হোমানল সম,
সম্মুখে সে তেজঃপুঞ্জ কিশোর কুমার,
নগ্ন দেহে চমৎকার কৌপীন উজ্জ্বল
করিয়া নিষ্ফল মায়া-প্রলোভন সব ;
ধন্য ধন্য ধন্য রব অখিল ভুবনে ।
স্বস্থ কতক্ষণে পিতা পুত্র তথা
বসিল ভূতলে শীত-শ্যাম-শষ্পাসনে
পুষ্পিত পাদপ-মূলে । মধুর বচনে
কহিল ব্রাহ্মণ এবে,—"বাসুদেব বাপ্,
বুদ্ধিমান বড় তুমি, বুঝ' ভাল সব ।
বল দেখি, বুড়া বুড়ি মোরা দুই জন,
সবে ধন একমাত্র পুত্র আমাদের
ভরসা সময়ে তুমি ; তোমার অভাবে
কি হ'বে মোদের দশা, কে দেখিবে আর ?"
"কে দেখিবে আর ?"—হাসিয়া মধুর
ভাবিল কিশোর—"কেহ নাহি দেখিবার ?
কি মোহ তোমার !—বেশ, তাই যদি মনে,
হ'বে না ভাবিতে, হ'বে বৎসর ভিতর
সহোদর এক মোর । তারপর আমি
করিব সন্ন্যাস পিতা,—অন্যথা না হ'বে ।
যাও তবে ; যাই আমি গুরুদেব-পাশে ।"
নহে তৃপ্ত তথাপিও তপ্ত সে হৃদয় ;—
নিশ্চিত রতন হেন করি' পরিহার
কোথা শান্তি অনিশ্চিতে ?—সজল-নয়ন
কাতর ব্রাহ্মণ অতি, পুত্রে ধরি বুকে,
কহিল কেবল শেষ কথাটি এবার ;—
"বলিব কি আর বাপ্ ! করিও যা' হয় ;
সম্মতি মাতার তব কিন্তু, একবার
ল'য়ে এস ; কাঙ্গালিনী জননী তোমার !"
অঙ্গীকার করি' পুত্র লইল বিদায় ।
বিগত বৎসর কাল । দেখ একবার,
'মধ্য গেহ' গৃহে তা'র, নব পুত্র কোলে
কি সুন্দর ! বাসুদেব মায়ের সম্মুখে
কহিছে—"মা, কহ সত্য, চাহ কি দেখিতে,
সন্ন্যাস অথবা মৃত্যু এ দেহে আমার ?
নাই অন্য কথা আর ।" সাধ্বী বেদবতী
রত্নগর্ভা সতী সেই বক্ষে ধরি তারে
কহিল আদরে—"বাপ্, বেঁচে থাক তুমি ,
দে'খে শুধু মুখখানি সুখী হ'ব আমি !"
দিয়া হরিধ্বনি পুত্র আনন্দে অমনি,
বন্দিয়া দোঁহার পদ হইল বাহির ;
মিলিল আসিয়া ত্বরা শ্রীগুরু-চরণে ;
দিল গুরু শুভক্ষণে যথাবিধি তারে
শ্রীদণ্ড, কৌপীন, বাস, ন্যাসমন্ত্র সহ,
সন্ন্যাসে পরম । হ'ল পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম ।
সর্ব্বগুণধাম সাধু বৈষ্ণব পরম

হইল বিখ্যাত লোকে মধ্বাচার্য্য নামে।
কি জ্ঞান বিজ্ঞানে ধন্য ধরণীর বুকে
তুলিল বিজয়-ধ্বজ, তিনি সুবিচারে
ভ্রান্ত ধর্ম্ম-মত ভাগবত-প্রতিকূল।
আনন্দে অতুল, আসি আপনি শ্রীহরি
শ্রীগৌরসুন্দর, করি গৌরব কতই
দিলেন সম্মান তাঁরে। বৈষ্ণব-সমাজ
ঋণী চিরদিন এই আচার্য্য-চরণে।
অমর লেখনী তাঁর আমাদের তরে
রেখেছেন কি অমূল্য গ্রন্থরত্নরাজি।
মায়াবাদ-মহাতমে মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সিদ্ধান্ত ভাস্বর কিবা প্রতি বাক্যে তাঁর।
জয় যতি পূর্ণানন্দ আনন্দ-আধার॥

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠোৎসব

গত ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই শুক্রবার দিবস গৌর-শক্তি শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের দ্বাদশবার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এবৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসব স্বর্গদ্বার 'ভক্তি-কুটী'তে অনুষ্ঠিত না হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর লীলাস্থলী প্রসিদ্ধ "শ্রীজগন্নাথবল্লভে" সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ঔদার্য্যলীলা-প্রকটকারী বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-ক্ষেত্র। তন্মধ্যে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ" স্থানটী সেই ভাবের পূর্ণতম মাত্রায় বিভাবিত। শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যানের প্রতি তরুলতা, প্রতি ফলকুসুম, প্রতি পশুপক্ষী, গন্ধবহ, প্রত্যেক কৃষ্ণভোগ্য-বস্তুটী অপ্রাকৃতকৃষ্ণ-রস-রসিকগণের সেবোন্মত্ত হৃদয়ে বৃন্দাবন-স্মৃতির উদ্দীপন করিয়া দেয়। বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলীবদন" প্রভৃতি বিরহোন্মাদ-বাক্য বিপ্রলম্ভভাবের পরিপোষ্টা গৌরজনের হৃদয়ে কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টার ব্যাকুলতা আরও তীব্র হইতে তীব্রতরভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়।

সুতরাং শ্রীজগন্নাথ-বল্লভে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে ভাবানুকূলই হইয়াছে।

বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরশক্তি ; আবার গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও শ্রীগৌরশক্তি। উভয়ের অপ্রকট-তিথি একই দিবস। সুতরাং গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-ভাবের পোষ্টা গৌর-শক্তিদ্বয়ের বিরহোৎসব কৃষ্ণবিরহোন্মাদ-ভাবের প্রকাশক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথবল্লভে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গৌর ও গৌরশক্তি-শ্রীগুরুগৌরজনের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবালালসা আমাদের হৃদয়ে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া দিউক্। আমাদের হৃদয়-কন্দরে যে সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ কৈতব লুক্কায়িত আছে, সেই সকল গৌরজনানুগত্যে, গৌরজনের পদাঙ্কসরণে, গৌরজনবর্ত্মানুবর্ত্তনে, তাঁহাদের স্মৃতি-উৎসবে আমাদের চিত্তগুহা হইতে সূর্য্যোদয়ে নিহারবিনাশের ন্যায় দূরীভূত হউক্।

ভক্ত ও ভগবানের উৎসব একটী 'হুজুক' মাত্র নহে। যাঁহারা গুর্ব্বানুগত্যে ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-উৎসব-সেবায় কায়মনোবাক্য নিয়োগ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি উদ্দীপ্ত ও কৃষ্ণান্বেষণ-ব্যাকুলতা-ই তীব্রভাবে উদিত হয়, তাঁহারা মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, সাধুগণ কিরূপ তীব্র ব্যাকুলতার সহিত কৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন, কিরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই ভজন-পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানিয়াছেন, কিরূপ কৃষ্ণসেবাকে-ই জীবনের একমাত্র কৃত্য জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করিয়া স্ব স্ব জীবন-গতি সেই পথে একান্তভাবে পরিচালিত করিতে পারেন।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীজগন্নাথবল্লভে প্রত্যহ উষাকালে মঙ্গলারাত্রিক, অরুণোদয়-কীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদ (মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ) পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সেবন, ইষ্টগোষ্ঠী, অপরাহ্নে হরিকথালোচনা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক, রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সংকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের অপ্রকট-

তিথি-বাসরে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয়, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ দাস অধিকারী প্রভৃতি সুকণ্ঠগায়কগণ সময়োচিত গৌরবিহিতকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীজগন্নাথবল্লভকে মুখরিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কয়েকজন পণ্ডিত-সুবক্তা শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীজগন্নাথবল্লভ, রায় রামানন্দ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে অনেক শ্রৌত সুগবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রীধামযাত্রী বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি, শ্রীক্ষেত্রবাসী গণ্যমান্যব্যক্তি, এবং উৎসবোপলক্ষে আগত ভারতের বিভিন্নস্থানের বহু ভক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও মঠাধীশগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাভঙ্গে উপস্থিত সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা, ভক্ত, পণ্ডিত, সাধারণ ব্যক্তি, কাঙ্গালী, দীন, দুঃখী সকলকেই সমভাবে বিচিত্রতাযুক্ত শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সংকীর্ত্তন ও অগণিতকণ্ঠে দিগন্তভেদী জয়ধ্বনি চতুর্দ্দিকে কি আনন্দের লহরীই না বিস্তার করিয়া দিয়াছিল, সেবানন্দে মত্ত হইয়া ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলের শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু "আরো দাও, "আরো দাও", "বেশী করিয়া দাও" বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নানা প্রকার প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য পরিবেশনকারিগণকে প্রোৎসাহ প্রদান, কখনও বা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন, নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু যাহাতে কোনও ব্যক্তির কোনও অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, ত্রিদণ্ডিপাদগণ কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া অভ্যর্থনা কেহ বা প্রসাদ বিতরণ, কেহ বা হরিকথা কীর্ত্তন, কেহ বা "সাধু-সাবধান"—ধ্বনি করিতেছিলেন। আদর্শগুরুসেবক ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্তভাবে সমবেত ভক্ত ও যাত্রিগণকে হরিকথা শুনিবার জন্য নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সেবা আদর্শস্থানীয়

২৫শে আষাঢ় শনিবার ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নবযৌবন বা নেত্রোৎসব দর্শন ও শ্রীমঠে তদুপলক্ষে মহা-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ২৬শে আষাঢ় রবিবার ভক্তগণ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন করেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে সপার্ষদ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত সোমবার দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে—"সেই ত' পরাণনাথে পাইনু" এই ধুয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে রথাগ্রে নৃত্য ও শ্রীজগন্নাথ দেবকে লইয়া শ্রীসুন্দরাচলে আগমন করেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে প্রত্যহ ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনমুখে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৭) প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যা ৮৭৫ পৃষ্ঠার পর)

প্রহ্লাদের সঙ্গে সমস্ত দৈত্যবালক দুর্ল্লভ তত্ত্বোপদেশ পাইয়া পরমার্থ হরিপাদপদ্মে চিত্তযোগ লাভ করিল। প্রহ্লাদের সঙ্গে সকলেই হরিভক্তিতে আপ্লুত হইয়া, "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বহির্ম্মুখ গৃহব্রত গোদাস অনাচারী আচার্য্যব্রুবগণের কোনও কথাই আর কেহ শুনিল না। তাঁহাদের বড় গৌরবের গুরুত্ব আর তথায় এক মূহূর্ত্তও টিকিল না। তাহা বিশুদ্ধ ভাগবতভাবের প্রবল প্লাবনে নিঃসত্ত্ব শুষ্ক তৃণের মত চূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহারা সভয়ে রাজসকাশে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সংবাদ শুনিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। আবার প্রহ্লাদের ডাক পড়িল। দিব্যমূর্ত্তি মহাশয় প্রহ্লাদ হরিপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নির্ভয়ে সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, দুরন্ত দৈত্যপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধান্ধ রাজা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দুর্ব্বিনীত বালক!—আজ আর তোর ক্ষমা নাই! আজ আমিই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে ঈশ্বর সহিত সমস্ত লোক সভয়ে কম্পিত হয়; আর তুই নির্ভয়ে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছিস্?—তোর এত দর্প কাহার বলে?"

প্রহ্লাদ অবাত-অকম্প উজ্জ্বল দীপশিখার মত সভা-মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দীপ্তচক্ষে, দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—"রাজন্, অখিল জগতে জগন্নাথ শ্রীহরিই একমাত্র বলবান্ পুরুষ। তাঁহারই মহাশক্তির ঈষৎ আভাস-মাত্রে সকলেই যথোচিত বল ধারণ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। তুমি, আমি, এবং ব্রহ্মাদি চরাচর সমস্ত তাঁহারই আশ্রিত, বশীভূত। সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির পদ-বলই আমার পরম সম্বল। তিনিই—তিনিই সকলের সামর্থ্য, সাহস, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয় ও আত্মা. তিনিই সকলের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কর্ত্তা। পিতঃ, মোহের বশে মত্ত হইয়া, আর কেন আত্মনাশের পথ প্রশস্ত করিতেছেন? যদি শ্রেয়োলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে অবিলম্বে সেই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করুণ।"

প্রহ্লাদের হিতবাক্য আসন্নমৃত্যু মহাসুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না। তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, —"আরে মন্দভাগ্য, তুই বলিতেছিস্ কি? আমি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর আবার কে? 'হরি' 'হরি' করিতে-ছিস্;—হরি তোর কোথায়? তুই বল্‌বি—হরি আমার সর্ব্বত্রই আছেন।' বেশ; তাই যদি হয়,—তবে এই স্তম্ভের মধ্যে সে নাই কেন?"

প্রহ্লাদ তখন সেই স্তম্ভের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"নাই কে বলিল পিতঃ? ঐ যে—ঐ যে আমার হরি,—ঐ স্তম্ভের মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন।"

পলকমধ্যে দৈত্যরাজ আসন হইতে উঠিয়া সেই স্তম্ভের উপর ভীমবেগে মুষ্টিপ্রহার করিলেন। আর সেই সঙ্গে মহা-মেঘমন্দ্রে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখি কোথায় তোর হরি!—কে তোকে আজ রক্ষা করে?" মহাশব্দে আকাশ পূর্ণ হইল। সেই শব্দের প্রতিশব্দ-সহ সহসা আর একটি ভাবনা-তর শব্দ উত্থিত হইয়া সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিল! প্রলয়ের প্রচণ্ডবেগে বুঝি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হইয়া গেল! ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব-ধামে ঐ ভীম শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রমাদ গণিলেন! প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু ব্যতীত সভাস্থ সকলেই প্রাণভয়ে জড়পিণ্ডবৎ নিজ নিজ স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দৈত্যরাজ দেখিতে পাইলেন, স্তম্ভ হইতে অর্দ্ধনর, অর্দ্ধসিংহ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তালবৃক্ষ-প্রমাণ মহাবাহু উত্থিত করিয়া, আরক্তচক্ষে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে বেগে অগ্রসর হইতেছেন! আর কথা কহিবার অবসর হইল না; সেই অতি ভীষণ অপূর্ব্বদর্শন নরসিংহ বিদ্যুৎবলে আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দানবেন্দ্রও অবিলম্বে গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ভক্তের সাধনবিঘ্ন দূর করিতে, ভক্তের বাক্য সত্য করিতে, নরসিংহরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ অবিলম্বে সেই অমিতবিক্রম অসুরকে গদাসহিত ধারণ করিয়া ক্রোড়মধ্যে গ্রহণ করিলেন। অসুরেন্দ্র অহিমুখা-গত মূষিকের ন্যায় ধৃত হইয়া, দারুণ ব্যথায় 'বাপ্' 'বাপ্' 'মা' 'মা' রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পুরোবর্ত্তিপ্রহ্লাদ পিতার মুখে মৃত্যুকালে এই বিফল বাক্য শুনিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"মাতস্তাতেতি মা ক্রহি মরণে সমুপস্থিতে।
বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ॥"
(হরিভক্তি সুধোদয়ঃ)।

মরণ সময়ে পিতঃ,
কেন আর বিফল বচন?
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ'
নাম কর উচ্চারণ॥

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ-অংশে মৈত্রেয়ের প্রশ্নে পরাশরের উত্তরে লিখিত আছে যে, ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে "ইনি বিষ্ণু" এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেক হেতু মরণ-কালে তাঁহার রূপচিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনকালে রাবণদেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবান্‌কে আলম্বন অর্থাৎ সেব্যবিষয়-বিগ্রহ-বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে নিবিষ্ট হয় নাই। সে রাবণদেহে কামপরবশত্ব হেতু জানকীতে আসক্ত-চিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শন মাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে রামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধিই হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতনফলে শিশুপালদেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া-

ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিরুদ্ধজ্ঞানে বহুজন্ম পর্য্যন্ত বিদ্বেষফলে তাঁহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষ-প্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট-চিত্ত হইতে অপসারিত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজ বিনাশ নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎ-স্মরণ প্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইয়া সাযুজ্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

প্রেরিত-পত্র

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ, কাশীধাম।
২১শে আষাঢ়, ১৩৩৩ সাল।

পতিতপাবন প্রভো!

* * * শ্রীচরণসমীপে কয়েকটি নিবেদন করিতেছি। তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়।

আমি অতিশয় হতভাগ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব। আমার কিসে ভাল হয় তাহা কিছু বুঝি না। আমি বহু অনর্থ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি ও এই তরঙ্গে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি। ইহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। শ্রীচরণের অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা। তাই শ্রীচরণ-সমীপে দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছি।

আমি কোন বৈষ্ণবপ্রায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল খেলাতে ও রোগশয্যার পরে কিছু কিছু বিদ্যা অর্জ্জনে, রোগের শয্যায় ও কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গিগণের সঙ্গে সময় কাটাই। পরে ইন্দ্রিয়তর্পণ-উদ্দেশ্যে বিবাহপাশে বদ্ধ হই। তাহার পর প্রায় চারি বৎসর পরে কোনও মহাত্মা আপনার শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। বহু জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ছিল, তাই তখন আপনার কৃপাপ্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু দুর্দ্দৈব-বশতঃ নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলাম; শ্রীগুরুগৃহে বাস না করিয়া গৃহস্থজীবন যাপন করিবার ছলে 'গৃহব্রত' হইয়া পড়িলাম। প্রভো! আপনি অদোষদর্শী, তাই আমি অতিশয় অধম হইলেও আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া মধ্যে মধ্যে পত্রের দ্বারা বহু উপদেশ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উৎসবাদি-উপলক্ষে ডাকিয়া আনিয়া আমার মঙ্গলের জন্য কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু আমি উপদেশের তাৎপর্য্য নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ না করিয়া আমার ভোগের যাহাতে ব্যাঘাত না হয়, স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গসুখে বঞ্চিত না হই, এই বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কৃত্রিমপন্থায় প্রকৃত গৃহস্থ জীবনযাপন করিব—পুনঃ পুনঃ সেই চেষ্টই করি। মনে করি, গৃহস্থজীবন যথাশাস্ত্র যাপন করিতে পারিলেও যখন হরিভজন হয়, তখন আমি গৃহস্থজীবনই শাস্ত্রানুযায়ী পালন করিব ও কৃষ্ণের সংসার করিয়া হরিভজন করিব। "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিব, গৃহব্রতগণের মত অশাস্ত্রীয় সঙ্গ করিব না ইত্যাদি, কিন্তু অঘ-বক, পূতনাদি অসুরগণের ন্যায় আসুরস্বভাব কপটতাপূর্ণ স্বজনাখ্য-দস্যুগণের হরিভজনধ্বংসকারী বিবিধপ্রকার কৌশলরূপ অস্ত্রাঘাতে আমার সেই সব চেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইত। তখন ভাবিতাম এই সব অত্যাচার কিছুদিন সহ্য করিলেই স্বজনাখ্য-দস্যুগণের প্রতিকূল-আচরণ-প্রবৃত্তি কৃষ্ণের ইচ্ছায় নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সকলেই কৃষ্ণের সংসারে থাকিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজন করিবে। উপস্থিত আমি সাধুসঙ্গের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিলেই সাধুগণের নিকট শক্তিলাভ করিয়া প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করিবার শক্তি লাভ করিব অর্থাৎ শাস্ত্রীয় গৃহস্থ সদাচার-পালনে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া যে অকৃতকার্য্য হইতেছি, সাধুসঙ্গ-বলে বলীয়ান্ হইলে আর অকৃতকার্য্য হইব না, অধিকন্তু স্বজনগণের যে হরিভক্তিবিরোধী প্রবৃত্তি তাহাও নষ্ট করিতে পারিব; তখন সকলে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের সংসারে থাকিয়া নিষ্কপটে হরিভজন করিতে পারিব—ইত্যাদি নানাপ্রকার মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া প্রায় ৯ বৎসর কাল কাটাইলাম। এই দীর্ঘকাল নানারূপ চেষ্টা করিয়া শান্তি না পাওয়ায় অতিশয় ব্যথিত হইয়া গৃহস্থজীবনেই শান্তি স্থাপন করিব—এই ভরসায় গৃহে মঠ-স্থাপনের সঙ্কল্প করিলাম এবং রাত্রে বহির্বাটীতে অন্যান্য গৃহস্থভক্তগণসঙ্গে কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। এই নিয়ম

বরাবরই প্রতিপালন করিব—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম ও যাহাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়, এই উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণের নিকটে ও আপনার শ্রীচরণ-সমীপে এই কথা নিবেদন করিলাম।

আপনি আমার তাৎকালিক অধিকার বুঝিয়া মঠ-স্থাপনের জন্য আদেশ দিলেন। আমি শ্রীচরণের আদেশ পাইয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত মঠ-স্থাপনের জন্য অন্য ২।১জন গৃহস্থভক্তের সহিত প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সেবা-বৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া আমি মঠ-স্থাপনের চেষ্টা করি নাই, (তখন বুঝিতে না পারিলেও) মঠ স্থাপন করিলে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে না—এইরূপ ভোগবুদ্ধিই অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। সুতরাং সেই ভোগবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই মঠ-স্থাপনের উদ্যম করিয়াছিলাম। আমি যে বুদ্ধি লইয়া উদ্যম করিতেছিলাম, তাহা আপনি জানিতে পারিয়া আমাকে কথার ছলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। মূলে ভোগবুদ্ধি লইয়া ঐরূপভাবে মঠ স্থাপন করিলে আমার কোন মঙ্গল হইবে না এবং স্বজনাখ্য-দস্যুর সহিত ছয় প্রকার সঙ্গের দ্বারা অসৎসঙ্গ হইবে, তাহা হইতেও রক্ষা পাইব না, এই জন্য শ্রীগুরুদেব আপনি আমার প্রতি অসীম কৃপা করেন, তাই স্বজনাখ্য-দস্যুর প্রতিকূল আচরণ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। প্রথমে কপটতা বুঝিতে না পারিলেও বহুজন্মের সুকৃতি-ফলে শীঘ্রই শ্রীগুরুদেব অন্তর্যামীরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন কৃষ্ণের সংসার করিবার জন্য যে দীর্ঘকালের চেষ্টা—সে বাসনা তিরোহিত হইল এবং শ্রীচরণ-সমীপে তাহা নিবেদন করিলে আপনিও খুব উৎসাহ দিলেন এবং শীঘ্রই অসৎসঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। আমি সেই পত্রিকা শিরে ধারণ করিয়া তদনুযায়ী শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু পুনরায় দুর্দৈববশতঃ হৃদয়দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে আমাকে পুত্রমোহে গ্রাস করিতে লাগিল এবং ২।৩ মাস মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং পুনরায় বাড়ী যাইয়া মঠস্থাপনাদিছলে অসৎসঙ্গে নরকের পথে চলিব—ইহাই স্থির সঙ্কল্প করিলাম এবং তজ্জন্য শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিলাম। আপনি আমার পত্র পাইয়া স্বহস্তে বিবিধ উপদেশপূর্ণ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, "পত্র পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।" আরও আমার যাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, তজ্জন্য মঠবাসী ভক্তগণকে লিখিয়াছিলেন যে, "অসময়ে সকলে বন্ধুর কার্য্য করুন, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে হরিকথা বলিবেন, যাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।" এই নরাধমের প্রতি আপনার এত দয়া যে পাষাণ গলিয়া যায়, কিন্তু আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন, তাই আপনার অমূল্য উপদেশ ও ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ উপদেশ সব অগ্রাহ্য করিয়া গৃহরূপ নরকের পথেই চলিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি পতিতপাবন প্রভু; আপনি ত ছাড়িলেন না, আপনি অন্তর্যামিরূপে উদিত হইয়া বলিলেন, "ওরে নরাধম, নরকের পথে যাস্ না, যে পত্র দিয়াছি তাহাতে বিশেষশক্তি নিহিত আছে, তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর্ ও দিবা রাত্রি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কর্, তাহা হইলে অচিরেই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য কাটিয়া যাইবে।" সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া পত্রের অমূল্য উপদেশগুলি পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে লাগিলাম ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলাম। প্রায় ৩ সপ্তাহ মধ্যেই পুনরায় উৎসাহ আসিল ও হৃদয়ে বললাভ করিয়া শ্রীচরণ-সমীপে জানাইলাম যে, শীঘ্রই আমি যাইতেছি, এবার আর ফিরিব না, বরং দুর্ব্বুদ্ধি হইলে প্রাণত্যাগ করিব—সেও ভাল। পরে সপ্তাহকাল মধ্যেই শ্রীচরণ-সমীপে পৌছিলাম। তাহার পর আপনি আমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে রাখিয়াছেন এবং সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সুযোগ দিয়াছেন। কিন্তু এখনও আমার অসংখ্য দুর্ব্বুদ্ধি আছে, আপনি অন্তর্যামী—সবই জানেন, তথাপি আমার অনন্ত দুর্ব্বুদ্ধির মধ্যে কয়েকটী শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আপনি বরাবরই আমাকে অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন। উপস্থিত এ সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে আপনার অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা।

(১) **আমি সিদ্ধান্ত-অলস।** আপনি বলিয়াছেন, "সিদ্ধান্ত-অলস-জনের সম্বন্ধজ্ঞান হয় না ও কৃষ্ণে রতি হয় না; শ্রৌতপন্থায় যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিতে হয় এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হয়, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, পরিপ্রশ্নদ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়, কিন্তু **শ্রবণের বৃত্তিটী আমার অতিশয় দুর্ব্বল;** শ্রবণকালে অনবধানতা আসিয়া বাধা দেয়; অনবধান তামসি-

তেছে ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা উচিত—এইরূপ বিচার তৎকালে আসিয়া পড়ে, কিন্তু ঐরূপ বিচারাদিতে অনেক কাল কাটিয়া তাহাই আবার অনবধানের কার্য্য করে, সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ হয় না, তখন আমার দুর্দ্দৈববশতঃই যে এরূপ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে—ইহা জানিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। এই প্রতিকূল বিষয়টী আমি নিজ চেষ্টায় বর্জ্জন করিতে পারিতেছি না। আপনার অহৈতুকী কৃপাই ভরসা।

(১) **শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনে মোটেই উৎসাহ নাই।** আপনি বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—সর্ব্বক্ষণ শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে হইবে ; কিন্তু যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিবার যত্ন নাই। নিজের মঙ্গলের জন্য শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে হইবে ; কীর্ত্তন না করিলে সুবিধা হইবে না—ইহা জানিয়াও কীর্ত্তনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা হয় না। ইহারই বা উপায় কি করি ? তবে আপনার কৃপায় মূকব্যক্তিও বাচাল হইতে পারে—এই একমাত্র ভরসা। এমন দিন কি কোন জন্মেও হইবে যে হৃদয়গুহা হইতে অন্যাভিলাষ-রূপ আবর্জ্জনা চিরতরে দূর হইয়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত নিত্যকালের জন্য হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন এবং সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দিবারাত্রি কীর্ত্তন করিব ?

(৩) আপনি বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও হরিনাম—এই তিনটী কার্য্য সকলেরই নিত্য কালের বৃত্তি।" শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ যাহা আদেশ দেন তাহাই করি, তাহার মধ্যে কোন্‌টী কৃষ্ণসেবা ও কোন্‌গুলি কার্ষ্ণসেবা তাহা বুঝিতে পারি না। আদেশমত যাহা করি, তাহাও আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত করি কি না তাহা বুঝিতে পারি না। আদেশমত কার্য্য করিবার সময় জাড্য উপস্থিত হইলে মনে মনে এরূপ আলোচনা করি যে, ভোগপ্রবৃত্তি দ্বারাই এরূপ জাড্য আসে, যদি সেবা-কার্য্য না করি, তবে আরও ভোগ-প্রবৃত্তিতে গ্রাস করিবে। সেবা-কার্য্য করিয়া যে সময় পাই, সেই সময় হরিনাম করি, তবে তাহা নামাপরাধ হয় কি না হয় তাহা বুঝিতে পারি না! কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও হরিনাম এই তিনটীর সম্বন্ধে আমার যাহা জানা দরকার কৃপা পূর্ব্বক জানাইতে আজ্ঞা হয়।

(৪) **পূর্ব্ব ইতিহাস স্মৃতিপথে মধ্যে মধ্যে আসে।** দেহে আত্মবুদ্ধি ও মমতাবুদ্ধি হইতেই এরূপ চিন্তা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসে, তাহার কি উপায় করি ? "পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবাসুখ পেয়ে মনে"—ইহাই আপনার আদেশ, কিন্তু আমি সেবাসুখ পাই নাই, তাই পূর্ব্ব ইতিহাস স্মৃতিপথে আসিয়া চিত্ত কলুষিত হয়।

(৫) **প্রতিষ্ঠাশা**—প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া সময় সময় চিত্ত কলঙ্কিত করে।

(৬) দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে, কোন্ দিন জীবন চলিয়া যাইবে তাহার কোন ঠিক নাই, এবার সদ্‌গুরু পাইয়াছি, সাধুসঙ্গ পাইয়াছি, সাংসারিক উৎপাত হইতেও রক্ষা পাইয়াছি, কিন্তু যে জন্য আসিলাম, তাহার জন্য প্রাণ-পণে উপযুক্ত চেষ্টা করি না, শরণাগতি নাই, ভক্তির অনুকূল বিষয়ের জন্য যত্ন করি কই, প্রতিকূল বর্জ্জনের জন্যও নিষ্কপটে চেষ্টা করি না। উপস্থিত জীবনের যে সময়টুকু পাইয়াছি, তাহা কত সৌভাগ্যফলে মিলিয়াছে—তাহা যে অমূল্য, এই সময় যদি বৃথা নষ্ট করি, তবে সম্মুখে অনন্তকাল বর্ত্তমান, কি দুর্গতিই না হইবে—সেজন্যও চিন্তা করি না। মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক চিন্তা আসে মাত্র, কিন্তু তাহা যদি নিষ্কপট হইত, সত্য সত্যই যদি প্রাণ কাঁদিত, তবে অবশ্যই আপনি অন্তর্যামী, আমার বাসনা পূর্ণ করিতেন। যাহা হউক অদোষ-দর্শী প্রভো! এ দাসাধমের সর্ব্বপ্রকার দোষ ক্ষমা করিয়া কৃপা করিতে আজ্ঞা হয়। কত শত সহস্র দোষে পূর্ণ আমি—আর লিখিয়া পত্র বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না ; আপনি অন্তর্যামী—আমার চিত্তবৃত্তিতে যত প্রকারের অনর্থ আছে সবই জানিতেছেন। সে সব অনর্থ হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাই, ইহাই শ্রীচরণে নিবেদন। ইতি।

দাসাধম—শ্রী * * *

[উক্ত পত্রপাঠে অনর্থগ্রস্ত মাদৃশ অনেকেরই মঙ্গল হইতে পারে জানিয়া ব্যক্তিগত পত্রখানাও পত্রলেখকের নাম বাদ দিয়া মুদ্রিত হইল। পত্রখানি ধীরভাবে আলোচ্য গৌঃ সঃ]

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪৭শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' লিপিরক্ষকের অসাবধানতা-বশতঃ সম্পাদকগণের অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞাতসারে কয়েকটী মুদ্রাকর-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। আশা করি, পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংশোধনতালিকাদৃষ্টে পাঠ করিবেন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ
'পাণ্ড্যবিজয়'	৭	২য়	৪ ও ৫ম	'পাণ্ডুবিজয়'
'লাভ'	৭	২য়	[illegible]ম	'নাম'
'পাণ্ড্যবংশ'	৭	২য়	১৬শ	'পাণ্ডাবংশ'
শ্রীরাধিকাপ্রসন্নসিংহ শ্রীপাট দেপুড়	১২	২য়	১৭-১৯শ	শ্রীনন্দলাল রায় মথুরী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৩, ২৪শে জুলাই, ১৯২৬ | ৪৮শ সংখ্যা

সার কথা

মহাপ্রভুর দয়া কিরূপ?

গোপীনাথ কহে,—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা॥
শুষ্ক-তর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৮৫-৮৭

প্রেমপ্রাপ্তির সাধন কি?

প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-প্রেম সেবা-ফলের 'পরম-সাধন'॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা॥

'প্রেম' কি নামাপরাধীর প্রাপ্য?

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ আ° ৮।১৫

কর্ম্ম কি প্রেমের জনক?

কর্ম্ম-নিন্দা, কর্ম্ম-ত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩

"সব মুক্ত হইলে চলিবে কিরূপে"?

একই উডুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৭২-১৭৪

গৌরদাসের হৃদয় কিরূপ?

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৬২-১৬৩

কৃষ্ণোপাসনা সম্বন্ধে প্রভুর মত কি?

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ-বিনা অন্য উপাসনা মনে নাহি লয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৪২

'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞান' কি 'সাধন' ও সাধ্য?

'মুক্তি', 'কর্ম্ম',—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন'!!

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৭১

"ঢঙ্গ-বাদ"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনেক "ঢঙ্গবিপ্রের" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২১৩) কথা শুনিতে পাওয়া যায়। "হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে" এক 'ঢঙ্গবিপ্র' কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত ঠাকুর হরিদাসের স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বিকারের কৃত্রিম অনুকরণ করিয়া—"বড়লোক করি' লোক জানুক আমারে" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২২৮) এইরূপ দুরাশা করিয়াছিলেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বাভাবিকী-প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া রাঢ়দেশের "পাপিষ্ঠ" এক "মহাব্রহ্মদৈত্য" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮৬) আপনাকে 'ঈশ্বর' বোলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে এই সকল কথার প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রকৃতির নিয়ম সর্ব্বদাই এক; সুতরাং বর্ত্তমান কালেও এইরূপ 'ঢঙ্গ'-বাদিগণের অসম্ভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'ঢঙ্গ'বাদিগণ সর্ব্বগুণান্বিত ভগবদ্ভক্ত-পুরুষগণের পুণ্যকীর্ত্তি বা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে থাকে; সুতরাং মাৎসর্য্যান্ধ তাহারা ভগবদৈশ্বর্য্য-লাভে অসমর্থ অসুরগণ যেরূপ ভোগবুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী চেষ্টার কৃত্রিম অনুকরণ করিতে গিয়া শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ-ই করিয়া থাকে এবং ইন্ধন-প্রাপ্ত নিজ মাৎসর্য্যানলে নিজেরা নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতে-ই থাকে, 'ঢঙ্গ' ব্যক্তিগণও তদ্রূপ মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতি মৎসরতা প্রকাশ করিয়া স্বরচিত মাৎসর্য্যানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। 'ঢঙ্গ'ব্যক্তিগণের এইরূপ চেষ্টা দ্বারা মহদ্ব্যক্তিগণের মহত্ত্ব ও সত্যের চির-বিজয়-বৈজয়ন্তী সজ্জনসমাজে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তদানীন্তন ব্রজ ও গৌড়-মণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বর্ষীয়ান্ ভাগবত-পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, বর্ত্তমান শ্রীমদ্গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং গৌড়মণ্ডলে সুপরিচিত স্বনাম-ধন্য অবধূত-পরমহংস-কুলচূড়ামণি মূর্ত্তিমদ্-বৈষ্ণব-বিগ্রহ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর—এই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার আন্তরিক জীবকল্যাণ-স্পৃহা সহ্য করিতে না পারিয়া কতিপয় অনাদিবহির্ম্মুখ 'ঢঙ্গ'ব্যক্তি তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপরা চেষ্টার কৃত্রিম অনুকরণ দ্বারা কনক-কামিনী-জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অভিলাষ করিয়াছেন। পরমহংস-কুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শুদ্ধ-অকৃত্রিম প্রেমে বশীভূত হইয়া গোপীনাথ "ক্ষীরচুরি" করিয়াছিলেন বলিয়া যদি মাদৃশ কৃষ্ণবিমুখব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমিকের বাহ্যছল দেখাইয়া মাধবেন্দ্রপুরীর অকৃত্রিম আচরণ কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে গোপীনাথ আমার জন্য ক্ষীরচুরি করার পরিবর্ত্তে তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবীর দ্বারা আমাকে সংসার-কারাগারে নিষ্পেষিতই করিবেন পুরীগোস্বামী প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাঁহ সেবাভিলাষিণী হইয়া তদনুগামিনী হইয়াছিলেন, আর আমি শূকরীবিষ্ঠারূপা জড়প্রতিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পুরীগোস্বামীর প্রতি ভোগবুদ্ধি করিলেও কখনও পুরীগোস্বামীর ন্যায় সজ্জনসমাজে 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিতে পারিব না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি সুপুরাতন শ্রীধামমায়াপুর বহু প্রমাণ-বলে জগতে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যদি কেহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বা ভাগবত-পরমহংস শ্রীল জগন্নাথের ভগবৎপ্রণোদিত চেষ্টার কৃত্রিম অনুকরণ করিতে যান এবং ব্যবসায় ও ভোগবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া 'মেকি'কে 'আসল' বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কখনই শোভনীয় হইবে না।

চিরকালই লুপ্ততীর্থ ও লুপ্তধামসমূহ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ মুক্তপুরুষগণের দ্বারা জগতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপসনাতনপ্রভুদ্বয় দ্বারা লুপ্ত-কৃষ্ণলীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের স্থানসমূহ উদ্ধার করাইয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন যে, বণিগ্‌বৃত্ত, স্ত্রীসঙ্গী, স্বার্থান্ধ, বেষোপজীবী, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট কখনও তদ্রূপবৈভব অপ্রাকৃত শ্রীধাম তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করেন না। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-লীলা, কৃষ্ণধাম সদাসেবোন্মুখ মুক্ত পুরুষগণের বিদ্বৎ-প্রতীতিতেই পরিদৃষ্ট হন। বর্ত্তমান যুগেও শ্রীগৌরসুন্দর

তাঁহার প্রকটভূমি কিছুকালের জন্য ব্যবসায়িগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তুদর্শন লুপ্ত করাইয়া আবার তাঁহার-ই নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথপ্রভুর দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ দ্বারা তাহা প্রকাশ করাইলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অপ্রাকৃত অনুভূতি, ভজনানন্দী গুরুবরের বাক্য, 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', 'ভক্তি-রত্নাকর', 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্ররাজির প্রমাণ এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে নিজের অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও গবেষণা এবং সিদ্ধ ভগবান্ দাস, শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভৃতি সাধুমহাজনগণের বাক্য ঐক্য করিয়া সু-পুরাতন শ্রীধামমায়াপুর পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন। নবদ্বীপ-নিবাসী ব্রাহ্মণকুল-তিলক স্বধামলব্ধ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম, এ, বি, এল, স্বনামধন্য বৈষ্ণবসুহৃৎ শিশির-কুমার ঘোষ, লোকবরেণ্য আচার্য্য লোকনাথ গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ও মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের প্রধান-অধ্যাপকচর স্বর্গীয় সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মূলস্তম্ভ স্বধামপ্রাপ্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ, বি, এল প্রভৃতি বহু বহু বিচক্ষণ, বিচারক, সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সুপুরাতন শ্রীধাম মায়াপুরকে আজীবন শ্রীগৌরজন্মস্থান জানিয়া তৎপ্রতি অচলা শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। এখনও প্রতিবৎসর শুদ্ধভক্তগণ এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক এই সুপুরাতন মায়াপুর দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধে গদ্য ও পদ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন, সুপুরাতন মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশক নয়টী দ্বীপ পরিশোভিত একটী নবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্র প্রকাশিত করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ঢঙ্গ-লেখক-সম্প্রদায় বা আধুনিক অনেক ব্যক্তিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-স্থানের নাম যে 'মায়াপুর' তাহা জানিতেন না, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থরাজি হইতে তাহা জগতে প্রকাশ করিলেন। ঢঙ্গ-লেখক, ঢঙ্গবক্তৃগণ এই কথা শুনিয়া বিচার করিলেন যে, 'মায়াপুর' কথাটী রূপক-শব্দমাত্র; বস্তুতঃ 'মায়াপুর' নামক কোনও স্থান নাই। কিন্তু যখন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নাম 'শ্রীমায়া-পুর' বলিয়া অনেকে দেখাইয়া দিলেন, তখন অগত্যা ঐ ঢঙ্গ মহাশয়গণ অনন্যোপায় হইয়া মায়াপুরের রূপকত্ব ছাড়িয়া দিয়া একটী কৃত্রিম মায়াপুর খাড়া করাইবার জন্য কতই না যত্ন করিলেন। বস্তুতঃ মেকী-মায়াপুরকে তাঁহাদের পূর্ব্বের ধারণানুযায়ী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের নিকট অন্যভাবে রূপক-অবাস্তব-বস্তুরূপেই রাখিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কর্ম্মচারীপ্রমুখজনগণ যখন 'বাস্তব-কৃষ্ণলীলা', 'বংশী', 'যমুনা,' 'গোধন', 'বৃন্দাবন' প্রভৃতি অপ্রাকৃত বাস্তববস্তুকেও 'রূপক' ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তখন তাঁহারাও অন্যাভিলাষিগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া মেকী মায়াপুরের 'রূপকত্ব সংরক্ষণে' অর্থাৎ মেকী জিনিষকে 'আসল' বলিয়া বাজারে চালাইবার ভক একজন সাহায্যকারী হইলেন। ঢঙ্গকুল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃত্রিম অনুকরণ করিতে গিয়া রূপকব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিগণের সাহায্যে নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে কয়েকখানি ভ্রমপূর্ণ অস্পৃশ্য পুস্তক রচনা ও দুরভিসন্ধিমূলে প্রকাশ করিলেন, তাহার অকর্ম্মণ্যতা শিক্ষিতসমাজ ধরিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দেখা দেখি ম...কল্পিত মানচিত্র-নির্ম্মাণে ক্রমশঃ ঢঙ্গকুলের সার্থকতা প্রকাশ পাইতে থাকিল। ঢঙ্গদলের স্বভাবই কৃত্রিম-অনুকরণ। শুনা যায়, নবীন মেকী মিঞাপুরে কিছুদিন হইল ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহের জন্য একটী ক্ষুদ্র কুটীরে একটী বিগ্রহও খাড়া করা হইয়াছে। সুপুরাতন শ্রীধাম মায়াপুরে অনুক্ষণ নাম-পরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ভক্তগণ বাস করিয়া নিরন্তর হরিকথালোচনা করেন দেখিয়া মেকী মিঞাপুরে তৎপরিবর্ত্তে সামাজিকবিপ্লব-বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও স্ত্রী-পল্লী বসাইবার আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ১১৭শ সংখ্যায় ছোট হরিদাসের আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

"প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শুদ্ধভক্তি-প্রচার-বিদ্বেষী জনৈক বিরক্তৎ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী একখানি কাগজে প্রচার করিলেন,—

"সম্প্রতি আমার সাহায্যকারিণী (জনৈকা বালবিধবা) নানা কারণে দারিদ্র্য-দুঃখের চরমসীমায় পদার্পণ করিয়া-

ছেন। সুতরাং এক্ষণে আমা-দ্বারাই তাঁহার ও তদাশ্রিতা আরও দুইজনের ভরণ-পোষণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আবশ্যক হইয়াছে।” তিনি আরও লিখিলেন যে, তাঁহার মনঃকল্পিত নবদ্বীপ-সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকার “বিক্রয় লব্ধ অর্থের (১) একচতুর্থাংশ শ্রীসেবাশ্রমের জন্য (২) একচতুর্থাংশ * * বাবুর কন্যার ভরণ-পোষণার্থে এবং (৩) অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ শ্রীবৈষ্ণব-(?) গ্রন্থাদি প্রচার কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে।”

সুধী পাঠকগণ বিচার করুন, শ্রীগৌরসুন্দর আর লোক পাইলেন না; তিনি তাঁহার-ই শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান জগতে পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরূপসনাতনকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া নিষ্কিঞ্চন হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন, এ যাত্রা সেইরূপ শ্রেণীর লোক বাদ দিয়া যে “প্রকৃতিসম্ভাষী-বৈরাগী”গণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন” প্রকৃতি-সম্ভাষী-বৈরাগী না করে স্পর্শন”, সেইরূপ জড়ভোগ-রত পরমার্থবিদ্বেষী অন্যের দ্বারা তিনি তাঁহার (আকাশ-কুসুম সদৃশ কাল্পনিক) জন্মভূমি প্রকট করাইবেন! যদি কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সত্য সত্য বিশ্বাস করেন, যদি লোক-শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যলীলায় কাহারও বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, যদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাণী কেহ হৃদয়ের সহিত ‘সত্য’বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়-ই বুঝিতে পারিবেন—প্রাণে প্রাণে ‘সত্য’ বলিয়া উপলব্ধি করিতেও পারিবেন যে, যে সকল “প্রকৃতি-সম্ভাষী-বৈরাগীকে” গৌরসুন্দর দেখিতে পারেন না, স্পর্শ করেন না, সেইরূপ ব্যক্তিগণের নিকট তিনি তাঁহা হইতে অভিন্নবস্তু ‘তদ্রূপবৈভব’ শ্রীধাম প্রকাশ করেন না। সেবোন্মুখ পুরুষের নিকট ই তিনি তাঁহাকে প্রকাশ করেন। পরমহংস-ভাগবত শ্রীল জগন্নাথ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গৌরগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন গৌর-নিজজনগণই বা কোথায় আর “প্রকৃতিসম্ভাষী ঢঙ্গবাদিগণই” বা কোথায়? কৃষ্ণনামে মত্ত ঠাকুর হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-ই বা কোথায় আর মাৎসর্য্যপরায়ণ ‘ঢঙ্গ বিপ্রের’ কৃত্রিম বিকার বা ‘ঢঙ্গ’ই বা কোথায়?

‘ঢঙ্গ-বাদিগণের’ একে একে সব ‘ঢঙ্গ’ শেষ হইল, সব রঙ্গের যবনিকার পতন হইল, রহিয়াছিল বাকী শ্রীধাম মায়াপুরের ‘নাম যজ্ঞোৎসব’ ও ‘চাতুর্ম্মাস্যব্রতের’ কৃত্রিম অনুকরণ! শাস্ত্রীয় ‘চাতুর্ম্মাস্য’ কথাটী ভোগী প্রাকৃত সহজিয়াগণ আদৌ আদর করিতেন না। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবকগণই নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তনমুখে জড়-ভোগ ত্যাগরূপ চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাজন করিয়া থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর লোকশিক্ষার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীধামমায়াপুরে অহোরাত্র হরিনাম-কীর্ত্তন, স্বপাকে হবিষ্যান্ন মাত্র রন্ধন করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ, ভূমিতে শয়ন প্রভৃতি কঠোর ব্রতাচরণ করিয়াছেন। এখনও প্রতিবৎসর সর্ব্বভোগ ছাড়িয়া তদনুগ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ মঠসেবকগণ যথাশাস্ত্র চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ‘মেকী’ মিঞাপুর কাঁকরের মাঠে এ আবার কি? ইহারও কৃত্রিম অনুকরণ চেষ্টা।

—তাই বলিতেছিলাম ‘ঢঙ্গবিপ্রের’ পুনরভিনয়ই বটে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎসেবা করিলেও প্রতিযোগিতার ছলনায় বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে হয় না। চাতুর্ম্মাস্য-নাম-যজ্ঞব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পান, তামাক, গাঁজা, বৈধ বা অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ, অষ্টবিধমৈথুন, কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ, কাপট্যবশে অর্থার্জ্জন, মার্জ্জারের জন্য আমিষভোজন, বিরক্তের অভিনয় করিয়া বিধবা বিবাহ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টার ছলে স্ত্রী-সম্ভাষণ, অবৈধভোগ্যার কেশ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কল্পে নারিকেল-তৈলসংগ্রহার্থ দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ প্রভৃতি কলিজনোচিত আচার ত্যাগ করিতে হয়,—তাহা কি ঢঙ্গবাদিগণ জানেন? যদি না জানেন, তবে শাস্ত্র দেখুন —“গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি, তবু পান, তামাক, স্ত্রীর অঞ্চল, সর্ব্বদা ক্ষৌরকর্ম্ম বা বাউলিয়া দাড়ি ছাড়িতে পারিব না” বলিলে ‘চাতুর্ম্মাস্য’ হইবে না। স্ত্রীসঙ্গিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তনও হয় না,—

“স্ত্রীসঙ্গী”—এক অসাধু, “কৃষ্ণাভক্ত”- আর।”

গত বৎসর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় শ্রীধাম মায়াপুরে যে অহোরাত্র শ্রীনাম যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার-ই কৃত্রিম অনুকরণ করিবার জন্যই কি ভাড়াটিয়া-নাম-বিক্রয়ী দলের দ্বারা ‘নামাপরাধ’ বা ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে? ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের লব্ধার্থের ‘এক চতুর্থাংশ’ অথবা সমস্তই কি এবারও পূর্ব্বের ন্যায় “বাবুর কন্যা”র ভরণ-পোষণার্থ ব্যয়িত হইবে?

'কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের নামের সহিত এই সকল অবান্তর উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট করা ভাল হয় নাই। তাঁহার নিকট—সাহায্যদাতৃগণের টাকা পাঠাইতে হইবে, ইহারই বা উদ্দেশ্য কি? তাহা হইলে কি ভেকধারী মহাশয়কে সাহায্যদাতৃগণ ৬।• টাকা দিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না? অথবা কেহ কেহ পূর্ব্বে তাঁহাকে এরূপ অর্থসাহায্য করিয়া কি ঠকিয়াছেন? কেহ বলেন, মহারাজের ন্যায় আঢ্য ও বদান্যব্যক্তিই ত' সাধুকার্য্য বুঝিলে ঐরূপ কার্য্যে প্রার্থিত সামান্য অর্থদান করিতে পারিতেন, সামান্য কয়েকটাকা মঞ্জুরমাত্র করিবার আবশ্যক কি? আর তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিকে দিয়া অন্যের নিকট অযথা আবেদন করাইবার চেষ্টারই বা প্রয়োজন কি?
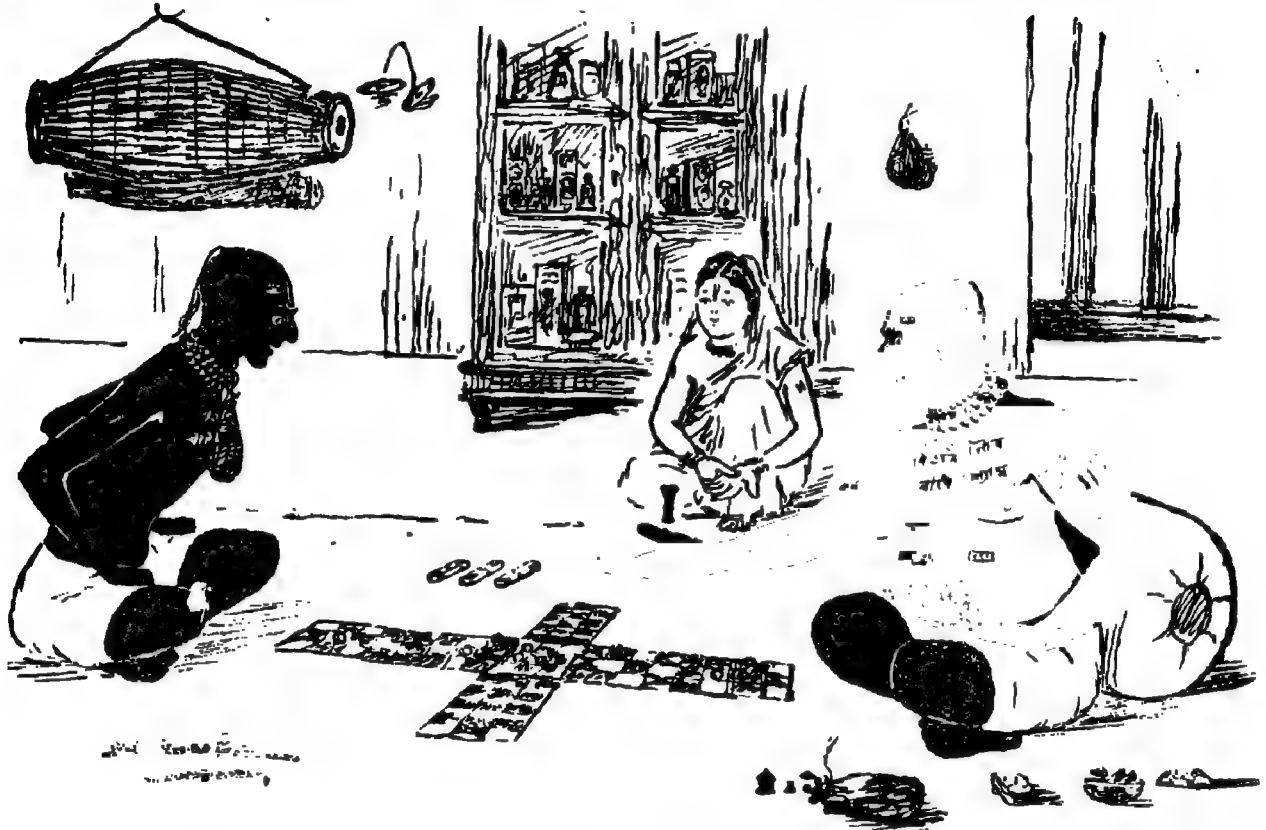
[কলিকালের এইরূপ শ্রেণীর ঢঙ্গবাদিগণ ভোগবুদ্ধিমূলে বৈষ্ণব-সাহিত্যিক (?), বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক (?), প্রত্নতত্ত্ববিৎ (?), দার্শনিক (?), কত কি হইবার ধৃষ্টতা করেন !!!]

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ব্যক্তিগত আচরণের সহিত ধর্ম্মসাহিত্যরচনা, ধর্ম্মজগতের ঐতিহাসিকতথ্যানুসন্ধান, লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধারের কোনও সম্বন্ধ নাই। জগতে অত্যন্ত লম্পট, অসচ্চরিত্রব্যক্তিরও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিক, কবি, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক হইবার অসম্ভাবনা নাই। বরং ঐরূপ অনৈতিক-ব্যক্তিগণই অধিকাংশস্থলে প্রাকৃত-সাহিত্য-কাব্য-জগতে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। এরূপ কথা বিকৃতপ্রতিফলিতরাজ্যে গ্রাম্যকবি, গ্রাম্য-সাহিত্যিক বা প্রাকৃত-প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতিগণের সম্বন্ধে সম্ভব হইলেও অপ্রাকৃত-সাহিত্যিকাদির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃতরাজ্যে গুণ ও গুণী ভিন্ন। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে গুণ হইতে গুণী ভিন্ন নহেন। ধনমদমত্ত বা দরিদ্র অনুকূপুরুষ কখনও ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারেন না; অপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পন্ন আচারবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে কখনও 'অপ্রাকৃতসাহিত্যিক' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুচরিত্রব্যক্তি ব্যতীত অপরে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার বা অতীর্থ স্থানকে তীর্থীভূত করিতে পারেন না। 'অপরের চক্ষে ধূলি দিয়া বা গোপনে লুকাইয়া যা'ইচ্ছা তাই করিব—রামাবাগদীর যাত্রার দলে নারদ ঋষি সাজার ন্যায় তিলক ফোঁটা কাটিয়া, মালাতিলক লইয়া, সভায় গিয়া

'লোকদেখান' গোরাভজা 'বৈষ্ণব' বলিয়া নিজকে জাহির করিব'—এরূপকথা শ্রীচৈতন্যদেবের বিমলধর্ম্মে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ—"স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণ।"

ছোট হরিদাসের শিক্ষা তাহার জলন্ত প্রমাণ। অসচ্চরিত্রব্যক্তি বা 'স্ত্রীসম্ভাষী মর্কটবৈরাগী' কখনও মহাপ্রভুর কীর্ত্তনিয়া হইতে পারে না। ছোটহরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে তাহাই শিক্ষা দিলেন। বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র লিখিতে পারেন না। দেবানন্দের ন্যায় বৈষ্ণবদ্বেষী অদ্বিতীয় পণ্ডিতও ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারেন না। "ঢঙ্গবিপ্র" ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত বলিয়া অভিমান করিলেও ঠাকুর হরিদাসের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শশিক্ষার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানকালে মর্কটবৈরাগী বা 'ঢঙ্গবৈরাগী'বাদিগণের কলিকালোচিত লীলার একটী চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(শ্রীশ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী)

[স্থান—শ্রীপাট উলা স্কুলগৃহ।

তারিখ—১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩১ সন]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

বাঙ্গালাদেশের সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম অবগত আছেন। সাধারণভাবে তিনি প্রেমধর্ম্মের প্রচারক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আরাধ্য—একথা অনেকেই জানেন। যাঁহারা চৈতন্যদেবের অধস্তনসূত্রে চৈতন্যদেবের কথাতে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে অবগত নন, কিছু কিছু বিকৃতভাবে জানেন মাত্র, তাঁহারা মনে করেন, চৈতন্যদেবের কথায় দার্শনিক কথার কিছু অভাব আছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি ঘটনাক্রমে দিনাজপুরে ছিলাম। একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী 'ডেপুটী-ইন্স্পেক্টর-অব স্কুলস্' দেখিলাম চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিরোধভাব-সম্পন্ন। তিনি শিক্ষিতাভিমানী। তাঁহার মতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও 'ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর' একই শ্রেণীর গ্রন্থ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বিদ্যাসুন্দরে কি হরিকথা আছে, দার্শনিক চরম-মীমাংসাই বা কি আছে? তিনি বলিলেন, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে ভূষিত চৈতন্য-মাহাত্ম্যপূর্ণ পয়ারী পুঁথি চরিত্রহীন ব্যক্তিরই পাঠ্য! বঙ্গদেশের এমনও একদিন গিয়াছে।

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বহুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিতে পারি। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিতাম, চৈতন্যদেব অপেক্ষা স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণের উদারতা ও চরিত্র অধিক উন্নত। চৈতন্যদেব সহধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, গৃহমেধী স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণ স্ব স্ব ভার্য্যার প্রতি অতিশয় প্রীতিবিশিষ্ট। সুতরাং তাঁহারা চৈতন্যদেব অপেক্ষাও উদার ও চরিত্রবান্!

পূর্ব্বে আরও শুনিতাম যে, চৈতন্যদেব একজন সমাজের অহিতকারী! বহু ব্যক্তিকে তিনি সংসার ছাড়াইয়াছেন, রাজ্য ও বিষয় ত্যাগ করাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছেন, বহুলোকের স্ত্রী, পুত্র ও জননীকে কাঁদাইয়াছেন, বিভিন্ন বর্ণে উদ্ভূত, এমন কি, যবনকুলে আবির্ভূত ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহারাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বহু সম্মান ও তাঁহাদিগের দ্বারা গুরুর কার্য্য করাইয়াছেন, সুতরাং চৈতন্যদেব একজন সমাজের অহিতকারী। আবার ভিন্নপন্থাবলম্বিগণ চৈতন্যদেবের কথা আলোচনা না করার দরুণ—প্রকৃত চৈতন্যভক্তের নিকট নিরপেক্ষভাবে চৈতন্যদেবের কথা না শুনার দরুণ, নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের পন্থায় অনুরক্ত হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের কথা কর্ণে না পৌছিবার দরুণই কতকগুলি লোক রামকৃষ্ণাদিসঙ্ঘ, থিওসফি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নবীন পথে গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রকৃত চৈতন্যানুগত ব্যক্তির প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কোন দিন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে এরূপভাবে অন্যপথে গমনকরারূপ যে বঙ্গদেশবাসীর পরম দুর্ভাগ্য, আমরা তাহা তাহাদিগের ভাগ্যে দেখিতে পাইতাম না। চৈতন্যদেবের-অপ্রকটের পর বিভিন্নধর্ম্মপন্থীর উদয় হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকলধর্ম্মপন্থী মনে করেন, চৈতন্যদেব অপেক্ষাও তাঁহাদের প্রতি লোকের অধিক আদর হইবে;

কারণ তাঁহারা লোকের মনোধর্ম্মের অনুকূল, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সিদ্ধান্তদ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ। কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়-ই জগতের বিভিন্নধর্ম্মস্রোতের পরস্পর বিবদমান ভাবটী বিদূরিত হইতে পারে, মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়াতেই জীবের সর্ব্ববিধ অশুভ বিনষ্ট হইয়া পরাশান্তিলাভ হইতে পারে।

কেহ মনে করেন, যে ধর্ম্মে 'মুক্তিবাদ' স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভুক্তিবাদের অপরদিক মাত্র। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি জীবের চরমলক্ষ্য হইতে পারে না। মুক্তি-ই ভুক্তির অপর দিক্। 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' উভয়ই পিশাচী সদৃশা। উভয়ই জীবকে আস্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। ভগবদ্-বিশ্বাসিগণ—আস্তিকগণ কখনও ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর শরণ গ্রহণ করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ—মুক্ত; সুতরাং মুক্তপুরুষ মুক্তির জন্য লালায়িত নহেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণে মুক্তজীবের কৃত্য দেখিতে পাই। আবার বদ্ধজীবের কৃত্যও শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ মধ্যে প্রাপ্ত হই। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, 'ভোগ' যে প্রকার আত্মার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার, 'ত্যাগ'ও সেই প্রকার অপ্রয়োজনীয় বস্তু। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয়ই বর্জ্জনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১১।২০।৮) তাহাই বলিয়াছেন,—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য-সিদ্ধিদঃ॥"

অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ (অতি বিরক্ত—ফল্গু-বৈরাগ্যাশ্রিত) এবং সংসারে অতিশয় আসক্তিযুক্ত নহেন—এইরূপ ব্যক্তির পক্ষেই 'ভক্তি-যোগ' প্রেমভক্তি সিদ্ধি দিয়া থাকেন।

নিত্যানন্দপ্রভুকে কেহ কেহ আমরা ভোগের প্রচারক বলিয়া মনে করি। আমরা অনেক সময় বলি, অবধূত নিত্যানন্দ জগতে বংশধারা অর্থাৎ গৃহব্রতধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করাইবার জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন। কি পাষণ্ডতা! সাক্ষাৎ বিষ্ণুবস্তুতে ভোগবুদ্ধি!

আমাদের নিকট অনেক সময় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, ভগবান্ যাঁহাকে এখানে পাওয়া যায় না—তাঁহাকে আবার সেবা করিতে হইবে! আর যাহাদিগকে দেখা যায়, হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহাদের আবশ্যকতা নাই। এ কিরূপ! কিন্তু চক্ষের দ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়-গ্রাম দ্বারা আমরা যাহা ভোগ করি—তাহা ভগবান্ নহেন। তবে কি 'জাড্যই' আমাদের লক্ষ্য? তাহাও নহে। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।"

দার্শনিক-পণ্ডিতগণ যাঁহাকে "পরমার্থ" বা "তত্ত্ব" বস্তু বলেন,—তাহা "পরমার্থ" নহেন,—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। "তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫৫) সেবার উন্মুখতা হইলে, স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আমাদের নিকট প্রকাশিত হন।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"

মানবজ্ঞানোত্থ ধর্ম্মসমূহের যদি একটী তালিকা করা যায় এবং সেই তালিকা দেখিয়া তাহাদের বিচার প্রণালী ও সিদ্ধান্তের বিচার করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'সনাতন ধর্ম্ম' বা শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল মানবজ্ঞানোত্থ ধর্ম্মে কাল্পনিক চিত্র ও কৈতব নিহিত আছে। ভাগবত-ধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল আত্মধর্ম্মই একমাত্র প্রোজ্ঝিত-কৈতব ও পরম-নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত, আচরিত, সনাতন-শ্রৌত ধর্ম্ম। আজকাল যে সকল ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে, তাহা মানব-কল্পিত বা মানব-মনঃ-সৃষ্ট মনোধর্ম্ম মাত্র—কোনটী-ই আত্মধর্ম্ম নহে।

"চৈতন্য-গোসাঞি, যেই কহে, সেই ত, সার।
আর যত মত, সেই সব ছার খার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৪৪)

পরমপুরুষ ভগবান্ কি প্রকার নাম, রূপ, গুণ, লীলা-বিশিষ্ট—তাহা যাঁহারা কল্পনা করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহাদের চেষ্টা দাম্ভিকতা মাত্র। এরূপ কাল্পনিক ব্যাপার বাস্তব ঈশ্বরের বাস্তব রূপ, গুণ ও লীলার সহিত এক হইতে পারে না। ঈশ্বর আমার 'খানা বাড়ীর রাইয়ত' নহেন যে, আমি আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে তাঁহার বাস্তব স্বরূপ গড়িয়া লইতে পারিব। আর আমি আমার মনোধর্ম্ম বলে আমার মনের রুচির অনুকূলে আমার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য যে কিছু রূপ গড়িয়া তুলিব, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহা-ই হইতে হইবে। যাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের বাস্তব স্বরূপে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাই ঐরূপ মনোধর্ম্মের পক্ষপাতী। গণিত

শাস্ত্রের তুরীয় তত্ত্বের কথা আমরা জানি না। মানবজ্ঞান যে 'সাকার" "নিরাকার" কল্পনা করিতেছে, তাহা ভগবানের বাস্তব স্বরূপের সহিত এক নহে। বৈকুণ্ঠের সমতলে 'কুণ্ঠ ধর্ম্ম' নাই। কিন্তু বৈকুণ্ঠের হেয়প্রতিফলন-রূপ এই প্রপঞ্চের সর্ব্বত্র কুণ্ঠ ধর্ম্ম আছে।

ইহ জগতের চিন্তাস্রোত, নির্ব্বিশেষ-ধারণা পর্য্যন্ত শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্ম-লোক' ভেদি' "পরব্যোম" পায়॥
তবে যায় তদুপরি "গোলোক-বৃন্দাবন"।
"কৃষ্ণ-চরণ-'কল্প-বৃক্ষে" করে আরোহণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১-৫৪)

'বিরজা' অর্থে যে স্থানে ত্রিকালের কথা সমন্বিত (neutralised) হইয়াছে। পরব্যোম লক্ষ্মীপতি-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যধাম। প্রদ্যুম্নাদি তুরীয়-ব্যূহ-রূপে সেব্য বস্তুতে বিরাজিত। গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত এই স্থানের রস।

'বাবা মা'র' নিকট হইতে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 'কৃষ্ণ' হইতে "বাবা-মা" জন্মিয়াছেন। কৃষ্ণই মূল পুরুষ।

নারায়ণ-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রণালী এক জাতীয় নহে। কৃষ্ণ গোপ্য-পালকের প্রেমের লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাল্যরূপে নীচে দাঁড়াইয়া থাকেন। ভগবানের প্রেম-সেবা কেবল পূজ্য-পূজক বুদ্ধিতে আবদ্ধ নহে। বৎসল রসের সেবা-প্রণালী অর্চ্চনমার্গের অর্চ্চকগণের বোধগম্য নহে।

কান্তাগণের কথা, কান্তাগণের মধ্যে আবার সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর কথা আরও চমৎকারময়ী। কান্তাগণ কৃষ্ণের আহ্বান শ্রবণে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ-সমীপে ছুটিলেন—কোনও দিকে দৃষ্টিপাত নাই,—ঘরের সব কাজ পড়িয়া থাকিল, যেমন অবস্থায় ছিলেন, কৃষ্ণের দিকে ছুটিলেন—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

—ভাঃ ১০।২৯।৪-৮

আমাদের আত্মবৃত্তি যদি পরিস্ফুট হয়, তবেই আমরা ব্রজের কান্তা, ব্রজের পিতা, মাতা ও সখাগণের আনুগত্যে সেবায় অধিকার পাই।

এই সকল অধোক্ষজ-বস্তুর সেবার কথা। কৃষ্ণকে সেবা করিতে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিতে হইবে না। 'ভোগবুদ্ধি' কিছু 'সেবা' নহে, প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, কিছু অপ্রাকৃত-সেবা-ধর্ম্ম নহে। ইন্দ্রিয়-দ্বারা অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না—এই জন্যই বলা হইয়াছে, 'ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে সেবা করা যায় না'। কৃষ্ণের 'সেবা' জীবের ভোগ্য ব্যাপার নহে। জড়-ভোগী মানব-জাতি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে দিয়া নিজের ভোগ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার বুদ্ধি করিতেছে। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-সাধনের নামই ভোগ।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

জ্ঞান-কর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।

নাহি ভক্তির সন্ধান,　　ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে ॥
জ্ঞান, কর্ম্ম করে লোক,　　নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি,　　পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেম-ভক্তি ভক্তগণ প্রাণ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড-নিরত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া হয় তাঁহার নিন্দাবাদ করিবে, নয় তাহাদের মনোধর্ম্মের কথার সহিত ভক্তিকথার সামাণ্য-বুদ্ধি করিবে।

"শুষ্ক-ব্রহ্মে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ" ॥

('চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।২৫)

কর্ম্ম বা জ্ঞানকাণ্ডে আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না, সে স্থানে মনোধর্ম্মেরই প্রাবল্য। কর্ম্মকাণ্ডে প্রাকৃত-প্রবৃত্তিরই তাণ্ডবনৃত্য। আত্মপ্রতীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীহরির সেবা করেন। যখন আমাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে, তখন আমাদের নির্ম্মল অস্মিতাদ্বারা আমরা ভগবানের সেবা-বৈচিত্র্য উপলব্ধি ও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃতরূপ দর্শন করিয়া আর শ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্যসেবা ছাড়িব না—আরও নব-নবায়মানভাবে নব-উৎসাহে সেবা করিতে থাকিব।

অনেক সময় আমাদের মনে হয়,—'দূর্ ছাই। ভগবানের সুখ হইলে আমার কি হইবে? 'সেবা' যখন কেবল ভগবানের সুখ-সন্ধান মাত্র—তখন ওসব ছাড়িয়া দিয়া ধ্যানধারণা দ্বারা আত্ম-সুখানুসন্ধানই ভাল; ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া গেলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।" আমরা অনেক সময় এইরূপ আত্মবিনাশকেই নিজের 'মঙ্গল' বলিয়া বরণ করিতে গিয়া নির্ব্বেদ-জ্ঞানী হইয়া পড়ি।

যদি কোন ব্যক্তির পদদেশে স্ফোটক হয় এবং ডাক্তার যদি তাহার গলায় ছুরি দিয়া স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে চির-নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে এরূপ কার্য্য পণ্ডিতাভিমানী কোনও কোনও অবিবেচক-সম্প্রদায়ে বহু-মানিত হইলেও মূর্খতাজ্ঞাপক। অসুরমোহনকল্পে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ আত্ম-বিনাশের দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অমন্দোদয়া দয়া-বিতরণকারী মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রকার মূর্খতার কথা বলেন নাই।

শ্রীমূর্ত্তির সেবা, শ্রীবৈষ্ণব-সেবা, শ্রীনামের সেবা দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রুত হয়, তিনি-ই—"শ্রেষ্ঠ সবাকার"। দেবীধামের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর, তিনি যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন, বাস্তব-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্য-সেবাত্বে বিশ্বাস নাই, সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে 'নাস্তিক', আর বিষ্ণুর অর্চ্চক,—অপ্রাকৃত ভজনরাজ্যে তাঁহার যতটুকুই মহিমা থাকুক্ না কেন,—অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তব-সত্তা বিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনকারী একজন কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের কাছে যে একবার ঘণ্টা বাদন করেন, সেই ঘণ্টার একটীবার বাদনের সহিত সহস্র সহস্র কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের অসংখ্য হাঁসপাতাল, দরিদ্রসেবা, সেবাশ্রম, বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের ঘটা বা নির্ব্বেদজ্ঞানীর ধ্যান, কৃচ্ছ্র-সাধন নগণ্য। ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে; ইহা বাস্তব সত্য। বাস্তব সত্যে বিশ্বাস-রহিত নাস্তিকগণ বঞ্চিত হইয়া এই সকল মর্ম্মার্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কখনও প্রকাশ্যভাবে ভক্তিনিন্দক, কখনও বা প্রচ্ছন্ন-নিন্দক বা সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ ও নাম-সেবার কথাই বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু-ভাষায় জগতে জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব-জগতের গত আড়াই শত বা তিন শত বৎসরের ইতিহাস—হরি-সেবার নামে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা। দুই একটা ভজনানন্দী বৈষ্ণব নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গ্রন্থমধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা লিখিয়া রাখিয়া বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার সেরূপ দেখা যায় নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার কথা সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিত ও যত্নবান্

ছিলেন। আমার গুরুবর্গ—যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন—তাঁহারা সকলেই কায়মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টের কথা প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ একটী দীর্ঘ বক্তৃতার পর গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে শ্রীপাট উলা হইতে প্রায় তিন মাইল পথ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে চলিয়া আসিয়া রাঘবপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। রাঘবপুর ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৮টায় লাইট্ রেলে চাপিয়া এক ষ্টেশন পরে শ্রীপাট শান্তিপুর ৯ ঘটিকার সময় পৌছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে শান্তিপুরে মতিগঞ্জে শ্রীযুত মন্মথনাথ পাল চৌধুরীর কাচারি বাড়ীতে ভক্তগণ রাত্রে অবস্থান ও সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৩ সংখ্যার পর)

হা হন্ত হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ
ব্যর্থী ভবন্তি মম সাধন কোটয়োঽপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুত-ভক্তিবীজং
শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণং শরণং করোমি॥ ৫২॥

গৌরহরি চরণেতে না লইনু শরণ।
হায়, হায়, বৃথা মোর সকল সাধন॥
যদি বল করিতেছ শ্রবণ কীর্ত্তন।
স্মরণ অর্চ্চন কৃষ্ণ সর্ব্বদা বন্দন॥
বহু অঙ্গ সাধন ভক্তি এতকাল কর।
তবে কেন খেদ?—শুন, তাহার উত্তর॥
পরম উষর-ভূমি চিত্ত যে আমার।
যদ্যপিও কোটী সাধন—সব ছারখার॥
বহু অঙ্গ সাধন ভক্তি করিনু গ্রহণ।
নিরন্তর সাধুসঙ্গ নির্জ্জন ভজন॥
আমার সমান কেহ ভক্ত এ জগতে।
দেখি নাই চোখে কভু, না পাই শুনিতে॥
এই অহঙ্কার মোর অন্তর মাঝারে।
প্রতিষ্ঠাশা বিষে হিয়া কৈল জরজরে॥
সাধুগণে দেখায়েছি কপট দীনতা।
মনে কুটিনাটি, মুখে—বড়-ভক্তিকথা॥
আপনা আপনি আমি বঞ্চিত হ'য়েছি।
আপনার হাতে মাথা আপনি কেটেছি॥
ওহে গৌরচন্দ্র, আজ তোমার চরণে।
শরণ লইনু আমি কায়-বাক্য-মনে॥
এই মোর কায়া তাহে ইন্দ্রিয়নিচয়।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তোমা প্রভু ভজিব নিশ্চয়॥
তব অনুকূল সর্ব্ব করিব গ্রহণ।
তব প্রতিকূল যাহা—আমার বর্জ্জন॥
সর্ব্বদা নির্ব্বেদে আমি করিব ক্রন্দন।
হে কৃষ্ণ, চৈতন্য দাও কৃষ্ণ প্রেমধন॥
তোমার বিহিত যাহা করিব কীর্ত্তন।
আচরিয়া প্রচারিব তোমার ভজন॥
মনে জানি তুমি মোর রক্ষাকর্ত্তা গোপ্তা।
উৎসাহ-নিশ্চয়-ধৈর্য্য-ভজন-দৃঢ়তা॥
আত্মনিবেদন করি' নির্ভয় হইব।
তোমার ইচ্ছায় সর্ব্ব ইচ্ছা মিশাইব॥
এইত শরণাগতির অদ্ভুত মহিমা।
তৎক্ষণে হইবে চিত্ত উর্ব্বর গরিমা॥
এইরূপে সর্ব্বভাবে তোমারে ভজিব।
অদ্ভুত ভক্তির বীজ হৃদয়ে গাড়িব॥
ভক্তিবীজ শব্দে 'শ্রদ্ধা'—সুদৃঢ় নিশ্চয়।
চেতন-লক্ষণা-ভক্তি যাহাতে উদয়॥
হে চৈতন্য, অচৈতন্যে না হয় ভজন।
উষর ভূমিতে যথা বীজের বপন॥ ৫২॥

শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

গত ৫ই শ্রাবণ বুধবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশী হইতে "শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত" আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ আষাঢ়ী

পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া রাস-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-কাল গণনা করেন। সেই মতে আগামী ৯ই শ্রাবণ রবিবার পূর্ণিমা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইবে। যাঁহারা শয়নৈকাদশী চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করিবেন, শুক্লা-উত্থান-একাদশীতে তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে। কাহারও মতে শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌর-মাস-চতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বেদশাস্ত্রের অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজী ও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সৎকর্ম্মিগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রেও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তিকালের স্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্য-বিধান স্মার্ত্ত ও পরমার্থী উভয়ের জন্যই ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। পরমার্থ-স্মৃতিনিবন্ধ "শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস" এবং রঘুনন্দনীয় স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্যব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করিয়া থাকি—একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।

বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরোবসেৎ ॥"

কিন্তু পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ব্যবহারিকগণ যেরূপ ফলশ্রুতিতে লুব্ধ হইয়া নিজকে ফলভোগী জ্ঞানে বিদ্ধা একাদশীর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন অথবা আরোহবাদী মোক্ষকামিগণ ফলত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার আবাহন করিয়া থাকেন, পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সেরূপ নহে। পারমার্থিকের হরিশয়নকালে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। আপস্তম্ব শ্রৌত-সূত্রে (২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) যে—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ"—অক্ষয়স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাজন করিবে—প্রভৃতি বাক্য দেখা যায়, তাহা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণের অধিকারের জন্য ব্যবস্থাপিত হইলেও বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেরূপ কর্ম্মের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ম্ম-নিন্দা, কর্ম্ম-ত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

ফলভোগকামী কর্ম্মী বা নির্ব্বেদ-জ্ঞানীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-যাজন কর্ম্মাঙ্গ মাত্র। ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও প্রেমভক্তির জনক হইতে পারে না। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং, পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠীর এই কথা অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন কি কর্ম্মাঙ্গ? স্বয়ং প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রেমকল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদ লোকশিক্ষাকল্পে যাহা আচরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। অচিদ্বিলাস-ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে অনেকে চাতুর্ম্মাস্যব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞানে পরিহার করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজন, স্ত্রীপুত্রাদির নিরন্তর সঙ্গ, পান তামাক গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রসাদ সেবার ছলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্য বস্তু গ্রহণে অনুরক্ত থাকাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' মনে করেন!

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়াভাবে 'কর্ম্মাঙ্গ' ও 'ভক্ত্যঙ্গ', 'নামাপরাধ' ও 'নাম', 'হরিসেবা' ও 'ইন্দ্রিয়তর্পণে'র পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহারতঃ কর্ম্মাঙ্গকে গর্হণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষরূপ চেষ্টা লুক্কায়িত থাকায় এবং অপ্রাকৃত সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে অপ্রাকৃতানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গযাজনের নামে কপটতাও কুকর্ম্মাঙ্গেরই অনুস্মৃতি। 'কর্ম্ম' ও 'ভক্তির' পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃতসহজিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস ও ঐকান্তিক ভক্তের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে একশ্রেণীর মনে করিয়া 'কলিকালে সন্ন্যাস নাই' বলিতে উদ্যত হন। কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু 'পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ' বা ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগণের ভাগবতানুমোদিত "মুকুন্দ-সেবার্থে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ দুঃসঙ্গের পরিবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীর উপকূলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র লক্ষ্মীনারায়ণোপাসক ব্যেঙ্কট ভট্টের হরিসেবাময় গৃহে বাস করিয়া ব্যেঙ্কটনন্দন শ্রীগোপাল

ভট্ট প্রভুকে কৃপা ও ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্যেঙ্কট ভট্ট ও রামানুজীয় আর্য্যস্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুকে রাধাকৃষ্ণ-রসে নিমগ্ন করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে "চাতুর্ম্মাস্য" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—মধ্য ১।১১০, মধ্য ৪।১৬৯; মধ্য ৯।৮৪, ৮৫, ৯২, ১৬৪; মধ্য ১৪।৬৭; মধ্য ১৬।৫৯ ও অন্ত্য ১।৯৩; অন্ত্য ১০।১৩৩ এবং অন্ত্য ১২।৬২ ও ৬৫।

চারি প্রকারের আশ্রমীর জন্যই 'চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত'-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ-বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-মঠের ভক্তগণ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনের ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। আশ্রমী-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন বিষয়ে যে ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাস কাল "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ" করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও হরি-অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাস কাল সম্পূর্ণরূপে ভোগ হইতে বিরত হইয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহিত ভক্ত-সজ্যারামে বাস করিবেন, এই জন্যই চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীনীলাচলে গৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন এবং তথায় তাঁহাদের চারিমাস কাল অবস্থানের কথাও লীলালেখকগণের গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা ১৬।৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—

"এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস॥"

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তিনি কেবল উর্জ্জাব্রত বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধান মাত্র। সমর্থ পক্ষেও হরিসেবায় আলস্যপরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ হয় না। ভোগ-ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন ও হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস কাল শয়ন করেন। এই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসের ১৫শ বিলাসের ৫৯ সংখ্যা হইতে ৭৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যব্রত-বিধি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ৬০ সংখ্যায় ভবিষ্যপুরাণ বচন উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাপন না করেন, সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত।

চাতুর্ম্মাস্যে প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বূল, রক্তপুতিকা, মসুর, লোশুন প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য বর্জ্জন করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূলাদি অনাবশ্যকীয় বিলাস-সামগ্রী এবং তামাক, গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদক দ্রব্য পান একান্ত নিষিদ্ধ। নখ-লোমাদির ক্ষৌরকার্য্যও এই হরিশয়নের চারিমাস কাল করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা ও বিলাসিতা উপস্থিত হয়। সর্ব্বতোভাবে হরিসেবাতৎপর হইলেই চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজনের চরম ফল লাভ হয়। এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত-কালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি-উৎসব ও উর্জ্জাব্রতের সময় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে উৎসবাদি হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবকালে এবং সকল সময়েই সর্ব্বসাধারণের শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, হরিকথা ও শুদ্ধসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ হয়।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৮) প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ সংখ্যার পর)

যে সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, সেই শিশুপালাদি দৈত্য যে সাযুজ্যমোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্বে

ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব বর্ত্তমান। অসুরদিগের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য, ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন ও প্রেমই সাধ্য।

হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া ভক্তজনরক্ষক—নৃসিংহদেব দৈত্যশোণিতে লিপ্ত এবং অন্ত্রমালায় ভূষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তথায় শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মহাসর্পসকল, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, কিন্নর, বেতাল এবং সুনন্দাদি বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই সমবেত হইয়া, দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে, দেবগণ পরামর্শ করিয়া শিশু প্রহ্লাদকেই তাঁহার প্রভুর সকাশে প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদ নির্ভয়ে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া পাদমূলে প্রণত হইলেন। প্রিয়তম ভক্তকে পার্শ্বগত দেখিয়া প্রভু অমনি প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হইলেন। স্নেহভরে স্বীয় করকমল শিশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন। সিংহ যেমন অপরের প্রতি ভীষণ হইলেও স্বীয় শাবকের প্রতি স্নেহশীল হয়, নৃকেশরীও তেমনি অভক্ত দৈত্যের প্রতি অত্যুগ্র হইলেও ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

শ্রীকরস্পর্শমাত্র প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূর হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদ প্রভুর মুখপদ্মে মধুলোলুপ নয়ন-ভৃঙ্গ দুইটি নিবদ্ধ করিয়া, প্রেম-গদগদ মধুর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, পরমানন্দে বরহস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

বালক মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, আমার হৃদয় স্বভাবতঃই ভোগসুখে লুব্ধ। তার উপর আর আপনি আমাকে বর দ্বারা প্রলোভিত করিবেন না। আপনি দয়াময়, আমাকে রক্ষা করুন। বর আমি কিছু চাহি না। প্রভো, যে আপনার দর্শন পাইয়া **আপনার চরণ-সেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে, সে ত আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।** স্বামীর নিকট যে ব্যক্তি নিজ সুখের জন্য কিছু কামনা করে, সে সেবক নহে; আর যিনি নিজ প্রভুত্ব-ইচ্ছায় সেবককে কাম্যবস্তু দান করেন, তিনিও সেবকের হিতেচ্ছু প্রভু নহেন। আপনি ত' আমার তেমন প্রভু নহেন; আমিও ত' অপর প্রত্যাশা করিয়া আপনার সেবা করি নাই, সুতরাং আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। তবে একান্তই যদি আপনি আমাকে কিছু বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন—যেন আমার হৃদয়ে কোনও ভোগবাঞ্ছাই উদিত না হয়। ভোগ-বাঞ্ছাই জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। আর একটি কথা—আপনি কৃপা করিয়া আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; তাহাকে পাপমুক্ত করুন; তিনি আপনার প্রতি দ্বেষ, এবং ততোধিক আপনার ভক্তের প্রতি অত্যাচার করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছেন।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"প্রহ্লাদ, তোমার মত নিষ্কাম ভক্তের মুখে ইহাই যোগ্য কথা। তোমার হৃদয়ে ভোগ-বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলেও, তুমি কিছুকাল রাজ্য কর; আমাকেই সেব্য ও ভোক্তা জানিয়া সমস্ত বস্তুকে আমার সেবোপকরণ-রূপে নিযুক্ত কর। বস্তুসিদ্ধিকালে তুমি আমার নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হইবে। আর তোমার পিতার কথা যে বলিতেছ, তাহা আর আমাকে কেন বলিতে হইবে? যে কুলে কৃষ্ণভক্ত আবির্ভূত হন, সে কুলের পিতা, পিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন বিংশতি পুরুষ পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করেন। তোমা হইতেই তোমার পিতার উদ্ধার হইয়াছে। তুমি এখন তাঁহার শেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তদীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও।"

শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার আদেশমত প্রহ্লাদ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শেষ করিয়া যথাসময়ে দ্বিজগণ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পরে, নির্ব্বিবাদে বহুকাল রাজত্ব করিয়া কালপ্রাপ্তে বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজেরই কুলে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ

(কটক)

গৌর ও গৌরজন-পদাঙ্কিত-ভূমি গৌরদাসানুদাসাভিমানিগণের বড়ই প্রিয় ও আদরের বস্তু। গৌরজন-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি
প্রণয়ী-ভকত-সঙ্গে॥"

গৌরপদাঙ্কপূত ভূমিতে নির্গুণভক্তসঙ্ঘারাম স্থাপন ও তথায় সার্ব্বকালিক হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা এবং কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচার করিবার জন্য গৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের সর্ব্বত্র, গৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্ক-পূত বিভিন্নতীর্থে এবং বিপ্রলম্ভক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে বিভিন্ন মঠ বা ভক্ত-বসতিস্থল স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, বিষ্ণুবৈষ্ণবক্ষেত্র-গুপ্তকাশী শ্রীভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ডিমঠ স্থাপিত হইয়াছে। কতিপয় গৌরকথানুরাগী ভক্তের আগ্রহে উড়িষ্যার প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান-স্থান কাঠজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-পদাঙ্করঞ্জিতভূমি প্রসিদ্ধ কটকনগরে একটী ভক্তসঙ্ঘারাম ও শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই শ্রীমঠের নাম "শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ।" গত রথযাত্রাকালে ওঁবিষ্ণু-পাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কটক-নগরে সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনমুখে এই মঠের আবাহন করেন। ত্রিদণ্ডি-পাদগণ অনেকেই এই মঠ-প্রাকট্য-সাধনে আন্তরিক সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অনুগ কুয়ামারা ইংরাজী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক প্রবীণ ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয় এই মঠস্থাপনকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অনুজ এই মঠ হইতে শ্রীল পরমহংসঠাকুরের সম্পূর্ণ আনু-গত্যে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যায় শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রচারিত কথা প্রচার করিবার জন্য উড়িয়া ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিগ্রন্থগুলির প্রকাশ এবং অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের আনুগত্যে 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ' হইতে প্রকাশ করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। নিত্যানন্দান্বয় পণ্ডিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ-তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব পুরী মহারাজদ্বয় কটকে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। আশা করি, উড়িষ্যাবাসী সজ্জনগণ এই আচারবান্ নিরপেক্ষ প্রচারকগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমলপ্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন এবং নানাবিধ অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন।

কটকের প্রসিদ্ধ উকিল পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু বি, এল মহোদয় শ্রীমঠের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠের জন্য কলিকাতার ভূম্যধি-কারী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয় যেরূপ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের জন্য উকিল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ও সেইরূপ আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রেরিত প্রশ্নমালা

পরম ভক্তিভাজন
শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

আমি আপনার পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার ৩২৯৫ নং গ্রাহক। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদিগের কলিকাতাস্থ মঠে গিয়া শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন এবং আপনাদের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি * *

আমি কয়েকটী বিষয়ে সমস্যায় পতিত হইয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি। এ সমস্যার সমাধান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে একমাত্র আপনারাই সমর্থ। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। কৃপানেত্রে অবলোকন করিয়া এ অধমকে ধন্য করুন্।

প্রশ্ন

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের বর্ণনায় আমার অশুদ্ধ দৃষ্টিতে স্থানে স্থানে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম।

১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কণ্টকনগরে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে তিন দিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৌশলে মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের বর্ণনা। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় অন্যরূপ দেখি। যথা—শ্রীমন্মহাপ্রভু বক্রেশ্বর বনে বাস করিবেন বলিয়া পশ্চিম মুখে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু নীলাচলবাসের দৈববাণী শুনিয়া পূর্ব্বমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে

বলেন,—"আমি ফুলিয়া গমন করিয়াছি, তুমি নবদ্বীপে গমন করিয়া ভক্তগণ প্রভৃতিকে শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে আনয়ন কর। আমার সহিত সেখানে সকলের সাক্ষাৎ হইবে ইত্যাদি।

এইরূপ বহুস্থানে বর্ণনার পার্থক্য দেখিয়া আমার মত সংশয়বাদীর নানাসন্দেহ উপস্থিত হয়। দয়া করিয়া ইহার সুমীমাংসা করিয়া এ দীনহীনকে দয়া করুন্। আরও কয়েক স্থলের কিছু অংশ উল্লেখ করিতেছি। মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রা করেন, তখন সঙ্গে কে কে চলিলেন ; যথা—

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥
চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে। ইত্যাদি

এখানেও এই প্রভেদ। তাহা ছাড়া লোচনদাস কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থে পরস্পর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই না। দয়া করিয়া এই সমস্যা-রূপ সাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীল শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট ও পরিভাষা-রূপে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে পরস্পরে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই না, ইহা যে আমার দৃষ্টিদোষ, তাহা বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু তবু মনে শান্তি না পাইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। আর এক নিবেদন— শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীল গোস্বামীপাদের লিখিয়া জানি ; যথা—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন। ইত্যাদি

কিন্তু ৩৮ সংখ্যা গৌড়ীয় পত্রিকায় দেখিলাম (অন্যান্য সংখ্যাতেও দেখিয়াছি)—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামিপাদের, ইহারই বা মীমাংসা কি ? জগাই মাধাই উদ্ধারলীলা দিনমানে বা রাত্রিকালে সংঘটিত হয় ?

একান্তবশংবদ—অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মকৎপুর, (গিরিডি)।

প্রশ্নোত্তর

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যলীলা-গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিতে গিয়া তিনি যে সকল কথা উক্ত গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করেন নাই, পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহা বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুইটী গ্রন্থে মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক ঘটনার পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বক্রেশ্বরের বনে নির্জ্জন ভজন করিবেন—এইরূপ প্রস্তাব করিয়া তদভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী মহাজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বক্রেশ্বর যাইবার বাসনা পরিবর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবন যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যাহা বর্ণনা করেন নাই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাই বর্ণন করিতেছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যের সহিত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেশমাত্র বিরোধ সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতি জাল পুঁথি প্রামাণিক নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতলেখক যে ছয়জন আচার্য্য মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তৎস্থলে পরবর্ত্তী মহাজন চৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক চারিজন আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে উঁহাদের বাক্যের কি বিরোধ হইল ? উভয় গ্রন্থের মধ্যেই সঙ্গিগণের নামের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই ; কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবত লেখক দুইজন আচার্য্যের নাম অধিক উল্লেখ করিয়াছেন।

৩য় প্রশ্নের উত্তর— শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহা-প্রভুর আদেশানুসারে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কড়চাকারে

লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু তাহাই বিস্তার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু উক্ত গ্রন্থের দিগ্দর্শনী নাম্নী টীকার রচয়িতা।

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার দিবাভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল। "দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৯) শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের প্রতি উক্ত বাক্যই প্রমাণ।

শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন, 'তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস'—এরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি পরবর্ত্তী মহাজনগণের বর্ণনার নিমিত্ত অনেক বিষয়ে ইচ্ছা করিয়াও বর্ণন করেন নাই। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলাকল্পভেদেও স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংশয় উপস্থিত না করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই আবশ্যক।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ছাপরায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্বগিরি ও শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজ ছাপরার সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট সাধন করিতেছেন। গত ১লা জুলাই তারিখে শ্রীমদ্‌গিরি মহারাজ স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুর ভবনে হিন্দিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। জজ্ সাহেব, স্থানীয় উকিল, মোক্তার এবং সম্ভ্রান্ত বিদ্বমণ্ডলী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। ৩রা জুলাই শনিবার রাত্রে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জজ্ বাহাদুর ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখে এরূপ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথা ও হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয় ও শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক হইয়াছেন এবং গৌড়ীয়-মঠের ভক্তিগ্রন্থাবলী গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় টাউন-হলেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বামিজীদ্বয় ইংরাজী-ভাষায় "শুদ্ধভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানীয় "নারদ" নামক হিন্দীপত্রে এবং পাবনার "Search Light" পত্রিকায় স্বামিজীগণের প্রচার-প্রসঙ্গ স্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। স্থানীয় স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বাবু হরিকথা প্রচারের সহায়তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় মুসলমান ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সায়েদ মহম্মদ মহোদয়ও মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা তাঁহার যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

মজঃফরপুরে—কাশীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মজঃফরপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে তিন দিবস ইংরাজীভাষায়, দুই দিবস হিন্দী ও দুই দিবস বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

কাশীতে—শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহাশয়, শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য ভক্তিরত্নাকর প্রমুখ শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন। ডাঃ পি, কে, রায় মহোদয় শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের ভক্তিপ্রচারকল্পে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সত্যকথা প্রচারে উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন্।

উড়িষ্যায়—পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, ভুবনেশ্বরে শ্রীত্রিদণ্ডি মঠে, কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে এবং উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে ত্রিদণ্ডিপাদগণ হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় প্রত্যহ উচ্চ সংকীর্ত্তনদ্বারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের হরি-সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৩, ৩১শে জুলাই, ১৯২৬ | ৪৯ শ সংখ্যা

সার কথা

মহাভাগবতমুখে শুদ্ধনামের প্রচার কিরূপ?

'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' কহ, করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥
"হরিবোল" বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'॥
কেহ যদি তাঁ'র মুখে শুনে কৃষ্ণ-নাম।
তাঁ'র মুখে আন শুনে, তাঁ'র মুখে আন॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪০, ৪৫, ৪৮-৪৯)

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি 'নাম,' 'প্রেম' সম্ভব?

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে 'কৃষ্ণ-নাম' লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু-কৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৫০-২৫১, ২৬৪)

কৃষ্ণপ্রেম-প্রাকট্য-মূল কি?

কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-মূল হয় 'সাধু-সঙ্গ।'
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত'—আর॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮০, ৮৪)

ভগবদ্দর্শন বা শুদ্ধনাম শ্রবণের প্রভাব কি?

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমায় একবার পায় দরশন॥
'কৃষ্ণনাম' লয়, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগৎ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন'।
অলৌকিক শক্তি, তোমার না যায় কথন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১২১-১২৪)

নামাপরাধদ্বারা কি 'প্রেম' লভ্য?

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পা'বে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব-বিধ ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৫, ৭০-৭১)

মহৎকৃপা ব্যতীত কি 'প্রেম' সম্ভব?

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১ ও অন্ত্য ৪।৫৮.)

"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতম্"

যাহার যে ইন্দ্রিয় বা যোগ্যতা নাই, তাহার পক্ষে সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় লাভের চেষ্টা বৃথা। অন্ধের সম্মুখে উজ্জ্বল প্রদীপ ধরিলেও বা বধিরের নিকট সুমধুর দিব্য সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলেও আর "দেহাত্মহংবুদ্ধি"-মূর্খের নিকট সচ্ছাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইলেও তাহাদের যোগ্যতার অভাবে তাহারা তত্তদ্-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা গোদাস, গৃহব্রত, অন্ধতুল্য, গুরুব্রুবগণের দ্বারা পরিচালিত,—"অন্ধৈরুপনীয়মানা যথান্ধাঃ (ভাঃ ৭।৫।৩১)—এই ন্যায়ানুসারে যাহারা সুদর্শন-বিরহিত বিপথগামী সত্যান্ধ, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃকথায় যাহাদের কর্ণ বধির, যাহারা "দেহাত্মহংবুদ্ধি-মূর্খ (ভাঃ ১১।১৯।৪২) বা "গোখর" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) তাহারা কি করিয়াই বা ভাগবতার্কের নির্ম্মল প্রভা, বা দিব্যজ্ঞান-প্রদীপ দর্শন, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ এবং শাস্ত্রের সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবে?

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর রচিত ভক্তি-সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ অকৃত্রিম "প্রেম বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থখানিতে প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজের অনেকগুলি ব্যভিচারের কথা অতি সরল ভাষায় বিবৃত থাকায় তত্ত্বদোষদুষ্ট ব্যক্তিগণ উক্তগ্রন্থের বহুল প্রচারে পাছে তাঁহাদের ভণ্ডামিগুলি লোকে ধরিয়া ফেলে তজ্জন্য ভীত হইয়াছেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলা স্বচক্ষে দর্শন ও প্রভুর মুখে সুসিদ্ধান্ত-বাক্য-সমূহ শ্রবণ করিয়া যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে গৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজন, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, 'শ্রীনাম' ও 'নামাপরাধ', 'ফল্গু' ও 'যুক্তবৈরাগ্যের' পার্থক্য, গুরুব্রুবনিন্দা ও সদ্গুরু-চরণাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা, প্রাকৃত-সহজিয়া-মতখণ্ডন, মর্কট বৈরাগীর নিন্দা, শ্রীএকাদশীব্রত-পালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি অতি হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় গীত আছে। যে সকল কারণে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আঁতে ঘা লাগিয়াছে, নিম্নে শ্রীগ্রন্থ হইতে তাহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি,—

(১) "গোরা ভজা, লোকরক্ষা একত্র নিষ্ফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥"

লোকের মনোরক্ষাকারী বা লোকভঞ্জনাকারী ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের এই সত্য কথায় সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

(২) "অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ-নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥"

নামাপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হইয়াছে। না হইবারও কোন কথা নাই, কারণ নামাপরাধ ছাড়িলে, সাধুসঙ্গ বা বৈষ্ণব সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিলে ত' তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ধর্ম্মব্যবসায় চলে না।

(৩) "গোরার আমি," "গোরার আমি" মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান-গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

এই সকল শুদ্ধভক্তির সনাতনী কথায় ব্যভিচারি-প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ও মর্কট বৈরাগিগণের অসুবিধা হইয়াছে।

(৪) "জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্ম্মতি॥
চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি 'নরক' বলি মানি॥"

এই সকল কথা "জড়ে ছল-চিদারোপকারী" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থযুক্তাবস্থায় "অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ", রাস্তায় ঘাটে, বেশ্যার মুখে, ভাড়াটিয়া-কীর্ত্তনীয়ার মুখে, ব্যভিচারি-ভৃতক-পাঠক-কথকের মুখে, রাইকানুর কীর্ত্তন (?) "সখিভেকী", "বাউল", 'সহজিয়া কালাচাঁদী, 'কর্ত্তাভজা' প্রভৃতি জড়ে চিদারোপকারী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের নানাবিধ অসৎমতের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। তাই কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া নাকি শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার ধৃষ্টতা করিতে-ছেন। আমরা নিম্নে যে সকল বিচার ও সিদ্ধান্তের অবতারণা

করিব, তাহা যে অন্ধগুরুব্রুবগণের দ্বারা উন্মার্গেনীত সত্যান্ধ ও স্বার্থান্ধ, প্রেয়ঃকথায় উৎকর্ণ ও শ্রেয়ঃ-কথায় বধির, কুণপাত্মবাদী-মূর্খ ও 'গোখর' ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে না, ইহা বিলক্ষণ জানি; তথাপি সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের জন্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

কুমিল্লার সনিয়ামক-নাথমহাশয়—

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।"

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রভুর এই ভক্তিসিদ্ধান্তকে "অদ্ভুত সিদ্ধান্ত" বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সেই প্রমাণ-বলে 'প্রেমবিবর্ত্তের' অপ্রামাণিকত্ব প্রদর্শন করিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন। নাথ মহাশয় বা তন্নিয়ামক যে রাজ্যের লোক, সেই রাজ্যে একথা 'অদ্ভুত' বটে। শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত-গোস্বামী যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অক্ষজগণিতশাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্ত লিখিতেন, তাহা হইলে শ্রীমান্ নাথ মহাশয়ের নিকট উহা 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হইত না বা অশ্রদ্ধধানে নামোপদেশ, নাম বলে পাপাচরণ ও অহংমমাদি-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নামমন্ত্র-বিক্রয় বা ভাগবত-ব্যবসায় দ্বারা অর্থপ্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহরূপ নামাপরাধগুলি যদি "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে সমর্থিত হইত, তাহা হইলেও সনাথ-নিয়ামক মহাশয়ের নিকট ঐ সকল সিদ্ধান্ত "অদ্ভুত" বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সাধুসঙ্গে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে সেবোন্মুখ হইলে-ই সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ-নাম উদিত হন।

বহির্ম্মুখ মন্ত্র-বিগ্রহ-পাঠ-ব্যবসায়ী অসাধুগণের সঙ্গে অনর্থ যুক্ত-বদ্ধজীবের চিত্ত কখনই সেবোন্মুখ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে শুদ্ধনামও কীর্ত্তিত হন না—এইরূপ গোস্বামি-সিদ্ধান্ত শুনিয়া সনিয়ামক-নাথমহাশয় চমকিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাতে চমকিত বা ভীত হইলেও নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামিপাদগণ তারস্বরে বলেন যে, অসাধুসঙ্গে কখনই ভজন হইতে পারে না। 'প্রেস' প্রভৃতি পণ্য লইয়া ভূতকপাঠক ফিরিওয়ালার সিদ্ধান্তও ভক্তিসিদ্ধান্ত পৃথক্।

নাম-সংকীর্ত্তন-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন; যথা—

"শ্রবণ কীর্ত্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।"

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।৬১

কিন্তু আবার কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাক্যে-ই দেখিতে পাওয়া যায়—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৬

"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে"—অর্থাৎ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ বুঝা যায়। যদি "একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতেই প্রেমা উদিত হন" বলিয়া একবার স্বীকৃত হইল, আবার "বহুজন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও 'প্রেমা লাভ' হয় না,—এইরূপ দুইবার দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বহুজন্ম "শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম" শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় নাই; পরন্তু দেখিতে কৃষ্ণনামের মত 'নামাপরাধ' কীর্ত্তন হইয়াছে। যদি 'নাম-ই' কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ 'প্রেমা'ও অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা ——

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব পাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"
"অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৬-২৮

নামাপরাধ-হেতুই 'প্রেম' হয় নাই। যথা :—

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৯-৩০

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪

তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭

যদি কোনও নামাপরাধী কপটব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য কৃত্রিমভাবে প্রেম-বিকারের চিহ্ন স্বেদ, কম্প, পুলক, গদ্গদাশ্রুধার প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, দেখ, আমার জিহ্বায় নিশ্চয়ই 'নাম' উদিত হইয়াছে, নতুবা আমাতে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমার লক্ষণ-

সমূহ দেখা যাইতেছে কেন ? "প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে ?" প্রতিষ্ঠাকামী ভাক্তদিগের ভক্তি-বিটলামী গর্হণ এবং ঐরূপ কাপট্য প্রতিষেধ-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন এবং রসিক-কুল-চূড়ামণি রূপানুগবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "সারার্থদর্শনী"তে উক্ত শ্লোকের সারার্থ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"অশ্রুপুলকাদেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ——"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয় ইতি॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫২ শ্লোক) * * ততশ্চবহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তি-নামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণান্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণ-বাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যশ্মসার হৃদয়তয়া নির্দ্দেশঃ। কিঞ্চ! তেষামপি সাধু-সঙ্গেনানর্থনিবৃত্তি-নিষ্ঠারুচ্যাদি ভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্ত-দ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্ত-দ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

—অর্থাৎ (যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ 'অশ্রুপুলকাদি', তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'-ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরি শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গমসঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ ধারণা-বিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর—এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন। হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণ-সমূহ (শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—(১) **ক্ষান্তি** অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধ-চিত্ততা, (২) **"অব্যর্থ-কালত্ব"** অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তে—২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবাযুক্ততা, (৩) **"বিরক্তি"** (অর্থাৎ দুস্ত্যাজ্য স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ এবং তাহাদের বা নিজের দেহ পোষণের জন্য নাম-মন্ত্র-বিক্রয় বা ভাগবত-ব্যবসায়াদির দ্বারা অর্থার্জ্জন—এক কথায় কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা (ভাঃ ৫।১৪।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) **"মানশূন্যতা"** অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জাতি-গোস্বামী', 'আমি ছোট-খাট নিত্যানন্দ', 'আমি ইন্‌কমট্যাক্স দিতে পারি', 'আমার শিষ্য-সেবক আছে', 'আমার সামাজিক বিধি ও সম্মানের অপেক্ষায় ভক্তি-প্রতিকূল কার্য্য করিতে হয়', 'আমি মহারাজ ভগীরথের আদর্শে ভিক্ষার জন্য শত্রু গৃহে যাইতে পারি না বা তাঁহার ন্যায় স্বরূপ দর্শন করিয়া চণ্ডালকেও প্রণাম করিতে পারি না',—এইরূপ বিরূপা-ভিনিবেশজ অভিমানকে 'মান' বলে, এই সকল বিরূপের মানের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া 'উত্তম' হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট 'তৃণাধম-জ্ঞান'-ই মানশূন্যতা, (৫) **'আশাবন্ধ'** অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা, (৬) **"সমুৎকণ্ঠা"** অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য যে, অত্যন্ত লুব্ধতা (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য লোভ নহে) (৭) **"নামগানে সদারুচি"** (যখন অধিক অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তখনই নামগানে রুচি দেখা যায়, অর্থের প্রাপ্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও তারতম্য অথবা অর্থের স্ফুরণ কিছু কম মাত্রায় হইলে তাহাতে অধিক সময় ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না,—যাহা বর্ত্তমান নামাপরাধী ভাগবতব্যবসায়ী দলে দৃষ্ট হয়, তাহা নামগানে সদারুচির উদাহরণ নহে), (৮) **"ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি"** অর্থাৎ অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির লোভে ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে 'আসক্তি' দেখা যায়, তাহা ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি নহে, পরন্তু ভগবদিতর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র-স্বজনাদির প্রতি আসক্তি মাত্র। (এতৎ প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২।১২৮ সংখ্যা ধৃত শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ কৃত কারিকা আলোচ্য—

"ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥"

—অর্থাৎ ধন শিষ্যাদির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সে ভক্তি কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে না ; যেহেতু

তথায় শৈথিল্য-নিবন্ধন উত্তমতার হানি হইয়া থাকে), (৯) "**তদ্বসতিস্থলে প্রীতি**" অর্থাৎ সাত্ত্বিক-বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস বা স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের-পর গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজন, তামসিক-দ্যূতক্রীড়াদি-স্থানে বাস কিম্বা ধামাপরাধিগণের ন্যায় 'শ্রীধাম নবদ্বীপাদিতে বাস করিলে অর্থাদি অর্জ্জনের সুবিধা হইবে'—এইরূপ 'দুর্ব্বুদ্ধি' পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবাময় নির্গুণকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-বসতি-স্থলে সেবোন্মুখচিত্তে বাস-ই "কৃষ্ণ-বসতি-স্থলে প্রীতি।"

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে, মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণব-প্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না; সুতরাং চিত্তবিক্রিয়াপ্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্যলক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধহেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্তদ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্য রূপ অপরাধ নিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও (অপরাধ-নিবন্ধন) চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও রূপানুগ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এইরূপ সুসিদ্ধান্ত দ্বারাও কি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় না যে, অসাধুসঙ্গে কখনও 'কৃষ্ণনাম' উদিত হয় না। আবার 'নামাক্ষর' কখনও 'নাম' নহে, যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে, যে 'কৃষ্ণনাম' একবার জিহ্বাস্পর্শ মাত্র কৃষ্ণপ্রেমা প্রকাশ পান, সেইরূপ নাম বহুজন্ম ধরিয়া বহুবার কীর্ত্তিত হইলেও কেন-ই বা প্রেম উদিত হয় না। অতএব ফলের দ্বারা কারণ অনুমান করিয়া জানিতে হইবে যে, বহুজন্ম কীর্ত্তিত 'নামাক্ষর' দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহেন, নামাপরাধমাত্র। শ্যামাঘাস ও ধান্য দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ে এক বস্তু নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফল প্রাপ্তি হইতেই উপলব্ধি হয়। জোনাকি পোকা, দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা গৃহদগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু 'দিয়াশলাই' বা সামান্য একটু টীকার স্ফুলিঙ্গ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। ফল-প্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায় কোন্‌টী সত্য সত্য আগুন।

আবার নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বভাববশতঃ বা কৃত্রিম অভ্যাস জনিত অশ্রুপুলকাদিও প্রেমের লক্ষণ নহে; সুতরাং 'নামাপরাধ' আর 'নাম' একবস্তু নহে। আবার 'নামাভাস' মধ্যে 'ছায়া-নামাভাস' ও 'প্রতিবিম্ব নামাভাসও একবস্তু নহে, 'নামাভাস ও 'নামাপরাধ'ও একবস্তু নহে, 'নাম' ও নামাভাসও একবস্তু নহে। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া এই সকল ভজন-জ্ঞান-হীন ভজন-রাজ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারে না; ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এই জন্যই দুর্গমসঙ্গমনীতে (দঃ ৩।৫২) শ্রীল জীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন,—"নিঃসত্ত্বানামেষাং সাত্ত্বিকাভাসগণনাম্বজ্ঞেষু সাত্ত্বিকবদাভাসত্বে ইত্যপেক্ষয়া" অর্থাৎ অজ্ঞের নিকট সাত্ত্বিকের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া (এই অপেক্ষায়) এই সকল নিঃসত্ত্বদিগকেও সাত্ত্বিকাভাসমধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, এবং স্বয়ং কৃষ্ণেরই অধোক্ষজ-শাব্দিক-অবতার। যথা—"একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদি-রূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্" (দুর্গমসঙ্গমনী ২।১০৮)। অতএব অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। আমরা আরোহবাদী হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা প্রাকৃত-সহজিয়া, ভৃতক-কীর্ত্তনিয়া, ভাড়াটিয়া পাঠক, কথক প্রভৃতি বহির্ম্মুখ অসাধুগণের সঙ্গে কখনও নিজ চেষ্টায় বলপূর্ব্বক 'নাম' উচ্চারণ করিতে পারি না। ইহাই শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পূর্ব্ব বিভাগ ২য় লহরীর ১০৯ম সংখ্যা-ধৃত কারিকায় কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"—ইত্যাদি।

"অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুইত' সমান'॥

'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের-ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪

অসৎসঙ্গে কেন 'নাম' হয় না, বহির্ম্মুখের জিহ্বায় কেন বহুবার 'নামাক্ষর' উচ্চারিত হইলেও উহা 'শুদ্ধনাম' নহে, তাহা আমরা আচার্য্যগণের বাক্য হইতে আরও দেখাইতেছি—

"স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি **বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি** * * **ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে**" অর্থাৎ স্মার্ত্তাদিব্যক্তি সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুবার নামগ্রহণকারী হইলেও ঘোর-সংসারগতি-ই লাভ করিয়া থাকে। এই স্থানে "বহুশো নামগ্রাহিণঃ" শব্দের দ্বারা যদি 'শুদ্ধনাম'-গ্রাহী অনুমান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ-নাম-গ্রাহীর 'প্রেম' হওয়ার পরিবর্ত্তে "ঘোর-সংসার-গতিই লাভ হয়"—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য কি? সুতরাং ঐরূপ বহুবার '**নামগ্রহণ**' (?) কেবলমাত্র 'নামাক্ষর' বা 'নামাপরাধ' গ্রহণ নহে কি? নামাপরাধের ফল—ঘোর সংসার-গতি বা ভুক্তি প্রভৃতি ফল-লাভ। আর নামের ফল—"কৃষ্ণপ্রেমা", আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-ক্ষয়। স্মার্ত্তাদির সাধুসঙ্গের অভাবে সেবোন্মুখতা উদিত হয় নাই, তাই তাঁহাদের বহুবার উচ্চারিত 'নাম' (?) 'নামাক্ষর' মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সাধুসঙ্গের অভাবে যে কখনও শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না, তাহাই আবার দেখাইতেছেন, যথা—

"যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি—"নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক" ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অবধূত স্বামিকৃতশ্লোক)—প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদিদৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্য গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিতএব প্রাপ্নোতীতি"

"কপটতাশূন্যং শুদ্ধ-স্বরূপজ্ঞান-রহিতং যদ্ ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ। কাপট্যেন যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ" (মরীচিমালা ১৩শ কিরণ)—কপটতাশূন্য শুদ্ধ-স্বরূপজ্ঞানরহিত যে ভগবন্নামোচ্চারণ,তাহাই 'নামাভাস'। আর অন্যাভিলাষ,কনককামিনী প্রতিষ্ঠার-লোভে নামগ্রহণের অভিনয়, নাম দ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি সমস্তই নামাপরাধ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতব বা কপটতার সহিত 'নামাক্ষর' উচ্চারণই—নামাপরাধ। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় 'নামাপরাধের' গর্হণ ও শুদ্ধ-নাম-মহিমা স্থাপিত হইয়াছে। 'নাম' ও 'নামাপরাধ' এক নহে—

"সেবা-**নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন**॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ ইত্যাদি"

—(চৈ চঃ মধ্য ২২।১১৩-১৪)

* * * **'নামাপরাধ' দূরে বিসর্জ্জন।**

(ঐ মধ্য ২৪।৩৩১)

সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম 'নামাভাস'। তদ্দ্বারা জীব বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সাঙ্কেত্যরূপ ছায়ানামাভাস তাঁহাকে বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া তটস্থভাব প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া লিখিতেছেন, "কেহ যদি বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি গোগর্দ্দভাদিরন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও, গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন, —এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও "কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র

(সেবোম্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না',—এই শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, 'আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?"—এইরূপ মননশীলব্যক্তিগণ গুর্ব্বজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধু-সঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তে কি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামগ্রহণকারীর শ্রীগুর্ব্বানুগত্যের বা সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন না? সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনই শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না। শ্রীঅজামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধবর্জ্জিত, সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের প্রমুখাৎ বিশুদ্ধভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভক্তিমান্ এবং ভগবন্নামে পরমশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের মুখে ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহাদের নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও নামকীর্ত্তনরূপ শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনের প্রতি ঐকান্তিকী রতি উদিতা হইয়াছিল। নামাপরাধের মূলই—'দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি'। অহং মমাদি বুদ্ধি হইতেই 'সাধুনিন্দা, অর্থাৎ অসাধুকে 'সাধু' জ্ঞান ও প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞানে গুরুর অবজ্ঞা, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি 'নামাপরাধ' উদিত হইয়া থাকে।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"
ভাঃ ১।৮।২৬

'জগতে আমার কিছু আছে',—এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে 'হরিনাম' কীর্ত্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোম্মুখ জিহ্বায়ই 'নাম' উদিত হন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অজামিল তটস্থাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গত্যাগপূর্ব্বক দেহ-সম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সম্বন্ধিতীর্থে শুদ্ধনামকীর্ত্তনাদির দ্বারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি-অবস্থা প্রাপ্ত করিলেন। যথা—ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯

"মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ॥
ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্ত সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥'

—শ্রীঅজামিল কহিলেন, "আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ-বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোম্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্, অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐপ্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।

ভাগবতীয় এইরূপ স্পষ্ট উদাহরণ থাকিতেও কি নামাপরাধী প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলিবেন যে,—

"অসাধুসঙ্গে ভাই, 'কৃষ্ণনাম' নাহি হয়,"
"কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ"

—পণ্ডিতগোস্বামীর এই সকল সিদ্ধান্ত "অদ্ভুত[illegible]"? অজামিলের সাধুনিন্দাদি কোন নামাপরাধ না থাকায় তাঁহার 'নামাভাস' হইয়াছিল; কিন্তু অসাধু সঙ্গরত সাধারণ বদ্ধ-জীবের (বিশেষতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের) 'সাধু-নিন্দা' ও নাম বলে পাপবুদ্ধিরূপ দুইটী মহান্ অপরাধ সর্ব্বক্ষণই সম্ভব, সুতরাং "কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ"—এই কথারই সার্থকতা সিদ্ধ হইল আর সাধুসঙ্গ ব্যতীত যে শুদ্ধ-নাম উদিত হইতে পারে না—তাহাও আমরা অজামিলের উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিলাম। 'ভক্তিসন্দর্ভ' ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের উক্তি—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং" ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক 'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাং।" সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন শ্রীনামও যদি 'দেহ' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি), 'দ্রবিণ' (অশুক্ল-অর্থসংগ্রহচেষ্টা, নাম-মন্ত্র ভাগবতব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থসংগ্রহচেষ্টা), 'জনতা' (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), 'লোভ' (জিহ্বালাম্পট্য বা লৌল্য) রূপ 'পাষণ্ডতা' (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুবুদ্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, রূপার গৌরাঙ্গ, কাঠের

গৌরাঙ্গ প্রভৃতি জ্ঞান, সদ্‌গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও অসদ্‌গুরুক্রবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্পিত ও আরোপিত ভগবদ্‌বুদ্ধির ছলনা, বৈষ্ণবে জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি) মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে পাষণ্ডময়ত্ব বা অপরাধ হেতু ফল-জনক হয় না অর্থাৎ নামের ফলে যে কৃষ্ণ-প্রেমা, তাহা উদিত হয় না ; অতএব অসাধুসঙ্গে কখনই শুদ্ধ-নাম হইতে পারে না। যথা—

"সাধুকৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৬৪)

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন—'কৃষ্ণ-নাম' শ্রবণে।
চিত্তশুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণ-নাম লৈতে ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৫০-৫১)

স্তবমালায় শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রের ১ম শ্লোকে শ্রীল রূপপাদ —যে হরিনামকে "**মুক্তকুলের উপাস্যমান**" ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে" 'প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য' প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম কখনই প্রাকৃত অসাধু-সঙ্গে উদিত হইতে পারে না।'

সনিয়ামক নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, অসাধুর সঙ্গে যাঁহারা নাম করেন, তাঁহাদের শ্রীনামের প্রতিই লক্ষ্য থাকে।" এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নামবিক্রয়ী, নামবলে ভোগ-মোক্ষপ্রয়াসী ভাড়াটিয়া নামাপরাধি-ব্যক্তিগণের মুখেই শোভা পায়। নাথ মহাশয়ের নিয়ামক পূর্ব্বে "আচার্য্য-সন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত" ("আচার ও আচার্য্য" ১৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার রুচির পরিচয় দিয়াছেন, এবার আবার "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৬৪) এই ব্যাস-বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য নাথ মহাশয় "অসাধু সঙ্গে 'নাম' হয়"—এই ভক্তি-বিরোধী অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্তটী প্রচার করিয়া গুরুর সহিত নিজ-(কাঁসাভোগীয়-দলের) রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন না কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামিগণের নিকট 'বৈষ্ণবে'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া জগৎকে জানাইলেন যে,—"যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম, সেই ত' বৈষ্ণব" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১১১) আবার তিনিই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমাদিগকে জানাইলেন, "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪) অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণনামকারিব্যক্তিই বৈষ্ণব এবং সেই বৈষ্ণবের আচারে অসৎসঙ্গ-ত্যাগরূপ লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ:—(১) স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ; এবং (২) অন্যাভিলাষী কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অসৎসঙ্গী ব্যক্তি কখনও "নামকীর্ত্তনকারী বা বৈষ্ণব" নহেন। নামকীর্ত্তনকারীই—বৈষ্ণব ; আর সেই বৈষ্ণবের আচারই—যখন "অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ", তখন অসৎসঙ্গী-কখনও নামকীর্ত্তনকারী নহেন, ভোগমোক্ষাদি কামনায় নামাপরাধী মাত্র।

শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয় বা ভক্তি। "ভক্তিঃপরেশানুভবঃ বিরক্তিরন্যত্র" (ভাঃ ১১।২।৪২) অর্থাৎ ভক্তি, ভগবদুপলব্ধি ও কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্তি—তিনটীই যুগপৎ উদিত হয়—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এবং "তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৩৯) অর্থাৎ যে কালে আমার মন নব নব রসের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার উপস্থিত হয়—এই সকল বাক্য হইতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, 'নামকীর্ত্তনকারীর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না' ? শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনশিক্ষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১-৫৪) আরও বলিয়াছেন—"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥ সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥"

ভাগবতীয়—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশতি… নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" (ভাঃ ৭।৫।৩২) সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদ ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২৫।২৫), সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং (ভাঃ ১০।১৪।৩) প্রভৃতি বাক্য হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অসাধুসঙ্গে বা ভাড়াটীয়ার মুখে কখনও 'শ্রীনাম' হইতে পারে না। আবার—"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি-হ্রীঃশ্রীর্যশঃ ক্ষমা" ইত্যাদি (ভাঃ ৩।৩১। ৩৩-৩৫) অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, সহিষ্ণুতা, শম, দম, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ অসদ্‌ব্যক্তিগণের সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়-

প্রাপ্ত হয়। এই সকল অশান্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ়, অতীব শোচ্য অসাধুব্যক্তিগণের সঙ্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোনও বস্তুর সঙ্গ দ্বারা সেইরূপ হয় না।

এই সকল ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স-নিয়ামক নাথ মহাশয় "অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম হইতে পারে" এই অসৎসঙ্গ-জনিত রুচিপর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ভাগবত-সিদ্ধান্তবিরোধ-সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় এতদিনে খুব সরলভাবেই প্রদান করিয়াছেন। জনৈক বৈষ্ণব মহাজন লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণবিস্মৃত জীব বৈষ্ণব-ব্রুব হইয়া স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গপ্রভাবে নারীর অঞ্চলধৃক্ পুরুষেরই বহুমানন করেন এবং তাহাদিগকেই গুরুজ্ঞানে স্বয়ং স্ত্রৈণ শিষ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।" প্রবন্ধ-বিস্তারের ভয়ে আমরা অদ্য শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের বাক্য দ্বারা উপসংহার করিতেছি,—

"অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড়' অন্য গীত-রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
* * *
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন।"

আবার শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর 'শ্রীপ্রেম-বিবর্ত্তে'র ভাষায় কৃষ্ণাভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গী প্রাকৃত-সহজিয়া-কুলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বলিতেছি,—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়"।

আচার্য্যানুগমনে

(শ্রীশ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী)

[১৩ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩১]

গৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ ১৩ই ফাল্গুন বুধবার উষাকালে—নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শান্তিপুরনাথ শ্রী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জয়ধ্বনিতে শ্রীশান্তিপুরনগর মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীপাট পরিক্রমার্থ বহির্গত হইলেন। মৃদঙ্গ, করতাল, শিঙ্গার ধ্বনি এবং তৎসহ ভক্তগণের উচ্চকীর্ত্তন, নর্ত্তন, শত শত কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি আবার যেন শ্রীশান্তিপুরের পূর্ব্বস্মৃতি সকলের হৃদয়ে জাগাইয়া দিল।

'শান্তিপুর' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শ্রুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক 'শান্তমুনি' নামক জনৈক বেদাচার্য্যের নাম হইতে 'শান্তিপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অনুমানে অনেকে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, 'শান্তমুনির' আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে 'শান্তিপুর' নাম প্রচলিত ছিল। শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ মিশ্র শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি গৌড়-বাদশাহের একজন কার্য্যকারক ছিলেন। টোগলক্ বংশীয় গিয়াসুদ্দিনের পৌত্র তৎকালে গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে এই বাদশাহ নিহত হন। সুতরাং সার্দ্ধ পঞ্চাশৎ বৎসরের বহু পূর্ব্বেও শান্তিপুরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন। প্রবাদ আছে, তিনি শান্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া 'নবদ্বীপ' অভিমুখে গমন করেন। শান্তিপুরের এই ঘাট অদ্যাপি "বক্তারের ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই ঘটনা স্বীকার করিলে কিঞ্চিদধিক সাতশত বৎসর পূর্ব্বেও শান্তিপুরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

'শান্তিপুর' নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে এই স্থানে অনেকে তাঁহাদের মুমূর্ষু আত্মীয়-স্বজনগণকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিতেন। ভাগ্যক্রমে যাঁহারা রোগমুক্ত হইতেন, তাঁহারা সংসারের অমঙ্গল আশঙ্কায় আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেন না। এইরূপ শান্তিপ্রয়াসী ব্যক্তি-বর্গের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াই শান্তিপুর 'শান্তিপুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। অথবা 'শান্তিপুর' সুরেশ্বরীর পুণ্যময় তটে অবস্থিত এবং নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ একটী শান্তিময় জনপদ বলিয়াই বোধ হয় 'শান্তিপুর' নাম দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকিবে।

এই নগর বহুপল্লীতে বিভক্ত। এখানকার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র। শান্তিপুরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে বৈদিকের সংখ্যা অতি অল্প। দুই এক ঘর সপ্তশতী ব্রাহ্মণও

পরিদৃষ্ট হন। শুদ্ধভক্তি-স্থাপনকারী মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রাপঞ্চিক-লোক-চক্ষে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হন। শান্তিপুরের 'গোস্বামী' উপাধি-ধারিগণ অদ্বৈতপ্রভুর অধস্তন বলিয়া পরিচয় দেন।

সংস্কৃত 'অদ্বৈত-চরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ।
রত্নত্রয়ং ইদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধি-সম্ভবম্॥
চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সীতাগর্ভ-সিন্ধু-সম্ভূত অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল নামে পুত্রত্রয় আচার্য্য কুলের রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা শ্রীআচার্য্য ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত থাকিয়া শুদ্ধভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বলরাম' 'স্বরূপ' ও 'জগদীশ' নামে অপর তিনটী পুত্রাভিমানী ব্যক্তি আচার্য্য-আনুগত্য স্বীকার না করিয়া 'স্বমত' কল্পনা করায় গৌর-বিমুখ-'স্মার্ত্ত' বা 'মায়াবাদী' সুতরাং 'অবৈষ্ণব' বলিয়াই শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে বিদিত রহিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই 'অসার' (আঃ ১২।১০), 'কৃতঘ্ন' (আঃ ১২।৬৮), 'শুষ্ক কাষ্ঠ সম' (আঃ ১১।৭০), 'জীবিতেই মৃত' (আঃ ১২।৭০), 'যমদণ্ড্য' (আঃ ১২।৭০), 'চৈতন্যবিমুখ' (আঃ ১২।৭১), 'পাষণ্ড' (আঃ ১২।৭১), 'স্বতন্ত্র' (আঃ ১২।৯) প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকিবেন। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। প্রথম পক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোস্বামি ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত হইয়া 'স্মার্ত্ত ধর্ম্ম' গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের আনুগত্যে কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া 'প্রেত' বা 'রাক্ষস' শ্রাদ্ধকার্য্য প্রভৃতি স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপরা স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ ও পাণ্ডিত্যের নামে "অজ্ঞতা" ও 'মহাপরাধ' প্রদর্শন করেন। শুদ্ধভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা করেন—ঐ গুলি শুদ্ধভক্তের আদরণীয় নহে। বলরামের বংশতালিকা ও অদ্বৈতবংশ তালিকা সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব মঞ্জুষা' দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুরে তন্তুবায়গণেরও সংখ্যা অধিক পরিলক্ষিত হয়। তন্তুবায়কুলে খাঁ চৌধুরীবংশে রামগোপাল খাঁ চৌধুরী নামক জনৈক পুণ্যবান্‌ব্যক্তি ১৬৪৮ শকে শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শান্তিপুরের উত্তরদিকে অবস্থিত 'বাবলা' নামক গ্রামকে কেহ কেহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর ভজনস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তথায় অল্পকাল পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একটী শ্রীমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শান্তিপুরের দক্ষিণ প্রান্তে 'মতিগঞ্জ' নামক পল্লীর দক্ষিণে যে সুপ্রশস্ত চর বিদ্যমান, তথায় পূর্ব্বে শান্তিপুরের বহু অধিবাসী বাস করিতেন। ক্রমে ভাগীরথীর ভাঙ্গনে অনেকে উঠিয়া গিয়া গ্রামের উত্তর দিকে 'নূতন পাড়া' 'বাড়ইগাছি' প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিম্বদন্তী যে, ঐ চরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাসগৃহ বিদ্যমান ছিল।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কোন প্রকৃত স্মৃতিচিহ্ন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন নিদর্শন অধুনা শ্রীশান্তিপুরে বিদ্যমান নাই। নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকিলেও তন্মূলে যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা বিশেষ সন্দেহের স্থল। তথাপি শ্রীশান্তিপুর শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও তাঁহারই অঙ্গী শ্রীগৌরসুন্দর এবং গৌর-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও বহু গৌরভক্তের পদাঙ্কপূত লীলাভূমি বা চিন্তামণি-ধাম বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত ভক্তগণের নিকট নিত্য বিরাজিত থাকিয়া সাবরণ-সংকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয়ে ঠাকুর হরিদাস কিছু-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীশান্তিপুরাচার্য্য, ঠাকুর হরিদাসকে গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন স্থানে গোফা করিয়া দিয়া শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতার শুদ্ধভক্তি-ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীশান্তিপুরাচার্য্য ও শ্রীনামাচার্য্য উভয়ে মিলিয়া প্রত্যহ সেইস্থানে কৃষ্ণকথাস্বাদন করিতেন। একদিন ঠাকুর হরিদাস শ্রীশান্তিপুরাচার্য্যকে বলিলেন,—"আচার্য্যপাদ, এই শান্তিপুরে "মহামণ্ডবিপ্র" ও "কুলীন সমাজ" বিরাজিত রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে প্রত্যহ প্রসাদ ও সম্মানাদি দ্বারা আদর করিয়া থাকেন, ইহাতে স্মার্ত্তব্রাহ্মণগণ আপনাকে নানাকথা বলিতে পারেন,

আপনি আমাকে এইরূপভাবে কৃপা করুন, যাহাতে আপনার সব দিক্ রক্ষা হয়।"

শ্রীশান্তিপুরাচার্য্য জগতে শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি জানেন 'গৌরভজা, লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল'। সুতরাং "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়"— এইরূপ নিরর্থক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আচার্য্য জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা বা বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ অপরাধ-প্রচারে প্রশ্রয় প্রদান করিবেন কেন?

'আচার্য্য কহেন, তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্র-মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইল ভোজন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১১৯-২২০)

আচার্য্যের আচরণ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না। কারণ,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং তাহা আচরণ করেন এবং অপরকে সেই আচারে স্থাপন করেন, তিনিই আচারবান্ প্রচারক বা 'আচার্য্য' নামে খ্যাত হন। সুতরাং শান্তিপুরাচার্য্যের আচরণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচারে "অশাস্ত্রীয়' বোধ হইলেও উহাই একমাত্র শাস্ত্রাচার ও ইতর ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তনীয়। আচার্য্য শাস্ত্রার্থ জানেন,—

"সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে'

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র-যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আবার একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এককোটী বেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। শান্তিপুরের আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে তাই বলিলেন,—

"তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।'

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-পদাবলেহী, কুণপাত্মবাদী মৎসরগণের ন্যায় অদ্বৈতাচার্য্য শুধু কপটতা পূর্ব্বক মুখে 'ভাল মানুষী' দেখাইলেন না। পরন্তু আচার্য্য, আজ যবনকুলে অবতীর্ণ পরমপাবন ঠাকুর হরিদাসকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে নিজ পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র অর্পণ করিলেন। শান্তিপুরাচার্য্য আভিজাত্য-সম্পন্ন-গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-লীলাভিনয়কারী ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সংসার ও সমাজের শীর্ষস্থানে স্থিত জনৈক শ্রেষ্ঠ প্রবীণ পুরুষরূপে লীলাপ্রদর্শনকারী; তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপনকারী আচার্য্য; সুতরাং তিনি কপট-স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের ন্যায় 'অদৈব'-স্মার্ত্তসমাজে বহুমানিত হইবার লোভে বা নির্য্যাতিত হইবার ভয়ে পরমার্থ জলাঞ্জলি দেওয়াকে 'আচার্য্যত্ব' মনে করিলেন না। তিনি শান্তিপুরের ন্যায় ব্রাহ্মণ-কুলীন স্মার্ত্ত-পণ্ডিত-প্রধান স্থানে সদর্পে আচার করিয়া প্রচার করিলেন,—"বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম হইয়াও দৈন্য বশতঃ নিজকে "নীচজাতি", "অধম চণ্ডাল", "যবন", "শূদ্র", "পামর", "বরাক", "পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ", "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচয় প্রদান করিয়া "অমানী, 'মানদ" ধর্ম্ম যাজন করিলেও তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই—তিনি ত' বৈষ্ণবরাজ, পরমহংস—মহাভাগবত—ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র গুরুদেব। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীশান্তিপুরে শ্রীশান্তিপুরাচার্য্য একদিন এইরূপ এক লীলা করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলেন।

এদিকে শ্রীশান্তিপুরনাথ জলতুলসী-মুখে পাঞ্চরাত্রিক-কৃত্য অর্চ্চন-পদ্ধতির আচরণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর আবাহন করিতে লাগিলেন। অপরদিকে ভাগবতমার্গ প্রচার-কল্পে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুরের গোফায় নাম-সংকীর্ত্তন-মুখে সংকীর্ত্তন-পিতার অবতরণ-চিন্তা করিতে থাকিলেন।

জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের সত্ত্বত্ব এবং নাম-ভজনের নির্ভরত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ভুবনমঙ্গলদায়কত্ব প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য শান্তিপুরে নামভজনানন্দী ঠাকুর হরিদাসের গোফায় ব্রহ্মাদির পর্য্যন্ত চিত্তবিমোহিনী মায়াদেবীর আগমন-প্রসঙ্গরূপ আর এক লীলা হইল। মায়াদেবী ঠাকুর হরিদাসকে প্রলুব্ধ করা দূরে থাকুক, ঠাকুরের মুখে (সাধুসঙ্গে) শুদ্ধ 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণ করিয়া, মায়াদেবীরও— "চিত্ত শুদ্ধ হইল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে॥" মায়াদেবী ঠাকুর হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন।

এই শান্তিপুরে আরও কত লীলা হইয়াছে। সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমবিহ্বল বিপ্রলম্ভাবতার

গৌরসুন্দরকে 'ভুলাইয়া' গঙ্গাতীরে শান্তিপুরের পশ্চিম পারে লইয়া আসেন এবং মহাপ্রভু 'গঙ্গা'কে 'যমুনা' ভ্রমে স্তব করিলে পর অদ্বৈত প্রভু নৌকা করিয়া মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া যান,—চৈঃ চঃ মঃ ১।৯৪-৯৫

শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন।

শ্রীশান্তিপুরে শ্রীনবদ্বীপধামবাসী ও শ্রীশচীমাতার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। শচীমাতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়সামগ্রীসমূহ রন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নানাবিধ ব্যাজস্তুতি-কৌতুক হইল। শ্রীশান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কৌতুকছলে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদের অকর্ম্মণ্যতা স্থাপন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে চাহিলে, মহাপ্রভু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন,—

বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচাওন।
মুকুন্দ, হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥
(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬

শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে মনের সাধে সেবা করিয়া—

তবে ত' আচার্য্য, সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥
(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৭)

সন্ধ্যায় শান্তিপুরনাথ সমুদয় ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যের উদ্দণ্ডনৃত্য, তৎসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রেমনৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি শান্তিপুরকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল। কীর্ত্তনের ধুয়া হইল—

"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

অদ্বৈত-ভবন ভক্তগণের কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইল—

"আনন্দে নাচয়ে সবে বলি, 'হরি' 'হরি'।
আচার্য্য পুরী হইল শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরী॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্‌ধনে।
সকল সফল হইল প্রভুর আগমনে॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়

এইরূপে মহাপ্রভু শ্রীশান্তিপুরে শ্রীশান্তিপুরনাথের গৃহে দশ দিবস কাল অবস্থান করিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে আবার শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল হইতে শান্তিপুরে আগমন করিলেন। শান্তিপুর হইতে'রামকেলী' গ্রামে গমন করিয়া শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপা করিলেন এবং 'কানাক্রির নাটশালা' পর্য্যন্ত গমন করিয়া বৃন্দাবন যাওয়ার প্রস্তাব স্থগিত রাখিলেন,—তথা হইতে পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবারও মহাপ্রভু শান্তিপুরে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে দশদিন বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস করিয়াই শান্তিপুরে আচার্য্যভবনে আগমন করেন, তখন শ্রীরঘুনাথ (পরে শ্রীদাস গোস্বামী নামে পরিচিত) মহাপ্রভুর দর্শন ও পাদস্পর্শ ও অবশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-সঙ্গে পাঁচ সাতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এতদিন শ্রীরঘুনাথ মহাপ্রভুর দর্শন জন্য ব্যাকুলহইয়া পাগলের ন্যায় কোনরূপে গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। পুনরায় মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ প্রভু দর্শনে ব্যাকুল হইয়া শান্তিপুরে ছুটিয়া আসিলেন এবং তথায় সাতদিন রাত্রি দিবসে মহাপ্রভুর সঙ্গে অন্তরের কথা কহিতে লাগিলেন। এই সময়েই শান্তিপুরে লোক-শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে যুক্ত-বৈরাগ্য স্থাপন ও ফল্গু-বৈরাগ্য গর্হণ-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বদ্ধজীব-লীলাভিনয়কারী তদীয় নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীরঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া—"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল"—প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ভক্ত ও ভগবানের এত সব লীলা হইয়াছে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকালে যাঁহারা আচার্য্যের অধস্তন বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই শান্তিপুরাচার্য্যের শিক্ষা ও প্রচারের বিরুদ্ধাচার ও প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার আদিলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে—

"আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে, সেই ত' অসার॥"

প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যে শ্রীঅদ্বৈতের প্রকটকালেই কতিপয় অদ্বৈত-সন্তানব্রুবের শুদ্ধভক্তি-বিদ্বেষের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও তাঁহার ভাগবতের স্থানে স্থানে যে সকল কথার আভাস দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ-ভক্তি-বিদ্বেষেরই বীজ কিছুকাল মধ্যেই

অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পল্লবিত ও ফলবান্ বৃক্ষরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই একজন ব্যক্তি প্রাকৃত-ছল-পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা-জীবিকা, নামমন্ত্রাপরাধ-জীবিকা, স্মৃতিশাস্ত্রবিগর্হিত পাতিত্য-বিধায়িনী ভৃতক-শাস্ত্রাধ্যাপক-বৃত্তি, লোকচিত্ত-রঞ্জন-মূলে বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি বিমুখ-বৃত্তিকেই 'ভক্তি' ও 'ডিঙ্গাইয়া চলা'কেই 'সদাচার', প্রভৃতিরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অদৈবস্মার্ত্ত সমাজানুগত্যধিকার, বৈষ্ণবকে "পারমার্থিক ব্রাহ্মণ" বলিয়া সম্মান, প্রভৃতি শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিচারের বিরুদ্ধে স্ব-স্ব ভোগ-সুখ-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বমতবাদ কল্পনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতপ্রভুর প্রকটকালীয় অবস্থা বর্ণনে লিখিয়াছেন,—

"না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥"

পরবর্ত্তীকালেও কাপট্যের আবরণে সেইভাব আরও সমৃদ্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কেহ কেহ গৌর হইতে অভিন্ন গৌরধামবিদ্বেষ, গৌরমন্ত্রাবতার-বিদ্বেষ প্রভৃতি চেষ্টা দেখাইয়া কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্ত বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান কালে নব্য কেহ কেহ কনক ও জড় প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জনের সুবিধার জন্য "লোক-দেখান গোরাভজা" সাজিয়া অন্তরে ও কার্য্যে 'গৌর' ও 'আচার্য্যে'র বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধকথাই আচার ও প্রচার করিতেছেন। কেহ কেহ বা "নিখিল-বৈষ্ণবশাস্ত্রনিষ্ণাত,"(?) "বৈষ্ণবদর্শনাধ্যাপক"(?) "পণ্ডিত" প্রভৃতি নাম লইয়া সাত্বতপঞ্চরাত্র-প্রচারক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রচারের বিরুদ্ধে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তপদানুগ ভাড়াটিয়া হইয়া, কখনও অদৈবস্মার্ত্তবাদ, কখনও শাঙ্কর-পঞ্চরাত্র-দূষণবাদ প্রচার, কখনও বা অদ্বৈতাচার্য্যের প্রচার্য্য 'বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব' বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ নরকপ্রাপকাপরাধে ইন্ধনপ্রদানকে-ই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য, কখনও বা নির্ব্বিশেষবাদী আচার্য্য-গোস্বামি-নিন্দক হৈতুক-নৈয়ায়িক অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া পঞ্চোপাসনা ও নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপনোদ্দেশ্যে 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' স্বামীকে নির্ব্বিশেষবাদী বা শিদ্ধাদ্বৈতবাদিরূপে স্থাপন-প্রযত্ন, স্বামিবিরোধী ব্যাখ্যা, নির্ব্বিশেষবাদির কাল্পনিক পঞ্চ-দেবতার যে কোনও একটীকে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের নির্দ্দিষ্ট পরতত্ত্বরূপে কল্পনা, নির্ব্বিশেষবাদীর ভক্তি-বিরোধী ধারণানু-সারে মোক্ষ পর্য্যন্ত ভক্তির আবশ্যকতা প্রভৃতি মনঃকল্পিত অসদ্ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-বাখ্যা-সম্মত ভাগবত-তাৎপর্য্যের অবমাননা করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে জড়প্রতিষ্ঠা, কনকাদি সংগ্রহ চেষ্টারূপ 'ঢঙ্গবিপ্রত্বকেই' 'ভক্তিপ্রচার'-কার্য্য বলিয়া জাহির করিয়া, বিপ্রলিপ্সার তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়; অথবা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যের সার্থকতা-ই ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

গত ৪র্থ খণ্ড ৪২ সংখ্যা শ্রীপত্রের সাময়িক প্রসঙ্গে যে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল, তাহারই সফলতা আমরা জনৈক সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রেরিতপত্র হইতে জানিতে পারিলাম।

উক্ত-সংখ্যায় আমাদের এই কথাগুলি জিজ্ঞাস্য ছিল—"শুনা যায়, কয়েকদিন হইল শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্তের বিরোধ সাধনা করিবার জন্য একখানি (ভক্তিপত্রিকা ব্রুব গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ) কাগজের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ কাগজখানি কি (বৈষ্ণবব্রুব) শৌক্র-স্মার্ত্ত-জাতিগোস্বামিকুলের অনুগ জাতিবুদ্ধি-জীবীর নামাপরাধ-ব্যবসায়ের মুখপত্র না বিজ্ঞাপন?"

আমরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর নামাপরাধ-সাধনকারি-ব্যক্তিগণের স্বলেখনীতেই প্রাপ্ত হইলাম।

শুদ্ধভক্তগণ 'ঢঙ্গ সম্প্রদায়ের' বিদ্ধভক্ত্যাত্মক প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদ, সিদ্ধান্তবিরোধ, নামাপরাধের তাণ্ডবনৃত্য ও নানা অসচ্চিত্রপরিপূর্ণ ছলভক্তিপ্রচারক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ কাগজগুলি দুঃসঙ্গ ও অস্পৃশ্যজ্ঞানে কখনও স্পর্শ করেন না। জনৈক সত্যানুরাগিব্যক্তির হস্তে ঐরূপ একখানি নামাপরাধের বিজ্ঞাপন-পত্রিকা আসিয়া পড়ায় তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংবাদটী পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন—

"আমি 'গৌড়ীয়' পত্রের গ্রাহক নহি। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বণিক্য মহাশয়ের নামীয় পত্রিকাখানি আজ দুই বৎসর যাবৎ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি। এইরূপ নিরপেক্ষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা উপধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া বিশুদ্ধ গৌরধর্ম্মকে কলুষিত করিতেছে। "নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায়

রক্ষণ"—এমতাবস্থায় এই গৌড়ীয়কে কোন কোন লোক 'গোঁড়া (orthodox) বলিয়া ভ্রুকুটী করিতেছে। (ত্রিপুরা) সাচার নিবাসী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন গোস্বামী(?)বহুদিন পূর্ব্বে আমাকে 'জৈবধর্ম্ম' ও 'প্রেমবিবর্ত্ত' পাঠ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। আজ তিনিই আবার বলিতেছেন যে, গৌড়ীয়ের পরিচালকগণের মত বড়ই 'গোঁড়া'! তিনি আরও বলেন, গৌড়ীয়ের (দীক্ষিত বৈষ্ণবের সংস্কার গ্রহণ) ব্যবস্থাটী শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তি বিলাসে "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" লিখিয়াছেন; কিন্তু (বিংশসংস্কার-বিশিষ্ট বৈষ্ণবের নবম সংস্কার) পৈতার কথা ত' লেখেন নাই? (শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত-লীলাভিনয়কারী) শ্রীমন্মহাপ্রভু (মায়াবাদীর প্রথামত) শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডী ভক্তিপ্রথামত উপবীতী) বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ 'পৈতা' গ্রহণ করিতে পারেন না।"

তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমিল্লার জনৈক (কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ) নাথ মহাশয়ের নামাপরাধ ও জাতি-গোস্বামী-মতবাদ-প্রচারকারিণী একখানি পত্রিকায় গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অকৃত্রিম 'প্রেমবিবর্ত্ত' নামক গ্রন্থের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে কতকগুলি (ঘৃণিতসহজিয়া-বাদ স্থাপনোদ্দেশে) অনভিজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত (বিদ্ধভক্তিমূলক) হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"আর একটী বিষয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি, 'আমাদের এই দেশে এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত আছে, যাহাকে প্রেমধর্ম্ম, গোপীধর্ম্ম, সহজ-ধর্ম্ম প্রভৃতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় এবং কালাচাঁদ বা শ্রীরূপ, রায় রামানন্দাদি পঞ্চরসিকের মত বলা হয়। এই নূতন ধর্ম্ম কি ভাবে সৃষ্ট হইল, পত্রিকাতে বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বোধ হয় আমার মত অজ্ঞ, মূর্খ, মায়াবদ্ধ জীবের কল্যাণই সাধিত হইবে। আর একটী উপধর্ম্মও বেশ বিস্তার লাভ করিতেছে, সেই ধর্ম্মকে 'নির্য্যাস' (?) ধর্ম্ম বলা হয়; ইহারা ষড়্ গোস্বামীকে মানে না, মালাতিলক দেওয়াকে 'বিধিভক্তি' বলে, শ্রীতুলসী ও বিগ্রহসেবা মানে না, যথেচ্ছ আহার বিহার করে। আমি জানি যে, 'গৌড়ীয়' যাবতীয় উপধর্ম্মের ও অপধর্ম্মের উৎসাদন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মলধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে কৃতসংকল্প। অতএব কতিপয় মহাত্মা এই দেশে পদার্পণ করিলে বোধ হয় এদেশবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। ইতি বৈষ্ণব দাসানুদাস, কালীনাথ দাশগুপ্ত।"

উচ্ছৃঙ্খল, মনোধর্ম্মী, অবাধেন্দ্রিয়গতি, যথেচ্ছোন্মার্গগামী ব্যক্তিগণ যে, শ্রৌতপন্থী, আত্মধর্ম্মী ঐকান্তিকগণের প্রতি-মৎসরতাজ্ঞাপক দুর্ভাষায় ভ্রুকুটী করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অসদ্ব্যক্তিগণ সাধুব্যক্তিগণের অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য সৎসাম্প্রদায়িককে গালিগালাজ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদের 'আত্মবঞ্চনা' ব্যতীত আর কি লভ্য হয়? সাত্বত শাস্ত্রের সর্ব্বত্র এরূপ ঐকান্তিকগণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়। সুতরাং অবরের শ্রেষ্ঠহিংসা ব্যতীত মৎসরতা বা অবৈষ্ণবতারূপ সম্পত্তির বৃথা গর্ব্ব।

পত্রলেখক মহাশয় সাচার নিবাসী যে ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন, শুনা যায়, তিনি মন্ত্রব্যবসায়ী ও সংস্কৃতশাস্ত্রানভিজ্ঞ। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, তবে তাঁহার এতাদৃশ বিচার শাস্ত্রজ্ঞানের দরিদ্রতাজ্ঞাপক। তিনি আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহা সুধীব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যিনি পূর্ব্বে কোনও সত্যের আদর করিতেন, পরবর্ত্তিকালে আবার তাহারই অনাদর করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই কোনও অসৎসঙ্গ বা অপস্বার্থের ক্ষতি হইয়াছে। আমরা স্বার্থান্ধ হইয়া অনেক সময় সত্যের আদর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসত্যের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার প্রয়াস করি। 'গৌড়ীয়' নাম-মন্ত্র বা ধর্ম্মব্যবসায়িগণের অসচ্চেষ্টার নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতেছেন বলিয়া তত্তদ্দোষে দোষী ব্যক্তিগণের দ্বারা বিপ্রলিপ্সাবশে বহুমানিত হইতে পারিতেছেন না। 'গৌড়ীয়' চিরকালই সত্যের ঘোষণা করিবেন, বহির্ম্মুখ জনমত বা 'সহজিয়া' উদরপরায়ণ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের কোন কথার প্রতি দৃক্‌পাত করিবেন না।

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তিই কোন্‌টী ব্যবস্থা, কোন্‌টী অব্যবস্থা, তাহা বুঝিতে পারেন। কথায় বলে, "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের আবশ্যক কি?" যাঁহারা অদৈব-কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-পাদাবলেহন-বৃত্তির খাতিরে ষড়্ গোস্বামী এবং ভারত ও ভাগবতশাস্ত্রাদির বিধানকে মৎসরতা-নিবন্ধন নির্ব্বাসন করিতে পারেন, তাঁহারা কি করিয়া বৈষ্ণবী-দীক্ষা-বিধানের কথা বুঝিতে সমর্থ হইবেন?

তাদৃশ বিদ্ধভক্তিযাজীর ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজ কখনও গ্রহণ করেন না। একদা জনৈক বৈষ্ণবকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণব্রুব কর্ম্ম-জড়ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—"ওহে বৈষ্ণব, আমি তোমার হুঁকা বন্ধ করিব এবং তোমার মৃত্যুর পরে যাহাতে তোমার সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তোমাকে স্পর্শ না করে, তাহারও ব্যবস্থা করিব আর তোমার জীবিতকালে তোমাকে একঘরে করিয়া রাখিব।" কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত মহোদয়ের এই কথাটী শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব মহোদয় হাস্য করিয়া বলিলেন—"ওহে স্মার্ত্তঠাকুর, আমি কলিসহচর বস্তুজ্ঞানে কখনও হুঁকা স্পর্শও করি না; আপনি শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, যদি রাগ না করেন তবে অসঙ্কুচিত হইয়া বলি যে, হুঁকোত্থিত ধূম্রকে অনেকে 'অপান বায়ু'র ন্যায় ঘৃণ্যবস্তুজ্ঞানে কখনও তৎসম্মুখেও যান না। সুতরাং ধূম্রাসক্তের হুঁকা বন্ধ করিয়া হরিসেবার সাহায্যব্যতীত আপনি আর কি করিতে পারিবেন? আর আমার মৃত্যুর পরে আমি কখনও ইচ্ছা করিনা যে, কোনও অস্পৃশ্য কৃষ্ণাভক্তব্যক্তি আমার দেহ স্পর্শ করে, জীবিতকালেও আমি বহির্ম্মুখ দুঃসঙ্গ জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অবিমিশ্রভাবে নির্জ্জনে একঘরেই থাকিয়া কৃষ্ণভজন করিতে চাই। সুতরাং আপনার স্মৃতির ব্যবস্থা আপনার কাছেই থাকুক, আমার প্রতি আপনার হিংসা-প্রণোদিত-ক্রোধ আমার মঙ্গলেরই সাহায্য করিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ভবদাবতপ্ত বিশ্বম্ভর ব্রাহ্মণব্রুব যে অভিশম্পাত করিয়াছিল, তদ্দ্বারা হরি-ভজনেরই সাহায্য হইবার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়।

আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" বাক্য উদ্ধার করিলেন, টীকায় 'দ্বিজত্ব' শব্দের অর্থ 'বিপ্রত্ব' লিখিলেন, কিন্তু "পৈতা দেওয়ার কথা ত' লেখেন নাই"—এইরূপ উক্তি কি অবিমিশ্র-মূর্খতা ব্যঞ্জক নহে? যদি বলা যায় কোনও রমণী 'জননীত্ব' লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে, উক্ত স্ত্রীর সন্তান জন্মে নাই বা উক্ত স্ত্রীর স্বামীসঙ্গ হয় নাই?

"ঔপনায়নিক বিধিঃ উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ" (মনু ২।৬৮)—উপনয়নবিধানই দ্বিতীয় জন্মের ব্যঞ্জক, অন্যত্র—"দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে" (মনু ২।১৬৯) অর্থাৎ উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়—"সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।" মহাভারতাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে, "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" নারদ পঞ্চরাত্রে (ভরদ্বাজ সংহিতা ২য় অঃ ২৪ শ্লোক)—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১১।১২) "সংস্কারাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"বিবাহ-ব্যতিরিক্ত-সংস্কারস্য নাবশ্যকত্বাৎ উপনয়নস্য তু সর্ব্বথা নিষেধাৎ ন তস্য দ্বিজত্বমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ শূদ্রের বিবাহ ব্যতিরিক্ত সংস্কারের অনাবশ্যকতা হেতু—উপনয়নেরও সর্ব্বথা নিষেধ হেতু শূদ্রের 'দ্বিজত্ব' সিদ্ধ নহে। শ্রীল স্বামিপাদের এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'শূদ্রে'র যখন 'দ্বিজত্ব' নহে এবং 'অদ্বিজের' যখন উপনয়ন বিধান থাকিতে পারে না, তখন যেস্থানে সকল স্মৃতিশাস্ত্র সমস্বরে পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে বৈষ্ণবী দীক্ষালব্ধ পুরুষগণকে 'দ্বিজ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা নিশ্চয়ই শূদ্রের চিহ্ন অনুপনীত অবস্থা হইতে উপনীত অবস্থাও লাভ করিয়াছেন। উপনয়নই দ্বিজের লক্ষণ—ইহাই স্বামিপাদ ও সর্ব্বস্মৃতি-শ্রুতি-পঞ্চরাত্রের বক্তব্য বিষয়। স্বামিপাদ উক্ত সপ্তমস্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ শ্লোক "যস্য যল্লক্ষণংপ্রোক্তং" শ্লোকে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"যদ্ যদি অন্যবর্ণাস্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেন ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ যদি অন্য বর্ণেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তরস্থ ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ-নিমিত্ত সেই বর্ণ দ্বারা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিবে। ঐ সকল স্পষ্টবাক্য হইতেও যদি কেহ বলেন, স্বামিপাদ "বিশেষ রূপে চিহ্নিত করিবে" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছেন, "পৈতা দিবে"—কোথায় বলিয়াছেন, তাহা হইলে জানিতে হইবে, ঐরূপ ব্যক্তি শাস্ত্রের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের গোঁয়ারতুমি বা অন্যায় জেদ বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'ব্রহ্ম সংহিতা' নামক শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের ৫।২৭ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য শ্রুবস্তেব দ্বিজত্বসংস্কারস্তদা বাধিত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ। আদি-গুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন তং ব্রহ্মাণং সংস্কৃতঃ।" ব্রহ্মা আদি গুরু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা

দীক্ষিত হইয়া দীক্ষার পরে নারদ শিষ্য ধ্রুবের স্থায় 'দ্বিজত্ব' লাভ করিয়া দৈক্ষ্য-সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার যেখানে স্বয়ং আচার্য্য গোস্বামী "দ্বিজত্ব" শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য 'নিপ্রতা' বলিয়া টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে আর সন্দেহের স্থল কিছুই থাকিতে পারে না।

শাস্ত্রানভিজ্ঞ, স্বার্থান্ধ, অপেক্ষাযুক্ত কর্ম্মজড়-চিন্তা-স্রোতে-পরিপূরিত-মস্তিষ্ক ও সম্প্রদায়-বৈভব-জ্ঞানে নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণে মূর্খতা প্রদর্শনের জন্য নানাপ্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। "শ্রীমন্মহাপ্রভু শিখা-সূত্র-ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ পৈতা গ্রহণ করিতে পারেন না"—এইরূপ কথাও অজ্ঞতা-ব্যঞ্জক। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একদণ্ড সন্ন্যাসী। তিনি একদণ্ড সন্ন্যাসের 'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' উপাধির "ব্রহ্মচারী" নাম 'চৈতন্য' বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামেই পরিচিত হন। একদণ্ড-সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট। আর 'ব্রহ্মচারী' নামে গুরু-দাস্যাভিমান অনুস্যূত বলিয়া উহা ভক্তির প্রতিকূল নহে। একদণ্ড-সন্ন্যাস মতে শিখা-সূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয়। আবার আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর আচরণে দেখিতে পাই যে, তিনি অষ্ট শ্রাদ্ধ, বিরজা-হোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাসনাম ও মহাপ্রভুর স্থায় দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-সূচক 'দামোদর স্বরূপ' নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে শিখা-সূত্র রক্ষা করিবারই বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

"হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞানভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়াঃ নিষ্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥
গায়ত্রী সহিতানেব প্রাজাপত্যান্ ষড়াচরেৎ।
পুনঃ সংস্কারমাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্॥
উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জলপবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥"

স্কন্দপুরাণ সূত সংহিতায়—

"শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চকাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥"

ভাগবতীয় ১১।২৩।৩০ শ্লোকে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কথায় আমরা দেখিতে পাই যে, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শিখা-সূত্র-ত্রিদণ্ড প্রভৃতি ত্যাগ করেন না। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের মুখেই "বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ পৈতা গ্রহণ করিতে পারেন না" এরূপ মূর্খতা ব্যঞ্জক কথা শোভা পায়। আমাদের অনুরোধ তাঁহারা কিছুকাল ভাল করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট (ভাড়াটীয়া স্বার্থপর নামাপরাধী ভোগান্ধ বৈষ্ণববেষোপজীবী নহে) বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করুন্ এবং ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় বৃত্তি ও নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া সংযতভাবে ভগবদ্ভজন করুন্। এইরূপ জন্মজন্মান্তরে ভগবদ্ভজনের পর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লোকহিতকারিণী চেষ্টার প্রতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া আর নিরর্থক আক্রমণ করিবার কুপ্রবৃত্তি থাকিবে না।

আমরা প্রবন্ধান্তরে কুমিল্লার নাথ মহাশয়ের অনভিজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত বাক্য ও অপসিদ্ধান্ত গুলির শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খণ্ডন করিব।

'কালাচাঁদী-মত বা 'পঞ্চরসিকের মত' বলিয়া যে সকল সহজিয়া-মতবাদ নিম্নশ্রেণীর অত্যন্ত হীন চরিত্র ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাদের নিরর্থকত্ব যে কোনও একটু মনুষ্যত্বযুক্ত ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ষড়্-গোস্বামীকে মানেন না, মালা তিলক গ্রহণাদি সদাচারকে স্বীকার না করিয়া অনাচারকেই ধর্ম্ম বলেন, লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত অপ্রাকৃত শ্রীতুলসী-সেবা (প্রাকৃত সহজিয়া বা ভাগবতীয় 'গোখর' সংজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া তুলসীকে বৃক্ষ মাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিজাত পূজার ছলনা নহে) ও শ্রীবিগ্রহসেবা (উদরভরণার্থ দেবলের কার্য্য বা বিগ্রহকে দাঁড় করাইয়া স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ নহে) প্রভৃতি স্বীকার করেন না, যথেচ্ছ আহার-বিহার করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর জীব হইতে পারেন, সহজেই অনুমিত হয়। সেই সকল কপট অসম্ভাষ্য-ব্যক্তির সঙ্গ, দর্শন ও তাঁহাদের সহিত আলাপন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥

চতুর্থ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ , ৭ই আগষ্ট, ১৯২৬ | ৫০ শ সংখ্যা

সার কথা

বৈষ্ণবশিষ্য কি অভোজ্যান্ন ?

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেই ত' ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥
তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব-আচার' ।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭৯-১৮০

ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু কি ?

প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ ।
সবে 'এক' মত নহে, ভিন্নাভিন্ন ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার ।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৮৪-১৮৫

পরমহংস কি সমালোচনা-যোগ্য ?

অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম ।
অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণের কৃপায়—ইহা জানিবারে পারে ।
এমন সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।৩৮৮-৮৯

গুরুর সেবক কি মান্য ?

প্রভু কহে, ভট্টাচার্য্য করহ বিচার ।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৪২

সদ্গুরু সম্বন্ধ কিরূপে বোধগম্য ?

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি ॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭২-১৭৩

মহাভাগবতের অবস্থা কিরূপ ?

বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন' ॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে 'কালিন্দী' ।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু, পড়ে কান্দি ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৫৫-৫৬

বিশ্রম্ভ সেবক কিরূপ ?

সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই ।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয় ।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৪৬০-৪৬১

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ কি মথুরা ?

নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী ।
কত মত লোক আছে অন্ত নাহি জানি ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৫২১

বর্ষশেষে

দেখিতে দেখিতে "গৌড়ীয়" আজ চারিবর্ষ সমাপ্ত করিলেন। "গৌড়ীয়" অত্যল্পকাল যাবৎ জগতে প্রকটিত হইলেও বাস্তব জগতের অনেক জটিল কথারই শ্রৌত-মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়' প্রেয়ঃকাম মনোধর্ম্মিগণের চিত্তবৃত্তির অনুকূল না হইলেও শ্রেয়ঃকাম আত্মধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পরম আনুকূল্যবিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা বহুস্থান হইতে এইরূপ সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইতেছি। 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া বহুব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু ব্যক্তি প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষ-বিদ্ধা-দ্বৈতবাদ, সমন্বয়বাদ প্রভৃতির করালকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। "গৌড়ীয়" যখন 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' কীর্ত্তন ব্যতীত বিন্দুমাত্রও কোনও মনোধর্ম্ম বা অসৎসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় প্রদান করেন না, তখন গৌড়ীয়ের নিয়মিত শ্রদ্ধালু পাঠকের যে আত্মমঙ্গল নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নাই। বিষয়-পিত্তোপতপ্ত-রসনায় "গৌড়ীয়" প্রথমতঃ রুচিকর বা প্রীতিকর হয় না,—এ কথাও আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু উপায় নাই—"গৌড়ীয়" কখনই পরবঞ্চক হইতে পারিবেন না। পরবঞ্চনামূলে রোগীর আপাতমুখরোচক—পরিণামে সমূহ অহিতকর বিষবৎ বস্তু প্রদান করিয়া পরমাত্মীয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি চিরকালের জন্য কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিতে 'গৌড়ীয়' অসমর্থ। অথবা 'গৌড়ীয়' সত্যের সহিত কিছু অসত্যের ভেজাল ও দিতে পারিবেন না। 'সত্য' ও 'অসত্যে', 'চিৎ' ও 'জড়ে' সমন্বয় হয় না। "নিরপেক্ষ-সত্য"-আচার ও প্রচারই গৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য। গৌড়ীয়ের "নিরপেক্ষ সত্যকথা"-প্রচারে যদি কোন মতবাদি-সম্প্রদায় বা সঙ্কীর্ণসমাজবিশেষের অপস্বার্থের ক্ষতি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রাতিকূল্য বিহিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য "গৌড়ীয়" তাঁহাদিগকে কাতরভাবে জানাইতেছেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস—

'কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস';

কিন্তু—'যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ।'

তোমরা কোন মঙ্গলের কথা শুনিবে না, জানি। তোমাদের বিরূপের স্বাভাবিকী বৃত্তি তোমাদিগকে এতদূর সৌভাগ্যবান্ হইতে দেয় নাই যে, গৌড়ীয়ের কথা তোমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী বিমুখবিমোহিনী মায়াদেবী তোমাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিবেন, তাহাও আমরা জানি; তথাপি বাচাল-স্বভাব-বশতঃ বলিতেছি,—'মনুষ্য-জীবন পাইয়াছ, আর আত্মবঞ্চিত হইও না, পরবঞ্চনায় নিজকেও বঞ্চিত হইতে হয়, আর 'পরোপকারে' একাধারে স্বার্থপর, পরার্থপর ও নিঃস্বার্থপর হওয়া যায়। এ কথাটী একবার ভাবিও।"

'গৌড়ীয়' সুদর্শন-প্রচারক। সুদর্শনের অপর নাম "ভক্তিসিদ্ধান্ত"। 'গৌড়ীয়' ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন না, মনের উচ্ছৃঙ্খলতা—অবাধগতি—'মন যখন যা চায়' তাহাতেই মনঃকল্পিতধর্ম্মের একটু সুর মিশাইয়া 'কাপট্য' বা 'ইন্দ্রিয়তর্পণকেই' 'ধর্ম্ম' বলিতে দেন না, "গৌড়ীয়" বলেন, 'সংযত হও, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাবুকতা, কপটাশ্রু, কপট-আঁকুপাঁকুভাব, কপট গড়াগড়ি ঢলাঢলি, কিম্বা কপট-গাম্ভীর্য্য, নাকটেপা, কপট-আস্তিকতা বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা,—সব ছাড়। সব ছাড়িয়া সরল হও—

"সরল হইলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।"

'গৌড়ীয়' বলেন,—'অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্মই—জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম, আর প্রাকৃত-সহজধর্ম্মই ইন্দ্রিয়-তর্পণ—দেহ ও মনের ধর্ম্ম বা বিরূপের ধর্ম্ম।

'গৌড়ীয়' বলেন,—ভক্তিসিদ্ধান্ত বা সুদার্শনিক ভিত্তির উপরে আত্মধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। মনের খেয়াল—উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভাবুকতা—'আমার ভাল লাগা' ব্যাপারটা—'ভোগ', আর 'কৃষ্ণের ভাল লাগা' ব্যাপারটা—সেবা। 'ভোগ' ও 'সেবা'র সমন্বয় হয় না। আত্মেন্দ্রিয়তোষণের ইচ্ছা লেশমাত্র থাকিলেও—অন্তরের অন্তঃস্থলে অজ্ঞাতসারে অতি সামান্য একটুও লুক্কায়িত থাকিলে ততটুকু দ্বারাও কৃষ্ণতোষণ হয় না।

'গৌড়ীয়' এইরূপ ভাবুকতার প্রশ্রয় দেন না বলিয়াই গৌড়ীয়ের কথা কাহারও কাহারও নিকট 'অভিনব', কাহারও নিকট 'দুরূহ,' কাহারও নিকট বা 'তীব্র', আবার কাহারও নিকট 'একঘেয়ে' বলিয়া বোধ হয়। ভাবুকতায় বা উচ্ছৃঙ্খলতায় আমাদের আপাততৃপ্তি

সাধিত হইলেও উহার দ্বারা কোনও স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। সত্য সত্য নিষ্কপটভাবে আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির নিকট 'গৌড়ীয়' নিত্য নবনবায়মান বোধ হইবে। তিনি প্রত্যহ তাঁহার জীবনগতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'গৌড়ীয়' হইতে নিত্যনূতন দিব্যালোকপ্রাপ্ত হইয়া ভজনরাজ্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিবেন। আর যাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আত্মবঞ্চনার জন্যই কৃতসঙ্কল্প—যাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন, "আমাদের ব্যক্তিগত পারমার্থিক জীবনযাপন করিবার আবশ্যক নাই, আমরা যাহা আছি, তাহাই থাকিব, যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি—এতকাল বাহ্যজগৎ হইতে যে বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই মনোধর্ম্মের মঞ্জুষায় ভাল করিয়া তালা চাবি বন্ধ করিয়া রাখিব—উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিব অথবা উহারই চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে থাকিব ; আর যদি কাঁকতালে কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ধর্ম্মের ধার ধারিব, নতুবা কিসের ধর্ম্ম" —'গৌড়ীয়' তাদৃশ জনসঙ্ঘের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

সারাদিবসের ক্লান্তি ও শ্রান্তির পর উপবনের মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ উপভোগ করিতে করিতে—"আঃ কি মধুর" (!)—বলার ন্যায় অথবা লোলচর্ম্ম অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের নানাপ্রকার ব্যাধি ও মানসিকচিন্তার মধ্যে তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যার কোমল হস্ত-স্পর্শলাভ করিয়া ক্ষণিক আরাম উপভোগ করার ন্যায় **যাঁহারা সাধনা না করিয়াই কাঁকতালে ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিগুলিকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ক্ষণিক সুখের ন্যায় হস্তামলক করিতে চান,** গৌড়ীয়ের কথা—গৌড়ীয়ের ভজন-রাজ্যের ক্রমপন্থার কথা তাঁহাদের নিকট 'ফুর ফুরে' হাওয়া বা অবলার হস্তস্পর্শের ন্যায় সুখকর না-ও হইতে পারে। যাঁহারা মনের অবাধগতির অনুকূল কিছু সহজ খোস-গল্প, সাহিত্যামোদবর্দ্ধক বা জনমত-পরিপোষক কিম্বা মনের আকাশকুসুমচিন্তা বা কল্পনায় আঁকা অথবা কল্পনায় যাহা এখনও আঁকিতে পারেন নাই, এমন নানাবিধ রংবিরংএর ছবি দর্শন অর্থাৎ উচ্চশিখ প্রজ্বলিত বহির্ম্মুখতা-বহ্নির আরও যথেষ্ট ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চান, 'গৌড়ীয়' তাঁহাদের নিকট প্রীতিকর বোধ হইবেন না।

হায়, কি দুর্ভাগ্য! নগ্ননারীচিত্র-শোভিত, পরদারাভি-মর্ষণের সঙ্গীতে পরিপূরিত অথবা উহাতেই একটু ছল-ধর্ম্মের ভাব না দিয়া প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের কল্পনা-রাজ্যে আরোহণ করিবার জন্য 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি'—এই ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'সঙ্কেতস্থানে রাইকানুর মিলনের চিত্র' (?) ও তাঁহাদের কেলি-কথা (?) অথবা "চিত্রজল্প," (!) 'নিঁ যাস্বাদ' (!) "অধিরূঢ় মহাভাব" (!) শীর্ষক প্রবন্ধমণ্ডিত আপাতরমণীয় বিষকুম্ভ-পয়োমুখ বার্ত্তাবহ-গুলিই আমার ন্যায় সহস্র সহস্র অনর্থযুক্ত কামকুক্কুর, প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজী গ্রাম্য-বরাহ ও সংসারের অসারভারবাহী গর্দ্দভের নিকট বড়ই প্রীতিকর, কৌতূহলোদ্দীপক ও নিত্যনূতন!

'গৌড়ীয়' এতদূর নিষ্ঠুর, পরবঞ্চক ও পরমাত্মীয়ের অহিতকামী নহেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দকে হাতে করিয়া এরূপ কালকূট পান করিতে দিতে পারেন।

বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় গৌড়ীয়ের প্রচার আজ শুধু বঙ্গদেশে নয়—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। বঙ্গভাষায় যতগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধআত্মধর্ম্ম-প্রচারক "একমাত্র পারমার্থিক সংবাদ-পত্র গৌড়ীয়ের" প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; এমন কি কয়েকটী বিভিন্ন সংবাদপত্রের একত্র গ্রাহক-সমষ্টি হইতেও গৌড়ীয়ের গ্রাহক সংখ্যা বেশী।

গৌড়ীয়ের এইরূপ বহুলপ্রচার লক্ষ্য করিয়া গৌড়ীয়ের প্রকটের পরবর্ত্তিকালে কৃত্রিম-অনুকরণপ্রিয় ঢঙ্গবাদিগণের দুই একটী ভক্তিপত্রব্রুব গ্রাম্যবার্ত্তাবহ স্নেহহীন ক্ষীণ-প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া অকালে নির্ব্বাপিত, কেহ বা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বারবিলাসিনীর ন্যায় লোকচিত্তরঞ্জনকেই অর্থাগম ও পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়া অস্পৃশ্য স্নেহ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৌড়েশ্বর-শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অহৈতুক-স্নেহসম্বর্দ্ধিত ও সুদর্শনের দিব্যালোকে চিরোদ্ভাসিত 'গৌড়ীয়' তাঁহার নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা হইতে একচুলও বিচ্যুত হন নাই। ইহাই গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য।

আগামী বৎসর 'গৌড়ীয়' আরও অভিনব আকারে অনেক সনাতনী নূতন কথা, নূতন গবেষণা, ধর্ম্মজগতের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, দার্শনিক সুমীমাংসা, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস, চারি সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও পরস্পর তুলনা, বিভিন্ন

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দার্শনিক মীমাংসা ও বৈষ্ণব সুদর্শনের সহিত তাহাদের ঐক্য ও বৈষম্য, উপধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি ও বিবরণ, দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থাদির যথাসাধ্য বিবরণ ও তালিকা, লুপ্ততীর্থের ইতিহাস, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ও যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা পুরুষগণের জীবনী, নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণববৃন্দের ভজনপ্রণালী প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লভ কথা প্রকাশ করিবেন। এতদ্ব্যতীত সাময়িক-প্রসঙ্গ, গ্রন্থানুবাদ, বৈষ্ণব কবি ও মহাজনগণের প্রবন্ধ ও কবিতাবলী, প্রশ্নোত্তরমালা, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রভৃতি ত' থাকিবেই।

সর্ব্বশেষে আমরা গৌড়ীয়ের সদাশয় সুধী-গ্রাহকগণের নিকট করযোড়ে, গললগ্নী কৃতবাসে ভিক্ষা চাহিতেছি,—আমরা যেন পরস্পর নিষ্কপট-পরমাত্মীয়তা-সূত্রে সরলভাবে খোলাপ্রাণে সনাতনী শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের সেবা ও সঙ্কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট সাধন করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৯ সংখ্যার পর)

কিছুকাল পূর্ব্বে অদ্বৈতপ্রভুর বংশে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকারী গৌরসেবাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের বংশধারায় জগদ্বন্ধু ও বীরচন্দ্র নামক দুইজন মহদ্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বীরচন্দ্র ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড়প্রভু' ও 'ছোট প্রভু' বলিত। ইঁহারা শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অধস্তন পরিচয়-প্রদান-কারিগণের মধ্যে এখনও অনেকেই শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। ইঁহারা কয়েকটী বিশেষনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথা—'বড়গোস্বামী,' 'পাগলা গোস্বামী,' 'চাকফেড়া' বা 'ছোট গোস্বামী,' 'বাঁশবুনে গোস্বামী' 'আতাবুনে গোস্বামী,' ও 'হাটখোলা গোস্বামী'। ইঁহারা সীতাদেবীর গর্ভসম্ভূত সন্তানের বংশধর বলিয়া পরিচিত। 'বড়গোস্বামি'গণের শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউ''। 'বাঁশবুনে ও আতাবুনে গোস্বামি'গণের শ্রীবিগ্রহের নাম "শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর'' ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহ। 'হাটখোলা গোস্বামি'গণের শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ' 'চাকফেড়া গোস্বামি' গণের শ্রীবিগ্রহের নাম—"শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ"। 'পাগলা গোস্বামি'গণের শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ রায়' ও 'শ্রীকেশব রায়', এতদ্ব্যতীত মৃত মদনগোপাল গোস্বামীর গৃহের শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউ'। মদনগোপাল গোস্বামী শ্রীদেবীর গর্ভজাত শুদ্ধভক্তি-বিমুখ স্মার্ত্তানুগ সন্তানের বংশধর বলিয়া শ্রুত হয়। শান্তিপুরের ক্রোশাধিক পশ্চিমে অদ্যাপি 'হরিনদী' নামে একটী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম পূর্ব্বে বহু সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়ে এই 'হরিনদী' গ্রামের এক "ব্রাহ্মণ দুর্জ্জনের'' কথা ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নগরসংকীর্ত্তনমুখে শান্তিপুরের উপরিউক্ত স্থান সকল দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া গৌরীদাসপণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকা-কাল্না অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৩ই ফাল্গুন বুধবার রাত্রে শ্রীপাট কাল্নায় উপস্থিত হইয়া কাল্না টাউনহলে "শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা"র ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় ও তৎপরে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ "শুদ্ধভক্তি', 'সদ্‌গুরু' ও "বৈষ্ণব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ ১৪ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন।

শান্তিপুরের অপর পারেই ভাগীরথীর তীরে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকা-কাল্না। ইহা একটী মহকুমা ও ক্ষুদ্র সহর। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনে কাল্না 'কোর্ট' ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ পূর্ব্ব-দিকে বর্দ্ধমানের রাজার নূতন সমাজবাটী বা বাজারের নিকটই শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশগোপালের অন্যতম সুবলসখা—"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।" গৌঃ গঃ ১২৮ শ্লোক

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১১।২৬-২৭)—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ করি' প্রাণপতি॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—

"গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রাণ॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৭ম তরঙ্গে—

"সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁ'র ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পূর্ব্বনিবাস ই, বি, আর লাইনে মুড়াগাছা ষ্টেসনের কিছু দূরে শালিগ্রামে ছিল। পরে তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য অম্বিকা-কালনায় আগমন করেন। শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারিমিশ্রের ('ঘোষাল' পদবী ও 'বাৎস্য' গোত্র) ছয়পুত্র—(১) দামোদর, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস সরখেল (নিত্যানন্দেশ্বরী বসুধা জাহ্নবার পিতা), (৪) গৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) কৃষ্ণদাস সরখেল, (৬) নৃসিংহ-চৈতন্য। কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিবংশ্য-গণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত তচ্ছিষ্য হৃদয়-চৈতন্যের কোন বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন,—যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য-শাখা-বংশ। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১১শ তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় খুল্লতাত গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দনলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

"গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে।
বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৭ম তরঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিত ও তচ্ছিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দ বা হৃদয় চৈতন্যের কথা বর্ণিত আছে। এই হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্ন-সুহৃৎ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যে, একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুর হইতে গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—"আমি শান্তিপুর গমন করিয়াছিলাম। শান্তি-পুরের নিকটবর্ত্তী হরিনদী গ্রামে আসিয়া তথা হইতে নৌকায় আরোহণ করি। আমি নিজেই 'বৈঠা' বাহিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি এই 'বৈঠা'টী গ্রহণ কর" এবং—

"ভবনদী হৈতে পার কহ জীবেরে।"

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিতকে নদীয়ায় লইয়া যান এবং নিজ হস্তলিখিত একখানি গীতা-গ্রন্থ প্রদান করেন। কিছুদিন মধ্যে পণ্ডিত অম্বিকায় আসিয়া সর্ব্বদাই মহাপ্রভু-দত্ত শ্রীগীতা পাঠ করিতে থাকেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মন্দির-সেবাইতগণ একখানি হস্তলিখিত 'গীতাগ্রন্থ' ও 'বৈঠা' মহাপ্রভুর হস্তলিখিত সেই 'গীতা' ও ব্যবহৃত 'বৈঠা' বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। তবে পার্ষদ-ভক্তসহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-লীলা অদ্যাপিও ভাগ্যবান্ জনের অধোক্ষজপ্রতীতির গোচরীভূত হইতে পারেন। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনায় দেখা যায়, শ্রীগৌরনিত্যানন্দৈক-প্রাণ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভাবসেবা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞামত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া নানাপ্রকারে ভাবসেবা করিতে থাকেন। সেবাইতগণের মুখে প্রকাশ যে, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সেবিত সেই গৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহই অদ্যাপি গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীগৌরীদাসের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটী অপূর্ব্ব তিন্তিড়ী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের তলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌরী-দাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। উক্ত বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে কিছুকাল হইল গোলাকারে পাকা বাঁধান হইয়াছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে রেলিং দেওয়া হইয়াছে। বৃক্ষের নিম্নদেশে কয়েক বৎসর যাবৎ একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কুটীরের ভিতরে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত আসন এবং সেই আসনের নিম্নে কিছুকাল যাবৎ প্রকাশিত এক জোড়া কাষ্ঠ পাদুকা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের দেবালয়টী শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত এবং মন্দিরের তিনটী প্রকোষ্ঠে এইরূপ ভাবে শ্রীবিগ্রহগণ

আছেন—মধ্যদরজায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রমাণাকার সুঠাম শ্রীবিগ্রহ, বংশীবদন (রাধাগোবিন্দ) ও গোপাল। বৃন্দাবনীয় প্রণালুসারে ইঁহাদিগের ঝাঁকি দর্শন হইয়া থাকে। পশ্চিমধারের দ্বিতীয় দরজায় শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীললিতা, বিশাখা ও গোপাল। পশ্চিমধারের শেষ দরজায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের উপবিষ্টভাবের একটী দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি; রামলক্ষ্মণ, মদনমোহন, গোপীনাথ, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, মাধব প্রভৃতি। পূর্ব্বপার্শ্বের দ্বিতীয় দরজায় শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি। পূর্ব্বধারের সর্ব্বশেষ দরজায় বলদেব ও শ্রীরামসীতা। মন্দিরের সম্মুখে একটী নাটমন্দির। মন্দিরের পার্শ্বে কলিকাতার পরলোকগত নিমাইচাঁদ মল্লিক মহাশয় নির্ম্মিত একটী মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই মল্লিক মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বৈষয়িক গোলযোগে মহাপ্রভুকে আর সেই মন্দিরে লওয়া হয় নাই।

শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য; শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্রীগোপীরমণ (ভক্তি-রত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। ইঁহার বংশাবলী সম্প্রতি মহাপ্রভুর অধিকারিগণ। বর্ত্তমান কাল্নার সেবাইতদিগের নাম—শ্রীআনন্দলাল, শ্রীচুনিলাল (গোস্বামী) ও অজিত কুমার (মুখোপাধ্যায়) ইনি দৌহিত্র সন্তান।

গৌরীদাস পণ্ডিতের দেবালয়ের পশ্চিমদিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয়। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—"শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নিতাই গৌরের শ্রীমন্দির। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গাদী। স্বাধীন ত্রিপুরার তৃতীয়া ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মনোমঞ্জরী মহাদেবী কর্ত্তৃক ১৮৩১ শকাব্দে ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দে জীর্ণ সংস্কৃত হইল।" শুনা গেল, উক্ত মন্দিরের সেবাইত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী; বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সদাচার-বিরহিত, এমন কি বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ মালাতিলক বা শুক্ককণ্ঠনাদি ভদ্রবেশেরও অভাব। সেবারও অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা।

ইহার কিছুদূরে কাল্নার প্রসিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রম। এই স্থানে শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের নামব্রহ্মের সেবা একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিদ্যমান আছেন। ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের বিষ্ণুদাস বাবাজী নামক জনৈক শিষ্য রূপার পাত দিয়া উক্ত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মুড়িয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে পঞ্চতত্ত্ব, রাধাকান্ত যুগলমূর্ত্তি ও শ্রীনারায়ণ স্থাপিত হইয়াছেন। শুনা গেল, গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ 'মাধুকরী' প্রত্যহ বাবাজী মহাশয়কে ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুদাস সেবাইতের পরে রামাইত সম্প্রদায়ের রামদাস নামক একজন সেবাইত ছিলেন। ৫।৬ মাস যাবৎ প্যারীদাস নামক জনৈক ভেকধারী বাবাজী তথায় সেবাইতের কার্য্য করিতেছেন। কাল্নার পঞ্চাইতগণ সেবা চালাইতেছেন। ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রকট কালেই হীরালাল বর্দ্ধন নামক একজন ভূম্যধিকারী উক্ত বাবাজী মহাশয়কে এই স্থানটী দান করেন। মন্দিরের পশ্চাতে উত্তর দিকে শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির; সম্মুখে একটী কামরাঙ্গা বৃক্ষ। যে স্থানে বর্ত্তমানে সমাধি, সেই কুটীরে বসিয়াই বাবাজী মহাশয় ভজন করিতেন। কামরাঙ্গা তলাতেও একটী প্রস্তরের পিণ্ডার উপর তিনি অনেক সময় বসিয়া হরিনাম করিতেন। শুনা গেল, এই মন্দিরের মালিক-সেবাইত আনন্দলাল গোস্বামী ওরফে গিরি গোস্বামী। আনন্দলাল গোস্বামীর নামেই উইল হইয়াছে। ট্রাষ্টি শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও হরিলাল মোদক। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে একটী পাতাল কুয়া বা ইন্দিরা আছে। তাহা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে তাঁহাতে নামিয়া স্নান করা যায়। শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় তাহাতে স্নান করিতেন।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকারি-ভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন করিয়া অপরাহ্নে হরিসঙ্কীর্ত্তন-মুখে কাল্নার প্রতি দ্বারে গমন করিয়া শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচার করিলেন। তৎপর দিবস শুক্রবার বেলা ১০টার সময় ভক্তগণ কাল্না হইতে নবদ্বীপ ষ্টেশন হইয়া দ্বিপ্রহরে গঙ্গার পার হইলেন এবং হুলোর ঘাটে নামিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তৎপর দিবস ১৬ই ফাল্গুন শনিবার হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইল। শ্রীধাম-পরিক্রমার পূর্ব্বদিবস শ্রীঅধিবাস-রাত্রে শ্রীল পরমহংসঠাকুর সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় ঠাকুরের কীর্ত্তনের চুম্বক প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র
৪র্থ খণ্ড
৪৯সংখ্যা
গৌড়ীয়
অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার : স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার ॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা ॥
গৌরাব্দ৪৪০, বঙ্গাব্দ১৩৩৩
খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৬
৩১শে জুলাই
গৌড়ীয়
কৃষ্ণ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত সর্ব্বজনাদৃত নির্ম্মৎসর সমালোচক অক্ষজজ্ঞান ও অধো-
একমাত্র বিশ্বকল্যাণ জীবে দয়াময় হরিজনোপাসক।
মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ
গৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা
সম্পাদক—সসজ্জ শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ
গৌড়ীয়
সহর ও মফঃস্বলে অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা ভি পিতে ৩।০। পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, প্রত্ন, সাহিত্য কাব্য স্মৃতি দর্শন চিকিৎসা, পুরাণ, ঐতিহ্য, জ্যোতিষ, কল্প প্রভৃতির নিরপেক্ষ দর্শক।

The "GAUDIYA"
Regtd. No. C. 1109.

উৎসব-সংখ্যা

Telegram : "GAUDIYA"
Phone : Barabazar 2452.

৪র্থ খণ্ড

গৌড়ীয়

৩য় সংখ্যা

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

বার্ষিক ভিক্ষা
৩৲ মাত্র

প্রতি সংখ্যা
/০ মাত্র

শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

সম্পাদক সঙ্ঘ — শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

The "GAUDIYA"
Regd. No. C...

৪র্থ খণ্ড

গৌড়ীয়

বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

(শ্রীভাষ্যোদ্ধৃত-সংক্ষিপ্ত-বিচারপরঃ)

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতঃ ।

গৌড়ীয়-ভাষ্যান্তর্গত-গৌড়ীয়-ভাষানুবাদ-সহিতঃ ।

শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-সম্পাদিতঃ ।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠতঃ

শ্রীকুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণাচার্য্যত্রিদণ্ডিকেণ

প্রকাশিতশ্চ

শ্রীচৈতন্যপ্রকটিতাব্দাদয়ঃ ৪৪০।৪

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বি, এ, ইত্যুপাধ্যেন বিদ্যাভূষণোপনাম্না শ্রীচৈতন্যমঠাগ্রতমাধিকারিণা

শ্রীমদনন্ত-বাসুদেব-ব্রহ্মচারিণা ২৪৩।২নং আপার সারকিউলার রোডস্থ

শ্রীগৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ইত্যাখ্যযন্ত্রে মুদ্রিতঃ ।

উপোদ্ঘাত

ভারতীয় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র—সাধারণতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত ;—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব ও উত্তর-মীমাংসা। ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৌধাবলীর সকলই ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন-ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। যদিও শাক্য-সিংহের সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শনের এবং জৈন ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষমতবাদ সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহিত গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কতিপয় মতবাদ আবার ন্যায় ও বৈশেষিকানুগত দর্শনের, তথাপি পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসার ভূমিকার প্রকাশ্যভাবে অতিক্রম করেন নাই।

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন অতি-পুরাকালে ক্ষীণকায় থাকিলেও ভারতীয় অপরাপর দার্শনিক-মত-প্রচার-কালে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্মন্দী, পারাশর্য্য ও ভিক্ষুসূত্রাদি বর্ত্তমানকালে দুষ্প্রাপ্য হইলেও ঐগুলিই বেদান্ত-দর্শনের আকর-গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। ঔড়ুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতির বিচারপ্রণালীর সহিত সাংখ্যাদি দার্শনিক মতের সমালোচনা বেদান্তসূত্রের শারীরিক স্থৌল্যের সম্বর্দ্ধন করিয়াছে।

বেদোদিত কর্ম্মফলভোগমূলে পূর্ব্বমীমাংসা ও নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ বেদের চরমাধিষ্ঠানেই 'বেদান্ত'। সম্প্রদায়-বিশেষে 'বেদান্ত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও পারিভাষিক-বিচার পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হইয়াছে। আমরা সেই সকল বিবদমান সঙ্ঘর্ষের মধ্যে এস্থলে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহাই বলিতে পারি যে, শ্রৌতপন্থাকে মুখে স্বীকার করিয়া অশ্রৌত-দর্শনাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি-দ্বারা শ্রৌতপন্থা আচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিবার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহা বেদান্ত-দর্শনের অনুমোদিত নহে। শ্রৌতপথের অনুসরণে প্রত্যক্ষানুমানাদির সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষানুমানাদি কখনই শ্রৌতবিচারকে স্ব-স্ব আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ নহে।

বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেও দৃষ্টিভেদে এই বৈষম্য লক্ষিত হয়। নির্ব্বিশেষ-দৃষ্টিপর সাম্প্রদায়িকগণ বহিঃপ্রজ্ঞার বহুমানন করিতে গিয়া শ্রৌতপন্থাকেও বৌদ্ধ-অর্হতাদির বিচারের অনুগামী করাইয়াছেন এবং তাহাই 'উদারতা' ও 'জনপ্রিয়তা' বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। এই বিচারের প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বপ্রমুখ বৈদান্তিকগণ শ্রৌতপন্থা সংরক্ষণে যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতগণের অনুকূলে ভগবৎসেবার 'সোপান' বা 'সাধন'। তত্ত্ববস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিতে গিয়া তত্ত্বের বিশেষত্ব সংহার করিলে সংস্থাপকের অস্তিত্বের মর্য্যাদা আক্রান্ত হয়,—এই সহজ তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য শ্রৌত-তত্ত্বের প্রবর্ত্তন 'শুভাকাঙ্ক্ষা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণেই চিদচিৎ-সমন্বয়বাদ-প্রবর্ত্তকগণের বিচারপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতা দেখাইবার জন্য এই 'বেদান্ততত্ত্বসার'-গ্রন্থের অবতারণা।

এই স্বল্পায়তনী পুস্তিকার লেখকসূত্রে আমরা জানিতে পারি যে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজীয় জনৈক আচার্য্য ইহার সঙ্কলন-কর্ত্তা। যাহা হউক, শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য—বিপুলায়তন গ্রন্থ ; তাহার সংক্ষিপ্ত সার ইহাতে পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারপ্রণালী যে ভাগবতগণের গ্রহণীয় নহে, তদনুকূলে তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ের ভ্রমাপনোদন-কল্পে পাঠকগণ বেদান্ততত্ত্বসার লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। গৌড়দেশে কেবলাদ্বৈত-বিচারপ্রণালীর প্রভূত বিস্তার হওয়ায় ঐ প্রণালীদ্বারা শুদ্ধ-ভগবদনুশীলন নানাপ্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশে ভক্তির অনুকূল বিচারগ্রন্থ সাময়িক সুফল উৎপন্ন করিবে,—আশায় এই গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে সার্বভৌম-বাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শন-সাংখ্য-বেদান্ত-পঞ্চতীর্থ মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন ; তাঁহারা—বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থমধ্যে আমরা নির্ব্বিশেষ-বাদের শাখোপশাখারূপ মায়াঙ্গীকার-বাদ, অধ্যারোপ-বাদ, বাধিতানুবৃত্তিবাদ, মিথ্যাত্বদর্শন-বাদ, ব্রহ্মস্বরূপের অবিদ্যাতিরোহিতত্ব-বাদ, আরোপবিষয়ের অসত্যত্ব-বাদ, ব্যবহারিকসত্তা-বাদ, অবচ্ছেদ-বাদ, ব্রহ্মের জীবাপত্তি-বাদ, 'আভাস' শব্দের প্রতিবিম্বার্থ-বাদ, পরমেশ্বর ও জীবের স্বরূপৈকত্ব-বাদ, প্রতিবিম্ব-বাদ, জীব ও ব্রহ্মের অজ্ঞানকৃত ভেদবাদ এবং অসদ্‌গুণোপাসন-বিধি-বাদ সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, দেখিতে পাই এবং সবিশেষ-বাদের শাখোপ-শাখারূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, মায়া ও তৎকার্য্যের পারমার্থিকত্ব, বিশিষ্টের অদ্বিতীয়ত্ব, পরমেশ্বর ও জীবের পূর্ণতাংশত্ব, পরবস্তু ও জীবের সাদৃশ্যমূলে আত্মৈকত্ব, ভগবানের কল্যাণগুণগণাকরত্ব, সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্ট-ভগবানের কারণত্ব, ব্রহ্মের ভিন্নার্থত্ব এবং নির্গুণ-সগুণ-ব্রহ্মপ্রতিপাদক-বিবদমান-শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্যমুখে ব্রহ্মের একত্ব স্থাপিত ও সাধিত হইয়াছে। জীব ও জগতের 'নিমিত্ত' 'উপাদান' কারণরূপে ভগবানের স্বরূপবৈভবে পারমার্থিকগণের বাস্তব-বিচার ; পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণ ভগবদ্বিদ্বেষ-বশে ভক্তির 'নিত্যত্ব' অস্বীকার করায়, কার্য্যকারণ-বৈচিত্র্যকে প্রাপঞ্চিকমাত্র-জ্ঞানে আধ্যক্ষিক-দর্শনপ্রভাবে 'বিবর্ত্ত' বলিয়া গ্রহণ করেন ; কিন্তু শ্রৌতবিচারক—তদ্রূপ বিভ্রমের নিত্যাধিষ্ঠানের নিত্যোপলব্ধিবিশিষ্ট।

দীন—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিতঃ

বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।২।১)ইত্যত্রাদ্বিতীয়শব্দেন সজাতীয়াদি-ভেদ-শূন্যাঙ্গীকারে কথং তাদৃশস্য জগদ্ব্যাপারঃ। মায়াঙ্গীকারেণেতি চেৎ, কিং তদানীং নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপং ব্রহ্ম মায়াতিষ্ঠতীতি জানাতি ন বা। জানাতি চেৎ জ্ঞানমাত্রস্য কথং জ্ঞাতৃত্বম্। ন জানাতি চেৎ অজ্ঞত্বাৎ কথমঙ্গীকরোতি। অপি চ যৎকিঞ্চিচ্ছক্তিযোগেন মায়াঙ্গীকারানন্তরমভ্যুপেয়তে ভবদ্ভিঃ, তৎপূর্ব্বং মায়াঙ্গীকারানুগুণ-শক্ত্যভ্যুপগমে নির্ব্বিশেষত্বহানিঃ। কিঞ্চ তদানীং কিং মায়া-বিলক্ষণং ব্রহ্ম, উতাবৈলক্ষণ্যেন মায়াত্মকম্। যদি বিলক্ষণং বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাদনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। অথ মায়াত্মকং তর্হ্যঙ্গীকারবচনং নিরর্থকং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি (তৈঃ ২।১) লক্ষণবাক্যমপ্যপার্থং স্যাৎ, সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থং হি লক্ষণম্, তদন্যানিষ্ঠ-তন্নিষ্ঠ-ধর্ম্মবোধো হি নান্যথা ॥ ১ ॥

নন্থ শিষ্যোপদেশার্থমধ্যারোপাপবাদ-ন্যায়েনেদমুচ্যতে, "অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবদ্ বস্তুন্যবস্তারোপোঽধ্যারোপঃ, বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহোঽবস্তু অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং

অনুবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) উদ্দালক পুত্র-শ্বেতকেতুর প্রতি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"হে বৎস! এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন। তিনি 'এক' অর্থাৎ তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়।" এই স্থলে মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দদ্বারা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত—এই ত্রিবিধভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, তাদৃশ অর্থাৎ সজাতীয়াদিভেদ-রহিত ব্রহ্মের জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, মায়াকে স্বীকার করিয়া রচনা সম্ভবপর তাহা হইলে আপত্তি এই যে; তোমার মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মায়া-স্বীকার সময়ে মায়ার অস্তিত্ব অবগত আছেন কি না? যদি বল, অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, যিনি জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ তিনি আবার কিরূপে জ্ঞাতা হইতে পারেন? আর যদি বল মায়ার অস্তিত্ব অবগত থাকেন না, তবে তিনি মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া কিরূপে মায়াকে স্বীকার করেন?

বিশেষতঃ তোমাদের মতে ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিৎ শক্তিদ্বারা মায়াকে স্বীকার করিয়া জগৎ রচনা করেন, এইরূপ স্বীকৃত হইলে আপত্তি এই যে, যদি পূর্ব্বেও মায়া স্বীকার করিবার অনুকূলশক্তি ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে তবে তোমাদের স্বীকৃত নির্ব্বিশেষভাবের হানিই হইয়া থাকে। আরও বল সেই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ মায়া হইতে কি ভিন্ন অথবা অভিন্ন-মায়াত্মক? যদি বল ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া হইতে পৃথক্, তাহা হইলে বস্তুতঃ ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার হানি হয় এবং তাঁহার অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না।

আর যদি মায়া স্বরূপেই অবস্থান বল, তাহা হইলে

জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি, অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ", অন্যথা নির্ব্বিশেষস্য কথং জগৎকারণত্বমিতি চেৎ। তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্টজ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বা-চ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থ-সিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি-ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। "তত্ত্বমস্যাদি" (ছাঃ ৬।৮।৭) বাক্যজন্যজ্ঞানং ন বন্ধনিবর্ত্তকমবিদ্যা-কল্পিত-বাক্যজন্যত্বাৎ, স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যা-কল্পিতজ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তশ্রবণ-জন্য-ত্বাদ্বা, স্বপ্নবন্ধনিবর্ত্তকবাক্যজন্যজ্ঞানবৎ। নন্বাচার্য্য-তজ্জ্ঞানয়োঃ কল্পিতত্বেঽপি স্বপ্ন-দৃষ্ট সিংহভয়েন প্রবোধবজ্জ্ঞানোৎপত্তিঃ সম্ভবতীতি চেন্নৈবং দৃষ্টান্তে পরমার্থ-দোষস্য স্বপ্নস্য সিংহরূপাসদর্থাবলম্বিজ্ঞানং প্রতি কারণত্বং জ্ঞানস্য ভয়ং প্রতিভয়স্য প্রবোধং প্রতি প্রবুদ্ধোঽপি দেবদত্তঃ পরমার্থঃ। দার্ষ্টান্তে তু সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বেন দৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ। অপি চাস্মিন্ সিদ্ধান্তে "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম আত্মা-নারায়ণঃ পরঃ" (নারায়ণোপনিষৎ) ইত্যাদি শ্রুতি-

আর সৃষ্টির জন্য পৃথগ্ ভাবে মায়াকে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া—"মায়াকে স্বীকার করিয়া সৃষ্টি করেন" তোমার এই বাক্য নিরর্থক হয়।

"সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহারও কোন আবশ্যক থাকে না।

সজাতীয় এবং বিজাতীয় অন্যবস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুকে পৃথগ্ ভাবে বুঝাইবার জন্যই লক্ষণের আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে লক্ষণের অবকাশ নাই। কেন না, যে ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মেই বর্ত্তমান, এবং যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই, তখন উহা বিরূপেই বা ব্রহ্মেতর বস্তুতে লক্ষিত হইবে? অতএব ব্রহ্মের সহিত অন্য বস্তুর ভেদ স্থাপনের জন্য লক্ষণের অবকাশ কোথায়? ॥ ১ ॥

যদি বল যে, অধ্যারোপ এবং অপবাদ ন্যায় দ্বারা শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্যই মায়া স্বীকার করিয়া সৃষ্টির প্রণালী উক্ত হইয়াছে, নচেৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের জগৎ রচনা অসম্ভব। অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে যেরূপ সর্পের কল্পনা করা হয়, সেইরূপ পরমার্থ বস্তুতে অবস্তুর কল্পনার নামই অধ্যারোপ। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু,, অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়পদার্থ অবস্তু; অজ্ঞান পদার্থ সৎ কি অসৎ এইরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধিভাবস্বরূপ পদার্থ-বিশেষ। "আমি অজ্ঞ" লোকের এইরূপ অনুভব দ্বারাই অজ্ঞানের সত্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

তাহা হইলে তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্টজ্ঞান এসমস্তও জগতের অন্তর্গত। অতএব ঐ সকল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হইয়াছে, একথাও বলিতে পার না; কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না সেইরূপ তোমার মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীনজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া কল্পিত শুক প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির কল্পিত চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে যদি স্বপ্নে কোনও কল্পিত পুরুষ উপদেশ করে যে "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে "আমি বন্ধন মুক্ত" তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অবিদ্যা-কল্পিত বাক্য-

প্রতিপাদিতো নারায়ণঃ প্রথমগুরুর্ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনঃ পুরুষোত্তমোঽর্জ্জুনেন কল্পিতঃ কল্পিতা চ তদুপদিষ্টা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতেত্যেবং দুঃসিদ্ধান্তাপত্তিদোষঃ প্রাজ্ঞমানিভিঃ কথং ন বিচারণীয়ঃ। অথ চৈতৎসিদ্ধান্তনিষ্ঠৈরপি স্বস্বগুরু-বিষয়ে মায়াকল্পিত ইত্যেবং বক্তব্যত্বে "গুরুরেব পরংব্রহ্ম গুরুরেব পরা গতিঃ" "স হি বিদ্যাতস্তং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ ন দ্রুহ্যেত কদাচন" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" [ভাঃ১১।১৭।২২] ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ কথং ন পরামর্শনীয়ঃ। নম্বতত্ত্বজ্ঞানদশায়ামুপদেশাদয়ঃ সত্যা এব। জাতে তু জ্ঞানে "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন তং পশ্যেৎ [বৃহদাঃ ২।৪।১৪] ইত্যাদিশ্রুতের্ন দ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তর্হি অদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তৎকার্য্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকো পদেশাদি-ব্যবহারাঃ ॥ ২ ॥

বাধিতানুবৃত্ত্যেতি-চেৎ সম্যগ্ জ্ঞান-প্রবৃত্তিবেলায়াং বাধিতানুবৃত্তিস্তিষ্ঠতি ন বা তিষ্ঠতি চেৎ "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" (গীতা ৫।১৬) ইত্যাদি প্রমাণবিরোধোঽনুভব-বিরোধশ্চ রজ্জুসাক্ষাৎ কারদশায়াং সর্পভ্রমানুপলম্ভাৎ। ন তিষ্ঠতি চেৎ উপদেশ-সময়ে সম্যগ্ জ্ঞানপ্রবৃত্তত্বেন বাধিতানুবৃত্ত্যা সম্ভবাৎ কথং দ্বৈতদর্শনং তৎকৃতোপদেশশ্চ। অথ চ "বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব

জাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্মক হেতু, অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পুরুষের বন্ধ নাশ করিতে পারে না।

যদি বল যে, কোন ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে কল্পিত-সিংহ-দেখিয়া ভীতি-হেতু জাগ্রত হয়—সে স্থলে কল্পিত সিংহ ভয় হইতে সত্যজাগরণের ন্যায় কল্পিত আচার্য্য এবং তদীয় কল্পিত জ্ঞান হইতেও শিষ্যের বন্ধননাশক সত্য জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—স্বপ্ন দৃষ্টান্তে স্বপ্নের কারণ দোষ অর্থাৎ তমোগুণ সত্য পদার্থ, তাহা হইতে উৎপন্ন স্বপ্নই সিংহরূপ মিথ্যাবস্তু বিষয়ক জ্ঞানের কারণ; সেই জ্ঞান পুনরায় ভয়ের কারণ এবং ভয় জাগরণের কারণ। জাগ্রত দেবদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিও সত্য। কিন্তু দার্ষ্টান্তে অর্থাৎ প্রস্তাবিত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি উপদেশস্থলে সমস্তই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া এস্থলে স্বপ্নদৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে "নারায়ণই পরম ব্রহ্ম নারায়ণই পরমাত্মা" (নারায়ণোপনিষৎ)—এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত আদিগুরু-নারায়ণ, শিষ্য-ব্রহ্মার কল্পিত, পূর্ণ-ব্রহ্ম-সনাতন শ্রীকৃষ্ণরূপ তত্ত্বগুরু, শিষ্য-অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কল্পিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতাবাক্যও কল্পিত—এরূপ দুষ্টসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। তোমরা নিজকে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর অথচ নিজ মতের এসমস্ত দোষ কি তোমাদের বিচার্য্য নহে?

বিশেষতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাদিগণের মতানুসারে তাঁহাদের নিজ-নিজ গুরুবর্গও কল্পিত হইয়া পড়ায় "গুরুই পরমব্রহ্ম, গুরুই উত্তমা গতি" "তিনিই বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকে (শিষ্যকে) জন্মদান করেন, সেই জন্মই শ্রেষ্ঠজন্ম, কখনও তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে না" "আচার্য্যকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে" (ভাঃ ১১।১৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যের বিরোধ কি বিচার-যোগ্য নহে?

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থ-রূপেই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে—"যে সময়ে ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয় 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' (বৃ ২।৪।১৪) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? ॥২॥

যদি বল যে—দ্বৈতজ্ঞান বর্ত্তমানে বাধিত হইলেও পূর্ব্বানুভূত তদীয় সংস্কার বর্ত্তমান থাকায় উপদেশ সম্ভবপর তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদশায় বিনষ্ট-দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কার-দ্বারা উপস্থিতি হয় কি না? যদি বল অনুবৃত্তি হয় তাহা হইলে "আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে" (৫।১৬) ইত্যাদি গীতাবাক্যের সহিত এবং স্বকীয় অনুভবের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ যে কালে

সন্নিধানাৎ কিন্তাবসোঃ কিন্নু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাঙ্ঘ্রঃ" (ভাঃ ১১।২৯।৩৭) ইতিবাদিন উদ্ধবস্য স্বতত্ত্ব-জ্ঞানস্ফূর্ত্তি-প্রকাশন-বেলায়াং বাধিতানুবৃত্ত্যসম্ভবে "নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাং যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী" (ভাঃ ১১।২৯।৪০) ইতি ভেদদর্শনমূল-বিজ্ঞাপনং কথং সম্ভবতি। রজ্জু সাক্ষাৎ-কার-দশায়াং সর্পভ্রমানুপপত্তিবদুপদিশ্য মান-তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানেনাদ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকারে সতি বাধিতানু-বৃত্ত্যনুপপত্ত্যা উপদেশানুপপত্তিস্তদবস্থা। তথা ভগবদুপদিষ্ট-তত্ত্বজ্ঞানাবধারণানন্তরং "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" [গীতা ১৮।৭৩] ইত্যাদিনা তত্ত্বসাক্ষাৎকারাধিকার দশায়াং বাধিতানুবৃত্ত্যসম্ভবাৎ, তব প্রসাদাৎ "স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ [গীতা ১৮।৭৩] দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি যুদ্ধবিষয়ং "তব বচনং করিষ্যে" ইতি দ্বৈতদর্শনমূলমর্জ্জুনবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছেত। কিঞ্চ পরমার্থদোষ-মূলকৈ রজ্জুসর্পাদি-দৃষ্টান্তৈরপরমার্থদোষমূলেয়ং বাধিতানুবৃত্তির্দুঃসাধ্যাপি যৎকথঞ্চিদুচ্যতে তৎক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব উচ্যতাম্। আদাব জ্ঞত্বং পশ্চাদ্‌গুরূপদেশাদিভিরধিগতজ্ঞানত্বং তেষামেব সম্ভবতি। ঈশ্বরস্য তু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ [মুণ্ডক ১।১।৯]" পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮] "যো বেত্তি যুগপৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষেণ সদা স্বতঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ কথঞ্চিদপি বক্তুং ন শক্যতে। কথং তর্হি তস্য দ্বৈতদর্শনমুপদেশাদিব্যবহারাশ্চেতি নিরূপণীয়ম্ ॥ ৩ ॥

রজ্জুরূপে জ্ঞান হয়, সেকালে সর্পভ্রম আর দেখা যায় না। আর যদি বল, দ্বৈতদর্শনের অনুবৃত্তি থাকে না তাহা হইলে গুরুকৃত দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

আরও দেখ—"হে ভগবন্ আদিদেব! তোমার সান্নিধ্যলাভে আমার যাবতীয় মোহরূপ মহান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য নিকটস্থ হইলে শীত কিম্বা অন্ধকার ভয় কি আর থাকিতে পারে" (ভাঃ ১১।২৯।৩৭)—উদ্ধবের এই উক্তিদ্বারা নিজের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এ অবস্থায় তোমাতে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া "হে যোগিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে প্রণাম, এ আশ্রিতকে এরূপ উপদেশ কর, যাহাতে তোমার চরণে নিশ্চলা রতি হয়" (ভাঃ ১১।২৯।৪০) এইরূপ ভেদদর্শনমূলক বিজ্ঞপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

অতএব রজ্জুসাক্ষাৎকার দশায় যেরূপ সর্পভ্রম থাকিতে পারে না, সেইরূপ গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধান দ্বারা অদ্বৈত দর্শন হইয়া গেলে—বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া উপদেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বল দেখি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান অবধারণের পর 'তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিলাভ করিয়াছি (গীতা ১৮।৭৩)' অর্জ্জুনের এসমস্ত উক্তিদ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎকালে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া—"তোমার প্রসাদে আমি সংশয়হীন হইয়াছি" এবং "তোমার আদেশ পালন করিব" এইরূপ দুর্য্যোধনাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্কল্পবিষয়ক দ্বৈতদর্শনজাত অর্জ্জুনের বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? আরও বক্তব্য এই যে—রজ্জু সর্পাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা বাধিতানুবৃত্তির সাধন করা যায় না ; কারণ রজ্জুতে সর্পদর্শনের হেতুভূত চক্ষুর দোষাদি সত্য কিন্তু বাধিতানুবৃত্তির মূলে যে দোষ তাহা যথার্থ নহে ; তথাপিও যদি বাধিতানুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধেই স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের একসময়ে অজ্ঞত্ব অর্থাৎ দ্বৈতদর্শন থাকে পশ্চাৎ গুরূপদেশে অদ্বৈত জ্ঞানের লাভ হয়। যিনি ঈশ্বর তাহার পক্ষে উহা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা হইলে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই সর্ব্ববেত্তা" (মুণ্ডক ১।১।৯) সেই অসমোর্দ্ধ অদ্বয়তত্ত্বের 'পরা' নাম্নী একটী শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)—ভেদে বিবিধা—এইরূপই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। "যিনি স্বয়ং এককালে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা হইলে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈতদর্শন এবং উপদেশাদি ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হয় ?" ॥ ৩ ॥

নম্নু মিথ্যাভূতস্য মিথ্যাত্বেন দর্শনং ন সম্যগ্ জ্ঞানবিরোধীতি চেৎ যদীশ্বরোঽপি মিথ্যাত্বেনৈব স্বব্যতিরিক্তং জানাতি ন তর্হি-তন্নিগ্রহানুগ্রহাদিষু প্রবর্ত্তেত, ন হ্যনুন্মত্তঃ কোঽপি মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতামুদ্দিশ্য কিমপি করোতি। কিঞ্চেশ্বরস্য যাবদ্ বিশেষ-বিরোধিব্রহ্মস্বরূপাবভাসে ব্রহ্মবিবর্ত্তরূপং দ্বৈত-দর্শনং মিথ্যাত্বেনাপি ন সম্ভবতি নহি শুক্তিতয়া শুক্তৌ ভাসমানায়াং তত্র রজতাবভাসোপপত্তিঃ। তথানভ্যুপগমে "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্ম-যোনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ববিদ্ যঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬,) তেষামেবানুকম্পার্থম্ (গীতা ১০।১১) ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ। কিঞ্চ যথা চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়মানেঽপি দ্বিচন্দ্রদর্শনমবিদ্যৈব দোষমন্তরেণ ন স্যাত্তথেশ্বরস্য মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদর্শনমবিদ্যৈব দোষং বিনা চ ন সম্ভবতি। দোষাভ্যুপগমে তু "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্ব কারণ-কারণে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২) সমস্ত হেয় রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্" "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫) ইত্যাদি নিত্য-নির্দ্দোষ-প্রতিপাদক-শাস্ত্রবিরোধঃ। তস্মাদ্ যথা তিমিরাদি-দোষ-রহিতস্য দ্বিচন্দ্র-দর্শনং মিথ্যাত্বেনাপি ন সম্ভবতি তথা সমস্তহেয়-প্রত্যনীকত্বেশ্বরস্যাপি মিথ্যাত্বেনাপি দ্বৈতদর্শনং ন সম্ভবতি। কিঞ্চ

যদি বল ; মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মিথ্যারূপে জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হয় না (অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, তদতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহাই যথার্থ জ্ঞান, তাদৃশ মিথ্যা-স্বরূপ প্রপঞ্চকে যদি সত্য রূপে জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হয় কিন্তু মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিলে উহা যথার্থ জ্ঞানের বিরোধী হয় না) তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যদি ঈশ্বর নিজের অতিরিক্ত জগৎকে মিথ্যারূপে দর্শন করেন, তাহা হইলে জাগতিক জীবাদির নিগ্রহ কিম্বা অনুগ্রহ বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ উন্মত্ত ভিন্ন কেহই মিথ্যা বিষয়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না। আরও দেখ—যখন বিশেষ-বিরোধি-ব্রহ্মরূপ আত্ম স্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সময়ে মিথ্যারূপেও ব্রহ্মের বিবর্ত্তভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে পারে না। কারণ যে সময়ে শুক্তিরূপে শুক্তির প্রকাশ হয়, সে সময়ে তাহাতে রজত ভাবের স্ফুরণ হইতে পারে না। অথচ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মস্ফুরণদশায়ও ব্রহ্মের দ্বৈত দর্শন হইয়া থাকে। যদি ইহা অস্বীকার করা যায় তবে "তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্বের জ্ঞাতা; আত্মযোনি অর্থাৎ নিজেই নিজের কারণ, জ্ঞানী, যমেরও নিয়ন্তা, গুণবান্ সর্ব্বজ্ঞ (শ্বে, ৬।১৬) এবং "আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য" (গীতা ১০।১১) ইত্যাদি দ্বৈত দর্শন সূচক শ্রুতি এবং স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আরও দেখ—যে ব্যক্তি চন্দ্র একটী মাত্র ইহা অবগত আছে তাহার দুইটী-চন্দ্র-দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই অজ্ঞানের প্রতি (তিমির) রোগই কারণ। সেইরূপ ব্রহ্মেরও মিথ্যারূপে জগদ্দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই মিথ্যা জ্ঞানের মূলে কোনরূপ দোষ কল্পনা করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে "হে মৈত্রেয়! শুদ্ধ মহাবিভূতি নামক সমস্ত কারণেরও কারণ পরব্রহ্মই ভগবান্ এই শব্দের প্রতিপাদ্য (বিঃ পুঃ ৬ ৫। ৭২) "বিষ্ণুসংজ্ঞক পরম পদ সমস্ত-হেয়গুণবিবর্জ্জিত" (বিঃ পুঃ ৬। ৫। ৮৫) "যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাতে ক্লেশাদি হেয়গুণসকল নাই" ইত্যাদি নিত্য নির্দ্দোষত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "তিমির" প্রভৃতি নেত্রগত দোষশূন্য পুরুষের যেরূপ মিথ্যারূপেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন সম্ভবপর নহে সেইরূপ সমস্ত হেয় গুণশূন্য ঈশ্বরের পক্ষে ও মিথ্যারূপেও দ্বৈত দর্শন সম্ভবপর হয় না।

বিশেষতঃ—যে স্থলে নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি লক্ষণ-দর্শন দ্বারা শুক্তি বলিয়াই স্পষ্ট ধারণা হইতেছে—তাদৃশ স্থলে মিথ্যারূপেও রজত দর্শন হইতে পারে না। যদি ঐরূপ স্থলেও (স্পষ্ট শুক্তিজ্ঞানস্থলে) রজতাভিলাষী কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায়—তাহা হইলে ঈশ্বরের পক্ষে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষভাবে অদ্বয়-আনন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও দ্বৈতদর্শন এবং তদ্বিষয়ক উপদেশাদি ব্যবহার সম্ভবপর হইতে পারে।

নীলপৃষ্ঠাত্মাকারেণানুভূয়মানায়াং শুক্তৌ মিথ্যাত্বেনাপি ন রজতপ্রতীতিঃ। তদুপাদানাত্বর্থং প্রবৃত্তিশ্চানুমত্তানাং যদি দৃশ্যেত তদেশ্বরস্যাপি সর্ব্বদাঽপরোক্ষেণাদ্বয়ানন্দাত্ম-সাক্ষাৎকারে মিথ্যাত্বেন দ্বৈতদর্শনং তন্মূলোপদেশাদিব্যবহারাশ্চোপপদ্যেরন্।৪॥

কিঞ্চ রজ্জৌ সর্পবন্নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণ্যারোপিতস্য প্রপঞ্চস্য কো দ্রষ্টা। "নাঽন্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি" (বৃহদাঃ ৬।৮।২৩) শ্রুতির্ব্রহ্মৈব দ্রষ্টেতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য কথং দ্রষ্টৃত্বং কথং বা জ্ঞানমন্তরেণ ভ্রমভূতস্য প্রপঞ্চস্য দ্রষ্টা। মায়াযোগেনেতি চেৎ, কিময়ং যোগ আগন্তুক উত স্বাভাবিকঃ। আগন্তুকে তু বিভুত্বং ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। স্বাভাবিকশ্চেৎ অগ্রেঽপি মায়াশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বদা বিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম্, এবঞ্চ সতি কথং বিজাতীয়-ভেদশূন্যম্। কিঞ্চ মায়াশবলত্বেঽপ্যগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতেঃ কিং কারণম্। ঈক্ষণাভাবাদপ্রতীতিরিতি চেৎ তদভাবে কিং কারণম্। ইচ্ছৈবেতি চেৎ কিমগ্রেঽপীচ্ছাবদ্ ব্রহ্ম তর্হি সর্ব্বদা সবিশেষমেবেতি সিদ্ধম্। কিঞ্চাঙ্গীকরণাৎ পূর্ব্বং কিমাশ্রিতা মায়া। ব্রহ্মাশ্রিতেতি চেৎ সর্ব্বদা বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গোঽদ্বৈত-হানিশ্চ। ॥ ৫ ॥

নন্বু মায়ায়া অপরমার্থত্বান্নোক্ত-দোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, অপরমার্থ-শব্দেন কিং বিবক্ষিতম্ রজ্জুসর্পবন্মিথ্যাত্বম্ অথবা বিকারাবচ্ছিন্নত্বেন ব্রহ্মসমানসত্তাভাব-

আরও—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে আরোপিত এই যে প্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার দ্রষ্টা কে? ॥ ৪ ॥

যদি বল—"তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই" (বৃহদাঃ ৬।৮।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মই দ্রষ্টা—তাহা হইলে আপত্তি এই যে—তিনি জ্ঞানমাত্র স্বরূপ হইয়া কিরূপে দ্রষ্টা হইতে পারেন? বিশেষতঃ ভ্রমভূত প্রপঞ্চের সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রপঞ্চের দ্রষ্টা এই কথা বলা চলে কারণ দর্শক মাত্রেরই বস্তু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানরূপ পদার্থ তাঁহার আবার প্রপঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞানান্তর সম্ভবপর হয় না বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। যদি বল মায়ার সহিত যোগবশতঃ তিনি দ্রষ্টা হইতে পারেন তাহা হইলে বল দেখি—মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যে যোগ ইহা আগন্তুক অথবা স্বাভাবিক (সর্ব্বদাই বর্ত্তমান) যদি বল আগন্তুক তাহা হইলে ব্রহ্ম বিভু (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক) হইতে পারেন না কারণ—যিনি পরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সসীম) বস্তু তাহার সহিত অন্য পদার্থের মিলন আগন্তুক হইতে পারে যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সর্ব্ব পদার্থের যোগ বর্ত্তমানই রহিয়াছে কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে আগন্তুক যোগ বলা চলে না। আর যদি বল, মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যোগ স্বাভাবিক তাহা হইলে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম মায়াযুক্ত বলিয়া তিনি সবিশেষরূপই হইয়া পড়েন তোমার অভিপ্রেত নির্ব্বিশেষ রূপের সিদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়া বলিয়া অন্য জাতীয় একটী পদার্থের সর্ব্বদা অস্তিত্ব থাকায় তুমি যে ব্রহ্মকে "বিজাতীয়-ভেদ-শূন্য" বলিয়াছিলে উহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? আরও—যে সময়ে ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও যখন মায়ার সহিত যোগ ছিল তাহা হইলে তখন প্রপঞ্চ দর্শন হয় নাই কেন? যদি বল তখন ব্রহ্মের প্রপঞ্চ দর্শন করিবার ঈক্ষণ (অর্থাৎ ইচ্ছা) ছিল না বলিয়া দর্শন হয় নাই তাহা হইলে বল দেখি সে সময়ে ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি? যদি বল, 'তাহারও কারণ ইচ্ছাই বলিব' তাহা হইলে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সবিশেষই হইয়া পড়িলেন। আরও ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্ব্বে মায়া কাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, যদি বল ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় তোমার অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদেরও হানি ঘটিয়া থাকে। ॥ ৫ ॥

যদি বল যে—মায়া অপরমার্থ বস্তু কাজেই তাহা দ্বারা আমার মতের (নির্ব্বিশেষ এবং অদ্বৈতের) কোন হানি হয় না, তাহা হইলে বল 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ কি? রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা বস্তুকেই অপরমার্থ বলিতেছ কিম্বা যে বস্তু সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থির সত্তাবিশিষ্ট নহে তাহাকেই অপরমার্থ বলিতেছ? যদি বল এস্থলে রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা পদার্থই 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ

বত্ত্বম্। ন চাস্তঃ, "অজ্ঞানন্তু ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধিভাব-রূপম্" ইতি স্বসম্প্রদায়-বচন-বিরোধঃ। অথ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০) ইত্যুক্ত্যা কার্য্যোৎপত্তিঃ কারণাভাবে ন স্যাৎ, অসতঃ পরোৎপত্ত্যনুকূল-শক্তিমত্ত্বরূপ-কারণ-ত্বাসম্ভবাৎ। নমু কার্য্যস্থাপ্যাসত্ত্বেনৈব দোষঃ স্বাপ্ন-শিরশ্ছেদনকার্য্যং প্রতি স্বাপ্ন-চৌরস্য কারণত্বং দৃশ্যত ইতি চেন্ন "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূ ২।২।২৮) ইতি সূত্রে স্বপ্ন-জাগ্রতোর্বৈধর্ম্ম্যাজ্জাগ্রৎ-প্রত্যয়ানাং স্বপ্নপ্রত্যয়-সাদৃশ্য-প্রতিষেধাৎ, তথা "সত্ত্বাচ্চাপরস্যেতি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) সূত্রে যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি তথা কার্য্যমপি জগত্ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতীতি কার্য্যস্য সত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ, অন্যথা "অসত্য-মপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।"(গীঃ ১৬।৮)ইত্যাসুর-সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গাৎ "গৌরনাদ্যনন্তবতী সা জনয়িত্রী ভূতভাবিনী" "বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯)"অজামেকাং" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫) "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"(শ্বেতাশ্বঃ ৪।১০) "যস্যাবয়ব-ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম" (গীঃ ১৪।৩) "মম মায়া দুরত্যয়া"(গীঃ ৭।১৪) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"(গীঃ ১৩।১৯)ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাচ্চ, ন হি মিথ্যাভূতং বস্ত্বক্ষরত্বধ্রুবত্বাদিভিঃ পরবাক্যে-রুপদিশ্যতে। দ্বিতীয়স্তু পক্ষঃ প্রকৃতের্জ্ঞসমান

তাহা হইলে "সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়, জ্ঞানবিরোধি-ভাবই অজ্ঞান" (অর্থাৎ মায়া)—এই যে তোমার মতে অজ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছ, এই বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ মায়াকে যদি তাদৃশ মিথ্যা পদার্থই বল তাহা হইলে "আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করি, তাহাতেই প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। (গীতা ৯।১০) এই যে ভগবানের কথিত মায়া হইতে কার্য্যোৎপত্তি ইহা সম্ভব হয় না কারণ মিথ্যা-পদার্থে কখনও অন্য বস্তু সৃষ্টি করিবার উপযোগি-শক্তি বর্ত্তমান থাকে না। যদি বল—কেহ স্বপ্নে দেখিতেছে যে, এক চোর তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে সে স্থলে শিরশ্ছেদরূপ মিথ্যা কার্য্যটী যেরূপ স্বপ্ন-কল্পিত-চোর-স্বরূপ মিথ্যা কারণ হইতে জন্মিতে পারে—সেইরূপ এই জগদ্রূপ কার্য্য যেহেতু মিথ্যা, তখন মিথ্যা মায়া তাহার কারণও হইতে পারে। তাহাও সম্ভবপর নহে, কারণ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮) এই বেদান্ত দর্শনের সূত্রব্যাখ্যায় স্বপ্ন এবং জাগরণের বৈষম্য আছে বলিয়া স্বপ্নদশার প্রতীতির সঙ্গে ও জাগ্রদ্দশার প্রতীতির ভেদ আছে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "সত্ত্বাচ্চাপরস্য" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট, শরা প্রভৃতি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তি-কাদি কারণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে।—এই সূত্রেও ব্রহ্মরূপ কারণ যেরূপ তিন কালেই সত্তাবিশিষ্ট তেমনি জগদ্রূপ কার্য্য ত্রৈকালিক সত্তাবিশিষ্ট এইরূপ উক্তি দ্বারা জগতের সত্যতাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে।"

অন্যথা জগৎকে মিথ্যা বলিলে ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৬।১৮) বর্ণিত "তাহারা (অসুরস্বভাবব্যক্তিগণ) এই জগৎকে মিথ্যা, স্থিতিশূন্য এবং ঈশ্বরহীন বলিয়া থাকে";—এই আসুর সিদ্ধান্তই হইয়া পড়ে এবং "এই পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান তিনিই সমস্ত ভূতসকলের জননী এবং পালনকর্ত্রী সেই যাবতীয় বিকার সমূহের প্রসবিনী ভূমি প্রভৃতি অষ্টরূপে বর্ত্তমানা নিত্যা ধ্রুবা অর্থাৎ নিশ্চলা শক্তিকেই মায়া বলে" মায়ী পরম পুরুষ ইহা হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯) প্রকৃতি নিত্যা এবং একা (শ্বেঃ ৪।৫) মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে (শ্বে ৪।১০) "যাহার অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে "অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পরব্রহ্ম" প্রধানসংজ্ঞক ব্রহ্মই আমার গর্ভাধানের যোনিস্বরূপ" (গীতা ১৪।৩) "আমার মায়া দুরতিক্রমা (গীতা ৭।১৪) প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে" (গীতা ১৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মিথ্যা বস্তু কখনও 'অক্ষর', 'ধ্রুব' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারেনা। দ্বিতীয় পক্ষটী অর্থাৎ যে বস্তু

সত্তাকাভাবাদ্ভ্যুপগমাৎ"বিকার জননীমজ্ঞাম্" "নিত্যং সতত বিক্রিয়ম্" ইত্যাদিভিরস্যাঃ সবিকারত্বেন অদ্ভুতপরিণামত্বেন চৈকরূপাভাবান্ন ব্রহ্মসমান-সত্তাকত্বম্। অত এবেয়মনৃতাদিপদৈরুপচর্য্যতে তৎ-কার্য্যাণ্যনিত্যত্বেনাবির্ভাব-তিরোভাবধর্ম্মকত্ব সাম্যাৎ স্বপ্ন-প্রপঞ্চ-মৃগতৃষ্ণা-তোয়াদিবদসন্মিথ্যাদিপদৈ-রুপ-চারতো ব্যপদিশ্যন্তে বৈরাগ্যজননার্থম্। যচ্চো-পলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং সদসদনির্ব্বচনীয়-ত্বেন কার্য্যস্য মৃষাত্বমিতি তদসৎ উপলব্ধি বিনাশ-যোগো হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি কিন্ত্বনিত্যত্বম্। যদ্দেশকালসম্বন্ধিতয়োপলভ্যতে নোপলভ্যতে চ তদ-নিত্যত্বং প্রবলবাক্যৈঃ, "অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈ-রভ্যুপগম্যতে তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপ-পাদিতম্" যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতাং তদ্ বস্তু নৃপ(বিঃ পুঃ ২।১৪-২৪।২৫)তচ্চ কিম্""অন্তবন্ত ইমে দেহা",(গীঃ ২।১৮) "অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি" (গীঃ ২।১৭) "আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ"(গীঃ ৫।২২), আগমা-পায়িনোঽনিত্যাঃ(গীঃ ২।১৪),"অনিত্যমসুখং লোকম্" একাদশে চ (ভাঃ ১১।২৮।৯) "প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো-বিচরেদিহ" ; "তদেতৎক্ষয়মনিত্যং জগৎ" তে। এব

সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থিরসত্তাবিশিষ্ট নহে, উহাই 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ ইহা সঙ্গত হইতে পারে কারণ—"তিনি (মায়া) সমস্ত জাগতিক বিকারসমূহের জননী এবং অচেতনা" "তিনি নিত্যা ও সতত বিকারবিশিষ্টা" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা উহার বিকার এবং সর্ব্বদা পরিণামবশতঃ ব্রহ্মের ন্যায় স্থির সত্তা নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত সতত বিক্রিয়াদি কারণবশতঃই উহাকে গৌণভাবে অনৃত (মিথ্যা) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি মায়ার কার্য্যসকলও আবির্ভাব এবং তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া স্বপ্নপ্রপঞ্চ, (স্বপ্নে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায়) ও মরীচিকায় বারিবুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় অসৎ, মিথ্যা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা গৌণভাবে কথিত হইয়া থাকে—বাস্তবিকপক্ষে লোকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই এরূপ বলা হয়। তুমি যে বলিয়াছ, জাগতিক কার্য্য সকলের একবার উপলব্ধি হইতেছে আবার তাহার নাশ হইতেছে—এইজন্য সৎ কিম্বা অসৎরূপে নির্দ্ধারণ-যোগ্য নহে বলিয়া মিথ্যা, ইহা সঙ্গত নহে—কারণ উপলব্ধি ও বিনাশ দ্বারা বস্তুর অনিত্যতা নির্দ্ধারিত হয়, মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয় না

যাহা দেশ ও কালের সম্বন্ধবশতঃ কোন স্থানে, কোন সময়ে উপলব্ধ হয় এবং কোন স্থানে কখনও উপলব্ধ হয় না, উহাই অনিত্য—ইহা বলবান্ বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন—(বিঃ পুঃ ২।১৪।২৪-২৫) স্বর্গাদিরূপ ফল—বিনাশশীল ; যেহেতু উহা ঘৃত, কুশ, সমিধাদি বিনাশশীল উপকরণ দ্বারা অনুষ্ঠিতযজ্ঞাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ বলিয়া থাকেন। হে রাজন্, যাহা কালান্তরে ও পরিণামাদি ক্রিয়া জন্য অন্য নাম প্রাপ্ত না হয়, এমন বস্তু কি আছে তাহা বল"

"এই শরীরের শেষ আছে (গীতা ২।১৮) তাহাকেই অর্থাৎ আত্মাকে বিনাশশূন্য বলিয়া জানিবে" (গীতা ২।১৭) "হে অর্জ্জুন, এ সমস্ত আদি এবং এবং অন্তবিশিষ্ট অনিত্য সুখে পণ্ডিতগণ এ জন্য আসক্ত হন না" (গীতা ৫।২২) "ইহারা (ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয়ানুভব) উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অনিত্য (গীতা ২।১৪) "এই লোক (জগৎ) অনিত্য ও দুঃখকর শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধেও "প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিগম (বেদ) এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারকে উৎপত্তিবিনাশ-শীল এবং অনিত্য জানিয়া আসক্তিরহিত হইয়া বিচরণ করিবে" এই জগৎ পরিণামশীল ও অনিত্য" এ সমস্ত স্থলে উক্ত নিত্য ও অনিত্য এই দুইটী শব্দ ব্যবহারের কারণ (গীতা ২।১৬ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যথা—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর সত্তা পরিণামশীল, কিন্তু নিত্য বস্তু পরিণামশীল নহে। অন্যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চাদির ন্যায় বস্তুত মিথ্যা বলিলে পূর্ব্বাপর শাস্ত্র বাক্য বিরোধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষদ্বারা

নিত্যানিত্যে "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ (গীঃ ২।১৬) ইত্যত্র সত্ত্বাসত্ত্বব্যপদেশহেতুঃ অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ। প্রত্যক্ষং প্রপঞ্চসদ্ভাবগ্রাহকমিতি সূত্রকারোঽপ্যাহ "নাভাব উপলব্ধেঃ॥ (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭) ॥ ৬ ॥

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি" (ছাঃ ৬।২।১) শ্রুতিঃ স্ফুটতয়াঽদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণো বদতি কথং তর্হি বস্ত্বন্তরসদ্ভাবে তৎসিদ্ধিঃ। উচ্যতে বস্ত্বন্তরবিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ। তথাহি, ইদং বিভক্তনামরূপ বহুত্বাবস্থং জগদগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাগেকমেবাবিভক্তনাম-রূপকতয়ৈকত্বাবস্থাপন্নমেবাদ্বিতীয়মধিষ্ঠানান্তরশূন্যঞ্চ সদেবাসীদিত্যর্থঃ, "মূলমনাধার"মিত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ। সচ্ছব্দো বিশেষ্যভূত পরমাত্মবাচকোঽপি কারণবিষয়ত্বসামর্থ্যাৎ কারণত্বৌপয়িক-গুণ-বিশিষ্ট-প্রকৃতিকাল--শরীরকং পরমাত্মানমুপস্থাপয়তি। তথাচ, সদেবেত্যেবকারেণ নৈয়ায়িকাভিমতমুৎপত্তেঃ প্রাগ্‌জগতোঽসত্ত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। একমেবেত্যেব-কারেণ "বহুস্যামি"তি (ছাঃ ৬।২।৩) বক্ষ্যমাণ-কার্য্যবহুত্বাবস্থা ব্যুদস্যতে। সর্ব্বাসাং কারণবাদিনীনাং শ্রুতীনামেকবাক্যাবশ্যম্ভাবাৎ। তত্র "বিষ্ণুস্তদাসীদ্ধরিরেব নিষ্কলঃ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবা-পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্য্যঃ" "স একাকী ন রমতে" (বৃহদাঃ ১।৪।৩) "তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণী" ত্যারভ্য সুবালোপনিষদি "কিং তদাসীত্তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি তস্মাত্তমঃ সঞ্জায়তে" ইত্যাদ্যনুসারাৎ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে"তি-

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকারও বলিয়াছেন,—(ব্রঃ সূঃ ২।২।২৭) "যেহেতু জগতের উপলব্ধি হইতেছে, অতএব উহার অসত্ত্ব অর্থাৎ অভাব বলা যায় না॥" ৬ ॥

যদি বল—"একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।২।১) এই শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইতেছে। অন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে ঐ অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তর এই যে,—অন্যবস্তু অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) (এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল)"—এই শ্রুতিবাক্যের ইদং (এই) পদে নাম এবং রূপদ্বারা বিভক্ত, নানা অবস্থাবিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান জগৎ; "অগ্রে" পদে সৃষ্টির পূর্ব্বে, "এক" পদে নামরূপ-বিভাগশূন্য বলিয়া এক অবস্থাবিশিষ্ট; অদ্বিতীয়" পদে অন্য অধিষ্ঠানশূন্য বুঝাইতেছে। অতএব সম্পূর্ণ শ্রুতির অর্থ এই যে—'এই নামরূপ বিভাগবিশিষ্ট নানা-অবস্থাপন্ন, পরিদৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপ-বিভাগশূন্য, এক অবস্থাপন্ন, অন্য অধিষ্ঠানরহিত সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল। কারণ এইরূপ অর্থ করিলেই "জগতের যিনি মূল, তিনি আধারশূন্য" ইত্যাদি সুবাল শ্রুতির সহিত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সৎশব্দ বিশেষ্যভূত অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ যাহার বিশেষ, সেই পরমাত্মার বাচক হইলেও তিনি কার্য্যরূপ জগতের কারণ বলিয়া কারণতার উপযোগি অনুকূলগুণযুক্ত প্রকৃতি এবং কালরূপ তাঁহার শরীরের সহিত তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও কালরূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের সত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু "সদেব" (সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল) এই শ্রুতিবাক্যে 'এব' (ই) শব্দের দ্বারা তাঁহাদের মত নিরাস করা হইয়াছে। "আমি বহু অবস্থা ধারণ করিব" (ছাঃ ৬।২।৩) ব্রহ্মের ঐরূপ ইচ্ছাবশতঃ তিনি জগৎসৃষ্টির পরে কার্য্যরূপে বহু অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে "একমেব" (এক অবস্থাপন্নই ছিল) এই শ্রুতিবাক্যে এব (ই) শব্দের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাদৃশ বহু অবস্থার নিষেধ করা হইয়াছে। যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের কারণ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাদের অবশ্যই একরূপ অর্থ হওয়া উচিত। সে সমস্ত শ্রুতিতে—"সেই সময়ে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক নিষ্কল (অংশহীন, পূর্ণ) হরিমাত্রই অবস্থিত ছিলেন। "একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন; ব্রহ্মা, শিব, স্বর্গ, মর্ত্ত, নক্ষত্র,

নাম-রূপ-ব্যাকরণ-মাত্র-শ্রবণাচ্ছায়মেব শ্রুত্যর্থঃ, অন্যথা পরস্পর-ব্যাঘাত-প্রসঙ্গাৎ। উপদিষ্টঞ্চৈতচ্ছ্রুত্যভিপ্রায়ং ভাগবতৈকাদশে (১১।৯।১৬-১৮)-

"একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥
একমেবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু॥
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ।
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ॥"

ইত্যত্রাখিলাশ্রয়ে সত্যেবাদ্বিতীয়ত্ব-নির্দ্দেশেন বিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং স্ফুটতয়া সিদ্ধম্। বারাহে চ "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ মন্ত্রাভিমানিভির্দেবৈরপি সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বিশিষ্টস্যৈব পরমাত্মনঃ পরমকারণত্বং নির্ণীতম্॥ ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষেতি চিন্ত্যাম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥

জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কিছুই ছিলেন না", "তিনি একাকী রমণ করিতে পারিতেছিলেন না (বৃহদাঃ ১।৪।৩); তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইলে এক কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল"। সুবাল উপনিষদে ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "সে সময়ে কি বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে এখানে কিছুই ছিল না—যিনি জগতের মূল, তিনি আধাররহিত, সেই দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ—তাঁহা হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে" ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে। "এই জগৎ সে সময়ে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে নাম ও রূপদ্বারা ইহাকে বিভক্ত করিয়াছেন। ছা ৬।৩।২) এই শ্রুতিদ্বারাও পূর্ব্বে অস্তিত্ববিশিষ্ট জগতেরই পরে নামরূপ বিভাগমাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব "এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল" এই শ্রুতির যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ; তাহা না হইলে শ্রুতিসকলের পরস্পরের মধ্যে অর্থ-ব্যাঘাত-দোষ উপস্থিত হয়। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য ভাগবতে একাদশস্কন্ধেও (১১।৯।১৬-১৮)বর্ণিত হইয়াছে যে—"প্রলয়কালে ঈশ্বর নিজ-মায়াদ্বারা পূর্ব্ববিরচিত এই জগৎকে নিজকালশক্তি-দ্বারা সংহার-পূর্ব্বক এক অদ্বিতীয় আত্মাধার অখিল জগতের আশ্রয় নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তদীয় সত্ত্বাদি শক্তিসকল তখন নিজ কালশক্তি বশতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিল। তখন প্রধান ও পুরুষের (প্রকৃতি ও জীবের) অধিপতি, উত্তমাধম সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিপুরুষ "কেবল" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।" এ স্থলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ ভগবানকেই 'অদ্বিতীয়' পদদ্বারা নির্দ্দেশ করায় বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বয়ত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইল। বরাহপুরাণের- "আমা হইতেই সমস্ত জাত, আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাতেই লীন হইয়া থাকে। আমি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ" এই বচন দ্বারা এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রাভিমানী দেবগণের উক্তিদ্বারাও স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বিশিষ্ট পরমাত্মাই জগতের মূল কারণ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন যে—"এই জগতের কারণ কি, ব্রহ্ম না কালাদি? আমরা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি, প্রলয়কালে আমাদের স্থিতি কোথায় এবং কোন্ নিয়ামক পুরুষকর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখ দুঃখে—ব্যবস্থানুসারে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। কাল, স্বভাব, নিয়তি (পুণ্যাপাপলক্ষণ কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট), যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তি), আকাশাদি ভূতসকল, কিম্বা আত্মাই আমাদের কারণ তাহা বিচার করা উচিত। ইহাদের (কাল প্রভৃতির) সংযোগ কারণ নহে; যেহেতু, আত্মা চেতন পদার্থ, কালাদি অচেতন পদার্থ, তাহার কারণ হইতে পারে না। জীবকেও কারণ বলা চলে না—কারণ জীব সুখদুঃখের হেতু—কর্ম্মের অধীন।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

(শ্বেতাশ্বঃ ১।১।১-৩)

বেদান্ত-সূত্রকারোঽপি স্বযোগমহিম্নেদমেব নিশ্চিতমিত্যাহ শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১।৭।৪-৬)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্॥
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।

কিঞ্চ 'অগ্রে' ইত্যনেন যদি প্রলয়কালো বিবক্ষিতঃ তদা তু "অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীভবতি।"—

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ।
স বিষ্ণুনামা বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে"(বিঃ পুঃ)।

ভারতে চ—

"ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে।
আভূতসংপ্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্॥
একস্তিষ্ঠতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।"

ইত্যাদ্যনেক-প্রমাণৈস্তদানীং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধত্বাদ্ বিশিষ্টস্যৈবাদ্বিতীয়ত্বং সিদ্ধম্। যদা তু যৎপূর্ব্বং কদাচিদপি ন সৃষ্টি-সম্ভাবস্তৎকালোঽগ্রশব্দার্থঃ তদা তু 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দি'তি শ্রুত্যভিপ্রায়ঃ কঃ। অথ তদানীং জীবানাং তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চাভাবাদ্দেবাদিবিষমসৃষ্টেঃ কিং কারণমিতিনিরূপণায়ম্ ঈশ্বরেচ্ছেতি চেন্ন। সাধুকারী সাধুভবতী-(বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ত্যাদি

অনন্তর ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা আত্মশক্তিকেই কারণরূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং অদ্বিতীয়স্বরূপে কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।" (শ্বেতাশ্বঃ ১।১।১-৩)। বেদান্তসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবও নিজ-ভক্তিযোগবলে ইহাই নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবতের উক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, "ভক্তিযোগে হৃদয় নিশ্চল ও নির্ম্মল হইলে পর তিনি (শ্রীব্যাসদেব) পূর্ণ পুরুষ ও তাঁহার অধীন-মায়াকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়াই জীব নিজে জড়াতীত হইয়াও, ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসারব্যসন লাভ করে। অনন্তর শ্রীব্যাসদেব—অধোক্ষজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তিযোগই সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র উপায় ইহা অবগত হইয়া অজ্ঞলোকদিগের শিক্ষার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলেন (ভাঃ১।৭ ৪-৬)। 'অগ্রে' এই পদে প্রলয়কাল বলিলেই—"অক্ষর' (জীব) তমোগুণপ্রবলা প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে"—(বিঃ পুঃ)। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী প্রকৃতির কথা বলিয়াছি সেই প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়েই পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সমস্তের আধার, তিনিই পুরুষোত্তম এবং বেদবেদান্তে বিষ্ণুনামে অভিহিত—(বিঃ পুঃ)।" মহাভারতেও —"যখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার প্রলয় হয় এবং চরাচর সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও সমস্ত আকাশাদি ভূতগণের প্রকৃতিতে লয় ঘটিয়া থাকে, তৎকালে সর্ব্বাধারভূত এক নারায়ণই অবস্থান করেন।" এই সমস্ত অনেক প্রমাণ-বাক্যদ্বারা সে সময়ে স্থূল-সূক্ষ্মচিদাচিদবিশিষ্ট ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। অতএব বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হইল। যদি "অগ্রে" শব্দে এইরূপ অর্থ করা হয় যে,—যে কালের পূর্ব্বে আর সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই "অগ্র-শব্দার্থ"—তাহা হইলে "বিধাতা পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—এই ঋগ্বেদীয় বাক্যের কোনরূপ সদর্থ হয় না। (কারণ "অগ্র" শব্দে পূর্ব্বসৃষ্টি-রহিত কালবিশেষকে কল্পনা করিলে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ একথা বলা চলে না)। বিশেষতঃ তাদৃশ পূর্ব্বসৃষ্টিরহিত-কালে জীব কিম্বা তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের অভাব বশতঃ

শ্রুতিবিরোধাদ্ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষপ্রসঙ্গাচ্চ। নন্ন প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বেন ন বৈষম্যাদিদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" (মুণ্ডক ১।১।৭)—ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ দোষপরিহারার্থং "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) ইতি সূত্র-নির্ম্মাণ-বৈয়র্থ্যঞ্চ স্যাদ্ বিবর্ত্তবাদে ॥ ৭ ॥

নন্ন সন্মাত্রাধ্যস্ত-প্রপঞ্চস্য কো দ্রষ্টা, ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যাতিরোহিতস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতীতি চেন্ন নিত্যমুক্তাখণ্ডৈকরস-স্বপ্রকাশ-জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য নিরংশস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ। প্রকাশপর্য্যায়স্য জ্ঞানস্য তিরোধানে স্বরূপ-নাশপ্রসঙ্গঃ। তিরোধানং নাম-বস্তুস্বরূপে বিদ্যমানতৎপ্রকাশ-নিবৃত্তিঃ প্রকাশ একবস্তুস্বরূপমিত্যঙ্গীকারে তিরোধানাভাবঃ স্বরূপনাশো বা স্যাৎ। ন চ বাচ্যং স্বরূপপ্রকাশস্য নিত্যত্বেঽপি তদ্‌বৈশদ্যমাত্রমবিদ্যাতিরোহিতমিতি বৈশদ্যস্য স্বরূপানতিরিক্তত্বে প্রাগুক্তদোষস্য তদবস্থত্বাৎ অতিরিক্তত্বে চ সবিশেষত্ব-প্রসঙ্গাৎ। ন চ নির্বিশেষপ্রকাশমাত্রস্যাজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদি-জগদ্‌ভ্রমশ্চোপপদ্যতে সাক্ষিত্বভ্রমাদয়োঽপি হি জ্ঞাতৃ-বিশেষগতা দৃষ্টা ন জ্ঞপ্তিমাত্রগতাঃ। কিঞ্চ যদি ব্রহ্মৈবানাদ্যবিদ্যাবশাৎ স্বগতনানাত্বং পশ্যতি তর্হি প্রলয়কালে বিদ্যমানেঽপ্যজ্ঞানে প্রপঞ্চাদর্শনে কিং কারণম্। কিঞ্চ ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তস্যৈব মোক্ষমাণত্বাত্তদবিদ্যাকল্পিতানাং জীবানাং মোক্ষার্থশ্রবণাদি-প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যা-কার্য্যত্বাৎ স্বাপ্নমুমুক্ষূণাং প্রযত্নবৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতা-দ্যুপাদানাদি-প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপি ব্যর্থঃ কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ। কিঞ্চৈকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি চেৎ "পাদে মে বেদনা শিরসি মে সুখমি"তিবৎ সর্ব্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং

দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ্‌প্রাণিভেদে বিষমসৃষ্টির কারণ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল—ঈশ্বরের ইচ্ছাই বিষমসৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে "যিনি সৎকর্ম্ম করেন, তিনি উত্তম জন্ম লাভ করেন" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫)—এই শ্রুতি-বাক্যের সহিত বিরোধ এবং ঈশ্বরে বিষম দৃষ্টি ও নির্দ্দয়তারূপ-দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল—প্রপঞ্চই যখন মিথ্যা, তখন আর বৈষম্যাদি দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে—প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে "উর্ণনাভ যেরূপ সূত্রদ্বারা নিজে গৃহ রচনা-পূর্ব্বক নিজেই তাহাতে আবদ্ধ হয়" (মুণ্ডক ১।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অর্থবিরোধ হয় এবং বিষম সৃষ্টি নিবন্ধন ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত দোষগুলের জন্য "যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াও সৃষ্টি করেন, কাজেই বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হইতে পারে না (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) এই সূত্রের বিবর্ত্তবাদমতে কোন আবশ্যকতা থাকে না ॥ ৭ ॥

আরও বল দেখি—সৎস্বরূপ-ব্রহ্মে কল্পিত এই প্রপঞ্চের (জগতের) দ্রষ্টা কে? যদি বল—অনাদি-অবিদ্যা-কর্ত্তৃক ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে তিনিই (ব্রহ্মই) স্বগত নানাভাব দর্শন করিয়া থাকেন—তাহা সঙ্গত নহে—কারণ, যিনি নিত্যমুক্ত পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, অন্যের প্রকাশ্য নহেন) জ্ঞানমাত্র স্বরূপ এবং নিষ্কল (অংশহীন), তাঁহার আচ্ছাদন অসম্ভব। বস্তুর স্বরূপ বর্ত্তমান সত্ত্বে তাঁহার প্রকাশনিবৃত্তির নামই আচ্ছাদন। জ্ঞানের অপর নামই 'প্রকাশ'। তোমার মতে 'প্রকাশ' বা জ্ঞানমাত্রই যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্মের অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদন অসম্ভব, যদি হয় তাহা হইলে তাহার স্বরূপেরই নাশ ঘটিয়া থাকে। যদি বল—ব্রহ্মের স্বরূপভূত প্রকাশ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহার বিশদভাব (স্বচ্ছতা) মাত্র অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, কাজেই স্বরূপনাশের আশঙ্কা নাই—তাহা হইলে বল দেখি—সেই বিশদভাব, স্বরূপভূত প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না? যদি বল—উভয়ই এক,তাহা হইলে বিশদভাবের আচ্ছাদনে স্বরূপনাশই হইয়া থাকে। আর বিশদভাবকে স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিলে ব্রহ্ম বিশদভাববিশিষ্ট বলিয়া তোমার অভিলষিত নির্ব্বিশেষবাদের হানি ও সবিশেষবাদের সিদ্ধিই হইয়া থাকে। আরও দেখ—নির্ব্বিশেষ প্রকাশমাত্র পদার্থের অজ্ঞানবিষয়ক অনুভব ও জগদ্রূপ ভ্রম দর্শন হইতে পারে

স্যাজ্জীবেশ্বর-বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যাচার্য্য জ্ঞত্বাজ্ঞত্বাদি-ব্যবস্থা চ ন স্যাৎ। সৌভরি-প্রভৃতিষু হ্যাত্মৈকত্বেহনেকশরীরপ্রযুক্তং সুখাদি-প্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে। ন চাহমর্থস্য জ্ঞাতৃত্বাত্তদ্ভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবো নাত্মভেদাদিতি বক্তুং শক্যম্। আত্মা জ্ঞাতৈব স চাহমর্থ এব অন্তঃকরণভূতস্ত্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন্ন জ্ঞাতা। "বিকার-জননীমজ্ঞাম" "এতদ্ যো বেত্তি" "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি" "জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" মোক্ষধর্ম্মে চ "অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ। ন তু বুধ্যেত গন্ধর্ব্ব-প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৮ ॥"

কিঞ্চান্যত্র সত এবান্যত্রারোপ নিয়মান্নর-[illegible]ণা-দেরিব স্বরূপেণাসতঃ প্রপঞ্চস্য ন ব্রহ্মণ্য[illegible]োপসম্ভবঃ, দৃশ্যতে হি রজ্জ্বাদিষু সত এব সর্পাদের[illegible]রোপঃ। 'নীলং নভ' ইত্যত্রাপি পূর্ব্বমনুভূতস্য সত এব নীলস্য প্রতীতিঃ। স্বপ্নেহপ্যত্রজন্মনি জন্মান্তরে বা দৃষ্টস্য শ্রুতস্য বা বিষয়স্যানুভবঃ. "অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্[illegible]ভাবান্নভাব উপজায়তে" (ভাঃ ১১।২৮।২৩) ইত্যেকাদশে

না। কারণ—তাদৃশ অনুভব এবং ভ্রম প্রভৃতি জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানমাত্রের হয় না—ইহা জাগতিক বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। আরও বল—ব্রহ্মই যদি অনাদি-অবিদ্যাবশতঃ স্বগত নানাভাব দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রলয়কালে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রপঞ্চ দর্শন হয় না কেন? আরও দেখ—ব্রহ্মের অজ্ঞান স্বীকার করিলে—নিজের (ব্রহ্মের) অজ্ঞান নিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মেরই মুক্তি সম্ভবপর হয়; সুতরাং অবিদ্যা-কল্পিত জীবের মুক্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন নিষ্ফল। কারণ—স্বপ্নে কল্পিত মুক্তিকামী পুরুষের চেষ্টা এবং রজতাভিলাষী পুরুষের শুক্তিতে কল্পিত রজতসংগ্রহের চেষ্টা যেরূপ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বিফল হয়, সেইরূপ এ স্থলেও জীব এবং তদীয় শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বিফলই হইয়া পড়ে। শুক, প্রহ্লাদ, বামদেব প্রভৃতির এবং আধুনিক জীবের মোক্ষের জন্য প্রযত্নও নিষ্ফল। যেহেতু, উহা যে আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য, সেই আচার্য্যও তোমার মতে ব্রহ্মের অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র। আরও দেখ—একই ব্রহ্ম যদি সমস্ত প্রাণী শরীরে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—একই ব্যক্তির যেরূপ "আমার পাদদেশে বেদনা অনুভূত হইতেছে, মস্তকে সুখ বোধ হইতেছে" এক শরীরেই স্থানভেদে এবম্বিধ সুখদুঃখের পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞান হয়—সেইরূপ ব্রহ্মেরও নানা প্রাণিশরীরভেদে কোনও শরীরে সুখ, কোন শরীরে দুঃখ অনুভূত হইতে পারে. এবং 'ইনি জীব, ইনি ঈশ্বর, এব্যক্তি বদ্ধ, এই ব্যক্তি মুক্ত; ইনি শিষ্য, ইনি আচার্য্য; এই ব্যক্তি পণ্ডিত, এই ব্যক্তি মূর্খ' এরূপ নিয়ম থাকতে পারে না। সৌভরি প্রভৃতিরও যোগবলে অনেক শরীর ধারণকালে এক আত্মাতেই ভিন্ন ভিন্ন শরীরগত সুখ দুঃখের অনুভব দৃষ্ট হইয়াছে। যদি বল—"প্রতি শরীরে আত্মার ভেদবশতঃ এক শরীরের সুখ-দুঃখ অন্য শরীরগত আত্মায় অনুভূত হয় না—একথা সঙ্গত নহে; কিন্তু আত্মা অভিন্ন হইলেও প্রতি শরীরে অহং পদার্থের ভেদ আছে বলিয়াই এক শরীরের সুখ দুঃখ অন্য শরীরগত অহং পদার্থের অনুভূত হয় না। 'অহং-পদার্থ'ই সুখদুঃখের অনুভব-কর্ত্তা"—ইহাও সঙ্গত হয় না—কারণ আত্মা এবং 'অহং-পদার্থ' একই তত্ত্ব এবং তিনিই জ্ঞাতা। এই 'অহং-পদার্থ' এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এক নহে। অহঙ্কার তত্ত্ব অন্তঃকরণবিশেষ। উহা জড়বস্তু, এবং জ্ঞানের করণ, কাজেই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ জ্ঞানের কর্ত্তা নহে, সেইরূপ উহাও কর্ত্তা নহে। এ বিষয়ে "প্রকৃতি অচেতনা এবং বিকারসমূহের প্রসবিত্রী, উহা যিনি জানেন", "বিজ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞানশক্তির লোপ হয় না" (বৃহদাঃ ৪।৩।৪০) 'তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই', "এই পুরুষই জানেন". "বিজ্ঞাতা পুরুষকে আর কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইবে?"—এসমস্ত শ্রুতি এবং মোক্ষধর্ম্মের—"হে গন্ধর্ব্ব! পুরুষ অচেতনা প্রকৃতিকে অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষকে জানিতে পারেন না— প্রভৃতিই প্রমাণ ॥ ৮ ॥

আরও দেখ—যে বস্তুর কোনও একস্থানে সত্তা আছে, তাহারই অন্যবস্তুতে সাদৃশ্যাদি বশতঃ কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রপঞ্চ মনুষ্যশৃঙ্গাদি পদার্থের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া

ভগবদ্‌বচনাৎ। নম্বারোপঃ স্ববিষয়স্য ক্বচিৎ প্রতীতিমাত্রমপেক্ষতে ন সত্যত্বমপীতি চেন্ন প্রতীতেরপ্যসতঃ শশশৃঙ্গাদেরিবাসম্ভবাৎ। নমু রজ্জুসর্পপ্রতীতেরিব প্রপঞ্চ-প্রতীতেরপি দোষমাত্রমেব কারণমপেক্ষিতমিতি বিষয়সত্ত্বাবো নাপেক্ষিত ইতি চেন্ন দোষরূপকারণস্যাপি মিথ্যাত্বেন পরপক্ষে বিষয়প্রতীতিরূপকার্য্যোৎপত্তেরসম্ভবাৎ কার্য্যস্য কারণসত্তাপেক্ষত্বনিয়মাৎ। নম্বসতোঽপ্যারোপিত-সর্পস্য ভয়াদিকার্য্যং প্রতি কারণত্ব-দর্শনাৎ কার্য্যস্য কারণসত্তাপেক্ষত্ব-নিয়মো নাস্তীতি চেন্ন অসতঃ পরোৎপত্ত্যনুকূল-শক্তিমত্ত্বরূপ-কারণত্বাসম্ভবাৎ, ভ্রমস্থলেঽপ্যারোপিতা হি বিষয়জ্ঞানস্যৈব ভয়াদিকার্য্যহেতুত্বেন বিষয়স্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, কারণমাত্রমিথ্যাত্বপক্ষে কার্য্যোৎপত্তিবর্ণনানুপপত্তেঃ। নম্বসতোঽপি সর্পাদেজ্ঞানকারণত্বোপপত্তি-বদ্ ভয়কারণত্বোপপত্তিরপি কিং ন স্যাদিতি চেন্ন দোষস্যৈবাসদর্থাবলম্বনজ্ঞানকারণত্বেন ভ্রমস্থলে বিষয়স্য জ্ঞানকারণত্বানুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

নমু ঘটপটাদীনাং ব্যাবহারিক-সত্যত্বমঙ্গীকৃতমেবেতি চেন্ন স্বরূপতো মিথ্যাভূতস্য শুক্তিরজতস্যেব ব্যবহারাঙ্গত্বাসম্ভবাৎ। নম্বসতোঽপি স্বাপ্নপদার্থস্য স্বকালাবচ্ছিন্নব্যবহারোপযোগিত্বং দৃশ্যত ইতি চেৎ তর্হি প্রাতিভাসিক-ব্যবহারিকসাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ রজ্জ্বাবধ্যস্তানাং সর্প-ভূদলনাম্বুধারাদীনামসত্যত্বে যদি ভেদো বক্তুং শক্যতে তদা

ব্রহ্মে তাহার কল্পনা হইতে পারে না। সর্পাদি পদার্থ সত্য বলিয়াই রজ্জু প্রভৃতিতে তাহার কল্পনা হইয়া থাকে। আকাশে যে নীলবর্ণের প্রতীতি হয়, সেই নীলবর্ণও অন্যস্থানে পূর্ব্বে অনুভূত এবং সত্য পদার্থ। স্বপ্নে ও ইহজন্মে বা জন্মান্তরে দৃষ্ট বা শ্রুত পদার্থেরই অনুভব হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে (১১।২৬।২৩) ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে—"অদৃষ্ট কিম্বা অশ্রুত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের উৎপত্তি হয় না।" কেবল সত্য পদার্থেরই আরোপ হয় এমন নিয়ম নাই কিন্তু যে বস্তুর কদাচিৎ প্রতীতি হইয়াছে সেই বস্তুরই আরোপ হইতে পারে-একথা ও বলিতে পার না; কারণ—শশকশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় যে বস্তু একান্ত অসৎ তাহার প্রতীতিই সম্ভবপর নহে। যদি বল—রজ্জুতে সর্প কল্পনাস্থলে যেমন ইন্দ্রিয়-দোষাদি কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ প্রতীতি-বিষয়েও অবিদ্যারূপ দোষই কারণ—বিষয়ের সত্যতার কোন আবশ্যক নাই। তাহাও সঙ্গত নহে—যেহেতু কারণের সত্তা থাকিলেই তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু তোমার মতে—প্রপঞ্চ-প্রতীতিরূপ কার্য্যের কারণীভূত 'অবিদ্যা' মিথ্যা বলিয়া তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি (প্রপঞ্চ-প্রতীতি) সম্ভবপর হয় না। রজ্জুতে আরোপিত (কল্পিত) সর্প মিথ্যা হইয়াও ভয় উৎপাদনরূপ সত্য কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। কাজেই কার্য্য সর্ব্বত্রই কারণের সত্তাকে অপেক্ষা করে এইরূপ নিয়ম নাই—এ কথা ও সঙ্গত নহে—যেহেতু যাহাতে অন্যপদার্থ সৃষ্টির অনুকূল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই 'কারণ' বলে। মিথ্যা পদার্থে অন্য পদার্থ সৃষ্টির অনুকূল শক্তি থাকা অসম্ভব বলিয়া উহা কাহারও কারণ হইতে পারে না। রজ্জু সর্প-রূপ দৃষ্টান্ত স্থলেও কল্পিত (মিথ্যা) সর্প, ভয়রূপ সত্য কার্য্যের কারণ নহে; কিন্তু তাদৃশ সর্পবিষয়কজ্ঞানই ভয়ের কারণ—জ্ঞান সত্যপদার্থ; কাজেই তাহা হইতে ভয় উৎপত্তি রূপ সত্য কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই। কারণ-মাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তির বর্ণনা সঙ্গত হয় না। যদি বল—রজ্জুতে কল্পিত সর্প মিথ্যা হইয়াও যেরূপ তদ্‌বিষয় জ্ঞান রূপ কার্য্যের কারণ হয়, সেইরূপ ভয়েরও কারণ হউক না কেন? তাহার উত্তর এই যে—উক্তস্থলে কল্পিত সর্প, জ্ঞানের কারণ নহে কিন্তু দোষই মিথ্যাবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের কারণ। ভ্রমস্থলে 'বিষয়' জ্ঞানের কারণ হয় না, ইহাই নিয়ম ॥ ৯ ॥

যদি বল—আমরাও ঘট পট প্রভৃতি বস্তুকে একান্ত মিথ্যা বলি না কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত উহাদের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি—একথাও যুক্তিসঙ্গত নহে—কারণ যে বস্তু শুক্তিতে কল্পিত রজতের ন্যায় স্বরূপে মিথ্যা সে কখনও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। যদি বল—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা, হইয়াও স্বপ্নকাল

সম্মাত্রেঽধ্যস্তানামপায়ং ব্যবহারিকসত্তাকোঽয়ংচ প্রাতিভাসিকসত্তাক ইত্যেবং ভেদ উচ্যতাম্। ১০ ॥

অবচ্ছেদবাদে—"যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশস্তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানানাং জীবগতানামজ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্ব-ব্যপদেশঃ। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকমন্তর্য্যামী জগৎকারণমীশ্বর ইতি ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিদি"তি শ্রুতেঃ। অস্যেয়ং সমষ্টিরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরমানন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশবদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোশঃ, সর্ব্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ, অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহদাঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিন-সত্ত্বপ্রধানা, এতদুপহিতং চৈতন্যমল্পজ্ঞত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞ-ত্বম্। অনয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্ব্বনবৃক্ষয়োরিবাভেদঃ। তদুপহিতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকা শয়োরিবাভেদঃ। বনবৃক্ষ-তদবচ্ছিন্নাকাশয়োরাধা-রাম্বুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিত - চৈতন্যয়ো-রাধারভূতং যদম্বুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মিতি চোচ্যতে "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"(মাণ্ডুক্য ১।৭)ইতি শ্রুতেঃ।

পর্য্যন্ত ব্যবহারের উপযোগিরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহা হইলে প্রাতিভাসিক (শুক্তি প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদি) পদার্থ এবং ব্যবহারিক (ঘট পট প্রভৃতি) পদার্থের ভেদ-নির্ণয় অসম্ভব অর্থাৎ কোন পদার্থ তাদৃশ কল্পিত এবং কোন পদার্থ ব্যবহারোপযোগি-সত্তা বিশিষ্ট ইহা নিদ্ধারণ করিয়া বলিতে পার না। যেমন রজ্জুতে কল্পিত— সর্প, ভূ-দলন, (ভূমির ফাটা) জলধারা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প, বিদীর্ণ ভূমি, বা জলধারা যে কোন রূপেই কল্পনা করা হউক না কেন, কল্পিত বস্তু সকলের যেমন মিথ্যা বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই (মিথ্যাত্ব রূপে সমস্তই তুল্য) সেইরূপ একই ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যা-পদার্থ সকলের মধ্যে আবার "এবস্তু ব্যবহারিক সত্তা বিশিষ্ট, এই বস্তু প্রতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট—এরূপ ভেদ হইতে পারে না।"১০

অবচ্ছেদবাদে—(অজ্ঞান কর্তৃক অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই 'জীব' প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে এই মতে) যেমন অনেক বৃক্ষের সমষ্টি একটী বন নামে কথিত হয়, সেইরূপ বহু রূপে প্রকাশিত জীবগত অজ্ঞান সকলের সমষ্টি এক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞান-সমষ্টি উৎকৃষ্ট (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোনও ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সুতরাং তৎকালে তদুপহিত ঈশ্বরচৈতন্য উৎকৃষ্ট) উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, যখন অসমান হইয়া কোনও একটী বৃদ্ধি পায়, তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির অর্থাৎ অজ্ঞানের সর্ব্ব প্রকাশক, সর্ব্ববীজস্বরূপ সুখময় ও জ্ঞানময় সত্ত্ব অংশ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমষ্টি অজ্ঞান বা মহত্তত্ত্বের সত্ত্বগুণটি প্রধান ও প্রবল থাকে, রজঃ ও তমোগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূত থাকে। সেই জন্য তাহাকে 'বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান' বলা যায়) এবং তদুপহিত চৈতন্য বস্তুই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, জগৎকারণ 'ঈশ্বর' নামে কথিত হন। তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়াই 'সর্ব্বজ্ঞ' সংজ্ঞাবিশিষ্ট—এই বিষয়ে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সর্ব্ববিৎ" এই শ্রুতি প্রমাণ। অজ্ঞানের এই সমষ্টিই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া 'কারণ-শরীর' নামে, প্রচুর আনন্দযুক্ত এবং কোষের (তরবারি প্রভৃতির আধার অর্থাৎ খাপ) মত ব্রহ্মের আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে, সমস্ত জগতের বিশ্রাম স্থান বলিয়া সুষুপ্তি নামে, এবং স্থূল সূক্ষ্ম (অর্থাৎ বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভের) যাবতীয় প্রপঞ্চের প্রলয় স্থান নামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন একই বন আবার ব্যষ্টি (পৃথক্ ২) ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান-সমষ্টিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে 'ইন্দ্র (ঈশ্বর) নিজশক্তিসমূহ

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যমজ্ঞানাদিতদুপহিতচৈতন্যাভ্যামবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য বাচ্যং বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমিতি চোচ্যতে ইতি যদুক্তং তদযুক্তম্। ঈশ্বরস্যাধারভূতমনুপহিতং চৈতন্যমিতি বচনং "মূলমনাধারম্" "দিব্যো দেব একো নারায়ণ" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়" ইত্যাদিভির্বিরুধ্যতে। বৃক্ষাণাং সমূহরূপস্য বনস্য বৃক্ষসন্তানন্তরসত্তাকত্বেন বনস্থানীয়স্যেশ্বরস্যাপি জীবসন্তানন্তরসত্তাকত্বাদাদাবেকত্বেনাবস্থানং পশ্চা"দেকোঽহং বহুস্যাম" (ছাঃ ৬।২।৩) "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"তি (ছাঃ ৬।৩।২) সঙ্কল্পপূর্ব্বকবহুত্বভবনং জীবভাবাপত্তিশ্চ ন সম্ভবতি। নন্ব সমষ্টিপূর্ব্বকত্বাদ্‌ব্যষ্টের্নাসম্ভব ইতি চেন্ন, ব্যষ্টীনাং সমূহাবস্থৈব সমষ্টিরিতি ব্যবহ্রিয়তে, সেনাবনরাশ্যাদিষু তথাদৃষ্টেঃ। কিঞ্চ সমষ্ট্যবস্থায়াং জীবাস্তিষ্ঠন্তি ন বা। তিষ্ঠন্তি চেজ্জীবভাবাপত্তিসঙ্কল্পবৈয়র্থ্যং তদবস্থম্। ন তিষ্ঠন্তীতি

দ্বারা বহুরূপ হইয়া থাকেন(বৃহঃ ২।৫।১৯)" এই শ্রুতি প্রমাণ। ব্যষ্টি অজ্ঞানই তেজ-উপাধি-বিশিষ্ট সুতরাং মলিন-সত্ত্ব প্রধান (মহত্তত্ত্ব নামক মূল অজ্ঞানের পর তদ্গত রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তঃকরণ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, রজঃ ও তমো মিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশ-শক্তি অল্প, সুতরাং তদুপহিত জীব-চৈতন্য অল্পজ্ঞ ও মলিন-সত্ত্ব-প্রধান) এবং ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত-চৈতন্য-বস্তু অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ (প্রায় অজ্ঞ) বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানের প্রকাশ করেন, সেই জন্যই তিনি প্রাজ্ঞ। বন এবং বৃক্ষে যেরূপ অভেদ, উক্ত সমষ্টি এবং ব্যষ্টি অজ্ঞানেও সেইরূপ অভেদ রহিয়াছে। এবং উক্ত অজ্ঞানদ্বয় কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্যবস্তুদ্বয়েরও বন কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ও বৃক্ষ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় অভেদ বর্ত্তমান। বন বৃক্ষ এবং তাহাদের অবচ্ছিন্ন আকাশের আধার-স্বরূপ যেমন একটী নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে সেইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং তাহাদিগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আধার-স্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই তুরীয় (চতুর্থ) (অর্থাৎ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেরূপ চতুর্থ, সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা কেবল চৈতন্যাবস্থা তুরীয়। নিগুর্ণতাহেতু নামকল্পনা না হওয়ায় 'চতুর্থ' শব্দে উল্লিখিত হয়) নামে কথিত হন। এ বিষয়ে সেই শিব (মঙ্গলময়), অদ্বিতীয় চৈতন্যই (চতুর্থ) বলিয়া নির্দ্ধারিত, (মাণ্ডুক্য ১।৭) এই শ্রুতি প্রমাণ। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় বস্তুই যে কালে অজ্ঞান এবং তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বয়ের সঙ্গে অপৃথগ্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন সেই সময়ে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) এই মহাবাক্যের বাচ্যরূপে এবং যখন পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন তৎকালে উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু—"নিরবচ্ছিন্ন তুরীয়চৈতন্য বস্তু, ঈশ্বরের আধার স্বরূপ", তোমার এই বাক্য—"যিনি এই জগতের মূল, তাঁহার আর আধার নাই", "দিব্য নারায়ণদেব অদ্বিতীয়", "যিনি এই অখিল জগতের আশ্রয় তিনি আত্মাধার অর্থাৎ নিজেই নিজের আধার স্বরূপ, তাঁহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ (কারণ এই সমস্ত শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর আর অন্য আধার অপেক্ষা করেন না, ইহাই পাওয়া যাইতেছে)। আরও দেখ—বৃক্ষের সমূহের নামই বন। কাজেই প্রথমতঃ বৃক্ষ সকলের উৎপত্তি হইলে পশ্চাৎ তাহাদের সমষ্টি বনরূপে পরিণত হইতে পারে। তোমার দৃষ্টান্তেও যেহেতু জীব সকলকে বৃক্ষতুল্য এবং তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বরকে বনতুল্য বলা হইয়াছে—কাজেই জীবের উৎপত্তির পর ঈশ্বরের উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে বলিয়া—"তিনি প্রথমে এক ছিলেন পরে আমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিব (ছাঃ ৬।২।৩)", "এই জীবরূপ স্বরূপ দ্বারা তেজঃ প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিভাগ করিব" (ছাঃ ৬।৩।২),—এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঈশ্বরের বহুভাব ধারণ ও জীবভাবপ্রাপ্তির বিষয় যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হয় না"। যদি বল—সমষ্টিই প্রথমে জন্মে পশ্চাৎ তাহার অংশ সকলই 'ব্যষ্টি' নামে কথিত হয় বলিয়া সমষ্টিরূপ ঈশ্বরের বহুভাব ও জীব-ভাব অসম্ভব নহে তাহার উত্তর এই যে—

পক্ষেঽপি ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদি-" (কঠ ১।২।১৮) ত্যাদিনাঽজত্বাদি শ্রুতেজ্জীবানাং প্রাচীনকর্ম্মফলভোগায় জগৎস্রষ্ট্যভ্যুপগমাচ্চান্যথা বিষমসৃষ্ট্যনুপপত্তেশ্চ। তথা চ সূত্রম্—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) সৃজ্যমানদেবাদি-ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্বিষমসৃষ্টেদের্বাদীনাম্। দেবাদি-যোগং তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ "সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন।" (বৃহদাঃ ৪।৪।৫) ন কর্ম্মাঽবিভাগাদিতি চেন্নানাদি-ত্বাৎ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫) প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ন সন্তি কুতঃ, অবিভাগ-শ্রবণাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র

ব্যষ্টির সমূহাবস্থাই সমষ্টি নামে অভিহিত হয় বলিয়া ব্যষ্টির জন্মই প্রথম হইয়া থাকে ইহা সেনা, বন, রাশি প্রভৃতি স্থলে দেখা যাইতেছে (এক এক জন করিয়া মিলিত বহু যোদ্ধার নামই সেনা, এক একটী করিয়া মিলিত বহু বৃক্ষই বন এবং এক একটী করিয়া বহু বস্তু মিলিত হইলেই তাহাকে রাশি বলিয়া থাকে, কাজেই এ সমস্ত স্থলে সর্ব্বত্রই ব্যষ্টির সত্তাই প্রথম দেখা যায়)। আরও বল—সমষ্টি অবস্থা-কালে জীবের অস্তিত্ব থাকে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে আবার জীবভাব ধারণের জন্য ঈশ্বরের বৃথা সঙ্কল্পের আবশ্যক কি? যদি বল—তখন জীবের অস্তিত্ব থাকে না—তাহাও অসঙ্গত—কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন—"জ্ঞানবান্ (জীব ও ঈশ্বর) কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃত হন না (কঠ ১।২।১৮) অর্থাৎ নিত্যকালই অবস্থিত কাজেই জীব জন্মরহিত ইহাই লাভ হইতেছে। জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি স্বীকার করায় সর্ব্বদাই জীবের সত্তা অবগত হওয়া যায়। অন্যথা জীবের সৃষ্টি যদি আকস্মিক (কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে) বলা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাববশতঃ তদীয় শুভাশুভ কোনরূপ কর্ম্ম না থাকায় প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গাদি বৈষম্য-ভাবের সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্মসূত্রও এই-রূপ—"বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না" (ব্রঃ সূ ২।১।৩৪। যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ, তাহা শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে - অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতি বিষম সৃষ্টি বিষয়ে ভগবান্ তাহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। দেবতাদি শরীর ধারণ তাহাদের কর্ম্মসাপেক্ষ ইহা শ্রুতিতেও দেখা যাইতেছে যেমন "যিনি উত্তম কর্ম্ম করেন তিনি উত্তম (দেবাদি) শরীর লাভ এবং যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপদেহ (নরক প্রাপি শরীরাদি) লাভ করেন", "পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী হইয়া থাকে" (বৃহদাঃ ৪।৪।৫)। "হে বৎস! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" এই শ্রুতি দ্বারা তৎকালে ব্রহ্মের অবিভক্তরূপে অবস্থান বশতঃ জীবের অভাবই অবগত হওয়া যায়। অতএব জীবের অভাবে তদীয় শুভাশুভ পূর্ব্ব কর্ম্মের অভাব বশতঃ প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, নারকী প্রভৃতি বিভাগের বৈষম্য রূপে সঙ্গত হয়। এই বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রকার প্রশ্ন ও উত্তর স্বরূপ একটী সূত্র বলিয়াছেন।—তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) কর্ম্ম ছিল না, কারণ (সে সময়ে ব্রহ্মের জীবরূপে) বিভাগ ছিল না। উত্তর—ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু (জীব ও তদীয় কর্ম্ম প্রবাহ) অনাদি কাল বর্ত্তমান। ইহা যুক্তি দ্বারা উপপন্ন ও শাস্ত্র হইতে উপলব্ধ হইতেছে (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫)। "জীব অনাদিকাল বর্ত্তমান থাকিলে "হে বৎস! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" ব্রহ্মের এইরূপ অবিভক্ত ভাবে অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়— এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও জীব অনাদি হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। কারণ—তৎকালে (প্রলয়ে) জীব ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ হইলেও নাম এবং রূপ শূন্য বলিয়া পৃথগ্রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। এস্থলে এতা-দৃশ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থানের নামই অবিভাগ কিন্তু জীবের একান্ত অভাব নহে। অন্যথা জীবকে উৎপত্তিশীল বলিলে তাহার বিনাশও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ—উৎপত্তি-শীল পদার্থমাত্রই বিনাশী। অতএব জীব যদি উৎপত্তি বিনাশশীল হয়, তাহা হইলে "অকৃতাভ্যাগম" ও "কৃতবিনাশ" রূপ দোষদ্বয় উপস্থিত হয়। ("অকৃত" যাহা করা হয় নাই তাহার "অভ্যাগম" উপস্থিতি বা প্রাপ্তি। এ স্থলেও জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্তা না থাকায় দেব বা নারকি শরীর লাভের উপযোগী সৎ বা অসৎ কর্ম্ম ছিল না। কাজেই

আসীদি-" (ছাঃ ৬।২।১) ত্তি অতস্তদানীং তদভাবাদ্বৈৎকর্ম্ম ন বিদ্যতে কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যত ইতি চে"ন্নানাদিত্বাৎ" ক্ষেত্রজ্ঞানা তৎকর্ম্মপ্রবাহাণাঞ্চ। তদনাদিত্বেঽ-প্যবিভাগ উপপদ্যতে যতস্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু তদানীং পরিত্যক্ত-নামরূপং ব্রহ্মশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপ-দেশানর্হমতিসূক্ষ্মম্। তথানভ্যুপগমেঽকৃতাভ্যাগমঃ কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ। "উপলভ্যতে চ" তেষাম-নাদিত্বম্ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি" (কঠ ১।২।১৮)। সৃষ্টিপ্রবাহানাদিত্বঞ্চ "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি" ত্যাদৌ, তদ্ধেদং তর্হ্যব্যা-কৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" তি নামরূপ ব্যাকরণ-মাত্রশ্রবণাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধং স্মৃতাবপি—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপী" - (গীঃ১৩।১৯) ত্তি "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তি মামিকা"-(গীঃ ৯।৭) মিতি ॥ ১১ ॥

ননু "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুন" রিত্যাদিনা ঘটাকাশ-দৃষ্টান্তেন ব্রহ্মণো জীবভাবা-পত্তির্গম্যত ইতি চেৎ, আকাশদৃষ্টান্তেনোপহিতাংশ-ভেদপক্ষস্তু ঘটাকাশ-ন্যায়েন পূর্ব্বপূর্ব্বোপহিতাংশ-পরিত্যাগে তত্তদংশরূপস্য ভোক্তৃত্বভাবাদুত্তরোত্ত-রোপহিতাংশানাং পূর্ব্বপূর্ব্বাংশানুভূতভোগপ্রতি-সন্ধানানুপপত্তেরুপলভ্যমানক্ষেত্রজ্ঞপূর্ব্বানুভূতভোগ-প্রতিসন্ধানবিরুদ্ধঃ। ভোক্তৃসন্তত্যেকতান-মাত্রেণ প্রতিসন্ধানে সৌগতমতোন্মজ্জনেন স্থিরাত্ম-পরিত্যাগপ্রসঙ্গাচ্চাত্যান্তমনুপপন্নোঽকৃতাভ্যাগমকৃত-বিপ্রণাশপ্রসঙ্গশ্চ, মোক্ষানুপপত্তিশ্চ। তথাহি স্থিরাত্মানুপাধীনাং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গমনাগমনেন বিনষ্টোপাধিপ্রদেশেঽপ্যুপাধ্যন্তরসঞ্চারস্যাঽবর্জ্জনীয়-ত্বাদুপাধেরেব মোক্ষো ন ত্বাত্মনঃ। শ্লোকা-র্থস্তু যথা শব্দগুণকো মহাবকাশপ্রদ আকাশো ঘটাকাশাবস্থায়ামল্পাবকাশ-প্রদত্বেন বর্ত্তমানো ঘট-

সৃষ্টিকালে তাদৃশ শরীর লাভ অকৃত বিষয়েরই প্রাপ্তি। "কৃত বিনাশ"—যাহা করা যায় তাহার নাশ অর্থাৎ ফল লাভ না হওয়া। এ স্থলেও জীব বিনাশশীল হইলে দেহ ত্যাগের পর অস্তিত্ব না থাকায় শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের বিনাশই হইয়া থাকে, ফল ভোগ ঘটে না। বস্তুতঃ উক্ত বিষয় দুইটী অনু-ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া দোষ মধ্যে গণ্য)। "জ্ঞানবান্ (জীব) জাত বা মৃত হন না", ইহা দ্বারা জীবের এবং "বিধাতা সূর্য্য চন্দ্রকে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন", ইহা দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদি ভাব উপলব্ধ হইতেছে। "জীব ও প্রপঞ্চ তৎকালে অবিভক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ দ্বারা বিভক্ত করিয়া ছিলেন", ইহা দ্বারা কেবল নামরূপ বিভাগমাত্রই নূতন বলিয়া জানা যায়। "প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিবে" (গীঃ ১৩।১৯), "হে অর্জ্জুন! প্রলয়ে ভূতগণ আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়" (গীঃ ৯।৭)—এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য দ্বারাও জীবের স্বরূপের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যদি বল,—"ঘট ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্যবর্ত্তী ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ যেরূপ পূর্ব্বের ন্যায় নিরবচ্ছিন্নভাব (মহাকাশরূপ) লাভ করে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন জীব-ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মও পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন-ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়"—এই প্রকার ঘটাকাশ-দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মই দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন—ইহা অবগত হওয়া যায়—তাহা সঙ্গত নহে। কারণ—যদি ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনু-সারে দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অংশকেই জীব বল, তাহা হইলে—ঘট যেমন একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলে তদ্দ্বারা আবদ্ধ পূর্ব্বস্থানের আকাশ মুক্ত হইয়া মহাকাশে পরিণত হয় ও যে স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই স্থানের মুক্ত-মহাকাশের কতক অংশ তাহার দ্বারা আবদ্ধ হয় সেইরূপ দেহাদিও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে তাহার দ্বারা পূর্ব্বস্থানে ব্রহ্মের যে অংশ আবদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা মুক্ত এবং যে স্থানে গমন করে সেই

দোষসংস্পৃষ্টোঽবতিষ্ঠতে, বটে ভিন্নে তু যথা পুরাকাশঃ স্যান্মহাবকাশপ্রদঃ স্যাৎ, তথা স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকোঽসংসারী জীবঃ সংসারদশায়ামল্পজ্ঞোঽনীশস্তথাপি জন্মমরণাদি-দেহাদিধর্ম্মবর্জ্জিতোঽবতিষ্ঠতে, দেহে মৃতে স্থূলসূক্ষ্মোপাধিনিবৃত্তৌ পুনর্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাদি" (ব্রহ্মঃ সূঃ ৪।৪।১) তাস্নুসারাদাবির্ভূতগুণকো বৃহত্বাদি গুণবিশিষ্টো ভবতি "ব্রহ্মণো মহিমানমবাপ্নোতি", স চানন্ত্যায় কল্পতে" (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)। 'নয়নেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী' (ছাঃ ৬।৩।২) ত্যাদিভির্ব্রহ্মণ এব জীবভাবাপত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্রেদং বিমর্শনীয়ম্ সঙ্কল্পপূর্ব্বকজীবভাবাপত্তিঃ [illegible] কিং নির্ব্বিশেষস্যোত মায়োপধিকস্যেশ্বরস্য। ন চাদ্যঃ, নির্ব্বিশেষস্য সঙ্কল্পশূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিশুদ্ধ-

---

স্থানে ব্রহ্মের কতক মুক্ত অংশ তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা দেখিতে পাই দেহের পূর্ব্বস্থানে অবস্থান কালে যে আত্মার "আমি এখানে অবস্থান করিতেছি"—এইরূপ জ্ঞান জন্মে, দেহ অন্য স্থানে গমন করিলেও সেই আত্মারই "যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি"—এইরূপ জ্ঞান হইয় থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ক্রিয়ায় একেরই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হয়। তোমার মতে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত অনুসারে দেহাদি উপাধিরই স্থানান্তরগমন হয়, জীবের নহে; কাজেই জীব উভয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, "যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি এস্থানে আসিয়াছি—"এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞানের অপলাপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দেহের স্থানভেদে জীবের ভেদ হইলে, দেহ এই স্থানে অবস্থান কালে তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীব এস্থানে কোন সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিল, স্থানান্তরে উহার ফল-স্বরূপ পুরস্কার বা দণ্ড গ্রহণকালে, সেই স্থানে দেহ মধ্যবর্ত্তী জীব অন্য বলিয়া একের কর্ম্ম জন্য অন্যের ফলভোগরূপ অত্যন্ত অলৌকিক কার্য্যের অবতারণা হয়। যদি বল—দেহাদি উপাধির গমনাদিবশতঃ প্রতিক্ষণ জীবের ভেদ ঘটিলেও তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন-জীবের ধারা এক এবং পূর্ব্বজীব হইতে পরবর্ত্তী জীবে, তাহা হইতে তৎপরবর্ত্তী জীবে ক্রমশঃ বাসনার সঞ্চার হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানান্তর-গমনেও—"যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি এখানে আসিয়াছি"—এইরূপ পূর্ব্বাপর ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সদসৎ কর্ম্মফল-ভোগ বিষয়ে কোন রূপ অসঙ্গতি হয় না। তাহা হইলে—বৌদ্ধমতের ন্যায় তোমার মতেও আত্মার অনিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা হইলে লোকের [illegible]কর্ম্মের ফল-ভোগ সম্ভব হয় না এবং যে কর্ম্ম করা হয় নাই, তাহার ফল-ভোগ উপস্থিত হয়—এইরূপ এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ—তোমার মতে আত্মা গতিহীন ও দেহাদি উপাধিই গতিশীল বলিয়া এক উপাধির গমনে মুক্ত হইলে অন্য উপাধি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে—এরূপভাবে আত্মার মুক্তিই সম্ভব হয় না বরং উপাধির নাশ এবং গমনাগমন আছে বলিয়া—উপাধিরই মুক্তি সম্ভবপর হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ—উক্ত দৃষ্টান্ত-শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—যেমন শব্দ-গুণযুক্ত অতিশয় অবকাশ-(অনাবৃতভাব) প্রদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশ-দায়ক হইলেও ঘটের যাহা স্বাভাবিক দোষ অর্থাৎ ভঙ্গুরত্বাদি তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং ঘট ভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশ-দায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ-যুক্ত, অসংসারী জীব সংসারদশায় অল্পজ্ঞ এবং ভগবানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্মমরণাদি দেহধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ মৃত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম-উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্ম-ভাব সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মভাব সম্পন্ন অর্থে—অপহতপাপ্মত্ব (পাপশূন্যতা), প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণ তাহা লাভ করা বুঝিতে হইবে। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১) অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি পথে জীবাত্মা পরজ্যোতিঃ লাভ করিয়া যে অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বীয় রূপেরই আবির্ভাবাত্মক—কোন অভিনব রূপের আবির্ভাব নহে। কারণ শ্রুতিতে—"স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে অর্থাৎ "স্বীয়রূপ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন"; উক্ত

সত্ত্বপ্রধানোপাধিকস্য মলিনসত্ত্বোপাধিকঃ স্যামিতি সঙ্কল্পোঽপি ন যুজ্যতে, ন হ্যনুন্মত্তঃ স্বস্যানর্থং য়তি। সঙ্কল্পেঽপীশ্বরঃ স্বোপাধি-পরিত্যাগেনান্যথা-ভবনে যদীশ্বরস্তর্হি নির্ব্বিশেষ এব কিং ন স্যাৎ। ন চ বিদ্যো[পা]ধিবিশিষ্টস্যৈবাবিদ্যোপাধিকত্বং সম্ভবতি, বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সাঙ্কর্য্য-প্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মে"ত্যনেন স্বস্য স্বয়মেবাত্মা শাস্তা চা"গ্নিরাত্মানং দহতী"তি বদত্যন্তামুপপন্নঃ। অথ চ "[এষ] এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতী"তি সর্ব্বজ্ঞোঽপি জীবভূতস্য স্বস্য নরকান্ত-[হে]তাসাধুকর্ম্মকারয়িতা পাপকর্ম্মসু নিবর্ত্তন-শক্তোঽপি নিয়ন্তেতি সর্ব্বমসমঞ্জসমেব স্যাৎ। কিঞ্চ "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি" (ভাঃ ২।১০।৬) রিত্যনুসারেণ যদবস্থাবস্থস্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক-জীব-ভাবাপত্তিঃ পুনঃ তদবস্থাবস্থিতিরেব তস্য মোক্ষস্তর্হীশ্বরস্য জীবভাবাপত্তৌ পুনরীশ্বরত্বাপত্তিরেব মোক্ষঃ, তথা সতি নির্গুণমোক্ষবাদো ন সঙ্গচ্ছতে। তথা চ সূত্রম্ "ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ (ব্রহ্মঃ সূঃ ২।১।২১) জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি "তত্ত্বমস্য"(ছাঃ ৬।৮।৭) "হয়মাত্মা ব্রহ্মে" (মাণ্ডূক্য২)ত্যাদিভির্জীবস্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে তদা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞসত্যসঙ্কল্পত্বাদিযুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগদকরণ-মহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানন্তদুঃখাকরং জগৎ,

শ্রুত্যনুসারে তৎকালে জীবের বৃহত্ত্বাদিগুণেরই আবির্ভাব হয়। অন্য শ্রুতিতেও আছে—"ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়"। "সেই (জীব) আনন্ত্য-ধর্ম্ম লাভের যোগ্য" শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯) ইত্যাদি। যদি বল—"(আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম) জীবরূপ আমার আত্মা (স্বরূপ) দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিভাগ করিব" (ছাঃ ৬।৩।২)—এই সঙ্কল্পবাক্য হইতে ব্রহ্মেরই জীবভাব-প্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে এ স্থলে বিচার্য্য এই যে—উক্ত সঙ্কল্প পূর্ব্বক জীবভাব প্রাপ্তির কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্ম' অথবা 'মায়া-উপাধি-যুক্ত' ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কে? নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্কল্প অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে জীবভাব-ধারণের কর্ত্তা বলিতে পার না। যদি বল ঈশ্বর, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান তত্ত্বই ঈশ্বর এবং মলিনসত্ত্বপ্রধান তত্ত্বই জীব—ইহা তুমিই স্বীকার করিয়াছ। অতএব—যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান তিনি কেন নিজে ইচ্ছা করিয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানরূপ গ্রহণ করিতে যাইবেন? এ জগতে এক উন্মত্ত ভিন্ন এইরূপ নিজের অনিষ্ট কল্পনা ত' আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদিই বা এই সঙ্কল্প ঈশ্বরেরই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যখন তিনি নিজের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা ধারণ করিতে নিজেই সমর্থ, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ অবস্থাই বা ধারণ করেন না কেন? যদি বল—তিনি (ঈশ্বর) বিদ্যারূপ উপাধি (পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান উপাধি) বিশিষ্ট থাকিয়াই অবিদ্যারূপ-উপাধি (মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধি) ধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; জীবভাব-প্রাপ্তির জন্য নিজের প্রকৃত উপাধি ত্যাগ করিতে হয় না—তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার (বিশুদ্ধসত্ত্ব ও মলিনসত্ত্বের) সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) দোষ উপস্থিত হয়, উভয়ের পৃথগ্‌ভাবে পরিচয়ের উপায় থাকে না। (ঈশ্বর ও জীব উভয়কে ভিন্ন বলিলে—ঈশ্বরের উপাধির নাম—বিদ্যা এবং জীবের উপাধির নাম—অবিদ্যা এইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যার পরিচয়ের একটা নিয়ম করা যায়। কিন্তু তোমার মতে যদি ঈশ্বর নিজ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান-উপাধি বিশিষ্ট থাকিয়াই মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধিও গ্রহণ করেন—এই কথা বল, তাহা হইলে উভয় উপাধি এক ঈশ্বরেরই বলিয়া কোন্‌টী বিদ্যা ও কোন্‌টী অবিদ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না)। আরও দেখ—"সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর জীবসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক হ'ন"—এই উক্তি হইতেও জীব এবং ঈশ্বরকে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। অন্যথা ঈশ্বর জীব হইলে নিজেই নিজের অন্তর্য্যামী এবং নিজেই নিজের নিয়ামক—এইরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাদৃশ অর্থ—"অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করিতেছে"—এইরূপ বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। আরও দেখ শ্রুতিতে

ন চেদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যাঃ শ্রুতয়ো জগদ্ ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধিঃ। ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেৎ, তত্রেদং ব্যক্তব্যম্, স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম জানাতি ন বা। ন জানাতি চেৎ সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্যা ॥ ১২ ॥

নন্বু "মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতী" ইতি জীবেশ্বরয়োর্ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং শ্রূয়তে অতো বুদ্ধিপ্রতি-

---

আছে,—"তিনি যাহাকে অধোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাহা দ্বারা পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন।" এখন তোমার মতে "তিনি (ঈশ্বর) সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও জীব-স্বরূপ নিজের দ্বারা নরক ভোগের উপযোগী অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন" উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ হয়; কিন্তু উহা অত্যন্ত অলৌকিক অর্থাৎ নিজের পক্ষে নিজের এইরূপ অনিষ্ট সাধন অসম্ভব বিশেষতঃ—"অন্যরূপ (বিরূপ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপাবস্থিতিই—মুক্তি" (ভাঃ ২।১০।৬)—এই মুক্তির লক্ষণানুসারে যে অবস্থা হইতে ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীব-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই ভাবপ্রাপ্তিই 'মুক্তি'—এইরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান। অতএব মুক্তিও তাদৃশ গুণযুক্ত অবস্থা লাভ—ইহাই সিদ্ধ হয়; তোমার নির্গুণ মুক্তিবাদ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্মসূত্রকারও এইরূপ সূত্র করিয়াছেন, —(ব্রঃ সূঃ ২।১।২১) "ইতর (জীব) যদি ব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মঙ্গল না করা এবং অমঙ্গল করা এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।" (ইহার বিশেষ অর্থ বলিতেছেন)—জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবাদি (মায়াবাদী)-গণ—"তুমিই ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।৮।৭), "এই আত্মাই (জীব) ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ উক্ত হইয়াছে—ইহা বলিয়া থাকেন। এখন এ বিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে যে,—যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য-দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প হইয়াও জীবস্বরূপ নিজের ভোগের জন্য সুখময় জগৎ সৃষ্টি না করিয়া এরূপ দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন বলিয়া দোষ উপস্থিত হয়। এরূপ আরও অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন অথচ বুদ্ধিমান্ হইয়া কেহই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অনন্ত দুঃখপূর্ণ ঈদৃশ নিজের অহিতকর জগতে প্রবৃত্ত হন না। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিবার উপায়ও তোমার নাই;—যেহেতু, তোমার মতে জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে গিয়া ভেদ প্রতিপাদক-শ্রুতিসকলকে পরিত্যাগ করাই হইয়াছে। কারণ ভেদ থাকিলে আর অভেদ সিদ্ধি হয় না। যদি বল, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ—স্বাভাবিক, ভেদ—ঔপাধিক (কাল্পনিক); যে সকল শ্রুতিবাক্যে অভেদ কথিত হইয়াছে উহারা স্বাভাবিক অভেদই প্রতিপাদন করিতেছে এবং যে সকল শ্রুতিতে ভেদ কথিত হইয়াছে তাহারা ঔপাধিক ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম নিজ হইতে স্বভাবতঃ অভিন্নরূপে জীবকে জানেন কিনা? যদি বল—জানেন না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির হানি হয়। যদি বল জানেন,—তাহা হইলে নিজ হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে ও নিজের দুঃখ বলিয়া জানিয়াও তিনি কেন　　এবং অহিত করেন—এইরূপ দোষ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

যদি বল—"মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে"—এই শ্রুতি হইতে জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ জানা যাইতেছে; অতএব মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত-ব্রহ্মই—'জীব'—ইহা নির্ণীত হইতেছে। ইহাও বলিতে পার না—কারণ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয়। (কারণ, শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বর ও জীব নিত্য, জন্মাদি রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে); যেমন—"তিনিই (ঈশ্বর) সমস্তের কারণ মন ও বুদ্ধির অধিপতি, তাঁহার অন্য জনক বা অধিপতি নাই (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯)", "জ্ঞানবান্ (জীব) জন্মমরণশীল নহে" (কঠ ১।২।১৮); অন্য শাস্ত্রবাক্যেও অবগত হওয়া যায় যে, 'ঈশ্বর জীবগণের ইন্দ্রিয় শরীরাদি প্রদান করেন'—ঐসমস্ত বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ

বিম্বিতো জীবো মায়াভাস ঈশ্বর ইতি চেন্নির্বিশেষোপলব্ধিমাত্রস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্ব ইতি ন শক্যতে বক্তুম্। শ্রুতিবিরুদ্ধশ্চ "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯) "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮) নিত্যানাং জীবানাং করণ-কলেবর-প্রদান-শ্রবণবিরোধোঽপি। তথা চ বেদস্তুতৌ (ভাঃ ১০।৮৭।২) "বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ-প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থং চাত্মনে কল্পনায় চ"॥ শ্রুত্যর্থস্তু মায়া আভাসেন অযথাত্মনা জীবেশৌ করোতি উভয়োস্তত্ত্বে বৈপরীত্যং জনয়তি, দৃশ্যতে হ্যযথার্থে আভাসপ্রয়োগঃ হেত্বাভাসো ধর্ম্মাভাসঃ। কিং তদ্বৈপরীত্যম্, উচ্যতে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্" (কঠ ১।২।১৮) "আত্মাপ্যনীশঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ১।২) "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (মুণ্ডক ৩।১।২ ও শ্বেতাশ্বঃ ৪।৭)" ইত্যাদ্যুক্তেঃ জীবতত্ত্বে দেহাত্মভ্রমং স্বতন্ত্রাত্মভ্রমঞ্চোপপাদয়তি তেন—"দেহোঽহমীশ্বরোঽহমহং ভোগী"তি বক্তারো ভবন্তি। তথা "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" "শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্" "যো মামজমনাদিঞ্চ" "আত্মাধারোঽখিলাশ্রয়" ইত্যুক্তে ঈশ্বরতত্ত্বে কার্য্যত্বান্যাধারত্বমায়োপাধিকত্ব-বুদ্ধিং জনয়তি তথা চ গীয়তে "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্" (গীঃ ৭।২৪), "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" "পরং ভাবমজানন্তঃ" (গীঃ ৯।১১)। নন্বাভাসঃ প্রতিবিম্বার্থে প্রসিদ্ধঃ, স এবাত্রাঙ্গীকার্য্যঃ, হন্ত তর্হি "অসদেবেদমগ্র আসীৎ(তৈঃ ২।৪।৭)" "নীরহা বিষমঃ শূন্য" ইত্যত্রাসচ্ছূন্যশব্দাভ্যাং প্রসিদ্ধার্থেন শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে তৎকুতো নাঙ্গীক্রিয়তে। তদনঙ্গীকারে যৎকারণং তদত্রাপি সমানম্॥ ১৩॥

নন্বয়ং জীবো যদি ভিন্নস্তর্হি কথং "তত্ত্বমস্যা"দি

হয়—যেমন—বেদস্তুতিতে (ভাঃ ১০।৮৭।২) শ্লোকে ঈশ্বর অর্থ (বিষয়), ধর্ম্ম (জন্মলাভের হেতু পুণ্য কর্ম্ম), কাম ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। "মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে" এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই—"মায়া আভাস অর্থাৎ অযথার্থরূপে (যাহার যাহা স্বরূপ, তাহার বিসদৃশরূপে) জীব ও ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত করিয়া থাকে। উহাদের উভয়ের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের বিপরীত ভাব জন্মাইয়া থাকে। অযথার্থ অর্থেই 'আভাস' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—হেত্বাভাস (অযথার্থহেতু), ধর্ম্মাভাস (অযথার্থ ধর্ম্ম) ইত্যাদি। এস্থলে মায়াকৃত বিপরীত ভাব কি তাহা বলিতেছেন,—"তিনি (জীব) জন্মরহিত, নিত্য ও নিরন্তর বর্ত্তমান" "তিনি আত্মা হইয়াও ঈশ্বর নহেন (শ্বেতাশ্বঃ ১।২) "তিনি ঈশ্বরত্বের অভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করেন (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৭)—ইত্যাদি বাক্যোক্ত জীবের সম্বন্ধে দেহাত্মবুদ্ধি ও স্বতন্ত্রাত্মবুদ্ধি-রূপভ্রম জন্মাইয়া থাকে তদ্দ্বারা—"এই দেহ-ই আমি, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী" জীব এরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ—"তিনি জীবগণের অন্তর্যামী এবং জগতের পালক", "তিনিই নিত্য মঙ্গলময় অচ্যুতস্বরূপ", "যিনি আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি বলিয়া জানেন", "তিনি জগতের আধার এবং তাঁহার অন্য আধার নাই"—এতাদৃশ ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবগণের অযথার্থ-বুদ্ধি জন্মায়। তাহারা (দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীব) তাঁহাকে মায়াউপাধিযুক্ত অন্য-কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং অন্যের আশ্রিত বলিয়া ধারণা করে। ভগবদ্গীতায় (৭।২৩) শ্লোকে এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে—"আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি ঈশ্বর-স্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছি, মূর্খগণ আমাকে এইরূপ মনে করে।" "মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে", "আমার শ্রেষ্ঠস্বরূপ অবগত নহে।" যদি বল,—'আভাস' শব্দ প্রতিবিম্ব অর্থেও প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া এস্থলে সেই অর্থেই অঙ্গীকার করা হউক। তাহাও বলিতে পার না, কারণ,—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল (তৈঃ ২।৪।৭)। এই দুই শ্রুতিস্থ 'অসৎ' এবং 'শূন্য' শব্দ 'শূন্য'-অর্থে প্রসিদ্ধ বলিয়া 'শূন্যই'-বাস্তবতত্ত্ব ইহাই জানা যায়—তবে উহা অঙ্গীকার করা হয় না কেন? উহা অঙ্গীকার না করিবার যাহা কারণ, এস্থলে আভাস শব্দ 'প্রতিবিম্ব' অর্থে গ্রহণ না করিবারও তাহাই কারণ॥ ১৩॥

বাক্যৈরেকত্ব ব্যপদেশ ইত্যত্র", "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাস-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে" "ব্রহ্মাংশো জীবঃ কুতঃ" "নানাব্যপদেশাদন্যথাচৈ"কত্বেন ব্যপদেশাৎ উভয়থা হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। নানাব্যপদেশস্তাবৎ স্রষ্টৃত্ব-সৃজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্বনিযাম্যত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্বশুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে "অন্যথা চা" ভেদেন ব্যপদেশোঽপি

যদি বল জীব ভিন্ন হইলে "তুমিই সেই বস্তু" (ছাঃ ৬।৮।৭) এই সকল বাক্যে একতা ব্যবহার কিরূপে সত্য হয়? এবিষয়ে—ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র বলিতেছেন—"(জীব) অংশ, (কারণ) ভেদ ও অভেদরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ; (সূত্রের অর্থ বলিতেছেন) জীব ব্রহ্মের অংশ—কারণ নানা (ভেদ) ও "অন্যথা" (অভেদ—একত্ব) ভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। শাস্ত্রাদিতে উভয়বিধ নির্দ্দেশই দেখা যায়। নানা (ভেদ) নির্দ্দেশ যেমন,—একজন (ব্রহ্ম) স্রষ্টা, অন্য (জীব) সৃষ্ট, একজন নিয়ন্তা, অপর নিয়াম্য(নিয়মের অধীন),একজন সর্ব্বজ্ঞ, অপর অজ্ঞ, একজন স্বাধীন, অপর পরাধীন, একজন শুদ্ধ, অপর অশুদ্ধ, একজন সমস্ত-কল্যাণ-গুণ-সমূহের আধার, অপর দুঃখাদিযুক্ত, একজন পতি, অপর তাঁহার নিয়োগযোগ্য (ভৃত্য) ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ অভেদ-ব্যবহারও দেখা যায়,—যেমন "তুমিই সেই বস্তু" (ছাঃ ৬।৮।৭) "এই আত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই দাশ (নীচ-জাতি-বিশেষ), কিতব ধূর্ত্ত) প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। যেমন বেদের আথর্ব্বণশাখিগণ—"ব্রহ্মই দাশ (জাতি বিশেষ)-সমূহ, ব্রহ্মই দাস-(কৈবর্ত্ত) সমূহ, ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ"—এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মই দাস এবং ধূর্ত্ত প্রভৃতি ভাব-বিশিষ্টও হইয়া থাকেন ইহা বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজীবব্যাপী বলিয়া জীব হইতে অভিন্ন রূপে ব্যবহার হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ (ভেদ ও অভেদ) ব্যবহার দেখা যায় অতএব উভয় ব্যবহারের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এই জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত। যদি বল,—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ত' প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-দ্বারাই লব্ধ হইতেছে, তাহা হইলে ভেদ-প্রতিপাদক-শ্রুতির আর অধিক প্রতিপাদ্য

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ত্যাদিভির্দৃশ্যতে। "অপি দাস-কিতবাদিত্বমধীয়ত একে" "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা" ইত্যাথর্ব্বণিকা ব্রহ্মণো দাসকিতবাদিত্বমপাধীয়তে ততশ্চ জীব-ব্যাপিত্বেনাভেদেন ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। এবমুভয়-ব্যপদেশ-মুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোঽয়ং ব্রহ্মণোঽংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রসিদ্ধার্থত্বেনান্যথা-সিদ্ধত্বম্ ব্রহ্মসৃজ্যত্ব-

না থাকায় ঐ সকল শ্রুতির বস্তুতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে না অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে 'অপূর্ব্বতা' হইতে শাস্ত্রের বিষয়-নির্ণয়ের প্রণালী এই যে,—শাস্ত্রের যে বিষয়টী 'অপূর্ব্ব' অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা লব্ধ হয় নাই—উহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে বিষয়টী অন্য প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত, তাহা বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে এস্থলেও শ্রুতিকথিত জীবব্রহ্মের ভেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে, কারণ উহা 'অপূর্ব্ব' নহে—যেহেতু শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও ভেদ লব্ধ হইতেছে। কিন্তু অভেদশ্রুতির প্রতিপাদ্য অভেদই বাস্তবিক, যেহেতু উহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে আর প্রত্যক্ষাদি অন্য উপায়ে অভেদ-ভাব জানা যায় না)। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—এই জীব সকল ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট, তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত, তাঁহার শরীরভূত, তাঁহার নিয়োগাধীন, তাঁহাতে অবস্থিত, তৎকর্ত্তৃক পালিত, তৎকর্ত্তৃক বিনাশযোগ্য, তাঁহার উপাসক, তাঁহার প্রসাদলব্ধ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থের ভোগকর্ত্তা এবং এ সমস্ত বিষয় দ্বারা সম্পাদিত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু এক মাত্র শ্রুতি হইতেই ঈদৃশ ভেদ জানা যায় বলিয়া ভেদপ্রতিপাদক-শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য হানি হইল না (অর্থাৎ 'অপূর্ব্বতা'-দ্বারা ভেদ, শাস্ত্রই প্রতিপাদ্য ইহা নির্ণীত হইল

• অতএব যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তর হইতে সিদ্ধ ; ভেদের অনুবাদ-(পশ্চাৎকীর্ত্তন) দ্বারা মিথ্যাভূত জগৎ

তন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব--তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্য্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য--ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপপুরুষার্থভোক্তৃত্বাদয়ঃ, তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্ম-ণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাদ্যগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ। অতো জগৎ-স্রষ্ট্র্যাদি-বাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধ-ভেদানু-বাদেন ন মিথ্যার্থোপদেশ-পরত্বম্। অপি চ স্মর্য্যতে (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।৭) মদ্বিভূতি-ভূতো মদংশো জীবঃ স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকঃ সন্ কশ্চি-দনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যা-বেষ্টন-তিরোহিতস্বরূপো জীব-ভূতোঽতিসঙ্কুচিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো জীবলোকে সংসারে বর্ত্তমানঃ। তথা চ শ্রুতিঃ —"ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৩।১)। জীবানাং কর্ম্ম-প্রবাহানাদিত্বং তু "ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদি-ত্বাদু" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫) "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চে"-(ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৬) তি সূত্রাদবসেয়ম্। স্মৃতিশ্চ— "অনাদিকালসংসুপ্তঃ সংসারপদবীং গতঃ"। নন্বেক-বস্ত্বেক-দেশবাচী হ্যংশ-শব্দঃ জীবস্য ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদ্গতা দোষা-ব্রহ্মণি ভবেয়ুঃ। ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীব ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ খণ্ডানর্হত্বাদ্ ব্রহ্মণ ইত্যত্র "প্রকা-শাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫)। তু শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি "প্রকাশাদিব"-জ্জীবঃ-পরমাত্মনোঽংশঃ, যথাগ্ন্যাদিত্যাদের্ভাস্বতো ভারূপ-প্রকাশোঽংশো ভবতি যথা গবাশ্ব-শুক্ল-কৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদি-বিশিষ্টানাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ যথা বা দেহিনো দেব-মনুষ্যাদের্দেহোঽংশস্তদ্-বৎ। একবস্ত্বেক-দেশত্বং হ্যংশত্বং বিশি-ষ্টস্যৈক-বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথা চ

সম্বন্ধেই উপদেশ দিতেছে একথা নিরস্ত হইল। "স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) এই সূত্রের ভাষ্যে-- "আমার বিভিন্ন অংশই জীবলোকে জীবভাবে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে" (গীঃ ১৫।৭) ইত্যাদি ভগবদ্বচন উল্লিখিত হইয়াছে। (ইহার অর্থ) আমার বিভূতি-স্বরূপ অংশই স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণযুক্ত হইয়াও অনাদিকালা-চরিত কর্ম্মরূপ-অবিদ্যার আবরণে স্বরূপের তিরোধান-বশতঃ সঙ্কুচিত-জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া জীবরূপে জীবলোকে অর্থাৎ সংসার-দশায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিতেও এইরূপ আছে---"পূর্ব্বের ঐ সত্যকামগুলি অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে (ছাঃ ৮।৩।১-৮) জীবের কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম ছিল না কারণ সে সময়ে জীবরূপে বিভাগ হয় নাই,—একথা বলিতে পার না, কারণ "জীব ও কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি-কাল বর্ত্তমান (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫)। "ইহা উপপন্ন ও উপলব্ধ হইতেছে", (ব্রঃ সূ ২।১।৩৬)—এই ব্রহ্মসূত্রে জানা যায়।

স্মৃতিও বলিতেছেন—"অনাদি কাল সুপ্তজীব সংসার-পদ প্রাপ্ত হইয়াছে"। যদি বল অংশ শব্দ বস্তুর একদেশকে বুঝায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ এই বাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্মের একদেশ ইহা নির্ণীত হইলে, জীবের যে সমস্ত দোষ উহা ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মবস্তু খণ্ডনের (বিভাগের) অযোগ্য বলিয়াও জীবকে তাঁহার 'অংশ' বলা যায় না। তাহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন— "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫) (সূত্রের বিশেষ অর্থ—) সূত্রে "তু" শব্দ দ্বারা বিপক্ষের এস্থলে যাহা আশঙ্কা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রকাশ বা প্রভা প্রভৃতির ন্যায় জীবও পরমাত্মারই অংশ বটে, প্রভারূপ প্রকাশ-ধর্ম্মটী যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ, গোত্ব, অশ্বত্ব, শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলি যেমন সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ্য-বস্তুর অংশ, অথবা দেহ যেরূপ দেহী মনুষ্যাদির অংশ, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, অংশ অর্থ—কোন বস্তুর একদেশে যাহা অবস্থিত, অতএব কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর যে, বিশেষণ তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশিষ্টবাক্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে "এই অংশটী বিশেষণ, এই অংশটী বিশেষ্য"—এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, (সুতরাং বিশেষণ-পদার্থ যে 'অংশ' ইহা স্থির হইল)। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যেরূপ স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়,

বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোঽয়ং বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাব-বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে। এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বং স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে। তদিদমুচ্যতে—"নৈবং পর" ইতি যথাভূতো জীবস্তথাভূতো ন পরঃ যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবানন্যথাভূতস্তথা প্রভাস্থানীয়-তদংশাজ্জীবাদংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাব-বৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে। অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "অয়মাত্মা-ব্রহ্ম"-(বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ ত্বময়মাত্মেতি শব্দোঽপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাৎ।" অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥ ১৪ ॥

নন্ু "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতী" তি (ছান্দোগ্য ৬।৮।১) জীব-পরয়োঃ স্বরূপৈক্যং শ্রূয়তে ইতি চেৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চ ন বেদ নান্তর" (বৃহদাঃ ৪।৩।২১) মিতি স্বাপ-দশায়াং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা নিরস্ত-সমস্ত-শ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তরজ্ঞানলোপঃ শ্রূয়তে, ন হ্যকিঞ্চিজ্জ্ঞস্য তদানীমেব সর্ব্বজ্ঞেন সত্তা স্বেন পরিষঙ্গঃ সম্ভবতি। "সতা সৌম্য" ত্যত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে। অপি তু সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয়কাল

সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাবগতপার্থক্য উপপন্ন হইতেছে। সূত্রে সেই জন্য বলিয়াছেন—"নৈবং পরঃ" অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেইরূপ নহে। প্রভা হইতে প্রভাযুক্ত বস্তু যেরূপ অন্য বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় নিজ অংশভূত জীব হইতে পরমাত্মা ও পৃথক্-ই বটে। জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব জনিত স্বভাব-বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভেদের নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর শ্রুতিতে যে অভেদ-নির্দ্দেশ, উহাও স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থানের অযোগ্য বলিয়া বিশেষণ-স্বরূপ জীব ও জড়বস্তুর বিশেষ্য-পর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা পর্য্যন্ত অর্থ ধরিয়া সম্ভবপর হয়। "তুমিই সেই বস্তু (ছাঃ ৬।৮।৭) এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে "তৎ" ও "ব্রহ্ম" শব্দের ন্যায় "ত্বং" (তুমি) "অয়ং" (ইহা) এবং "আত্মা" শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় অভেদ-নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যদি বল—"হে বৎস! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব পরমাত্মায় বিলীন হইয়া নিজভাব প্রাপ্ত হয়"—(ছাঃ ৬।৮।১) এই শ্রুতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত একত্ব (অভেদ) জানা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ "প্রাজ্ঞ-(সর্ব্বজ্ঞ) আত্মা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ই অবগত থাকে না (বৃহদাঃ ৪।৩।২১)—এই শ্রুতিদ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বপ্নদশায় সর্ব্বজ্ঞ-পরমাত্মার আলিঙ্গনে জীবের সমস্ত শ্রম দূরীভূত হইয়া যায় এবং বাহ্যাভ্যন্তর কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না। অতএব পূর্ব্বশ্রুতির অর্থ যদি জীব ও পরমাত্মার অভেদ-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে পরশ্রুতিতে উক্ত সর্ব্বজ্ঞ নিজ-স্বরূপ কর্ত্তৃক তৎকালে অজ্ঞ-জীবের আলিঙ্গন সম্ভব হয় না। (অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির যদি এরূপ-ই অর্থ হয় যে, স্বপ্নকালে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে পর-শ্রুতিতে উক্ত একজনের সর্ব্বজ্ঞভাব অন্যের অজ্ঞ ভাব এবং এক কর্ত্তৃক অন্যের আলিঙ্গন অসম্ভব হয়)। বস্তুতঃ—"সতা সৌম্য" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য (অভেদ) উক্ত হয় নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে নাম-রূপানুসন্ধান থাকে না বলিয়া প্রলয়-কালের ন্যায় ব্রহ্মে লয় হয় —ইহাই "স্বমপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) এই বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এখানে—"স্বমপীতো ভবতি" এই বাক্যে "স্ব" শব্দ দ্বারা নিজের আত্মা অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে (স্বম্-নিজ-আত্মভূত-অন্তর্য্যামী-ব্রহ্মকে "অপীতঃ" "অপিগতঃ" অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) কিন্তু "স্ব" শব্দে নিজ অর্থাৎ জীবকে বুঝায় নাই, কারণ নিজেতে নিজের লয় সম্ভব হয় না। এস্থলেও "হে সৌম্য! তৎকালে সতের সহিত সম্পন্ন

ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে স্বমপীতো ভবতি স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্নেব স্বস্য লয়ঃ স্মর্য্যতে। অত্রাপি "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতী"তি তৃতীয়াস্বারস্যাৎ সম্পত্তিশব্দস্য পরিষ্বঙ্গশব্দৈকার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। তথা চ সূত্রকারঃ "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেনে"-(ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪৩) তি ॥১৫॥ ন"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তী"-(কঠ ১।৩।১) তি শ্রুত্যা জীবস্য ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং প্রতিপাদ্যত ইতি চেন্ন একদেহাবস্থিতত্বেঽপি-জীবাত্ম-পরমাত্মনোরভাস্বর-ভাস্বরয়োশ্ছায়া-তপয়োরিবাপ্রকাশত্ব-প্রকাশত্বরূপ-স্বভাব-ব্যবস্থামাত্রপ্রতিপাদনপরত্বাৎ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ ও মুঃ ৩।১) শ্রুত্যন্তরৈকার্থ্যাৎ। অত্রাপি ব্রহ্মণ-আতপত্বাভাবাদাতপবদভাস্বরত্বমেবাতপশব্দার্থ ইতি জীবস্য ছায়াত্বাভাবেঽপি ছায়াবদ্ বদ্ধদশায়া-মভাস্বরত্বমেব ছায়াশব্দার্থো ভবিতুমর্হতি। "অস্থূল-মনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমচ্ছায়মি"- (বৃহদাঃ ৩।৮।৮) তি ছায়াপ্রতিষেধ-শ্রবণাচ্চ নাত্র ছায়াশব্দো ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বপরঃ। "ন্বেক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-

---

হয়" এই বাক্যে "সতা" (সতের সহিত) এই তৃতীয়া বিভক্তির স্বাভাবিক অর্থানুসারে 'সম্পন্ন' শব্দে পরিষ্বঙ্গ অর্থাৎ আলিঙ্গন-শব্দের সহিত ঐক্যবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্রহ্মসূত্রকার ও "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪৩) এই ব্রহ্মসূত্রেও সুষুপ্তি এবং উৎক্রমণা-বস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ববাদ লিখিত হইতেছে—যদি বল—"দেহস্থ সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া এবং আতপের (সূর্য্যতেজের) ন্যায় বর্ত্তমান জীব ও পরমাত্মা জগতে সুকৃতফল ভোগ করেন, ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন"(কঠ ১।৩।১) এই শ্রুতিদ্বারা জীবকে ব্রহ্মের প্রতি-বিম্বরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে—তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ এস্থলে দীপ্তিশালী পরমাত্মা এবং মলিন জীব এক-দেহে অবস্থান করিলেও একজন (জীব) ছায়ার ন্যায় অপ্রকাশ-স্বভাব ও অপর (পরমাত্মা) আতপের ন্যায় প্রকাশশীল—এই ব্যবস্থাটী মাত্র প্রতিপাদন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য (জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করা তাৎপর্য্য নহে)। যে হেতু এরূপ অর্থ করিলেই—"দুইটী পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত ও সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহরূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন (জীব) কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করে, অপর (ঈশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে দর্শন করেন" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১) এই শ্রুতির সহিত অর্থের সমতা রক্ষিত হয়। এস্থলেও—ব্রহ্ম আতপ না হইলেও আতপের ন্যায় প্রকাশ স্বভাবই আতপ শব্দের অর্থ এবং জীব ছায়া না হইলেও ছায়ার ন্যায় মলিনস্বভাবই ছায়া শব্দের অর্থ সঙ্গত হয়। "স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, ছায়াযুক্ত নহে" ইত্যাদি (বৃহদাঃ ৩।৮।৮) শ্রুতিতে ব্রহ্মের ছায়া নিষেধ করাতেও এস্থলে ছায়াশব্দ ব্রহ্মপ্রতি-বিম্ব নহে ইহা অবগত হওয়া যায়। যদি বল—"এক চন্দ্রই যে প্রকার জলাশয়ভেদে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হ'ন, সেইরূপ একব্রহ্মই বিভিন্ন ভূতে অবস্থান করতঃ এক ও বহুভাবে লক্ষিত হইতেছেন। এক আকাশই যেরূপ ঘটাদিপাত্র ভেদে এবং একচন্দ্রই যেরূপ জলাশয়ভেদে পৃথক (বহু) হইয়া থাকে, সেইরূপ এক আত্মাই (পরমাত্মা দেহাদিভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হয়েন (যাজ্ঞবল্ক্য ১৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রবচনানুসারে তড়াগ (বৃহৎ জলাশয়), কুল্যা (কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জলাশয়), কেদার (ক্ষেত্রস্থ বদ্ধজল) প্রভৃতি জলাধারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় মায়া অহঙ্কার এবং তাহার বিকার ইন্দ্রিয়াদিভেদে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের ছায়াই ঈশ চৈতন্য, জীব চৈতন্য প্রভৃতি ঔপাধিকভেদ যুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই ঔপাধিকভেদকে অবলম্বন করিয়াই "উভয়েই নিত্য কিন্তু একজন সর্ব্বজ্ঞ অপর অল্পজ্ঞ, একজন ঈশ্বর অন্য ঈশ (ঈশ্বর, প্রভু) নহে" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বঃ ১।৯) ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা বলিতে পার না—কারণ আকাশাদি পরিচ্ছিন্ন (সসীম)

চন্দ্রবৎ ॥ আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেম্বিবাংশুমান্" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়ঃ ১৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারেণ তড়াগ-কুল্যাকেদার-জলাভিব্যক্তানাং চন্দ্রপ্রতিবিম্বানামিব মায়াহঙ্কারতদ্বিকারাভিব্যক্ত-ব্রহ্মচ্ছায়ানামীশ্বর-জীব-বৃত্তি-জ্ঞানানামৌপাধিক- ভেদত্বেন তন্নিবন্ধনোঽয়ং "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা"-(শ্বেতাশ্বঃ ১৷৯) বিতি চেন্ন পরিচ্ছিন্নব্যোমাদিবিলক্ষণ বস্তুনশ্ছায়াসম্পত্ত্যসম্ভবাল্লোহিতাচ্ছায়শ্রবণাচ্চ। কাল্পনিকচ্ছায়াঙ্গীকারে জীবেশ্বরয়োরপি মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদভ্যুপগম "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃহদাঃ ২৷৪৷৫) "য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তী-(শ্বেতাশ্বঃ ৩৷১০) ত্যাদিবিধানামানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্যাপ্যভ্যুপগমে ব্রহ্মণো মানান্তরাবিষয়ত্বাৎ স্বানুভবস্যাপি মিথ্যাভূত-জীবানতিরিক্তাবভাসকত্বাচ্চ যাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-মিথ্যাত্ববাদিনঃ কথায়ামধিকারানুপপত্তেঃ। জলচন্দ্রদৃষ্টান্তোপদেশানাং ব্রহ্মণঃ শরীরভূতচিদচিদ্গতদোষাস্পর্শ--প্রতিপাদন- পরত্বোপ[illegible]-বাক্যান্তরোপদিষ্ট--জীবেশ্বর--স্বরূপ- স্বভাব-[illegible]থ্য--বাধকত্বাভাবাৎ ॥ শ্রূয়তে চান্তর্যামিণো নির্দ্দোষত্বম্, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৬৷১১) "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কঠ ২৷২৷৯ ও ১১) অন্যথা "কাশমেকং হি যথা ঘটাদিষ্ পৃথগ্ ভবেদি" তি দৃষ্টান্তান্তরোপাদানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১৬ ॥

বস্তুরই ছায়াপাত সম্ভব, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন তাদৃশ ব্রহ্মের ছায়াপাত সম্ভবপর নহে। "লোহিত নহে", "ছায়াবিশিষ্ট নহে" (বৃহদাঃ ৩৷৮৷৮)—এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ছায়াপাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল—"ছায়া কাল্পনিক, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং জীবও কাল্পনিকই হইয়া পড়ে। ঈশ্বর ও জীবকে কাল্পনিক স্বীকার করিলে "রে জীব! আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং তদ্বিষয়ই একমাত্র শ্রোতব্য" (বৃহদাঃ ২৷৪৷৫) "যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত হন (শ্বেতাশ্বঃ ৩৷১০)—এ সমস্ত বিধান-বাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল—"এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও অনর্থক অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে কিছু জানিবার আর কোনরূপ উপায় থাকে না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্য প্রমাণের অগোচর বস্তু। আত্মানুভব অর্থাৎ নিজের অনুভব ও তাদৃশ বস্তুর প্রতিপাদন করিতে পারে না; কারণ তোমার মতে জীব মিথ্যা পদার্থ কাজেই তদ্বিষয়ক অনুভব ও তদতিরিক্ত বিষয় প্রকাশে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব যাহারা সমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয় বস্তুকে এইরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের আর ব্রহ্মবাদে অধিকারের কোনরূপ উপায় থাকে না। অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যদ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপ স্বভাবাদি বিষয়ের সত্যতা অবাধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জলচন্দ্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও জড় পদার্থসকল ব্রহ্মের শরীর-স্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম উহাদের দোষদ্বারা কখনও লিপ্ত হন না। অন্তর্যামী পুরুষের নির্দ্দোষতা শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যেমন—"সেই দেব অদ্বিতীয় ও সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত" (শ্বেতাশ্বঃ ৬৷১১) "যেমন একই চেতন অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন [illegible] রূপে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমনি একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রতিরূপিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা [illegible] সদৃশ ও তদধীন, তাহাই প্রতিবিম্ব। অতএব জীবাত্মা বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হইলেও তিনি বিম্ব স্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ পরমাণু-সদৃশ।" "যেমন সূর্য্য সর্ব্বলোকে চক্ষুর নিয়ন্তা বলিয়া চক্ষুনামে অভিহিত হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ

নম্বু—"সিত-নীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্তি-দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈবৈকঃ পৃথক্ পৃথক্" ইত্যাদ্যাত্মৈকত্ব-বাদাঃ কথম্, অবৈলক্ষণ্যাদিতি ক্রমঃ, ভেদশব্দো হি বৈলক্ষণ্যবচনো লোকে প্রসিদ্ধঃ সুসদৃশেষু নাস্য কশ্চিদ্ ভেদোঽস্তীতি বক্তারো ভবন্তি। তথাত্মনামপি নর-পশু-তির্য্যগ্‌ভেদ-ভিন্ন-শরীর-বর্ত্তিনাং শরীরসম্বন্ধমপোহ্য কেবল-তত্ত্ব-রূপেণ নিরূপ্যমাণানাং পদ্মরজঃ পরমাণূনামিব ন কিঞ্চিদপি বৈলক্ষণ্যমস্তীত্যানেনাভিপ্রায়েণৈকত্ব-বাদা নানাত্ব-নিষেধাশ্চ। তদভিপ্রায়মেবেদং ভগবদ্বচনং "বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন" ইত্যাদি (গীঃ ৫।২৮) "নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" প্রকৃতিসংসর্গদোষবিমুক্ততয়া সমমাত্ম-বস্তু হি ব্রহ্ম। "সর্ব্বভূতেশঃ সোঽসৌ ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং বিষ্ণুঃ" বারাহে "যৎ সত্ত্বং স হরির্দেবো যোহরিস্তৎ পরং পদং। সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বং নারায়ণাত্মকম্" লৈঙ্গে "সত্ত্ব-স্বরূপশ্চ স্বয়ং স বিষ্ণুঃ পুরুষোত্তমঃ। ন হি পালন-সামর্থ্যমৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরি" মিত্যাদিভিঃ প্রামাণিকানাং চেতনান্তরশঙ্কা নোপপদ্যতে।" ব্রহ্মাণমিন্দ্রং রুদ্রং চ যমং বরুণমেব চ। নিগৃহ্য হরতে যস্মাৎ তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে॥ ১৭

নারায়ণস্য তু—"অথ একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" 'অথ নিত্যো হ বৈ নারায়ণঃ" "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" "নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম, আত্মা নারায়ণঃ পরঃ", সুবালোপনিষদি

যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি জীবাত্ম-সম্বন্ধীয় দুঃখে লিপ্ত হয়েন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাৎ জীবস্বরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার নিয়ন্তা।" (কঠ ২।২।৯ ও ১১) অন্যথা—"আকাশ এক হইয়াও যেমন ঘটাদিতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়" ইত্যাদি আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ ব্যর্থ হয়॥ ১৬॥

যদি বল—"এক আকাশই যেরূপ দৃষ্টিদোষে শ্বেত, নীল প্রভৃতি বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক আত্মাই ভ্রান্তি-বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে" এই সমস্ত অভেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি? তাহা হইলে বলিব যে, এ সমস্ত স্থলে অবৈলক্ষণ্যই তাৎপর্য্য। 'ভেদ'শব্দে বিলক্ষণ (বিসদৃশ) অর্থ বুঝায় ইহা লোকব্যবহারেও দেখা যায়, যেমন সুসদৃশ পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে —যে ইহাদের কোন ভেদ নাই। সেইরূপ এস্থলেও পদ্মের পরাগ পরমাণু প্রভৃতির যেমন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) লক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং কীটাদিভেদে বিভিন্ন শরীরগত জীবগণেরও শরীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে বস্তু-তত্ত্বরূপে বিচারে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না বলিয়াই একত্ব (অভেদ) বাদ উক্ত হইয়াছে ও নানাত্ব (ভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। তদভিপ্রায়মূলক ভগবানের বচনও রহিয়াছে যেমন,—"বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতিতে পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিযুক্ত (গীতা ৫।১৮) "ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম" (অর্থাৎ) প্রকৃতির সংসর্গে থাকিয়াও তাহার দোষ হইতে বিমুক্ত, তুল্য জাতীয় আত্মবস্তুই ব্রহ্ম।" হে ব্রহ্মচারিগণ! "যিনি এই বিশ্বব্যাপী, তিনিই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর", বরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—সত্ত্বগুণই হরি, হরিই পরমপদ ও সত্ত্বদ্বারাই জন্তু মুক্তি লাভ করে এবং সত্ত্বই নারায়ণস্বরূপ"। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে —"সেই বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী) পুরুষোত্তম সত্ত্বস্বরূপ। সেই সর্ব্বাধিপতি হরি ভিন্ন অন্যের পালনসামর্থ্য নাই।" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিগণের 'হরি' ভিন্ন অন্য কোন চেতন সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে না। "তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম ও বরুণকে নিগ্রহ পূর্ব্বক হরণ অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়া 'হরি'নামে খ্যাত হইয়াছেন॥ ১৭॥

নারায়ণ সম্বন্ধেও শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে যে—"তৎকালে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন", "সেই নারায়ণই কেবল নিত্য-বস্তু", "সমস্ত পাপ-(হেয়গুণ)-শূন্য সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী দিব্য একমাত্র দেবতাই নারায়ণ", "নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরমাত্মা"। সুবাল উপনিষদেও আছে—"তৎকালে কোন্ বস্তু বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র যিনি জগতের মূল অন্য আধারশূন্য তিনিই ছিলেন, তাহা হইতে এই সকল প্রজা সৃষ্ট হইতেছে, সেই

"কিং তদাসীন্নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মূলমনাধারমিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", শ্বেতাশ্বতরে "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতিগুর্ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬) "দেশতঃ কালতো ব্যাপ্তির্মোক্ষদত্বং তথৈব চ। হরের্বিভূতিমাত্রন্তু কেবলং সম্প্রভাষিতম্", স্কান্দে "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন" ইত্যাদিভির্নিখিল-হেয়প্রত্যনীকত্বং কল্যাণগুণগণাকরত্বমবগম্যতে। সদ্ ব্রহ্মাত্ম-শিবাদিশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থেন নারায়ণশব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি ॥ ১৮ ॥

ন "ত্বাত্মা বা ইদমগ্র আসী" দিতি (ঐঃ ১।১) প্রাক্‌সৃষ্টেরৈকত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বিশিষ্টস্য

একমাত্র দিব্য দেবতাই 'নারায়ণ' নামে খ্যাত"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসাক্ষী, আত্মযোনি, (অন্য কারণশূন্য, নিজেই নিজের কারণ) চৈতন্যময়, কালেরও নিয়ন্তা, গুণবান্, সর্ব্ববিদ্যাশালী, প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি, গুণত্রয়ের ঈশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মোচনের কারণ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬)। "শ্রীহরির সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালব্যাপক মোক্ষদায়ক বিভূতিমাত্রই "কেবল" নামে কথিত হয়।" স্কন্দ পুরাণে আছে—"পরম ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশে জীবকে বদ্ধ করেন এবং মুক্তিদাতারূপে তিনিই ভবপাশ হইতে মুক্ত করেন" এ সমস্ত শাস্ত্রবচনদ্বারা নারায়ণে সমস্ত হেয়গুণের অভাব ও কল্যাণগুণসমূহের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত বচনে উক্ত 'সৎ', 'ব্রহ্ম', 'আত্মা' এবং 'শিব' প্রভৃতি শব্দগুলিও এক প্রসঙ্গে উত্থাপিত নারায়ণ শব্দদ্বারা যুক্ত থাকায় তাহারই বাচক বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

যদি বল—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই অবস্থিত ছিলেন, ইহাই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আবার কারণ অবস্থায় সূক্ষ্মচিৎ, অচিদ্ বিশিষ্ট ছিলেন—ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহাই বলিতেছেন যে—"যাহা হইতে (সৃষ্টিকালে) এই সকল ভূতগণ জাত হয় এবং জন্মের পর যাহাতে অবস্থান

নারায়ণস্য কারণত্বম্। উচ্যতে—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তী" (তৈঃ ৩।১) তি পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তি[illegible]তিপাদ্যতে ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ. "অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেব একীভবতী" তি তমঃ শব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মন্যেকীভাবশ্রবণাৎ। পৃথগ্ গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ স এব লয়শব্দার্থঃ যথা "বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গা, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ"। অতএব "তমসা গূঢ়মগ্রেহপ্রকেতমাসীৎ" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯) ইতি। সূক্ষ্মরূপেণ চেশ্বরস্যান্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মেত্যনেন স্বস্য স্বয়মেবাত্মা শাস্তা চ "যি রাত্মানং দহতী" তি বদত্য-

---

করে, আবার প্রয়াণ (বিনাশ) কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হয় (তৈঃ ৩।১) এই বাক্যানুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জড়জগৎ স্থূল আকার ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে তাহাই জানা যায়, তাহাদের স্বরূপেরই একান্ত নাশ হয় এরূপ অর্থ নহে। অক্ষর (জীব) তমোগুণে (প্রকৃতিতে) লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমপুরুষে একীভাবে অবস্থান করে। "ইহা দ্বারা তমঃশব্দের বাচ্য প্রকৃতির পরমাত্মায় একীভাব জানা যায়। একীভাব শব্দের অর্থ—"পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্ধারণের অযোগ্য হইয়া অবস্থান করা, 'লয়' শব্দেরও ইহাই অর্থ। যেমন—"পক্ষিগণ বৃক্ষে লীন হইয়া আছে, হরিণসকল বনে লীন হইয়া আছে।" এই জন্য শ্রুতিও বলিতেছেন—"পূর্ব্বে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ছিল", "ইহা হইতে মায়ী (ঈশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে মায়াদ্বারা অপর (জীব) আবদ্ধ হইয়া থাকেন" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯, ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপে অবস্থান শ্রুতিও রহিয়াছে যেমন,—"সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করিতেছেন।" এস্থলে যদি ঈশ্বর ও জীব এক হন, তাহা হইলে নিজ কর্ত্তৃক নিজের শাসন ব্যাপারটী অগ্নি নিজকে দগ্ধ করে এইরূপ বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ "তিনিই যাহাকে অধোগতি প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা

ত্বানুপপত্তেঃ। অপ চ "এষ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত" ইতি সর্ব্বজ্ঞোঽপি জীবভূতস্য স্বস্য নরকানুভবহেতুভূতাসাধুকর্ম্মকারয়িতা পাপকর্ম্মসু প্রবর্ত্তনশক্তোঽপি নিয়ন্তৃত্যাদিকং সর্ব্বমসমঞ্জসমেব স্যাৎ। আহ চ সূত্রকারঃ "ইতর ব্যপদেশাদ্ধিতা করণাদিদোষপ্রসক্তি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২১) জগতো ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদিভির্জীবস্যাপি অনন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। অত্রেদং চোদ্যতে—যদীতরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্ব্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্য-সংকল্পাদি-যুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগদকরণম্ অহিতরূপ জগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চেদং জগৎ, ন চ ঈদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধিঃ ঔপাধিক ভেদ বিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকাভেদ বিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়ইতি চেৎ, তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিং অনুপহিতং জগৎ কারণং ব্রহ্ম জানাতি, ন বা। ন জানাতি চেৎ সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ, জানাতি চেৎ স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণা হিতকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিরনিবার্য্যা। ১৯॥

জীব ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদস্তদ্ বিষয়াভেদশ্রুতিরিতি চেত্তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলঞ্চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বপ্রকাশ-স্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃত জগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরোহিতশ্চেৎ তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদি-দোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২২) তু শব্দঃ পক্ষং

অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন "এই সকল বাক্য দ্বারা তিনিই জীবের কর্ম্মে পরিচালক ইহা জানা যায়। তিনি যদি জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নিজের নরক ভোগের উপযোগী কর্ম্মের পরিচালক এবং পাপকর্ম্ম হইতে নিবারণে সমর্থ হইয়াও প্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন। তাহা হইলে এগুলি নিতান্তই যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ হয়। (অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ ২০ পৃঃ ১৯-২৬ পংক্তি, ও ২১ পৃঃ ১—১০ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। ১৯।

যদি বল,—"জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত এবং ভেদশ্রুতিগুলিও অজ্ঞানকৃত ভেদেরই প্রতিপাদক"—তাহা হইলেও অজ্ঞান যদি জীবের বল, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষ ও তাহার ফল সমানই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের অজ্ঞান বলিলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পক্ষে আর অজ্ঞানের সাক্ষী হওয়া বা জগদ্রচনা করা সম্ভব হয় না। যদি বল,—'অজ্ঞান দ্বারা প্রকাশের তিরোধান (আচ্ছাদন) হয় মাত্র' তাহা হইলেও তিরোধান, দ্বারা প্রকাশের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া পড়ে। কারণ, তোমার মতে প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ। এ সমস্ত দোষসহস্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ২।১।২২ (ব্রঃ সূত্রের অর্থ বলিতেছেন) সূত্রে 'তু' শব্দদ্বারা বিপক্ষের আশঙ্কা (অভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' আধ্যাত্মিকাদি দুঃখভোগের যোগ্য জীব হইতে অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ। কারণ শ্রুতিপ্রভৃতিতে ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে, 'জীব' হইতে 'পরব্রহ্ম'কে ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন--"তিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্মা যাঁহাকে জানিতে পারে না, আত্মা যাঁহার শরীর-স্বরূপ, যিনি আত্মাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃতময় অন্তর্যামী (বৃহদাঃ ৩।৭।২২)" আত্মা এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্ জানিয়া যিনি তাঁহার সেবা করেন, তিনিই তাহা দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন (শ্বেতাশ্বঃ ১।৬), "তিনিই সমস্তের কারণ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরও অধিপতি (শ্বেতাশ্বঃ ৬.৯)", "উক্ত দুইজনের মধ্যে একজন (জীব) কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করেন (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)", অপর (ঈশ্বর) কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করেন।" "দুইজনই নিত্য,

ব্যাবর্ত্তয়তি। আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখযোগার্হাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম, কুতঃ, ভেদনির্দ্দেশাৎ প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মনোঽন্তরো যময়তি স আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃহদাঃ ৩।৭।২২) "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বেতাশ্বঃ ১।৬) "স কারণং করণাধিপাধিপঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯)" "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" শ্বেতাশ্বঃ ১।৯) অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯) প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬) "নিত্যো নিত্যানাম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩) যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরো ন বেদ এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ" ইত্যাদ্যাঃ। তথা সুষুপ্তাবপি জীব-পরয়োর্ভেদঃ। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং (সুবালোপনিষৎ) ইতি স্বাপদশায়াং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞেন পরমাত্মনা নিরস্ত-সমস্তশ্রমস্য বাহ্যাভ্যন্তর-জ্ঞান-লোপঃ শ্রূয়তে ন হি অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদানীমেব সর্ব্বজ্ঞেন সতা স্বেন পরিষঙ্গঃ সম্ভবতি। "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি" ইতি অত্রাপি ন জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যমুচ্যতে, অপি তু সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধানাভাবাৎ প্রলয়কাল ইব ব্রহ্মণি লয়ঃ প্রতিপাদ্যতে, "স্বমপীতো ভবতি" স্বাত্মনি ব্রহ্মণি লীনো ভবতি ন তু স্বস্মিন্নেব স্বস্য লয়ঃ সম্ভবতি। অত্রাপি সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি তৃতীয়া স্বারস্যাৎ সম্পত্তিশব্দস্য পরিষঙ্গশব্দৈকার্থ্যান্ন স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। তথা চ সূত্রকারঃ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" ইতি। তথা চ "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।২।২) "অনুপপত্তেস্তু ন শারীর" (ব্রঃ সূঃ ১।২।৩) ইতি বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর" ইতি ॥২০॥

নন্বু "স ক্রতুং কুর্ব্বীতেতি বিহিতমুপাসনম্, তত্রায়ং গুণবিধিঃ, অসতা চ গুণেনোপাসনং বিহিতার্থং স্যাৎ

তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর, অপর অল্পজ্ঞ ও অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহেন)" মায়ী ইহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, অপর (জীব) মায়া কর্ত্তৃক ইহাতে আবদ্ধ হয়," "তিনি প্রকৃতি, জীব ও গুণত্রয়ের অধিপতি," "তিনি নিত্যগণের মধ্যেও নিত্য।" "যিনি জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, জীব যাঁহার শরীরস্বরূপ, জীব যাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনিই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত হেয় গুণশূন্য, অদ্বিতীয় দিব্য দেবতা নারায়ণ নামে খ্যাত।" এইরূপ সুষুপ্তিকালেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্তসূত্রকারও —"বক্ষ্যমাণ গুণগুলি পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়", "সেই সমস্ত গুণ জীবসম্বন্ধে সঙ্গত হয় না বলিয়া এই প্রকরণের বিষয় জীব নহে" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। "মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতীরূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগদ্‌ব্যাপী বাক্যহীন ও আদরশূন্য" এই বাক্যোক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগুলি পরমাত্মাতেই যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

যদি বল—"সে ক্রতু করিবে" এই শ্রুতি দ্বারা জীবের সম্বন্ধে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, "মনোময় প্রাণ শরীর" ইত্যাদি শ্রুতি সেই উপাসনাবিধিরই গৌণবিধি; যদিও ব্রহ্মে গুণ না থাকুক্, তথাপি উপাসনার অনুরোধে "মনোময়ত্বাদি" কল্পিত গুণের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, যেমন —"মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি স্থলেও মন প্রভৃতিতে ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি রহিয়াছে। অন্যথা যদি ব্রহ্মের বস্তুতঃ তাদৃশ গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে—"তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন" ইত্যাদি নির্গুণতা প্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়, অতএব মনোময়ত্বাদি গুণগুলি পারমার্থিক (যথার্থ) নহে। ইহাও সঙ্গত নহে—কারণ তাহা হইলে—"মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই

"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতে" তিবৎ, অন্যথা "অশব্দ-মস্পর্শ" মিত্যাদি নিগুর্ণবাক্যবিরোধঃ, অতো মনো[illegible]য়ো ন পারমার্থিকা ইতি চেন্নৈবং "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাদি" (ব্রঃ সূঃ ১।২।১) তি সূত্রবিরোধাৎ। সর্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম, ইহ চ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি" (ছাঃ ৩।১৪।১) তি শান্ত উপাসীতেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং তদেব মনোময়ত্বাদিভির্ধৈর্ম্মৈর্বিশিষ্টমুপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। ন হি সর্বেষু বেদান্তেষু কল্পিতগুণোপদেশাদিতি হেতুর্বক্তুং শক্যতে সাধ্যাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ" সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি (ছাঃ ৩।১৪।১) বচনমেবাভাবজ্ঞাপনার্থমিতি বাচ্যম্, "তজ্জলানি" তি হেতু বিরোধাৎ। কিঞ্চ যদি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি বচনমেবাভাসনান্মিথ্যাত্ববিধিস্তর্হি পুনঃ "স ক্রতুং কুর্ব্বীতে" (ছাঃ ৩।১৪।১) তি সগুণোপাসন-বিধিরনর্থকঃ স্যাৎ ন হি নির্বিশেষ জ্ঞানবতঃ সগুণোপাসন-বিধিরিতি সঙ্গতং ভবতি "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্তু ভূতভৌতিক-বৈলক্ষণ্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তীতি ন বিরোধঃ "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ" ইতি স্মৃতেঃ॥ ২১॥

নন্বত্র "তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চে"তি গন্ধরসাদে-র্নিষেধঃ ইহ তু "সর্বগন্ধঃ সর্ব্বরস" ইতি যাবদ্ গন্ধরসবিধিঃ, ন চৈকস্মিন্ বস্তুনি গুণতদভাবাবুপপন্নাবিতি তস্মাদ্ বিষয়ভেদবর্ণনেন হি বিরোধ-পরিহারকার্য্যঃ। স চ কার্য্যব্রহ্মণি মনোময়ত্বাদি-শুদ্ধে ত্বশব্দত্বাদিরিতি চেন্ন" বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্ বিশ্বমুপজীবতি" "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং" "যমন্তঃ সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি", "ন তস্যেশে কশ্চন" "তস্য নাম মহদ্ যশঃ" "পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্" "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" "ন ত্বৎসমঃ" "পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ন ভূতো ন

পরমাত্মা, কারণ সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ—এখানে সেই সমুদয় ধর্ম্মেরই উপদেশ হইয়াছে"—এই সূত্রের সঙ্গে বিরোধ হয়। ব্রহ্ম সমগ্র বেদান্তগ্রন্থে প্রসিদ্ধ, এস্থলেও বাক্যের প্রারম্ভে—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে"—এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহারই অবগতি হইতেছে, এবং "মনোময়ত্বাদি" ধর্ম-বিশিষ্টরূপে তাঁহারই উপদেশ হইতেছে। অন্যথা "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" এই সূত্রের—"সমস্ত বেদান্তগ্রন্থে কল্পিত গুণের উপদেশ হেতু"—এইরূপ অর্থ করিলে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না। "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিই জগতের অভাবজ্ঞাপক ইহাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে—"সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়" ইত্যাদি পরবর্ত্তী হেতু সঙ্গে বিরোধ হয়। আর ও দেখ—যদি "এই সমস্তই ব্রহ্ম"—এই বচন হইতে জগৎকে ব্রহ্মের আভাসরূপে জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক-বিধি—এরূপ বলিলে পুনরায় "সে ক্রতু (যজ্ঞ) করিবে" ছাঃ ৩।১৪।১ এই সগুণ উপাসনা-বিধি অনর্থক হয়। কারণ তোমার মতে যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানময়, তাঁহার সম্বন্ধে সগুণ উপাসনা বিধিসঙ্গত হয় না। "শব্দহীন, স্পর্শহীন" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের নিগুর্ণতা জ্ঞাপক নহে, পরন্তু সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য; কাজেই ইহার সঙ্গেও সগুণ শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। "যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ নাই" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারাও তাঁহার সম্বন্ধে ভূতভৌতিক গুণেরই নিষেধ হইয়াছে॥ ২১॥

যদি বল—এস্থলে—"সেইরূপ তিনি রসহীন গন্ধহীন নিত্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গন্ধরসাদির নিষেধও এস্থলে—"সর্ব্বগন্ধময়, সর্ব্বরসময়" ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত গন্ধরসের বিধান করা হইতেছে। এক বস্তুতে গুণ ও তাহার অভাব এই উভয়ের সঙ্গতি হয় না বলিয়া বিষয়ের ভেদ করিয়া বিরোধ পরিহার কর্ত্তব্য। অতএব কার্য্য ব্রহ্ম (মায়াবাদি-মতে ঈশ্বর প্রভৃতি) সম্বন্ধে মনোময়ত্বাদিগুণ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে "শব্দশূন্যতা" প্রভৃতি ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য। তাহাও অসঙ্গত-

ভবিষ্যতি" বারাহে "নারায়ণাৎ পরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি," ব্রাহ্মে "ন হি বিষ্ণু সমা কাচিদ্‌গতিরন্যাভিধীয়তে। ইত্যেবং সততং বেদা গায়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ" শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৬ ও ৬।১১)—

"স বিশ্বকৃদ্‌ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ
কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্‌ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ॥"
"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥" ২২॥

"সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যো হ্যসৌ স্মৃতঃ, ন হি তস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈর্মুনিবরৈরপি, বক্তুং শক্যা বিযুক্তস্য সত্বাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ", "এষ আত্মাপহতপাপ্মা (ছাঃ ৮।১।৫)" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮) "তত্ত্বং নারায়ণঃ পর" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভির্নারায়ণস্যৈব পরতত্ত্বত্বং দিব্য-কল্যাণ-গুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃতহেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনেনৈকস্যৈবাবগমাদ্‌ ব্রহ্ম-দ্বৈবিধ্যং দুর্ব্বচনমিতি দিক্‌॥ ২৩॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-প্রণীতো
বেদান্ত-তত্ত্বসারঃ সম্পূর্ণঃ॥

—কারণ—"এই সমস্ত বিশ্বই পুরুষ,তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্ব জীবিত আছে", "বিশ্বপতি আত্মাধীশ্বর নিত্য শিব এবং অচ্যুত" "কবিগণ (তত্ত্বজ্ঞানিগণ) যাঁহাকে সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী (ক্ষীরোদকশায়ী) বলিয়া জানেন অথবা যাঁহাকে যোগিগণ হৃদয়সমুদ্রের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন"* "তাঁহার মহৎ যশঃ", "যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতেও মহৎ," "তাঁহার সমান বা অধিক আর কেহ নাই," "তাঁহার সমান নাই" "পুণ্ডরীকাক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, না হইবেও না"। বরাহ-পুরাণে—"নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নাই এবং হইবেও না।" ব্রহ্মপুরাণে—"বিষ্ণুর সমান অন্য কোন আশ্রয় কথিত হয় নাই,—বেদসকল সর্ব্বদা এরূপ কীর্ত্তন করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" শ্বেতাশ্বতর (৬।১৬ ও ৬।১১) উপনিষদেও—"তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিৎ, আত্মযোনি (নিজেই নিজের কারণ), সর্ব্বজ্ঞ, কালেরও নিয়ন্তা, গুণবান্‌, সর্ব্ববিৎ, প্রকৃতি, জীব ও সত্বাদিগুণের অধিপতি, এবং সংসারের মুক্তি, বন্ধ ও স্থিতির কারণ।" "সেই দেবতা এক, সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বকর্ম্মাধিষ্ঠাতা, সমস্ত ভূতের আশ্রয়, সাক্ষী, চৈতন্যময়, কেবল ও নির্গুণ।" ২২॥

"সেই বিষ্ণু সগুণ অথচ নির্গুণ, তিনি জ্ঞানগম্য, সমস্ত মুনিগণও তাঁহার সকল গুণের কথা বলিতে সমর্থ নহেন; কারণ তিনি সত্বাদি (প্রাকৃত) গুণ হইতে বিমুক্ত," "তিনিই আত্মা ও সর্ব্বপাপরহিত", "তাঁহার বিবিধা পরা শক্তির কথা শুনা যায়," "নারায়ণই পরমতত্ত্ব" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা এক নারায়ণই পরমতত্ত্ব, দিব্যসদ্‌গুণসমূহের আধার বলিয়া তিনি সগুণ এবং প্রকৃতিজাত হেয়গুণ রহিত বলিয়া তিনিই নির্গুণ এইরূপ বিষয়ের ভেদ-বর্ণনা-হেতু একের পক্ষেই সমস্ত সঙ্গত হয়। অতএব সগুণ-নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধত্ব কোনরূপেই বলা যায় না; ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত॥ ২৩॥

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যের রচিত বেদান্ততত্ত্ব-সার-গ্রন্থের গৌড়ীয় ভাষ্যান্তর্গত গৌড়ীয়-ভাষানুবাদ সম্পূর্ণ॥

---

* শ্রীমাধ্বভাষ্য-টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিকা (শ্রীমদ্‌ রাঘবেন্দ্রযতি-কৃত) ও ভগবৎ-সন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনী-দ্রষ্টব্য।

শব্দ-বিবরণ.

অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশ—১৭ পৃষ্ঠায় ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

অচিৎ—চৈতন্যধর্ম্ম পরিচালনাভাবে বিকারাস্পদ, চেতনশূন্য জড়পদার্থ। ইহা ভোগ, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন ভেদে ত্রিবিধ। লোকাচার্য্যকৃত তত্ত্বত্রয় দ্রষ্টব্য।

অজ্ঞান—১। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি। (সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে) অর্থাৎ সদসদ্বিলক্ষণ, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ পদার্থ।

২। তমের নামান্তর। ধর্ম্ম অর্থ কামরূপ ভোগ এবং খণ্ডজ্ঞানাতীত ভাবরূপ মোক্ষকে 'অজ্ঞান' বলে।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১।৯২

অদ্বিতীয়—দ্বিতীয় অধিষ্ঠান-রহিত। মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দদ্বারা সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত—এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অদ্বিতীয়াত্ম-সাক্ষাৎকার—মায়াবাদি মতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী বিনাশপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উপলব্ধি।

অদ্বৈত—দ্বিত্ব অর্থাৎ সংখ্যাগত নানাত্বের অভাব, অদ্বিতীয়, অখণ্ড। শুদ্ধাদ্বৈত ও বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈত ভেদে 'অদ্বৈত' দুই প্রকার। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে বস্তু এক হইলেও, বস্তুর অংশ জীব এবং বস্তুশক্তি মায়া ও তৎকার্য্য এই জড়জগৎ। সুতরাং তাঁহাদের মতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সত্যতা বা বৈচিত্র্য-নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈত বা বিদ্ধাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ব্যতীত ধারণায় যাবতীয় প্রতীতি-বৈচিত্র্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অধোক্ষজ—অধঃকৃতং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ। শ্রীল (জীবগোস্বামী)। প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারা যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না অথবা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাহায্যে যাঁহার জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না, সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুই অধোক্ষজ। কৃষ্ণের নামান্তর অধোক্ষজ।

অধ্যারোপবাদ—"বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ" (সদানন্দ যোগিকৃত বেদান্তসারে) অর্থাৎ বিবর্ত্তক্রমে বস্তুতে অবস্তুর (অসৎপদার্থের) আরোপ বা কল্পনার নাম অধ্যারোপ।

অনুমান—"অনুমিতিপ্রমাকরণং অনুমিতিঃ" অর্থাৎ যাহার দ্বারা অনুমিতির জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমান। 'অনু'শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ,' 'মান'শব্দের অর্থ জ্ঞান; সুতরাং পশ্চাজ্‌জ্ঞানের নামই অনুমান—যেমন, ধূমদৃষ্টে অগ্নির অনুমান। ন্যায় শাস্ত্রে 'পূর্ব্ববৎ,' 'শেষবৎ' ও 'সামান্যতোদৃষ্ট'; নব্য ন্যায়শাস্ত্রমতে 'কেবলান্বয়ী', 'কেবল ব্যতিরেকী' ও 'অন্বয়ব্যতিরেকী'—এই তিন প্রকার অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে।

অপবাদ—কার্য্য সকল নশ্বরহেতু নিত্যত্বাভাবে মিথ্যা, কারণই সত্য—ইহা প্রদর্শন করার নাম 'অপবাদ', যথা—মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, এ স্থলে ঘট কার্য্য নিত্যত্বাভাবে মিথ্যা—কারণ মৃত্তিকাই সত্য।

অবচ্ছেদবাদ—অখণ্ডপূর্ণব্রহ্ম অজ্ঞান কর্ত্তৃক আংশিকভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রৌদ্র মেঘচ্ছায়ার দ্বারা খণ্ডিতকল্প জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়—এই মতের নাম অবচ্ছেদ বাদ বা পরিচ্ছেদবাদ।

অবিদ্যা—মায়ার বৃত্তি দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। মায়াবাদিমতে—'অজ্ঞান', 'মায়া' ও অবিদ্যা একপর্য্যায়ভুক্ত হইলেও জীবের 'অবিদ্যা' ও ঈশ্বরের 'মায়া'।

অসৎ—সৎ অর্থাৎ নিত্যাধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-রহিত, মায়াবাদিমতে মিথ্যা।

আচার্য্য—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৪০)—অর্থাৎ যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দিয়া কল্প ও রহস্যের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই আচার্য্য।

আত্মা—অতত্ত্বভাসকং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বম্ অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থের প্রকাশক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সৎস্বরূপ; প্রতিশরীরোপহিতচৈতন্যই 'আত্মা' (বেদান্তসার), ইহাই মায়াবাদিগণের মত। তাঁহাদের মতে 'আত্মা' পরম মহৎ পরিমাণ অর্থাৎ অণুপরিমাণ নহেন। রামানুজীয় সিদ্ধান্তে 'আত্মা' বলিতে অণুচৈতন্য জীবাত্মাই কথিত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত। শ্রুতিতে কোন কোন স্থানে 'আত্মা' বলিতে পরমাত্মাকেও লক্ষ্য করিয়াছেন; সে স্থলে 'আত্মা' অণুচৈতন্য জীব নহেন কিন্তু বিভু-চৈতন্য ঈশ্বর

আভাসবাদ—প্রতিবিম্ববাদ অর্থাৎ মায়াবাদিমতে সূর্য্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি—আধারের বিভিন্নতায় বহুভেদে প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ উপাধিরূপ আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার নাম ছায়া বা

প্রতিবিম্ববাদ। রামানুজীয় মতে 'আভাস' শব্দে যাহা প্রকৃত নয় অর্থাৎ মূলবস্তু হইতে পৃথগ্ বিশেষত্ব সংরক্ষণ করে।

আরোপ—অতদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুতে তদ্ধর্ম্মপ্রকারক বোধ। অন্য বস্তুতে অন্য ধর্ম্মের স্থাপন। রজ্জুতে সর্পের আরোপ বা শুক্তিতে রজতত্ব আরোপ।

ইদং—পরিদৃশ্যমান্ জগৎ।

ঈশ্বর—জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, পরমকরুণ, ভক্তবৎসল ভগবান্ বাসুদেবই ঈশ্বর। মায়াবাদি-মতে অজ্ঞান-সমষ্টির আধার, মায়াশক্তিরূপ উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই—'ঈশ্বর'। সদানন্দ বলেন, ইদমজ্ঞানং সমষ্টি-ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ একমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানং এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামিজগৎকারণম্ ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। (বেদান্তসার ১৩শ সংখ্যা)।

উপাধি—যাহা সমীপে থাকিয়া স্বীয় গুণ নিকটস্থ বস্তুতে আরোপিত করে, তাহাই উপাধি। জবাপুষ্প স্ফটিক সন্নিকটে থাকিয়া উহার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জবা স্ফটিকের উপাধি। যে যাহার উপাধি, সে তাহার উপহিত।

এক—অপৃথক্, অদ্বিতীয় সংখ্যাগত বহুত্বের বিপরীত।

কর্ম্ম—জন্মমরণাদির হেতু। অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য অনাদি অথচ বিনাশশীল জড়দ্রব্য বিশেষ।

কারণ—যাহাতে কার্য্যরূপ অন্যপদার্থ সৃষ্টি করিবার অনুকূল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই 'কারণ' বলে।

কাল—সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয়কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা; যদ্দ্বারা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা দূরীভূত হয়, তাহার নাম কাল। বস্তুতঃ আদ্য-পুরুষাবতার প্রকৃতিতে যে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন, সেই শক্তির নামই কাল। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় গ্রন্থে খণ্ডিত কালের সংজ্ঞা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, —"গুণত্রয়শূন্যং ভূতবর্ত্তমানাদি ব্যবহার-কারণং জড়দ্রব্যং তু কালঃ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমানাদি ব্যবহারাত্মক শব্দের কারণ জড়দ্রব্যবিশেষের নাম 'কাল'। অথবা চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির যে সত্ত্বোপলব্ধি, তাহাই কাল।

ক্ষেত্রজ্ঞ—"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভম্। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।" (মঃ ভাঃ শান্তি পঃ ৩৫১ অঃ ৬ শ্লোক) অর্থাৎ সর্ব্ব-শুভাশুভের বীজস্বরূপ এই শরীরই—'ক্ষেত্র'। ইহাকে যিনি জানেন, তিনিই—'ক্ষেত্রজ্ঞ'। 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বুঝিতে হইবে।

চিৎ—নিত্য ভগবৎসেবক চিদানন্দময়-'জীবাত্মা'—পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, নিত্য অর্থাৎ জন্মাদি ষড়্ বিকার রহিত, অণু-চৈতন্য। লোকাচার্য্যকৃত তত্ত্বত্রয় দ্রষ্টব্য।

ছায়া—আভাসবাদ দ্রষ্টব্য।

জীব—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমতে ভগবানের বিভিন্নাংশ, দেহ ও মন হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্য কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি—ভেদাভেদ-প্রকাশ ও বৈষ্ণব; বিবর্ত্তাশ্রয়ে অনাদি-বহির্ম্মুখ। শ্রীরামানুজমতে, "চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ" অর্থাৎ চিচ্ছব্দবাচ্য জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও নিত্য। "জীবাত্মা তু ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ ব্রহ্মাত্মকঃ "যস্যাত্মা শরীরমিতি" শ্রুত্যন্তরাৎ (বেদার্থ-সংগ্রহ) "জীবাত্মা যাহার শরীর" এই শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মাকে ব্রহ্মের শরীর অর্থাৎ বিশেষণ বলা যায়। সুতরাং শরীরী ও শরীরের পরস্পর সম্বন্ধের ন্যায় ভিন্ন ও অভিন্ন কেবলা-দ্বৈত মায়াবাদিমতে অবিদ্যা-উপাধিগ্রস্ত মলিন-সত্ত্বপ্রধান অনিত্য[illegible]খ কর্ম্মফল-ভোগাভিমানপর চেতনময় ব্রহ্ম। শুদ্ধাদ্বৈত-মতে বস্তুর অংশ এবং স্বাবিদ্যাসংবৃত সংক্লেশনিকরাকর। শুদ্ধদ্বৈত মতে জীবের দ্বিবিধ দর্শন—বিষ্ণুসেবোন্মুখ মুক্ত ও হরিসেবাবিমুখ-বদ্ধ। দ্বৈতাদ্বৈতমতে, বস্তুর একত্ব সহ শক্তির যুগপৎ বিবিধত্ব দর্শন।

দ্বৈত দর্শন—দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ ব্রহ্মেতর বস্তুর অনুভূতি। মায়াবাদি-গণের মতে, নির্ব্বিশেষ উপলব্ধির অভাব। তত্ত্ববাদমতে, জড়াদি পঞ্চভেদের স্বরূপ দর্শনে অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপদৃষ্টি।

নির্ব্বিশেষ—জড়জগতে 'বিশেষ' নামক একটী ধর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য সিদ্ধ হয়। জড়-জগতে যতপ্রকার বিশেষ আছে, তাহার বিপরীত ভাবলক্ষণ কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বই নির্ব্বিশেষ। উহার সহ চিদ্বিশেষের সমন্বয়। চিৎ-সবিশেষই জড়নির্ব্বিশেষের বৈচিত্র্য রক্ষণে সমর্থ।

পরিণাম—রূপান্তর বা বিকার। "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ" অর্থাৎ একটী সত্য বস্তু হইতে রূপান্তরিত হইয়া অন্য একটী দ্বৈতরূপে উদিত হইলে তাহাকে বিকৃত বা পরিণত বলা হয়। যথা—দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি।

প্রকৃতি—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যবিশেষের নাম প্রকৃতি। (মায়া দ্রষ্টব্য)। ভগবানের মায়াশক্তির 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' নাম্নী দুইটী বৃত্তি আছে। তন্মধ্যে ঐ অবিদ্যা আবার (১), আবরণাত্মিকা শক্তি বা জীবাবরণীমায়া ও (২) বিক্ষেপাত্মিকাশক্তি

বা গুণমায়া—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি এই গুণমায়ারই নামান্তর।

প্রত্যক্ষ—দশবিধ প্রমাণের অন্যতম। "প্রত্যক্ষং স্যাদৈন্দ্রিয়কং" (অমরকোষ) ইন্দ্রিয়গোচরই প্রত্যক্ষ।

প্রমাণ—যাহার দ্বারা প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহার নাম প্রমাণ। "প্রমায়াঃ করণং প্রমাণম্" (বেদান্তপরিভাষা ১মপঃ)। প্রমাণ দশবিধ—তন্মধ্যে শব্দপ্রমাণই পরতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ। সুতরাং তাহাই মূল প্রমাণ। "যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ-প্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশ প্রকার প্রমাণ। এইগুলি প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক হইলেও শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণই মূল; যেহেতু উহা ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়-রহিত।

প্রপঞ্চ—প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) পঞ্চীকৃত অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে 'প্রপঞ্চ' বলা হয়।" শ্রীল মধ্বমুনি, 'প্রপঞ্চ' বলিতে—'পরমা-শ্রুতি'র বচন উল্লেখ করিয়া, পঞ্চ প্রকার ভেদ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবে, জীবে জীবে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে ও ঈশ্বরে জড়ে ভেদ বলিয়াছেন।

বাধিতানুবৃত্তি—যাহা বাধিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাহার অনুবৃত্তি অর্থাৎ পুনরভ্যুদয়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—অদ্বৈত-জ্ঞান দ্বারা দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হইলেও পূর্ব্বসংস্কার জন্য দ্বৈতবুদ্ধির উদয়।

বিজাতীয় ভেদ—আম্রোহন্যা নেতি বিজাতীয়-ভেদঃ (পীঠকভাষ্য ১৮ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ আম্রবৃক্ষের সহিত উহার বিভিন্ন-জাতীয় প্রস্তরাদির যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ।

বিবর্ত্ত—"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা করার নাম 'বিবর্ত্ত'। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। (সদানন্দকৃত বেদান্তসার ৫৯)

বেদান্ত—বেদের অন্তে অর্থাৎ শেষ-ভাগে যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বাক্যরাশি আছে, সেই বাক্যরাশিই "উপনিষৎ" নামে প্রসিদ্ধ। সেই উপনিষদ্গুলিই মুখ্য বেদান্ত। তাহার উপকারী বলিয়া 'শারীরকসূত্র'-গ্রন্থও 'বেদান্ত'।

ব্যষ্টি—পৃথক্ পৃথক্

ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মের সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—যাহা হইতে ভূতসমূহ জাত হয়, যৎকর্তৃক জাত হইয়া জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহাতে লীন অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে বনলীন বিহঙ্গের মত অবস্থান করে, তিনিই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের একমাত্র জিজ্ঞাস্য বস্তু ব্রহ্ম—সৃষ্টিকরণোপযোগী চিৎ ও অচিৎ শক্তি-বিশিষ্ট। মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম নিষ্কল (পূর্ণ), নিষ্ক্রিয়, উপাধিরহিত ত্রিপুটি-বর্জ্জিত অপচ অদ্বিতীয় অনির্ব্বচনীয় বস্তু। মায়াবাদিগণের উদ্দিষ্ট ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ বা সবিশেষ-পরব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্মের অঙ্গ-কান্তি মাত্র।

ব্রহ্মশরীর—ব্রহ্ম চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়)—এই দুইয়ের অন্তরে অন্তর্যামী ও নিয়ামকরূপে বর্ত্তমান বলিয়া ঐ দুইটীকে ব্রহ্মের শরীর বলা হইয়াছে যথা—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী-শরীরং" (বৃঃ আঃ ৩।৭।৩)। রামানুজীয় মতে শরীর আত্মারই বিশেষণ। 'শরীর' শব্দটী আত্মারই পরিচায়ক। গোত্ব ও শুক্লত্ব যেমন আকৃতি ও গুণকে বুঝায়, 'শরীর' শব্দও সেইরূপ আত্মাকে লক্ষ্য করে। অতএব গবাদি শব্দের ন্যায় দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিরও আত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি। পরমাত্মা জীবাত্মারও আত্মা বলিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার বিশেষণ অর্থাৎ শরীর বলা যায়। এতদ্বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বেদার্থসংগ্রহ ও পরমাত্ম সন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী দ্রষ্টব্য। শ্রীরামানুজীয়গণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না (অধিক জানিতে হইলে ভগবৎ সন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী দ্রষ্টব্য)।

মায়া—যৌগিক অর্থ মীয়তে অনয়া ইতি 'মায়া' অর্থাৎ যাহা দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়। ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতমা জড়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভ টীকায় মায়ার সংজ্ঞা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্টং জড়দ্রব্যং মায়া" অর্থাৎ মায়া—সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বিশিষ্ট জড়-বস্তু; উহা নিত্যা, জগৎসৃষ্টিকারিণী ও জীবসম্মোহিনী প্রকৃতি। মায়াবাদিমতে অজ্ঞান (অজ্ঞান দ্রষ্টব্য)।

মায়াবাদী—ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ বা ভগবদ্ধাম প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধিবস্তুতে অর্থাৎ চিন্ময় বৈচিত্র্যেও মায়ার-ব্যবধান বা জাড্য আছে—এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই মায়াবাদী। নির্ব্বিশিষ্টা-প্রকৃতি বা মায়ার অনস্তিত্বহেতু মায়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

বৌদ্ধগণ মায়াকেই 'প্রাপ্য'জ্ঞান করেন। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে-'কেবলচিৎ' সংজ্ঞা দিয়া বেদ মুখে মানিয়া সমন্বয়বাদের প্রচারকল্পে নিজাস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন।

লক্ষণা--সঙ্কেতদ্বারা অভিহিতার্থ সম্বন্ধিনী শব্দবৃত্তি। উহা তিন প্রকার—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, জহদজহৎ স্বার্থা। রামানুজীয় মতে অন্ত্য লক্ষণা অর্থাৎ জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাটী স্বীকৃত হয় নাই। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত তদীয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শক্তি—কারণোপযোগী সামর্থ্য—স্বভাব, গুণ, শক্তি প্রভৃতি এক পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় 'শক্তি' ও 'শক্তিমান্' অভিন্ন। আবার তদুভয়ের মধ্যে ভেদও লক্ষিত হয়; যথা:—শক্তি—আশ্রিত, শক্তিমান্—আশ্রয়; শক্তি—বিবিধ, শক্তিমান্—এক।

সজাতীয়-ভেদ--আম্রো নিম্বো নেতি সজাতীয়ভেদঃ (পীঠকভাষ্য ১৮ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ আম্রবৃক্ষের সহিত তাহার সজাতীয় নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ তাহাই সজাতীয় ভেদ। বৃক্ষত্বে সমজাতীয় হইলেও বৃক্ষের প্রকার ভেদ।

সৎ—"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে" (গীঃ ১৭।২৬) অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মোদ্দেশক কর্ম্ম সম্বন্ধে "সৎ" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'সৎ' শব্দের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ, সুতরাং তাঁহাতে কারণোপযোগী অনুকূল গুণ বর্ত্তমান। মায়াবাদিমতে তিনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়।

সমষ্টি—সমুদায় বা অপৃথক সত্ত্বীভূত সমস্ত পদার্থ—সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ। তদভাবাৎ তদন্তে তু জ্ঞায়ন্তে ব্যষ্টি-সংজ্ঞয়া॥ (পঞ্চদশী)

স্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎ—স্থূলসূক্ষ্মচিৎ ও স্থূলসূক্ষ্ম-অচিৎ। 'স্থূলচিৎ' বলিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার অবস্থাপন্ন জীব। 'সূক্ষ্মচিৎ' বলিতে তাদৃশী অবস্থাপন্ন স্থূলচিৎ-এর কারণ বুঝিতে হইবে। 'স্থূল-অচিৎ' বলিতে পরিবর্ত্তনশীল 'ব্যক্তজগৎ' বুঝিতে হইবে। 'সূক্ষ্ম-অচিৎ' অর্থাৎ জড়বিচিত্রতা-রহিত 'অব্যক্ত প্রকৃতি'। রামানুজীয়মতে এই স্থূলসূক্ষ্মচিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ বা শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্বগত ভেদ- আম্রমুকুলমাম্রোনেতি স্বগতভেদঃ (পীঠকভাষ্য ১৮ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ আম্রবৃক্ষের অবয়বভূত শাখাপ্রশাখা মুকুলাদির যে পরস্পর ভেদ তাহারই নাম স্বগতভেদ।

স্বভাব—পরিণাম হেতু

সিদ্ধান্ত---পূর্ব্বপক্ষ নিরসন করিয়া সিদ্ধ পক্ষ স্থাপন।

বেদান্ততত্ত্বসারে

উদ্ধৃতাংশের বর্ণানুক্রমিক

সূচী

বিষয় নির্ঘণ্ট